স্কন্দপুরাণম্।

ব্রহ্মখণ্ডম্।

(সেতুমাহাত্ম্য-ধর্ম্মারণ্যখণ্ড-ব্রহ্মোত্তরখণ্ডাত্মকম্।)

শ্রীমন্মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিরচিতম্।

বঙ্গানুবাদসমেতম্।

কলিকাতা,

৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, "বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-প্রেসে"

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৮ সাল।

মূল্য ১৫ পনের টাকা।

স্কন্দপুরাণম্।

ব্রহ্মখণ্ডম্।

সেতু-মাহাত্ম্যম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্। প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে। নৈমিষা-রণ্যনিলয়া ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ। অষ্টাঙ্গযোগ-নিরতা ব্রহ্মজ্ঞানৈকতৎপরাঃ॥ ১॥ মুমুক্ষবো মহাত্মানো নির্ম্মমা ব্রহ্মবাদিনঃ। ধর্ম্মজ্ঞা অনসূয়াশ্চ সত্যব্রতপরায়ণাঃ॥ ২॥ জিতেন্দ্রিয়া জিতক্রোধাঃ সর্ব্বভূতদয়ালবঃ। ভক্ত্যা পরময়া বিষ্ণুমর্চ্চয়ন্তঃ সনাতনম্॥ ৩॥ তপস্তেপুর্মহাপুণ্যে নৈমিষে মুক্তি-দায়িনি। একদা তে মহাত্মানঃ সমাজং চক্রুরুত্তমম্॥

নরায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী এবং সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে। যিনি শুক্লাম্বরধারী, যাঁহার বর্ণ শশিসন্নিভ, সেই প্রসন্নবদন চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে সর্ব্ব বিঘ্ন শান্তির নিমিত্ত ধ্যান করিবে। নৈমিষারণ্যবাসী শৌন-কাদি ঋষিগণ অষ্টাঙ্গ-যোগে নিরত, ব্রহ্মজ্ঞানৈক-নিষ্ঠ, মুমুক্ষু, মহাত্মা, মমতাহীন, ব্রহ্মবাদী, ধর্ম্মজ্ঞ, অসূয়াবিহীন, সত্যব্রতপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, জিত-ক্রোধ ও সর্ব্বভূতে সদয়চিত্ত; তাঁহারা পরম ভক্তিযোগে সনাতন বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করত মহা-পুণ্য মোক্ষপ্রদ নৈমিষারণ্যে তপস্যা করিতেছিলেন।

॥ ৪॥ কথয়ন্তো মহাপুণ্যাঃ কথাঃ পাপপ্রণাশিনীঃ। ভুক্তিমুক্ত্যোরুপায়ঞ্চ জিজ্ঞাসন্তঃ পরস্পরম্॥ ৫॥ ষড়্বিংশতিসহস্রাণামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্। তেষাং শিষ্যপ্রশিষ্যাণাং সংখ্যা কর্ত্তুং ন শক্যতে॥ ৬॥ অত্রান্তরে মহাবিদ্বান ব্যাসশিষ্যো মহামুনিঃ। আগমন্নৈমিষারণ্যং সূতঃ পৌরাণিকোত্তমঃ॥ ৭॥ তমাগতং মুনিং দৃষ্ট্বা জ্বলন্তমিব পাবকম্। অর্ঘ্যাদৈাঃ পূজয়ামাসুর্মুনয়ঃ শৌনকাদয়ঃ॥ ৮॥ সুখোপবিষ্টং

একদা সেই ঋষিগণ একটী উত্তম সমাজ-সম্মি-লন করিলেন। সেই সম্মিলনে তাঁহারা পরস্পর পাপনাশিনী মহাপাবনী কথার আলোচনা এবং ভুক্তি-মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সেই সকল ভাবিতাত্মা নৈমিষীয় ঋষিগণের সংখ্যা সমষ্টিতে ষড়্বিংশতি সহস্র। তাঁহাদের শিষ্য ও প্রশিষ্যের সংখ্যা যে কত, তাহার সংখ্যা করা দুরূহ। ঋষিগণের সেই সম্মিলনসময়ে ব্যাস-শিষ্য মহাবিদ্বান্ পৌরাণিকপ্রবর মহামুনি সূত সেই নৈমিষারণ্যে আগমন করিলেন। প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় সেই মুনিকে তখন সমাগত দেখিয়া শৌনকাদি মুনিগণ তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি স্বাস্ত্র পূজা

তং সূতমাসনে পরমে শুভে। পপ্রচ্ছুঃ পরমং গুহ্যং লোকানুগ্রহকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৯ ॥ সূত ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ স্বাগতং মুনিপুঙ্গব। শ্রুতবাংস্ত্বং পুরাণানি ব্যাসাৎ সত্যবতীসুতাৎ ॥১০॥ অতঃ সর্ব্বপুরাণানামর্থজ্ঞোঽসি মহামুনে। কানি ক্ষেত্রাণি পুণ্যানি কানি তীর্থানি ভূতলে ॥ ১১ ॥ কথং বা লভ্যতে মুক্তির্জীবানাং ভবসাগরাৎ। কথং হরে হরৌ বাপি নৃণাং ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ১২ ॥ কেন সিধ্যেত চ ফলং কর্ম্মণস্ত্রিবিধাত্মনঃ। এতচ্চান্যচ্চ তৎ সর্ব্বং কৃপয়া বদ সূতজ ॥ ১৩ ॥ ক্রয়ুঃ স্নিগ্ধায় শিষ্যায় গুরবো গুহ্যমপ্যুত। ইতি পৃষ্টস্তদা সূতো নৈমিষারণ্যবাসিভিঃ ॥ ১৪ ॥ বক্তুং প্রচক্রমে নত্বা ব্যাসং স্বগুরুমাদিতঃ। শ্রীসূত উবাচ। সম্যক্ পৃষ্টমিদং বিপ্রা যুষ্মাভির্জ্জগতো হিতম্ ॥ ১৫ ॥ রহস্যমেতদ্‌যুষ্মাকং বক্ষ্যামি শৃণুতাদরাৎ। ময়া নোক্তমিদং পূর্ব্বং কস্যাপি মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ১৬। মনো নিয়ম্য বিপ্রেন্দ্রাঃ শৃণুধ্বং ভক্তিপূর্ব্বকম্। অস্তি রামেশ্বরং নাম রামসেতৌ পবিত্রিতম্ ॥ ১৭ ॥ ক্ষেত্রাণামপি সর্ব্বেষাং তীর্থানামপি চোত্তমম্। দৃষ্টমাত্রে রামসেতৌ মুক্তিঃ সংসারসাগরাৎ ॥ ১৮ ॥ হরে হরৌ চ ভক্তিঃ স্যাত্তথা পুণ্যসমৃদ্ধিতা। কর্ম্মণস্ত্রিবিধস্যাপি সিদ্ধিঃ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥ যো নরো জন্মমধ্যে তু সেতুং ভক্ত্যাবলোকয়েৎ। তস্য পুণ্যফলং বক্ষ্যে শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ২০ ॥ মাতৃতঃ পিতৃতশ্চৈব দ্বিকোটিকুলসংযুতঃ। নির্ব্বিশ্য শম্ভুনা কল্পং ততো মোক্ষং সমশ্নুতে ॥ ২১ ॥ গণ্যন্তে পাংশবো ভূতলে দিবি তারকাঃ। সেতুদর্শনজং পুণ্যং শেষেণাপি ন গণ্যতে ॥ ২২ ॥ সমস্তদেবতারূপঃ সেতুবন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। তদ্দর্শনবতঃ পুংসঃ কঃ পুণ্যং গণিতুং ক্ষমঃ ॥ ২৩ ॥ সেতুং দৃষ্ট্বা নরো বিপ্রাঃ সর্ব্বযজ্ঞকরঃ স্মৃতঃ। স্নাতশ্চ সর্ব্বতীর্থেষু তপোঽতপ্যত চাখিলম্ ॥ ২৪ ॥ সেতুং গচ্ছেতি

করিলেন। ১—৮। অনন্তর সূত শুভ পরমাসনে সুখসমাসীন হইলে ঋষিগণ জগদ্বাসীকে অনুগৃহীত করিবার ইচ্ছায় তাঁহার নিকট পরম গুহ্য তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিগণ কহিলেন—হে সূত! হে মুনিপুঙ্গব! তুমি সমস্ত ধর্ম্মার্থ তত্ত্বে অভিজ্ঞ; অপিচ তুমি সত্যবতীসুত ব্যাসের নিকট হইতে সমস্ত পুরাণশাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছ। অতএব হে মহামুনে! তুমি নিখিল পুরাণরহস্যে সম্পূর্ণই অভিজ্ঞ। হে সূতনন্দন! ভূতলে কিরূপসংখ্যক পুণ্য ক্ষেত্র বা তীর্থ আছে? কিরূপে জীবগণ ভবসাগর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে? কি প্রকারেই বা হরি কিম্বা হরে নরগণের ভক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা? আর কিরূপেই বা ত্রিবিধ কর্ম্মের ফল সিদ্ধ হইতে পারে? এই সকল এবং অন্যান্য আরও অনেক বিষয় তুমি আমাদের নিকট ব্যক্ত কর। দেখ, গুরুজন অনুরক্ত শিষ্যের নিকট অতি গুহ্য বিষয়ও ব্যক্ত করিয়া থাকেন। নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ এইরূপ প্রশ্ন করিলে সূত প্রথমতঃ স্বীয় গুরু ব্যাসদেবকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! জগতের হিতের নিমিত্ত আপনারা সুচারু প্রশ্ন করিয়াছেন। অতএব আমি বলিতেছি, আপনারা সাদরে শ্রবণ করুন। হে মুনিবরগণ! আমি ইহা পূর্ব্বে আর কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা ভক্তিপূর্ব্বক মন নিরোধ করিয়া শ্রবণ করুন। প্রসিদ্ধ রামসেতুর সন্নিকটে রামেশ্বর নামে এক পবিত্র ক্ষেত্র আছে। উহা সমস্ত তীর্থ মধ্যে উত্তম বলিয়া পরিগণিত। রামসেতু দর্শন করিবামাত্র সংসারসাগর হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, হরি ও হরে ভক্তি হয়, পুণ্যরাশি উপচিত হইয়া থাকে, এবং ত্রিবিধ কর্ম্মের সিদ্ধিলাভ হয়। ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ৯—১৯। যে ব্যক্তি জন্মের মধ্যে একবারও ভক্তির সহিত সেতু সন্দর্শন করে, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তাহার যে কত পুণ্যফল হয়, বলিতেছি শ্রবণ করুন। এই ব্যক্তি মাতৃ ও পিতৃপক্ষের দুই-কোটী কুলসহ শম্ভুর সহিত তদীয় লোকে কল্পকাল যাবৎ সুখভোগ করিয়া পরে মোক্ষলাভ করে। পাংশুরাশি গণনা করা যাইতে পারে, আকাশস্থিত তারকারাজিরও গণনা বরং সম্ভবপর, কিন্তু সেতু সন্দর্শন হইতে যে পুণ্যরাশি উৎপন্ন হয়, তাহা গণনায় শেষ হইবার নহে। সেতুবন্ধ সমস্ত দেবতার স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত। সুতরাং সেই সেতুদর্শনকারী পুরুষের পুণ্য সংখ্যা করিবার শক্তি কাহার আছে? হে বিপ্রগণ! নর সেতুদর্শন করিলেই তাহার সর্ব্বযজ্ঞ করা হয়; সে সর্ব্বতীর্থে স্নাত হইয়া থাকে এবং তৎকর্ত্তৃক নিখিল তপস্যাই আচরিত হয়।

যো ব্রূয়াদ্যং কং বাপি নরঃ দ্বিজাঃ। সোঽপি তৎ ফলমাপ্নোতিং কিমন্যৈর্বহুভাষণৈঃ ॥ ২৫ ॥ সেতুস্নানকরো মর্ত্ত্যঃ সপ্তকোটিকুলান্বিতঃ। সম্প্রাপ্য বিষ্ণুভবনং তত্রৈব পরিমুচ্যতে ॥ ২৬ ॥ সেতুং রামেশ্বরং লিঙ্গং গন্ধমাদনপর্ব্বতম্। চিন্তয়ন্মনুজঃ সত্যং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৭ ॥ মাতৃতঃ পিতৃতশ্চৈব লক্ষকোটিকুলান্বিতঃ। সম্প্রাপ্য বিষ্ণুভবনং তত্রৈব পরিমুচ্যতে। কল্পত্রয়ং শম্ভুপদে স্থিত্বা তত্রৈব মুচ্যতে ॥ ২৮ ॥ মূষাবস্থাং বসাকূপং তথা বৈতরণীং নদীম্। শ্বভক্ষং মূত্রপানঞ্চ সেতুস্নায়ী ন পশ্যতি ॥ ২৯ ॥ তপ্তশূলং তপ্তশিলাং পুরীষহ্রদমেব চ। তথা শোণিতকূপঞ্চ সেতুস্নায়ী ন পশ্যতি ॥ ৩০ ॥ শাল্মল্যারোহণং রক্তভোজনং কৃমিভোজনম্। স্বমাংসভোজনঞ্চৈব বহ্নিজ্বালাপ্রবেশনং ॥৩১॥ শিলাবৃষ্টিং বহ্নিবৃষ্টিং নরকং কালসূত্রকম্। ক্ষারোদকঞ্চোষ্ণতোয়ং নেয়াৎ সেতুবমোককঃ ॥ ৩২ ॥ সেতুস্নায়ী নরো বিপ্রাঃ পঞ্চপাতকবানপি। মাতৃতঃ পিতৃতশ্চৈব শতকোটিকুলান্বিতঃ ॥ ৩৩ ॥ কল্পত্রয়ং বিষ্ণুপদে স্থিত্বা তত্রৈব মুচ্যতে। অধঃশিরঃশোষণঞ্চ নরকং ক্ষারসেবনম্ ॥ ৩৪ ॥ পাষাণযন্ত্রপীড়াঞ্চ মরুৎপ্রপতনং তথা। পুরীষলেপনঞ্চৈব তথা ক্রকচদারণম্ ॥ ৩৫ ॥ পুরীষভোজনং রেতঃপানং সন্ধিষু দাহনম্। অঙ্গারশয্যাভ্রমণং তথা মুসলমর্দ্দনম্ ॥৩৬॥ এতানি নরকাণ্যদ্ধা সেতুস্নায়ী ন পশ্যতি। সেতুস্নানং করিষ্যেঽহমিতি বুদ্ধ্যা বিচিন্তয়ন্ ॥ ৩৭ গচ্ছেচ্ছতপদং যস্তু স মহাপাতকোঽপি সন্। বহূনাং কাষ্ঠযন্ত্রাণাং কর্ষণং শস্ত্রভেদনম্ ॥ ৩৮ ॥ পতনোৎপতনঞ্চৈব গদাদণ্ডনিপীড়নম্। গজদন্তৈশ্চ হননং নানাভুজগদংশনম্ ॥ ৩৯ ॥ ধূমপানং পাশবন্ধং নানাশূলনিপীড়নম্। মুখে চ নাসিকায়াঞ্চ ক্ষারোদকনিষেচনম্ ॥ ৪০ ॥ ক্ষারাম্বুপানং নরকং তপ্তায়ঃসূচিভক্ষণম্। এতানি নরকাণ্যদ্ধা ন যাতি গতপাতকঃ ॥ ৪১ ॥ ক্ষারাম্বুপূর্ণরন্ধ্রাণাং প্রবেশং মলভোজনম্। স্নায়ুচ্ছেদং স্নায়ুদাহমস্থিভেদনমেব চ ॥৪২ ॥ শ্লেষ্মাদনং পিত্তপানং মহাতিক্তনিষেবণম্। অত্যুষ্ণং তৈলপানঞ্চ পানং ক্ষারোদকস্য চ ॥ ৪৩ ॥ কষায়োদকপানঞ্চ তপ্তপাষাণভোজনম্। অত্যুষ্ণসিকতাস্নানং তথা দশনমর্দ্দনম্ ॥ ৪৪ ॥ তপ্তায়ঃ-

---

দ্বিজগণ! সেতুবন্ধে গমন কর। এই কথাও যে ব্যক্তি যে কোন লোককে বলে, তাহারও সেই তীর্থফল লাভ হয়। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিয়া কি হইবে। সেতুবন্ধে স্নানকারী মানব স্বীয় সপ্তকোটী কুলের সহিত বিষ্ণুভবন প্রাপ্ত হইয়া সেই খানেই মুক্তিলাভ করে। সেতুবন্ধ, রামেশ্বরলিঙ্গ এবং গন্ধমাদন গিরি এই কয়েকটীকে যে মানব চিন্তা করে, সত্যই বলিতেছি, তাহারও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি হয়। সে মাতৃ ও পিতৃপক্ষীয় লক্ষকোটীকুলের সহিত বিষ্ণুভবনে উপনীত হইয়া সেইখানেই মুক্তিলাভ করে। তিনকল্পকাল পর্য্যন্ত তাহার শম্ভুপদে অবস্থান হয় এবং সেইখানেই তাহার মুক্তি হয়। সেতুস্নায়ী ব্যক্তি মূষাবস্থা, বসাকূপ, বৈতরণীনদী এবং শ্বভক্ষ ও মূত্রপান নামক নরক দর্শন করে না। সপ্তশূল, তপ্তশীলা, পুরীষহ্রদ ও শোণিতকূপ এই সকল নরক সেতুস্নায়ী ব্যক্তির দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। শাল্মলী-আরোহণ, রক্তভোজন, কৃমিভোজন, স্বমাংসভোজন, বহ্নিজ্বালা প্রবেশন, শিলাবৃষ্টি, বহ্নিবৃষ্টি, কালসূত্রক, ক্ষারোদক ও উষ্ণতোয়নামে যে সকল নরক আছে, সেতুদর্শী ব্যক্তি সে সমুদয় নরকে কখনও পতিত হয় না। হে বিপ্রগণ! সেতুস্নায়ী নর পঞ্চপাতকযুক্ত হইলেও মাতৃ ও পিতৃপক্ষীয় শতকোটীকুলে অন্বিত হইয়া কল্পত্রয় কাল বিষ্ণুপদে অবস্থান করে; পরে সেইখানেই মুক্ত হয়। অধঃশিরা, শোষণ, ক্ষারসেচন, পাশাণযন্ত্রপীড়া, মরুৎপ্রপতন, পুরীষলেপন, ক্রকচদারণ, পুরীষভোজন, অঙ্গসন্ধিদাহন, অঙ্গারশয্যাভ্রমণ এবং মুষলমর্দ্দন এই সকল নরক কদাচ সেতুস্নায়ী ব্যক্তির দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। যে ব্যক্তি 'আমি সেতুস্নান করিব' এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে শতপদ গমন করে, সে যদি মহাপাতকীও হয়, তথাচ নিষ্পাপ হইয়া—বহু-কাষ্ঠযন্ত্রের-কর্ষণ, শস্ত্রভেদন, পতনোৎপতন, গদাদণ্ডনিপীড়ন, গজদন্তদ্বারা হনন, বিবিধভুজঙ্গদংশন, ধূমপান, পাশবন্ধন, নানাশূলনিপীড়ন, মুখে ও নাসিকায় ক্ষারোদকনিসেচন, ক্ষারাম্বুপান, এবং তপ্ত লৌহসূচীভক্ষণ—এই সকল নরকে নিপতিত হয় না। ২০—৪১। ক্ষারজলপূর্ণ রন্ধ্র মধ্যে প্রবেশন, মলভোজন, স্নায়ুচ্ছেদন, অস্থিভেদন, শ্লেষ্মাদন, পিত্তপান, মহাতিক্তা নিসেবন, অত্যুষ্ণ তৈলপান, ক্ষারোদক পান, কষায়োদকপান, তপ্তপাষাণভোজন, অত্যুষ্ণ সিকতাস্নান, দশন-

শয়নঞ্চৈব সন্তপ্তাম্বুনিষেচনম্। সূচিপ্রক্ষেপণঞ্চৈব নেত্রয়োর্মুখসন্ধিষু ॥ ৪৫ ॥ শিশ্নে সবৃষণে চৈব হয়োভারস্য বন্ধনম্ ॥ বৃক্ষাগ্রাৎ পতনঞ্চৈব দুর্গন্ধ-পরিপূরিতে ॥ ৪৬ ॥ তীক্ষ্ণধারাস্ত্রশয্যাঞ্চ রেতঃ-পানাদিকং তথা। ইত্যাদিনরকান্ ঘোরান্ সেতু-স্নায়ী ন পশ্যতি ॥ ৪৭ ॥ সেতুসৈকতমধ্যে যঃ শেতে তৎপাংশুকুণ্ঠিতঃ। যাবন্তঃ পাংশবো লগ্নাস্তস্যাঙ্গে বিপ্রসত্তমাঃ ॥ ৪৮ ॥ তাবতাং ব্রহ্মহত্যানাং নাশঃ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ। সেতুমধ্যস্থবাতেন যস্যাঙ্গং স্পৃশ্যতেঽখিলম্ ॥ ৪৯ ॥ সুরাপানাযুতং তস্য তৎক্ষণাদেব নশ্যতি। বর্ত্ততে যস্য কেশাস্তু বপনাৎ সেতুমধ্যতঃ ॥ ৫০ ॥ গুরুতল্পাযুতং তস্য তৎক্ষণাদেব নশ্যতি। যস্যাস্থি সেতু-মধ্যে তু স্থাপিতং পুত্রপৌত্রকৈঃ। স্বর্ণস্তেয়াযুতং তস্য তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ৫১ ॥ স্মৃত্বা যঃ সেতু-মধ্যে তু স্নানং কুর্য্যাদ্দ্বিজোত্তমাঃ। মহাপাতক-সংসর্গদোষস্তস্য লয়ং ব্রজেৎ ॥ ৫২ ॥ মার্গভেদী স্বার্থপাকী যতির্ব্রাহ্মণদূষকঃ। অত্যাশী বেদবিক্রেতা পঞ্চৈতে ব্রহ্মঘাতকাঃ ॥ ৫৩ ॥ ব্রাহ্মণান্ যঃ সমাহূয় দাস্যামীতি ধনাদিকম্। পশ্চান্নাস্তীতি যো ব্রূতে ব্রহ্মহা সোঽপি কীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৪ ॥ পরিজ্ঞায় যতো ধর্ম্মাংস্তস্মৈ যো দ্বেষমাচরেৎ। অবজানাতি বা বিপ্রান ব্রহ্মহা সোঽপি কীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৫ ॥ জলস্য পানার্থমায়াতং গোবৃন্দন্তু জলাশয়ে নিবারয়তি যো বিপ্রা ব্রহ্মহা সোঽপি কীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৬ ॥ সেতুমেত্য তু তে সর্ব্বে মুচ্যন্তে দোষসঞ্চয়ৈঃ। ব্রহ্মঘাতকতুল্যা যে সন্তি চান্যে দ্বিজোত্তমাঃ তে সর্ব্বে সেতুমাগত্য মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৭ ॥ ঔপাসনপরিত্যাগী দেবতান্নস্য ভোজকঃ ॥ ৫৮ ॥ সুরাপযোষিৎসংসর্গী গণিকান্নাশন-স্তথা। গণান্নভোজকশ্চৈব পতিতান্নরতশ্চ যঃ ॥ ৫৯ ॥ এতে সুরাপিনঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ। সেতুস্নানেন মুচ্যন্তে তে সর্ব্বে হতকিল্বিষাঃ ॥ ৬০ ॥ সুরাপতুল্যা যে চান্যে মুচ্যন্তে সেতুমজ্জনাৎ। কন্দমূলফলানাঞ্চ কস্তূরীপট্টবাসসাম্ ॥ ৬১ ॥ পয়শ্চন্দনকর্পূরক্রমুকাণাং তথৈব চ। মধ্বাজ্যতাম্র-কাংস্যানাং রুদ্রাক্ষাণাং তথৈব চ ॥ ৬২ ॥ চোরকাস্তু পরিজ্ঞেয়া সুবর্ণস্তেয়িনঃ সমাঃ। তে সেতুক্ষেত্র-

---

মর্দ্দন, তপ্তলৌহশয়ন, অতিতপ্তজল-নিসেচন, নেত্র ও মুখসন্ধি-মধ্যে-সূচী প্রক্ষেপণ, শিশ্ন ও বৃষণে লৌহ-ভার-বন্ধন, বৃক্ষাগ্র হইতে দুর্গন্ধপূর্ণ গর্ত্তে পতন, তীক্ষ্ণধার অস্ত্রশয্যায় শয়ন, এবং রেতঃপান প্রভৃতি যে সকল ভীষণ নরক আছে—সেতুস্নায়ী ব্যক্তি সে সকল কদাচ দর্শন করে না। সেতুর সৈকতরাজির মধ্যে যে ব্যক্তি পাংসুপরিবৃত হইয়া শয়ন করে, হে বিপ্রগণ! যত পরিমাণ পাংসু তাহার অঙ্গলগ্ন হয়, ততসংখ্যক ব্রহ্ম-হত্যার পাপ তাহার নিশ্চয়ই নাশ প্রাপ্ত হয়। সেতুমধ্যস্থ বায়ুদ্বারা যদীয় সর্ব্বাঙ্গ স্পৃষ্ট হয়, সুরাপানজনিত অযুতসংখ্যক পাপ তাহার তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। যাহার কেশরাশি বপনান্তে সেতুমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়, গুরুতল্পগমন জন্য অযুতপাপ তাহার তৎক্ষণাৎ নাশ পাইয়া থাকে। পুত্র কিম্বা পৌত্রগণ সেতুমধ্যে যদীয় অস্থিস্থাপন করে, তাহার স্বর্ণস্তেয় কৃত অযুতপাপ তৎক্ষণাৎ নাশ প্রাপ্ত হয়। নর যাহাকে স্মরণ করিয়া সেতুমধ্যে স্নান করে, হে দ্বিজবরগণ! তাহারও মহাপাতকী জনের সংসর্গ জন্য দোষ বিলয় প্রাপ্ত হয়। পথাবরোধী, নিজ-নিমিত্ত পাককারী যতি ও ব্রাহ্মণদূষক, অতিবড় ভোজনকারী, এবং বেদবিক্রয়ী—এই পাঁচজনই ব্রহ্ম-ঘাতক। যে ব্যক্তি ধনদান করিব বলিয়া ব্রাহ্মণ-দিগকে আহ্বানপূর্ব্বক পরে 'নাই' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তাহাকেও ব্রহ্মহা বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়। যাহার নিকট হইতে ধর্ম্মশিক্ষা, তাহাকে যে ব্যক্তি দ্বেষ করে অথবা ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা করে, তাহারও নাম ব্রহ্মহা। হে বিপ্রগণ! জলপানের নিমিত্ত গোযূথ জলাশয়ে আগমন করিলে, যে ব্যক্তি তাড়াইয়া দেয়, তাহাকেও ব্রহ্মহা বলা হয়। এই সকল ব্রহ্মহা ব্যক্তি সেতুবন্ধে সমাগত হইলে, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৪২-৫৭। হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ! অন্য যাহারা ব্রহ্মঘাতীর তুল্য, তাহারাও সেতুসমাগমে মুক্ত হইয়া থাকে। যাহারা উপা-সনা ত্যাগী দেবতার অন্নভোজী মদ্যপায়িনী রমণীর সংসর্গকারী, গণিকান্নভোজী, গণান্নভক্ষী, অথবা পতিতান্নভোজী, তাহারা সকলেই সুরাপায়ী বলিয়া অভিহিত এবং ঐ সকলেই সর্ব্ব কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত কিন্তু একমাত্র সেতুস্নান দ্বারা ঐ সমস্ত ব্যক্তি নিষ্পাপ হইয়া মুক্ত হইয়া থাকে। সুরাপায়ীর তুল্য অন্য যে সকল পাপী লোক, তাহারাও সেতুস্নানে মুক্ত হইয়া থাকে। কন্দ, মূল, ফল, কস্তূরী, পট্টবস্ত্র দুগ্ধ, চন্দন, কর্পূর ক্রমুক, মধু, আজ্য, তাম্র, কাংস্য এবং রুদ্রাক্ষ,—এই সকল বস্তু যাহারা চুরি করে, জানিবে—তাহারা সুবর্ণস্তেয়ীর

মাগত্য মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬৩॥ অন্যে চ স্তেয়িনঃ সর্ব্বে সেতুস্নানেন বৈ দ্বিজাঃ। মুচ্যন্তে সর্ব্বপাপেভ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৬৪॥ ভগিনীং পুত্রভার্য্যাঞ্চ তথৈব চ রাজস্বলাম্। ভ্রাতৃভার্য্যাং মিত্রভার্য্যাং মদ্যপাঞ্চ পরস্ত্রিয়ম্॥ ৬৫॥ হীনস্ত্রিয়ঞ্চ বিশ্বস্তাং যোঽভিগচ্ছতি রাগতঃ। গুরুতল্পী স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥ ৬৬॥ এতে চান্যে চ যে সন্তি গুরুতল্পগতুল্যকাঃ। তে সর্ব্বে প্রবিমুচ্যন্তে সেতুস্নানেন বৈ দ্বিজাঃ॥ ৬৭॥ এতৈঃ সংসর্গিণো বিপ্রা যে চান্যে সন্তি পাপিনঃ। সেতুস্নানেন মহতা তেঽপি মোক্ষমবাপ্নুয়ুঃ॥ ৬৮॥ যাগং বিনা দেবলোকে ঘৃতাচীমেনকাদিভিঃ। সম্ভোগকামিনো বিপ্রাঃ স্নাতুং সেতাবঘাপহে॥ ৬৯॥ অনিবেব্য রবিং বহ্নিমনুপাস্য পরান্ সুরান্। শুভকামী জনঃ সেতৌ কুর্য্যাৎ স্নানং সভক্তিকম্॥ ৭০॥ তিলান্ ভূমিং সুবর্ণঞ্চ ধান্যং তণ্ডুলমেব চ। অদত্ত্বেচ্ছন্তি তে স্বর্গং স্নাতুং সেতৌ তু তে দ্বিজাঃ॥ ৭১॥ উপবাসৈর্ব্রতৈঃ কৃচ্ছৈরসন্তাপ্য নিজাং তনুম্। স্বর্গাভিলাষিণঃ পুংসঃ স্নান্তু সেতৌ বিমুক্তিদে॥ ৭২॥ সেতুস্নানং মোক্ষদং হি মনঃশুদ্ধিপ্রদং তথা। জপাদ্ধোমাত্তথা দানাদ্‌যাগাচ্চ তপসোঽপি চ॥ ৭৩॥ সেতুস্নানং বিশিষ্টং হি পুরাণে পরিপঠ্যতে। অকামনাকৃতং স্নানং সেতৌ পাপবিনাশনে॥ ৭৪॥ অপুনর্ভবদং প্রোক্তং সত্যমুক্তং দ্বিজোত্তমাঃ। যঃ সম্পদং সমুদ্দিশ্য স্নাতি সেতৌ নরো মুদা॥ ৭৫॥ স সম্পদমবাপ্নোতি বিপুলাং দ্বিজপুঙ্গবাঃ। শুদ্ধ্যর্থং স্নাতি চেৎ সেতৌ তদা শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥ ৭৬॥ রত্যর্থং যদি চ স্নায়াদপ্সরোভির্নরো দিবি। তদা রতিমবাপ্নোতি স্বর্গলোকেঽমরৈর্জনৈঃ॥ ৭৭॥ মুক্ত্যর্থং যদি চ স্নায়াৎ সেতৌ মুক্তিপ্রদায়িনি। তদা মুক্তিমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতাম্॥ ৭৮॥ সেতুস্নানেন ধর্ম্মঃ স্যাৎ সেতুস্নানাদঘক্ষয়ঃ। সেতুস্নানং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ ৭৯॥ সর্ব্বব্রতাধিকং পুণ্যং সর্ব্বযজ্ঞাধিকং স্মৃতম্। সর্ব্বযোগাধিকং প্রোক্তং সর্ব্বতীর্থাধিকং স্মৃতম্॥ ৮০॥ ইন্দ্রাদিলোকভোগেষু

তুল্য পাতকী। এই সকল পাতকী সেতুক্ষেত্রে আসিলে নিশ্চয়ই পাপমুক্ত হয়। হে দ্বিজগণ! যে সকল অন্যান্য দ্রব্যচোর আছে, তাহারাও সেতুস্নানে নিশ্চয়ই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তি অনুরাগভরে ভগিনী, পুত্রবধূ, রজস্বলা নারী, ভ্রাতৃবধূ, মিত্রপত্নী, মদ্যপায়িনী, কামিনী, অন্য কোন পরস্ত্রী, কোন হীনজাতীয় রমণী, অথবা কোন বিশ্বস্ত রমণীকে সম্ভোগ করে, তাহাকে গুরুপত্নীগামীর তুল্য পাতকী বলিয়া জানিবে। ঐ ব্যক্তি সর্ব্ব কর্ম্ম হইতেই বহিষ্কৃত। এইরূপ এবং অন্য আরও যে সকল গুরুপত্নীগামীর তুল্য পাতকী, তাহারা সকলেই সেতুস্নানের ফলে পাপমুক্ত হয়। হে দ্বিজগণ! ঐ সকল পাপীর সংসর্গবশে অন্য যাহারা পাপাক্রান্ত হয়, বিশেষরূপে সেতুস্নান করিলে তাহাদের মোক্ষলাভও ঘটিয়া থাকে। যাহারা যাগযজ্ঞ না করিয়াও স্বর্গে গিয়া ঘৃতাচী ও মেনকাদির সহিত সম্ভোগ কামনা করে, হে বিপ্রগণ! তাহাদের পক্ষে এই পাপহর সেতুস্নানই কর্ত্তব্য যে ব্যক্তি সূর্য্য সবিতা, বা অন্যান্য দেবতার উপাসনা না করিয়া শুভ কামনা করে, ভক্তির সহিত সেতু স্নানকরা তাহার পক্ষেও বিহিত। যে সকল ব্রাহ্মণ তিল, ভূমি, সুবর্ণ, ধান্য, এবং তণ্ডুলদান না করিয়া স্বর্গকামনা করেন, তাঁহারা সেতুস্নান করুন। যে পুরুষ উপবাস, ও কৃচ্ছ্র ব্রতাদি দ্বারা স্বীয় দেহকে সন্তাপিত না করিয়া স্বর্গাভিলাষ করেন, তিনি মুক্তিপ্রদ সেতুক্ষেত্রে আসিয়া স্নান করুন। সেতুস্নান মোক্ষপ্রদ ও মনঃশুদ্ধিজনক। জপ, হোম, দান, যজ্ঞ, এবং তপস্যা হইতেও সেতুস্নান বিশিষ্ট। এই কথাই পুরাণসমূহে পরিপঠিত। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! কামনাহীন হইয়া পাপহর সেতুক্ষেত্রে স্নান করিলে পুনরায় আর জন্ম লাভ করিতে হয় না, ইহা অতি সত্য কথা। যে ব্যক্তি সম্পদ্ অভিলাষে সহর্ষে সেতুস্নান করে, তাহার বিপুল সম্পদ্ লাভ হয়। যে ব্যক্তি শুদ্ধি নিমিত্ত সেতুস্নান করে, তাহার শুদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে।৫৮—৭৬। যে ব্যক্তি স্বর্গে অপ্সরাদিগের সহিত রমণ করিবার আশয়ে সেতুস্নান করে, তাহার সে কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। সে স্বর্গে গিয়া অমরাদিগের সহিত রতিক্রীড়া করে। মুক্তিপ্রদ সেতুক্ষেত্রে মুক্তির নিমিত্ত স্নান করিলে, পুনরাবৃত্তি রহিত মুক্তিলাভ হয়। সেতুস্নানে ধর্ম্ম হয়, এবং সেতুস্নানে পাপক্ষয় হইয়া থাকে। হে দ্বিজবরগণ! একমাত্র সেতুস্নানই সমস্ত কামফলের উৎপাদক। ইহাতে সমস্ত ব্রতাপেক্ষা অধিক পুণ্য হয়। ইহা সমুদয় যজ্ঞ অপেক্ষা অধিক ফল প্রদান করে। এই সেতুস্নান সমস্ত যোগ হইতে অধিক ফলাবহ এবং সমস্ত তীর্থ হইতে অধিক পুণ্যজনক। ইন্দ্রভবনগত ভোগসুখে যাঁহাদের

য়াগো যেষাং প্রবর্ত্ততে। স্নাতব্যং তৈর্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সেতৌ রামকৃতে সকৃৎ ॥ ৮১ ॥ ব্রহ্মলোকে চ বৈকুণ্ঠে কৈলাসেঽপি শিবালয়ে। রন্তুমিচ্ছা ভবেদ্‌যেষাং তে সেতৌ স্নান্তু সাদরম্ ॥ ৮২ ॥ আয়ুরারোগ্যসম্পত্তি-মতিরূপগুণাঢ্যতাম্। চতুর্ণামপি বেদানাং সাঙ্গানাং পারগামিতাম্ ॥ ৮৩ ॥ সর্ব্বশাস্ত্রাধিগন্তৃত্বং সর্ব্বমন্ত্রেষভিজ্ঞতাম্। সমুদ্দিশ্য তু যঃ স্নায়াৎ সেতৌ সর্ব্বার্থসিদ্ধিদে ॥ ৮৪ ॥ তত্তৎসিদ্ধিম বাপ্নোতি সত্যং স্যান্নাত্র সংশয়ঃ। দারিদ্র্যান্নরকাদ্‌যে চ মনুজা ভুবি বিভ্যতি ॥ ৮৫ ॥ স্নানং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে রামসেতৌ বিমুক্তিদে। শ্রদ্ধয়া সহিতো মর্ত্ত্যঃ শ্রদ্ধয়া রহিতোঽপি বা ॥ ৮৬ ॥ ইহলোকে পরত্রাপি সেতুস্নায়ী ন দুঃখভাক্। সেতুস্নানেন সর্ব্বেষাং নশ্যতে. পাপসঞ্চয়ঃ ॥ ৭৮ ॥ বর্দ্ধতে ধর্ম্মরাশিশ্চ শুক্লপক্ষে যথা শশী। যথা রত্নানি বর্দ্ধন্তে সমুদ্রে বিবিধান্যপি ॥ ৮৮ ॥ তথা পুণ্যানি বর্দ্ধন্তে সেতুস্নানেন বৈ দ্বিজাঃ। কামধেনুর্যথা লোকে সর্ব্বান কামান্ প্রযচ্ছতি ॥ ৮৯ ॥ চিন্তামণির্যথা দদ্যাৎ পুরুষাণাং মনোরথান্। যথামরতরুর্দদ্যাৎ পুরুষাণামভীপ্সিতম্ ॥ ৯০ ॥ সেতুস্নানং তথা নৃণাং সর্ব্বাভীষ্টান্ প্রদাস্যতি। অশক্তঃ সেতুযাত্রায়াং দারিদ্র্যেণ চ মানবঃ ॥ ৯১ ॥ যাচিত্বা স ধনং শিষ্টাৎ সেতৌ স্নানং সমাচরেৎ। সেতুস্নানসমং পুণ্যং তত্র দাতা সমশ্নুতে ॥ ৯২ ॥ তথা প্রতিগ্রহীতাপি প্রাপ্নোত্যবিকলং ফলম্। সেতুযাত্রাং সমুদ্দিশ্য গৃহ্নীয়াদ্ ব্রাহ্মণাদ্ধনম্ ॥ ৯২ ॥ ক্ষত্রিয়াদপি গৃহ্নীয়ান্ন দদ্যুর্ব্রাহ্মণা যদি। বৈশ্যাদ্বা প্রতিগৃহ্নীয়ান্ন প্রযচ্ছন্তি চেন্নৃপাঃ। শূদ্রান্ন প্রতিগৃহ্নীয়াৎ কথঞ্চিদপি মানবঃ ॥ ৯৪ ॥ যঃ সেতুং গচ্ছতঃ পুংসো ধনং বা ধান্যমেব বা ॥ ৯৫ ॥ দত্ত্বা বস্ত্রাদিকং বাপি প্রবর্ত্তয়তি মানবঃ। সোঽশ্বমেধাদিযজ্ঞানাং ফলমাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ৯৬ ॥ চতুর্ণামপি বেদানাং পারায়ণফলং লভেৎ। তুলাপুরুষমুখ্যানাং দানানাং ফলমশ্নুতে ॥ ৯৭ ॥ ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং নাশঃ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ। বহুনা কিং প্রলাপেন সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে ॥ ৯৮ ॥ এবং প্রতিগৃহীতাপি তত্তুল্যফলমশ্নুতে। যাচতঃ সেতুযাত্রার্থং ন প্রতিগ্রহকল্মষম্ ॥ ৯৯ ॥ সেতুং

অনুরাগ সঞ্চার হয়, এই রামকৃত সেতুবন্ধে তাঁহাদিগের একবারমাত্র স্নান করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মলোকে বৈকুণ্ঠে, কিম্বা শিবালয়ে কৈলাসে যাঁহাদিগের বিহারেচ্ছা হয়, তাঁহারা সাদরে এই সেতুবন্ধে স্নান করুন। যে ব্যক্তি আয়ু, আরোগ্য, সম্পত্তি, পরম সৌন্দর্য্য, গুণবত্তা, সাঙ্গ বেদচতুষ্টয়ের পারগামিত্ব, সর্ব্ব শাস্ত্রের পারদর্শিত্ব এবং সমুদয় মন্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে সর্ব্বার্থসাধক সেতুবন্ধে স্নান করে, তাহার সেই সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। ইহার সত্যতায় কোনই সংশয় নাই। ভূতলে যে সকল মানব দারিদ্র্য, বা নরকাদি হইতে ভীত হয়, এই মুক্তিপ্রদ রামসেতুতে তাহারা আসিয়া স্নান করুক। মানব শ্রদ্ধায় বা অশ্রদ্ধায় যে ভাবেই সেতুস্নান করুক, ইহ পরকালে তাহাকে আর দুঃখভাগী হইতে হয় না। সেতুস্নানে সকলেরই পাপরাশি নষ্ট হয় এবং শুক্লপক্ষীয় শশীর ন্যায় ধর্ম্মরাশি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। হে দ্বিজগণ! সমুদ্রে যেমন বিবিধ রত্ন বর্দ্ধিত হয়, সেতুস্নান করিলে পুণ্যরাশি তেমনি উপচিত হইয়া থাকে। কামধেনু যেমন সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করে, চিন্তামণি যেমন মানবের সকল মনোরথ পূরণ করেন, কল্পতরু যেমন সর্ব্বকামনা প্রদান করে, এই সেতুস্নানও তেমনি নরগণের সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকে। মানব দারিদ্র্য বশতঃ সেতু-যাত্রায় অক্ষম হইলে শিষ্টজনের নিকট হইতে ধন প্রার্থনা করিয়া সেতুস্নান করিবে। সেতুযাত্রী ব্যক্তিকে যে ধনদান করে, সেই দাতাও সেতুস্নানের সমান পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপে প্রতিগ্রহীতা ব্যক্তিও স্নানজন্য পূর্ণ ফললাভ করিয়া থাকে। সেতুযাত্রার উদ্দেশে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ না দিলে ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে, ক্ষত্রিয় না দিলে বৈশ্যের নিকট হইতে প্রার্থনা করিয়া ধন গ্রহণ করিবে; কিন্তু মানব এই কার্য্যে শূদ্রের নিকট হইতে কদাচ ধন গ্রহণ করিবে না। যে মানব সেতুযাত্রী ব্যক্তিকে ধন, ধান্য, বা বস্ত্রাদি দান করিয়া তৎকার্য্যে প্রেরণ করে, অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুত্তম ফল তাহারও অধিগত হইয়া থাকে। অপিচ সেই মানব চতুর্ব্বেদ পাঠের ফল লাভ করে এবং তুলাপুরুষাদি দানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার যদি ব্রহ্মহত্যাদি-জনিত অশেষ পাপও থাকে, তবে সে সমস্ত নিশ্চয় নষ্ট হইয়া যায়। অধিক আর কি বলিব, ঐ মানব সমস্ত কাম্য বস্তুই প্রাপ্ত হইতে পারে। এইরূপে প্রতিগৃহীতা ব্যক্তিও দাতার তুল্য ফলভাগী হয়। সেতুযাত্রার জন্য ধন প্রার্থনা করিলে প্রতিগ্রহ দোষ ঘটে

গচ্ছ ধনং তেঽহং দাস্যামীতি প্রলোভ্য যঃ। পশ্চান্নাস্তীতি চ ব্রুয়াত্তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥ ১০০ ॥ লোভেন সেতুযাত্রার্থং সম্পন্নোঽপি দরিদ্রবৎ। মানবো যদি যাচেত তমাহুস্তেয়িনং বুধাঃ ॥ ১০১ ॥ গমিষ্যে সেতুমিতি বৈ যো গৃহীত্বা ধনং নরঃ। ন যাতি সেতুং লোভেন তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥ ১০২ ॥ যেন কেনাপ্যুপায়েন সেতুং গচ্ছেন্নরো মুদা। অশক্তো দক্ষিণাং দত্বা গময়েদ্বা দ্বিজোত্তমম্ ॥ ১০৩ ॥ যাচিত্বা যজ্ঞকরণে যথা দোষো ন বিদ্যতে। যাচিত্বা সেতুযাত্রায়াং তথা দোষো ন বিদ্যতে ॥ ১০৪ ॥ যাচিত্বাপ্যন্যতো দ্রব্যং সেতুস্নানে প্রবর্ত্তয়েৎ। সোঽপি তৎফলমাপ্নোতি সেতুস্নায়ী নরো যথা ॥ ১০৫ ॥ জ্ঞানেন মোক্ষমভিযান্তি কৃতে যুগে তু ত্রেতাযুগে যজনমেব বিমুক্তিদায়ি। শ্রেষ্ঠং তথান্যযুগযোরপি দানমাহুঃ সর্ব্বত্র সেতুভিরবো হি বরো নরাণাম্ ॥ ১০৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়ে ব্রহ্মখণ্ডে সেতুমাহাত্ম্যে সেতুগমনফলাদিবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ঋষয়ঃ উচুঃ। কথং সূত মহাভাগ রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা। সেতুর্বদ্ধো নদীনাথে হ্যগাধে বরুণালয়ে ॥ ১ ॥ সেতৌ চ কতি তীর্থানি গন্ধমাদনপর্ব্বতে। এতন্নঃ শ্রদ্দধানানাং ব্রূহি পৌরাণিকোত্তম ॥ ২ ॥ শ্রীসূত উবাচ। রামেণ হি যথা সেতুর্নিবদ্ধো বরুণালয়ে। তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি যুষ্মাকং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৩ ॥ আজ্ঞয়া হি পিতু রামো হ্যবসদ্দণ্ডকাননে। সীতালক্ষ্মণসংযুক্তঃ পঞ্চবট্যাং সমাহিতঃ ॥ তস্মিন্নেব সতস্তস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ। রাবণেন হৃতা ভার্য্যা মারীচচ্ছদ্মনা দ্বিজাঃ ॥ ৫ ॥ মার্গমাণো বনে ভার্য্যাং রামো দশরথাত্মজঃ। পম্পাতীরে জগামাসৌ শোক মোহসমন্বিতঃ ॥ ৬ ॥ দৃষ্টবান্ বানরং তত্র কঞ্চিদ্দশরথাত্মজঃ। বানরেণাথ পৃষ্টোঽয়ং কো ভবানিতি রাঘবঃ ॥ ৭ ॥ আদিতঃ স্বস্য বৃত্তান্তং তস্মৈ প্রোবাচ তত্ত্বতঃ। অথ রাঘবসংপৃষ্টো বানরঃ কো ভবানিতি ॥ ৮ ॥ সোঽপি বিজ্ঞাপয়ামাস

না। তুমি সেতুবন্ধে গমন কর, আমি তোমায় ধন দান করিব, এইরূপে প্রলোভিত করিয়া যে ব্যক্তি পরে ধন দান না করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যে ব্যক্তি সম্পন্ন হইয়াও সেতুযাত্রার নিমিত্ত লোভবশে দরিদ্রের ন্যায় ধনযাচন করে, বুধগণ তাহাকে স্তেয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যে নর সেতুযাত্রা করিব বলিয়া ধন গ্রহণপূর্ব্বক লোভক্রমে সেতুযাত্রা করে না, পণ্ডিতগণ তাহাকে ব্রহ্মঘাতী বলেন। নর যে কোন উপায়ে সেতুক্ষেত্রে গমন করিবে। যদি নিজে অশক্ত হয়, তবে দক্ষিণা দিয়া কোন এক দ্বিজবরকেও প্রেরণ করিবে। যজ্ঞকার্য্যে যাচ্ঞা করিলে যেমন দোষ হয় না, তেমনি সেতুযাত্রার নিমিত্ত যাচ্ঞা করিলেও কোন দোষের সম্ভাবনা নাই। অন্য কার্য্যের জন্য দ্রব্য যাচ্ঞা করিয়া যদি তাহা সেতুস্নানে নিয়োগ করে, তবে তাহাতেও লোকে সেতুস্নানজন্য ফল লাভ করিতে পারে। সত্যযুগে মানবেরা জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ লাভ করে। ত্রেতাযুগে যজ্ঞই মানবের মুক্তিদায়ক হয়। এতদ্ভিন্ন অন্য যুগদ্বয়ে দানকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সকল যুগেই সেতুস্নান নরগণের পক্ষে বরীয়ান্। ৭৭—১০৬।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাভাগ সূত! অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্র কি প্রকারে নদীনাথ অগাধ বরুণালয়ে সেতুবন্ধন করিয়াছিলেন? সেতুবন্ধে ও গন্ধমাদন শৈলে কত তীর্থই বা অবস্থিত আছে? হে পৌরাণিকোত্তম! আমরা শ্রদ্ধাশীল হইয়া এতৎসমস্ত জানিতে ইচ্ছা করি। তুমি আমাদিগের নিকট ব্যক্ত কর। সূত কহিলেন,—হে মুনিবরগণ! রাম যেরূপে বরুণালয়ে সেতুবন্ধন করিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাদের নিকট বলিতেছি।১—৩। পিতার আজ্ঞায় রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে দণ্ডকারণ্যের পঞ্চবটী আশ্রমে সাবধানে বাস করিতেছিলেন। হে দ্বিজগণ! তথায় বাস কালে রাবণ মারীচমায়ায় মহাত্মা রামচন্দ্রের ভার্য্যা হরণ করে। দশরথনন্দন রাম ভার্য্যার জন্য বনে বনে অন্বেষণ করিতে করিতে শোক মোহে সমাচ্ছন্ন হইয়া পম্পাতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক বানরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। বানর রাঘবকে জিজ্ঞাসা করিল—মহাশয়! কে আপনি? তখন রামচন্দ্র আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বানরের নিকট বর্ণন করিলেন। অনন্তর রাঘব বানরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কে তুমি? বানর মহাত্মা রাঘ-

রাঘবায় মহাত্মনে। অহং সুগ্রীবসচিবো হনুমান্নাম বানরঃ ॥ ৯ ॥ তেন চ প্রেরিতোঽহং ভ্যাগাং যুবাভ্যাং সখ্যমিচ্ছতা। আগচ্ছতং তদ্ভদ্রং বাং সুগ্রীবান্তিকমাশু বৈ ॥ ১০ ॥ তথাস্ত্বিতি স রামোঽপি তেন সাকং মুনীশ্বরাঃ। সুগ্রীবান্তিকমাগত্য সখ্যং চক্রেঽগ্নিসাক্ষিকম্ ॥ ১১ ॥ প্রতিজজ্ঞেঽথ রামোঽপি তস্মৈ বালিবধং প্রতি। সুগ্রীবশ্চাপি বৈদেহ্যাঃ পুনরানয়নং দ্বিজাঃ ॥ ১২ ॥ ইত্যেবং সময়ং কৃত্বা বিশ্বাস্য চ পরস্পরম্। মুদা পরময়া যুক্তৌ নরেশ্বরকপীশ্বরৌ ॥ ১৩ ॥ আসাতে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠা ঋষ্যমূকগিরৌ তথা। সুগ্রীবপ্রত্যয়ার্থঞ্চ দুন্দুভেঃ কায়মাশু বৈ ॥ ১৪ ॥ পাদাঙ্গুষ্ঠেন চিক্ষেপ রাঘবো বহুযোজনম্। সপ্ততালা বিনির্ভিন্না রাঘবেণ মহাত্মনা ॥ ১৫ ॥ ততঃ প্রীতমনা বীরঃ সুগ্রীবো রামমব্রবীৎ। ইন্দ্রাদিদেবতাভ্যোঽপি নাস্তি রাঘব মে ভয়ম্ ॥ ১৬ ॥ ভবান্ মিত্রং ময়া লব্ধো যস্মাদিতি পরাক্রমঃ। অহং লঙ্কেশ্বরং হত্বা ভার্য্যামানয়িতাস্মি তে ॥ ১৭ ॥ ততঃ সুগ্রীবসহিতো রামচন্দ্রো মহাবলঃ। সলক্ষ্মণো যযৌ তূর্ণং কিষ্কিন্ধ্যাং বালিপালিতাম্ ॥ ১৮ ॥ ততো জগর্জ্জ সুগ্রীবো বাল্যাগমনকাঙ্ক্ষয়া। অমৃষ্যমাণো বালী চ গর্জ্জিতং স্বানুজস্য চ ॥ ১৯ ॥ অন্তঃপুরাদ্বিনিষ্ক্রম্য যুযুধেঽবরজেন সঃ। বালিমুষ্টিপ্রহারেণ তাড়িতো ভৃশবিহ্বলঃ ॥ ২০ ॥ সুগ্রীবো নির্গতস্তূর্ণং যত্র রামো মহাবলঃ। ততো রামো মহাবাহুঃ সুগ্রীবস্য শিরোধরে ॥ ২১ ॥ লতামাবধ্য চিহ্নং তু যুদ্ধায়াচোদয়ত্তদা। গর্জ্জিতেন সমাহূয় সুগ্রীবো বালিনং পুনঃ ॥ ২২ ॥ রামপ্রেরণয়া তেন বাহুযুদ্ধমথাকরোৎ। ততো বালিনমাজঘ্নে শরেণৈকেন রাঘবঃ ॥ ২৩ ॥ হতে বালিনি সুগ্রীবঃ কিষ্কিন্ধ্যাং প্রত্যপদ্যত। ততো বর্ষাস্বতীতাসু সুগ্রীবো বানরাধিপঃ ॥ ২৪ ॥ সীতামানয়িতুং তূর্ণং বানরাণাং মহাচমূম্। সমাদায় সমাগচ্ছদন্তিকং নৃপপুত্রয়োঃ ॥ ২৫ ॥ প্রস্থাপয়ামাস কপীন সীতান্বেষণকাঙ্ক্ষয়া। বিদিতায়াস্তু বৈদেহ্যাঃ লঙ্কায়াং বায়ুসূনুনা ॥ ২৬ ॥ দত্তে চূড়ামণৌ চাপি

বের নিকট নিবেদন করিল,—মহাভাগ! আমি সুগ্রীবের সচিব; আমার নাম হনূমান। জাতিতে আমি বানর। সুগ্রীব আপনাদের সহিত সখ্য ইচ্ছা করিয়া আমায় এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আপনারা সুগ্রীবের সমীপে আগমন করুন। আপনাদের মঙ্গল হইবে। রাম 'তথাস্তু' বলিয়া হনূমানের সহিত সুগ্রীবসমীপে আগমনপূর্ব্বক অগ্নি সাক্ষী করিয়া তৎসহ সখ্য স্থাপন করিলেন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর রাম, সুগ্রীবের প্রিয়াচরণের নিমিত্ত বালিবধে প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং সুগ্রীবও বৈদেহীর উদ্ধার সাধনে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইলেন। এইরূপে রাম ও সুগ্রীব উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের বিশ্বাস উৎপাদন করিলেন। পরে সেই নরেশ্বর ও কপীশ্বর পরম প্রীতিসহকারে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। রাঘব সুগ্রীবের প্রত্যয়ের নিমিত্ত একদা দুন্দুভির বিশাল দেহ স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বহুযোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। মহাত্মা রাঘবের শরে পরে সপ্ততাল নির্ভিন্ন হইল। অনন্তর বীর সুগ্রীব মুদিতমনে রামচন্দ্রকে বলিলেন,—হে রাঘব! ইন্দ্রাদি দেবগণ হইতেও এখন আমার ভয় নাই; যে হেতু ভবাদৃশ পরাক্রমশালী মিত্রকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। যাহা হউক, আমি লঙ্কেশ্বরকে নিহত করিয়া তোমার ভার্য্যাকে আনয়ন করিব। অনন্তর মহাবল রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সমভিব্যাহারে সত্বর বালি-পালিত কিষ্কিন্ধ্যা পুরে গমন করিলেন।৪-১৮। সেখানে গিয়া সুগ্রীব বালির আগমন আকাঙ্ক্ষায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। অবিবেচক বালি অনুজের গর্জ্জন শ্রবণে অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কনিষ্ঠ সহ যুদ্ধ করিতে লাগিল। বালির মুষ্টিপ্রহারে সুগ্রীব তাড়িত হইয়া একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল এবং সত্বর রণাঙ্গন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মহাবল রামচন্দ্রের নিকট গমন করিল। অনন্তর মহাবাহু রাম সুগ্রীবের কণ্ঠদেশে লতা বাঁধিয়া চিহ্ন করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে যুদ্ধার্থে পুনরায় প্রেরণ করিলেন। তখন সুগ্রীব গর্জ্জন করিয়া পুনর্ব্বার বালিকে আহ্বান করিল এবং রামের প্রেরণায় তাহার সহিত বাহুযুদ্ধে লিপ্ত হইল। ইতিমধ্যে রাঘব একশরে বালিকে আহত করিলেন। বালি হত হইলে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর বর্ষাকাল অতীত হইলে বানরাধিপতি সুগ্রীব সীতাকে আনয়ন করিবার জন্য বিশাল বানর-বাহিনী সমভিব্যাহারে রাজনন্দন রাম-লক্ষ্মণের সমীপে আগমন করিলেন। পরে সীতার অনুসন্ধানের জন্য নানাদিকে বহু বানর প্রেরিত হইল। বৈদেহী লঙ্কামধ্যে অবস্থান করিতেছেন, বায়ুনন্দন হনূমান্ এ সংবাদ জানিয়া আসিলেন। —আসিয়া রামের প্রত্যয়ার্থ সীতার চূড়ামণি

রাঘবো হর্ষশোকবান্। সুগ্রীবেণানুজেনাপি বায়ুপুত্রেণ ধীমতা ॥ ২৭ ॥ তথান্যৈঃ কপিভিশ্চৈব জাম্ববন্নলমুখ্যকৈঃ। অন্বীয়মানো রামোঽসৌ মুহূর্তেঽভিজিতি দ্বিজাঃ ॥ ২৮ ॥ বিলঙ্ঘ্য বিবিধান্ দেশান্ মহেন্দ্রং পর্ব্বতং যযৌ। চক্রতীর্থং ততো গত্বা নিবাসমকরোত্তদা ॥ ২৯ ॥ তত্রৈব তু স ধর্ম্মাত্মা সমাগচ্ছদ্বিভীষণঃ। ভ্রাতা বৈ রাক্ষসেন্দ্রস্য চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সহ ॥ ৩০ ॥ প্রতিজগ্রাহ রামস্তং স্বাগতেন মহাত্মনা। সুগ্রীবস্য তু শঙ্কাভূৎ প্রণিধিঃ স্যাদয়ং ত্বিতি ॥ ৩১ ॥ রাঘবস্তস্য চেষ্টাভিঃ সম্যক্স্বচরিতৈর্হিতৈঃ। অদুষ্টমেনং দৃষ্ট্বৈব তত এনমপূজয়ৎ ॥ ৩২ ॥ সর্ব্বরাক্ষসরাজ্যে তমভ্যষিঞ্চদ্বিভীষণম্। চক্রে চ মন্ত্রিপ্রবরং সদৃশং রবিসূনুনা ॥ ৩৩ ॥ চক্রতীর্থং সমাসাদ্য নিবসদ্রঘুনন্দনঃ। চিন্তয়ন্ রাঘবঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবাদীনভাষত ॥ ৩৪ ॥ মধ্যে বানরমুখ্যানাং প্রাপ্তকালমিদং বচঃ। উপায়ঃ কো নু ভবতামেতৎসাগরলঙ্ঘনে ॥ ৩৫ ॥ ইয়ঞ্চ মহতী সেনা সাগরশ্চাপি দুস্তরঃ। অম্ভোরাশিরয়ং নীলশঙ্খলোর্ম্মিসমাকুলঃ ॥ ৩৬ ॥ উদ্যন্মৎস্যো মহানক্রশঙ্খশুক্তিসমাকুলঃ। ক্বচিদৌর্ব্বানলাক্রান্তঃ ফেনবানতিভীষণঃ ॥ ৩৭ ॥ প্রকৃষ্টপবনাকৃষ্টনীলমেঘসমন্বিতঃ। প্রলয়াম্ভোধরারাবঃ সারবাননিলোদ্ধতঃ ॥ ৩৮ ॥ কথং সাগরমক্ষোভ্যং তরামো বরুণালয়ম্। সৈন্যৈঃ পরিবৃতাঃ সর্ব্বে বানরাণাং মহৌজসাম্ ॥ ৩৯ ॥ উপায়ৈরধিগচ্ছামো যথা নদনদীপতিম্। কথং তরামঃ সহসা সসৈন্যা বরুণালয়ম্ ॥ ৪০ ॥ শতযোজনমায়াতং মনসাপি দুরাসদম্। অতো নু বিঘ্না বহবঃ কথং প্রাপ্যা চ মৈথিলী ॥ ৪১ ॥ কষ্টাৎ কষ্টতরং প্রাপ্তা বয়মদ্য নিরাশ্রয়াঃ। মহাজলে মহাবাতে সমুদ্রে হি নিরাশ্রয়ে ॥ ৪২ ॥ উপায়ং কং বিধাস্যামস্তরণার্থং বনৌকসাম্। রাজ্যাদ্‌ভ্রষ্টো বনং প্রাপ্তো হৃতা সীতা মৃতঃ পিতা ॥ ৪৩ ॥ ইতোঽপি দুঃসহং দুঃখং যৎ

পর্য্যন্ত দান করিলেন। তখন রাঘব হর্ষ ও বিষাদযুক্ত হইয়া সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, হনুমান্ এবং জাম্ববান্ প্রমুখ অন্যান্য বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া অভিজিৎ মুহূর্ত্তে লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর বিবিধ দেশ অতিক্রম করিয়া মহেন্দ্রাচলে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে চক্রতীর্থে গিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। এইখানে ধর্ম্মাত্মা বিভীষণের সহিত তাঁহার সম্মিলন হইল। বিভীষণ রাক্ষসেন্দ্র রাবণের ভ্রাতা, তাঁহার সঙ্গে চারিজন রাক্ষসসচিব। রামচন্দ্র তাঁহাকে স্বাগতবাক্যে গ্রহণ করিলেন; কিন্তু রাবণের গুপ্তচর জ্ঞানে সুগ্রীবের ইহাতে শঙ্কা হইল। রাঘব বিভীষণের চেষ্টাচরিত্র ও স্বীয় শুভ চরিত দ্বারা তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়াই বুঝিলেন; বুঝিয়া মিত্রবোধে পূজা করিলেন। অনন্তর সমুদয় রাক্ষসরাজ্যে বিভীষণকে অভিষিক্ত করিয়া সুগ্রীবের ন্যায় তাঁহাকেও স্বীয় প্রধান মন্ত্রিপদে বরণ করিলেন। শ্রীমান্ রঘুনন্দন চক্রতীর্থে আসিয়া যখন বাস করেন, তখন একদিন চিন্তান্বিত হইয়া সমস্ত বানরবাহিনীর মধ্যে সুগ্রীবাদিকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ কালোচিত বাক্য বলিলেন যে, এই সাগরলঙ্ঘনে তোমরা কি উপায় স্থির করিয়াছ? এই বিশাল বাহিনী; এ দিকে সাগরও অতি দুস্তর। এই নীল অম্বুরাশি চঞ্চল উর্ম্মিমালায় সমাকুল! ইহার মধ্যে মধ্যে মৎস্যরাশি উন্মগ্ন হইতেছে। মহাকায় কুম্ভীর, শঙ্খ, ও শুক্তিসমূহে ইহা সতত সমাকুল রহিয়াছে। ইহার কোথাও কোথাও বাড়বানল প্রজ্বলিত হইতেছে। ফেনপুঞ্জে অন্বিত হইয়া ইহা অতি ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। প্রবল প্রভঞ্জনে আকৃষ্ট হইয়া নীলাম্বুদবৃন্দ ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ইহা প্রলয়কালীন অম্ভোধরের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে এবং পবনপ্রবাহে উদ্ধতভাব ধারণ করিয়াছে। এই অক্ষোভ্য বরুণালয় সাগর, ইহা আমরা কিরূপে উত্তীর্ণ হইব? মহাবল বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া যে কোন উপায়ে এই নদনদীপতি সাগরের পারে উপস্থিত হইলাম বটে; কিন্তু কি উপায়ে এখন সসৈন্যে সহসা এ সাগর পার হইব? ১৯—৪০। এই সাগর শত যোজন আয়ত; বুঝি বা ইহা মনেরও দুর্লঙ্ঘ্য। অতএব বহু বিঘ্নই উপস্থিত। কিরূপে আমি মৈথিলীকে প্রাপ্ত হইব? অদ্য আমরা নিরাশ্রয় হইয়া কষ্ট হইতে কষ্টতর দশায় উপনীত হইয়াছি! এই প্রবল বায়ুচঞ্চল মহাজলময় নিরাশ্রয় অম্বুরাশি; ইহা পার হইবার জন্য—বানর-বাহিনীকে ইহার পরপারে পৌঁছাইবার জন্য কি উপায় আমরা উদ্ভাবন করিব? আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনবাসী হইয়াছি, আমার সীতা হৃত হইয়াছেন, পিতা পরলোকে গমন করিয়াছেন; এই সকল দুঃখ অপেক্ষাও আমার নিকট এই সাগরলঙ্ঘন অতি দুঃসহ দুঃ

সাগরবিলঙ্ঘনম্। ধিগ্ধিগ্গর্জ্জিতমম্ভোধে ধিগেতাং বারিরাশিতাম্ ॥ ৪৪ ॥ কথং তদ্বচনং মিথ্যা মহর্ষেঃ কুম্ভজন্মনঃ। হত্বা ত্বং রাবণং পাপং পবিত্রে গন্ধমাদনে। পাপোপশমনায়াশু গচ্ছস্বেতি যদীরিতম্ ॥ ৪৫ ॥ শ্রীসূত উবাচ। ইতি রামবচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবপ্রমুখাস্তদা ॥ ৪৬ ॥ উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে রাঘবং তং মহাবলম্। নৌভিরেনং তরিষ্যামঃ প্লবৈশ্চ বিবিধৈরিতি ॥ ৪৭ ॥ মধ্যে বানরকোটীনাং তদোবাচ বিভীষণঃ। সমুদ্রং রাঘবো রাজা শরণং গন্তুমর্হতি ॥ ৪৮ ॥ খনিতঃ সাগরৈরেষ সমুদ্রো করুণালয়ঃ। কর্ত্তুমর্হতি রামস্য তজ্জ্ঞাতেঃ কার্য্যমম্বুধিঃ ॥ ৪৯ ॥ বিভীষণেনৈবমুক্তো রাক্ষসেন বিপশ্চিতা। সান্ত্বয়ন রাঘবঃ সর্ব্বান্ বানরানিদমব্রবীৎ ॥ ৫০ ॥ শতযোজনবিস্তারমশক্তাঃ সর্ব্ববানরাঃ। তর্ত্তুং প্লবোড়ুপৈরেনং সমুদ্রমতিভীষণম্ ॥ ৫১ ॥ নাবো ন সন্তি সেনায়া বহ্ব্যা বানরপুঙ্গবাঃ। বণিজামুপঘাতঞ্চ কথমস্মদ্বিধশ্চরেৎ ॥ ৫২ ॥ বিস্তীর্ণঞ্চৈব নঃ সৈন্যং হন্যাচ্ছিদ্রেষু বা পরঃ। প্লবোড়ুপপ্রতারোঽহতো নৈবাত্র মম রোচতে ॥ ৫৩ ॥ বিভীষণোক্তমেবেদং মোদতে মম বানরাঃ। অহংত্বিমং জলনিধিমুপাস্তে মার্গসিদ্ধয়ে ॥৫৪॥ নো চেদ্দর্শয়িতা মার্গং ধক্ষ্যাম্যেনমহং তদা। মহাস্ত্রৈরপ্রতিহতৈরত্যগ্নিপবনোজ্জ্বলৈঃ ॥ ৫৫ ॥ ইত্যুক্ত্বা সহসৌমিত্রিরুপস্পৃশ্যাথ রাঘবঃ। প্রতিশিশ্যে জলনিধিং বিধিবৎ কুশসংস্তরে ॥ ৫৬ ॥ তদা রামঃ কুশাস্তীর্ণে তীরে নদনদীপতেঃ। সংবিবেশ মহাবাহুর্বেদ্যামিব হুতাশনঃ ॥ ৫৭ ॥ শেষভোগনিভং বাহুমুপধায় রঘূদ্বহঃ। দক্ষিণো দক্ষিণং বাহুমুপাস্তে মকরালয়ম্ ॥ ৫৮ ॥ তস্য রামস্য সুপ্তস্য কুশাস্তীর্ণে মহীতলে। নিয়মাদপ্রমত্তস্য নিশাস্তিস্রোঽতিচক্রমুঃ ॥ ৫৯ ॥ স ত্রিরাত্রোষিতস্তত্র নয়জ্ঞো ধর্ম্মতৎপরঃ। উপাস্তে স্ম তদা রামঃ সাগরং মার্গসিদ্ধয়ে ॥ ৬০ ॥ ন চ দর্শয়তে মন্দস্তদা রামস্য সাগরঃ। প্রয়ত্তেনাপি রামেণ যথার্হমপি পূজিতঃ ॥ ৬১ ॥ তথাপি সাগরো রামং ন দর্শয়তি চাত্মনঃ। সমুদ্রায় ততঃ ক্রুদ্ধো রামো রক্তান্তলোচনঃ ॥ ৬২ ॥ সমীপবর্ত্তিন-

বলিয়া বোধ হইতেছে। ধিক্ রে অম্ভোধি! ধিক্ তোর গর্জ্জন! ধিক্ তোর জলরাশি! "তুমি পাপাত্মা রাবণকে নিহত করিয়া পাপোপশমের নিমিত্ত পবিত্র গন্ধমাদনে সত্বর গমন কর।" মহর্ষি অগস্ত্য এই যে বাক্য আমায় বলিয়াছিলেন, তাহা কি করিয়া মিথ্যা হইবে? সূত কহিলেন,—রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া সুগ্রীবাদি সহচরগণ অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক মহাবল রাঘবকে বলিলেন,—বহুসংখ্যক নৌকা এবং বিবিধ প্লব দ্বারা এই সাগর আমরা পার হইব। তখন সর্ব্বসমক্ষে বিভীষণ বলিলেন,—রাজা রাঘব সমুদ্রের শরণাপন্ন হউন। সগরসুতগণ পূর্ব্বে এই সাগর খনন করিয়াছেন। রামচন্দ্র তাঁহাদের সগোত্রীয়; সুতরাং অম্বুধি তাঁহার কার্য্যোদ্ধার করিতে পারে। বিজ্ঞ রাক্ষস বিভীষণ এই কথা কহিলে রামচন্দ্র সমুদায় বানরবাহিনীকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—এই সাগর শত যোজন বিস্তার; বানরগণ ইহা লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। কোনরূপ প্লব দ্বারা'ত এই ভীষণ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই। বহু বাহিনীর উপযুক্ত নৌকা মিলিবারও সম্ভাবনা নাই। হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! ভাবিয়া দেখ, যদি বা নৌকা সঙ্ঘটন হয়, তাহা হইলে বণিকদিগের অনিষ্টই বা আমরা কিরূপে করি? আমাদের বিশাল সৈন্য; ছিদ্র পাইয়া কোন শত্রু পক্ষও বা ইহাকে নাশ করিতে পারে। অতএব নৌকা বা প্লবাদি দ্বারা সাগর পার হইতে যাওয়া আমি ভাল বলিয়া মনে করি না। হে বানরগণ! এ সম্বন্ধে বিভীষণের বাক্যই আমার ভাল বলিয়া বোধ হয়। আমি পথসিদ্ধির নিমিত্ত এই জলনিধিরই উপাসনা করি। যদি জলনিধি একান্তই পথ প্রদর্শন না করে, তাহা হইলে অনল-পবন-দীপ্ত অপ্রতিহত মহাস্ত্র দ্বারা ইহাকে আমি দগ্ধ করিয়া ফেলিব। রাঘব এই কথা কহিয়া লক্ষ্মণ সহ জল স্পর্শপূর্ব্বক যথাবিধি কুশাস্তরণে জলধির উদ্দেশে প্রায়োপবেশনে অবস্থান করিলেন। বেদিমধ্যে হুতাশনের ন্যায় মহাবাহু রাম সেই নদ-নদীপতির কুশাস্তীর্ণ তীরে শয়ান রহিলেন। ৪১—৫৭। শেষ-ভোগনিভ বাহু তাঁহার উপাধানভূত হইল। উদার রাম দক্ষিণ বাহু উপাধান করিয়া দক্ষিণাব্ধির উপাসনায় নিরত হইলেন। রাম বিনীতভাবে কুশাস্তীর্ণ ভূভাগে সুপ্তাবস্থায় নিয়মাবলম্বনে অবস্থান করিলে তাঁহার তিন রাত্রি অতিবাহিত হইল। তিনি তথায় তিন রাত্রি বাস করিয়া নীতি ও ধর্ম্মানুসারে পথপ্রাপ্তির কামনায় সাগরের উপাসনা করিলেন; কিন্তু মূঢ় সাগর রামকে পথ প্রদর্শন করিল না। রাম সংযত হইয়া যথাযোগ্য পূজা করিলেন; তথাচ

কৈদং লক্ষ্মণং প্রত্যভাষত। অদ্য মদ্বাণনির্ভিন্নৈর্ম্ম-করৈর্ব্বরুণালয়ম্॥ ৬৩॥ নিরুদ্ধতোয়ং সৌমিত্রে করিষ্যামি ক্ষণাদহম্। সশঙ্খশুক্তিজালং হি সমীন-মকরং শনৈঃ॥ ৬৪॥ অদ্য বাণৈরমোঘাস্ত্রৈর্ব্বা-রিধিং পরিশোষয়ে। ক্ষময়া হি সমাযুক্তং মাময়ং মকরালয়ঃ॥ ৬৫॥ অসমর্থং বিজানাতি ধিক্-ক্ষমামীদৃশে জনে। ন দর্শয়তি সাম্না মে সাগরো রূপমাত্মনঃ॥ ৬৬॥ চাপমানয় সৌমিত্রে শরাংশ্চাশী-বিষোপমান্। সাগরং শোষয়িষ্যামি পদ্ভ্যাং যান্ত প্লবঙ্গমাঃ॥ ৬৭॥ এনং লঙ্ঘিতমর্য্যাদং সহস্রোর্ম্মি-সমাকুলম্। নির্ম্মর্য্যাদং করিষ্যামি সায়কৈর্ব্বরুণা-লয়ম্॥ ৬৮॥ মহার্ণবং শোষয়িষ্যে মহাদানবসঙ্কু-লম্। মহামকরনক্রাঢ্যং মহাবীচিসমাকুলম্॥ ৬৯॥ এবমুক্ত্বা ধনুষ্পাণিঃ ক্রোধপর্য্যাকুলেক্ষণঃ। রামো বভুব দুর্দ্ধর্ষস্ত্রিপুরঘ্নো যথা শিবঃ॥ ৭০॥ আকৃষ্য চাপং কোপেন কম্পয়িত্বা শরৈর্জ্জগৎ। মুমোচ বিশিখানুগ্রাংস্ত্রিপুরেষু যথা ভবঃ॥ ৭১॥ দীপ্তা বাণাশ্চ যে ঘোরা ভাসয়ন্তো দিশো দশ। প্রাবি-শন্ বারিধেস্তোয়ং দৃপ্তদানবসঙ্কুলম্॥ ৭২॥ সমুদ্রস্ত ততো ভীতো বেপমানঃ কৃতাঞ্জলিঃ। অনন্যশরণো বিপ্রাঃ পাতালাৎ স্বয়মুত্থিতঃ॥ ৭৩॥ শরণং রাঘবং ভেজে কৈবল্যপদকারণম্। তুষ্টাব রাঘবং বিপ্রা তুষ্টা শব্দৈর্ম্মনোরমৈঃ॥ ৭৪॥ সমুদ্র উবাচ। নমামি তে রাঘব পাদপঙ্কজং সীতাপতে সৌখ্যদ পাদসেবনাৎ। নমামি তে গৌতমদার-মোক্ষদং শ্রীপাদরেণুং সুরবৃন্দসেব্যম্॥ ৭৫॥ সুন্দপ্রিয়াদেহবিদারিণে নমো নমোঽস্তু তে কৌশিকযাগরক্ষিণে। নমো মহাদেবশরাস-ভেদিনে নমো নমো রাক্ষসসঙ্ঘনাশিনে॥ ৭৬॥ রাম রাম নমষ্যামি ভক্তানামিষ্টদায়িনম্। অবতীর্ণো রঘুকুলে দেবকার্য্যচিকীর্ষয়া॥ ৭৭॥ নারায়ণমনাদ্যন্তং মোক্ষদং শিবমচ্যুতম্। রাম রাম মহাবাহো রক্ষ মাং শরণাগতম্॥ ৭৮॥ কোপং সংহর রাজেন্দ্র ক্ষমস্ব করুণা-লয়। ভূমির্ব্বাতো বিয়চ্চাপো জ্যোতীংষি চ

সাগর আত্ম-প্রদর্শন করিল না। তখন রাম সমুদ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার নেত্র আরক্ত হইল। তিনি সমীপস্থ লক্ষ্মণকে বলিলেন,—সৌমিত্রে! অদ্য আমি মুহূর্ত্তমধ্যে মদীয় বাণনির্ভিন্ন মকরনিকর দ্বারা সমুদ্রকে রুদ্ধজল করিব। আমি সত্বর শুক্তি ও মীন-মকরাদিসহ সমস্ত সাগরজল মদীয় আমোঘাস্ত্রে এখনই শুষ্ক করিয়া ফেলিব। আমি ক্ষমান্বিত হইয়াছিলাম; তাই বুঝি সাগর আমায় অসমর্থ জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়াছে। অতএব ঈদৃশ জনে ক্ষমা করা ধিক্কারের বিষয়। সাম-প্রয়োগে সাগর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল না। হে সৌমিত্রে! তুমি আমার আশীবিষোপম শর-সমূহ আনয়ন কর, আমি সাগরকে শোষণ করি। আমার বানরবাহিনী পদব্রজেই গমন করুক। এই সহস্র সহস্র উর্ম্মিসঙ্কুল সাগর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে; অতএব বাণ দ্বারা ইহাকে আমি নির্ম্মর্য্যাদ করি। এই মহাদানব-সঙ্কুল মহামকর-নক্র-পরিপূর্ণ মহাবীচিময় মহার্ণবকে এখনই আমি শোষণ করিয়া ফেলি। রোষ-কষায়িত-নেত্র রাম-চন্দ্র এই বলিয়া ধনুর্দ্ধারণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই ভীষণ ত্রিপুরঘাতী হরের মূর্ত্তি মনে পড়িল। রামচন্দ্র কোপভরে শরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক ত্রিজগৎ কম্পিত করিয়া বিষম বিশিখ সকল সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। মনে ভবদেব যেন ত্রিপুরদুর্গে উগ্র বাণব্যূহ বর্ষণ করি-লেন।৬৮—৭১। রাঘবের সেই ঘোরাকার দীপ্ত বাণ-রাজি দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া সাগরের দৃপ্ত দানব-সঙ্কুল সলিলমধ্যে প্রবেশ করিল। হে বিপ্রগণ! সমুদ্র তখন ভীত হইল। সে কৃতাঞ্জলিকরে কাঁপিতে কাঁপিতে নিরাশ্রয় হইয়া পাতাল হইতে উত্থিত হইল এবং সেই কৈবল্যপদ-দায়ক রাঘবের শরণাপন্ন হইল। অনন্তর বিবিধ মনো-রম শব্দে সমুদ্র রাঘবকে স্তব করিতে লাগিল। সমুদ্র কহিল,—হে রাঘব! তোমার পাদপঙ্কজে আমার নমস্কার। হে সীতাপতে! তোমার পাদ-পদ্মসেবায় তুমি সকলের সৌখ্যপ্রদ হও। তোমার যে শ্রীপাদরেণু গৌতমবনিতার মোক্ষসাধন করিয়াছিল এবং সুরবৃন্দ যাহার সেবা করেন, হে দেব! আমি তোমার সেই পাদরেণুকে নমস্কার করি। হে তাড়কাঘাতিন্! তোমায় নমস্কার। হে কৌশিকযাগরক্ষিন্! তোমাকে নমস্কার। তুমি নারায়ণ, অনাদি অনন্ত, মোক্ষপ্রদ শিবময় অচ্যুত মূর্ত্তি; হে রাঘব রাম, হে মহাবাহো! আমি শরণা-গত; আমায় তুমি রক্ষা কর। হে রাজেন্দ্র! কোপ সংবরণ কর। হে করুণাময়! ক্ষমা কর। হে রঘুবর! পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা ভূমি, বায়ু, আকাশ,

রঘূদ্বহ ॥ ৭৯ ॥ যৎস্বভাবানি সৃষ্টানি ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা। বর্ত্তন্তে তৎস্বভাবানি স্বভাবো মে হ্যগাধতা ॥ ৮০ ॥ বিকারস্তু ভবেদ্গাধ এতৎ সত্যং বদাম্যহম্। লোভাৎ কামাদ্ভয়াদ্বাপি রাগাদ্বাপি রঘূদ্বহ ॥ ৮১ ॥ ন বংশজং গুণং হাতুমুৎসহেয়ং কথঞ্চন। তৎকরিষ্যে চ সাহায্যং সেনায়াস্তরণে তব ॥ ৮২ ॥ ইত্যুক্তবন্তং জলধিং রামোঽববীন্নদীপতিম্। সসৈন্যোঽহং গমিষ্যামি লঙ্কাং রাবণপালিতাম্ ॥ ৮৩ ॥ তচ্ছোষমুপযাহি ত্বং তরণার্থং মমাধুনা। ইত্যুক্তস্তং পুনঃ প্রাহ রাঘবং বরুণালয়ঃ ॥ ৮৪ ॥ শৃণুষ্বাবহিতো রাম শ্রুত্বা কর্ত্তব্যমাচর। যদ্যাজ্ঞয়া তে শুষ্যামি সসৈন্যস্য যিযাসতঃ ॥ ৮৫ ॥ অন্যেঽপ্যাজ্ঞাপয়িষ্যন্তি মামেবং ধনুষো বলাৎ। উপায়মন্যং বক্ষ্যামি তরণার্থং বলস্য তে ॥ ৮৬ ॥ অস্তি হ্যত্র নলো নাম বানরঃ শিল্পিসম্মতঃ। ত্বষ্টুঃ কাকুৎস্থ তনয়ো বলবান্ বিশ্বকর্ম্মণঃ ॥৮৭॥ স যৎ কাষ্ঠং তৃণং বাপি শিলাং বা ক্ষেপ্স্যতে ময়ি। সর্ব্বং

ও জ্যোতিঃসমূহকে যেরূপ স্বভাবসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা সেইরূপ-স্বভাবই আছে। এইরূপে অগাধতাই আমার স্বভাব আর গাধভাবই বিকার; ইহাই আমি সত্য বলিলাম। হে রঘূদ্বহ! লোভে, কামে, ভয়ে বা অনুরাগে আমি আমার বংশজ গুণ কোনক্রমেই পরিত্যাগ করিতে সমুৎসুক নহি। যাহা হৌক আপনার সেনাসমূহ পার হইতে পারে; এজন্য আমি সাহায্য করিব। জলধি এই কথা কহিলে রাম তাহাকে কহিলেন,—আমি সসৈন্যে রাবণ-রক্ষিত লঙ্কাপুরে গমন করিব; আমার গমনার্থ তুমি শুষ্ক হইয়া যাও। রামচন্দ্র এই কথা কহিলে বরুণালয় আবার বলিল,—হে রাম! অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। পরে যথাকর্ত্তব্য আচরণ করুন। ভাবিয়া দেখুন, আপনি সসৈন্যে আমার মধ্য দিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, যদি আপনার আজ্ঞায় আমি এক্ষণে শুষ্ক হই; তবে অস্ত্রবলে অন্যেও আবার এইরূপই আদেশ করিবে। অতএব আপনার সৈন্যের অক্লেশ গমনের জন্য আমি অন্য উপায় বলিতেছি, আপনার সৈন্যদলের মধ্যে নল নামে একজন সেনানী আছেন, তিনি বানর হইলেও শিল্পিকুলের মান্য ব্যক্তি। হে কাকুৎস্থ! তিনি বিশ্বকর্ম্মার একজন বলবান্ পুত্র। তিনি যে সকল কাষ্ঠ, তৃণ বা শিলা আমার উপর ক্ষেপণ করিবেন

তদ্ধারয়িষ্যামি স তে সেতুর্ভবিষ্যতি ॥ ৮৮ ॥ সেতুনা তেন গচ্ছ ত্বং লঙ্কাং রাবণপালিতাম্। উক্ত্বেত্যন্তর্হিতে তস্মিন্ রামো নলমুবাচ হ ॥ ৮৯ ॥ কুরু সেতুং সমুদ্রে ত্বং শক্তো হ্যসি মহামতে। তদাব্রবীন্নলো বাক্যং রামং ধর্ম্মভূতাং বরম্ ॥ ৯০ ॥ অহং সেতুং বিধাস্যামি হ্যগাধে বরুণালয়ে। পিত্রা দত্তবরশ্চাহং সামর্থ্যে চাপি তৎসমঃ ॥ ৯১ ॥ মাতুর্মম বরো দত্তো মন্দরে বিশ্বকর্ম্মণা। শিল্পকর্ম্মণি মত্তুল্যো ভবিতা তে সুতস্থিতি ॥ ৯২ ॥ পুত্রোঽহমৌরসস্তস্য তুল্যো বৈ বিশ্বকর্ম্মণা। অদ্যৈব কামং বধ্নন্তু সেতুং বানরপুঙ্গবাঃ ॥ ৯৩ ॥ ততো রামনিসৃষ্টাস্তে বানরা বলবত্তরাঃ। পর্ব্বতান্ গিরিশৃঙ্গাণি লতাতৃণমহীরুহান্ ॥ ৯৪ ॥ সমাজহ্রুর্মহাকায়া গরুড়ানিলরংহসঃ। নলশ্চক্রে মহাসেতুং মধ্যে নদনদীপতেঃ ॥ ৯৫ ॥ দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্। জানকীরমণো রামঃ সেতুমেবমকারয়ৎ ॥ ৯৬ ॥ নলেন বানরেন্দ্রেণ বিশ্বকর্ম্মসুতেন বৈ। তমেবং সেতুমাসাদ্য রামচন্দ্রেণ

আমি সে সকল ধারণ করিব; তাহাতে আপনার গমনের জন্য সেতু প্রস্তুত হইবে। সেই সেতু দ্বারা আপনি অনায়াসে রাবণরক্ষিত লঙ্কাপুরে গমন করিবেন। এই বলিয়া সমুদ্র অন্তর্হিত হইলে রাম নলকে বলিলেন,—হে মহামতে! তুমি সমুদ্রে সেতুনির্ম্মাণ কর; এ কার্য্যে তুমিই সক্ষম। তখন নল ধর্ম্মজ্ঞ রামকে বলিলেন,—আগাধ বরুণালয়ে আমি সেতু প্রস্তুত করিব; পিতা আমায় এ কার্য্যসাধনে বর দান করিয়াছেন। আমি সমার্থ্যেও আমার পিতার সমকক্ষ। বিশ্বকর্ম্মা মন্দরাচলে একদা আমার মাতাকে বর দান করিয়াছিলেন যে, তোমার এক পুত্র হইবে, ঐ পুত্র শিল্পকর্ম্মে আমারই তুল্য ক্ষমতা লাভ করিবে। ৭২—৯২। আমি সেই বিশ্বকর্ম্মার ঔরস পুত্র এবং শিল্পকার্য্যে তাঁহারই ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন। অতএব বানরপুঙ্গবগণ অদ্যই ইচ্ছানুরূপ সেতুবন্ধন করুন। অনন্তর রামাদেশে গরুড় ও পবনের ন্যায় বেগগামী মহাবল মহাকায় বানরেরা পর্ব্বত, পর্ব্বতশৃঙ্গ, লতা, তৃণ ও মহীরুহ সকল আনয়ন করিল। নল তাহা দ্বারা সাগরোপরি মহাসেতু প্রস্তুত করিলেন। ঐ সেতু দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও দশ যোজন আয়ত হইল। জানকীরমণ রাম এইরূপে বিশ্বকর্ম্মনন্দন বানরেন্দ্র নল দ্বারা সেতু নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই রামচন্দ্র-

কারিতম্ ॥ ৯৭ ॥ সর্ব্বে পাতকিনো মর্ত্ত্যা মুচ্যন্তে সর্ব্বপাতকৈঃ। ব্রতদানতপোহোমৈর্ন তথা তুষ্যতে শিবঃ ॥ ৯৮ ॥ সেতুমজ্জনমাত্রেণ যথা তুষ্যতি শঙ্করঃ। ন তুল্যং বিদ্যতে তেজো যথা সৌরেণ তেজসা ॥ ৯৯ ॥ সেতুস্নানেন চ তথা ন তুল্যং বিদ্যতে ক্বচিৎ। তৎসেতুমূলং লঙ্কায়াং যত্র রামো যিযাসয়া ॥ ১০০ ॥ বানরৈঃ সেতুমারেভে পুণ্যং পাপপ্রণাশনম্। তদ্দর্ভশয়নং নাম্না পশ্চাল্লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥ ১০১ ॥ এবমুক্তং ময়া বিপ্রাঃ সমুদ্রে সেতুবন্ধনম্। অত্র তীর্থান্যনেকানি সন্তি পুণ্যান্যনেকশঃ ॥ ১০২ ॥ ন সংখ্যাং নামধেয়ং বা শেষো গণয়িতুং ক্ষমঃ। কিং ত্বহং প্রব্রবীম্যদ্য তত্র তীর্থানি কানিচিৎ ॥ ১০৩ ॥ চতুর্ব্বিংশতিতীর্থানি সন্তি সেতৌ প্রধানতঃ। প্রথমং চক্রতীর্থে স্যাদ্বেতালবরদং ততঃ ॥ ১০৪॥ ততঃ পাপবিনাশার্থং তীর্থং লোকেষু বিশ্রুতম্। ততঃ সীতাসরঃ পুণ্যং ততো মঙ্গলতীর্থকম্ ॥ ১০৫ ॥ ততঃ সকলপাপঘ্নী নাম্না চামৃতবাপিকা। ব্রহ্মকুণ্ডং ততস্তীর্থং ততঃ কুণ্ডং হনূমতঃ ॥ ১০৬ ॥ অগস্ত্যং হি ততস্তীর্থং রামতীর্থমতঃ পরম্। ততো লক্ষ্মণতীর্থং স্যাজ্জটাতীর্থমতঃ পরম্ ॥ ১০৭ ॥ ততো লক্ষ্ম্যাঃ পরং তীর্থমগ্নিতীর্থমতঃ পরম্। চক্রতীর্থং ততঃ পুণ্যং শিবতীর্থমতঃ পরম্ ॥ ১০৮ ॥ ততঃ শঙ্খাভিধং তীর্থং ততো যামুনতীর্থকম্। গঙ্গাতীর্থং ততঃ পশ্চাদ্গয়াতীর্থমনন্তরম্ ॥ ১০৯ ॥ ততঃ স্যাৎ কোটিতীর্থাখ্যং সাধ্যানামমৃতং ততঃ। মানসাখ্যং ততস্তীর্থং ধনুষ্কোটিস্ততঃ পরম্ ॥ ১১০ ॥ প্রধানতীর্থান্যেতানি মহাপাপহরাণি চ। কথিতানি দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সেতুমধ্যগতানি বৈ ॥ ১১১ ॥ তথা সেতুশ্চ বদ্ধোঽহভূদ্রামেণ জলধৌ মহান্। কথিতং তচ্চ বিপ্রেন্দ্রাঃ পুণ্যং পাপহরং তথা ॥ ১১২ ॥ যচ্ছ্রুত্বা চ পঠিত্বা চ মুচ্যতে মানবো ভুবি ॥ ১১৩ ॥ অধ্যায়মেবং পঠতে মনুষ্যঃ শৃণোতি বা ভক্তিযুতো দ্বিজেন্দ্রাঃ। সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র পুনর্ভবক্লেশমসৌ ন গচ্ছেৎ ॥ ১১৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সেতুমাহাত্ম্যে সেতুনির্ম্মাণাদি-বর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

কারিত এবম্বিধ সেতু প্রাপ্ত হইয়া মর্ত্ত্যবাসী সমস্ত পাতকী সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ভগবান্ শঙ্কর সেতুমজ্জন মাত্রে যেরূপ তুষ্ট হইয়া থাকেন, ব্রত, দান, তপস্যা বা হোম দ্বারা সেরূপ তুষ্ট হন না। সৌরতেজের তুল্য তেজ যেমন আর নাই, তেমনি এই সেতু স্নানের তুল্যও কোন পুণ্য কার্য্য কোথাও নাই যেখান হইতে রামচন্দ্র বানরগণ সহ লঙ্কা গমনে প্রথম উপক্রম করিয়াছিলেন, তাহাই সেতুর মূল দেশ। ঐ মূলভাগ পবিত্র ও পাপহর। পরবর্ত্তী কালে ঐ স্থান দর্ভশয়ন নামে লোকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। হে বিপ্রগণ! এই আমি সমুদ্রে সেতুবন্ধন বার্ত্তা বর্ণন করিলাম। এখানে অন্যান্য অনেক পুণ্য তীর্থ আছে, সে সমুদায়ের সংখ্যা বা নাম কীর্ত্তনে ভগবান্ অনন্তদেবও সক্ষম নহেন যাহা হউক, আমি অদ্য তন্মধ্যে কতিপয় তীর্থের নাম উল্লেখ করিতেছি। এখানে প্রধানতঃ চতুর্ব্বিংশতিতীর্থ বিদ্যমান। তন্মধ্যে প্রথম চক্রতীর্থ। অনন্তর বেতালবরদ। পরে লোক-বিশ্রুত পাপবিনাশন তীর্থ। অনন্তর পুণ্য সীতা-সরোবর; পরে মঙ্গল তীর্থ; তৎপরে সকল পাপহারিণী অমৃতবাপিকা; তদনন্তর ব্রহ্মকুণ্ড; তৎপশ্চাৎ হনুমৎকুণ্ড; তাহার পর অগস্ত্যতীর্থ; তদনন্তর রামতীর্থ; তাহার পর লক্ষ্মণতীর্থ; তদনন্তর জটাতীর্থ; তৎপশ্চাৎ লক্ষ্মীতীর্থ; তৎপরে অগ্নিতীর্থ; তদনন্তর চক্রতীর্থ; তৎপরে পুণ্য শিবতীর্থ; অনন্তর শঙ্খতীর্থ; তৎপশ্চাৎ যামুন তীর্থ; অনন্তর গঙ্গাতীর্থ; তাহার পর গয়াতীর্থ; তৎপরে কোটিতীর্থ; তৎপশ্চাৎ সাধ্যামৃত; পরে মানস এবং তৎপরে ধনুষ্কোটিতীর্থ। সেতুমধ্যগত এই সকল প্রধান তীর্থ মহাপাপহর বলিয়া কথিত। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! রামচন্দ্র জলধিবক্ষে যেরূপে সেতুবন্ধন করিয়াছিলেন, সেই পাপঘ্ন পুণ্য বৃত্তান্ত আমি কহিলাম। ইহা শ্রবণে বা পাঠে মর্ত্ত্যবাসী মুক্ত হয়। যে মনুষ্য ভক্তিযুক্ত হইয়া এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, সে অনন্ত জয় প্রাপ্ত হয়। পরকালে তাহাকে আর পুনর্জ্জন্ম-যাতনা ভোগ করিতে হয় না। ৯৭—১১৪।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। চতুর্ব্বিংশতিতীর্থানি যান্যুক্তানি ত্বয়া মুনে। তেষাং প্রধানতীর্থানাং সেতৌ পাপবিনাশনে॥ ১॥ আদিমস্ত তু তীর্থস্য চক্রতীর্থমিতি প্রথা। কথং সমাগতা সূত বদাস্মাকং হি পৃচ্ছতাম্॥ ২॥ শ্রীসূত উবাচ। চতুর্ব্বিংশতিতীর্থানাং প্রধানানাং দ্বিজোত্তমাঃ। যদুক্তমাদিকং তীর্থং সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্॥ ৩॥ স্মরণাত্তস্য তীর্থস্য গর্ভবাসো. ন বিদ্যতে। বিলয়ং যান্তি পাপানি লক্ষজন্মকৃতান্যপি॥ ৪॥ তস্মিংস্তীর্থে সকৃৎস্নানাৎ স্মরণাৎ কীর্ত্তনাদপি। লোকে ততোঽধিকং তীর্থং তত্তুল্যং বা দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৫॥ ন বিদ্যতে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সত্যমুক্তমিদং ময়া। গঙ্গা সরস্বতী রেবা পম্পা গোদাবরী নদী॥ ৬॥ কালিন্দী চৈব কাবেরী নর্ম্মদা মণিকর্ণিকা। অন্যানি যানি তীর্থানি নদ্যঃ পুণ্যা মহীতলে॥ ৭॥ অস্য তীর্থস্য বিপ্রেন্দ্রাঃ কোট্যংশেনাপি নো সমাঃ। ধর্ম্মতীর্থমিতি প্রাহুস্তত্তীর্থং হি পুরাবিদঃ॥ ৮॥ যথা সমাগতা তস্য চক্রতীর্থমিতিপ্রথা। তদেদানীং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ॥ ৯॥ সেতুমূলং হি তৎপ্রোক্তং তদ্দর্ভশয়নং মতম্। তত্রৈব চক্রতীর্থস্তু মহাপাতকমর্দ্দনম্॥ ১০॥ পুরা হি গালবো নাম মুনির্বিষ্ণুপরায়ণঃ। দক্ষিণাম্ভোনিধেস্তীরে হালাস্যাদবিদূরতঃ॥ ১১॥ ফুল্লগ্রামসমীপে চ তথা ক্ষীরসরোঽন্তিকে। ধর্ম্মপুষ্করিণীতীরে সোঽতপ্যত মহত্তপঃ॥ ১২॥ যুগানাময়ুতং ব্রহ্ম গৃণন্ বিপ্রাঃ সনাতনম্। দয়াযুক্তো নিরাহারঃ সত্যবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১৩॥ আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি পশ্যন্ বিষয়নিঃস্পৃহঃ। সর্ব্বভূতহিতো দান্তঃ সর্ব্বদ্বন্দ্ববিবর্জ্জিতঃ॥ ১৪॥ বর্ষাণি কতিচিৎ সোঽয়ং জীর্ণপর্ণাশনোঽভবৎ। কিঞ্চিৎ কালং জলাহারো বায়ুভক্ষঃ কিয়ৎসমাঃ॥ ১৫॥ এবং পঞ্চসহস্রাণি বর্ষাণি স মহামুনিঃ। অতপ্যত তপো ঘোরং দেবৈরপি সুদুষ্করম্॥ ১৬॥ ততঃ পঞ্চসহস্রাণি বর্ষাণি মুনিপুঙ্গবঃ। নিরাহারো নিরালোকো নিরুচ্ছ্বাসো নিরাস্পদঃ॥ ১৭॥ বর্ষাস্বাসারসহনং হেমন্তেষু জলেশয়ঃ। গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থো বিষ্ণুধ্যানপরায়ণঃ॥ ১৮॥ জপন্নষ্টাক্ষরং মন্ত্রং ধ্যায়ন্

তৃতীয় অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মুনে! আপনি যে চতুর্ব্বিংশতি তীর্থের কথা কহিলেন, পাপহর সেতুমধ্যে সেই সকল প্রধান তীর্থ অবস্থিত। ঐ সকল তীর্থের আদিম তীর্থ চক্রতীর্থ নামে অভিহিত। হে সূত! ঐ চক্রতীর্থ নাম কি প্রকারে হইল? তাহা আমাদিগের নিকট বল। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজবরগণ! চতুর্ব্বিংশতি প্রধান তীর্থের মধ্যে সেই যে সর্ব্ব-লোক-বিশ্রুত চক্র তীর্থের কথা কহিয়াছি, ঐ তীর্থের স্মরণে গর্ভবাস নিবারিত হয়; লক্ষ জন্ম-কৃত পাপসকল বিলয় পাইয়া যায়। ঐ তীর্থে একবার মাত্র স্নানে অথবা উহার নাম স্মরণে বা কীর্ত্তনেই ঐ সকল ফল ঘটিয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! জগতে ততোধিক তীর্থ, অথবা তাহার সমকক্ষ তীর্থ আর নাই। ইহা আমি সত্যই বলিলাম। গঙ্গা, সরস্বতী, রেবা, পম্পা, গোদাবরী, কালিন্দী, কাবেরী, নর্ম্মদা, মণিকর্ণিকা, বা অন্যান্য যে সকল তীর্থভূত পুণ্যনদী মহীতলে অবস্থান করিতেছে, ঐ চক্রতীর্থের কোটি অংশের সহিতও সে সকল তীর্থ তুলনীয় নহে। পুরাবিদ্‌গণ এই তীর্থকেই ধর্ম্মতীর্থ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।১—৮। এক্ষণে যেরূপে উহার চক্রতীর্থ নাম প্রথিত হইল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। হে মুনিবরগণ! সেতুর মূলভাগ দর্ভশয়নাখ্য তীর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ঐ মহাপাতকহর চক্রতীর্থ সেই স্থানেই অবস্থিত। পুরাকালে গালব নামক জনৈক বিষ্ণুপরায়ণ মুনি দক্ষিণাব্ধির তীরস্থিত ধর্ম্মপুষ্করিণীর তীরে তপস্যা করিতেন। তাঁহার তপস্থান হাল নামক দেশের অদূরে ফুল্লগ্রাম ও ক্ষীরসরোবরের সমীপে অবস্থিত ছিল। তিনি অযুত বর্ষ যাবৎ সনাতন ব্রহ্মোপাসনায় নিরত ছিলেন। গালব মুনি দয়াবান্, নিরাহার, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, আত্মবৎ সর্ব্বভূতদর্শী, বিষয়বিরাগী, সর্ব্বভূতহিতৈষী ও সদ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ববর্জ্জিত হইয়া তপস্যা করিতেন। তিনি তপঃকালে কতিপয় বর্ষ জীর্ণপর্ণাসনে, কিয়ৎকাল জলাহারে, এবং কতিপয় বর্ষ বায়ুভক্ষণে অতিবাহিত করিলেন। এইরূপে তাঁহার পঞ্চসহস্র বর্ষ অতীত হইল। সেই মহামুনি ঘোর তপস্যা করিলেন। বুঝি বা দেবগণও সেরূপ তপশ্চরণে সক্ষম ছিলেন না। মুনিবর সেইভাবে নিরাহার, নিরালোক, নিরুচ্ছ্বাস ও নিরাস্পদ হইয়া পঞ্চসহস্র বর্ষ যাবৎ তপস্যা করিলেন। তিনি বর্ষাকালের বারিধারা সহ্য করিয়া, হেমন্তকালে জলমগ্ন হইয়া, গ্রীষ্মে

হৃদি জনার্দ্দনম্। ততাপ সুমহাতেজা গালবো মুনিপুঙ্গবঃ॥ ১৯॥ এবং ত্বযুতবর্ষাণি সমতীতানি বৈ মুনেঃ। অথ তত্তপসা তুষ্টো ভগবান কমলাপতিঃ॥ ২০॥ প্রত্যক্ষতামগাত্তস্য শঙ্খচক্রগদাধরঃ। বিকচাম্বুজপত্রাক্ষঃ সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ॥ ২১॥ বিনতানন্দনারূঢ়শ্ছত্রচামরশোভিতঃ। হারকেয়ূরমুকুটকটকাদিবিভূষিতঃ॥২২॥ বিষ্বক্‌সেনসুনন্দাদিকিঙ্করৈঃ পরিবারিতঃ। বীণাবেণুমৃদঙ্গাদিবাদকৈর্নারদাদিভিঃ॥ ২৩॥ উপগীয়মানবিজয়ঃ পীতাম্বরবিরাজিতঃ। লক্ষ্মীবিরাজিতোরস্কো নীলমেঘসমচ্ছবিঃ॥ ২৪॥ ধুনানঃ পদ্মমেকেন পাণিনা মধুসূদনঃ। সনকাদিমহাযোগিসেবিতঃ পার্শ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥ ২৫॥ মন্দস্মিতেন সকলং মোহয়ন্ ভুবনত্রয়ম্। স্বভাসা ভাসয়ন্ সর্ব্বান্ দিশো দশ চ ভূসুরাঃ॥ ২৬॥ কণ্ঠলগ্নেন মণিনা কৌস্তুভেন চ শোভিতঃ। সুবর্ণবেত্রহস্তৈশ্চ সৌবিদল্লৈরনেকশঃ॥ ২৭॥ অনন্তদুর্লভাচিন্ত্যগীয়মানমিহাদ্ভুতঃ। সুভক্তসুলভো দেবো লক্ষ্মীকান্তো হরিঃ স্বয়ম্॥ ২৮॥ সংন্যধত্ত পুরস্তস্য গালবস্য মহামুনেঃ। আবির্ভূতং তদা দৃষ্ট্বা শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্॥ ২৯॥ পীতাম্বরধরং দেবং তুষ্টিং প্রাপ মহামুনিঃ। ভক্ত্যা পরময়া যুক্তস্তুষ্টাব জগদীশ্বরম্। ৩০॥ গালব উবাচ। নমো দেবাদিদেবায় শঙ্খচক্রগদাভৃতে। নমো নিত্যায় শুদ্ধায় সচ্চিদানন্দরূপিণে॥ ৩১॥ নমো ভক্তার্ত্তিহন্ত্রে তে হব্যকব্যস্বরূপিণে। নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণে॥ ৩২॥ নমঃ পরেশায় নমো বিভূম্নে নমোঽস্তু লক্ষ্মীপতয়ে বিধাত্রে। নমোঽস্তু সূর্য্যেন্দুবিলোচনায় নমো বিরিঞ্চ্যাদ্যভিবন্দিতায়॥ ৩৩॥ যো নামজাত্যাদিবিকল্পহীনঃ সমস্তদোষৈরপি বর্জ্জিতো যঃ। সমস্তসংসারভয়াপহারিণে তস্মৈ নমো দৈত্যবিনাশনায়॥ ৩৪॥ বেদান্তবেদ্যায় রমেশ্বরায় বৈকুণ্ঠবাসায় বিধাতৃপিত্রে। নমোনমঃ সত্যজনার্ত্তিহারিণে নারায়ণায়ামিতবিক্রমায়॥ ৩৫॥ নমস্তভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় শার্ঙ্গিণে। ভূয়োভূয়ো নমস্তভ্যং শেষ-

পঞ্চাগ্নিমধ্যে অবস্থিত হইয়া, নিরন্তর বিষ্ণুধ্যানে তৎপর হইয়া অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভাব মুনিপুঙ্গব গালব হৃদয়ে জনার্দ্দনকে ধ্যান করিয়া তপঃসাধনায় মগ্ন হইলেন। এইরূপ তপস্যায় তাঁহার অযুতবর্ষ অতীত হইয়া গেল। তদনন্তর তদীয় তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ কমলাপতি তাঁহার প্রত্যক্ষ হইলেন। তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর; তাঁহার নয়ন প্রস্ফুট পঙ্কজসদৃশ; এবং তদীয় প্রভা কোটি সূর্য্য-সম; তিনি ছত্র চামরে সুশোভিত হইয়া গরুড়োপরি সমাসীন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হার, কেয়ুর, মুকুট ও কটকাদি দ্বারা বিভূষিত; বিষ্বক্‌সেন ও সুনন্দাদি কিঙ্করনিকর তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিরাজমান; বেণু, বীণা, ও মৃদঙ্গাদিবাদনপরায়ণ নারদ প্রভৃতি তদীয় বিজয়গীতি গানে তৎপর; তিনি পীতাম্বরধর; তাঁহার বক্ষস্থলে লক্ষ্মীদেবী বিরাজমানা, এবং তাঁহার দেহপ্রভা নীলনীরদসম সুশোভন। তিনি মধুসূদন; তাঁহার উভয় পার্শ্বে থাকিয়া সনকাদি যোগিগণ তাঁহার সেবা কার্য্যে তৎপর; তিনি এক হস্তে একটী পদ্ম ঘুরাইতেছেন; মন্দ মন্দ হাস্য করিয়া এই নিখিল ত্রিভুবন মোহিত করিতেছেন; স্বীয় প্রভায় দশদিক্ প্রভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন; এবং কণ্ঠলগ্ন কৌস্তুভ মণি দ্বারা স্বয়ং সুশোভিত হইতেছেন; অসংখ্য সৌবিদল্লগণ সুবর্ণ বেত্র হস্তে লইয়া সেই অনন্তদুর্লভ অচিন্তনীয় ভগবানের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য গান করিতেছে; তিনি লক্ষ্মীপতি হরি; সুভক্ত জনেরই সুলভ। তিনি যখন মহামুনি গালবের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন, তখন মুনিবর সেই শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষ পীতাম্বরধর হরিকে দেখিয়া পরমতুষ্ট হইলেন। এবং পরমভক্তিযুক্ত হইয়া পরমেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। ৯—৩০। গালব কহিলেন,—হে দেবদেব! হে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারিন্! তোমায় নমস্কার। তুমি নিত্য শুদ্ধ সচ্চিদানন্দরূপী; তোমায় আমি নমস্কার করি। তুমি ভক্তজনের আর্ত্তিহর, হব্য-কব্যস্বরূপ, ত্রিমূর্ত্তিধর এবং তুমি জগতের সৃষ্টিস্থিতিধ্বংসকারী; তোমায় আমি নমস্কার করি। তুমি পরেশ, বিভূমা, লক্ষ্মীপতি, বিধাতা, রবি ও শশিনেত্র এবং বিরিঞ্চি প্রভৃতির অভিবন্দিত, তোমাকে আমার প্রত্যেকতঃ নামে নমস্কার। যাঁহার নাম, জাতি প্রভৃতি বিকল্প কল্পনা নাই; যিনি সমস্ত দোষ হইতে বিমুক্ত; তুমি সেই নিখিল সংসার-ভয়হারী দানবারি হরি; তোমাকে আবার নমস্কার। তুমি বেদান্তবেদ্য, রমেশ, বৈকুণ্ঠবাস, বিধাতৃজনক, সাধুজনের আর্ত্তিহারী, অমিতবিক্রম নারায়ণ; তোমাকে আমার বারম্বার নমস্কার। তুমি ভগবান্, শার্ঙ্গপাণি, শেষপর্য্যঙ্কশায়ী, বাসুদেব, তোমাকে আমি ভূয়োভূয় নমস্কার করি।

পর্য্যঙ্কশায়িনে ॥ ৩৬ ॥ ইতি স্তুত্বা হরিং বিপ্রাস্তূষ্ণীমাস্তে স গালবঃ। শ্রুত্বা স্তুতিং শ্রুতিসুখাং হরিস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৭ ॥ অবাপ পরমং তোষং শঙ্খচক্রগদাধরঃ। অথালিঙ্গ্য মুনিং শৌরিশ্চতুর্ভির্ব্বাহুভিস্তদা ॥ ৩৮ ॥ বভাষে প্রীতিসংযুক্তো বরো বৈ ব্রিয়তামিতি। তুষ্টোঽস্মি তপসা তেঽদ্য স্তোত্রেণাপি চ গালব ॥ ৩৯ ॥ নমস্কারেণ চ প্রীতো বরদোঽহং তবাগতঃ। গালব উবাচ। নারায়ণ রমানাথ পীতাম্বর জগন্ময় ॥ ৪০ ॥ জনার্দ্দন জগদ্ধামন্ গোবিন্দ নরকান্তক। ত্বদ্দর্শনাৎ কৃতার্থোঽস্মি সর্ব্বস্মাদধিকস্তথা ॥ ৪১ ॥ ত্বাং ন পশ্যন্ত্যধর্ম্মিষ্ঠা যতস্ত্বং ধর্ম্মপালকঃ। যন্ন বেত্তি ভবো ব্রহ্মা যন্ন বেত্তি ত্রয়ী তথা ॥ ৪২ ॥ তং বেদ্মি পরমাত্মানং কিমস্মাদধিকং বরম্। যোগিনো যং ন পশ্যন্তি ফলং পশ্যন্তি কর্ম্মঠাঃ ॥৪৩॥ তং পশ্যামি পরাত্মানং কিমস্মাদধিকং বরম্। এতেন চ কৃতার্থোঽস্মি জনার্দ্দন জগৎপতে ॥ ৪৪ ॥ যন্নামস্মৃতিমাত্রেণ মহাপাতকিনোঽপি চ। মুক্তিং প্রয়ান্তি মুনয়স্তং পশ্যামি জনার্দ্দনম্ ॥ ৪৫ ॥ ত্বৎপাদপদ্মযুগলে নিশ্চলা ভক্তিরস্তু মে। হরিরুবাচ। ময়ি ভক্তির্দৃঢ়া তেঽস্তু নিষ্কামা গালবাধুনা ॥ ৪৬ ॥ শৃণু চাপ্যপরং বাক্যমুচ্যমানং ময়া মুনে। মদর্থং কর্ম্ম কুর্ব্বাণো মদ্ধ্যানো মৎপরায়ণঃ ॥ ৪৭ ॥ এতৎপ্রারব্ধদেহান্তে মৎস্বরূপমবাপ্স্যসি। অস্মিন্নেবাশ্রমে বাসং কুরুষ মুনিপুঙ্গব ॥ ৪৮ ॥ ধর্ম্মপুষ্করিণী চেয়ং পুণ্যা পাপবিনাশিনী। অস্যাস্তীরে তপঃ কুর্ব্বংস্তপঃসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৯ ॥ ধর্ম্মঃ পুরা সমাগত্য দক্ষিণস্তোদধেস্তটে। তপস্তেপে মহাদেবং চিন্তয়ন মনসা তদা ॥ ৫০ ॥ স্নানার্থমেকং তীর্থঞ্চ চক্রে ধর্ম্মো মহামুনে। ধর্ম্মপুষ্করিণী তেন প্রসিদ্ধা তৎকৃতা যতঃ ॥ ৫১ ॥ ত্বয়া যথা তপস্তপ্তমিদানীং মুনিসত্তম। তথা তপ্তং তপস্তেন ধর্ম্মেণ হরসেবিনা ॥ ৫২ ॥ তপসা তস্য তুষ্টঃ সন্ শূলপাণির্ম্মহেশ্বরঃ। প্রাদুরাসীৎ স্বয়া দীপ্ত্যা দিশো দশ বিভাসয়ন ॥ ৫৩ ॥ অথাশ্রমমনুপ্রাপ্তং মহাদেবং

মহামুনি গালব এইরূপে হরিকে স্তব করিয়া হইয়া রহিলেন। হে বিপ্রগণ! ভগবান হরি মহাত্মা গালবকৃত সেই শ্রুতিসুখকরী স্তুতিবাণী শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। অনন্তর শঙ্খ-চক্রগদাধর শৌরি স্বীয় বাহুচতুষ্টয় দ্বারা গালব মুনিকে আলিঙ্গন করিয়া প্রীতিভরে বলিলেন,—তুমি বর গ্রহণ কর। হে গালব! তুমি অদ্য এই যে স্তব করিয়াছ, ইহাতে আমি তুষ্ট হইয়াছি। বিশেষতঃ তোমার নমস্কার দ্বারাও আমার যথেষ্ট প্রীতি হইয়াছে। তাই তোমাকে এখন আমি বর দান করিতে আসিয়াছি। গালব কহিলেন,—হে নারায়ণ, রমানাথ, পীতাম্বর, জগন্ময়, জনার্দ্দন, জগদাধার, গোবিন্দ, নরকনিসূদন! আপনার সাক্ষাৎকার লাভেই আমি সমধিক কৃতার্থ হইয়াছি। তুমি ধর্ম্মের পালক, অধার্ম্মিকেরা তোমাকে দর্শন করিতে পারে না; অধিক কি, হর, ব্রহ্মা এবং বেদচতুষ্টয়ও তোমার তত্ত্ব জানেন না। আমি সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারিলাম। ইহা অপেক্ষা আর আমার অধিক বর কি আছে? যোগিগণ যাঁহাকে দেখিতে পান না, কর্ম্মিগণ যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ নহেন, সেই পরমাত্মাকে আমি দর্শন করিলাম। ইহা অপেক্ষা অধিক বর আমার আর কি আছে? হে জগৎপতে! জনার্দ্দন! আমি এতাবৎমাত্রেই কৃতার্থ হইয়াছি যে, যাঁহার নাম স্মরণমাত্রে মুনিগণ, এমন কি মহাপাতকিগণও মুক্তি প্রাপ্ত হয়, সেই জনার্দ্দকেই সাক্ষাতে আমি দর্শন করিতেছি।৩১—৪৫। এক্ষণে আমার ইহাই প্রার্থনা যে, তোমারই পাদ-পদ্মযুগলে আমার অচলা ভক্তি থাকুক। শ্রীহরি কহিলেন,—হে গালব! আমাতে তোমার সুদৃঢ় নিষ্কাম ভক্তি হউক, অধুনা অপর যাহা বলি, শ্রবণ কর। হে মুনে! তুমি মদর্থ কর্ম্ম করিয়া, আমার ধ্যানে নিরত রহিয়া এবং আমাতে একনিষ্ঠ হইয়া অবস্থান কর। এই প্রারব্ধ দেহের অবসানে তুমি মৎসারূপ্য প্রাপ্ত হইবে। হে মুনিপুঙ্গব! তুমি এই আশ্রমেই বাস করিতে থাক। এই যে পাপহারিণী পুণ্যজননী ধর্ম্ম-পুষ্করিণী, ইহার তীরে তপস্যা করিয়া লোকে তপঃসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। হে মহামুনে! পুরাকালে ধর্ম্ম একদা দক্ষিণাব্ধির তীরে আসিয়া মনে মনে মহাদেবকে চিন্তা করিতে করিতে তপস্যা করিয়াছিলেন। তখন তিনি স্নানের নিমিত্ত একটী তীর্থও তথায় প্রস্তুত করেন। তাঁহার কৃত সেই তীর্থ ধর্ম্মপুষ্করণী নামে প্রসিদ্ধ হয়। হে মুনিবর! তুমি যেরূপ এখানে তপস্যা করিয়াছ, হরসেবী ধর্ম্মও এখানে সেইরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শূলপাণি মহাদেব স্বীয় প্রভায় দশদিক্ উদ্ভাসিত

কৃপানিধিম্। ধর্ম্মঃ পরমসন্তুষ্টস্তুষ্টাব পরমেশ্বরম্ ॥৫৪॥ ধর্ম্ম উবাচ। প্রণমামি জগন্নাথমীশানং প্রণবাত্মকম্। সমস্তদেবতারূপমাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতম্ ॥ ৫৫ ॥ ঊর্দ্ধরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমাম্যহম্। সমস্তজগদাধারমনন্তমজমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥ যমামনন্তি যোগীন্দ্রাস্তং বন্দে পুষ্টিবর্দ্ধনম্। নমো লোকাধিনাথায় বঞ্চতে পরিবঞ্চতে ॥ ৫৭ ॥ নমোহস্তু নীলকণ্ঠায় পশূনাং পতয়ে নমঃ। নমঃ কল্মষনাশায় নমো মীঢ়ুষ্টমায় চ ॥ ৫৮ ॥ নমো রুদ্রায় দেবায় কদ্রুদ্রায় প্রচেতসে। নমঃ পিনাকহস্তায় শূলহস্তায় তে নমঃ ॥ ৫৯ ॥ নমশ্চৈতন্যরূপায় পুষ্টীনাং পতয়ে নমঃ। নমঃ পঞ্চাস্যদেবায় ক্ষেত্রাণাং পতয়ে নমঃ ॥ ৬০ ॥ ইতি স্তুতো মহাদেবঃ শঙ্করো লোকশঙ্করঃ। ধর্ম্মস্য পরমাং তুষ্টিমাপন্নস্তমুবাচ বৈ ॥ ৬১ ॥ মহেশ্বর উবাচ। প্রীতোহস্ম্যনেন স্তোত্রেণ তব ধর্ম্ম মহামতে। বরং মত্তো বৃণীষ্ব ত্বং মা বিলম্বং কুরুষ্ব বৈ ॥৬২॥ ঈশ্বরেণৈবমুক্তস্তু ধর্ম্মো দেবমথাব্রবীৎ। বাহনং তে ভবিষ্যামি সদাহং পার্ব্বতীপতে ॥ ৬৩ ॥ অয়মেব বরো মহ্যং দাতব্যস্ত্রিপুরান্তক। ভবোদ্বহনমাত্রেণ কৃতার্থোহহং ভবামি প্রভো ॥ ৬৪ ॥ ইত্থং ধর্ম্মেণ কথিতো দেবো ধর্ম্মমথাব্রবীৎ। ঈশ্বর উবাচ। বাহনং ভব মে ধর্ম্ম সর্ব্বদা লোকপূজিতঃ ॥ ৬৫ ॥ মম চোদ্বহনে শক্তিরমোঘা তে ভবিষ্যতি। ত্বৎসেবিনাং সদা ভক্তির্ময়ি স্যান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৬ ॥ ইত্যুক্তে শঙ্করেণাথ ধর্ম্মোহপি বৃষরূপধৃক্। উবাহ পরমেশানং তদাপ্রভৃতি গালব ॥ ৬৭ ॥ মহাদেবস্তমারুহ্য ধর্ম্মং বৈ বৃষরূপিণম্। শোভমানো ভৃশং ধর্ম্মমুবাচ পরমামৃতম্ ॥ ৬৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ত্বয়া কৃতং হি যত্তীর্থং দক্ষিণস্যোদধেস্তটে। ধর্ম্মপুষ্করিণীত্যেবা লোকে খ্যাতা ভবিষ্যতি ॥ ৬৯ ॥ অস্যাস্তীরে জপো হোমো দানং স্বাধ্যায় এব চ। অন্যে চ ধর্ম্মনিবহাঃ ক্রিয়মাণা নরৈর্মুদা ॥ ৭০ ॥ অনন্তফলদা জ্ঞেয়া নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ ধর্ম্মতীর্থায় শঙ্করঃ ॥ ৭১ ॥ আরুহ্য বৃষভং ধর্ম্মং কৈলাসং পর্ব্বতং যযৌ। ধর্ম্মপুষ্করিণীতীরে গালব ত্বমতোহধুনা ॥৭২ ॥শরীরপাতপর্য্যন্তং তপঃ কুর্ব্বন সমাহিতঃ। বস ত্বং মুনিশার্দ্দূল

করত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম সেই কৃপানিধি মহাদেবকে আশ্রমে সমাগত দেখিয়া পরম সন্তুষ্টচিত্তে স্তব করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম কহিলেন,—প্রণবাত্মক, ঈশান, জগন্নাথকে আমি প্রণাম করি। যিনি সমস্ত দেবস্বরূপ, আদি-মধ্য-অন্তবর্জ্জিত, ঊর্দ্ধরেতা, বিরূপাক্ষ, বিশ্বরূপ, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি। যিনি সমস্ত জগতের আধার, অনন্ত, অজ, অব্যয় পুরুষ; যাঁহাকে যোগীন্দ্রগণ ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই পুষ্টিবর্দ্ধন দেবকে আমি অভিবাদন করি। যিনি লোকাধিনাথ, যিনি বঞ্চন ও পরিবঞ্চনকর্ত্তা, যিনি নীলকণ্ঠ, পশুপতি, তাঁহাকে আমার বার বার নমস্কার। যিনি কল্মষনাশন মীঢ়ুষ্টম, দেব, রুদ্র, কদ্রুদ্র, প্রচেতা, পিনাকপাণি, শূলপাণি চৈতন্যরূপী, পুষ্টিসমূহের পতি, পঞ্চবক্ত্রধারী, ও ক্ষেত্রপতি, তাঁহাকে আমি তদীয় প্রত্যেক নামে নমস্কার করি। মহাদেব লোকশঙ্কর শঙ্কর এইরূপে স্তুত হইয়া ধর্ম্মের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে মহামতে ধর্ম্ম! তোমার এই স্তোত্র দ্বারা আমি প্রীত হইয়াছি; আমার নিকট হইতে বর গ্রহণ কর, বিলম্ব করিও না! ঈশ্বর এই কথা কহিলে ধর্ম্ম তাঁহাকে কহিলেন,—হে পার্ব্বতীপতে! আমি সর্ব্বদা তোমার বাহন হইয়া রহিব। হে ত্রিপুরহর! এই বরই আমায় দান করুন। আমি তোমাকে বহন করিয়াই কৃতার্থ হইব।৪৬—৬৪। ধর্ম্ম এই কথা কহিলে ভবদেব ধর্ম্মকে কহিলেন,—হে ধর্ম্ম! তুমি সর্ব্বদা আমার সর্ব্বলোক-পূজিত বাহন হও। আমাকে বহন করিলে তোমার অমোঘ শক্তি হইবে। তোমাকে যাহারা সেবা করিবে, আমাতে তাহাদের সর্ব্বথা ভক্তি হইবে সন্দেহ নাই। শঙ্কর এই কথা কহিলে ধর্ম্ম বৃষরূপ ধারণ করিলেন। হে গালব! সেই হইতে তিনি পরমেশ্বরকে বহন করিতে লাগিলেন। মহাদেব বৃষরূপী ধর্ম্মের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অত্যধিক সুশোভিত হইলেন এবং তাহাকে কহিলেন,—ওহে ধর্ম্ম! দক্ষিণাব্ধির তটে তুমি যে তীর্থ প্রস্তুত করিয়াছ, উহা ধর্ম্মপুষ্করিণী নামে জগতে বিখ্যাত হইবে। ইহার তীরে বসিয়া জপ, হোম, দান, স্বাধ্যায়, বা অন্যান্য যে কোন ধর্ম্ম্য কর্ম্মই লোকে শ্রদ্ধায় সহিত অনুষ্ঠান করিবে, সেই সকল অনন্তফলজনক হইবে সন্দেহ নাই। শঙ্কর ধর্ম্মতীর্থের উদ্দেশে এইরূপ বর প্রদান করিয়া ধর্ম্মরূপী বৃষভারোহণে কৈলাস-শৈলে গমন করিলেন। হে গালব! তুমি অধুনা সেই ধর্ম্মপুষ্করিণীতীরে শরীরপাত পর্য্যন্ত সমাহিতভাবে তপোনিষ্ঠ হইয়া বাস কর। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অন্তে

পশ্চান্মামাপ্স্যসে ধ্রুবম্ ॥ ৭৩ ॥ যদা তে জায়তে ভীতিস্তদা তাং নাশয়াম্যহম্। মমায়ুধেন চক্রেণ প্রেরিতেন ময়াক্ষণাৎ ॥ ৭৪ ॥ ইত্যুক্তা ভগবান্ বিষ্ণুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। শ্রীসূত উবাচ। তস্মিন্নন্তর্হিতে বিষ্ণৌ গালবো মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৭৫ ॥ ধর্ম্মপুষ্করিণীতীরে বিষ্ণুধ্যানপরায়ণঃ। ত্রিকালমর্চ্চয়ন্ বিষ্ণুং শালগ্রামে বিমুক্তিদে ॥ ৭৬ ॥ উবাস মতিমান্ ধীরো বিরক্তো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। কদাচিন্মাঘমাসে তু শুক্লপক্ষে হরের্দিনে ॥ ৭৭ ॥ উপোষ্য জাগরং কৃত্বা রাত্রৌ বিষ্ণুমপূজয়ৎ। স্নাত্বা পরেদ্যুর্দ্বাদশ্যাং ধর্ম্মপুষ্করিণীজলে ॥ ৭৮ ॥ সন্ধ্যাবন্দনপূর্ব্বাণি নিত্যকর্ম্মাণি চাকরোৎ। ততঃ পূজাং বিধাতুং স হরেঃ সমুপচক্রমে ॥ ৭৯ ॥ তুলস্যাদীনি পুষ্পাণি সমাহৃত্য স গালবঃ। বিধায় পূজাং কৃষ্ণস্য স্তোত্রমেতদুদৈরয়ৎ ॥ ৮০ ॥ গালব উবাচ। সহস্রশিরসং বিষ্ণুং মৎস্যরূপধরং হরিম্। নমস্যামি হৃষীকেশং কূর্ম্মবারাহরূপিণম্ ॥ ৮১ ॥ নারসিংহং বামনাখ্যং জামদগ্ন্যং চ রাঘবম্। বলভদ্রং চ কৃষ্ণং চ কল্কিং বিষ্ণুং নমাম্যহম্ ॥ ৮২ ॥ বাসুদেবমনাধারং প্রণতার্ত্তিবিনাশনম্। আধারং সর্ব্বভূতানাং প্রণমামি জনার্দ্দনম্ ॥ ৮৩ ॥ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বকর্ত্তারং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্। অপ্রতর্ক্যমনির্দেশ্যং প্রণতোঽস্মি জনার্দ্দনম্ ॥ ৮৪ ॥ এবং স্তুবন্ মহাযোগী গালবো মুনিপুঙ্গবঃ। ধর্ম্মপুষ্করিণীতীরে তস্থৌ ধ্যানপরায়ণঃ ॥ ৮৫ ॥ এতস্মিন্নন্তরে কশ্চিদ্রাক্ষসো গালবং মুনিম্। আযযৌ ভক্ষিতুং ঘোরঃ ক্ষুধয়া পীড়িতো ভৃশম্ ॥ ৮৬ ॥ গালবং তরসা সোঽয়ং রাক্ষসো জগৃহে তদা। গৃহীতস্তরসা তেন গালবো নৈর্ঋতেন সঃ ॥ ৮৭ ॥ প্রচুক্রোশ দয়াম্ভোধিমাপন্নানাং পরায়ণম্। নারায়ণং চক্রপাণিং রক্ষরক্ষেতি বৈ মুহুঃ ॥ ৮৮ ॥ পরেশ পরমানন্দ শরণাগতপালক। ত্রাহি মাং করুণাসিন্ধো রক্ষোবশমুপাগতম্ ॥ ৮৯ ॥ লক্ষ্মীকান্ত হরে বিষ্ণো বৈকুণ্ঠ গরুড়ধ্বজ। মাং রক্ষ রক্ষসাক্রান্তং গ্রাহক্রান্তং গজং যথা ॥ ৯০ ॥ দামোদর জগন্নাথ হিরণ্যাসুরমর্দ্দন। প্রহ্লাদমিব মাং রক্ষ রাক্ষসেনাতিপীড়িতম্ ॥ ৯১ ॥ ইত্যেবং স্তুবতস্তস্য গালবস্য দ্বিজোত্তমাঃ। স্বভক্তস্য ভয়ং জ্ঞাত্বা চক্রপাণির্বৃষাকপিঃ ॥ ৯২ ॥ স্বচক্রং প্রেষয়ামাস ভক্তরক্ষণকারণাৎ। প্রেরিতং

তুমি নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। তোমার যখন ভয় উপস্থিত হইবে, তখন আমি মদীয় চক্রায়ুধ প্রেরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা নাশ করিব। ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন। সূত কহিলেন,—বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলে মুনিবর গালব সেই ধর্ম্মপুষ্করিণীতীরে বিষ্ণুধ্যানতৎপর হইয়া মুক্তিপ্রদ শালগ্রামে প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করত বাস করিতে লাগিলেন। গালব মুনি সংসারবিরক্ত, জিতেন্দ্রিয়, প্রশস্তবুদ্ধি, ধীর পুরুষ ছিলেন। কদাচিৎ মাঘমাসে শুক্লপক্ষীয় হরিবাসরে উপবাস ও রাত্রিকালে জাগরণ করিয়া বিষ্ণুকে পূজা করিলেন এবং পরদিন দ্বাদশী তিথিতে ধর্ম্মপুষ্করিণীজলে স্নান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি সমস্ত নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিলেন। অনন্তর গালব তুলসী ও পুষ্পাদি সংগ্রহ করিয়া হরির পূজা করিতে লাগিলেন। পূজা সাঙ্গ হইলে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে স্তব করিলেন। গালব কহিলেন,—যিনি সহস্রশীর্ষ, মৎস্যরূপধারী হরি, যিনি কূর্ম্ম ও বরাহরূপী হৃষীকেশ, যিনি নরসিংহ, বামন, পরশুরাম ও রামচন্দ্র নামধারী বিষ্ণু, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি। যিনি বলভদ্র, কৃষ্ণ ও কল্কিরূপী, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি। যিনি নিরাধার, প্রণতজনের আর্ত্তিহর, ও সর্ব্বভূতের আধার, আমি সেই জনার্দ্দন বিষ্ণুকে নমস্কার করি। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা, সচ্চিদানন্দরূপী, অপ্রত্যক্ষ ও অনির্দ্দেশ্য, সেই জনার্দ্দনসমীপে আমি প্রণত হইলাম। ৬৫—৮৪। মহাযোগী মহামুনি গালব এইরূপে স্তব করিয়া ধর্ম্মপুষ্করিণীর তীরে ধ্যানাবলম্বনে অবস্থান করিলেন। এই সময় এক ক্ষুধার্ত্ত ভীষণ রাক্ষস তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য আগমন করিল এবং সহসা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। গালব রাক্ষসকবলে পতিত হইয়া সেই দয়ার সাগর আপন্নার্ত্তিহর চক্রপাণি নারায়ণকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বারংবার বলিলেন,—হে পরেশ! হে পরমানন্দময়! হে শরণাগতবৎসল! আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর। হে করুণাসিন্ধো! আমি রাক্ষস-কবলে পতিত হইয়াছি, আমায় পরিত্রাণ কর। হে বিষ্ণো! পূর্ব্বে প্রহ্লাদকে যেরূপ রক্ষা করিয়াছিলে, এই রাক্ষসপীড়িত আমাকেও তেমনি রক্ষা কর, হে লক্ষ্মীকান্ত! হে হরে! হে বিষ্ণো! হে বৈকুণ্ঠ! হে গরুড়ধ্বজ! হে দামোদর! হে জগন্নাথ! হে হিরণ্যাসুরমর্দ্দন! আমি এক্ষণে গ্রাহাক্রান্ত গজের ন্যায় অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি, আমায় রক্ষা করুন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! গালব এইরূপে স্তব করিলে বৃষাকপি চক্রপাণি স্বীয় ভক্তের ভয়-কারণ জানিতে পারিয়া ভক্তরক্ষার

বিষ্ণুচক্রং তদ্বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৯৩ ॥ আজগামাথ বেগেন ধর্ম্মপুষ্করিণীতটম্। অনন্তাদিত্যসঙ্কাশ-মনন্তাগ্নিসমপ্রভম্ ॥ ৯৪ ॥ মহাজ্বালং মহানাদং মহাসুরবিমর্দ্দনম্। দৃষ্ট্বা সুদর্শনং বিষ্ণো রাক্ষসোহথ প্রদুদ্রুবে ॥ ৯৫ ॥ দ্রবমাণস্য তস্যাশু রাক্ষসস্য সুদর্শনম্। শিরশ্চকর্ত্ত সহসা জ্বালামালাদুরাসদম্ ॥ ৯৬ ॥ ততস্তু গালবো দৃষ্ট্বা রাক্ষসং পতিতং ভুবি। মুদা পরময়া যুক্তস্তুষ্টাব চ সুদর্শনম্ ॥ ৯৭ ॥ গালব উবাচ। বিষ্ণুচক্র নমস্তেহস্তু বিশ্বরক্ষণদীক্ষিত। নারায়ণকরাম্ভোজভূষণায় নমোহস্তু তে ॥ ৯৮ ॥ যুদ্ধেষসুরসংহারকুশলায় মহারব। সুদর্শন নমস্তভ্যং ভক্তানামার্ত্তিনাশিনে ॥ ৯৯ ॥ রক্ষ মাং ভয়সংবিগ্নং সর্ব্বস্মাদপি কল্মষাৎ। স্বামিন্ সুদর্শন বিভো ধর্ম্মতীর্থে সদা ভবান্ ॥ ১০০ ॥ সন্নিধেহি হিতায় ত্বং জগতো মুক্তিকাঙ্ক্ষিণঃ। গালবেনৈবমুক্তং তদ্বিষ্ণু-চক্রং মুনিশ্বরাঃ। তং প্রাহ গালবমুনিং প্রীণয়ন্নিব সৌহৃদাৎ ॥ ১০১ ॥ সুদর্শন উবাচ। গালবৈতন্মহা-পুণ্যং ধর্ম্মতীর্থমনুত্তমম্ ॥ ১০২ ॥ অস্মিন্ বসামি সততং লোকানাং হিতকাম্যয়া। ত্বৎপীড়াং পরিচিন্ত্যাহ রাক্ষসেন দুরাত্মনা ॥ ১০৩ ॥ প্রেরিতো বিষ্ণুনা বিপ্র ত্বরয়া সমুপাগতঃ। তৎপীড়কোহথ নিহতো ময়ায়ং রাক্ষসাধমঃ ॥ ১০৪ ॥ মোচিতস্ত্বং ভয়াদস্মাত্ত্বং হি ভক্তো হরেঃ সদা। পুষ্করিণ্যামহং ত্বস্যাং ধর্ম্মস্য মুনিপুঙ্গব ॥ ২০৫ ॥ সততং লোকরক্ষার্থং সন্নিধানং করোমি বৈ। অস্যাং মৎসন্নিধানাত্তে তথান্যেষামপি দ্বিজ ॥ ১০৬ ॥ ইতঃ পরং ন পীড়া স্যাদ্ভূতরাক্ষসসম্ভবা। ধর্ম্মপুষ্করিণী হ্যেষা সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী ॥ ১০৭ ॥ দেবীপট্টণপর্য্যন্তা কৃতা ধর্ম্মেণ বৈ পুরা। অত্র সর্ব্বত্র বৎস্যামি সর্ব্বদা মুনিপুঙ্গব ॥ ১০৮ ॥ অস্যা মৎসন্নিধানাৎ স্যাচ্চক্রতীর্থমিতি প্রথা। স্নানং যেহত্র প্রকুর্ব্বন্তি চক্রতীর্থে বিমুক্তিদে ॥ ১০৯ ॥ তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বংশজাঃ সর্ব্বং এব হি। বিধূতপাপা যাস্যন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ১১০ ॥ পিতৄনুদ্দিশ্য পিণ্ডানাং দাতারো যেহত্র গালব। স্বর্গং প্রয়ান্তি তে সর্ব্বে পিতরশ্চাপি তর্পিতাঃ ॥

নিমিত্ত স্বীয় চক্র প্রেরণ করিলেন। প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিষ্ণুচক্র বেগে ধর্ম্মপুষ্করিণী-তীরে আগমন করিল। সেই অনন্ত আদিত্যনিভ অনন্ত অনলসম প্রভাসম্পন্ন মহাজ্বাল মহানাদ মহাসুরবিমর্দ্দী সুদর্শন চক্র দেখিয়া রাক্ষস ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। রাক্ষস পলায়নপর হইলে সেই জ্বালামালাভীষণ সুদর্শন সত্বর তাহার শির-শ্ছেদন করিল। অনন্তর গালব সেই রাক্ষসকে ভূপতিত দেখিয়া পরম প্রীতিসহকারে সুদর্শনকে স্তব করিতে লাগিলেন। গালব কহিলেন,—হে বিশ্বরক্ষণ-দীক্ষিত বিষ্ণুচক্র! তোমায় আমার নমস্কার। তুমি নারায়ণকরের অম্ভোজবৎ ভূষণ স্বরূপ; তোমায় নমস্কার করি। হে মহানাদকারিন্। তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে অসুরসমূহের সংহারসাধনে সক্ষম; তোমাকে নমস্কার। হে সুদর্শন! ভক্তজনের আর্ত্তিহরণই তোমার স্বভাব। আমি ভীত-ত্রস্ত হইয়াছি, সর্ব্ববিঘ্ন হইতে আমায় তুমি রক্ষা কর; তোমাকে আমি নমস্কার করি। হে স্বামিন্! হে বিভো সুদর্শন! তুমি মুক্তিকাঙ্ক্ষী জগদ্বাসীর হিতের নিমিত্ত এই ধর্ম্মতীর্থে সদা সন্নিহিত হও। হে মুনীন্দ্রগণ! গালব এই কথা কহিলে, বিষ্ণুচক্র সৌহৃদ্যবশে তাঁহাকে তৃপ্ত করিয়াই কহিলেন,—হে গালব! এই উত্তম মহাপুণ্যময় ধর্ম্মতীর্থ; এখানে আমি সতত লোকহিতৈষণায় বাস করিব। হে বিপ্র! দুরাত্মা রাক্ষস হইতে তোমার উপস্থিত বিপদের বিষয় চিন্তা করিয়া স্বয়ং বিষ্ণু সত্বর আমাকে হেথায় প্রেরণ করেন। তাই আমি এখানে উপস্থিত হইয়া তোমার পীড়াকর এই রাক্ষসাধমকে নিহত করিয়াছি। এই উপস্থিত ভয় হইতে তোমাকে পরিত্রাণ করিলাম। কেননা, তুমি হরির নিত্যভক্ত। হে মুনিবর! এই ধর্ম্মনির্ম্মিত পুষ্করিণীতটে সতত আমি লোক-রক্ষার্থ সন্নিহিত থাকিব। হে দ্বিজ! এখানে আমার সন্নিধান বশতঃ অতঃপর তোমার বা অন্য কাহারও ভূত বা রাক্ষসজনিত পীড়া হইবে না। এই সর্ব্বপাপ-হারিণী ধর্ম্ম-পুষ্করিণী দেবীপত্তন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পুরাকালে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ইহা নির্ম্মাণ করেন। হে মুনিবর! এই পুষ্করিণীর সর্ব্বত্রই আমি বাস করিব। ৮৫—১০৮। আমার সান্নিধ্যবশতঃ ইহার চক্রতীর্থ নাম প্রথিত হইবে। এই মুক্তিপ্রদ চক্রতীর্থে যাহারা স্নান করিবে, তাহাদের পুত্র-পৌত্র ও বংশলাভ হইবে। তাহারা সকলেই নিষ্পাপ হইয়া বিষ্ণুর সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। হে গালব! পিতৃলোকের উদ্দেশে যাহারা তথায় পিণ্ড-দান করিবে, তাহাদের পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া সকলেই স্বর্গে গমন করিবেন। হে দ্বিজগণ! সেই

১১১॥ ইত্যুক্তা বিষ্ণুচক্রং তদ্‌গালবস্তাপি পশ্যতঃ। অন্যেষামপি বিপ্রাণাং পশ্যতাং সহসা দ্বিজাঃ॥ ১১২॥ ধর্ম্মপুষ্করিণীং তাং তু প্রাবিশৎ পাপনাশিনীম্॥ শ্রীসূত উবাচ। ধর্ম্মতীর্থস্য বিপ্রেন্দ্রাশ্চক্রতীর্থমিতি প্রথা॥ ১১৩॥ প্রাপ্তা যথা তৎ কথিতং যুষ্মাকং হি ময়া মুদা। চক্রতীর্থসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥ ১১৪॥ অত্র স্নাতা নরা বিপ্রা মোক্ষভাজো ন সংশয়ঃ। কীর্ত্তয়েদিমমধ্যায়ং শৃণুয়াদ্বা সমাহিতঃ॥ ১১৫॥ চক্রতীর্থাভিষেকস্য প্রাপ্নোতি ফলমুত্তমম্। ইহ লোকে সুখং প্রাপ্য পরত্রাপি সুখং লভেৎ॥ ১১৬॥ যো ধর্ম্মতীর্থঞ্চ তথৈব গালবং কুর্ব্বাণমত্যুগ্রসমাধিযোগম্ সুদর্শনং রাক্ষসনাশনঞ্চ স্মরেৎ সকৃদ্বা ন স পাপভাগ্‌জনঃ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মতীর্থস্য চক্রতীর্থপ্রথাবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ। ভগবন্ রাক্ষসঃ কোঽসৌ সূত পৌরাণিকোত্তম। বিষ্ণুভক্তং মহাত্মানং যো গালবমবাধত॥১॥ শ্রীসূতউবাচ। বক্ষ্যামি রাক্ষসং ক্রূরন্তং বিপ্রাঃ শৃণুতাদরাৎ। যথা স রাক্ষসো জাতো মুনীনাং শাপবৈভবাৎ॥ ২॥ পুরা কৈলাসশিখরে হালাস্যে শিবমন্দিরে। চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রা মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ৩॥ বসিষ্ঠাত্রিমুখাঃ সর্ব্বে শিবভক্তা মহৌজসঃ। ভস্মোদ্ধূলিতসর্ব্বাঙ্গাস্ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিতমস্তকাঃ॥ রুদ্রাক্ষমালাভরণাঃ পঞ্চাক্ষরজপে রতাঃ। হালাস্য-নাথং ভূতেশং চন্দ্রচূড়মুমাপতিম্॥ ৫॥ উপাসাঞ্চক্রিরে মুক্ত্যৈ মধুরাপুরবাসিনঃ। কদাচিত্তত্র গন্ধর্ব্বো বিশ্বাবসুসুতো বলী॥ ৬॥ দুর্দ্দমোনাম বিপ্রেন্দ্রা বিট-গোষ্ঠীপরায়ণঃ। ললনাশতসংযুক্তো বিবস্ত্রঃ সলিলাশয়ে॥ ৭॥ চিক্রীড় স বিবস্ত্রাভিঃ সাকং যুবতিভির্ম্মুদা। হালাস্যনাথতীর্থং তদ্বসিষ্ঠো মুনিভিঃ সহ॥ ৮॥ মাধ্যন্দিনং কর্ত্তুমনা যযৌ শঙ্করমন্দিরাৎ তানৃষীনবলোক্যাথ রামাস্তা ভয়কাতরাঃ॥ ৯॥ বাসাংস্যাচ্ছাদয়ামাসুর্দ্দুর্দ্দমো ন তু সাহসী। ততো বসিষ্ঠঃ কুপিতঃ শশাপৈনং গতত্রপম্॥ ১০॥ বসিষ্ঠ

বিষ্ণুচক্র এই কথা কহিয়া গালব এবং অন্যান্য বিপ্রগণের সমক্ষে তৎক্ষণাৎ সেই পাপনাশিনী ধর্ম্মপুষ্করিণীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্রগণ! যেরূপে চক্রতীর্থ নামে ধর্ম্মতীর্থের প্রসিদ্ধি হইয়াছিল, তাহা আমি সসন্তোষে আপনাদের নিকট বর্ণন করিলাম। এই চক্রতীর্থের সমান তীর্থ হয় নাই এবং হইবেও না। হে বিপ্রগণ! এইখানে স্নান করিয়া নরগণ নিশ্চয়ই মোক্ষভাগী হয়। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই অধ্যায় কীর্ত্তন বা শ্রবণ করে, সে চক্রতীর্থ স্নানজনিত উত্তমফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার ইহপরকাল উভয়ত্রই সুখলাভ হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মতীর্থ, উৎকট সমাধিনিমগ্ন গালবমুনি এবং রাক্ষসনাশক সুদর্শনকে একবারও স্মরণ করে, সে কখন পাপভাজন হয় না। ১০৯—১১৭।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে ভগবন্ পৌরাণিক-প্রবর সূত! কে সেই রাক্ষস,—যে সেই মহাত্মা বিষ্ণুভক্ত গালবের পীড়া জন্মাইয়াছিল? সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! আমি সেই ক্রূরপ্রকৃতি রাক্ষসের বিবরণ বলিতেছি, আপনারা সাদরে শ্রবণ করুন। মুনিগণের শাপপ্রভাবে সেই রাক্ষস যেরূপে জন্মিয়াছিল, অগ্রে তাহাই বলিতেছি। পুরাকালে কৈলাস-শিখরে হালাখ্য শিবমন্দিরে বসিষ্ঠ ও অত্রিপ্রমুখ চতুর্ব্বিংশতি সহস্র ব্রহ্মবাদী মুনি মুক্তির নিমিত্ত হালাখ্যনাথ, ভূতেশ, চন্দ্রচূড়, ও উমাপতির উপাসনা করিতেন। ঐ উপাসকগণ সকলেই শিবভক্ত মহাত্মা; তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ভস্মম্রক্ষিত, মস্তক ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিত এবং আভরণ রুদ্রাক্ষমালা। তাঁহারা পঞ্চাক্ষর মন্ত্রজপে নিরত হইয়া সকলেই মধুরাপুরে বাস করিতেন। একদা বিশ্বাবসু-নন্দন দুর্দ্দম নামক জনৈক গন্ধর্ব্ব বিবস্ত্র হইয়া বিবস্ত্র যুবতীগণ সহ তত্রত্য জলাশয়ে ক্রীড়া করিতে লাগিল। ঐ গন্ধর্ব্ব বহুবিধ বিটজন ও এক শত ললনাজনে অন্বিত ছিল। সে যে জলাশয়ে ক্রীড়া করিতে লাগিল, উহা হালাখ্য তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। মুনিবর বসিষ্ঠ ঐ সময় অন্যান্য মুনিগণসহ মাধ্যন্দিনকৃত্য সমাধার জন্য শঙ্করমন্দির হইতে ঐ স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রমণীগণ সেই সকল ঋষিকে দেখিয়া ভয়চকিতভাবে স্ব স্ব বসন দ্বারা অঙ্গাচ্ছাদন করিল। কিন্তু সাহসী দুর্দ্দম তাহা করিল না। সে নগ্নাবস্থায়ই রহিল। অনন্তর

উবাচ। যস্মাদ্দুর্দ্দম গন্ধর্ব্ব দৃষ্ট্বাস্মান্নির্লজ্জয়া ত্বয়া। বাসো নাচ্ছাদিতং শীঘ্রং যাহি রাক্ষসতাং ততঃ॥ ১১॥ ইত্যুক্ত্বা তা স্ত্রিয়ঃ প্রাহ বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ॥ যস্মাদাচ্ছাদিতং বস্ত্রং দৃষ্ট্বাস্মাল্ললনোত্তমাঃ॥ ১২॥ ততো ন যুষ্মাঞ্ছপ্স্যামি গচ্ছধ্বং ত্রিদিবং ততঃ। এবমুক্তা বসিষ্ঠেন রামাঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা॥ ১৩॥ প্রণিপত্য বসিষ্ঠং তং ভক্তিনম্রেণ চেতসা। মুনিমণ্ডলমধ্যে তং বসিষ্ঠমিদমব্রুবন॥ ১৪॥ রামা ঊচুঃ। ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ চতুরাননন্দন। দয়াসিন্ধোঽবলোকাস্মন্ন কোপং কর্ত্তুমর্হসি॥ ১৫॥ পতিরেব হি নারীণাং ভূষণং পরমুচ্যতে। পতিহীনা তু যা নারী শতপুত্রাপি সা মুনে॥ ১৬॥ বিধবেত্যুচ্যতে লোকে তৎ স্ত্রীণাং মরণং স্মৃতম্। তৎ প্রসাদং কুরু মুনে পত্যাবস্মাকমাদরাৎ॥ ১৭॥ একোঽপরাধঃ ক্ষন্তব্যো মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। ক্ষমাং কুরু দয়াসিন্ধো যুষ্মচ্ছিষ্যেঽত্র দুর্দ্দমে। বশিষ্ঠপ্রার্থিতস্ত্বেবং দুর্দ্দমস্যাঙ্গনাঙ্গনৈঃ॥ প্রোবাচ বচনং ভূয়ঃ প্রসন্নঃ স দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১৯॥ ন মে স্যাদ্বচনং মিথ্যা কদাচিদপি সুভ্রুবঃ। উপায়ং বঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং শ্রদ্ধয়া সহ॥ ২০॥ ষোড়শাব্দাবধিঃ শাপো ভর্ত্তুর্বো ভবিতা ধ্রুবম্। ষোড়শাব্দাবধৌ চৈব দুর্দ্দমো রাক্ষসাকৃতিঃ॥ ২১॥ যদৃচ্ছয়া চক্রতীর্থং গমিষ্যতি সুরাঙ্গনাঃ। আস্তে তত্র মহাযোগী গালবো বিষ্ণুতৎপরঃ॥ ২২॥ ভক্ষার্থং তং মুনিং সোঽয়ং রাক্ষসোঽভিগমিষ্যতি। ততো গালবরক্ষার্থং প্রেরিতং চক্রমুত্তমম্॥ ২৩॥ বিষ্ণুনাস্য শিরো রামা হরিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ততঃ স্বাং তনুমাসাদ্য শাপান্মুক্তঃ সুদুর্দ্দমঃ॥ ২৪॥ পতির্ব্বস্ত্রিদিবং ভূয়ো গন্তাস্ত্যত্র ন সংশয়ঃ। ততস্ত্রিদিবমাসাদ্য রমেঽহং পতিভির্ব্বঃ॥ ২৫॥ রময়িষ্যতি সুন্দর্য্যো যুষ্মান সুন্দরবেষভৃৎ। শ্রীসূত উবাচ। ইত্যুক্তা তু বসিষ্ঠেন দুর্দ্দমস্য বরাঙ্গনাঃ॥ ২৬॥ স্বাশ্রমং প্রযযৌ তূর্ণং হালাস্যেশ্বরভক্তিমান্। অথ রামাস্তমোনিঙ্গা দুর্দ্দমং পতিমাতুরাঃ॥ ২৭॥ রুরুদুঃ শোকসংবিগ্না দুঃখসাগরমধ্যগাঃ। প্রপশ্যন্তীষু তাস্বেব

বশিষ্ঠ কুপিত হইয়া সেই নির্লজ্জ গন্ধর্ব্বকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। বসিষ্ঠ কহিলেন,—হে দুর্দ্দম গন্ধর্ব্ব! যেহেতু তুমি আমাদিগকে দেখিয়া লজ্জিত-ভাবে নিজ নগ্ন দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত কর নাই, এজন্য শীঘ্রই তোমাকে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে। দুর্দ্দমকে এই কথা কহিয়া মুনিবর বসিষ্ঠ সেই সকল রমণীকে বলিলেন,—হে রমণীরত্ন সকল। আমাদিগকে দেখিয়া যে হেতু তোমারা লজ্জায় স্ব স্ব অঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়াছ, এই জন্য তোমাদিগকে আর অভিশাপ দিলাম না; তোমরা নির্ভয়ে স্বর্গধামে গমন কর। বসিষ্ঠ এই কথা কহিলে রমণীগণ অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক সেই মুনিমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী বসিষ্ঠকে ভক্তি-নম্রচিত্তে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্ চতুরানন-নন্দন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! আপনি দয়ার সিন্ধু; আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কোপ সম্বরণ করুন। পতিই নারীগণের ভূষণ বলিয়া কীর্ত্তিত। হে মুনে! যে নারী পতিহীনা, সে শতপুত্রের জননী হইলেও বিধবা নামে অভিহিতা। অতএব বিধবা হওয়া অপেক্ষা এ জগতে রমণীগণের মরণই মঙ্গল। সুতরাং হে মুনে! আমাদের পতির প্রতি আপনি প্রসাদ বিতরণ করুন। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ প্রথম অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন; অতএব হে দয়াসিন্ধো! আপনাদের শিষ্যস্থানীয় এই দুর্দ্দমে আপনার ক্ষমা বিতরণ করুন। হে দ্বিজগণ! দুর্দ্দমের পত্নীগণ কর্ত্তৃক মহর্ষি বসিষ্ঠ এইরূপ প্রার্থিত হইয়া প্রসন্নচিত্তে পুনরায় বলিলেন,—হে সুভ্রূগণ! আমার বচন কখন মিথ্যা হইবার নহে। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আমি প্রসন্নচিত্তে তোমাদিগকে একটা উপায় বলিয়া দিতেছি শ্রবণ কর। ১—২০। তোমাদের এই ভর্ত্তা ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত শাপগ্রস্ত হইয়া থাকিবে। দুর্দ্দম ষোড়শ-বর্ষ পর্য্যন্তই রাক্ষসের আকার ধারণ করিবে। ১—অতঃপর—হে সুরাঙ্গনা সকল! একদা তোমাদের এই রাক্ষসাকৃতি পতি যদৃচ্ছাক্রমে চক্রতীর্থে গমন করিবে, সেখানে বিষ্ণুভক্ত মহাযোগী গালব অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য ঐ রাক্ষস ধাবিত হইবে। অনন্তর গালবকে রক্ষা করিবার জন্য বিষ্ণু তখন তাঁহার চক্র প্রেরণ করিবেন। সেই চক্র ঐ রাক্ষসের মস্তকচ্ছেদন করিবে। হে রমণীগণ! তখন তোমাদের পতি দুর্দ্দম শাপ-মুক্ত হইয়া স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে এবং পুনরায় স্বর্গধামে গমন করিবে। এ কথা নিঃসন্দেহ। হে সুন্দরীগণ! তোমাদের পতি পূর্ব্বের ন্যায়ই সুন্দর-বেশ ধারণ করিবে এবং স্বর্গে গিয়া আবার তোমাদের সহিত রমণ করিবে। সূত কহিলেন,—বসিষ্ঠ দুর্দ্দম-পত্নীদিগকে এই কথা বলিয়া হালাস্যেশ্বরে ভক্তি-যুক্তচিত্তে সত্বর স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর রমণীগণ শাপগ্রস্ত

দুর্দ্দমো রাক্ষসোহভবৎ ॥ ২৮ ॥ মহাদংষ্ট্রো মহাকায়ো রক্তশ্মশ্রুশিরোরুহঃ। তং দৃষ্ট্বা ভয়সংবিগ্না জগ্মূরামাস্ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ২৯ ॥ ততো রাক্ষসবেষোহয়ং দুর্দ্দমো ভৈরবাকৃতিঃ। ভক্ষয়ন্ প্রাণিনঃ সর্ব্বান দেশাদ্দেশং বনাদ্বনম্ ॥ ৩০ ॥ ভ্রমন্নানিলবেগোহসৌ ধর্ম্মতীর্থং ততো যযৌ। এবং ষোড়শবর্ষাণি ভ্রমতোহস্য যযুস্তদা ॥ ৩১ ॥ ততস্তু ষোড়শাব্দান্তে রাক্ষসোহসৌ মুনীশ্বরাঃ। ভক্ষিতুং গালবমুনিং ধর্ম্মতীর্থনিবাসিনম্ ॥ ৩২ ॥ উপাদ্রবদ্বায়ুবেগাঃ স চাস্তৌষীজ্জনার্দ্দনম্। গালবেন স্তুতো বিষ্ণুস্তদা চক্রমচোদয়ৎ ॥ ৩৩ ॥ রক্ষিতুং গালবমুনিং রাক্ষসেন প্রপীড়িতম্। আগত্য বৈষ্ণবচক্রং রাক্ষসস্য শিরোহহরৎ ॥ ৩৪ ॥ ততোহসৌ রাক্ষসো দেহং ত্যক্ত্বা দিব্যকলেবরঃ। বিমানবরমারুহ্য দুর্দ্দমঃ পুষ্পবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩৫ ॥ প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা ববন্দে তং সুদর্শনম্। তুষ্টাব শক্তিরম্যাভির্বাগ্ভিঃ প্রাভিরাদরাৎ ॥ ৩৬ ॥ দুর্দ্দম উবাচ। সুদর্শন নমস্তেহস্তু বিষ্ণুহস্তৈকভূষণ। নমস্তে সুরসংহর্ত্রে সহস্রাদিত্যতেজসে ॥ ৩৭ ॥ কৃপালেশেন ভবতস্ত্যক্তাহং রাক্ষসীং তনুম্। স্বরূপমভজং বিষ্ণোশ্চক্রায়ুধ নমোহস্তু তে ॥ ৩৮ ॥ অনুজানীহি মাং গন্তুং ত্রিদিবং বিষ্ণুবল্লভ। ভার্য্যা মে পরিশোচন্তি বিরহাতুরচেতসঃ ॥ ৩৯ ॥ ত্বন্মনস্কো ভবিষ্যামি যাবজ্জীবং যথা হ্যহম্। তথা কৃপাং কুরুষ ত্বং ময়ি চক্র নমোহস্তু তে ॥ ৪০ ॥ এবং স্তুতং বিষ্ণুচক্রং দুর্দ্দমেন সভক্তিকম্। অনুজগ্রাহ সহসা তথাস্ত্বিতি মুনীশ্বরাঃ ॥ ৪১ ॥ চক্রায়ুধাভ্যনুজ্ঞাতো দুর্দ্দমো গালবং মুনিম্। প্রণম্য তেনানুজ্ঞাতো গন্ধর্ব্বস্ত্রিদিবং যযৌ ॥ ৪২ ॥ দুর্দ্দমে তু গতে স্বর্গং গালবো মুনিপুঙ্গবঃ। স চক্রং প্রার্থয়ামাস নিক্ষায়ধমনুত্তমম ॥ ৪৩ ॥ চক্রায়ুধ নমামি ত্বাং মহাসুরনিসূদন। দেবীপত্তনপর্য্যন্তে ধর্ম্মতীর্থে হ্যনুত্তমে ॥ ৪৪ ॥ সন্নিধান কুরুষ ত্বং সর্ব্বপাপবিনাশনম্। ত্বৎসন্নিধানাৎ সর্ব্বেষাং স্নাতানাং পাপিনামিহ ॥ ৪৫ ॥ পাপনাশং কুরুষ ত্বং মোক্ষঞ্চ কুরু শাশ্বতম্। চক্রতীর্থমিতি

স্বায় পতিকে আলিঙ্গন করিয়া শোক-সংবিগ্ন মনে কতই ক্রন্দন করিল। তাহারা দুঃখসাগরের মধ্যে পড়িয়া ভাসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহাদের পতি রাক্ষস হইয়া গেল। রাক্ষসাবস্থায় দুর্দ্দম মহাদংষ্ট্র, মহাকায় ও রক্তবর্ণ শ্মশ্রু-কেশধর হইল। তাহাকে দেখিয়া রমণীরা ভীত-চকিতভাবে স্বর্গধামে গমন করিল। অনন্তর ভীষণ রাক্ষসবেশী দুর্দ্দম প্রাণিগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে দেশ হইতে দেশান্তরে এবং বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে বায়ুবেগে ধর্ম্মতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই রাক্ষসের ষোড়শবর্ষ কাটিয়া গেল। অনন্তর ষোড়শ বর্ষান্তে ঐ রাক্ষস ধর্ম্মতীর্থবাসী গালব-মুনিকে বায়ুবেগে ভক্ষণ করিতে আসিল। গালব-মুনি ভীত হইয়া জনার্দ্দনকে স্তব করিলেন। গালবের স্তবে বিষ্ণু তাঁহার রক্ষা নিমিত্ত চক্র প্রেরণ করিলেন। অনন্তর হরি-চক্র রাক্ষসপীড়িত গালব মুনিকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে আগমন করিয়া রাক্ষসের মস্তক হরণ করিল। অনন্তর পুষ্পবৃষ্টি-পরিপ্লুত দুর্দ্দম রাক্ষসদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্যদেহে বিমানে আরোহণ করিয়া যুক্তকরে প্রণিপাতসহকারে সেই সুদর্শনকে বন্দনা করিলেন এবং শ্রুতিমধুর বাক্যে সাদরে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দুর্দ্দম কহিলেন, —হে বিষ্ণুহস্তের একমাত্র ভূষণ সুদর্শন! তোমায় নমস্কার। তুমি সহস্রাদিত্যতেজা ও অসুরসমূহের সংহর্ত্তা, তোমায় আমার নমস্কার। তোমার কৃপা-কণিকায় আমি রাক্ষসী তনু পরিহারপূর্ব্বক আমার পূর্ব্ব রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বিষ্ণুর চক্রায়ুধ! তোমাকে আমার নমস্কার। হে বিষ্ণুবল্লভ! এক্ষণে আমায় স্বর্গ গমনে অনুজ্ঞা প্রদান কর। আমার ভার্য্যাগণ আমার বিরহে দীনমনে পরিদেবন করিতেছে। আমি যতদিন বাঁচিব, তোমাতে একনিষ্ঠ হইয়া রহিব। হে চক্র! আমার প্রতি তুমি এইরূপ কৃপাই কর, তোমাকে আমার নমস্কার। দুর্দ্দম ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপে বিষ্ণুচক্রের স্তব করিলেন এবং বিষ্ণুচক্রও "তথাস্তু" বাক্যে তৎপ্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করিলেন। ২১—৪১। অনন্তর গন্ধর্ব্ব দুর্দ্দম চক্রায়ুধকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া গালব মুনিকে প্রণামান্তে তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া ত্রিদিব ধামে প্রস্থান করিলেন। দুর্দ্দম স্বর্গ গমন করিলে মুনিবর গালব সেই অনুত্তম বিষ্ণুচক্রের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, হে মহাসুরঘাতিন্ চক্রায়ুধ! তোমাকে নমস্কার! তুমি দেবীপত্তন পর্য্যন্ত অনুত্তম ধর্ম্মতীর্থে সন্নিধান কর। তোমার সন্নিধানে এখানে স্নানকারী পাপীদিগের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হউক। তুমি এস্থানে অবস্থান করিয়া পাপ হরণ

খ্যাতিং লোকস্য পরিকল্পয় ॥ ৪৬ ॥ তৎসন্নিধানা-
দত্রত্যমুনীনাং ভয়নাশনম্। ইতঃ পরং ভবত্বার্ধ্য
চক্রায়ুধ নমোহস্তু তে ॥৪৭॥ ভূতপ্রেতপিশাচেভ্যো
ভয়ং মা ভবতু প্রভো। ইতি সম্প্রার্থিতঃ চক্রং
গালবেন মুনীশ্বরাঃ ॥ ৪৮ ॥ তথৈবাস্থিতি সম্ভাষ্য
তস্মিংস্তীর্থে তিরোহিতম্। শ্রীসূত উবাচ। এবং
বঃ কথিতো বিপ্রা রাক্ষসস্য ভবো ময়া ॥ ৪৯ ॥
মাহাত্ম্যং চক্রতীর্থস্য কথিতঞ্চ মলাপহম্। যচ্ছ্রুত্বা
সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে মানবো ভুবি ॥ ৫০ ॥ ঋষয়
ঊচুঃ। ব্যাসশিষ্য মহাপ্রাজ্ঞ সূত পৌরা-
ণিকোত্তম। আরভ্য দর্ভশয়নমাদেবীপত্তনাবধি ॥
৫১ ॥ বহুব্যায়ামসংযুক্তং চক্রতীর্থমনুত্তমম্। যযৌ
বিচ্ছিন্নতাং মধ্যে কথং কথয় সাম্প্রতম্ ॥ ৫২ ॥
এনং মনসি তিষ্ঠন্তং সংশয়ং ছেত্তুমর্হসি। শ্রীসূত
উবাচ। পুরা হি পর্ব্বতাঃ সর্ব্বে জাতপক্ষা মনো-
জবাঃ ॥ ৫৩ ॥ পর্য্যন্তপর্ব্বতৈঃ সার্দ্ধং চেরুরাকাশ-
মার্গগাঃ। নগরেষু চ রাষ্ট্রেষু গ্রামেষু চ বনেষু চ ॥
৫৪ ॥ আপ্লুত্যাপ্লুত্য তিষ্ঠন্তি পর্ব্বতাঃ সর্ব্বতো
ভুবি। আক্রম্যাক্রম্য তিষ্ঠন্তি যত্র যত্র মহীধরাঃ ॥
৫৫ ॥ তত্র তত্র নরা গাবস্তথান্যে প্রাণিসঞ্চয়াঃ।
মরণং সহসা প্রাপুঃ পীড্যমানা মহীধরৈঃ ॥ ৫৬ ॥
ব্রাহ্মণাদিষু বর্ণেষু নষ্টেষু সমনন্তরম্। যজ্ঞাদ্য-
ভাবাৎ সহসা দেবতা ব্যসনং যযুঃ ॥ ৫৭ ॥ তত
ইন্দ্রো মহাক্রুদ্ধো বজ্রমাদায় বেগবান্। চিচ্ছেদ
সহসা পক্ষান পর্ব্বতানাং তরস্বিনাম্ ॥ ৫৮ ॥ ছিদ্য-
মানচ্ছদাঃ সর্ব্বে বাসবেন মহীধরাঃ। অনন্যশরণা
ভূত্বা সমুদ্রং প্রাবিশন্ ভয়াৎ ॥ ৫৯ ॥ অচলেষু চ
সর্ব্বেষু পতৎসু লবণার্ণবে। নিপেতুরর্ণবভ্রান্ত্যা চক্র-
তীর্থেহপি কেচন ॥ ৬০ ॥ পতিতৈঃ পর্ব্বতৈস্তৈস্তু
মধ্যতঃ পূরিতোদরম্। চক্রতীর্থং মহাপুণ্যং মধ্যে
বিচ্ছেদমাযযৌ ॥ ৬১ ॥ যদৃচ্ছয়া মহাশৈলাঃ পার্শ্বয়ো-
স্তত্র নাপতন্। অতো বৈ দর্ভশয়নে তথা দেবী-
পুরেহপি চ ॥ ৬২ ॥ বিচ্ছিন্নমধ্যং তদ্দ্বেধা বিভক্ত-
মিব দৃশ্যতে। মধ্যতঃ পতিতৈঃ শৈলৈশ্চক্রতীর্থং
স্থলীকৃতম্ ॥ ৬৩ ॥ শ্রীসূত উবাচ। যুষ্মাকমেবং
কথিতং মুনীন্দ্রা যন্মধ্যতস্তীর্থমিদং স্থলীকৃতম্।

কয় এবং মোক্ষলাভ করাইয়া দাও। জগতে
তুমি তোমার চক্রতীর্থ খ্যাতি বিস্তার কর।
তোমার সন্নিধানে অতঃপর অত্রত্য মুনিগণের
ভয়াপনোদন হোক! হে চক্রায়ুধ! তোমাকে নমস্কার।
হে প্রভো! ভূত, প্রেত এবং পিশাচাদি হইতে
তোমার প্রসাদে যেন কাহারও ভয় হয় না।
হে মুনীন্দ্রগণ! গালব চক্রের নিকট ইহা প্রার্থনা
করিলে চক্র 'তথাস্তু' বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া সেই
তীর্থে তিরোহিত হইলেন। সূত কহিলেন,—হে
বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদের নিকট রাক্ষসের
উৎপত্তি ও চক্রতীর্থের পাপহারী মাহাত্ম্য কীর্ত্তন
করিলাম। ইহা শ্রবণে মানব সর্ব্বপাপ হইতে
মুক্ত হইয়া থাকে। ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহা-
প্রাজ্ঞ পৌরাণিকপ্রবর ব্যাসশিষ্য সূত! দর্ভশয়ন
হইতে আরম্ভ করিয়া দেবীপত্তন পর্য্যন্ত চক্রতীর্থের
বিস্তৃতি। এই অনুত্তম তীর্থ বহুব্যায়ামযুক্ত; কিন্তু
সম্প্রতি মধ্যে কিরূপে বিচ্ছিন্ন হইল, তাহা ব্যক্ত
কর। আমাদের মনে এই এক সংশয় আছে,
তুমি ইহা ছেদন করিয়া দাও। সূত কহিলেন
—পূর্ব্বে পর্ব্বতগণ মনের ন্যায় বেগগামী ও
পক্ষশালী ছিল, তাহারা পর্য্যন্তপর্ব্বতগণ সহ
আকাশমার্গে বিচরণ করিত এবং নগর, রাষ্ট্র,
গ্রাম ও বনসমূহে বারম্বার আপতিত হইয়া
অবস্থান করিত। তাহাদের অনাক্রম্য কোন
স্থানই ছিল না; তাহারা যে যে স্থান আক্রমণ
করিয়া অবস্থান করিত, সেই সেই স্থানের গো, মনুষ্য
ও অন্যান্য প্রাণিগণ পর্ব্বতবৃন্দে পরিপীড়িত হইয়া
সহসা প্রাণ পরিত্যাগ করিত, পর্ব্বত পীড়নে সর্ব্বত্রই
ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ বিনষ্ট হইতে লাগিলেন। যজ্ঞাদির
অভাবে সহসা দেবগণ ব্যসনাপন্ন হইয়া পড়িলেন।
৪২—৫৭। তখন ইন্দ্র মহাক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বজ্র
লইয়া সবেগে বেগবান পর্ব্বতগণের পক্ষজাল ছেদন
করিলেন। মহীধরগণের পক্ষ যখন বাসব বজ্রে
ছিন্ন হইতে লাগিল, তাহারা অনন্যোপায় হইয়া
ভয়ে সাগরগর্ভে প্রবেশ করিল। অচল সকল
লবণার্ণবে প্রবিষ্ট হইবার কালে কোন কোন পর্ব্বত
অর্ণবভ্রমে চক্রতীর্থেও পতিত হইল। পর্ব্বতগণ
পতিত হইলে তাহার মধ্যস্থল পূর্ণ হইয়া গেল।
তাহাতে মহাপুণ্য চক্রতীর্থ মধ্যভাগে বিচ্ছেদ প্রাপ্ত
হইল। মহাশৈল সকল যদৃচ্ছাক্রমে তাহার উভয়
পার্শ্বে পতিত হইল না; এইজন্যই দর্ভশয়ন
হইতে দেবীপুর পর্য্যন্ত স্থান মধ্যে বিচ্ছিন্ন হওয়ায়
দ্বিধাবিভক্তের ন্যায় পরিলক্ষিত হয়। মধ্যস্থানে
শৈল সকল পতিত হইয়াছে বলিয়া চক্রতীর্থ স্থলীকৃত
হইয়াছে। সূত কহিলেন—হে মুনীন্দ্রগণ! এই
তীর্থ যে রূপে মধ্যভাগে স্থলীকৃত হইয়াছে এবং

যথা মহীধ্রাঃ সহসা বিড়োজসা বিচ্ছিন্নপক্ষা ইহ পেতুরুন্নতাঃ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দুর্দ্দমগন্ধর্ব্বশাপমোচনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। প্রস্তুত্য চক্রতীর্থস্য পুণ্যং পাপবিনাশনম্‌। পুনরপ্যদ্ভুতং কিঞ্চিৎ প্রব্রবীমি মুনীশ্বরাঃ ॥ ১ ॥ বিধূমনামা হি বসুর্দ্দেবস্ত্রী চাপ্যলম্বুষা। ব্রহ্মশাপা মহাঘোরাৎ পুরা প্রাপ্তৌ মনুষ্যতাম্‌ ॥ ২ ॥ চক্রতীর্থে মহাপুণ্যে স্নাত্বা শাপাদ্বিমোচিতৌ। ঋষয় উচুঃ। সূত সূত মহাপ্রাজ্ঞ পুরাণার্থবিশারদ ॥ ৩ ॥ প্রাজ্ঞত্বাদ্ব্যাসশিষ্যত্বাদজ্ঞাতং তে ন কিঞ্চন। ব্রহ্মা কেনাপরাধেন সহালম্বুষয়া বসুম্‌ ॥ ৪ ॥ পুরা বিধূমনামানং শপ্তবাংশ্চতুরাননঃ। ব্রহ্মশাপেন ঘোরেণ কয়োস্তৌ পুত্রতাং গতৌ ॥ ৫ ॥ শাপস্যান্তঃ কথমভূদ্‌ব্রহ্মণা শপ্তয়োস্তয়োঃ। এতন্নঃ শ্রদ্দধানানাং বিস্তরাদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৬ ॥ শ্রীসূত উবাচ। পুরা হি ভগবান্‌ ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূশ্চতুরাননঃ। সাবিত্র্যা চ সরস্বত্যা পার্শ্বয়োঃ প্রবিরাজিতঃ ॥ ৭ ॥ সনাতনেন মুনিনা সনকেন চ ধীমতা। সনৎকুমারনাম্না চ নারদেন মহাত্মনা ॥ ৮ ॥ সনন্দনাদিভিশ্চান্যৈঃ সেব্যমানো মুনীশ্বরৈঃ। সুপর্ব্ববৃন্দজুষ্টেন স্তূয়মানো বিড়োজসা ॥ ৯ ॥ আদিত্যাদি গ্রহৈশ্চৈব স্তূয়মানপদাম্বুজঃ। সিদ্ধৈঃ সাধ্যৈর্ম্মরুদ্ভিশ্চ কিন্নরৈশ্চ সমাবৃতঃ ॥ ১০ ॥ গণৈঃ কিম্পুরুষাণাঞ্চ বসুভিশ্চাষ্টভির্বৃতঃ। উর্ব্বশীপ্রমুখাণাঞ্চ স্বর্বেশ্যানাং মনোরমম্‌ ॥ ১১ ॥ নৃত্যং বাদিত্রসহিতং বীক্ষ্যমাণো মুহুর্ম্মুহুঃ। গোষ্ঠীং চক্রে সভামধ্যে সত্যলোকে কদাচন ॥ ১২ ॥ মেঘগর্জ্জিতগম্ভীরো জনানানন্দয়ন্মুহুঃ। বীণাবেণুমৃদঙ্গানাং ধ্বনিস্তত্র ব্যসর্পত ॥ ১৩ ॥ গঙ্গাতরঙ্গমালানাং শীকরস্পর্শশীতলঃ। পবমানঃ সুখস্পর্শো মন্দং মন্দং ববৌ তদা ॥ ১৪ ॥ পর্য্যায়েণ তদা সর্ব্বা ননৃতুর্দেবযোষিতঃ। নৃত্যশ্রমেণ খিন্নাসু বেশ্যাস্বন্যাসু সাদরম্‌ ॥ ১৫ ॥ অলম্বুষা দেবনারী রূপযৌবনশালিনী।

যে প্রকারে উচ্চ উচ্চ মহীধরগণ ইন্দ্রের হস্তে সহসা ছিন্নপক্ষ হইয়া ইহার মধ্যে পতিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম।৫৮—৬৪।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪

পঞ্চম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে মুনীন্দ্রগণ! পাপহর পবিত্র চক্রতীর্থের বিবরণ ব্যক্ত করিয়া পুনর্ব্বার এক অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি। পূর্ব্বে বিধূম নামে এক বসু এবং অলম্বুষা নাম্নী এক সুরসুন্দরী মহাঘোর ব্রহ্মশাপের প্রভাবে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর এই মহাপুণ্যজনক চক্রতীর্থে স্নান করিয়া সেই শাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। ঋষিগণ কহিলেন—হে সূত! হে পুরাণতত্ত্ববিশারদ! তুমি প্রাজ্ঞ এবং ব্যাসশিষ্য বলিয়া তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই। চতুরানন ব্রহ্মা কোন্‌ অপরাধে অলম্বুষা ও বিধূম নামক বসুকে অভিশাপ দিয়াছিলেন? ব্রহ্মশাপবলে তাহারা কোন্‌ পিতা মাতার সন্তান হইয়া জন্মিয়াছিল? ব্রহ্মার অভিশাপগ্রস্ত হইলেও কিরূপে তাহাদের শাপান্ত হইয়াছিল; এই সকল কথা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বল। ১—৬। সূত কহিলেন—পুরাকালে একদা চতুর্মুখ ভগবান্‌ ব্রহ্মা সাবিত্রী ও সরস্বতীর পার্শ্বে বিরাজ করিতেছিলেন। তখন ধীমান সনক সনাতন সনৎকুমার, মহাত্মা নারদ ও সনন্দনাদি অন্যান্য মুনিশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন,—দেবগণ সহ ইন্দ্র ও আদিত্যাদি গ্রহগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। সিদ্ধ, সাধ্য, মরুৎ, কিন্নর, কিম্পুরুষ ও অষ্টবসুগণ তাঁহার চতুর্দিকে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় উর্ব্বশীপ্রমুখ স্বর্বেশ্যাগণের বাদিত্র সংযোগে নৃত্য হইতেছিল। ব্রহ্মা বারংবার তাহা দর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে একদা তিনি সত্যলোকে স্বীয় সভামধ্যে এক সম্মিলনের আয়োজন করিলেন তখন জনগণকে আনন্দিত করিয়া বেণু বীণা ও মৃদঙ্গাদির মেঘগর্জ্জনবৎ গভীর ধ্বনি মুহুর্মুহুঃ উত্থিত হইতে লাগিল। গঙ্গার তরঙ্গনিচয়ের শীকরস্পর্শে শীতল হইয়া সুখস্পর্শ পবন মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। পর্য্যায়ক্রমে সমস্ত সুরসুন্দরীই সেখানে নৃত্য করিলেন। ক্রমে অন্যান্য সমস্ত স্বর্গবেশ্যা নৃত্যশ্রমে খিন্ন হইয়া পড়িলে রূপযৌবনশালিনী

মদয়ন্তী জনান্ সর্ব্বান্ সভামধ্যে ননর্ত্ত বৈ ॥ ১৬ ॥ তস্মিন্নবসরে তস্যা নৃত্যন্ত্যাঃ সংসদি দ্বিজাঃ। বস্ত্রমাভ্যন্তরং বায়ুর্লীলয়া সমুদক্ষিপৎ ॥ ১৭ ॥ তৎক্ষিপ্তে বসনে স্পষ্টমূরুমূলমদৃশ্যত। তথাভূতান্ত তাং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে ব্রহ্মাদয়ো হ্রিয়া ॥ ১৮ ॥ সভামধ্যে সমাসীনা নিমীলিতদৃশোঽভবন্। বিধূমনামা তু বসুঃ কামবাণপ্রপীড়িতঃ ॥ ১৯ ॥ তামেব ব্রহ্মভবনে দৃষ্ট্বানিলহৃতাংশুকাম্। হর্ষসংফুল্লনয়নো হৃষ্টরোমা ততোঽভবৎ ॥ ২০ ॥ অলম্বুষায়াং তস্যান্ত জাতকামং বিলোক্য তম্। বসুং বিধূমনামানং শশাপ চতুরাননঃ ॥ ২১ ॥ যস্মাত্ত্বমীদৃশং কার্য্যং বিধূম কৃতবানসি। তস্মাদ্ধি মর্ত্ত্যলোকে ত্বং মানুষত্বমবাপ্স্যসি ॥ ২২ ॥ ইয়ঞ্চ দেবযোষিত্তে তত্র ভার্য্যা ভবিষ্যতি। এবং স ব্রহ্মণা শপ্তো বিধূমঃ খিন্নমানসঃ ॥ ২৩ ॥ প্রসাদয়ামাস বসুর্ব্রহ্মাণং প্রণিপত্য তু। বিধূম উবাচ। অস্য শাপস্য ঘোরস্য ভগবন্ ভক্তবৎসল ॥ ২৪ ॥ নাহমর্হোঽস্মি দেবেশ রক্ষ মাং করুণানিধে। এবং প্রসাদিতস্তেন ভারতীপতিরব্যয়ঃ ॥ ২৫ ॥ কৃপয়া পরয়া যুক্তো বিধূমং প্রাহ সান্ত্বয়ন্। ব্রহ্মোবাচ। ত্বয়ি শাপোঽপ্যয়ং দত্তো ন চাসত্যং ব্রবীম্যহম্ ॥ ২৬ ॥ ততোঽবধিং কল্পয়ামি শাপস্যাস্য তবাধুনা। মর্ত্ত্যভাবং সমাপন্নঃ সহালম্বুষয়ানয়া ॥ ২৭ ॥ তত্র ভূত্বা মহারাজঃ শাসয়িত্বা চিরং মহীম্। পুত্রমপ্রতিমং স্বস্যাং জনয়িত্বা মহীপতিম্ ॥ ২৮ ॥ অভিষিচ্য চ রাজ্যে তং রাজ্যরক্ষাবিচক্ষণম্। এতচ্ছাপস্য শান্ত্যর্থং দক্ষিণস্যোদধেস্তটে। ফুল্লগ্রামসমীপস্থে চক্রতীর্থে মহত্তরে ॥ ২৯ ॥ অনয়া ভার্য্যয়া সার্দ্ধং যদা স্নানং করিষ্যসি। তদা ত্বং মানুষং ভাবং জীর্ণত্বচমিবোরগঃ ॥ ৩০ ॥ বিসৃজ্য ভার্য্যয়া সার্দ্ধং স্বং লোকং প্রতিপৎস্যসে। চক্রতীর্থে বিনা স্নানং ন নশ্যেচ্ছাপ ঈদৃশঃ ॥ ৩১ ॥ ইতি ব্রহ্মবচঃ শ্রুত্বা বিধূমো নাতিহৃষ্টবান্। স্ববেশ্ম প্রাবিশত্তূর্ণমামন্ত্র্য চতুরাননম্ ॥ ৩২ ॥ চিন্তয়ামাস তত্রাসৌ মর্ত্ত্যতাং যাস্যতো মম। কো বা পিতা ভবেদ্ভূমৌ কা বা মাতা ভবিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥ বহুধেত্থং সমালোচ্য বিধূমো নিশ্চিকায় সঃ। কৌশাম্বীনগরে রাজা শতানীক ইতি শ্রুতঃ ॥ ৩৪ ॥ অস্তি বীরো মহাভাগো ভার্য্যা চাপি পতিব্রতা। তস্য বিষ্ণুমতী নাম

অলম্বুষা সভাস্থ জনগণকে উন্মাদিত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। হে দ্বিজগণ! অলম্বুষা নৃত্য করিতে থাকিলে সেই অবসরে বায়ু লীলাক্রমে তদীয় আভ্যন্তরীণ বস্ত্র উৎক্ষিপ্ত করিল। বস্ত্র উৎক্ষিপ্ত হইলে তাহার উরুমূল স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হইল। সভামধ্যস্থ ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহাকে তথাভূত অবস্থায় দেখিয়া লজ্জায় নিমীলিতনেত্র হইলেন। তখন অনিলচালিতবসনা অলম্বুষাকে দেখিয়া বিধূমনামা বসু কামবাণে প্রপীড়িত হইল। তাহার রোমরাজি হৃষ্ট ও নয়ন হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। চতুরানন ব্রহ্মা তখন সেই বসুকে অলম্বুষার প্রতি কামাসক্ত দেখিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন; বলিলেন,—হে বিধূম! যে হেতু তুমি এই প্রকার লজ্জাকর কার্য্যে আসক্ত হইয়াছ, এই জন্য তোমাকে মর্ত্ত্যলোকে মানুষযোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে। এই সুরসুন্দরী অলম্বুষা তখন তোমার ভার্য্যা হইবে। ব্রহ্মা এই প্রকার অভিসম্পাত দিলে বসু বিধূম খিন্নমনে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিল। বিধূম কহিল—হে ভক্তবৎসল, ভগবন্! এই বিষম শাপের আমি যোগ্য নহি। হে করুণানিধে! হে দেবেশ! আমাকে তুমি রক্ষা কর। ভারতীপতি অব্যয় ব্রহ্মা এইরূপে প্রসাদিত হইয়া পরম কৃপাকুলচিত্তে বিধূমকে সান্ত্বনাদানপূর্ব্বক কহিলেন,—তোমাকে এই যে শাপ দিয়াছি, ইহা অন্যথা হইবে না; কেননা আমি কখনই অসত্য বলি নাই। তবে তোমার প্রতি যে অভিশাপ দিলাম, ইহার অবসান অবশ্যই আমি নিরূপণ করিতেছি। যখন এই অলম্বুষার সহিত মর্ত্ত্যভাব প্রাপ্ত হইয়া তুমি মহারাজরূপে দীর্ঘকাল মহীমণ্ডল শাসন করিবে এবং একজন রাজ্যশাসনক্ষম বিচক্ষণ পুত্র উৎপাদন করিয়া তাহাকে মহীপতিপদে অভিষেকপূর্ব্বক এই শাপ শান্তির নিমিত্ত দক্ষিণোদধির তীরবর্ত্তী ফুল্লগ্রামস্থ মহাপুণ্য চক্রতীর্থে ভার্য্যার সহিত স্নান করিবে, তখন সর্পের জীর্ণত্বক্ পরিহারের ন্যায় মানুষভাব বিসর্জ্জন করিয়া ভার্য্যা সহ পুনরায় স্বীয় লোক প্রাপ্ত হইতে পারিবে। চক্রতীর্থে স্নান ব্যতীত এইরূপ শাপের অবসান কখনই হইবে না। বসু বিধূম এই প্রকার ব্রহ্ম-বাক্য শ্রবণ করিয়া নাতিহৃষ্ট-চিত্তে চতুরানন ব্রহ্মার অনুজ্ঞা লইয়া সত্বর স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিল। চিন্তা করিতে লাগিল—আমি মর্ত্ত্যভাব প্রাপ্ত হইলে কে আমার মাতা এবং কেই বা আমার পিতা হইবে? বসু বিধূম এই প্রকার বহু আলোচনা করিয়া স্থির করিল যে, কৌশাম্বীনগরে শতানীক নামে এক মহাভাগ্যশালী বীর রাজা

বিষ্ণোঃ শ্রীরিব বল্লভা ॥ ৩৫ ॥ তমেব পিতরং কৃত্বা মাতরঞ্চ বিধায় তাম্। সম্ভবিষ্যামি ভূলোকে স্বকর্ম্মপরি পাকতঃ ॥ ৩৬ ॥ ততঃ স মাল্যবন্তঞ্চ পুষ্পদন্তং বলোৎকটম্। ত্রীনাহূয়াত্মনো ভৃত্যান্ বৃত্তমেতন্ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩৭ ॥ ভৃত্যাঃ শৃণুত ভদ্রং বো ব্রহ্মশাপান্মহাভয়াৎ। জনিষ্যামি শতানীকাদ্বিষ্ণু-মত্যামহং স্ফুতঃ ॥ ৩৮ ॥ ইতি শ্রুত্বা বচো ভৃত্যা-স্তস্য প্রাণা বহিশ্চরাঃ বাষ্পপূর্ণামুখাঃ সর্ব্বে বিধূমং বাক্যমব্রুবন ॥ ৩৯ ॥ ভৃত্যা ঊচুঃ। ত্বদ্বিয়োগং বয়ং সর্ব্বে ত্রয়োঽপি ন সহামহে। তস্মান্মানুষভাবং ত্বমস্মাভিঃ সহ যাস্যসি ॥ ৪০ ॥ শতানীকস্য রাজর্ষের্ম্মন্ত্রী যোঽয়ং যুগন্ধরঃ। সেনানী-র্ব্বিপ্রতীকশ্চ যোঽয়ং প্রাগ্রসরো রণে ॥ ৪১ ॥ নর্ম্মকর্ম্মসুহৃদ্বিপ্রো বল্লভাখ্যো মহাংশ্চ যঃ। তেষাং পুত্রাস্ত্রয়োঽপ্যেতে ভবিষ্যামো ন সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥ শতানীকস্য রাজর্ষেঃ পুত্রভাবং গতস্য তে। শুশ্রূষাং সংবিধাস্যামস্তেষু তেষু চ কর্ম্মসু। তানেব বাদিনঃ সোঽয়ং বিধুমো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪৩ ॥ বিধুম উবাচ। জানেঽহং ভবতাং স্নেহং তাদৃশং ময্যনুত্তমম্ ॥ তথাপি কথয়াম্যদ্য তচ্ছৃণুধ্বং হিতং বচঃ ॥ ৪৪ ॥ ব্রহ্মশাপেন ঘোরেণ স্বেন দুষ্কর্ম্মণা কৃতম্ ॥ ৪৫ ॥ কুৎসিতং মানুষং ভাবমহমেকোঽনুবর্ত্তয়ে। বিহিতং ন হি যুষ্মাকমেতচ্ছাপানুবর্ত্তনম্ ॥ ৪৬ ॥ জুগুপ্সি-তেঽতো মনুষ্যে মা কুরুধ্বং মনোঽধুনা। অতঃ শাপাবধির্য্যাবন্মদ্বিয়োগো বিষহ্যতাম্ ॥ ৪৭ ॥ ইত্যুক্ত-বন্তং তে সর্ব্বে মাল্যবৎপ্রমুখাস্তদা। ঊচুঃ প্রণম্য শিরসা প্রার্থয়ন্তঃ পুনঃপুনঃ ॥ ৪৮ ॥ রক্ষিত্বা কৃপয়া হ্যস্মান্মা কুরুষ চ সাহসম্। পরিত্যজসি নঃ সর্ব্বান্ ভক্তানদ্য নিরাগসঃ ॥ ৪৯ ॥ ত্বদ্বিয়োগান্ মহাঘোরান্মানুষ্যমপি কুৎসিতম্। বহু মন্যামহে দেব তস্মান্নস্ত্রাহি সাম্প্রতম্ ॥ ৫০ ॥ এবং স যাচ-মানাংস্ত্রীনম্বমন্যত ভৃত্যকান্। তৈস্ত্রিভিঃ সহিতঃ সোঽয়ং কৌশাম্বীং গন্তুমৈচ্ছত ॥ ৫১ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু সোমবংশবিবর্দ্ধনঃ। অর্জ্জুনাভিজনে জাতো জনমেজয়সম্ভবঃ ॥ ৫২ ॥ শতানীকো মহী-

আছেন। বিষ্ণুর লক্ষ্মীর ন্যায় বিষ্ণুমতী নাম্নী তাঁহার এক পতিব্রতা প্রিয় পত্নী বিদ্যমান; আমি তাঁহাদিগকেই পিতা মাতা করিয়া স্বীয় কর্ম্ম-পরিপাকে ভূলোকে উৎপন্ন হইব। অনন্তর সেই বসু মাল্যবান্, পুষ্পদন্ত ও বলোৎকট নামক স্বীয় ভৃত্যত্রয়ের নিকট এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল; বলিল—ভৃত্যগণ! তোমাদের মঙ্গল হউক। তোমরা শ্রবণ কর, মহাবিষম ব্রহ্মশাপের প্রভাবে আমি শতানীক হইতে বিষ্ণুমতীর গর্ভে উৎপন্ন হইব। ভৃত্যগণ যেন বিধুমের বহিশ্চর প্রাণ; তাহারা বিধুমের মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া বাষ্প-পূর্ণমুখে এই বাক্য বলিল যে, আমরা এই ভৃত্যত্রয় আপনার বিয়োগ সহ্য করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। অতএব আমাদিগের সহিতই আপনি মানুষ ভাব প্রাপ্ত হউন। রাজর্ষি শতানীকের যুগন্ধর নামে মন্ত্রী আছেন, বিপ্রতীক নামে রণধুরন্ধর সেনাপতি আছেন এবং বল্লভ নামে নর্ম্মকর্ম্ম সুহৃৎ আছেন, আমরা তাঁহাদের তিন জনের তিন পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিব। আপনি রাজর্ষি শতানীকের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইলে আমরা আপনার রাজপুত্রোচিত সেই সেই কর্ম্মে শুশ্রূষা করিব। তাঁহারা এই কথা কহিলে, বসু বিধুম বলিলেন,—আমার প্রতি তোমাদের যে তাদৃশ উত্তম স্নেহ আছে, তাহা আমি জানি। তথাপি অদ্য আমার কিঞ্চিৎ হিতবাক্য শ্রবণ কর।৭—৪৪। স্বীয় দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলে ভীষণ ব্রহ্মশাপে আমি একাকীই কুৎসিত মানুষ ভাব প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই অভিশাপের অনুবর্ত্তন করা তোমাদের পক্ষে বিধেয় নহে। অতএব তোমরা এই জগুপ্সিত মানুষ ভাবে অধুনা মনঃসন্নিবেশ করিও না। যত দিনে না আমার শাপাবসান হয়, তত দিন তোমরা আমার বিয়োগ সহ্য করিয়া থাক। বসু বিধুম এই কথা কহিলে মাল্যবৎপ্রমুখ তদীয় ভৃত্যগণ তখন মস্তক দ্বারা প্রণিপাতপূর্ব্বক বারম্বার প্রার্থনা সহকারে বলিল,—আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, এক্ষণে একাকী এরূপ সাহস করিবেন না। আমরা আপনার নিরপরাধ অনুরক্ত ভৃত্য, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন কেন? আপনার এই বিষম বিয়োগ অপেক্ষা কুৎসিত মনুষ্য ভাবও আমরা শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করি। অতএব হে দেব! সম্প্রতি আমাদিগকে রক্ষা করুন। পুনঃ পুনঃ এইরূপ প্রর্থনা করিলে বসু বিধুম সেই ভৃত্যত্রয়কে তাঁহার সহ গমনে অনুমোদন করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের সহিত তিনি কৌশাম্বী নগরে যাত্রা করিতে সমুৎসুক হইলেন।২৭—৫১। এই সময় অর্জ্জুনাভিজনোৎপন্ন চন্দ্রবংশাবতংস জনমেজয়-নন্দন মহীপাল শতানীক পৃথিবীরাজ্য

পালঃ পৃথিবীমন্বপালয়ৎ। বুদ্ধিমান্নীতিমান্ বাগ্মী প্রজাপালনতৎপরঃ॥ ৫৩॥ চতুরঙ্গবলোপেতো বিক্রমৈকধনো যুবা। স কৌশাম্বীং মহারাজো নগরীমধ্যুবাস বৈ॥ ৫৪॥ তস্য মন্ত্ররহস্যজ্ঞো মন্ত্রী জাতো যুগন্ধরঃ। সেনানীর্ব্বিপ্রতীকশ্চ তস্য প্রাগ্রসরো রণে॥ ৫৫॥ নর্ম্মকর্ম্মসু তস্যাসীদ্বল্লভাখ্যঃ সখা দ্বিজঃ। তস্য বিষ্ণুমতী নাম বিষ্ণোঃ শ্রীরিব বল্লভা॥ ৫৬। স সর্ব্বগুণসম্পন্নঃ শতানীকো মহামতিঃ। পুত্রমাত্মসমং তস্যাং ভার্য্যায়াং নান্ববিন্দত॥ ৫৭। আত্মানমসুতং জ্ঞাত্বা স ভৃশং পর্য্যতপ্যত। স যুগন্ধরমাহূয় মন্ত্রিণং মন্ত্রবিত্তমম্॥ ৫৮॥ পুত্রলাভঃ কথং মে স্যাদিতি কার্য্যমমন্ত্রয়ৎ। যুগন্ধরো মহীপালং পুত্রালাভেন পীড়িতম্। হর্ষয়ন্ বচসা স্বেন বাক্যমেতদভাষত॥ ৫৯। যুগন্ধর উবাচ। অস্তি শাণ্ডিল্যনামা তু মহর্ষিঃ সত্যবাক্ শুচিঃ॥ ৬০॥ শত্রুমিত্রসমো দান্তস্তপঃস্বাধ্যায়তৎপরঃ। তমেব মুনিমাসাদ্য জ্বলন্তমিব পাবকম্॥ ৬১॥ পুত্রমাত্মসমং রাজন্ প্রার্থয়েথা বিনীতবৎ। কৃপাবান্ স মহর্ষিস্তু পুত্রং তে দাস্যতি ধ্রুবম্॥ ৬২॥ ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা হর্ষসংফুল্ললোচনঃ। মন্ত্রিণা তেন সংযুক্তস্তস্যাগাদাশ্রমং মুনেঃ॥ ৬৩॥ তমাশ্রমে সমাসীনং প্রণনাম মহীপতিঃ। শাণ্ডিল্যস্তু মহাতেজা রাজানং প্রাপ্তমাশ্রমম্॥ ৬৪॥ দৃষ্ট্বা পাদ্যাদিভিঃ পূজ্য স্বাগতং ব্যাজহার সঃ। শাণ্ডিল্য উবাচ। শতানীক কিমর্থং ত্বমাশ্রমং প্রাপ্তবান্ মম॥ ৬৫॥ যৎ কর্ত্তব্যমিদানীং তে তদ্বদস্ব করোম্যহম্। মুনিমেবং বদন্তং তং প্রত্যবাদীদ্‌যুগন্ধরঃ॥ ৬৬॥ ভগবন্নেষ বৈ রাজা পুত্রালাভেন কর্ষিতঃ। ভবন্তং শরণং প্রাপ্তঃ সাম্প্রতং পুত্রকারণাৎ॥ ৬৭॥ অস্যাপুত্রত্বজং দুঃখং ত্বমপাকর্ত্তুমর্হসি। ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা শাণ্ডিল্যো মুনিসত্তমঃ॥ ৬৮॥ পুত্রলাভবরং তস্মৈ প্রতিজজ্ঞে নৃপায় বৈ। স রাজ্ঞো বরদঃ শ্রীমান্ কৌশাম্বীমেত্য সাদরম্॥ ৬৯॥ পুত্রেষ্ট্যাং পুত্রকামস্য যাজকোঽভূন্মহামুনিঃ। ততো মুনিপ্রসাদেন রাজা দশরথোপমঃ॥ ৭০॥ যজ্বা রামমিব প্রাপ সহস্রানীকমাত্মজম্। এবং বিধমঃ সঞ্জজ্ঞে শতা-

পালন করিতেছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান, নীতিমান্, বাগ্মী, প্রজাবৎসল, চতুরঙ্গবলান্বিত, বিক্রমধন, যুবা পুরুষ। সেই মহীপতি শতানীক কৌশাম্বী নগরে বাস করিতেন। যুগন্ধর নামে তাঁহার মন্ত্ররহস্যজ্ঞ মন্ত্রী, বিপ্রতীক নামে রণধুরন্ধর সেনাপতি এবং বল্লভনামক জনৈক ব্রাহ্মণ নর্ম্মসচিব ছিলেন। শতানীকের পত্নীর নাম বিষ্ণুমতী; বিষ্ণুমতী বিষ্ণুর শ্রীর ন্যায় তাঁহার অতি প্রেয়সী ছিলেন। মহামতি শতানীক সর্ব্বগুণে গুণবান্ হইয়াও সেই পত্নীর গর্ভে আত্মানুরূপ পুত্র লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি নিজেকে অপুত্রক জ্ঞানে বড়ই অনুতপ্ত ছিলেন। একদা স্বীয় মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রী যুগন্ধরকে আহ্বান করিয়া রাজা শতানীক কি কার্য্য করিলে নিজের পুত্র লাভ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী যুগন্ধর মহীপতিকে পুত্রাভাবে পীড়িত দেখিয়া স্বীয় বচনবিন্যাসে তাঁহাকে হৃষ্ট করত কহিলেন—রাজন্! শাণ্ডিল্য নামে এক মহর্ষি আছেন। তিনি সত্যবাদী, শুচি, শত্রুমিত্রে সমদর্শী, দান্ত ও তপঃস্বাধ্যায়-নিরত; প্রজ্বলিত পাবকপ্রতিম সেই মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া আপনি বিনীতভাবে আত্মানুরূপ পুত্র প্রার্থনা করুন। সেই কৃপাবান মহর্ষি নিশ্চয়ই আপনাকে পুত্র দান করিবেন। ৫২—৬২। রাজা শতানীক সেই কথা শুনিয়া হর্ষভরে প্রফুল্লনয়ন হইলেন; অনন্তর মন্ত্রীর সহিত সেই মুনির আশ্রমে গমন করিলেন, মহীপতি তথায় গিয়া আশ্রমস্থ মুনিকে প্রণাম করিলেন। মহাতেজা শাণ্ডিল্য আশ্রমাগত রাজাকে দেখিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে স্বাগত প্রশ্ন করিলেন। শাণ্ডিল্য কহিলেন,—রাজন্ শতানীক! কি জন্য আপনি আমার আশ্রমে আসিয়াছেন? আপনার যাহা কর্ত্তব্য থাকে, তাহা বলুন—আমি সম্পাদন করিব। মুনি এই কথা কহিলে, মন্ত্রী যুগন্ধর কহিলেন—ভগবন্! এই রাজা পুত্রাভাবে ক্লিষ্ট হইয়াছেন। তাই পুত্র কামনায় সম্প্রতি আপনার শরণাপন্ন হইলেন। আপনি ইঁহার পুত্রাভাবজনিত দুঃখ দূর করিয়া দিউন। মুনিবর শাণ্ডিল্য যুগন্ধরের এই কথা শুনিয়া সেই রাজাকে পুত্রলাভ বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। শ্রীমান্ শাণ্ডিল্য বরদানে অঙ্গীকার করিয়া সাগ্রহে কৌশাম্বীনগরে আগমনপূর্ব্বক পুত্রকাম নরপতির পুত্রেষ্টি যজ্ঞের যাজক হইলেন। অনন্তর মুনির প্রসাদে দশরথ সদৃশ যাগকর্ত্তা রাজা শতানীক রামচন্দ্রের ন্যায়

নীকামুপোক্রমাৎ ॥ ৭১ ॥ অত্রান্তরে মন্ত্রিবরঃ সেনানীশ্চ মহীপতেঃ। দ্বিজো নর্ম্মবয়স্যশ্চ পুত্রান্ প্রাপুঃ কুলোচিতান ॥ ৭২ ॥ পুত্রো যুগন্ধরস্যাসীন্মাল্যবান্নাম ভৃত্যকঃ। যৌগন্ধরায়ণো নাম্না মন্ত্রশাস্ত্রেষু কোবিদঃ ॥ ৭৩ ॥ বিপ্রতীকস্য তনয়ঃ পুষ্পদন্তো বভূব হ। রুমণ্বানিতি বিখ্যাতঃ পরসৈন্যবিমর্দ্দনঃ ॥ ৭৪ ॥ বল্লভস্য তদা জজ্ঞে তনয়ো বৈ বলোৎকটঃ। বসন্তক ইতি খ্যাতো নর্ম্মকর্ম্মসু কোবিদঃ ॥ ৭৫ ॥ অথ তে ববৃধুঃ সর্ব্বে রাজপুত্রপুরোগমাঃ। পঞ্চহায়নতাং তেষু যাতেষু তদনন্তরম্ ॥ ৭৬ ॥ অলম্বুষাপি সর্ব্বেশ্যাং ভূপতেঃ কৃতবর্ম্মণঃ। অযোধ্যায়াং মহাপুর্য্যাং কন্যা জাতা মৃগাবতী ॥ ৭৭ ॥ এবং বিধূমমুখ্যাস্তে জজ্ঞিরে ক্ষিতিমণ্ডলে। অত্রান্তরে মহাসত্ত্বো দুষ্টসানুচরো বলী ॥ ৭৮ অহিদংষ্ট্র ইতি খ্যাতো মহাদৈত্যো বলোৎকটঃ। যুক্তঃ স্থূলশিরোনাম্না সহায়েন দুরাত্মনা ॥ ৭৯ ॥ রুরোধ দেবনগরং ববাধে বিবুধানপি। বর্ত্তমানে দিবি মহাসমরে সুররক্ষসাম্। আনিনায় শতানীকং সহায়ার্থং পুরন্দরঃ ॥ ৮০ ॥ স যৌবরাজ্যে তনয়ং বিধায় বিধিনা নৃপঃ ॥ ৮১ ॥ প্রতস্থে রথমাস্থায় যুদ্ধায় দিতিজৈঃ সহ। নীতো মাতলিনাভ্যেত্য সাদরং স ধনুর্দ্ধরঃ ॥ ৮২ ॥ বিধায় প্রেক্ষকান্ দেবান্ জঘান দিতিজান্ রণে। অথ দৈত্যাধিপঃ সোঽপি নিহতঃ সমরে দিবি ॥ ৮২ ॥ ততঃ শক্রস্য বচসা পরেতং নৃপপুঙ্গবম্। রথমারোপ্য সহসা কৌশাম্বীং মাতলির্যযৌ ॥ ৮৪ ॥ নীত্বা মহীতলমসৌ তৎসুতায় ন্যবেদয়ৎ। ততঃ সহস্রানীকোঽপি বিলপ্য বহুদুঃখিতঃ ॥ ৮৫ ॥ মন্ত্রিভিঃ সহ সম্ভূয় প্রেতকার্য্যং ন্যবর্ত্তয়ৎ। মৃতং জ্ঞাত্বা পতিং রাজ্ঞী সহৈবানুমমার চ ॥ ৮৬ ॥ মহিষ্যা সহ সংপ্রাপ্তে ভূপালে কীর্ত্তিশেষতাম্। ভেজে রাজ্যং শতানীকতনয়ো মন্ত্রিণাং গিরা ॥ ৮৭ ॥ যুগন্ধরে বিপ্রতীকে বল্লভে চ মৃতে সতি। যৌগন্ধরায়ণমুখাস্তৎপুত্রাঃ সর্ব্ব এব তে ॥ ৮৮ ॥ শতানীকসুতস্যাস্য তত্তৎকার্য্যমকুর্ব্বত। এবং স পালয়ামাস

সহস্রানীক নামে এক পুত্র লাভ করিলেন। এইরূপে সেই বিধূমনামক বসু নৃপবর শতানীক হইতে জন্মগ্রহণ করিল। ইত্যবসরে সেই মহীপতির মন্ত্রী, সেনাপতি ও নর্ম্মসচিব, ইঁহারাও সকলে এক এক কুলোচিত পুত্র লাভ করিলেন। ভৃত্য মাল্যবান্ যুগন্ধরের পুত্র হইয়া যৌগন্ধরায়ণ নামে মন্ত্রশাস্ত্রে বিচক্ষণ হইয়া উঠিলেন। পুষ্পদন্ত বিপ্রতীকের পুত্র হইয়া রুমণ্বান্ নামে বিখ্যাত পরসৈন্যসংহারী সেনাপতি হইলেন এবং বলোৎকট নামক ভৃত্য বল্লভের পুত্র হইয়া বসন্তক নামে বিখ্যাত নর্ম্মকর্ম্মনিপুণ হইলেন। অনন্তর সেই রাজপুত্রপ্রমুখ নবজাত কুমারগণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা পঞ্চ বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিলেন। এদিকে স্বর্গবেশ্যা অলম্বুষাও মহাপুরী অযোধ্যায় ভূপতি কৃতবর্ম্মার কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। তাহার নাম হইল মৃগাবতী। এইরূপে বিধূমপ্রমুখ স্বর্গবাসীরা একে একে ধরাতলে জন্ম লাভ করিলেন। এই সময় অহিদংষ্ট্র নামে বিখ্যাত জনৈক বলোৎকট মহাদৈত্য—দুরাত্মা স্থূলশিরা ও অন্যান্য দুর্বৃত্ত অনুচরগণ সহ দেবপুরী অবরোধ করিয়া বিবুধবৃন্দকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। স্বর্গে সুর ও রাক্ষসদিগের মধ্যে মহাসমর আরব্ধ হইল। তখন পুরন্দর অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় সাহায্যার্থ শতানীককে আনয়ন করিলেন।৬৩—৮০। শতানীক স্বীয় পুত্র সহস্রানীককে যথাবিধি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রথারোহণে দৈত্যগণ সহ যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। রাজা ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক সাগ্রহে মাতলির সহিত চলিলেন। মাতলি মহাযত্নে তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া আসিলেন। তখন শতানীক দেবগণকে দর্শকরূপে রাখিয়া সমরে দিতিজগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই দৈত্যাধিপতিও সমরে তাঁহার হস্তে নিহত হইল। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। কিন্তু শতানীকও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তখন ইন্দ্রের বাক্যানুসারে মাতলি রাজার শবদেহ রথে আরোহণ করাইয়া কৌশাম্বীনগরে লইয়া আসিলেন এবং ভূতলে আসিয়া রাজপুত্র সহস্রানীকের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। সহস্রানীক পিতার মরণসংবাদ শ্রবণে বিশেষ দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিলেন, পরে মন্ত্রিগণ সহ একযোগে তদীয় প্রেতকার্য্য সমাধা করিলেন। পতির মৃত্যু হইয়াছে জানিয়া রাজ্ঞী সহমরণ গেলেন। ভূপতি শতানীক মহিষীর সহিত কীর্ত্তিশেষতা প্রাপ্ত হইলে মন্ত্রিগণের বচনানুসারে সহস্রানীক রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে যুগন্ধর, বিপ্রতীক ও বল্লভ সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহাদের যৌগন্ধরায়ণ প্রমুখ পুত্রগণ শতানীকের পুত্র রাজা

মহীং রাজসুতো বলী ॥ ৮৯ ॥ যাতে কালে মহেন্দ্রেণ স নন্দনমহোৎসবে। নিমন্ত্রিতস্তৎকথিতাং ভাবিনীমশৃণোৎ কথাম্ ॥ ৯০ ॥ স্বর্যোষিদ্ ব্রহ্মণঃ শাপাদযোধ্যায়ামলম্বুষা। জাতা মৃগাবতী কন্যা ভূপতেঃ কৃতবর্ম্মণঃ ॥ ৯১ ॥ বিধূমনামা চ বসুস্ত্বং নাকললনাং পুরা। তামেব ব্রহ্মসদনে দৃষ্ট্বানিলহৃতাংশুকাম্ ॥ ৯২ ॥ তদৈব মাদনাক্রান্তঃ শাপান্ মর্ত্ত্যত্বমাগতঃ। সৈব তে দয়িতা রাজন্ ভাবিনী ন চিরাৎ সখে ॥ ৯৩ ॥ যদা ত্বমাত্মনঃ পুত্রং রাজ্যে সংস্থাপ্য ভূপতে। মৃগাবত্যা স্ত্রিয়া সার্দ্ধং দক্ষিণস্তোদধেস্তটে ॥ ৯৪ ॥ চক্রতীর্থে মহাপুণ্যে ফুল্লগ্রামসমীপতঃ। স্নানং করিষ্যসি তদা শাপান্মুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৯৫ ॥ ইতি প্রোবাচ ভগবান্ সত্যলোকে পিতামহঃ। ইতীন্দ্রবচনং শ্রুত্বা সহস্রানীকভূপতিঃ ॥ ৯৬ ॥ তথেত্যাহকৃতোৎসাহঃ সমামন্ত্র্য শচীপতিম্। কৌশাম্বীং প্রস্থিতো হৃষ্টঃ স তিলোত্তময়া পথি ॥ ৯৭ ॥ স্মরন্ কিমপি তাং কান্তাং ভাবয়মাণামনন্যধীঃ। ধ্যায়ন্ শতক্রতুবচো নালুলোকে মহীপতিঃ ॥ ৯৮ ॥ সা শশাপ নৃপং সুভ্রূরনাদরতিরস্কৃতা। আহূয়মানোঽপি ময়া সহস্রানীক ভূপতে ॥ ৯৯ ॥ মৃগাবতীং হৃদা ধ্যায়ন্ কিমর্থং মামুপেক্ষসে। সৌভাগ্যমত্তা মানিন্যো ন সহন্তেঽবধীরণাম্ ॥ ১০০ ॥ মামবজ্ঞায় যাং রাজন্ হৃদা ধ্যায়সি সাম্প্রতম্। তয়া চতুর্দ্দশসমা বিযুক্তস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ১০১ ॥ ইতি শপ্তবতীং রাজা তামুবাচ তিলোত্তমাম্। তামেব যদি লভেয়ং তনুজাং কৃতবর্ম্মণঃ ॥ ১০২ ॥ চতুর্দ্দশসমা দুঃখং সহিষ্যে তদ্বিয়োগজম্। ইত্যুক্ত্বা তদ্গতমনা নৃপঃ প্রায়ান্নিজাং পুরীম্ ॥ ১০৩ ॥ ততঃ কালেন তনয়া কৃতবর্ম্মণঃ। তমাসসাদ দয়িতা সর্ব্বস্বং পুষ্পধন্বনঃ ॥ ১০৪ ॥ মৃগাবতীং সমাসাদ্য বিলাসতরুবল্লরীম্। বিভ্রমাম্ভোধিলহরীং ননন্দ মদন-

সহস্রানীকের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বলবান রাজা মহীমণ্ডল পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনেক কাল অতীত হইলে একদা মহেন্দ্র নন্দনমহোৎসবে সহস্রানীককে নিমন্ত্রণ করিলেন। এই নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়া মহীপতি সহস্রানীক তাঁহার ভাবিনী ভার্য্যার কথা ইন্দ্রের মুখে শুনিতে পাইলেন। ইন্দ্র কহিলেন—ব্রহ্মার শাপে সুরসুন্দরী অলম্বুষা অযোধ্যায় গিয়া মৃগাবতীনামে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সে সম্প্রতি অযোধ্যাধিপতি কৃতবর্ম্মার কন্যা হইয়াছে। তুমি বিধূম নামে বসু ছিলে। একদা ব্রহ্মভবনে উৎসব হইতেছিল। তাহাতে নৃত্যকালে সেই সুরাঙ্গনার বসন পবনবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তুমি তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মদনাবেশে বিহ্বল হইয়াছিলে। তোমার ঐরূপ ব্যবহারে ব্রহ্মা তোমায় অভিশাপ প্রদান করেন। তাহাতেই তুমি মর্ত্ত্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছ। হে সখে, রাজন্! সেই মৃগাবতীই অচিরে তোমার দয়িতা হইবেন। হে ভূপতে! যখন তুমি স্বীয় পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া পত্নী মৃগাবতীর সহিত দক্ষিণাব্ধির তটে ফুল্লগ্রামের সমীপে মহাপুণ্যজনক চক্রতীর্থে গিয়া স্নান করিবে, তখনই তোমার শাপ মোচন হইবে। ভগবান্ পিতামহ নিজেই সত্যলোকে থাকিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ভূপতি সহস্রানীক ইন্দ্রের মুখে ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া শচীপতিকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক স্বীয় বিবাহোৎসবে উৎসাহিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে কৌশাম্বীনগরে প্রস্থান করিলেন। পথে তিলোত্তমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিলোত্তমা রাজাকে সম্ভাষণ করিল। কিন্তু রাজা অনন্যমনে আপনার ভবিষ্যৎ কান্তার কথা—ইন্দ্রের কথা—স্মরণ করিতে করিতে চলিয়াছিলেন; তাই তিলোত্তমাকে ভাল করিয়া তাকাইয়াও দেখিলেন না। ৯১—৯৮। তখন অনাদরে তিরস্কৃত হইয়া সুভ্রূ তিলোত্তমা রাজাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিল যে, হে রাজন্, সহস্রানীক! আমি আপনাকে আহ্বান করিলেও আপনি সম্প্রতি হৃদয়ে মৃগাবতীকে ধ্যান করিয়া কেন আমায় উপেক্ষা করিলেন? আপনি জানিবেন—সৌভাগ্যগর্ব্বিত মানিনীরা কদাচ অবধীরণা সহ্য করিতে পারে না। অতএব রাজন্! আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আপনি যাহাকে এক্ষণে ধ্যান করিতেছেন, দীর্ঘ চতুর্দ্দশবর্ষকাল তাহা হইতে আপনাকে বিযুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে। তিলোত্তমা এই প্রকার শাপ দান করিলে রাজা তাহাকে কহিলেন,—আমি যদি সেই কৃতবর্ম্মনন্দিনীকে লাভ করিতেই পারি, তাহা হইলে চতুর্দ্দশবর্ষ যাবৎ তদীয় বিরহদুঃখ না হয় ভোগই করিব। এই বলিয়া রাজা তদ্গতমনে নিজ নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর কালক্রমে কুসুমধন্বার সর্ব্বস্ব—সেই কৃতবর্ম্মভূপতির কন্যা রাজা সহস্রানীকের সহিত মিলিতা হইলেন। মদন-

দ্যুতিঃ ॥ ১০৫ ॥ সা তস্মাদ্গর্ভমাধত্ত ভবানীবেন্দু-
শেখরাৎ। পাণ্ডিম্না শশিলেখেব পীযূষক্ষালিতা
বভৌ ॥ ১০৬ ॥ সুন্দরী দৌহৃদব্যক্তেরৈন্দ্রী পৌরন্দ-
রীব দিক্। ররাজ রাজমহিষী রজনীকরগর্ভিণী ॥
১০৭ ॥ সা দৌহৃদবশাদ্রাজ্ঞী যদ্যৎ কামমকাময়ৎ।
সুদুর্লভমপি প্রেম্না তত্তৎসর্ব্বং সমাহরৎ ॥ ১০৮ ॥
পত্যৌ সমীহিতকরে সা কদাচিন্মৃগাবতী। স্বেচ্ছয়া
বৈ মতিং চক্রে রক্তবাপীনিমজ্জনে ॥ ১০৯ ॥ অভি-
লাষং স বিজ্ঞায় মৃগাবত্যা মহীপতিঃ। কৌসুম্ভ-
সলিলৈঃ পূর্ণাং ক্ষণাদ্বাপীমকারয়ৎ ॥ ১১০ ॥ তস্মিন্
রক্তজলে রাজ্ঞী স্নানং সাদরমাতনোৎ। ততস্তাং
রক্ততোয়ার্দ্রাং ফুল্লকিংশুকসন্নিভাম্ ॥ ১১১ ॥ রাজ-
স্ত্রীমামিষধিয়া সুপর্ণকুলসম্ভবঃ। জহার বিকটঃ পক্ষী
মুগ্ধাং দগ্ধবিধেব্বশাৎ ॥ ১১২ ॥ নীত্বা বিহায়সা
দূরং স তামচলসন্নিভঃ। তত্যাজ মোহবিবশামুদ-
য়াচলকন্দরে ॥ ১১৩ ॥ লব্ধসংজ্ঞা শনৈঃ কম্পবিলোল-
তনুবল্লরী। দৃগ্‌ভ্যামুৎপলতুল্যাভ্যাং মুহুরশ্রূণ্য-
বর্ত্তয়ৎ ॥ ১১৪ ॥ হা নাথ মন্দভাগ্যাহং ত্বদ্বিয়োগেন
পীড়িতা। কা গতিঃ ক্ব নু গচ্ছামি দ্রক্ষ্যামি
ত্বন্মুখং কদা ॥ ১১৫ ॥ ইত্যুক্ত্বা গজং-
সিহানাং পুরোভূদ্বধকাঙ্ক্ষিণী। সা সর্ব্বকেসরি-
গজৈস্ত্যক্তা ন নিধনং গতা ॥ ১১৬ ॥ আপৎকালে
নৃণাং নূনং মরণং নৈব লভ্যতে। অতিদীনং সমা-
কর্ণ্য তস্যাঃ ক্রন্দিতমুন্মুখাঃ ॥ ১১৭ ॥ মৃগা নিস্পন্দ-
গতয়ো ন তৃণান্যপ্যভক্ষয়ন্। ততস্তাং করুণা-
সিন্ধুর্মুনিপুত্রস্তথাস্থিতাম্ ॥ ১১৮ ॥ রুদতীং কৃপয়া
রাজ্ঞীং সমানীয় স্বমাশ্রমম্। ন্যবেদয়চ্চ তাং রাজ্ঞীং
গুরবে জমদগ্নয়ে। জমদগ্নিস্তু ধর্ম্মাত্মা তমাশ্বাসয়-
দন্তিকে ॥ ১১৮ ॥ জমদগ্নিরুবাচ। তথা জানীহি
মাং ভদ্রে কৃতবর্ম্মা যথা তব ॥ ১২০ ॥ এবমাশ্বা-
সিতা তত্র কৃপয়া জমদগ্নিনা। চক্রে তত্রৈব সা বাসমা-
শ্রমে মুনিসঙ্কুলে ॥ ১২১ ॥ ততঃ স্বল্পেন কালেন

প্রতিম রাজা সেই বিলাসতরুর বল্লরী—বিভ্রমাব্ধির
লহরী—যুবতী মৃগাবতীকে প্রাপ্ত হইয়া তখন পরমা-
নন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর চন্দ্র-
শেখর হইতে ভবানীর ন্যায় সেই রাজা হইতে
মৃগাবতী গর্ভধারণ করিলেন। তৎকালে তিনি
দৈহিক পাণ্ডুরাভায় সুধাক্ষালিত শশিলেখার ন্যায়
শোভা পাইতে লাগিলেন। দৌহৃদ লক্ষণ পরিব্যক্ত
হওয়ায় সুন্দরী রাজমহিষী তখন রজনীকরগর্ভিণী
প্রাচী দিগঙ্গনার ন্যায় সুশোভিতা হইলেন। রাজ্ঞী
গর্ভাবস্থায় যাহা যাহা কামনা করিতে লাগিলেন,
একান্ত দুর্লভ হইলেও অনুরাগভরে রাজা তাহা
সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে
রাজা রাজ্ঞীর ইষ্টপ্রার্থনায় তৎপর হইলে একদা
মৃগাবতী যদৃচ্ছাক্রমে রক্তজলময়ী বাপিকায় অব-
গাহন করিতে মনস্থ করিলেন। মহীপতি মৃগাবতীর
অভিপ্রায় জানিয়া ক্ষণমধ্যে কৌসুম্ভজলে বাপিকা
পূর্ণ করাইয়া দিলেন। রাজ্ঞী সেই রক্তবর্ণ জলে
সাদরে স্নান করিলেন। রক্ত জলে তাঁহার দেহ
আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি ফুল্লকিংশুককুসুমের
ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। এই সময় সুপর্ণকুলজাত
কোন একটা বিকট পক্ষী বিধাবিড়ম্বনায় আমিষ-
বোধে সেই রাজমহিষীকে আকাশপথে লইয়া
গেল। পর্ব্বতপ্রতিম পক্ষী বহুদূর গিয়া অব-
শেষে উদয়াদ্রির কন্দরে সেই মোহবিবশা
রাজমহিষীকে পরিত্যাগ করিল। কিয়ৎকাল
পরে ধীরে ধীরে রাজ্ঞীর সংজ্ঞা হইল। তাঁহার
দেহবল্লরী কাঁপিতে লাগিল। তিনি উৎপলনিভ
নয়নযুগ্ম দ্বারা দরদরিত ধারে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন
করিতে লাগিলেন; আর বলিতে লাগিলেন—হা
নাথ! আমি মন্দভাগিনী, ভবদ্বিয়োগে অতিমাত্র
কাতরা হইয়াছি। আমার গতি কি, কোথায় যাইব?
কোথায় গিয়া কবে আমি তোমার মুখপঙ্কজ দেখিতে
পাইব? এই বলিয়া স্বীয় মরণ কামনায় মাতঙ্গ ও
মৃগেন্দ্র প্রভৃতির সম্মুখবর্ত্তিনী হইতে লাগিলেন।
কিন্তু কি মৃগেন্দ্র, কি মাতঙ্গ, কেহই তাঁহাকে স্পর্শ
করিল না; সকলেই পরিত্যাগ করিয়া গেল।
সুতরাং তাঁহার মরণ ঘটিল না।৯৯—১১৬। বস্তুতঃ
বিপদ্‌কালে নরগণের মরণও দুর্লভ হইয়া থাকে।
যাহা হউক, সেই মৃগাবতীর অতি করুণ ক্রন্দন
শুনিয়া তত্রত্য মৃগগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া নিস্পন্দ-গমনে
তৃণভক্ষণে বিরত হইল। অনন্তর কোন এক
করুণার সাগর মুনিকুমার রাজ্ঞী মৃগাবতীকে সেই-
খানে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে
আনয়ন করিলেন এবং গুরুদেব জমদগ্নির নিকটে
তাঁহার বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর
ধর্ম্মাত্মা জমদগ্নি সেই রাজপত্নীকে নিকটে ডাকিয়া
আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন—ভদ্রে! ভয় করিও
না; তোমার পিতা কৃতবর্ম্মার ন্যায়ই আমাকে অব-
গত হইও। জমদগ্নি কৃপা করিয়া এইরূপ আশ্বাস
প্রদান করিলে মৃগাবতী সেই মুনিসঙ্কুল আশ্রমেই

বিশাখমিব পার্ব্বতী। অসূত তনয়ং বালা শৌর্য্য-ধৈর্য্যগুণান্বিতম্ ॥ ১২২ ॥ সূতিকাগৃহকৃত্যানি যানি কার্য্যাণি বন্ধুভিঃ। চক্রিরে মাতৃবত্তানি মৃগাবত্যা মুনিস্ত্রিয়ঃ ॥ ১২৩ ॥ তং সুজাতং নৃপসুতং কাপি বাগশরীরিণী। উদয়াচলজাতত্বাচ্চকারোদয়নাভিধম্ ॥ ১২৪ ॥ আশ্রমে স মুনীন্দ্রেণ কৃতচূড়াদিকব্রতঃ। জগ্রাহ সকলা বিদ্যা জমদগ্নের্ম্মহামুনেঃ ॥ যুবা নৃপসুতঃ সোঽয়ং কদাচিন্মৃগয়াপরঃ। অপশ্যদেকং ভুজগং ব্যাধেন দৃঢ়সংযতম্ ॥ ১২৬ ॥ উবাচ স কৃপাযুক্তো ব্যাধ মুঞ্চ ভুজঙ্গমম্। কিং করিষ্যস্যনেন ত্বং নৈনং হিংসিতুমর্হসি ॥ ১২৭ ॥ তমুবাচ ততো ব্যাধঃ সর্পেণানেন পূরুষ। ধনধান্যাদিকং লপ্স্যে গ্রামেষু নগরেষু চ ॥ ১২৮ ॥ অতোঽহং জীবিকামেনং নৈব মোক্ষ্যে কথঞ্চন। ইত্যুক্ত্বা পেটিকায়ান্তং ববন্ধ শবরাধমঃ ॥ ১২৯ ॥ বদ্ধমালোক্য ভুজগং শবরায় ধনার্থিনে। অমোচয়ৎ স্বজননীদত্তং দত্ত্বা স কঙ্কণম্ ॥ ১৩০ ॥ মোচিতস্তেন সর্পোঽসৌ নরো ভূত্বা কৃতাঞ্জলিঃ। সখ্যং কৃত্বা চ সহসা তং পাতালং নিনায় বৈ ॥ ১৩১ ॥ কিন্নরাখ্যেন নাগেন ধৃতরাষ্ট্রসুতেন সঃ। পাতালং প্রাবিশত্তত্র ন্যবসৎ পূজিতঃ সুখম্ ॥ ১৩২ ॥ ধৃতরাষ্ট্রস্য তনয়াং ভগিনীং কিন্নরস্য চ। ললিতাখ্যাং গুণোপেতাং প্রিয়াং ভেজে নৃপাত্মজঃ ॥ ১৩৩ ॥ সা তস্মাজ্জনয়ামাস পুত্রমপ্রতিমৌজসম্। ততঃ সা ললিতা প্রাহ ত্বরিতোদয়নং প্রতি ॥ ১৩৪ ॥ ললিতোবাচ। অহং বিদ্যাধরী পূর্ব্বং সুকর্ণীনাম নামতঃ। শাপাৎ সর্পত্বমাপ্তাস্মি শাপান্তো গর্ভ এষ মে ॥ ১৩৫ ॥ ততোঽমুং প্রতিগৃহ্ণীষ পুত্রমপ্রতিমৌজসম্। তাম্বূলীং স্রজমম্লানাং বীণাং ঘোষবতীমপি ॥ ১৩৬ ॥ তথেতি প্রতিজগ্রাহ তৎসর্ব্বং নৃপনন্দনঃ। পশ্যতাং সর্ব্বসর্পাণাং সাপ্যগচ্ছদ্বিহায়সম্ ॥ ১৩৭ ॥ ততঃ সোঽপি গৃহীত্বা তু বীণাং মালাঞ্চ পুত্রকম্। দুঃখিতামাত্মজননীং দ্রষ্টুকামস্ত্বরান্বিতঃ ॥ ১৩৮ ॥ শ্বশুরাদীননুজ্ঞাপ্য সহসা

বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর পার্ব্বতী যেমন কার্ত্তিকেয়কে প্রসব করিয়াছিলেন তেমনি কালক্রমে সেই রাজবালা মৃগাবতী এক শৌর্য্যধৈর্য্যাদি গুণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করিলেন। বান্ধবগণের কর্ত্তব্য যে কিছু সূতিকা গৃহকৃত্য,তৎসমুদ্য মুনিপত্নীগণই মাতার ন্যায় তৎসমস্ত নির্ব্বাহ করিলেন। এই সময় এক অশরীরিণী বাণী উত্থিত হইল। সেই বাণী ঐ নবজাত নৃপনন্দনকে উদয়াচলে জন্ম বলিয়া উদয়ন নামে অভিহিত করিল। অনন্তর মুনীন্দ্র জমদগ্নি তাঁহার নিজাশ্রমে সেই বালকের চূড়াদি যাবতীয় কৃত্য সমাধা করিলেন। বালক যথাকালে মহামুনি জমদগ্নির নিকট নিখিল বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। অনন্তর উদয়ন যুবা হইয়া একদা মৃগয়া করিতে বনে গমন করিয়া দেখিলেন, জনৈক ব্যাধ একটা ভুজঙ্গকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি কৃপাকুল হইয়া ব্যাধকে বলিলেন,—ওহে ব্যাধ! তুমি এই ভুজঙ্গকে পরিত্যাগ কর, ইহা দ্বারা তোমার কি কার্য্য হইবে? ইহাকে তুমি হিংসা করিও না। তৎশ্রবণে ব্যাধ বলিল,—মহাশয়! এই সর্পকে আমি গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে লইয়া যাইব; পরে সেই সকল স্থানে ধন ধান্যাদি প্রাপ্ত হইব। অতএব আমার এই জীবিকা, ইহাকে আমি কিছুতেই মোচন করিতে পারি না। এই বলিয়া সেই শবরাধম সর্পকে পেটিকামধ্যে বন্ধন করিল। ভুজঙ্গ পেটিকা মধ্যে আবদ্ধ হইল দেখিয়া উদয়ন সেই ধনার্থী ব্যাধকে স্বীয় জননীদত্ত কঙ্কণ দান করিয়া মোচন করাইলেন।১১—১৩০। সর্প মোচিত হইয়া নরাকার ধারণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-করে উদয়ন সহ সখ্য স্থাপন করিল এবং সহসা তাঁহাকে পাতালে লইয়া গেল। ঐ সর্প ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র; উহার নাম কিন্নর নাগ। নৃপনন্দন উদয়ন পাতালে প্রবেশ করিয়া নাগগণের আদরে মহাসুখে বাস করিতে লাগিলেন। ললিতা নামে কিন্নরনাগের ভগিনী ধৃতরাষ্ট্রনাগে এক গুণবতী কন্যা ছিল। রাজপুত্র উদয়ন তাহার পাণিপীড়ন করিলেন। ললিতার গর্ভে উদয়নের এক অপ্রতিমতেজা পুত্র উৎপন্ন হইল। তখন ললিতা ব্যগ্র হইয়া উদয়নের প্রতি বলিল,—আমি পূর্ব্বে সুকর্ণী নামে এক বিদ্যাধরী ছিলাম; পরে অভিশপ্ত হইয়া এই সর্পযোনি লাভ করিয়াছিলাম। এক্ষণে এই পুত্র হইতেই আমার শাপাবসান হইল। অতএব এক্ষণে আপনি এই তেজস্বী পুত্র, অপরিম্লান তাম্বুলী মালা ও ঘোষবতী বীণা গ্রহণ করুন। নৃপনন্দন উদয়ন 'তথাস্তু' বলিয়া তৎসমস্তই গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সমুদায় সর্পের সমক্ষেই সেই বিদ্যাধরী আকাশপথে প্রস্থান করিল। এই ঘটনার পর উদয়নও সেই বীণা, মালা ও পুত্র লইয়া আপনার দুঃখিনী জননীকে দেখিবার জন্য শ্বশুরপ্রভৃতির অনুজ্ঞাক্রমে

স্বাশ্রমং যযৌ। জননী শোকসন্তপ্তামাশস্তাং জমদগ্নিনা॥ ১৩৯॥ সমেত্য তোষয়ামাস বৃত্তং চাস্যৈ ন্যবেদয়ৎ। তদা প্রহৃষ্টহৃদয়া সা বভূব মৃগাবতী॥ ১৪০॥ অত্রান্তরে স শবরঃ কৌশাম্ব্যাং বণিজং যযৌ। সহস্রানীকনামাঙ্কং বিক্রেতুং মণিকঙ্কণম্॥১৪১॥ রাজমুদ্রাং সমালোক্য কঙ্কণে স বণিগ্বরঃ। শবরেণ সমং গত্বা সর্ব্বং রাজ্ঞে ন্যবেদয়ৎ॥ ১৪২॥ ততঃ সহস্রানীকোঽয়ং তৎ প্রাপ্য মণিকঙ্কণম্। মৃগাবতীবিপ্রয়োগবিষাগ্নিপরিপীড়িতঃ॥ ১৪৩॥ তদ্বাহুসঙ্গপীযূষশীকরাসারশীতলম্। কঙ্কণং হৃদয়ে ন্যস্য বিললাপ সুদুঃখিতঃ॥ ১৪৪॥ উবাচ চ কথং লব্ধং কঙ্কণং শবর ত্বয়া। স চৈবমুক্তস্তৎপ্রাপ্তিক্রমং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ॥ ১৪৫॥ শবরস্য বচঃ শ্রুত্বা সহস্রানীকভূপতিঃ। প্রতস্থে মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং প্রিয়ালোকনকৌতুকী॥ ১৪৬॥ যত্রেন্দুভাস্করমুখা লভন্তে সহসোদয়ম্। তমেব গিরিমুদ্দিশ্য সহসা সোঽভ্যগচ্ছত॥ ১৪৭॥ কিঞ্চিন্মার্গং সমুল্লঙ্ঘ্য তস্থৌ বিশ্রান্তসৈনিকঃ। তস্মিন বিনিদ্রো দয়িতাসঙ্গমধ্যানতৎপরে॥ ১৪৮॥ বসন্তকো বিচিত্রাশ্চ কথয়ামাস বৈ কথাঃ। তৎকথাশ্রবণেনৈব তাং রাত্রিং স নিনায় বৈ॥ ১৪৯॥ ততঃ কালেন ককুভং প্রাপ্য জম্ভারিপালিতাম্। জমদগ্ন্যাশ্রমং গত্বা নির্ব্বৈরহরিকুঞ্জরম্॥ ১৫০॥ তপস্যন্তং মুনিং দৃষ্ট্বা শিরসা প্রণনাম সঃ। আশীর্ব্বাদেন স মুনিঃ প্রতিজগ্রাহ তং নৃপম্॥ ১৫১॥ বিধিবৎ পূজয়ামাস পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়কৈঃ। উবাচ চ মহীপালং ধর্ম্মার্থসহিতং বচঃ॥ ১৫২॥ নরনাথ মৃগাবত্যাং জাতোঽয়ং তনয়স্তব। যশোনিধির্মহাতেজা রামচন্দ্র ইবাপরঃ॥ ১৫৩॥ ভবিষ্যতি দিশাং জেতা সিংহসংহননো যুবা। পৌত্র এষ মহাভাগ তথা ত্বদয়নাত্মজঃ॥ ১৫৪॥ ইয়ং মৃগাবতী ভার্য্যা পাতিব্রত্যপরায়ণা। তদেতাং স্ত্রীন্মহারাজ প্রতিগৃহ্নীষ মা চিরম্॥ ১৫৫॥ উক্তেবং মুনিনা দত্তাংস্তান গৃহীত্বা মহীপতিঃ। প্রিয়াসহায়ঃ স্বপুরীং প্রতস্থে

সহসা স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। এতদিন উদয়নের অদর্শনে তদীয় জননী শোকসন্তপ্ত হইলে জমদগ্নি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতেছিলেন। উদয়ন আসিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন মৃগাবতী হৃষ্ট-চিত্ত হইলেন। ইত্যবসরে সেই শবর কৌশাম্বী নগরের কোন এক বণিকের নিকট সেই রাজপুত্রপ্রদত্ত সহস্রানীক নামাঙ্কিত মণিকঙ্কণ বিক্রয় করিবার জন্য গিয়াছিল। বণিক্ কঙ্কণে রাজমুদ্রা অবলোকন করিয়া শবরের সহিত গমনপূর্ব্বক রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। ঐ সময় সহস্রানীক মৃগাবতীর বিয়োগ-বিষানলে দগ্ধ হইতে ছিলেন। তিনি তাঁহার বাহু-সঙ্গরূপ সুধাশীকরে সুশীতল সেই মণিকঙ্কণ প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং অতি দুঃখে বিলাপ করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—হে শবর! তুমি এ কঙ্কণ কোথায় কিরূপে প্রাপ্ত হইলে? রাজা এই কথা কহিলে শবর সেই কঙ্কণ প্রাপ্তির সমস্ত বিবরণ তাঁহার নিকট নিবেদন করিল। ভূপতি সহস্রানীক শবরের কথা শুনিয়া প্রিয়াদর্শনে সমুৎসুকচিত্তে মন্ত্রিগণ সহ প্রস্থান করিলেন। যথায় চন্দ্র-সূর্য্য উদয় লাভ করেন, তিনি সেই উদয়াচলের উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন। রাজা কিয়দ্দুর গমন করিয়া বিশ্রামার্থ অবস্থিত হইলেন। তাঁহার সৈনিকদলও বিশ্রাম করিতে লাগিল। কিরূপে প্রিয়ার সহিত সম্মিলিত হইব, নিরন্তর এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হওয়ায় রাজার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। তখন তাঁহার বয়স্য বসন্তক বিচিত্র বিচিত্র কথা সকল কহিতে লাগিল। সেই সকল কথা শুনিয়াই সেই রাত্রি তিনি অতিবাহিত করিলেন।১৩১—১৪৯। অনন্তর কালক্রমে রাজা পূর্ব্বদিকের প্রান্তসীমায় উপস্থিত হইয়া যথায় মৃগেন্দ্র ও গজেন্দ্রাদি বিরোধী জন্তুগণের দ্বন্দ্ব নাই, তাদৃশ জমদগ্ন্যাশ্রমে উপনীত হইলেন এবং মুনিকে তপোনিমগ্ন দেখিয়া মস্তক দ্বারা প্রণাম করিলেন। মুনি জমদগ্নি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিতে বলিলেন এবং পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দ্বারা তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন। অনন্তর তিনি মহীপালকে সম্বোধন করিয়া ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে বলিলেন,—হে নরনাথ! মৃগাবতীর গর্ভে আপনার এই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছেন; ইনি দ্বিতীয় রামচন্দ্রের ন্যায় মহাপ্রভাব ও যশোধন। এই সিংহবিক্রমী যুবা কালে সর্ব্বদিক্ জয় করিবেন। হে মহাভাগ! আপনার এই পুত্রের নাম উদয়ন। উদয়ন হইতে আপনার একটি পৌত্রও জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আপনার পত্নী এই মৃগাবতী সততই পাতিব্রত্যচারিণী; অতএব হে মহারাজ! আপনার এই সকল স্ত্রী-পুত্রদিগকে অবিলম্বে আপনি গ্রহণ করুন। মুনি এই কথা কহিয়া তাঁহাদিগকে

মন্ত্রিভির্বৃতঃ॥ ১৫৬॥ ততঃ প্রবিশ্য কৌশাম্বীং নগরীং স নৃপোত্তমঃ। স্মরচ্ছক্রস্য বচনং মানুষং জন্ম কুৎসয়ন॥ ১৫৭॥ মহীমুদয়নায়ৈব দদৌ পুত্রায় ধীমতে। তস্মিন্নুদয়নে পুত্রে রাজ্যপালনদক্ষিণে॥ ১৫৮॥ রাজ্যভারং বিনিক্ষিপ্য স শাপবিনিবৃত্তয়ে। বসন্তকরুমণ্বদ্ভ্যাং মৃগাবত্যা চ ভার্য্যয়া॥ ১৫৯॥ যৌগন্ধরায়ণেনাপি মন্ত্রিপুত্রেণ সংযুতঃ। চক্রতীর্থে মহাপুণ্যে দক্ষিণস্যোদধেস্তটে॥ ১৬০॥ স্নানং কর্ত্তুং যযৌ তূর্ণং সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমে। বাহনৈর্বাতরংহোভিরচিরাল্লবণোদধিম্॥ ১৬১॥ সম্প্রাপ্য চক্রতীর্থঞ্চ স্নানং চক্রুর্যথাবিধি। তেন চ স্নাতমাত্রেণ চক্রতীর্থে নৃপাদিনঃ॥ ১৬২॥ বিনষ্টং তৎক্ষণাদেব মানুষ্যমতিকুৎসিতম্। ততো বিধূতপাপাস্তে স্বং স্বং রূপং প্রতিপেদিরে॥ ১৬৩॥ দিব্যাম্বরধরাঃ সর্ব্বে দিব্যমাল্যানুলেপনাঃ। বিমানানি মহার্হাণি সমারুহ্য বিভূষিতাঃ॥ ১৬৪॥ তত্তীর্থং বহু মন্যানাঃ স্বশাপচ্ছেদকারণম্। পশ্যতাং সর্ব্বলোকানাং স্বর্গলোকং যযুস্তদা॥ ১৬৫॥ তদাপ্রভৃতি তে সর্ব্বে জ্ঞাত্বা তত্তীর্থবৈভবম্। পাবনে চক্রতীর্থেঽস্মিন স্নানং কুর্ব্বন্তি সর্ব্বদা॥ ১৬৬॥ এবম্প্রভাবং তত্তীর্থং যে সমাগত্য মানবাঃ। স্নানং সকৃচ্চ কুর্ব্বন্তি তে সর্ব্বে স্বর্গবাসিনঃ॥ ১৬৭॥ এবং বঃ কথিতং বিপ্রা বিধূমচরিতং মহৎ। যঃ পঠেদিমমধ্যায়ং শৃণুয়াদ্বা সমাহিতঃ। যং যং কাময়তে কামং তং সর্ব্বং শীঘ্রমাপ্নুয়াৎ॥ ১৬৮॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চক্রতীর্থপ্রশংসায়ামলম্বুষাবিধূমশাপবিমোচনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ। দ্বৈপায়নবিনেয় ত্বং সূত পৌরাণিকোত্তম। দেবীপত্তনপর্য্যন্তং চক্রতীর্থমনুত্তমম্॥১॥ ইত্যাবয়োৎ পুরাস্মাকমতঃ পৃচ্ছাম কিঞ্চন। দেবীপুরং কিং তৎ কুত্র যদন্তং চক্রতীর্থকম্॥ ২॥ দেবীপত্তননামাস্য কস্মাদভবত্তথা। শ্রীরামসেতুমূলে চ স্নাতানাং পাপিনামপি॥ ৩॥ কীদৃশং বা ভবেৎ পুণ্যং চক্রতীর্থে তথৈব চ। এতচ্চান্যান বিশেষাংশ্চ

রাজকরে অর্পণ করিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া পত্নী ও মন্ত্রিগণে সমভিব্যাহারে স্বীয় পুরে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সেই নৃপবর কৌশাম্বী নগরে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রের বাক্য স্মরণপূর্ব্বক মনুষ্যজন্মের নিন্দা করিতে করিতে পুত্র উদয়নের করে ভূভার অর্পণ করিলেন। রাজ্যপালনদক্ষ স্বীয় পুত্র উদয়নের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া শাপনিবৃত্তির জন্য বসন্তক, রুমণ্বৎ, মৃগাবতী ও মন্ত্রিপুত্র যৌগন্ধরায়ণের সহিত দক্ষিণ উদধির চক্রতীর্থনামক মহাপুণ্য তটে স্নানার্থ সত্বর গমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে বহু বায়ুবেগী বাহন ছিল। তাহাদের সাহায্যে অচিরাৎ তিনি চক্রতীর্থ প্রাপ্ত হইয়া যথাবিধি স্নানক্রিয়া সমাধা করিলেন। সেই রাজা ও তাঁহার অনুচরগণ চক্রতীর্থে স্নান করিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের অতি কুৎসিত মনুষ্যভাব বিনষ্ট হইল; অনন্তর তাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া সকলেই দিব্যরূপ ধারণ করিলেন। তাঁহারা দিব্য অম্বর পরিধান এবং দিব্য মালায় মণ্ডিত হইয়া সকলেই মহার্হ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বীয় শাপোন্মূলক সেই তীর্থের প্রশংসা করিতে করিতে সর্ব্বলোকের সমক্ষে স্বর্গলোকে গমন করিলেন। তখন হইতে সকলেই সেই তীর্থমাহাত্ম্য বিদিত হইল এবং সর্ব্বদা সেই পবিত্র তীর্থে স্নান করিতে লাগিল। যে সকল মানব ঐরূপ প্রভাবসম্পন্ন চক্রতীর্থে আসিয়া একবার মাত্র স্নান করে, তাহারাও স্বর্গবাসী হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! এই আমি সুবিখ্যাত বিধূম-চরিত কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি এই অধ্যায় পাঠ করে, বা অবহিত হইয়া শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বাভীষ্ট লাভ অচিরে হইয়া থাকে। ১৫০—১৬৮।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে দ্বৈপায়ন-শিষ্য পৌরাণিকপ্রবর সূত! তুমি ইতিপূর্ব্বে আমাদের নিকট বলিয়াছ যে, অনুত্তম চক্রতীর্থ দেবীপত্তন পর্য্যন্ত বিস্তৃত; অতএব আমরা সে বিষয় কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যে-পর্য্যন্ত চক্রতীর্থের সীমা, সেই দেবীপুর কোথায়? উহার দেবীপত্তন এইরূপ নামই বা হইল কি প্রকারে? শ্রীরামচন্দ্রের সেতুমূলে তথা চক্রতীর্থে যে সকল পাপী স্নান করে, তাহাদের পুণ্যই বা কি প্রকার হয়? হে পৌরাণিকপ্রবর।

ব্রূহি পৌরাণিকোত্তম॥ ৪ ॥ শ্রীসূত উবাচ। সর্বমেতৎ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ। পঠতাং শৃণ্বতাং চৈতদাখ্যানং পাপনাশনম্॥ ৫ ॥ যত্র পাষাণনবকং স্থাপয়িত্বা রঘূদ্বহঃ। ববন্ধ প্রথমং সেতুং সমুদ্রে মৈথিলীপতিঃ॥ ৬ ॥ দেবীপুরস্থ তত্রৈব যদন্তং চক্রতীর্থকম্। দেবীপত্তনমিত্যাখ্যা যথা তস্য সমাগতা॥ ৭ ॥ তদ্‌ব্রবীমি মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শৃণুধ্বং শ্রদ্ধয়া সহ। পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে দেবৈর্নাশিতপুত্রিণী। দিতিঃ প্রোবাচ তনয়ামাত্মনঃ শোকমোহিতা॥ ৮ ॥ দিতিরুবাচ। যাহি পুত্রি তপঃ কর্ত্তুং তপোবনমনুত্তমম॥ ৯ ॥ পুত্রার্থং তত্র সুশ্রোণি নিয়তা নিয়তেন্দ্রিয়া। ইন্দ্রাদয়ো ন শিষ্যেরন্ যেন পুত্রেণ বৈ সুরাঃ॥ ১০ ॥ উদিতা তনয়া চৈবং জনন্যা তাং প্রণম্য সা। স্বীকৃত্য মাহিষং রূপং বনং পঞ্চাগ্নিমধ্যগা॥ ১১ ॥ তপোহতপ্যত সা ঘোরং যেন লোকাশ্চকম্পিরে। তস্যাং তপঃ প্রকুর্ব্বন্ত্যাং ত্রিলোক্যাসীদ্ভয়াতুরা॥ ১২ ॥ ইন্দ্রাদয়ঃ সুরগণা মোহমাপুর্দ্বিজোত্তমাঃ। সুপার্শ্বস্তপসা তস্যা মুনিস্তুষ্টোহবদত্তু তাম্॥ ১৩ ॥ সুপার্শ্ব উবাচ। পরিতুষ্টোহস্মি সুশ্রোণি পুত্রস্তব ভবিষ্যতি। মুখেন মহিষাকারো বপুষা নররূপবান॥ ১৪ ॥ মহিষো নাম পুত্রস্তে ভবিষ্যত্যতিবীর্য্যবান। পীড়য়িষ্যতি যঃ স্বর্গং দেবেন্দ্রঞ্চ সসৈনিকম্॥ ১৫ ॥ সুপার্শ্বস্ত্বেবমুক্ত্বা তাং বিনিবার্য্য তপস্তথা। আগচ্ছদাত্মনো লোকমনুনীয় তপস্বিনীম্॥ ১৬ ॥ অথ জজ্ঞে স মহিষো যথোক্তং ব্রহ্মণা পুরা। ব্যবর্দ্ধত মহাবীর্য্যঃ পর্ব্বণীব মহোদধিঃ॥ ১৭ ॥ ততঃ পুত্রো বিপ্রচিত্তের্বিদ্যুন্মালাসুরাগ্রণীঃ। অন্যেহপ্যসুরবর্য্যাস্তে সন্তি যে ভূতলে দ্বিজাঃ॥ ১৮ ॥ তে সর্ব্বে মহিষস্যাস্য শ্রুত্বা দত্তং বরং মুদা। সমাগম্য মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রাবদন্মহিষাসুরম॥ ১৯ ॥ স্বর্গাধিপত্যমস্মাকং পূর্ব্বমাসীন্মহামতে। দেবৈর্বিষ্ণুং সমাশ্রিত্য রাজ্যং নো হৃতমোজসা॥ ২০ ॥ তদ্‌রাজ্যমানয় বলাদস্মাকং মহিষাসুর। বীর্য্যং প্রকটয়স্বাদ্য প্রভাবমপি চাত্মনঃ॥ ২১ ॥ অতুল্যবলবীর্য্যস্ত্বং ব্রহ্মদত্তবরোদ্ধতঃ।

তুমি এই সকল এবং আনুষঙ্গিক অন্য অন্য বিষয় আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! শ্রবণ করুন, আমি এই সমস্ত বৃত্তান্তই বর্ণন করিতেছি। এ আখ্যান যাহারা পাঠ বা শ্রবণ করিবে, তাহাদেরও পাপক্ষয় হইবে। সীতাপতি রঘুনন্দন সমুদ্রের যে অংশে নব পাষাণখণ্ড স্থাপন করিয়া সর্ব্বাগ্রে সেতুবন্ধন করেন, সেই স্থানেই দেবীপুর এবং এই দেবীপুর পর্য্যন্তই চক্রতীর্থ। এক্ষণে যেরূপে ঐ স্থানের দেবীপত্তন নাম প্রখ্যাত হইয়াছে, হে মুনিগণ! শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করুন, আমি তাহা বলিতেছি। পুরাকালে দেবাসুরযুদ্ধে দিতির পুত্রগণ দেবগণের হস্তে নিহত হয়, তাহাতে দিতি শোকে মোহিত হইয়া স্বীয় তনয়াকে বলিলেন যে, হে পুত্রি! তুমি পুত্রকামনায় তপস্যা করিবার জন্য কোন এক উত্তম তপোবনে গমন কর। তথায় গিয়া—হে সুশ্রোণি! তুমি নিয়ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপস্যা করিতে থাক। তুমি এমন পুত্র কামনা করিবে যে, ইন্দ্রাদি সুরগণও যাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভে সমর্থ নহেন। জননী এই কথা কহিলে তনয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মাহিষরূপ ধারণপূর্ব্বক বনগমনান্তে পঞ্চাগ্নি মধ্যে অবস্থান করত ঘোর তপস্যা করিতে লাগিল। তাহার সেই তপঃপ্রভাবে লোক সকল কম্পিত হইল। এই ত্রৈলোক্য ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! দিতিনন্দিনী তপস্যায় নিমগ্ন হইলে ইন্দ্রাদি সুরগণ পর্য্যন্ত মোহ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সুপার্শ্ব নামক জনৈক মুনি তদীয় তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন,—হে সুশ্রোণি! তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি, আমার বাক্যে তোমার পুত্র হইবে। ঐ পুত্রের মুখ মহিষাকার এবং অন্য অঙ্গ নরাকার হইবে। তাহার নাম হইবে মহিষ। মহিষ অতি বীর্য্যবান হইয়া সসৈন্যে স্বর্গ এবং স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রকে উৎপীড়িত করিবে। ১-১৫। সুপার্শ্ব এই কথা কহিয়া দিতিনন্দিনীকে তপস্যা হইতে নিবারণপূর্ব্বক স্বীয় লোকে আগমন করিলেন। আসিবার কালে সেই তপস্বিনীকে অনুনয় করিয়া আসিলেন। অনন্তর ব্রহ্মবাক্য অনুসারে মহিষাসুর উৎপন্ন হইল এবং পর্ব্বকালীন মহোদধির ন্যায় সেই মহাবীর্য্য মহিষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হে দ্বিজগণ! একদা বিপ্রচিত্তির পুত্র অসুরাগ্রণী বিদ্যুন্মালী এবং ভূতলস্থ অন্যান্য প্রধান প্রধান অসুরেরা মহিষের বরলাভ-বিবরণ শ্রবণ করিয়া মুদিতমনে আগমনপূর্ব্বক মহিষাসুরকে কহিল,—হে মহামতে! পূর্ব্বে স্বর্গে আমাদের আধিপত্য ছিল, কিন্তু বিষ্ণুর সহায়তায় দেবগণ সবলে আমাদের সে আধিপত্য হরণ করিয়াছে; অতএব হে মহিষাসুর! তুমিও এক্ষণে সবলে আমাদের সেই নষ্ট রাজ্য উদ্ধার

পুলোমজাপতিং যুদ্ধে জহি দেবগণৈঃ সহ ॥ ২২ ॥ দনুজৈরেবমুক্তোঽসৌ যোদ্ধুকামোহমরৈঃ সহ। মহাবীর্য্যোঽথ মহিষঃ প্রযযাবমরাবতীম্ ॥২৩॥ দেবানামসুরাণাং চ সংবৎসরশতং রণম্। পুরা বভূব বিপ্রেন্দ্রাস্তুমুলং রোমহর্ষণম্ ॥ ২৪ ॥ দেববৃন্দং ততো ভীত্যা পুরস্কৃত্য পুরন্দরম্। কান্দিশীকমভূদ্বিপ্রা ব্রহ্মাণং চ যযৌ তদা ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মা তানমরান্ সর্ব্বান্ সমাদায় যযৌ পুনঃ। নারায়ণশিবৌ যত্র বর্ত্তেতে বিশ্বপালকৌ ॥ ২৬ ॥ তত্র গত্বা নমস্কৃত্য স্তুত্বা স্তোত্রৈরনেকশঃ। ব্রহ্মা নিবেদয়ামাস মহিষাসুরচেষ্টিতম্ ॥ ২৭ ॥ সুরাণামসুরৈঃ পীড়াং দেবয়োঃ শম্ভুকৃষ্ণয়োঃ। ইন্দ্রাগ্নিযমসূর্য্যেন্দুকুবেরবরুণাদিকান ॥ ২৮ ॥ নিরাকৃত্যাধিকারেষু তেষাং তিষ্ঠত্যয়ং স্বয়ম্। অন্যেষাং দেববৃন্দানামধিকারেঽপি তিষ্ঠতি ॥ ২৯ ॥ নিরস্তং দেববৃন্দং তৎস্বর্লোকাদবনীতলে। মনুষ্যবদ্বিচরতে মহিষাসুরবাধিতম্ ॥ ৩০ ॥ এতজ্জ্ঞাপয়িতুং দেবৌ যুবয়োরহমাগতঃ। সার্দ্ধং দেবগণৈরত্র রক্ষতং তান্ সমাগতান্ ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা রমেশ্বরমহেশ্বরৌ। কোপাৎ করালবদনৌ দুষ্প্রেক্ষ্যৌ তৌ বভূবতুঃ ॥ ৩২ ॥ অত্যন্তকোপজ্বলিতান্মুখাদ্বিষ্ণোরথ দ্বিজাঃ। নিশ্চক্রাম মহত্তেজঃ শম্ভোঃ স্রষ্টুস্তথৈব চ ॥ ৩৩ ॥ অপরেষাং সুরাণাঞ্চ দেহাদিন্দ্রশরীরতঃ। তেজঃ সমুদভূৎ ক্রূরং তদেকং সমজায়ত ॥ ৩৪ ॥ তেষাং তু তেজসাং রাশির্জ্বলৎপর্ব্বতসন্নিভঃ। দদৃশে দেববৃন্দৈস্তজ্জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরঃ ॥ ৩৫ ॥ তেজসাং সমুদায়োঽসৌ নারী কাচিদভূত্তদা। শিবতেজো মুখমভূদ্বিষ্ণুতেজো ভুজৌ দ্বিজাঃ ॥ ৩৬ ॥ ব্রহ্মতেজশ্চ চরণৌ মধ্যমৈন্দ্রেণ তেজসা। যমস্য তেজসা কেশাঃ কুচৌ চন্দ্রস্য তেজসা ॥ ৩৭ ॥ জঙ্ঘোরূ কল্পিতৌ বিপ্রা বরুণস্য তু তেজসা। নিতম্বঃ পৃথিবীতেজঃ পাদাঙ্গুল্যোঽর্কতেজসা ॥ ৩৮ ॥ করাঙ্গুল্যো বসূনাং চ তেজসা কল্পিতাস্তথা। কুবেরতেজসা বিপ্রা নাসিকা পরিকল্পিতা ॥ ৩৯ ॥ নবপ্রজাপতীনাং চ তেজসা দন্তপঙ্ক্তয়ঃ। চক্ষুষী সমজনি হব্যবাহনতেজসা ॥ ৪০ ॥ উভে সন্ধ্যে ভ্রুবৌ জাতে শ্রবণে বায়ুতেজসা। ইতরেষাং চ দেবানাং তেজোভিরতিদারুণৈঃ ॥

কর। তুমি ব্রহ্মদত্ত বরে উদ্ধত হইয়া অসাধারণ বলবীর্য্যের আধার হইয়াছ; অতএব অদ্য তোমার নিজের বীর্য্য প্রকটন কর। তুমি দেবগণের সহিত যুদ্ধে শচীপতিকে বিনাশ কর। দনুজগণ এই কথা কহিলে মহাবীর্য্য মহিষ অমরগণসহ যুদ্ধকামনায় অমরাবতীর দিকে ধাবিত হইল। অনন্তর হে বিপ্রগণ! সুর ও অসুরগণের সংবৎসরব্যাপী তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইল, তখন দেববৃন্দ ভয়ে পুরন্দরকে পুরস্কৃত করিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ভাবে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা আবার তাঁহাদিগকে লইয়া বিশ্বপালক হরি-হরের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে নমস্কার ও বিবিধ স্তোত্রে স্তব করিয়া মহিষাসুরের কার্য্য-কলাপ নিবেদন করিলেন। অসুরেরা যে সুরগণকে উৎপীড়িত করিতেছে, শম্ভু ও বিষ্ণুর নিকট তিনি এই কথা বিশেষ করিয়া বলিলেন। ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন,—ঐ মহিষাসুর ইন্দ্র, অগ্নি, যম, সূর্য্য, কুবের ও বরুণ প্রভৃতিকে নিরাকৃত করিয়া তাহাদের পদে স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যান্য দেববৃন্দের অধিকারও তাহার আয়ত্ত হইয়াছে সে দেবতাদিগকে স্বর্গলোক হইতে ভূলোকে বিতাড়িত করিয়াছে মহিষাসুর কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া দেবগণ মনুষ্যবৎ বিচরণ করিতেছেন। হে দেবদ্বয়! আপনাদের নিকট এই বিষয় জানাইবার নিমিত্ত দেবগণসহ আমি এখানে আগমন করিয়াছি; অতএব আপনারা এই সমাগত দেবগণকে রক্ষা করুন। ৩১। ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া রমাপতি ও উমাপতি উভয়েই কোপে করালবদন হইলেন। তাঁহাদের আকৃতি দুর্লক্ষ্য হইয়া উঠিল। হে দ্বিজগণ! অনন্তর বিষ্ণুর, শম্ভুর এবং বিধাতার অতিকোপপ্রজ্বলিত মুখ হইতে মহাতেজ নিষ্ক্রান্ত হইল এবং ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবগণের দেহ হইতেও তেজ বহির্গত হইল। অনন্তর সেই ভিন্ন ভিন্ন অতি তীব্র তেজ একত্র হইয়া জ্বলিত পর্ব্বতবৎ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। দেবগণ দেখিলেন,—সেই তেজোরাশি স্বীয় জ্বালামালায় দিগন্তর পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। তখন সেই তেজঃসমষ্টি কোন এক নারীরূপে পরিণত হইল। হে দ্বিজগণ! শিবতেজে সে নারীর মুখ, বিষ্ণুতেজে বাহু, ব্রহ্মতেজে চরণ, ইন্দ্রতেজে মধ্য, যমতেজে কেশপাশ, চন্দ্রতেজে কুচদ্বয়, বরুণতেজে জঙ্ঘা ও উরু, পৃথিবীতেজে নিতম্ব, অর্কতেজে পদাঙ্গুলিদল, বসুগণের তেজে করাঙ্গুলি সকল, কুবেরতেজে নাসিকা, নব প্রজাপতি-তেজে দন্তপঙ্‌ক্তি, অগ্নিতেজে নেত্রযুগ, উভয় সন্ধ্যায় ভ্রূদ্বয় এবং বায়ুতেজে শ্রবণদ্বয়

৪১ ॥ কৃতান্তাবয়বা নারী দুর্গা পরমভাস্বরা। বভূব দুর্দ্ধর্ষতরা সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥ ৪২ ॥ সর্ব্ববৃন্দারকানীকতেজঃসজ্ঘসমুদ্ভবা। তাং দৃষ্ট্বা প্রীতিমাপুস্তে দেবাঃ মহিষবাধিতাঃ ॥৪৩॥ ততো রুদ্রাদয়ো দেবা বিনিষ্কৃষ্যায়ুধান্নিজাৎ। আয়ুধানি দদুস্তস্যৈ শূলাদীনি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৪ ॥ ভূষণানি দদুস্তস্যৈ বস্ত্রমাল্যানি চন্দনম্ ॥ সাপি দেবী তদা বস্ত্রৈর্ভূষণৈশ্চন্দনাদিভিঃ ॥ ৪৫ ॥ কুসুমৈরায়ুধৈর্হারৈর্ভূষিতা পরিচারকৈঃ। সাট্টহাস প্রকুর্ব্বতী ভৈরবী ভৈরবস্বনা ॥ ৪৬ ॥ ননাদ কম্পয়ন্তীব রোদসী দেবসেবিতা ॥ দেব্যা ভৈরবনাদেন চচাল সকলং জগৎ ॥ ৪৭ ॥ সিংহবাহনমারূঢ়াং দেবীং তামমরাস্তদা। মুনয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বা অস্তুবন্ জয়শব্দতঃ ॥৪৮॥ অতিভীষণনাদেন দেব্যাঃ ক্ষুব্ধং জগত্ত্রয়ম্। দৃষ্ট্বা দেবারয়ো দৈত্যাঃ সন্নদ্ধাস্তস্থুরুদায়ুধাঃ ॥ ৪৯ ॥
হপি মহাক্রোধাৎ সমুদ্যতমহায়ুধঃ। ত বলক্ষ্যাথ যযাবসুরসংবৃতঃ ॥ ৫০ ॥ বালোকয়ত্ততো দেবীং তেজোব্যাপ্তজগত্ত্রয়ীম্। সায়ুধানন্তবাহ্বাঢ্যাং নাদকম্পিতভূতলাম্। ক্ষোভিতাশেষশেষাদিমহানাগপরম্পরাম্ ॥ ৫১ ॥ বিলোক্য দেবীমসুরাঃ সমনহ্যন্নুদায়ুধাঃ ॥ ৫২ ॥ ততো দেব্যা তয়া সার্দ্ধমসুরাণামভূদ্রণঃ। অস্ত্রৈঃ শস্ত্রৈঃ শরৈশ্চক্রৈর্গদাভির্মুষলৈরপি ॥ ৫৩ ॥ গজাশ্বরথপাদাতৈরসংখ্যেয়ৈর্মহাবলঃ। মহিষো যুযুধে তত্র দেব্যা সাকমরিন্দমঃ ॥ ৫৪ ॥ লক্ষকোটি সহস্রাণি প্রধানাসুরযূথপাঃ। একৈকস্য তু সেনায়াস্তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৫৫ ॥ তে সর্ব্বে যুগপদ্দেবীং শস্ত্রৈরাবকরোজসা। সাপি দেবী ততো ভীমা দৈত্যমুক্তাস্ত্রসঞ্চয়ম্ ॥ ৫৬ । বিচ্ছেদ লীলয়া বাণৈঃ স্বকার্ম্মুকবিনিঃসৃতৈঃ। সসর্জ্জ দৈত্যকায়েষু বাণপূগাননেকশঃ ॥ ৫৭ ॥ দেব্যাশ্রয়বলাদ্দেবা নির্ভয়া দৈত্যযূথপৈঃ। যুযুধুঃ সংযুগে শস্ত্রৈরস্ত্রৈরপ্যায়ুধান্তরৈঃ ॥ ৫৮ ॥ ততো দেবা বলোৎসিক্তা দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ। নিঃশেষমসুরান্ সর্ব্বানায়ুধৈর্নিরমূলয়ন্ ॥ ৫৯ ॥ স্বসৈন্যে তু ক্ষয়ং যাতে

কল্পিত হইল। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দেবগণের অতি দারুণ তেজোরাশি দ্বারা সে নারীর অন্যান্য অবয়ব নির্ম্মিত হইল। তিনি পরম দীপ্তিমতী দুর্গারূপে প্রতিভাত হইয়া সুর কিম্বা অসুর সকলেরই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। দুর্গা সমস্ত বৃন্দারকের তেজঃ-সমষ্টি হইতে উদ্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহিষপীড়িত দেবগণ পরম প্রীতি লাভ করিলেন। অনন্তর রুদ্রাদি দেবগণ স্ব স্ব আয়ুধ হইতে শূলাদি আয়ুধজাল নিষ্কাষিত করিয়া তাঁহাকে দান করিলেন। তাঁহারা তখন ভূষণ, বস্ত্র, মালা ও চন্দনাদি অর্পণ করিলেন। সেই দুর্গা তৎকালে বসন, ভূষণ, চন্দন, কুসুম ও আয়ুধাদি দ্বারা বিভূষিত ও পরিচারক-পরিবেষ্টিত হইয়া এক অট্টহাস্য করিলেন। ভৈরবনাদিনী ভৈরবী ভূতল-নভস্তল কম্পিত করিয়াই যেন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দেবীর সেই ভৈরবনাদে সকল জগৎ চঞ্চল হইল। দেব, মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, সকলেই তখন জয়শব্দ উচ্চারণ করিয়া সেই সিংহবাহিনী দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। দেবীর অতিভীষণ নিনাদে ত্রিজগৎ ক্ষুব্ধ হইল দেখিয়া দেবশত্রু দৈত্যগণ অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক উত্থিত হইল। মহিষ মহাক্রোধে মহাস্ত্র উদ্যত করিল এবং সেই সিংহনাদ লক্ষ্য করিয়া অসুরগণ সহ ধাবিত হইল। অনন্তর মহিষ সেই দেবীকে দেখিতে পাইল। দেখিল,—দেবী তেজঃপুঞ্জে জগত্ত্রয় ব্যাপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার অনন্ত বাহু অনন্ত আয়ুধ। তিনি সিংহনাদে ভূতল কম্পিত করিয়া শেষাদি মহানাগনিচয়কেও পীড়িত করিয়াছেন। ৩২—৫১। অসুরেরা দেবীকে দর্শন করিয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। অনন্তর দেবীর সহিত অসুরগণের বিষম যুদ্ধ হইতে লাগিল। অস্ত্র, শস্ত্র, শর, চক্র, গদা, এবং অসংখ্য গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতি সহযোগে মহাবল মহিষ দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। অসুরগণের এক একটী সেনাদলে লক্ষ কোটি সহস্র প্রধান প্রধান অসুরযূথপতি বিদ্যমান। তাহাদিগের প্রত্যেকের অধীনস্থ সেনার সংখ্যা হওয়া অসম্ভব। তাহারা সকলেই একযোগে শস্ত্র দ্বারা দেবীকে আক্রমণ করিল। সেই ভয়ঙ্করী দেবীও লীলাক্রমে স্বীয় কার্ম্মুক-নির্ম্মুক্ত বাণ বর্ষণে দৈত্যনিক্ষিপ্ত অস্ত্ররাজি ব্যর্থ করিতে লাগিলেন এবং দৈত্যগণের অঙ্গে অঙ্গে রাশি রাশি শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেবীর আশ্রয়প্রভাবে দেবগণ নির্ভয়ে দৈত্যযূথপতিগণ সহ অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দেবীর বলে বলীয়ান্ বলগর্ব্বিত দেবগণ অনন্তর অসুরদিগকে আয়ুধ প্রহারে সমূলে নির্ম্মূল করি-

সংক্রুদ্ধো মহিষাসুরঃ। চাপমাদায় বেগেন বিকৃষ্য চ মহাস্বনম্ ॥ ৬০ ॥ সন্ধায় মুমুচে বাণান্ দেবসৈন্যেষু ভূসুরাঃ। ইন্দ্রে তু দশসাহস্রং যমে পঞ্চসহস্রকম্ ॥ ৬১ ॥ বরুণে চাষ্টসাহস্রং কুবেরে ষটসহস্রকম্। সূর্য্যে চন্দ্রে চ বহ্নৌ চ বায়ৌ বসুষু চাশ্বিনোঃ॥ ৬২ ॥ অন্যেষ্বপি চ দেবেষু মহিষো দানবেশ্বরঃ। প্রত্যেকমযুতং বাণান্ মুমুচে বলিনাং বরঃ॥ ৬৩॥ পলায়ন্তে ততো দেবা মহিষাসুরমর্দ্দিতাঃ। দেবীং শরণমাজগ্মুস্ত্রাহিত্রাহীতিবাদিনঃ॥ ৬৪ ॥ ততো দেবী গণান স্বস্য ভূতবেতালকাদিকান্। যূয়ং নাশয়ত ক্ষিপ্রমাসুরং বলমিত্যশাৎ॥ ৬৫ ॥ অহং তু মহিষং যুদ্ধে যোধয়ামি বলোদ্ধতম্। ততো দেব্যা গণৈঃ সর্ব্বমাসুরং ক্ষতমাশু বৈ ॥ ৬৬ ॥ ততঃ সৈন্যে ক্ষয়ং নীতে গণৈর্দেবীপ্রচোদিতৈঃ। যোদ্ধুকামঃ স মহিষো গণৈঃ সাকং ব্যতিষ্ঠত॥ ৬৭॥ অত্রান্তরে মহানাদঃ সুচক্ষুশ্চ মহাহনুঃ। মহাচণ্ডো মহাভক্ষো মহোদরমহোৎকটৌ ॥ ৬৮॥ পঞ্চাস্যঃ পাদচূড়শ্চ বহুনেত্রঃ প্রবাহুকঃ। একাক্ষস্ত্বেকপাদশ্চ বহুপাদোঽপ্যপাদকঃ॥ ৬৯॥ এতে চান্যে চ বহবো মহিষাসুরমন্ত্রিণঃ। যোদ্ধুকামা রণে দেব্যাঃ পুরতস্ত্ববতস্থিরে॥ ৭০ ॥ সিংহং বাহনমারুহ্য ততো দেবী মনোজবম্। প্রলয়াম্বুদনির্ঘোষং চাপমাদায় ভৈরবম্ ॥ ৭১ ॥ বিস্ফোট্য মুমুচে বাণান্ বজ্রবেগসমান্ যুধি। দশলক্ষগজৈশ্চাপি শতলক্ষৈশ্চ বাজিভিঃ ॥ ৭২॥ শতলক্ষৈ রথৈশ্চাপি লক্ষাযুতপদাতিভিঃ। যুক্তো মহাহনুর্দৈত্যো দেব্যা যুধি নিপাতিতঃ ॥ ৭৩॥ সৈন্যে চ তস্য নিহতে দেব্যা বাণৈর্দ্বিজোত্তমাঃ। লক্ষকোটিসহস্রাণি প্রধানাসুরনায়কাঃ ॥ ৭৮ ॥ মহিষস্য হি বিদ্যন্তে মহাবলপরাক্রমাঃ। একৈকস্য প্রধানস্য চতুরঙ্গবলং তথা ॥ ৭৫ ॥ মহাহনোর্যথা বিপ্রাস্তথৈবাস্তি মহদ্বলম্। তৎসর্ব্বং নিহতং দেব্যা শরৈঃ কাঞ্চনপুঙ্খিতৈঃ॥ ৭৬॥ যামমাত্রেণ বিপ্রেন্দ্রাস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৭৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দেবীমহিষাসুরযুদ্ধবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

লেন। স্বীয় দেববল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে মহিষাসুর সংক্রুদ্ধ হইল এবং সবেগে মহাস্বন ধনু আকর্ষণ করিয়া সন্ধানপূর্ব্বক দেবসৈন্য মধ্যে বাণজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। বলিপ্রবর মহিষ ইন্দ্রে দশ সহস্র, যমে পঞ্চ সহস্র, বরুণে অষ্ট সহস্র ও কুবেরে ষট্ সহস্র এবং সূর্য্যে, চন্দ্রে, অনলে, অনিলে, বসুগণে, অশ্বিনীকুমারে ও অন্যান্য দেবগণের প্রত্যেকে অযুত বাণ নিক্ষেপ করিল। অনন্তর দেবগণ মহিষাসুর কর্ত্তৃক মর্দ্দিত হইয়া পলায়ন করিলেন এবং দেবীর শরণাপন্ন হইয়া ত্রাহি ত্রাহি রব উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দেবী স্বীয় ভূত-বেতালাদি অনুচরদিগকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা সত্বর অসুরদিগকে নাশ কর। আমি স্বয়ং বল-গর্ব্বিত মহিষের সহিত যুদ্ধ করিতেছি। অনন্তর দেবীর অনুচরগণ তৎক্ষণাৎ সমস্ত অসুরবল নিহত করিল। দেবীপ্রেরিত অনুচরগণের হস্তে স্বীয় সৈন্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে মহিষাসুর তাহাদিগের সহিতই যুদ্ধ কামনায় অবস্থিত হইল। ইত্যবসরে মহানাদ, সুচক্ষু, মহাহনু, মহাচণ্ড, মহাভক্ষ, মদোদর, মহোৎকট, পঞ্চাস্য, পঞ্চচূড়, বহুনেত্র, প্রবাহক, একাক্ষ, একপাদ, বহুপাদ ও অপাদক এবং অন্যান্য আরও বহুসংখ্যক মহিষাসুরমন্ত্রী দৈত্যগণ দেবীর সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তৎসম্মুখে অবস্থান করিল। তখন দেবী মনোবেগী সিংহবাহনে আরোহণ করিয়া প্রলয়াম্বুদবৎ গম্ভীরনির্ঘোষ ভীষণ চাপ গ্রহণপূর্ব্বক বজ্রবেগসম বাণজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে দশ লক্ষ গজ, শত লক্ষ অশ্ব, শত লক্ষ রথ ও অযুত লক্ষ পদাতির সহিত দৈত্য মহাহনু দেবীর হস্তে নিপাতিত হইল। হে দ্বিজগণ! মহিষাসুরের লক্ষ কোটি সহস্র মহাবল পরাক্রম প্রধান প্রধান অসুরনায়ক ছিল। তাহাদের প্রত্যেকের অধিনায়কতায় চতুরঙ্গবল সুসজ্জিত থাকিত। এই যুদ্ধে দেবীর বাণপ্রহারে সেই সমস্ত সৈন্যই নিহত হইল। হে বিপ্রগণ! দৈত্য মহাহনুর যে কিছু মহৎ বল ছিল, তৎসমস্তই দেবীর কাঞ্চনপুঙ্খময় শরজালে মাত্র এক প্রহর কালের মধ্যেই নিহত হইয়াছিল। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! এই যুদ্ধ-ব্যাপার অতীব বিস্ময়কর হইয়াছিল। ৫২—৭৭।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। স্বসৈন্যমবলোক্যাথ মহিষো দানবেশ্বরঃ। হতং দেব্যা মহাক্রোধাচ্চণ্ডকোপ-মথাব্রবীৎ ॥ ১ ॥ মহিষ উবাচ। চণ্ডকোপ মহাবীর্য্য যুধ্যস্বৈনাং দুরাত্মিকাম্। তথাস্থিতি স চোক্ত্বাথ চণ্ডকোপঃ প্রতাপবান্ ॥ ২ ॥ অবাকিরদ্বাণবর্ষৈর্দেবীং সমরমূর্দ্ধনি। বাণজালানি তস্যাশু চণ্ডকোপস্য লীলয়া ॥ ৩ ॥ ছিত্ত্বা জঘান শস্ত্রেণ চণ্ডকোপস্য সাম্বিকা। চকর্ত্ত বাজিনোঽপ্যস্য সারথিঞ্চ ধ্বজং ধনুঃ ॥ ৪ ॥ উন্মমাথ রথং চাপি তং বাণৈর্দ্দ্যতাড়য়ৎ। স ভগ্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ ॥ ৫ ॥ চণ্ডকোপস্ততো দেবীং খড়্গচর্ম্মধরোঽভ্যগাৎ। খড়্গেন সিংহমাজঘ্নে দেব্যা বাহং মহাসুরঃ ॥ ৬ ॥ দেবীমপি ভুজে সব্যে খড়্গেন প্রজঘান সঃ। খড়্গো দেব্যা ভুজে সব্যে বাশীর্য্যত সহস্রধা ॥ ৭ ॥ ততঃ শূলেন মহতা চণ্ডকোপং তদাম্বিকা। জঘান হৃদয়ে সোঽপি পপাত চ মমার চ ॥ ৮ ॥ চণ্ডকোপে হতে তস্মিন্মহাবীর্য্যে মহাবলে। চিত্রভানুর্গজারূঢ়ো দেবীং তামভ্যধাবত ॥ ৯ ॥ দিব্যাং শক্তিং সসর্জ্জাথ মহাঘণ্টারবাকুলাম্। ন্যবারয়ত হুঙ্কারৈর্দ্দেবী শক্তিং নিরাকুলাম্ ॥ ১০ ॥ ততঃ শূলেন সা দেবী চিত্রভানুং ব্যদারয়ৎ। মৃতে তস্মিংস্ততো যুদ্ধে করালো দ্রুতমভ্যগাৎ ॥ ১১ ॥ করমুষ্টিপ্রহারেণ সোঽপি দেব্যা নিপাতিতঃ। ততো দেবী মদোন্মত্তং গদয়া ব্যসুমাতনোৎ ॥১২॥ বাষ্কলং পট্টিশেনাপি চক্রেণাপি তথান্তিকম্। প্রাহিণোদ্‌যমলোকায় দুর্গা দেবী দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৩ ॥ এবমন্যান্মহাকায়ান্মন্ত্রিণো মহিষস্য চ। শূলেন প্রোথয়িত্বাথ প্রাহিণোদ্‌যমসাদনম্ ॥ ১৪ ॥ আত্মসৈন্যে হতে ত্বেবং দুর্গয়া মহিষাসুরঃ। মাহিষেণাথ রূপেণ গণান দেব্যা অভক্ষয়ৎ ॥ ১৫ ॥ তুণ্ডেন নিজঘানৈকান খুরাঘাতৈস্তথাপরান্। নিশ্বাসবায়ুভিশ্চান্যান্ পাতয়ামাস রোষিতঃ ॥ ১৬ ॥ দেব্যা

সপ্তম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,— দানবেশ্বর মহিষাসুর দেখিল, দেবী তাহার সৈন্যবল সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন সে অতিক্রোধে স্বীয় সেনাপতি চণ্ডকোপকে কহিল,—হে মহাবীর্য্য চণ্ডকোপ! এই দুর্বৃত্তা ললনার সহিত তুমি যুদ্ধ কর। প্রতাপবান্ চণ্ডকোপ তথাস্তু বলিয়া সমরাঙ্গনে দেবীর প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। অম্বিকা লীলাক্রমে শস্ত্রাঘাতে চণ্ডকোপের বাণজাল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তিনি তাহার অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও ধনু কর্ত্তন করিলেন, রথ উন্মথিত করিলেন এবং অসংখ্য বাণবর্ষণে চণ্ডকোপকে পীড়িত করিলেন। চণ্ডকোপ বিরথ, হতসারথি, হতাশ্ব ও ভগ্নধন্বা হইয়া খড়্গচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল। সেই মহাসুর তখন খড়্গ দ্বারা দেবীর বাহন সিংহকে আহত করিল এবং দেবীকেও বামভুজে আঘাত প্রদান করিল। কিন্তু তাহার খড়্গ দেবীর বাম ভুজে সংলগ্ন হইয়া সহস্রধা চূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর অম্বিকা মহাশূল দ্বারা চণ্ডকোপের হৃদয় আহত করিলেন। সে সেই আঘাতেই পতিত ও মৃত্যুগ্রস্ত হইল। মহাবীর্য্য মহাকোপ চণ্ডকোপ নিহত হইলে, সেনানী চিত্রভানু গজারোহণে দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল এবং বৃহৎ ঘণ্টারবে মুখরিত দিব্য শক্তি দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিল। দেবী সেই সুদৃঢ় শক্তিকে মাত্র হুঙ্কার দ্বারাই নিরাকৃত করিলেন।১—১০। অনন্তর তিনি শূল দ্বারা চিত্রভানুকে বিদারিত করিয়া ফেলিলেন। চিত্রভানু মৃত্যুমুখে পতিত হইলে করাল নামে অসুর বেগে সমরে প্রবেশ করিল। দেবী তাহাকেও মুষ্টিপ্রহারে, নিপাতিত করিলেন। অনন্তর দেবী মদোন্মত্তনামক অসুরকে গদা প্রহারে এবং বাষ্কলকে পট্টিশাঘাতে যমভবনে প্রেরণ করিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! দুর্গাদেবী এইরূপে অন্তিকনামক অসুরকেও চক্রপ্রহারে যমপুরে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে তিনি মহিষাসুরের অন্যান্য মহাকায় মন্ত্রীদিগকে শূল দ্বারা আহত করিয়া যমরাজের অতিথি করিলেন। মহিষাসুরের সৈন্যসমূহ এইরূপে দেবী দুর্গার হস্তে নিহত হইলে মহিষাসুর স্বীয় মাহিষরূপে দেবীর সৈন্যগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। সে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবীর অনুচরদিগের মধ্যে কতকগুলিকে তুণ্ডপ্রহারে আহত করিল; কতকগুলিকে খুরাঘাতে বিদারিত করিল; এবং অন্য কতকগুলিকে নিশ্বাসবায়ু দ্বারা ভূপাতিত করিল। মহিষাসুর দেবীর ভূতগণকে এইরূপে নিহত করিয়া তদীয়

ভূতগণং ত্বেবং নিহত্য মহিষাসুরঃ। সিংহং মারয়িতুং দেব্যাশ্চক্রোধ চ ননাদ চ॥ ১৭ ॥ ততঃ সিংহোঽভবৎ ক্রুদ্ধো মহাবীর্য্যো মহাবলঃ। খুরাভিঘাতনির্ভিন্নমহীতলমহীধরঃ॥ ১৮ ॥ মহিষাসুরমায়ান্তং নখৈরেনং ব্যদারয়ৎ। চণ্ডিকাপি ততঃ ক্রুদ্ধা বধে তস্যাকরোন্মতিম্ ॥ ১৯ ॥ ববন্ধ পাশৈর্মহিষং চণ্ডিকা কোপমূর্চ্ছিতা। মোচয়িত্বা ততঃ পাশাংস্ত্যক্তমাহিষবেষবান্ ॥ ২০ ॥ সিংহবেষোঽভবদ্দৈত্যো মহাবলপরাক্রমঃ। দেবী তস্য শিরো যাবচ্ছেত্তুং বুদ্ধিমধারয়ৎ॥ ২১ ॥ তাবৎ স পুরুষো ভূত্বা খড়্গপাণিরদৃশ্যত। অথ তং পুরুষং দেবী খড়্গহস্তং শরোৎকরৈঃ॥ ২২ ॥ জঘান তীক্ষ্ণধারাগ্রৈঃ পরমর্ম্মবিদারণৈঃ। ততঃ স পুরুষো বিপ্রা গজোঽভূদ্ধস্তদন্তবান্ ॥ ২৩ ॥ দুর্গায়া বাহনং সিংহং করেণ বিচকর্ষ চ। ততঃ সিংহঃ করং তস্য বিচকর্ত্ত নখাঙ্কুরৈঃ॥ ২৪ ॥ ভূয়ো মহাসুরো জাতো মাহিষং বেষমাশ্রিতঃ। ততঃ ক্রুদ্ধা ভদ্রকালী মহৎপানমসেবত॥ ২৫ ॥ ততঃ পানবশান্মত্তা জহাসারুণলোচনা। মহিষঃ সোঽপি গর্ব্বেণ শৃঙ্গাভ্যাং পর্ব্বতোৎকরান॥ ২৬ ॥ চণ্ডিকাং প্রতি চিক্ষেপ সা চ তানচ্ছিনচ্ছরৈঃ। ততো দেবী জগন্মাতা মহিষাসুরমব্রবীৎ॥ ২৭॥ দেব্যুবাচ। কুরু গর্ব্বং ক্ষণং মূঢ মধু যাবৎ পিবাম্যহম্। নিবৃত্তমধুপানাঽহং ত্বাং নয়িষ্যে যমক্ষয়ম্॥ ২৮ ॥ হতে ত্বয়ি দুরাধর্ষে ময়া দৈবতকণ্টকে। স্বং স্বং স্থানং প্রপদ্যন্তাং সিদ্ধাঃসাধ্যা মরুদ্গণাঃ ॥ ২৯ ॥ উক্ত্বৈবং তাড়য়ামাস মুষ্টিনা মহিষাসুরম্। তাড়িতোঽয়ং ততো দেব্যা মহিষো ভৃশবিহ্বলঃ॥ ৩০ ॥ দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে প্রদুদ্রাব ত্বরান্বিতঃ। অনুদুদ্রাব তং দেবী সিংহমারুহ্য বাহনম্॥ ৩১ ॥ অনুদ্রুতস্ততো দেব্যা মহিষো দানবেশ্বরঃ। ধর্ম্মপুষ্করিণীতোয়ে দশযোজনমায়তে॥ ৩২ ॥ প্রবিশ্যান্তর্হিতস্তস্থৌ দুর্গাতাড়নবিহ্বলঃ। ততো দুর্গা সমাসাদ্য ধর্ম্মপুষ্করিণীতটম্ ॥ ৩৩ ॥ ন দদর্শাসুরং তত্র মহিষং চণ্ডিকা তদা। অশরীরা ততো বাণী দুর্গা দেবীমভাষত॥ ৩৪ ॥ ভদ্রকালি মহাদেবি মহিষো দানবস্ত্বয়া। তাড়িতো মুষ্টিনা ভদ্রে ধর্ম্মপুষ্করিণীজলে॥ ৩৫ ॥ অস্মিন্নন্তর্হিতঃ শেতে ভয়ার্ত্তো মারয়স্ব তম্। যেন কেনাপ্যুপায়েন চৈনং প্রাণৈর্ব্বিয়োজয়॥ ৩৬ ॥ এবং বাচাশরীরিণ্যা

বাহন সিংহকেও নিহত করিবার জন্য সক্রোধে নিনাদ করিতে লাগিল। এদিকে মহাবল মহাবীর্য্য সিংহও ক্রুদ্ধ হইয়া খুরাভিঘাতে মহীতল ও মহীধর নির্ভিন্ন করিল এবং সেই মহিষাসুরকে আসিতে দেখিয়া নখরপ্রহারে তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিল। এদিকে চণ্ডিকাও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন। চণ্ডিকা ক্রোধমূর্চ্ছিতা হইয়া পাশদ্বারা মহিষাসুরকে বন্ধন করিলেন। মহিষাসুর মাহিষবেশ পরিত্যাগ করিয়া পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইল। অনন্তর সেই মহাবল পরাক্রম দৈত্য সিংহবেশ ধারণ করিল। দেবী যে সময়ে তাহার শিরশ্ছেদ করিতে মনস্থ করিলেন, সে তৎক্ষণাৎ পুরুষ হইয়া হস্তে খড়্গ ধারণপূর্ব্বক দেখা দিল। অনন্তর দেবী তীক্ষ্ণধারাগ্র পরমর্ম্মচ্ছেদী শরনিকর বর্ষণে সেই খড়্গহস্ত পুরুষকে নিহত করিলেন। হে বিপ্রগণ! সেই পুরুষ তখন হস্ত ও দন্তবিশিষ্ট গজাকার ধারণ করিল এবং দুর্গার বাহন সিংহকে করদ্বারা আকর্ষণ করিতে লাগিল। সিংহ নখাঙ্কুর দ্বারা তদীয় কর কর্ত্তন করিল। তখন মহাসুর পুনরায় মহিষবেশ ধারণ করিল। অনন্তর ভদ্রকালী ক্রুদ্ধ হইয়া মহাপান সেবন করিলেন। তিনি পানবশে উন্মত্ত ও অরুণনেত্র হইয়া হাসিতে লাগিলেন। সেই মহিষও গর্ব্বভরে উভয় শৃঙ্গদ্বারা চণ্ডিকার প্রতি পর্ব্বত সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দেবী শরবর্ষণে সে সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর জগন্মাতা দেবী মহিষাসুরকে কহিলেন,—রে মূঢ়! যাবৎ আমি মধুপান করি, তাবৎ তুমি গর্ব্ব কর। কিন্তু যখন আমার মধুপান নিবৃত্ত হইবে, তখন আমি তোমায় যমসদনে প্রেরণ করিব। তোমার ন্যায় দেবকণ্টক দুরাধর্ষ ব্যক্তি আমার হস্তে নিহত হইলে সিদ্ধ, সাধ্য ও মরুদ্গণ স্ব স্ব স্থান প্রাপ্ত হইবেন। ১১—২৯। দেবী এই কথা কহিয়া মহিষাসুরকে মুষ্টিদ্বারা তাড়িত করিলেন। মহিষ দেবীর মুষ্টিপ্রহারে তাড়িত হইয়া নিতান্ত বিহ্বলভাবে অতিক্রত দক্ষিণাব্ধির তীরে ধাবিত হইল। তখন দেবী স্বীয় বাহন সিংহে আরোহণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবন করিলেন। দানবেশ্বর মহিষ দেবী কর্ত্তৃক অনুদ্রুত হইয়া দশ যোজন আয়ত ধর্ম্ম-পুষ্করিণীর জলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দুর্গার তাড়নায় বিহ্বল হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিল। অনন্তর দুর্গা ধর্ম্ম-পুষ্করিণীর তটদেশ প্রাপ্ত হইয়া সেই মহিষাসুরকে তথায় দেখিতে পাইলেন না। তখন এক অশরীরিণী বাণী দুর্গাদেবীকে সম্বোধন

কথিতা চণ্ডিকা তদা। প্রাহ স্ববাহনং সিংহমসুরেন্দ্র-বধোদ্যতা॥ ৩৭॥ মৃগেন্দ্র সিংহবিক্রান্ত মহাবল-পরাক্রম। ধর্ম্মপুষ্করিণীতোয়ং নিঃশেষং পীয়তাং ত্বয়া॥ ৩৮॥ দেবোবমুক্তঃ পঞ্চাস্যো ধর্ম্ম-পুষ্করিণীজলম্। নিঃশেষঞ্চ পপৌ বিপ্রা যথা পাংসু-র্ভবেত্তথা॥ ৩৯॥ নিরগান্মহিষো দীনস্তস্মাত্তস্মা-জ্জলাশয়াৎ। আয়াস্তমসুরং দেবী পাদেনাক্রম্য মূর্দ্ধনি॥ ৪০॥ কণ্ঠং শূলেন তীক্ষ্ণেন পীড়য়ামাস কোপিতা। ততো দেব্যসিমাদায় চকর্ত্তাস্য শিরো মহৎ॥ ৪১॥ এবং স মহিষো বিপ্রাঃ সভৃত্যবল-বাহনঃ। দুর্গয়া নিহতো ভূমৌ পপাত চ মমার চ॥ ৪২॥ ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। স্তুত্বা দেবীং ততঃ স্তোত্রৈস্তুষ্টা জগ্মিরে তদা॥ ৪৩॥ অনুজ্ঞাতাস্ততো দেব্যা দেবা জগ্মুর্যথাগতম্। ততো দেবী জগন্মাতা স্বনাম্না পুরমুত্তমম্॥ ৪৪॥ দক্ষিণাব্ধেঃ সমুদ্রস্য তীরে চক্রে তদোত্তরে। ততো দেব্যনু-শিষ্টাস্তে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ॥ ৪৫॥ পূরয়ামাসু-রমৃতৈর্দ্ধর্ম্মপুষ্করিণীং তদা। ততো হ্যমৃততীর্থাখ্যাং লেভে তত্তীর্থমুত্তমম্॥ ৪৬॥ ততো দেবী বরমদাৎ স্বপুরস্য মুদান্বিতা। পশবাং চাপরোগঞ্চ পুরমেতদ্ভবত্বিতি॥ ৪৭॥ দদৌ তীর্থায় চ বরং স্নাতানামত্র বৈ নৃণাম্। যথা-ভিলাষং সিদ্ধিঃ স্যাদিত্যুক্ত্বা সা দিবং যযৌ॥ ৪৮॥ শ্রীসূত উবাচ। যৎস্বনাম্না চকারেদং দেবী পুর-মনুত্তমম্। দেবীপত্তনমিত্যুক্তং তেন দেব্যাঃ পুরো-ত্তমম্॥ ৪৯॥ দেবীপত্তনমারভ্য সুমুহূর্ত্তে দিনে দ্বিজাঃ। বিঘ্নেশ্বরং প্রণম্যাদৌ সলিলস্বামিনং তথা॥ ৫০॥ মহা-দেবাভ্যনুজ্ঞাতো রামচন্দ্রোঽতিধার্ম্মিকঃ। স্থাপয়িত্বা স্বহস্তেন পাষাণনবকং মুদা॥ ৫১॥ সেতুমারব্ধবান বিপ্রা যাবল্লঙ্কামতন্দ্রিতঃ। সিংহাসনং সমারুহ্য রামো নলকৃতং শুভম্॥ ৫২॥ বানরৈঃ কারয়ামাস সেতুমব্ধৌ নলাদিভিঃ। পর্ব্বতান শাখিনো বৃক্ষান

করিয়া কহিল,—হে মহাদেবি ভদ্রকালি! দানব মহিষাসুরকে তুমি মুষ্টিপ্রহারে তাড়িত করিলে, সে ভয়ার্ত্ত হইয়া এই ধর্ম্মপুষ্করিণী-জলে প্রচ্ছন্নভাবে শয়ন করিয়াছে। আপনি শীঘ্র তাহাকে নিহত করুন; যে কোন উপায়েই হউক, তাহাকে জল হইতে বিযুক্ত করিয়া দিন। চণ্ডিকা তখন এ অশরীরিণী বাণী দ্বারা অভিহিত হইয়া অসুরেন্দ্রকে সংহার করিতে উদ্যত হইলেন স্বীয় বাহন সিংহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে মহাবল-পরাক্রম মৃগেন্দ্র! তুমি এই ধর্ম্মপুষ্করিণীর জল নিঃশেষরূপে পান করিয়া ফেল। হে বিপ্রগণ! দেবী এই কথা কহিলে সিংহ সেই পুষ্করিণীর জল-রাশি নিঃশেষিতরূপে পান করিয়া ফেলিল। সে এরূপভাবে পান করিল—যাহাতে সত্বরই তাহার কর্দ্দমাংশ পরিদৃষ্ট হইল। তখন সেই পুষ্করিণীর গর্ত্ত হইতে মহিষ দীনভাবে নির্গত হইল। মহিষাসুরকে আসিতে দেখিয়া কোপাকুলা দেবী পাদদ্বারা তদীয় মস্তক আক্রমণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ শূলাঘাতে তাহার কণ্ঠ বিদারণ করিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় মহা অসি গ্রহণপূর্ব্বক মহিষের মস্তক কর্ত্তন করিলেন। হে বিপ্রগণ! এইরূপে ভৃত্য, বল ও বাহনসহ মহিষাসুর দুর্গা কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূতলে পতিত ও মৃত্যুগ্রস্ত হইল। অনন্তর গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবী তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহারাও তখন হৃষ্ট হইলেন। অনন্তর দেবীর অনুজ্ঞায় দেবগণ যথা-স্থানে গমন করিলেন। পরে জগন্মাতা দুর্গাদেবী দক্ষিণাব্ধির উত্তর তীরে স্বীয় নামানুসারে উত্তম পুরী স্থাপন করিলেন। দেবীর আজ্ঞানুসারে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ অমৃতরসে তৎকালে ধর্ম্মপুষ্করিণী পূর্ণ করিয়া দিলেন। তখন হইতে সেই উত্তম তীর্থ অমৃততীর্থ নাম লাভ করিল। অনন্তর দেবী প্রীতি-যুক্ত হইয়া স্বীয় পুরের প্রতি এইরূপ বরদান করি-লেন যে, এই পুর পশুদিগের সুখ-বিহার-যোগ্য ও সকলের আরোগ্যপ্রদ হইবে। তৎপরে তীর্থ-সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বর দিলেন যে, এ তীর্থে যে সকল লোক স্নান করিবে। তাহাদের ইচ্ছামত সিদ্ধি-লাভ হইবে। দেবী এই কথা কহিয়া অন্তর্ধান

সূত কহিলেন,—দেবী স্বীয় নামে এই উত্তম পুর প্রথিত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম 'দেবীপত্তন' হইয়াছিল এবং সেই জন্যই ইহা দেবীর পুর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে দ্বিজগণ! অতি ধার্ম্মিক রামচন্দ্র শুভদিনে শুভ মুহূর্ত্তে মহাদেবের অনুজ্ঞাক্রমে এই দেবীপত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া বিঘ্নেশ্বর ও সলিলস্বামীকে প্রণামপূর্ব্বক স্বহস্তে ভক্তিভরে নয়টী পাষাণমূর্ত্তি স্থাপন করেন। অনন্তর তিনি অতন্দ্রিতভাবে লঙ্কা পর্য্যন্ত সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাম নলনির্ম্মিত শুভ সিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক নলাদি বানরগণ দ্বারা জলধিবক্ষে সে প্রস্তুত করান। বানর গণবন

দৃষদঃ কাষ্ঠসঞ্চয়ান॥ ৫৩॥ তৃণানি চ সমাজহ্রুর্বা-নরা বনমধ্যতঃ॥ ৫৪॥ নলস্তানি সমাদায় চক্রে সেতুং মহোদধৌ। পঞ্চভির্দ্দিবসৈঃ সেতুর্যাবল্লঙ্কা-সমীপতঃ॥৫৫॥ দশযোজনবিস্তীর্ণশতযোজনমায়তঃ। কৃতঃ সেতুর্নলেনাব্ধৌ পুণ্যঃ পাপবিনাশনঃ॥ ৫৬॥ দেবীপুরস্য নিকটে নবপাষাণরূপকে। সেতুমূলে নরঃ স্নায়াৎ স্বপাপপরিশুদ্ধয়ে॥ ৫৭॥ চক্রতীর্থে তথা স্নায়াদ্ভজেৎ সেত্বধিপং হরিম্। দেবীপত্তনমা-রভ্য যৎ কৃতং সেতুবন্ধনম্॥ ৫৮॥ তৎসেতুমূলং বিপ্রেন্দ্রা যথার্থং পরিকল্পিতম্। সেতোস্তু পশ্চিমা কোটির্দর্ভশয্যা প্রকীর্ত্তিতা॥ ৫৯॥ দেবীপুরী চ প্রাক্ কোটিরুভয়ং সেতুমূলকম্। উভয়ং পুণ্যমা-খ্যাতং পবিত্রং পাপনাশনম॥ ৬০॥ যৎসেতুমূলং গচ্ছন্তি যেন মার্গেণ যে নরাঃ। তত্তন্মার্গগতাস্তে তে তস্মিন তস্মিন বিমুক্তিদে॥ ৬১॥ আত্মাদৌ সেতুমূলে তু চক্রতীর্থে তথৈব চ। সঙ্কল্পপূর্ব্বকং পশ্চাদ্গচ্ছেয়ুঃ সেতুবন্ধনম্॥ ৬২॥ দেবীপুরে তথা দর্ভশয্যায়ামপি ভূসুরাঃ। চক্রতীর্থে শিবে স্নানং পুণ্যং পাপবিনা-শনম্॥ ৬৩॥ স্মরণাদ্ভয়ত্রাপি চক্রতীর্থস্য বৈ দ্বিজাঃ। ভস্মীভবন্তি পাপানি লক্ষজন্ম-কৃতান্যপি॥ ৬৪॥ জন্মাপি বিলয়ং যায়ান্মুক্তি-শ্চাপি করে স্থিতা। চক্রতীর্থসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥ ৬৫॥ ভূলোকে যানি তীর্থানি গঙ্গাদীনি দ্বিজোত্তমাঃ। চক্রতীর্থস্য তান্যদ্ধা কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ৬৬॥ আদৌ তু নবপাষাণ-মধ্যেহব্ধৌ স্নানমাচরেৎ। ক্ষেত্রপিণ্ডে ততঃ কুর্য্যাচ্চক্রতীর্থে তথৈব চ॥ ৬৭॥ সেতুনাথং হরিং সেবেৎ স্বপাপপরিশুদ্ধয়ে। এবং হি দর্ভশয্যায়াং কুর্য্যুস্তন্মার্গতো গতাঃ॥ ৬৮॥ আরূঢ়ং রামচন্দ্রেণ যো নমস্কুরুতে জনঃ। সিংহাসনং নলকৃতং ন তস্য নরকাদ্ভয়ম্॥ ৬৯॥ সেতুমাদৌ নমস্কুর্য্যাদোমং ধ্যানেন সদা তদা। রঘুবীরপদন্যাসপবিত্রীকৃতপাংসবে॥ ৭০॥ দশকণ্ঠশিরচ্ছেদহেতবে সেতবে নমঃ। কেতবে রামচন্দ্রস্য মোক্ষমার্গৈকহেতবে॥ ৭১॥ সীতায়া মানসাম্ভোজভানবে সেতবে নমঃ। সাষ্টাঙ্গং

মধ্য হইতে পর্ব্বত, বৃক্ষ, পাষাণ, তৃণ ও কাষ্ঠরাশি আহরণ করিয়াছিল। নল সেই সকল লইয়া মহাব্ধিমধ্যে সেতু নির্ম্মাণ করে। মাত্র পাঁচদিনে লঙ্কার সীমা পর্য্যন্ত সেই সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা দশযোজন বিস্তীর্ণ; শত যোজন আয়ত। বানরপুঙ্গব নলের কর্ত্তৃত্বেই ঐ সেতু নির্ম্মিত হয়। উহা পুণ্য ও পাপহর। দেবীপুরের সন্নিধানে নয়টী পাষাণমূর্ত্তির প্রান্তভাগে সেতুমূলে স্বীয় পাপ-ক্ষালনের নিমিত্ত নরগণের স্নান করা কর্ত্তব্য। এইরূপ চক্রতীর্থেও স্নান করিবে এবং সেতুর অধি-পতি হরিকে অর্চ্চনা করিবে। দেবীপত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া যে সেতুবন্ধন বিহিত হইয়াছে, হে বিপ্রেন্দ্রগণ! তাহাই সেতুমূল বলিয়া জানি-বেন। সেতুর যে পশ্চিম কোটি, তাহা দর্ভশয্যা নামে উল্লিখিত হইয়াছে। দেবীপুরী সেতুর পূর্ব্ব কোটি। পূর্ব্ব ও পশ্চিম, এই উভয় কোটিই সেতুর মূল। উভয়ই পুণ্য স্থান ও পাপনাশন বলিয়া কীর্ত্তিত। নরগণ যে যে পথে সেতুমূলে গমন করে, সেই সেই পথই তাহার পক্ষে মুক্তিপ্রদ হইয়া থাকে। অগ্রে সেতুস্থান ও চক্রতীর্থে স্নান করিয়া পশ্চাৎ সঙ্কল্পপূর্ব্বক সেতু বন্ধনে গমন করিবে। হে ভূদেবগণ! অনন্তর দেবীপুরে ও দর্ভশয্যায় গমন করিতে হইবে। পবিত্র চক্রতীর্থে গিয়া স্নান করিলে পুণ্য হয় এবং পাপ নষ্ট হইয়া যায়।৫০—৬৩। হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বোক্ত উভয় স্থানেই চক্রতীর্থের স্মরণে লক্ষ জন্মকৃত পাপরাশি ভস্মী-ভূত হইয়া যায়। আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না; মুক্তি তাহার করায়ত্ত হইয়া থাকে। চক্রতীর্থের সমান তীর্থ হয় নাই এবং হইবেও না। ভূলোকে গঙ্গা প্রভৃতি যে সকল তীর্থ আছে, তাহারা পবিত্র-তায় চক্রতীর্থের ষোড়শভাগের একভাগেরও তুল্য নহে। অগ্রে নব পাষাণমূর্ত্তির সন্নিহিত অব্ধিমধ্যে স্নান করিবে; অনন্তর ক্ষেত্রপিণ্ডে ও চক্রতীর্থে স্নান করিতে হইবে। স্বীয় পাপপরিশুদ্ধির নিমিত্ত পরে সেতুনাথ হরিকে অর্চ্চনা করিতে হয়। দর্ভ-শয্যার পথ ধরিয়া যাহারা সেতুমূলে যাইবে, তাহা-দের পক্ষে এই এই কার্য্যই কর্ত্তব্য। রামচন্দ্র যে নলকৃত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, যে নর সেই সিংহাসনকে নমস্কার করে, তাহার আর নরক ভয় হয় না। রামচন্দ্রকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া অগ্রে সেতুকে নমস্কার করিতে হয়। সেই নমস্কারের মন্ত্র যথা,—হে সেতু! রঘুবীরের পদন্যাসে তোমার পাংশু পবিত্রীকৃত হইয়াছে। তুমি দশকণ্ঠের কণ্ঠচ্ছেদের হেতু; তোমাকে আমি নমস্কার করি। তুমি রামচন্দ্রের বিজয়কেতু, নর-লোকের মোক্ষমার্গের হেতু, এবং সীতার মানস-পদ্মিনীর ভানু; হে সেতু! তোমায় আমি নমস্কার

প্রণিপত্যাদৌ মন্ত্রেণানেন বৈ দ্বিজাঃ ॥ ১২ ॥ ততো বেতালবরদং তীর্থং গচ্ছেন্মহাবলম্। তত্র স্নানাদবাপ্নোতি সিদ্ধিং পারমিকাং নরঃ ॥ ১৩ ॥ যোহধ্যায়মেনং পঠতে মনুষ্যঃ শৃণোতি বা ভক্তিযুতো দ্বিজেন্দ্রাঃ। স্বর্গাদয়স্তস্য ন দুর্লভাঃ স্যুঃ কৈবল্যমপ্যস্য করস্থমেব ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহিসাসুরসংহারবর্ননং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। ভগবন সূত সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রিয়। ত্বন্মুখাব্দে কথাঃ শ্রুত্বা শ্রোত্রকামৃতবর্ষিণীঃ ॥ ১ ॥ তৃপ্তির্ন জায়তেঽস্মাকং ত্বদ্বচোঽমৃতপায়িনাম্। অতঃ শুশ্রূষমাণানাং ভূয়ো ব্রূহি কথাঃ শুভাঃ ॥ ২ ॥ বেতালবরদং নাম চক্রতীর্থস্য দক্ষিণে। তীর্থমস্তি মহাপুণ্যমিত্যবাদীদ্ভবান্ পুরা ॥ ৩ ॥ বেতালবরদাভিখ্যা তীর্থস্যাস্যাগতা কথম্। কিংপ্রভাবঞ্চ তত্তীর্থমেতন্নো বক্তুমর্হসি ॥ ৪ ॥ শ্রীসূত উবাচ সাধু পৃষ্টং হি যুষ্মাভিরতিগুহ্যং মুনীশ্বরাঃ। শৃণুধ্বং মনসা সার্দ্ধং ব্রবীম্যত্যদ্ভুতাং কথাম্ ॥ ৫ ॥ পামরা অপি মোদন্তে যাং বৈ শ্রুত্বা কথাং শুভাম্। কথা চেয়ং মহাপুণ্যা পুরা কৈলাসপর্ব্বতে ॥ ৬ ॥ কেলিকালেষু পার্ব্বত্যৈ শম্ভুনা কথিতা দ্বিজাঃ। তাং ব্রবীমি কথামেনামত্যদ্ভুততরাং হি বঃ ॥ ৭ ॥ পুরা হি গালবো নাম মহর্ষিঃ সত্যবাক্ শুচিঃ। চিন্তয়ানঃ পরং ব্রহ্ম তপস্তেপে নিজাশ্রমে ॥ ৮ ॥ তস্য কন্যা মহাভাগা রূপযৌবনশালিনী। নাম্না কান্তিমতী বালা ব্যচরৎ পিতুরন্তিকে ॥ ৯ ॥ আহরন্তী চ পুষ্পাণি বলার্থং তস্য বৈ মুনেঃ। বেদিসম্মার্জ্জনাদীনি সমিদাহরণানি চ ॥ ১০ ॥ কুর্ব্বন্তী পিতরং বালা সম্যক্ পরিচচার হ। কদাচিৎ সা তু বল্যর্থং পুষ্পাণ্যাহর্ত্তুমুদ্যতা ॥ ১১ ॥ তস্মিন্ বনে কান্তিমতী সুদূরমগমত্তদা। তত্র পুষ্পাণি রম্যাণি সমাহৃত্য চ পেটকে ॥ ১২ ॥ তূর্ণং নিববৃত্তে বালা

করি। হে দ্বিজগণ! অগ্রে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক পশ্চাৎ মহাবল বেতালবরদ নামক তীর্থস্থানে গমন করিবে। নর সেখানে স্নান করিলে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! যে মানব ভক্তিযুক্ত হইয়া এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, স্বর্গাদি স্থান তাহার পক্ষে দুর্ল্লভ নহে; অধিক কি, যাহা কৈবল্য-তাহাও তাহার করায়ত্ত। ৮৮—১৪।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রিয় শিষ্য! সর্ব্বজ্ঞ সূত! তোমার মুখে শ্রবণসুধাবর্ষিণী পৌরাণিক বাণী শ্রবণ করিয়া আমাদের আর তৃপ্তি শেষ হইতেছে না; ফলে তোমার কথামৃতপানে আমরা এতই তন্ময় হইয়াছি যে, উহা যতই শুনি, ততই আমাদের শ্রবণপিপাসা বর্দ্ধিত হয়। অতএব আমরা শ্রবণেচ্ছু হইয়াছি, আমাদের নিকট পুনর্ব্বার শুভ কথার অবতারণা কর। চক্রতীর্থের দক্ষিণে যে বেতালবরদ নামে তীর্থ আছে বলিয়া ইতিপূর্ব্বে তুমি প্রকাশ করিয়াছ, সেই তীর্থের বিবরণ আমাদের নিকট ব্যক্ত কর। আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। ঐ তীর্থের বেতালবরদ নাম প্রখ্যাত হইল কিরূপে? এবং সেই তীর্থের মহাত্ম্যই বা কি প্রকার? ১—৪। সূত কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা অতি উত্তম, অতিগোপনীয় বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন, আমি সেই অদ্ভুত কথার অবতারণা করিতেছি। বলিতে কি, যাহারা পামর, তাহারাও এই শুভ কথা শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল হয়। এ কথা অতি পুণ্য কথা। ইহা পূর্ব্বে কৈলাসপর্ব্বতে কেলি করিবার কালে স্বয়ং শম্ভু পার্ব্বতীর নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন। আমি ঐ অত্যদ্ভুত কথাই আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। পুরাকালে গালব নামে এক মহর্ষি ছিলেন; তিনি সত্যবাদী, শুচি ও পরব্রহ্মধ্যানে তৎপর। মহর্ষি নিজের আশ্রমে থাকিয়াই তপঃসাধনা করিতেন। তাঁহার কন্যার নাম কান্তিমতী। কান্তিমতী রূপযৌবনশালিনী মহাভাগ্যবতী ললনা; তিনি পিতৃসন্নিধানেই অবস্থান করিতেন এবং মহর্ষির পূজার জন্য পুষ্পচয়ন, বেদীসম্মার্জ্জন ও সমিধ্ আহরণ করিয়া প্রত্যহ পিতার সম্যক্ শুশ্রূষা করিতেন। একদা সেই কান্তিমতী পুষ্প আহরণ করিবার জন্য দূর বনে গমন করিলেন এবং

পিতুঃশুশ্রূষণে রতা। নিবর্ত্তমানাং তাং কন্যাং বিদ্যাধরকুমারকৌ ॥ ১৩ ॥ সুদর্শন-সুকর্ণাখ্যৌ বিমানস্থৌ দদর্শতুঃ। তাং দৃষ্ট্বা গালবসুতাং রূপযৌবনশালিনীম্ ॥ ১৪ ॥ কামস্য পত্নীং ললিতাং রতিং মূর্ত্তিমতীমিব। সুদর্শনাভিধো জ্যেষ্ঠো বিদ্যাধরকুমারকঃ ॥ ১৫ ॥ হর্ষসংফুল্লনয়নশ্চকমে কামমোহিতঃ। পূর্ণচন্দ্রাননাং তাং বৈ বীক্ষমাণো মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৬ ॥ তস্মা রিরংসুকামোঽসৌ বিমানাগ্রাদবাতরৎ। তামুপেত্য মুনেঃ কন্যামিত্যুবাচ সুদর্শনঃ ॥ ১৭ ॥ সুদর্শন উবাচ। কাসি ভদ্রে সুতা কস্য রূপযৌবনশালিনী। রূপমপ্রতিমং হ্যেতদাহ্লাদয়তি মে মনঃ ॥ ১৮ ॥ ত্বাং দৃষ্ট্বা রতিসঙ্কাশাং বাধতে মাং মনোভবঃ। সুকণ্ঠনামধেয়স্য বিদ্যাধরপতেরহম্ ॥ ১৯ ॥ আত্মজো রূপসম্পন্নো নাম্না চৈব সুদর্শনঃ। প্রতিগৃহ্নীষ মাং ভদ্রে রক্ষ মাং করুণাদৃশা ॥ ২০ ॥ ভর্ত্তারং মাং সমাসাদ্য সর্ব্বান্ ভোগানবাপ্স্যসি। ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য বিদ্যাধরসুতস্য সা ॥ ২১ ॥ তদা কান্তিমতী বাক্যং ধর্ম্মযুক্তমভাষত। সুদর্শন মহাভাগ বিদ্যাধরপতেঃ সুত ॥ ২২ ॥ আত্মজাং মাং বিজানীহি গালবস্য মহাত্মনঃ। কন্যা চাহমনূঢাস্মি পিতৃশুশ্রূষণে রতা ॥ ২৩ ॥ বনার্থং হি পিতুশ্চাহং পুষ্পাণ্যাহর্ত্তুমাগতা। আহরন্ত্যাশ্চ পুষ্পাণি যাম একো ব্যবর্ত্তত ॥ ২৪ ॥ যদ্বিলম্বেন স মুনির্দেবতার্চ্চনতৎপরঃ। কোপং বিধাস্যতে নূনং তপস্বী মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ২৫ ॥ তচ্ছীঘ্রমদ্য গচ্ছামি পুষ্পাণ্যাহৃতানি মে। কন্যাশ্চ পিতুরাধীনা ন স্বতন্ত্রাঃ কদাচন ॥ ২৬ ॥ যদি মামিচ্ছতি ভবান্ পিতরং মম যাচয়। ইতি বিদ্যাধরসুতমুক্ত্বা কান্তিমতী তদা ॥ ২৭ ॥ পিতুরাশঙ্কিতা তূর্ণমাশ্রমং গন্তুমুদ্যতা। গচ্ছন্তীং তাং সমালোক্য বিদ্যাধরকুমারকঃ ॥ ২৮ ॥ তূর্ণং জগ্রাহ কেশেষু ধাবিত্বা মদনার্দ্দিতঃ। অভ্যেত্য নিজকেশেষু গৃহ্ণন্তং তং বিলোক্য সা ॥ ২৯ ॥ উচ্চৈশ্চক্রন্দ সহসা কুররীব মুনেঃ সুতা। অস্মাদ্বিদ্যাধরসুতাজ্জনক ত্রাহি মাং বিভো ॥ ৩০ ॥ বলাদ্গৃহ্নাতি দুষ্টাত্মা বিদ্যাধরসুতোঽদ্য মাম্। ইত্থমুচ্চৈঃ

সেখান হইতে রম্য রম্য পুষ্প সকল আহরণ করিয়া পুষ্পাধারে স্থাপনপূর্ব্বক পিতার শুশ্রূষার জন্য সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন কালে সুদর্শন ও সুকর্ণ নামে দুই বিদ্যাধরকুমার বিমানে থাকিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। সেই রূপযৌবনশালিনী মদনপত্নী মূর্ত্তিমতী রতির ন্যায় সুন্দরী গালবনন্দিনীকে দেখিয়া জ্যেষ্ঠ বিদ্যাধরকুমার সুদর্শন হর্ষোৎফুল্ল-নয়নে কামমোহিত-মনে কামনা করিলেন। তিনি বার বার সেই পূর্ণচন্দ্রবদনা ললনাকে দেখিয়া রতিকামনায় বিমান হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সেই মুনিকন্যার সমীপে গিয়া বলিলেন,—হে ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা,—রূপে যৌবনে সুশোভিত হইতেছ? তোমার এই অপ্রতিম রূপ আমার মনকে আহ্লাদিত করিতেছে। তোমাকে রতির ন্যায় দেখিয়া মন্মথ আমায় ব্যথিত করিতেছে। আমি সুকণ্ঠনামধেয় বিদ্যাধর-পতির পুত্র; আমার নাম সুদর্শন। আমিও রূপসম্পন্ন। হে ভদ্রে! আমাকে তুমি বরণ কর; করুণাদৃষ্টিপাতে আমাকে রক্ষা কর। দেখ, তুমি আমাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলে সকল ভোগই ভোগ করিতে পারিবে। তখন কান্তিমতী বিদ্যাধর তনয়ের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে এই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য বলিলেন যে, হে বিদ্যাধর পতির পুত্র—মহাবল সুদর্শন! জানিবেন,—আমি মহাত্মা গালবের আত্ম-সম্ভবা। আমি অনূঢ়া কন্যাবস্থায় পিতৃশুশ্রূষায় নিরত রহিয়াছি; পিতার পূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়নার্থ এই বনে আগমন করিয়াছিলাম। এই সকল পুষ্পাহরণে আমার এক প্রহর কাল অতীত হইয়াছে, যদি আমি আর অধিক বিলম্ব করি, তবে সেই দেবার্চ্চনাপরায়ণ মহামুনি নিশ্চয়ই কুপিত হইবেন। অতএব আমার পুষ্পাহরণ করা হইয়াছে, এক্ষণে আমি শীঘ্রই গমন করিব। জানেন তো, কন্যাগণ পিতার অধীন; তাহারা কখনই স্বাধীনা নহে। আপনি যদি আমাকে ইচ্ছা করেন, তবে আমার পিতার নিকটই এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করুন। কান্তিমতী তৎকালে বিদ্যাধর-পুত্রকে এই কথা কহিয়া পিতার ভয়ে সত্বর আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। কামুক বিদ্যাধর তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া মদনপীড়িত মনে দ্রুতগমনপূর্ব্বক তদীয় কেশপাশ গ্রহণ করিল। বিদ্যাধর দৌড়িয়া আসিয়া স্বীয় কেশ গ্রহণ করিল দেখিয়া মুনিকন্যা কুররীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বলিলেন—হে প্রভো জনক! এই বিদ্যাধর-

প্রচুক্রোশ স্বাশ্রমান্নাতিদূরতঃ ॥ ৩১ ॥ তদাক্রন্দিতমাকর্ণ্য গন্ধমাদনবাসিনঃ । মুনয়স্তু পুরস্কৃত্য গালবং মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ৩২ ॥ কিমেতদিতি বিজ্ঞাতুং তং দেশং তূর্ণমাযযুঃ । তং দেশন্তু সমাগত্য সর্ব্বে তে ঋষিপুঙ্গবাঃ ॥ ৩৩ ॥ বিদ্যাধরগৃহীতাং তাং দদৃশুর্মুনিকন্যকাম্ । বিদ্যাধরসুতং চান্যমন্তিকে সমুপস্থিতম্ ॥ ৩৪ ॥ এতদ্দৃষ্ট্বা মহাযোগী গালবো মুনিপুঙ্গবঃ । গতঃ কোপবশং কিঞ্চিদ্দুরাত্মানং শশাপ তম্ ॥ ৩৫ ॥ কৃতবানীদৃশং কার্য্যং যস্ত্বং বিদ্যাধরাধম । তদ্যাহি মানুষীং যোনিং স্বস্য দুষ্কর্ম্মণঃ ফলম্ ॥ ৩৬ ॥ সম্প্রাপ্য মানুষং জন্ম বহুদুঃখসমাকুলম্ । অচিরেণ তু কালেন তস্মিন্নেব তু জন্মনি ॥ ৩৭ ॥ মনুষ্যৈরপি নিন্দ্যং ত্বদ্বেতালত্বং প্রয়াস্যসি । মাংসানি শোণিতং চৈব সর্ব্বদা ভক্ষয়িষ্যসি ॥ ৩৮ ॥ বেতালা রাক্ষসপ্রায়া বলাদ্গৃহ্নন্তি যোষিতঃ । তস্মাত্ত্বং মানুষো ভূত্বা বেতালত্বমবাপ্স্যসি ॥ ৩৯ ॥ তব দুষ্কর্ম্মণো যোহসাবনুমন্তা কনিষ্ঠকঃ । সুকর্ণ ইতি বিখ্যাতো ভবিতা সোহপি মানুষঃ ॥ ৪০ ॥ কিন্তু সাক্ষান্ন কৃতবান্ যতোহসাবীদৃশীং ক্রিয়াম্ । তন্মানুষত্বমেবাস্য বেতালত্বং তু নো ভবেৎ ॥ ৪১ ॥ বিজ্ঞপ্তকৌতুকাভিখ্যং যদা বিদ্যাধরাধিপম্ । দ্রক্ষ্যতেহসৌ কনিষ্ঠস্তে তদা শাপাদ্বিমোক্ষ্যতে ॥ ৪২ ॥ ঈদৃশস্য তু যঃ কর্ত্তা মহাপাপস্য কর্ম্মণঃ । স ত্বং সংপ্রাপ্য মানুষ্যং তস্মিন্নেব তু জন্মনি ॥ ৪৩ ॥ বেতালজন্ম সম্প্রাপ্য চিরং লোকে চরিষ্যসি । ইত্যুক্ত্বা গালবঃ কন্যাং গৃহীত্বা মুনিভিঃ সহ ॥ ৪৪ ॥ বিদ্যাধরসুতৌ শপ্ত্বা স্বাশ্রমং প্রতি নির্যযৌ । ততস্তস্মিন্মহাভাগে নির্যাতে মুনিপুঙ্গবে ॥ ৪৫ ॥ সুদর্শনসুকর্ণাখ্যৌ বিদ্যাধরপতেঃ সুতৌ । মুনিশাপেন দুঃখার্ত্তৌ চিন্তয়ামাসতুর্ভৃশম্ ॥ ৪৬ ॥ কর্ত্তব্যং তৌ বিনিশ্চিত্য সুদর্শনসুকর্ণকৌ । গোবিন্দস্বামিনামানং যমুনাতটবাসিনম্ ॥ ৪৭ ॥ ব্রাহ্মণং শীলসম্পন্নং পিতৃত্বে পরিকল্প্য তৌ । পরিত্যজ্য স্বকং রূপমজায়েতাং তদাত্মজৌ ॥ ৪৮ ॥ বিজয়াশোকদত্তাখ্যৌ তস্য পুত্রৌ বভূবতুঃ । সুতো বিজয়দত্তাখ্যো জ্যেষ্ঠো জজ্ঞে সুদর্শনঃ ॥ ৪৯ ॥

কুমারের হস্ত হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন। দুষ্টাত্মা বিদ্যাধর অদ্য আমাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছে। এই বলিয়া তিনি স্বীয় আশ্রমের অনতিদূরে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। কান্তিমতীর তাদৃশ ক্রন্দন শুনিয়া গন্ধমাদনবাসী মুনিগণ মুনিবর গালবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য সেই স্থানে আগমন করিলেন। ঋষিপুঙ্গবগণ সেই প্রদেশে আসিয়া বিদ্যাধরগৃহীতা মুনিকন্যাকে ও তৎসমীপস্থ অন্য এক জন বিদ্যাধরকে তথায় দেখিতে পাইলেন। মহাযোগী গালব এই ঘটনাদর্শনে কুপিত হইয়া সেই দুরাত্মাকে কিঞ্চিৎ অভিশাপ প্রদান করিলেন; বলিলেন—রে বিদ্যাধরাধম! তুই যখন ঈদৃশ জঘন্য কর্ম্ম করিলি, তখন তুই তোর এই দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ মানুষযোনি প্রাপ্ত হইবি। বহু দুঃখসঙ্কুল মানুষ জন্ম লাভ করিয়া পরে অল্পকালের মধ্যে ঐ জন্মেই তুই মনুষ্যনিন্দিত বেতালভাব লাভ করিবি। তখন রক্ত ও মাংসরাশিই তোর ভক্ষ্য হইবে। রাক্ষসপ্রায় বেতালগণ সবলে স্ত্রীলোকদিগকে গ্রহণ করে, তুই সেই বেতালবৎ কার্য্যই করিয়াছিস্ বলিয়া মানুষ হইয়া পরে বেতালত্ব প্রাপ্ত হইবি। তোর কনিষ্ঠ এই সুকর্ণ যখন তোর এই দুষ্কর্ম্মের অনুমোদন করিয়াছে, তখন ইহাকেও মানুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে।৩—৪০। কিন্তু যখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ ব্যক্তি ঈদৃশ দুষ্ক্রিয়া করে নাই, তখন মানুষ হইয়া ইহাকে আর বেতাল হইতে হইবে না। তোর এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা যখন বিজ্ঞপ্তিকৌতুক নামক বিদ্যাধরাধিপতির সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে, তখন শাপ হইতে মুক্ত হইবে। তুই এই প্রকার মহাপাপ কর্ম্মের কর্ত্তা; তাই মানুষ ভাব প্রাপ্ত হইয়া সেই জন্মেই তোকে বেতাল হইয়া চিরকাল এ জগতে বিচরণ করিতে হইবে। গালব এইকথা কহিয়া বিদ্যাধরকুমারদ্বয়কে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক কন্যা লইয়া মুনিগণ সহ স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর সেই মহাভাগ মুনিবর সেইস্থান হইতে গমন করিলে বিদ্যাধরপতির পুত্র সুদর্শন ও সুকর্ণ মুনিশাপে দুঃখার্ত্ত হইয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইল এবং কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তৎকালে যমুনাতটবাসী গোবিন্দস্বামী নামক জনৈক শীলসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে আপনাদের পিতৃত্বে কল্পনা করত নিজরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক তদীয় পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল। মানুষজন্মে তাহাদের নাম হইল বিজয় ও অশোকদত্ত। জ্যেষ্ঠ সুদর্শন—বিজয়দত্ত এবং কনিষ্ঠ সুকর্ণ—অশোক দত্ত নামে বিখ্যাত হইল। কালক্রমে বিজয় ও অশোক

অশোকদত্তনামা তু স্বকর্ণশ্চ কনিষ্ঠকঃ। বিজয়াশোকদত্তৌ তু ক্রমাদ্‌যৌবনমাপতুঃ ॥ ৫০ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু যমুনায়াস্তটে শুভে। অনাবৃষ্ট্যা তু দুর্ভিক্ষমভূদ্দ্বাদশবার্ষিকম্ ॥ ৫১ ॥ গোবিন্দস্বামিনামা তু ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ। দুর্ভিক্ষোপহতাং দৃষ্ট্বা তদানীং স নিজাং পুরীম্ ॥ ৫২ ॥ প্রযযৌ কাশীনগরং সপুত্রঃ সহ ভার্য্যয়া। স প্রয়াগং সমাসাদ্য পুণ্যং দৃষ্ট্বা মহাবটম্ ॥ ৫৩ ॥ কপালমালাভরণং সোহপশ্যদ্‌যতিনং পুরঃ। গোবিন্দস্বামিনামা তু নমশ্চক্রে স তং মুনিম্ ॥ ৫৪ ॥ সপুত্রস্য সভার্য্যস্য সোহবাদীদাশিষো মুনিঃ। ইদঞ্চ বচনং প্রাহ গোবিন্দস্বামিনং প্রতি ॥ ৫৫ ॥ জ্যেষ্ঠেনানেন পুত্রেণ সাম্প্রতং ব্রাহ্মণোত্তম। ক্ষিপ্রং বিজয়দত্তেন বিয়োগস্তে ভবিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা গোবিন্দস্বামিনামকঃ। সূর্য্যে চাস্তং গতে তত্র সান্ধ্যং কর্ম্ম সমাপ্য চ ॥ ৫৭ ॥ সভার্য্যঃ সসুতো বিপ্রঃ সুদূরাধ্বসমাকুলঃ। উবাস তস্যাং শর্ব্বর্য্যাং শূন্যে বৈ দেবতালয়ে ॥ ৫৮ ॥ তদা অশোকদত্তশ্চ ব্রাহ্মণী চ সমাকুলো। বস্ত্রেণাস্তীর্য্য পৃথিবীং রাত্রৌ নিদ্রাং সমাপতুঃ ॥ ৫৯ ॥ ততো বিজয়দত্তস্য দূরমার্গবিলঙ্ঘনাৎ। বহুবাতান্তমলসো ভৃশং শীতজ্বরান্দিতঃ ॥ ৬০ ॥ গোবিন্দস্বামিনা পিত্রা শীতবাধানিবৃত্তয়ে। গাঢ়মালিঙ্গ্যমানোহপি শীতবাধাং ন সোহত্যজৎ ॥ ৬১ বাধতেহত্যর্থমধুনা তাত মাং শীতলো জ্বরঃ। এতদ্‌বাধানিবৃত্ত্যর্থং বহ্নিমানয় মা চিরম্ ॥ ৬২ ॥ ইতি পুত্রবচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বত্রাগ্নিং গবেষয়ন্। অলব্ধবহ্নিঃ প্রোবাচ পুনরভ্যেত্য পুত্রকম্ ॥ ৬৩ ॥ ন বহ্নিং পুত্র বিন্দামি মার্গমাণোহপি সর্ব্বশঃ। রাত্রিমধ্যে তু সম্প্রাপ্তে দ্বারেষু পিহিতেষু চ ॥ ৬৪ ॥ নিদ্রাপরবশাঃ পৌরা নৈব দাস্যন্তি পাবকম্। ইত্থং বিজয়দত্তোহসাবুক্তঃ পিত্রা জ্বরাতুরঃ ॥ ৬৫ ॥ যযাচে বহ্নিমেবাসৌ পিতরং দীনয়া গিরা। শীতজ্বরসমুদ্ভূতশীতবাধাপ্রপীড়িতম্ ॥ ৬৬ ॥ হিমশীকরবান্ বায়ুর্দ্বিগুণং বাধতেহদ্য মাম্। বহ্নির্ন লব্ধ ইতি বৈ মিথ্যৈবোক্তং পিতস্ত্বয়া ॥ ৬৭ ॥ দরাদেশ পুরোভাগে জ্বালামালাসমাকুলঃ। শিখাভির্লেলিহানোহভ্রং দৃশ্যতে পশ্য পাবকঃ ॥ ৬৮ ॥ তং বহ্নিমানয় ক্ষিপ্রং তাত শীতনিবৃত্তয়ে। ইত্যুক্তবন্তং

যৌবন সীমায় পদার্পণ করিল। এই সময় অনাবৃষ্টি নিবন্ধন যমুনা তীরস্থ প্রদেশসমূহে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বেদপারগ ব্রাহ্মণ গোবিন্দস্বামী তখন স্বীয় পুরী দুর্ভিক্ষপীড়িত দেখিয়া পুত্র-কলত্র সহ কাশীধামে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রয়াগে আসিয়া পবিত্র মহাবটতরু দর্শন করিয়া তৎসম্মুখে জনৈক কপালমালামুণ্ডিত যতিকে অবলোকন করিলেন। গোবিন্দস্বামী সেই মুনিকে দেখিয়া নমস্কার করিলে, মুনিবর তাঁহাকে এবং তাঁহার ভার্য্যা-পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; পরে গোবিন্দস্বামীকে বলি-বলিলেন—হে ব্রাহ্মণবর! তোমার এই জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয় দত্তের সহিত সম্প্রতি তোমার বিয়োগ ঘটিবে। গোবিন্দস্বামী মুনির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সূর্য্য অস্তগত হইলে স্বীয় সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক সুদূর পথগমনে শ্রান্ত হইয়া ভার্য্যা-পুত্র সহ সেই রাত্রে তথাকার এক শূন্য দেবালয়ে শয়ন করিয়া রহিলেন। তখন অশোকদত্ত ও তদীয় জননী শ্রমাকুল হইয়া ভূতলে বস্ত্র আস্তরণপূর্ব্বক নিদ্রিত হইলেন। বিজয়দত্ত বহুপথ পর্য্যটনে অত্যন্ত অলস ও শীতজ্বরে নিতান্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। পুত্রের শীতপীড়ানিবৃত্তির জন্য গোবিন্দস্বামী পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন, তথাচ বিজয়দত্তের শীতবাধা কিছুতেই নিবৃত্তি পাইল না। ৫১—৬১। বিজয় বলিল—পিতঃ! আমাকে এক্ষণে শীতজ্বর অত্যন্ত পীড়িত করিতেছে। এই শীতপীড়া নিবারণের জন্য আপনি সত্বর অগ্নি আনয়ন করুন। গোবিন্দস্বামী পুত্রের এই কথা শুনিয়া অগ্নির জন্য বহুস্থান অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু কোথাও অগ্নি না পাওয়ায় তিনি ফিরিয়া আসিয়া পুত্রকে বলিলেন,—পুত্র! আমি বহুস্থান অন্বেষণ করিয়াও কুত্রাপি অগ্নি পাইলাম না। এক্ষণে মধ্যরাত্রি উপস্থিত; নগরের সমস্ত গৃহদ্বারই রুদ্ধ; নিদ্রাপরায়ণ পৌরগণ কেহই আমায় অগ্নি প্রদান করিল না। পিতা এই কথা কহিলেও বিজয়দত্ত জ্বরাতুর হইয়া দীনবাক্যে কেবলই পিতার নিকট অগ্নি প্রার্থনা করিতে লাগিল। বলিল,—শীতজ্বর হইতে সমুৎপন্ন শীতপীড়া আমায় পীড়িত করিতেছে। হিমশীকরবর্ষী বায়ু আবার দ্বিগুণ পীড়া জন্মাইতেছে। হে পিতঃ! আপনি অগ্নি পাইলেন না, ইহা মিথ্যা কথা। ঐ দেখুন—সম্মুখের দিকে দূরে দেখা যাইতেছে—ঐ জ্বালামালা-সমাকুল ভীষণ অগ্নি যেন শিখাসমূহে মেঘবৃন্দকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, অতএব হে তাত! শীতনির্বৃত্তির নিমিত্ত ঐ বহ্নি আনয়ন করুন। পুত্র

তং পুত্রং স পিতা প্রত্যভাষত ॥ ৬৯ ॥ নানৃতং বচ্মি পুত্রাদ্য সত্যমেব ব্রবীম্যহম্। বহ্নিমান যোঽয়মুদ্দেশো দূরাদেব বিলোক্যতে ॥ ৭০ ॥ পিতৃকাননদেশং তং পুত্র জানীহি সাম্প্রতম্। যদ্যোঽব্রংলিহজ্বালঃ পুরস্তাজ্জ্বলতেঽনলঃ ॥ ৭১ ॥ পুত্র বিত্রাসজনকং তং জানীহি চিতানলম্। অমঙ্গলো ন সেব্যোঽয়ং চিতাগ্নিঃ স্পর্শদূষিতঃ ॥ ৭২ ॥ তস্য চায়ুঃক্ষয়ং যাতি সেবতে যশ্চিতানলম্। তস্মাদবাসঽনির্থা ভূয়াদিতি মযা সুত ॥ ৭৩ ॥ অমঙ্গলস্তথা স্পৃশ্যো নানীতোঽয়ং চিতানলঃ। ইত্যুক্তবন্তং পিতরং স দীনঃ প্রত্যভাষত ॥ ৭৪ ॥ অস্তু শবানলো বা স্যাদধ্বরানল এব বা। সর্ব্বথানীয়তামেষ নোচেন্মে মরণং ভবেৎ ॥ ৭৫ ॥ পুত্রস্নেহাভিভূতোঽথ সমাহর্ত্তুং চিতানলম্। গোবিন্দস্বামিনামা তু শ্মশানং শীঘ্রমভ্যগাৎ ॥ ৭৬ ॥ গোবিন্দস্বামিনি গতে সমাহর্ত্তুং চিতানলম্। তূর্ণং বিজয়দত্তোঽপি তদা গচ্ছন্তমন্বগাৎ ॥ ৭৭ ॥ সংপ্রাপ্য তাপনিকটং বিকীর্ণাস্থি চিতানলম্। আলিঙ্গন্নিব সোদ্বেগং শনৈর্নির্বর্ত্তিমাপ্তবান ॥ ৭৮ ॥ অথাবাদীৎ স পিতরং তদিদং পরিবর্ত্তুলম্। অতিদীপ্তং বিভাত্যগ্নৌ কিং রক্তাম্বুজসন্নিভম্ ॥ ৭৯ ॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা পুত্রস্য ব্রাহ্মণোত্তমঃ। নিপুণং তং নিরূপ্যৈতদ্বচনং পুনরব্রবীৎ ॥ ৮০ ॥ গোবিন্দস্বাম্যুবাচ। এতৎ কপালমনলজ্বালাবলয়বর্ত্তুলম্। বসাকীকসমাংসাঢ্যমেতদ্রক্তাংশুজোপমম্ ॥ ৮১ ॥ দ্বিজস্য সূনুঃ শ্রুত্বেতি. কাষ্ঠাগ্রেণ জঘান তৎ। যেন তৎ স্ফুটনোদ্গীর্ণবসাসিক্তমুখোঽভবৎ ॥ ৮২ ॥ কপালঘটনাদ্রক্তং যৎ সংসক্তং মুখে তদা। জিহ্বয়া লেলিহানোঽসৌ মুহুস্তদ্রক্তমাস্বদৎ ॥ ৮৩ ॥ আস্বাদ্যৈবং সমাদায় তৎকপালং সমাকুলঃ। পীত্বা বসাং মহাকায়ো বভূবাতিভয়ঙ্করঃ ॥ ৮৪ ॥ সদ্যো বেতালতাং প্রাপ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্তদা নিশি। তস্যাট্টহাসঘোষেণ দিশশ্চ প্রদিশস্তদা ॥ ৮৫ ॥ দ্যৌরন্তরিক্ষং ভূমিশ্চ স্ফুটিতা ইব সর্ব্বশঃ। তস্মিন্ বেগাৎ সমাকৃষ্য পিতরং হন্তুমুদ্যতে ॥ ৮৬ ॥ মা কৃথাঃ সাহসমিতি প্রাদুরাসীদ্বচো দিবি। স দিব্যাং গিরমাকর্ণ্য বেতালোঽতিভয়ঙ্করঃ ॥ ৮৭ ॥ পিতরং তং পরিত্যজ্য মহাবেগসমন্বিতঃ। তূর্ণমাকাশ-

---

এই কথা কহিলে, পিতা প্রত্যুত্তরে বলিলেন, পুত্র! আমি মিথ্যা কথা কহি নাই; সত্যই বলিয়াছি। ঐ যে দূর হইতে বহ্নিমান্ প্রদেশ দেখা যাইতেছে, বৎস! জানিবে—উহা শ্মশান প্রদেশ। ঐ যে সম্মুখে গগনস্পর্শী জ্বালাসঙ্কুল অনল জ্বলিতেছে, জানিও পুত্র, উহা ভীতিজনক চিতানল। ঐ অমঙ্গল চিতানল সেবা করিতে নাই। যে ব্যক্তি চিতানলের সেবা করে, তাহার আয়ুঃ ক্ষয় হইয়া থাকে; অতএব হে সুত! তোমার আয়ুঃক্ষয় না হউক, এই জন্য আমি ঐ অস্পৃশ্য অমঙ্গলকর চিতানল আনয়ন করি নাই। পিতা এই কথা কহিলে পুত্র দীনভাবে কহিল,—উহা শবানল বা যজ্ঞানল, যাহাই হউক, আপনি সর্ব্বথা উহা আনয়ন করুন; নচেৎ আমার মরণ হইবে। গোবিন্দস্বামী কি করিবেন? পুত্রস্নেহে অভিভূত হইয়া অগত্যা সেই চিতানল আনয়ন করিবার জন্যই সত্বর শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গোবিন্দস্বামী শ্মশানের দিকে গমন করিলে, পুত্র বিজয়দত্তও তাঁহার অনুগমন করিল। সে, সেই শ্মশানাগ্নির তাপ-সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া অস্থিবিকীর্ণ চিতানলকে যেন আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াই সহসা কি একটা উদ্বেগের সহিত ধীরে ধীরে সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইল। ৬২—৭৮। অনন্তর পিতাকে কহিল—পিতঃ! অগ্নিমধ্যে এই রক্তাম্বুজ সদৃশ কি একটা অতি দীপ্ত বর্ত্তুলাকার বস্তু দেদীপ্যমান হইতেছে? পুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বিজবর গোবিন্দস্বামী নিপুণভাবে নিরূপণপূর্ব্বক পুত্রকে কহিলেন,—এই যে অনলের জ্বালাবলয়ে বর্ত্তুলাকার, রক্তপদ্মোপম বস্তু, ইহা বসা-কীকস ও মাংসযুক্ত একটা নর-কপাল। দ্বিজপুত্র বিজয়-দত্ত তৎশ্রবণে কাষ্ঠাগ্র দ্বারা তদুপরি আঘাত প্রদান করিল। তাহাতে সেই নর কপাল স্ফুটিত হওয়ায় তদুত্থিত বসা ও রক্ত দ্বারা তদীয় মুখ লিপ্ত হইয়া গেল। তখন সেই কপালঘট্টনে তাহার মুখে যে রক্ত লাগিয়াছিল, তাহা সে, জিহ্বা দ্বারা বারম্বার লেলিহান করিয়া আস্বাদ লইতে লাগিল। এইরূপে রক্তাস্বাদ, কপাল-গ্রহণ ও বসাপান করিয়া সে অতি ভয়ঙ্কর বিরাট আকার ধারণ করিল, তাহার সেই রাত্রিযোগে সদ্যই তীক্ষ্ণদংষ্ট্র পিশাচত্ব প্রাপ্তি হইল। তাহার ভীষণ অট্টহাস্যে দিক্, বিদিক্, ভূতল, নভস্তল; সকলই যেন সর্ব্বথা স্ফুটিত হইয়া উঠিল। তখন সে স্বীয় পিতাকে আকর্ষণপূর্ব্বক সবেগে হনন করিতে উদ্যত হইলে আকাশে এই প্রকার এক শব্দ সমুত্থিত হইল যে, তুমি এইরূপ সাহসিক কার্য্য করিও

মাবিশ্য প্রযযাবস্খলদ্গতিঃ॥ ৮৮॥ স গত্বা দুরমধ্বানং বেতালৈঃ সহ সঙ্গতঃ। তমাগতং সমালোক্য বেতালাঃ সর্ব্ব এব তে॥ ৮৯॥ কপালস্ফোটনাদেষ বেতালত্বং যদাপ্তবান্। কপালস্ফোটনামানমাহ্বয়াঞ্চক্রিরে ততঃ॥ ৯০॥ ততঃ কপালস্ফোটোঽসৌ বেতালৈঃ সর্ব্বতো বৃতঃ। নরাস্থিভূষণাখ্যস্য সদ্যো বেতালভূপতেঃ॥ ৯১॥ অন্তিকং সহসা প্রাপ মহাবলসমন্বিতঃ। নরাস্থিভূষণশ্চৈনং সেনাপতিমকল্পয়ৎ॥ ৯২॥ তং কদাচিত্তু গন্ধর্ব্বশ্চিত্রসেনাভিধো বলী। নরাস্থিভূষণং সঙ্খ্যে ন্যবধীৎ সোঽপি সংস্থিতঃ॥ ৯৩॥ নরাস্থিভূষণে তস্মিন্ গন্ধর্ব্বেণ হতে যুধি। তদা কপালস্ফোটোঽসৌ তৎপদং সমবাপ্তবান্॥ ৯৪॥ বিদ্যাধরেন্দ্রস্য সুতঃ সুদর্শনো মনুষ্যতাং বৈ প্রাপ্য স গত্বা। বেতালতাং প্রাপ্য মহর্ষিশাপাৎ ক্রমাচ্চ বেতালপতির্ব্বভূব॥ ৯৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সুদর্শনবেতালত্বপ্রাপ্তিবর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

না। অতিভীষণ বেতাল সেই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া পিতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর মহাবেগে অস্খলিত-গমনে আকাশপথে ধাবিত হইল। পরে সে, দূরপথে গমন করিয়া অন্যান্য বেতালগণের সহিত সম্মিলিত হইল। সমস্ত বেতালেরা তাহাকে সমাগত দেখিয়া বলিল—কপালস্ফোটন হেতু এ ব্যক্তি যখন পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন ইহার নাম হইল—কপালস্ফোটন। এই বলিয়া তাহারা তাহাকে কপালস্ফোটনামেই অভিহিত করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবলশালী কপালস্ফোট সমস্ত বেতালে পরিবৃত হইয়া নরাস্থিভূষণ নামক বেতালভূপতির নিকট গমন করিল। নরাস্থিভূষণ সেই কপালস্ফোটকে স্বীয় সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিল। একদা চিত্রসেননামক জনৈক বলবান্ গন্ধর্ব্ব যুদ্ধে নরাস্থিভূষণকে বিনাশ করেন। নরাস্থিভূষণ যুদ্ধে গন্ধর্ব্বের হস্তে নিহত হইলে কপালস্ফোট তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে বিদ্যাধরপতির পুত্র সুদর্শন মহর্ষির শাপে প্রথমে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরে বেতালত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর ক্রমে সে বেতালাধিপতিরূপে বিরাজ করিল। ৮৯—৯৫

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮

নবমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ততঃ স বিপ্রঃ প্রত্যূষে পুত্রশোকেন পীড়িতঃ। অশোকদত্তসংযুক্তো ভার্য্যয়া বিললাপ হ॥ ১॥ বিলপন্তং সমালোক্য গোবিন্দস্বামিনং দ্বিজাঃ। বণিক্‌সমুদ্রদত্তাখ্যঃ সমানিন্যে নিজং গৃহম্॥ ২॥ সমানীয় সমাশ্বাস্য দয়াযুক্তো বণিগ্বরঃ। স্বধনানাং হি সর্ব্বেষাং রক্ষিতারমকল্পয়ৎ॥ ৩॥ স্মরন্মহার্ষিবচঃ পুত্রদর্শনলালসঃ। স তস্থৌ বণিজো গেহে পুত্রভার্য্যাসমন্বিতঃ॥ ৪॥ অশোকদত্তনামা তু দ্বিতীয়ো বিপ্রনন্দনঃ। শস্ত্রে চৈব তথা শাস্ত্রে বভূবাতিবিচক্ষণঃ॥ ৫॥ তথান্যাস্বপি বিদ্যাসু নাস্তি তৎসদৃশো ভুবি। কৃতবিদ্যো দ্বিজসুতঃ প্রখ্যাতে নগরেঽভবৎ॥ ৬॥ অত্রান্তরে নরপতিং প্রতাপমুকুটাভিধম্। কাশীদেশাধিপো মল্লঃ কশ্চিদভ্যাযযৌ বলী॥ ৭॥ প্রতাপমুকুটো রাজা মল্লস্যাস্য জয়ায় সঃ। বলিনং দ্বিজপুত্রং তমাহ্বয়ামাস ভৃত্যকৈঃ॥ ৮॥ তমাগতং সমালোক্য প্রতাপমুকুটোঽব্রবীৎ। অশোকদত্ত সহসা মল্লমেনং বলোৎকটম্॥ ৯॥ দুর্জ্জয়ং জহি সংগ্রামে ত্বং বৈ

নবম অধ্যায়।

সূত কহিলেন—অনন্তর বিপ্র গোবিন্দস্বামী প্রত্যূষে পুত্রশোকে পীড়িত হইয়া ভার্য্যা ও কনিষ্ঠ অশোকদত্তের সহিত বিলাপ করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! গোবিন্দ-স্বামীকে বিলাপ করিতে দেখিয়া সমুদ্রদত্ত নামক কোন বণিক্ তাঁহাকে স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন। তিনি ভার্য্যা ও পুত্রসহ সেই বণিকের গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অশোকদত্ত শস্ত্রে এবং শাস্ত্রে বিচক্ষণ হইয়াছিলেন। অন্যান্য বিদ্যাবৈভবেও ভূতলে তাঁহার তুল্য আর কেহই ছিল না। কৃতবিদ্য দ্বিজসুত অশোক ক্রমে সেই নগরে বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। একদা জনৈক বলবান্ মল্ল কাশীধামের অধিপতি নরপাল প্রতাপমুকুটের নিকট আগমন করিল। রাজা প্রতাপ মুকুট সেই মল্লকে জয় করিবার নিমিত্ত ভৃত্যবর্গ দ্বারা সেই বলবান্ দ্বিজনন্দন অশোককে আহ্বান করিলেন। দ্বিজপুত্র রাজার নিকট গমন করিলে, রাজা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন—অশোকদত্ত! আমি শুনিয়াছি, তুমি একজন শ্রেষ্ঠ বলশালী; অতএব এই দুর্জ্জয়

বলবতাং বরঃ। দাক্ষিণাত্যমহামল্লপতাবস্মিন্ জিতে ত্বয়া। যদিষ্টং তব তৎসর্ব্বং দাস্যাম্যহং ন সংশয়ঃ। ১০॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বলবান্ দ্বিজনন্দনঃ॥ ১১॥ দাক্ষিণাত্যমহামল্লনৃপতিং সমতাড়য়ৎ। তাড়িতো দ্বিজপুত্রেণ মল্লঃ স বলিনা বলী॥ ১২॥ সদ্যো বিবৃত্তনয়নঃ পরাঘূর্ণ্যপতদ্ভুবি। দ্বিজপুত্রস্য তৎকর্ম্ম দেবৈরপি সুদুষ্করম্॥ ১৩॥ প্রতাপমুকুটো দৃষ্ট্বা প্রসন্নহৃদয়োঽভবৎ। দত্ত্বা বহুধনান্ গ্রামান্ সমীপেঽস্থাপয়ত্তদা॥ ১৪॥ স কদাচিন্মহারাজঃ সহিতো দ্বিজসূনুনা। সন্ধ্যায়াং বিজনে দেশে চচার তুরগেণ বৈ॥ ১৫॥ দ্বিজসূনুসখস্তত্র দীনাং বাণীমথাশৃণোৎ। রাজন্নল্পাপরাধোঽহং শত্রুপ্রেরণয়া-র্ম্মসকৃৎ॥ ১৬॥ দণ্ডপালেন নিহিতঃ শূলে নির্ঘৃণ-চেতসা। দিনমদ্য চতুর্থং মে শূলস্থস্যৈব জীবতঃ॥ ১৭॥ প্রাণাঃ সুখেন নির্যান্তি ন হি দুষ্কৃতকর্ম্মণাম্। ভৃশং মাং বাধতে তৃষ্ণা তাং নিবারয় ভূপতে॥ ১৮॥

ইতি দীনাং সমাকর্ণ্য বাচং রাজা দ্বিজাত্মজম্। অশোকদত্তনামানং ধৈর্য্যবন্তমভাষত॥ ১৯॥ অস্মৈ নিরপরাধায় শূলপ্রোতায় জন্তবে। তৃষ্ণার্দ্দিতায় দাতব্যং দ্বিজসূনো ত্বয়া জলম্॥ ২০॥ ইত্যাদিষ্টো নরেন্দ্রেণ সহসা দ্বিজনন্দনঃ। জল-পূর্ণং সমাদায় কলশং বেগবান্ যযৌ॥ ২১॥ তচ্ছ্মশানং সমাসাদ্য ভূতবেতালসঙ্কুলম্। শূল-প্রোতায় বৈ তস্মৈ জলং দাতুং সমুৎসুকঃ॥ ২২॥ দদর্শাথ স্থিতাং নারীং নবযৌবনশালিনীম্। উদ্দেশ্যত মহাকান্তিং মূর্ত্তামিব রতিং দ্বিজঃ॥ ২৩॥ তামালোক্য ততঃ প্রাহ ধৈর্য্যবান্ দ্বিজনন্দনঃ। কাসি ভদ্রে বরারোহে শ্মশানে বিজনে স্থিতা॥ ২৪॥ অস্যাধস্তাৎ কিমর্থং ত্বং শূলপ্রোতস্য তিষ্ঠসি। ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সা প্রাহ রুচিরাননা॥ ২৫॥ পুরুষো বল্লভোঽয়ং মে শূলে রাজ্ঞা সমর্পিতঃ। ধনং যথা চ কৃপণঃ পশ্য প্রাণান্ন মুঞ্চতি॥ ২৬॥ আসন্নমরণস্তেনমনুযাতুমিহ স্থিতা। তৃষিতো যাচতে বারি মাময়ং ব্যথতে মুহুঃ॥ ২৭॥ শূল-

---

বলোৎকট মল্লকে সংগ্রামে তুমি জয় কর। এই দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী মহামল্লপতিকে তুমি যদি জয় করিতে পার, তাহা হইলে, তোমার অভীষ্ট সমস্ত বস্তুই আমি তোমাকে দান করিব; একথা নিশ্চয়ই। বলবান্ দ্বিজনন্দন রাজার ঐ কথা শুনিয়া দাক্ষিণাত্যের সেই মহামল্লরাজকে বিষমভাবে তাড়িত করিলেন। বলশালী দ্বিজনন্দনের তাড়নায় সেই বলবান্ মল্ল তৎক্ষণাৎ বিবৃত্তনেত্র হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। তাহার জীবন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। দ্বিজপুত্র সেই যে কার্য্য করিলেন, তাহা দেবগণের পক্ষেও সুদুষ্কর। রাজা প্রতাপমুকুট তদ্দর্শনে প্রসন্নচিত্ত হইলেন। তিনি বিপ্রনন্দনকে বহুধন ও বহুগ্রাম দান করিয়া নিজের নিকটেই স্থাপন করিলেন। একদা মহারাজ সেই দ্বিজনন্দনের সহিত সন্ধ্যাকালে তুরগারোহণে বিজনপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, সেই সময় দ্বিজপুত্র-সমভিব্যাহারী রাজা অদূরে এক দীন বাণী শ্রবণ করিলেন; শুনিলেন—কে যেন বলিতেছে, হে রাজন্! আমি অল্পমাত্র অপরাধ করিয়াছি; আমার কোন শত্রুর প্রেরণায় নিষ্ঠুর দণ্ডপাল আমায় শূলে অর্পণ করিয়াছে। আজ চারিদিন হইল আমি শূলারোহণে আছি। আমার জীবন এখনও যায় নাই। বস্তুতঃ দুষ্কৃতকারীদিগের প্রাণ কখনই সুখে বহির্গত হয় না। হে ভূপতে! তৃষ্ণা আমাকে অতিমাত্র কষ্ট দিতেছে; অতএব আপনি আমার তৃষ্ণা নিবারণ করুন। ১১—১৮। রাজা সেই দীন-বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বিজপুত্র ধীরপ্রকৃতি অশোক দত্তকে কহিলেন—এই নিরপরাধ ব্যক্তি শূলার্পিত হইয়া তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছে, হে দ্বিজনন্দন! তুমি ইহাকে জল প্রদান কর। রাজা সেই দ্বিজপুত্রকে এইরূপ আদেশ করিলে, তিনি সত্বর জলপূর্ণ কলস লইয়া সবেগে সেই তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির নিকট গমন করিলেন। অশোকদত্ত ভূতবেতালসঙ্কুল শ্মশান-ক্ষেত্রে গিয়া যেমন সেই শূলারোপিত পুরুষকে জল-দানে উদ্যত হইলেন, অমনি এক নবযৌবনশালিনী মহাকান্তি-যুক্তা মূর্ত্তিমতী রতির ন্যায় নারীমূর্ত্তি তাঁহার নয়নগোচর হইল। তিনি সেই নারীকে তথায় অবস্থিত দেখিয়া ধৈর্য্যসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভদ্রে! কে তুমি এই নির্জ্জন শ্মশানে অবস্থান করিতেছ? এই শূলপ্রোত ব্যক্তির নিম্ন-ভাগে কি জন্য তুমি অবস্থিত আছ? দ্বিজনন্দনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই রুচিরাননা কামিনী কহিল,—এই পুরুষ আমার প্রিয়পতি; রাজা ইহাকে শূলে অর্পণ করিয়াছেন। ঐ দেখুন, কৃপণ যেমন ধন পরিত্যাগ করে না, তেমনি এ এখনও জীবন পরিত্যাগ করিতেছে না। এই আসন্নমৃত্যু পতির আমি অনুগমন করিব, এই আশয়ে এখানে অব-

প্রোতোদ্ধতগ্রীবং মুমূর্ষুং প্রাণনায়কম্। নাম্মি পায়য়িতুং শক্তা জলমেনমধঃ স্থিতা ॥ ২৮ ॥ অশোকদত্তস্তচ্ছ্রুত্বা করুণাবরুণালয়ঃ। তৎকালসদৃশং বাক্যং তাং বধূমব্রবীত্তদা ॥ ২৯ ॥ অশোকদত্ত উবাচ। মাতর্মৎস্কন্ধমারুহ্য দেহ্যস্মৈ শীতলং জলম্। সা তথেতি তমাভাষ্য তরুণী ত্বরয়ান্বিতা ॥ ৩০ ॥ আনম্রবপুষস্তস্য স্কন্ধং পদ্ভ্যাং রুরোহ বৈ। দ্বিজস্তূর্দ্দদর্শাথ শোণিতং নূতনং পতৎ ॥ ৩১ ॥ কিমেতদিতি সোঽপশ্যদুন্নম্য সহসা মুখম্। ভক্ষ্যমাণং তয়া তস্য বিজ্ঞায় দ্বিজনন্দনঃ ॥ ৩২ ॥ অশোকদত্তো জগ্রাহ তস্যাঃ পাদং সনূপুরম্। ততোঽগাৎ নূপুরং ত্যক্ত্বা বদ্ধরত্নং বিহায় তৎ ॥ ৩৩ ॥ প্রত্যুপ্তানেকরত্নাঢ্যং তদাদায় চ নূপুরম্। অশোকদত্তঃ প্রযযৌ তচ্ছ্মশানান্নৃপান্তিকম্ ॥ ৩৪ ॥ শ্মশানবৃত্তং তৎসর্ব্বং স নৃপায় নিবেদ্য বৈ। মহার্ঘ্যরত্নপ্রত্যুপ্তং নূপুরঞ্চ দদৌ তদা ॥ ৩৫ ॥ জ্ঞাত্বা তদ্বীরচরিতং বীরৈরন্যৈঃ সুদুষ্করম্। দদৌ মদনলেখাখ্যাং সুতাং তস্মৈ মহীপতিঃ ॥ ৩৬ ॥ কদাচিদথ তদ্দিব্যং নূপুরং বীক্ষ্য ভূপতিঃ। অস্য নূপুরবর্য্যস্য তুল্যং বৈ নূপুরান্তরম্ ॥ ৩৭ ॥ কুতো বা লভ্যত ইতি সাদরং সমচিন্তয়ৎ। অশোকদত্তস্তু তদা বিজ্ঞায় নৃপকাঙ্ক্ষিতম্ ॥ ৩৮ ॥ নূপুরান্তরসিদ্ধ্যর্থং চিন্তয়ামাস চেতসা। শ্মশানে নূপুরমিদং যতঃ প্রাপ্তং ময়া পুরা ॥ ৩৯ ॥ তাং নূপুরান্তরপ্রাপ্ত্যৈ কুত্র দ্রক্ষ্যামি সাম্প্রতম্। ইত্থং বিতর্ক্য বহুধা নিশ্চিকায় মহামতিঃ ॥ ৪০ ॥ বিক্রেষ্যামি মহামাংসং সমেত্য পিতৃকাননম্। তত্র রাক্ষসবেতালপিশাচাদিষু সর্ব্বশঃ ॥ ৪১ ॥ মন্ত্রৈরাহূয়মানেষু সাপ্যায়স্যতি রাক্ষসী। তামাগতাং বলাদ্গৃহ্য তদ্গ্রহীষ্যামি নূপুরম্ ॥ ৪২ ॥ রাক্ষসানাং সহস্রং বা পিশাচানাং তথাযুতম্। বেতালানাং তথা কোটির্ন লক্ষ্যং বলিনো মম ॥ ৪৩ ॥ ইতি নিশ্চিত্য মনসা শ্মশানং সহসা যযৌ। বিক্রীণানো মহামাংসং মন্ত্রৈরাহূয় রাক্ষসান্ ॥ ৪৪ ॥ গৃহ্যতেত্যুচ্চয়া বাচা চচার শ্রাবয়ন্ দিশঃ। বিক্রীয়তে মহামাংসং গৃহ্যতাং গৃহ্যতামিতি ॥ ৪৫ ॥ তত্র রাক্ষসবেতালাঃ কঙ্কালাশ্চ পিশাচকাঃ অন্যে চ

স্থান করিতেছি। এ ব্যক্তি তৃষিত হইয়া বারবার জল চাহিতেছে, ইহাতে আমি একান্তই ব্যথিত হইতেছি। শূলপ্রোত অবস্থায় গ্রীবা উন্নত করিয়া প্রাণপতি আমার মুমূর্ষু দশায় জলপ্রার্থী, কিন্তু নিম্নে থাকিয়া আমি ইহাকে জলপান করাইতে অসমর্থা। তখন করুণার সাগর অশোকদত্ত ঐ কথা শুনিয়া সেই রমণীকে তৎকালোচিত বাক্যে বলিলেন, মাতঃ! তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া ইহাকে শীতল জলদান কর। তরুণী রমণী 'তাহাই হউক' বলিয়া ত্বরা সহকারে সেই আনম্রদেহ দ্বিজনন্দনের স্কন্ধে আরোহণ করিল। দ্বিজপুত্র অশোকদত্ত দেখিলেন—সহসা নূতন শোণিত পতিত হইতেছে; তদ্দর্শনে 'ইহা কি'এই বলিয়া তিনি মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক দেখিলেন,—সেই রমণী শূলপ্রোত ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিতেছে; ইহা বুঝিতে পারিয়া অশোকদত্ত তদীয় নূপুরমণ্ডিত চরণ চাপিয়া ধরিলেন। রমণী তখন তাহার সেই রত্নখচিত নূপুর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর অশোকদত্ত সেই নানারত্নখচিত নূপুর লইয়া শ্মশান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং রাজার নিকট সমস্ত শ্মশানবৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া সেই নূপুর তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। রাজা অশোকের সেই অনন্যসাধ্য বীরকার্য্য বিদিত হইয়া স্বীয় কন্যা মদনলেখাকে তাঁহার করে সম্প্রদান করিলেন। একদা ভূপতি সেই দিব্য নূপুর দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই নূপুরের অনুরূপ নূপুরান্তর কোথায়ই বা প্রাপ্ত হওয়া যায়? অশোকদত্ত রাজার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া নূপুরান্তর লাভলালসায় মনে মনে চিন্তা করিলেন,—আমি পূর্ব্বে শ্মশানমধ্যে যাহার জন্য নূপুর প্রাপ্ত হইয়াছি, নূপুরান্তর প্রাপ্ত হইবার জন্য এক্ষণে আমি কোথায় তাহার সাক্ষাৎ পাইব? মহামতি অশোক এই প্রকার বহু চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন,—আমি শ্মশানে গিয়া মহামাংস বিক্রয় করিব! সেখানে মন্ত্রবলে রাক্ষস, বেতাল ও পিশাচ প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া আনিলে, সেই রাক্ষসীও নিশ্চয় তথায় আসিবে। সে আসিলে তাহাকে সবলে ধরিয়া অপর নূপুর গাছটী গ্রহণ করিব। সহস্র রাক্ষস,অযুত পিশাচ বা কোটী বেতাল, আমা হেন বলবান্ ব্যক্তির কিছুই করিতে পারিবে না; আমি তাহাদিগকে গ্রাহ্যই করি না। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অশোক শ্মশানাভিমুখে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি মন্ত্রবলে রাক্ষসদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক মহামাংস বিক্রয় করিতে লাগিলেন, আর সর্ব্বদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন, ওহে তোমরা মহামাংস গ্রহণ কর, গ্রহণ কর। এইরূপে তিনি মাংস বিক্রয় করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষস, বেতাল, কঙ্কাল, পিশাচ ও

ভূতনিবহাঃ সমাজগ্মুঃ প্রহর্ষিতাঃ ॥ ৪৬ ॥ ভক্ষয়িষ্যামহে সর্ব্বে মাংসমিষ্টতমং স্থিতি ॥ তত্রাগচ্ছংস্ত সর্ব্বেষু রক্ষঃকন্যাসমাবৃতা ॥ ৪৭ ॥ আযযৌ রাক্ষসী সাপি মাংসভক্ষণলালসা। গবেষয়ংস্তদা বিপ্রস্তাং সমুদীক্ষ্য রাক্ষসীম্ ॥ ৪৮ ॥ সেয়ং দৃষ্টা পুরেত্যেষ প্রত্যভিজ্ঞানমাপ্তবান্। তামাহ দ্বিজপুত্রোঽন্যদেহি মে নূপুরং স্থিতি ॥ ৪৯ ॥ সা তস্য বচনং শ্রুত্বা প্রীত্যা বাক্যমথাব্রবীৎ। মমৈব চ ত্বয়া নীতং পুরা বীরেন্দ্র নূপুরম্ ॥ ৫০ ॥ গৃহাণ রত্নরুচিরং দ্বিতীয়মপি নূপুরম্। ইত্যুক্ত্বা নূপুরং তস্মৈ স্বসুতাঞ্চ দদৌ প্রিয়াম্ ॥ ৫১ ॥ বিদ্যুৎকেশ্যা তদা দত্তাং প্রিয়াং বিদ্যুৎপ্রভাভিধাম্। বিপ্রঃ সম্প্রাপ্য মুমুদে রূপযৌবনশালিনীম্ ॥ ৫২ ॥ বিদ্যুৎকেশী তু জামাত্রে হেমাজমপি সা দদৌ। বিদ্যুৎপ্রভাং নূপুরঞ্চ হেমাজমপি লভ্য সঃ। শ্বশ্রূমাভাষ্য সহসা পুনঃ প্রায়ান্নৃপান্তিকম্ ॥ ৫৩ ॥ ততঃ প্রতাপমুকুটো নূপুরপ্রাপ্তিনন্দিতঃ ॥ ৫৪ ॥ শৌর্য্যধৈর্য্যসমাযুক্তং প্রশশংস দ্বিজাত্মজম্। অথ বিদ্যুৎপ্রভাং বিপ্রঃ সোঽব্রবীত্রহসি প্রিয়াম্ ॥ ৫৫ ॥ মাত্রা তব কুতো লব্ধমেতদ্ধেমাম্বুজং প্রিয়ে। এতত্তুল্যানি চান্যানি যতঃ প্রাপ্স্যে বরাননে ॥৫৬॥ দ্বিজাত্মজং ততঃ প্রাহ পতিং বিদ্যুৎপ্রভা রহঃ। প্রভো কপালবিস্ফোটনাম্নো বেতালভূপতেঃ ॥ ৫৭ ॥ অস্তি দিব্যং সরঃ কিঞ্চিদ্ধেমাম্বুজপরিষ্কৃতম্। তব শ্বশ্রূ জলক্রীড়াং বিতন্বত্যেদমাহৃতম্ ॥ ৫৮ ॥ ইতি শ্রুত্বা বচস্তত্র মাং নয়েতি জগাদ সঃ। ততঃ সা সহসা বিপ্রং নিন্যে তৎকাঞ্চনং সরঃ ॥ ৫৯ ॥ ততঃ স হেমপদ্মানামাজিহীর্ষুর্দ্বিজাত্মজঃ। তদ্বিঘ্নকারিণঃ সর্ব্বান্ বেতালাদীংস্ততোঽবধীৎ ॥ ৬০ ॥ স্বয়ং কপালবিস্ফোটং নিহতাশেষসৈনিকম্। দদর্শ বেতালপতিং তঞ্চ হন্তুং প্রচক্রমে ॥ ৬১ ॥ অত্রান্তরে মহাতেজা নাম্না বিজ্ঞাপ্তকৌতুকঃ। বিদ্যাধরপতিঃ প্রাপ্য বিমানেনৈনমব্রবীৎ ॥ ৬২ ॥ অশোকদত্ত বিপ্রেন্দ্র সাহসং

অন্যান্য ভূতনিবহ হৃষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল, আসিয়া বলিতে লাগিল, আমরা সকলে ইষ্টতম মাংস ভক্ষণ করিব। এইরূপে বহু রাক্ষস আসিল, স্ব স্ব মাতার সহিত বহু রাক্ষসকন্যাও আগমন করিল, তখন মাংস ভক্ষণ লালসায় সেই রাক্ষসীও সেখানে আসিল। অন্বেষণপরায়ণ বিপ্রনন্দন সেই রাক্ষসীকে দেখিয়া এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন যে, ইহাকেই আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি। দ্বিজপুত্র অশোক তাহাকে দেখিয়া বলিলেন,—তোমার অন্য নূপুরগাছটী আমায় অর্পণ কর। সেই রাক্ষসী তাহার বাক্য শুনিয়া প্রীতচিত্তে বলিল,—হে বীরেন্দ্র! সত্যই বটে, তুমিই পূর্ব্বে আমার নূপুরগাছটী লইয়াছ। এই রত্নরঞ্জিত অপর নূপুরগাছটীও তুমি গ্রহণ কর। এই বলিয়া সেই রাক্ষসী তাহার নূপুর ও স্বীয় প্রিয় কন্যা বিদ্যুৎপ্রভাকেও প্রদান করিল। রাক্ষসীর নাম বিদ্যুৎকেশী। বিদ্যুৎকেশী তাহার কন্যা বিদ্যুৎপ্রভাকে অশোকের করে অর্পণ করিলে অশোক সেই রূপযৌবনশালিনী রাক্ষসনন্দিনীকে প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রহৃষ্ট হইলেন। বিদ্যুৎকেশী একটী স্বর্ণপদ্মও জামাতাকে অর্পণ করিল। তখন অশোক—বিদ্যুৎপ্রভা, নূপুর ও হেমপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া শ্বশ্রূ বিদ্যুৎকেশীকে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক নৃপান্তিকে গমন করিলেন। ১৯—৫৩। অনন্তর রাজা প্রতাপমুকুট নূপুরলাভে আনন্দিত হইয়া সেই শৌর্য্য ও ধৈর্য্যসম্পন্ন দ্বিজনন্দনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। একদা বিপ্রতনয় অশোক নির্জ্জনে গিয়া বিদ্যুৎপ্রভাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রিয়ে! তোমার মাতা এই হেমপদ্ম কোথায় লাভ করিয়াছেন? হে বরাননে! আমি এতাদৃশ অন্য আরও অনেক পদ্ম সেই স্থান হইতে পাইতে ইচ্ছা করি। বিদ্যুৎপ্রভা নির্জ্জনে পতিকে বলিল—প্রভো! কপালবিস্ফোট নামে এক বেতালাধিপতি আছেন। তাঁহার একটী সরোবর আছে। ঐ সরোবর হেমপঙ্কজসমূহে সুশোভিত। আপনার শ্বশ্রূ ঐ সরোবরে জলক্রীড়া করিতে করিতে এই পদ্ম তুলিয়া আনিয়াছেন। দ্বিজপুত্র এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—তুমি আমাকে তথায় লইয়া চল। অনন্তর বিদ্যুৎপ্রভা সত্বর তাঁহাকে সেই কাঞ্চনসরোবরে লইয়া গেল। দ্বিজনন্দন সেইখান হইতে হেমপদ্ম সমূহ তুলিবার উপক্রম করিলে, সেখানকার যে সকল বেতাল তাঁহাকে বাধা প্রদান করিতে আসিল, তাহাদিগকে তিনি বিনাশ করিলেন। অনন্তর দ্বিজপুত্র হতসৈন্য বেতালপতি কপালবিস্ফোটককে দেখিতে পাইলেন; দেখিয়াই তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন, ইত্যবকাশে মহাতেজা বিদ্যাধরপতি বিজ্ঞপ্তিকৌতুক বিমান যোগে উপস্থিত হইয়া দ্বিজপুত্রকে কহিলেন,—ওহে বিপ্রেন্দ্র অশোকদত্ত! তুমি এই প্রকার সাহসিক কার্য্য করিও না। অশোক ঐ কথা

মা কৃথা ইতি। তদাকর্ণ্য দ্বিজসুতো বিমানবর-সংস্থিতম্॥ ৬৩॥ দদর্শ প্রভয়া যুক্তং বিদ্যাধর-পতিং দিবি। তস্য দর্শনমাত্রেণ শাপান্মুক্তো দ্বিজা-ত্মজঃ॥ ৬৪॥ সন্ত্যজ্য মানুষং রূপং দিব্যং রূপ-মবাপ্তবান্। বিমানবরমারূঢ়ং বিদ্যাভরণভূষিতম্ ৬৫॥ শাপান্মুক্তং সুকর্ণং তং প্রাহ বিজ্ঞপ্তি-কৌতুকঃ। অয়ং সুকর্ণ তে ভ্রাতা গালবস্য মহা-মুনেঃ॥ ৬৬॥ শাপাদ্বেতালতাং প্রাপ্ত তৎকন্যাস্পর্শ-পাতকী। ত্বং চ শপ্তঃ পুরা তেন তৎপাপস্যানু-মোদকঃ॥ ৬৭॥ তবায়মল্পপাপস্য শাপো মদ্দর্শনা-বধিঃ। কল্পিতস্তেন মুনিনা শাপান্তো নাস্য কল্পিতঃ॥ ৬৮॥ তদেহি মুক্তশাপোঽসি সুকর্ণ স্বর্গমারুহ ততঃ সুকর্ণস্তং প্রাহ বিদ্যাধরকুলাধিপম্॥ ৬৯॥ বিদ্যাধরপতে ভ্রাত্রা বিনা জ্যেষ্ঠেন সাম্প্রতম্। সর্ব্বভোগযুতং স্বর্গং নৈব গন্তুং সমুৎসহে॥ ৭০॥ শাপস্যান্তো যথা ভূয়ান্মম ভ্রাতুস্তথা বদ। তমুবাচ মহাতেজাস্তথা বিজ্ঞপ্তিকৌতুকঃ॥ ৭১॥ দুর্নিবারমিমং শাপমস্যঃ কো বা নিবারয়েৎ। কিন্তু গুহ্যতমং কিঞ্চিত্তব বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্। ব্রহ্মণা সনকাদিভ্যো মুনিভ্যঃ কথিতং পুরা॥ ৭২॥ সর্ব্বতীর্থশ্রয়ে পুণ্যে দক্ষিণস্তোদধেস্তটে॥ ৭৩॥ চক্রতীর্থসমীপে তু তীর্থমস্তি মহত্তরম্। মহাপাতকসঙ্ঘাশ্চ যস্য দর্শনমাত্রতঃ॥ ৭৪॥ নশ্যন্তি তৎক্ষণাদেব ন জানে স্নানজং ফলম্। তত্র গত্বা তব জ্যেষ্ঠো যদি স্নায়াম্মহত্তরে॥ ৭৫॥ বেতালত্বং ত্যজেন্নূনং তদা গালবশাপজম্। সুকর্ণস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা ভ্রাত্রা বেতালরূপিণা॥ ৭৬॥ সহিতঃ সহসা প্রায়াদ্দক্ষিণস্তোদধেস্তটম্। দক্ষিণং চক্র-তীর্থাখ্যামুত্তরং গন্ধমাদনাৎ॥ ৭৭॥ ব্রহ্মণা সন-কাদিভ্যঃ কথিতং তীর্থমভ্যগাৎ। তত্তীর্থকূলমাসাদ্য ভ্রাতরং চেদমব্রবীৎ॥ ৭৮॥ ভ্রাতর্গালবশাপস্য ঘোরস্যাস্য নিবৃত্তয়ে। তীর্থেঽস্মিন্নচিরাৎ স্নাহি সর্ব্ব-তীর্থোত্তমোত্তমে॥ ৭৯॥ তস্মিন্নবসরে বিপ্রাস্তস্য তীর্থস্য শীকরাঃ। অপতংস্তস্য গাত্রেষু বায়ুনা বৈ সমা-হৃতাঃ॥ ৮০॥ স তচ্ছীকরসংস্পর্শাত্ত্যক্ত্বা বেতালতাং

শুনিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক বিমানস্থ প্রভাসম্পন্ন বিদ্যাধর পতিকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার দর্শনমাত্রেই দ্বিজকুমার অশোক শাপমুক্ত হইয়া মানুষরূপ পরিহারপূর্ব্বক দিব্য রূপ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি শাপ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যাভরণে ভূষিত ও বিমানবরে আরূঢ় হইলে বিদ্যাধররাজ বিজ্ঞপ্তি-কৌতুক সেই সুকর্ণকে কহিলেন,—সুকর্ণ! এই তোমার ভ্রাতা মহামুনি গালবের শাপে বেতালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি সেই মুনির কন্যাকে স্পর্শ করায় পাতকী হইয়াছিলেন। তোমার ভ্রাতার সেই পাপকার্য্যের অনুমোদন করিয়াছিলে বলিয়া তোমাকেও তিনি অভিশাপ দিয়াছিলেন। তোমার অল্পাপরাধ; তাই সেই মুনি আমার দর্শন পর্য্যন্তই তোমার শাপকাল নির্দ্ধারিত করেন। কিন্তু তোমার এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শাপান্ত হইবার ব্যবস্থা তিনি কিছুই করেন না। অতএব সুকর্ণ! আইস এক্ষণে শাপমুক্ত হইয়াছ; স্বর্গে আগমন কর। অনন্তর সুকর্ণ সেই বিদ্যাধরপতিকে বলিলেন,—হে বিদ্যাধরপতে! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্যতীত সম্প্রতি ভোগসম্পন্ন স্বর্গে আমি গমন করিতে সমুৎসুক হইতেছি না। অতএব আমার ভ্রাতার যাহাতে শাপান্ত হইতে পারে, তাহার পরামর্শ আপনি বলুন! মহাতেজা বিজ্ঞপ্তি-কৌতুক তাঁহাকে বলিলেন,—এই মুনিশাপ দুর্নিবার; অন্যে কে ইহা নিবারণ করিবে? তথাপি আমি এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ গোপনীয় কথা কহিতেছি; এই কথা ব্রহ্মা পুরাকালে সনকাদি মুনিগণকে কহিয়াছিলেন। ৫৪—৭২। সর্ব্বতীর্থের আশ্রয় দক্ষিণাব্ধির তীরে চক্রতীর্থের সমীপে এক মহত্তর তীর্থ বিদ্যমান। ঐ তীর্থের দর্শনমাত্রেই মহাপাতকরাশি তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ঐ স্থানে স্নান করিলে যে কত পুণ্য, তাহা আমার অবিদিত। যাহা হউক, তোমার জ্যেষ্ঠ যদি সেইখানে গিয়া স্নান করিতে পারে, তাহা হইলে গালবশাপ-জনিত বেতালত্ব হইতে নিশ্চয়ই তাহার মুক্তি হইবে। সুকর্ণ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বেতালরূপী ভ্রাতার সহিত সহসা দক্ষিণাব্ধির তটে প্রয়াণ করিলেন। চক্রতীর্থের দক্ষিণে ও গন্ধমাদনের উত্তরে ঐ তীর্থের অবস্থান। ব্রহ্মা সনকাদির নিকট সে তীর্থের এইরূপই সংস্থান বর্ণন করিয়াছিলেন। সভ্রাতৃক সুকর্ণ সেই তীর্থেই গমন করিলেন। তিনি সেই তীর্থের কূলে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতাকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! ঘোর গালবশাপের নিবৃত্তি জন্য এই সর্ব্বতীর্থোত্তম তীর্থের জলে স্নান কর। হে বিপ্রগণ! ঐ অবকাশে সেই তীর্থজলের বিন্দুসকল বায়ু কর্ত্তৃক আহৃত হইয়া তদীয় গাত্রে পতিত হইল। তখন

তদা। তদেব মানুষং ভাবং দ্বিজপুত্রত্বমাপ্তবান্॥ ৮১॥ ততঃ সঙ্কল্প্য সহসা তস্মিংস্তীর্থোত্তমোত্তমে। মনুষ্যত্বনিবৃত্ত্যর্থং ,মজ্জ দ্বিজাত্মজঃ ॥ ৮২॥ উত্তিষ্ঠন্নেব সহসা দিব্যং রূপমবাপ্তবন। বিমানবরমারূঢ়ো দেবস্ত্রীপরিবারিতঃ॥ ৮৩॥ সর্ব্বাভরণসংযুক্তঃ সহ ভ্রাত্রা সুদর্শনঃ। শ্লাঘমানশ্চ তত্তীর্থে নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ॥ ৮৪। বিজ্ঞপ্তিকৌতুকং চাপি পুরস্কৃত্য দিবং যযৌ। তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং বেতালবরদাভিধম্॥ ৮৫॥ বেতালত্বং বিনষ্টং যচ্ছীকরস্পর্শমাত্রতঃ। য ইদং তীর্থমাসাদ্য চক্রতীর্থস্য দক্ষিণে॥ ৮৬॥ স্নানং কদাচিৎ কুর্ব্বন্তি জীবন্মুক্তা ভবন্তি তে। এতত্তীর্থসমং পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥ ৮৭॥ ঘোরাং বেতালতাং ত্যক্ত্বা দিব্যতাং স যদাপ্তবান॥ ৮৮॥ অত্র সংকল্প্য চ স্নাত্বা বেতালবরদে শুভে॥ পিতৃভ্যঃ পিণ্ডদানং চ কুর্য্যাদ্বৈ নিয়মান্বিতঃ॥ ৮৯॥ এবং বঃ কথিতং বিপ্রাস্তস্য তীর্থস্য বৈভবম্। বেতালবরদাভিখ্যা যথা চাস্য সমাগতা॥ ৯০॥ যঃ পঠেদিমমধ্যায়ং শৃণুয়াদ্বা স মুচ্যতে॥ ৯১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সুদর্শনসুকর্ণশাপমোক্ষণং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। বেতালবরদে তীর্থে নরঃ স্নাত্বা দ্বিজোত্তমাঃ। ততঃ শনৈঃশনৈর্গচ্ছেদ্গন্ধমাদনপর্ব্বতম্॥ ১॥ যোঽম্বুধৌ সেতুরূপেণ বর্ত্ততে গন্ধমাদনঃ। স মার্গো ব্রহ্মলোকস্য বিশ্বকর্ত্রা বিনির্ম্মিতঃ॥ ২॥ লক্ষকোটিসহস্রাণি সরাংসি সরিতস্তথা। সমুদ্রাশ্চ মহাপুণ্যা বনান্যপ্যাশ্রমাণি চ॥ ৩॥ পুণ্যানি ক্ষেত্রজাতানি বেদারণ্যাদিকানি চ। পুনয়শ্চ বসিষ্ঠাদ্যাঃ সিদ্ধচারণকিন্নরাঃ॥ ৪॥ লক্ষ্ম্যা সহ ধরণ্যা চ ভগবান্মধুসূদনঃ। সাবিত্র্যা চ সরস্বত্যা সহৈব চতুরাননঃ॥ ৫॥ হেরম্বঃ ষণ্মুখশ্চৈব দেবাশ্চেন্দ্রপুরোগমাঃ। আদিত্যাদিগ্রহাশ্চৈব তথাষ্টৌ বসবো দ্বিজাঃ॥ ৬॥ পিতরো লোকপালাশ্চ তথান্যে দেবতাগণাঃ। মহাপাতকসঙ্ঘানাং নাশনে লোকপাবনে॥ ৭॥ দিবানিশং বসন্ত্যত্র পর্ব্বতে

সে, সেই শীকর-সংস্পর্শে বেতালত্ব পরিহার করিয়া তৎক্ষণাৎ মনুষ্যদেহে দ্বিজপুত্রত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর সেই দ্বিজনন্দন মনুষ্যত্ব নিবৃত্তির জন্য সঙ্কল্প করিয়া সহসা সেই তীর্থজলে নিমগ্ন হইলেন। পরে তাহা হইতে উত্থিত হইবামাত্র দিব্যরূপ ধারণ করিলেন। এইরূপে সুদর্শন শ্রেষ্ঠ বিমানে আরূঢ়, সুরনারীগণে পরিবৃত ও সর্ব্বাভরণে ভূষিত হইয়া ভ্রাতা সুকর্ণের সহিত সেই তীর্থের প্রশংসা করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ তাহাকে নমস্কারপূর্ব্বক বিদ্যাধররাজ বিজ্ঞপ্তিকৌতুককে অগ্রবর্ত্তী করত স্বর্গধামে গমন করিলেন। তখন হইতেই বেতালবরদ তীর্থের নাম বিখ্যাত হইল। ঐ তীর্থের জলকণা স্পর্শমাত্রেই বেতালত্ব বিনষ্ট হইয়াছিল। চক্রতীর্থের দক্ষিণদিক্‌স্থিত এই তীর্থ আশ্রয় করিয়া যে সকল ব্যক্তি কদাচিৎ এখানে স্নান করে, তাহারা জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। এই তীর্থের সমান পুণ্য তীর্থ ত্রিভুবনে হয় নাই এবং হইবেও না। কেননা ভীষণ বেতালত্ব পরিহার করিয়া সুদর্শন ঐ তীর্থে দিব্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই শুভ বেতালবরদ তীর্থে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিয়া নিয়মানুসারে যে ব্যক্তি পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ড প্রদান করে, তাহার সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদের নিকট তীর্থবৈভব এবং যেরূপে ইহার বেতালবরদ নাম হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, সে মুক্ত হইয়া থাকে।৭৩—৯১।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশম অধ্যায়।

সূত কহিলেন—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মানব বেতালবরদ তীর্থে স্নান করিয়া পরে ধীরে ধীরে গন্ধমাদন শৈলে গমন করিবে। যে গন্ধমাদনগিরি অম্বুধিমধ্যে সেতুরূপে বর্ত্তমান, তাহাই বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত, ব্রহ্মলোকের পথ। লক্ষকোটিসহস্র সরিৎ-সরোবর, মহাপুণ্য বন ও আশ্রম, পবিত্র বেদারণ্যাদি ক্ষেত্রসকল, বশিষ্ঠাদি মুনিগণ, সিদ্ধ চারণ ও কিন্নরগণ, লক্ষ্মী ও ধরণীসহ ভগবান্ মধুসূদন, সাবিত্রী ও সরস্বতী সহ চতুরানন, হেরম্ব ষণ্মুখ ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, আদিত্যাদি গ্রহগণ, বসুগণ, পিতৃগণ, লোকপালগণ, ও অন্যান্য দেবতাগণ, ইঁহারা সকলেই মহাপাতক-

গন্ধমাদনে। অত্র গৌরী সদা তুষ্টা হরেণ সহ বর্ত্ততে ॥ ৮ ॥ অত্র কিন্নরকান্তানাং ক্রীড়া জাগর্ত্তি নিত্যশঃ। তস্য দর্শনমাত্রেণ বুদ্ধিসৌখ্যং নৃণাং ভবেৎ ॥ ৯ ॥ তন্মূর্দ্ধনি কৃতাবাসাঃ সিদ্ধচারণযোষিতঃ। পূজয়ন্তি সদা কালং শঙ্করং গিরিজাপতিম্ ॥ ১০ ॥ কোটয়ো ব্রহ্মহত্যানামগম্যাগমকোটয়ঃ। অঙ্গলগ্নৈ-র্বিনশ্যন্তি গন্ধমাদনমারুতৈঃ ॥ ১১ ॥ অসাবুল্লোল-কল্লোলে তিষ্ঠন্মধ্যে মহাম্বুধৌ। আসীন্মুনিগণৈঃ সেব্যঃ পুরা বৈ গন্ধমাদনঃ ॥ ১২ ॥ ততো নলেন সেতৌ তু বদ্ধে তন্মধ্যগোচরঃ। রামাজ্ঞয়াখিলৈঃ সেব্যো বভূব মনুজৈরপি ॥ ১৩ ॥ সেতুরূপং গিরিং তত্র প্রার্থয়েদ্গন্ধমাদনম্। ক্ষমাধর মহাপুণ্য সর্ব্বদেবনমস্কৃত ॥ ১৪ ॥ বিষ্ণ্বাদয়োঽপি যং দেবাঃ সেবন্তে শ্রদ্ধয়া সহ। তং ভবন্তমহং পদ্ভ্যামাক্রমামি নগোত্তম ॥ ১৫ ॥ ক্ষমস্ব পাদঘাতং মে দয়য়া পাপচেতসঃ। তন্মূর্দ্ধনি কৃতাবাসং শঙ্করং দর্শয়স্ব মে ॥ ১৬ ॥ প্রার্থয়িত্বা নরস্ত্বেবং সেতুরূপং নগোত্তমম্। ততো মৃদুপদং গচ্ছেৎ পাবনং গন্ধমাদনম্ ॥ ১৭ ॥ অব্ধৌ তত্র নরঃ স্নাত্বা পর্ব্বতে গন্ধমাদনে। পিণ্ডদানং ততঃ কুর্য্যাদপি সর্ষপমাত্রকম্ ॥ ১৮ ॥ তৃপ্তিং প্রয়ান্তি পিতরস্তস্য যাবদ্যুগক্ষয়ঃ। শমীদলসমানান্ বা দদ্যাৎ পিণ্ডান্ পিতৄন্ প্রতি ॥ ১৯ ॥ স্বর্গস্থা মোক্ষ-মায়ান্তি স্বর্গং নরকবাসিনঃ। ততস্তস্যোপরি মহাতীর্থং লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥ ২০ ॥ সর্ব্বতীর্থোত্তমং পুণ্যং নাম্না পাপবিনাশনম্। অস্তি পুণ্যতমং বিপ্রাঃ পবিত্রে গন্ধমাদনে ॥ ২১ ॥ যস্য সংস্মরণাদেব গর্ভবাসো ন বিদ্যতে। তৎপ্রাপ্য তু নরঃ স্নায়াৎ স্বদেহমলনাশনম্। তত্র স্নানান্নরো যাতি বৈকুণ্ঠং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। সূত পাপবিনাশাখ্য-তীর্থস্য ব্রূহি বৈভবম্। ব্যাসেন বোধিতস্ত্বং হি বেৎসি সর্ব্বং মহামুনে ॥ ২৩ ॥ শ্রীসূত উবাচ। ব্রহ্মাশ্রমপদে বৃত্তাং পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে। বক্ষ্যামি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠা যুষ্মাকন্তু কথাং শুভাম্ ॥ ২৪ ॥ অস্ত্যাশ্রম-পদং পুণ্যং ব্রহ্মাশ্রমপদং শুভম্। নানাবৃক্ষগণাকীর্ণং

সমুদ্রের বিনাশের জন্য লোকপাবন গন্ধমাদন শৈলে রাত্রিদিন বাস করিয়া থাকেন। এখানে গৌরীদেবী সতত সন্তুষ্টমনে হরের সহিত বাস করেন। কিন্নরকামিনীগণের ক্রীড়া নিত্যই হেথায় জাগ্রত। এই গিরির দর্শনমাত্রেই নরগণের বুদ্ধিপ্রসাদ হইয়া থাকে। সিদ্ধ ও চারণস্ত্রীগণ উহার শৃঙ্গে বাস করিয়া নিত্য নিত্য গিরিজা-পতি শিবের পূজা করেন। গন্ধমাদনগিরির মারুত যদি অঙ্গলগ্ন হয়, তাহা হইলে কোটী কোটী ব্রহ্মহত্যা ও অগম্যাগম-জনিত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই গন্ধমাদনশৈল কল্লোলময় মহাম্বুধির মধ্যে থাকিয়া মুনিগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়াছিল। অনন্তর রামচন্দ্রের আজ্ঞায় সমুদ্রে সেতুবন্ধন হইলে ঐ গিরি তন্মধ্যে নিবিষ্ট হয়। তাহার পর হইতে সকল লোকই উহার সেবা করিতে থাকে। সেই সেতুরূপী গন্ধ-মাদন গিরিকে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে হয় যে,—হে ক্ষমাধর সর্ব্বদেবনমস্কৃত মহাপুণ্য নগোত্তম! বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণও শ্রদ্ধার সহিত তোমার সেবা করিয়া থাকেন। তোমাকে পদদ্বয় দ্বারা আমি আক্রমণ করিতেছি। আমি পাপাত্মা; দয়া করিয়া আমার পদাঘাত সহ্য কর। তোমার মস্তকে শঙ্কর বাস করেন, তাঁহাকে তুমি প্রদর্শন করাও। এইরূপে মানব সেতুরূপী নগবরের নিকট প্রার্থনা করিয়া পরে পবিত্র গন্ধমাদন শৈলে মৃদু পদক্ষেপে গমন করিবে। ১—১৭। ঐ সমুদ্রে স্নান করিয়া পরে গন্ধমাদনশৈলে সর্ষপ মাত্র পিণ্ড প্রদান করিবে। এইরূপ পিণ্ড দানে পিতৃ-পুরুষগণ যুগক্ষয় যাবৎ তৃপ্তি লাভ করেন। অথবা পিতৃগণের উদ্দেশে শমীদল তুল্য পিণ্ড দান করিতে হয়। পিণ্ডদানের ফলে স্বর্গবাসীরাও মোক্ষ এবং নরকবাসীরাও স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন। তৎ-পরে তদুপরিস্থ সর্ব্বতীর্থোত্তম পবিত্র মহাতীর্থ পাপ-নাশন নামে লোকবিখ্যাত। হে বিপ্রগণ! ঐ পুণ্যতম তীর্থ পবিত্র গন্ধমাদনে অবস্থিত। উহার স্মরণমাত্রেই গর্ভবাস যন্ত্রণা আর ঘটে না। ঐ তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া লোকে স্বীয় দেহমালিন্য ক্ষালনের নিমিত্ত স্নান করিবে। সে স্থানে স্নানের ফলে মানব বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকে, নিশ্চয়ই। ঋষিগণ কহিলেন—হে সূত! পাপবিনাশন নামক তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর। তুমি ব্যাসের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ; সুতরাং হে মহামুনে! সকলই তোমার বিদিত। সূত কহিলেন,—হিমালয়ের পার্শ্বে পবিত্র ব্রহ্মাশ্রমে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, হে বিপ্র-বরগণ! আপনাদের নিকট সে বিবরণ বলিতেছি। হিমালয়ের পূত পার্শ্বে ব্রহ্মাশ্রম নামে এক পুণ্য আশ্রমপদ বিদ্যমান। ঐ আশ্রম নানা তরুগণে

পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে ॥ ২৫ ॥ বহুগুল্মলতাকীর্ণং মৃগদ্বিপনিষেবিতম্। সিদ্ধচারণসঙ্ঘুষ্টং রম্যং পুষ্পিতকাননম্ ॥ ২৬ ॥ ব্রতিভির্বহুভিঃ কীর্ণং তাপসৈরুপশোভিতম্। ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাভাগৈঃ সূর্য জ্বলনসন্নিভৈঃ ॥ ২৭ ॥ নিয়মব্রতসম্পন্নৈঃ সমাকীর্ণং তপস্বিভিঃ। দীক্ষিতৈর্যোগহেতোশ্চ যতাহারৈঃ কৃতাত্মভিঃ ॥ ২৮ ॥ বেদাধ্যয়নসম্পন্নৈর্বৈদিকৈঃ পরিবেষ্টিতম্। বর্ণিভিশ্চ গৃহস্থৈশ্চ বানপ্রস্থৈশ্চ ভিক্ষুভিঃ ॥ ২৯ ॥ স্বাশ্রমাচারনিরতৈঃ স্ববর্ণোক্তবিধায়িভিঃ। বালখিল্যৈশ্চ মুনিভিঃ সম্প্রাপ্তৈশ্চ মরীচিভিঃ ॥ ৩০ ॥ তত্রাশ্রমে পুরা কশ্চিচ্ছূদ্রো দৃঢমতির্দ্বিজাঃ। সাহসী ব্রাহ্মণাভ্যাসমাজগাম মুদান্বিতঃ ॥ ৩১ ॥ আগতো হ্যাশ্রমপদং পূজিতশ্চ তপস্বিভিঃ। নাম্না দৃঢমতিঃ শুদ্ধঃ সাষ্টাঙ্গং প্রণনাম বৈ ॥ ৩২ ॥ তান্ স দৃষ্ট্বা মুনিগণান দেবকল্পান্ মহৌজসঃ। কুর্বতো বিবিধান্ যজ্ঞান্ সম্প্রহৃষ্য স শূদ্রকঃ ॥ ৩৩ ॥ অথাস্য বুদ্ধিরভবত্তপঃ কর্তুমনুত্তমম্। ততোঽব্রবীৎ কুলপতিং মুনিমাগত্য তাপসম্ ॥ ৩৪ ॥ দৃঢমতিরুবাচ। তপোধন নমস্তেঽস্তু রক্ষ মাং করুণানিধে। তব প্রসাদাদিচ্ছামি ধর্মং চর্তুং দ্বিজর্ষভ। তস্মাদভিগতং মাং ত্বং যাগে দীক্ষয় সুব্রত ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মন্নবরবর্ণোঽহং শূদ্রো জাত্যাস্মি সত্তম ॥ ৩৬ ॥ শুশ্রূষাং কর্তুমিচ্ছামি প্রপন্নায় প্রসীদ মে। এবমুক্তে তু শূদ্রেণ তমাহ ব্রাহ্মণস্তদা ॥ ৩৭ ॥ কুলপতিরুবাচ। যাগে দীক্ষয়িতুং শক্যো ন শূদ্রো হীনজন্মভাক্। শ্রূয়তাং যদি তে বুদ্ধিঃ শুশ্রূষানিরতো ভব ॥ ৩৮ ॥ উপদেশো ন কর্তব্যো জাতিহীনস্য কর্হিচিৎ। উপদেশে মহান্ দোষ উপাধ্যায়স্য বিদ্যতে ॥ ৩৯ ॥ নাধ্যাপয়েদ্বুধঃ শূদ্রং তথা নৈব চ যাজয়েৎ। ন পাঠয়েত্তথা শূদ্রং শাস্ত্রং ব্যাকরণাদিকম্ ॥ ৪০ ॥ কাব্যং বা নাটকং বাপি তথালঙ্কারমেব চ। পুরাণমিতিহাসঞ্চ শূদ্রং নৈব তু পাঠয়েৎ ॥ ৪১ ॥ যদি চোপদিশেদ্বিপ্রঃ শূদ্রঞ্চৈতানি কর্হিচিৎ। ত্যজেয়ুর্ব্রাহ্মণা বিপ্রং তং গ্রামাদ্ব্রহ্মসমাৎ ॥ ৪২ ॥ শূদ্রায় চোপদেষ্টারং দ্বিজং চণ্ডালবত্ত্যজেৎ। শূদ্রং চাক্ষরসংযুক্তং দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ ৪৩ ॥ অতঃ শুশ্রূষ ভদ্রস্তে ব্রাহ্মণান্ শ্রদ্ধয়া সহ। শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা

আকীর্ণ, বহুগুল্মলতা-পরিবৃত, মৃগ ও দ্বিপগণ কর্তৃক নিষেবিত এবং সিদ্ধ ও চারণবৃন্দে সুশোভিত। উহা রম্য পুষ্পিতবনে বিমণ্ডিত ও বহু ব্রতি দ্বারা পরিবৃত। তথায় তাপসগণ, সূর্য্য ও অগ্নিপ্রতিম মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ, নিয়ম ও ব্রতসম্পন্ন তপস্বিগণ, যাগহেতু দীক্ষিত যতাহার কৃতাত্মা ঋষিগণ, বেদাধ্যয়নসম্পন্ন বেদবাদী বর্ণী গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুগণ, এবং স্বীয় আশ্রমনিরত স্ববর্ণোচিত কর্মানুষ্ঠায়ী বালখিল্য ও মরীচিপ মুনিগণ সে আশ্রমে সতত সন্নিহিত। হে দ্বিজগণ! পুরাকালে সেই আশ্রমে দৃঢমতিনামক জনৈক সাহসী শূদ্র প্রীতিসহকারে ব্রাহ্মণগণ সমীপে আগমন করিল। আশ্রমে আসিবা মাত্র তপস্বিগণ তাহার সৎকার করিলেন! অভ্যাগত শূদ্র তাঁহাদিগকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। অনন্তর সে সেই দেবকল্প মহাতেজা মুনিগণকে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে দেখিয়া হৃষ্ট হইল এবং উত্তম তপস্যাচরণে তাহার বুদ্ধি জন্মিল। পরে সেই শূদ্র তত্রত্য কুলপতি তপস্বীকে কহিল,—হে তপোধন! আপনাকে নমস্কার। হে করুণানিধে! অমাকে আপনি রক্ষা করুন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনার প্রসাদে আমি ধর্ম্মাচরণ করিতে ইচ্ছা করি। অতএব হে সুব্রত! মাদৃশ শরণাগত ব্যক্তিকে আপনি যজ্ঞে দীক্ষিত করুন।১৮—৩৫। হে সত্তম ব্রহ্মন্! আমি জাতিতে শূদ্র—নীচবর্ণ ; আপনার শুশ্রূষা করিতে ইচ্ছা করি ; অতএব মাদৃশ প্রপন্ন জনের প্রতি প্রসন্ন হউন। শূদ্র এইকথা কহিলে তখন কুলপতি ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হীনযোনি শূদ্রকে আমি যজ্ঞে দীক্ষিত করিতে পারি না। যদি তোমার ধর্ম্মাচরণে বুদ্ধি হইয়া থাকে, তবে তুমি শুশ্রূষায় তৎপর হও। কোনও হীনজাতি ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কেননা এরূপ উপদেশ প্রদানে উপাধ্যায় ব্যক্তির মহান্ দোষ ঘটিয়া থাকে। পণ্ডিত ব্যক্তি শূদ্রকে অধ্যাপনা করিবেন না, তাহার যাজকতা করিবেন না, অথবা ব্যাকরণাদি শাস্ত্র, কিম্বা কাব্য, নাটক, অলঙ্কার ইতিহাস, পুরাণ, কিছুই শূদ্রকে অধ্যয়ন করাইবেন না। যদি কোন ব্রাহ্মণ কদাচিৎ কোন শূদ্রকে ঐ সকল শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন, তবে অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠ গ্রাম হইতে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। শূদ্রোপদেশক ব্রাহ্মণকে চণ্ডালবৎ পরিত্যাগ করাই বিধেয়। শাস্ত্রপাঠক শূদ্রকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করিতে হয়। অতএব তুমি শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মণদিগের শুশ্রূষাই করিতে থাক। শূদ্রগণের পক্ষে দ্বিজাতির শুশ্রূষা করাই

মন্বাদিভিরুদীরিতা॥ ৪৪॥ ন হি নৈসর্গিকং কর্ম্ম পরিত্যক্তুং ত্বমর্হসি। এবমুক্তস্তু মুনিনা স শূদ্রোঽচিন্তয়ত্তদা॥ ৪৫॥ কিং কর্ত্তব্যং ময়া ত্বদ্য ব্রতে শ্রদ্ধা হি মে পুরা। যথা স্যান্মম বিজ্ঞানং যতিষ্যেঽহং তথাদ্য বৈ॥ ৪৬॥ ইতি নিশ্চিত্য মনসা শূদ্রো দৃঢ়মতিস্তদা। গত্বাশ্রমপদাদ্দূরং কৃতবানুটজং শুভম্॥ ৪৭॥ তত্র বৈ দেবতাগারং পুণ্যাস্যায়তনানি চ। পুষ্পারামাদিকং চাপি তটাকখননাদিকম্॥ ৪৮॥ শ্রদ্ধয়া কারয়ামাস তপঃসিদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ। অভিষেকাংশ্চ নিয়মানুপবাসাদিকানপি॥ ৪৯॥ বলিঞ্চ কৃত্বা হুত্বা চ দৈবতান্যভ্যপূজয়ৎ। সঙ্কল্পনিয়মোপেতঃ ফলাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৫০॥ নিত্যং কন্দৈশ্চ মূলৈশ্চ পুষ্পৈরপি তথা ফলৈঃ। অতিথীন্ পূজয়ামাস যথাবৎসমুপাগতান্॥ ৫১॥ এবং হি সুমহান্ কালো ব্যতিচক্রাম তস্য বৈ। অথাশ্রমমগাত্তস্য সুমতির্নাম নামতঃ॥ ৫২॥ দ্বিজো গর্গকুলোদ্ভূতঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। স্বাগতেন মুনিং পূজ্য তোষয়িত্বা ফলাদিকৈঃ। কথয়ন্ বৈ কথাঃ পুণ্যাঃ কুশলং পর্য্যপৃচ্ছত॥৫৩॥ ইত্থং স প্রণিপাতাদ্যৈরুপচারৈস্তু পূজিতঃ॥ ৫৪॥ আশীর্ভিরভিনন্দ্যৈনং প্রতিগৃহ্য চ সৎক্রিয়াম্। তমাপৃচ্ছ্য প্রহৃষ্টাত্মা স্বাশ্রমং পুনরাযযৌ॥ ৫৫॥ এবং দিনে দিনে বিপ্রঃ শূদ্রেঽস্মিন্ পক্ষপাতবান্। আগচ্ছদাশ্রমং তস্য দ্রষ্টুং তং শূদ্রযোনিজম্॥ ৫৬॥ বহুকালং দ্বিজস্যাভূৎ সংসর্গঃ শূদ্রযোনিনা। স্নেহস্য বশমাপন্নঃ শূদ্রোক্তং নাতিচক্রমে॥ ৫৭॥ অথাগতং দ্বিজং শূদ্রঃ প্রাহ স্নেহবশীকৃতম্। হব্যকব্যবিধানং মে কৃৎস্নং ব্রূহি মুনীশ্বর॥ ৫৮॥ পিতৃকার্য্যবিধানার্থং দেবকার্যার্থমেব চ। মন্ত্রানুপদিশ ত্বং মে মহালয়বিধিং তথা॥ ৫৯॥ অষ্টকাশ্রাদ্ধকৃত্যঞ্চ বৈদিকং যচ্চ কিঞ্চন। সর্ব্বমেতদ্রহস্যং মে ব্রূহি ত্বং বৈ গুরুর্ম্মতঃ॥ ৬০॥ এবমুক্তঃ স শূদ্রেণ সর্ব্বমেতদুপাদিশৎ। কারয়ামাস তস্যায়ং পিতৃকার্য্যাদিকং তথা॥ ৬১॥ পিতৃকার্য্যে কৃতে তেন বিসৃষ্টঃ স দ্বিজো গতঃ। অথ দীর্ঘেণ কালেন পোষিতঃ শূদ্রযোনিনা॥ ৬২॥ ত্যক্তো বিপ্রগণৈঃ সোঽয়ং

কর্ত্তব্য। মন্বাদি ঋষিগণ ইহাই ব্যবস্থা করিয়াছেন। বস্তুতঃ নৈসর্গিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করাও তোমার উচিত হয় না। মুনিবর এই কথা কহিলে শূদ্র তখন চিন্তা করিতে লাগিল,—আমার কি কর্ত্তব্য, ব্রত নিয়মাদি ব্যাপারে পূর্ব্ব হইতেই আমার শ্রদ্ধা আছে। এক্ষণে যাহাতে আমার বিশিষ্ট জ্ঞান হইতে পারে, সেজন্য আমি চেষ্টা করিব। দৃঢ়মতি শূদ্র মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই আশ্রমপদ হইতে কোন দূরদেশে গিয়া কুটীর নির্ম্মাণ করিল। অনন্তর নিজের তপঃসিদ্ধির নিমিত্ত সেই শূদ্র শ্রদ্ধার সহিত তথায় দেবাগার, পুণ্য আয়তন, পুষ্পারাম ও তড়াগ খননাদি কার্য্য করিতে লাগিল, এবং তীর্থাভিষেক, উপবাসাদি নিয়ম, বলিপ্রদান ও হোম করিয়া দেবতাদিগকে পূজা করিল। ঐ শূদ্র সাধক,ফলাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সঙ্কল্প ও নিয়ম সহকারে নিত্য নিত্য কন্দ, মূল, ফল ও পুষ্পাদি দ্বারা অভ্যাগত অতিথিদিগকে যথাবৎ অর্চ্চনা করিতে লাগিল। এইরূপে তাহার বহুকাল অতিবাহিত হইল। অনন্তর গর্গকুলোৎপন্ন সুমতিনামক জনৈক সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ একদা তাহার আশ্রমে আগমন করিলেন। শূদ্র সেই অভ্যাগত মুনিকে স্বাগত বাক্যে সৎকার করিয়া ফলাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিল এবং নানা পুণ্য কথার অবতারণাপূর্ব্বক তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিল। ৩৬-৫৩। এইরূপে সেই মুনি প্রণিপাত ও উপচারাদি দ্বারা শূদ্রের নিকট সৎকৃত হইয়া আশীর্ব্বাক্যে তাহাকে অভিনন্দনপূর্ব্বক সৎকারগ্রহণাস্তে হৃষ্টচিত্তে স্বীয়াশ্রমে পুনরায় প্রত্যাগত হইলেন। এইরূপে সেই বিপ্র ঐ শূদ্র সাধকের গুণপক্ষপাতী হইয়া প্রায়ই শূদ্রকে দেখিবার জন্য তদীয় আশ্রমে আগমন করিতেন। সেই শূদ্রের সহিত এইরূপে বহুকাল যাবৎ ঐ দ্বিজবরের সংসর্গ ঘটিল। তাহাতে শূদ্রস্নেহের বশতাপন্ন হইয়া তিনি শূদ্রবাক্য লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। অনন্তর একদা সেই দ্বিজবর আশ্রমে আসিলে, শূদ্র তাঁহাকে কহিল,—হে মুনিবর! আপনি আমার নিকট সমস্ত হব্য-কব্য বিধি বর্ণন করুন। পিতৃকার্য্য, দেবকার্য্য ও মহালয়াশ্রাদ্ধ সম্পাদনের নিমিত্ত যে সকল মন্ত্রের আবশ্যক, তাহাও আমাকে উপদেশ দিন। আপনি আমার গুরু; অতএব অষ্টকাশ্রাদ্ধ বা অন্যান্য যে কিছু বৈদিককার্য্য, তৎসমস্ত রহস্যই আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। শূদ্র এই কথা কহিলে, সেই ব্রাহ্মণ তৎসমস্তই তাহাকে উপদেশ দিলেন এবং তাহার পিতৃকার্য্যাদি তিনিই সম্পাদন করাইলেন। পিতৃকার্য্য সমাধা হইলে, শূদ্রের নিকট বিদায় লইয়া সেই ব্রাহ্মণ নিজাশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর দীর্ঘকাল পরে ঐ শূদ্রাপালিত ব্রাহ্মণকে অন্যান্য ব্রাহ্ম-

পঞ্চত্বমগমদ্দ্বিজঃ বৈবস্বতভটৈর্নীত্বা পাতিতো নরকে-স্বপি ॥ ৬৩ ॥ কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ। ভুক্ত্বা ক্রমে নরকাংস্তদন্তে স্থাবরোঽভবৎ ॥ ৬৪ ॥ গর্দ্দভস্ত ততো জজ্ঞে বিড়্‌বরাহস্ততঃ পরম্। জজ্ঞেঽথ সারমেয়োঽসৌ পশ্চাদ্বায়সতাং গতঃ ॥ ৬৫ ॥ অথ চণ্ডালতাং প্রাপ শূদ্রযোনিমগাত্ততঃ। গতবান্ বৈশ্যতাং পশ্চাৎ ক্ষত্রিয়স্তদনন্তরম্ ॥ ৬৬ ॥ প্রবলৈর্ব্বাধ্যমানোঽসৌ ব্রাহ্মণো বৈ তদাভবৎ। উপনীতঃ স পিত্রা তু বর্ষে গর্ভাষ্টমে দ্বিজঃ ॥ ৬৭ ॥ বর্ত্তমানঃ পিতুর্গেহে স্বাচারাভ্যাসতৎপরঃ। গচ্ছন্ কদাচিদ্গহনে গৃহীতো ব্রহ্মরক্ষসা ॥ ৬৮ ॥ রুদন্ ভ্রমন্ স্খলন্মূঢ়ঃ প্রহসন্ বিলপন্নসৌ। শশ্বদ্ধাহেতি চ বদন্ বৈদিকং কর্ম্ম সোঽত্যজৎ ॥ ৬৯ ॥ দৃষ্ট্বা সুতং তথাভূতং পিতা দুঃখেন পীড়িতঃ। সুতমাদায় চ স্নেহাদগস্ত্যং শরণং যযৌ ॥ ৭০ ॥ ভক্ত্যা মুনিং প্রণম্যাসৌ পিতা তস্য সুতস্য বৈ। তস্মৈ নিবেদয়ামাস স্বপুত্রস্য বিচেষ্টিতম্ ॥ ৭১ ॥ অব্রবীচ্চ তদা বিপ্রঃ কুম্ভজং মুনিপুঙ্গবম্। এষ মে তনয়ো ব্রহ্মন্ গৃহীতো ব্রহ্মরক্ষসা ॥ ৭২ ॥ সুখং ন ভজতে ব্রহ্মন্ রক্ষ তং করুণাদৃশা। নাস্তি মে তনয়োঽপ্যন্যঃ পিতৄণামৃণমুক্তয়ে ॥ ৭৩ ॥ অস্য পীড়াবিনাশার্থমুপায়ং ব্রূহি কুম্ভজ। ত্বৎসমস্ত্রিষু লোকেষু তপঃশীলো ন বিদ্যতে ॥ ৭৪ ॥ অগ্রণীঃ শিবভক্তানামুক্তস্ত্বং হি মহর্ষিভিঃ। ত্বাং বিনাস্য পরিত্রাণং ন মে পুত্রস্য বিদ্যতে ॥ ৭৫ ॥ পিত্রে কৃপাং কুরুষ ত্বং দশাশীলা হি সাধবঃ। শ্রীসূত উবাচ। এবমুক্তস্তদা তেন কুম্ভজো ধ্যানমাস্থিতঃ ॥ ৭৬ ॥ ধ্যাত্বা তু সুচিরং কালমব্রবীদ্ ব্রাহ্মণং ততঃ। অগস্ত্য উবাচ। পূর্ব্বজন্মনি তে পুত্রো ব্রাহ্মণোঽয়ং মহামতে ॥ ৭৭ ॥ সুমতির্নাম বিপ্রোঽয়ং মতিং শূদ্রায় বৈদদৌ। কর্ম্মাণি বৈদিকান্যেষ সর্ব্বাণ্যুপদিদেশ বৈ ॥ ৭৮ ॥ অতোঽয়ং নরকান্ ভুক্ত্বা কল্পকোটিসহস্রকম্। জাতো ভুবি তদন্তেষু স্থাবরাদিষু

শেরা ত্যাগ করিলেন। স্বজাতি-পরিত্যক্ত ব্রাহ্মণ পরে কালক্রমে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। যমদূতগণ তাঁহাকে লইয়া গিয়া নরকমধ্যে নিপাতিত করিল। তিনি কল্পকোটি সহস্র ও কল্পকোটি শত কাল ক্রমশ নরক ভোগ করিয়া তদন্তে স্থাবরযোনি প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে সেই জন্মের পর গর্দ্দভ, তৎপরে বিষ্ঠাভোজী বরাহ, অনন্তর সারমেয়, তৎপশ্চাৎ বায়স, তৎপরে চণ্ডাল, তদন্তে শূদ্র এবং শূদ্রজন্মের পর বৈশ্য ও তৎপশ্চাৎ ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। এই জন্মে তিনি প্রবল প্রতিপক্ষের হস্তে নিহত হইয়া অনন্তর ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিলেন। তাঁহার পিতা গর্ভ হইতে অষ্টম বর্ষে তদীয় উপনয়নসংস্কার সামাধা করিলেন। উপনয়নের পর ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণোচিত আচার ব্যবহার প্রতিপালন পূর্ব্বক পিতার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। একদা কার্য্যোপলক্ষে কোন গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলে একটা ব্রহ্মরাক্ষস তাঁহাকে আশ্রয় করিল। ঐ অবস্থায় ব্রাহ্মণ মূঢ়বুদ্ধি হইয়া কখন রোদন, কখন ভ্রমণ, কখন হাস্য, এবং কখন কখন বা হাহারবে বিলাপ করিতে করিতে স্বীয় বৈদিকধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। পিতা পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া দুঃখাভিভূত হইলেন এবং স্নেহবশে পুত্রকে লইয়া অগস্ত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পিতা অগস্ত্যাশ্রমে উপনীত হইয়া ভক্তির সহিত মুনিকে প্রণামপূর্ব্বক স্বীয় পুত্রের ব্যবহার তাঁহার নিকট সমস্তই নিবেদন করিলেন। ৫৪-৭১। তিনি কুম্ভযোনি মুনিবরকে বলিলেন যে,হে ব্রহ্মন্! এই আমার পুত্র; এক ব্রহ্মরাক্ষস আসিয়া ইহাকে আশ্রয় করিয়াছে, রাক্ষসের আশ্রয়ে পুত্র আমার সুখী হইতে পারিতেছে না; অতএব হে ব্রহ্মন্! আপনি করুণা-দৃষ্টিপাতে ইহাকে রক্ষা করুন। পিতৃগণের ঋণমোচনের জন্য আমার আর অন্য পুত্র নাই। হে কুম্ভযোনে! আপনি ইহার পীড়া বিনাশের উপায় বলিয়া দিন। আপনার সমান তপঃশীল ব্যক্তি ত্রিভুবনে নাই। মহর্ষিগণ বলিয়াছেন,—আপনি শিবভক্তগণের অগ্রণী। আপনি ব্যতীত আমার পুত্রের পরিত্রাণ প্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই। অতএব এই হতভাগ্য পুত্রের পিতার উপর আপনি কৃপাদৃষ্টি করুন; কেননা, সাধুগণ সততই করুণস্বভাব। সূত কহিলেন,—ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে কুম্ভযোনি তখন ধ্যানস্থ হইলেন। পরে কিয়ৎকাল ধ্যান করিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—হে মহামতে! তোমার এই পুত্র পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিল। ইহার নাম ছিল সুমতি। এই সুমতি শূদ্রকে শাস্ত্রজ্ঞান প্রদান করিয়াছিল এবং যে কিছু বৈদিক কর্ম্ম, তৎসম্বন্ধীয় উপদেশাদিও সেই শূদ্র এই সুমতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই জন্য এই সুমতি সহস্র কল্পকোটিকাল নরকভোগের পর

যোনিষু॥ ৭৯॥ ইদানীং ব্রাহ্মণো জাতঃ কর্ম্মশেষেণ তে সুতঃ। যমেন প্রেষিতেনাত্র গৃহীতো ব্রহ্মরক্ষসা॥ ৮০॥ ক্রূরেণ পাতকেনাস্ম পূর্ব্বজন্মকৃতেন বৈ। উপায়ন্তে প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মরক্ষোবিনাশনে॥ ৮১॥ শৃণুষ শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সমাধায় চ মানসম্। দক্ষিণাম্ভোনিধৌ বিপ্র সেতুরূপো মহাগিরিঃ॥ ৮২॥ বর্ত্ততে দৈবতৈঃ সেব্যঃ পাবনো গন্ধমাদনঃ। তস্তোপরি মহাতীর্থং নাম্না পাপবিনাশনম্॥ ৮৩॥ অস্তি পুণ্যং প্রসিদ্ধঞ্চ মহাপাতকনাশনম্। ভূতপ্রেতপিশাচানাং বেতালব্রহ্মরক্ষসাম্॥ ৮৪॥ মহতাং চৈব রোগাণাং তীর্থং তন্নাশকং স্মৃতম্। সুতমাদায় গচ্ছ ত্বং তত্তীর্থং সেতুমধ্যগম্॥ ৮৫॥ প্রযতঃ স্নাপয় সুতং তীর্থে পাপবিনাশনে। স্নানেন ত্রিদিনং তত্র ব্রহ্মরক্ষো বিনঙ্ক্ষ্যতি॥ ৮৬॥ নৈবোপায়ান্তরং তস্য বিনাশে বিদ্যতে ভূবি। তস্মাচ্ছীঘ্রং প্রয়াহি ত্বং রামসেতুং বিমুক্তিদম্॥ ৮৭॥ তত্র পাপবিনাশাখ্যতীর্থে স্নাপয় তে সুতম্। মা বিলম্বং কুরুষাত্র ত্বরয়া যাহি বৈ দ্বিজ॥ ৮৮॥ ইত্যুক্তঃ স দ্বিজোঽগস্ত্যং প্রণম্য ভুবি দণ্ডবৎ। অনুজ্ঞাতশ্চ তেনাসৌ প্রযযৌ গন্ধমাদনম্॥ ৮৯॥ সুতেন সাকং বিপ্রেন্দ্রো গত্বা পাপবিনাশনম্। সঙ্কল্পপূর্ব্বং সংস্নাপ্য দিনত্রয়মসৌ সুতম্॥ ৯০॥ স্বস্নৌ স্বয়ঞ্চ বিপ্রেন্দ্রাঃ পিতা পাপবিনাশনে। অথ তস্য সুতস্তত্র বিমুক্তো ব্রহ্মরক্ষসা॥ ৯১॥ সমজায়ত নীরোগঃ স্বস্থঃ সুন্দররূপধৃক্। সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধোঽসৌ ভুক্ত্বা ভোগাননেকশঃ॥ ৯২॥ দেহান্তে প্রযযৌ মুক্তিং স্নানাৎ পাপবিনাশনে। পিতাপি তত্র স্নানেন দেহান্তে মুক্তিমাপ্তবান্॥ ৯৩॥ তেনোপদিষ্টো যঃ শূদ্রঃ স ভুক্ত্বা নরকান্ ক্রমাৎ। অনেকাসু জনিত্বা চ কুৎসিতাস্বপি যোনিষু॥ ৯৪॥ গৃধ্রজন্মাভবৎ পশ্চাদ্গন্ধমাদনপর্ব্বতে। স কদাচিজ্জলং পাতুং তীর্থে পাপবিনাশনে॥ ৯৫॥ সমাগতঃ পপৌ তোয়ং সিষিচে চাস্থনস্তনুম্। তদৈব দিব্যদেহঃ সন্ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ॥ ৯৬॥ দিব্যমাল্যাম্বরধরো রক্তচন্দন-

এই ভূতলে স্থাবরাদি নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, অনন্তর কর্ম্মাবশেষে এ জন্মে এই সুমতি ব্রাহ্মণ হইয়াছে। যমরাজ এক ব্রহ্মরাক্ষসকে প্রেরণ করেন, সেই রাক্ষসই ইহাকে আসিয়া আশ্রয় করিয়াছে। এই রাক্ষসাক্রমণ পূর্ব্বজন্মকৃত কঠোর পাতকেরই ফল। যাহা হউক আমি এক্ষণে এই ব্রহ্মরাক্ষসের বিনাশের উপায় বলিতেছি। তুমি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অবহিতমনে শ্রবণ কর। হে বিপ্র! দক্ষিণাব্ধির মধ্যভাগে সেতুরূপে এক মহাগিরি বিরাজ করিতেছে। ঐ গিরির নাম গন্ধমাদন। উহা সর্ব্বদেবের সেব্য ও পরম পবিত্র। ঐ গিরির উপর পাপবিনাশন নামে এক মহাতীর্থ বিদ্যমান। ঐ প্রসিদ্ধ তীর্থ পবিত্র এবং মহাপাতকহর। ভূত, প্রেত, পিশাচ, বেতাল, বা ব্রহ্মরাক্ষস এমন কি যে সমস্ত মহারোগ আছে, ঐ তীর্থ তৎসমুদয়েরই নাশক; অতএব তুমি পুত্র লইয়া সেতুমধ্যগত সেই তীর্থেই গমন কর। সেখানে গিয়া প্রযতভাবে পাপবিনাশন তীর্থে পুত্রকে স্নান করাও। দিনত্রয় স্নান করিলেই ব্রহ্মরাক্ষস বিনষ্ট হইবে। ইহা ভিন্ন তাহার নাশের অন্য উপায় এ ভূতলে নাই। অতএব শীঘ্র তুমি সেই মুক্তিপ্রদ রামসেতু গমন কর এবং তত্রত্য পাপবিনাশ-নামক তীর্থে পুত্রকে স্নান করাও। হে দ্বিজ! এ কার্য্যে বিলম্ব করিও না; সত্বর সেই তীর্থে যাত্রা কর।৭২—৮৮। অগস্ত্য এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দণ্ডবৎ হইয়া ভূতলে প্রণতিপূর্ব্বক তদীয় অনুজ্ঞাক্রমে গন্ধমাদনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পরে সুত সমভিব্যাহারে সেই বিপ্র পাপবিনাশন তীর্থে গমন করিয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক তিন দিন যাবৎ পুত্রকে তথায় স্নান করাইলেন এবং নিজেও সেই পাপনাশন তীর্থে স্নান করিলেন। অনন্তর স্নানের ফলে তদীয় পুত্র ব্রহ্মরাক্ষস হইতে মুক্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ নীরোগ, স্বাস্থ্যসম্পন্ন, সুন্দর ও সর্ব্বসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। অনন্তর বিবিধ সুখভোগের পর পাপবিনাশন তীর্থের স্নানের ফলে ঐ দ্বিজপুত্র দেহান্তে মুক্তিলাভ করিলেন। তাঁহার পিতাও সেই তীর্থে স্নান করিয়াছিলেন বলিয়া দেহান্তে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইলেন। এ দিকে দ্বিজপুত্র সুমতি যে শূদ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন, ঐ শূদ্র বহু নরক ভোগ করিয়া ক্রমে বিবিধ কুৎসিত যোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পশ্চাৎ গন্ধমাদন শৈলে এক গৃ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। একদা ঐ গৃধ্র জলপানার্থ পাপবিনাশন তীর্থে আগমন করিয়া স্বীয় দেহ জলধৌত করতঃ সেই তীর্থের জল পান করিল। তাহাতে তদ্দণ্ডেই তাহার দিব্য দেহ হইল। সে সর্ব্বাভরণে ভূষিত, দিব্য মাল্যাম্বরে মণ্ডিত ও রক্তচন্দনে

রুষিতঃ। দিব্যং বিমানমারুহ্য শোভিতশ্ছত্রচামরৈঃ॥ ৯৭॥ উত্তমস্ত্রীপরিবৃতঃ প্রযযাবমরালয়ম্॥ ৯৮॥ শ্রীসূত উবাচ। এবম্প্রভাবমেতদ্ধি তীর্থং পাপবিনাশনম্। স্বর্গদং মোক্ষদং পুণ্যং প্রায়শ্চিত্তকরং তথা। ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানৈঃ সেবিতং সুরসেবিতম্॥ ৯৯॥ পাপানাং নাশনাদ্বিপ্রাঃ পাপনাশাভিধং হি তৎ। শ্রেয়োর্থী পুরুষস্তস্মাৎ স্নায়াৎ পাপবিনাশনে॥ ১০০॥ ইত্থং রহস্যং কথিতং মুনীন্দ্রাস্তদ্বৈভবং পাপবিনাশনস্য। যত্রাভিষেকাৎ সহসা বিমুক্তৌ দ্বিজশ্চ শূদ্রশ্চ বিনিন্দ্যকৃত্যৌ॥ ১০১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পাপবিনাশপ্রভাবকথনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। পাপনাশে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপনিবর্হণে। ততঃ সীতাসরো গচ্ছেৎ স্নাতুং নিয়মপূর্ব্বকম্॥ ১॥ যানি কানি চ পুণ্যানি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানি বৈ। তানি গঙ্গাদিতীর্থানি স্বপাপপরিশুদ্ধয়ে॥ ২॥ সীতাসরসি বর্ত্তন্তে মহাপাতকনাশনে। ক্ষেত্রাণ্যপি মহার্হাণি কাশ্যাদীনি দিবানিশম্॥৩॥ সীতাসরোঽত্র সেবন্তে স্বস্বকল্মষশান্তয়ে। তস্যাঃ সরসি সঙ্গীতগুণেনাকৃষ্য বালিশঃ॥ ৪॥ পঞ্চাননোঽপি বসতে পঞ্চপাতকনাশনঃ। তদেতৎ তীর্থমাগত্য স্নাত্বা বৈ শ্রদ্ধয়া সহ। পুরন্দরঃ পুরা বিপ্রা মুমুচে ব্রহ্মহত্যয়া॥ ৫॥ ঋষয় ঊচুঃ। ব্রহ্মহত্যা কথমভূদ্বাসবস্য পুরা মুনে। সীতাসরসি স স্নানাৎ কথং মুক্তোঽভবত্তয়া॥ ৬॥ শ্রীসূত উবাচ। কপালাভরণো নাম রাক্ষসোঽভূৎ পুরা দ্বিজাঃ॥ ৭॥ অবধ্যঃ সর্ব্বদেবানাং সোঽভবদ্‌ব্রহ্মণো বরাৎ। শবভক্ষণনামা তু তস্যাসীন্মন্ত্রিসত্তমঃ॥ ৮॥ অক্ষৌহিণীশতং তস্য হয়েভরথসঙ্কুলম্॥ অস্তি তস্য পুরঞ্চাপি বৈজয়ন্তমিতি শ্রুতম্॥ ৯॥ বসত্যস্মিন্ পুরে সোঽয়ং কপালাভরণো বলী। শবভক্ষং সমাহূয় বভাষে মন্ত্রিণং দ্বিজাঃ॥ ১০॥ শবভক্ষ মহাবীর্য্য মন্ত্রশাস্ত্রেষু কোবিদ। বয়ং দেবপুরীং গত্বা বিনির্জ্জিত্য সুরান্ রণে॥ ১১॥ শক্রস্য ভবনে রম্যে

চর্চ্চিত হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক ছত্রচামরাদি দ্বারা সুশোভিত ও দিব্য যোষিদ্‌বৃন্দে পরিবৃত হইয়া অমরালয়ে গমন করিল। সূত কহিলেন,—পাপবিনাশন তীর্থ এইরূপই মাহাত্ম্যমণ্ডিত; ইহা স্বর্গদ, মোক্ষপ্রদ, পুণ্যজনক ও প্রায়শ্চিত্তসাধন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ঐ সুরসেবিত তীর্থের সেবা করিয়া থাকেন। হে বিপ্রগণ! পাপনাশ করে বলিয়া ঐ তীর্থ পাপনাশন নামে অভিহিত। অতএব মঙ্গলার্থী পুরুষ সেই পাপ-নাশন তীর্থে স্নান করিবেন। হে মুনীন্দ্রগণ! এই আমি পাপ-নাশন তীর্থের বৈভব ও রহস্য-কথা কীর্ত্তন করিলাম। নিন্দিতকর্ম্মা দ্বিজ এবং শূদ্র এই তীর্থে স্নান করিয়াই সহসা মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ৮৯—১০১।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—মানব সর্ব্বপাপহর পাপ-নাশন তীর্থে স্নান করিয়া পরে নিয়ম-পূর্ব্বক সীতা সরোবরে স্নানার্থ গমন করিবে। এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত গঙ্গাদি যে কিছু পুণ্য তীর্থ আছে, তাহারা সকলেই স্ব স্ব পাপক্ষালনের নিমিত্ত এই মহাপাতকহর সীতা সরোবরে বিদ্যমান। কাশী প্রভৃতি যে সকল মহামহিম ক্ষেত্র আছে, তাহারাও স্ব স্ব কল্মষ শান্তির নিমিত্ত এই সীতাসরোবরের সেবাকার্য্যে নিরত আছে। সীতাসরোবরে সঙ্গীতগুণে আকৃষ্ট হইয়া পঞ্চ-পাতকহর পঞ্চাননও বিমূঢ়মনে বাস করিতেছেন। এই তীর্থে আসিয়াই পুরাকালে পুরন্দর শ্রদ্ধাসহকারে স্নান-পূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে মুনে! বাসব কিরূপে ব্রহ্মহত্যায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন? এবং সীতাসরোবরে স্নান করিয়া কিরূপেই বা তিনি মুক্তিলাভ করেন! সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বে কপালাভরণ নামে এক রাক্ষস ছিল। ঐ রাক্ষস ব্রহ্মার বরে সর্ব্বদেবের অবধ্য হইয়াছিল। ঐ রাক্ষসের এক মন্ত্রী ছিল, তাহার নাম শবভক্ষ। রাক্ষসের রথ, রথ ও গজসঙ্কুল সেনাদলের সংখ্যা ছিল—শত অক্ষৌহিণী। আমরা শুনিয়াছি, দেবেন্দ্রের যে বৈজয়ন্তধাম আছে, বলবান্ কপালাভরণ ঐ পুরে বাস করিত। হে দ্বিজগণ! একদা সেই রাক্ষস তদীয় মন্ত্রী শবভক্ষকে ডাকিয়া বলিল,—হে মন্ত্রকোবিদ মহাবীর্য্য শবভক্ষ! আমরা দেবীপুরে গমনপূর্ব্বক রণে সুরগণকে জয় করিয়া

স্থাস্যামঃ সৈনিকৈঃ সহ। রমাবো নন্দনে তস্য রম্ভাদ্যপ্সরসাং গণৈঃ॥ ১২॥ কপালাভরণস্তেদং নিশম্য বচনং তদা। শবভক্ষোহব্রবীদ্বিপ্রা বচস্তত্র তথাস্ত্বিতি॥ ১৩॥ ততঃ কপালাভরণঃ পুত্রং দুর্মেধসং বলী। প্রতিষ্ঠাপ্য পুরে শূরং সেনয়া পরিবারিতঃ॥ ১৪॥ যুযুৎসুরমরৈঃ সাকং প্রযযাবমরাবতীম্। গজাশ্বরথপাদাতৈরুদ্ধতৈ রেণুসঞ্চয়ৈঃ॥ ১৫॥ শোষয়ন্ যধীন সিন্ধুংশ্চূর্ণয়ন্ পর্ব্বতানপি। নির্য্যাণধ্বনিনা বিপ্রা নাদয়ন্ রোদসী তথা॥ ১৬॥ অশ্বানাং হেষিতরবৈর্গজানামপি বৃংহিতৈঃ। রথনেমিস্বনৈরুগ্রৈঃ সিংহনাদৈঃ পদাতিনাম্॥ ১৭॥ শ্রোত্রাণি দিগ্গজানাঞ্চ বিতন্বন্ বধিরাণি সঃ। অগমদ্দেবনগরীং যুযুৎসুরমরৈঃ সহ॥ ১৮॥ তত ইন্দ্রাদয়ো দেবাঃ সেনাকলকলধ্বনিম্। শ্রুত্বাভিনির্যযুঃ পুর্য্যা যুদ্ধাভিমনসো দ্বিজাঃ॥ ১৯॥ ততো যুদ্ধঃ সমভবদ্দেবানাং রাক্ষসৈঃ সহ। অদৃষ্টপূর্ব্বং জগতি তথৈবাশ্রুতপূর্ব্বকম্॥ ২০॥ তত ইন্দ্রাদয়ো দেবা রাক্ষসাঞ্জঘ্নুরাহবে। রাক্ষসাশ্চ সুরাঞ্জঘ্নুঃ সমরে বিজিগীষবঃ॥ ২১॥ দ্বন্দ্বযুদ্ধঞ্চ সমভূদন্যোন্যং সুররক্ষসাম্। কপালাভরণেনাজৌ যুযুধে বলবৃত্রহা॥ ২২॥ যমেন শবভক্ষশ্চ বরুণেন চ কৌশিকঃ। কুবেরো রুধিরাক্ষেণ যুযুধে ব্রাহ্মণোত্তমাঃ॥ ২৩॥ মাংসপ্রিয়ো মদ্যসেবী ক্রূরদৃষ্টির্ভয়াবহঃ। চত্বার এতে বিক্রান্তাঃ কপালাভরণানুজাঃ॥ ২৪॥ অশ্বিভ্যামগ্নিবায়ুভ্যাং যুদ্ধে যুযুধিরে মিথঃ। ততো যমো মহাবীর্য্যঃ কালদণ্ডেন বেগবান্॥ ২৫॥ শবভক্ষং নিহত্যাজাবনয়দ্যমসাদনম্। তস্য চাক্ষৌহিণীস্ত্রিংশন্নিজঘ্নে সমরে যমঃ॥ ২৬॥ বরুণঃ কৌশিকস্যাজৌ প্রাসেন প্রাহরচ্ছিরঃ। কুবেরো রুধিরাক্ষস্য কুম্ভেনাভ্যহরচ্ছিরঃ॥ ২৭॥ অশ্বিভ্যামগ্নিবায়ুভ্যাং কপালাভরণানুজাঃ। নিহতাঃ সমরে বিপ্রাঃ প্রযুর্য্যমসাদনম্॥ ২৮॥ অক্ষৌহিণীশতং চাপি দেবেন্দ্রেণ মৃধে দ্বিজাঃ। যামার্দ্ধেন হতং যুদ্ধে প্রযযৌ যমসাদনম্॥ ২৯॥ ততঃ কপালাভরণঃ প্রেক্ষ্য সেনাং নিজাং হতাম্। চাপমাদায় নিশিতাংশ্চরাংশ্চাপি মহাজবান্॥ ৩০॥ অভ্যযাৎ সমরে শক্রং তিষ্ঠতিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ। ততঃ শক্রস্য শিরসি ব্যধমচ্ছরপঙ্ক্তিঃ॥ ৩১॥ তানপ্রাপ্তান

সৈন্যদলসহ সুরম্য শক্রভবনে অবস্থান করিব। ইন্দ্রের যে নন্দনবন, রম্ভাদি অপ্সরার সহিত তন্মধ্যে আমরা ক্রীড়া করিব। বিপ্রগণ! কপালাভরণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শবভক্ষ বলিল,—তথাস্তু। অনন্তর কপালাভরণ পুত্র দুর্মেধাকে স্বীয় পুরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেনা সমভিব্যাহারে অমরগণ সহ যুদ্ধার্থ অমরাবতীতে গমন করিল। গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতি হইতে সমুত্থিত ধূলিজালে জলধিকে শোষিত করিয়া—পর্ব্বত সকল চূর্ণ করিয়া—রণাভিযাননাদে রোদসী নিনাদিত করিয়া—অশ্বের হ্রেষারবে, গজগণের বৃংহণে, রথনেমির নিস্বনে ও পদাতিগণের বিকট সিংহনাদে দিগ্গজগণের শ্রোত্র সকল বধির করিয়া সেই রাক্ষস অমরগণ সহ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অমরনগরে গমন করিল। হে দ্বিজগণ! অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ তখন কলকলধ্বনি শ্রবণ করিয়া যুদ্ধার্থ পুরী হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর দেব ও রাক্ষসগণের যুদ্ধারম্ভ হইল। জগতে সে যুদ্ধ অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব। ইন্দ্রাদি দেবগণ যুদ্ধে রাক্ষসদিগকে আহত করিতে লাগিলেন। জিগীষু রাক্ষসেরাও সুরগণকে হনন করিতে লাগিল। অনন্তর সুর ও রাক্ষসগণের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরব্ধ হইল। এই যুদ্ধে ইন্দ্র কপালাভরণের সহিত, শবভক্ষ যমের সহিত, কৌশিক বরুণের সহিত, এবং কুবের রুধিরাক্ষের সহিত যুঝিতে লাগিলেন।১—২৩। হে বিপ্রবরগণ! মাংসপ্রিয়, মদ্যসেবী, ক্রূরদৃষ্টি ও ভয়াবহ নামে কপালাভরণের চারিজন অনুজ ছিল। এই যুদ্ধে তাহারা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি ও বায়ুর সহিত পরস্পর সংগ্রাম করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর্য্য যম সবেগে কালদণ্ড প্রহার করিয়া সমরে শবভক্ষকে যমভবনে প্রেরণ করিলেন। তাহার ত্রিংশৎ অক্ষৌহিণী সেনা ছিল; যম সমরে তাহাদিগকেও নিহত করিলেন। বরুণ রণে প্রাসপ্রহারে কৌশিকের শিরঃ অপহরণ করিলেন। কুবের কুম্ভপ্রহারে রুধিরাক্ষের মস্তক ছেদন করিলেন; অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি ও বায়ু কপালাভরণের অনুজগণকে সমরে নিপাতিত করিলেন। তাহারা যমভবনের অতিথি হইল। হে দ্বিজগণ! দেবেন্দ্র অর্দ্ধ প্রহরের মধ্যে যুদ্ধে রাক্ষসের শতাক্ষৌহিণী সেনা সংহার করিলেন। নিহত সৈন্যগণ সকলেই যমপুরে প্রয়াণ করিল। অনন্তর কপালাভরণ স্বীয় সেনা নিহত হইতে দেখিয়া চাপ ও মহাবেগবান্ নিশিত শর সকল গ্রহণপূর্ব্বক 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া সমরে শক্রাভিমুখে আগমন

প্রচিচ্ছেদ শরৈর্যুদ্ধে স বৃত্রহা। ততঃ শূলং সমাদায় কপালাভরণো মৃধে॥ ৩২ ॥ দেবেন্দ্রায় প্রচিক্ষেপ তং শক্ত্যা নিজঘান সঃ। ততঃ কপালাভরণঃ শতহস্তায়তাং গদাম্॥ ৩৩ ॥ আয়সীং পঞ্চসাহস্র-তুলাভারেণ নির্ম্মিতাম্। আদদে সমরে শক্রং বক্ষোদেশে জঘান চ॥ ৩৪ ॥ ততঃ স মূর্চ্ছিতঃ শক্রো রথোপস্থ উপাবিশৎ। মৃতসঞ্জীবিনীং বিদ্যাং জপিত্বাথ বৃহস্পতিঃ॥ ৩৫ ॥ পুলোমজাপতিং যুদ্ধে সমজীবয়দদ্ভুতম্। ঐরাবতং তদারুহ্য কপালাভরণান্তিকম্॥ ৩৬ ॥ আজগাম শচীভর্ত্তা প্রহর্ত্তুং কুলিশেন তম্। একপ্রহারেণ তদা মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ॥ ৩৭ ॥ কপালাভরণং যুদ্ধে বজ্রেণ সরথাশ্বকম্। সচাপং সধ্বজং চৈব সতূণীরং সবর্ম্মকম্॥ ৩৮ ॥ চূর্ণয়ামাস কুপিতস্তিলশঃ কণশস্তথা। হতে তস্মিন্ মহাবীরে কপালাভরণে রণে॥ ৩৯ ॥ সুখং সর্ব্বস্য লোকস্য বভূব চিরদুঃখিনঃ। রাক্ষসস্য বধোৎপন্না ব্রহ্মহত্যা পুরন্দরম্। অন্বধাবত্তদা ভীমা নাদয়ন্তী দিশো দশ॥ ৪০ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। ন বিপ্রো রাক্ষসঃ সূত কপালাভরণো মুনে। তৎকথং ব্রহ্মহত্যেন্দ্রং তদ্বধাৎ সমুপাদ্রবৎ॥ ৪১ ॥ শ্রীসূত উবাচ। বক্ষ্যামি পরমং গুহ্যং মুনীন্দ্রাঃ পরমাদ্ভুতম্॥ ৪২ ॥ শৃণুত শ্রদ্ধয়া যূয়ং সমাধায় স্বমানসম্। পুরা বিন্ধ্যপ্রদেশেষু ত্রিবক্রো নাম রাক্ষসঃ॥ ৪৩ ॥ তস্য ভার্য্যা গুণোপেতা সৌন্দর্য্যগুণশালিনী। সুশীলা নাম সুশ্রোণী সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা॥ ৪৪ ॥ সা কদাচিন্মনোজ্ঞাঙ্গী সুবেষা চারুহাসিনী। বিন্ধ্যপাদবনোদ্দেশে বিচচার বিলাসিনী॥ ৪৫ ॥ তস্মিন্ বনে শুচির্নাম বর্ত্ততে স্ম মহামুনিঃ। তপঃসমাধিসংযুক্তো বেদাধ্যয়নতৎপরঃ ॥ ৪৬ ॥ তস্যাশ্রমসমীপস্থ সা যযৌ বরবর্ণিনী। তাং দৃষ্ট্বা স মুনির্ধৈর্য্যং মুমোচানঙ্গপীড়িতঃ। তামাসাদ্য বরারোহাং বভাষে মুনিসত্তমঃ॥ ৪৭ ॥ শুচিরুবাচ। ললনে স্বাগতং তেঽস্তু কস্য ভার্য্যা শুচিস্মিতে॥ ৪৮ ॥ কিমাগমনকৃত্যন্তে বনেঽস্মিন্নতিভীষণে। শ্রান্তাসি ত্বং বরারোহে বসাস্মিন্নুটজে মম॥ ৪৯ ॥ তথোক্তা সা তু সুশ্রোণী তং মুনিং প্রত্যভাষত। ত্রিবক্ররক্ষোভার্য্যাহং

করিল এবং শঙ্খশরে শক্রের মস্তকে আঘাত করিল। ইন্দ্র সেই সকল শর আসিতে না আসিতেই শরান্তর প্রহারে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কপালাভরণ শূল গ্রহণ করিয়া দেবেন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিল। দেবেন্দ্র তাহা শক্তিক্ষেপে সংহার করিলেন। অনন্তর কপালাভরণ পঞ্চ সহস্র তুলাভারে নির্ম্মিত—এক শত হস্ত আয়ত—আয়সী গদা গ্রহণপূর্ব্বক সবলে ইন্দ্রের বক্ষে নিক্ষেপ করিল। ইন্দ্র সেই গদাপ্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন। পরে বৃহস্পতি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা জপ করিয়া ইন্দ্রকে উজ্জীবিত করিলেন। বৃহস্পতির ঐ কার্য্য তখন বড়ই অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল। অনন্তর শচীপতি ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক বজ্রদ্বারা প্রহার করিবার নিমিত্ত কপালাভরণের সমীপে আগমন করিলেন এবং পাকশাসন মহেন্দ্র একই বজ্র প্রহারে সেই কপালাভরণকে রথ, অশ্ব, ধ্বজ, চাপ, তূণীর ও বর্ম্ম সহ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তাহাতেও ইন্দ্রের ক্রোধ শান্তি হইল না। তিনি কুপিত হইয়া কপালাভরণের দেহ তিল তিল পরিমাণে খণ্ড-বিখণ্ড করিলেন। সেই মহাবীর কপালাভরণ রণে নিহত হইলে চিরদুঃখিত সর্ব্বলোকেরই সুখশান্তি হইল। কিন্তু রাক্ষসের বধোৎপন্ন ভীষণা ব্রহ্মহত্যা দশদিক্ নিনাদিত করিয়া পুরন্দরের পশ্চাৎ ধাবন করিল। ২৭—৪০। ঋষিগণ কহিলেন,—হে মুনে সূতনন্দন! সেই রাক্ষস কপালাভরণ ব্রাহ্মণ নহেন; সুতরাং তাহার বধোৎপন্ন ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইল কিরূপে? সূত কহিলেন,—হে মুনীন্দ্রগণ! আমি এ সম্বন্ধে পরম গুহ্য অপূর্ব্ব কথা কহিতেছি, আপনারা মনঃসংযোগপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে বিন্ধ্যারণ্যে ত্রিবক্র নামে এক রাক্ষস বাস করিত; তাহার ভার্য্যার নাম—সুশীলা। সুশীলা—রূপ, গুণ ও শীলসম্পন্না এবং সর্ব্বসুলক্ষণে লক্ষিতা। সেই মনোহরাঙ্গী চারুহাসিনী বিলাসিনী রাক্ষসরমণী একদা বিন্ধ্যাচলের পাদদেশস্থ বনপ্রদেশে বিচরণ করিতেছিল। সেই বনে শুচি নামে এক সমাধিনিষ্ঠ বেদাধ্যায়ী তপস্বী মহামুনি বাস করিতেন। বরবর্ণিনী রাক্ষসরমণী তাঁহার আশ্রমসমীপে শয়ন করিয়াছিল! মুনিবর তাহাকে দেখিয়া অনঙ্গপীড়ায় ধৈর্য্যহারা হইলেন, এবং সেই বরারোহার নিকট গিয়া বলিলেন,—অয়ি শুচিস্মিতে, ললনে! তোমার শুভাগমন হউক। তুমি কাহার ভার্য্যা? কি জন্য এই ভীষণ বনে আগমন করিয়াছ? অয়ি বরারোহে! তুমি ক্লান্ত হইয়াছ; আমার পর্ণকুটীরে বাস কর। মুনি এই কথা

সুশীলা নামতো মুনে॥ ৫০॥ পুষ্পাবচয়কামেন বনমেতৎসমাগতা। অপুত্রাহং মুনে ভর্ত্রা প্রেরিতা পুত্রমিচ্ছতা॥ ৫১॥ শুচিং মুনিং সমারাধ্য তস্মাৎ পুত্রমবাপ্নুহি। ইতি প্রতিসমাদিষ্টা পতিনা ত্বাং সমাগতা॥ ৫২॥ পুত্রমুৎপাদয় ত্বং মে কৃপাং কুরু মুনে ময়ি। এবমুক্তঃ স তু শুচিঃ সুশীলাং তামভাষত॥ ৫৩॥ শুচিরুবাচ। ত্বাং দৃষ্ট্বা মম চ প্রীতিঃ সুশীলে বিদ্যতেঽধুনা। মনোরথমহাম্ভোধিং ত্বমাপূরয় মামকম্॥ ৫৪॥ ইত্যুক্ত্বা স মুনিস্তত্র তয়া রেমে দিনত্রয়ম্। তামুবাচ মুনিঃ প্রীতঃ সুশীলাং সুন্দরাকৃতিম্॥ ৫৫॥ তবোদরে মহাবীর্য্যঃ কপালাভরণাভিধঃ। ভবিষ্যতি চিরং রাজ্যং পালয়িষ্যতি মেদিনীম্॥ ৫৬॥ সহস্রং বৎসরান্ বৎসস্তপসা প্রীণয়ন্ বিধিম্। পুরন্দরং বিনান্যেভ্যো দেবেভ্যো নাস্য বধ্যতা॥ ৫৭॥ ঈদৃশস্তে সুতো ভূয়াদিন্দ্রতুল্যপরাক্রমঃ। ইত্যুক্ত্বা স মুনির্নারীং কাশীং শিবপুরীং যযৌ॥ ৫৮॥ সুশীলা সাপি সুষুবে কপালাভরণং সুতম্। তং জঘান মৃধে শক্রো বজ্রেণ মুনিপুঙ্গবাঃ॥ ৫৯॥ শুচেবীর্জসমুদ্ভূতং তমিন্দ্রো স্ববধীদ্যতঃ। ততঃ পুরন্দরঃ শক্রো জগৃহে ব্রহ্মহত্যয়া॥ ৬০॥ ধাবতি স্ম তদা শক্রঃ সর্ব্বাল্লোকান্ ভয়াকুলঃ। ধাবন্তমনুধাবন্তী ব্রহ্মহত্যা তমন্বগাৎ॥ ৬১॥ অনুদ্রুতো হি বিপ্রেন্দ্রাঃ শক্রোঽয়ং জগৃহে ব্রহ্মহত্যয়া॥ পিতামহসদঃ প্রাপ সন্তপ্তহৃদয়ো ভৃশম্॥ ৬২॥ স্ববেদয়দ্ ব্রহ্মহত্যাং ব্রহ্মণে স পুরন্দরঃ। ভগবঁল্লোকনাথেয়ং ব্রহ্মহত্যাতিভীষণা॥ ৬৩॥ বাধতে মাং প্রজানাথ তস্যা নাশং ব্রবীহি মে। পুরন্দরেণৈবমুক্তো ব্রহ্মা প্রাহ দিবস্পতিম্॥ ৬৪॥ ব্রহ্মোবাচ। সীতাকুণ্ডং প্রয়াহীন্দ্র গন্ধমাদনপর্ব্বতে। সীতাকুণ্ডস্য তীরে ত্বং ইষ্ট্বা যাগৈঃ সদাশিবম্॥ ৬৫॥ তস্মিন্ সরসি চ স্নায়াঃ সর্ব্বপাপহরে শুভে। ততঃ পূতো ভবেঃ শক্র ব্রহ্মহত্যাবিমোচিতঃ॥ ৬৬॥ দেবলোকং পুনর্যায়াঃ সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতঃ। সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সীতাকুণ্ডং বিমুক্তিদম্॥ ৬৭॥ মহাপাতকসঙ্ঘানাং

কহিলে, সেই সুশ্রোণী প্রত্যুত্তরে বলিল,—হে মুনে! আমার নাম সুশীলা; আমি ত্রিবক্র নামক রাক্ষসের ভার্য্যা। পুষ্পচয়নকামনায় এ বনে আমি আগমন করিয়াছি। হে মুনে! আমার পুত্র নাই। পুত্রলিপ্সু ভর্ত্তাই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়া দিয়াছেন—শুচিনামক মুনিবরকে আরাধনা করিয়া তুমি তাঁহা হইতে পুত্রলাভ করিবে। পতির এইরূপ আদেশ পাইয়াই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। হে মুনে! আমার প্রতি কৃপা করুন। আমার গর্ভে আপনি একটী পুত্র উৎপাদন করুন। সুশীলা এই কথা কহিলে শুচি মুনি তাহাকে কহিলেন,—অয়ি সুশীলে! তোমাকে দেখিয়া আমারও অধুনা অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে; অতএব তুমি আমার মনোরথরূপ মহাম্বুধি পূরণ কর। মুনি এই কথা কহিয়া সেই সুশীলার সহিত তিন দিন পর্য্যন্ত রমণ করিলেন। অনন্তর মুনি প্রীত হইয়া সুন্দরী সুশীলাকে কহিলেন,—তোমার উদরে কপালাভরণ নামে এক মহাবীর্য্য পুত্র হইবে। ঐ পুত্র বহুকাল ধরিয়া এই পৃথ্বীরাজ্য পালন করিবে। পুত্র কপালাভরণ সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিবে। সেই তপস্যার ফলে পুরন্দর ব্যতীত অন্য সকলেরই সে অবধ্য হইবে। তোমার ঈদৃশ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত পুত্রই জন্মগ্রহণ করিবে। সেই মুনি এই কথা কহিয়া শিবপুরী কাশীধামে গমন করিলেন।৪১—৫৮। এ দিকে সুশীলা পুত্র কপালাভরণকে প্রসব করিল। অনন্তর হে মুনিবরগণ! সেই কপালাভরণ সমরে ইন্দ্রের বজ্রে নিহত হইল। শুচিমুনির বীজ হইতে সমুৎপন্ন সেই কপালাভরণকে ইন্দ্র নিহত করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রহ্মহত্যা তাঁহার অনুধাবন করে। ওদিকে ইন্দ্রও তখন ভয়াকুল হইয়া সর্ব্বলোকে ধাবিত হইতে থাকেন। তিনি যে দিকে গমন করেন, ব্রহ্মহত্যাও তাঁহার অনুগমন করে। হে বিপ্রবরগণ! ব্রহ্মহত্যা কর্তৃক অনুদ্রুত হইয়া ইন্দ্র সন্তপ্তহৃদয়ে পিতামহ-সদনে গমন করিলেন এবং সেখানে গিয়া ব্রহ্মার নিকট সেই ব্রহ্মহত্যার কথা ব্রহ্মাকে বলিলেন। পুরন্দর কহিলেন,—হে ভগবন্ লোকনাথ! এই অতিভীষণা ব্রহ্মহত্যা আমাকে উৎপীড়িত করিতেছে। হে প্রজানাথ! ইহার যাহাতে নাশ হয়, সে উপায় আমাকে বলুন। পুরন্দর এই কথা কহিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—হে ইন্দ্র! গন্ধমাদনগিরিস্থিত সীতাকুণ্ডে তুমি গমন কর এবং সেই সীতাকুণ্ডের তীরে যজ্ঞ করিয়া সদাশিবকে অর্চ্চনাকরিতে থাক। সেই সর্ব্বপাপহর শুভ সরোবরে তোমাকে স্নান করিতে হইবে। অনন্তর হে শক্র! তুমি ব্রহ্মহত্যা হইতে

নাশকং পরমামৃতম্। সর্ব্বদুঃখপ্রশমনং সর্ব্বদারিদ্র্য-নাশনম্॥ ৬৮॥ ধনধান্যপ্রদং শুদ্ধং বৈকুণ্ঠাদি-পদপ্রদম্। তস্মাত্তত্র কুরুষ্বেষ্টিং সীতাসরসি বৃত্রহন্॥ ৬৯॥ ইত্যুক্তঃ সুররাজোঽসৌ প্রযযৌ গন্ধমাদনম্। প্রাপ্য সীতাসরো বিপ্রাঃ স্নাত্বেষ্ট্বা চ তদন্তিকে॥৭০॥ প্রযযৌ স্বপুরীং ভূয়ো ব্রহ্মহত্যাবিমোচিতঃ। এব-ম্প্রভাবং তত্তীর্থং সীতায়াঃ কুণ্ডমুত্তমম্॥ ৭১॥ রাঘব-প্রত্যয়ার্থং হি প্রবিশ্য হুতবাহনম্। সন্নিধৌ সর্ব্বদেবানাং মৈথিলী জনকাত্মজা॥ ৭২॥ বিনির্গতা পুনর্ব্বহ্নেঃ স্থিতা সর্ব্বাঙ্গশোভনা। নির্ম্মমে লোক-রক্ষার্থং স্বনাম্না তীর্থমুত্তমম্॥ ৭৩॥ তত্র সস্নৌ স্বয়ং সীতা তেন সীতাসরঃ স্মৃতম্। তত্র যো মানবঃ স্নাতি সর্ব্বান্ কামাল্লভেত সঃ॥ ৭৪॥ তস্মিন্নু-পস্পৃশ্য নরো দ্বিজেন্দ্রা দত্ত্বা চ দানানি পৃথগ বিধানি কৃত্বা চ যজ্ঞানহুদক্ষিণাভির্লোকং প্রযাযাৎ পরমেশ্বরস্য॥ ৭৫॥ সুস্মাকমেবং প্রথিতং মুনীন্দ্রাঃ সীতাসরোবৈভবমেতদুক্তম্। শৃণ্বন্ পঠন্ বৈ তদি-হৈব ভোগান্ ভুক্ত্বা পরত্রাপি সুখং লভেত॥ ৭৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সীতাসরঃপ্রশংসায়ামিন্দ্রব্রহ্মহত্যা-বিমোক্ষণং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। সীতাকুণ্ডে মহাপুণ্যে নরঃ স্নাত্বা দ্বিজোত্তমাঃ। ততস্তু মঙ্গলং তীর্থমভিগচ্ছেৎ সমাহিতঃ॥১॥ সন্নিধত্তে সদা যত্র কমলা বিষ্ণুবল্লভা। অলক্ষ্মীপরিহারায় যস্মিন্ সরসি বৈ সুরাঃ॥ ২॥ শতক্রতুমুখাঃ সর্ব্বে সমাগচ্ছন্তি নিত্যশঃ। তদেত-ত্তীর্থমুদ্দিশ্য ঋষয়ো লোকপাবনম্॥ ৩॥ ইতিহাসং প্রবক্ষ্যামি পুণ্যং পাপবিনাশনম্। পুরা মনোজবো নাম রাজা সোমকুলোদ্ভবঃ॥ ৪॥ পালয়ামাস ধর্ম্মেণ ধরাং সাগরমেখলাম্। অযষ্ট স সুরান্ যজ্ঞৈ-র্ব্রাহ্মণানন্নসঞ্চয়ৈঃ॥ ৫॥ তর্পয়ামাস কব্যেন প্রত্যব্দং

বিমুক্ত হইয়া পুনরায় পূতদেহ দেবলোকে গমন করিতে পারিবে; তোমার সর্ব্বদুঃখ দূরীভূত হইবে। পবিত্র সীতাকুণ্ড সর্ব্বপাপহর মুক্তিপ্রদ। উহা মহাপাতকরাশির বিনাশক। ঐ কুণ্ড পরম অমৃতস্বরূপ; উহার প্রভাবে সর্ব্বদুঃখ প্রশমিত হয়, সর্ব্বদারিদ্র্য দূরে যায়। উহা ধনধান্যপ্রদ, বিশুদ্ধ এবং বৈকুণ্ঠাদিপদের প্রাপক। অতএব হে বৃত্রহন্! তুমি সেই সীতাসরোবরে গিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান কর। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, সুররাজ গন্ধমাদনে গমন করিলেন এবং সীতাসরোবরে উপস্থিত হইয়া স্নানান্তে তদন্তিকে যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় স্বীয়পুরে প্রয়াণ করিলেন। সেই উত্তম সীতাকুণ্ডতীর্থের এমনি প্রভাব বটে! জনকনন্দিনী মৈথিলী রামচন্দ্রের বিশ্বাস উৎপাদনার্থ হব্যবাহনে প্রবেশ করিয়া পুনরায় তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। সেই বহ্নি-শুদ্ধা সর্ব্বাঙ্গশোভনা সীতা যথায় অবস্থান করিয়াছিলেন, লোকরক্ষার্থ সেই স্থানেই তিনি নিজ নামে ঐ উত্তম তীর্থ উৎপাদন করেন। সীতা ঐ কুণ্ডে স্বয়ং স্নান করিয়াছিলেন; এইজন্য উহা সীতাসরোবর নামে বিখ্যাত হয়। ঐ কুণ্ডে যে নর স্নান করে; তাহার সর্ব্ব ভোগলাভ ঘটে। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! সেই কুণ্ডজলস্পর্শ করিয়া বিবিধ বস্তু দান করিয়া এবং বহুদক্ষিণান্বিত বহুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া মানব পরমেশলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। হে মুনীন্দ্রগণ! সীতাসরোবরের এই প্রসিদ্ধ বৈভব-বার্ত্তা আপনাদের নিকট কীর্ত্তিত হইল। যে নর এ বৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করে, সে ইহলোকে বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া পরলোকেও সুখলাভ করিয়া থাকে। ৫৯—৭৬।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজবরগণ! নর, মহাপুণ্য সীতাকুণ্ডে স্নান করিয়া অনন্তর সমাহিতমনে মঙ্গল-তীর্থে গমন করিবে। বিষ্ণুবল্লভা কমলা ঐ তীর্থে সদা সন্নিহিতা। পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ অলক্ষ্মী-নাশের নিমিত্ত নিত্য নিত্য ঐ সরোবরে আগমন করিতেন। হে ঋষিগণ! আমি এই লোকপাবন তীর্থসম্বন্ধে এক পবিত্র পাপহর ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বে চন্দ্রবংশে মনোজব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে এই সাগরমেখলা ধরাকে প্রতিপালন করিতেন। ঐ রাজা যজ্ঞ দ্বারা সুরগণকে ও অন্নদানে ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিতেন। তিনি বর্ষে বর্ষে কব্য দ্বারা পিতৃদেবগণকে তর্পণ করিতেন, বেদপাঠ করিতেন।

পিতৃদেবতাঃ। ত্রয়ীমধ্যেষ্ট সন্ততমপাঠীচ্ছাস্ত্রমর্থবৎ॥ ব্যজেষ্ট শত্রূন্ বীর্য্যেণ প্রাণংসীদীশকেশবৌ। অরংস্ত নীতিশাস্ত্রেষু তথাপাঠীন্মহামনূন্॥ ৭॥ এবং স ধর্ম্মতো রাজা পালয়ামাস মেদিনীম্। রক্ষতস্তস্য রাজ্ঞোঽভূদ্রাজ্যং নিহতকণ্টকম্॥ ৮॥ অহঙ্কারোঽভবত্তস্য পুত্রসম্পদ্বিনাশনঃ। অহঙ্কারো ভবেদ্যত্র তত্র লোভো মদস্তথা॥ ৯॥ কামঃ ক্রোধশ্চ হিংসা চ তথাসূয়া বিমোহিনী। ভবন্ত্যেতানি বিপ্রেন্দ্রাঃ সম্পদাং নাশহেতবঃ॥ ১০॥ এতানি যত্র বিদ্যন্তে পুরুষে স বিনশ্যতি। ক্ষণেন পুত্রপৌত্রৈশ্চ সার্দ্ধং চাখিলসম্পদা॥ ১১॥ বভূব তস্যাসূয়া চ জনবিদ্বেষিণী সদা। অসূয়াকুলচিত্তস্য বৃথাহঙ্কারিণস্তথা॥ ১২॥ লুব্ধস্য কামদুষ্টস্য মতিরেবং বভূব হ। বিপ্রগ্রামে করাদানং করিষ্যামীতি নিশ্চিতঃ॥ ১৩॥ অকরোচ্চ তথা রাজা নিশ্চিত্য মনসা তদা। ধনং ধান্যঞ্চ বিপ্রাণাং জহার কিল লোভতঃ॥ ১৪॥ শিববিষ্ণ্বাদিদেবানাং বিত্তান্যাদত্ত রাগতঃ। শিববিষ্ণ্বাদিদেবানাং বিপ্রাণাঞ্চ মহাত্মনাম্॥ ১৫॥ ক্ষেত্রাণ্যপজহারায়মহঙ্কারবিঢ়ধীঃ। এবমন্যায়যুক্তস্য দেবদ্বিজবিরোধিনঃ॥ ১৬॥ দুষ্কর্ম্মপরিপাকেণ ক্রূরেণ দ্বিজপুঙ্গবাঃ। পুরং ক্বরোধ বলবান্ পরদেশাধিপো রিপুঃ॥ ১৭॥ গোলভো নাম বিপ্রেন্দ্রাশ্চতুরঙ্গবলৈর্যুতঃ। ষণ্মাসং যুদ্ধমভবদ্গোলভেন দুরাত্মনঃ॥ ১৮॥ মনোজবস্য নৃপতেরহঙ্কাররতাত্মনঃ। ততঃ স গোলভেনাজৌ জিতো রাজ্যাৎ পরিচ্যুতঃ॥ ১৯॥ বনং সপুত্রদারঃ সন্ প্রপেদে স মনোজবঃ। গোলভঃ পালয়ন্নাস্তে মনোজবপুরে চিরম্॥ ২০॥ চতুরঙ্গবলোপেতস্তমুদ্বাস্য রণে বলী। মনোজবোঽপি বিপ্রেন্দ্রাঃ শোচন স্ত্রীপুত্রসংযুতঃ॥ ২১॥ ক্ষুৎক্ষামঃ প্রস্খলন শশ্বৎপ্রবিবেশ মহাবনম্। ঝিল্লিকাগণসংঘুষ্টং ব্যাঘ্রশ্বাপদভীষণম্॥ ২২॥ ব্যাপ্তদ্বিরদচীৎকারং বরাহমহিষাকুলম্ তস্মিন্ বনে মহাঘোরে ক্ষুধয়া পরিপীড়িতঃ॥ ২৩॥ অযাচতান্নং পিতরং মনোজবসুতঃ শিশুঃ। অম্ব মেঽন্নং প্রযচ্ছ ত্বং ক্ষুধা মাং বাধতে ভৃশম্॥ ২৪॥ এবং স্বজননীং চাপি প্রার্থ-

রাজা মনোজব অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বীর্য্যবলে শত্রুদিগকে জয় করিয়াছিলেন। শিব ও কেশবকে তিনি সর্ব্বদাই প্রণাম করিতেন, নীতিশাস্ত্রে তাঁহার অনুরাগ ছিল। মহামন্ত্র সকল তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই রাজা ধর্ম্মানুসারে মেদিনীমণ্ডল পালন করিতেন। তাঁহার রাজোচিত রক্ষণাবেক্ষণে রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছিল। অনন্তর সন্ততি ও সম্পত্তিনাশকর মহা অহঙ্কার সেই রাজার উপস্থিত হইল। যেখানে অহঙ্কার, সেইখানেই লোভ, মদ, কাম, ক্রোধ, হিংসা ও অসূয়া প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়া থাকে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! এই সমস্তই সম্পদ্নাশের হেতুভূত। যে পুরুষে এই সকল বিদ্যমান, সে পুরুষ ক্ষণমধ্যেই পুত্র, পৌত্র ও সর্ব্বসম্পৎ সহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ক্রমে সেই রাজার জনদ্বেষিণী অসূয়া উৎপন্ন হইল। অসূয়াকুলচিত্ত বৃথাহঙ্কারী লুব্ধ কামদুষ্ট রাজার ক্রমশ এরূপ মতি জন্মিল যে, আমি ব্রাহ্মণাধ্যুষিত গ্রামসমূহ হইতে নিশ্চয়ই কর গ্রহণ করিব। রাজা মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কার্য্যতঃ তাহাই করিতে লাগিলেন। তিনি লোভবশতঃ ব্রাহ্মণগণের ধন-ধান্য অপহরণ করিলেন। শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের এবং তাঁহাদের পূজক ব্রাহ্মণগণের বিত্ত ও ক্ষেত্রসমূহ হরণ করিলেন। অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়াই রাজা এই সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন। দেব ও দ্বিজের বিরোধী হইয়া ঐরূপ অন্যায় আচরণের পক্ষপাতী হইলে রাজার দুষ্কর্ম্মের পরিপাকে অচিরেই কোন বলবান্ পররাষ্ট্রপতি শত্রু রাজা তাঁহার নগর অবরোধ করিলেন।১—১৭। হে বিপ্রেন্দ্রগণ। এই আক্রমণকারী রাজার নাম গোলভ। ইনি চতুরঙ্গবলে অন্বিত হইয়া ছয় মাস পর্য্যন্ত অহঙ্কারী রাজা মনোজবের সহিত যুদ্ধ করিলেন। অনন্তর রাজা গোলভ যুদ্ধে জয়ী হইলেন! দুরাত্মা মনোজব রাজ্যভ্রষ্ট হইল এবং পুত্র কলত্র সহ বন গমন করিল। নব নরপতি গোলভ চতুরঙ্গবলে অন্বিত হইয়া মনোজবকে বিতাড়িত করত তদীয় পুরে অবস্থানপূর্ব্বক বহুকাল রাজ্য পালন করিলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! মনোজব আক্ষেপ করিতে করিতে ক্ষুধায় কাতর হইয়া স্খলিতপদে যাইতে যাইতে এক মহাবনে প্রবেশ করিল। ঐ ভীষণ বন—ঝিল্লিকারবে মুখরিত; ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ-সঞ্চারে ভয়াবহ; দ্বিরদচীৎকারে পরিব্যাপ্ত—এবং ভীষণ বরাহ ও মহিষগণে সমাকীর্ণ। সেই মহাভীষণ অরণ্যে মনোজবের শিশু পুত্র ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া পিতার নিকট অন্ন প্রার্থনা করিল এবং মাতাকেও বলিল,—হে অম্ব! ক্ষুধা আমার অত্যন্ত

য়ামাস বালকঃ। তন্মাতাপিতরৌ তত্র শ্রুত্বা পুত্রস্ত ভাষিতম্॥ ২৫॥ শোকাভিভূতৌ সহসা মোহং সমুপজগ্মতুঃ। ভার্য্যামথাব্রবীদ্রাজা সুমিত্রাং নাম নামতঃ॥ ২৬॥ মুহ্যমানশ্চ স মুহুঃ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠ-তালুকঃ। সুমিত্রে কিং করিষ্যামি কুত্র যাস্যামি কা গতিঃ॥ ২৭॥ মরিষ্যত্যচিরাদেষ সুতো মে ক্ষুধ-য়ার্দ্দিতঃ। কিমর্থং সসৃজে বেধা দুর্ভাগ্যং মাং বৃথা প্রিয়ে॥ ২৮॥ কো বা মোচয়িতা দুঃখমেতদ্দুষ্কর্ম্মজং মম। ন পূজিতো ময়া শম্ভুর্হরির্ব্বা পূর্ব্বজন্মসু॥ ২৯॥ তথান্যা দেবতাঃ সূর্য্যবিভাবস্বমুখাঃ প্রিয়ে। তেন পাপেন চাদ্যাহমস্মিন্ জন্মনি শোভনে॥ ৩০॥ অহ-ঙ্কারাভিভূতোঽস্মি বিপ্রক্ষেত্রাণ্যপাহরম্। শিব-বিষ্ণ্বাদিদেবানাং বিত্তং চাপহৃতং ময়া॥ ৩১॥ এবং দুষ্কর্ম্মবাহুল্যাদ্গোলভেন পরাজিতঃ। বনং যাতোঽস্মি বিজনং ত্বয়া সহ সুতেন চ॥ ৩২॥ নিরন্নো নির্দ্ধনো দুঃখী ক্ষুধিতোঽহং পিপাসিতঃ। কথমন্নং প্রদাস্যামি ক্ষুধিতায় সুতায় মে॥ ৩৩॥ ন ময়ান্নানি দত্তানি ব্রাহ্মণেভ্যঃ শুচিস্মিতে। ন ময়া পূজিতঃ শম্ভুর্বিষ্ণুর্ব্বা দেবতান্তরম্॥ ৩৪॥ তেন পাপেন মে ত্বদ্য দুঃখ-মেতৎ সমাগতম্। ন ময়াগ্নৌ হুতং পূর্ব্বং ন তীর্থ-মপি সেবিতম্॥ ৩৫॥ মাতৃশ্রাদ্ধং পিতৃশ্রাদ্ধং মৃতাহ-দিবসে তয়োঃ। নৈকোদ্দিষ্টবিধানেন পার্ব্বণেনাপি বৈ প্রিয়ে॥ ৩৬॥ কৃতং ন হি ময়া ভদ্রে ভূরি-ভোজনমেব বা। তেন পাপেন মে ত্বদ্য দুঃখমেতৎ সমাগতম্॥ ৩৭॥ চৈত্রমাসে প্রিয়ে চিত্রানক্ষত্রে পানকং ময়া। পনসানাং ফলং স্বাদু কদলীফলমেব বা॥ ৩৮॥ তথা চ্ছত্রং সদণ্ডঞ্চ রম্যং পাদুকয়ো-র্দ্বয়ম্। তাম্বূলানি চ পুষ্পাণি চন্দনং চানুলেপনম্॥ ৩৯॥ ন দত্তং বেদবিদ্ভ্যশ্চ চিত্রগুপ্তস্য তুষ্টয়ে। তেন পাপেন মে ত্বদ্য দুঃখমেতৎ সমাগতম্॥ ৪০॥ নাশ্বত্থশ্চূতবৃক্ষো বা ন্যগ্রোধস্তিন্তিণী তথা। পিচুমন্দঃ কপিত্থো বা তথৈবামলকীতরুঃ॥ ৪১॥ নারিকেল-তরুর্বাপি স্থাপিতোঽধ্বগশান্তয়ে। তেন পাপেন মে ত্বদ্য দুঃখমেতৎ সমাগতম্॥ ৪২॥ সম্মার্জ্জনঞ্চ ন কৃতং শিববিষ্ণ্বালয়ে ময়া। ন খানিতং তটাকঞ্চ ন কূপোঽপি হ্রদোঽপি বা॥ ৪৩॥ ন রোপিতং পুষ্প-বনং তথৈব তুলসীবনম্। শিববিষ্ণ্বালয়ৌ বাপি

ক্লেশ জন্মাইতেছে; অতএব অন্ন দান কর। এইরূপে সেই বালক স্বীয় জননীর নিকটও কতই প্রার্থনা করিল। মাতা-পিতা পুত্রের সেই করুণ প্রার্থনা শুনিয়া শোকাভিভূত হইলেন এবং সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর রাজা মনোজব মোহাপন্নভাবে শুষ্ককণ্ঠে স্বীয় সুমিত্রানাম্নী ভার্য্যাকে বলিলেন,—অয়ি সুমিত্রে! কি করিব! কোথায় যাইব! গতি কি! এই আমার পুত্র ক্ষুধায় কাতর হইয়া এখনি যে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে! প্রিয়ে! কি জন্য আমা হেন দুর্ভাগ্য ব্যক্তিকে বিধাতা বৃথা সৃজন করিয়াছিলেন? এই দুষ্কৃতকর্ম্ম-জনিত দুঃখ আমার কে মোচন করিবে? আমি পূর্ব্ব জন্মে শম্ভুকে বা হরিকেও পূজা করি নাই এবং সূর্য্য অগ্নিপ্রমুখ অন্যান্য দেবগণকেও আমি পূজা করি-য়াছি বলিয়া বোধ হয় না! নিশ্চয় সেই পাপের ফলেই হে শোভনে! এ জন্মে আমি অহঙ্কারে অভিভূত হইয়া ব্রাহ্মণগণের ক্ষেত্র এবং শিব-বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের বিত্ত অপহরণ করিয়াছিলাম। এইরূপ দুষ্কর্ম্মের বাহুল্যবশেই গোলভ আমায় পরাজিত করিয়াছে। আমি তোমাকে এবং পুত্রকে লইয়া বিজন অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছি, আমি নিরন্ন; নির্ধন, ক্ষুধার্ত্ত, দুঃখিত ও পিপাসিত; কিরূপে আমি আমার ক্ষুধিত সুতকে অন্নদান করিব? ১৮—৩৩। হে শুচিস্মিতে! আমি ব্রাহ্মণদিগকে অন্নদান করি নাই এবং শম্ভু, বিষ্ণু বা অন্য কোন দেবতাও আমার নিকট পূজা প্রাপ্ত হন নাই। বুঝিয়াছি, সেই পাপেই অদ্য আমার এই দুঃখ-দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। আমি অগ্নিতে হোম করি নাই; তীর্থসেবা করি নাই; পিতামাতার মৃতাহে পার্ব্বণ বা একোদ্দিষ্ট বিধি অনুসারে মাতৃ-শ্রাদ্ধ বা পিতৃশ্রাদ্ধও করি নাই। হে প্রিয়ে! যাহাকে ভূরি ভোজন বলে, তাহাও আমার করা হয় নাই। সেই পাপেই অদ্য আমার এই দুঃখ উপস্থিত। হে প্রিয়ে! চৈত্রমাসের চিত্রানক্ষত্রে চিত্রগুপ্তের পরিতুষ্টির নিমিত্ত পানক, পনসফল, স্বাদু কদলীফল, তথা ছত্র, দণ্ড, রম্য পাদুকাযুগল, তাম্বুল, পুষ্প, চন্দন, বা অনুলেপন আমি বেদবিৎ ব্রাহ্মণ-দিগকে দান করি নাই; সেই পাপেই অদ্য আমার এই দুঃখ। আমি পান্থজনের শান্তির নিমিত্ত অশ্বত্থ ও চূতবৃক্ষ, ন্যগ্রোধ, তিন্তিড়ী, পিচুমন্দ, আমলকী, বা নারিকেল তরুর প্রতিষ্ঠা করি নাই। সেই পাপেই অদ্য আমার এই দুঃখ। আমি শিব ও বিষ্ণুর আলয়ে সম্মার্জ্জন করি নাই; তড়াগ, কূপ বা হ্রদ খনন করি নাই। পুষ্পবন বা তুলসীবন রোপণ করি নাই। শিব বা বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ

নির্ম্মিতো ন ময়া প্রিয়ে॥ ৪৪॥ তেন পাপেন মে ত্বদ্য দুঃখমেতৎ সমাগতম্। ন ময়া পৈতৃকে মাসি পিতৃনুদ্দিশ্য শোভনে। মহালয়ং কৃতং শ্রাদ্ধমষ্টকাশ্রাদ্ধমেব বা॥ ৪৫॥ নিত্যশ্রাদ্ধং তথা কাম্যং শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং প্রিয়ে। ন কৃতাঃ ক্রতবশ্চাপি বিধিবদ্ভূরিদক্ষিণাঃ॥ ৪৬॥ মাসোপবাসো ন কৃতঃ একাদশ্যামুপোষণম্। ধনুর্মাসেঽপুষঃকালে শম্ভুবিষ্ণ্বাদিদেবতাঃ॥ ৪৭॥ সম্পূজ্য বিধিবদ্ভদ্রে নৈবেদ্যং ন কৃতং ময়া। তেন পাপেন মে ত্বদ্য দুঃখমেতৎ সমাগতম্॥ ৪৮॥ হরিশঙ্করয়োর্নাম্নাং কীর্ত্তনং ন ময়া কৃতম্। উদ্ধূলনং ত্রিপুণ্ড্রঞ্চ জাবালোক্তৈশ্চ সপ্তভিঃ॥ ৪৯॥ ন ধৃতং ভস্মনা ভদ্রে রুদ্রাক্ষং ন ধৃতং ময়া। জপশ্চ রুদ্রসূক্তানাং পঞ্চাক্ষরজপস্তথা॥ ৫০॥ তথা পুরুষসূক্তস্য জপোঽপ্যষ্টাক্ষরস্য চ। নৈবাকারি ময়া ভদ্রে নৈবান্যো ধর্ম্মসঞ্চয়ঃ॥ ৫১॥ তেন পাপেন মে ত্বদ্য দুঃখমেতৎ সমাগতম্। এবং স বিলপন্ রাজা ভার্য্যামাভাষ্য খিন্নধীঃ॥ ৫২॥ মূর্চ্ছামুপাযযৌ বিপ্রাঃ পপাত চ ধরাতলে। সুমিত্রা পতিতং দৃষ্ট্বা ভার্য্যা সা পতিমঙ্গনা॥ ৫৩॥ আলিঙ্গ্য বিললাপাথ সপুত্রা ভৃশদুঃখিতা। মম নাথ মহারাজ সোমান্বয়ধুরন্ধর॥ ৫৪॥ মাং বিহায় ক যাতোঽসি সপুত্রাং বিজনে বনে। অনাথাং ত্বামনুগতাং সিংহত্রস্তাং মৃগীমিব॥ ৫৫॥ মৃতোঽসি যদি রাজেন্দ্র তর্হি ত্বামহমপ্যরম্। অনুব্রজামি বিধবা ন স্থাস্যে ক্ষণমপ্যুত॥ ৫৬॥ পিতরং পশ্য পতিতং চন্দ্রকান্ত সুত ক্ষিতৌ। ইত্যুক্তশ্চন্দ্রকান্তোঽপি সুতো রাজ্ঞঃ ক্ষুধার্দ্দিতঃ॥ ৫৭॥ পিতরং পরিরভ্যাথ নিঃশব্দং প্ররুরোদ সঃ। এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রা জটাবল্কলসংবৃতঃ॥ ৫৮॥ ভস্মোদ্ধূলিতসর্ব্বাঙ্গস্ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিতমস্তকঃ। রুদ্রাক্ষমালাভরণঃ সিতযজ্ঞোপবীতবান্॥ ৫৯॥ পরাশরো নাম মুনিরাজগাম যদৃচ্ছয়া। তং শব্দমভিলক্ষ্যাসৌ সাধুসজ্জনসম্মতঃ॥৬০॥ ততঃ সুমিত্রা তং দৃষ্ট্বা পরাশরমুপাগতম্। ববন্দে চরণৌ তস্য সপুত্রা সা পতিব্রতা॥ ৬১॥ ততঃ পরাশরেণেয়ং সুমিত্রা পরিসান্ত্বিতা। আশ্বাসিতা চ মুনিনা মা শোচস্বেতি ভাবিনি। ততঃ সুমিত্রাং পপ্রচ্ছ শক্তিপুত্রো মহামুনিঃ॥ ৬২॥ পরাশর উবাচ। কা ত্বং সুশ্রোণি

করিয়া দিই নাই। প্রিয়ে! সেই কারণেই অদ্য আমার এই দুঃখ উপস্থিত। হে শোভনে! আমি পিতৃমাসে পিতৃগণের উদ্দেশে মহালয়াশ্রাদ্ধ, অষ্টকাশ্রাদ্ধ, নিত্য, কাম্য বা নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ—কোন্ কিছুই করি নাই। বিধিপূর্ব্বক ভূরিদক্ষিণান্বিত যজ্ঞ সকলও আমা দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। আমি মাসোপবাস বা একাদশীর উপবাস করি নাই। অগ্রহায়ণমাসে প্রত্যূষে শিব বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের পূজায় বিধিমত নৈবেদ্য কল্পনা করি নাই, সেই পাপেই অদ্য আমার এই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। আমি হরি ও শঙ্করের নাম কীর্ত্তন করি নাই। জাবালোক্ত উদ্ধূলন ও ত্রিপুণ্ড্রক প্রভৃতি সপ্ত ভস্মচিহ্ন আমি ধারণ করি নাই। আমা দ্বারা রুদ্রাক্ষও ধৃত হয় নাই। রুদ্রসূক্ত, পুরুষসূক্ত, পঞ্চাক্ষর জপ বা অষ্টাক্ষর জপ, কিছুই আমি করি নাই এবং অন্যান্যরূপ ধর্ম্মসঞ্চয়ও আমাদ্বারা করা হয় নাই। সেই পাপেই অদ্য আমার এই দুঃখ উপস্থিত। খিন্নমনা রাজা এইভাবে ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। হে বিপ্রগণ! সেই অবস্থায় তিনি ধরাতলে পড়িয়া গেলেন। ভার্য্যা সুমিত্রা পতিকে পতিত দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুত্রসহ অতি দুঃখে বিলাপ করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—হে আমার নাথ, সোমবংশধুরন্ধর মহারাজ! পুত্রসহ আমাকে এই বিজন বনে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছেন? আমি অনাথা, তোমারই একান্ত অনুগতা এবং সিংহত্রস্তা মৃগীর ন্যায় নিতান্তই বিপন্না।৩৪—৫৫। হে রাজেন্দ্র! আপনি যদি সত্যসত্যই প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি আপনার অনুগমন করিব। আমি বিধবা হইয়া ক্ষণকালও অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি না। হে সুত চন্দ্রকান্ত! তোমার পিতা ক্ষিতিতলে এই পতিত রহিয়াছেন, দর্শন কর। মাতা এই কথা কহিলে রাজপুত্র ক্ষুধার্ত্ত চন্দ্রকান্ত, পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল। হে বিপ্রগণ! ইত্যবকাশে মুনিবর পরাশর যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সমাগত মুনিবরের দেহ জটাবল্কলে বিভূষিত, সর্ব্বাঙ্গ ভস্মভূষায় বিলিপ্ত, মস্তক ত্রিপুণ্ড্রচিহ্নে অঙ্কিত, বক্ষঃ রুদ্রাক্ষমালায় মণ্ডিত, এবং শুভ্র যজ্ঞোপবীতে উদ্ভাসিত। মুনিবর পরাশর সেই নির্জ্জন বনে ক্রন্দনধ্বনি লক্ষ্য করিয়াই সহসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পতিব্রতা সুমিত্রা সেই সাধু-সজ্জন-সম্মত পরাশর মুনিকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিলেন। অনন্তর পরাশর মুনি, সুমিত্রাকে

কশ্চাসৌ যশ্চায়ং পতিতোঽগ্রতঃ॥ ৬৩॥ অয়ং শিশুশ্চ কস্তে স্যাদ্বদ তত্ত্বেন মে শুভে। পৃষ্টৈবং মুনিনা সাধ্বী তমুবাচ মহামুনিম্॥ ৬৪॥ সুমিত্রোবাচ। পতির্মমায়মস্ত্যাহং ভার্য্যা বৈ মুনিসত্তম। আবাভ্যাং জনিতশ্চায়ং চন্দ্রকান্তাভিধঃ সুতঃ॥ ৬৫॥ অয়ং মনোজবো নাম রাজা সোমকুলোদ্ভবঃ। বিক্রমাঢ্যস্য তনয়ঃ শৌর্য্যে বিষ্ণুসমো বলী॥ ৬৬॥ সুমিত্রা নাম তস্যাহং ভার্য্যা পতিমনুব্রতা যুদ্ধে বিনির্জ্জিতো রাজা গোলভেন মনোজবঃ॥ ৬৭॥ রাজ্যাদ্ভ্রষ্টো নিরালম্বো ময়া পুত্রেণ চান্বিতঃ। বনং বিবেশ ব্রহ্মর্ষে ক্রূরসত্ত্বভয়ানকম্॥ ৬৮॥ ক্ষুধয়া পীড়িতঃ পুত্রো হ্যাবামন্নমযাচত। নিরন্নো বিধুরো রাজা দৃষ্ট্বা পুত্রং ক্ষুধার্দ্দিতম্॥ ৬৯॥ শোকাকুলমনা ব্রহ্মন মূর্চ্ছিতঃ পতিতো ভুবি। ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা শোকপর্য্যাকুলেক্ষণম্॥ ৭০॥ শক্তিপুত্রো মুনিঃ প্রাহ সুমিত্রাং তাং পতিব্রতাম্। মনোজবস্য নৃপতে-ভার্য্যামগ্নিশিখোপমাম্॥ ৭১॥ পরাশর উবাচ। মনোজবস্য ভার্য্যে তে মা ভীর্ভূয়াৎ কথঞ্চন। যুষ্মাকমশুভং সত্যমচিরান্নাশমেষ্যতি॥ ৭২॥ মূর্চ্ছাং বিহায় তে ভদ্রে ক্ষণাদুত্থাপ্যতে পতিঃ। ততঃ পরাশরো বিপ্রঃ পাণিনা তং নরাধিপম্॥ ৭৩॥ পস্পর্শ মন্ত্রং প্রজপন্ ধ্যাত্বা দেবং ত্রিয়ম্বকম্। ততো মনোজবো রাজা করপৃষ্টো মহামুনেঃ॥ ৭৪॥ উত্থিতঃ সহসা তত্র ত্যক্ত্বা মূর্চ্ছাং তমোময়ীম্। ততঃ পরাশরমুনিং প্রণম্য জগতীপতিঃ। উবাচ পরমপ্রীতঃ প্রাঞ্জলির্বিপ্রসত্তমম্॥ ৭৫॥ মনোজব উবাচ। পরাশমুনে ত্বদ্য ত্বৎপাদাব্জনিষেবণাৎ॥ ৭৬॥ মূর্চ্ছা মে বিগতা সদ্যঃ পাতকং চৈব নাশিতম্। ত্বদ্দর্শনমপুণ্যানাং নৈব সিধ্যেৎ কদাচন॥ ৭৭॥ রক্ষ মাং করুণাদৃষ্ট্যা চ্যাবিতং শত্রুভিঃ পুরাৎ। ইত্যুক্তঃ স মুনিঃ প্রাহ রাজানং তং মনোজবম্॥ ৭৮॥ পরাশর উবাচ। উপায়ং তে প্রবক্ষ্যামি রাজন্ শত্রুজয়ায় বৈ। রামসেতৌ মহাপুণ্যে গন্ধমাদনপর্ব্বতে॥ ৭৯॥ বিদ্যতে মঙ্গলং তীর্থ

সান্ত্বনা দান করিলেন। আশ্বাসবাক্যে বলিলেন,—বালে! তুমি শোক করিও না। এই বলিয়া শক্তি-নন্দন মহামুনি সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সুশ্রোণি! কে তুমি? তোমার সম্মুখে যিনি পতিত, ইনিই বা কে? আর এই শিশুই বা কে? হে শুভে! সত্য করিয়া সকল ঘটনা বর্ণন কর। মুনিবর এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সাধ্বী সুমিত্রা তাঁহাকে বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! এই পতিত ব্যক্তি আমার পতি; আমি ইঁহার ভার্য্যা। আর এই যে শিশু দেখিতেছেন, এ শিশু আমাদের সন্তান; ইহার নাম চন্দ্রকান্ত। আমার পতি মনোজব নামে চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন। ইনি বিক্রমাঢ্যের পুত্র; শৌর্য্যে বিষ্ণু-তুল্য। আমার নাম সুমিত্রা; আমি ইঁহার অনু-গতা ভার্য্যা। গোলভনামক জনৈক শত্রু রাজা, যুদ্ধে মনোজব রাজাকে পরাজয় করিয়াছেন। অনন্তর হে ব্রহ্মর্ষে! মৎপতি মনোজব রাজ্য-ভ্রষ্ট ও নিরাশ্রয় হইয়া ভার্য্যা-পুত্র সহ এই ক্রূরজন্তু-সঞ্চারে ভীষণ বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই আমাদের শিশু পুত্র ক্ষুধায় কাতর হইয়া আমাদের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু হে ব্রহ্মন্! অন্নসম্বলহীন কাতর রাজা পুত্রকে ক্ষুধার্দ্দিত দেখিয়া শোকাকুলমনে নিজেই মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত হইয়া পড়িলেন। সুমিত্রা শোকপর্য্যাকুলনয়নে এই কথা কহিলে, শক্তিপুত্র পরাশর মুনি তৎশ্রবণে সেই অগ্নিশিখারূপিণী পতিব্রতা মনোজব-মহীপতির মহিষীকে বলিলেন,—হে পতিব্রতে, মনোজব-মহিষি! তোমার কোনই ভয় নাই। আমি সত্যই বলিতেছি, তোমাদের এই অমঙ্গল অচিরেই বিনষ্ট হইবে।৫৬—৭২। হে ভদ্রে! তোমার পতি মূর্চ্ছা পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে উত্থিত হইবেন। এই বলিয়া পরাশর মুনি পাণি দ্বারা রাজার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন এবং অন্তরে দেব ত্রিলোচনকে ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। তখন মনোজব রাজা মহামুনির করস্পর্শে সহসা তমোময়ী মূর্চ্ছা পরিহারপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন, এবং পরাশর মুনিকে প্রণাম করিয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক সেই বিপ্রবরকে বলিলেন,—হে মুনে! অদ্য আপনার পাদপদ্মস্পর্শে আমার মূর্চ্ছা অপগত এবং পাতক বিনষ্ট হইল। নিশ্চয়ই ভবাদৃশ ব্যক্তির সন্দর্শন অকৃতপুণ্য ব্যক্তিবর্গের ভাগ্যে কখনই ঘটে না। শত্রুগণ আমাকে পুরী হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, আপনি কারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টিপাত দ্বারা আমায় রক্ষা করুন। রাজা এই কথা কহিলে, পরাশর মুনি তাঁহাকে কহিলেন,—রাজন্! আপনাকে শত্রু-জয়ের এক উপায় বলিয়া দিতেছি, মহাপুণ্য রামসেতু গন্ধমাদন শৈলে সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদ মঙ্গলতীর্থ

সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়কম্। সর্ব্বলোকোপকারায় তস্মিন্ সরসি রাঘবঃ ॥ ৮০ ॥ সন্নিধত্তে সদা লক্ষ্ম্যা সীতয়া রাজসত্তম। সপুত্রভার্য্যস্ত্বং তত্র গত্বা স্নাত্বা সভক্তিকম্ ॥ ৮১ ॥ ক্ষেত্রশ্রাদ্ধাদিকং চাপি তত্তীরে কুরু ভূপতে। এবং কৃতে ত্বয়া রাজন্নলক্ষ্মীঃ ক্লেশকারিণী ॥ ৮২ ॥ বৈভবাত্তস্য তীর্থস্য নাশং যাস্যত্যসংশয়ম্। মঙ্গলানি চ সর্ব্বাণি প্রাপ্স্যসে ন চিরান্নৃপ ॥ ৮৩ ॥ বিজিত্য শত্রূংশ্চ রণে পুনর্ভূমিং প্রপৎ.সে। অতস্ত্বং ভার্য্যয়া সার্দ্ধং পুত্রেণ চ মনোজব ॥ ৮৪ ॥ গচ্ছ মঙ্গলতীর্থং তদ্গন্ধমাদনপর্ব্বতে। অহমপ্যাগমিষ্যামি তবানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ৮৫ ॥ পরাশরস্ত্বেবমুক্ত্বা রাজমুখ্যৈস্ত্রিভিঃ সহ। প্রায়াৎ সেতুং সমুদ্দিশ্য স্নাতুং মঙ্গলতীর্থকে ॥৮৬॥ রাজাদিভিঃ সহ মুনির্বিলঙ্ঘ্য বিবিধং বনম্। বনপ্রদেশদেশাংশ্চ দস্যুগ্রামাননেকশঃ ॥ ৮৭ ॥ প্রযযৌ মঙ্গলং তীর্থং গন্ধমাদনপর্ব্বতে। তত্র সঙ্কল্প্য বিধিবৎ সস্নৌ স মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৮৮ ॥ তানপি স্নাপয়ামাস রাজাদীন্ বিধিপূর্ব্বকম্। তত্র শ্রাদ্ধঞ্চ ভূপালশ্চকার পিতৃতৃপ্তয়ে ॥ ৮৯ ॥ তত্র মাসত্রয়ং সস্নৌ রাজা পত্নী সুতস্তথা। ততঃ পরাশরমুনিঃ সস্নৌ নিয়মপূর্ব্বকম্ ॥ ৯০ ॥ এবং মাসত্রয়ং সস্নৌ তৈঃ সাকং মুনিপুঙ্গবঃ। মঙ্গলাখ্যে মহাপুণ্যে সর্ব্বামঙ্গলনাশনে ॥ ৯১ ॥ ততঃ পরাশরমুনিঃ সর্ব্বানর্থবিনাশনম্। রামস্যৈকাক্ষরং মন্ত্রং তদন্তে সমুপাদিশৎ ॥ ৯২ ॥ চত্বারিংশদ্দিনং তত্র মন্ত্রমেকাক্ষরং নৃপঃ। তত্র তীর্থে জজাপাসৌ মুন্যু.ক্তনৈব বর্ত্মনা ॥ ৯৩ ॥ এবমভ্যসতস্তস্য মন্ত্রমেকাক্ষরং দ্বিজাঃ। মুনিপ্রসাদাৎ পুরতো ধনুঃ প্রাদুরভূদ্ দৃঢ়ম্ ॥ ৯৪ ॥ অক্ষয্যাবিষুধী চাপি খড়্গৌ চ কনকৎসরূ। একং চর্ম্ম গদা চৈকা তথৈকো মুসলোত্তমঃ ॥ ৯৫ ॥ একঃ শঙ্খো মহানাদো বাজিযুক্তো রথস্তথা। সসারথিঃ পতাকা চ তীর্থাত্তস্যাগ্রতঃ ॥ ৯৬ ॥ কবচং কাঞ্চনময়ং বৈশ্বানরসমপ্রভম্। প্রাদুর্ব্বভূব তত্তীর্থাৎ প্রসাদেন মুনেস্তথা ॥ ৯৭ ॥ হারকেয়ূরমুকুটকটকাদিবিভূষণম্। তীর্থানাং প্রবরাত্তস্মাদুত্থিতং নৃপতে পুরঃ ॥ ৯৮ ॥ দিব্যাম্বরসহস্রঞ্চ তীর্থাৎ প্রাদুরভূত্তদা। মালা চ বৈজয়ন্ত্যাখ্যা স্বর্ণপঙ্কজশোভিতা ॥ ৯৯ ॥ এতৎ সর্ব্বং সমালোক্য নৃপশ্রেষ্ঠঃসৌ স্তবেদয়ৎ। ততঃ

বিদ্যমান। হে রাজসত্তম! নিখিল লোকের উপকারের নিমিত্ত রামচন্দ্র পূর্ণলক্ষ্মী সীতার সহিত সর্ব্বদা সেই সরোবরে সন্নিহিত। হে ভূপতে! তুমি স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে সেই তীর্থগমনপূর্ব্বক ভক্তির সহিত স্নান এবং তাহার তীর্থে ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পাদন কর। হে রাজন্! তুমি তথায় এইরূপ করিলে সেই তীর্থের প্রভাবে তোমার ক্লেশকারিণী অলক্ষ্মী নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। হে নৃপ! তুমি অচিরে সর্ব্বমঙ্গল প্রাপ্ত হইবে। সমরে শত্রু সকল তোমার হস্তে পরাস্ত হইবে। তুমি পুনরায় রাজ্যসম্পদ্ লাভ করিবে। হে মনোজব! অতএব ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত গন্ধমাদন-শৈলস্থ মঙ্গলতীর্থে গমন কর। তোমার প্রতি অনুগ্রহকামনায় আমিও ঐ তীর্থে গমন করিতেছি। পরাশর মুনি এই কথা কহিয়া সেই রাজপ্রমুখ তিন জনকে লইয়া মঙ্গলতীর্থে স্নান করিবার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। মুনিবর রাজাদির সহিত বিবিধ বন, বনপ্রদেশ, দেশ ও বহু দস্যুগ্রাম অতিক্রমপূর্ব্বক গন্ধমাদনগিরিস্থ মঙ্গলতীর্থে গমন করিলেন। মুনিবর তথায় গিয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক যথাবিধি স্নান করিলেন এবং সেই রাজা মনোজব প্রভৃতিকেও বিধিমত স্নান করাইলেন। অনন্তর ভূপতি পিতৃতৃপ্তির নিমিত্ত সেই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলেন। ৭৩—৮৯। রাজা, তাঁহার পত্নী ও পুত্র তিন জনে তথায় তিন মাস যাবৎ স্নান করিলেন। পরাশর মুনিও তাঁহাদের সহিত তিন মাস কাল নিয়মপূর্ব্বক সেই সর্ব্ব অমঙ্গলহর মঙ্গলাখ্য মহাপুণ্য তীর্থে স্নান করিলেন। অনন্তর মুনিবর পরাশর সর্ব্বানর্থহর একাক্ষর রাম-মন্ত্র রাজাকে উপদেশ দিলেন। রাজা চত্বারিংশৎ দিন যাবৎ সেই তীর্থে থাকিয়া মুনির নির্দ্দেশক্রমে ঐ একাক্ষর মন্ত্র জপ করিলেন। হে দ্বিজগণ! এইরূপে তিনি একাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে থাকিলে, মুনির প্রসাদে তাঁহার সম্মুখে এক দৃঢ় ধনু প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর দুই অক্ষয় ইষুধি, দুইখানি খড়্গ, এক চর্ম্ম, একটা গদা, একটা প্রকাণ্ড মুষল, একটী মহানাদশালী শঙ্খ, একখানি বাজিযুক্ত রথ, সারথি ও পতাকা—এই সকল যুদ্ধোপকরণ সেই তীর্থ হইতে উত্থিত হইল। মুনির প্রসাদে পাবকপ্রতিম কাঞ্চনময় কবচ, হার, কেয়ূর, মুকুট ও কটকাদি ভূষণ, সহস্র সহস্র দিব্য অম্বর এবং স্বর্ণপঙ্কজশোভিতা বৈজয়ন্তীনাম্নী মালা, এই সকল বস্তুও সেই তীর্থ হইতে রাজার সম্মুখে

পরাশরমুনির্জ্জলমাদায় তীর্থতঃ॥ ১০০ ॥ অভ্যসিঞ্চন্নরপতিং মন্ত্রপূতেন বারিণা। ততোঽভিষিক্তো নৃপতির্মুনিনা পরিশোভিতঃ॥ ১০১ ॥ সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী চাপবাণধরো যুবা। হারকেয়ূরমুকুটকটকাদি ভূষিতঃ ॥ ১০২ ॥ দিব্যাম্বরধরশ্চাপি বাজিযুক্তরথস্থিতঃ। শুশুভেঽতীব নৃপতির্মধ্যাহ্ন ইব ভাস্করঃ॥ ১০৩॥ তস্মৈ নৃপতয়ে তত্র ব্রহ্মাস্ত্রং মহামুনিঃ। সাঙ্গঞ্চ সরহস্যঞ্চ সোৎসর্গং সোপসংহৃতি॥ ১০৪॥ উপাদিশচ্ছক্তিপুত্রঃ সুমিত্রাজানয়ে তদা মনোজবোঽথ মুনিনা হ্যাশীর্ব্বাদপুরঃসরম্॥ ১০৫॥ প্রেরিতো রথমাস্থায় প্রণম্য মুনিপুঙ্গবম্। প্রদক্ষিণীকৃত্য তদাভ্যনুজ্ঞাতো মহর্ষিণা॥ ১০৬॥ সার্দ্ধং পত্ন্যা চ পুত্রেণ প্রযযৌ বিজয়ায় সঃ। স গত্বা স্বপুরং রাজা প্রদধ্মৌ জলজং তদা ॥ ১০৭ ॥ ততঃ শঙ্খরবং শ্রুত্বা গোলভস্তু সসৈনিকঃ। যুদ্ধায় নির্যযৌ তূর্ণং মনোজবনৃপেণ সঃ॥ ১০৮॥ দিনত্রয়ং রণং জজ্ঞে গোলভেন নৃপস্য বৈ। ততশ্চতুর্থে দিবসে গোলভন্তু সসৈনিকম্ ॥১০৯ ॥ মনোজবো নৃপো যুদ্ধে ব্রহ্মাস্ত্রেণ ব্যনাশয়ৎ। ততঃ সপুত্রভার্য্যোঽয়ং পুরং প্রাপ্য নিজং নৃপঃ ॥ ১১০ ॥ পালয়ন্ পৃথিবীং সর্ব্বাং বুভুজে ভার্য্যয়া সহ॥ তদাপ্রভৃতি রাজাসৌ নাহঙ্কারং চকার বৈ॥ ১১১ ॥ অসূয়াদীংস্তথা দোষান্ বর্জ্জয়ামাস ভূপতিঃ। অহিংসানিরতো দান্তঃ সদা ধর্ম্মপরোঽভবৎ॥ ১১২ ॥ সহস্রং বৎসরানেবং ররক্ষ স মহীপতিঃ। ততো বিরক্তো রাজেন্দ্রঃ পুত্রে রাজ্যং নিধায় তু॥ ১১৩॥ জগাম মঙ্গলং তীর্থং গন্ধমাদনপর্ব্বতে। তপশ্চচার তত্রাসৌ ধ্যায়ন্ হৃদি সদাশিবম্॥ ১১৪॥ ততোঽচিরেণ কালেন ত্যক্ত্বা দেহং মনোজবঃ। শিবলোকং যযৌ রাজা তস্য তীর্থস্য বৈভবাৎ॥ ১১৫॥ তস্য ভার্য্যা সুমিত্রাপি তস্যালিঙ্গ্য তনুস্তদা। অন্বারূঢ়া চিতাং বিপ্রাঃ প্রাপ তল্লোকমেব সা॥ ১১৬॥ শ্রীসূত উবাচ। এবম্প্রভাবং তত্তীর্থং শ্রীমন্ মঙ্গলনামকম্। মনোজবো নৃপো যত্র স্নাত্বা তীর্থে মহত্তরে॥ ১১৭॥ শত্রূন্ বিজিত্য দেহান্তে শিবলোকং যযৌ স্ত্রিয়া। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সেব্যং মঙ্গলতীর্থকম্॥ ১১৮॥ তীর্থমেতদতিশোভনং শিবং ভুক্তিমুক্তিফলদং

প্রাদুর্ভূত হইল। রাজা এই সকল অবলোকন করিয়া মুনিকে নিবেদন করিলেন। অনন্তর পরাশর মুনি তীর্থ হইতে জলগ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রপূত বারি দ্বারা নরপতিকে অভিষেক করিলেন। নরপতি মুনি কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া সাতিশয় সুশোভিত হইলেন। তিনি কবচী, খড়্গী, চাপবাণধারী, যুবক, হার-কেয়ূর-মুকুটকটকমণ্ডিত, দিব্য-অম্বরধারী এবং অশ্বযুক্তরথারোহী হইয়া মধ্যাহ্নকালীন ভাস্করবৎ অতীব শোভা ধারণ করিলেন। মহামুনি শক্তিনন্দন তখন সেই রাজাকে সাঙ্গ, সরহস্য এবং উৎসর্গ ও উপসংহার সহ ব্রহ্মাস্ত্র উপদেশ দিলেন। অনন্তর তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া সেই রাজাকে বিদায় দিলে, রাজা তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া মহর্ষির অনুজ্ঞাক্রমে পত্নী ও পুত্র সহ বিজয়লাভার্থ যাত্রা করিলেন। তিনি স্বীয় পুরে গিয়া তৎকালে শঙ্খ বাজাইলেন! অনন্তর সেই শঙ্খরব শ্রবণ করিয়া গোলভ, সৈনিকসমভিব্যাহারে মনোজব নৃপ সহ যুদ্ধার্থ সত্বর নির্গত হইলেন। ক্রমে তিন দিন যাবৎ গোলভের সহিত রাজা মনোজবের সংগ্রাম হইল। চতুর্থ দিনে মনোজব রাজা ব্রহ্মাস্ত্রপ্রয়োগে গোলভকে সসৈন্যে বিনাশ করিলেন। অনন্তর পুত্র ও ভার্য্যা সহ স্বীয় পুরে প্রবেশ করিয়া রাজা মনোজব সমস্ত পৃথিবী পালনপূর্ব্বক ভোগ করিতে লাগিলেন। তখন হইতে সেই রাজা আর অহঙ্কারের আশ্রয় লইলেন না।৯০-১১১। ভূপতি অসূয়াদি সমস্ত দোষই বর্জ্জন করিলেন। তিনি অহিংসানিরত, দান্ত ও সতত ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই মহীপতি সহস্রবর্ষ যাবৎ পৃথ্বীপালন করিলেন। অনন্তর তিনি বিষয়ে বিরক্ত হইয়া পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক গন্ধমাদনস্থ মঙ্গলতীর্থে যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি সদাশিবকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা মনোজব অচিরকালমধ্যেই দেহত্যাগপূর্ব্বক তীর্থমাহাত্ম্যে শিবলোকে প্রয়াণ করিলেন। হে বিপ্রগণ! তাঁহার পত্নী সুমিত্রা তদীয় দেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক চিতারোহণ করত পতিলোকে গমন করিলেন। সূত কহিলেন,—সেই শ্রীমঙ্গলনামক তীর্থ এমনই প্রভাবসম্পন্ন বটে! রাজা মনোজব ঐরূপে সেই মহত্তর তীর্থে স্নান করিয়া শত্রুজয়পূর্ব্বক দেহান্তে সস্ত্রীক শিবলোকে গমন করিয়াছিলেন। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সেই মঙ্গল তীর্থের সেবা করা কর্ত্তব্য। দ্বিজবরগণ! ঐ তীর্থ অতিশোভন, শিবময়, নরগণের সর্ব্বদা

নৃণাং সদা। পাপরাশিতৃণতুলপাবকং সেবত দ্বিজ-বরা বিমুক্তয়ে॥ ১১৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মনোজবালক্ষ্মীবিনাশবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। মঙ্গলাখ্যে মহাতীর্থে নরঃ স্নাত্বা বিকল্মষঃ। একান্তরামনাথাখ্যং ক্ষেত্রং গচ্ছেত্ততঃ পরম্॥ ১॥ তত্র রামো জগন্নাথো জানক্যা লক্ষ্মণেন চ। হনুমৎপ্রমুখৈশ্চাপি বানরৈঃ পরিবারিতঃ॥ ২॥ সন্নিধত্তে সদা বিপ্রা লোকানুগ্রহকাম্যয়া। বিদ্যতে পুণ্যদা তত্র নাম্না হ্যমৃত-বাপিকা॥ ৩॥ তস্যাং নিমজ্জতাং নৃণাং ন জরান্তকজং ভয়ম্। অস্যামমৃতবাপ্যাং যঃ সশ্রদ্ধং স্নাতি মানবঃ॥ ৪॥ অমৃতত্বং ভজত্যেষ শঙ্করস্য প্রসাদতঃ। মহাপাতকনাশিন্যামস্যাং বাপ্যাং নিমজ্জতাম্॥ ৫॥ অমৃতত্বং হরো দাতুং সন্নিধত্তে সদা তটে। ঋষয় ঊচুঃ। ইয়ং হ্যমৃতবাপীতি কুতো হেতোর্নিগদ্যতে॥ ৬॥ অস্মাকমেতদব্রূহি ত্বং কৃপয়া ব্যাসশাসিত। তথৈবামৃতনাম্নিস্যা বাপিকায়াশ্চ বৈভবম্। তৃপ্তির্ন জায়তেঽস্মাকং ত্বদ্বচোঽমৃত-পায়িনাম্॥ ৭॥ শ্রীসূত উবাচ। অস্যা অমৃতনামত্বং বৈভবঞ্চ মনোহরম্॥ ৮॥ প্রবক্ষ্যামি বিশেষেণ শৃণুত দ্বিজসত্তমাঃ। পুরা হিমবতঃ পার্শ্বে নানামুনি-সমাকুলে॥ ৯॥ সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বদেবকিন্নরসেবিতে। সিংহব্যাঘ্রবরাহেভমহিষাদিসমাকুলে॥ ১০॥ তমাল-তালহিন্তালচম্পকাশোকসন্ততে। হংসকোকিলদাত্যুহ-চক্রবাকাদিশোভিতে॥ ১১॥ পদ্মেন্দীবরকহ্লার-কুমুদাঢ্যসরোবৃতে। সত্যবান্ শীলবান্ বাগ্মী বশী কুম্ভজসোদরঃ॥ ১২॥ আস্তে তপশ্চরন্নিত্যং মোক্ষার্থী শঙ্করপ্রিয়ঃ। ত্রিকালমর্চ্চয়ন্ শম্ভুং বন্যৈ-র্মূলফলাদিভিঃ॥ ১৩॥ আগতান্ স্বাশ্রমাভ্যাসমতিথীন্ বন্যভোজনৈঃ। পূজয়ন্নর্চ্চয়ন্নগ্নিং সন্ধ্যোপাসন-তৎপরঃ॥ ১৪॥ গায়ত্র্যাদীন্ মহামান্ত্রন্ কালেকালে জপন্মুদা। নিদ্রাং পরিত্যজন্ ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বিবু-

---

ভুক্তি-মুক্তিফলদায়ক, এবং পাপরাশিরূপ তৃণতুল-সমূহের পাবকস্বরূপ। আপনারা বিমুক্তির জন্য উহার সেবা করুন। ১১১—১১৯।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—নর মঙ্গলাখ্য মহাতীর্থে স্নান করিয়া পরে একান্তরামনাথাখ্য পরম ক্ষেত্রে গমন করিবে। হে বিপ্রগণ! তথায় লোকসমূহের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ জগন্নাথ রাম—জানকী, লক্ষ্মণ ও হনুমৎপ্রমুখ বানরগণের সহিত সর্ব্বদা সন্নিহিত রহিয়াছেন। ঐ স্থানে এক পুণ্যদায়িনী অমৃতবাপিকা আছে। তথায় স্নান করিলে নর-গণের আর জরা বা মরণজনিত ভয় থাকে না। ঐ অমৃতবাপিকায় যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত স্নান করে, শঙ্করের প্রসাদে তাহার অমৃতত্বপ্রাপ্তি হয়। ঐ মহাপাতকহারিণী বাপিকায় অবগাহনকারী-দিগকে অমৃতত্ব দান করিবার নিমিত্ত ভগবান্ হর সর্ব্বদাই তাহার তটদেশে সন্নিহিত। ঋষিগণ কহিলেন,—কি জন্য উহা অমৃতবাপী নামে অভিহিত হইয়া থাকে? হে ব্যাসশিষ্য! আমাদের নিকট ইহা এবং ঐ অমৃতবাপিকার বৈভব কীর্ত্তন কর। তোমার কথামৃত পান করিয়া আমাদের আর তৃপ্তির শেষ হইতেছে না। ১—৭। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজবর-গণ! উহার অমৃত নাম ও মনোহর বৈভবের বিষয় বিশেষ রূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যেখানে নানা মুনিজন বিচরণ করেন, যথায় সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, দেব ও কিন্নরগণ বিরাজমান; যথায় সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, হস্তী ও মহিষ প্রভৃতি জন্তুবর্গ সতত বিচরণশীল; যেখানে তমাল, তাল, হিন্তাল, চম্পক ও অশোক প্রভৃতি সুশোভন; যাহা হংস, কোকিল, দাত্যুহ ও চক্রবাকাদি বিহঙ্গগণে সমাকুল; যথায় পদ্ম, ইন্দীবর, কহ্লার ও কুমুদ-মণ্ডিত সরোবর সকল সুশোভিত, হিমালয়ের তাদৃশ পার্শ্বদেশে মুনিবর অগস্ত্যসহোদর নিত্য তপস্যাচরণে নিরত ছিলেন! ঐ মুনি সত্যবান্, শীলবান্, বাগ্মী ও ইন্দ্রিয়জয়ী। তিনি শঙ্করের প্রিয়পাত্র ও মোক্ষলাভে সমুৎসুক। ঐ মুনি বন্য ফল-মূলাদি দ্বারা শম্ভুর ত্রৈকালিক অর্চ্চনা করিতেন; স্বীয় আশ্রমে অতিথি সজ্জন আসিলে, তাঁহাদিগকেও বন্যভোজনে পরিতৃপ্ত করিতেন; যথাকালে অগ্নির আরাধনা করিয়া সন্ধ্যোপাসনায় তৎপর হইতেন; কালে কালে গায়ত্রী প্রভৃতি মহামন্ত্র সকল জপ করিতেন;

ঃ॥ ১৫॥ স্নানং কুর্ব্বন্নুষঃকালে নমন্ সন্ধ্যাং প্রসন্নধীঃ। গায়ত্রীং প্রজপন্ বিপ্রাঃ পূজয়ন্ হরিশঙ্করৌ॥ ১৬॥ বেদাধ্যায়ী শাস্ত্রপাঠী মধ্যাহ্নে-ঽতিথিপূজকঃ। শ্রোতা পুরাণপাঠানামগ্নিকার্য্যেষ্বতন্দ্রিতঃ॥ ১৭॥ পঞ্চযজ্ঞপরো নিত্যং বৈশ্বদেববলিপ্রদঃ। প্রত্যব্দং শ্রাদ্ধকৃৎ পিত্রোস্তথান্যশ্রাদ্ধকৃদ্দ্বিজাঃ॥ ১৮॥ এবং নিনায় কালং স নিত্যানুষ্ঠানতৎপরঃ। তস্যৈবং বর্ত্তমানস্য তপশ্চরত উত্তমম্॥ ১৯॥ সহস্রবর্ষাণ্যগমন্ শঙ্করাসক্তচেতসঃ। তথাপি শঙ্করো ভ্রাস্যাযযৌ প্রত্যক্ষতাং তদা॥ ২০॥ ততস্ত্বগস্ত্য-ভ্রাতাসৌ গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যগঃ। ভাস্করে দত্তদৃষ্টিশ্চ মৌনব্রতসমন্বিতঃ॥ ২১॥ তিষ্ঠন্ কনিষ্ঠিকাঙ্গুল্যাং বামপাদস্য নিশ্চলঃ। ঊর্দ্ধবাহুর্নিরালম্বস্তপস্তেপে-ঽতিদারুণম্॥ ২২॥ অথ তস্য প্রসন্নাত্মা মহাদেবো ঘৃণানিধিঃ। প্রাদুরাসীৎ স্বয়া দীপ্ত্যা দিশো দশ বিভাসয়ন্॥ ২৩॥ ততোঽদ্রাক্ষীন্মুনিঃ শম্ভুং সাম্বং বৃষভসংস্থিতম্। দৃষ্ট্বা প্রণম্য তুষ্টাব ভবানীপতিমীশ্বরম্॥ ২৪॥ মুনিরুবাচ। নমস্তে পার্ব্বতীনাথ নীলকণ্ঠ মহেশ্বর। শিব রুদ্র মহাদেব নমস্তে শম্ভবে বিভো॥ ২৫॥ শ্রীকণ্ঠোমাপতে শূলিন্-ভগনেত্রহরাব্যয়। গঙ্গাধর বিরূপাক্ষ নমস্তে রুদ্র মন্যবে॥ ২৬॥ অন্তকারে কামশত্রো দেবদেব জগৎপতে। স্বামিন্ পশুপতে সর্ব্ব নমস্তে শতধন্বনে॥ ২৭॥ দক্ষযজ্ঞবিনাশায় স্নায়ূনাং পতয়ে নমঃ। নিচেরবে নমস্তুভ্যং পুষ্টানাং পতয়ে নমঃ॥ ২৮॥ ভূয়োভূয়ো নমস্তুভ্যং মহাদেব কৃপালয়। দুস্তরাদ্ভবসিন্ধোর্মাং তারয়স্ব ত্রিলোচন॥ ২৯॥ অগস্ত্যসোদরেণৈবং স্তুতঃ শম্ভুরভাষত। প্রীণয়ন্ বচসা স্বেন কুম্ভজস্যানুজং মুনিম্॥ ৩০॥ ঈশ্বর উবাচ। কুম্ভজানুজ বক্ষ্যামি মুক্ত্যুপায়ং তবানঘ। সেতুমধ্যে মহাতীর্থং গন্ধমাদনপর্ব্বতে॥ ৩১॥ মঙ্গলাখ্যস্য তীর্থস্য নাতিদূরেণ বর্ত্ততে। তত্র গত্বা কুরু স্নানং ততো মুক্তিমবাপ্স্যসি॥ ৩২॥ তত্তীর্থসেবনান্নান্যো মোক্ষোপায়ো লঘুস্তব। ন হি তত্তীর্থবৈশিষ্ট্যং বক্তুং শক্যং ময়াপি চ॥ ৩৩॥ সন্দেহো নাত্র কর্ত্তব্যস্ত্বয়াদ্য মুনিসত্তম। তস্মাত্তত্রৈব

ব্রহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুচিন্তায় তৎপর হইতেন; প্রত্যূষে স্নান করিয়া প্রসন্নমনে সন্ধ্যোপাসনা করিতেন। হে বিপ্রগণ! এইরূপে তিনি গায়ত্রী জপ করিয়া হরি ও শঙ্করকে পূজা করিতেন। তিনি বেদাধ্যায়ী, শাস্ত্রদর্শী, মধ্যাহ্নে অতিথিপূজক, পুরাণপাঠের শ্রোতা, অগ্নিক্রিয়ায় নিরলস, পঞ্চযজ্ঞে নিরত, বৈশ্বদেব-বলি-প্রদাতা, প্রতি বৎসর পিতামাতার ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের শ্রাদ্ধকর্ত্তা ছিলেন। হে দ্বিজগণ! এইরূপে সেই মুনি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া কাল কাটাইতেন। তিনি উত্তম তপঃ-সাধনায় নিমগ্ন ও শঙ্করে আসক্তচিত্ত হইয়া অবস্থিত ছিলেন। ঐ ভাবে তাঁহার সহস্র বর্ষ অতীত হইয়া গেল। তথাচ শঙ্কর তাঁহার প্রত্যক্ষ হইলেন না। অনন্তর অগস্ত্যসহোদর গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নি-মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন; ভাস্করে দৃষ্টি অর্পণ করিয়া মৌন ব্রত অবলম্বন করিলেন; বামপদের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে ভর করিয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি ঊর্দ্ধবাহু ও নিরালম্ব হইয়া অতি দারুণ তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। পরে করুণা-ধান মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বীয় দীপ্তি-ছটায় দশ দিক্ উদ্ভাসিত করত প্রাদুর্ভূত হইলেন। অনন্তর মুনিবর বৃষভস্থিত শম্ভুকে অবলোকন করিলেন এবং প্রণাম করিয়া ভবানীপতিকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৮—১০। মুনি বলিলেন, হে পার্ব্বতীনাথ, নীলকণ্ঠ, মহেশ্বর, শিব, রুদ্র, মহাদেব! আপনাকে আমার নমস্কার। হে বিভো! হে শম্ভো! শ্রীকণ্ঠ, উমাপতে, শূলপাণি, ভগনেত্রহর, অব্যয় গঙ্গাধর, বিরূপাক্ষ! তোমাকে আমার নমস্কার। হে অন্তকারে, কামরিপো, দেবদেব, জগৎপতে, প্রভো, পশুপতে! তুমি শত-ধন্বা, তোমাকে নমস্কার। তুমি দক্ষযজ্ঞধ্বংসকারী, স্নায়ুপতি, নিচেরু ও পুষ্টপতি; তোমাকে আমার বারংবার নমস্কার। হে কৃপালয়, মহাদেব! তোমাকে ভূয়োভূয় নমস্কার করি। হে ত্রিলোচন! তুমি দুস্তর ভবাব্ধি হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর। অগস্ত্যভ্রাতা এইরূপে স্তব করিলে শম্ভু তাঁহাকে স্বীয় বাক্যে পরিতৃপ্ত করিয়া কহিলেন,—হে অনঘ, অগস্ত্যানুজ! তোমার নিকট মুক্তির উপায় ব্যক্ত করিতেছি। সেতুমধ্যে গন্ধমাদনশৈলে মঙ্গল-নামক তীর্থের অনতিদূরে এক মহাতীর্থ আছে। তথায় গিয়া স্নান করিলেই তুমি মুক্তিপ্রাপ্ত হইতে পারিবে। সেই তীর্থসেবন অপেক্ষা মোক্ষলাভের অন্য কোন লঘু উপায় নাই। আমিও সে তীর্থের বিশিষ্টতা বর্ণন করিতে সক্ষম নহি। হে মুনিবর!

গচ্ছ ত্বং যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ম্ ॥ ৩৪ ॥ ইত্যুক্তা ভগবানীশস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। ততো দেবস্য বচনাদগস্ত্যস্য সহোদরঃ ॥ ৩৫ ॥ গত্বা সেতুং সমুদ্রে তু গন্ধমাদনপর্ব্বতে। ঈশ্বরেণৈব গদিতং তীর্থং তচ্ছীঘ্রমাসদৎ ॥ ৩৬ ॥ তত্র তীর্থে মহাপুণ্যে স্নাতানাং মুক্তিদায়িনি। একান্তরামনাথাখ্যে ক্ষেত্রালঙ্করণে শুভে ॥ ৩৭ ॥ সম্নৌ নিয়মপূর্ব্বং স ত্রীণি বর্ষাণি বৈ দ্বিজঃ। ততশ্চতুর্থবর্ষে তু সমাধিস্থো মহামুনিঃ ॥ ৩৮ ॥ ব্রহ্মনাড্যাং প্রাণবায়ুং মূর্দ্ধন্যারোপ্য যোগতঃ। প্রাণান্নির্গময়ামাস ব্রহ্মরন্ধ্রেণ তত্র সঃ ॥ ৩৯ ॥ ততোহগস্ত্যানুজঃ সোহয়ং পরিত্যজ্য কলেবরম্। অবাপ মুক্তিং পরমাং তস্য তীর্থস্য বৈভবাৎ ॥ ৪০ ॥ বিনষ্টাশেষদুঃখস্য তত্তীর্থস্নানবৈভবাৎ। অমৃতত্বমভূদ্যস্মাদগস্ত্যানুজজন্মনঃ ॥ ৪১ ॥ ততো হ্যমৃতবাপীতি প্রথাস্যাসীন্মুনীশ্বরাঃ। অত্র তীর্থে নরা যে তু বর্ষত্রয়মতন্দ্রিতাঃ ॥ ৪২ ॥ স্নানং কুর্ব্বন্তি তে সত্যমমৃতত্বং প্রযান্তি হি। এবং হ্যমৃতবাপীতি প্রথা তদ্বৈভবং তথা। যুষ্মাকং কথিতং বিপ্রাঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছথ ॥ ৪৩ ॥ ঋষয় উচুঃ। একান্তরামনাথাখ্যা তস্য ক্ষেত্রস্য বৈ মুনে ॥ ৪৪ ॥ কথং সমাগতা সূত বক্তুমেতত্ত্বমর্হসি। অস্মাকং মুনিশার্দ্দুল তচ্ছুশ্রূষাতিভূয়সী ॥ ৪৫ ॥ শ্রীসূত উবাচ। পুরা দাশরথী রামঃ সসুগ্রীববিভীষণঃ। লক্ষ্মণেন যুতো ভ্রাত্রা মন্ত্রজ্ঞেন হনূমতা ॥ ৪৬ ॥ বানরৈর্ব্বধ্যমানে তু সেতাবম্বুধিমধ্যতঃ। চিন্তয়ন্ মনসা সীতামেকান্তে সমমন্ত্রয়ৎ ॥ ৪৭ ॥ তেষু মন্ত্রয়মাণেষু রাবণাদিবধং প্রতি। উল্লোলতরকল্লোলো জুঘোষ জলধির্ভৃশম্ ॥ ৪৮ ॥ অর্ণবস্য মহাভীমে জৃম্ভমাণে মহাধ্বনৌ। অন্যোন্যকথিতাং বার্ত্তাং নাশৃণ্বংস্তে পরস্পরম্ ॥ ৪৯ ॥ ততঃ কিঞ্চিদিব ক্রুদ্ধো ভৃকুটীকুটিলেক্ষণঃ। ভ্রূভঙ্গলীলয়া রামো নিয়ম্য জলধিং তদা ॥ ৫০ ॥ অমন্ত্রয়ত বিপ্রেন্দ্রা রাক্ষসানাং বধং প্রতি। একান্তেহমন্ত্রয়ত্তত্র তৈঃ সার্দ্ধং রাঘবো যতঃ ॥ ৫১ ॥ একান্তরামনাথাখ্যং তৎক্ষেত্রমভবদ্দ্বিজাঃ। সোহয়ং নিয়মিতো বার্দ্ধী রামভ্রূভঙ্গলীলয়া ॥ ৫২ ॥ অদ্যাপি নিশ্চলজলস্তৎপ্রদেশেষু দৃশ্যতে। একান্তরামনাথাখ্যং তদেতৎ ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ৫৩ ॥ আগত্যা-

---

এ বিষয়ে তুমি আর সন্দেহ করিও না। যদি ভবক্ষয় করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি সেইখানেই গমন কর। ভগবান্ ঈশান এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর অগস্ত্যভ্রাতা দেবদেবের বাক্যানুসারে সমুদ্রস্থ গন্ধমাদনশৈলে গমন করিয়া ঈশ্বরোক্ত সেই তীর্থে সত্বর উপস্থিত হইলেন। ঐ তীর্থ তথায় স্নানকারীদিগের মুক্তিদায়ক; উহার নাম একান্তরামনাথ। উহা ক্ষেত্রসমূহের ভূষণস্থানীয়। দ্বিজবর সেই শুভতীর্থে নিয়মপূর্ব্বক তিনবর্ষ পর্য্যন্ত স্নান করিলেন। চতুর্থবর্ষে মহামুনি সমাধিস্থ হইলেন। তিনি যোগবলে মস্তকস্থ ব্রহ্মনাড়ীতে প্রাণবায়ু আরোপিত করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রেই প্রাণবায়ুসকল নিঃসারিত করিলেন। এইরূপে সেই অগস্ত্যভ্রাতা কলেবর পরিহারপূর্ব্বক তীর্থ বৈভবে পরমা মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। তীর্থস্নানের ফলে তাঁহার অশেষ দুঃখ বিনষ্ট হইয়া গেল। তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হে মুনীশ্বরগণ! এজন্যই ঐ তীর্থের অমৃতবাপী নাম প্রসিদ্ধ হয়। যে সকল নর নিরলসভাবে এই অমৃতবাপীতীর্থে স্নান করে, তাহারা সত্য অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! এই আমি অমৃতবাপী ও তাহার মাহাত্ম্য কথা আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনারা আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? ২৫—৪৩। ঋষিগণ কহিলেন,—হে মুনে, সূত! পূর্ব্বোক্ত পুণ্যতীর্থের 'একান্তরামনাথ'-নাম প্রসিদ্ধ হইল কিরূপে, তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বল। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! উহা শুনিবার ইচ্ছা আমাদের একান্ত বলবতী। সূত কহিলেন—পূর্ব্বে বানরগণ যখন সমুদ্রমধ্যে সেতুবন্ধনে নিযুক্ত ছিল, তখন সুগ্রীব, বিভীষণ, লক্ষ্মণ ও মন্ত্রজ্ঞ হনুমান প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত রামচন্দ্র মনে মনে সীতাকে চিন্তা করিতে করিতে একান্তে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রাবণবধের জন্য মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলে ইতিমধ্যে উল্লোল-কল্লোলময় জলধি অত্যন্ত গর্জ্জন করিয়া উঠিল। মহাভীম অর্ণব মহাধ্বনি করিয়া জৃম্ভণ করিতে থাকিলে তাঁহারা পরস্পরে পরস্পরের বার্ত্তা শ্রবণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ রামচন্দ্র ভ্রূকুটী-কুটিলাননে ভ্রূভঙ্গলীলায় জলধিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাক্ষসসমূহের বধসাধনার্থ মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রামচন্দ্র সুগ্রীবাদির সহিত একান্তে মন্ত্রণা করিয়াছিলেন বলিয়া—হে দ্বিজগণ! ঐ ক্ষেত্র একান্তরামনাথ নামে অভিহিত হইয়াছিল। রামের ভ্রূভঙ্গ-

মৃতবাপ্যাং চ স্নাত্বা নিয়মপূর্ব্বকম্। রামাদীনপি সেবন্তে তে সর্ব্বে মুক্তিমাপ্নুয়ুঃ॥ ৫৪॥ অদ্বৈতবিজ্ঞান-বিবিকশূন্যা বিরক্তিহীনাশ্চ সমাধিহীনাঃ। যাগাদ্যনুষ্ঠানবিবর্জ্জিতাশ্চ স্নাত্বাত্র যান্ত্যমৃতং দ্বিজেন্দ্রাঃ॥ ৫৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অমৃতবাপীপ্রশংসায়ামগস্ত্যভ্রাতৃ-বিমুক্তিবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥১৩॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। স্নাত্বা ত্বমৃতবাপ্যাং বৈ সেবিত্বৈকান্তরাঘবম্। জিতেন্দ্রিয়ো নরঃ স্নাতুং ব্রহ্মকুণ্ডং ততো ব্রজেৎ॥ ১॥ সেতুমধ্যে মহাতীর্থং গন্ধমাদনপর্ব্বতে। ব্রহ্মকুণ্ডমিতি খ্যাতং সর্ব্বদারিদ্র্য-ভেষজম্॥২॥ বিদ্যতে ব্রহ্মহত্যানামযুতাযুতনাশনম্ দর্শনং ব্রহ্মকুণ্ডস্য সর্ব্বপাপৌঘনাশনম্॥ ৩॥ কিং তস্য বহুভিস্তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ। মহাদানৈশ্চ কিং তস্য ব্রহ্মকুণ্ডবিলোকিনঃ॥ ৪॥ ব্রহ্মকুণ্ডে সকৃৎ স্নানং বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিকারণম্। ব্রহ্মকুণ্ড-সমুদ্ভূতং ভস্ম যেন ধৃতং দ্বিজাঃ॥ ৫॥ তস্যানুগামিনো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতভস্মনা যস্ত্রিপুণ্ড্রকম্॥ ৬॥ করোতি তস্য কৈবল্যং করস্থং নাত্র সংশয়ঃ। তদ্ভস্মপরমাণুর্ব্বা যো ললাটে ধৃতো ভবেৎ॥ ৭॥ তাবদেবাস্য মুক্তিঃ স্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা। তৎকুণ্ডভস্মনা মর্ত্ত্যঃ কুর্য্যাদুদ্ধূলনং তু যঃ॥ ৮॥ তস্য পুণ্যফলং বক্তুং শঙ্করো বেত্তি বা ন বা। ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতং ভস্ম যো নৈব ধারয়েৎ॥ ৯॥ রৌরবে নরকে সোঽয়ং পতেদাচন্দ্রতারকম্। উদ্ধূলনং ত্রিপুণ্ড্রং বা ব্রহ্মকুণ্ডস্থভস্মনা॥ ১০॥ নরাধমো ন কুর্য্যাদ্যঃ সুখং নাস্য কদাচন। ব্রহ্মকুণ্ড-সমুদ্ভূতভস্মনিন্দারতস্তু যঃ। উৎপত্তৌ তস্য সাঙ্কর্য্য মনুমেয়ং বিপশ্চিতা॥ ১১॥ ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতং ভস্মৈতল্লোকপাবনম্॥ ১২॥ অন্যভস্মসমং যস্তু ন্যূনং বা বক্তি মানবঃ। উৎপত্তৌ তস্য সাঙ্কর্য্য-মনুমেয়ং বিপশ্চিতা॥ ১৩॥ ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতেঽপ্যস্মিন্ ভস্মনি জাগ্রতি। ভস্মান্তরেণ মনুজো ধারয়েদ্যস্ত্রি-পুণ্ড্রকম্॥ ১৪॥ উৎপত্তৌ তস্য সাঙ্কর্য্যমনুমেয়ং

লীলায় নিয়মিত হওয়ায় অদ্যাপি সেই প্রদেশে জলনিধি নিশ্চল জলাকারে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাই একান্তরামনাথনামক ক্ষেত্র। অগস্ত্য-ভ্রাতার মুক্তিস্থান অমৃতবাপীতে নিয়মপূর্ব্বক স্নান করিয়া যাহারা রামপ্রভৃতির সেবা করে,তাহারা মুক্তি প্রাপ্ত হয়। যাহাদের অদ্বৈত জ্ঞান নাই, বিবেক নাই, বিষয়ে যাহারা বিরক্ত নহে, সমাধিব্যাপারে অভ্যস্ত নহে, বা যাগাদির অনুষ্ঠানে লিপ্ত নহে, হে দ্বিজেন্দ্রগণ! তাহারাও এখানে স্নান করিয়া অমৃতপদ প্রাপ্ত হয়। ৪৪—৫৫।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অমৃতবাপীতে স্নান ও একান্ত-রাঘবকে সেবা করিয়া জিতেন্দ্রিয় নর স্নানার্থ ব্রহ্ম-কুণ্ডে গমন করিবে। সেতুমধ্যে গন্ধমাদনশৈলে ব্রহ্মকুণ্ডনামে এক মহাতীর্থ আছে। উহা সর্ব্ব দারিদ্র্যের মহৌষধ, অযুত অযুত ব্রহ্মহত্যাকৃত পাপও ঐ তীর্থে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মকুণ্ডের দর্শনমাত্রেই সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি ব্রহ্মকুণ্ড দর্শন করে, তাহার বহুতীর্থ, বহু-তপস্যা, বহুযজ্ঞানুষ্ঠান বা মহাদান দ্বারা প্রয়োজন কি? ব্রহ্মকুণ্ডে একবার মাত্র স্নান করিলে বৈকুণ্ঠ-পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে দ্বিজগণ! ব্রহ্ম-কুণ্ডসমুদ্ভূত ভস্ম যে ব্যক্তি ধারণ করে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই দেবত্রয় তাহার অনুগমন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ব্রহ্মকুণ্ড হইতে উত্থিত ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্রক প্রস্তুত করে, তাহার কৈবল্য করস্থ হইয়া থাকে; সন্দেহ নাই। বলিতে কি, তত্রত্য ভস্মপরমাণুও যাহার ললাটে ধৃত হয়, তাহারও নিশ্চয় মুক্তি হয়। যে মানব ঐ কুণ্ডভস্ম দ্বারা উদ্ধূলন করে, তাহার পুণ্যফল শঙ্করও বলিতে অক্ষম। ব্রহ্মকুণ্ড হইতে সমুদ্ভূত ভস্ম যে ব্যক্তি ধারণ না করে, আচন্দ্রতারক সেই ব্যক্তি রৌরব নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মকুণ্ডের ভস্ম দ্বারা যে নরাধম উদ্ধূলন বা ত্রিপুণ্ড্র করে না, তাহার সুখ কখনই হয় না। যে নর ব্রহ্মকুণ্ডোত্থিত ভস্মের নিন্দা করে, বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহার জন্মসাঙ্কর্য্য অনুমান করিবেন। ব্রহ্মকুণ্ডোত্থিত ভস্ম জগতের পবিত্রতা জনক। যে মানব ঐ স্থানের ভস্ম অন্য ভস্মের সহিত তুলিত করে বা তাহা অপেক্ষা হীন বলিয়া ব্যাখ্যা করে, বুধব্যক্তি তাহার জন্মসাঙ্কর্য্য অনুমান করিবেন।১—১১। ব্রহ্মকুণ্ডের ভস্ম থাকিতে যে নর

বিপশ্চিতা। কদাচিদপি যো মর্ত্ত্যো ভস্মৈতত্তু ন ধারয়েৎ ॥ ১৫ ॥ উৎপত্তৌ তস্য সাঙ্কর্য্যমনুমেয়ং বিপশ্চিতা। ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতং ভস্ম দদাদ্দ্বিজায় যঃ ॥ ১৬ ॥ চতুরর্ণবপর্য্যন্তা তেন দত্তা বসুন্ধরা। সন্দেহো নাত্র কর্ত্তব্যস্ত্রির্ব্বা শপথয়ামাহম্ ॥ ১৭ ॥ সত্যসত্যং পুনঃ সত্যমুদ্ধৃত্য ভুজমুচ্যতে। ব্রহ্মকুণ্ডোদ্ভবং ভস্ম ধারয়ধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৮ ॥ এতদ্ধি পাবনং ভস্ম ব্রহ্মযজ্ঞসমুদ্ভবম্। পুরা হি ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বলোক-পিতামহঃ ॥ ১৯ ॥ সন্নিধৌ সর্ব্বদেবানাং পর্ব্বতে গন্ধমাদনে। ঈশশাপনিবৃত্ত্যর্থং ক্রতূন্ সর্ব্বান্ সমাতনোৎ ॥ ২০ ॥ বিধায় বিধিবৎ সর্ব্বানধ্বরান্ বহুদক্ষিণান্। মুমুচে সহসা ব্রহ্মা শম্ভুশাপা-দ্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২১ ॥ তদেতত্তীর্থমাসাদ্য স্নানং কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ। তে মহাদেবসাযুজ্যং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। ব্যাসশিষ্য মহাপ্রাজ্ঞ পুরাণার্থবিশারদ। চতুর্দ্দশানাং লোকানাং স্রষ্টারং চতুরাননম্ ॥ ২৩ ॥ শম্ভুঃ কেনাপরাধেন শপ্তবান্ ভারতীপতিম্। শাপশ্চ কীদৃশস্তস্য পুরা দত্তো হরেণ বৈ। এতৎসর্ব্বং মুনে ব্রূহি তত্ত্বতো-ঽস্মাকমাদরাৎ ॥ ২৪ ॥ শ্রীসূত উবাচ। পুরা বভূব কলহো ব্রহ্মবিষ্ণোঃ পরস্পরম্ ॥ ২৫ ॥ কঞ্চি-দ্ধেতুং সমুদ্দিশ্য স্পর্দ্ধয়া শ্লাঘমানয়োঃ। অহং কর্ত্তা ন মত্তোঽন্যঃ কর্ত্তাস্তি জগতীতলে ॥ ২৬ ॥ এবমাহ হরিং ব্রহ্মা ব্রহ্মাণঞ্চ হরিস্তথা। এবং বিবাদঃ সুমহান্ প্রাবর্ত্তত পুরা তয়োঃ ॥ ২৭ ॥ এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রাঃ কুর্ব্বতোঃ কলহং মিথঃ। তয়োর্গর্ব্ববিনাশায় প্রবোধার্থঞ্চ দেবয়োঃ ॥ ২৮ ॥ মধ্যে প্রাদুরভূল্লিঙ্গং স্বয়ংজ্যোতিরনাময়ম্। তৌ দৃষ্ট্বা বিস্মিতৌ লিঙ্গং ব্রহ্মাবিষ্ণু পরস্পরম্ ॥ ২৯ ॥ সময়ং চক্রতুর্বিপ্রা দেবানাং সন্নিধৌ পুরা। অনাদ্যন্তং মহালিঙ্গং যদেতদ্দৃশ্যতে পুরঃ ॥ ৩০ ॥ অনন্তাদিত্যসঙ্কাশ-মনন্তাগ্নিসমপ্রভম্। আবয়োরস্য লিঙ্গস্য যোঽন্ত-মাদিঞ্চ দ্রক্ষ্যতি ॥ ৩১ ॥ স ভবেদধিকো লোকে লোককর্ত্তা চ স প্রভুঃ। অহমূর্দ্ধং গমিষ্যামি লিঙ্গ-স্যাস্য গবেষয়ন্ ॥ ৩২ ॥ গবেষণায় মূলস্য ত্বম-

অস্য ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করে, পণ্ডিত ব্যক্তি তাহার জন্মবিষয়ে সাঙ্কর্য্য সম্ভাবনা করিবেন। যে ব্যক্তি কস্মিন্‌কালেও এই ভস্ম ধারণ করে নাই, পণ্ডিত লোক তাহার উৎপত্তিবিষয়ে সঙ্কর্য্য অনুমান করিবেন। যে ব্যক্তি ব্রহ্মকুণ্ডসমুত্থিত ভস্ম ব্রাহ্মণকে দান করে, চতুরাব্ধপর্য্যন্ত বসুধাই তৎ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। আমি ইহা তিনবার শপথ করিয়া বলিতেছি। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, আপ-নারা ব্রহ্মকুণ্ডোদ্ভূত ভস্ম ধারণ করুন। এই ব্রহ্মযজ্ঞ-সম্ভূত ভস্ম অতীব পবিত্র। পুরাকালে সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ঈশানদত্ত শাপনিবৃত্তির জন্য সর্ব্বদেবের সমক্ষে গন্ধমাদনশৈলে বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বিধিপূর্ব্বক বহুদক্ষিণান্বিত বহু যজ্ঞই তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। তাহাতে ব্রহ্মা সহসা শম্ভুশাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। অত-এব এই তীর্থে উপস্থিত হইয়া যাহারা স্নানাচরণ করে, তাহারা মহাদেবের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। ঋষিগণ কহিলেন,—হে পুরাণপণ্ডিত, মহাপ্রাজ্ঞ, ব্যাসশিষ্য! চতুরানন ব্রহ্মা চতুর্দ্দশ লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা ও ভারতীদেবীর পতি। ভগবান্ শম্ভু তাঁহাকে কোন অপরাধে অভিশাপ দিয়াছিলেন? হর তাঁহাকে কিপ্রকার শাপই বা প্রদান করেন? হে মুনে! এতৎসমস্ত আমাদের নিকট যথাযথ কীর্ত্তন কর।১২—২৪। সূত কহিলেন,—পূর্ব্বে কোন একটা হেতু উপলক্ষ করিয়া পরস্পর স্পর্দ্ধমান ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ের পরস্পর কলহ হইয়াছিল। কলহে ব্রহ্মা হরিকে বলিলেন,—আমিই কর্ত্তা, আমা ব্যতীত অন্য কর্ত্তা জগতে কেহই নাই। তদুত্তরে হরিও ব্রহ্মাকে ঐ কথাই কহিলেন। এইরূপে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল। হে বিপ্রগণ! ইত্যবকাশে সেই পরস্পর কলহকারী ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর গর্ব্বনাশ ও প্রবোধের নিমিত্ত তাঁহাদের মধ্যে এক অনাময় স্বয়ংজ্যোতিঃ লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়েই তখন সেই লিঙ্গ দর্শনে বিস্মিত হইলেন এবং দেবগণের সন্নিধানে উভয়েই এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এই যে সম্মুখে অনাদি অনন্ত মহা-লিঙ্গ দেখা যাইতেছে, ইহা অনন্ত আদিত্যসদৃশ এবং অনন্ত অগ্নিসম দেদীপ্যমান। আমাদের উভয়ের মধ্যে যে কেহ এ লিঙ্গের আদি বা অন্ত দেখিয়া আসিতে পারিবে, সে-ই এ জগতে লোক-কর্ত্তা মহান্ প্রভু বলিয়া নির্ণীত হইবে। এই কথায় ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি অন্বেষণ করিতে করিতে এই লিঙ্গের ঊর্দ্ধসীমায় গমন করিব, আর তুমি মূল

ধস্তাদ্ধরে ব্রজ। ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা তথেত্যাহ রমাপতিঃ॥ ৩৩॥ এবং তৌ সময়ং কৃত্বা মার্গণায় বিনির্গতৌ। বিষ্ণুর্বরাহরূপেণ গতোঽধস্তাদ্গবেষিতুম্॥ ৩৪॥ হংসতাং ভারতীজানিঃ স্বীকৃত্যোপরি নির্যযৌ। অধো লোকান্ বিচিত্যাথো বিষ্ণুর্বর্ষগণান্ বহূন্। যথাস্থানং সমাগত্য বভাষে দেবসন্নিধৌ॥ ৩৫॥ বিষ্ণুরুবাচ। অহং লিঙ্গস্য নাদ্রাক্ষমাদিমস্যেতি সত্যবাক্॥ ৩৬॥ ঊর্দ্ধং গবেষয়িত্বাথ ব্রহ্মাপ্যাগচ্ছদত্র সঃ। আগত্য চ বচঃ প্রাহ ছদ্মনা চতুরাননঃ॥ ৩৭॥ ব্রহ্মোবাচ। অহমদ্রাক্ষমস্যান্তং লিঙ্গস্যেতি মৃষা পুনঃ। তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মবিষ্ণ্বোর্মহেশ্বরঃ। মিথ্যাবাদিনমাহেদং প্রহস্য চতুরাননম্॥ ৩৮॥ ঈশ্বর উবাচ। অসত্যং যদবোচস্ত্বং চতুরানন মৎপুরঃ॥ ৩৯॥ তস্মাৎ পূজা ন তে ভূয়াল্লোকে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা। অথ বিষ্ণুং পুনঃ প্রাহ ভগবান্ পরমেশ্বরঃ॥ ৪০॥ যস্মাৎ সত্যমবোচস্ত্বং কমলায়াঃ পতে হরে। তস্মাত্তে মৎসমা পূজা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৪১॥ ততো ব্রহ্মা বিষণ্ণঃ সঙ্করং প্রত্যভাষত। স্বামিন্ মমাপরাধং ত্বং ক্ষমস্ব করুণানিধে॥ ৪২॥ একোপরাধঃ ক্ষন্তব্যঃ স্বামিভির্জগদীশ্বরৈঃ। ততো মহেশ্বরোঽবাদীদ্ব্রহ্মাণং পরিসান্ত্বয়ন্॥ ৪৩॥ ঈশ্বর উবাচ॥ ন মিথ্যাবচনং মে স্যাদ্ব্রহ্মন্ বক্ষ্যামি তে শৃণু। গচ্ছ ত্বং সহসা বৎস গন্ধমাদনপর্ব্বতম্॥ ৪৪॥ তত্র ক্রতূন্ কুরুষ ত্বং মিথ্যাদোষপ্রশান্তয়ে॥ ততো বিধূতপাপস্ত্বং ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ॥ ৪৫॥ তেন শ্রৌতেষু তে ব্রহ্মন্স্মার্ত্তেষ্বপি চ কর্ম্মসু। পূজা ভবিষ্যতি সদা ন পূজা প্রতিমাসু তে॥ ৪৬॥ ইত্যুক্ত্বা ভগবানীশস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। ততো ব্রহ্মা যযৌ বিপ্রা গন্ধমাদনপর্ব্বতম্॥ ৪৭॥ ঈজে চ ক্রতুকর্ত্তারং ক্রতুভিঃ পার্ব্বতীপতিম্। অষ্টাশীতিসহস্রাণি বর্ষাণি মুনিপুঙ্গবাঃ॥ ৪৮॥ পৌণ্ডরীকাদিভিঃ সর্ব্বৈরধ্বরৈর্ভূরিদক্ষিণৈঃ। ইন্দ্রাদিসর্ব্বদেবানাং সন্নিধাবযজচ্ছিবম্। তেন তুষ্টোঽভবচ্ছম্ভুর্বরমস্মৈ প্রদত্তবান॥ ৪৯॥ ঈশ্বর উবাচ। মিথ্যোক্তিদোষস্তে নষ্টঃ কৃতৈরেতৈর্মখৈরিহ॥ ৫০॥ চতুরানন তে পূজা শ্রৌতস্মার্ত্তেষু কর্ম্মসু। ভবিষ্যত্যমলা ব্রহ্মন্ন পূজা প্রতিমাসু তে॥৫১॥ যাগস্থলমিদং

অন্বেষণার্থ অন্তসীমায় গমন কর। ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া হরি বলিলেন,—তথাস্তু। এইরূপে তাঁহারা উভয়েই সময় নির্দ্ধারণপূর্ব্বক অন্বেষণার্থ নির্গত হইলেন। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া অধোদিকে গমন করিলেন। ব্রহ্মা হংসরূপ ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলেন। অনন্তর সত্যবাদী বিষ্ণু বহু বর্ষ যাবৎ অধোলোকে অন্বেষণ করিয়া যথাস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক দেবগণের সমক্ষে বলিলেন,—আমি ঐ লিঙ্গের মূলদেশ দেখিতে পাই নাই। এই সময় ঊর্দ্ধদেশ অন্বেষণ করিয়া ব্রহ্মা আসিলেন; আসিয়া কপটতার সহিত মিথ্যা করিয়া বলিলেন,—আমি এই লিঙ্গের শেষ সীমা দেখিয়া আসিয়াছি। তাঁহাদের উভয়ের কথা শুনিয়া তখন মহেশ্বর হাস্যপূর্ব্বক চতুরাননকে বলিলেন,—তুমি মিথ্যাবাদী। অতএব হে চতুর্বক্ত্র! তুমি যখন আমার সমক্ষে মিথ্যা কথা কহিয়াছ, এইজন্য জগতের সর্ব্বত্র তোমার পূজা হইবে না। অনন্তর ভগবান্ মহেশ্বর বিষ্ণুকে বলিলেন,—হে কমলাপতে! হরে! আপনি যখন সত্য বাক্য বলিয়াছেন, তখন আমার ন্যায় আপনার অর্চ্চনা সর্ব্বত্রই হইবে। ২৫—৪১। তখন ব্রহ্মা বিষণ্ণ হইয়া শঙ্করকে বলিলেন, হে প্রভো! হে করুণানিধে! আমার অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন, প্রভুগণ অনুগতগণের প্রথমাপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। অনন্তর মহেশ্বর ব্রহ্মাকে সান্ত্বনা দানপূর্ব্বক বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবে না; তবে এক উপায় আছে, শ্রবণ কর। বৎস! তুমি গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন কর। সেখানে গিয়া মিথ্যাদোষ-পরিহারের নিমিত্ত অনেক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে থাক। এইরূপ করিলে তুমি নিষ্পাপ হইবে; সন্দেহ নাই। হে ব্রহ্মন্! তোমার কৃতাপরাধের জন্য শ্রৌত বা স্মার্ত্ত কর্ম্মে অথবা প্রতিমাদিতে সর্ব্বদা তোমার পূজা হইবে না। ভগবান্ ঈশান এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। হে মুনিপুঙ্গবগণ! অনন্তর ব্রহ্মা গন্ধমাদন শৈলে গমন করিলেন এবং তথায় গিয়া অষ্টাশীতিসহস্র বর্ষপর্য্যন্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞাধীশ্বর পার্ব্বতীপতিকে অর্চ্চনা করিলেন। তিনি পৌণ্ডরীকাদি ভূরিদক্ষিণান্বিত বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের সমক্ষে শিবকে পূজা করিলেন। তাহাতে শম্ভু তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরদান করিলেন; বলিলেন,—এই সকল যজ্ঞানুষ্ঠানে তোমার মিথ্যোক্তি দোষ নষ্ট হইল। হে চতুরানন! অদ্য হইতে শ্রৌতস্মার্ত্ত সমস্ত কর্ম্মেই তোমার পূজা প্রবর্ত্তিত হইবে। হে ব্রহ্মন্! প্রতি-

তেইদং ব্রহ্মকুণ্ডমিতি প্রথাম্। গমিষ্যতি ত্রিলোকোঽস্মিন্ পুণ্যং পাপবিনাশনম্ ॥ ৫২ ॥ ব্রহ্মকুণ্ডাভিধে তীর্থে সকৃদ্‌যঃ স্নানমাচরেৎ। মুক্তিদ্বারার্গলং তস্য ভিদ্যতে তৎক্ষণাদ্বিধে ॥ ৫৩ ॥ ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতং ললাটে ভস্ম ধারয়ন্। মায়াকপাটং নির্ভিদ্য মুক্তিদ্বারং প্রযাস্যতি ॥ ৫৪ ॥ ব্রহ্মকুণ্ডোত্থিতং ভস্ম ললাটে যো ন ধারয়েৎ। স্বপিতুর্বীজসম্ভূতো ন মাতরি সুতস্য সঃ ॥ ৫৫ ॥ ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতভস্মধারণতো বিধে। ব্রহ্মহত্যাযুতং নশ্যেৎ সুরাপানাযুতং তথা ॥ ৫৬ ॥ গুরুতল্পাযুতং নশ্যেৎ স্বর্ণস্তেয়াযুতং তথা। তৎ সংসর্গাযুতং নশ্যেৎ সত্যমুক্তং ময়া বিধে ॥ ৫৭ ॥ ব্রহ্মকুণ্ডসমুদ্ভূতভস্মধারণবৈভবাৎ। ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যা নশ্যন্তি ক্ষণমাত্রতঃ ॥ ৫৮ ॥ ইত্যুক্ত্বা ভগবানীশস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। যজ্ঞেষ্বথ সমাপ্তেষু মুনয়শ্চ জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৫৯ ॥ ইন্দ্রাদিদেবতাশ্চৈব সিদ্ধচারণকিন্নরাঃ। অন্যে চ দেবনিবহা গন্ধমাদনপর্ব্বতে ॥ ৬০ ॥ তাং যজ্ঞভূমিমাশ্রিত্য স্বয়ং রুদ্রেণ সেবিতাম্। নিরন্তরমবর্ত্তন্ত বিদিত্বা তস্য বৈভবম্ ॥ ৬১ ॥ যথাবিধি ততো যজ্ঞান্ সমাপ্য বহুদক্ষিণান্। সত্যলোকমগাদ্‌ব্রহ্মা শিবাল্লব্ধমনোরথঃ ॥ ৬২ ॥ তদাপ্রভৃতি দেবাশ্চ মুনয়শ্চ দ্বিজোত্তমাঃ। ব্রহ্মকুণ্ডং সমাসাদ্য চক্রুর্যাগান্ বিধানতঃ ॥ ৬৩ ॥ তস্মাদ্‌যিযক্ষবো মর্ত্ত্যাঃ কুর্য্যুর্যজ্ঞানিহৈব হি ॥ ৬৪ ॥ মনুজদেবমুনীশ্বরবন্দিতং সকলসংস্থিতিনাশকরং দ্বিজাঃ। জলজসম্ভবকুণ্ডমিদং শুভং সকলপাপহরং সকলার্থদম্ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মকুণ্ডপ্রশংসায়াং ব্রহ্মশাপবিমোক্ষণবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। ব্রহ্মকুণ্ডে মহাপুণ্যে স্নানং কৃত্বা সমাহিতঃ। নরো হনুমতঃ কুণ্ডমথ গচ্ছেদ্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১ ॥ পুরা হতেষু রক্ষঃসু সমাপ্তে রণকর্ম্মণি। রামাদিষু নিবৃত্তেষু গন্ধমাদনপর্ব্বতে ॥ ২ ॥ সর্ব্বলোকোপকারায় হনূমান্মারুতাত্মজঃ। প্রতীর্থোত্তমং চক্রে স্বনাম্না তীর্থমুত্তমম্ ॥ ৩ ॥ বিদিত্বা বৈভবং যস্য স্বয়ং রুদ্রেণ সেব্যতে। তস্য

...দিতে তোমার নির্ম্মল পূজা হইতে থাকিবে। ভবৎকৃত এই যজ্ঞস্থল ত্রিলোকে পাপহর পবিত্র ব্রহ্মকুণ্ড নামে প্রথিত হইবে। এই ব্রহ্মকুণ্ডনামক তীর্থে যে ব্যক্তি একবার মাত্র স্নান করিবে, হে বিধে! তাহার মুক্তিদ্বারের অর্গল তৎক্ষণাৎ ভিন্ন হইয়া যাইবে। ব্রহ্মকুণ্ড-সমুদ্ভূত ভস্ম ললাটে ধারণ করিলে মায়াকপাট ভেদ করিয়া মুক্তিদ্বারে উপনীত হওয়া যায়। ব্রহ্মকুণ্ডোত্থিত ভস্ম যে ব্যক্তি ললাটে ধারণ না করে, সে তাহার স্বীয় পিতার বীজসম্ভূত নহে। হে বিধে! ব্রহ্মকুণ্ডোদ্ভূত ভস্ম ধারণের ফলে অযুত ব্রহ্মহত্যা, অযুত সুরাপান, অযুত গুরুতল্পগমন, অযুত স্বর্ণস্তেয় এবং অযুত তৎসংসর্গজনিত পাপ নষ্ট হইবে। ইহা আমি সত্যই বলিলাম। ব্রহ্মকুণ্ডোত্থিত ভস্মধারণের বৈভবে ভূত, প্রেত, ও পিশাচাদি ক্ষণমধ্যে নষ্ট হয়। ভগবান্ ভবানীপতি এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মানুষ্ঠিত যজ্ঞ সকল সমাপ্ত হইলে জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ, সিদ্ধ চারণ ও কিন্নরগণ এবং অন্যান্য দেবগণ সকলেই গন্ধমাদনশৈলের সেই রুদ্রসেবিত যজ্ঞভূমি আশ্রয়পূর্ব্বক তথাকার মাহাত্ম্য অবগত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্রহ্মা যথাবিধি বহুদক্ষিণান্বিত যজ্ঞ সকল সমাধানান্তে শিব হইতে লব্ধমনোরথ হইয়া সত্যলোকে গমন করিলেন। সেই হইতে দেব, মুনি ও দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ব্রহ্মকুণ্ডে উপস্থিত হইয়া যথাবিধানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অতএব যজ্ঞ করিবার অভিলাষী মর্ত্ত্যগণ ব্রহ্মকুণ্ডেই যজ্ঞান করিবে। হে দ্বিজগণ! এই ব্রহ্মকুণ্ড দেব, মনুজ ও মুনীশ্বরগণের বন্দিত, সংসারসমূহের নাশকর, শুভ, সর্ব্বপাপহর ও সর্ব্বার্থপ্রদ।৪২—৬৫।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মহাপুণ্য ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া সমাহিত নর পরে হনুমৎকুণ্ডে গমন করিবে। পূর্ব্বে রাক্ষসবংশ ধ্বংসপূর্ব্বক যুদ্ধ শেষ করিয়া রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি যখন গন্ধমাদন শৈলে প্রত্যাগমন করেন, তখন মারুতনন্দন হনুমান্ সর্ব্বলোকের উপকারের নিমিত্ত স্বীয় নামানুসারে এই সর্ব্বোত্তম তীর্থের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই তীর্থের মাহাত্ম্যবিষয় বিদিত হইয়া স্বয়ং রুদ্র

তীর্থস্য সদৃশং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥ যত্র স্নাত্বা নরা যান্তি শিবলোকং সনাতনম্। যস্মিংস্তীর্থে মহাপুণ্যে মহাপাতকনাশনে ॥ ৫ ॥ সর্ব্বলোকোপকারায় নির্ম্মিতে বায়ুসূনুনা। সর্ব্বাণি নরকাণ্যাসন্ শূন্যান্যেব চিরায় বৈ ॥ ৬ ॥ বৈভবং তস্য তীর্থস্য শঙ্করো বেত্তি বা ন বা। যত্র ধর্ম্মসখো নাম রাজা কেকয়বংশজঃ ॥ ৭ ॥ ভক্ত্যা সহ পুরা স্নাত্বা শতং পুত্রানবাপ্তবান্। ঋষয় উচুঃ। সূত ধর্ম্মসখস্তাদ্য চরিতং বক্তুমর্হসি। হনুমৎকুণ্ডতীর্থে যো লেভে স্নাত্বা শতং সুতান ॥ ৮ ॥ শ্রীসূত উবাচ। শৃণুধ্বমৃষয়ো যূয়ং চরিতং তস্য ভূপতে ॥ ৯ ॥ অদ্য ধর্ম্মসখস্যাহং প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ। রাজা ধর্ম্মসখো নাম বিজিতারিঃ সুধার্ম্মিকঃ ॥ ১০ ॥ বভূব নীতিবান্ পূর্ব্বং প্রজাপালনতৎপরঃ। তস্য ভার্য্যাশতং বিপ্রা বভূব পরিদৈবতম্ ॥ ১১ ॥ স পালয়ন্ মহীং রাজা সশৈলবনকাননাম্। তাসু ভার্য্যাসু তনয়ং নাবিন্দদ্বংশবর্দ্ধনম্ ॥ ১২ ॥ পুত্রার্থং স মহীপালো বহূন্ যত্নানথাকরোৎ। অকরোচ্চ মহাদানং পুত্রার্থং স মহীপতিঃ ॥ ১৩ ॥ অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈরযজচ্চ সুরান্ প্রতি। তুলাপুরুষমুখ্যানি প্রদদৌ দানানি ভূরিশঃ ॥ ১৪ ॥ আমধ্যরাত্রমন্নানি সর্ব্বেভ্যোঽপ্যনিবারিতম্। প্রাযচ্ছদ্বহুরূপানি শশ্বোপেতানি ভূমিপঃ ॥ ১৫ ॥ পিতৄনুদ্দিশ্য চ শ্রাদ্ধমকরোদ্বিধিপূর্ব্বকম্। সন্তানদায়িনো মন্ত্রাঞ্জজাপ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥ এবমাদীন্ বহূন্ ধর্ম্মান্ পুত্রার্থং কৃতবান্নৃপঃ। পুত্রমুদ্দিশ্য সততং কুর্ব্বন্ ধর্ম্মাননুত্তমান্ ॥ ১৭ ॥ রাজা দীর্ঘেণ কালেন বৃদ্ধতাং প্রত্যপদ্যত। কদাচিত্তস্য বৃদ্ধস্য যতমানস্য ভূপতেঃ ॥ ১৮ ॥ পুত্রঃ সুচন্দ্রনামাভূদ্জ্যেষ্ঠপত্ন্যাং মনোরমঃ। জাতং পুত্রং জনন্যস্তাঃ সর্ব্বা বৈষম্যবর্জিতাঃ ॥ ১৯ ॥ সমং সম্বর্দ্ধয়ামাসুঃ ক্ষীরাদিভিরনুত্তমাঃ। রাজ্ঞশ্চ সর্ব্বমাতৄণাং পৌরাণাং মন্ত্রিণাং তথা ॥ ২০ ॥ মনোনয়নসন্তোষজনকোঽয়ং সুতোঽভবৎ। লালয়ানঃ সুতং রাজা মুদং লেভে পরাৎপরাম্ ॥ ২১ ॥ আন্দোলিকাশয়ানস্য সূনোস্তস্য কদাচন। বৃশ্চিকোঽকুট্টয়ৎ পাদে পুচ্ছেনোদ্যদ্বিষাগ্নিনা ॥ ২২ ॥ কুট্টনাদ্বৃশ্চিকস্যাসাবরুদত্তনয়ো ভৃশম্। ততস্তন্মাতরঃ সর্ব্বাঃ প্রাক্রন্দ-

ইহার সেবা করিয়া থাকেন। ঐ তীর্থের তুল্য তীর্থ হয় নাই এবং হইবেও না। তথায় স্নান করিয়া নরগণ সনাতন শিবলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। বায়ু-নন্দন লোকোপকারের নিমিত্ত ঐ তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহা মহাপাতকহর মহাপুণ্য তীর্থ; ঐ স্থানে অচিরে নিখিল নরক নিবৃত্ত হইয়াছিল। ঐতীর্থের বৈভব শঙ্করও সম্পূর্ণ জানেন কিনা, সন্দেহ। পূর্ব্বে ধর্ম্মাসখনামক জনৈক কেকয়বংশীয় রাজা ঐ তীর্থে স্নান করিয়া শত পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! যিনি পূর্ব্বে হনুমৎকুণ্ডে স্নান করিয়া শত পুত্রলাভ করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্মসখ রাজার চরিত এক্ষণে বর্ণন করুন। সূত কহিলেন,—ঋষিগণ! অদ্য আমি ধর্ম্মসখ রাজার চরিত বর্ণন করিতেছি, আপনারা সেই ভূপতির বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। রাজা ধর্ম্মসখ বিজিতারি, সুধার্ম্মিক, নীতিমান্ ও প্রজাপালনতৎপর ছিলেন। হে বিপ্রগণ! সেই রাজার শত ভার্য্যা, সকলেই প্রতিব্রতা। রাজা ধর্ম্মানুসারে সশৈল-বন-কাননা মেদিনী-পালনে নিরত রহিয়া তাঁহার সেই সকল ভার্য্যায় একটী মাত্র বংশবর্দ্ধন পুত্রও লাভ করিতে পারিলেন না। মহীপতি পুত্রলাভার্থ বহু চেষ্টা করিলেন। তিনি একটী মাত্র পুত্র প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত মহাদান, অশ্বমেধাদি যজ্ঞে সুরগণের যজন, এবং তুলাপুরুষ প্রভৃতি বহুদান করিলেন; মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত সকলকে অবারিতভাবে প্রভূত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দান করিতে লাগিলেন; পিতৃলোকের উদ্দেশে বিধিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া সন্তানফলদায়ক মন্ত্র সকল জপ করিতে লাগিলেন। ১—১৬। এইরূপে সেই রাজা পুত্রার্থ বহুধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন। পুত্রোদ্দেশে সতত উত্তম ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে দীর্ঘকাল পরে রাজা ধর্ম্মসখ বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইলেন। বৃদ্ধকালের বহুচেষ্টায় একদা ভূপতির জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে সুচন্দ্র নামে এক মনোরম পুত্র উৎপন্ন হইল। তখন জননীগণ সকলেই বৈষম্যবিরহিত হইয়া ক্ষীরাদি দ্বারা এক যোগে সেই নবজাত পুত্রের সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র—রাজা, রাজার সমস্ত মহিষী, পুরবাসী ও মন্ত্রী সকলেরই নেত্র-চিত্তের সন্তোষজনক হইয়া উঠিলেন। রাজা পুত্রকে লালন করিতে করিতে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। একদা রাজপুত্র আন্দোলিকায় শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় একটী বৃশ্চিক বিষাগ্নিময় পুচ্ছ দ্বারা তদীয় পাদে কুট্টন করিল।

শোককাতরাঃ ॥ ২৩ ॥ পরিবার্য্যাত্মজং বিপ্রা সধ্বনিঃ সঙ্কুলোঽভবৎ। আর্ত্তধ্বনিং স শুশ্রাব রাজা ধর্ম্মসখস্তদা ॥ ২৪ ॥ উপবিষ্টঃ সভামধ্যে সহামাত্যপুরোহিতঃ। অথ প্রাতিষ্ঠিপদ্রাজা সৌবিদল্লং স বেদিতুম্ ॥ ২৫ ॥ অন্তঃপুরবহির্দ্বারং সৌবিদল্লঃ সমেত্য সঃ। ষণ্ঢবৃদ্ধান্ সমাহূয় বাক্যমেতদভাষত ॥ ২৬ ॥ ষণ্ঢাঃ কিমর্থমধুনা রুদন্ত্যন্তঃপুরস্ত্রিয়ঃ। তৎ পরিজ্ঞায়তাং তত্র গত্বা রোদনকারণম্ ॥ ২৭ ॥ এতদর্থং হি মাং রাজা প্রেরয়ামাস সংসদি। ইত্যুক্তাস্তু পরিজ্ঞায় নিদানং রোদনস্য তে ॥ ২৮ ॥ নির্গম্যান্তঃপুরাত্তস্মৈ যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ৎ। স ষণ্ঢকবচঃ শ্রুত্বা সৌবিদল্লঃ সভাং গতঃ ॥ ২৯ ॥ রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস পুত্রং বৃশ্চিকপীড়িতম্। ততো ধর্ম্মসখো রাজা শ্রুত্বা বৃত্তান্তমীদৃশম্ ॥ ০ ॥ ত্বরমাণঃ সমুত্থায় সামাত্যঃ সপুরোহিতঃ। প্রবিশ্যান্তঃপুরং সার্দ্ধং মান্ত্রিকৈর্ব্বিষহারিভিঃ ॥ ৩১ ॥ চিকিৎসয়ামাস সুতমৌষধাদ্যৈরনেকশঃ। জাতস্বাস্থ্যং ততঃ পুত্রং লালয়িত্বা স ভূপতিঃ ॥ ৩২ ॥ মানয়িত্বা চ মন্ত্রজ্ঞান্ রত্নকাঞ্চনমৌক্তিকৈঃ। নিষ্ক্রম্যান্তঃপুরাদ্রাজা ভৃশং চিন্তাসমাকুলঃ ॥ ৩৩ ॥ ঋত্বিক্‌পুরোহিতামাত্যৈস্তাং সভাং সমুপাবিশৎ। তত্র ধর্ম্মসখো রাজা সমাসীনো বরাসনে। উবাচেদং বচো যুক্তমৃত্বিজঃ সপুরোহিতান্ ॥ ৩৪ ॥ ধর্ম্মসখ উবাচ। দুঃখায়ৈবৈকপুত্রত্বং ভবতি ব্রাহ্মণোত্তমাঃ ॥ ৩৫ ॥ একপুত্রত্বতো নৃণাং বরা চৈব হ্যপুত্রতা। নিত্যং ব্যাপায়যুক্তত্বাদ্বরমেব হ্যপুত্রতা। অহং ভার্য্যাশতং বিপ্রা উদবোঢ়ং বিচিন্ত্য তু ॥ ৩৬ ॥ বয়শ্চ সমতিক্রান্তং সপত্নীকস্য মে দ্বিজাঃ। প্রাণা মম চ ভার্য্যাণামস্মিন্ পুত্রে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩৭ ॥ তন্নাশে মম ভার্য্যাণাং সর্ব্বাসাঞ্চ মৃতির্ধ্রুবা। মমাপি প্রাণনাশঃ স্যাদেকপুত্রস্য মারণে ॥ ৩৮ ॥ অতো মে বহুপুত্রত্বং কেনোপায়েন বৈ ভবেৎ। তমুপায়ং মম ব্রূত ব্রাহ্মণা বেদবিত্তমাঃ ॥ ৩৯ ॥ একৈকঃ শতভার্য্যাসু পুত্রো মে স্যাদ্যথা গুণী। তৎকর্ম্ম

বৃশ্চিকের কুট্টনে রাজপুত্র অতিমাত্র ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তদীয় মাতৃগণ সকলেই শোককাতর হইয়া পুত্রকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ক্রন্দনের একটা সঙ্কুলধ্বনি উত্থিত হইল। রাজা ধর্ম্মসখ সেই আর্ত্তনাদ শ্রবন করিলেন। তিনি সভামধ্যে অমাত্য ও পুরোহিত সহ উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সৌবিদল্লকে সংবাদ জানিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। সৌবিদল্ল অন্তঃপুরের বহির্দ্বারে গমন করিয়া বৃদ্ধ নপুংসকদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ওহে ক্লীবগণ! অন্তঃপুরিকা রমণীরা কি জন্য অধুনা রোদন করিতেছেন? তোমরা শীঘ্র উহাঁদের রোদনকারণ জানিয়া আইস; রাজা আমাকে এনিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন। ক্লীবগণ সৌবিদল্লের কথানুসারে রোদনের কারণ পরিজ্ঞাত হইয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক তাহাকে আসিয়া যথাবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। সৌবিদল্ল ক্লীবগণের কথা শ্রবণ করিয়া রাজসভায় আগমনপূর্ব্বক রাজার নিকট রাজপুত্রের বৃশ্চিকদংশন-ব্যাপার নিবেদন করিল। অনন্তর রাজা ধর্ম্মসখ ঈদৃশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সত্বর অমাত্য, পুরোহিত ও বিষহর মান্ত্রিকগণসহ অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক বহুবিধ ঔষধ দ্বারা পুত্রের চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই পুত্র স্বাস্থ্যলাভ করিল। রাজা তাহাকে আদর ও লালন করিয়া এবং রত্ন ও কাঞ্চনাদি দানে মান্ত্রিক বিষহরদিগকে সম্মানিত করিয়া বিশেষ চিন্তার সহিত অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক ঋত্বিক্ পুরোহিত ও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে পূর্ব্ববৎ সভায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি বরাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ঋত্বিক্ ও পুরোহিতপ্রভৃতিকে যুক্তিযুক্ত বাক্যে বলিলেন—হে দ্বিজবরগণ! একপুত্রত্ব দুঃখেরই নিমিত্ত হইয়া থাকে। একপুত্রত্ব অপেক্ষা নরগণের পক্ষে অপুত্রতাই বরং উত্তম। কেননা একপুত্রতা নিত্যই ব্যাপায়যুক্ত। হে বিপ্রগণ! আমি অনেক চিন্তা করিয়া একশত রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই সকল পত্নীর এবং আমার বয়সও অতিক্রান্ত হইয়াছে। আমার এবং ভার্য্যাগণের প্রাণ এখন একটী মাত্র পুত্রেই অবস্থিত আছে। এক্ষণে সেই পুত্রের যদি কোনরূপে বিনাশ হয়, তবে আমার সকল ভার্য্যার এবং আমারও নিশ্চয়ই প্রাণনাশ হইবে। ১৭—৩৮। অতএব কোন্ উপায়ে আমার বহুপুত্রতা হইতে পারে, হে বেদবেদী প্রাচীনগণ! আপনারা তাহারই উপায় নির্দ্দেশ করুন। আমার শত ভার্য্যার মধ্যে প্রত্যেকের গর্ভে যাহাতে এক একটী গুণী পুত্র

ক্রত যূয়ন্ত শাস্ত্রমালোক্য ধর্ম্মতঃ ॥ ৪০ ॥ মহতা লঘুনা বাপি কর্ম্মণা দুষ্করেণ বা। ফলং যদ্যপি তৎসাধ্যং করিষ্যেঽহং ন সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥ যুষ্মাভিরুদিতং কর্ম্ম করিষ্যামি ন সংশয়ঃ। এতমেব হি তদ্বিত্ত শপেঽহং সুকৃতৈর্ম্মম ॥ ৪২ ॥ অস্তি চেদীদৃশং কর্ম্ম যেন পুত্রশতং ভবেৎ। তৎকর্ম্ম কুত্র কর্ত্তব্যং ময়েতি বদতাধুনা ॥ ৪৩ ॥ ইতি পৃষ্টাস্তদা রাজ্ঞা ঋত্বিজঃ সপুরোহিতাঃ। সম্ভূয় সর্ব্বে রাজানমিদমূচুঃ সুনিশ্চিতম্ ॥ ৪৪ ॥ ঋত্বিজ ঊচুঃ। অস্তি রাজন্ প্রবক্ষ্যামো যেন পুত্রশতং তব। ভবেদ্ধর্ম্মেণ মহতা শতভার্য্যাসু কৈকয় ॥ ৪৫ ॥ অস্তি কশ্চিন্মহাপুণ্যো গন্ধমাদনপর্ব্বতঃ। দক্ষিণাম্বুধিমধ্যে যঃ সেতুরূপেণ বর্ত্ততে ॥ ৪৬ ॥ সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বদেবর্ষিগণসঙ্কুলঃ। দর্শনাৎ স্পর্শনান্নৃণাং মহাপাতকনাশনঃ ॥ ৪৭ ॥ তত্রাস্তি হনুমৎকুণ্ডমিতি লোকেষু বিশ্রুতম্। মহাদুঃখপ্রশমনং স্বর্গমোক্ষফলপ্রদম্ ॥ ৪৮ ॥ নরকক্লেশশমনং তথা দারিদ্র্যমোচনম্। পুত্রপ্রদমপুত্রাণামস্ত্রীণাং স্ত্রীপ্রদং নৃণাম্ ॥ ৪৯ ॥ তত্র ত্বং প্রযতঃ স্নাত্বা সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িনীম্। পুত্রীয়েষ্টিঞ্চ তত্তীরে কুরুষ্ব সুসমাহিতঃ ॥ ৫০ ॥ তেন তে শতভার্য্যাসু প্রত্যেকং তনয়ো নৃপ। একৈকস্তু ভবেচ্ছীঘ্রং মা কুরুষ্বাত্র সংশয়ম্ ॥ ৫১ ॥ তথোক্তো নৃপতির্ব্বিপ্রৈর্ঋত্বিগ্‌ভিঃ সপুরোহিতৈঃ। তৎক্ষণেনৈব ঋত্বিগ্‌ভির্ভার্য্যাভিশ্চ পুরোধসা ॥৫২॥ বৃতোঽমাত্যৈশ্চ ভৃত্যৈশ্চ যজ্ঞসম্ভারসংযুতঃ। প্রযযৌ দক্ষিণাম্ভোধৌ গন্ধমাদনপর্ব্বতম্ ॥ ৫৩ ॥ হনুমৎকুণ্ডমাসাদ্য তত্র সস্ত্রী সসৈনিকঃ। মাসমাত্রং স তত্তীরে হ্যবসৎ স্নানমাচরন্ ॥ ৫৪ ॥ ততো বসন্তে সম্প্রাপ্তে চৈত্রমাসি নৃপোত্তমঃ। ইষ্টিমারব্ধবাংস্তত্র পুত্রীয়াং সপুরোহিতঃ ॥ ৫৫ ॥ সম্যক্ কর্ম্মাণি চক্রুস্তে ঋত্বিজঃ সপুরোধসঃ। সপত্নীকস্য রাজর্ষেস্তথা ধর্ম্মসখস্য তু ॥ ৫৬ ॥ ইষ্টৌ তস্য সমাপ্তায়াং হনূমৎকুণ্ডতীরতঃ। পুরোহিতো হুতোচ্ছিষ্টং প্রাশয়দ্রাজযোষিতঃ ॥ ৫৮ ॥ ততো ধর্ম্মসখো রাজা হনূমৎ-কুণ্ডবারিষু। সম্যক্ চকারাবভৃথস্নানং

উৎপন্ন হয়, আপনারা শাস্ত্রালোচনা করিয়া তাদৃশ ধর্ম্মসঙ্গত কর্ম্মের উপদেশ প্রদান করুন। কোন ক্ষুদ্র, মহৎ বা দুষ্কর কর্ম্ম দ্বারাও যদি আমার ঐরূপ ফল সাধ্য হয়, তবে তাহাও নিশ্চয় আমি করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আপনারা এ সম্বন্ধে আমাকে যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের আদেশ করিবেন, আমি তাহাই করিব; নিশ্চয়ই। আমার সুকৃতরাশির শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আপনাদের নির্দ্দেশমত যে-কোন কর্ম্ম করিতেই প্রস্তুত আছি। যাহাতে আমার শত পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে, এমন যদি কোন বৈধ কর্ম্ম থাকে, তবে তাহা কোথায় অনুষ্ঠান করিতে হইবে? আপনারা আমাকে বলিয়া দিন। রাজা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ঋত্বিক্ ও পুরোহিতবর্গ সকলেই এক-যোগে রাজাকে এই নিশ্চিত কথা কহিলেন যে, হে রাজন্! আপনার শতপুত্র যাহাতে উৎপন্ন হইতে পারে, এমন একটী কর্ম্ম আছে। হে কেকয়! বিপুল ধর্ম্মবলে আপনার শত ভার্য্যার প্রত্যেকের গর্ভেই একএকটী পুত্র উৎপন্ন হইতে পারিবে। গন্ধমাদন নামে এক মহাপুণ্যময় পর্ব্বত আছে, উহা দক্ষিণাব্ধির সেতুরূপে বিরাজ করিতেছে। ঐ পর্ব্বত সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, দেব ও ঋষিগণে পরিব্যাপ্ত। দর্শন এবং স্পর্শন মাত্রেই উহা নরগণের মহাপাতকরাশি হরণ করে। তথায় হনুমৎকুণ্ড নামে এক ত্রিলোকবিশ্রুত কুণ্ড আছে, উহা মহাদুঃখরাশির প্রশমনকর, স্বর্গ ও মোক্ষফলপ্রদ, নরকযাতনাহর, দারিদ্র্যনাশক, অপুত্রগণের পুত্রপ্রদ এবং স্ত্রীবিরহীদিগের স্ত্রীপ্রতিপাদক। ৩৯—৪৯। আপনি ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া প্রযত ও সমাহিতভাবে উহার তীরে সর্ব্বাভীষ্টদায়ক পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করুন। সেই যজ্ঞের ফলে, হে নৃপ! আপনার শত ভার্য্যার প্রত্যেকের গর্ভে শীঘ্রই এক একটী পুত্র সন্তান উৎপন্ন হইবে। তাঁহারা এই কথা কহিলে নরপতি ধর্ম্মসখ—ব্রাহ্মণ, ঋত্বিক্, পুরোহিত, ভার্য্যা, পুরোধা, অমাত্য, ও ভৃত্যগণের সহিত বিবিধ যজ্ঞসম্ভার লইয়া দাক্ষিণাব্ধিস্থিত গন্ধমাদনশৈলে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি সৈনিক সমভিব্যাহারে হনূমৎকুণ্ডে স্নান করিলেন এবং একমাস যাবৎ প্রত্যহ স্নান করিয়া তাহার তীরে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর বসন্তঋতুর অভ্যুদয়ে চৈত্রমাসে সেই নৃপবর পুরোহিত সহ পুত্রেষ্টিযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ঋত্বিক্ ও পুরোহিতগণ সেই সপত্নীক রাজর্ষি ধর্ম্মসখের ইষ্টিকর্ম্ম যথাযথ সম্পাদন করিলেন। এইরূপে হনূমৎকুণ্ডের তীরে তাঁহার ইষ্টিক্রিয়া সমাধা হইলে, পুরোহিত রাজমহিষীগণকে হুতোচ্ছিষ্ট ভোজন করাইলেন। অনন্তর শতভার্য্যান্বিত রাজা ধর্ম্মসখ

ভার্য্যাশতান্বিতঃ ॥ ৫৮ ॥ ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণা প্রাদাদসংখ্যাতাশ্চ ভূরিশঃ। গ্রামাংশ্চ প্রদদৌ রাজা ব্রাহ্মণেভ্যো দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫৯ ॥ সামাত্যঃ সপরীবারঃ সপত্নীকঃ স ধার্ম্মিকঃ। রাজা ততো নিববৃতে পুরীং স্বাং প্রতি নন্দিতঃ ॥ ৬০ ॥ ততঃ কতিপয়ে কালে গতে দশমমাসি বৈ। শতং ভার্য্যাঃ শতং পুত্রান্ সুষুবুর্গুণবত্তরান্ ॥ ৬১ ॥ অথ প্রীতমনা রাজা বীরো ধর্ম্মসখো মহান্। স্নাতঃ শুদ্ধশ্চ সঙ্কল্প্য জাতকর্ম্মাকরোত্তদা ॥ ৬২ ॥ গোভূতিলহিরণ্যাদি ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বহু। দ্বৌ পুত্রৌ জ্যেষ্ঠভার্য্যায়াঃ পূর্ব্বজোঽবরজস্তদা ॥ ৬৩ ॥ সর্ব্বে ববৃধিরে পুত্রা একাধিকশতং দ্বিজাঃ। প্রৌঢ়েষু তেষু রাজাসৌ তেভ্যো রাজ্যং বিভজ্য তু ॥ ৬৪ ॥ দত্ত্বা চ প্রযযৌ সেতুং সভার্য্যো গন্ধমাদনম্। হনুমৎকুণ্ডমাসাদ্য তপোঽতপ্যত তত্তটে ॥ ৬৫ ॥ মহান্ কালো ব্যতীয়ায় রাজ্ঞস্তস্য তপস্যতঃ। রাজ্ঞো ধর্ম্মসখস্যাস্য ধ্যায়মানস্য শূলিনম্ ॥ ৬৬ ॥ ততো বহুতিথে কালে গতে ধর্ম্মসখো নৃপঃ। কালধর্ম্মং যযৌ তত্র ধার্ম্মিকঃ শান্তমানসঃ ॥ ৬৭ ॥ পত্ন্যোঽপি তস্য রাজর্ষেরনুজগ্মুঃ পতিং তদা। জ্যেষ্ঠপুত্রঃ সুচন্দ্রোঽপি সংস্কৃত্য পিতরং ততঃ ॥ ৬৮ ॥ অকরোচ্ছ্রাদ্ধপর্য্যন্তং কর্ম্মাণি শ্রদ্ধয়া সহ। রাজা সভার্য্যো বৈকুণ্ঠং মরণাদত্র জগ্মিবান্ ॥ ৬৯ ॥ সুচন্দ্রমুখ্যাস্তে সর্ব্বে রাজপুত্রা মহৌজসঃ। স্বস্বং রাজ্যং বুভুজিরে ভ্রাতরস্ত্যক্তমৎসরাঃ ॥ ৭০ ॥ এবং বঃ কথিতং বিপ্রা হনুমৎকুণ্ডবৈভবম্। রাজ্ঞো ধর্ম্মসখস্যাপি চরিত্রং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৭১ ॥ তৎ সর্ব্বং কামসিদ্ধ্যর্থং স্নায়াৎ কুণ্ডে হনুমতঃ ॥ ৭২ ॥ অধ্যায়মেনং পঠতে মনুষ্যঃ শৃণোতি বা যঃ সুসমাহিতো দ্বিজাঃ। সোঽনন্তমাপ্নোতি সুখং পরত্র ক্রীড়েত সার্দ্ধং দিবি দেববৃন্দৈঃ ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মসখশতপুত্রাবাপ্তিবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। কুণ্ডে হনুমতঃ স্নাত্বা স্বয়ং রুদ্রেণ সেবিতে। অগস্তিতীর্থং বিপ্রেন্দ্রাস্ততো গচ্ছেৎ

হনুমৎকুণ্ডের সলিলে যথাবিধি অবভৃথস্নান করিলেন এবং ঋত্বিক্‌দিগকে প্রচুরতর দক্ষিণা ও ব্রাহ্মণদিগকে বহু গ্রাম দান করিলেন। পরে অমাত্য, পরিবার ও পত্নীগণ সহ ধর্ম্মশীল রাজা আনন্দিতমনে স্বীয় পুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে তদীয় শতভার্য্যা দশমমাসে শত পুত্র প্রসব করিলেন। রাজা ধর্ম্মসখ তখন প্রীতমনে কৃতস্নান ও বিশুদ্ধ হইয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক পুত্রগণের জাতকর্ম্মাদি সমাধা করিলেন; এই উপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর গো, ভূমি, তিল ও হিরণ্যাদি প্রদান করিলেন। তাঁহার প্রধানা মহিষীর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠভেদে দুই পুত্র হইল। হে দ্বিজগণ! ক্রমে রাজার সেই একাধিক শত পুত্র বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পুত্র সকল প্রৌঢ় দশায় উপনীত হইলে রাজা তাহাদিগের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সেতুবন্ধে গন্ধমাদনশৈলে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া হনুমৎকুণ্ডের তীরে তপস্যা করিতে লাগিলেন। তথায় তপস্যা করিতে করিতে রাজার বহুকাল অতীত হইল। রাজা ধর্ম্মসখ সতত শূলপাণিকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুকালের পর সেই ধর্ম্মশীল রাজা প্রশান্তমনে কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পতিব্রতা পত্নীগণও তখন সেই রাজর্ষির অনুগমন করিলেন। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সুচন্দ্র। রাজপুত্র সুচন্দ্র, পিতার সৎকার সাধনান্তে শ্রদ্ধার সহিত পিতার শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। ঐ হনুমৎকুণ্ডে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া রাজা ভার্য্যাগণ সমভিব্যাহারে বৈকুণ্ঠে উপনীত হইলেন। এদিকে সুচন্দ্রপ্রমুখ মহাতেজা রাজপুত্রগণ পরস্পর অমৎসর হইয়া ভ্রাতৃভাবে স্ব স্ব রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। হে বিপ্রগণ! এই আমি হনুমৎকুণ্ডের বৈভব আপনাদিগকে বলিলাম। ভূপতি ধর্ম্মসখের পরমাদ্ভুত চরিতও আপনাদের নিকট কীর্ত্তিত হইল। অতএব সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত হনুমৎকুণ্ডে সকলেরই স্নান করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সুসমাহিত হইয়া এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার অনন্ত সুখলাভ হয়; পরকালে স্বর্গে সুরগণসহ ক্রীড়া করিয়া থাকে। ৫০—৭৩।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

ষোড়শ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্রগণ! সাক্ষাৎ রুদ্রসেবিত হনুমৎকুণ্ডে স্নান করিয়া পরে নর সমাহিত

সমাহিতঃ ॥ ১ ॥ এতদ্বিনির্ম্মিতং তীর্থং সাক্ষাদ্বৈ কুম্ভযোনিনা। পূর্ববর্ত্তমানে কলহে পুরা বৈ মেরু-বিন্ধ্যয়োঃ ॥ ২ ॥ নিরুদ্ধভুবনাভোগো ববৃধে বিন্ধ্য-পর্ব্বতঃ। তদা প্রাণিষু সর্ব্বেষু নিরুচ্ছ্বাসেষু দেবতাঃ। ৩॥ কৈলাসপর্ব্বতং গত্বা শম্ভবে হ্যভ্যবিজ্ঞপন্। তদা স পার্ব্বতীপাণিগ্রহণোৎসুককৌতুকী ॥ ৪ ॥ প্রেষয়িত্বা বসিষ্ঠাদীন্ পার্ব্বতীং যাচিতং মুনীন্। কুম্ভজ ত্বং নিগৃহ্ণীষ বিন্ধ্যাদ্রিমিতি সোহশ্বশাৎ ॥৫॥ ততঃ স কুম্ভজঃ প্রাহ ভগবন্তং পিনাকিনম্। উদ্বাহ-বেষন্তে দেব ন দ্রক্ষ্যেহং কথং বিভো ॥ ৬ ॥ ইতি বিজ্ঞাপিতঃ শম্ভুঃ পুনঃ কুম্ভজমব্রবীৎ। কুম্ভজোদ্বাহ-বেষন্তে পার্ব্বত্যা সহিতো হ্যহম্ ॥ ৭ ॥ দেবারণ্যে মহাপুণ্যে দর্শয়িষ্যাম্যসংশয়ঃ। তদ্‌গচ্ছ শীঘ্রং বিন্ধ্যাদ্রিং নিগ্রহীতুং মুনীশ্বর ॥ ৮ ॥ এবমুক্তস্ততো-হগস্ত্যো বিন্ধ্যাদ্রিং স নিগৃহ্য চ। পাদাক্রমণমাত্রেণ সমীকুর্ব্বন মহীতলম্ ॥ ৯ ॥ চরিত্বা দক্ষিণান্ দেশান্ গন্ধমাদনমন্বগাৎ। স বিদিত্বা মহর্ষিস্ত গন্ধমাদন-বৈভবম্ ॥ ১০ ॥ তত্র তীর্থং মহাপুণ্যং স্বনাম্না নির্ম্মমে মুনিঃ। লোপামুদ্রাসখস্তত্র বর্ত্ততেহদ্যাপি কুম্ভজঃ ॥১১॥ তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ ন ভূয়ো জন্মভাগ্‌ভবেৎ। ইহ লোকে ত্রিকালেহপি তত্তীর্থসদৃশং দ্বিজাঃ ॥ ১২ ॥ তীর্থং ন বিদ্যতে পুণ্যং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং নৃণাং যত্তীর্থস্নানবৈভবাৎ ॥ ১৩ সুদীর্ঘতমসঃ পুত্রঃ কক্ষীবান্নাম নামতঃ। লেভে মনোরমাং নাম স্বনয়স্য সুতাং প্রিয়াম্ ॥ ১৪ ॥ কক্ষীবতঃ কথা সেয়ং পুণ্যা পাপবিনাশনী। তাং কথাং বঃ প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুধ্বং মুনীশ্বরাঃ ॥ ১৫ ॥ অস্তি দীর্ঘতমা নাম মুনিঃ পরমধার্ম্মিকঃ। তস্য পুত্রঃ সমভবৎ কক্ষীবানিতি বিশ্রুতঃ ॥ ১৬ ॥ উপনীতঃ স কক্ষীবান্ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ। বেদাভ্যাসায় স গুরোঃ কুলে বাসমকল্পয়ৎ ॥ ১৭ ॥ উদঙ্কস্য গুরোর্গেহে বসন্ দীর্ঘতমঃসুতঃ। সোহধ্যৈষ্ট চতুরো বেদান্ সাঙ্গান্ শাস্ত্রাণি ষট্ তথা ॥ ১৮ ॥ ইতিহাসং পুরাণানি তথোপনিষদোহপি চ। উষিত্বা ষষ্টিবর্ষাণি কক্ষীবান্ গুরুসন্নিধৌ ॥ ১৯ ॥ প্রয়াস্যন্ স্বগৃহং বিপ্রা গুরবে দক্ষিণামদাৎ। উবাচ বৈ গুরুর্ব্বিদ্বান্

হইয়া অগস্ত্যতীর্থে গমন করিবে। স্বয়ং কুম্ভযোনি এই তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে মেরু এবং বিন্ধ্য পর্ব্বত কলহে প্রবৃত্ত হইলে বিন্ধ্যাচল ভুবনা-ভোগ নিরোধ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহাতে সর্ব্বপ্রাণী নিরুচ্ছ্বাস হইয়া উঠিল। তখন দেবগণ কৈলাসশৈলে গমন করিয়া শম্ভুর নিকট সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। শম্ভু এই সময় পার্ব্বতীর পাণিপীড়নে সমুৎসুক হইয়া বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণকে তৎপ্রার্থনায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি তখন অগস্ত্যমুনিকে আদেশ করি-লেন,—হে কুম্ভযোনে! আপনি গিয়া বিন্ধ্যাচলকে নিগৃহীত করুন। অগস্ত্যমুনি ভগবান পিনাকপাণিকে বলিলেন,—হে দেব! হে বিভো! আমি আপনার বিবাহবেশ দেখিব না কেন? অগস্ত্য এই কথা কহিলে শম্ভু পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন,—হে কুম্ভ-যোনে! আমি পার্ব্বতীর সহিত একযোগে মহা-পুণ্য বেদারণ্যে তোমায় আমার বিবাহ-বেশ দেখাইব। যাহা হউক, হে মুনীশ্বর! আপনি এক্ষণে বিন্ধ্যাচলকে নিগৃহীত করিবার জন্য শীঘ্র গমন করুন। শঙ্কর অগস্ত্যকে এই কথা কহিলে, তিনি বিন্ধ্যাদ্রিকে নিগৃহীত করিলেন এবং পাদাক্রমণ মাত্রে মহীতল সমীকৃত করিয়া দক্ষিণদেশসমূহে বিচরণ করিতে করিতে গন্ধমাদনশৈলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মহর্ষি গন্ধমাদনগিরির মাহাত্ম্য অবগত হইয়া তথায় স্বীয় নামে এক মহাপুণ্য তীর্থ প্রস্তুত করিলেন। লোপামুদ্রার সখা কুম্ভযোনি অদ্যাপি তথায় বর্ত্তমান। সেখানে স্নান-পান করিলে পুনরায় আর জন্মলাভ করিতে হয় না। হে দ্বিজগণ! ইহলোকে কস্মিন্‌কালেও ঐ তীর্থসদৃশ ভুক্তি-মুক্তি-ফলদায়ক পুণ্যতীর্থ কুত্রাপি নাই। ঐ তীর্থ-স্নানের বৈভবে নরগণের সর্ব্বাভীষ্টই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১—১৩। সুদীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ নামে প্রখ্যাত। কাক্ষীবান, স্বনয়-সুতা মনোরমার পাণিগ্রহণ করেন। মুনীশ্বরগণ! ঐ কক্ষীবানের কথা পুণ্যা ও পাপ-হারিণী। আমি সেই কথাই এক্ষণে বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। দীর্ঘতমা নামে এক পরম-ধার্ম্মিক মুনি ছিলেন। তাঁহার কক্ষীবান্ নামে এক বিখ্যাত পুত্র উৎপন্ন হয়। কক্ষীবান্ উপনীত হইয়া জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী হইলেন। তিনি তদবস্থায় বেদাভ্যাসের নিমিত্ত গুরুগৃহে বাস করিতে লাগি-লেন। উদঙ্ক তাঁহার গুরু হইলেন। কক্ষীবান্ তাঁহারই আশ্রমে আশ্রয় লইলেন। গুরু উদঙ্ক তাহাকে সাঙ্গ চতুর্ব্বেদ, ষট্‌শাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ ও উপনিষদ্ সকল অধ্যয়ন করাইলেন। কক্ষীবান্ গুরুগৃহে ষষ্টিবর্ষ বাস করিয়া পরে স্বীয় গৃহে গমন করিবার অভিপ্রায়ে গুরুকে দক্ষিণা দিলেন।

কক্ষীবান্ ব্রহ্মবিত্তমঃ॥ ২০॥ কক্ষীবানুবাচ। অহং গৃহং প্রয়াস্যামি কুর্ব্বন্নুজ্ঞাং মহামুনে। অবলোক্য কৃপাদৃষ্ট্যা মাং রক্ষোদঙ্ক সাম্প্রতম্। উদঙ্কস্তেব-মুদিতঃ কক্ষীবন্তমথাব্রবীৎ॥ ২১॥ উদঙ্ক উবাচ। অনুজানামি কক্ষীবন্ গচ্ছ ত্বং স্বগৃহং প্রতি॥ ২২॥ উদ্বাহার্থমুপায়স্তে বৎস বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু। রামসেতুং প্রয়াহি ত্বং গন্ধমাদনপর্ব্বতম্॥ ২৩॥ তত্রাগস্ত্য-কৃতং তীর্থং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কম্। ভুক্তিমুক্তিপ্রদং-পুংসাং সর্ব্বপাপনিবর্হণম্॥ ২৪॥ বিদ্যতে স্নাহি তত্র ত্বং সর্ব্বমঙ্গলসাধনে। ত্রিবর্ষং বস তত্র ত্বং নিয়মাচারসংযুতঃ॥ ২৫॥ বর্ষেষু ত্রিষু যাতেষু চতুর্থে বৎসরে ততঃ। নির্গমিষ্যতি মাতঙ্গঃ কশ্চিতীর্থোত্তমাত্ততঃ॥ ২৬॥ চতুর্দন্তো মহাকায়ঃ শরদভ্রসমচ্ছবিঃ। তং গজং গিরিসঙ্কাশং স্নাত্বা তত্র সমারুহ॥ ২৭॥ আরুহ্য তং গজং বৎস স্বনয়স্য পুরীং ব্রজ। চতুর্দ্দন্তগজস্থং ত্বাং দৃষ্ট্বা শক্রমিবাপরম্॥ ১৮॥ রাজর্ষিঃ স্বনয়ো ধীমান্ হর্ষব্যাকুললোচনঃ। স্বকন্যায়াঃ কৃতে দুঃখং ত্যজেদেব হৃদি স্থিতম্॥ ২৯॥ পুরা হি প্রতিজজ্ঞে সা তস্য পুত্রী মনোরমা। চতুর্দন্তং মহাকায়ং গজং সর্ব্বাঙ্গপাণ্ডুরম্॥ ৩০॥ আরুহ্য যঃ সমাগচ্ছেৎ স মে ভর্ত্তা ভবেদিতি। স্বকন্যায়াঃ প্রতিজ্ঞাং তাং সমাকর্ণ্য স ভূপতিঃ॥ ৩১॥ দুঃখাকুলমনা ভূত্বা সততং পর্য্যচিন্তয়ৎ। স্বনয়ে চিন্তয়ত্যেবং নারদঃ সমুপাগমৎ॥ ৩২॥ তমাগতং মুনিং দৃষ্ট্বা রাজর্ষিরতিধার্ম্মিকঃ। প্রত্যুদ্গম্য মুদা যুক্তঃ পাদ্যার্ঘ্যাদ্যৈরপূজয়ৎ॥ ৩৩॥ প্রণম্য নারদং রাজা বচনং চেদমব্রবীৎ। কন্যেয়ং মম দেবর্ষে প্রতিজ্ঞামকরোৎ পুরা॥ ৩৪॥ চতুর্দ্দন্তং মহাকায়ং গজং সর্ব্বাঙ্গপাণ্ডুরম্। আরুহ্য যঃ সমাগচ্ছেৎ স মে ভর্ত্তা ভবেদিতি॥ ৩৫॥ চতুর্দন্তো মহাকায়ো গজঃ সর্ব্বাঙ্গপাণ্ডুরঃ। সম্ভবেদিন্দ্র-ভবনে ভূতলে নৈব বিদ্যতে॥ ৩৬॥ ইয়ঞ্চ দুস্তরা-মেনাং প্রতিজ্ঞাং বালিশাকরোৎ। ইয়ং প্রতিজ্ঞাতি-তরাং সততং বাধতে হি মাম্॥ ৩৭॥ অনূঢ়া হি পিতুঃ কন্যা সর্ব্বদা শোকমাবহেৎ। ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা স্বনয়ং নারদোঽব্রবীৎ॥ ৩৮॥ মা বিষীদস্ব রাজর্ষে তস্যা ঈদৃগ্বিধঃ পতিঃ। ভবিষ্যত্যচিরাদেব

ব্রহ্মবিদ্বর বিদ্বান্ কক্ষীবান্ দক্ষিণান্তে গুরুকে নিবেদন করিলেন,—হে মহামুনে! আমি গৃহে গমন করিব; আমায় অনুজ্ঞা প্রদান করুন। হে গুরো! আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণপূর্ব্বক সম্প্রতি আমায় রক্ষা করুন। শিষ্য এই কথা কহিলে, গুরু উদঙ্ক কক্ষীবান্‌কে বলিলেন,—হে কক্ষীবন্! আমি অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি; তুমি স্বীয়গৃহে গমন কর। হে বৎস! তোমার বিবাহার্থ আমি এক উপায় বলিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি রামসেতু গন্ধমাদনশৈলে প্রয়াণ করিও, সেখানে অগস্ত্যনির্ম্মিত এক সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ তীর্থ আছে। উহা ভুক্তিমুক্তিপ্রদ ও নরগণের সর্ব্বপাপহর। তুমি সেই সর্ব্বমঙ্গলজনক তীর্থে গিয়া স্নান করিবে এবং নিয়মাচারসম্পন্ন হইয়া তিন বৎসর বাস করিবে। অনন্তর ত্রিবর্ষ অতীত হইলে চতুর্থ বর্ষে এক মাতঙ্গ সেই তীর্থবর হইতে নির্গত হইবে। ঐ মাতঙ্গ চতুর্দ্দন্ত, মহাকায়, ও শারদ মেঘের তুল্যচ্ছবি। তুমি তথায় স্নান করিয়া সেই শৈলপ্রতিম গজে আরোহণ করিবে; পরে সেই অবস্থায় স্বনয়ের পুরে যাইবে। রাজর্ষি স্বনয় তোমাকে সেই চতুর্দ্দন্তগজে সমারূঢ় দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় অবলোকন করিয়া হর্ষপর্য্যাকুল নয়নে স্বীয় কন্যা-নিমিত্ত হৃদয়গত দুঃখ পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহার কন্যা মনোরমা পূর্ব্বে এইরূপ এক প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন যে, যিনি চতুর্দ্দন্ত বিশালকায় শুভ্র গজে আরোহণ করিয়া আগমন করিবেন, তিনিই আমার ভর্ত্তা হইবেন। ভূপতি স্বীয় কন্যার তাদৃশ প্রতিজ্ঞার বিষয় শ্রবণ করিয়া দুঃখাকুল-মনে সতত চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। রাজা ঐরূপ চিন্তাক্রান্ত হইলে একদা নারদ তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন।১৪—৩২। সেই মুনিকে সমাগত দেখিয়া অতি ধার্ম্মিক রাজর্ষি প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক প্রীতিভরে পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং নারদকে প্রণাম করিয়া রাজা কহিলেন,—দেবর্ষে! আমার কন্যা পূর্ব্বে এইরূপ এক প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, চতুর্দ্দন্ত মহাকায় গজে আরোহণ করিয়া যে ব্যক্তি হেথায় আগমন করিবে, সে-ই আমার ভর্ত্তা হইবে। এক্ষণে কথা এই যে, উক্ত লক্ষণাক্রান্ত গজ ইন্দ্রভবনেই বিদ্যমান। এদিকে আমার এই মূর্খ কন্যা এইরূপ দুস্তর কঠোর প্রতিজ্ঞাই করিয়াছে। কন্যার এরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞাই এক্ষণে আমায় অত্যন্ত কষ্ট প্রদান করিতেছে। অনূঢ়া কন্যা সর্ব্বদাই পিতার শোকাবহ হইয়া থাকে। নারদ এই কথা শুনিয়া রাজর্ষি স্বনয়কে বলিলেন,-হে রাজর্ষে! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না; আপনার

পৃথিব্যাং ব্রাহ্মণোত্তমঃ॥ ৩৯॥ কক্ষীবানিতি বিখ্যাতো জামাতা তে ভবিষ্যতি। ইত্যুক্ত্বা নারদ-মুনির্যযাবাকাশমার্গতিঃ॥ ৪০॥ স্বনয়স্তদ্বচঃ শ্রুত্বা নারদেন প্রভাষিতম্। আকাঙ্ক্ষতে দিবারাত্রং তাদৃশ্বিধসমাগমম্॥ ৪১॥ অতঃ সৌম্য মহাভাগ কক্ষীবন্ বালতাপস। অগস্ত্যতীর্থমদ্য ত্বং স্নাতুং গচ্ছ ত্বরান্বিতঃ॥ ৪২॥ সর্ব্বমঙ্গলসিদ্ধিস্তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। উদঙ্কেনৈবমুক্তোঽথ কক্ষীবান্ দ্বিজ-পুঙ্গবঃ॥ ৪৩॥ অনুজ্ঞাতশ্চ গুরুণা প্রযযৌ গন্ধমাদনম্। সম্প্রাপ্যাগস্ত্যতীর্থং চ তত্র সস্নৌ জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪৪॥ ক্ষেত্রোপবাসমকরোদ্দিনমেকং মুনীশ্বরঃ। অপরেদ্যুঃ পুনঃ স্নাত্বা পারণামকরো-দ্বিজঃ॥ ৪৫॥ রাত্রৌ তত্রৈব সুষ্বাপ কক্ষীবান্ ধর্ম্মতৎপরঃ। এবং নিয়মযুক্তস্য তস্য কক্ষীবতো মুনেঃ॥ ৪৬॥ একেন দিবসেনোনং বর্ষত্রয়মথাগমৎ। অথ বর্ষত্রয়স্যান্তে তস্মিন্নেব দিনে মুনিঃ॥৪৭॥ অন্বাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং সুখং সুষ্বাপ তত্তটে। যামমাত্রাবশি-ষ্টায়াং বিভাবর্য্যাং মহাধ্বনিঃ॥ ৪৮॥ উদভূৎ প্রলয়া-ম্ভোধিবীচিকোলাহলোপমঃ। তেন শব্দেন মহতা কক্ষীবান্ প্রত্যবুধ্যত॥৪৯॥ ততস্তু স্বনয়ো নাম রাজা সানুচরো বলী। মৃগয়াকৌতুকী তত্র মধুরাপতিরা-যযৌ॥৫০॥ বিনিঘ্নন্ স গজান্ সিংহান্ বরাহান্মহিষান্ রুরূন্। অন্যান্মৃগবিশেষাংশ্চ স রাজা স্ববধীচ্ছরৈঃ॥ ৫১॥ সামাত্যো মৃগয়াসক্তো রথবাজিগজৈর্বৃতঃ। অগস্ত্যতীর্থসবিধমাসসাদ ভটান্বিতঃ॥ ৫২॥ স রাজা মৃগয়াশ্রান্তঃ শ্রান্তসৈনিকসংবৃতঃ। তত্তীর্থতীরপ্রান্তেষু নিষসাদ মহীপতিঃ॥ ৫৩। ততঃ প্রভাতে বিমলে কক্ষীবান্মুনিসত্তমঃ। অগস্ত্যতীর্থে স্নাত্বাসৌ সন্ধ্যাং পূর্ব্বামুপাস্য চ॥ ৫৪॥ তস্য তীরে জপন্মন্ত্রাংস্তস্থৌ নিয়মসংযুতঃ। অত্রান্তরে তীর্থবরাদ্গজ একো বিনির্যযৌ॥ ৫৫॥ চতুর্দন্তো মহাকায়ঃ কৈলাস ইব মূর্ত্তিমান। স সমুত্থায় তত্তীর্থাদগাৎ কক্ষীবদান্তিকম্॥ ৫৬॥ তমাগতমুদঙ্কোক্ত-লক্ষণৈরুপলক্ষিতম্। তদা নিরীক্ষ্য কক্ষীবানারোঢ়ুং স্নানমাতনোৎ॥ ৫৭॥ নমস্কৃত্য চ তত্তীর্থং শ্লাঘমানো মুহুর্মুহুঃ। আরুরোহ

কন্যার ঐ প্রকার পতি অচিরেই ঘটিবে। সে একজন ব্রাহ্মণোত্তমই হইবেন, কক্ষীবান্ নামে বিখ্যাত ব্রাহ্মণকুমার আপনার জামাতা হইবেন। নারদ মুনি এই কথা কহিয়া আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। এদিকে স্বনয় নারদের বাক্য শ্রবণে রাত্রি দিন তাদৃশ জামাতারই আগমন আকাঙ্ক্ষা করিতে-ছেন। অতএব হে সৌম্য! হে মহাভাগ বাল-তপস্বিন্! তুমি অদ্য স্নান করিবার নিমিত্ত সত্বর অগস্ত্যতীর্থে গমন কর। সেখানে তোমার সর্ব্ব-সর্ব্বমঙ্গলসিদ্ধি হইবে; সন্দেহ নাই। উদঙ্ক দ্বিজবর কক্ষীবান্‌কে ঐ কথা কহিলেন। গুরুর অনুজ্ঞায় তিনি গন্ধমাদনপর্ব্বতে গমন করিলেন এবং সেই অগস্ত্যতীর্থ প্রাপ্ত হইয়া জিতেন্দ্রিয়-ভাবে তথায় স্নান করিলেন। অনন্তর তীর্থক্ষেত্র প্রাপ্তিনিমিত্তক একাহ উপবাস করিয়া পর দিন পুনঃ স্নানান্তে পারণ করিলেন। ধর্ম্মতৎপর কক্ষীবান্ রাত্রিকালেও সেইখানেই শুইয়া রহিলেন। মুনি-বৃত্তিশালী কক্ষীবান্ এইরূপে নিয়মযুক্ত হইয়া অবস্থান করিলেন, ক্রমে তাঁহার একাহ কম তিন বর্ষ অতীত হইয়া গেল। অনন্তর বর্ষত্রয়ের শেষ দিনে মুনিবর কক্ষীবান্ সায়ংসন্ধ্যা সমাপনপূর্ব্বক তাহারই তটে শুইয়া রহিলেন। রাত্রি এক প্রহর মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই সময় প্রলয়াব্ধির কল্লোল-কোলাহলবৎ একটা মহাধ্বনি উত্থিত হইল। সেই মহাশব্দে কক্ষীবান্ জাগরিত হইলেন। অনন্তর মধুরাপতি রাজা স্বনয় মৃগয়াক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া অনুচরগণ সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। তিনি শরপ্রহারে গজ, সিংহ, বরাহ, মহিষ, রুরু ও অন্যান্য মৃগবিশেষকে বিনাশ করিতে করিতে আসিতেছিলেন। ঐ রাজা অমাত্যগণ ও সৈন্য-গণ সহ মৃগয়াসক্ত হইয়া রথ-বাজী-গজ সমভি-ব্যবহারে ক্রমে অগস্ত্যতীর্থের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা মৃগয়ায় শ্রান্ত হইয়া-ছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণও শ্রান্ত হইয়াছিল। তাই সেই মহীপতি ঐ তীর্থের তীরে উপবেশন করিলেন। এদিকে প্রভাত হইবা মাত্র কক্ষীবান্ অগস্ত্যতীর্থে স্নান ও সন্ধ্যোপসনা করিয়া যথা-নিয়মে সেই তীর্থতীরে বসিয়া মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সেই তীর্থশ্রেষ্ঠ হইতে এক গজ বিনির্গত হইল। ঐ গজ চতুর্দ্দন্ত, মহাকায়, এবং দেখিতে মূর্ত্তিমান্ কৈলাসশৈলবৎ। গজ, তীর্থ হইতে উত্থিত হইয়াই কক্ষীবানের নিকটে আগমন করিল। তখন গুরু উদঙ্কের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত সেই গজকে সমাগত দেখিয়া কক্ষীবান্ তাহাতে আরো-হণ করিবার নিমিত্ত স্নান করিলেন এবং সেই তীর্থকে নমস্কার করিয়া বারম্বার প্রশংসা করিতে

চ কক্ষীবাংশ্চতুর্দন্তং মহাগজম্ ॥ ৫৮ ॥ আরুহ্য তং চতুর্দন্তং রজতাচলসন্নিভম্। স্বনয়স্য পুরীমেব কক্ষীবান্ গন্তুমৈচ্ছত ॥ ৫৯ ॥ তমারূঢ়ং চতুর্দন্তং শ্বেতদন্তাবলোত্তমম্। স বীক্ষ্য নিশ্চিকায়ৈনং কক্ষীবানিতি ভূপতিঃ ॥ ৬০ ॥ প্রসন্নহৃদয়ো রাজা তস্যান্তিকমুপাগমৎ। তদাভ্যাসমুপাগম্য কক্ষীবন্তং নৃপোঽব্রবীৎ ॥ ৬১ ॥ স্বনয় উবাচ ত্বং ব্রহ্মন্ কস্য পুত্রোঽসি নাম কিং তব মে বদ গজমেনং সমারুহ্য কুত্র বা গন্তুমিচ্ছসি। স্বনয়েনৈবমুক্তস্তু কক্ষীবান্ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬২ ॥ কক্ষীবানুবাচ। পুত্রোঽহং দীর্ঘতমসঃ কক্ষীবানিতি বিশ্রুতঃ ॥ ৬৩ ॥ স্বনয়স্য তু রাজর্ষের্গচ্ছামি নগরং প্রতি। অহমুদ্বোঢ়ুমিচ্ছামি তস্য কন্যাং মনোরমাম্ ॥ ৬৪ ॥ চতুর্দন্তগজারূঢ়স্তৎপ্রতিজ্ঞাঞ্চ পূরয়ন্। স্বনয়স্য সুতাপাণিং গ্রহীষ্যামি নরাধিপ ॥ ৬৫ ॥ তদ্ভাষিতং সমাকর্ণ্য শ্রোত্রপীযুষবর্ষণম্। হর্ষসম্ফুল্লনয়নঃ স্বনয়ো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৬ ॥ কক্ষীবন ভোঃ কৃতার্থোঽস্মি স এব স্বনয়ো হ্যহম্। উদ্বোঢ়ুমিচ্ছতি ভবান্ যস্য কন্যাং মনোরমাম্ ॥ ৬৭ ॥ স্বাগতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ কক্ষীবন্ বালতাপস। মম কন্যাং গৃহাণ ত্বং তপোধন মনোরমাম্ ॥ ৬৮ সহ চরন্ ধর্ম্মান্ গার্হস্থ্যং প্রতিপালয়। রাজ্ঞোক্তঃ স তদোবাচ কক্ষীবান্ ধর্ম্মতৎপরঃ। রাজানং স্বনয়ং প্রীতং মধুরাপুরবাসিনম্ ॥ ৬৯ ॥ কক্ষীবানুবাচ। পিতা দীর্ঘতমানাম বেদারণ্যে মম প্রভো ॥ ৭০ ॥ আস্তে তপশ্চরন্ সৌম্যো নিয়মাচারতৎপরঃ। তস্যান্তিকং প্রেষয় ত্বং বিপ্রমেকং ধরাপতে ॥ ৭১ ॥ তথোক্তঃ স তদা রাজা স্বনয়ো হৃষ্টমানসঃ। অনেকসেনয়া সার্দ্ধং প্রাহিণোৎ স্বপুরোধসম্ ॥ ৭২ ॥ বিপ্রং সুদর্শনং নাম বেদারণ্যস্থলং প্রতি। সুদর্শনঃ সমাদিষ্টঃ স্বনয়েন নৃপেণ সঃ ॥ ৭৩ ॥ মহত্যা সেনয়া সার্ধং প্রযযৌ বেদকাননম্। তত্রোটজে সমাসীনং তং দীর্ঘতমসং মুনিম্ ॥ ৭৪ ॥ তপশ্চরন্তমাসীনং ধ্যায়ন্ বেদাটবীপতিম্। পুরোহিতো দদর্শাথ জপন্তং মন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৭৫ ॥ প্রণামমকরোত্তস্মৈ মুনয়ে স সুদর্শনঃ। উবাচ দীর্ঘতমসং মুনিং প্রহ্লাদয়ন্নিব ॥ ৭৬ ॥ সুদর্শন উবাচ। কচ্চিত্তে কুশলং ব্রহ্মন্ কচ্চিত্তে বর্দ্ধতে তপঃ। আশ্রমে কুশলং কচ্চিৎ কচ্চিদ্ধর্ম্মে

করিতে সেই চতুর্দ্দন্ত মহাগজে আরোহণ করিলেন। সেই রজতগিরিনিভ গজরাজে আরোহণ করিয়া কক্ষীবান্ রাজা স্বনয়ের পুরে গমন করিতে সমুদ্যত হইলেন। ভূপতি স্বনয় সেই চতুর্দ্দন্ত শ্বেত গজে সমারূঢ় ব্যক্তিকে দেখিয়া কক্ষীবান্ বলিয়াই নিশ্চয় করিলেন। তখন তাঁহার হৃদয় প্রসন্ন হইল। তিনি তাঁহার নিকটে আসিলেন। রাজা, কক্ষীবানের সমীপে সমাগত হইয়া কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি কাহার পুত্র? আপনার নাম কি? বলুন, আপনি এই গজে আরোহণ করিয়া কোথায় যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন? স্বনয় এই কথা কহিলে কক্ষীবান্ কহিলেন,—আমি মহর্ষি দীর্ঘতমার পুত্র, কক্ষীবান্ নামে বিখ্যাত। রাজর্ষি স্বনয়ের নগরে আমি গমন করিতেছি। তাঁহার কন্যা মনোরমার আমি পাণিপীড়নার্থী হইয়াছি। হে নরাধিপ! আমি চতুর্দ্দন্ত গজে আরোহণ করিয়া স্বনয় সুতার প্রতিজ্ঞা পূরণ করত তদীয় পাণি গ্রহণ করিব। রাজা স্বনয় তাঁহার সেই শ্রবণপীযূষবর্ষী বাক্য শ্রবণে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—হে কক্ষীবন্! আমি কৃতার্থ হইয়াছি; আপনি যাহার কন্যা মনোরমার পাণিপীড়নার্থী, আমিই সেই স্বনয় নরপতি। হে বালতাপস, কক্ষীবন! আপনার শুভাগমন হউক। হে তপোধন! আপনি মৎকন্যা মনোরমার পাণি গ্রহণ করুন এবং তাহার সহিত ধর্ম্মাচরণ করিয়া গার্হস্থ্য-জীবন অতিবাহিত করিতে থাকুন। রাজা এই কথা কহিলে ধর্ম্মতৎপর কক্ষীবান্ সেই প্রীতিসম্পন্ন মধুরাপুরবাসী স্বনয় রাজাকে বলিলেন,—হে প্রভো! আপনার পিতা দীর্ঘতমা নিয়মাচারে তৎপর হইয়া বেদারণ্যে তপস্যা করিতেছেন। হে ধরাপতে! আপনি তাঁহার নিকটে একজন ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করুন। ৬৩—৭১। তিনি ঐ কথা কহিলে রাজা স্বনয় হৃষ্টচিত্তে বহুসেনা সহ স্বীয় পুরোহিত সুদর্শননামক বিপ্রবরকে বেদারণ্যে প্রেরণ করিলেন। রাজা স্বনয় কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া পুরোহিত সুদর্শন মহতী সেনা সমভিব্যাহারে বেদারণ্যে প্রয়াণ করিলেন। সুদর্শন বেদারণ্যে উপনীত হইয়া দেখিলেন,—মুনিবর দীর্ঘতমা তদীয় আশ্রমকুটীরে বসিয়া তপস্যা করিতেছেন এবং কি এক উত্তম নিগূঢ় মন্ত্রজপে নিরত রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সুদর্শন প্রণাম করিলেন এবং যেন সেই মুনিকে আহ্লাদিত করিয়া কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনার কুশল তো? আপনার তপস্যা উপচিত হইতেছে তো? এবং আপনার আশ্রমের

সুখং বদ ॥ ৭৭ ॥ পৃষ্টঃ সুদর্শনেনৈবং মুনির্দীর্ঘ-
তমাস্তদা। সুদর্শনমুবাচেদমর্ঘ্যাদিবিধিপূর্ব্বকম্ ॥
৭৮ ॥ দীর্ঘতমা উবাচ। সর্ব্বত্র কুশলং ব্রহ্মন্
সুদর্শন মহামতে। মম বেদাটবীনাথকৃপয়া নাশুভং
কচিৎ ॥ ৭৯ ॥ তথাপি কুশলং ব্রহ্মন্ কিং সুখা-
গমনং তথা। কিং বাগমনকার্য্যং তে সুদর্শন
মমাশ্রমে ॥ ৮০ ॥ স্বনয়স্য পুরোধাস্ত্বং খলু বেদ-
বিদাং বরঃ। তং বিহায় মহারাজং মধুরাপুরবাসি-
নম্ ॥ ৮১ ॥ মহত্যা সেনয়া সার্দ্ধং কিমর্থং ত্বমিহা-
গতঃ। ইত্যুক্তো দীর্ঘতমসা তদানীং স সুদর্শনঃ ॥
৮২ ॥ উবাচ তং মহাত্মানং মুনিং জ্বলিততেজসম্।
সর্ব্বত্র মে সুখং ব্রহ্মন্ ভবতঃ কৃপয়া সদা ॥ ৮৩ ॥
ভগবান্ স্বনয়ো রাজা সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য তু। ত্বাং
প্রাহ প্রশ্রিতং বাক্যং মন্মুখেন শৃণুষ্ব তৎ ॥ ৮৪
স্বনয় উবাচ। কক্ষীবাংস্তে সুতো ব্রহ্মন্ গন্ধমাদন-
পর্ব্বতে। স্নানং কুর্ব্বন্নগস্ত্যস্য তীর্থে সম্প্রতি
বর্ত্ততে ॥ ৮৫ ॥ তস্য রূপং তপো ধর্ম্মমাচা-
রান্ বৈদিকাংস্তথা। বেদশাস্ত্রপ্রবীণত্বমাভি-
জাত্যঞ্চ তাদৃশম্ ॥ ৮৬ ॥ লোকোত্তরমিদং সর্ব্বং
বিজ্ঞায় তব নন্দনে। মনোরমাং সুতাং তস্মৈ
দাতুমিচ্ছাম্যহং মুনে ॥ ৮৭ ॥ মৃগয়াকৌতুকী চাহং
গন্ধমাদনপর্ব্বতম্। আগতো মুনিশার্দ্দূল বর্ত্তে
যুষ্মৎসুতান্তিকে ॥ ৮৮ ॥ পিত্রনুজ্ঞাং বিনা নাহ-
মুদ্বহেয়ং সুতাং তব। ইতি ব্রূতে তব সুতঃ কক্ষী-
বান্মুনিসত্তম ॥ ৮৯ ॥ তস্মাবাং মৎসুতাং তস্মৈ
দাতুং মেহনুগ্রহং কুরু। প্রৈষয়ঞ্চ সমীপস্তে সেনয়া
চ সুদর্শনম্ ॥ ৯০ ॥ সুদর্শন উবাচ। ইতি মাং
ভগবন রাজা প্রাহিণোত্তব সন্নিধিম্। তদ্ভবাননু-
মন্যস্ব রাজ্ঞস্তস্য চিকীর্ষিতম্ ॥ ৯১ ॥ শ্রীসূত
উবাচ। ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ স্বনয়স্য পুরোহিতঃ।
ততো দীর্ঘতমাঃ প্রাহ স্বনয়স্য পুরোহিতম্ ॥ ৯২ ॥
দীর্ঘতমা উবাচ। সুদর্শন ভবত্বেবং কথিতং স্বন-
য়েন যৎ। মমাভীষ্টতমং হ্যেতৎ পাণিগ্রহণমঙ্গলম্ ॥
৯৩ ॥ আগমিষ্যাম্যহং বিপ্র গন্ধমাদনপর্ব্বতম্।
ইত্যুক্ত্বা স মুনির্বিপ্রা মহাদীর্ঘতমা মুনিঃ ॥ ৯৪ ॥
বেদাটবীপতিং নত্বা ভক্তিপ্রবণচেতসা। সুদর্শনেন

কুশল ও ধর্ম্ম সুপার্জ্জিত হইতেছে তো? সুদর্শন
এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মুনিবর দীর্ঘতমা সুদর্শনকে
অর্ঘ্য ও পাদ্যাদি অর্পণ করিয়া প্রত্যুত্তরে বলি-
লেন,—হে ব্রহ্মন্, মহামতে সুদর্শন! আমার সর্ব্ব-
ত্রই কুশল। বেদাটবীনাথের কৃপায় আমার কোন
দিকেই কোন অশুভ নাই। হে ব্রহ্মন্! আপনার
কুশল ও শুভাগমন-সংবাদ বলুন। হে সুদর্শন!
আমার আশ্রমে আগমন করিবার আপনার প্রয়ো-
জন কি? আপনি স্বনয় নরপতির বেদবিদ্বর
পুরোহিত; মধুরাপুরবাসী সেই মহারাজকে পরি-
ত্যাগ করিয়া মহতী সেনা সমভিব্যাহারে কি নিমিত্ত
হেথায় আগমন করিয়াছেন? দীর্ঘতমা এই কথা
কহিলে, সুদর্শন তখন সেই জ্বলিততেজা মহাত্মা
মুনিকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনার কৃপায়
সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই আমার কুশল। ভগবন্! রাজা
স্বনয় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বিনীতভাবে আমা-
দ্বারা আপনাকে যে কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা
শ্রবণ করুন। স্বনয় কহিয়াছেন,—হে ব্রহ্মন্! আপ-
নার পুত্র কক্ষীবান্ গন্ধমাদনশৈলস্থ অগস্ত্য-
তীর্থে প্রত্যহ স্নান করিয়া তাহার তীরে সম্প্রতি
বাস করিতেছেন। তাঁহার রূপ, তপস্যা, বৈদিক
ধর্ম্মাচার, বেদশাস্ত্রে প্রাবীণ্য, এবং তদনুরূপ আভি-
জাত্য সকলই অসাধারণ। আমি এই সমস্ত
অবগত হইয়া আমার কন্যা মনোরমাকে তাঁহার
করে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। হে
মুনে! আমি মৃগয়াব্যাপারে সমুৎসুক হইয়া গন্ধ-
মাদন শৈলে ভবদীয় পুত্রের আবাসসমীপে অব-
স্থান করিতেছি। হে মুনিবর! আপনার পুত্র
কক্ষীবান্ আমায় বলিয়াছেন,—পিতার অনুজ্ঞা-
ব্যতীত আমি আপনার কন্যার পাণি পীড়ন করিব
না। অতএব আপনার তনয়-গতপ্রাণা মৎসুতাকে
যাহাতে আমি ভবদীয় পুত্রের করে অর্পণ করিতে
পারি, এরূপ অনুগ্রহ আপনি আমার প্রতি প্রকাশ
করুন। আমি মদীয় পুরোহিত সুদর্শনকে সেনা
সমভিব্যাহারে আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম।
সুদর্শন কহিলেন,—ভগবন্! রাজা স্বনয় এইরূপ
বলিয়া আমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। অত-
এব সদাশয় রাজার সেই অভিপ্রেত বিষয়ে অনু-
মোদন করুন। ৭২—৯১। সূত কহিলেন,—স্বনয়ের
পুরোহিত এই বলিয়া বিরত হইলেন। তখন দীর্ঘতমা
সেই রাজপুরোহিত সুদর্শনকে কহিলেন,—
সুদর্শন! রাজা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই হউক্।
এই বৈবাহিক মঙ্গল আমারও ইষ্টতম। হে
বিপ্র! আমিও গন্ধমাদন শৈলে আগমন করিতেছি।
হে বিপ্রগণ! দীর্ঘতমা মুনি এই কথা কহিয়া
ভক্তিবিনম্র-চিত্তে বেদাটবীনাথকে নমস্কারপূর্ব্বক

সহিতঃ সেতুমুদ্দিশ্য নির্যযৌ ॥ ৯৫ ॥ ষড়্ভির্দিনৈ-র্মুনিঃ পুণ্যং প্রযযৌ গন্ধমাদনম্। অগস্তিতীর্থ-তীরঞ্চ গত্বা দীর্ঘতমা মুনিঃ ॥ ৯৬ ॥ অথ পুত্রং দদর্শাগ্রে কক্ষীবন্তং মহামুনিঃ। কক্ষীবান পিতরং দৃষ্ট্বা ববন্দে নাম কীর্ত্তয়ন্ ॥ ৯৭ ॥ ততো দীর্ঘতমা যোগী স্বাঙ্কমারোপ্য তং সুতম্। মূর্দ্ধ্যুপাঘ্রায় সস্নেহং সস্বজে পুলকাকুলঃ ॥ ৯৮ ॥ কুশলং পরিপপ্রচ্ছ তদা দীর্ঘতমা ঋষিঃ। সর্ব্ব-বেদাস্ত্বয়াধীতাঃ কক্ষীবন কিমু বৎসক ॥ ৯৯ ॥ শাস্ত্রাণ্যপাঠীঃ কিং ত্বং বা বৎস সর্ব্বং বদস্ব মে। ইতি পৃষ্টঃ স্বপিত্রা স সর্ব্বং বৃত্তং তমব্রবীৎ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কক্ষীবদুদ্বাহোদ্যোগবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। পুনরিত্যাহ কক্ষীবান পিতরং তং মুনীশ্বরাঃ। যথোদঙ্কেন গুরুণা প্রেষিতো-ঽহমিহাধুনা ॥ ১ ॥ সমাগতোঽস্মি তীর্থেঽস্মিন্নাগস্ত্যে মুনিসত্তম। স্বনয়স্য সুতোদ্বাহসিদ্ধ্যর্থং গুরুচোদিতঃ ॥ ২ ॥ উপায়ং তন্নিগদিতমত্র কুর্ব্বন্নবর্ত্তিষম্। বর্ষত্রয়াবসানে মামুদ্বাহোপায়সংযুতম্ ॥ ৩ ॥ স্বনয়োঽত্রৈব তিষ্ঠন্তমাসসাদ যদৃচ্ছয়া। স চ মামেত্য কন্যাং তে দাস্যামীতি বচোঽব্রবীৎ ॥ ৪ ॥ ততোঽস্মদনুরোধেন ত্বামাহ্বয়দয়ং নৃপঃ। ইতীরয়িত্বা পিতরং কক্ষী-বান্ বিররাম সঃ ॥৫॥ সুদর্শনোঽথ বিপ্রেন্দ্রঃ পুরোধাঃ স্বনয়স্য সঃ। প্রযযৌ রাজসবিধং স্বনয়ায় নিবেদিতুম্ ॥ ৬ ॥ রাজানং তং সমাসাদ্য স্বনয়ং স সুদর্শনঃ। প্রাপ্তং নিবেদয়ামাস তৎ দীর্ঘতমসং মুনিম্ ॥৭॥ ততঃ স রাজা স্বনয়ো মুনিং প্রাপ্তং পুরোহিতাৎ। শ্রুত্বা বিনির্যযৌ দ্রষ্টুং সহসা পটমণ্ডপাৎ ॥ ৮ ॥ অগস্ত্য-তীর্থতীরে তং সপুত্রমৃষিসত্তমম্। দদর্শ রাজা স্বনয়ো ব্রহ্মাণমিব দেবরাট্ ॥ ৯ ॥ ববন্দে দীর্ঘতমস-শ্চরণৌ লোকমঙ্গলৌ। উত্থাপ্য নৃপতিং বিপ্রাস্তদা দীর্ঘতমা মুনিঃ ॥ ১০ ॥ আশিষং প্রযুযোজাথ স্বনয়ায়

সুদর্শনের সহিত সেতুবন্ধে যাত্রা করিলেন। অনন্তর মুনিবর ছয় দিবসে পবিত্র গন্ধমাদনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে অগস্ত্য-তীর্থতীরে আগমনপূর্ব্বক দীর্ঘতমা মুনি স্বীয় পুত্র কক্ষীবান্‌কে দর্শন করিলেন। কক্ষীবান পিতার দর্শন পাইয়া নিজনাম কীর্ত্তন-পূর্ব্বক পিতাকে বন্দনা করিলেন। যোগিবর দীর্ঘতমা তখন পুত্রকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া পুলকাকুলকায়ে মস্তকে উপাঘ্রাণপূর্ব্বক সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন এবং কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসিলেন; বলিলেন, বৎস! কক্ষীবন্! তুমি সর্ব্ববেদ অধ্যায়ন করিয়াছ তো? হে পুত্র! সমস্ত [illegible] তোমার পঠিত হইয়াছে কি? বৎস! এ সকল সংবাদ আমায় বল। পিতা এই কথা কহিলে কক্ষীবান্ তাঁহাকে স্বীয় সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন।৯২—১০০।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে মুনীন্দ্রগণ! কক্ষীবান্ পুন-র্ব্বার তাঁহার পিতাকে বলিতে লাগিলেন,--গুরুদেব উদঙ্ক কিয়ৎকাল হইল আমাকে এইস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার আদেশে এই অগস্ত্যতীর্থে আগমন করিয়াছি। ভূপতি স্বনয়ের সুতার উদ্বাহ-সিদ্ধির নিমিত্তই যেন আমি গুরুদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। গুরুনির্দ্দিষ্ট উপায় অনুষ্ঠান করিয়াই এখানে আমি কালাতিপাত করিতেছি। এই অব-স্থায় তিনবর্ষ অতীত হইয়াছে। আমি উদ্বাহো-পায়ে অন্বিত হইয়া এইস্থানে অবস্থিত হইলে, রাজা স্বনয় যদৃচ্ছাক্রমে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি আসিয়া আমাকে বলিলেন, আপনার হস্তে আমার কন্যা সম্প্রদান করিব। অনন্তর আমার অনুরোধে সেই রাজা আপনাকে এখানে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন। কক্ষীবান্ পিতাকে এই কথা কহিয়া বিরত হইলেন। অনন্তর [illegible] পুরোহিত বিপ্রবর সুদর্শন স্বনয়রাজের নিকট [illegible] নিবেদন করিবার নিমিত্ত [illegible] সুদর্শন রাজমণ্ডপে গিয়া [illegible]—রাজন! দীর্ঘতমা মুনি আগমন

[illegible] আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে [illegible] নিমিত্ত সহসা পটমণ্ডপ হইতে নির্গত হইলেন [illegible] গিয়া দেখিলেন,—ঋষিপ্রবর স্বীয় পুত্রসহ অগস্ত্য-তীর্থতীরে উপবিষ্ট আছেন। মনে হইল, ইন্দ্র যেন ব্রহ্মাকে দর্শন করিলেন। যাহা হউক দেখিবামাত্র রাজা সেই দীর্ঘতমার লোকমঙ্গলজনক চরণযুগল বন্দনা করিলেন। হে বিপ্রগণ! অনন্তর দীর্ঘতমা

নৃপায় সঃ। অত্রান্তরে সমায়াত উদঙ্কোঽপি মহানৃষিঃ॥ ১১॥ রামসেতৌ ধনুষ্কোটৌ স্নাতুং শিষ্যগণৈর্বৃতঃ। লক্ষসংখ্যো মুনিগণস্তেন সাকং মুনীশ্বরঃ॥ ১২॥ উদঙ্কোঽগস্ত্যতীর্থেঽস্মিন স্নাতুং সম্প্রাপ্তবান্মুনিঃ। উদঙ্কমাগতং দৃষ্ট্বা কক্ষীবান প্রণনাম তম্॥ ১৩॥ অকরোদাশিষং বিপ্রঃ শিষ্যায়াথ গুরুস্তদা। অথ দীর্ঘতমা বিপ্রস্তমুদঙ্কং মহামুনিম॥ ১৪॥ কুশলং পরিপপ্রচ্ছ সোঽপি তং মুনিপুঙ্গবম। উভৌ তৌ মুনিশার্দ্দূলৌ সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতৌ॥ ১৫॥ কথয়ামাসতুস্তত্র কথাঃ পাপপ্রণাশিনীঃ। অথ রাজাপ্যুদঙ্কং তং প্রণনাম মুনীশ্বরম্॥ ১৬॥ উদঙ্কোঽপ্যাশিষং তস্মৈ প্রাযুঙ্ক্ত স্বনয়ায় বৈ। রাজাথ স্বনয়ঃ প্রীতস্তত্র বাক্যমভাষত॥ ১৭॥ মুনিং তং দীর্ঘতমসং বিবাহঃ ক্রিয়তামিতি। তথাস্ত্বিত্যবদৎ সোঽপি তদা দীর্ঘতমা মুনিঃ॥ ১৮॥ শ্ব এব ক্রিয়তাং রাজন সুমুহূর্ত্তে মহামতে। অত্রৈব পাণিগ্রহণং ক্রিয়তাং গন্ধমাদনে॥ ১৯॥ কন্যাদিকানয় ক্ষিপ্রং কন্যামন্তঃপুরং তথা। ইত্যুক্তঃ স্বনয়ো রাজা গতঃ স্বপটমণ্ডপম্॥ ২০। আহূয় শতসংখ্যাকান্ বৃদ্ধান বর্ষবরাংস্তদা। আনেতুং প্রেষয়ামাস কন্যামন্তঃপুরং তথা॥ ২১॥ তে বর্ষবরমুখ্যাস্তু স্বনয়েন প্রচোদিতাঃ। মনোজবান্ সমারুহ্য বাজিনো মধুরাং যযুঃ॥ ২২॥ গত্বা চান্তঃপুরং তূর্ণং বৃত্তং সর্ব্বং নিবেদ্য চ। কন্যয়ান্তঃপুরেণাপি সহিতাঃ পুনরাযযুঃ। ২৩॥ ততঃ পরস্মিন দিবসে শুভে দীর্ঘতমা ঋষিঃ। গোদানাদীনি পুত্রস্য বিধিবন্নিরবর্ত্তয়ৎ॥ ২৪॥ নির্বৃত্তেষ্বথ কক্ষীবান গোদানাদিষু কর্ম্মসু। উদ্বোঢ়ুং রাজতনয়াং পিত্রা চ গুরুণা সহ॥ ২৫॥ চতুর্দ্দন্তং মহাকায়ং গজং সর্ব্বাঙ্গপাণ্ডুরম্। আরুহ্য হর্ষসংযুক্তো দ্বিতীয় ইব দেবরাট্॥ ২৬॥ মনোরমায়াঃ কন্যায়াঃ পূরয়ংশ্চ মনোরথম্। ব্রাহ্মণৈর্বহুসাহস্রৈঃ সহিতঃ স্বস্তিবাচকৈঃ॥ ২৭॥ তোরণালঙ্কৃতদ্বারং রাজর্ষেঃ পটমণ্ডপম্। কৃতমঙ্গলকৃত্যোঽসৌ কক্ষীবান মুদিতো যযৌ॥ ২৮॥ ততঃ স্বনয়কন্যা সা কৃতমঙ্গলভূষণা। চতুর্দ্দন্তমহাকায়শ্বেতদন্তাবলাস্থিতম্॥ ২৯॥ কক্ষীবন্তং সমায়ান্তং দৃষ্ট্বা স্বোদ্বাহনোৎ-

মুনি, রাজাকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার প্রতি আশীর্বাক্য প্রয়োগ করিলেন। ইত্যবসরে মহর্ষি উদঙ্ক স্বীয় শিষ্যসমূহে পরিবৃত হইয়া রামসেতু ধনুষ্কোটীতে স্নানার্থ আগমন করিলেন। তাঁহার সহিত একলক্ষ মুনি আসিলেন। এইভাবে উদঙ্ক অগস্ত্যতীর্থে স্নানার্থ সমাগত হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া কক্ষীবান্ প্রণাম করিলেন। তখন গুরু উদঙ্ক শিষ্য কক্ষীবানকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর দীর্ঘতমা ও মহামুনি উদঙ্ক পরস্পর পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ উভয় মুনিবরই সর্ব্বলোকে বিখ্যাত। তাঁহারা পরস্পরে তৎকালে পাপহারিণী বিবিধ কথার প্রস্তাবনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা স্বনয় মুনিবর উদঙ্ককে প্রণাম করিলেন। উদঙ্ক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর রাজা স্বনয় প্রীত হইয়া দীর্ঘতমা মুনিকে বলিলেন,—ভগবন্! এক্ষণে বিবাহবিধি সম্পাদনে অনুমোদন করুন। তখন দীর্ঘতমা মুনি "তথাস্তু" বাক্যে অনুমোদন করিয়া বলিলেন,—হে মহামতে, রাজন্! পরদিন শুভমুহূর্ত্তে বিবাহ হইবে এই গন্ধমাদন শৈলেই পাণিগ্রহণকার্য্য সম্পাদিত হইবে। অতএব আপনি সত্বর আপনার কন্যাকে এবং অন্যান্য অন্তঃপুরিকাদিগকে এইস্থানে আনয়ন করুন। দীর্ঘতমা এই কথা কহিলে রাজা স্বনয় স্বীয় পটমণ্ডপে গমনপূর্ব্বক একশত বৃদ্ধ বর্ষবরকে ডাকিয়া কন্যাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত আপনার অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। রাজাদিষ্ট বর্ষবরগণ তখন মনোবেগী অশ্বসমূহে আরোহণপূর্ব্বক মধুরাপুরে যাত্রা করিল। অনন্তর তাহারা সত্বর রাজান্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক রাজকন্যা ও অন্যান্য অন্তঃপুরিকার সহিত পুনরায় রাজসমীপে প্রত্যাবৃত্ত হইল।৭—২৩। অনন্তর পরদিন শুভক্ষণে ঋষি দীর্ঘতমা পুত্রের গোদানাদিবিধি যথাবিধি নির্ব্বাহ করিলেন। পরে গোদানাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হইলে কক্ষীবান রাজনন্দিনীর পাণিপীড়নার্থ পিতা ও গুরু সমভিব্যাহারে চতুর্দ্দন্ত মহাকায় শ্বেতমাতঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক দ্বিতীয় দেবরাজের ন্যায় সহর্ষে যাত্রা করিলেন। মনোরমার মনোরথ পূর্ণ হইতে চলিল। কক্ষীবান্ বহু সহস্র স্বস্তিবাচক ব্রাহ্মণে পরিবৃত হইয়া রাজর্ষির পটমণ্ডপে প্রয়াণ করিলেন। ঐ পটমণ্ডপের তোরণদ্বার বিবিধরূপে সমলঙ্কৃত হইয়াছিল। কৃতমঙ্গলকৃত্য কক্ষীবান্ মুদিতমনে সেই পটমণ্ডপপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর স্বনয় নরপতির কন্যা মনোরমা মঙ্গলভূষণে ভূষিত হইয়া চতুর্দ্দন্ত মহাকায় শ্বেতগজস্থিত কক্ষীবানকে

স্থকম্। প্রতিজ্ঞা মৎকৃতেদানীং নির্বৃতেতি মুদং যযৌ॥ ৩০॥ কক্ষীবান্ দীর্ঘতমসা তথোদঙ্কেন সংযুতঃ। পটাকারবহির্দ্বারং ক্রমাদ্রাজ্ঞঃ সমাযযৌ॥ ৩১॥ স্বনয়স্তু ততো দৃষ্ট্বা কক্ষীবন্তং সমাগতম্ প্রত্যুজ্জগাম সহিতঃ সুদর্শনপুরোধসা॥ ৩২॥ কক্ষীবতো বরস্যাথ কন্যকাপরিচারিকাঃ। রাজতৈঃ স্বর্ণপাত্রৈশ্চ চক্রুর্নীরাজনাবিধিম্॥ ৩৩॥ স্বনয়েন সমাহূতো ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ। প্রবিবেশাথ লক্ষ্মীবান কক্ষীবান্ রাজমন্দিরম্॥ ৩৪॥ ততো বরেণ সহিতং তং দীর্ঘতমসং মুনিম্। সোদঙ্কমনয়ৎ তত্র স্বগৃহং বিনয়ান্বিতঃ॥ ৩৫॥ উদঙ্কদীর্ঘতমসোঃ রদাদর্ঘ্যং প্রদদৌ নৃপঃ। অলঙ্কৃতে প্রপামধ্যে বস্ত্রচামরতোরণৈঃ॥ ৩৬॥ বরো দীর্ঘতমাশ্চাস্তে সোদঙ্কা মুনয়স্তদা। অমাত্যৈঃ স্বনয়শ্চাপি সামাত্যঃ সপুরোহিতঃ॥ ৩৭॥ ততো দুহিতরং কন্যাং সুকেশীং তাং মনোরমাম্। ভূষণালঙ্কৃতাং গাত্রে দিব্যবস্ত্রধরাং শুভাম॥ ৩৮॥ বিম্বোষ্ঠীং চারুসর্বাঙ্গীং পীনোন্নতপয়োধরাম্। প্রপায়াং মধ্যমনয়ন-মহাজনসমাকুলম্॥ ৩৯॥ ততো বরস্য কণ্ঠে সা মালাং চম্পকনির্ম্মিতাম্। নিবেশয়ামাস শুভা জনমধ্যে মনোরমা॥ ৪০॥ উদঙ্কস্তত্র আগত্য প্রতিষ্ঠাপ্যানলং স্থলে। কুশাগ্নিমুখপর্য্যন্তং লাজাহোমাদিকং তথা॥ ৪১॥ পাণিমগ্রাহয়ত্তস্যাঃ কন্যায়াশ্চ বরেণ তু। উদঙ্কঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়ামাস তত্র বৈ॥ ৪২॥ বরবধ্বোস্তদা বিপ্রাঃ প্রাযুঞ্জত তদাশিষঃ। ততঃ স রাজা স্বনয়ো বরং দীর্ঘতমো মুনিম্॥ ৪৩॥ উদঙ্কং বরপক্ষীয়ান্ স্বপক্ষীয়াংস্তথা দ্বিজাঃ। ত্রিলক্ষং ব্রাহ্মণানন্নৈর্ভোজয়ামাস ষড়্রসৈঃ॥ ৪৪॥ ততঃ সম্ভাবয়ামাস তাম্বূলাদ্যৈরনেকধা। অথামন্ত্র্য মুনিশ্রেষ্ঠমুদঙ্কঃ স্বাশ্রমং যযৌ॥ ৪৫॥ অন্যে চ ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে স্বদেশান প্রযযুস্তদা। এবং বিবাহে নিবৃত্তে কক্ষীবদ্রাজকন্যয়োঃ॥ ৪৬॥ প্রবিশ্যাগস্ত্যতীর্থং স তিরোধত্ত গজোত্তমঃ। ততো দীর্ঘতমা বিপ্রাঃ পুত্রেণ স্নুষয়া সহ॥ ৪৭॥ অগস্ত্যস্য মহাতীর্থে স্নানং কৃত্বেষ্টদায়িনি। শ্লাঘমানশ্চ তত্তীর্থং সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্॥ ৪৭॥ প্রয়াতুং স্বাশ্রমং ...

ন্যায় উদ্বাহকার্য্যে সমুৎসুকচিত্তে সমাগত দেখিয়া এইরূপে প্রীতি অনুভব করিলেন যে, অদ্য আমার কৃত প্রতিজ্ঞা নির্বৃত হইল। ক্রমে কক্ষীবান পিতা দীর্ঘতমা ও গুরু উদঙ্ক সমভিব্যাহারে রাজকীয় পটমণ্ডপের বহির্দ্বারে আগমন করিলেন। রাজা তখন কক্ষীবানকে সমাগত দেখিয়া পুরোহিত সুদর্শনের সহিত তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। রাজকন্যার পরিচারিকাগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র দ্বারা বরবেশী কক্ষীবানের নীরাজনা কার্য্য করিতে লাগিল। নরপতি স্বনয় তাঁহাকে আসিতে আহ্বান করিলেন। লক্ষ্মীবান কক্ষীবান তখন ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া রাজমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর রাজা বিনীতভাবে বর, বরের পিতা দীর্ঘতমা মুনি ও উদঙ্ক প্রভৃতি ঋষিদিগকে স্বীয় গৃহে আনয়ন করিলেন এবং উদঙ্ক ও দীর্ঘতমাকে অর্ঘ্যদানে সম্মানিত করিলেন। অনন্তর বস্ত্র, চামর ও তোরণ দ্বারা সমলঙ্কৃত প্রপামধ্যে কক্ষীবান্, দীর্ঘতমা, উদঙ্ক ও অন্যান্য মুনিগণ এবং অমাত্য ও পুরোহিতসহ স্বয়ং স্বনয় রাজা উপবেশন করিলেন। অনন্তর নানালঙ্কারশালিনী দিব্যবসনধারিণী সুন্দরী বিম্বোষ্ঠী, চারুসর্বাঙ্গী, পীনোন্নতস্তনী, সুকেশী কন্যা মনোরমা, সেই মহাজনসঙ্কুল প্রপামধ্যে আনীত হইলেন। রাজনন্দিনী মনোরমা সর্ব্বজন-সমক্ষে একগাছী চম্পকনির্ম্মিতা মালা বরের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। পরে উদঙ্ক আসিয়া স্থণ্ডিলে অগ্নিস্থাপন ও অগ্নিমুখসাধ্য লাজাহোমাদি সমস্ত কর্ম্ম সমাধা করিয়া বর ও কন্যার পরস্পর পাণিগ্রহণ করাইলেন। এইরূপে উদঙ্ক সমস্ত বৈবাহিক কর্ম্ম সম্পাদন করিলে বিপ্রগণ বরবধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর রাজা স্বনয়, বর ও বরের পিতা দীর্ঘতমা মুনি, বরের গুরু উদঙ্ক এবং অন্যান্য বরপক্ষীয় ও স্বপক্ষীয়দিগকে ষড়্রসময় অন্নদ্বারা ভোজন করাইলেন। সমষ্টিতে প্রায় তিনলক্ষ ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হইল।২৮—৪। ভোজনান্তে তাম্বূলাদি বিবিধ সামগ্রীদানে তাহাদিগকে তিনি আপ্যায়িত করিলেন। অনন্তর উদঙ্ক মুনিশ্রেষ্ঠ দীর্ঘতমাকে সম্ভাষণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন, সমাগত ব্রাহ্মণগণও স্ব স্ব দেশে প্রস্থিত হইলেন। এইরূপে কক্ষীবান্ ও রাজকন্যার বিবাহব্যাপার সমাহিত হইলে গজরাজ অগস্ত্যতীর্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তিরোহিত হইল। হে বিপ্রগণ! অনন্তর মুনিবর দীর্ঘতমা—পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত ইষ্টফলজনক অগস্ত্যমহাতীর্থে স্নান করিয়া সেই সর্ব্বলোকবিখ্যাত

পুণ্যং বেদারণ্যং মনো দধে। রাজানঞ্চ তমাগস্তমাপৃচ্ছন্মুনিসত্তমঃ॥ ৪৯॥ স্বনয়োঽপি তদা রাজা স্বদুহিত্রে মুদান্বিতঃ। দদৌ শতসহস্রাণি স্বর্ণানি স্ত্রীধনং তদা॥ ৫০॥ গবাং সহস্রং প্রদদৌ দাসীনাঞ্চ সহস্রকম্। গ্রামং পঞ্চশতং চাপি দদৌ দুহিতৃবৎসলঃ॥ ৫১॥ দিব্যবস্ত্রাযুতং চাপি শতং ভূষণপেটিকাঃ। হারমালাসহস্রঞ্চ দদৌ দুহিতৃসৌহৃদাৎ॥ ৫২॥ এতৎসর্ব্বং সমাদায় সপুত্রঃ সস্নুষো মুনিঃ। রাজ্ঞা চ সমনুজ্ঞাতঃ প্রযযৌ বেদকাননম্॥ ৫৩॥ বেদারণ্যং সমাসাদ্য তদা দীর্ঘতমা মুনিঃ। উবাস সসুখং বিপ্রাঃ পুত্রেণ স্নুষয়া সহ॥ ৫৪॥ সেবন্ বেদাটবীনাথং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্। অবসৎ সুচিরং কালং কক্ষীবানপি ভার্য্যয়া॥ ৫৫॥ স্বনয়োঽপি স রাজর্ষিঃ স্নাত্বা কুম্ভজনির্ম্মিতে। তত্র তীর্থে মহাপুণ্যে সহিতঃ সর্ব্বসৈনিকৈঃ॥ ৫৬॥ অন্তঃপুরং সমাদায় মুদিতঃ স্বপুরং যযৌ। অগস্ত্যতীর্থমাহাত্ম্যাদেবং কক্ষীবতো মুনেঃ। অনন্যসুলভো বিপ্রা বিবাহঃ সমজায়ত॥ ৫৭॥ শ্রীসূত উবাচ। ইতিহাসমিমং পুণ্যো বেদসিদ্ধো মুনীশ্বরাঃ॥ ৫৮॥ ধন্যো যশস্য আয়ুষ্যঃ কীর্ত্তিসৌভাগ্যবর্দ্ধনঃ। শ্রোতব্যঃ পঠিতব্যোঽয়ং সর্ব্বথা মানবৈর্দ্বিজাঃ॥ ৫৯॥ পঠতাং শৃণ্বতাং চেমমিতিহাসং পুরাতনম্। নেহামুত্রাপি বা ক্লেশো দারিদ্র্যং চাপি নো ভবেৎ॥ ৬০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কক্ষীবদ্বিবাহনিষ্পত্তির্বর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। কুম্ভসম্ভবতীর্থেঽস্মিন্ বধায়াভিষবং নরঃ। রামকুণ্ডং ততঃ পুণ্যং গচ্ছেৎ পাপবিমুক্তয়ে॥ ১॥ রঘুনাথসরঃ পুণ্যং দ্বিজাঃ পাপহরং তথা। রঘুনাথসরস্তীরে কৃতো যজ্ঞোঽল্পদক্ষিণঃ॥ ২॥ সম্পূর্ণফলদো ভূয়াৎ স্বাধ্যায়োঽপি জপস্তথা। রঘুনাথসরস্তীরে মুষ্টিমাত্রমপি দ্বিজাঃ॥ ৩॥ দত্তং চেদ্বেদবিদুষে তদনন্তগুণং ভবেৎ। রামতীর্থং সমুদ্দিশ্য বক্ষ্যামি মুনিপুঙ্গবাঃ॥ ৪॥ ইতিহাসং মহাপুণ্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্। সুতীক্ষ্ণনামা বিপ্রেন্দ্রো মুনির্নিয়তমানসঃ॥ ৫॥ অগস্ত্যশিষ্যো রামস্য চরণাব্জবিচিন্তকঃ। রামচন্দ্রসরস্তীরে তপস্তেপে সুদুষ্করম্॥

তীর্থের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে স্বীয় পুণ্যাশ্রম বেদারণ্যে গমনে মনন করিলেন এবং রাজা স্বনয়কে স্বীয় গমনাভিপ্রায় জানাইলেন। দুহিতৃবৎসল রাজা তখন মুদান্বিত হইয়া দুহিতাকে শতসহস্র সুবর্ণ, বিবিধ স্ত্রীধন, সহস্র গো, সহস্র দাসী, পঞ্চশত গ্রাম, অযুত দিব্যবসন, শত অলঙ্কার-পেটিকা এবং সহস্র হারমালা দান করিলেন। দীর্ঘতমা মুনি এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করিয়া রাজার অনুমোদনক্রমে পুত্র ও পুত্রবধূসহ বেদারণ্যে প্রয়াণ করিলেন এবং তথায় গমন করিয়া ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদ বেদাটবীনাথকে সেবা করত পুত্র ও পুত্রবধূ সহ পরমসুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। তৎপুত্র কক্ষীবানও ভার্য্যাসহ দীর্ঘকাল সুখে বাস করিলেন। এদিকে রাজর্ষি স্বনয় সমস্ত সৈনিকসমভিব্যাহারে অগস্ত্যনির্ম্মিত মহাপুণ্য তীর্থে স্নান করিয়া অন্তঃপুরিকাদিগকে লইয়া মুদিতমনে স্বীয়পুরে গমন করিলেন। হে বিপ্রগণ! অগস্ত্যতীর্থের মাহাত্ম্যে এইরূপে কক্ষীবান্ মুনির অনন্যসুলভ বিবাহবিধি নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। সূত কহিলেন,—হে মুনীন্দ্রগণ! এই বেদসিদ্ধ পুণ্য ইতিহাস ধন্য, যশস্য, আয়ুষ্য এবং কীর্ত্তি ও সৌভাগ্যবর্দ্ধক; ইহা মানবগণের সতত শ্রোতব্য ও পঠিতব্য। এই প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণ এবং পাঠ করিলে ইহ-পরকালে মানবদিগের ক্লেশ বা দারিদ্র্য কিছুই থাকে না। ৪৫-৬০।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন—এই অগস্ত্যতীর্থে স্নান করিয়া অনন্তর মানব পাপমুক্তির নিমিত্ত রামকুণ্ডতীর্থে গমন করিবে। হে দ্বিজগণ! ঐ পবিত্র রঘুনাথ-সরোবর সর্ব্বপাপহর। উহার তীরে অল্পদক্ষিণান্বিত যজ্ঞ বা কিয়ৎপরিমাণ স্বাধ্যায় এবং জপ করিলেও সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ঐ সরোবরের তীরে বেদবেদী ব্রাহ্মণকে একমুষ্টি মাত্র অন্ন দান করিলেও তাহা অনন্তগুণ হয়। হে মুনিবরগণ! ঐ রামতীর্থ সম্বন্ধে আমি এক সর্ব্বপাপহর মহাপুণ্য ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বে সুতীক্ষ্ণ নামে এক নিয়তমনা মুনি ছিলেন। তিনি অগস্ত্যশিষ্য। রামচন্দ্রের চরণ-কমল সর্ব্বদাই তাঁহার চিন্তনীয় ছিল।

৬॥ জপন্ ষড়ক্ষরং মন্ত্রং রামচন্দ্রাধিদৈবতম্। নিত্যং স পঞ্চসাহস্রং মন্ত্ররাজমতন্দ্রিতঃ॥ ৭॥ জজাপ কুর্ব্বন্ স্নানঞ্চ রঘুনাথসরোজলে। ভিক্ষাশী নিয়তাহারো জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৮॥ এবং সুতীক্ষ্ণো বিপ্রেন্দ্রা বহুকালমবর্ত্তত। ততঃ কদাচিৎ স মুনী রামং ধ্যায়ন্ সদা হৃদি। তুষ্টাব সীতাসহিতং রামচন্দ্রং সভক্তিকম্॥ ৯॥ সুতীক্ষ্ণ উবাচ। নমস্তে জানকীনাথ নমস্তে হনূমৎপ্রিয়॥ ১০॥ নমস্তে কৌশিকমুনের্যাগরক্ষণদীক্ষিত। নমস্তে কৌসলেয়ায় বিশ্বামিত্রপ্রিয়ায় চ॥ ১১॥ নমস্তে হরকোদণ্ডভঞ্জকামরসেবিত। মারীচান্তক রাজেন্দ্র তাড়কাপ্রাণনাশন॥ ১২॥ কবন্ধারে হরে তুভ্যং নমো দশরথাত্মজ। জামদগ্ন্যজিতে তুভ্যং খরবিধ্বংসিনে নমঃ॥ ১৩॥ নমঃ সুগ্রীবনাথায় নমো বালিহরায় তে। বিভীষণভয়ক্লেশহারিণে মলহারিণে॥ ১৪॥ অহল্যাদুঃখসংহর্ত্রে নমস্তে ভরতাগ্রজ। অম্ভোধিগর্ব্বসংহর্ত্রে তস্মিন সেতুকৃতে নমঃ॥ ১৫॥ তারকব্রহ্মণে তুভ্যং লক্ষ্মণাগ্রজ তে নমঃ। রক্ষঃসংহারিণে তুভ্যং নমো রাবণমর্দ্দিনে। কোদণ্ডধারিণে তুভ্যং সর্ব্বরক্ষাবিধায়িনে॥ ১৬॥ ইতি স্তবন্মুনিঃ সোহয়ং সুতীক্ষ্ণো রামমন্বহম্॥ ১৭॥ নিনায় কালমনিশং রামচন্দ্রনিষণ্ণধীঃ। এবমভ্যসতস্তস্য রামমন্ত্রং ষড়ক্ষরম্॥ ১৮॥ স্তবতো রামচন্দ্রঞ্চ স্তোত্রেণানেন সুব্রতাঃ। তীর্থে চ রঘুনাথস্য কুর্ব্বতঃ স্নানমন্বহম্॥ ১৯॥ অভবন্নিশ্চলা ভক্তী রামচন্দ্রেহতিনির্ম্মলা। অভূদদ্বৈতবিজ্ঞানং প্রত্যগাত্মৈকলক্ষণম্॥ ২০॥ অনধীতত্রয়ীজ্ঞানং তথৈবাশ্রুতবেদনম্। পরকায়প্রবেশে চ সামর্থ্যমভবদ্দ্বিজাঃ॥ ২১॥ আকাশগমনে শক্তিঃ কলাবৈদগ্ধ্যমেব চ। অশ্রুতানাঞ্চ শাস্ত্রাণামভিজ্ঞানং বিনা গুরুম্॥ ২২॥ গমনং সর্ব্বলোকেষু প্রতিঘাতবিবর্জ্জিতম্। অতীন্দ্রিয়ার্থদ্রষ্টৃত্বং দেবৈঃ সম্ভাষণং তথা॥ ২৩॥ পিপীলিকাদিজন্তূনাং বার্ত্তাজ্ঞানমপি দ্বিজাঃ। ব্রহ্মবিষ্ণুমহাদেবলোকেষু গমনং তথা॥ ২৪॥ চতুর্দ্দশসু লোকেষু স্বাধীনগমনং তথা। এতান্যন্যানি সর্ব্বাণি যোগিলভ্যানি সত্তমাঃ॥ ২৫॥ সুতীক্ষ্ণস্যাভবন্ বিপ্রা রামতীর্থনিষেবণাৎ। এবম্প্রভাবং তত্তীর্থং মহাপাতকনাশনম্॥ ২৬॥ মহাসিদ্ধিকরং পুণ্যমপমৃত্যুবিনাশনম্। ভুক্তিমুক্তিপ্রদং পুংসাং নরকক্লেশনাশনম্॥ ২৭॥ রামভক্তিপ্রদং নিত্যং

তিনি রামসরোবরের তীরে থাকিয়া সুদুষ্কর তপস্যা করেন। রামচন্দ্রাধিদৈবত ষড়ক্ষর মন্ত্র প্রত্যহ তাঁহার জপ্য ছিল। তিনি নিরলসভাবে প্রতিদিন রামসরোবরে স্নান করিয়া ঐ মন্ত্ররাজ পঞ্চসহস্রবার জপ করিতেন। সুতীক্ষ্ণ মুনি এইভাবে ভিক্ষাশী, নিয়তাহার, জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বহুকাল অতিবাহিত করিলেন। একদা ঐ মুনি অন্তরে রামধ্যানে নিরত হইয়া ভক্তির সহিত সীতাসহ রামচন্দ্রকে স্তব করিতে লাগিলেন। সুতীক্ষ্ণ কহিলেন—হে জানকীনাথ, হনুমৎপ্রিয়! তোমাকে বারবার নমস্কার। হে কৌশিক মুনির যজ্ঞরক্ষায় দীক্ষিত! তোমাকে আমি নমস্কার করি। তুমি কৌশল্যাসুত ও বিশ্বামিত্রপ্রিয়, তোমায় আমি নমস্কার করি। হে অমরসেবিত! হে হরধনুভঙ্গকারিন্, হে মারিচান্তক, রাজেন্দ্র তাড়কাপ্রাণঘাতিন্, কবন্ধশত্রো, দশরথাত্মজ, হরে! তোমাকে আমার নমস্কার। তুমি জামদগ্ন্যজয়ী, খরবিধ্বংসী, সুগ্রীবনাথ, বালিহর, বিভীষণ-ভয়ক্লেশহারী, পাপহারী, অহল্যাদুঃখমোচন, ভরতাগ্রজ, অম্ভোধিগর্ব্বহারী, সেতুবন্ধনকারী, তারকব্রহ্ম, লক্ষ্মণাগ্রজ, রাক্ষসধ্বংসী, রাবণবিমর্দ্দী, কোদণ্ডধারী, এবং সর্ব্বজগতের রক্ষাকারী; তোমাকে আমি ভূয়োভূয় নমস্কার করি।১—১৬। সুতীক্ষ্ণ মুনি এইরূপে প্রত্যহ রামচন্দ্রকে স্তব করিয়া রামচন্দ্রে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক সতত কাল কাটাইতে লাগিলেন। হে সুব্রতগণ! অনুদিন রঘুনাথতীর্থে স্নান, উল্লিখিত স্তোত্রে রঘুনাথকে স্তবন ও রামচন্দ্রের ষড়ক্ষর মন্ত্র উক্তরূপে জপ করিতে করিতে রামচন্দ্রে তাঁহার অতি নির্ম্মলা নিশ্চলা ভক্তি উৎপন্ন হইল। রামতীর্থের নিষেবণে সুতীক্ষ্ণ মুনির প্রত্যগাত্মরূপ অদ্বৈতজ্ঞান, অধ্যয়ন বিনা বেদবিজ্ঞান, অশ্রুত বিষয়ের বিদ্যা, পরকায়প্রবেশে সামর্থ্য, আকাশগমনে শক্তি, কলাবিদ্যায় বিদগ্ধ গুরু বিনা অশ্রুত শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, সর্ব্বলোকে অপ্রতিহত গতি, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দর্শন, দেবগণসহ সম্ভাষণ, পিপীলিকাদি প্রাণীর বার্ত্তাজ্ঞান, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদিলোকে গমন এবং চতুর্দ্দশ লোকে স্বাধীন গতি, এই সকল এবং অন্যান্য আরও অনেক যোগিলভ্য বিষয় আয়ত্ত হইল। সেই রামতীর্থ এমনই প্রভাবসম্পন্ন; উহা মহাপাতকহর, মহাসিদ্ধিজনক, পবিত্র, অপমৃত্যু-নাশক, ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ, নরগণের নরকক্লেশহর, রামভক্তি-

সংসারোচ্ছেদকারণম্। অস্য তীরে মহল্লিঙ্গং স্থাপয়িত্বা রঘূদ্বহঃ। পূজয়ামাস তল্লিঙ্গং লোকানুগ্রহকাম্যয়া॥ ২৮॥ রামতীর্থে মহাপুণ্যে স্নাত্বা তল্লিঙ্গদর্শনাৎ। নরাণাং মুক্তিরেব স্যাৎ কিমুতান্যা বিভূতয়ঃ॥ ২৯॥ তত্র স্নাত্বা শিবং দৃষ্ট্বা ধর্ম্মপুত্রঃ পুরা দ্বিজাঃ। অনৃতোক্তিসমুদ্ভূতদোষান্মুক্তোঽভবৎ ক্ষণাৎ॥ ৩০॥ ঋষয় উচুঃ। অসত্যমুদিতং কস্মাদ্ধর্ম্মপুত্রেণ সূতজ। যদ্দোষশান্তয়ে সস্নৌ রামতীর্থেঽতিপাবনে॥ ৩১॥ শ্রীসূত উবাচ। যুষ্মাকমৃষয়ো বক্ষ্যে যথোক্তমনৃতং রণে। ছলেন ধর্ম্মপুত্রেণ যন্নষ্টং রামতীর্থকে॥ ৩২॥ অন্যোন্যং পাণ্ডবা বিপ্রা ধর্ম্মপুত্রাদয়ঃ পুরা। ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাশ্চ দুর্য্যোধনমুখাস্তদা॥ ৩৩॥ মহদ্বৈ বৈরমাসাদ্য রাজ্যার্থং বিপ্রসত্তমাঃ। মহত্যা সেনয়া সার্দ্ধং কুরুক্ষেত্রে সমেত্য চ॥ ৩৪॥ অযুধ্যন সমরে বীরাঃ সমরেষ্বনিবর্ত্তিনঃ। যুদ্ধং কৃত্বা দশদিনং গাঙ্গেয়ঃ পতিতো ভুবি॥ ৩৫॥ ততঃ পঞ্চদিনং ভূয়ো ধৃষ্টদ্যুম্নেন বীর্য্যবান। আচার্য্যো যুযুধে দ্রোণো মহাবলপরাক্রমঃ॥ ৩৬॥ অনেকাস্ত্রাণি শস্ত্রাণি দ্রোণাচার্য্যো মহাবলী। বিসৃজন্ পাণ্ডবানীকং পীড়য়ামাস বীর্য্যবান॥ ৩৭॥ অথ দিব্যাস্ত্রবিচ্ছূরো ধৃষ্টদ্যুম্নো মহাবলঃ। অভিনদ্বাণবর্ষেণ দ্রোণসেনামনেকধা॥ ৩৮॥ ধৃষ্টদ্যুম্নং তদা দ্রোণঃ শরবর্ষৈরবাকিরৎ। পার্থসেনা তথা দ্রোণবাণবর্ষাতিপীড়িতা॥ ৩৯॥ দশদিক্ষু ভয়াক্রান্তা বিদ্রুতা দ্বিজসত্তমাঃ। ততোঽর্জ্জুনো রণে দ্রোণং যুযুধে রথিনাং বরঃ॥ ৪০॥ রণপ্রবীণয়োস্তত্র বিজয়দ্রোণয়ো রণে। দ্রষ্টুং সমাগতৈর্দেবৈরভূদ্ব্যোম নিরন্তরম্॥ ৪১॥ দ্রোণফাল্গুনয়োর্বিপ্রা নাস্তি যুদ্ধোপমা ভুবি। সামর্ষয়োস্তদাচার্য্যশিষ্যয়োরভবদ্রণঃ॥ ৪২॥ দ্রোণফাল্গুনয়োর্যুদ্ধং দ্রোণফাল্গুনয়োরিব। বহু মেনেঽথ মনসা দ্রোণোঽর্জ্জুনপরাক্রমম্॥ ৪৩॥ ততো দ্রোণো মহাবীর্য্যং প্রিয়শিষ্যং স ফাল্গুনম্। বিহায় পাঞ্চালবলং সমযুধ্যত বীর্য্যবান্॥ ৪৪॥ স বিংশতিসহস্রাণি দশত্রয়াযুতানি চ। দ্রোণাচার্য্যোঽবধীদ্রাজ্ঞাং যুদ্ধে সগজবাজিনাম্॥ ৪৫॥ ধৃষ্টদ্যুম্নোঽথ কুপিতো দ্রোণমভ্যহনচ্ছরৈঃ। দ্রোণশ্চ পট্টিশং গৃহ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন-

---

প্রদ এবং নিত্য সংসারোচ্ছেদের কারণ। রঘুবর ঐ তীর্থের তীরে এক মহালিঙ্গ স্থাপন করিয়া লোকানুগ্রহ-কামনায় তাহার পূজা করিয়াছিলেন। মহাপুণ্য রামতীর্থে স্নান করিয়া সেই লিঙ্গদর্শনের ফলে নরগণের মুক্তি পর্য্যন্তও লাভ হইয়া থাকে; অন্যান্য বিভূতির কথা আর কি বলিব? হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বে ধর্ম্মপুত্র তথায় স্নান করিয়া শিবসাক্ষাৎকার লাভ করত মিথ্যাবাক্য-সমুদ্ভূত দোষ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়াছিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূতজ! ধর্ম্মপুত্র তাদৃশ অসত্য বাক্য বলিয়াছিলেন কেন- যে অসত্য ভাষণজন্য দোষের শান্তির নিমিত্ত অতিপাবন রামতীর্থে তিনি স্নান করিয়াছিলেন? সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! ধর্ম্মপুত্র রামতীর্থে যাহা নষ্ট করিয়াছিলেন, সেই দোষের নিদান—মিথ্যাভাষণ যেরূপে সমরে তিনি ছলপূর্ব্বক প্রয়োগ করেন, তাহা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি। পূর্ব্বে ধর্ম্মপুত্রাদি পাণ্ডবগণ ও ধৃতরাষ্ট্রসুত দুর্য্যোধনপ্রমুখ কৌরববীরগণ পরস্পর মহৎ বৈরভাব আশ্রয় করিয়া রাজ্যনিমিত্ত মহতী সেনা সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। দশদিন যুদ্ধের পর গাঙ্গেয় রণক্ষেত্রে নিপতিত হন। অনন্তর মহাবলপরাক্রম বীর্য্যবান্ দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত পাঁচদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করেন।১৭—৩৬। মহাবল আচার্য্য বহু অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া পাণ্ডবী সেনা বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলেন। অনন্তর দিব্যাস্ত্রবিৎ মহাবল বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন বাণবর্ষণ দ্বারা দ্রোণসেনাকে বহুধা ছিন্ন-ভিন্ন করেন। তখন দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে শরবর্ষণে আকীর্ণ করিয়া ফেলেন। অনন্তর দ্রোণবাণবর্ষণে পার্থসেনা অতিমাত্র পীড়িত হইয়া ভয়াক্রান্তচিত্তে দশদিকে পলায়ন করিতে থাকে। তখন রথিপ্রবর অর্জ্জুন দ্রোণের সহিত যুদ্ধারম্ভ করেন। সেই রণপ্রবীণ অর্জ্জুন ও দ্রোণের ভীষণ রণ আরব্ধ হইলে তদ্দর্শনার্থ সমাগত দেবদর্শকগণে ব্যোমতল নিরবকাশ হইয়া উঠিল। হে বিপ্রগণ! দ্রোণ ও অর্জ্জুনের সমরতুলনা জগতে নাই। আচার্য্য ও শিষ্যের সেই রণ তখন অমর্ষবশেই ঘটিয়াছিল। দ্রোণ ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ দ্রোণ ও অর্জ্জুনেরই অনুরূপ হইয়াছিল। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য মনে মনে অর্জ্জুনের পরাক্রমের প্রশংসা করিলেন। তিনি প্রিয়শিষ্য মহাবীর্য্য অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া পরে পাঞ্চালবলের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। সমরে দ্রোণাচার্য্য ত্রিশ অযুতবিংশতি সহস্র গজ-বাজী ও রাজগণকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন কুপিত হইয়া শরসমূহ দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে অভিহত

মতাড়য়ৎ॥ ৪৬॥ শরৈর্বিব্যাধ তং যুদ্ধে তীক্ষ্ণৈরগ্নিশিখোপমৈঃ। পরাঙ্মুখোঽভবত্তত্র ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শরাহতঃ॥ ৪৭॥ ততো বিরথমাগত্য ধৃষ্টদ্যুম্নং বৃকোদরঃ। স্বং স্যন্দনং সমারোপ্য দ্রোণাচার্য্যমথাব্রবীৎ॥ ৪৮॥ স্বকর্ম্মভিরসন্তুষ্টাঃ শিক্ষিতাস্ত্রা দ্বিজাধমাঃ। ন যুধ্যেরন্ যদি ক্রুরা ন নশ্যেন্নৃপা রণে॥৪৯॥ অহিংসা হি পরো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণানাং সদা স্মৃতঃ। হিংসয়া দারপুত্রাদীন্ রক্ষন্তে ব্যাধজাতয়ঃ॥ ৫০॥ হিংসীস্ত্বমেকপুত্রার্থে যুদ্ধে স্থিত্বা বহূন্নৃপান্। স চাপি তে সুতো ব্রহ্মন্ হতঃ শেতে রণাজিরে॥ ৫১॥ তথাপি লজ্জা তে নাস্তি শোকোঽপীহ ন জায়তে। বঞ্চন ইতি ভীমস্য সত্যং শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরাৎ॥ ৫২॥ নিজায়ুধং স তত্যাজ পপাত স্যন্দনোপরি। যোগাবিৎপ্রায়মাতস্থে দ্রোণাচার্য্যস্তদা দ্বিজাঃ॥ ৫৩॥ তদনন্তরং পরিজ্ঞায় দ্রোণাচার্য্যস্য পার্শ্বতঃ। খড়্গপাণিঃ শিরশ্ছেত্তুমভ্যধাবদ্রণাজিরে॥ ৫৪॥ বার্য্যমাণোঽপি পার্থাদ্যৈস্তচ্ছিরশ্ছেত্তুমুদ্যযৌ। যোগবিত্ত্বাদ্দ্রোণমূর্দ্ধ্নো জ্যোতিরূর্দ্ধং দিবং যযৌ॥ ৫৫॥ দৃষ্টং কৃষ্ণার্জ্জুনকৃপধর্ম্মপুত্রাদিভির্মৃধে। দ্রোণস্যাস্য গতপ্রাণাচ্ছরীরাদচ্ছিনচ্ছিরঃ॥ ৫৬॥ ভারদ্বাজে হতে যুদ্ধে কৌরবাঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ। জহৃষুঃ পাণ্ডবা বিপ্রা ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়স্তদা॥ ৫৭॥ সেনাং তাং বিদ্রুতাং দৃষ্ট্বা দ্রৌণিরূচে সুযোধনম্। এতদ্দ্রবতি কিং সৈন্যং ত্যক্তপ্রহরণং নৃপ॥ ৫৮॥ তদা দুর্য্যোধনো রাজা স্বয়ং বক্তুমশক্নুবন্। যুদ্ধে দ্রোণবধং বক্তুং কৃপাচার্য্যমচোদয়ৎ। দ্রৌণয়েঽথ কৃপাচার্য্যো বধমূচে গুরোস্তদা॥ ৫৯॥ কৃপ উবাচ। অশ্বত্থামংস্তব পিতা ব্রহ্মাস্ত্রেণ মৃধে রিপূন্। হত্বা নিনায় সদনং যমস্য শতশো বলী॥ ৬০॥ দুরাধর্ষতমং দৃষ্ট্বা তদ্বীর্য্যং কেশবস্তদা। পাণ্ডবান্ প্রাহ বিপ্রেন্দ্র বাক্যং বাক্যবিশারদঃ॥ ৬১॥ কেশব উবাচ। দ্রোণং জেতুমুপায়োঽস্তি পাণ্ডবা যুধি দুর্জ্জয়ম্॥ ৬২॥ অশ্বত্থামা তব সুতো হতো দ্রোণ মৃধেঽধুনা। সত্যবাদী বদেদেবং যদি প্রামাণিকো জনঃ॥ ৬৩॥ দ্রোণো নিবর্ত্তেত রণাত্তদা ত্যক্তায়ুধং ক্ষণাৎ। অত এনাং

করিলেন। দ্রোণ পট্টিশাস্ত্র গ্রহণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে তাড়িত করিলেন ও অগ্নিশিখাপ্রায় তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা যুদ্ধে বিদ্ধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন শরাহত হইয়া পরাঙ্মুখ হইলেন। অনন্তর বৃকোদর রথহীন ধৃষ্টদ্যুম্নকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন,—স্বীয় কর্ম্মে অসন্তুষ্ট শিক্ষিতাস্ত্র দ্বিজাধমেরা ক্রূরপ্রকৃতি হইয়া যদি যুদ্ধ না করিত, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণ রণে কখনই পরাজিত হইতেন না। অহিংসাই ব্রাহ্মণগণের পরম ধর্ম্ম। ব্যাধজাতীয় ব্রাহ্মণেরাই হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বীয় স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ করিয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্! আপনি এক পুত্রের পোষণের নিমিত্ত যুদ্ধে বহু নরপতির হিংসা করিতেছেন। কিন্তু আপনার সেই পুত্র নিহত অবস্থায় অদ্য রণাঙ্গনে শয়ান; ইহাতেও কি আপনার লজ্জা নাই বা শোক নাই। ভীমের এই কথা সত্য। ইহা যুধিষ্ঠিরের মুখে শ্রবণ করিয়া দ্রোণাচার্য্য নিজায়ুধ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্যন্দনোপরি পতিত হইলেন এবং যোগীর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! খড়্গপাণি ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই অবকাশে দ্রোণাচার্য্যের শিরশ্ছেদ করিবার জন্য তৎসমীপে ধাবিত হইলেন। পৃথানন্দনগণ তাঁহাকে এই কার্য্যে নিষেধ করিলেও তিনি দ্রোণাচার্য্যের শিরশ্ছেদের উদ্যোগ করিলেন। দ্রোণ যোগাবলম্বনে ছিলেন; তাঁহার মস্তক হইতে একটা জ্যোতি বহির্গত হইয়া ঊর্দ্ধে স্বর্গধামে গমন করিল। কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, কৃপাচার্য্য ও ধর্ম্মপুত্র প্রভৃতি দর্শকগণ তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। এতদবস্থায় গতপ্রাণ দ্রোণদেহ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার মস্তক কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। ৩৭—৫৬। ভারদ্বাজ নিহত হইলে কৌরবেরা ভয়ে রণ হইতে পলায়ন করিল। ধৃষ্টদ্যুম্নাদি পাণ্ডবপক্ষীয়েরা হৃষ্ট হইলেন। কৌরবসেনা বিদ্রুত হইল, দেখিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনকে বলিলেন,—হে নৃপ! এই সৈন্যগণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছে কেন? তখন রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং সে বিবরণ বলিতে পারিলেন না; তিনি কৃপাচার্য্যকে দ্রোণবধবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন কৃপাচার্য্য দ্রোণাত্মজের নিকট দ্রোণবধ বিবরণ ব্যক্ত করিলেন। কৃপ কহিলেন,—অশ্বত্থামন! তোমার বলবান্ পিতা সমরে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা শত্রুপক্ষীয় শত শত বীরকে শমনসদনে প্রেরণ করেন। তাঁহার সেই দুর্দ্ধর্ষবীর্য্য দেখিয়া বাক্যবিশারদ কেশব পাণ্ডবদিগকে কহিলেন,—পাণ্ডবগণ! রণদুর্ম্মদ দ্রোণাচার্য্যকে যুদ্ধে জয় করিবার একমাত্র উপায় আছে। সেই উপায় এই যে, যদি কোন সত্যবাদী প্রামাণিক ব্যক্তি এই কথা প্রকাশ করিতে পারেন যে, আপনার পুত্র অশ্বত্থামা সমরে নিহত হইয়াছে। তাহা হইলে

মৃষাবার্ত্তাং ধর্ম্মরাজোঽধুনা বদেৎ॥ ৬৪॥ নান্যথা শক্যতে জেতুং দ্রোণো যুদ্ধবিশারদঃ। ধর্ম্মাজ্জেতুমশক্যং চেদ্ধর্ম্মং ত্যক্ত্বাপ্যরিং জয়েৎ॥ ৬৫॥ ইতি কেশববাক্যং তচ্ছ্রুত্বা ভীমঃ পৃথাসুতঃ। পিতরন্তে সমভ্যেত্য মিথ্যাবাক্যমভাষত॥ ৬৬॥ অশ্বত্থামা হতো দ্রোণ যুদ্ধেঽত্র পতিতোঽধুনা। দ্রোণাচার্য্যোঽপি তদ্বাক্যমমন্যত যথার্থতঃ॥ ৬৭॥ অবিশ্বস্য পুনঃ সোঽথ ধর্ম্মজং প্রাপ্য চাব্রবীৎ। ধর্ম্মাত্মজ মৃধে সূনুরশ্বত্থামা মমাধুনা॥ ৬৮॥ হতঃ কিং ত্বং বদস্বাদ্য সত্যবাদী ভবানতঃ। ধর্ম্মপুত্রোঽসত্যভীরুরাসীচ্চারিজয়োৎসুকঃ॥ ৬৯॥ কিং কর্ত্তব্যং ময়াদ্যেতি দোলালোলমনা অভূৎ। স দৃষ্ট্বা ভীমনিহতমশ্বত্থামাভিধং গজম্॥ ৭০॥ অশ্বত্থামা হতো যুদ্ধে ভীমেনাদ্য রণে মহান্। ইত্থং দ্রোণং বভাষেঽসৌ ধর্ম্মপুত্রশ্ছলোক্তিতঃ॥ ৭১॥ তচ্ছ্রুত্বা ত্বৎপিতা শস্ত্রং ত্যক্ত্বা যুদ্ধান্ন্যবর্ত্তত। অথ ধর্ম্মসুতঃ প্রাহ পরং বারণ ইত্যপি॥ ৭২॥ ত্যক্তং শস্ত্রং ন গৃহ্ণীয়াং

আচার্য্য অস্ত্রত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ রণ হইতে নিবৃত্ত হইবেন। অতএব এই মিথ্যা কথা অধুনা ধর্ম্মরাজই প্রকাশ করুন। যদি তিনি এ কথা না বলেন, তবে রণবিশারদ দ্রোণাচার্য্যকে জয় করা কোনক্রমেই সম্ভবপর হইবে না। বস্তুতঃ ধর্ম্মানুসারে শত্রুকে জয় করিতে না পারিলে ধর্ম্মত্যাগ করিয়াই শত্রুজয় করিতে হয়। কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথাসুত ভীম তোমার পিতার নিকট আসিয়া মিথ্যা সংবাদ রাষ্ট্র করিল, বলিল;—হে আচার্য্য! আপনার পুত্র অশ্বত্থামা অধুনা যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। দ্রোণাচার্য্য সেই কথা প্রথমে যথার্থ বলিয়াই মনে করিলেন; পরে আবার ভীমের কথা বিশ্বাস না করিয়া ধর্ম্মপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিলেন—হে ধর্ম্মনন্দন! আমার পুত্র অশ্বত্থামা অদ্য সমরে নিহত হইয়াছে, এ কথা সত্য কি না, তাহা তুমি বল। আমি জানি—তুমি সত্যবাদী। ধর্ম্মপুত্র, অসত্যভাষণে ভীরু অথচ শত্রুজয়েও সমুৎসুক; সুতরাং অদ্য আমার কর্ত্তব্য কি, এই ভাবনায় তাঁহার মন দোলার ন্যায় চঞ্চল হইল। পরে ধর্ম্মনন্দন ভীমনিহত অশ্বত্থামানামক একটা গজকে দেখিয়া ভীম কর্ত্তৃক অদ্য অশ্বত্থামা রণে নিহত হইয়াছে, এইরূপ ছলোক্তির আশ্রয় করিয়া

যুদ্ধে পুনরিতি স্ম সঃ। প্রতিজজ্ঞে তব পিতা বৎস দ্রোণো বলী পুনঃ॥ ৭৩॥ অতঃ শস্ত্রং ন জগ্রাহ প্রতিজ্ঞাভঙ্গকাতরঃ। ধৃষ্টদ্যুম্নং তদা দৃষ্ট্বা পিতা তে মৃত্যুমাত্মনঃ॥ ৭৪॥ মত্বা প্রায়োপবেশেন রথোপস্থে স যোগবিৎ। অশয়িষ্ট সমাধিস্থঃ প্রাণানায়ম্য বাগ্‌যতঃ॥ ৭৫॥ ততো নির্ভিদ্য মূর্দ্ধানং তৎ প্রাণা নির্যযুঃ ক্ষণাৎ। তদা মৃতস্য দ্রোণস্য বৎস খড়্গেন তচ্ছিরঃ॥ ৭৬॥ কেশান্ গৃহীত্বা হস্তেন ধৃষ্টদ্যুম্নোঽচ্ছিনদ্‌যুধি। মা বধীরিতি পার্থাদ্যাঃ প্রোচুঃ সর্ব্বে চ সৈনিকাঃ। সর্ব্বৈর্নিবার্য্যমাণোঽপি ত্বত্তাতং পার্শ্বতোঽবধীৎ॥ ৭৭॥ শ্রীসূত উবাচ। পিতরং নিহতং শ্রুত্বা রুদন্ দ্রৌণিশ্চিরং দ্বিজাঃ॥ ৭৮॥ কোপেন মহতা তত্র জ্বলন্ বাক্যমথাব্রবীৎ। অনৃতং প্রোচ্য পিতরং ন্যস্তশস্ত্রং চকার যঃ॥ ৭৯॥ পিতরং মেঽদ্য তং পার্থমপ্যন্যানথ পাণ্ডবান্। গৃহীত্বা কেশপাশং

দ্রোণাচার্য্যসমীপে অশ্বত্থামার নিধনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। ৫৭—৭২। তৎশ্রবণে তোমার পিতা অস্ত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক সমর হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ 'গজ' এই পদটী উচ্চারণ করিলেন। কিন্তু 'ত্যক্ত অস্ত্র পুনরায় আর গ্রহণ করিব না' বৎস! তোমার পিতা দ্রোণ এইরূপই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; কাজেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গে ভীরু হইয়া তিনি আর সেই ত্যক্ত শস্ত্র পুনর্গ্রহণ করিলেন না। অনন্তর তোমার পিতা ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখিয়া স্বীয় মৃত্যু নিশ্চয় করিলেন এবং যোগাবলম্বনপূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন। তিনি বাগ্‌যত ও সমাধিস্থ হইয়া প্রাণ সকল নিরোধপূর্ব্বক শয়ন করিলেন। অনন্তর তাঁহার মস্তক ভেদ করিয়া প্রাণ সকল ঊর্দ্ধে নির্গত হইল। হে বৎস! তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্ত দ্বারা সেই মৃত দ্রোণের কেশপাশ গ্রহণ করিয়া খড়্গদ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। কিন্তু পার্থগণ এবং তৎপক্ষীয় সৈনিকগণ সকলেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে ঐ কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া ছিলেন। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার পিতাকে নিধন করিয়া ফেলিল। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা পিতার নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বহুক্ষণ রোদন করিলেন; পরে মহাক্রোধে জ্বলিত হইয়া বলিলেন,—মিথ্যা কথা কহিয়া আমার পিতাকে ন্যস্তশস্ত্র করিলে, পার্থ এবং অন্যান্য পাণ্ডবদিগকে অবজ্ঞাত করিয়া যে আমার পিতার কেশপাশ গ্রহণ-

যস্ত্যক্তশস্ত্রশিরোহহনৎ ॥ ৮০ ॥ ছদ্মনা পার্ষতং তঞ্চ হনিষ্যাম্যচিরাদহম্। কৃষ্ণেন সহ পশ্যন্তু পাণ্ডবা মৎপরাক্রমম্ ॥ ৮১ ॥ ইতি দ্রৌণির্দ্বিজাস্তত্র প্রতিজজ্ঞে ভয়ঙ্করম্। ততোহস্তং গত আদিত্যে রাজানঃ সর্ব্ব এব তে ॥ ৮২ ॥ উভয়ে নিহতে দ্রোণে প্রাবিশন্ পটমণ্ডপম্। অষ্টাদশদিনৈরেবং নিবৃত্তমভবদ্রণম্ ॥ ৮৩ ॥ শল্যং কর্ণং তথান্যাংশ্চ দুর্য্যোধনমুখাংস্ততঃ। ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নিহত্যাজৌ ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৮৪ ॥ স্বীয়ানাঞ্চ পরেষাঞ্চ মৃতানাং সাম্পরায়িকম্। অকরোদ্বিধিবদ্বিপ্রাঃ সার্দ্ধং ধৌম্যাদিভির্দ্বিজৈঃ ॥৮৫॥ বন্দিত্বা ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ সর্ব্বে সম্ভূয় পাণ্ডবাঃ। ধৃতরাষ্ট্রাভ্যনুজ্ঞাতা হতশিষ্টজনৈর্বৃতাঃ ॥৮৬॥ সম্প্রাপ্য হাস্তিনপুরং প্রাবিশংস্তে স্বমন্দিরম্। ততঃ কতিপয়াহঃসু গতেষু কিল নাগরাঃ ॥ ৮৭ ॥ ধৌম্যাদিমুনিভিঃ সার্দ্ধং ধর্ম্মজস্য মহাত্মনঃ। রাজ্যাভিষেচনং কর্ত্তুং প্রারভন্ত মুনীশ্বরাঃ ॥ ৮৮ ॥ রাজ্যাভিষেচনে তস্য প্রবৃত্তে ধর্ম্মজস্য তু। অশরীরা ততো বাণী বভাষে ধর্ম্মনন্দনম্ ॥ ৮৯ ॥ ধর্ম্মপুত্র মহাভাগ রিপূণামপি বৎসল। রাজ্যাভিষেকং মা কার্ষীর্নার্হস্ত্বং রাজ্যপালনে ॥ ৯০ ॥ যতস্ত্বং ছদ্মনাচার্য্যমুক্ত্বাসত্যং দ্বিজোত্তম্। ন্যস্তশস্ত্রং রণে রাজন্নঘাতয়দলজ্জকঃ ॥ অতস্তে পাপবাহুল্যং বিদ্যতে ধর্ম্মনন্দন। প্রায়শ্চিত্তমকৃত্বাস্য রাজ্যপালনকর্ম্মণি ॥ ৯২ ॥ নার্হতা বিদ্যতে যস্মাৎ প্রায়শ্চিত্তমতশ্চর। ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ সা তু বাগশরীরিণী ॥ ৯৩ ॥ ততো ধর্ম্মসুতো রাজা তদ্বাক্যং ভৃশকাতরঃ। মূঢ়োহসাহসী ক্রূরঃ পিশুনো লোভমোহিতঃ ॥ ৯৪ ॥ তুচ্ছরাজ্যাভিলাষেণ কৃতবান্ পাপমীদৃশম। এতৎপাপবিশুদ্ধ্যর্থং কিং করিষ্যামি কা গতিঃ ॥ ৯৫ ॥ কিং বা দানং প্রদাস্যামি কুত্র যাস্যামি বা পুনঃ। ইতি শোকসমাবিষ্টে তস্মিন্ রাজনি ধর্ম্মজে ॥ ৯৬ ॥ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাসঃ সমায়াতস্তদন্তিকম্। ততোহভিবন্দ্য তং ব্যাসং প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৯৭ ॥ সম্পূজ্যার্ঘ্যাদিনা বিপ্রা ভক্তিযুক্তেন চেতসা। অদেহবাচা যৎপ্রোক্তং তৎসর্ব্বমখিলেন সঃ ॥ ৯৮ ॥ ব্যাসায় শ্রাবয়ামাস দুঃখিতো ধর্ম্মনন্দনঃ। শ্রুত্বা তদখিলং বাক্যং ধর্ম্মজস্য মহামুনিঃ। ধ্যাত্বা তু সুচিরং কালং ততো বক্তুং প্রচক্রমে ॥ ৯৯ ॥ ব্যাস

পূর্ব্বক মস্তক ছেদন করিল, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে আমি অচিরেই বিনাশ করিব। কৃষ্ণসহ পাণ্ডবেরা আমার পরাক্রম দর্শন করুক। হে দ্বিজগণ! দ্রৌণি এই বলিয়া তখন ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর দ্রোণবধের পর আদিত্য অস্তগত হইলে রাজগণ স্ব স্ব পটমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে অষ্টাদশ দিনে সেই ভীষণ সমর নিবৃত্ত হইল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির—শল্য, কর্ণ, দুর্য্যোধনপ্রমুখ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ও অন্যান্য বীরগণকে সমরে নিহত করিয়া ধৌম্য প্রভৃতি দ্বিজগণের সাহায্যে আত্মীয় এবং অনাত্মীয় সমস্ত মৃতবীরগণেরই যথাবিধি পারলৌকিক কৃত্য সমাধা করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ সকলেই একযোগে ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞাক্রমে হতাবশিষ্ট জনগণে পরিবৃত হইয়া হস্তিনাপুরে গমনপূর্ব্বক স্ব স্ব মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে ধৌম্যাদি মুনিগণের সহিত নাগরিকগণ মহাত্মা ধর্ম্মরাজের রাজ্যাভিষেক করিতে উদ্যত হইলেন। হে মুনীন্দ্রগণ! ধর্ম্মরাজের রাজ্যাভিষেক প্রবৃত্ত হইলে এক অশরীরিণী বাণী ধর্ম্মনন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—হে মহাভাগ ধর্ম্মপুত্র! আপনি শত্রুগণেরও প্রিয়পাত্র; কিন্তু রাজ্যপালনে আপনি সমর্থ নহেন। কেন না, আপনি নির্লজ্জের ন্যায় দ্বিজোত্তম আচার্য্যের নিকট কপট সত্যবাক্য বলিয়া তাঁহাকে সমরে ন্যস্তশস্ত্র ও নিহত করাইয়াছিলেন। হে ধর্ম্মসুত! এই নিমিত্ত আপনার পাপবাহুল্য ঘটিয়াছে। আপনি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া রাজ্য পালনে যোগ্য নহেন। অতএব প্রায়শ্চিত্ত করুন। এই কথা কহিয়া সেই আকাশবাণী বিরত হইল। ৭৩—৯৩। অনন্তর ধর্ম্মনন্দন সেইবাক্য শ্রবণে অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিলেন,—আমি নিশ্চয়ই মূঢ়,দুঃসাহসী, ক্রূরস্বভাব, পিশুন ও লোভমোহিত, নতুবা তুচ্ছরাজ্যাভিলাষে ঈদৃশ পাপ-কার্য্য করিলাম কেন? এই পাপপরিশুদ্ধির নিমিত্ত আমি করি কি? আমার গতি কি? আমি কিরূপ দান করিব? কোথায় যাইব? ধর্ম্মনন্দন এইরূপ শোকাবিষ্ট হইলে, সহসা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলি হইয়া অভিবাদন ও প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত চিত্তে তাঁহাকে পূজা করিলেন এবং অশরীরিণী বাণী যাহা বলিয়াছিল, তৎসমস্তই তাঁহার নিকট দুঃখের সহিত বলিলেন। মহামুনি ব্যাস ধর্ম্মনন্দনের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বহুক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। পরে তিনি ঐ সম্বন্ধে

উবাচ। মা কার্ষীস্তং ভয়ং রাজন্নুপায়ং প্রব্রবীমি তে। অস্য পাপস্য শান্ত্যর্থং শ্রুত্বানুষ্ঠীয়তাং ত্বয়া॥ ১০০॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কিং তদ্‌ব্রূহি মহাযোগিন্‌ পারাশর্য্য কৃপানিধে। যেন মে পাপনাশঃ স্যাদ চিরাত্তদ্বদাধুনা॥ ১০১ ॥ ব্যাস উবাচ। দক্ষিণাম্ভোনিধৌ সেতৌ গন্ধমানপর্ব্বতে॥ ১০২॥ রামসেতৌ মহারাজ রামতীর্থমিতি শ্রুতম্‌। অস্তি পুণ্যং সরঃ সিদ্ধং মহাপাতকনাশনম্‌ ॥ ১০৩ ॥ যস্য দর্শনমাত্রেণ মহাপাতককোটয়ঃ। প্রয়ান্তি বিলয়ং সদ্যস্তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥ ১০৪॥ রামতীর্থং যদা পশ্যেৎ স্বয়ং রামেণ নির্ম্মিতম্‌। তদৈব ব্রহ্মহত্যায়া মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১০৫॥ তত্র গত্বা মহারাজ রামতীর্থে বিমুক্তিদে। স্নাহি তে পাপশুদ্ধিঃ স্যাদ্রাজ্যরক্ষাহতাপি চ॥ ১০৬॥ দানং কুরুষ তত্তীরে গোভূমিতিলবাসসাম্‌। সুবর্ণরজতানাঞ্চ দানং কুরু যুধিষ্ঠির। অবশ্যমেতৎপাপানাং শুদ্ধিস্তে নচিরাদ্ভবেৎ॥ ১০৭॥ শ্রীসূত উবাচ। ব্যাসেন ধর্ম্মপুত্রোঽয়মেবমুক্তো দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১০৮॥ তৎক্ষণেনৈব ধৌম্যেন সহিতঃ সানুজস্তদা। সহদেবং প্রতিষ্ঠাপ্য রাজ্যে ধর্ম্মাত্মজস্তদা॥ ১০৯॥ রামসেতুং সমুদ্দিশ্য প্রতস্থে বাহনং বিনা। দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব রামসেতুং জগাম সঃ॥ ১১০॥ রামতীর্থং সমাসাদ্য ধৌম্যেন সহ পাণ্ডবঃ। পুরোহিতোক্তমার্গেণ সঙ্কল্প্য বিধিপূর্ব্বকম্‌॥ ১১১॥ সস্নৌ রামসরস্তীর্থে পুণ্যে পাপবিনাশনে। স্নাত্বাচম্য বিশুদ্ধাত্মা ক্ষেত্রপিণ্ডং প্রদায় চ॥ ১১২॥ ব্যাসোক্তাখিলদানানি প্রদদৌ স যুধিষ্ঠিরঃ। মাসমেকং নিরাহারঃ সস্নৌ তত্র স ধর্ম্মজঃ॥ ১১৩॥ প্রত্যহঞ্চ দদৌ দানং বিত্তলোভং বিনা দ্বিজাঃ। এক মাসে গতে ত্বেবং কস্মিংশ্চিদ্দিবসে ততঃ॥ ১১৪॥ আহ ধর্ম্মাত্মজং বাণী পুনরপ্যশরীরিণী। রাজংস্তে বিলয়ং যাতং সর্ব্বং পাপং যুধিষ্ঠির॥ ১১৫॥ ছলেনাসত্যবচনাদাচার্য্যস্য বধেন যঃ। দোষস্তে সমভূৎ পূর্ব্বং সোঽপি নষ্টঃ পরন্তপ॥ ১১৬॥ যাহি স্বনগরং রাজন্‌ গত্বা পালয় মেদিনীম্‌। অভিষেচয় চাত্মানং রাজ্যরক্ষাহতাস্তি তে॥ ১১৭॥ ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ সাপি বাগশরীরিণী। ততো ধর্ম্মাত্মজঃ প্রীতস্তাম্-

বলিতে লাগিলেন। ব্যাস বলিলেন,—রাজন্‌! আপনি ভয় করিবেন না; আমি আপনাকে এই পাপশান্তির উপায় বলিতেছি। আপনি শুনিয়া তাহার অনুষ্ঠান করুন। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে পরাশরসুত, কৃপানিধে মহাযোগিন্‌! যাহাতে আমার পাপ অচিরে বিনষ্ট হয়, তাহা আমাকে বলুন। ব্যাস বলিলেন—মহারাজ! দক্ষিণসাগরে গন্ধমাদনশৈলে রামসেতুর নিকটে রামতীর্থ নামে এক পুণ্যপ্রসিদ্ধ সরোবর আছে। ঐ সরোবর মহাপাতকহর। উহার দর্শনমাত্রেই কোটি কোটি পাতক সূর্য্যোদয়ে তমোরাশির ন্যায় সদ্যই বিলয় প্রাপ্ত হয়। স্বয়ং রামচন্দ্রনির্ম্মিত রামতীর্থে যৎকালে তর্পণ করা যায়, তখনই ব্রহ্মহত্যা হইতেও লোকে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। ইহা নিশ্চিতই। অতএব মহারাজ! আপনি সেই মুক্তিপ্রদ রামতীর্থে গিয়া স্নান করুন। আপনার পাপপরিশুদ্ধি হইবে। আপনি রাজ্যরক্ষায় সক্ষম হইবেন। হে যুধিষ্ঠির! আপনি ঐ তীর্থের তীরে গিয়া গো, ভূমি, তিল, বস্ত্র, সুবর্ণ, রজত দান করুন। এই পাপ হইতে অবশ্যই আপনি মুক্তি পাইতে পারিবেন। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! ব্যাস ধর্ম্মপুত্রকে ঐ কথা কহিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ধৌম্য ও মনুজগণ সহ রামসেতুর উদ্দেশে বিনা বাহনে যাত্রা করিলেন, যাইবার সময় সহদেবের উপর রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া গেলেন। অনন্তর কতিপয় দিনের মধ্যেই ধর্ম্মাত্মজ রামসেতুবন্ধনে উপস্থিত হইলেন। ৯৪—১১০। সেখানে ধৌম্য সহ যুধিষ্ঠির রামতীর্থে গিয়া পুরোহিতের নির্দ্দিশক্রমে বিধিপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া পাপঘ্নপুণ্য রামসরোবর তীর্থে স্নান করিলেন এবং স্নানান্তে বিশুদ্ধমনে ক্ষেত্রপিণ্ড প্রদান করিয়া ব্যাসোক্ত সমস্ত দানকার্য্য সমাধা করিলেন। এই ভাবে একমাস পর্য্যন্ত ধর্ম্মাত্মজ উপবাসী থাকিয়া স্নান করিতে লাগিলেন এবং বিত্তের প্রতি লোভ না রাখিয়া প্রত্যহ দানকার্য্য করিতে লাগিলেন। এক মাস যখন অতীত হইল, তখন আবার সেই অশরীরিণী বাণী ধর্ম্মাত্মজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, —রাজন্‌! আপনার সর্ব্বপাপ বিলীন হইয়াছে, ছল করিয়া অসত্য বাক্য বলিয়া আচার্য্যের বধ বিধান করায় পূর্ব্বে আপনার যে দোষ উৎপন্ন হইয়াছিল, হে পরন্তপ! তাহাও এখন নষ্ট হইল। আপনি এক্ষণে স্বনগরে গিয়া মেদিনী পালন করুন। আপনার এক্ষণে রাজ্যরক্ষায় যোগ্যতা হইয়াছে। আপনি এক্ষণে রাজ্যাভিষিক্ত হউন। সেই অশরীরিণী বাণী এই কথা কহিয়া বিরত হইল। অনন্তর

দিশ্ত দিশং প্রতি ॥ ১১৮ ॥ নমস্কৃত্বাশরীরিণৈ তস্যৈ বাচে সহানুজঃ। প্রযযৌ হাস্তিনপুরং সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা ॥ ১১৯ ॥ অভিষিক্তোহথ রাজ্যেহসৌ পালয়ামাস মেদিনীম্। ইত্থং ধর্ম্মাত্মজো বিপ্রা রামতীর্থনিমজ্জনাৎ ॥ ১২০ ॥ গতপাপো বিশুদ্ধাত্মা যোগ্যোহভূদ্রাজ্যরক্ষণে। এবং বঃ কথিতং চিত্রং রামতীর্থস্য বৈভবম্ ॥ ১২১ ॥ সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্। যত্র স্নানাদ্বিমুক্তোহভূন্মিথ্যাদোষাৎ স ধর্ম্মজঃ ॥ ১২২ ॥ পঠন্তি যেহধ্যায়মিদং দ্বিজোত্তমাঃ শৃণ্বন্তি বা যে মনুজা বিপাতকাঃ। যাস্যন্তি কৈলাসমনন্তলভ্যং গত্বা ন সংযান্তি পুনশ্চ জন্ম ॥ ১২৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রামতীর্থপ্রশংসায়াং ধর্ম্মপুত্রমিথ্যাকথনদোষশান্তিবর্ণনং নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশোহধ্যায়।

শ্রীসূত উবাচ। তারকব্রহ্মণস্তস্য তীর্থে স্নাত্বা দ্বিজোত্তমাঃ। লক্ষ্মণস্য ততস্তীর্থমভিগচ্ছেৎ সমাহিতঃ ॥ ১ ॥ শ্রীলক্ষ্মণস্য তীর্থে তু স্নাত্বা পাপেবিমোচিতাঃ। মুক্তিংপ্রয়ান্তি বিমলামপুনর্ভবলক্ষণাম্ ॥ ২ ॥ স্নানাল্লক্ষ্মণতীর্থে তু দারিদ্র্যং নশ্যতেহখিলম্। আয়ুষ্মান গুণবান্ বিদ্বান পুত্রৈশ্চৈবাস্য জায়তে ৩ ॥ কূলে লক্ষ্মণতীর্থস্য তন্মন্ত্রং জপতে তু যঃ। স সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা স্যাচ্চতুর্ব্বেদবিদপ্যসৌ ॥ ৪ ॥ তস্য কূলে মহল্লিঙ্গং স্থাপয়ামাস লক্ষ্মণঃ। তত্র তীর্থে তু যঃ স্নাত্বা সেবতে লক্ষ্মণেশ্বরম্ ॥ ৫ ॥ ইহ দারিদ্র্যরোগাভ্যাং সংসারাচ্চ বিমুচ্যতে। স্নাত্বা লক্ষ্মণতীর্থে তু সেবিত্বা লক্ষ্মণেশ্বরম্। বলভদ্রঃ পুরা বিপ্রা মুমুচে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৬ ॥ ঋষয় উচুঃ। ব্রহ্মহত্যা কথমভূদ্রৌহিণেয়স্য সূতজ। কথং চাস্য বিনষ্টা সা তন্নো ব্রূহি মহামুনে ॥ ৭ ॥ শ্রীসূত উবাচ। শেষাবতারো ভগবান বলভদ্রঃ পুরা দ্বিজাঃ ॥ ৮ ॥ কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ যুদ্ধোদযোগং বিলোক্য তু। বন্ধুনাং স বধং সোঢ়ুমসমর্থো হলায়ুধঃ ॥ বিচারমেবমকরোদ্বলভদ্রো মহামতিঃ। যদ্যহং কুরুরাজস্য করিষ্যামি সহায়তাম্ ॥ ১০ ॥ কোপঃ স্যাৎ পাণ্ডুপুত্রাণাং ময্যবার্য্যঃ সুদারুণঃ। উপকারং করিষ্যামি পাণ্ডবানামহং যদি ॥ ১১ ॥ দুর্য্যোধনস্য

ধর্ম্মপুত্র প্রীত হইয়া সেই অশরীরিণী বাণীকে নমস্কারপূর্ব্বক অনুজগণ সহ হস্তিনাপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পরে তিনি স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া মেদিনী পালন করিতে লাগিলেন। হে বিপ্রগণ! এইরূপে সেই ধর্ম্মাত্মজ রামতীর্থে অবগাহন করিয়া ক্ষীণপাপ, বিশুদ্ধচিত্ত ও রাজ্য রক্ষার যোগ্য হইয়াছিলেন। এই আমি বিচিত্র রামতীর্থমাহাত্ম্য আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম, ঐ তীর্থ সর্ব্বপাপহর, পবিত্র ও ভুক্তিমুক্তিপ্রদ ধর্ম্মাত্মজ ঐ তীর্থে স্নান করিয়া মিথ্যাকথনজনিত দোষ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। হে বিপ্রবরগণ! যে সকল মানব এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহারা নিষ্পাপ হইয়া অনন্তসুলভ কৈলাসধামে গমন করিয়া থাকে। তথায় গিয়া তাহাদিগকে পুনরায় আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।১১ —১২৩।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐ তারকব্রহ্মতীর্থে অর্থাৎ রামতীর্থে স্নান করিয়া পরে হিতভাবে লক্ষ্মণতীর্থে গমন করিবে। লক্ষ্মণতীর্থে স্নান করিবার ফলে মানবেরা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া অপুনর্জ্জন্মলক্ষণ মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। এই তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বদারিদ্র্য নষ্ট হয় এবং স্নানকর্ত্তা আয়ুষ্মান, গুণবান, বিদ্বান ও পুত্রবান্ হইয়া থাকে। লক্ষ্মণতীর্থের কূলে বসিয়া তদীয় মন্ত্র জপ করিলে মানব সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ও চতুর্ব্বেদবিদ্ হয়। হে বিপ্রগণ! পূর্ব্বে বলভদ্র লক্ষ্মণতীর্থে স্নান করিয়া এবং লক্ষ্মণেশ্বরকে সেবা করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।১—৬। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূতনন্দন! রৌহিণেয় বলভদ্রের ব্রহ্মহত্যা ঘটিয়াছিল কিরূপে? এবং এখানে তাহা কিরূপেই বা নষ্ট হইয়াছিল; তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বল। সূত কহিলেন—হে দ্বিজগণ! ভগবান্ বলভদ্র শেষাবতার। তিনি পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধোদযোগ দেখিয়া বন্ধুগণের বধজনিত দুঃখ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। তাই সেই মহামতি হলায়ুধ তখন মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, এ যুদ্ধে আমি যদি কুরুরাজের সহায়তা করি, তাহা হইলে পাণ্ডুপুত্রদিগের আমার উপর দারুণ কোপ জন্মিবে, আর

কোপঃ স্যাদিতি বুদ্ধা হলায়ুধঃ। তীর্থযাত্রাচ্ছলেনাসৌ মধ্যস্থঃ প্রযযৌ তদা ॥ ১২ ॥ প্রভাসমভিগম্যাথ স্নাত্বা সঙ্কল্পপূর্ব্বকম্। দেবানৃষীন্ পিতৃগণাংস্তর্পয়ামাস বারিণা ॥ ১৩ ॥ সরস্বতীং তত প্রায়াৎ প্রতীচ্যভিমুখাং হলী। পৃথূদকং বিন্দুসরো মুক্তিদং ব্রহ্মতীর্থকম্ ॥ ১৪ ॥ গঙ্গাং চ যমুনাং সিন্ধুং শতদ্রুঞ্চ সুদর্শনম্। সম্প্রাপ্য বলভদ্রোঽয়ং স্নাত্বা তীর্থেষু ধর্ম্মতঃ ॥ ১৫ ॥ প্রপেদে নৈমিষারণ্যং মুনীন্দ্রৈরভিসেবিতম্। আগতং তং বিলোক্যাথ নৈমিষীয়াস্তপস্বিনঃ ॥ ১৬ ॥ দীর্ঘসত্রে স্থিতাঃ সম্যঙ্নিয়তা ধর্ম্মতৎপরাঃ। অভ্যুদ্গম্য যদুশ্রেষ্ঠং প্রণম্যোত্থায় চাসনাৎ ॥ ১৭ ॥ অপূজয়ন্ বিষ্টরাদ্যৈঃ কন্দমূলফলৈস্তদা। আসনং পরিগৃহ্যায়ং পূজিতঃ সপুরঃসরঃ ॥ ১৮ ॥ উচ্চাসনে স্থিতং সূতমনমন্তমনুত্থিতম্। অকৃতাঞ্জলিমাসীনং ব্যাসশিষ্যং বিলোক্য সঃ ॥ ১৯ ॥ বিপ্রাংশ্চানমতো দৃষ্ট্বা বিলোক্যাত্মানমাগতম্। চুক্রোধ রোহিণীসূনুঃ সূতং পৌরাণিকোত্তমম্ ॥ ২০ ॥ মধ্যে মুনীনাং সূতোঽয়ং কস্মাদিন্দ্যোঽহ্যনুলোমজঃ। উচ্চাসনে সমাধ্যাস্তে ন যুক্তমিদমঞ্জসা ॥ ২১ অবমত্য ভৃশং চাস্মান্ ধর্ম্মসংরক্ষকানয়ম্। আস্তেঽনুত্থায় নির্ভীতির্ন চ প্রণমতে তথা ॥ ২২ ॥ পঠিত্বায়ং পুরাণানি দ্বৈপায়নসকাশতঃ। সেতিহাসানি সর্ব্বাণি ধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ ॥ ২৩ ॥ ন মাং দৃষ্ট্বা প্রণমতে নৈব ত্যজতি চাসনম্। দ্বৈপায়নস্য মহতঃ শিষ্যাঃ পৈলাদয়ো দ্বিজাঃ ॥ ২৪ ॥ এবম্বিধমধর্ম্মং তে নৈব কুর্য্যুর্যথা ত্বয়ম্। তস্মাদেনং বধিষ্যামি দুরাত্মানমচেতনম্ ॥ ২৫ ॥ দুষ্টানাং নিগ্রহার্থং হি ভূর্লোকমহমাগমম্। ময়া হতো হি দুষ্টাত্মা শুদ্ধিমেষ্যত্যসংশয়ম্ ॥ ২৬ ॥ ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ রামো মুসলী প্রবলো হলী। পাণিস্থেন কুশাগ্রেণ তচ্ছিরঃ প্রাচ্ছিনত্রুষা ॥ ২৭ ॥ তত্রত্যা মুনয়ঃ সর্ব্বে হা কষ্টমিতি চুক্রুশুঃ। অবাদিষুস্তদা রামং মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২৮ ॥ রামাধর্ম্মঃ কৃতঃ কষ্টস্ত্বয়া সঙ্কর্ষণ প্রভো। অস্য সূতস্য চাস্মাভির্দ্দত্তং ব্রহ্মাসনং মহৎ ॥ ২৯ ॥ অক্ষয়ঞ্চায়ুরস্মাভিরস্য দত্তং হলায়ুধ। ভবতাজানতৈবাদ্য কৃতো ব্রহ্মবধো মহান্ ॥ ৩০ ॥ যোগে-

---

যদি পাণ্ডবদিগের উপকার করি, তবে দুর্য্যোধনের কোপ হইবে। এইরূপ আলোচনা করিয়া বলরাম মধ্যস্থ অবস্থায় তীর্থযাত্রাচ্ছলে যাত্রা করিলেন এবং প্রভাসে গিয়া স্নানান্তে সঙ্কল্পপূর্ব্বক দেব, ঋষি ও পিতৃগণকে জল দ্বারা তর্পণ করিলেন। অনন্তর তিনি পশ্চিমাভিমুখী সরস্বতী তীর্থে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপে বলভদ্র ক্রমশঃ পৃথূদক, বিন্দুসর, মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মতীর্থ, গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, শতদ্রু, ও সুদর্শন তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া যথাবিধি স্নানপূর্ব্বক পরে মুনীন্দ্রগণ-সেবিত নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া দীর্ঘসত্রে ব্রতী ধর্ম্মতৎপর নৈমিষীয় তপস্বিগণ প্রণামান্তে আসন হইতে উত্থিত হইয়া কন্দ, মূল, ফল ও বিষ্টরাদি আসন দ্বারা সেই যদুশ্রেষ্ঠকে পূজা করিলেন। বলরাম আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক পূজিত হইয়া দেখিলেন—ব্যাসশিষ্য সূত সেখানে উচ্চাসনে সমাসীন; সে তাঁহাকে দেখিয়া অঞ্জলি বন্ধন, উত্থান বা প্রণাম কিছুই করিল না! অথচ বিপ্রগণ তাহার আগমনে প্রত্যুত্থান ও অভিবাদনাদি করিলেন। ইহা দেখিয়া রৌহিণেয় পৌরাণিকপ্রবর সূতের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন,—মুনিগণের মধ্যে এই অনুলোমজাত নিন্দিত সূত কেন উচ্চাসনে উপবেশন করিয়াছে? ইহা কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতেছে না। অস্মাদৃশ ধর্ম্মরক্ষকদিগকে একান্ত অবমানিত করিয়া এই সূত নির্ভীকভাবে উত্থানাদি না করিয়া বসিয়া আছে; আমাদিগকে একবার প্রণামও করিল না! দ্বৈপায়নের সকাশে এ ব্যক্তি পুরাণ ইতিহাস ও অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এতই গর্ব্বিত হইয়াছে যে, আমাকে দেখিয়া প্রণাম করিল না বা আসন পরিত্যাগ করিল না। দ্বৈপায়নের পৈল প্রভৃতি আরও তো অনেক শিষ্য আছেন। তাঁহারা এই সূতের ন্যায় এরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করেন না। অতএব এই দুরাত্মা অজ্ঞ সূতকে আমি বধ করিব। দুষ্টলোকের নিগ্রহের জন্যই ভূতলে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। আমার হস্তে নিহত হইয়া এই দুষ্টাত্মা নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ হইবে।৭—২৬। ভগবান্ হলায়ুধ বলরাম এই কথা কহিয়া ক্রোধভরে হস্তস্থিত কুশ দ্বারাই সূতের মস্তক ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে তত্রত্য মুনিগণ, হায় কি কষ্ট! হা কি হইল! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পরে ব্রহ্মবাদী মুনিগণ বলিলেন,—হে রাম! হে প্রভো সঙ্কর্ষণ! আপনি কেন এই কষ্টকর অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেন? হে হলায়ুধ! এই সূতকে আমরা উচ্চ ব্রহ্মাসন প্রদান এবং অক্ষয় আয়ু প্রদান করিয়াছিলাম, আপনি না জানিয়াই

শ্বরস্য ভবতো নাস্তি কশ্চিন্নিয়ামকঃ। অস্যাঞ্চ ব্রহ্মহত্যায়াং যৎ কর্ত্তব্যং বিচার্য্য তৎ ॥ ৩১ ॥ প্রায়শ্চিত্তং ভবানেব লোকসংগ্রহণায় তু। কুরুষ ভগবন্ রাম নান্যেন প্রেরিতঃ কুরু। ইত্যুক্তো ভগবান্ রামস্তানুবাচ মুনীন্ প্রতি ॥ ৩২ ॥ রাম উবাচ। প্রায়শ্চিত্তং চরিষ্যামি পাপশোধকমাস্তিকাঃ ॥ ৩৩ ॥ লোকসংগ্রহণার্থায় নান্যকামনয়াধুনা। যাদৃশো নিয়মোঽস্মাভিঃ কর্ত্তব্যঃ পাপশান্তয়ে ॥ ৩৪ ॥ তাদৃশং নিয়মং ত্বদ্য ভবন্তঃ প্রব্রুবন্তু নঃ। ভবদ্ভিরস্য সূতস্য যদায়ুর্দত্তমক্ষয়ম্। ইন্দ্রিয়াণি চ সত্ত্বঞ্চ করিষ্যে যোগমায়য়া ॥ ৩৫ ॥ মুনয় ঊচুঃ। পরাক্রমস্য তেঽস্ত্রস্য মৃত্যোর্নশ্চ যথা প্রভো। স্যাৎ সত্যবচনং রাম তত্তবান্ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ৩৬ ॥ রাম উবাচ। আত্মা বৈ পুত্ররূপেণ ভবতীতি শ্রুতিঃ সদা ॥ ৩৭ ॥ উদ্ঘোষয়তি বিপ্রেন্দ্রাস্তস্মাদস্য শরীরতঃ। পুত্রো ভবতু দীর্ঘায়ুঃ সত্ত্বেন্দ্রিয়বলোর্জ্জিতঃ ॥ ৩৮ ॥ কথয়িষ্যতি যুষ্মাকং পুরাণাদীনি সোঽন্বহম্। সর্ব্ববিদ্যাতি সর্ব্বজ্ঞো যোগমায়াবলান্মম ॥ ৩৯ ॥ ইত্যুক্তা রৌহিণেয়স্তান্ পুনঃ প্রশ্রিতমব্রবীৎ। মনোভিলষিতং কিংবা যুষ্মাকং করবাণ্যহম্ ॥ ৪০ ॥ তদ্ব্রুত মুনয়ো যূয়ং করিষ্যামি ন সংশয়ঃ। অজ্ঞানান্মৎকৃতস্যাস্য পাপস্যাপি নিবর্ত্তকম্। প্রায়শ্চিত্তং ভবন্তো মে প্রব্রুত মুনিসত্তমাঃ ॥ ৪১ ॥ মুনয় ঊচুঃ। ইল্বলস্যাত্মজঃ কশ্চিদ্দানবো বল্বলাভিধঃ ॥ ৪২ ॥ স দূষয়তি নো যাগং রামেহাগত্য পর্ব্বণি। দুষ্টং তং দানবং পাপং জহি লোকৈককণ্টকম্ ॥ ৪৩ ॥ অনেন পূজা হ্যস্মাকং কৃতা স্যাত্তবাধুনা। অস্থিবিণ্মূত্ররক্তানি সুরামাংসানি চ ক্রতৌ ॥ ৪৪ ॥ সদাভিবর্ষতেঽস্মাকমত্রাগত্য স দানবঃ। অস্মিন্ ভারতভূভাগে যানি তীর্থানি সন্তি হি ॥ ৪৫ ॥ তেষু স্নাহ্যব্দমেকং ত্বং সর্ব্বেষু সুসমাহিতঃ। তেন তে পাপশান্তিঃ স্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৬ ॥ শ্রীসূত উবাচ। পর্ব্বকালে তু বিপ্রেন্দ্রাঃ সমারব্ধে মুনিক্রতৌ। মহাভীমো রজোবর্ষো ঝঞ্ঝাবাতশ্চ ভীষণঃ ॥ ৪৭ ॥ প্রাদুর্বভূব বিপ্রেন্দ্রাঃ পূয়রক্তৈশ্চ বর্ষণম্। ততো বিষ্ঠাময়ী বৃষ্টির্বল্বলেন কৃতাপ্যভূৎ ॥ ৪৮ ॥ অসুরং যজ্ঞশালায়াং

অদ্য এই মহতী ব্রহ্মহত্যা করিলেন। যোগেশ্বর আপনি, আপনার কেহই নিয়ামক নাই। তথাচ এই ব্রহ্মহত্যা সম্বন্ধে আপনার যে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য, লোকশিক্ষার্থ আপনি তাহা করুন। অন্যের প্রেরণায় আপনি অবশ্য ইহা করিবেন না। ভগবান্ রাম মুনিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন,—হে আস্তিকগণ! আমি পাপক্ষালনের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমার প্রায়শ্চিত্ত কেবল লোকসংগ্রহার্থ করা হইবে; অন্য কোন কামনায় নহে। অতএব এক্ষণে পাপশান্তির নিমিত্ত আমাদিগকে যেরূপ নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা আপনারা বলিয়া দিউন। আপনারা এই সূতের যে অক্ষয় আয়ু, ইন্দ্রিয় সকল ও সত্ত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, আমি যোগমায়ায় তৎসমস্তই আবার করিয়া দিতেছি। মুনিগণ কহিলেন,—হে রাম! হে প্রভো! আপনার অস্ত্রের, পরাক্রমের, মৃত্যুর এবং আমাদের যাহাতে সত্যতা রক্ষা হয়, আপনি সেইরূপ কার্য্যই করুন। বলরাম কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্রগণ! আত্মাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রুতিবাক্যে ইহাই সতত উদ্ঘোষিত হইতেছে; অতএব ইহার দেহ হইতে এক দীর্ঘায়ু এবং সত্ত্ব ও ইন্দ্রিয়বলোর্জ্জিত পুত্র উৎপন্ন হউক। ঐ পুত্রই আপনাদিগকে অনুদিন পুরাণাদি শ্রবণ করাইবে। আমার যোগমায়াপ্রভাবে ঐ সূতসুত সর্ব্বজ্ঞ হইবে।২৭—৩৯। রৌহিণেয় রাম তাঁহাদিগকে ঐ কথা কহিয়া পুনরায় বিনীতভাবে বলিলেন,—হে মুনিগণ! আমি আপনাদের মনোমত কোন্ কার্য্য করিব? বলুন, আমি তাহাই করিব। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি অজ্ঞানবশে এই পাপকার্য্য করিয়াছি; অতএব ইহার অপনোদক প্রায়শ্চিত্ত কি? তাহা আপনারা বলুন। মুনিগণ কহিলেন,—রাম! ইল্বলের পুত্র বল্বলনামক কোন দানব পর্ব্বে পর্ব্বে এখানে আসিয়া আমাদের যাগকার্য্য দূষিত করিয়া থাকে। আপনি সেই লোককণ্টক দুষ্ট দানবকে হনন করুন, এই কার্য্য করিলেই আমাদের পূজা করা হইবে। সেই দানব এখানে আসিয়া আমাদের যজ্ঞবেদিকায় অস্থি, মল, মূত্র, রক্ত, সুরা ও মাংস সর্ব্বদা বর্ষণ করিয়া থাকে, আপনি তাহাকে বধ করুন। তারপর এই ভারতবর্ষে যে সকল তীর্থ আছে, আপনি একবর্ষ যাবৎ সমাহিতভাবে সেই সমস্ত তীর্থে স্নান করুন। তাহাতেই আপনার পাপশান্তি হইবে; সন্দেহ নাই। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্রগণ! অনন্তর পর্ব্বকালে মুনিগণের যজ্ঞারম্ভ হইলে অতি ভীষণধারে পাংশুবর্ষণ, ঝঞ্ঝাবাত এবং পূয ও রক্তবৃষ্টি হইতে লাগিল। বল্বল শেষে বিষ্ঠাবর্ষণ আরম্ভ

শূলপাণিমথ ক্ষণাৎ। অপশ্যদ্বলভদ্রোঽসৌ মহাবল-পরাক্রমম্ ॥ ৪৯ ॥ তমালোক্য মহাদেহং দগ্ধাদ্রি-প্রতিমং তদা। প্রতপ্ততাম্রসঙ্কাশশ্মশ্রুদংষ্ট্রোৎ-কটাননম্ ॥ ৫০ ॥ চিন্তয়ামাস মুসলং রামঃ পরবিদা-রণম্। সীরঞ্চ দানবহরং গদাং দৈত্যবিদারিণীম্ ॥ ৫১ ॥ যাবদায়ুধানি তং রামং চিন্তিতান্যুপতস্থিরে। সীরাগ্রেণ তমাকৃষ্য বল্বলং খেচরং তদা ॥ ৫২ ॥ মুসলেন নিজঘ্নে স কুপিতো মূর্দ্ধ্নিবেগতঃ। পপাত ভুবি সংক্ষুণ্ণললাটো রক্তমুদ্বমন্ ॥ ৫৩ ॥ বল্বলো দীনকথনো গিরির্বজ্রহতো যথা। স্তুত্বাথ মুনয়ো রামং প্রোচ্চার্য্য বিমলাশিষঃ ॥ ৫৪ ॥ অভ্যষিঞ্চন শুভৈস্তোয়ৈর্বৃত্রশক্রং যথা সুরাঃ। মালাং দদুর্বৈজয়ন্তীং শ্রীমদম্বুজশোভিতাম্ ॥ ৫৫ ॥ মাধবায় শুভে বস্ত্রে ভূষণানি শুভানি চ। ধারয়ংস্তানি সর্ব্বাণি রৌহিণেয়ো মহাবলঃ ॥ ৫৬ ॥ পুষ্পিতানেক-কহোপেতঃ কৈলাস ইব পর্ব্বতঃ। অনুজ্ঞাতোঽথ মুনিভিঃ সর্ব্বতীর্থেষু স দ্বিজাঃ ॥ ৫৭ ॥ একমব্দং চরন্ সস্নৌ নিয়মাচারসংযুতঃ। ততঃ সম্বৎসরে পূর্ণে কালিন্দীভেদনোবলঃ ॥ ৫৮ ॥ সমাপ্ততীর্থযাত্র-সন পুরীং গন্তুং প্রচক্রমে। ততস্তমোময়ীং ছায়াং পৃষ্ঠতোঽনুগতাং কৃশাম্ ॥ ৫৯ ॥ অপশ্যদ্বলদেবোঽথ মহানাদবিরাবিণীম্। অথ বার্ত্তাং সশুশ্রাব সমুদ্ভূতা তদাম্বরে ॥ ৬০ ॥ রামরাম মহাবাহো রৌহিণেয় সিত-প্রভ। তীর্থাভিগমনেনাদ্য চরিতেন ত্বয়ানঘ ॥ ৬১ ॥ ন নষ্টা ব্রহ্মহত্যা তে নিঃশেষং রোহিণীসুত ইতি বার্ত্তাং সমাকর্ণ্য চিন্তয়ামাস বৈ বচঃ ॥ ৬২ ॥ প্রায়শ্চিত্তং ময়া চীর্ণং মেকাব্দং তীর্থসেবয়া। তথাপি ব্রহ্মহত্যা সা ন নষ্টেতি শ্রুতং বচঃ ॥ ৬৩ কিং কুর্ম্ম ইতি সঞ্চিন্ত্য নৈমিষারণ্যমভ্যগাৎ তত্র গত্বা মুনীনাং তন্ন্যবেদয়দরিন্দমঃ ॥ ৬৪ ॥ যৎশ্রুতং গগনে বাক্যং যা চ দৃষ্টা তমোময়ী ন্যবেদয়ত তৎ সর্ব্বং মুনীনাং রোহিণীসুতঃ। তৎশ্রুত্ব মুনয়ঃ সর্ব্বে রামং বাক্যমথাব্রুবন্ ॥ ৬৫ ॥ মুনয় ঊচুঃ। যদি রাম ন নষ্টা তে ব্রহ্মহত্যা তু কৃৎস্নশঃ ॥ ৬৬ ॥ তর্হি গচ্ছ মহাভাগ গন্ধমাদনপর্ব্বতম্ ; মহাদ্রুপ-

করিল। তখন বলভদ্র যজ্ঞশালামধ্যে এক মহাবলপরাক্রম, শূলপাণি দানবকে অব-লোকন করিলেন। দেখিলেন,—ঐ দানব দগ্ধ পর্ব্বতসদৃশ; উহার বদন প্রতপ্ততাম্রপ্রতিম শ্মশ্রু ও দংষ্ট্রা দ্বারা বিকটাকার। তাহাকে দেখিয়া বলরাম পরবিদারণ মুসল, দানবান্তক লাঙ্গল এবং দৈত্য-বিদারণী গদা চিন্তা করিলেন। চিন্তিত মাত্র সমস্ত আয়ুধই আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কুপিত রাম সেই বল্বলনামক খেচরকে লাঙ্গলাগ্র দ্বারা আকর্ষণ করিয়া মুষলদ্বারা সবেগে তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে ললাট বিদীর্ণ হওয়ায় দীনবাক্য দানব বল্বল রক্ত বমন করিতে করিতে বজ্রাহত গিরির ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন মুনিগণ বলরামকে স্তব করিয়া বিমল আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে শুভ সলিলে তাঁহাকে অভিষেক করিলেন। মনে হইল, সুরগণ যেন ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর মুনিগণ সুন্দর-সরোজ-শোভিত বৈজয়ন্তী মালা, সুন্দর বস্ত্রযুগল ও শুভ আভরণ সকল মাধবকে প্রদান করিলেন। মহাবল রৌহিণেয় সেই সকল ধারণ করিয়া পুষ্পিত পাদপ-পরিবৃত কৈলাসশৈলবৎ প্রতিভাত হইলেন। হে দ্বিজগণ! মুনিগণের অনুজ্ঞাক্রমে পরে তিনি এক বৎসর যাবৎ নিয়ম ও আচারনিষ্ঠ হইয়া সর্ব্ব-তীর্থে স্নান করিলেন। ৪০—৫৮। অনন্তর বর্ষশেষে বলরাম তীর্থযাত্রা সমাপ্ত করিয়া স্বীয়পুরে গমনোদ্যত হইলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন,—একটা তমোময়ী ক্ষীণা ছায়া মহাশব্দে চীৎকার করিয়া তাঁহার পশ্চাদ-নুসরণ করিতেছে। অনন্তর বলরাম তখন একটা আকাশসম্ভবা বাণীও শ্রবণ করিলেন। ঐ আকাশ-বাণী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—হে রাম! হে মহাভুজ বলরাম! হে সিতদ্যুতে রৌহিণেয়! আপনি এক্ষণে যে তীর্থসেবা করিয়া আসিলেন, ইহাতে আপনার ব্রহ্মহত্যা নিঃশেষরূপে নষ্ট হয় নাই। ঐ বাণী শ্রবণ করিয়া বলরাম চিন্তা করি-লেন—আমি একবর্ষ যাবৎ তীর্থসেবারূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলাম, তথাচ আমার ব্রহ্মহত্যা নষ্ট হইল না, এই কথাই তো আমি অধুনা শ্রবণ করিলাম। অতএব এখন আমি কি করিব? এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনরায় তিনি নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া অরিন্দম রাম, সেই যে আকাশবাণী শুনিয়া-ছিলেন এবং সেই যে তমোময়ী ছায়া দেখিয়া-ছিলেন, তৎসমস্ত বৃত্তান্ত মুনিগণের নিকট নিবেদন করিলেন। সেই কথা শুনিয়া মুনিগণ বলরামকে বলিলেন,—হে রাম! যদি তোমার ব্রহ্মহত্যা সম্পূর্ণতঃ নষ্ট না হইয়া থাকে, তাহা হইলে হে মহাভাগ! তুমি গন্ধমাদনপর্ব্বতে গমন কর। ঐ

প্রশমনং মহারোগবিনাশনম্॥ ৬৭॥ রামসেতৌ মহাপুণ্যে গন্ধমাদনপর্ব্বতে। অস্তি লক্ষ্মণতীর্থাখ্যং সরঃ পাপবিনাশনম্॥ ৬৮॥ স্নানং কুরুষ তত্র ত্বং তল্লিঙ্গঞ্চ নমস্কুরু। নিঃশেষং তেন নষ্টা স্যাদ্‌ ব্রহ্মহত্যা ন সংশয়ঃ ৬৯॥ শ্রীসূত উবাচ। এবমুক্তস্তু স রামো গন্ধমাদনপর্ব্বতম্। গত্বা লক্ষ্মণতীর্থঞ্চ প্রাপ্তবান্মুনিপুঙ্গবাঃ॥ ৭০॥ স্নাত্বা সঙ্কল্পপূর্ব্বন্তু তত্র তীর্থে হলায়ুধঃ। ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিত্তং ধান্যং গাশ্চ বসুন্ধরাম্॥ ৭১॥ তস্মিন্নবসরে তত্র রামমাহাশরীরবাক্। নিঃশেষং রাম নষ্টা তে ব্রহ্মহত্যাধুনা ত্বিহ॥৭২॥ সন্দেহো নাত্র কর্ত্তব্যঃ সুখং যাহি পুরীং নিজাম্। তচ্ছ্রুত্বা বলভদ্রোঽথ তত্তীর্থং প্রশশংস হ॥ ৭৩॥ ততস্তত্রত্যতীর্থেষু স্নাত্বা সর্ব্বেষু মাধবঃ। ধনুষ্কোটৌ তথা স্নাত্বা রামনাথং নিষেব্য চ। দ্বারকাং স্বপুরীং প্রায়ান্নষ্টপাতকসঞ্চয়ঃ॥ ৭৪॥ শ্রীসূত উবাচ। এবং বঃ কথিতং বিপ্রাঃ শ্রীলক্ষ্মণসরোহমলম্॥ ৭৫॥ পুণ্যং পবিত্রং পাপঘ্নং ব্রহ্মহত্যাদিশোধকম্॥ যঃ পঠেদিমমধ্যায়ং শৃণুয়াদ্বা সমাহিতঃ॥ ৭৬॥ স যাতি মুক্তিং বিপ্রেন্দ্রাঃ পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতাম্॥ ৭৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মখণ্ডে বলভদ্রব্রহ্মহত্যাবিমোক্ষণং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯॥

পর্ব্বত, মহাদুঃখহর এবং মহারোগনাশক। মহাপুণ্য রামসেতু গন্ধমাদনশৈলে লক্ষ্মণতীর্থ নামে এক পাপহর সরোবর আছে। তথায় গিয়া তুমি স্নান কর, এবং তত্রস্থ লিঙ্গকে নমস্কার কর। তাহা হইলেই তোমার ব্রহ্মহত্যা নিঃসংশয়রূপে নষ্ট হইবে। সূত কহিলেন,—মুনিগণ এই কথা কহিলে, হলায়ুধ রাম গন্ধমাদনশৈলে গিয়া লক্ষ্মণতীর্থ প্রাপ্ত হইলেন এবং তথায় সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিত্ত, ধান্য, গো ও বসুধা প্রদান করিলেন। তখন আবার সেই অশরীরিণী বাণী বলরামকে কহিল,—হে রাম! ব্রহ্মহত্যা নিঃশেষ রূপে নষ্ট হইল। এ বিষয়ে সন্দেহ করিবেন না। এক্ষণে আপনি সুখে স্বীয়পুরে গমন করুন। তৎশ্রবণে বলভদ্র সেই তীর্থের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। অনন্তর মাধব তত্রত্য তীর্থসমূহে স্নান করিয়া ধনুষ্কোটিতে স্নানান্তে রামনাথকে সেবা করত নিষ্পাপদেহে স্বীয়পুরী দ্বারকায় গমন করিলেন। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! এই আমি নির্ম্মল লক্ষ্মণ সরোবরের বিবরণ আপনাদিগের নিকট বলিলাম।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। লক্ষ্মণস্য মহাতীর্থে ব্রহ্মহত্যাবিনাশনে। স্নাত্বা স্বচিত্তশুদ্ধ্যর্থং জটাতীর্থং ততো ব্রজেৎ॥ ১॥ জন্মমৃত্যুজরাক্রান্তসংসারাতুরচেতসাম্। অজ্ঞাননাশকং নাস্তি জটাতীর্থাদৃতে দ্বিজাঃ॥২॥ লোকে মুমুক্ষবঃ কেচিচ্চিত্তশুদ্ধিমভীপ্সবঃ। বাচা পঠন্তি বেদান্তাংস্তূষ্ণীং নানুভবন্তি তে॥৩॥ পূর্ব্বপক্ষমহাগ্রাহে সিদ্ধান্তঝষসঙ্কুলে। বেদান্তাব্ধাবিহাজ্ঞানং মুহ্যন্তি পতিতা দ্বিজাঃ॥ ৪॥ প্রথমং চিত্তশুদ্ধ্যর্থং বেদান্তান্ সংপঠন্তি যে। বিবদন্তে পঠিত্বা তে কলহঞ্চ বিতন্বতে॥ ৫॥ চিত্তশুদ্ধির্ন বেদান্তাদ্বহুব্যামোহকারণাৎ। ততো বয়ং ন বেদান্তান্ মুনীন্দ্রা বহু মন্মহে॥ ৬॥ চিত্তশুদ্ধিং যদীচ্ছধ্বং লঘূপায়েন তাপসাঃ। উদ্‌ঘোষয়ামি

ঐ তীর্থ পুণ্য, পবিত্র, পাপঘ্ন ও ব্রহ্মহত্যাদির শোধক। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই অধ্যায় শ্রবণ করেন, হে বিপ্রেন্দ্রগণ! তিনি পুনরাবৃত্তিবিবর্জ্জিত মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৫৯—৭৭।

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯।

বিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ব্রহ্মহত্যানাশক লক্ষ্মণতীর্থে স্নান করিয়া পরে স্বীয় চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত জটাতীর্থে গমন করিবে। হে দ্বিজগণ! জটাতীর্থ ব্যতীত জন্ম, মৃত্যু ও জরাক্রান্ত সংসারক্লিষ্টচিত্ত মানবদিগের অজ্ঞাননাশক তীর্থ আর নাই। এ সংসারে অনেক মুমুক্ষু আছেন; তাঁহারা চিত্তশুদ্ধিকামনায় তুষ্ণীম্ভাবে বাঙ্ময় বেদান্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া যান; কিন্তু তাহার নিগূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। পূর্ব্বপক্ষ যাহার মহাগ্রাহ, সিদ্ধান্তরূপ মীনযোগে যাহা সঙ্কুল, তাদৃশ বেদান্তরূপ অব্ধিমধ্যে দ্বিজগণ অজ্ঞানতঃ পতিত হইলে মোহ প্রাপ্তই হইয়া থাকেন। যাহারা চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ বেদান্ত পাঠ করে, তাহারা পাঠান্তে বিবাদ করিয়া কলহ সৃষ্টি করিয়া থাকে। হে মুনীন্দ্রগণ! বহু ব্যামোহকর বেদান্ত হইতে চিত্তশুদ্ধি ঘটে না; তাই আমরা বেদান্তকে যথেষ্ট সমাদর করি না।১—৬। হে তাপসগণ! যদি লঘু উপায়ে চিত্তশুদ্ধি

সর্ব্বেষাং জটাতীর্থং নিষেবত ॥ ৭ ॥ পুরা সর্ব্বোপকারার্থং তীর্থমজ্ঞাননাশনম্। এতচ্ছম্ভুনির্ম্মিতং সাক্ষাচ্ছম্ভুনা গন্ধমাদনে ॥ ৮ ॥ নিহতে রাবণে বিপ্রা জটাং রামস্তু ধার্ম্মিকঃ। ক্ষালয়ামাস যত্তোয়ে তজ্জটাতীর্থমুচ্যতে ॥ ৯ ॥ বর্ষাণাং ষষ্টিসাহস্রং জাহ্নবী-জলমজ্জনম্। গোদাবর্য্যাং সকৃৎ স্নানং সিংহস্থে চ বৃহস্পতৌ ॥ ১০ ॥ তাবৎ সহস্রস্নানানি সিংহং দেবগুরৌ গতে। গোমত্যাং লভ্যতে বিপ্রৈস্তজ্জটা-তীর্থদর্শনাৎ ॥ ১১ ॥ জটাতীর্থে মনুষ্যাণাং স্নাতানাং দ্বিজপুঙ্গবাঃ। অন্তঃকরণশুদ্ধিঃ স্যাত্ততোঽজ্ঞানং বিনশ্যতি ॥ ১২ ॥ অজ্ঞাননাশে জ্ঞানং স্যাত্ততো মুক্তিমবাপ্স্যসি। অখণ্ডসচ্চিদানন্দসম্পূর্ণং স্যাত্ততঃ পরম্ ॥১৩॥ অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্। পিতুঃ পুত্রস্য সংবাদং ব্যাসস্য চ শুকস্য চ ॥ ১৪ ॥ পুরা মুনিবরং কৃষ্ণং ভাবিতাত্মানমচ্যুতম্। পারম্পর্য্য-বিশেষজ্ঞং সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদম্। প্রণম্য শিরসা ব্যাসং শুকঃ পপ্রচ্ছ বৈ দ্বিজাঃ ॥ ১৫ ॥ শ্রীশুক উবাচ। ভগবংস্তাত সর্ব্বজ্ঞ ব্রূহি গুহ্যমনুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥ অন্তঃকরণশুদ্ধিঃ স্যাত্তথাজ্ঞানবিনাশনম্। জ্ঞানোদয়শ্চ যেন স্যাদন্তে মুক্তিশ্চ শাশ্বতী ॥ ১৭ ॥ তমুপায়ং বদস্বাদ্য স্নেহান্মম মহামুনে। বেদান্তা-শ্চেতিহাসাশ্চ পুরাণাদীনি কৃৎস্নশঃ ॥১৮॥ অধীতানি ময়া স্বত্তঃ শোধয়ন্তি ন মানসম্। অতো মে চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাদ্‌যথা তাত তথা বদ ॥ ১৯ ॥ ইতি পৃষ্টস্তদা ব্যাসঃ শুকেন মুনিসত্তমাঃ। রহস্যং কথয়ামাস যেনাবিদ্যা বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥ ব্যাস উবাচ। শুক বক্ষ্যামি তে গুহ্যমবিদ্যাগ্রন্থি-ভেদনম্। বুদ্ধিশুদ্ধিপ্রদং পুংসাং জন্মাদিভয়-নাশনম্ ॥ ২১ ॥ রামসেতৌ মহাপুণ্যে গন্ধ-মাদনপর্ব্বতে। বিদ্যতে পাপসংহারি জটাতীর্থ-মিতি শ্রুতম্ ॥ ২২ ॥ জটাং স্বাং শোধয়ামাস যত্র রামো হরিঃ স্বয়ম্। রামো দাশরথিঃ শ্রীমাংস্তীর্থায় চ বরং দদৌ ॥ ২৩ ॥ স্নান্তি যেঽত্র সমাগত্য জটাতীর্থেঽতিপাবনে। অন্তঃকরণশুদ্ধিশ্চ তেষাং ভূয়াদিতি স্ম সঃ ॥ ২৪ ॥ বিনা যজ্ঞং বিনা জ্ঞানং বিনা জাপ্যমুপোষণম্। স্নানমাত্রাজ্জটাতীর্থে বুদ্ধি-

করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি, আপনারা জটাতীর্থের সেবা করুন। পূর্ব্বে গন্ধমাদনশৈলে সাক্ষাৎ শম্ভু সর্ব্বজনের উপকারার্থ এই অজ্ঞানহর তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হে বিপ্রগণ! রাবণ নিহত হইলে ধার্ম্মিক রাম যে জলে জটা ক্ষালন করিয়াছিলেন, তাহাই জটাতীর্থ নামে অভিহিত হইয়াছে। ষষ্টিসহস্র বর্ষ জাহ্নবীজলে অবগাহন, বৃহস্পতি সিংহস্থ হইলে গোদাবরী জলে সকৃৎ স্নান এবং উল্লিখিত যোগে গোমতীজলে সহস্র বার স্নান করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এক-মাত্র জটাতীর্থ দর্শনে সেই ফল ঘটিয়া থাকে। হে দ্বিজবরগণ! জটাতীর্থে স্নান করিলে মনুষ্য-গণের চিত্তশুদ্ধি হয়; পরে তাহাদের অজ্ঞান নষ্ট হইয়া থাকে। অজ্ঞান নষ্ট হইলে, জ্ঞান জন্মে; অনন্তর মুক্তি লাভ হয়। মানব অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-ময় হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে এই এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে। পিতা-পুত্র ব্যাস-শুকের সংবাদ লইয়াই এ ইতিহাস উল্লিখিত। হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বে শুকদেব তদীয় পিতা মুনিবর ভাবিতাত্মা, পরাবরজ্ঞ, সর্ব্ব-শাস্ত্র-দর্শী, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত! হে ভগবন্ সর্ব্বজ্ঞ! আপনি এক উত্তম রহস্য প্রকাশ করুন। যাহাতে চিত্তশুদ্ধি, অজ্ঞাননাশ ও জ্ঞানোদয় হয় এবং যাহাতে শাশ্বতী মুক্তি ঘটিয়া থাকে, আপনি স্নেহ-পূর্ব্বক আমায় তাহার উপায় বলিয়া দিউন। আমি আপনার নিকট বেদান্ত, ইতিহাস ও পুরাণাদি বহুগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে আমার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই। অতএব যাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়, এমন উপায় আপনি আমায় বলুন। ৭—১৯। হে মুনিবরগণ! শুকদেব ব্যাসের নিকট ঐরূপ প্রশ্ন করিলে, তিনি এরূপ রহস্য প্রকাশ করিলেন, যাহাতে অবিদ্যা অচিরাৎ নষ্ট হইয়া যায়। ব্যাস বলিলেন,—শুক! আমি তোমায় যাহা বলিব তাহা অবিদ্যাগ্রন্থির ভেদক, বুদ্ধি-শুদ্ধিপ্রদ, নরগণের জন্মাদি ভয়হর এবং অতি গুহ্য বিষয়। আমাদের শুনা আছে, মহাপুণ্য রামসেতু গন্ধমাদনশৈলে জটাতীর্থ নামে এক পাপহর তীর্থ বিদ্যমান। তথায় স্বয়ং হরি রাম স্বীয় জটা শোধন করিয়াছিলেন। শ্রীমান্ দাশরথি রাম সেই তীর্থের উদ্দেশে এইরূপ বরও তখন প্রদান করেন যে, যাহারা এই অতি-পবিত্র জটাতীর্থে আসিয়া স্নান করিবে, তাহাদের অন্তঃকরণশুদ্ধি হইবে। যজ্ঞ, জ্ঞান, জপ বা উপ-বাস, এ সকল ধর্ম্মকার্য্য বিনাও জটাতীর্থে স্নান

শুদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্ ॥ ২৫ ॥ সর্ব্বদানসমং পুণ্যং স্নানাদত্র ভবিষ্যতি। দুর্গাণ্যনেন তরতি পুণ্যলোকান্ সমশ্নুতে ॥ ২৬ ॥ মহত্ত্বমশ্নুতে স্নানাজ্জটাতীর্থে শুভোদকে। জটাতীর্থং বিনা নান্যদন্তঃকরণশুদ্ধয়ে ॥২৭॥ বিদ্যতে নিয়মো বাপি জপো বা নান্যদেবতা। ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্ ॥ ২৮ ॥ পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ জটাতীর্থং শুকাধুনা। সর্ব্বপাপপ্রশমনং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ ॥ ২৯ ॥ ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ পূর্ব্বং বরুণং পিতরং শুক। বুদ্ধিশুদ্ধিপ্রদোপায়মপৃচ্ছৎ পাবনং শুভম্। প্রোবাচ বরুণস্তস্মৈ বুদ্ধিশুদ্ধিপ্রদং শুভম্ ॥ ৩০ ॥ বরুণ উবাচ। রামসেতৌ ভৃগো! পুণ্যে গন্ধমাদনপর্ব্বতে ॥৩১॥ স্নানমাত্রাজ্জটাতীর্থে বুদ্ধিশুদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্। স পিতুর্ব্বচনাৎ সদ্যো ভৃগুর্বৈ বরুণাত্মজঃ ॥ ৩২ ॥ গত্বা স্নাত্বা জটাতীর্থে বুদ্ধিশুদ্ধিমবাপ্তবান্। বিনষ্টাজ্ঞানসন্তানস্তয়া শুদ্ধ্যা তদা ভৃগুঃ। উৎপন্নাদ্বৈতবিজ্ঞানঃ স্বপিতুর্ব্বরুণাদয়ম্। অখণ্ডসচ্চিদানন্দপূর্ণাকারোঽভবচ্ছুক ॥ ৩৪ ॥ শঙ্করাংশোঽপি দুর্ব্বাসা জটাতীর্থেঽভিষেকতঃ। মনঃশুদ্ধিমবাপ্যাশু ব্রহ্মানন্দময়োঽভবৎ ॥ ৩৫ ॥ দত্তাত্রেয়োঽপি বিষ্ণ্বংশস্তীর্থেঽস্মিন্নভিষেচনাৎ। শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা ব্রহ্মাকারোঽভবচ্ছুক ॥ ৩৬ ॥ ইচ্ছেদজ্ঞাননাশং যঃ স স্নায়াত্তু জটাভিধে। তীর্থে শুদ্ধতমে পুণ্যে সর্ব্বপাপবিনাশনে ॥ ৩৭ ॥ জটাতীর্থমতস্ত্বঞ্চ শুক গচ্ছ মহামতে। মনঃশুদ্ধিপ্রদে তস্মিন্ স্নানঞ্চ কুরু পুণ্যদে ॥ ৩৭ ॥ পিত্রৈবমুক্তো ব্যাসেন শুকঃ পুত্রস্তদা দ্বিজাঃ। রামসেতুং মহাপুণ্যং গন্ধমাদনপর্ব্বতম্ ॥ ৩৯ ॥ অগমৎ স্নাতুকামঃ সঞ্জটাতীর্থে বিশুদ্ধিদে। স্নাত্বা সঙ্কল্পপূর্ব্বঞ্চ জটাতীর্থে শুকো মুনিঃ ॥ ৪০ ॥ মনঃশুদ্ধিমনুপ্রাপ্য তেন চাজ্ঞাননাশনে। স্বস্বরূপং সমাপন্নঃ পরমানন্দরূপকম্ ॥ ৪১ ॥ যে চাপান্যে মনঃশুদ্ধিকামাঃ সন্তি দ্বিজোত্তমাঃ। জটাতীর্থে তু তে সর্ব্বে স্নান্তু ভক্তিপুরঃসরম্ ॥ ৪২ ॥ অহো জনা জটাতীর্থে কামধেনুসমে শুভে। বিদ্যমানেঽপি কিং তুচ্ছে রমন্তেঽন্যত্র মোহিতাঃ ॥ ৪৩ ॥ ভুক্তিকামো লভেদ্ভুক্তিং মুক্তিকামস্তু তাং লভেৎ। স্নানমাত্রাজ্জটাতীর্থে সত্যমুক্তং ময়া দ্বিজাঃ ॥ ৪৪ ॥ বেদানুবচ-

মাত্রেই নরগণের বুদ্ধিশুদ্ধি হইবে। এখানে স্নান করিলে সর্ব্বদানের সমান পুণ্যফল ঘটিবে। শুভজল জটাতীর্থে স্নানের ফলে লোক দুর্গসকল উত্তীর্ণ হইতে পারিবে; পুণ্য লোক সকল প্রাপ্ত হইবে এবং মহত্ত্বলাভ ঘটিবে। জটাতীর্থ ব্যতীত অন্তঃকরণশুদ্ধির অন্য নিয়ম, জপ বা উপাস্য দেবতা নাই; এ তীর্থ ধন্য, যশস্য, আয়ুষ্য ও সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ। হে শুক! জটাতীর্থ পবিত্র হইতেও পবিত্র, মঙ্গল হইতেও মঙ্গলাবহ এবং সমস্ত পাপপ্রশমন বলিয়া কথিত। হে শুক! পূর্ব্বে বরুণনন্দন ভৃগু তাঁহার পিতা বরুণের নিকট বুদ্ধি-শুদ্ধিপ্রদ পবিত্র উপায় জিজ্ঞাসিয়াছিলেন। তাহাতে বরুণ তাঁহাকে বুদ্ধিশুদ্ধিপ্রদ শুভ উপায় বলিয়াছিলেন, তিনি কহিলেন—হে ভৃগো! পবিত্র রামসেতু গন্ধমাদনস্থ জটাতীর্থে স্নান করিবামাত্র মানবগণের বুদ্ধিশুদ্ধি নিশ্চয়ই হয়। বরুণাত্মজ ভৃগু পিতার বাক্যে সদ্যই জটাতীর্থে গমন ও স্নান করিয়া বুদ্ধিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। সেই শুদ্ধিবলে ভৃগুর অজ্ঞানরাশি নষ্ট হইয়া গেল। অদ্বৈতবিজ্ঞান জন্মিল। স্বীয় পিতার নিকট হইতেই তাঁহার এই অভ্যুদয় ঘটিল। হে শুক! তিনি পূর্ণ অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়মূর্ত্তি হইলেন। দুর্ব্বাসা সাক্ষাৎ শঙ্করাংশ; তিনি জটাতীর্থে স্নানপূর্ব্বক মনঃশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দময় হইয়াছিলেন।২০-৩৫।বিষ্ণুর অংশস্বরূপ দত্তাত্রেয় ঐ তীর্থে অভিষেক করিবার ফলে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া ব্রহ্মাকার হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি অজ্ঞান নাশ করিতে ইচ্ছা করেন,তাঁহার জটাখ্য তীর্থে স্নান করা কর্ত্তব্য। ঐ তীর্থ শুদ্ধতম, পুণ্য ও সর্ব্বপাপহর। অতএব হে মহামতে শুক! তুমি জটাতীর্থে গমন কর, এবং ঐ মনঃশুদ্ধিজনক পুণ্যময় তীর্থে স্নান কর। হে দ্বিজগণ! পিতা এইকথা কহিলে পুত্র শুক তখন স্নান করিবার জন্য মহাপুণ্য রামসেতু গন্ধমাদন শৈলে গমন করিলেন এবং তত্রত্য বিশুদ্ধিপ্রদ জটাতীর্থে সঙ্কল্প-পূর্ব্বক স্নান করিয়া মনঃশুদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনি সেই অজ্ঞাননাশন তীর্থে স্নান করিবার ফলে পরমানন্দরূপ স্বস্বরূপ লাভ করিলেন। মনঃশুদ্ধিকামী অন্য যে সকল দ্বিজোত্তম আছেন, তাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক জটাতীর্থেই স্নান করুন। অহো! কামধেনু সদৃশ পবিত্র জটাতীর্থ থাকিতে মোহাচ্ছন্ন জনগণ কি জন্য অন্য তুচ্ছস্থানে অনুরক্ত হইয়া থাকে? হে দ্বিজগণ! জটাতীর্থে স্নান মাত্রে ভোগকামী ব্যক্তি ভোগ এবং মুক্তিকামী-ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে। এ কথা আমি সত্যই বলি-

নাৎ পুণ্যাদ্‌যজ্ঞাদ্দানাত্তপোব্রতাৎ। উপবাসাজ্জপাদ্‌যোগান্মনঃশুদ্ধির্নৃণাং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥ বিনাপ্যেতানি বিপ্রেন্দ্রা জটাতীর্থেঽতিপাবনে। স্নানমাত্রান্মনঃশুদ্ধির্ব্রাহ্মণানাং ধ্রুবং ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥ জটাতীর্থস্য মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে। শঙ্করো বেত্তি তত্তীর্থং হরির্বেত্তি বিধিস্তথা ॥ ৪৭ ॥ জটাতীর্থসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। জটাতীর্থস্য তীরে যঃ ক্ষেত্রপিণ্ডং সমাচরেৎ ॥ ৪৮ ॥ গয়াশ্রাদ্ধসমং পুণ্যং তস্য স্যান্নাত্র সংশয়ঃ। জটাতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ন পাপেন বিলিপ্যতে। দারিদ্র্যং ন সমাপ্নোতি নেয়াচ্ছ নরকার্ণবম্ ॥ ৪৯ ॥ শ্রীসূত উবাচ ॥ এবং বঃ কথিতং বিপ্রা জটাতীর্থস্য বৈভবম্ ॥ ৫০ ॥ যত্র ব্যাসসুতো যোগী স্নাত্বা পাপবিমোচনে। অবাপ্তবান্ মনঃশুদ্ধিমদ্বৈতজ্ঞানসাধনম্ ॥ ৫১ ॥ যস্ত্বিমং পঠতেঽধ্যায়ং শৃণুতে বা সমাহিতঃ। স বিধূয়েহ পাপানি লভতে বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শুকচিত্তশুদ্ধিবর্ণনং নাম
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ ॥ জটাতীর্থাভিধে তীর্থে সর্ব্বপাতকনাশনে। স্নানং কৃত্বা বিশুদ্ধাত্মা লক্ষ্মীতীর্থং ততো ব্রজেৎ ॥ ১ ॥ যং যং কামং সমুদ্দিশ্য লক্ষ্মীতীর্থে দ্বিজোত্তমাঃ। স্নানং সমাচরেন্মর্ত্ত্যস্তং তংকামং সমশ্নুতে ॥ ২ ॥ মহাদারিদ্র্যশমনং মহাধান্যসমৃদ্ধিদম্ ॥ মহাদুঃখপ্রশমনং মহাসম্পদ্বিবর্দ্ধনম্ ॥ ৩ ॥ অত্র স্নাত্বা ধর্ম্মপুত্রো মহদৈশ্বর্য্যমাপ্তবান্। ইন্দ্রপ্রস্থে বসন্ পূর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণেন প্রচোদিতঃ ॥ ৪ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। যথৈশ্বর্য্যং ধর্ম্মপুত্রো লক্ষ্মীতীর্থে নিমজ্জনাৎ। আপ্তবান্ কৃষ্ণবচনাত্তন্নো ব্রূহি মহামুনে ॥ ৫ ॥ শ্রীসূত উবাচ। ইন্দ্রপ্রস্থে পুরা বিপ্রা ধৃতরাষ্ট্রেণ চোদিতাঃ। ন্যবসন পাণ্ডবাঃ পঞ্চ মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ৬ ॥ ইন্দ্রপ্রস্থং যযৌ কৃষ্ণঃ কদাচিত্তান্নিরীক্ষিতুম্। তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য পাণ্ডবাস্তে সমুৎসুকাঃ ॥ ৭ ॥ স্বগৃহং প্রাপয়ামাসুর্মুদা পরময়া যুতাঃ। কঞ্চিৎকালমসৌ কৃষ্ণস্তত্রাবাৎসীৎ পুরোত্তমে ॥ ৮ ॥ কদাচিৎ কৃষ্ণমাহেদং প্রাঞ্জলিস্থো যুধিষ্ঠিরঃ। পপ্রচ্ছ পুণ্ডরীকাক্ষং

লাম। বেদপাঠ, পুণ্যার্জ্জন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ব্রত বা উপবাস দ্বারা নরগণের মনঃশুদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু হে বিপ্রগণ! ঐ সকল বিনাও অতি পবিত্র জটাতীর্থে স্নানমাত্রই ব্রাহ্মণগণের মনঃশুদ্ধি হয়। জটাতীর্থের মাহাত্ম্য যে কত, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে বলিতে সক্ষম নহি। শঙ্কর, হরি ও ব্রহ্মা এই দেবত্রয় ঐ তীর্থের মাহাত্ম্য বিদিত আছেন। জটাতীর্থের সমান তীর্থ ত্রিভুবনে নাই এবং হইবেও না। জটাতীর্থের তীরে যে ব্যক্তি ক্ষেত্রপিণ্ড প্রদান করে, তাহার গয়াশ্রাদ্ধসম পুণ্য হয়, সংশয় নাই। জটাতীর্থে স্নান করিলে নর আর কখনই পাপলিপ্ত হয় না। ঐ ব্যক্তি দারিদ্র্য ভোগ করে না এবং নরকার্ণবেও যায় না। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! এই আমি জটাতীর্থের বৈভব আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ব্যাসনন্দন যোগী শুক এই পাপমোচন তীর্থে স্নান করিয়াই অদ্বৈতজ্ঞানসাধন মনঃশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, সে পাপরাশি বিদূরিত করিয়া বৈকুণ্ঠপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৩৬-৫২

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

একবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—বিশুদ্ধাত্মা নর জটাতীর্থনামক সর্ব্বপাতকহর তীর্থে স্নান করিয়া পরে লক্ষ্মীতীর্থে গমন করিবে। হে দ্বিজবরগণ! যে মর্ত্ত্য ব্যক্তি যে যে কামনা উদ্দেশ করিয়া লক্ষ্মীতীর্থে স্নান করে, সেই সেই কামনাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ তীর্থ মহাদারিদ্র্যহর, মহাসমৃদ্ধিপ্রদ, মহাদুঃখনাশন ও মহাসম্পত্তিবর্দ্ধন। ইন্দ্রপ্রস্থসমাসীন ধর্ম্মপুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় এই স্থানে স্নান করিয়া মহৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।১-৪। ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহামুনে! ধর্ম্মপুত্র কৃষ্ণের বাক্যানুসারে লক্ষ্মীতীর্থে স্নান করিয়া যেরূপে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের নিকট ব্যক্ত কর। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! পুরাকালে মহাবলপরাক্রম পঞ্চ পাণ্ডব ধৃতরাষ্ট্রের অনুমোদনে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতেছিলেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া পাণ্ডবগণ সকলেই সমুৎসুক-চিত্তে পরম প্রীতিভরে তাঁহাকে স্বীয় গৃহে লইয়া আসিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ কিয়ৎকাল সেই উত্তমপুরে বাস করিলেন। একদা যুধিষ্ঠির জগৎ-

বাসুদেবং জগৎপতিম্ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাপ্রাজ্ঞ যেন ধর্ম্মেণ মানবাঃ । লভন্তে মহদৈশ্বর্য্যং তন্মো ব্রূহি মহামতে । ইত্যুক্তো ধর্ম্মপুত্রেণ কৃষ্ণঃ প্রাহ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১০ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ । ধর্ম্মপুত্র মহাভাগ গন্ধমাদনপর্ব্বতে ॥ ১১ ॥ লক্ষ্মীতীর্থমিতি খ্যাতমস্ত্যৈশ্বর্য্যৈককারণম্ । তত্র স্নানং কুরুষ ত্বমৈশ্বর্য্যস্তে ভবিষ্যতি ॥ ১২ ॥ তত্র স্নানেন বর্দ্ধন্তে ধনধান্যসমৃদ্ধয়ঃ । সর্ব্বে সপত্না নশ্যন্তি ক্ষাত্রমেবাং বিবর্দ্ধতে ॥ ১৩ ॥ তীর্থে সস্নুঃ পুরা দেবা লক্ষ্মী-নামনি পুণ্যদে । অলভৎ সর্ব্বমৈশ্বর্য্যং তেন পুণ্যেন ধর্ম্মজ ॥ ১৪ ॥ অসুরাংশ্চ মহাবীর্য্যান্ সমরে জঘ্নুরঞ্জসা । মহী লক্ষ্মীশ্চ ধর্ম্মশ্চ তত্তীর্থস্নায়িনাং নৃণাম্ ॥ ১৫ ॥ ভবিষ্যন্ত্যচিরাদেব সংশয়ং মা কৃথা ইহ । তপোভিঃ ক্রতুভির্দ্দানৈরাশীর্ব্বাদৈশ্চ পাণ্ডব ॥ ১৬ ॥ ঐশ্বর্য্যং প্রাপ্যতে যদ্বল্লক্ষ্মীতীর্থনিমজ্জনাৎ । সর্ব্ব-পাপানি নশ্যন্তি বিঘ্না যান্তি লয়ং সদা ॥ ১৭ ॥ ব্যাধ-যশ্চ বিনশ্যন্তি লক্ষ্মীতীর্থনিষেবণাৎ । শ্রেয়ঃ সুনি-পুণং লোকে লভ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥ স্নান-মাত্রেণ বৈ লক্ষ্ম্যাস্তীর্থেঽস্মিন্ ধর্ম্মনন্দন । রম্ভামপ্স-রসাং শ্রেষ্ঠাং লব্ধবানবধো নৃপ ॥ ১৯ ॥ স্নাত্বাত্র তীর্থে পুণ্যে তু কুবেরো নরবাহনঃ । স মহাপদ্ম-মুখ্যানাং নিধীনাং নায়কোঽভবৎ ॥ ২০ ॥ তস্মাত্ত্ব-মপি রাজেন্দ্র লক্ষ্মীতীর্থে শুভপ্রদে । স্নাত্বা বৃকো-দরমুখৈরনুজৈরপি সংবৃতঃ ॥ ২১ ॥ লপ্স্যসে মহতীং লক্ষ্মীং জেষ্যসে চ রিপূনপি । সন্দেহো নাত্র কর্ত্তব্যঃ পৈতৃষ্বস্রেয় ধর্ম্মজ ॥ ২২ ॥ ইত্যুক্তো ধর্ম্ম-পুত্রোঽয়ং কৃষ্ণেনাদ্ভুতদর্শনঃ । সানুজঃ প্রযযৌ শীঘ্রং গন্ধমাদনপর্ব্বতম্ ॥ ২৩ ॥ লক্ষ্মীতীর্থং ততো গত্বা মহদৈশ্বর্য্যকারণম্ । সস্নৌ যুধিষ্ঠিরস্তত্র সানুজো নিয়মান্বিতঃ ॥ ২৪ ॥ লক্ষ্মীতীর্থস্য তোয়ে স সর্ব্ব-পাতকনাশনে । সানুজো মাসমেকং তু সস্নৌ নিয়ম-পূর্ব্বকম্ ॥ ২৫ ॥ গোভূতিলহিরণ্যাদীন্ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বহুন । সানুজো ধর্ম্মপুত্রোঽসাবিন্দ্র-প্রস্থং যযৌ ততঃ ॥ ২৬ ॥ রাজসূয়ক্রতুং কর্ত্তুং তত ঐচ্ছদ্‌যুধিষ্ঠিরঃ । কৃষ্ণং সমাহ্বয়ামাস যিযক্ষুর্দ্ধর্ম্মনন্দনঃ ॥ ২৭ ॥ কৃষ্ণো ধর্ম্মজদূতেন সমাহূতঃ সসম্ভ্রমঃ । চতুর্ভিরশ্বৈঃ সংযুক্তং রথমারুহ্য বেগিনম্ ॥

পতি পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া অর্চ্চনা-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে কৃষ্ণ, হে মহাপ্রাজ্ঞ! যেরূপ ধর্ম্মাচরণ করিলে মানবেরা মহৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কহিলেন,—হে মহাভাগ, ধর্ম্মপুত্র! গন্ধ-মাদন পর্ব্বতে লক্ষ্মীতীর্থ নামে এক ঐশ্বর্য্যাকর বিখ্যাত তীর্থ আছে, সেখানে গিয়া তুমি স্নান কর; তাহা হইলেই তোমার ঐশ্বর্য্য হইবে। সেখানে স্নান করিলে ধনধান্যাদি সমস্ত সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমস্ত শত্রু নষ্ট হয় এবং ক্ষাত্র তেজ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পুরাকালে দেবগণ এই পুণ্যপ্রদ লক্ষ্মীতীর্থে স্নান করিয়া-ছিলেন। হে ধর্ম্মপুত্র! সেই স্নানের ফলে তাঁহারা সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মহাবীর্য্য অসুরদিগকে সমরে সত্বর বিনাশ করিতে পারিয়াছিলেন। ঐ তীর্থস্নায়ী নরগণের মহী, লক্ষ্মী, ও ধর্ম্ম অচিরেই লব্ধ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে আর সন্দেহ করিও না। হে পাণ্ডব! তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও আশীর্ব্বাদ দ্বারা লোকে যে ঐশ্বর্য্য লাভ করে, এই লক্ষ্মীতীর্থে স্নান করিলেও তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই তীর্থস্নানে সর্ব্বপাপ লয় পায় এবং বিঘ্ন সকল বিনষ্ট হয়। লক্ষ্মীতীর্থ-নিষেবণে ব্যাধিসমূহেরও উচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে এবং জগতে বিপুল মঙ্গল লাভ করা যায়। ১—১৮। হে নৃপ! এই লক্ষ্মীতীর্থে স্নান করিবামাত্র নল-কুবর বরাপ্সরা রম্ভাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পুণ্য তীর্থে স্নান করিয়া নরবাহন কুবের মহাপদ্ম-প্রমুখ নিধিসমূহের নায়ক হইয়াছিলেন। অতএব হে রাজেন্দ্র! তুমিও ভীমপ্রমুখ ভ্রাতৃগণসহ এই শুভপ্রদ তীর্থে মহতী লক্ষ্মী লাভ ও রিপুসমূহ জয় করিতে পারিবে। হে পৈতৃষ্বস্রেয়, ধর্ম্মজ! এ সম্বন্ধে তুমি কোনই সন্দেহ করিও না। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা কহিলে, অদ্ভুতদর্শন ধর্ম্মনন্দন অনুজগণ সহ গন্ধমাদন শৈলে গমন করিলেন। তথায় গিয়া তত্রত্য মহৈশ্বর্য্যকর লক্ষ্মীতীর্থে গমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির তথাকার সর্ব্বপাতক-হর জলে নিয়ত-ভাবে স্নান করিলেন। ক্রমে নিয়মনিষ্ঠ হইয়া যুধিষ্ঠির অনুজগণসহ ঐ তীর্থে একমাস যাবৎ স্নান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে গো, ভূমি ও হিরণ্য প্রভৃতি বহু বস্তু প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি ভ্রাতৃগণসহ পুনরায় ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পরে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি যাগেচ্ছু হইয়া কৃষ্ণকে আহ্বান করিতে দূত পাঠাইলেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের দূতমুখে আহূত হইয়া

২৮॥ সত্যভামাসহচর ইন্দ্রপ্রস্থং সমাযযৌ। তমাগতং সমালোক্য প্রমোদাদ্ধর্ম্মনন্দনঃ॥ ২৯॥ স্তবেদয়ৎ স কৃষ্ণায় রাজসূয়োদ্যমং তদা। অন্বমন্যত কৃষ্ণোঽপি তথৈব ক্রিয়তামিতি॥ ৩০॥ বাক্যঞ্চ যুক্তিসংযুক্তং ধর্ম্মপুত্রমভাষত। পৈতৃষস্রেয় ধর্ম্মাত্মন্ শৃণু পথ্যং বচো মম॥ ৩১॥ দুষ্করো রাজসূয়োঽয়ং সর্ব্বৈরপি মহীশ্বরৈঃ। অনেকশতপাদাতরথ-কুঞ্জরবাজিমান্॥ ৩২॥ মহীপতিরিমং যজ্ঞং কর্ত্তুমর্হতি নেতরঃ। দিশো দশ বিজেতব্যাঃ প্রথমং বলিনা ত্বয়া॥ ৩৩॥ পরাজিতেভ্যঃ শত্রুভ্যো গৃহীত্বা করমুত্তমম্। তেন কাঞ্চনজাতেন কর্ত্তব্যোঽয়ং ক্রতূত্তমঃ॥ ৩৪॥ রোচয়ে যুক্তিবিদহং ন হি ত্বাং ভীষয়ামি ভোঃ। অতঃ ক্রতুসমারম্ভাৎ পূর্ব্বং দিগ্-বিজয়ং কুরু॥ ৩৫॥ ততো ধর্ম্মাত্মজঃ শ্রুত্বা কৃষ্ণস্য বচনং হিতম্। প্রশংসনদেবকীপুত্রমাজুহাব নিজানুজান্॥৩৬॥ আহূয় চতুরো ভ্রাতৄন্ ধর্ম্মজঃ প্রাহ হর্ষয়ন্। অয়ি ভীম মহাবাহো বহুবীর্য্য ধনঞ্জয়॥ ৩৭॥ যমৌ চ সুকুমারাঙ্গৌ শক্রসংস্কারদীক্ষিতৌ। চিকীর্ষামি মহাযজ্ঞং রাজসূয়মনুত্তমম্॥ ৩৮॥ স চ সর্ব্বান্ রণে জিত্বা কর্ত্তব্যঃ পৃথিবীপতীন্। অতো বিজেতুং ভূপালাংশ্চত্বারোঽপি সসৈনিকাঃ॥ ৩৯॥ দিশশ্চতস্রো গচ্ছন্তু ভবন্তো বীর্য্যবত্তরাঃ। যুষ্মাভিরাহৃতৈর্দ্রব্যৈঃ করিষ্যামি মহাক্রতুম্॥ ৪০॥ ইত্যুক্তাঃ সাদরং সর্ব্বে বৃকোদরমুখাস্তদা। প্রসন্নবদনা ভূত্বা ধর্ম্মপুত্রানুজাঃ পুরাৎ॥ ৪১॥ রাজ্ঞাং জয়ায় সর্ব্বাসু নির্যযুর্দিক্ষু পাণ্ডবাঃ। তে সর্ব্বে নৃপতীন্ জিত্বা চতুর্দিক্ষু স্থিতান্ বহূন্॥ ৪২॥ স্ববশে স্থাপয়িত্বা তান্নৃপতীন্ পাণ্ডুনন্দনাঃ। তৈর্দত্তং বহুধা দ্রব্যমসংখ্যাতমনুত্তমম্॥ ৪৩॥ আদায় স্বপুরং তূর্ণমাযযুঃ কৃষ্ণসংশ্রয়াঃ। ভীমঃ সমাযযৌ তত্র মহাবলপরাক্রমঃ॥ ৪৪॥ শতভারসুবর্ণানি সমাদায় পুরোত্তমম্। সহস্রং ভারমাদায় সুবর্ণানাং ততোঽর্জ্জুনঃ॥ ৪৫॥ শক্রপ্রস্থং সমায়াতো মহাবলপরাক্রমঃ। শতভারং সুবর্ণানাং প্রগৃহ্য নকুলস্তথা॥ ৪৬॥ সমাগতো মহাতেজাঃ শক্রপ্রস্থং পুরোত্তমম্। দত্তান্ বিভীষণেনাথ স্বর্ণতালাংশ্চতুর্দ্দশ॥৪৭॥ দাক্ষিণাত্যমহীপানাং গৃহীত্বা ধনসঞ্চয়ম্। সহ-

চতুরশ্বযুক্ত বেগবান্ রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্যভামার সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। তিনি আসিয়াছেন দেখিয়া ধর্ম্মনন্দন প্রমোদভরে তৎসমীপে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন। কৃষ্ণ তাহা শুনিয়া সে কার্য্যে অনুমোদন করিলেন এবং ধর্ম্মপুত্রকে এই যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিলেন যে, হে পিতৃষস্রেয়, ধর্ম্মসুত! আমার পথ্য বাক্য শ্রবণ করুন। সমস্ত মহীপতির পক্ষেই এই রাজসূয় দুঃসাধ্য। অনেকসংখ্যক রথ-পদাতিকুঞ্জর ও অশ্বের অধীশ্বর মহীপতিই এই যজ্ঞ করিতে সক্ষম; তদ্ভিন্ন অন্যের পক্ষে ইহা দুষ্কর। প্রথমে আপনাকে সবলে দশ দিক্ জয় করিতে হইবে। পরাজিত শত্রু রাজন্যগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া সেই সকল করস্থানীয় কাঞ্চনাদি দ্বারা এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সমাধা করিতে হইবে। আমি যুক্তিদর্শী, আমার মনে ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে; পরন্তু আমি আপনাকে ভয়প্রদর্শন করিতেছি না। অতএব যজ্ঞ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আপনি দিগ্-বিজয় করুন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মজ, কৃষ্ণের সেই হিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রশংসাপূর্ব্বক নিজ অনুজদিগকে আহ্বান করিলেন; ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে আহ্বান করিয়া ধর্ম্মনন্দন তাঁহাদিগকে হর্ষিত করত প্রথমত বলিলেন,—হে মহাবাহো, ভীম! হে বহুবীর্য্য অর্জ্জুন! হে সুকুমারদেহ নকুল ও সহদেব! আমি মহাযজ্ঞ রাজসূয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু সমস্ত পৃথ্বীপতিকে রণে পরাভূত করিয়া সেই যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে। অতএব তোমরা চারিজন ভ্রাতা ভূপালদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত চারিদিকে সসৈন্যে যাত্রা কর। তোমাদের আহৃত দ্রব্য দ্বারাই আমি ঐ মহাক্রতু সম্পাদন করিব। ১৯—৪০। যুধিষ্ঠির সাদরে এই কথা বলিলে বৃকোদরপ্রমুখ ভ্রাতৃগণ প্রসন্নবদনে রাজগণকে জয় করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদিকে যাত্রা করিলেন। পরে তাঁহারা সকলে সর্ব্বদিক্স্থিত নৃপতিবৃন্দকে জয় করিয়া স্ববশে স্থাপন করিলেন। বিজিত নরপতিগণ যে সকল অনুত্তম দ্রব্যসম্ভার প্রদান করিলেন, সেই সমস্ত লইয়া সত্বর তাঁহারা কৃষ্ণের সাহায্যে স্বীয় পুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। প্রথমে মহাবল-পরাক্রম ভীম শতভার সুবর্ণ লইয়া আগমন করিলেন। মহাবল অর্জ্জুন সহস্র ভার সুবর্ণ লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আসিলেন। মহাতেজা নকুল শতভার সুবর্ণ লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিলেন। সহদেব বিভীষণ-প্রদত্ত চতুর্দ্দশ স্বর্ণতাল ও দাক্ষিণাত্যমহীপতিদিগের

দেবোঽপি সহসা সমায়াতো নিজাং পুরীম ॥ ৪৮ ॥ লক্ষকোটিসহস্রাণি লক্ষকোটিশতান্যপি। সুবর্ণানি দদৌ কৃষ্ণো ধর্ম্মপুত্রায় যাদবঃ ॥ ৪৯ ॥ স্বানুজৈরাহৃতৈরেবমসংখ্যাতৈর্ম্মহাধনৈঃ। কৃষ্ণদত্তৈরসংখ্যাতের্ধনৈরপি যুধিষ্ঠিরঃ ॥৫০॥ কৃষ্ণাশ্রয়োঽয়জদ্বিপ্রা রাজসূয়েন পাণ্ডবঃ। তস্মিন যাগে দদৌ দ্রব্যং ব্রাহ্মণেভ্যো যথেষ্টতঃ ॥ ৫১ ॥ অন্নানি প্রদদৌ তত্র ব্রাহ্মণেভ্যো যুধিষ্ঠিরঃ। বস্ত্রাণি গাশ্চ ভূমিঞ্চ ভূষণানি দদৌ তথা ॥ ৫২ ॥ অর্থিনঃ পরিতুষ্যন্তি যাবতা কাঞ্চনাদিনা। ততোঽপি দ্বিগুণং তেভ্যো দাপয়ামাস ধর্ম্মজঃ ॥ ৫৩ ॥ ইয়ন্তি দত্তান্যর্থিভ্যো ধনানি বিবিধান্যপি। ইতীয়ত্তাং পরিচ্ছেতুং ন শক্তা ব্রহ্মকোটয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ অর্থিভ্যো দীয়মানানি দৃষ্ট্বা তত্র ধনানি বৈ। সর্ব্বস্বমপ্যহো রাজ্ঞা দত্তমিত্যব্রবীজ্জনঃ ॥ ৫৫ ॥ দৃষ্ট্বা কোশাংস্তথানন্তাননন্তমণিকাঞ্চনান ॥ ৫৬ ॥ স্বল্পং হি দত্তমর্থিভ্য ইত্যবোচন জনাস্তদা। ইষ্ট্বৈবং রাজসূয়েন ধর্ম্মপুত্রঃ সহানুজঃ ॥ ৫৭ ॥ বহুবিত্তসমৃদ্ধঃ সন রেমে তত্র পুরোত্তমে। লক্ষ্মীতীর্থস্য মাহাত্ম্যাদ্ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৫৮ ॥ লেভে সর্ব্বমিদং বিপ্রা অহো তীর্থস্য বৈভবম্। ইদং তীর্থং মহাপুণ্যং মহাদারিদ্র্যনাশনম্ ॥ ৫৯ ॥ ধনধান্যপ্রদং পুংসাং মহাপাতকনাশনম্। মহানরকসংহর্ত্তৃ মহাদুঃখনিবর্ত্তকম্ ॥ ৬০ ॥ মোক্ষদং স্বর্গদং নিত্যং মহাঋণবিমোচনম্। সুকলত্রপ্রদং পুংসাং সুপুত্রপ্রদমেব চ ॥ ৬১ ॥ এতত্তীর্থসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রা লক্ষ্মীতীর্থস্য বৈভবম্ ॥ ৬২ ॥ দুঃস্বপ্ননাশনং পুণ্যং সর্ব্বাভীষ্টপ্রসাধকম্। যঃ পঠেদিমমধ্যায়ং শৃণুতে বা সভক্তিকম্ ॥ ৬৩ ॥ ধনধান্যসমৃদ্ধঃ স্যাৎ স নরো নাস্তি সংশয়ঃ। ভুক্তেহ সকলান ভোগান্ দেহান্তে মুক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মপুত্রনিরতিশয়সম্পদবাপ্তিবর্ণনং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। লক্ষ্মীতীর্থে শুভে পুংসাং সর্ব্বৈশ্বর্য্যৈককারণে। স্নাত্বা নরস্ততো

রাশি রাশি ধন গ্রহণ করিয়া সহসা ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদুনন্দন কৃষ্ণ লক্ষকোটিসহস্র লক্ষকোটিশত সুবর্ণ ধর্ম্মপুত্রকে প্রদান করিলেন। এইরূপে অনুজগণের আহৃত মহাধন এবং কৃষ্ণদত্ত অসংখ্য ধন দ্বারা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সহায়তায় রাজসূয়াখ্য মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। সেই যজ্ঞে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট ধন, রাশি রাশি অন্ন, প্রভূত বস্ত্র এবং গো, ভূমি ও বহু ভূষণ প্রদান করিলেন। অর্থিগণ যত পরিমাণ কাঞ্চনাদি দ্বারা পরিতুষ্ট হইতে পারে, যুধিষ্ঠির তাহা অপেক্ষাও দ্বিগুণ অর্থ তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। যুধিষ্ঠির ইয়ৎপরিমাণ ধন অর্থীদিগকে দান করিলেন, এরূপ ইয়ত্তা তখন কেহই করিতে পারিল না। তিনি অর্থিগণকে যে পরিমাণ ধন দান করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া লোকে বলিতে লাগিল যে, রাজা তাঁহার সর্বস্বই দান করিয়া ফেলিলেন। এদিকে ধনাগার অনন্ত মণিরত্নে পরিপূর্ণ দেখিয়া অনেকে ইহাও বলিতে লাগিল যে, রাজা স্বল্প পরিমাণ ধনই অর্থিদিগকে দান করিলেন। এইরূপে বহুবিত্ত-সম্পত্তিশালী ধর্ম্মনন্দন, অনুজগণসহ রাজসূয় যজ্ঞ সমাধা করিয়া পুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রপ্রস্থে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। হে বিপ্রগণ! ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির লক্ষ্মীতীর্থের মাহাত্ম্যগুণেই ঐরূপ সর্ব্বসমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অহো, তীর্থের কি অসাধারণ মাহাত্ম্য! এই তীর্থ মহাপুণ্য; ইহা নরগণের মহাপাতক ও মহাদারিদ্র্যহর। ইহার প্রভাবে মহানরক বিনষ্ট হয় এবং মহাদুঃখ নিবার্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহা স্বর্গদ, মোক্ষদ, নিত্য মহাঋণমোচন, সুন্দর কলত্র-দায়ক, এবং নরগণের সুপুত্রপ্রাপক। এই তীর্থের সমান তীর্থ হয় নাই,—হইবেও না। হে বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদের নিকট লক্ষ্মীতীর্থের বৈভব কীর্ত্তন করিলাম। ইহা দুঃস্বপ্ননাশন, পবিত্র, ও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। যে নর এই অধ্যায় ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করে, সে ধনে-ধান্যে সমৃদ্ধিশালী হয় এবং ইহলোকে সর্ব্বভোগ উপভোগ করিয়া অন্তে মুক্তিলাভ করে। ৪১—৬৪।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজবরগণ! নরগণের সর্ব্বৈশ্বর্য্যকর শুভ লক্ষ্মীতীর্থে স্নান করিয়া মানব

গচ্ছেদগ্নিতীর্থং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১ ॥ অগ্নিতীর্থং মহাপুণ্যং মহাপাতকনাশনম্। তীর্থানামুত্তমং তীর্থং সর্ব্বাভীষ্টৈকসাধনম্। তত্র স্নায়ান্নরো ভক্ত্যা স্বপাপপরিশুদ্ধয়ে॥ ২ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। অগ্নিতীর্থমিতি খ্যাতিঃ কথং তস্য মুনীশ্বর ॥ ৩ ॥ কুত্রেদমগ্নিতীর্থঞ্চ কীদৃশং তস্য বৈভবম্। এতন্নঃ শ্রদ্দধানানাং বিস্তরাদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৪ ॥ শ্রীসূত উবাচ। সম্যক পৃষ্টং হি যুষ্মাভিঃ শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ। পুরা হি রাঘবো হত্বা রাবণং সপরিচ্ছদম্ ॥ ৫ ॥ স্থাপয়িত্বা তু লঙ্কায়াং ভর্ত্তারঞ্চ বিভীষণম্। সীতাসৌমিত্রিসংযুক্তো রামো দশরথাত্মজঃ ॥ ৬ ॥ সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈর্দেবৈরপ্সরসাং গণৈঃ। স্তূয়মানো মুনিগণৈঃ সত্যাশীস্তীর্থকৌতুকী ॥ ৭ ॥ ধারয়ল্লীলয়া চাপং রামোঽসহ্যপরাক্রমঃ। আত্মনঃ শুদ্ধিমাধাতুং জানকীং শোধিতুং তথা ॥ ৮ ॥ ইন্দ্রাদিদেববৃন্দৈশ্চ মুনিভিঃ পিতৃভিস্তথা। বিভীষণেন সহিতঃ সর্ব্বৈরপি চ বানরৈঃ ॥ ৯ ॥ আযযৌ সেতুমার্গেণ গন্ধমাদনপর্ব্বতম্। লক্ষ্মীতীর্থতটে স্থিত্বা জানকীশোধনায় সঃ ॥ ১০ ॥ অগ্নিমাবাহয়ামাস দেবর্ষিপিতৃসন্নিধৌ। অথোত্তস্থৌ মহাম্ভোধের্লক্ষ্মীতীর্থাদদূরতঃ ॥ ১১ ॥ পশ্যৎসু সর্ব্বলোকেষু লিহন্নম্ভাংসি পাবকঃ। আতাম্রলোচনঃ পীতঃ পীতবাসা ধনুর্দ্ধরঃ ॥ ১২ ॥ সপ্তভিশ্চৈব জিহ্বাভির্লেলিহানো দিশো দশ। দৃষ্ট্বা রঘুপতিং শূরং লীলামানুষরূপিণম্ ॥ ১৩ ॥ জগাদ বচনং রম্যং জানকীশুদ্ধিকারণাৎ। রামরাম মহাবাহো রাক্ষসানাং ভয়াবহ ॥ ১৪ ॥ পাতিব্রত্যেন জানক্যা রাবণং হতবান ভবান্। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৫ ॥ কমলেয়ং জগন্মাতা লীলামানুষবিগ্রহা। দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী ॥ ১৬ ॥ বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্। যদা যদা জগৎস্বামিন দেবদেব জনার্দ্দন ॥ ১৭ ॥ অবতারান করোষি ত্বং তদেয়ং ত্বৎসহায়িনী। যদা ত্বং ভার্গবো রামস্তদাভূদ্ধরণী ত্বিয়ম্ ॥ ১৮ ॥ অধুনা জানকী জাতা ভবিত্রী রুক্মিণী ততঃ। অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী ॥ ১৯ ॥ তস্মান্মদ্বচনাদেনাং প্রতিগৃহ্নীষ্ব রাঘব। পাবকস্য তু

অগ্নিতীর্থে গমন করিবে। অগ্নিতীর্থ মহাপুণ্য, মহাপাতকনাশক, তীর্থসমূহের মধ্যে উত্তম তীর্থ ও সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের একমাত্র কারণ। মানব সমস্ত পাপ-পরিশুদ্ধির নিমিত্ত ভক্তিভরে ঐ তীর্থে স্নান করিবে। ঋষিগণ কহিলেন—হে মুনিবর! ঐ তীর্থের অগ্নিতীর্থ নাম কেন হইল? উহা কোথায় অবস্থিত এবং উহার বৈভবই বা কীদৃশ? আমাদের নিকট ইহা কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ! আপনারা উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, শ্রবণ করুন। পুরাকালে দশরথনন্দন রঘুবর রামচন্দ্র রাবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া বিভীষণকে লঙ্কার আধিপত্যে স্থাপনপূর্ব্বক সীতা, ও লক্ষ্মণসহ সেতুপথে গন্ধমাদনশৈলে আগমন করিলেন। সিদ্ধ চারণ, গন্ধর্ব্ব, দেব, অপ্সরা ও মুনিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি তীর্থসেবায় কৌতুকী হইয়া লীলাক্রমে ধনুর্দ্ধারণ করিতেছিলেন। তীর্থবাসী সাধুগণ তাঁহার প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ অসহ্য-বিক্রম রাম নিজের এবং জানকীর শুদ্ধিসম্পাদনার্থ ইন্দ্রাদি দেবগণ, মুনিগণ, পিতৃগণ, বিভীষণ ও বানরবীরগণ সহ লক্ষ্মীতীর্থে অবস্থানপূর্ব্বক দেব, ঋষি ও পিতৃগণসমক্ষে অগ্নিকে আবাহন করিলেন। তখন লক্ষ্মীতীর্থের অদূরে মহাব্ধি হইতে পাবক প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি সকলের সাক্ষাতেই জলধির জলরাশি পান করিতে লাগিলেন। ঐ অগ্নি আতাম্রনেত্র, পীতবর্ণ, পীতবাসা, ধনুর্দ্ধারী এবং স্বীয় সপ্ত জিহ্বায় দশদিক্ যেন গ্রাস করিতেই উদ্যত। পাবকদেব লীলামানুষবিগ্রহ বীর রঘুপতিকে দেখিয়া জানকীর শুদ্ধিনিমিত্ত এই রম্যবাণী বলিলেন,—হে রাম, মহাভুজ! হে রাক্ষসগণের ভয়াবহ রাম! আপনি জানকীর পাতিব্রত্যবলেই রাবণকে নিহত করিয়াছেন। এ কথা সত্য সত্য; ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ইনি কমলা, জগন্মাতা, লীলায় মানুষমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এই সীতা দেবত্বে দেবদেহা এবং মানুষত্বে মানুষী। ১—১৬। ইনি বিষ্ণুদেহের অনুরূপ নিজের দেহ স্বীকার করিয়াছেন। হে জগৎপ্রভো, দেবদেব, জনার্দ্দন! আপনি যখন যখন যেরূপ অবতার স্বীকার করেন, তখন তখনই ইনি আপনার সঙ্গিনী থাকেন। যখন আপনি ভৃগুনন্দন রাম হইয়াছিলেন, তখন ইনি ধরণীমূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনি রাম আর ইনি আপনার পত্নী জানকী; পরে ইনি রুক্মিণী হইবেন। বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারেও ইনিই আপনার সহায় হইবেন। অতএব হে রাঘব! আমার বাক্যে আপনি ইঁহাকে গ্রহণ করুন। পাব-

তদ্বাক্যং শ্রুত্বা দেবা মহর্ষয়ঃ॥ ২০॥ বিদ্যাধরাশ্চ গন্ধর্ব্বা মানবাঃ পন্নগাস্তথা। অন্যে চ ভূতনিবহা রামং দশরথাত্মজম্॥ ২১॥ জানকীং মৈথিলীঞ্চৈব প্রশশংসুঃ পুনঃ পুনঃ। রামোঽগ্নিবচনাৎ সীতাং প্রতিজগ্রাহ নির্ম্মলাম্॥ ২২॥ এবং সীতাবিশুদ্ধ্যর্থং রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা। আবাহনে কৃতে বহ্নি-র্লক্ষ্মীতীর্থাদ্বিদূরতঃ॥ ২৩॥ যতঃ প্রদেশাদুত্তস্থাব-ম্বুধেদ্বিজসত্তমাঃ। অগ্নিতীর্থং বিজানীত তং প্রদেশমনুত্তমম্॥ ২৪॥ ততো বিনির্গমাদগ্নেরগ্নি-তীর্থমিতীর্য্যতে। অত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা বহ্নে-স্তীর্থে বিমুক্তিদে॥ ২৫॥ উপোষ্য বেদবিদুষো ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ তেভ্যো বস্ত্রং ধনং ভূমিং দদ্যাৎ কন্যাঞ্চ ভূষিতাম্॥ ২৬॥ সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ। অগ্নিতীর্থস্য কূলেঽস্মিন্নন্নদানং বিশিষ্যতে॥ ২৭॥ অগ্নিতীর্থসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। দুষ্পণ্যোঽপি মহাপাপো যত্র স্নানাৎ পিশাচতাম্॥ ২৮॥ পরিত্যজ্য মহাঘোরং দিব্যং রূপমবাপ্তবান্। পশুমান্নাম বৈশ্যোঽভূৎ পুরা পাটলিপুত্রকে॥ ২৯॥ স বৈ ধর্ম্মপরো নিত্যং ব্রাহ্মণারাধনে রতঃ। কৃষিং নিরন্তরং কুর্ব্বন্ গোরক্ষাং চৈব সর্ব্বদা॥ ৩০॥ পণ্যবীথ্যাঞ্চ বিক্রীণন্ কাঞ্চনাদীনি ধর্ম্মতঃ। পশুমন্না-মধেয়স্য বণিকৃশ্রেষ্ঠস্য তস্য বৈ॥ ৩১॥ বভূব ভার্য্যাত্রিতয়ং পতিশুশ্রূষণে রতম্। জ্যেষ্ঠা ত্রীন্ সুষুবে পুত্রান্ বৈশ্যবংশবিবর্দ্ধনান্॥ ৩২॥ সুপণ্যং পণ্যবন্তঞ্চ চারুপণ্যং তথৈব চ। মধ্যমা সুষুবে পুত্রৌ সুকোশবহুকোশকৌ॥ ৩৩॥ তৃতীয়ায়াং ত্রয়ঃ পুত্রাস্তস্য বৈশ্যস্য জজ্ঞিরে। মহাপণ্যো মহাকোশো দুষ্পণ্য ইতি বিশ্রুতাঃ॥ ৩৪॥ এবং পশুমতস্তস্য বৈশ্যস্য দ্বিজসত্তমাঃ। বভূবুরষ্টৌ তনয়াস্তাসু স্ত্রীষু তিসৃষ্বপি॥ ৩৫॥ তে সুপণ্যমুখাঃ সর্ব্বে পুত্রা ববৃ-ধিরে ক্রমাৎ। ধূলিকেলিং বিতন্বন্তঃ পিতরৌ প্রীণয়ন্তি তে॥ ৩৬॥ পঞ্চহায়নতাং প্রাপ্তাঃ ক্রমাত্তে বৈশ্যনন্দনাঃ। পশুমানপি বৈশ্যেন্দ্রঃ সর্ব্বা-নপি চ তান্ সুতান্॥ ৩৭॥ বাল্যমারভ্য সততং স্ববৃত্তৌষু ব্যশিক্ষয়ৎ। কৃষিগোত্রাণবাণিজ্য-কর্ম্মসু ক্রমশিক্ষিতাঃ॥ ৩৮॥ সুপণ্যমুখ্যাঃ সপ্তৈব পিতৃবাক্যানুবর্ত্তিনঃ। পশুমান্ বক্তি যৎকার্য্যং তৎ-ক্ষণান্নিরবর্ত্তয়ন্॥ ৩৯॥ নৈপুণ্যং প্রাপুরত্যন্তং তে সুবর্ণক্রিয়াস্বপি। দুষ্পণ্যস্ত্বষ্টমঃ পুত্রো বাল্যমারভ্য

কের বাক্য শুনিয়া দেব, ঋষি, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, মানব, পন্নগ ও অন্যান্য ভূতনিবহ দশরথসুত রাম ও মৈথিলী জানকীকে বারম্বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র অগ্নির বাক্যে নির্ভর করিয়া নির্ম্মলা সীতাকে গ্রহণ করিলেন। হে দ্বিজগণ! এইরূপে সীতাশুদ্ধির নিমিত্ত অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম লক্ষ্মী-তীর্থের নাতিদূরে অগ্নিকে আবাহন করিলে, অগ্নি অম্বুধির যে প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন, সেই প্রদেশকেই উত্তম অগ্নিতীর্থ বলিয়া জানিবেন। অগ্নির নির্গমন হেতু ঐ স্থান অগ্নিতীর্থ নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। নরগণ ভক্তির সহিত এই বিমুক্তিপ্রদ বহ্নিতীর্থে স্নান করিয়া উপবাসান্তে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ-দিগকে ভোজন করাইবে এবং তাঁহাদিগকে বস্ত্র, ধন, ভূমি ও অলঙ্কৃতা কন্যা দান করিবে। এইরূপ করিলে তাহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে। এই অগ্নি তীর্থের কূলে অন্নদান অতি প্রশস্ত কার্য্য। অগ্নিতীর্থের সমান তীর্থ হয় নাই এবং হইবেও না। মহাপাপ দুষ্পণ্য এই তীর্থে স্নান করিয়া ভীষণ পিশাচত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্যরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে পাটলিপুত্র নগরে পশুমান্ নামে এক বৈশ্য ছিল। সেই বৈশ্য ধর্ম্মনিষ্ঠ, নিত্য ব্রাহ্মণারাধনায় তৎপর এবং কৃষিকার্য্য ও গোরক্ষা ব্যাপারে নিরত থাকিত। সে ধর্ম্মানুসারে পণ্য-বীথিকায় কাঞ্চনাদি বিক্রয় করিত। বণিক্‌শ্রেষ্ঠ পশুমানের তিন ভার্য্যা; তিন জনই পতিসেবায় নিরতা। জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা স্বীয় বংশবর্দ্ধন তিন পুত্র প্রসব করিল। সেই পুত্রত্রয়ের নাম সুপণ্য, পণ্যবান্ ও চারুপণ্য। মধ্যমার দুই পুত্র;—তাহাদের নাম সুকোশ ও বহুকোশ। পশুমানের তৃতীয় পত্নীর গর্ভেও তিন পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম মহাপণ্য, মহাকোশ ও দুষ্পণ্য। হে দ্বিজবরগণ! এইরূপে বৈশ্য পশুমানের তিন স্ত্রীর গর্ভে আটটী পুত্র উৎপন্ন হয়। সেই সুপণ্যপ্রমুখ পুত্রগণ পিতার যত্নে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং ধূলিখেলা করিয়া পিতামাতার পরিতোষ জন্মাইল। অনন্তর ক্রমে ঐ বৈশ্যপুত্রগণ পঞ্চবর্ষবয়স্ক হইল। পিতা পশুমান্ বাল্য হইতেই সেই সকল পুত্রকে স্বীয় বৃত্তি কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যক্রিয়ায় শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সুপুণ্যপ্রমুখ্য সপ্ত ভ্রাতা পিতার বাক্য শুনিতে লাগিল। পিতা পশুমান যে কার্য্য করিতে বলিতেন, তাহারা তাহাই করিতে লাগিল।১৭—৩৯।

সন্ততম্ ॥ ৪০ ॥ দুর্মার্গনিরতো ভূত্বা নাশৃণোৎ পিতৃভাষিতম্। ধূলিকেলিং সমারভ্য দুর্মার্গনিরতোঽভবৎ ॥ ৪১ ॥ স বাল এব সন্ পুত্রো বালানন্যানবাধত। দুষ্কর্মনিরতং দৃষ্ট্বা তং পিতা পশুমাংস্তথা ॥ ৪২ ॥ উপেক্ষামেব কৃতবান্ বালিশোঽয়মিতীরয়ন্। অথাষ্টাবপি বৈশ্যস্য প্রাপুর্যৌবনমাত্মজাঃ ॥ ৪৩ ॥ ততোঽয়মষ্টমঃ পুত্রো দুষ্পণ্যো বলিনাং বরঃ। গৃহীত্বা পাণিযুগলে বালান্নগরবর্তিনঃ ॥ ৪৪ ॥ নিচিক্ষেপ স কূপেষু সরিৎসু চ সরঃস্বপি। ন কোঽপি তস্য জানাতি দুশ্চরিত্রমিদং জনঃ ॥ ৪৫ ॥ যাবন্ম্রিয়ন্তে তে বালাস্তাবন্নিক্ষিপ্তবান জলে। তেষাং মৃতানাং বালানাং পিতরো মাতরস্তথা ॥ ৪৬ ॥ গবেষয়ন্তি তান্ সর্বান্নগরেষু হি সর্বশঃ। তান্ দৃষ্ট্বা চ মৃতান্ পুত্রান্ কেবলং প্ররুদন্তনাঃ ॥ ৪৭ ॥ জলেষথ শবান্ দৃষ্ট্বা জনাশ্চক্রুর্যথোচিতম্। এবং প্রতিদিনং বালান্ দুষ্পণ্যো মারয়ন্ পুরে ॥ ৪৮ ॥ জনৈরপ্যপরিজ্ঞাতশ্চিরমেবমবর্তত। ম্রিয়মাণেষু বালেষু বৈশ্যপুত্রস্য কর্মণা ॥ ৪৯ ॥ প্রজানাং বৃদ্ধিরাহিত্যাচ্ছূন্যপ্রায়মভূৎ পুরম্। ততঃ সমেত্য পৌরাস্তদ্বৃত্তং রাজ্ঞে ন্যবেদয়ৎ ॥ ৫০ ॥ শ্রুত্বা নৃপস্তদ্বচনমাহূয় গ্রামপালকান্। কারণং বালমরণে চিন্ত্যতামিতি সোঽব্রবীৎ ॥ ৫১ ॥ গ্রামপালাস্তথেত্যুক্ত্বা তত্র তত্র ব্যবস্থিতাঃ। সম্যগ্ গবেষয়ামাসুঃ কারণং বালমারণে ॥ ৫২ ॥ তে বৈ গবেষয়ন্তোঽপি নাবিন্দন্ বালমারকম্ ॥ তে পুনর্নৃপমাসাদ্য ভীতা বাক্যমথাব্রুবন্ ॥ ৫৩ ॥ গবেষয়ন্তোঽপি বয়ং তন্ন বিন্দামহে নৃপ। যো বালান্নগরে স্থিত্বা সন্ততং মারয়ত্যপি ॥ ৫৪ ॥ পুনশ্চ নাগরাঃ সর্বে রাজানং প্রাপ্য দুঃখিতাঃ। পুনঃ প্রজানাং মরণমব্রুবন্ বাষ্পসঙ্কুলাঃ ॥ ৫৫ ॥ রাজা তৎকারণাজ্ঞানাত্তূষ্ণীমাস্তে বিচিন্ত্য তু। কদাচিদ্বৈশ্যপুত্রোঽয়ং পঞ্চভির্বালকৈঃ সহ ॥৫৬॥ তটাকান্তিকমাপেদে পঙ্কজাহরণচ্ছলাৎ। বলাদ্গৃহীত্বা তান্ বালান দুষ্পণ্যঃ ক্রোশতস্তদা ॥ ৫৭ ॥

ক্রমে সুবর্ণক্রয়বিক্রয়ে তাহারা বিশেষ দক্ষতা লাভ করিল। কিন্তু অষ্টম পুত্র দুষ্পণ্য বাল্যকাল হইতেই সতত কুমার্গগামী হইয়া এক দিনের জন্যও পিতার বাক্য শ্রবণ করিত না। সে ধূলিখেলা হইতেই দুষ্ট পথের পথিক হইল। দুষ্পণ্য বাল্যকালেই অন্যান্য বালকদিগকে উৎপীড়িত করিত। পিতা পশুমান্ তাহাকে দুষ্কর্মান্বিত দেখিয়া 'এটা মূর্খ পুত্র' এই বলিয়া উপেক্ষা করিতেন। ক্রমে বৈশ্যের আট পুত্রই যৌবনসীমায় পদার্পণ করিল। অষ্টম পুত্র দুষ্পণ্য এই সময় হস্ত দ্বারা নগরস্থ অন্যান্য বালকদিগকে গ্রহণ করিয়া কূপে, সরোবরে ও নদীমধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ; কোন লোকই তাহার এই দুষ্কর্মের কথা জানিতে পারিল না। বালকদিগের জীবনান্ত হওয়া পর্য্যন্ত দুষ্পণ্য বালকদিগকে জলে ডুবাইয়া রাখিত। মৃত শিশুদিগের পিতামাতারা তাহাদের বালকদিগকে অন্বেষণ করিয়া করিয়া ক্রমে নগরের বহির্ভাগে তাহাদিগকে মৃতাবস্থায় দেখিয়া কেবল রোদন করিতে জলমধ্যে শবসমূহ সন্দর্শন করিয়া রোদনান্তে পরে তাহার যথোচিত কার্য্য করিত। কে মারিয়াছ, কিছুই তাহারা জানিতে পারিল না। এইরূপে প্রতিদিনই দুষ্পণ্য বালকদিগকে মারিতে লাগিল। লোকের অজ্ঞাতসারে দীর্ঘকাল যাবৎ দুষ্পণ্য এইভাবে চলিল। বৈশ্যপুত্রের কার্য্যে এইরূপে বালকসকল মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, প্রজাবৃদ্ধি না হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই নগর শূন্যপ্রায় হইল। তখন পৌরগণ রাজার নিকট সেই সংবাদ জানাইল। রাজা তাহা শুনিয়া গ্রামপালকদিগকে আহ্বান-পূর্ব্বক বালকমরণের কারণ অনুসন্ধানের আদেশ করিলেন। ৪০—৫১। গ্রামপালকগণ 'তথাস্তু' বলিয়া যথাযথ স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক বালকমরণের কারণ নিপুণভাবে অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহারা বহু প্রকারে অন্বেষণ করিয়াও বালকহন্তাকে দেখিতে পাইল না। তখন রাজার নিকট আসিয়া তাহারা ভীত-ভীত ভাবে বলিল,—হে নৃপ ! আমরা অনেক অন্বেষণ করিয়াছি, তথাচ বালকঘাতককে দেখিতে পাইলাম না। এই নগরে থাকিয়াই সেই ব্যক্তি বালকদিগকে মারিতেছে। এই সময় নাগরিকগণ পুনরায় আসিয়া দুঃখিতভাবে রাজার নিকট বাষ্পপূর্ণকণ্ঠে প্রজাদিগের মরণকাহিনী কীর্ত্তন করিল। রাজা প্রজানাশের কারণ বুঝিতে না পারিয়া চিন্তিতমনে মৌনী হইয়া রহিলেন। একদা সেই বৈশ্যপুত্র দুষ্পণ্য পদ্ম তুলিয়া আনিবার ছলে পাঁচটী বালক সহ এক সরোবরতটের নিকটে আগমন করিল। অনন্তর সেই সকল বালককে সবলে ধরিল, বালকেরা প্রাণভয়ে ক্রন্দন করিতে

ক্রূরাত্মা মজ্জয়ামাস কণ্ঠদঘ্নে সরোজলে। মৃতান্মত্বা চ তাঞ্শীঘ্রং দুষ্পণ্যঃ স্বগৃহং যযৌ। ৫৮॥ পঞ্চানাং পিতরস্তেষাং মার্গয়ন্তঃ সুতান্ পুরে। তেষু বৈ মার্গমাণেষু পঞ্চ তেনাতিবালকাঃ॥ ৫৯॥ নিক্ষিপ্তা অপি তোয়েষু নাম্রিয়ন্ত যদৃচ্ছয়া। তে শনৈঃ কূলমাসাদ্য পঞ্চাপি ক্লিন্নমৌলয়ঃ॥ ৬০॥ অশক্তা নগরং গন্তুং বাল্যাত্তত্রৈব বভ্রমুঃ। দূরাদুচ্চার্য্যমাণানি স্বনামানি স্ববন্ধুভিঃ॥ ৬১॥ শ্রুত্বা পঞ্চাপি তে বালাঃ প্রতিশব্দমকুর্ব্বত। ততস্তৎপিতরঃ শ্রুত্বা তত্রাগত্য সরস্তটে॥ ৬২॥ পুত্রান্ দৃষ্ট্বা তু সপ্রাণান্ প্রহর্ষমতুলং গতাঃ। কিমেতদিতি পিত্রাদ্যৈঃ পৃষ্টাস্তে বালকাস্তদা॥ ৬৩॥ দুষ্পণ্যস্যাথ দুষ্কৃতং বন্ধুভ্যস্তে ন্যবেদয়ন্। ততো বিদিতবৃত্তান্তা রাজানং প্রাপ্য নাগরাঃ॥ ৬৪॥ পঞ্চভিঃ কথিতং বৃত্তং দুষ্পণ্যস্য ন্যবেদয়ন্। ততো রাজা সমাহূয় পশুমন্তং বণিগ্‌বরম্। পৌরেষ্বপি চ শৃণ্বৎসু বাক্যমেতদভাষত॥ ৬৫॥ রাজোবাচ। দুষ্পণ্যনাম্না পশুমন বহুপ্রজমিদং পুরম্॥ ৬৬॥ শূন্যপ্রায়ং কৃতং পশ্চা ত্বৎপুত্রেণ দুরাত্মনা। ইদানীং বালিশানেতান্মজ্জয়ামাস বৈ জলে॥ ৬৭॥ যদৃচ্ছয়া চ সপ্রাণাঃ পুনরপ্যাগতাঃ পুরম্। অস্মিন্নিত্থং গতে কার্য্যে কিং কর্ত্তব্যং বদাধুনা॥ ৬৮॥ অদ্য ত্বামেব পৃচ্ছামি যতস্ত্বং ধর্ম্মতৎপরঃ। ইত্যুক্তঃ পশুমান্ রাজ্ঞা ধর্ম্মজ্ঞো যুক্তমব্রবীৎ॥ ৬৯॥ পশুমানুবাচ। পুরং নিঃশেষিতং যেন বধমেবায়মর্হতি। ন হ্যত্র বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রষ্টব্যং বিদ্যতে নৃপ। ন হ্যয়ং মম পুত্রঃ স্যাচ্ছত্রুরেবাতিপাপকৃৎ। ন হ্যস্য নিষ্কৃতিং পশ্যে যেন নিঃশেষিতং পুরম্॥ ৭১॥ বধ্যতামেব দুষ্টাত্মা সত্যমেব ব্রবীম্যহম্। শ্রুত্বা পশুমতো বাক্যং নাগরাঃ সর্ব্ব এব হি॥ ৭২॥ বণিগ্‌বরং শ্লাঘমানা রাজানমিদমূচিরে। ন বধ্যতাময়ং দুষ্টস্ত্বক্ষীং নির্ব্বাস্যতাং পুরাৎ॥ ৭৩॥ ততঃ স রাজা দুষ্পণ্যং সমাহূয়েদমব্রবীৎ। অস্মাদ্দেশাদ্ভবাঞ্শীঘ্রং দুষ্টাত্মন্ গচ্ছ সাম্প্রতম্॥ ৭৪॥ যদি তিষ্ঠেস্ত্বমত্রৈব দণ্ডয়েয়ং বধেন বৈ। ইতি রাজ্ঞা

লাগিল, কিন্তু সেই ক্রূরাত্মা দুষ্পণ্য তাহাদিগকে কণ্ঠপরিমিত সরোবরজলে ডুবাইয়া দিল। পরে বালকদিগকে মৃত মনে করিয়া সে সত্বর স্বীয় গৃহে ফিরিয়া আসিল। অনন্তর সেই পঞ্চ বালকের পিতৃগণ স্ব স্ব পুত্রকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে সেই পঞ্চবালক জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াও দৈবক্রমে মরে নাই। তাহারা জলক্লিন্ন-মস্তকে ধীরে ধীরে কূলে আসিয়াও বাল্যপ্রযুক্ত নগরগমনে অশক্ত হইল এবং সেইখানেই ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন দূর হইতে বন্ধুগণ তাহাদের স্ব স্ব নাম ধরিয়া ডাকিলে তাহারা তাহা শ্রবণ করিয়া পাঁচজনেই প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। অনন্তর তাহাদের পিতৃগণ সেই সরোবরতটে আগমনপূর্ব্বক পুত্রদিগকে জীবিতাবস্থায় দেখিয়া অসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। তখন বালকদিগের পিতৃগণ বালকদিগকে এই ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা দুষ্পণ্যের দুর্ব্যবহারের কথা কহিল। এইবার নাগরিকগণ প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিয়া রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক পঞ্চবালকবর্ণিত দুষ্পণ্যের দুর্ব্যবহারের কথা তাঁহাকে নিবেদন করিল। তখন রাজা বণিগ্‌বর পশুমান্‌কে ডাকিয়া সমস্ত পৌরজনসমক্ষে বলিলেন,—হে পশুমন্! তোমার পুত্র দুরাত্মা দুষ্পণ্য এই বহুপ্রজাবতী নগরীকে প্রায় জনশূন্য করিয়াছে! সেই মূঢ় এখনই এই বালকদিগকে জলে ডবাইয়া দিয়াছিল। দৈবক্রমে ইহারা জীবিতাবস্থায় পুনরায় এ পুরে ফিরিয়া আসিয়াছে। তুমি ধার্ম্মিক লোক; এসম্বন্ধে তোমাকেই আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি বল,—এইরূপকার্য্য-কারীর সম্বন্ধে কি করা এখন কর্ত্তব্য? ৫২—৬৮। রাজা এই কথা বলিলে, ধর্ম্মজ্ঞ পশুমান্ এই যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিলেন যে, হে নৃপ! এ বিষয়ে আর জিজ্ঞাস্য কিছুই নাই। যে ব্যক্তি নগর নিঃশেষ করিয়াছে, তাহার প্রাণদণ্ড হওয়াই উচিত। এ আমার পুত্র নয়; পরন্তু এই পাপকর্ম্মা আমার শত্রুই। যে ব্যক্তি নগর জনশূন্য করিয়াছে, তাহার নিষ্কৃতির উপায় আমি আর কিছুই দেখি না; অতএব আমি অকপটে সত্যই বলিতেছি, এই দুরাত্মাকে আপনি বধ করুন। নাগরিকগণ বণিগ্‌বর পশুমানের সেই কথা শুনিয়া সকলেই তাহাকে প্রশংসা করত রাজার নিকট বলিল,—রাজন্! এই দুষ্ট ব্যক্তিকে আপনি বধ করিবেন না; ইহাকে নিঃশব্দে নগর হইতে নির্ব্বাসিত করুন। তখন রাজা দুষ্পণ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—রে দুষ্টাত্মন্! তুমি এই দেশ হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও। যদি এখানে আর এক মুহূর্ত্ত থাক, তবে তোমার আমি প্রাণদণ্ড করিব।

বিনির্ভর্ৎসস্য দূতৈর্নির্ব্বাসিতঃ পুরাৎ ॥ ৭৫ ॥ দুষ্পণ্যস্ত্বথ তং দেশং পরিত্যজ্য ভয়ান্বিতঃ। মুনিমণ্ডলসম্বাধং বনমেব যযৌ তদা ॥ ৭৬ ॥ তত্রাপ্যেকং মুনিসুতং স তোয়েষু ন্যমজ্জয়ৎ। কেল্যর্থমাগতা দৃষ্ট্বা মুনিপুত্রা মৃতং শিশুম্ ॥ ৭৭ ॥ তৎপিত্রে কথয়ামাসুরত্যেতা ভৃশদুঃখিতাঃ। তত উগ্রশ্রবাঃ শ্রুত্বা তেভ্যঃ পুত্রং জলে মৃতম্ ॥ ৭৮ ॥ তপোমহিম্না দুষ্পণ্যচরিতং তদমন্যত। উগ্রশ্রবা শশাপৈনং দুষ্পণ্যং বৈশ্যনন্দনম্ ॥ ৭৯ ॥ উগ্রশ্রবা উবাচ। মৎসুতং পয়সি ক্ষিপ্য যত্ত্বং মারিতবানসি। তবাপি মরণং ভূয়াজ্জল এব নিমজ্জনাৎ ॥ ৮০ ॥ মৃতশ্চ সুচিরং কালং পিশাচস্ত্বং ভবিষ্যসি। ইতি শাপে শ্রুতে সদ্যো দুষ্পণ্যঃ খিন্নমানসঃ ॥ ৮১ ॥ তদ্বৈ বনং পরিত্যজ্য ঘোরমন্যদ্বনং যযৌ। সিংহাদিক্রূরসত্ত্বাঢ্যং তস্মিন প্রাপ্তে বনান্তরম্ ॥ ৮২ ॥ পাংসুবর্ষং মহদ্বর্ষন্ বৃক্ষানামোটয়ন্মুহুঃ। বজ্রঘাতসমস্পর্শো ববৌ ঝঞ্ঝানিলো মহান ॥ ৮৩ ॥ বেগেন গাত্রং ভিন্দন্তী বৃষ্টিশ্চাসীৎ সুদুঃসহা। তদ্দৃষ্ট্বা স তু দুষ্পণ্যশ্চিন্তয়ন্ ভৃশদুঃখিতঃ ॥ ৮৪ ॥ মৃতং শুষ্কং মহাকায়ং গজমেকমপশ্যত। মহাবাতং মহাবর্ষং তদা সোঢ়ুমশক্নুবন্ ॥ ৮৫ ॥ জগাম্স্তবিবরেণৈব বিবেশোদরগহ্বরম্। তস্মিন্ প্রবিষ্টমাত্রে তু বৃষ্টিরাসীৎ সুভূয়সী ॥ ৮৬ ॥ ততো বর্ষজলৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রবাহঃ সুমহানভূৎ। স প্রবাহো বনে তস্মিন্নদী কাচিদজায়ত ॥ ৮৭ ॥ অথ তৈর্ব্বর্ষসলিলৈঃ স গজঃ পূরিতোদরঃ। প্লবমানো মহাপূরে নীরন্ধ্রঃ সমজায়ত ॥ ৮৮ ॥ ততো নির্ব্বিবরস্যাস্য জলপূর্ণোদরস্য চ। গজস্য জঠরাৎ সোঽয়ং নির্গন্তুং ন শশাক হ ॥ ৮৯ ॥ ততশ্চ বৃষ্টিতোয়ানাং প্রবাহো ভীমবেগবান্। উদরস্থিতদুষ্পণ্যং সমুদ্রং প্রাপয়দ্গজম্ ॥ ৯০ ॥ দুষ্পণ্যঃ সলিলে মগ্নঃ ক্ষণাৎ প্রাণৈর্ব্ব্যযুজ্যত। মৃত এব স দুষ্পণ্যঃ পিশাচত্বমবাপ্তবান্ ॥ ৯১ ॥ পীড়িতঃ ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং দুর্গমং বনমাশ্রিতঃ। ঘোরেষু ঘর্ম্মকালেষু সমাক্রোশন্ ভয়ানকম্ ॥ ৯২ ॥ অতিষ্ঠদ্গহনেঽরণ্যে দুঃখান্যনুভবন্ বহু। কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ ॥ ৯৩ ॥ স পিশাচো

রাজা এইরূপে তিরস্কার করিয়া দূতগণ দ্বারা পুরী হইতে তাহাকে নির্ব্বাসিত করিলেন। অনন্তর দুষ্পণ্য ভয়ে সে দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুনিজনপরিপূর্ণ বনমধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে গিয়াও সে একজন মুনিপুত্রকে জলমধ্যে নিমজ্জিত করিল। তথায় কতিপয় মুনিবালক কেলি করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিল, তাহারা গিয়া মৃত বালকের পিতার নিকট অতি দুঃখিতভাবে সেই দুর্ঘটনা ব্যক্ত করিল। অনন্তর উগ্রশ্রবা মুনি বালকদিগের মুখে জল নিমজ্জনে পুত্রের মরণ-ঘটনা শ্রবণ করিয়া, তপোবলে তাহা দুষ্পণ্যেরই কার্য্য বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং বৈশ্যনন্দন দুষ্পণ্যকে তখন এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তুই জলে ফেলিয়া আমার পুত্রকে মারিয়াছিস্, এই অপরাধে তোরও জলমজ্জনে মৃত্যু হইবে। মরণের পর তুই দীর্ঘকাল পিশাচ হইয়া রহিবি। এই শাপ শ্রবণ করিয়া দুষ্পণ্য খিন্নমনে সেই বন পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য এক ঘোর বনে গমন করিল। সে সিংহাদি ক্রূরজন্তুপরিপূর্ণ সেই বনপ্রদেশে উপনীত হইলে, বজ্রাঘাতসমস্পর্শ ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত প্রচুর পাংশুরাশি বর্ষণ করিয়া—বৃক্ষাবলী ভঙ্গ করিয়া মুহুর্মুহুঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। গাত্র ভেদ করিয়া সবেগে সুদুঃসহ বৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইল। তাহা দেখিয়া দুষ্পণ্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। অনন্তর সে সম্মুখে এক মৃত শুষ্ক মহাকায় গজ দেখিতে পাইল। দুষ্পণ্য তখনকার মহাবাত ও মহাবর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া সেই গজের মুখবিবরপথে তদীয় উদরগহ্বরে প্রবেশ করিল। সে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আরও তুমুল বাত-বৃষ্টি হইল।৭৯—৮৬। প্রচুর বর্ষণজলে তথায় এক মহাপ্রবাহ জন্মিল। সেই প্রবাহে তত্রত্য বনে একটা নদী উৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই বর্ষাজলে সেই শুষ্ক গজ পূরিতোদর হইয়া মহাজল-প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে একেবারে নীরন্ধ্র হইয়া উঠিল। তখন জলপূর্ণোদর নির্বিবর সেই গজের জঠর হইতে দুষ্পণ্য আর নির্গত হইতে পারিল না। অনন্তর বৃষ্টি-জলের ভীমবেগী প্রবাহে পড়িয়া সেই গজদেহ উদরে দুষ্পণ্যকে লইয়া সমুদ্রগর্ভে উপনীত হইল। দুষ্পণ্য সমুদ্রজলে মগ্ন হইয়া ক্ষণমধ্যেই প্রাণ পরিত্যাগ করিল। মরণান্তে দুষ্পণ্য পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইল। দুষ্পণ্য পিশাচ হইয়া দুর্গম বনপ্রদেশ আশ্রয়পূর্ব্বক ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর হইয়া ভীষণ গ্রীষ্মকালে ভয়ঙ্কর রবে চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপে সেই পিশাচ শতসহস্র কল্পকোটিকাল বহুদুঃখভোগ

মহাদুঃখী হ্যবসদ্‌ঘোরকাননে। বনাদ্বনান্তরং ধাবন্ দেশাদ্দেশান্তরং তথা ॥ ৯৪ ॥ সর্ব্বত্রানুভবন্ দুঃখমাযযৌ দণ্ডকান্ ক্রমাৎ। অগস্ত্যস্যাশ্রমাৎ পুণ্যান্নাতিদূরে স সঞ্চরন্ ॥ ৯৫ ॥ নদন্ ভৈরবনাদঞ্চ বাক্যমুচ্চৈরভাষত। ভোভোস্তপোধনাঃ সর্ব্বে শৃণুধ্বং মামকং বচঃ ॥ ৯৬ ॥ ভবন্তো হি কৃপাবন্তঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। কৃপাদৃষ্ট্যানুগৃহ্ণীত মাং দুঃখৈরতিপীড়িতম্ ॥ ৯৭ ॥ পুরা দুষ্পণ্যনামাহং বৈশ্যঃ পাটলিপুত্রকে। পুত্রঃ পশুমতশ্চাপি বহূন্ বালানমারয়ম্ ॥ ৯৮ ॥ ততো বিবাসিতো রাজ্ঞা তস্মাদ্দেশাদহং গতঃ। অমারয়ং জলে পুত্রং তত্রোগ্রশ্রবসো মুনেঃ ॥ ৯৯ ॥ স মুনির্দত্তবাঞ্ছাপং মমাপি মরণং জলে। পিশাচত্বঞ্চ মে ঘোরাং দত্তবান দুঃখভূয়সীম্ ॥ ১০০ ॥ কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতান্যপি। পিশাচতানুভূতেয়ং শূন্যকাননভূমিষু ॥ ১০১ ॥ নাহং সোঢ়ুং সমর্থোঽস্মি পিপাসাং ক্ষুধমেব চ। রক্ষধ্বং কৃপয়া যূয়মতো মাং বহুদুঃখিনম্। যথা মুচ্যেয় পৈশাচ্যাত্তথা কুরুত তাপসাঃ ॥ ১০২ ॥ ইতি শ্রুত্বা পিশাচস্য বচনস্তে তপোধনাঃ। লোপামুদ্রাসহচরমূচিরে কুম্ভসম্ভবম্ ॥ ১০৩ তাপসা উচুঃ। পিশাচস্যাস্য ভগবন্ ব্রূহি নিষ্কৃতিমুত্তমাম্ ॥ ১০৪ ॥ এবংবিধানাং পাপানাং ত্বং সমর্থো হি রক্ষণে। তেষামগস্ত্যঃ শ্রুতবান্ কৃপয়া পরয়া যুতঃ। প্রিয়শিষ্যং সমাহূয় সুতীক্ষ্ণং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১০৫ ॥ অগস্ত্য উবাচ। সুতীক্ষ্ণ গচ্ছ ত্বরিতং পর্ব্বতং গন্ধমাদনম্ ॥ ১০৬ ॥ তত্রাগ্নিতীর্থং সুমহদ্বিদ্যতে পাপনাশনম্। পিশাচমোক্ষণার্থায় তত্র স্নাহি মহামতে ॥ ১০৭ ॥ পিশাচার্থং ত্বয়ি স্নাতে তত্র সঙ্কল্পপূর্ব্বকম্। পিশাচভাবমুন্মুচ্য দিব্যতামেষ যাস্যতি ॥ ১০৮ ॥ নিষ্কৃতিং নাস্য পশ্যামি বিনা তত্তীর্থসেবনাৎ। অতঃ সুতীক্ষ্ণ কৃপয়া রক্ষস্বৈনং পিশাচকম্ ॥ ১০৯ ॥ অগস্ত্যেনৈবমুক্তস্তু সুতীক্ষ্ণো গন্ধমাদনম্। প্রাপ্যাগ্নিতীর্থে সঙ্কল্প্য পিশাচার্থং কৃপানিধিঃ ॥ ১১০ ॥ সস্নৌ তত্র পিশাচার্থং নিয়মেন দিনত্রয়ম্। রামনাথাদিকং সেব্য তত্তীর্থং প্রতিগৃহ্য চ ॥ ১১১ ॥ স্বাশ্রমং প্রতি

করিতে করিতে নিবিড় অরণ্যে অবস্থান করিতে লাগিল এবং অতি দুঃখের সহিত ঘোরকাননে বাস করিল। ঐ পিশাচ এক বন হইতে অন্য বনে যাইতে লাগিল, কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহার ভাগ্যে মহাদুঃখ ভোগ হইতে লাগিল। একদা সে দণ্ডকারণ্যে গিয়া অগস্ত্য মুনির পুণ্যাশ্রমের অনতিদূরে সঞ্চরণ করিতে করিতে ভয়ঙ্কর ধ্বনি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—ভো ভো তপোধনগণ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আপনারা সর্ব্বভূতহিতৈষী, কৃপাশালী; আমি দুঃখে একান্ত পীড়িত হইতেছি, কৃপাদৃষ্টিবলে আপনারা আমাকে অনুগৃহীত করুন। পূর্ব্বে পাটলীপুত্র নগরে আমি দুষ্পণ্যনামক জনৈক বৈশ্য ছিলাম; আমার পিতার নাম পশুমান। আমি বহু বালকের প্রাণসংহার করিয়াছি। সেই অপরাধে রাজা আমায় নির্ব্বাসিত করিলে, আমি বনপ্রদেশে আগমন করি, সেখানে আসিয়া উগ্রশ্রবা মুনির পুত্রকে জলে ফেলিয়া মারিয়াছিলাম; তাই সেই মুনি জলে মরণরূপ অভিশাপ আমায় প্রদান করেন এবং দুঃখবহুল ঘোর পিশাচত্ব আমার নির্দ্দেশ করিয়া দেন। সেই জন্য শতসহস্র কল্পকোটিকাল আমি এই শূন্য অরণ্যপ্রদেশে পিশাচত্ব অনুভব করিয়াছি, কিন্তু এখন আর আমি ক্ষুধা, পিপাসা সহ্য করিতে পারিতেছি না। অতএব আপনারা কৃপা করিয়া এই দুঃখভোগী ব্যক্তিকে রক্ষা করুন। হে তাপসগণ! আমি যাহাতে পিশাচত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারি, আপনারা তাহাই এক্ষণে করিয়া দিউন্। তপোধনগণ পিশাচের বাক্য শ্রবণ করিয়া লোপামুদ্রা-সমন্বিত কুম্ভযোনিকে গিয়া সেই বৃত্তান্ত বলিলেন। তাপসগণ কহিলেন,—ভগবন্! এই পিশাচের যাহাতে সম্যক্ মুক্তিলাভ হইতে পারে, সে উপায় আপনি বলুন। এবম্বিধ পাপীদিগকে রক্ষা করিতে আপনিই সম্পূর্ণ সক্ষম। অগস্ত্য তাপসবৃন্দের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম কৃপায় অন্বিত হইলেন এবং প্রিয়শিষ্য সুতীক্ষ্ণকে ডাকিয়া বলিলেন,—সুতীক্ষ্ণ! তুমি সত্বর গন্ধমাদনশৈলে গমন কর। সেখানে পবিত্র পাপহর অগ্নিতীর্থ আছে। ঐ পিশাচের মোক্ষকামনায় তুমি তাহাতে স্নান করিও। হে মহামতে! তুমি সঙ্কল্প করিয়া পিশাচের নিমিত্ত তথায় স্নান করিলেই ঐ পিশাচ তাহার পিশাচত্ব পরিহারপূর্ব্বক দিব্য ভাব লাভ করিবে। ঐ অগ্নিতীর্থের সেবা ব্যতীত আমি উহার আর নিষ্কৃতির পথ দেখিতেছি না। অতএব সুতীক্ষ্ণ! তুমি কৃপা করিয়া ঐ পিশাচকে মোচন কর। অগস্ত্য এই কথা কহিলে কৃপানিধি সুতীক্ষ্ণ গন্ধমাদনে গিয়া তত্রত্য অগ্নিতীর্থে পিশাচমোচনার্থ সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিলেন এবং পিশাচার্থ তিন দিন যাবৎ নিয়ম গ্রহণ করিয়া রহিলেন। সেখানে রামনাথাদি দেবগণের

গত্বাথ সুতীক্ষ্ণো বিপ্রসত্তমঃ। তত্তীর্থং প্রোক্ষণাৎ সদ্যঃ স বিসৃজ্য পিশাচতাম্ ॥ ১১২ ॥ বৈভবাত্তস্য তীর্থস্য সদ্যো দিব্যত্বমাপ্তবান্। বিমানবরমারূঢ়ো দিব্যস্ত্রীপরিবারিতঃ ॥ ১১৩ ॥ সুতীক্ষ্ণং চাপ্যগস্ত্যঞ্চ তথান্যাংশ্চ তপোধনান্। পুনঃপুনর্নমস্কৃত্য তাংশ্চামন্ত্র্য প্রহর্ষিতঃ ॥ ১১৪ ॥ স্বর্গমেবারুরুহতূর্ণং দেবৈরপি স পূজিতঃ। অগ্নিতীর্থস্য মাহাত্ম্যাদ্দুম্পণ্যো বৈশ্যনন্দনঃ ॥ ১১৫॥ পৈশাচ্যং শাপজং ত্যক্ত্বা দিব্যতামিত্থমাপ্তবান্। এবং বঃ কথিতং বিপ্রা অগ্নিতীর্থস্য বৈভবম্ ॥ ১১৬ ॥ যঃ পঠেদিমমধ্যায়ং শৃণুয়াদ্বা সভক্তিকম্। পিশাচ-মোক্ষণাখ্যানং মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ১১৭ ॥ ইহ ভুক্ত্বা মহাভোগান্ পরত্রাপি সুখং লভেৎ ॥ ১১৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দুষ্পণ্যপৈশাচমোক্ষণং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। অগ্নিতীর্থাভিধে তীর্থে সর্ব্ব-পাতকনাশনে। স্নানং কৃত্বা বিশুদ্ধাত্মা চক্রতীর্থং তততো ব্রজেৎ ॥ ১ ॥ যং যং কামং সমুদ্দিশ্য চক্রতীর্থে দ্বিজোত্তমাঃ। স্নানং সমাচরেন্মর্ত্ত্যস্তং তং কামং সমশ্নুতে ॥ ২ ॥ পুরাহির্ব্বুধ্ন্যনামা তু মহর্ষিঃ সংশিত-ব্রতঃ। সুদর্শনমুপাস্তাস্মিংস্তপস্বী গন্ধমাদনে ॥ ৩ ॥ তপস্যন্তং মুনিং তত্র রাক্ষসা ঘোররূপিণঃ। অবাধন্ত সদা বিপ্রাস্তপোবিঘ্নৈকতৎপরাঃ ॥ ৪ ॥ সুদর্শনং তদাগত্য ভক্তরক্ষণবাঞ্ছয়া। যাতুধানান্ বাধমানান্ন্য-বধীল্লীলয়া পুরা ॥ ৫ ॥ তদাপ্রভৃতি তচ্চক্রং ভক্তপ্রার্থনয়া দ্বিজাঃ। অহির্ব্বুধ্ন্যকৃতে তীর্থে সন্নিধানং সদাকরোৎ ॥ ৬ ॥ তদা প্রভৃতি তত্তীর্থং চক্রতীর্থ-মিতীর্য্যতে। সুদর্শনপ্রসাদেন তত্র তীর্থে নিমজ্জনাৎ ॥ ৭ ॥ রক্ষঃপিশাচাদিকৃতা পীড়া নাস্ত্যেব কর্হিচিৎ। যাত্রাস্মিন পাবনে তীর্থে ছিন্নপাণিঃ পুরা রবিঃ। স হিরণ্ময়ৌ পাণী লব্ধবাংস্তীর্থবৈভবাৎ ॥ ৮ ॥ ঋষয় উচুঃ। ছিন্নপাণিঃ কথমভূদাদিত্যঃ সূত-নন্দন। যথা চ লব্ধবান পাণী সৌবর্ণৌ তদ্বদস্ব নঃ ॥ ৯ ॥ শ্রীসূত উবাচ। ইন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ পূর্ব্বং সন্ততং দৈত্যপীড়িতাঃ ॥ ১০ ॥ কিং কুর্ম্ম ইতি সঞ্চিন্ত্য

ও তীর্থের যথাযোগ্য সেবা করিয়া বিপ্রবর সুতীক্ষ্ণ স্বীয় আশ্রমে যাইয়া পিশাচকে প্রোক্ষণ করিবামাত্র সে পিশাচত্ব পরিত্যাগ করিল এবং সেই তীর্থের বৈভবে সদ্যই দিব্যভাব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর উত্তম বিমানে আরূঢ় ও দিব্য রমণীবৃন্দে সেবিত হইয়া ঐ ব্যক্তি সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য এবং অন্যান্য তপোধনগণকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাসণান্তে প্রহর্ষভরে স্বর্গারোহণ করিল। দেবগণ তাহার পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৈশ্যনন্দন দুষ্পণ্য অগ্নিতীর্থের বৈভবে শাপজ পিশাচত্ব পরিহারপূর্ব্বক দিব্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত এই পিশাচমোচনাখ্য অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ইহকালে তাহার অশেষ ভোগ-সুখ হয় এবং পরকালেও সে মহাসুখ লাভ করিতে পারে। ৮৭—১১৮।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—সর্ব্বপাতকহর অগ্নিতীর্থে স্নান করিয়া বিশুদ্ধচেতা নর অনন্তর চক্রতীর্থে যাইবে। হে দ্বিজগণ! মানব যে যে কামনা করিয়া চক্রতীর্থে স্নান করে, তাহার সেই সেই কামনাই সফল হইয়া থাকে। পুরাকালে অহির্ব্বুধ্ন নামে জনৈক সংশিত-ব্রত মহর্ষি ছিলেন। তিনি গন্ধমাদনে থাকিয়া সুদর্শনচক্রের উপাসনা করিতেন। তাঁহার তপস্যা-কালে কতকগুলি ঘোরদর্শন রাক্ষস বিবিধ বিঘ্নাচরণ করিয়া তাঁহার তপস্যার ব্যাঘাত জন্মাইত। তখন ভক্তরক্ষার অভিপ্রায়ে সুদর্শন স্বয়ং আসিয়া সেই সকল বিঘ্ন-বিধায়ক রাক্ষসদিগকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করেন।১—৫। হে দ্বিজগণ! ভক্তের প্রার্থনায় সেই দিন হইতে ঐ চক্র মহর্ষি অহির্ব্বুধ্নের জন্য তত্রত্য তীর্থে সর্ব্বদাই সন্নিহিত রহিলেন এবং সেই দিন হইতেই ঐ তীর্থ চক্রতীর্থ নামে অভিহিত হইল। সুদর্শনের প্রসাদে ঐ তীর্থে স্নান করিলে রাক্ষস ও পিশাচাদিকৃত পীড়া আর কখনই ঘটে না। এই পবিত্র তীর্থে স্নান করিয়া পুরাকালে ছিন্নপাণি রবি তীর্থবৈভবে হিরণ্ময় পাণিযুগল লাভ করিয়াছিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূতনন্দন! রবি ছিন্নপাণি হইয়াছিলেন কিরূপে? এবং কিরূপে তিনি সুবর্ণময় পাণিযুগল লাভ করেন? তাহা আমা-দের নিকট ব্যক্ত করুন। সূত কহিলেন,—পূর্ব্বে ইন্দ্রাদি সুরগণ দৈত্যপীড়িত হইয়া বৃহস্পতিকে অগ্রবর্ত্তী করত সকলে একযোগে কর্ত্তব্যবিষয় স্থির

সম্ভূয় সমমন্ত্রয়ন্। বৃহস্পতিং পুরস্কৃত্য মন্ত্রয়িত্বা চিরং সুরাঃ ॥ ১১ ॥ তুরাসাহং পুরোধায় ধাম স্বায়ম্ভুবং যযুঃ। তে ব্রহ্মাণং সমাসাদ্য দৃষ্ট্বা স্তুত্বা চ ভক্তিতঃ ॥ ১২ ॥ ততো ব্যজিজ্ঞপংস্তস্মৈ স্বেষামাগমকারণম্। সুরা ঊচুঃ। ভগবন্ ভারতীনাথ দৈত্যা হস্মান্ বলোৎকটাঃ ॥ ১৩ ॥ বাধতে সততং দেব তত্র ব্রূহি প্রতিক্রিয়াম্। ইত্যুক্তঃ স সুরৈর্ব্রহ্মা তানাহ কৃপয়া বচঃ ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ। মাভৈষ্ট যূয়ং বিবুধাস্তত্রোপায়ং ব্রবীম্যহম্। মাহেশ্বরং মাহাযজ্ঞমসুরাণাং বিনাশনম্ ॥ ১৫ ॥ প্রারভধ্বং সুরা যূয়ং মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। অয়ঞ্চ দৈবতৈঃ সর্ব্বৈর্বিধিলোপং বিনা কৃতঃ ॥১৬॥ মাহেশ্বরো মহাযজ্ঞঃ ক্রিয়তাং গন্ধমাদনে। যদি হ্যন্যত্র তং যজ্ঞং কুর্য্যুস্ত্বদ্বিবুধর্ষভাঃ ॥ ১৭ ॥ যজ্ঞবিঘ্নং তদা কুর্য্যুর্দুরাত্মানঃ সুরদ্বিষঃ। ক্রিয়তে যদ্যয়ং যজ্ঞো গন্ধমাদনপর্ব্বতে ॥ ১৮ ॥ সুদর্শনপ্রসাদেন নৈব বিঘ্নো ভবেত্তদা। অহির্বুধ্ন্যাভিধানস্য মহর্ষের্গন্ধমাদনে ॥ ১৯ ॥ অনুগ্রহায় তত্তীর্থে সন্নিধত্তে সুদর্শনম্। অতঃ কুরুধ্বং ভো সুরা

যজ্ঞং গন্ধমাদনে ॥ ২০ ॥ নাতিদূরে চক্রতীর্থাদসুরাণাং বিনাশকম্। ততস্তে ব্রহ্মবচসা সহসা গন্ধমাদনম্ ॥ ২১ ॥ বৃহস্পতিং পুরস্কৃত্য জগ্মুর্যজ্ঞচিকীর্ষয়া। তে প্রণম্য মহাত্মানমহির্বুধ্ন্যং মুনীশ্বরম্ ॥ ২২ ॥ অকল্পয়ন যজ্ঞবাটান্নাতিদূরে তদাশ্রমাৎ। যজ্ঞকর্ম্মসু নিষ্ণাতৈঃ সহিতাস্তে তপোধনৈঃ ॥ ২৩ ॥ ইষ্টিমারেভিরে দেবা অসুরাণাং বিনাশিনীম্। তস্মিন্ কর্ম্মণি হোতাসীৎ স্বয়মেব বৃহস্পতিঃ ॥ ২৪ ॥ বভূব মৈত্রাবরুণো জয়ন্তঃ পাকশাসনিঃ। অচ্ছাবাকো বভূবাত্র বসুনামষ্টমো বসুঃ ॥ ২৫ ॥ গ্রাবস্তুদভবত্তত্রঃ শক্তিপুত্রঃ পরাশরঃ। অষ্টাবক্রো মহাতেজা অধ্বর্য্যুর্ধুরমুঢবান্ ॥২৬॥ তত্র প্রতিপ্রস্থাতাভূদ্বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। নেষ্টা বভূব বরুণ উন্নেতা চ ধনেশ্বরঃ ২৭ ॥ ব্রহ্মা বভূব সবিতা যজ্ঞস্যার্দ্ধধুরং বহন্ বভূব ব্রাহ্মণাচ্ছংসী বসিষ্ঠো ব্রহ্মণোত্তমঃ ॥ ২৮ আগ্নীধ্রোঽভূচ্ছুনঃশেফঃ পোতা জাতশ্চ পাবকঃ উদ্গাতা বায়ুরভবৎ প্রস্তোতা চ পরেতরাট্ ॥ ২৯ প্রতিহর্ত্তা তু তত্রাসীদগস্ত্যঃ কুম্ভসম্ভবঃ। সুব্রহ্মণ্যো মধুচ্ছন্দা বিশ্বামিত্রাত্মজো মহান্ ॥ ৩০ ॥ যজমানঃ স্বয়মভূদ্দেবরাজঃ পুরন্দরঃ। উপদ্রষ্টা বভূবাত্র ব্যাসপুত্রঃ শুকো মুনিঃ ॥ ৩১ ॥ ততস্তে ঋত্বিজঃ সর্ব্বে

করিবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। বহুকাল মন্ত্রণা করিবার পর, তাঁহারা ইন্দ্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ব্রহ্মভবনে গমন করিলেন। সুরগণ ব্রহ্মসমীপে উপস্থিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন ও স্তব করিলেন। অনন্তর আপনাদের আগমনকারণ ব্রহ্মার নিকট বলিলেন। সুরগণ কহিলেন,—হে ভারতীপতে, ভগবন্! বল-গর্ব্বিত দৈত্যগণ সর্ব্বদাই আমাদিগকে উৎপীড়িত করিতেছে। অতএব হে দেব! ইহার প্রতিবিধান কি? বলুন। সুরগণ এই কথা কহিলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া কহিলেন,—হে বিবুধগণ! তোমরা ভয় করিও না! এ সম্বন্ধে আমি উপায় বলিতেছি,—মাহেশ্বরনামক মহাযজ্ঞই অসুরগণের ধ্বংসকর; অতএব তত্ত্বদর্শী মুনিগণের সহিত তোমরা এই যজ্ঞ আরম্ভ কর। পূর্ব্বে সমস্ত দেবই বিধিপূর্ব্বক এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তোমরা এক্ষণে গন্ধমাদনে গিয়া এই মাহেশ্বর মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। যদি অন্যত্র বিবুধশ্রেষ্ঠগণ এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সুরদ্বেষী দুরাত্মগণ এ যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। কিন্তু গন্ধমাদন শৈলে এ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে সুদর্শনের প্রসাদে যজ্ঞ-বিঘ্ন কখনই হইবে না। সুদর্শন

মহর্ষি অহির্বুধ্নের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া গন্ধমাদনস্থিত চক্রতীর্থে সর্ব্বদাই সন্নিহিত। অতএব তোমরা গন্ধমাদন শৈলে চক্রতীর্থের অনতিদূরে এই অসুরবিনাশক যজ্ঞানুষ্ঠান কর।১৬—২০। অনন্তর দেবগণ ব্রহ্মার কথানুসারে বৃহস্পতিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায়ে সত্বর গন্ধমাদনে গমন করিলেন। যেখানে গিয়া তাঁহারা মহাত্মা মহামুনি অহির্বুধ্নকে প্রণাম পূর্ব্বক তদীয় আশ্রমের অনতিদূরে যজ্ঞস্থান কল্পনা করিলেন। দেবগণ যজ্ঞক্রিয়ায় অভিজ্ঞ তপস্বীদিগের সহিত অসুরবিনাশিনী ইষ্টি সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ কর্ম্মে স্বয়ং বৃহস্পতি হোতার পদ গ্রহণ করিলেন। ইন্দ্রনন্দন জয়ন্ত মৈত্রাবরুণ, অষ্টম বসু অচ্ছাবাক, শক্তি-পুত্র পরাশর গ্রাবস্তুৎ, মহাতেজা অষ্টাবক্র অধ্বর্য্যু, মহামুনি বিশ্বামিত্র প্রতিপ্রস্থাতা, বরুণ নেষ্টা, ধনেশ্বর উন্নেতা, যজ্ঞের অর্দ্ধভারবাহী সবিতা ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণবর বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, অগ্নিধ্র শুনঃশেফ হোতা, পাবক জাত, বায়ু উদ্গাতা, যম প্রস্তোতা, কুম্ভযোনি অগস্ত্য প্রতিহর্ত্তা, বিশ্বামিত্রতনয় মধুচ্ছন্দঃ সুব্রহ্মণ্য, দেবরাজ

দেবরাজং পুরন্দরম্। বিধিবদ্দীক্ষয়াঞ্চক্রুস্তত্র মাহেশ্বরে ক্রতৌ॥ ৩২ ॥ প্রাবর্ত্তত মহাযজ্ঞ এবং বৈ গন্ধমাদনে। সুদর্শনপ্রভাবেণ দুঃসহেনাতিপীড়িতাঃ॥ ৩৩ ॥ নাবিন্দন্নসুরাস্তত্র রন্ধ্রং যজ্ঞে প্রবর্ত্তিতে। এবন্নিরন্তরায়োঽসৌ প্রাবর্ত্তত মহাক্রতুঃ॥ ৩৪ ॥ ভক্ষয়ংশ্চ হবিস্তত্র জজ্বাল হুতবাহনঃ। বিধিবৎ কর্ম্মজালানি কৃত্বাধ্বর্য্যুরসম্ভ্রমাৎ ॥ ৩৫ ॥ মন্ত্রপূতং পুরোড়াশং জুহবামাস পাবকে। হুতশেষং পুরোড়াশং বিভজ্যাধ্বর্য্যুরাদরাৎ॥ ৩৬॥ ঋত্বিগ্‌ভ্যো হোতৃমুখেভ্যঃ প্রদদৌ পাপনাশনম্। সবিত্রে ব্রহ্মণে চৈকমত্যুগ্রতরতেজসম্॥ ৩৭॥ দদৌ তত্র পুরোডাশভাগং প্রাশিত্রনামকম্। প্রতিজগ্রাহ পাণিভ্যাং প্রাশিত্রং সবিতা তদা ॥ ৩৮॥ সবিত্রা স্পৃষ্টমাত্রং সত্তৎ প্রাশিত্রং দুরাসদম্। তস্য পাণী প্রচিচ্ছেদ পশ্যতাং সর্ব্বঋত্বিজাম্ ॥ ৩৯ ॥ ততঃ সঞ্ছিন্নপাণিঃ স প্রাশিত্রেণোগ্রতেজসা। কিমেতদিতি সন্ত্রস্তো বিষণ্ণবদনোঽভবৎ ॥ ৪০ ॥ সবিতা ঋত্বিজঃ সর্ব্বান্ সমাহূয়েদমব্রবীৎ। সবিতোবাচ। পুরোড়াশস্য ভাগোঽয়ং মম প্রাশিত্রনামকঃ॥ ৪১ ॥ দত্তশ্চিচ্ছেদ মৎপাণী মিষৎস্বেব ভবৎস্বপি। অতো ভবন্তঃ সম্ভূয় সর্ব্ব এব হি ঋত্বিজঃ। কল্পয়ন্তামমো পাণী নোচেদ্‌যজ্ঞং নিহন্ম্যহম্॥ ৪২॥ সবিতুর্বাক্যমাকর্ণ্য তে সর্ব্বে সমচিন্তয়ন্॥ ৪৩॥ তত্র মধ্যে মুনীন্দ্রাণাং দেবানাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ। অষ্টাবক্রো মহাতেজা ঋত্বিজস্তানভাষত॥ ৪৪॥ অষ্টাবক্র উবাচ। শৃণুধ্বমৃত্বিজঃ সর্ব্বে মম বাক্যং সমাহিতাঃ। ময়ি জীবতি বিপ্রেন্দ্রা বিরিঞ্চীনাং শতং গতম্॥ ৪৫॥ জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ চতুরাননকোটয়ঃ। পশ্যন্নেব চ তান্ সর্ব্বানহং প্রাণানধারয়ম্ ॥৪৬॥ তত্র লোকেশ্বরাভিখ্যে বর্ত্তমানে প্রজাপতৌ। বিপ্রো হরিহরো নাম নিবসঞ্চ্যামলাপুরে॥ ৪৭ ॥ ব্যাধেনারণ্যবাসেন কেনাপি লক্ষ্যবেধিনা। ছিন্নপাদোঽভবদ্বাণৈর্লক্ষ্যমধ্যে সমাগতঃ॥ ৪৮॥ স গন্ধমাদনং প্রাপ্য মুনিভিঃ প্রেরিতস্তদা। স্নাত্বা চ মুনিতীর্থেঽস্মিন্ প্রাপ্তবাংশ্চরণৌ পুরা॥ ৪৯ ॥ তদা পুণ্যমিদং তীর্থং মুনিতীর্থমিতীরিতম্। ইদানীং চক্রতীর্থাখ্যং চক্রনাম হবিন্দত॥ ৫০ ॥ তদত্র ক্রিয়তাং স্নানং প্রাশিত্রচ্ছিন্নপাণিনা। মুনিতীর্থে সবিত্রাপি যুষ্মাকং

পুরন্দর স্বয়ং যজমান এবং ব্যাসপুত্র শুক ঐ যজ্ঞের উপদ্রষ্টা হইলেন। অনন্তর ঋত্বিক্‌গণ সকলে মিলিয়া সেই মাহেশ্বর যজ্ঞে ইন্দ্রকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন। এইরূপে গন্ধমাদন শৈলে মহাযজ্ঞ আরব্ধ হইল। সুদর্শনের তীব্র প্রভাবে পীড়িত হইয়া অসুরেরা সে যজ্ঞে আর রন্ধ্র পাইল না। এইরূপে নির্ব্বিঘ্নে ঐ মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন হইতে লাগিল। হব্যবাহন তথায় হবির্ভক্ষণ হইয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। অধ্বর্য্যু অব্যগ্রভাবে বিধিমত সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া মন্ত্রপূত পুরোডাশ পাবকে হবন করিলেন। ঐ যজ্ঞে প্রাশিত্রনামক পুরোডাশভাগ প্রদত্ত হইল। তখন সবিতা উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া প্রাশিত্র গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সবিতা এই দুরাসদ প্রাশিত্র গ্রহণ করিবামাত্র ঋত্বিক্‌গণের সমক্ষে তাঁহার পাণিদ্বয় ছিন্ন হইল। সবিতা উগ্রতেজ প্রাশিত্র দ্বারা ছিন্নপাণি হইয়া ইহা আমার কি হইল? বলিয়া সন্ত্রস্ত ও বিষণ্ণ হইলেন। তখন তিনি ঋত্বিক্‌দিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—ঐ পুরোডাশের প্রাশিত্রনামক মদীয় অংশ আমাকেই দেওয়া হইয়াছে; অথচ আপনাদের সমক্ষেই ইহাতে আমার পাণিদ্বয় ছিন্ন হইয়া গেল। অতএব আপনারা সমস্ত ঋত্বিক্ মিলিত হইয়া আমার এই ছিন্নপাণিদ্বয় পুনরায় প্রস্তুত করিয়া দিন; নচেৎ আমি এই যজ্ঞ ধ্বংস করিব।২১-৪২। সবিতার বাক্য শুনিয়া ঋত্বিক্‌গণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন দেব ও মুনীন্দ্রগণের মধ্য হইতে মহাতেজা অষ্টাবক্র ঋত্বিক্‌দিগকে বলিয়া উঠিলেন,—হে ঋত্বিক্‌গণ! আপনারা সকলে সমাহিত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আমি জীবিত থাকিতে শত শত বিরিঞ্চি অতীত হইয়াছেন এবং কোটি কোটি ব্রহ্মা জন্মিতেছেন ও মরিতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে দেখিয়াই প্রাণধারণ করিয়া আছি। যখন লোকেশ্বর নামক প্রজাপতির অধিকার কাল বর্ত্তমান, তখন হরিহর নামে জনৈক বিপ্র শ্যামলাপুরে বাস করিতেন। ঐ সময় এক লক্ষ্যবেধী অরণ্যবাসী ব্যাধের শরে তিনি ছিন্নপাদ হন। তদবস্থায় মুনিগণের প্রেরণায় তিনি গন্ধমাদনে আসিয়া মুনিতীর্থে স্নানপূর্ব্বক পুনরায় চরণদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন হইতে এই পুণ্যতীর্থ মুনিতীর্থ নামে অভিহিত হয়। এক্ষণে ইহা চক্রের নামানুসারে চক্রতীর্থ নাম লাভ করিয়াছে। অতএব আপনাদের যদি অভিপ্রায় হয়; তবে প্রাশিত্র

যদি রোচতে॥ ৫১॥ ঋত্বিজঃ কথিতাস্ত্বেবমষ্টাবক্র-মহর্ষিণা। সবিতারমভাষন্ত সর্ব্ব এব প্রহর্ষিতাঃ॥৫২॥ সবিতঃ স্নাহি তীর্থেঽস্মিংস্তব পাণী ভবিষ্যতঃ। অষ্টাবক্রো যথা প্রাহ তথা কুরু সমাহিতঃ॥ ৫৩॥ ততঃ স সবিতা গত্বা চক্রতীর্থং মহত্তরম্। সস্নৌ পাণ্যোরবাপ্ত্যর্থমিষ্টদায়িনি তত্র সঃ॥৫৪॥ উত্তিষ্ঠন্নেব স তদা তত্র স্নাত্বা সভক্তিকম্। যুক্তো হিরণ্ময়াভ্যান্ত পাণিভ্যাং সমদৃশ্যত॥৫৫॥ হিরণ্যপাণিং তং দৃষ্ট্বা জহৃষুঃ সর্ব্বঋত্বিজঃ। ততঃ সমাপ্য তং যজ্ঞং দৈত্যসঙ্ঘান্ বিজিত্য চ॥ ৫৬॥ ইন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে সুখিতাঃ স্বর্গমাযযুঃ। তস্মাদেতৎ সমাগত্য তীর্থং সর্ব্বৈশ্চ মানবৈঃ॥ ৫৭॥ সেবনীয়ং প্রযত্নেন স্বস্বাভীষ্টস্য সিদ্ধয়ে। অন্ধৈশ্চ কুণিভির্মূকৈর্ব্বধিরৈঃ কুব্জকৈরপি॥ খঞ্জৈঃ পঙ্গুভিরপোতদঙ্গহীনৈস্তথাপরৈঃ। সঞ্ছিন্ন-পাণিচরণৈঃ সঞ্ছিন্নান্যাঙ্গসঙ্ঘয়ৈঃ॥ ৫৯॥ মনুষ্যৈশ্চ তথান্যৈশ্চ বিকলাঙ্গস্য পূর্ত্তয়ে। সেবনীয়মিদং তীর্থং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কম্॥ ৬০॥ এবং বঃ কথিতং বিপ্রাশ্চক্রতীর্থস্য বৈভবম্। যত্র স্নাত্বা পুরা ছিন্নৌ পাণী প্রাপ প্রভাকরঃ॥ ৬১॥ যঃ পঠেদিমমধ্যায়ং

দ্বারা ছিন্নপাণি সবিতা এই মুনিতীর্থে স্নান করুন। মহর্ষি অষ্টাবক্র ঋত্বিক্দিগকে এই কথা কহিলে তাঁহারা হৃষ্ট হইয়া সবিতাকে বলিলেন,—হে রবে! তুমি এই তীর্থে স্নান কর; তোমার পাণিদ্বয় প্রাদুর্ভূত হইবে। অষ্টাবক্র যাহা বলিয়াছেন, তুমি সমাহিত হইয়া তাহাই কর। অনন্তর সবিতা মহত্তর চক্রতীর্থে গমন করিয়া পাণিদ্বয় পাইবার নিমিত্ত সেই ইষ্টপ্রদ তীর্থে স্নান করিলেন তিনি ভক্তিপূর্ব্বক স্নানান্তে উত্থিত হইবামাত্র দেখা গেল, তাঁহার পাণিযুগল হিরণ্ময় হইয়াছে। তাঁহাকে হিরণ্যপাণি দেখিয়া সমস্ত ঋত্বিকেরাই হৃষ্ট হইলেন। অনন্তর ইন্দ্রাদি সুরগণ যজ্ঞ সমাপনান্তে দৈত্যগণকে জয় করিয়া স্বচ্ছন্দে পুনরায় স্বর্গবাস প্রাপ্ত হইলেন। অতএব এই তীর্থে আসিয়া স্ব স্ব অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত সকল মানবেরই যত্নপূর্ব্বক ইহা সেবা করা কর্ত্তব্য। অন্ধ, কুনখী, মূক, বধির, কুব্জ, খঞ্জ, পঙ্গু, অঙ্গহীন, ছিন্নপাণিপদ, বা অপর কোন অঙ্গবিরহিত মনুষ্যগণ স্ব স্ব বিকলাঙ্গের পূরণের নিমিত্ত এই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ তীর্থকে অবশ্যই সেবা করিবে। হে বিপ্রগণ! এই আমি চক্রতীর্থের বৈভব আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এখানে স্নান করিয়া প্রভাকর

শৃণুয়াদ্বা সমাহিতঃ। অঙ্গানি বিকলাঙ্গস্য পূর্ণানি স্যুর্ন সংশয়ঃ॥ ৬২॥ মোক্ষকামস্য মর্ত্ত্যস্য মুক্তিঃ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চক্রতীর্থপ্রশংসায়ামাদিত্যহিরণ্ময়-পাণ্যবাপ্তিবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশো-ঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীসূত উবাচ। চক্রতীর্থে নরঃ স্নাত্বা শিব-তীর্থং ততো ব্রজেৎ। যত্র হি স্নানমাত্রেণ মহা-পাতককোটয়ঃ॥ ১॥ তৎসংসর্গাশ্চ নশ্যন্তি তৎক্ষণা-দেব তাপসাঃ। অত্র স্নাত্বা ব্রহ্মহত্যাং মুমুচে কাল-ভৈরবঃ॥ ২॥ ঋষয় উচুঃ। কাল-ভৈরবরুদ্রস্য ব্রহ্মহত্যা মহামুনে। কিমর্থমভবৎ সূত তন্নো বক্তুমিহার্হসি॥ ৩॥ শ্রীসূত উবাচ। বক্ষ্যামি মুনয়ঃ সর্ব্বে পুরাবৃত্তং বিমুক্তিদম্। যস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৪৪॥ প্রজাপতেশ্চ বিষ্ণোশ্চ বভূব কলহঃ পুরা। কিঞ্চিৎ কারণমুদ্দিশ্য সমস্ত-

তাঁহার ছিন্ন পাণিদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সমাহিত হইয়া যে ব্যক্তি এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার বিকলাঙ্গ সকল নিশ্চয়ই পূর্ণ হইয়া থাকে। মুমুক্ষু মানবের এইখানেই মুক্তি হয়, সন্দেহ নাই। ৪৩—৬৩

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—নর চক্রতীর্থে স্নান করিয়া পরে শিবতীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নানমাত্রেই কোটি কোটি মহাপাতক ও তাদৃশ পাতকীর সংসর্গ-জন্য পাপ তৎক্ষণাৎ প্রনষ্ট হইয়া থাকে। হে তাপসগণ! এইখানে স্নান করিয়া কালভৈরব ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! কালভৈরবাখ্য রুদ্রের ব্রহ্ম-হত্যা হইয়াছিল কি জন্য? তাহা আমাদের নিকট বল? সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ! আমি সেই বিমুক্তিপ্রদ পুরাবৃত্তান্ত বলিতেছি; ইহার শ্রবণমাত্রে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। পুরাকালে কোন এক কারণবশতঃ প্রজাপতি ও বিষ্ণুর কলহ

জনসন্নিধৌ ॥ ৫ ॥ অহমেব জগৎকর্ত্তা নান্যঃ কর্ত্তাস্তি কশ্চন। অহং সর্ব্বপ্রপঞ্চানাং নিগ্রহানুগ্রহপ্রদঃ ॥ ৬ ॥ মত্তো নাস্ত্যধিকঃ কশ্চিন্মৎসমো বা সুরেষ্বপি। এবং স মন্যুতে ব্রহ্মা দেবানাং সন্নিধৌ পুরা ॥ ৭ ॥ তদা নারায়ণঃ প্রাহ প্রহসন্ দ্বিজপুঙ্গবাঃ। কিমর্থমেবং ব্রূষে ত্বমহঙ্কারেণ সাম্প্রতম্ ॥ ৮ ॥ বাক্যমেবংবিধং ভূয়ো বক্তুং নার্হসি বৈ বিধে। অহমেব জগৎকর্ত্তা যজ্ঞো নারায়ণো বিভুঃ ॥ ৯ ॥ মাং বিনাস্য প্রপঞ্চস্য জীবনং দুর্লভং ভবেৎ। মৎপ্রসাদাজ্জগৎসৃষ্টং ত্বয়া স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ১০ ॥ বিবাদং কুর্ব্বতোরেবং ব্রহ্মবিষ্ণ্বোর্জয়ৈষিণোঃ। বেদানাং পুরতস্তত্র বেদাশ্চত্বার আগতাঃ। প্রোচুর্বাক্যমিদং তথ্যং পরমার্থপ্রকাশকম্ ॥ ১১ ॥ বেদা উচুঃ। ত্বং বিষ্ণো ন জগৎকর্ত্তা ন ত্বং ব্রহ্মন্ প্রজাপতে ॥ ১২ ॥ কিং ত্বীশ্বরো জগৎকর্ত্তা পরাৎপরতরো বিভুঃ। তন্মায়াশক্তিসংক্লৃপ্তমিদং স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ১৩ ॥ সর্ব্বদেবাভিবন্দ্যো হি সাম্বঃ সত্যাদিলক্ষণঃ। স্রষ্টা চ পালকো হর্ত্তা স এব জগতাং প্রভুঃ ॥ ১৪ ॥ এবং সমীরিতং বেদৈঃ শ্রুত্বা বাক্যং শুভাক্ষরম্। ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তদা তত্র প্রোচতুর্দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণু উচতুঃ। পার্ব্বত্যালিঙ্গিতঃ শম্ভুর্মূর্ত্তিমান্ প্রমথাধিপঃ। কথং ভবেৎ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৬ ॥ তাভ্যামিতীরিতে তত্র প্রণবঃ প্রাহ তৌ তদা। অরূপো রূপমাদায় মহতা ধ্বনিনা দ্বিজাঃ ॥ ১৭ ॥ প্রণব উবাচ। অসৌ শম্ভুর্মহাদেবঃ পার্ব্বত্যা স্বাতিরিক্তয়া। সংক্রীড়তে কদাচিন্নো কিং তু স্বাত্মস্বরূপয়া ॥ ১৮ ॥ অসৌ শম্ভুরনীশানঃ স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ। বিশ্বাধিকো মহাদেবো বিশ্বাধিক ইতি শ্রুতঃ ॥ ১৯ ॥ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বকর্ত্তাসৌ স্বতন্ত্রঃ সর্ব্বভাবনঃ। ব্রহ্মন্নয়ং সৃষ্টিকালে ত্বাং নিযুঙ্‌ক্তে রজোগুণৈঃ ॥ ২০ ॥ সত্ত্বেন রক্ষণে শম্ভুস্ত্বাং প্রেষয়তি কেশব। তমসা কালরুদ্রাখ্যং সম্প্রেরয়তি সংহৃতৌ ॥ ২১ ॥ অতঃ স্বতন্ত্রতা বিষ্ণো যুবয়োর্ন কদাচন। নাপি প্রজাপতেরস্তি কিন্তু শম্ভোঃ স্বতন্ত্রতা ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মন্ বিষ্ণো যুবাভ্যাঞ্চ কিমর্থং ন মহেশ্বরঃ। জ্ঞায়তে সর্ব্বলোকানাং কর্ত্তা বিশ্বাধিকস্তথা ॥ ২৩ ॥ সাপি

উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন,—আমি জগৎকর্ত্তা, অন্যকর্ত্তা নাই। আমিই সমস্ত প্রপঞ্চের নিগ্রহ ও অনুগ্রহবিধাতা, আমা হইতে অধিক বা আমার তুল্য, সুরগণ মধ্যে কেহই নাই। ব্রহ্মা দেবগণসমক্ষে মনে মনে এইরূপই ধারণা করিয়াছিলেন। তখন নারায়ণ হাস্য করিয়া বলিলেন, —তুমি কি নিমিত্ত অহঙ্কারে আবৃত হইয়া সম্প্রতি এমন কথা কহিতেছ? হে বিধে! এরূপ কথা পুনরায় তুমি বলিও না। জানিবে, আমিই জগৎকর্ত্তা, যজ্ঞমূর্ত্তি, ভগবান্ নারায়ণ। আমা ব্যতিরিক্ত এই প্রপঞ্চের জীবন দুর্লভ হইয়া থাকে। আমার প্রসাদেই এই চরাচর জগৎ সৃজন করিয়াছ। এইরূপে ব্রহ্মা বিষ্ণু পরস্পর জিগীষু হইয়া দেবগণের মধ্যে বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে বিবাদভঞ্জনার্থ চতুর্ব্বেদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া বিষ্ণুকে এই পরমার্থপ্রকাশক তথ্য বাক্য বলিলেন যে, হে বিষ্ণো! তুমি জগতের কর্ত্তা নহ; আর হে প্রজাপতে ব্রহ্মন্! তুমিও জগতের কর্ত্তা নহ। কিন্তু পরাৎপর ভগবান্ ঈশ্বরই জগৎকর্ত্তা। তাঁহারই মায়াশক্তি দ্বারা এই চরাচর পরিব্যাপ্ত। তিনি সর্ব্বদেবের অভিবন্দিত সত্যাদিস্বরূপ। জগতের স্রষ্টা, সংহর্ত্তা ও পালন-কর্ত্তা বলিতে সেই ভগবান্‌কেই বুঝাইয়া থাকে। ১—১৪। হে দ্বিজগণ! বেদ সকল ঐ কথা কহিলে, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তখন তাহা শুনিয়া এই শুভবাক্য বলিলেন যে, শম্ভু প্রমথগণের অধিপতি এবং পার্ব্বতী দ্বারা আলিঙ্গিত। তিনি কিরূপে সর্ব্ব-সঙ্গ-বর্জ্জিত পরব্রহ্ম নামে অভিহিত হইবেন? তাঁহারা এই সকল কথা কহিলে প্রণব অরূপ হইয়াও রূপ-পরিগ্রহপূর্ব্বক মহানিনাদে তাঁহাদিগকে কহিল,—ঐ মহাদেব শম্ভু কখনও স্বাতিরিক্ত পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করেন না, কিন্তু স্বীয় আত্মস্বরূপিণী শক্তির সহিতই ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ঐ শম্ভু অনীশ, স্বপ্রকাশ, নিরঞ্জন, বিশ্বাধিক, মহাদেব বলিয়াই প্রসিদ্ধ। উনি সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বকর্ত্তা, স্বতন্ত্র ও সর্ব্বভাবন। হে ব্রহ্মন্! ঐ শম্ভু সৃষ্টিকালে তোমায় রজোগুণে নিযুক্ত করেন। হে কেশব! উনিই সত্ত্বগুণে তোমাকে সৃষ্টিরক্ষার্থ প্রেরণ করিয়া থাকেন এবং সংহার-কালে তমোগুণে কালরুদ্রকে প্রেরণ করেন। অতএব হে বিষ্ণো! তোমাদের উভয়ের স্বাতন্ত্র্য কখন নাই এবং প্রজাপতিরও স্বতন্ত্রতা নাই। কিন্তু শম্ভুর স্বতন্ত্রতা আছে। হে ব্রহ্মন্! হে বিষ্ণো! তোমরা উভয়ে কি নিমিত্ত সেই সর্ব্বলোক-কর্ত্তা বিশ্বাতিরিক্ত মহেশ্বরকে

শক্তিরুমা দেবী ন পৃথক্ শঙ্করাৎ সদা। শম্ভো-রানন্দভূতা সা দেবী নাগন্তুকী স্মৃতা॥ ২৪॥ অতো বিশ্বাধিকো রুদ্রঃ স্বতন্ত্রো নির্ব্বিকল্পকঃ। সর্ব্বদেবৈরয়ং বন্দ্যো যুবাভ্যামপি শঙ্করঃ॥ ২৫॥ কর্ত্তা নাস্ত্যস্তি রুদ্রস্য নাধিকোঽস্মাচ্চ বিদ্যতে। ন তৎসমোঽপি লোকেষু বিদ্যতে শতশস্তথা॥ ২৬॥ অতো মোহং ন কুরুতং ব্রহ্মবিষ্ণূ যুবাং বৃথা। ইত্যুক্তং প্রণবেনাথ শ্রুত্বা ব্রহ্মা চ কেশবঃ॥ ২৭॥ মাময়া মোহিতৌ শম্ভোর্নৈবাজ্ঞানমমুঞ্চতাম্। এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা প্রদদর্শ মহাদ্ভুতম্॥ ২৮॥ ব্যাপ্নুবদ্গগনং সর্ব্ব-মনন্তাদিত্যসন্নিভম্। তেজোমণ্ডলকাশমধ্যগং বিশ্বতোমুখম্॥ ২৯॥ তন্নিরূপয়িতুং ব্রহ্মা সসর্জ্জো-র্দ্ধগতং মুখম্। তপোবলবিসৃষ্টেন পঞ্চমেন মুখেন সঃ॥ ৩০॥ নিরূপয়ামাস বিভুস্তত্তেজোমণ্ডলং মুহুঃ। তৎপ্রজজ্বাল কোপেন মুখং তেজোবিলোকনাৎ॥ ৩১॥ অনন্তাদিত্যসঙ্কাশং জ্বলত্তৎ পঞ্চমং শিরঃ। দিধক্ষুঃ প্রলয়ে লোকান্ বড়বাগ্নিরিবাবভৌ॥

৩২॥ ব্যদৃশ্যত চ তত্তেজঃ পুরুষো নীললোহিতঃ। দৃষ্ট্বা স্রষ্টা হদা ব্রহ্মা বভাষে পরমেশ্বরম্॥ ৩৩॥ বেদাহং ত্বাং মহাদেব ললাটান্মে পুরা ভবান্। বিনির্গতোঽসি শম্ভো ত্বং রুদ্রনামা মমাত্মজঃ॥ ৩৪॥ ইতি গর্ব্বেণ সংযুক্তং বচঃ শ্রুত্বা মহেশ্বরঃ। কালভৈরবনামানং পুরুষং প্রাহিণোত্তদা॥ ৩৫॥ অযুধ্যত চিরং কালং ব্রহ্মণা কালভৈরবঃ। মহা-দেবাংশসম্ভূতঃ শূলটঙ্কগদাধরঃ॥ ৩৬॥ যুদ্ধা তু সুচিরং কালং ব্রহ্মণা কালভৈরবঃ। বদনং ব্রহ্মণঃ শুভ্রং ব্যলোকয়ত পঞ্চমম্॥ ৩৭॥ বিলক্যোর্দ্ধগতং বক্ত্রং পঞ্চমং ভারতীপতেঃ। গর্ব্বেণ মহতা যুক্ত প্রজজ্বালাতিকোপিতঃ॥ ৩৮॥ ততস্তৎ পঞ্চমং বক্ত্রং ভৈরবঃ প্রাচ্ছিনত্রুষা। ততো মমার ব্রহ্মাসৌ কালভৈরবহিংসিতঃ॥ ৩৯॥ ঈশ্বরস্য প্রসাদেন প্রপেদে জীবিতং পুনঃ। ততো বিলোকয়ামাস শঙ্করং শশিভূষণম্॥ ৪০॥ বাসুক্যাদ্যষ্টভোগীন্দ্রবিভূষণবিভূষিতম্। দৃষ্ট্বা বেধা মহাদেবং পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করম্॥ ৪১॥ লেভে মাহেশ্বরং জ্ঞানং মহাদেবপ্রসাদতঃ। ততস্তুষ্টাব

পরিজ্ঞাত হইতেছ না। সেই শক্তি উমা দেবীও শঙ্কর হইতে পৃথক্ নহেন। তিনি শম্ভুর আনন্দ-স্বরূপিণী দেবী। তাঁহাকে কোন ভিন্ন স্থান হইতে আগত বলা যায় না। অতএব বিশ্বাতিরিক্ত রুদ্র স্বতন্ত্র ও নির্ব্বিকল্প। সকল দেবই ইঁহাকে বন্দনা করিয়া থাকেন। অতএব শঙ্কর তোমা-দেরও বন্দনীয়। এই রুদ্রের কেহ কর্ত্তা নাই, এবং ইঁহা অপেক্ষা অধিকও কেহই নাই। এ জগতে তাঁহার সমানও কেহই নাই। অতএব হে ব্রহ্মবিষ্ণো! তোমরা বৃথা মোহে পতিত হইও না। প্রণব এই কথা কহিলে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তৎ-শ্রবণে মায়ায় মোহিত হইয়া শম্ভু-বিষয়ক অজ্ঞান পরিহার করিতে পারিলেন না। ইত্যবকাশে ব্রহ্মা এক মহা অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলেন; দেখি-লেন,—অনন্ত আদিত্যসন্নিভ বিশ্বব্যাপী তেজো-মণ্ডল আকাশদেশ পরিব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করি-তেছে। ব্রহ্মা সেই তেজঃপুঞ্জ নিরূপণ করিবার নিমিত্ত উর্দ্ধাদিকে এক মুখ সৃষ্টি করিলেন। সেই মুখ তাঁহার তপঃপ্রভাবসৃষ্ট পঞ্চম মুখ হইল। তিনি সেই মুখ দ্বারা সেই বিশ্বব্যাপী তেজোমণ্ডল বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তেজ দর্শনে কোপভরে তদীয় মুখ প্রজ্জলিত হইতে লাগিল। তাঁহার অনন্ত সূর্য্যসদৃশ পঞ্চম মস্তক জ্বলিত হইয়া প্রলয়ে লোক-দহনেচ্ছু বাড়বাগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান হইল।

অনন্তর সেই তেজ নীললোহিত পুরুষাকার পরিদৃশ্যমান হইল। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তখন তাহা দেখিয়া পরমেশ্বরকে বলিলেন,—হে মহাদেব! তোমাকে আমি জানি, পূর্ব্বে তুমি আমারই ললাট হইতে নির্গত হইয়াছিলে। হে শম্ভো! তুমি রুদ্রনামক আমারই আত্মজ। মহেশ্বর ব্রহ্মার এই গর্ব্বোক্তি শ্রবণ করিয়া কাল-ভৈরবনামক পুরুষকে প্রেরণ করিলেন। কালভৈরব প্রেরিত হইয়া ব্রহ্মার সহিত বহুকাল যুদ্ধ করিল। ঐ কালভৈরব মহাদেবের অংশসম্ভূত। সে শূল, টঙ্ক ও গদা ধারণ করিয়া বহুকাল ব্রহ্মার সহিত যুদ্ধ করিবার পর ব্রহ্মার সেই শুভ্র পঞ্চমবদন অবলোকন করিল। ১৫—৩৭। ভারতীপতির উর্দ্ধস্থিত পঞ্চম-বদন দেখিয়া কালভৈরব মহাগর্ব্বে অত্যন্ত কোপে প্রজ্জলিত হইল এবং রোষভরে ব্রহ্মার সেই পঞ্চম-বক্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিল। অনন্তর কাল-ভৈরবের হিংস্রব্যবহারে ব্রহ্মা মৃত্যুগ্রস্ত হইলে ঈশ্বরের প্রসাদে পুনরায় তিনি জীবন প্রাপ্ত হই-লেন। অনন্তর শশি-শেখর শঙ্করকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন,—বাসুকি প্রভৃতি অষ্ট ভুজগেন্দ্রভূষণে তিনি বিভূষিত রহিয়াছেন। বিধাতা পার্ব্বতীসহ সেই মহাদেব শঙ্করকে দেখিয়া

গিরিশং বরেণ্যং বরদং শিবম্ ॥ ৪২ ॥ ব্রহ্মোবাচ। মহ্যং প্রসীদ গিরিশ শশাঙ্ককৃতশেখর। যন্ময়াপকৃতং শম্ভো তৎক্ষমস্ব দয়ানিধে ॥ ৪৩ ॥ ক্ষমস্ব মম গর্ব্বং ত্বং শঙ্করেতি পুনঃপুনঃ। নমশ্চকার সোমং সোমার্দ্ধকৃতশেখরম্ ॥ ৪৪ ॥ অথ দেবঃ প্রসন্নোঽভূদ্ ব্রহ্মণে স্বাংশজায় তু। মা ভৈরিত্যব্রবীচ্ছম্ভুর্ভৈরবং চাভ্যভাষত ॥ ৪৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। এষ সর্ব্বস্য জগতঃ পূজ্যো ব্রহ্মা সনাতনঃ। হতস্যাস্য বিরিঞ্চস্য ধারয় ত্বং শিরোঽধুনা ॥ ৪৬ ॥ ব্রহ্মহত্যাবিশুদ্ধ্যর্থং লোকসংগ্রহকাম্যয়া। ভিক্ষামট কপালেন ভৈরব ত্বং মমাজ্ঞয়া ॥ ৪৭ ॥ উক্ত্বৈবং শঙ্করো দেবস্তত্রৈ-বান্তরধীয়ত। নীলকণ্ঠো মহাদেবো গিরিজার্দ্ধসমু-ন্নতঃ ॥ ৪৮ ॥ ভৈরবং গ্রাহয়ামাস বদনং বেধসো দ্বিজাঃ। চরস্ব পাপশুদ্ধ্যর্থং লোকসংগ্রহণায় বৈ ॥ ৪৯ ॥ কপালধারী হস্তেন ভিক্ষাং গৃহ্ণন্ তু ভৈরবঃ। ইতীরয়িত্বা গিরিশঃ কন্যাং কাঞ্চিদ্ভয়ঙ্করীম্ ॥ ৫০ ॥ ব্রহ্মহত্যাভিধাং ক্রূরাং বড়বানলসন্নিভাম্। তাং প্রেরয়িত্বা গিরিশো ভৈরবং পুনরব্রবীৎ ॥ ৫১ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ভৈরবৈতদ্‌ব্রতং স্বঘং ব্রহ্মহত্যা-বিশুদ্ধয়ে। চর ত্বং সর্ব্বতীর্থেষু স্নাহি শুদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ ॥ ৫২ ॥ ততো বারাণসীং গচ্ছ ব্রহ্মহত্যাপ্রশান্তয়ে। বারাণসীপ্রবেশেন ব্রহ্মহত্যা তবাধমা ॥ ৫৩ ॥ পাদশেষা বিনষ্টা স্যাচ্চতুর্থাংশো ন নশ্যতি। তস্য নাশং প্রবক্ষ্যামি তব ভৈরব তচ্ছৃণু ॥ ৫৪ ॥ দক্ষিণাম্ভোনিধেস্তীরে গন্ধমাদনপর্ব্বতে। সর্ব্ব-প্রাণ্যুপকারায় কৃতং তীর্থং ময়া শুভম্ ॥ ৫৫ ॥ শিবসংজ্ঞং মহাপুণ্যং তত্র যাহি মমাদরাৎ। তৎ-প্রবেশনমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা তবাশুভা ॥ ৫৬ ॥ শিবতীর্থস্য মাহাত্ম্যান্নিঃশেষং নশ্যতি ধ্রুবম্। উক্ত্বৈবং ভৈরবং রুদ্রঃ কৈলাসং প্রযযৌ ক্ষণাৎ ॥ ৫৭ ॥ ততঃ কপালপাণিস্স ভৈরবঃ শিবচোদিতঃ। দেবদানব-যক্ষাদিলোকেষু বিচচার সঃ ॥ ৫৮ ॥ তং যান্তমন্বযাতি স্ম ব্রহ্মহত্যাতিভীষণা। ভৈরবঃ সর্ব্বতীর্থানি পুণ্যা-ন্যায়তনানি চ ॥ ৫৯ ॥ চরিত্বা লীলয়া দেবস্ততো বারাণসীং যযৌ। বারাণসীং প্রবিষ্টে তু ভৈরবে শঙ্করাংশজে ॥ ৬০ ॥ চতুর্থাংশং বিনা নষ্টা ব্রহ্মহত্যাতি-

তদীয় প্রসাদে মাহেশ্বর জ্ঞানলাভ করিলেন। অনন্তর তিনি গিরিশ, বরেণ্য, বরদ, শিবকে স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে গিরিশ! হে শশাঙ্কমৌলে! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে শম্ভো! হে দয়ানিধে! আমি যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর। হে শঙ্কর! আমার যে গর্ব্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও তুমি ক্ষমা কর। ব্রহ্মা পুনঃপুন এই কথা কহিয়া সেই চন্দ্রশেখরকে নমস্কার করিলেন। অনন্তর দেবদেব স্বীয় অংশসম্ভূত ব্রহ্মার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—তোমার ভয় নাই। অনন্তর তিনি ভৈরবের প্রতি বলিলেন,—দেখ, ভৈরব! ইনি ব্রহ্মা—সর্ব্বজগতের পূজ্য সনাতন পুরুষ। তুমি এই নিহত বিরিঞ্চির মস্তক অধুনা ধারণ কর। হে ভৈরব! আমার আদেশে তুমি ব্রহ্মহত্যা-ক্ষালনের নিমিত্ত ও লোকরক্ষার্থ এই ব্রহ্মকপালে করিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে থাক। হে বিপ্রগণ! ঐ নীলকণ্ঠ মহাদেব শঙ্কর এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হে দ্বিজগণ! এইরূপে কালভৈরব দ্বারা গিরিজাপতি ব্রহ্মার বদন গ্রহণ করাইলেন এবং বলিলেন,— তুমি পাপশুদ্ধি ও লোকরক্ষার্থ বিচরণ কর এবং কপালধারী হইয়া স্বহস্তে ভিক্ষা গ্রহণ কর। ভগবান্ গিরিশ এই কথা কহিয়া ব্রহ্মহত্যানাম্নী বাড়বাগ্নিতুল্য এক ক্রূর-স্বভাবা ভয়ঙ্করী কন্যাকে প্রেরণপূর্ব্বক ভৈরবকে পুনরায় বলিলেন,—হে ভৈরব! ব্রহ্মহত্যাক্ষালনের নিমিত্ত একবর্ষ যাবৎ তুমি ব্রতাচরণ কর। তুমি আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বতীর্থে স্নান করিতে থাক। ক্রমে ব্রহ্মহত্যা শান্তির নিমিত্ত তুমি বারাণসীধামে গমন করিবে। তথায় প্রবেশমাত্র তোমার এই নিকৃষ্টা ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হইয়া পাদশেষে পরিণত হইবে। উহার চতুর্থাংশ তথায় নষ্ট হইবে না। হে ভৈরব! ব্রহ্মহত্যার এই চতুর্থাংশের নাশের উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর,— দক্ষিণাব্ধির তীরে গন্ধমাদন শৈলে সর্ব্বপ্রাণীর উপকারের নিমিত্ত আমি এক শুভ তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছি। উহার নাম মহাপুণ্য শিবতীর্থ। তুমি শ্রদ্ধার সহিত সেই তীর্থে গমন কর। সেখানে প্রবেশ করিবা মাত্র শিবতীর্থের মাহাত্ম্যে তোমার এই অশুভা ব্রহ্মহত্যা সম্পূর্ণ নষ্ট হইবে। রুদ্রদেব ভৈরবকে ঐ কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ কৈলাসে গমন করিলেন। ৩৮-৫৭। অনন্তর কপালপাণি ভৈরব শিবের প্রেরণায় দেব, দানব, ও যক্ষাদি লোকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অতি ভীষণ ব্রহ্মহত্যাও তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। সকল তীর্থ,— সমস্ত পুণ্যায়তন ভ্রমণ করিয়া ভৈরবদেব অবশেষে লীলাক্রমে বারাণসীধামে উপনীত হইলেন। শঙ্করাংশ ভৈরব বারাণসীতে প্রবেশ করিবা মাত্র

কুৎসিতা। চতুর্থাংশেন দুদ্রাব ভৈরবং শঙ্করাংশজম্॥ ৬১॥ ততঃ স ভৈরবো দেবঃ শূলপাণিঃ কপালধৃক্। শিবাজ্ঞয়া যযৌ পশ্চাদ্গন্ধমাদনপর্ব্বতম্ ॥ ৬২ ॥ শিবতীর্থং ততো গত্বা ভৈরবঃ স্নাতবান্ দ্বিজাঃ। স্নানমাত্রেণ তত্রাস্য শিবতীর্থে মহত্তরে ॥ ৬৩ ॥ নিঃশেষং বিলয়ং যাতা ব্রহ্মহত্যাতিভীষণা। অস্মিন্নবসরে শম্ভুঃ প্রাদুরাসীত্তদগ্রতঃ। প্রাদুর্ভূতো মহাদেবো ভৈরবং বাক্যমব্রবীৎ ॥৬৪॥ ঈশ্বর উবাচ। নিঃশেষং ব্রহ্মহত্যা তে শিবতীর্থে নিমজ্জনাৎ ॥ ৬৫ ॥ নষ্টা ভৈরব নাস্ত্যত্র সন্দেহস্তব সুব্রত। ইদং কপালং কাশ্যাং ত্বং স্থাপয়স্ব ক্বচিৎস্থলে ॥ ৬৬॥ ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ শম্ভুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। ভৈরবোঽপি তদা বিপ্রা ব্রহ্মহত্যাবিমোচিতঃ ॥ ৬৭ ॥ শিবতীর্থস্য মাহাত্ম্যাদ্যযৌ বারাণসীং পুরীম্। কপালং স্থাপয়ামাস প্রদেশে কুত্রচিদ্দ্বিজাঃ। কপালতীর্থমিত্যাখ্যামলভত্তৎ স্থলং তদা ॥ ৬৮॥ শ্রীসূত উবাচ। এবম্প্রভাবং তৎপুণ্যং শিবতীর্থং বিমুক্তিদম্ ॥ ৬৯॥ মহাদুঃখপ্রশমনং মহাপাতকনাশনম্। নরকক্লেশশমনং স্বর্গদং মোক্ষদং তথা ॥ ৭০ ॥ শিবতীর্থস্য মাহাত্ম্যং ময়া প্রোক্তং বিমুক্তিদম্। ইদং পঠন্ সদা মর্ত্ত্যো দুঃখগ্রামাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভৈরবব্রহ্মহত্যাবিমোক্ষণবর্ণনং নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। শিবতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মহত্যাবিমোক্ষণে। স্বপাপজালশান্ত্যর্থং শঙ্খতীর্থং ততো ব্রজেৎ ॥১॥ যত্র মজ্জনমাত্রেণ কৃতঘ্নোঽপি বিমুচ্যতে। মাতৄঃ পিতৄন্ গুরূংশ্চাপি যে ন মন্যন্তি মোহিতাঃ॥ ২॥ যে চাপ্যন্যে দুরাত্মানঃ কৃতঘ্না নিরপত্রপাঃ। তে সর্ব্বে শঙ্খতীর্থেঽস্মিন্ শুধ্যন্তি স্নানমাত্রতঃ॥ ৩॥ শঙ্খনামা মুনিঃ পূর্ব্বং গন্ধমাদনপর্ব্বতে। অবর্ত্তত তপঃ কুর্ব্বন্ বিষ্ণুং ধ্যায়ন্ সমাহিতঃ॥ ৪ ॥ স তত্র কল্পয়ামাস স্নানার্থং তীর্থমুত্তমম্। শঙ্খেন নির্ম্মিতং তীর্থং শঙ্খতীর্থমিতীর্য্যতে ॥ ৫ ॥ তত্র স্নাত্বা সকৃন্মর্ত্ত্যঃ কৃতঘ্নোঽপি বিমুচ্যতে। অত্রেতিহাসং বক্ষ্যামি পুরাণং পাপনাশনম্ ॥ ৬ ॥ যস্য শ্রবণমাত্রেণ

তদীয় অতিকুৎসিতা ব্রহ্মহত্যার ত্রিপাদ নষ্ট হইল। কিন্তু চতুর্থ পাদ তথায় বিনষ্ট হইল না; সে কালভৈরবের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। অনন্তর শূলপাণি কপালধারী ভৈরবদেব শিবের আজ্ঞায় গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলেন। হে দ্বিজগণ! সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি শিবতীর্থে স্নান করিলেন। সেই মহাপুণ্য শিবতীর্থে স্নান মাত্র তাঁহার অতি ভীষণা ব্রহ্মহত্যা নিঃশেষরূপে বিলীন হইল। এই সময় শম্ভু তাঁহার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়া ভৈরবকে বলিলেন,—শিবতীর্থে নিমজ্জিত হইবার ফলে, হে ভৈরব! তোমার ব্রহ্মহত্যা সম্পূর্ণ নষ্ট হইল। হে সুব্রত! তুমি এই কপাল কাশীধামের কোন এক স্থানে স্থাপন কর। ভগবান্ শম্ভু এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। কালভৈরবও তখন শিবতীর্থের মাহাত্ম্যে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হইয়া বারাণসীধামে গমনপূর্ব্বক তথাকার কোন এক প্রদেশে হস্তস্থিত কপাল স্থাপন করিলেন। তৎকালে ঐ স্থান কপালতীর্থ নাম ধারণ করিল। সূত কহিলেন,—মদুক্ত মুক্তিপ্রদ শিবতীর্থ এইরূপই প্রভাবসম্পন্ন ও পবিত্র। উহা মহাদুঃখনাশন, মহাপাতকহর, নরকযাতনা-নিবারক, স্বর্গদ ও মুক্তিদ। এই বিমুক্তিপ্রদ শিবতীর্থমাহাত্ম্য আমি কীর্ত্তন করিলাম। মানব সর্ব্বদা ইহা পাঠ করিলে দুঃখরাশি হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।৫৮—৭১।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—নর ব্রহ্মহত্যাবিমোচন শিবতীর্থে স্নান করিয়া পরে স্বীয় পাপক্ষালনের নিমিত্ত শঙ্খতীর্থে গমন করিবে। তথায় মজ্জন করিবা মাত্র কৃতঘ্ন ব্যক্তিও মুক্ত হইয়া থাকে। যাহারা মোহিত হইয়া পিতা, মাতা ও গুরুজনকে সম্মান করে না এবং যে সকল নর দুরাত্মা, কৃতঘ্ন ও নির্লজ্জ, তাহারা এই শঙ্খতীর্থে স্নানমাত্রেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে গন্ধমাদনপর্ব্বতে শঙ্খ নামে এক মুনি ছিলেন; তিনি সমাহিতমনে বিষ্ণুকে ধ্যান করত, তপস্যা করিতেন। ঐ মুনি স্নানার্থ এক উত্তম তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এই তীর্থ শঙ্খনির্ম্মিত বলিয়া উহা শঙ্খতীর্থ নামে অভিহিত হয়।১—৫। তথায় একবার মাত্র স্নান করিলে কৃতঘ্ন মানবও মুক্ত হইয়া থাকে। এই তীর্থসম্বন্ধে এক পাপহর প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি।

নরো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ। পুরা বভূব বিপ্রেন্দ্রো বৎসনাভো মহামুনিঃ ॥ ৭ ॥ সত্যবাক্শীলবান্ বাগ্মী সর্ব্বভূতদয়াপরঃ। শক্রমিত্রসমো দান্তস্তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮ ॥ পরব্রহ্মণি নিষ্ণাতস্তত্ত্বব্রহ্মৈক-সংশ্রয়ঃ। এবম্প্রভাবঃ স মুনিস্তপস্তেপে নিজাশ্রমে ॥ ৯ ॥ স বৈ নিশ্চলসর্ব্বাঙ্গস্তিষ্ঠংস্তত্রৈব ভূতলে। পরমাণ্বন্তরং বাপি ন স্বস্থানাচ্চচাল সঃ ॥ ১০ ॥ স্থিত্বৈকত্র তপস্তন্তমনেকশতবৎসরান্। তমাচক্রাম বল্মীকং ছাদিতাঙ্গং চকার চ ॥ ১১ ॥ বল্মীকাক্রান্তদেহোঽপি বৎসনাভো মহামুনিঃ। অকরোত্তপ এবাসৌ বল্মীকং ন স্ববুধ্যত ॥ ১২ ॥ তস্মিংশ্চ তপ্যতি তপো বাসবো মুনিপুঙ্গবাঃ। বিসৃজ্য মেঘজালানি বর্ষয়ামাস বেগবান্ ॥ ১৩ ॥ এবং দিনানি সপ্তায়ং স ববর্ষ নিরন্তরম্। আসারেণাতিমহতা বৃষ্যমাণোঽপি বৈ মুনিঃ ॥ ১৪ ॥ তং বর্ষং প্রতিজগ্রাহ নিমীলিতবিলোচনঃ। মহতা স্তনিতেনাশু তদা বধিরয়ন্ শ্রুতী ॥ ১৫ ॥ বল্মীকস্তোপরিষ্টাদ্বৈ নিপপাত মহাশনিঃ। তস্মিন্ বর্ষতি পর্জ্জন্যে শীতবাতাতিদুঃসহে ॥ ১৬ ॥ বল্মীকশিখরং ধ্বস্তং বভূবাশনিতাড়িতম্। বিশীর্ণশিখরে তস্মিন্ বল্মীকেঽশনিতাড়িতে ॥ ১৭ ॥ সেহেঽতিদুঃসহাং বৃষ্টিং বৎসনাভো বিচিন্তয়ন্। মহর্ষৌ বর্ষধারাভিঃ পীড্যমানে দিবানিশম্ ॥ ১৮ ॥ ধর্ম্মস্য চেতসি কৃপা সম্বভূবাতিভূয়সী। স ধর্ম্মশ্চিন্তয়ামাস বৎসনাভে পতস্যতি ॥ ১৯ ॥ তপত্যপ্যতিবর্ষেঽয়ং তপসো ন নিবর্ত্ততে। অহোঽস্য বৎসনাভস্য ধর্ম্মৈকায়ত্তচিত্ততা ॥ ২০ ॥ ইতি চিন্তয়তস্তস্য মতিরেবমজায়ত। অহং বৈ মাহিষং রূপং সুমহান্তং মনোহরম্ ॥ ২১ ॥ বর্ষধারানিপাতানাং সোঢ়ারং কঠিনত্বচম্। স্বীকৃত্য মাহিষং রূপং স্থাস্যাম্যুপরি যোগিনঃ ॥ ২২ ॥ ন হি বাধিষ্যতে বর্ষং মহাবেগযুতং ত্বপি। ধর্ম্ম এবং বিনিশ্চিত্য ধারাঃ পৃষ্ঠেন ধারয়ন্ ॥ ২৩ ॥ বৎসনাভোপরি তদা গাত্রমাচ্ছাদ্য তস্থিবান্। ততঃ সপ্তদিনান্তে তু তদ্বৈ বর্ষমুপারমৎ ॥ ২৪ ॥ ততো মাহিষরূপী স ধর্ম্মোঽতিকৃপয়া যুতঃ। তদ্বৈ বল্মীকমুৎসৃজ্য নাতিদূরে প্রবর্ত্তত ॥ ২৫ ॥ ততো নিবৃত্তে

তাহা শ্রবণমাত্রেই নর মুক্তি পাইয়া থাকে। পুরাকালে বৎসনাভ নামে এক বিপ্রশ্রেষ্ঠ মহামুনি ছিলেন। তিনি সত্যবাদী, শীলবান্, বাগ্মী, সর্ব্বভূতে দয়ালু, শত্রুমিত্রে সমদর্শী, দমগুণাবলম্বী, তপস্বী, জিতেন্দ্রিয়, পরব্রহ্মৈকনিষ্ঠ এবং একমাত্র ব্রহ্মতত্ত্বেই অবস্থিত ছিলেন। এইরূপ প্রভাবশালী মুনি স্বীয় আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা করিতেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নিশ্চল হইয়াছিল, তিনি সেই অবস্থায় ভূতলেই অবস্থিত ছিলেন। ঐ মুনি স্বস্থান হইতে পরমাণুপরিমাণেও বিচলিত হইতেন না। তিনি একস্থানে থাকিয়া বহুশত বর্ষ তপস্যা করায় বল্মীকজাল তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক তদীয় সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিল। মহামুনি বৎসনাভ বল্মীক দ্বারা আক্রান্তদেহ হইয়াও তৎকালে তপস্যা করিতে লাগিলেন। বল্মীকস্তূপে তাঁহার অঙ্গ যে আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। হে মুনিবরগণ! মুনি ঐরূপে তপস্যায় নিমগ্ন রহিলে, ইন্দ্র মেঘসমূহকে প্রেরণ করিয়া তদুপরি বর্ষণ করাইতে লাগিলেন। এইরূপে সাতদিন পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত বর্ষণ করিলেন। কিন্তু সেই মুনি অজস্র বারিধারাপাতে ক্লিষ্ট হইয়াও নিমীলিতনয়নে বৃষ্টিবর্ষণ সহ্য করিতে লাগিলেন। ভীষণ মেঘগর্জ্জনে তাঁহার শ্রুতি বধির হইয়া গেল। বল্মীকস্তূপের উপর মহাবজ্র পতিত হইল। শীত ও বাতাদি দ্বারা অতি দুঃসহ পর্জ্জন্য সেইরূপে বর্ষণ করিতে লাগিলে, অশনিতাড়নায় বল্মীকশৃঙ্গ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। অশনিতাড়িত বল্মীকশৃঙ্গ বিদীর্ণ হইলে বৎসনাভ মুনি অতি দুঃসহ বৃষ্টিপাত সহ্য করিতে করিতে চিন্তামগ্ন হইলেন। এইরূপে মহর্ষি রাত্রিদিন বারিধারায় পীড্যমান হইলে, ধর্ম্মের চিত্তে অত্যন্ত কৃপা হইল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—বৎসনাভ তপস্যা করিতেছেন। প্রবল বর্ষাপাতেও ইনি তপস্যা হইতে বিরত হইতেছেন না। অহো, ধর্ম্মের প্রতি বৎসনাভের কি একাগ্রচিত্ততা! ধর্ম্ম এইরূপ চিন্তামগ্ন হইলে তাঁহার এই প্রকার মতি জন্মিল যে, আমি সুবিপুল সুন্দর সুমহৎ, বর্ষাধারাপাতের সহিষ্ণু, কঠিনত্বক্, মাহিষরূপ পরিগ্রহ করিয়া ঐ যোগীর উপর অবস্থান করি।৬—১২। এইরূপ করিলে মহাবেগশালী বর্ষণও উঁহার বাধা জন্মাইতে পারিবে না। ধর্ম্ম এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া পৃষ্ঠদ্বারা বৃষ্টিধারা ধারণপূর্ব্বক বৎসনাভ মুনির উপরিভাগ স্বীয় গাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান করিলেন। অনন্তর সপ্ত দিবস পরে সেই বৃষ্টিবর্ষণ বিরত হইল। তখন মহিষরূপী ধর্ম্ম অতি কৃপান্বিত হইয়া সেই বল্মীক পরিত্যাগপূর্ব্বক অনতিদূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বর্ষে তু বৎসনাভো মহামুনিঃ। নিবৃত্তস্তপসস্তূর্ণং দিশঃ সর্ব্বা ব্যলোকয়ন্ ॥ ২৬ ॥ স্থিতোঽহং বৃষ্টিসম্পাতে কুর্ব্বন্নদ্য মহত্তপঃ। পৃথিবী সলিলক্লিন্না দৃশ্যতে সর্ব্বতোদিশম্ ॥ ২৭ ॥ শিখরাণি গিরীণাঞ্চ বনান্যুপবনানি চ। আশ্রমাণি মহর্ষীণামাপ্লুতানি জলৈর্নবৈঃ ॥ ২৮ ॥ এবমাদীনি সর্ব্বাণি দৃষ্ট্বা প্রমুদিতোঽভবৎ। চিন্তয়ামাস ধর্ম্মাত্মা বৎসনাভো মহামুনিঃ ॥ ২৯ ॥ অহমস্মিন্মহাবর্ষে নূনং কেনাপি রক্ষিতঃ। বর্ষত্যস্মিন্ মহাবর্ষে জীবিতং ত্বন্যথা কুতঃ ॥ ৩০ ॥ বিচিন্ত্যৈবং মুনিশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বত্র সমলোকয়ৎ। ততোঽপশ্যন্মহাকায়মদূরাদগ্রতঃ স্থিতম্ ॥ ৩১ ॥ মহিষং নীলবর্ণঞ্চ বৎসনাভস্তপোধনঃ। মহিষস্তং সমুদ্দিশ্য মনসা সমচিন্তয়ৎ ॥ ৩২ ॥ তির্য্যগ্‌যো নিষপি কথং দৃশ্যতে ধর্ম্মশীলতা। যতো হ্যহং মহাবর্ষান্মহিষেণাভিরক্ষিতঃ ॥ ৩৩ ॥ দীর্ঘমায়ুরমুষ্যাস্তু যস্মাং রক্ষিতবানিহ। ইত্যাদি স বিচিন্ত্যৈবং তপসে পুনরুদ্যযৌ ॥ ৩৪ ॥ তং পুনশ্চ তপস্যন্তং দৃষ্ট্বা মহিষরূপধৃক্। রোমাঞ্চাবৃতসর্ব্বাঙ্গঃ প্রমোদমগমদ্ভৃশম্ ॥ ৩৫ ॥ বৎসনাভস্য হি মুনেঃ পুনশ্চৈব তপস্যতঃ। মনঃ পূর্ব্ববদেকাগ্রং পরব্রহ্মণি নাভবৎ ॥ ৩৬ ॥ স বিষণ্ণমনা ভূত্বা বৎসনাভো ব্যচিন্তয়ৎ। ন ভবেদ্যদি নৈর্ম্মল্যং তদা স্যাচ্চঞ্চলং মনঃ ॥ ৩৭ ॥ মনশ্চ পাপবাহুল্যে নির্ম্মলং নৈব জায়তে। পাপলেশোঽপি মে নাস্তি কথং লোলায়তে মনঃ ॥ ৩৮ ॥ অচিন্তয়দ্দোষহেতুং বৎসনাভঃ পুনঃপুনঃ। স বিচিন্ত্য বিনিশ্চিত্য নিনিন্দাত্মানমঞ্জসা ॥ ৩৯ ॥ ধিগ্মামদ্য দুরাত্মানমহো মূঢ়োঽস্ম্যহং ভৃশম্। কৃতঘ্নতা মহান্ দোষো মামদ্য সমুপাগতঃ ॥ ৪০ ॥ যদীদৃশান্মহাবর্ষাত্ত্রাতারং মহিষোত্তমম্। তিষ্ঠাম্যপূজয়ন্নেব ততো মেঽভূৎ কৃতঘ্নতা ॥ ৪১ ॥ কৃতঘ্নতা মহান্ দোষঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ। কৃতঘ্নস্য ন বৈ লোকাঃ কৃতঘ্নস্য ন বান্ধবাঃ ॥ ৪২ ॥ কৃতঘ্নতাদোষবলান্মম চিত্তং মলীমসম্। কৃতঘ্না নরকং যান্তি যে চ বিশ্বস্তঘাতিনঃ ॥ ৪৩ ॥ নিষ্কৃতিং নৈব পশ্যামি কৃতঘ্নানাং কথঞ্চন। ঋতে প্রাণপরিত্যাগাদ্ধর্ম্মজ্ঞানাং বচো যথা ॥ ৪৪ ॥ পিত্রোরভরণং কৃত্বা হৃদস্বা

বর্ষার বিরাম হইলে মহামুনি বৎসনাভ তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বদিক্ অবলোকন করিলেন; দেখিলেন,—তিনি বিপুল বৃষ্টিপাতের মধ্যে থাকিয়া মহাতপস্যা করিতেছেন। পৃথিবী সর্ব্বতোভাবে জলে ক্লিন্ন হইয়াছে। গিরিশৃঙ্গ, বন, উপবন ও মহর্ষিদিগের আশ্রম সকলই নূতন জলে আপ্লুত হইয়া গিয়াছে। মুনিবর বৎসনাভ এবম্বিধ সমস্ত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া প্রমুদিত হইলেন এবং সেই ধর্ম্মাত্মা চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এই মহাবর্ষে নিশ্চয়ই আমি কাহারও দ্বারা রক্ষিত হইয়াছি। অন্যথা এরূপ মহাবর্ষাপাতে জীবন ধারণ করিলাম কিরূপে? মুনিশ্রেষ্ঠ এইরূপ চিন্তা করিয়া সর্ব্বদিকে তাকাইলেন। দেখিলেন,—অদূরে এক মহাকায় নীলবর্ণ মহিষ অবস্থিত। তপোধন বৎসনাভ সেই মহিষকে উদ্দেশ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অহো, তির্য্যগ্‌যোনিসমূহেও কি অপূর্ব্ব ধর্ম্মশীলতা দৃষ্ট হইতেছে। যাহা হউক, এই মহিষই যখন আমায় মহাবর্ষাপাত হইতে রক্ষা করিয়াছে, তখন ইহার দীর্ঘায়ু লাভ হউক, ইহাই আমার কামনা। ঋষি বৎসনাভ ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়া পুনরায় তপোমগ্ন হইলেন। তখন মহিষরূপধারী ধর্ম্ম তাঁহাকে পুনর্ব্বার তপস্যা করিতে দেখিয়া পরম প্রমোদপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। বৎসনাভ মুনি পুনরায় তপস্যা করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মন পূর্ব্বের ন্যায় পরব্রহ্মে একাগ্র হইল না। তিনি বিষণ্ণমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—যে পর্য্যন্ত চিত্ত নির্ম্মল না হয়, তাবৎ চিত্ত চঞ্চল থাকে। পাপবাহুল্যে মন নির্ম্মল হইতে পারে না। কিন্তু আমার তো কিছুমাত্র পাপ নাই; অথচ মন আমার চঞ্চল হইতেছে কেন? এইরূপে সেই বৎসনাভ ঋষি নিজের দোষহেতু চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশ্চয় করিয়া পরে নিজেই নিজেকে নিন্দা করিতে লাগিলেন; বলিলেন—অহো, আমিই দুরাত্মা, মূঢ়স্বভাব; আমাকে ধিক্! অদ্য কৃতঘ্নতারূপ মহাদোষ আসিয়া আমায় আশ্রয় করিয়াছে। ২৩—৪০। যে মহিষবর ঈদৃশ মহান্ বাতবর্ষ হইতে আমায় পরিত্রাণ করিল, তাহাকে পূজা না করিয়া আমি যখন নিশ্চন্ত রহিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই কৃতঘ্নতাদোষ আমার ঘটিয়াছে। কৃতঘ্নতা বড় দোষ; কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি কিছুতেই নাই। কৃতঘ্ন ব্যক্তর কোন শুভলোক বা বন্ধু বান্ধব নাই। কৃতঘ্নতারূপ দোষের প্রভাবেই আমার চিত্ত মলীমস হইয়াছে। কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতী লোকেরা নরকে গমন করিয়া থাকে। ধর্ম্মজ্ঞগণের বাক্যানুসারে বলা যায়, একমাত্র প্রাণপরিত্যাগ ব্যতীত কৃতঘ্নদিগের নিষ্কৃতি আমি কোনরূপেই দেখিতে পাই না। পিতাকে শুশ্রূষা

গুরুদক্ষিণাম্। কৃতঘ্নতাঞ্চ সম্প্রাপ্য মরণান্তা হি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৪৫ ॥ তস্মাৎ প্রাণান্ পরিত্যজ্য প্রায়শ্চিত্তং চরাম্যহম্। ইতি নিশ্চিত্য মনসা বৎসনাভো মহামুনিঃ ॥ ৪৬ ॥ তৃণীকৃত্য নিজান্ প্রাণান্নিঃসঙ্গেনান্তরাত্মনা। মেরোঃ শিখরমারূঢ়ঃ প্রায়শ্চিত্তচিকীর্ষয়া ॥ ৪৭ ॥ সুমেরুশিখরাত্তস্মাদিয়েষ পতিতুং মুনিঃ। তস্মিন্ পতিতুমারব্ধে মা ত্বরিষ্ঠা ইতি ব্রুবন্। তাত্ত্বমাহিষরূপঃ সন্ ধর্ম্ম এব ন্যবারয়ৎ ॥ ৪৮ ॥ ধর্ম্ম উবাচ। বৎসনাভ মহাপ্রাজ্ঞ জীবস্ব বহুবৎসরান্ ॥ ৪৯ ॥ পরিতুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে দেহত্যাগচিকীর্ষয়া। ন হি ত্বদ্ধর্ম্মকঙ্ক্ষায়াং লোকে কশ্চিৎ সমোঽস্তি বৈ ॥ ৫০ ॥ যদ্যপি প্রাণসন্ত্যাগঃ কৃতঘ্নে নিষ্কৃতির্ভবেৎ। তথাপি ধর্ম্মশীলত্বাত্তবান্যাং নিষ্কৃতিং বদে ॥ ৫১ ॥ শঙ্খতীর্থাভিধং তীর্থমস্তি বৈ গন্ধমাদনে। শান্ত্যর্থমস্য পাপস্য তত্র স্নাহি সমাহিতঃ ॥ ৫২ ॥ প্রাপ্স্যসে চিত্তশুদ্ধিং ত্বমতো বিগতকল্মষঃ। ততশ্চ লব্ধবিজ্ঞানঃ প্রাপ্স্যসে শাশ্বতং পদম্ ॥ ৫৩ ॥ অহং ধর্ম্মোঽস্মি যোগীন্দ্র সত্যমেব ব্রবীমি তে। ইতি ধর্ম্মবচঃ শ্রুত্বা বৎসনাভো মহামুনিঃ ॥ ৫৪ ॥ স্নাতুকামঃ শঙ্খতীর্থে গন্ধমাদনমন্বগাৎ। শঙ্খতীর্থঞ্চ সম্প্রাপ্য তত্র সস্নৌ মহামুনিঃ ॥ ৫৫ ॥ ততো বিগতপাপস্য মনো নির্ম্মলতাং গতম্। ততোঽচিরেণ কালেন ব্রহ্মভূয়মগান্মুনিঃ ॥ ৫৬ ॥ এবং বঃ কথিতং বিপ্রাঃ শঙ্খতীর্থস্য বৈভবম্। যত্র হি স্নানমাত্রেণ কৃতঘ্নোঽপি বিমুচ্যতে ॥ ৫৭ ॥ মাতৃদ্রোহী পিতৃদ্রোহী গুরুদ্রোহী তথৈব চ। অন্যে কৃতঘ্ননিবহা মুচ্যন্তেঽত্র নিমজ্জনাৎ ॥ ৫৮ ॥ অতঃ কৃতঘ্নৈর্মনুজৈঃ সেবনীয়মিদং সদা। অহো তীর্থস্য মাহাত্ম্যং যৎকৃতঘ্নোঽপি মুচ্যতে ॥ ৫৯ ॥ অকৃত্বা ভরণং পিত্রোরদত্ত্বা গুরুদক্ষিণাম্। কৃতঘ্নতাঞ্চ সম্প্রাপ্য মরণান্তা হি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৬০ ॥ ইহ তু স্নানমাত্রেণ কৃতঘ্নস্যাপি নিষ্কৃতিঃ। কৃতঘ্নতাপি তত্তীর্থে স্নানমাত্রাদ্বিনশ্যতি ॥ ৬১ ॥ অন্যেষাং তুচ্ছপাপানাং সর্ব্বেষাং কিমুতাধুনা ॥ ৬২ ॥ অথাধ্যায়মেনং পঠেদ্ভক্তিযুক্তঃ কৃতঘ্নোঽপি মর্ত্ত্যঃ স

না করা, গুরুকে দক্ষিণা না দেওয়া বা কৃতঘ্নতা আচরণ করা, এই তিন ব্যাপারেই মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। অতএব আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিব। মহামুনি বৎসনাভ মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নিজ প্রাণকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞানে প্রায়শ্চিত্তচিকীর্ষায় মেরুর শিখরে আরোহণ করিলেন এবং সেই উচ্চ মেরুশিখর হইতে তিনি পতনোদ্যত হইলেন। মুনিবর তথা হইতে পতনের উপক্রম করিলে ধর্ম্ম মহিষরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে সেরূপ কার্য্যে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ, বৎসনাভ! তুমি বহুবর্ষ জীবিত থাক। তুমি যে এই দেহত্যাগে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতেই আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। ধর্ম্মরক্ষায় তোমা হেন লোক ত্রিজগতে নাই। যদিও কৃতঘ্নতায় প্রাণপরিত্যাগই প্রায়শ্চিত্ত, তথাচ তুমি ধর্ম্মশীল বলিয়া তোমার নিকট অন্যপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের কথা কহিতেছি। গন্ধমাদনশৈলে শঙ্খ নামে এক তীর্থ আছে। তুমি এই পাপশান্তির নিমিত্ত সমাহিত হইয়া সেই তীর্থে স্নান কর। সেখানে স্নানের ফলে তোমার চিত্তশুদ্ধি হইবে; তুমি নিষ্পাপ হইতে পারিবে; অনন্তর বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিবে; পরে শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হইবে। হে যোগীন্দ্র! আমি স্বয়ং ধর্ম্ম; তোমায় এ কথা সত্যই বলিলাম। ধর্ম্মের এই বাক্য শুনিয়া মহামুনি বৎসনাভ শঙ্খতীর্থে স্নান করিবার নিমিত্ত গন্ধমাদনপর্ব্বতে গমন করিলেন। পরে শঙ্খতীর্থ প্রাপ্ত হইয়া তথায় স্নান করিলেন। ৪১—৫৫। অনন্তর তাঁহার পাপ নষ্ট হইল, মন নির্ম্মল হইল; অচিরকালমধ্যেই সেই মুনি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলেন। হে বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট শঙ্খতীর্থের মাহাত্ম্য কথা কহিলাম। এই তীর্থে স্নান করিলে কৃতঘ্ন ব্যক্তিও মুক্ত হইয়া থাকে। মাতৃদ্রোহী, পিতৃদ্রোহী, গুরুদ্রোহী কিম্বা অন্যান্য কৃতঘ্ন ব্যক্তি সকলেই এই তীর্থাবগাহনের ফলে মুক্ত হইয়া থাকে। অতএব কৃতঘ্ন মনুজগণ সতত এই তীর্থের সেবা করিবেন। অহো! তীর্থের কি মাহাত্ম্য! এখানে কৃতঘ্নেরও মুক্তি হয়। পিতার শুশ্রূষা না করিয়া, গুরুদক্ষিণা না দিয়া, বা কৃতঘ্নতা আচরণ করিয়া মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তই করিতে হয়; কিন্তু এখানে স্নানমাত্রেই কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি হইয়া থাকে। এই তীর্থে স্নানমাত্রেই কৃতঘ্নতা নষ্ট হয়। অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপের কথা আর কি বলিব? যদি কোন কৃতঘ্ন মানবও ভক্তিপূর্ব্বক এই অধ্যায় পাঠ করে, তবে সেও পাপমুক্ত হয়। তাহার অন্তরাত্মা বিশুদ্ধ

পাপাদ্বিমুক্তঃ। বিশুদ্ধান্তরাত্মা গতঃ সত্যালোকং সমং ব্রহ্মণা মোক্ষমপ্যাপ্ত গচ্ছেৎ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বৎসনাভকৃতম্নদোষশান্তিবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। বিধায়াভিষবং মর্ত্ত্যাঃ শঙ্খতীর্থে দ্বিজোত্তমাঃ। যমুনাং চৈব গঙ্গাং চ গয়াং চাপি ক্রমাদ্‌ব্রজেৎ ॥ ১ ॥ যমুনাখ্যং মহাতীর্থং গঙ্গাতীর্থমনুত্তমম্। গয়াতীর্থঞ্চ মর্ত্ত্যানাং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ২ ॥ এতত্তীর্থত্রয়ং পুণ্যং সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্। সর্ব্ববিঘ্নপ্রশমনং সর্ব্বরোগনিবর্হণম্ ॥ ৩ ॥ এতদ্ধি তীর্থত্রিতয়ং সকলাজ্ঞাননাশনম্। অবিদ্যায়াং বিনষ্টায়াং তথা জ্ঞানপ্রদং নৃণাম্ ॥ ৪ ॥ জানশ্রুতির্মহারাজ এষু তীর্থেষু বৈ পুরা। স্নাত্বা রৈক্বাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠাৎ প্রাপ্তবান্ জ্ঞানমুত্তমম্ ॥ ৫ ॥ ঋষয় ঊচুঃ। সূত সর্ব্বার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্যাসশিষ্য মহামতে। যমুনা চৈব গঙ্গা চ গয়া চৈবেতি বিশ্রুতম্ ॥ ৬ ॥ এতত্তীর্থত্রয়ং কস্মাদাগতং গন্ধমাদনে। জানশ্রুতেশ্চ রাজর্ষেঃ স্নানাত্তীর্থত্রয়েঽপি চ। জ্ঞানাবাপ্তিঃ কথং রৈক্বাদস্মাকং সূত তদ্বদ ॥ ৭ ॥ শ্রীসূত উবাচ। রৈক্বনামা মহর্ষিস্তু পুরা বৈ গন্ধমাদনে ॥ ৮ ॥ তপঃ সুদুশ্চরং কুর্ব্বন্নাবসত্তপসাং নিধিঃ। দীর্ঘকালং তপঃ কুর্ব্বন্ স বৈ রৈক্বো মহামুনিঃ ॥ ৯ ॥ তপোবলেন মহতা দীর্ঘমায়ুরবাপ্তবান্। জন্মনা পঙ্গুরেবাসীদ্রৈক্বনামা মহামুনিঃ ॥ ১০ ॥ পঙ্গুত্বাদসমর্থোঽভূদ্গন্তুং তীর্থান্যসৌ মুনিঃ। সন্তি যানি তু তীর্থানি গন্ধমাদনপর্ব্বতে ॥ ১১ ॥ তানি গচ্ছতি সামীপ্যাচ্ছকটেনৈব সঞ্চরন্। স যদ্রৈক্বো মুনিবরো যুগ্বেন সহ বর্ত্ততে ॥ ১২ ॥ তপস্বী বৈদিকৈর্লোকে সযুগ্বেত্যভিধীয়তে। যুগ্বেতি শকটং প্রোক্তং স তেন সহ বর্ত্ততে ॥ ১৩ ॥ স খল্বেবং মুনিশ্রেষ্ঠঃ সযুগ্বা নাম বৈ মুনিঃ। পূর্ণজ্ঞানস্তপস্তেপে গন্ধমাদনপর্ব্বতে ॥ ১৪ ॥ গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থঃ সোঽতপ্যত মহত্তপঃ। বর্ষায়াং কণ্ঠদঘ্নেষু জলেষু সমবর্ত্তত ॥ ১৫ ॥ তপসা শোষিতে গাত্রে পামা তস্য ব্যজায়ত। কণ্ডূয়ত স পামানং দিবারাত্রং মুনীশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥ কণ্ডূয়মান এবায়ং পামানং

হইয়া থাকে। সে সত্যলোকে উপনীত হইয়া ব্রহ্মা সহ বিহার করত মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ৫৬—৬৩।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজবরগণ! মানবেরা শঙ্খতীর্থে স্নান করিয়া ক্রমশঃ যমুনা, গঙ্গা ও গয়া তীর্থে গমন করিবে। যমুনাখ্য মহাতীর্থ, উত্তম গঙ্গাতীর্থ এবং মর্ত্ত্যগণের মহাপাতকহর গয়াতীর্থ, এই তিন তীর্থই পুণ্য ও সর্ব্বলোকবিশ্রুত। এই তীর্থসমূহে সর্ব্ববিঘ্নের শান্তি হয়, এবং সর্ব্বরোগ নষ্ট হইয়া থাকে। এই তীর্থত্রয় নিখিল অজ্ঞানহর; এখানে অবিদ্যা নষ্ট হইয়া যায়। ইহা নরগণের জ্ঞানপ্রদ হয়। পুরাকালে মহারাজ জানশ্রুতি এই সকল তীর্থে স্নান করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ রৈক্বের নিকট হইতে উত্তম জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সর্ব্বার্থতত্ত্ববিৎ! হে মহামতে, ব্যাসশিষ্য সূত! যমুনা, গঙ্গা, ও গয়া এই তিনটী বিখ্যাত তীর্থ গন্ধমাদনে আসিল কোথা হইতে? এবং সেই তীর্থত্রয়ে স্নান করিয়া রাজাধিরাজ জানশ্রুতিই বা রৈক্ব হইতে জ্ঞানলাভ করিলেন কিরূপে? হে সূত! তুমি তাহা আমাদের নিকট বল। সূত কহিলেন,—পুরাকালে গন্ধমাদন পর্ব্বতে রৈক্বনামক জনৈক কঠোর তপশ্চর্য্যাশীল মহর্ষি বাস করিতেন। সেই মহামুনি দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া বিপুল তপোবলে দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়াছিলেন। মহামুনি রৈক্ব জন্মাবধি পঙ্গু ছিলেন। পঙ্গুত্ববশতঃ তিনি কোন তীর্থগমনে সমর্থ ছিলেন না। গন্ধমাদনপর্ব্বতে যে সকল তীর্থ আছে, নৈকট্যবশতঃ শকটে চড়িয়া সেই সকল তীর্থে গমন করিতেন। মুনিবর প্রায়শ যুগ্বার সহিত থাকিতেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল সযুগ্বা। বেদবিদ্‌গণের নিকট এ জগতে ঐ তপস্বী সযুগ্বা নামেই অভিহিত হইয়াছিলেন। যুগ্ব শব্দ শকটার্থে ব্যবহৃত। তিনি তাহার সহিত সর্ব্বদা বিদ্যমান ছিলেন; এইজন্য সযুগ্বা নামপ্রাপ্ত ঐ জ্ঞানপূর্ণ মুনি গন্ধমাদনপর্ব্বতে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ১—১৪। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থ ও বর্ষায় কণ্ঠপরিমিত জলে অবস্থিত হইয়া তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। তপশ্চরণে গাত্র শোষিত হওয়ায় তাঁহার সর্ব্বশরীরে পামা রোগ (দদ্রু) জন্মিল। তিনি দিবারাত্র গাত্র কণ্ডূয়ন করিতে লাগিলেন।

ন তপোহত্যজৎ। অজায়ত মনস্বেবং তস্য সমুখনো মুনেঃ॥ ১৭॥ যমুনায়াঞ্চ গঙ্গায়াং গয়ায়াং চাধুনৈব হি। অস্মিন্ তীর্থে ত্রয়ে পুণ্যে স্নাতব্যং হি ময়া স্থিতি॥ ১৮॥ এবং বিচিন্ত্য স মুনিরন্যাং চিন্তামথাকরোৎ। অহং হি জন্মনা পঙ্গুরতঃ স্নানং হি দুর্লভম্॥ ১৯॥ অতিদূরং ময়া গন্তুং শকটেন ন শক্যতে। কিং করোম্যধুনেত্যেবং স বিতর্ক্য মহামতিঃ॥ ২০॥ তীর্থত্রয়েষু স্নানার্থং কর্ত্তব্যং নিশ্চিকায় বৈ। অপ্রসহ্যমনাধৃষ্যং বিদ্যতে মে তপোবলম্॥ ২১॥ তেনৈবাবাহয়িষ্যামি তদ্ধি তীর্থত্রয়ং স্থিহ। ইতি নিশ্চিত্য মনসা প্রাঙ্মুখো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥ ২২॥ ত্রিরাচম্য চ সমুখান্ দধ্যৌ ক্ষণমতন্দ্রিতঃ। তস্য মন্ত্রপ্রভাবেন যমুনা সা মহানদী॥ ২৩॥ গঙ্গা চ জহ্নুতনয়া গয়া সা পাপনাশিনী। ভূমিং নির্ভিদ্য তিস্রোঽপি পাতালাৎ সহসোত্থিতাঃ॥ ২৪॥ মানুষং রূপমাস্থায় সমুখানমুপেত্য চ। ঊচুঃ পরমসংহৃষ্টা হর্ষয়ন্ত্যশ্চ তং মুনিম্॥ ২৫॥ সমুখন্ রৈক ভদ্রন্তে ধ্যানাদস্মাদ্পারম। ত্বন্মন্ত্রেণ সমাকৃষ্টা বয়মত্র সমাগতাঃ॥ ২৬॥ কিং কর্ত্তব্যং তবাস্মাভিস্তদ্বদস্ব মুনীশ্বর। ইতি তাসাং বচঃ শ্রুত্বা সমুখান্ হি মহামুনিঃ॥ ২৭॥ ধ্যানাদুপারমত্তূর্ণং তাশ্চাপশ্যৎ পুরঃস্থিতাঃ। স তাঃ সম্পূজ্য বিধিবদ্বৈকো বাচমভাষত॥ ২৮॥ যমুনে দেবি হে গঙ্গে হে গয়ে পাপনাশিনি। সন্নিধানং কুরুধ্বং মে গন্ধমাদনপর্ব্বতে॥ ২৯॥ যত্র ভূমিং বিনির্ভিদ্য ভবত্য ইহ নির্গতাঃ। তানি পুণ্যানি তীর্থানি ভবেয়ুর্বোঽভিধানতঃ॥ ৩০॥ সহসান্তর্ধীয়ন্ত তথাস্ত্বিত্যেব তত্র তাঃ। তদাপ্রভৃতি তীর্থানি তানি ত্রীণ্যপি ভূতলে॥ ৩১॥ তেনতেনাভিধানেন গীয়ন্তে সর্ব্বদা জনৈঃ। যত্র ভূমিং বিনির্ভিদ্য যমুনা নির্গতা তদা॥ ৩২॥ যমুনাতীর্থমিতি বৈ তজ্জনৈরভিধীয়তে। যতো বৈ পৃথিবীরন্ধ্রাজ্জাহ্নবী সহসোত্থিতা॥ ৩৩॥ গঙ্গাতীর্থমিতি খ্যাতং তল্লোকে পাপনাশনম্। গয়া হি মানুষং রূপং যত আস্থায় নির্যযৌ॥ ৩৪॥ তদেব ভূমিবিবরং গয়াতীর্থং প্রচক্ষতে। এবমেতন্মহাপুণ্যং তীর্থত্রয়মনুত্তমম্॥

অনবরত কণ্ডূয়ন করিয়াও তিনি তপস্যা ত্যাগ করেন নাই। একদা তাঁহার মনে উদয় হইল যে, একই সময়ে তিনি গঙ্গা যমুনা ও গয়া এই পুণ্য তীর্থত্রয়ে স্নান করিবেন। এইরূপ চিন্তার পর তাঁহার মনে আর এক প্রকার চিন্তার উদয় হইল এই যে, তিনি পঙ্গু; সুতরাং তীর্থস্নান তাঁহার পক্ষে দুর্লভ। তিনি তখন ভাবিলেন,—অতিদূর পথ আমি শকট দ্বারা গমন করিতে সমর্থ হইব না। অধুনা কি করিব? সেই মহামতি এই সম্বন্ধে বিতর্ক করিয়া স্থির করিলেন,—উল্লিখিত তীর্থত্রয়েই আমার স্নান করা কর্ত্তব্য। আমাম অপ্রধৃষ্য—অন্যের অসহনীয় তপোবল বিদ্যমান। আমি সেই তপোবল দ্বারাই উক্ত তীর্থত্রয়কে এই স্থানে আবাহন করিব। জিতেন্দ্রিয় মুনি মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশনপূর্ব্বক তিনবার আবাহন করিলেন। এবং অতন্দ্রিতভাবে ক্ষণকাল ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন; তাঁহার প্রভাবে মহানদী যমুনা, জহ্নুতনয়া গঙ্গা ও পাপহারিণী গয়া, এই তিনটী তীর্থই ভূমিভেদ করিয়া সহসা পাতাল হইতে উত্থিত হইল। ঐ তীর্থত্রয় মানুষরূপ ধারণপূর্ব্বক মহর্ষি সমুখার নিকট উপস্থিত হইয়া পরম হৃষ্টভাবে তাঁহাকে হৃষ্ট করিয়াই কহিল,—হে সমুখন্ রৈক! তোমার মঙ্গল হউক। ঐ ধ্যান হইতে তুমি বিরত হও। তোমার মন্ত্রপ্রভাবে আমরা সমাকৃষ্ট হইয়া আগমন করিয়াছি। হে মুনীশ্বর! এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে, তাহা বলুন। মহামুনি সমুখা তাঁহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর ধ্যান হইতে বিরত হইলেন এবং সম্মুখে তীর্থত্রয়কে দর্শন করিলেন। তিনি তাঁহাদের বিবিধ পূজা করিয়া বলিলেন,—হে পাপনাশিনি যমুনে! হে দেবি গঙ্গে! এবং হে গয়ে! আপনারা এই গন্ধমাদনপর্ব্বতে আমার সন্নিহিত হউন। যেহেতু আপনার ভূমিতল ভেদ করিয়া হেথায় আগমন করিলেন, এই জন্য আপনাদের নামানুসারে সেই সকল পুণ্যতীর্থ বলিয়া প্রথিত হউক। ১৫—৩০। তাঁহারা এই কথা কহিয়া সহসা হন্তর্হিত হইলেন। সেই হইতে ঐ তিন তীর্থই ভূতলে পবিত্র হইয়াছে এবং জনগণের মুখে সেই সেই নামে সর্ব্বদা গীত হইতেছে। যথায় ভূমিভেদ করিয়া যমুনা নির্গত হইয়াছেন, জনগণ সেই স্থানকে যমুনাতীর্থ নামে অভিহিত করে। যথায় পৃথিবীরন্ধ্র হইতে জাহ্নবী সহসা উত্থিত হইয়াছেন, জগতে তাহা পাপনাশন গঙ্গাতীর্থ। এবং গয়া মানুষরূপ ধারণ করিয়া যথায় নির্গত হইয়াছিলেন, সেই ভূবিবরই গয়াতীর্থ নামে কীর্ত্তিত। এইরূপে এই মহাপুণ্যপ্রদ উত্তম তীর্থত্রয় রৈক

৩৫। রৈক্বমন্ত্রপ্রভাবেণ পৃথিব্যাঃ সহসোত্থিতম্‌। অত্র তীর্থত্রয়ে স্নানং যে কুর্ব্বন্তি নরোত্তমাঃ। ৩৬। তেষামজ্ঞাননাশঃ স্যাজ্‌জ্ঞানমপ্যুদয়ং লভেৎ। স্বমন্ত্রেণ সমাকৃষ্টে তত্র তীর্থত্রয়ে মুনিঃ। ৩৭। স্নানং সমাচরন্নিত্যং স কালানত্যবাহয়ৎ। এতস্মিন্নেব কালে তু রাজা জানশ্রুতির্ম্মহান্‌। ৩৮। পুত্রসংজ্ঞস্য রাজর্ষেঃ পৌত্রো ধর্ম্মৈকতৎপরঃ। দেয়মন্নাদি স তদা হ্যর্থিভ্যঃ শ্রদ্ধয়ৈব যৎ। ৩৯। তস্মাদেনং প্রজালোকে শ্রদ্ধাদেয়ং প্রচক্ষতে। যতো বহুতরং বাক্যমন্নাদ্যস্য মহীপতেঃ। ৪০। অর্থিনাং ক্ষুধিতানান্তু তৃপ্ত্যর্থং বর্ত্ততে গৃহে। অতোহয়মর্থিভিঃ সর্ব্বৈর্ব্বহুবাক্য ইতীর্য্যতে। ৪১। স বৈ পৌত্রায়ণো রাজা জানশ্রুতসুতো বলী। প্রিয়াতিথির্ব্বভুবাসৌ বহুদায়ী তথাভবৎ। ৪২। নগরেষু চ রাষ্ট্রেষু গ্রামেষু চ বনেষু চ। চতুষ্পথেষু সর্ব্বেষু মহামার্গেষু সর্ব্বশঃ। ৪৩। বহ্বন্নপানসংযুক্তং সূপশাকাদিসংযুতম্‌। আতিথ্যং কল্পয়ামাস তৃপ্তয়েঽর্থিজনস্য বৈ। ৪৪। অন্নপানাদিকং সর্ব্বমুপযুঙ্‌ধ্বমিহার্থিনঃ। ইত্যসৌ ঘোষয়ামাস তত্র তত্র জনাস্পদে। ৪৫। তস্য প্রিয়াতিথেরেব নৃপস্য বহুদায়িনঃ। অর্থিভ্যো দানশৌণ্ডস্য গুণাঃ সর্ব্বত্র বিশ্রুতাঃ। ৪৬। অথ পৌত্রায়ণস্যাস্য গুণগ্রামেণ বর্ত্ততঃ। দেবর্ষয়ো মহাভাগাস্তস্যানুগ্রহকাঙ্ক্ষিণঃ। ৪৭। হংসরূপং সমাস্থায় নিদাঘসময়ে নিশি। রমণীয়াং বিধায়াশু শ্রেণীমাকাশমার্গতঃ। ৪৮। সৌধবাতায়নস্থস্য তস্যোপরি মহীপতেঃ। উড্ডীয়োড্ডীয় বেগেন তরসা জগ্মুরুচ্চকৈঃ। ৪৯। তরসা পততাং তেষাং হংসানাং পৃষ্ঠতো ব্রজন্‌। একো হংসস্তু সম্বোধ্য হংসমগ্রেসরং তদা। ৫০। সোপহাসমিদং বাক্যং প্রাহ শৃণ্বতি রাজনি। ভোভো ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ পুরো গচ্ছন্নরালক। ৫১। সৌধমধ্যে পুরস্তাদ্বৈ জানশ্রুতসুতো নৃপঃ। বর্ত্ততে পূজনীয়োঽয়ং ন পশ্যসি কিমন্ধবৎ। ৫২। যস্য তেজো দুরাধর্ষমাব্রহ্মভবনাদিদম্‌। অনন্তাদিত্যসঙ্কাশং জ্বলতে পুরতো ভৃশম্‌। ৫৩। তমতিক্রম্য রাজর্ষিং মা গাস্ত্বমুপরিক্রতম্‌। যদি গচ্ছসি তত্তেজঃ সাম্প্রতং ত্বাং প্রধক্ষ্যতি। ৫৪। ইত্যুক্তবন্তং তং হংসমগ্রতঃ প্রত্যভাষত। অহো ভবানভিজ্ঞোঽসি শ্লাঘনীয়োঽসি সূরিভিঃ। ৫৫। অশ্লাঘনীয়ং

ঋষির মন্ত্রপ্রভাবে পৃথিবী হইতে সহসা উত্থিত হইয়াছিল। এই তীর্থত্রয়ে যে সকল নরবর স্নান করেন, তাঁহাদের অজ্ঞাননাশ হয়, এবং বিমল জ্ঞানের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। মুনিবর রৈক্ব স্বীয় মন্ত্রবলে সমাকৃষ্ট ঐ তীর্থত্রয়ে নিত্য নিত্য স্নান করিয়া কাল কাটাইতেন। এই সময় পুত্রনামক রাজর্ষির পৌত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজ জানশ্রুতি রাজত্ব করিতেছিলেন। ঐ রাজা অর্থীদিগকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্নাদিদান করিতেন। এইজন্য লোকে তাঁহাকে শ্রদ্ধাদেয় নামে অভিহিত করিত। ঐ মহীপতি বহুতর বাক্যবিন্যাসপূর্ব্বক ক্ষুধিত অর্থীদিগের তৃপ্তির জন্য অন্নদান করিতেন; ক্ষুধিতদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত তাঁহার গৃহে সর্ব্বদাই অন্নাদি থাকিত; এইজন্য অর্থিগণ তাঁহাকে বহুবাক্য নামে কীর্ত্তন করিত। মহারাজ জানশ্রুতির পুত্র বলবান্‌ পৌত্রায়ণ—প্রিয়াতিথি ও বহুদায়ী ছিলেন। তিনি অর্থী জনের তৃপ্তির নিমিত্ত নগরে রাষ্ট্রে, গ্রামে, বনান্তে, চতুষ্পথে ও প্রশস্ত পথসমূহে বহু অন্ন পান ও শাক-সূপাদি দ্বারা আতিথ্য করাইতেন। 'অর্থিগণ এখানে আসিয়া যথেচ্ছ অন্ন-পানাদি ভোজন করুন।' এই কথা সেই প্রিয়াতিথি রাজা জনপদসমূহে ঘোষণা করিয়া দিলেন। সেই ভূরিদাতা নরপতির গুণসমূহ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল। তখন মহাভাগ দেবর্ষিগণ সেই গুণগণসম্পন্ন রাজা পৌত্রায়ণের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া নিদাঘকালের নিশাসময়ে হংসরূপ ধারণপূর্ব্বক সুন্দর শ্রেণীবদ্ধভাবে আকাশপথে আসিতে লাগিলেন। মহারাজ যখন সৌধবাতায়নে অবস্থান করিতেন, ঐ সময় সেই সকল হংস বারম্বার উড়িয়া আসিয়া পড়িতে লাগিল। ৩১—৪৯। হংসগণ সবেগে আসিতেছে, এমন সময় পশ্চাদ্বর্ত্তী একটা হংস সম্মুখস্থ কোন এক হংসকে সম্বোধন করিয়া রাজাকে শুনাইয়া শুনাইয়া এইরূপ উপহাসবাক্য বলিল যে, ওহে ভল্লাক্ষ! ওহে অগ্রবর্ত্তী হংসশিশো! ঐ দেখ সম্মুখস্থ সৌধমধ্যে নরপতি জানশ্রুতিসুত অবস্থান করিতেছেন। তুমি অন্ধের ন্যায় ঐ পূজনীয় মহারাজকে কিজন্য দেখিতে পাইতেছ না? এই সমগ্র ভুবনে যাঁহার তেজ দুরাধর্ষ, যিনি অনন্ত আদিত্যবৎ দেদীপ্যমান হইয়া পুরোভাগে প্রতিভাত হইতেছেন, সেই রাজর্ষিকে অতিক্রম করিয়া তুমি অতিক্রত গমন করিও না। যদি যাও, তবে উঁহার তেজ এখনি তোমায় দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। পশ্চাদ্বর্ত্তী হংস এই কথা কহিলে পুরোবর্ত্তী হংস তাহাকে প্রত্যুত্তরে বলিল,—অহো

নীয়ং কিতবং যত্বমেনং প্রশংসসে। প্রশংসসে কিমর্থং ত্বমল্লং সন্তমিমং জনম্॥ ৫৬॥ ভস্ত্রাবৎপশুবচ্চৈব কেবলং শ্বাসধারিণম্। ন হ্যয়ং বেত্তি ধর্ম্মাণাং রহস্যং পৃথিবীপতিঃ॥ ৫৭॥ তত্ত্বজ্ঞানী যথা রৈক্কঃ সযুগ্বান্ ব্রাহ্মণোত্তমঃ। রৈক্কস্য হি মহজ্জ্যোতীরহস্যং দৈবতৈরপি॥ ৫৮। ন হ্যস্য প্রাণমাত্রস্য তেজস্তাদৃশমস্তি বৈ। রৈক্কস্য পুণ্যরাশীনামিয়ত্তা নৈব বিদ্যতে॥ ৫৯॥ গণ্যন্তে পাংশবো ভূমের্গণ্যন্তে দিবি তারকাঃ। রৈক্কপুণ্যমহামেরুসমূহো নৈব গণ্যতে॥ ৬০॥ কিঞ্চ ত্রিষ্টিস্থিমে ধর্ম্মা নশ্বরাস্তস্য বৈ মুনেঃ। ব্রহ্মজ্ঞানমবাধং যত্নেন স শ্লাঘ্যতে মুনিঃ॥ ৬১॥ জানশ্রুতেস্তু তাদৃক্কো ধর্ম্ম এব ন বিদ্যতে। দুর্লভং যত্তু যোগীন্দ্রৈঃ কুতস্তজ্জ্ঞানবৈভবম্॥ ৬২॥ পরিত্যজ্য দুরাত্মানং তদ্বরাকমিমং জনম্। স এব রৈক্কঃ সযুগ্বান্ শ্লাঘ্যতাং ভবতা মুনিঃ॥ ৬৩॥ জন্মনা পঙ্গুরপি যঃ স্বস্য স্নানচিকীর্ষয়া। গঙ্গাঞ্চ যমুনাং চাপি গয়ামপি মুনীশ্বরঃ॥ ৬৪॥ আহ্বয়ামাস মন্ত্রেণ নিজাশ্রমসমীপতঃ। তস্য ব্রহ্মবিদো রৈক্কমহর্ষের্দ্ধর্ম্মসঞ্চয়ে॥ ৬৫॥ অন্তর্ভবন্তি ধর্ম্মৌঘাস্ত্রৈলোক্যোদরবর্ত্তিনাম্। রৈক্কস্য ধর্ম্মকক্ষা তু ন হি ত্রৈলোক্যবর্ত্তিনাম্॥ ৬৬॥ প্রাণিনাং ধর্ম্মকক্ষায়ামন্তর্ভবতি কর্হিচিৎ। এবমগ্রেসরে হংসে কথিত্বোপরতে সতি॥ ৬৭॥ হংসরূপা মুনীন্দ্রাস্তে ব্রহ্মলোকং যযুঃ পুনঃ। অথ পৌত্রায়ণো রাজা জানশ্রুতিররিন্দমঃ॥ ৬৮॥ রৈক্কং চোৎকর্ষকাষ্ঠায়াং নিশম্য পরমাবধিম্। বিষণ্ণোঽভবদত্যর্থং বরাকোঽকিঞ্চিতো যথা॥ ৬৯॥ চিন্তয়ামাস স নৃপঃ পৌনঃপুন্যেন নিঃশ্বসন্। হংস উৎকর্ষয়ন্ রৈক্কং নিকৃষ্টং মামিহাব্রবীৎ॥ ৭০॥ অহো রৈক্কস্য মাহাত্ম্যং যং প্রশংসন্তি পক্ষিণঃ। তৎপরিত্যজ্য সংসারং সর্ব্বং রাজ্যমিহাধুনা॥ ৭১॥ সযুগ্বানং মহাত্মানং তমেব শরণং ব্রজে। কৃপানিধিঃ স বৈ রৈক্কঃ শরণং মামুপাগতম্॥ ৭২॥ প্রতিগৃহ্যাত্মবিজ্ঞানং মহ্যং সমুপদেক্ষ্যতি। ইত্যসৌ চিন্তয়ন্নেব কথঞ্চথমপি দ্বিজাঃ॥ ৭৩॥ জাগ্রন্নেবায়মুদ্বেলাং রাত্রিং তামত্যবাহয়ৎ। নিশাবসানে সম্প্রাপ্তে বন্দিবৃন্দপ্রবর্ত্তিতম্॥ ৭৪॥ অশ্রৌষন্মঙ্গলরবং তূর্য্যঘোষসমন্বিতম্। তদাকর্ণ্য মহারাজ-

আপনি অভিজ্ঞ, এবং পণ্ডিতগণের শ্লাঘনীয়; কিন্তু আপনি একজন অশ্লাঘনীয় ক্ষুদ্র ধূর্ত্তলোকের প্রশংসা করিতেছেন কেন? এই ব্যক্তি ভস্ত্রার ন্যায় কিম্বা পশুর ন্যায় কেবল শ্বাসমাত্রই ধারণ করিতেছে। এই ব্যক্তি পৃথিবীর পতি হইলেও ধর্ম্মের রহস্য কিছুমাত্র জানে না। বিপ্রবর সযুগ্বা রৈক্ক যেমন তত্ত্বজ্ঞানী, তেমনটী আর নাই। মহাত্মা রৈক্কের সেই মহৎ জ্যোতি দেবগণেরও দুর্ল্লভ। পরন্তু এই প্রাণমাত্রসার রাজার তাদৃশ তেজ নাই। রৈক্কের পুণ্যরাশির ইয়ত্তা করাও সম্ভবপর নহে। ভূতলের পাংশুরাশি এবং আকাশের তারকারাজি বরং গণনা করা যায়, কিন্তু রৈক্ক ঋষির পুণ্যরূপ মহামেরুশ্রেণী গণিত হইবার নহে। সেই মুনির এই সমস্ত ধর্ম্মতো অকিঞ্চৎকর। পরন্তু তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান অব্যাহত; তাই তিনি সর্ব্বত্র শ্লাঘনীয়। এই জানশ্রুতিরাজের তাদৃশ ধর্ম্ম নাই। যে জ্ঞানবৈভব যোগীন্দ্রগণেরও দুর্ল্লভ, তাহা ইহার থাকবে কিরূপে? অতএব এই দুরাত্মা অকিঞ্চন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সেই সযুগ্বা রৈক্ক ঋষিরই প্রশংসা কর। যিনি জন্মাবধি পঙ্গু হইয়াও নিজের স্নান-কামনায় গঙ্গা, যমুনা ও গয়া তীর্থকে মন্ত্রবলে স্বীয় আশ্রমসমীপে আবাহন করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডোদরবর্ত্তী সমস্ত লোকের ধর্ম্মরাশি ঐ ব্রহ্মবিৎ রৈক্ক মহর্ষির সঞ্চিত ধর্ম্মসমূহের অন্তর্ভূত হইয়া যায়। রৈক্ক যেরূপ ধর্ম্মসঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার তুলনা এ ত্রৈলোক্যে নাই। ত্রৈলোক্যস্থ প্রাণীদিগের ধর্ম্মরক্ষায় অন্তর্ভুত তাহা কখনই হইতে পারে না। অগ্রবর্ত্তী হংস এই কথা কহিয়া বিরত হইলে হংসরূপী মুনীন্দ্রগণ পুনরায় ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অনন্তর অরিন্দম জানশ্রুতি রাজা পরমর্ষি রৈক্ককে উৎকর্ষের চরমসীমায় অবস্থিত জানিয়া অকিঞ্চিত ব্যক্তির ন্যায় আতমাত্র বিষণ্ণ ও দীনভাবাপন্ন হইলেন। ৫০—৬৯। তিনি পুনঃপুন নিঃশ্বাস ফেলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। হংস রৈক্ক ঋষিকে উৎকৃষ্ট ও আমাকে নিকৃষ্ট বলিয়া গেল। অহো! রৈক্কের কি মাহাত্ম্য! পক্ষিগণও তাঁহার প্রশংসা করেন। অতএব আমি অধুনা এ সংসাররাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সেই মহাত্মা সযুগ্বা ঋষিরই শরণ গ্রহণ করি। সেই কৃপানিধি রৈক্ক ঋষি মাদৃশ শরণাপন্ন ব্যক্তিকে গ্রহণ করিয়া নিশ্চয়ই আত্মবিজ্ঞান উপদেশ করিবেন। হে দ্বিজগণ! সেই রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া অতিকষ্টে একপ্রকার জাগ্রদবস্থাতেই সেই রাত্রি যাপন করিলেন। অনন্তর নিশাবসানে তূর্য্যধ্বনি সহ

স্তদা তল্লস্থ এব সন্॥ ৭৫॥ সারথিং শীঘ্রমাহূয় ত্বভাবে সাদরং বচঃ। সারথে সত্বরং গত্বা রথমারুহ্য বেগবৎ॥ ৭৬॥ আশ্রমেষু মহর্ষীণাং পুণ্যেষু বিপিনেষু চ। বিবিক্তেষু প্রদেশেষু সতামাবাসভূমিষু॥ ৭৭॥ তীর্থানাঞ্চ নদীনাঞ্চ কূলেষু পুলিনেষু চ। অন্যেষু চ প্রদেশেষু যত্র সন্তি মুনীশ্বরাঃ॥ ৭৮॥ তেষু সর্ব্বেষু যোগীন্দ্রং পঙ্গুং শকটসংস্থিতম্। রৈক্কাভিধানং সর্ব্বেষাং ধর্ম্মাণামেকসংশ্রয়ম্॥ ৭৯॥ ব্রহ্মজ্ঞানৈকনিলয়ং সযুগ্বানং গবেষয়। অন্বিষ্য তূর্ণীং মৎপ্রীত্যৈ পুনরাগচ্ছ সারথে॥ ৮০॥ স তথেতি বিনির্গত্য বেগবদ্রথসংস্থিতঃ। সর্ব্বত্রান্বেষয়ামাস রৈক্কং ব্রহ্মবিদং মুনিম্॥ ৮১॥ গুহাসু পর্ব্বতানাঞ্চ মুনীনামাশ্রমেষু চ। সঞ্চচার মহীং কৃৎস্নাং তত্র তত্র গবেষয়ন্॥ ৮২॥ অন্বিষ্য বিবিধান্ দেশান্ সারথিস্ত্বরয়া সহ। ক্রমাদ্মহর্ষিসম্বাধং গন্ধমাদনমন্বগাৎ॥ ৮৩॥ মার্গমাণঃ স তত্রাপি তং দদর্শ মুনীশ্বরম্। কণ্ডূয়মানং পামানং শকটীয়স্থলস্থিতম্॥৮৪॥ অদ্বৈতনিষ্কলং ব্রহ্ম চিন্তয়ন্তং নিরন্তরম্। তং দৃষ্ট্বা সারথিস্তত্র সযুগ্বানং মহামুনিম্॥ ৮৫॥ রৈক্কোঽয়মিতি সঞ্চিন্ত্য তমাসাদ্য প্রণম্য চ। বিনয়ান্মুনিমপ্রাক্ষীদুপবিশ্য তদন্তিকে॥ ৮৬॥ সযুগ্বান্ রৈক্কনামা চ ব্রহ্মন্ কিং বৈ ভবানিতি। তস্য বাক্যং সমাকর্ণ্য স মুনিঃ প্রত্যভাষত॥৮৭॥ অহমেব সযুগ্বান্ বৈ রৈক্ক নামেতি বৈ তদা। ইত্যাকর্ণ্য মুনের্ব্বাক্যমিঙ্গিতৈর্ব্বহুভিস্তথা॥৮৮॥ কুটুম্বভরণার্থায় ধনেচ্ছামবগম্য চ। সর্ব্বং ন্যবেদয়দ্রাজ্ঞে নিবৃত্তো গন্ধমাদনাৎ॥ ৮৯॥ জানশ্রুতির্নিশম্যাথ সারথের্ব্বাক্যমাদরাৎ। ষট্শতানি গবাং চাপি নিষ্কভারং ধনস্য চ॥ ৯০॥ রথং চাশ্বতরীযুক্তং সমাদায় ত্বরান্বিতঃ। পৌত্রায়ণঃ স রাজর্ষিস্তং রৈক্কং প্রতিচক্রমে॥ ৯১॥ গত্বা চ বচনং প্রাহ তং রৈক্কং স মহীপতিঃ। ভগবন্ রৈক্ক সযুগ্বন্মদ্দত্তং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ৯২॥ ষট্শতানি গবাং চাপি নিষ্কভারং ধনস্য চ। রথং চাশ্বতরীযুক্তং প্রতিগৃহ্ণীষ্ব মামকম্॥ ৯৩॥ গৃহীত্বা সর্ব্বমেতত্ত্বং ভো ব্রহ্মন্নসুশাধি মাম্। অদ্বৈতব্রহ্মবিজ্ঞানং মহ্যং সমুপদিশ্যতাম্॥ ৯৪॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সস্পৃহঞ্চ সসম্ভ্রমম্। রৈক্কঃ প্রত্যাহ সযুগ্বান্ জান-

বন্দিগণের মঙ্গলগীতি শ্রবণপূর্ব্বক শয্যায় থাকিয়াই স্বীয় সারথিকে ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—সারথে! তুমি এক বেগগামী রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বর গমন কর এবং মহর্ষিগণের পুণ্যাশ্রম, বিবিক্ত ব প্রদেশ, সাধুগণের নিবাসভূমি তীর্থ ও নদীসমূহের কূল ও পুলিন এবং যে যে স্থানে মুনীন্দ্রগণ অবস্থান করেন, সেই সেই সমস্ত প্রদেশে শকটস্থিত রৈক্কনামক জনৈক পঙ্গু যোগীন্দ্রকে অন্বেষণ কর। তিনি সর্ব্বধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র আলয়। হে সারথে! আমার প্রীতির নিমিত্ত তাঁহার অন্বেষণ করিয়া সত্বর তুমি আবার প্রত্যাবর্ত্তন কর। সারথি 'তথাস্তু' বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল এবং বেগগামী রথে আরোহণপূর্ব্বক সর্ব্বত্র সেই ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্ক ঋষির অনুসরণ করিতে লাগিল। নানা গিরিগুহা, মুনিগণের আশ্রমসমূহ, এমন কি প্রায় সমগ্র মহীমণ্ডলই বিচরণ করিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে ক্রমশ সেই সারথি মহর্ষিজনসঙ্কুল গন্ধমাদনশৈলে উপস্থিত হইল। সেখানে অন্বেষণ করিতে করিতে সারথি সেই মুনীন্দ্রকে দেখিতে পাইল। দেখিল,—মহর্ষি শকটোপরি অবস্থান করিয়া স্বীয় দেহস্থ দদ্রু কণ্ডূয়ন করিতেছেন এবং অন্তরে নিরন্তর অদ্বৈত নিষ্কল ব্রহ্মের চিন্তা করিতেছেন। সারথি সেই মহামুনিকে দেখিয়া রৈক্ক বলিয়া স্থির করিল এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামান্তে তদন্তিকে উপবেশনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল,—হে ব্রহ্মন্! আপনিই কি সেই সযুগ্বা রৈক্কনামক ঋষি? মুনি তাহার কথা শুনিয়া তদুত্তরে কহিলেন,—আমিই সেই সযুগ্বা রৈক্ক ঋষি। মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তদীয় বিবিধ ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহার কুটুম্বভরণার্থ ধনাকাঙ্ক্ষা অবগত হইয়া গন্ধমাদন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক রাজার নিকট সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। ৭০—৮৯। মহীপতি, জানশ্রুতি সাদরে সারথির বাক্য শ্রবণ করিয়া এক অশ্বতরীযুক্ত রথারোহণে সত্বর ষট্শত গোধন ও অন্যান্য প্রচুর ধন লইয়া রৈক্ক ঋষির উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। রাজর্ষি সেখানে গিয়া রৈক্ক মুনিকে বলিলেন,—হে সযুগ্বন্! হে ভগবন্, রৈক্ক ঋষে! মৎপ্রদত্ত এই ষট্শত গোধন ও নিষ্কভার ধন এবং এই অশ্বতরীযুক্ত রথ আপনি প্রতিগ্রহ করুন। হে ব্রহ্মন্! আপনি এই সকল বস্তু গ্রহণ করিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান উপদেশ করুন। সযুগ্বা রৈক্ক ঋষি, অরিন্দম জানশ্রুতিরাজের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সস্পৃহভাবে সসম্ভ্রমে প্রত্যুত্তর

শ্রুতিমরিন্দমম্॥ ৯৫॥ রৈক্ব উবাচ। এতা গাবস্তবৈবাস্ত নিষ্কভারস্তথা রথঃ। কিমল্লেন মমানেন বহুকল্পেষু জীবতঃ॥ ৯৬॥ ন মে কুটুম্বনির্ব্বাহে পর্য্যাপ্তমিদমঞ্জসা। এবং শতগুণং চাপি যদি দত্তং ত্বয়া মম॥ ৯৭॥ নালং তদপি রাজেন্দ্র কুটুম্বভরণায় বৈ। ইতি রৈক্ববচঃ শ্রুত্বা জানশ্রুতিরভাষত॥ ৯৮॥ জানশ্রুতিরুবাচ। ত্বয়োপদিশ্যমানস্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য বৈ মুনে। ন হি মূল্যমিদং ব্রহ্মন্ গোধনং রথ এব চ॥ ৯৯॥ প্রতিগৃহ্নীষ বা মা বা মযৈতত্তু গবাদিকম্। নিষ্কলাদ্বৈতবিজ্ঞানং ব্রহ্মন্নুপদিশস্ব মে। তদাকর্ণ্য বচস্তস্য সযুগ্বান্ বাক্যমব্রবীৎ॥ ১০০॥ রৈক্ব উবাচ। নির্ব্বেদো যস্য সংসারে তথা বৈ পুণ্যপাপয়োঃ॥ ১০১॥ প্রারব্ধয়োর্বিনাশশ্চ স বৈ জ্ঞানোপদেশভাক্। তব যদ্যপি সংসারে নির্ব্বেদঃ সমজায়ত॥ ১০২॥ তথাপি পুণ্যপাপানাং ন হি নাশো ব্যাজয়ত। পুণ্যপাপৌঘসঙ্ঘাশ্চ পুনর্জ্জন্মনি হেতবঃ॥ ১০৩॥ ন হি ভোগং বিনা তেষাং নাশো ভবতি ভূপতে। তন্নাশোপায়মদ্যাহং তথাপি প্রব্রবীমি তে॥ ১০৪॥ যতো মাং শরণং প্রাপ্তস্তচ্ছৃণুষ্ব সমাহিতঃ। অত্র তীর্থত্রয়ং পুণ্যং বর্ত্ততেঽভীষ্টদায়কম্॥ ১০৫॥ মুমুক্ষূণাং হি সর্ব্বেষাং সর্ব্বপ্রারব্ধনাশনম্। এতদ্ধি যমুনাতীর্থং গঙ্গাতীর্থং তথৈব চ॥ ১০৬॥ গয়াতীর্থমিদং চাপি তদেষু স্নাহি মা চিরম্। সর্ব্বপ্রারব্ধনাশঃ স্যাত্তদা নৈবাত্র সংশয়ঃ॥ ৭॥ ততস্তে শুদ্ধচিত্তস্য জ্ঞানং চৈব দিশাম্যহম্। ইত্যুক্তে রৈক্বমুনিনা হর্ষসম্ফুল্ললোচনঃ। ৮॥ সসম্ভ্রমমুপাগম্য সস্নৌ তীর্থত্রয়েঽপি সঃ। তত্তীর্থস্নানমাত্রেণ শুদ্ধচিত্তোঽভবন্নৃপঃ॥ ৯॥ উপাতিষ্ঠত রাজাসৌ সযুগ্বানং গুরুং পুনঃ। সযুগ্বা স চ রৈক্বোঽপি মুনীন্দ্রৈরপি দুর্লভম্॥ ১১০॥ তজ্জানশ্রুতয়ে জ্ঞানং কৃপয়া সমুপাদিশৎ। তেনোপদিষ্টমাত্রে তু বিজ্ঞানে ব্রহ্মরূপিণি॥ ১১১ অবাধিতানুভববানভবদ্রাজসত্তমঃ। ব্রহ্মরূপং গতস্যাস্য প্রসাদাদ্রৈক্বযোগিনঃ॥ ১১২॥ ঘটকুড্যকুস্থূলাত্মা ন প্রপঞ্চঃ সমস্ফুরৎ। নির্ভিদ্য সহসা মায়ামভূদ্ ব্রহ্মৈব কেবলম্॥ ১১৩॥ ইত্থং তীর্থত্রয়ে স্নানাজ্জানশ্রুতিরহো নৃপঃ। দুর্লভং যোগিবৃন্দৈশ্চ

করিলেন; রৈক্ব কহিলেন,—এই সকল গো, নিষ্কভার ধন এবং এই রথ এতৎসমুদয় আপনারই থাকুক। এই অল্পপরিমিত ধন মাদৃশ বহুকল্পজীবী ব্যক্তির কুটুম্বভরণে পর্য্যাপ্ত নহে। এইরূপ শতগুণ ধন যদি তুমি আমাকে প্রদান কর, তথাচ হে রাজেন্দ্র! তাহাও কুটুম্বভরণে পর্য্যাপ্ত হইবে না। রৈক্ব ঋষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জানশ্রুতি কহিলেন,—হে মুনে! হে ব্রহ্মন্! আপনি যে আমায় ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দিবেন, এই গোধনাদি তাহার মূল্য নহে। হে ভগবন্! আমার প্রদত্ত এই গবাদি আপনি প্রতিগ্রহ করুন বা নাই করুন, যাহা নিষ্কল অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান, আপনি তাহা আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। সযুগ্বা রাজার সেই বাক্য শুনিয়া কহিলেন,—রাজন্! সংসারে যাহার নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে এবং প্রারব্ধ পুণ্য-পাপ নষ্ট হইয়াছে, তিনি জ্ঞানোপদেশের পাত্র। এ সংসারে যদিও তোমার নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে, তথাপি পাপপুণ্যের নাশ তোমার এখনও হয় নাই। পুণ্য এবং পাপরাশিই পুনর্জ্জন্মের হেতুভূত। হে ভূপতে! ভোগ ব্যতীত সে সকলের নাশ সম্ভবপর নহে। অতএব সেই মহাপাপপুণ্যনাশের উপায় তোমায় আমি এখন বলিতেছি। তুমি আমার শরণ লইয়াছ; এইজন্যই আমি তাহা বলিব,—তুমি সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। এইখানে তিনটী অভীষ্টদায়ক পুণ্য তীর্থ আছে।৯০—১০৫। উহা সকল মুমুক্ষু ব্যক্তিরই সর্ব্ববিধ প্রারব্ধের বিনাশক। এই যমুনা, গঙ্গা, ও গয়া তীর্থ আছে, এই সকল তীর্থে তুমি অচিরে স্নান কর। তোমার সমস্ত প্রারব্ধ নষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। অনন্তর তুমি শুদ্ধচিত্ত হইলে তোমায় আমি জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিব। রৈক্ব মুনি এই কথা কহিলে রাজা হর্ষোৎফুল্লনয়নে সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া সেই তীর্থত্রয়ে স্নান করিলেন। তীর্থত্রয়ে স্নান করিবামাত্র নরপতি শুদ্ধচিত্ত হইলেন এবং গুরুদেবসযুগ্বাকে পূজা করিলেন। অনন্তর সযুগ্বা রৈক্বঋষি কৃপা করিয়া—যাহা মুনীন্দ্রগণের দুর্লভ বস্তু, সেই তত্ত্বজ্ঞান জানশ্রুতি রাজাকে উপদেশ দিলেন। তিনি ব্রহ্মবিজ্ঞান উপদেশ করিবামাত্র রাজবর অবাধ অনুভববান্ হইলেন। যোগিবর রৈক্বের প্রসাদে রাজা ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার দৃষ্টিতে ঘট, কুড্য ও কুস্থূলাত্মক প্রপঞ্চ পরিস্ফুরিত হইল না। সহসা মায়াজাল ভেদ করিয়া কেবল ব্রহ্মই পরিস্ফুরিত হইলেন। অহো! এইরূপে সেই জানশ্রুতি নরপতি তীর্থত্রয়ে স্নানের ফলে যোগিবৃন্দের দুর্লভ

ব্রহ্মভূয়ত্বমাপ্তবান্ ॥ ১১৪ ॥ এবং বঃ কথিতং বিপ্রাস্তত্তীর্থত্রয়বৈভবম্। যস্থিমং পঠতেঽধ্যায়ং তীর্থত্রিতয়বৈভবম্ ॥ ১১৫ ॥ নির্ভিদ্যাজ্ঞানতিমিরং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ১১৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জানশ্রুতিজ্ঞানাবাপ্তিবর্ণনং নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। যমুনায়াঞ্চ গঙ্গায়াং গয়ায়াঞ্চ নরো মুদা। স্নানং বিধায় বিধিবৎ কোটিতীর্থং ততো ব্রজেৎ ॥ ১ ॥ কোটিতীর্থং মহাপুণ্যং সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্। সর্ব্বসম্পৎকরং শুদ্ধং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২ ॥ দুঃস্বপ্ননাশনং হ্যেতন্মহাপাতকনাশনম্। মহাবিঘ্নপ্রশমনং মহাশান্তিকরং নৃণাম্ ॥৩॥ স্মৃতিমাত্রেণ যৎ পুংসাং সর্ব্বপাপনিষূদনম্। লীলয়া ধনুষঃ কোট্যা স্বয়ং রামেণ নির্ম্মিতম্ ॥৪॥ পুরা দাশরথী রামো নিহত্য যুধি রাবণম্। ব্রহ্মহত্যাবিমোক্ষায় গন্ধমাদনপর্ব্বতে ॥ ৫ ॥ প্রতিষ্ঠিপল্লিঙ্গমেকং লোকানুগ্রহকাম্যয়া। লিঙ্গস্যাস্যাভিষেকায় শুদ্ধং বারি গবেষয়ন্ ॥ ৬ ॥ নাবিন্দত জলং তত্র পার্শ্বে দশরথাত্মজঃ। লিঙ্গাভিষেকযোগ্যঞ্চ জলং কিমিতি চিন্তয়ন্ ॥৭॥ নবেন বারিণা লিঙ্গং স্নাপনীয়ং ময়েতি সঃ। নিশ্চিত্য মনসা তত্র ধনুষ্কোট্যা রঘূদ্বহঃ ॥ ৮ ॥ বিভেদ ধরণীং শীঘ্রং মনসা জাহ্নবীং স্মরন্। রামকার্ম্মুককোটিঃ সা তদা প্রাপ রসাতলম্ ॥ ৯ ॥ তত উদ্ধারয়ামাস তদ্ধনুর্ধন্বিনাং বরঃ। ধনুষ্যুদ্ধ্রিয়মাণে তু রাঘবেণ মহীতলাৎ ॥ ১০ ॥ কাকুৎস্থেন স্মৃতা গঙ্গা নির্যযৌ বিবরাত্ততঃ। বারিণা তেন তল্লিঙ্গমভ্যষিঞ্চদ্রঘূদ্বহঃ ॥ ১১ ॥ রামকার্ম্মুককোট্যৈব যতস্তন্নির্ম্মিতং পুরা। অতঃ কোটিরিতি খ্যাতং তত্তীর্থং ভুবনত্রয়ে ॥ ১২ ॥ যানি যানীহ তীর্থানি সন্তি বৈ গন্ধমাদনে। প্রথমং তেষু তীর্থেষু স্নাত্বা বিগতকল্মষঃ ॥ ১৩ ॥ শেষপাপবিমোক্ষায় স্নায়াৎ কোটৌ নরস্ততঃ। তীর্থান্তরেষু স্নানেন যঃ পাপৌঘো ন নশ্যতি ॥ ১৪ ॥ অনেকজন্মকোটীভিরর্জ্জিতো হৃস্তিসংস্থিতঃ। বিনশ্যতি স সর্ব্বোঽপি কোটিস্নানান্ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥ যদি হি প্রথমং স্নায়াদত্র

ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদের নিকট উল্লিখিত তীর্থত্রয়ের মাহাত্ম্য বৃত্তান্ত বলিলাম। এই তীর্থত্রয়ের বৈভব-সমন্বিত অধ্যায় যে ব্যক্তি পাঠ করে, সে অজ্ঞানতিমির ভেদ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকে।১০৬—১১৬।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—মানব যমুনা, গঙ্গা ও গয়াতীর্থে যথাবিধি স্নান করিয়া পরে সন্তুষ্টমনে কোটিতীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থ মহাপুণ্যজনক, সর্ব্বসমৃদ্ধিকর, পবিত্র, সর্ব্বপাপহর, ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ, দুঃস্বপ্ননাশক, মহাপাতকহর, মহাবিঘ্ননাশক, নরগণের মহাশান্তিকর, এবং স্মরণ মাত্রেই নরগণের নিখিল পাপধ্বংসী। স্বয়ং রামচন্দ্র ধনুষ্কোটিদ্বারা লীলাক্রমে ঐ তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পুরাকালে দাশরথি রাম সমরে রাবণকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত এবং লোকদিগের উপর অনুগ্রহবিতরণার্থ গন্ধমাদনশৈলে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই লিঙ্গাভিষেক করিবার জন্য তিনি শুদ্ধ বারির অন্বেষণ করিয়া তাহার পার্শ্ববর্তী কোনস্থানেই জল প্রাপ্ত হন নাই। অনন্তর রামচন্দ্র চিন্তা করিলেন,—আমি নূতন বারি দ্বারা লিঙ্গ স্নান করাইব; কিন্তু লিঙ্গাভিষেকযোগ্য জল কোথায়? এইরূপ চিন্তা করিয়া রঘুরাজ মনে মনে জাহ্নবীকে স্মরণপূর্ব্বক ধনুষ্কোটি দ্বারা সত্বর ধরণীতল ভেদ করিলেন। রামের সেই কার্ম্মুককোটি তৎকালে রসাতলে উপনীত হইল। অনন্তর ধনুর্দ্ধারিপ্রবর রাম সেখান হইতে ধনুষ্কোটি উত্থাপিত করিলেন। রাঘব মহীতল হইতে ধনুরুত্তোলন করিবামাত্র তদীয় স্মরণমাত্রে জাহ্নবী সেই ভূবিবর হইতে নির্গত হইলেন। পরে রঘুবর সেই গঙ্গাবারি দ্বারা শিবলিঙ্গের স্নান করাইলেন। ১—১১। রামের কার্ম্মুককোটি দ্বারা পুরাকালে ঐ তীর্থ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া ভুবনত্রয়ে উহা কোটিতীর্থ নামে আখ্যাত হইয়াছে। গন্ধমাদন পর্ব্বতে যে যে তীর্থ আছে, মানব প্রথমে সেই সেই তীর্থে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইবে, পরে শেষ-পাপক্ষালনের নিমিত্ত কোটিতীর্থে স্নান করিবে। অন্যান্য তীর্থে স্নান করিলে যে সকল পাপ নষ্ট হয় না, বহুকোটিজন্মার্জ্জিত তাদৃশ অস্থিলগ্ন পাপরাশিও কোটিতীর্থে

কোটৌ নরো দ্বিজাঃ। তস্য মুক্তস্য তীর্থানি ব্যর্থান্যেবাপরাণি হি ॥ ১৬ ॥ ঋষয় উচুঃ। সূত সর্ব্বার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্যাসশিষ্য মুনীশ্বর। অস্মাকং সংশয়ং কশ্চিচ্ছিন্ধি পৌরাণিকোত্তম ॥ ১৭ ॥ কোটৌ স্নাতস্য মর্ত্ত্যস্য যদি তীর্থান্তরং বৃথা। কিমর্থং ধর্ম্মতীর্থাদিতীর্থেষু স্নান্তি মানবাঃ ॥ ১৮ ॥ তীর্থানি তানি সর্ব্বাণি সমতিক্রম্য মানবাঃ। অত্রৈব কোটৌ কিং স্নানং ন কুর্ব্বন্তি হি তদ্বদ ॥ ১৯ ॥ শ্রীসূত উবাচ। অহো রহস্যং যুষ্মাভিঃ পৃষ্টমেতন্মুনীশ্বরাঃ। নারদায় পুরা শম্ভুঃ পৃচ্ছতে যৎ কিলাব্রবীৎ ॥ ২০ ॥ তদ্ব্রবীমি মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শৃণুধ্বং শ্রদ্ধয়া সহ। গচ্ছন যদৃচ্ছয়া বাপি তীর্থযাত্রাপরোঽপি বা ॥২১ ॥ মার্গমধ্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তীর্থং দেবালয়ং তথা। দৃষ্ট্বা শ্রুত্বাপি বা মোহান্ন সেবেত নরাধমঃ ॥ ২২ ॥ নিষ্কৃতিস্তস্য নাস্তীতি প্রাব্রুবন্ পরমর্ষয়ঃ। সেতুং গচ্ছংস্ততো-

স্নান করিলে নষ্ট হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! মানবেরা যদি প্রথমেই এই কোটিতীর্থে স্নান করে, তবে তাহারা মুক্ত হইয়া যায়। ঐ অবস্থায় অন্যান্য-তীর্থ তাহাদের নিকট ব্যর্থ হইয়া পড়ে। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! হে সর্ব্বার্থতত্ত্বজ্ঞ, ব্যাসশিষ্য, মুনিবর! তুমি পৌরাণিকপ্রবর; আমাদের একটা সংশয় আছে; তুমি তাহা ছেদন কর। কোটিতীর্থে স্নাত ব্যক্তির পক্ষে তীর্থান্তর যদি বৃথাই হয়, তাহা হইলে মানবেরা কি নিমিত্ত অন্যান্য ধর্ম্মতীর্থসমূহে স্নান করে? সেই সেই প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান সকল অতিক্রম করিয়া মানবেরা কেনই বা এই কোটিতীর্থে আসিয়া স্নান করে না? এ রহস্য আমাদের নিকট ব্যক্ত কর। সূত কহিলেন,—হে মুনীন্দ্রগণ! আপনারা এ এক বড় রহস্য বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। পুরাকালে শম্ভুর নিকট নারদ ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নারদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহাই আপনাদের নিকট বলিতেছি। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করুন। মানব যদৃচ্ছাক্রমে যাউক, অথবা তীর্থপর্য্যটনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াই যাউক, পথি মধ্যে যে কোন দেবালয় বা তীর্থস্থান দেখিয়া বা তাহাদের মাহাত্ম্যকথা শুনিয়া মোহক্রমে সে সকলের যদি সেবা না করে, তবে সে নরাধমমধ্যেই পরিগণিত হয়। মহর্ষিগণ বলিয়াছেন,—তাদৃশ নরাধমের আর নিষ্কৃতির পথ নাই। সেতুতীর্থে যাইতে

হন্যেষু ন স্নায়াদ্যদি মানবঃ ॥ ২৩ ॥ তীর্থাতিক্রম-দোষৈঃ স বহিষ্কার্য্যোঽন্ত্যবদ্দ্বিজৈঃ। অতঃ স্নাতব্যমেবৈষু চক্রতীর্থাদিষু দ্বিজাঃ ॥ ২৪ ॥ স্নাত্বা চৈতেষু তীর্থেষু শেষপাপবিমুক্তয়ে। প্রযতৈর্ম্মনুজৈরত্র স্নাতব্যং কোটিতীর্থকে ॥ ২৫ ॥ কোটৌ চাভিষবং কৃত্বা ন তিষ্ঠেদ্গন্ধমাদনে। নিবর্ত্তেত্তৎক্ষণাদেব নিষ্পাপো গন্ধমাদনাৎ ॥ ২৬ ॥ রামোঽপি হি পুরা কোটিতীর্থসম্ভূতবারিণা। রামনাথেঽভিষিক্তে তু স্বয়ং স্নাত্বা চ তত্র বৈ ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মহত্যাবিমুক্তঃ সংস্তৎক্ষণাদেব সানুজঃ। আরূঢ়পুষ্পকোঽযোধ্যাং প্রযযৌ কপিভির্বৃতঃ ॥ ২৮ ॥ অতঃ কোটৌ নরঃ স্নাত্বা পাপশেষবিমোচিতঃ। নিবর্ত্তেত্তৎক্ষণাদেব রামো দাশরথির্যথা ॥ ২৯ ॥ এতদ্ধি তীর্থপ্রবরং সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্। রামনাথাভিষেকায় নির্ম্মিতং রাঘবেণ যৎ ॥ ৩০ ॥ স্বয়ং ভগবতী যত্র সন্নিধত্তে চ জাহ্নবী। তারকব্রহ্মণা যত্র রামেণ স্নাতমাদরাৎ ॥ ৩১ ॥ তস্য বৈ কোটিতীর্থস্য মহিমা কেন কথ্যতাম্।

যাইতে যদি নর অন্য কোন তীর্থে স্নান না করে, তবে তীর্থাতিক্রম-দোষে সে ব্যক্তি অন্ত্য জাতির ন্যায় দ্বিজগণের বহিষ্কার্য্য হইয়া থাকে। অতএব হে দ্বিজগণ! চক্রতীর্থাদি অন্যান্য তীর্থেও স্নান করিতে হয়। ঐ সকল তীর্থে স্নান করিয়া শেষ-পাপপ্রক্ষালনের নিমিত্ত প্রথমত মনুষ্যগণ কোটি-তীর্থে স্নান করিবে। কোটিতীর্থে স্নান করিয়া গন্ধমাদনশৈলে আর অবস্থান করিবে না; নিষ্পাপ হইয়া তৎক্ষণাৎ গন্ধমাদন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। ১২—২৬। পুরাকালে সানুজ রামচন্দ্রও কোটিতীর্থসম্ভূত পবিত্র জলে রামনাথ লিঙ্গের অভিষেক করিয়া পরে সেই জলে নিজেও স্নান করিয়াছিলেন। তথায় স্নানের ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তিলাভ করেন। অনন্তর পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিয়া কপিসৈন্য সমভিব্যাহারে রাম অযোধ্যায় গিয়াছিলেন। অতএব নর কোটিতীর্থে স্নান করিয়া অবশিষ্ট পাপ হইতে মুক্ত হইবে এবং দাশরথি-রামের ন্যায় তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে। এই তীর্থশ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকে বিখ্যাত। পূর্ব্বে রঘুনাথ রামনাথ লিঙ্গের অভিষেকার্থ এই তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভগবতী জাহ্নবী স্বয়ং ঐ স্থানে নিত্য সন্নিহিতা। তারকব্রহ্ম রাম নিজে সমাদর সহকারে এই তীর্থে স্নান করিয়াছিলেন। এবম্বিধ কোটিতীর্থের মহিমা কে বর্ণন

যত্র স্নাত্বা পুরা কৃষ্ণো লোকসংগ্রহণেচ্ছয়া ॥ ৩২ ॥ মাতুলস্য তু কংসস্য বধদোষাদ্বিমোচিতঃ। তস্য বৈ কোটিতীর্থস্য মহিমা কেন কথ্যতে ॥৩৩॥ ঋষয় উচুঃ। কিমর্থমবধীৎ কংসং মাতুলং যদুনন্দনঃ। যদ্দোষ-শান্তয়ে সূত সম্নৌ কোটৌ মহামনাঃ ॥ ৩৪ ॥ শ্রীসূত উবাচ। বসুদেব ইতি খ্যাতঃ শূরপুত্রো যদোঃ কুলে। আসীৎ স দেবকসুতাং দেবকীমিতি বিশ্রুতাম্ ॥ ৩৫ ॥ উদ্বাহ্য রথমারূঢ়ঃ স্বপুরং প্রস্থিতঃ পুরা। অথ সূতো বভূবাথ কংসো হ্যানকদুন্দুভেঃ ॥ ৩৬ ॥ অশরীরা তদা বাণী কংসং সারথিমব্রবীৎ। ভগিনীঞ্চ তথা ভামং বাহয়ন্তং রথোত্তমে ॥ ৩৭ ॥ যামিমাং বাহয়ংস্তত্র রথেন ত্বমরিন্দম। অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভো বধিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ ইত্যাকর্ণ্য বচো দিব্যং কংসঃ খড়্গং প্রগৃহ্য চ। স্বসারং হন্তুমুদ্যোগং চকার দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ৩৯ ॥ ততঃ প্রোবাচ তং কংসং বসুদেবঃ স সান্ত্বয়ন্। বসুদেব উবাচ। অস্যাঃ প্রসূতান্ দাস্যামি তুভ্যং কংস সুতানহম্ ॥ ৪০ ॥ এনাং স্বসারং মা হিংসীর্নাস্যাস্তে ভীতিরস্তি হি। শ্রুত্বা তদ্বচনং কংসো নিবৃত্তস্তদ্বধাত্তদা ॥ ৪১ ॥ দেবকীবসুদেবাভ্যাং সহিতঃ স্বপুরং যযৌ। পাদাবসক্তনিগড়ৌ দেবকীবসুদেবকৌ ॥ ৪২ ॥ স্থাপয়ামাস দুষ্টাত্মা কংসঃ কারাগৃহে তদা। ততঃ কালেন মহতা বসুদেবাদ্ধি দেবকী ॥ ৪৩ ॥ ষট্‌পুত্রান্ জনয়ামাস ক্রমেণ মুনিপুঙ্গবাঃ। জাতাংস্তান্ বসুদেবেন দত্তান্ কংসোঽপি সোঽবধীৎ ॥ ৪৪ ॥ হতেষু ষট্‌সু পুত্রেষু দেবক্যুদরজন্মসু। কংসেন ক্রূরমতিনা নিষ্কৃপেণ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৫ ॥ শেষোঽভূৎ সপ্তমো গর্ভো দেবক্যা জঠরে তদা। মায়াদেবী ততো গর্ভং তং বৈ বিষ্ণুপ্রচোদিতা ॥ ৪৬ ॥ নন্দগোপগৃহস্থায়াং রোহিণ্যাং সমবেশয়ৎ। দেবক্যাঃ সপ্তমো গর্ভঃ পতিতো জঠরাদিতি ॥ ৪৭ ॥ লোকে প্রসিদ্ধিরভবন্মহতা বিষ্ণুলীলয়া। দেবকীজঠরে পশ্চাদ্বিষ্ণুর্গর্ভত্বমাপ্তবান্ ॥ ৪৮ ॥ ততো দশসু মাসেষু গতেষু হরিরব্যয়ঃ। দেবকীজঠরাজ্জজ্ঞে কৃষ্ণ ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥ ৪৯ ॥ শঙ্খচক্রগদাখড়্গবিরাজিত-

করিতে পারে? পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ লোকহিতৈষণায় এই তীর্থে স্নান করিয়া মাতুল কংসের বধ-জনিত দোষ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব এতাদৃশ কোটিতীর্থের মাহাত্ম্যকথা কীর্ত্তন করিবার শক্তি কাহার আছে? ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! যদুনন্দন কি নিমিত্ত তাঁহার মাতুল কংসকে ধ্বংস করিয়াছিলেন—যে কার্য্যের দোষক্ষালনের নিমিত্ত সেই মহামনা কৃষ্ণকেও কোটিতীর্থে স্নান করিতে হইয়াছিল? সূত কহিলেন,—যদুকুলে শূরের পুত্র বসুদেব নামে এক বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দেবকীনাম্নী দেবক-সুতার পাণি গ্রহণ করিয়া রথারোহণে প্রস্থান করিয়াছিলেন। কংস তাঁহার সূতের কার্য্য করিতেছিল। এই সময় সারথি কংসকে লক্ষ্য করিয়া এক অশরীরিণী আকাশবাণী উত্থিত হইল। শ্যালক কংস উত্তম রথে করিয়া ভগিনীকে লইয়া যাইতেছিল; তাহাকে সম্বোধন করিয়া সেই আকাশ-বাণী বলিল,—হে অরিন্দম! তুমি যাহাকে রথে করিয়া বহন করিতেছ, ইহার অষ্টম গর্ভ তোমাকে হনন করিবে, সংশয় নাই। কংস এই কথা শুনিয়া খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক ভগিনীকে বধ করিতে উদ্যত হইল। তখন বসুদেব কংসকে সান্ত্বনা দান-পূর্ব্বক বলিলেন,—হে কংস! এই দেবকীর গর্ভে যে সকল সন্তানসন্ততি জন্মিবে, সে সকল তোমার হস্তে আমি অর্পণ করিব। তোমার এই ভগিনকে তুমি বধ করিও না; ইহা হইতে তোমার ভয় নাই। কংস সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবকীর বধকার্য্য হইতে বিরত হইল। অনন্তর দেবকী এবং বসুদেবের সহিত একযোগে স্বীয় পুরে প্রয়াণ করিল। অনন্তর দুষ্টাত্মা কংস, দেবকী এবং বসুদেবের পদে শৃঙ্খল বন্ধন করিয়া তৎকালে তাঁহাদিগকে স্বীয় কারাগৃহে রাখিয়া দিল। বহু-কাল পরে দেবকী ক্রমে ক্রমে ছয় পুত্র প্রসব করিলেন। হে মুনিবরগণ! বসুদেবের যে সকল পুত্র জন্মিল, বসুদেব একে একে তাহাদিগকে আনিয়া কংসের করে অর্পণ করিলেন। কংসও সেই সকল পুত্রই বধ করিল।২৭—৪৪।ক্রূরমতি নির্দ্দয় কংস কর্ত্তৃক দেবকীর গর্ভজাত ছয় পুত্রই একে একে হত হইলে, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর দেবকীর জঠরে সপ্তম গর্ভ উৎপন্ন হইল। বিষ্ণুপ্রেরিতা মায়াদেবী সেই গর্ভকে নন্দগোপগৃহবাসিনী রোহিণীর গর্ভে সংক্রামিত করিলেন। দেবকীর সপ্তম গর্ভ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বিষ্ণুলীলায় লোকে এই কথাই রটিয়া গেল। অনন্তর দেবকীর গর্ভে বিষ্ণু গর্ভরূপে প্রবেশ করিলেন। পরে দশমাস অতীত হইলে অব্যয় হরি দেবকীর জঠর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই অষ্টম গর্ভের বালক কৃষ্ণ-

চতুর্ভুজঃ। কিরীটী বনমালী চ পিত্রোঃ শোক-বিনাশনঃ॥ ৫০॥ তং দৃষ্ট্বা হরিমীশানং তুষ্টবানক-দুন্দুভিঃ॥ ৫১॥ বসুদেব উবাচ। বিশ্বং ভবান্ বিশ্বপতিস্ত্বমেব বিশ্বস্য যোনিস্ত্বয়ি বিশ্বমাস্তে। মহান্ প্রধানশ্চ বিরাট্ স্বরাট্ চ সম্রাড়সি ত্বং ভগবন্ সমস্তম্॥ ৫২॥ এবং জগৎকারণভূতধাম্নে নারায়ণায়ামিতবিক্রমায়। শ্রীশার্ঙ্গচক্রাসিগদাধরায় নমো নমঃ কৃত্রিমমানুষায়॥ ৫৩॥ স্তবমেবং শৌরিং তং বসুদেবং হরিস্তদা। অবোচৎ প্রীণয়ংস্তঞ্চ দেবকীঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ॥৫৪॥ হরিরুবাচ। অহং কংসং বধিষ্যামি মা ভীর্ব্বাং পিতরাবিতি। নন্দগোপস্য গৃহিণী যশোদাজনয়ৎ সুতাম্। মম মায়া পূর্ব্বদিনে সর্ব্বলোকবিমোহিনীম্॥ ৫৫॥ মাং তস্যাঃ শয়নে ন্যস্য যশোদায়াঃ সুতাং তু তাম্। আদায় দেবকী-শয্যাং প্রাপয়স্ব যদুত্তম॥ ৫৬॥ এবমুক্তঃ স কৃষ্ণেন তথৈব হ্যকরোদ্দ্বিজাঃ। রুরোদ মায়া-তনয়া দেবকী-শয়নে স্থিতা॥ ৫৭॥ অথ বালধ্বনিং শ্রুত্বা কংসঃ সঙ্কুলমানসঃ। সূতিকাগৃহমাগম্য তামাদায় চ দারিকাম্॥ ৫৮॥ শিলায়াং পোথয়ামাস নির্দ্দয়ো নিরপত্রপঃ। অথ তদ্ধস্তমাচ্ছিদ্য সায়ুধাষ্টমহাভুজা। মহাদেব্যব্রবীৎ কংসং সমাহুয়াতিকোপনা॥ ৫৯॥ মায়োবাচ। অরে রে কংস পাপাত্মন্ দুর্ব্বুদ্ধে মূঢ়চেতন॥ ৬০॥ যত্র কুত্রাপি শত্রুস্তে বর্ত্ততে প্রাণহারকঃ। মার্গয়স্বাত্মনো মৃত্যুং তং শত্রুং কংস মা চিরম্॥ ৬১॥ ইতীরয়িত্বা সা দেবী দিব্যস্থানান্যবাপ্য চ। লব্ধপূজা মনুষ্যেভ্যো বভূবাভীষ্টদায়িনী॥ ৬২॥ শ্রুত্বা স দেবীবচনং কংসোঽপি ভৃশমাকুলঃ। বালগ্রহান্ পূতনাদীন্ স্বান্তকং বাধিতুং রিপুম্॥ ৬৩॥ প্রেষয়ামাস দেশেষু শিশূনন্যাংশ্চ বাধিতুম্। তে চ বালগ্রহাঃ সর্ব্বে প্রযযুর্নন্দগোকুলম্॥ ৬৪॥ হতাশ্চ কৃষ্ণেন তদা প্রযযুর্যমসাদনম্। ততঃ কতিপয়াহঃসু গতেষু দ্বিজপুঙ্গবাঃ॥ ৬৫॥ রামকৃষ্ণৌ ব্যবর্দ্ধেতাং গোকুলে বালকৌ তদা। অনেকবালক্রীড়াভিশ্চিক্রীড়তু-ররিন্দমৌ॥ ৬৬॥ কঞ্চিৎ কালং বৎসপালৌ

নামে বিখ্যাত। ইঁহার চতুর্ভুজ—শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গ দ্বারা বিরাজিত। পুত্র পিতা-মাতার শোকহর, কিরীটধারী ও কুণ্ডলমণ্ডিত। আনকদুন্দুভি সেই ঈশ হরিকে সন্দর্শন করিয়া স্তব করিতে লাগি-লেন। বসুদেব বলিলেন,—হে ভগবন। আপনি বিশ্বপতি, বিশ্বযোনি, বিশ্বাধার, মহান, প্রধান, বিরাট্, স্বরাট্ ও সম্রাট্; বলিতে কি, এ বিশ্বস্থ সম-স্তই আপনি। এইরূপে আপনিই সেই জগৎকারণ-স্বরূপ তেজোমূর্ত্তি অমিতবিক্রম নারায়ণ—শঙ্খ, চক্র, গদা ও অসিধর কৃত্রিম পুরুষ; আপনাকে আমার বারম্বার নমস্কার। হে দ্বিজবরগণ! বসুদেব শৌরিকে এইরূপে স্তব করিলে হরি তখন তাঁহাকে এবং দেবকীকে পরিতৃপ্ত করত এই কথা কহি-লেন,—হে তাত! হে মাতঃ! আমি কংসকে বধ করিব, আপনাদের ভয় নাই। নন্দগোপের গৃহিণী যশোদা গত দিবস এক কন্যা প্রসব করিয়া-ছেন। ঐ কন্যা আমারই সর্ব্বলোকবিমোহিনী মায়া। হে যদুবর! আমাকে যশোদার শয্যায় স্থাপন করিয়া সেই কন্যা আনিয়া আপনি দেবকীর শয্যায় রাখিয়া দিন। হে দ্বিজগণ! কৃষ্ণ এই কথা কহিলে, বসুদেব তাঁহারই নির্দ্দেশ মত কার্য্য করিলেন। তখন মায়া কন্যা দেবকীর শয়নে থাকিয়া রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর ত্রস্তমনা কংস বালধ্বনি শ্রবণ করিয়া সূতিকাগৃহে আগমনপূর্ব্বক সেই কন্যাটীকে তুলিয়া লইল এবং নির্দ্দয় ও নির্লজ্জভাবে তাহাকে একটা শিলার উপর আহত করিল। অনন্তর সায়ুধ-অষ্ট মহাভুজ-শালিনী মহাদেবী মায়া অতি কোপভরে কংসকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—অরে রে পাপাত্মন! মূঢ়চেতন! দুর্ব্বুদ্ধিশালিন্! কংস! তোমার প্রাণহর শত্রু কোনও স্থানে জন্মিয়াছেন, রে কংস! অচিরে সেই নিজের মৃত্যু স্বরূপ বালককে অন্বেষণ কর। এই কথা কহিয়া সেই দেবী দিব্য স্থানে উপ-নীত হইলেন এবং মনুষ্যদিগের নিকটে পূজা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাভীষ্ট দান করিতে লাগিলেন। ৪৫—৬২। দেবীর বাক্য শুনিয়া কংস অতি আকুল হইল। অনন্তর স্বীয় প্রাণঘাতী শত্রুকে এবং অন্যান্য শিশুদিগকে নিগৃহীত করিবার নিমিত্ত পূতনাদি বালগ্রহদিগকে দেশে দেশে প্রেরণ করিতে লাগিল। কংসপ্রেরিত বালগ্রহগণ সকলেই নন্দগোকুলে গমন করিল এবং কৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া একে একে সকলেই যমভবনে উপনীত হইল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে বালকরূপী রামকৃষ্ণ নন্দগোকুলে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা বহুকাল যাবৎ গোকুলে ক্রীড়া করিলেন! সেই অরিন্দমদ্বয় বহু বালক সমভিব্যাহারে। ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

বেণুনাদমকুর্ব্বতাম্। কঞ্চিৎ কালঞ্চ গোপালৌ গুঞ্জাতাপিঞ্ছভূষিতৌ ॥ ৬৭ ॥ রেমাতে বহুকালং তৌ গোকুলে রামকেশবৌ। কংসঃ কদাচিদক্রূরং গোকুলে রামকেশবৌ ॥ ৬৮ ॥ প্রেষয়ামাস বিপ্রেন্দ্রাঃ সমানয়িতুমঞ্জসা। আনয়ামাস চাক্রূরো রামকৃষ্ণৌ স গোকুলাৎ ॥ ৬৯ ॥ মথুরাং কংসনির্দ্দেশাৎ স্বর্ণতোরণরাজিতাম্ ॥ ৭০ ॥ ততঃ সমানীয় স রামকেশবৌ যযৌ পুরীং গান্দিনীজস্তদগ্রে। দৃষ্ট্বা চ কংসং বিনিবেদ্য কার্য্যং তস্মৈ স্বগেহং প্রবিবেশ পশ্চাৎ ॥৭১॥ অথাপরাহ্নে বসুদেবপুত্রাবন্যেদ্যুরিষ্টৈঃ সহ গোপপুত্রৈঃ। উপেয়তুঃ সালনিখাতযুক্তাং সগোপুরাট্টাং মথুরাপুরীং তৌ ॥ ৭২ ॥ স্তোত্রাণি শৃণ্বন্ পুরযৌবতানাং কৃষ্ণস্তু রামেণ সহৈব গত্বা। ধনুর্নিবেশং সহসৈব তত্র দদর্শ চাপঞ্চ মহদ্দৃঢজ্যম্ ॥ ৭৩ ॥ বিদ্রাব্য সর্ব্বানপি চাপপালান্ ধনুঃ সমাদায় স লীলয়াশু। মৌর্ব্যাং নিযোক্তুং নময়াঞ্চকার তদন্তরে ভগ্নমভূদ্দ্বিধৈব ॥ ৭৪ ॥ কোদণ্ডভঙ্গোত্থিত-শব্দমাশু শ্রুত্বাভিযাতান্ বলিনো নিহন্তুম্। নিজঘ্নতুস্তৌ প্রতিগৃহ্য খণ্ডৌ চাপস্য পালান বলিনৌ দ্বিজেন্দ্রাঃ ॥ ৭৫ ॥ ততঃ কুবলয়াপীড়ং গজং দ্বারি স্থিতং ক্ষণাৎ। নিহত্য রামকৃষ্ণৌ তৌ মহাবল-পরাক্রমৌ ॥ ৭৬ ॥ তস্য দন্তৌ সমুৎপাট্য দধানৌ করয়োর্দ্বয়োঃ। অংসে নিধায় তৌ দন্তৌ রঙ্গং প্রযযতুঃ ক্ষণাৎ ॥ ৭৭ ॥ নিহত্য মল্লং চাণূরং মুষ্টিকং তোশলং তথা। অন্যাংশ্চ মল্লপ্রবরান নিন্যতুর্যমসাদনম্ ॥ ৭৮ ॥ সমারুরুহতুস্তূর্ণং তুঙ্গং মঞ্চঞ্চ তৌ তদা। তত্র তুঙ্গে সমাসীনমাসনে কংসমেত্য তৌ। তস্থতুস্তং তৃণীকৃত্য সিংহৌ ক্ষুদ্রমৃগং যথা ॥ ৭৯ ॥ ততঃ কংসং সমাকৃষ্য কৃষ্ণো মঞ্চোপরি স্থিতম্। পাদৌ গৃহীত্বা বেগেন ভ্রাময়ামাস চাম্বরে ॥ ৮০ ॥ ততস্তং পোথয়ামাস স ভূমৌ গতজীবিতম্। কংসভ্রাতৄন্ বলোঽপ্যষ্টৌ নিজঘ্নে মুষ্টিনা দ্বিজাঃ ॥ ৮১ ॥ এবং নিহত্য তং কংসং কৃষ্ণঃ পরবলার্দ্দনঃ। পিতরৌ মোচয়ামাস নিগড়াদতিদুঃখিতৌ ॥ ৮২ ॥ সর্ব্বানাশ্বাসয়ামাস বলেন সহ মাধবঃ। শ্রীকৃষ্ণেন হতং কংসং শ্রুত্বা প্রাপুঃ পুরীং তদা ॥ ৮৩ ॥ বান্ধবা

তাঁহারা কখন বেণুনাদ করিতে করিতে বৎস-পালকের বেশে, এবং কখন বা গুঞ্জা ও তাপিঞ্ছ দ্বারা বিভূষিত হইয়া গোপালরূপে বহুকাল গোকুলে বিহার করিলেন। একদা কংস রামকেশবকে আনয়ন করিবার জন্য গোকুলে অক্রূরকে প্রেরণ করিল। অক্রূর গোকুল হইতে রামকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া আসিলেন। কংসের আদেশে মথুরা নগরী স্বর্ণতোরণাদি দ্বারা সমলঙ্কৃত হইয়াছিল। অক্রূর রামকেশবকে তথায় আনয়ন করিয়া নিজ পুরে গমনপূর্ব্বক কংসের নিকট উপস্থিত কার্য্য নিবেদ-নান্তে পরে স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন। অন্যদিন অপরাহ্নে প্রিয় গোপবালকদিগের সহিত রামকেশব শালনিখাত-সমন্বিত গোপুরশালিনী মথুরানগরীতে উপনীত হইলেন। রামকৃষ্ণ পুরবাসীদিগের স্তোত্র সকল শ্রবণ করিতে করিতে ধনুর্গৃহে গমন-পূর্ব্বক এক দৃঢ়গুণান্বিত মহাচাপ দর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত চাপপালকদিগকে তাড়াইয়া দিয়া লীলাক্রমে সেই মহাচাপ গ্রহণপূর্ব্বক গুণযোজনা করিবার জন্য তাহাকে নমিত করিবামাত্র তৎ-ক্ষণাৎ তাহা ভগ্ন হইয়া দ্বিধাভূত হইল। কোদণ্ড-ভঙ্গের বিষম শব্দ শুনিয়া বলবান্ চাপরক্ষকগণ রাম-কৃষ্ণকে বিনাশ করিতে গমন করিল। তখন বলী রাম-কৃষ্ণ চাপখণ্ড গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের সকলকেই নিহত করিলেন। অনন্তর কুবলয়াপীড় নামক দ্বারস্থিত মহাগজকে নিহত করিয়া মহাবল-পরাক্রম রাম-কৃষ্ণ তাহার বিশাল দন্তযুগল উৎপাটনপূর্ব্বক হস্তে ধারণ করিলেন এবং উভয়ে উভয় স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। সেখানে চাণুর, মুষ্টিক, তোশল ও অন্যান্য মল্লপ্রধানকে নিহত করিয়া যমভবনে প্রেরণ করিলেন। ৬৩—৭৮। অনন্তর তাঁহারা সত্বর উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিয়া তত্রস্থ কংসকে আক্রমণ করিলেন। সিংহযুগল যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে আক্রমণ করে, তেমনি সেই কংসকে তাঁহারা তৃণের ন্যায় অবজ্ঞা করিয়া তদুপরি অবস্থিত হইলেন। পরে কৃষ্ণ মঞ্চসমাসীন কংসকে আকর্ষণপূর্ব্বক পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া শূন্য পথে ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। অনন্তর গতজীবন কংসকে শ্রীকৃষ্ণ ভূতলে পোথিত করিলেন। হে দ্বিজগণ! বলরাম মুষ্টিপ্রহারে কংসের অষ্ট ভ্রাতাকে নিহত করিলেন। অরিন্দম কৃষ্ণ এইরূপে কংসের ধ্বংস সাধন করিয়া দুঃখিত পিতামাতাকে নিগড়বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। পরে বলরামসহ শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আশ্বাসিত করিয়া স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিলেন। কংস পূর্ব্বে যাহাদিগকে মথুরায় উৎপীড়িত করিয়া-ছিল, শ্রীকৃষ্ণ কংসকে নিহত করিয়াছেন, এই কথা

মথুরায়াং যে পূর্ব্বং কংসেন বাধিতাঃ। উগ্রসেনং তথা রাজ্যে স্থাপয়ামাস কেশবঃ॥ ৮৪॥ অসহিষ্ণু-র্দ্বিজাঃ পিত্রোরেবং কংসকৃতাগসম্। জঘান মাতুলং কংসং দেবব্রাহ্মণকণ্টকম্॥ ৮৫॥ ততঃ কদাচিৎ-কৃষ্ণোঽয়মাত্মানং দ্রষ্টুমাগতান্। নারদাদীন্মুনীন্ সর্ব্বা-নিদং পপ্রচ্ছ সত্তমঃ॥ ৮৬॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। ময়ায়ং মাতুলো বিপ্রা হতঃ কংসোঽতিপাপকৃৎ। মাতুলস্য বধে দোষঃ প্রোচ্যতে শাস্ত্রবিত্তমৈঃ॥ ৮৭॥ প্রায়শ্চিত্তমতো ব্রূত তদ্দোষবিনিবৃত্তয়ে। অবো-চন্নারদস্তত্র কৃষ্ণমদ্ভুতবিক্রমম্। বাচা মধুরয়া বিপ্রা ভক্তিপ্রণয়পূর্ব্বকম্॥ ৮৮॥ নারদ উবাচ। নিত্য-শুদ্ধশ্চ মুক্তশ্চ ভদ্রশ্চৈব ভবান্ সদা॥ ৮৯॥ সচ্চিদা-নন্দরূপশ্চ পরমাত্মা সনাতনঃ। পুণ্যং পাপঞ্চ তে নাস্তি কৃষ্ণ যাদবনন্দন॥ ৯০॥ তথাপি লোক-শিক্ষার্থং ভবতা গরুড়ধ্বজ। প্রায়শ্চিত্তন্তু কর্ত্তব্যং বিধিনানেন মাধব॥ ৯১॥ লোকসংগ্রহণং তাবৎ কর্ত্তব্যং ভবতাধুনা। রামসেতৌ মহাপুণ্যে গন্ধ-মাদনপর্ব্বতে॥ ৯২॥ রামেণ স্থাপিতং লিঙ্গং রাম-নাথাভিধং পুরা। তস্যাভিষেকতোয়ার্থং ধনুষ্কোট্যা রঘূদ্বহঃ॥ ৯৩॥ গাং ভিত্ত্বোৎপাদয়ামাস তীর্থং কোটীতি বিশ্রুতম্। তব পূর্ব্বাবতারেণ রামেণাক্লিষ্ট-কর্ম্মণা॥ ৯৪॥ ব্রহ্মহত্যাবিশুদ্ধ্যর্থং নির্ম্মিতং স্বয়মেব যৎ। তত্র স্নানং কুরুষ ত্বং ধর্ম্ম্যে পাপবিনাশনে॥ ৯৫॥ তেন তে মাতুলবধাদ্দোষঃ শীঘ্রং বিনঙ্ক্ষ্যতি। কোটিতীর্থে হরে স্নানং ব্রহ্মহত্যাদিশোধকম্॥ ৯৬॥ স্বর্গমোক্ষপ্রদং পুংসামায়ুরারোগ্যবর্দ্ধনম্। ইতি শ্রুত্বা মুনের্ব্বাক্যং নারদস্য স মাধবঃ॥ ৯৭॥ বিসৃজ্য তানৃষীন্ সর্ব্বাংস্তস্মিন্নেব ক্ষণে দ্বিজাঃ। রামসেতৌ যযৌ তূর্ণং স্বদোষপরিশুদ্ধয়ে॥ ৯৮॥ দিনৈঃ কতি-পয়ৈর্গত্বা কোটিতীর্থং যদূদ্বহঃ। স্নাত্বা সঙ্কল্পপূর্ব্বঞ্চ দত্ত্বা দানান্যনেকশঃ॥ ৯৯॥ স মাতুলবধোৎপন্ন-দোষেভ্যো মুমুচে ক্ষণাৎ। নিষেব্য রামনাথঞ্চ স্বপুরং মথুরাং যযৌ॥ ১০০॥ শ্রীসূত উবাচ। এবম্প্রভাবং পুণ্যঞ্চ কোটিতীর্থং মুনীশ্বরাঃ। ব্রহ্ম-হত্যাদিভিঃ পাপৈঃ সদ্যো মুচ্যেত মানবঃ। নানেন

শ্রবণ করিয়া সেই সকল বন্ধুবান্ধবেরা স্বীয় পুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কেশব পরে উগ্র-সেনকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। হে দ্বিজগণ! পিতামাতার প্রতি কংসকৃত অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই দেবব্রাহ্মণ-কণ্টক কংসকে নিহত করিয়াছিলেন। একদা কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারে সমাগত নারদাদি মুনিগণকে সাধুসত্তম শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিপ্রগণ! আমার মাতুল অতি বড় পাপিষ্ঠ কংসকে আমি নিহত করিয়াছি। শাস্ত্রজ্ঞপ্রবর সাধুগণ মাতুলবধে দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব সেই দোষনিবৃত্তির প্রায়শ্চিত্ত কি? তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। তখন নারদ সেই অদ্ভুতবিক্রম কৃষ্ণকে মধুর বাক্যে ভক্তি ও প্রণামপুরঃসর কহিলেন,—আপনি নিত্য শুদ্ধ, মুক্ত ও মঙ্গলময়। আপনিই সচ্চিদানন্দ-রূপ, সনাতন, পরমাত্মা। হে যাদবনন্দন, শ্রীকৃষ্ণ! আপনার পাপপুণ্য কিছুই নাই, তথাপি হে গরুড়ধ্বজ! আপনি লোকশিক্ষার নিমিত্ত নিম্নোক্ত বিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিবেন। হে মাধব! লোকসংগ্রহণ করাই এক্ষণে আপনার কর্ত্তব্য। গন্ধমাদনশৈলে মহাপুণ্য রামসেতু আছে। তথায় স্বয়ং রামচন্দ্র রামনাথ নামে পূর্ব্বে এক লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। সেই লিঙ্গের অভিষেকনিমিত্ত রঘুবর ধনুষ্কোটি দ্বারা পৃথিবী ভেদ করিয়া তীর্থবারি উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই ধনুষ্কোটি-ভিন্ন স্থান কোটিতীর্থ নামে নিরূপিত। আপনারই পূর্ব্বাবতার অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম ব্রহ্মহত্যা হইতে বিশুদ্ধিলাভার্থ স্বয়ং ঐ তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই পাপহর ধর্ম্মময় তীর্থে আপনি স্নান করুন।৭৯-৯৫। তথায় স্নান করিলেই আপনার মাতুলবধ-জনিত দোষ সত্বর বিনষ্ট হইয়া যাইবে। হে হরে! কোটিতীর্থে স্নান করিলেই ব্রহ্মহত্যাদি-জনিত দোষের শুদ্ধি হইবে। তথায় স্নান নরগণের স্বর্গ-মোক্ষপ্রদ এবং আয়ু ও আরোগ্যবর্দ্ধন। মাধব নারদমুনির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সমাগত ঋষিদিগকে বিদায় দিলেন এবং অবিলম্বে স্বীয় দোষক্ষালনের নিমিত্ত রামসেতু-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যদুশ্রেষ্ঠ কতিপয় দিনের মধ্যেই সেই কোটিতীর্থে উপনীত হইয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান ও বহু দানাদি কার্য্য করিলেন। সেখানে স্নানান্তে তিনি তৎক্ষণাৎ মাতুলবধ-জনিত দোষ হইতে মুক্ত হইলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ রামনাথ লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া স্বীয় পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সূত কহিলেন,—হে মুনীন্দ্রগণ! ঐ কোটিতীর্থ এইরূপই প্রভাবসম্পন্ন। মানব এখানে আসিয়া ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে

সদৃশং তীর্থমন্যদস্তি মহীতলে ॥১০১॥ অত্র স্নানাত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা দ্বিজাঃ। প্রীতাঃ স্যুরন্যে দেবাশ্চ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১০২ ॥ এবং বঃ কথিতং চিত্রং কোটিতীর্থস্য বৈভবম্। যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে মানবো ভুবি ॥ ১০৩ ॥ শ্রুত্বেমং পুণ্যমধ্যায়ং পঠিত্বা চ মুনীশ্বরাঃ। ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ সত্যং মুচ্যতে পাতকৈর্নরঃ ॥ ১০৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কোটিতীর্থপ্রশংসায়াং কৃষ্ণস্য মাতুলবধদোষশান্তিবর্ণনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। কোটিতীর্থং মহাপুণ্যং সেবিত্বা কেবলং নরঃ। স্নাতুং জিতেন্দ্রিয়স্তীর্থং ততঃ সাধ্যামৃতং ব্রজেৎ ॥ ১ ॥ সাধ্যামৃতং মহাতীর্থং মহাপুণ্যফলপ্রদম্। মহাদুঃখপ্রশমনং গন্ধমাদনপর্ব্বতে ॥ ২ ॥ অস্তি পাপহরং পুংসাং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কম্। যত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩ ॥ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ যজ্ঞৈর্দ্দানেন বা পুনঃ। গতিং তাং ন লভেন্মর্ত্ত্যো যাং সাধ্যামৃতমজ্জনাৎ ॥ ৪ ॥ স্পৃষ্টানি যেষামঙ্গানি সাধ্যামৃতজলৈঃ শুভৈঃ। তেষাং দেহগতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ৫ ॥ সাধ্যামৃতজলে যস্তু সাঘমর্ষণকৃন্নরঃ। স বিধূয়েহ পাপানি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৬ ॥ পূর্ব্বে বয়সি পাপানি কৃত্বা কর্ম্মাণি যো নরঃ। পশ্চাৎ সাধ্যামৃতং সেবেৎ পশ্চাত্তাপসমন্বিতঃ ॥ ৭ ॥ অন্তে বয়সি মুক্তঃ স্যাৎ স নরো নাত্র সংশয়ঃ। সাধ্যামৃতে নরঃ স্নাত্বা দেহবন্ধাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৮ ॥ সাধ্যামৃতজলে স্নাতা মনুষ্যাঃ পাপকর্ম্মিণঃ। অনেকক্লেশঘোরাণি নরকাণি ন যান্তি হি ॥ ৯ ॥ সাধ্যামৃতজলে স্নানাৎ পুংসাং যা স্যাদ্গতির্দ্বিজাঃ। ন সা গতির্ভবেদ্‌যজ্ঞৈর্ন বেদৈঃ পুণ্যকর্ম্মভিঃ ॥ ১০ ॥ যাবদস্থি মনুষ্যাণাং সাধ্যামৃতজলে স্থিতম্। তাবদ্বর্ষাণি তিষ্ঠন্তি শিবলোকে সুপূজিতাঃ ॥ ১১ ॥ অপহত্য তমস্তীব্রং যথা ভাত্যুদয়ে রবিঃ। তথা সাধ্যামৃতস্নায়ী ভিত্ত্বা পাপানি রাজতে। ১২॥বাঞ্ছিতাল্লভতে কামানত্র স্নাতো নরঃ সদা। যত্র

সদাই মুক্ত হইয়া থাকে। এ মহীতলে ইহার সদৃশ তীর্থ আর নাই। এখানে স্নান করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই দেবত্রয় এবং অন্যান্য দেবগণও পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এই আমি আপনাদের নিকট কোটিতীর্থের এইরূপই বিচিত্র বৈভব কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। হে মুনীন্দ্রগণ! এই পবিত্র অধ্যায় শ্রবণ ও পাঠ করিয়া মানব সত্য সত্যই পাতক হইতে পরিমুক্ত হয়। ৯৬—১০৪।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মহাপুণ্য কোটিতীর্থে স্নান করিয়া পরে স্নানার্থ সাধ্যামৃত তীর্থে গমন করিবে। গন্ধমাদন পর্ব্বতে সাধ্যামৃত নামে এক মহৎ তীর্থ আছে। উহা মহা পুণ্যফলজনক, মহাদুঃখনাশক, নরগণের পাপহর ও সর্ব্বাভীষ্টদায়ক। এখানে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলে নর সর্ব্ব কাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানব তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ ও দান কার্য্য দ্বারা যে গতি লাভ করে, সাধ্যামৃত তীর্থে মজ্জন করিলে, তাহার সেই গতিই লাভ হয়। পবিত্র সাধ্যামৃত-জলে যাহাদের অঙ্গ সকল স্পৃষ্ট হয়, তাহাদের দেহগত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। যে নর সাধ্যামৃত-জলে অঘমর্ষণ করে, সে তাহার সর্ব্বপাপ বিদূরিত করিয়া অন্তে বিষ্ণুলোকে বিহার করিয়া থাকে। যে মানব প্রথম বয়সে পাপ কর্ম্ম করিয়া পশ্চাৎ অনুতপ্ত চিত্তে শেষবয়সে সাধ্যামৃতজলে স্নান করে, তাহার মুক্তি হয়; সন্দেহ নাই। নর সাধ্যামৃতে স্নান করিয়া দেহবন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করে। পাপকর্ম্মী মনুষ্যগণ সাধ্যামৃতজলে স্নান করিয়া বহুক্লেশ-ভীষণ নরকজালে কদাচ নিপতিত হয় না। হে দ্বিজগণ! সাধ্যামৃতজলে স্নান করিলে নরগণের যাদৃশ গতি লাভ হয়, যজ্ঞ, দান, বা অন্য কোন পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা সেরূপ গতি সংঘটিত হয় না। ১—১০। যে পর্য্যন্ত সাধ্যামৃতজলে মানবদিগের অস্থি থাকে, মানবেরা ততকাল যাবৎ সুপূজিত হইয়া শিবলোকে বাস করে। তমস্তোম নিরস্ত করিয়া উদীয়মান রবি যেমন বিভাত হন, সাধ্যামৃতস্নায়ী নরও তেমনি পাপরাশি ভেদ করিয়া বিরাজ করিয়া থাকেন। অত্র স্নাত নর সর্ব্বদা বাঞ্ছিত কাম লাভ করে।

স্নাত্বা মহাপুণ্যে পুরা রাজা পুরূরবাঃ। বিপ্রয়োগং সহোর্ব্বশ্যা জহৌ তুম্বুরুশাপজম্ ॥ ১৩ ॥ ঋষয় উচুঃ। কথং সূত মহাভাগ সহোর্ব্বশ্যামরস্ত্রিয়া ॥ ১৪ ॥ প্রথমং লব্ধবান্ যোগং মর্ত্ত্যো রাজা পুরূরবাঃ। বিপ্রয়োগং সহোর্ব্বশ্যা জহৌ তুম্বুরুশাপজম্ ॥ ১৫ ॥ হেতুনা কেন রাজানং শশাপ তুম্বুরুর্ম্মুনিঃ। এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব বিস্তরান্মুনিপুঙ্গব ॥ ১৬ ॥ সূত উবাচ। আসীৎ পুরূরবা নাম শক্রতুল্যপরাক্রমঃ। রাজ-রাজসমো রাজা পুরা হ্যমরপূজিতঃ ॥ ১৭ ॥ ধর্ম্মতঃ পালয়ামাস মেদিনীং স নৃপোত্তমঃ। ঈজে চ বহুভির্যজ্ঞৈর্দদৌ দানানি সর্ব্বদা ॥ ১৮ ॥ প্রশাসতি মহীং সর্ব্বাং রাজ্ঞি তস্মিন্মহামতৌ। মিত্রাবরুণশাপেন ভুবং প্রাপোর্ব্বশী দ্বিজাঃ ॥ ১৯ ॥ সা চচারোর্ব্বশী তত্র রাজ্ঞস্তস্য পুরান্তিকে। কোকিলালাপমধুর-বীণয়োপবনে জগৌ ॥ ২০ ॥ স রাজোপবনে রন্তুং কদাচিদ্ধৃতকৌতুকঃ। আরূঢতুরগঃ প্রায়াল্ললনা-শতসংবৃতঃ ॥ ২১ ॥ তাদৃশীমুর্ব্বশীং তত্র করসম্মিতমধ্যমাম্। উবাচ চৈনাং রাজাসৌ ভার্য্যা মম ভবেতি বৈ ॥ ২২ ॥ সাপি কামাতুরা তত্র রাজানং প্রত্যভাষত। ভবত্বেবং নরশ্রেষ্ঠ সময়ং যদি মে ভবান্ ॥ ২৩ ॥ করিষ্যতি তবাভ্যাশে বৎস্যামি ধৃতকৌতুকা। করিষ্যে সময়ং সুভ্রু তবাহমিতি সোঽব্রবীৎ ॥ ২৪ ॥ অথোর্ব্বশী বভাবে তং পুরূরবসমুৎসুকা। পুত্রভূতং মম যদি রক্ষস্যুরণকদ্বয়ম্ ॥ ২৫ ॥ ন নগ্নো দৃশ্যসে রাজন্ কদাপি যদি বৈ তথা। নোচ্ছিষ্টং মম দদ্যাশ্চেত্তদা বৎস্যে তবান্তিকে ॥ ২৬ ॥ ঘৃতমাত্রাশনা চাহং ভবিষ্যামি নৃপোত্তম। এবমস্ত্বিতি রাজোক্তাং তাং নিনায় নিজং গৃহম্ ॥ ২৭ ॥ অলকায়াং স ভূপাল-স্তথা চৈত্ররথে বনে। রেমে সরস্বতীতীরে পদ্মখণ্ড-মনোরমে ॥২৮॥ একষষ্টিং স বর্ষাণি রমমাণস্তয়ানয়ৎ। তেনোর্ব্বশী প্রতিদিনং বর্দ্ধমানানুরাগিণী ॥ ২৯ ॥ স্পৃহাং ন দেবলোকেঽপি চকার তনুমধ্যমা। নাভবদ্রমণীয়োঽসৌ দেবলোকস্তয়া বিনা ॥ ৩০ ॥

পুরাকালে রাজা পুরূরবা ঐ মহাপুণ্য তীর্থে স্নান করিয়া তুম্বুরু-শাপজনিত উর্ব্বশীবিচ্ছেদ ভোগ করেন নাই। ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাভাগ, সূত! মর্ত্ত্য রাজা পুরূরবা কিরূপে সুররমণী উর্ব্বশীর সহিত প্রথমে মিলন প্রাপ্ত হন? এবং কিরূপেই বা তিনি তুম্বুরু-শাপ-জাত উর্ব্বশী-বিরহ অতিক্রম করেন? অপিচ তুম্বুরু মুনিই বা তাঁহাকে শাপ দিয়াছিলেন কেন? হে মুনিপুঙ্গব! এতৎসমস্ত আমাদিগের নিকট বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন—পুরাকালে পুরূরবা নামে ইন্দ্রপ্রতিম-পরাক্রমশালী রাজরাজসম জনৈক সুরপূজিত রাজা ছিলেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে মেদিনী পালন করিতেন। সতত বহু যজ্ঞ ও বহু দানকার্য্য তাঁহা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত। সেই মহীপতি এই সমগ্র মহী-মণ্ডল শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, হে দ্বিজগণ! একদা সুরসুন্দরী উর্ব্বশী মিত্রাবরুণের শাপে মর্ত্ত্যধামে উপনীত হন। অনন্তর সেই উর্ব্বশী উল্লিখিত মহীপালের পুরসন্নিকটে বিচরণ করিতে থাকেন। একদা উর্ব্বশী সেই রাজার উপবনে প্রবেশ করিয়া কোকিলালাপমধুর বীণা বাজাইতে লাগিলেন। একদিন কোন উৎসব উপলক্ষে রাজা পুরূরবা সাত শত ললনায় পরিবৃত হইয়া উপবনে বিহার করিবার নিমিত্ত অশ্বারোহণে তথায় প্রয়াণ করিলেন। সেখানে রাজা সেই করসম্মিত-মধ্যমা উর্ব্বশীকে দেখিয়া কহিলেন, তুমি আমার ভার্য্যা হও। কামাতুরা উর্ব্বশীও রাজাকে প্রত্যুত্তরে বলিল,—হে নরশ্রেষ্ঠ! এরূপ হউক, কিন্তু আপনি যদি আমার সহিত সময় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি কুতূহলান্বিত হইয়া আপনার সহিত বাস করিতে পারি। রাজা কহিলেন,—হে সুভ্রু! তোমার সহিত আমি সময় নিরূপণ করিব। অনন্তর উর্ব্বশী সোৎ-সুকচিত্তে কহিল,—আমার পুত্রস্থানীয় মেষযুগলকে আপনি যদি রক্ষা করেন, হে রাজন! আপনাকে যদি কখন আমি নগ্ন না দেখি, আর আমাকে যদি আপনি উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে না দেন, তবেই আমি আপনার সন্নিধানে বাস করিব। হে নৃপোত্তম! আমি ঘৃতমাত্র আহার করিয়াই থাকিব। রাজা বলিলেন,—এবমস্তু। এই বলিয়া উর্ব্বশীকে তিনি নিজালয়ে লইয়া গেলেন।১১—২৭। অনন্তর ভূপাল পুরূরবা অলকায়, চৈত্ররথবনে, পদ্মখণ্ডমণ্ডিত মনোরম সরস্বতীরে, উর্ব্বশীর সহিত বিহার করত একষষ্টি বর্ষ যাপন করিলেন। তনুমধ্যা উর্ব্বশী সেই রাজার সহিত বিহার করিয়া দেবলোকে আর স্পৃহাবতী হইলেন না; দিন দিন রাজার উপরই তাঁহার অনুরাগ উপচিত হইতে লাগিল! কিন্তু এদিকে দেবলোক সেই উর্ব্বশী বিনা

অতস্তামানয়িষ্যামি দেবলোকমিতি দ্বিজাঃ। বিশ্বাবসুর্বিচার্য্যৈবং ভূর্লোকমগমৎ ক্ষণাৎ ॥ ৩১ ॥ উর্ব্বশ্যাঃ সময়ং রাজ্ঞা বিশ্বাবসুরয়ং সহ। বিদিত্বা সহ গন্ধর্ব্বৈঃ সমবেতো নিশান্তরে ॥ ৩২ ॥ উর্ব্বশ্যাঃ শয়নাভ্যাশাজ্জগ্রাহোরণকং জবাৎ। আকাশে নীয়মানস্য তস্য শুশ্রুবোর্ব্বশী পতিম্ ॥ ৩৩ ॥ অব্রবী-ন্মৎসুতঃ কেন গৃহ্যতে ত্যজ্যতাময়ম্। অনাথা শরণং যামি কং নরং গতচেতনা ॥ ৩৪ ॥ পুরূরবাঃ সমাকর্ণ্য বাক্যং তস্যা নিশান্তরে। মাং ন নগ্নং নিরীক্ষেত দেবীতি ন যযৌ তদা ॥ ৩৫ ॥ অথান্য-মপ্যুরণকং গন্ধর্ব্বাঃ প্রতিগৃহ্য তে। যযুস্তস্যোরণস্যাপি শব্দং শুশ্রাব চোর্ব্বশী ॥ ৩৬ ॥ অনাথায়া মম সুতো গৃহ্যতে তস্করৈরিতি। চুক্রোশ দেবী পুরুষং কং যামি শরণং নরম্ ॥ ৩৭ ॥ অমর্ষবশমাপন্নঃ শ্রুত্বা তদ্বচনং নৃপঃ। তিমিরেণাবৃতং সর্ব্বমিতি মত্বা স খড়্গধৃক্ ॥ ৩৮ ॥ দুষ্ট দুষ্ট কুতো যাসীত্যভাধাবদ্বচো বদন। তাবৎ সৌদামিনীং দীপ্তা গন্ধর্ব্বৈর্জ্জনিতা ভৃশম্ ॥ ৩৯ ॥ তৎপ্রভামণ্ডলৈর্দ্দেবী রাজানং বিগ-তাম্বরম্। দৃষ্ট্বা নিবৃত্তসময়া তৎক্ষণাদেব নির্যযৌ ॥ ৪০ ॥ ত্যক্ত্বা হ্যুরণকৌ তত্র গন্ধর্ব্বা অপি নির্যযুঃ। রাজা মেষৌ সমাদায় হৃষ্টঃ স্বশয়নান্তিকম্ ॥ ৪১ ॥ আগতো নোর্ব্বশীং তত্র দদর্শায়তলোচনাম্। তাঞ্চা-পশ্যন্ বিবস্ত্রশ্চ বভ্রামোন্মত্তবদ্ভুবি ॥ ৪২ ॥ কুরুক্ষেত্রং গতো রাজা তটাকে পদ্মসঙ্কুলে। চতুর্ভিরপ্সর-স্ত্রীভিঃ ক্রীড়মানাং দদর্শ তাম্ ॥ ৪৩ ॥ হে জায়ে তিষ্ঠ মনসা ঘোরেতি ব্যাহরন্মুহুঃ। এবং বহুপ্রকারং বৈ স সূক্তং প্রালপন্নৃপঃ ॥ ৪৪ ॥ অব্রবীদুর্ব্বশী তঞ্চ ক্রীড়ন্তী সাপ্সরোগণৈঃ। মহারাজালমেতেন চেষ্টি-তেন তবানঘ ॥ ৪৫ ॥ ত্বত্তো গর্ভিণ্যহং পূর্ব্বমব্দান্তে ভবতাত্র বৈ। আগন্তব্যং কুমারস্তে ভবিষ্যতাতি-ধার্ম্মিকঃ ॥ ৪৬ ॥ একাং বিভাবরীং রাজংস্ত্বয়া বৎস্যামি বৈ তদা। ইত্যুক্তো নৃপতির্হৃষ্টঃ স্বপুরীং প্রাবিশদ্দ্বিজাঃ ॥ ৪৭ ॥ তাসামপ্সরসাং সা তু কথ-

---

আর রমণীয় হইতে লাগিল না। হে দ্বিজগণ! এই জন্যই বিশ্বাবসু মনে মনে স্থির করিলেন যে, আমি উর্ব্বশীকে এই দেবলোকে আনয়ন করিব। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ভূলোকে গমন করিলেন। উর্ব্বশীর সহিত রাজার যে সময়নিশ্চয় হইয়াছিল, তাহা বিশ্বাবসু বিদিত হইয়া নিশান্তরে অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তাঁহারা উর্ব্বশীর শয্যাপার্শ্ব হইতে তাহার সুরক্ষিত একটী মেষ সবেগে অপহরণ করিলেন। মেস আকাশপথে নীত হইতে লাগিল। তাহার শব্দ শুনিয়া উর্ব্বশী তখন পতি পুরূরবার উদ্দেশে কহিল— কে আমার পুত্রকে লইয়া যাইতেছে? উহাকে পরিত্যাগ করুক। আহা! আমি অনাথা, এক্ষণে হতচেতন হইয়া কাহার শরণাপন্ন হইব? পুরূরবা মধ্যরাত্রে উর্ব্বশীর সেই বাক্য শুনিয়া পাছে দেবী আমায় নগ্নাবস্থ দেখেন, এই আশঙ্কায় তৎকালে আর সেই মেষাপহারকের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন না। ইতি মধ্যে গন্ধর্ব্বেরা অপর মেষটীকেও অপহরণ করিয়া লইয়া চলিল। উর্ব্বশী সেই অপহৃত মেষের শব্দ শুনিয়া—'আমি অনাথা; তস্করেরা আমার মেষ অপহরণ করিল' এই বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল এবং পরুষবাক্যে বলিল,—অহো! আমি এখন কোন নরের শরণাপন্ন হইব? রাজা সেই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্তই তিমিরাবৃত জ্ঞানে অমর্ষবশতঃ খড়্গ ধারণ-পূর্ব্বক 'রে দুষ্ট, রে দুষ্ট, কোথায় যাইবি?' এই প্রকার বলিতে বলিতে ধাবিত হইলেন। এই সময় গন্ধর্ব্বেরা একটা বিদ্যুৎ উদ্ভাবন করিল। বিদ্যুৎ বিভাসিত হইল। বিদ্যুতের বিভায় দেবী উর্ব্বশী রাজাকে নগ্ন দেখিয়া সময় বন্ধন ছিন্ন করিয়া তৎ-ক্ষণাৎ নির্গত হইলেন। তখন গন্ধর্ব্বেরাও মেষদ্বয় পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইল। রাজা মেষ দুইটী লইয়া হৃষ্টচিত্তে স্বীয় শয়নসমীপে আগমন করি-লেন; আসিয়া দেখিলেন—সেই আয়তনেত্রা উর্ব্বশী তথায় নাই। বিবস্ত্র রাজা তাহাকে না দেখিয়া উন্মত্ত-বৎ ভূতলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি কুরুক্ষেত্রে গেলেন। সেখানকার পদ্মসঙ্কুল তট-প্রদেশে অন্য আরও চারিজন অপ্সরার সহিত উর্ব্ব-শীকে রাজা ক্রীড়া করিতে দেখিলেন। রাজা তাহাকে দেখিয়া মনে মনে বারম্বার বলিতে লাগিলেন—হে প্রিয়ে! তিষ্ঠ তিষ্ঠ। তিনি এইরূপে বহুসূক্ত বলিলেন, বহু প্রলাপ বলিতে লাগিলেন। তখন অপ্সরাগণ সহ ক্রীড়ারতা উর্ব্বশী কহিল—মহারাজ! হে অনঘ! আপনার এই বৃথা চেষ্টায় ফল কিছুই নাই। আমি আপনার সংসর্গে পূর্ব্বে গর্ভিণী হইয়াছি। বৎস-রান্তে আপনি এখানে আগমন করিবেন। আপনার এক অতি ধার্ম্মিক পুত্র উৎপন্ন হইবে। হে রাজন্! আমি তখন একরাত্রি আপনার সহিত বাস করিব। হে দ্বিজগণ! উর্ব্বশী এই কথা কহিলে রাজা হৃষ্ট হইয়া স্বীয়পুরে প্রবেশ করিলেন। উর্ব্বশী স্বীয়

ন্নামাস তং নৃপম্। অয়ং স পুরুষশ্রেষ্ঠো যেনাহং কামরূপিণা ॥ ৪৮ ॥ এতাবন্তং মহাকালমনুরাগবশাতুরা। উষিতাস্মি সন্তানেন সখ্যো নৃপতিনা চিরম ॥ ৪৯ ॥ এবমুক্তাস্ততঃ সখ্যস্তামুচুঃ সাধ্সাধ্বিতি। অনেন সাকমাস্মামঃ সর্ব্বকালং বয়ং সখি ॥ ৫০ ॥ ইত্যাচুরুর্ব্বশীং তত্র সখীমপ্সরসস্তদা। অব্দেহথ পূর্ণে রাজাপি তটাকান্তিকমাযযৌ ॥ ৫১ ॥ আগতং নৃপতিং দৃষ্ট্বা পুরূরবসমুর্ব্বশী। কুমারমায়ুষং তস্মৈ দদৌ সম্প্রীতমানসা ॥ ৫২ ॥ তেন সাকং নিশামেকামুষিত্বা সানুরাগিণী। পঞ্চপুত্রপ্রদং গর্ভং তস্মাদাপাশু সোর্ব্বশী ॥ ৫৩ ॥ উবাচ চৈনং রাজানমুর্ব্বশী পরমাঙ্গনা। বরং দাস্যন্তি গন্ধর্ব্বা মৎপ্রীত্যা তব ভূপতে ॥ ৫৪ ॥ ভবতা প্রার্থ্যতাং তেভ্যো বরো রাজর্ষিসত্তম। ইত্যুক্তঃ স তয়া রাজা প্রাহ গন্ধর্ব্বসত্তমান্ ৫৫ ॥ অহং সম্পূর্ণকোশশ্চ বিজিতারাতিমণ্ডলঃ। সলোকতাং বিনোর্ব্বশ্যাঃ প্রাপ্তব্যং নান্যদস্তি মে ॥ ৫৬ ॥ অতস্তয়া সহোর্ব্বশ্যা কালং নেতুমহং বৃণে। এবমুক্তে নৃপেণাথ গন্ধর্ব্বাস্তুষ্টমানসাঃ। অগ্নিস্থালীং প্রদায়াস্মৈ প্রোচুশ্চৈনং নৃপং তদা ॥ ৫৭ ॥ গন্ধর্ব্বা উচুঃ। অগ্নিং বেদানুসারী ত্বং ত্রিধা কৃত্বা নৃপোত্তম ॥ ৫৮ ॥ ইষ্ট্বা যজ্ঞেন চোর্ব্বশ্যাঃ সালোক্যং যাহি ভূপতে। ইতীরিতস্তৈরাদায় স্থালীমগ্নের্যযৌ নৃপঃ ॥ ৫৯ ॥ অহো বতাতিমূঢ়োহহমিতি মধ্যেবনং নৃপঃ। উর্ব্বশী ন ময়া লব্ধা বহ্নিস্থাল্যা তু কিং ফলম্ ॥ ৬০ ॥ নিধায়ৈব বনে স্থালীং স্বপুরং প্রযযৌ নৃপঃ। অর্দ্ধরাত্রে ব্যতীতেহসৌ বিনিদ্রোহচিন্তয়ৎ স্বয়ম্ ॥ ৬১ ॥ উর্ব্বশীলোকসিদ্ধ্যর্থং মম গন্ধর্ব্বপুঙ্গবৈঃ। অগ্নিস্থালী সম্প্রদত্তা সা চ ত্যক্তা ময়া বনে ॥ ৬২ ॥ আহরিষ্যে পুনঃ স্থালীমিত্যুত্থায় যযৌ বনম্। অগ্নিস্থালী দদর্শাসৌ বনে তত্র পুরূরবাঃ ॥ ৬৩ ॥ শমীগর্ভমথাশ্বত্থমগ্নিস্থানে বিলোক্য সঃ। ব্যচিন্তয়ন্ময়া স্থালী নিক্ষিপ্তাত্র বনে পুরা ॥৬৪॥ সা চাশ্বত্থঃ শমীগর্ভঃ সমভূদধুনা স্থিহ। তস্মাদেনং সমাদায় বহ্নিরূপমহং পুরম্ ॥ ৬৫ ॥ গত্বা কৃত্বারণীং সম্যক্ তদুৎপন্নাগ্নি-

সঙ্গিনী অপ্সরাদিগের নিকট রাজার পরিচয় দিতে লাগিল, বলিল এই সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ—এইকামরূপী পুরুষের সহিতই আমি এই দীর্ঘকাল অনুরাগবশে বাস করিয়াছি। উর্ব্বশী এই কথা কহিলে সখীগণ সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিল; বলিল,—হে সখি! আমরা ইহারই সহিত সর্ব্বদা বাস করিব। অপ্সরারা সখী উর্ব্বশীকে এই কথা কহিল। অনন্তর বৎসর পূর্ণ হইলে রাজা পুরুরবা সেই তটকান্তিকে আগমন করিলেন। নরপতি পুরূরবাকে আসিতে দেখিয়া উর্ব্বশী প্রীতচিত্তে আয়ুনামক কুমারকে তাঁহার নিকট অর্পণ করিলেন। পরে অনুরাগিণী উর্ব্বশী রাজার সহিত একরাত্রি বাস করিয়া তাঁহা হইতে পঞ্চপুত্রপ্রদ গর্ভ লাভ করিলেন। তখন বরাঙ্গনা উর্ব্বশী রাজাকে কহিল—হে ভূপতে। গন্ধর্ব্বগণ আমার প্রীতিবশে আপনাকে বর প্রদান করিবেন। অতএব হে রাজর্ষিপ্রবর! আপনি তাঁহাদিগের নিকট বর প্রার্থনা করুন। উর্ব্বশী এই কথা কহিলে রাজা গন্ধর্ব্ববরদিগকে বলিলেন,—আমার কোষাগার পূর্ণ আছে, অরিমণ্ডল আমি জয় করিয়াছি; উর্ব্বশীর সলোকতা ব্যতীত আমার আর অন্য প্রার্থনা নাই। অতএব আমি উর্ব্বশীর সহিত কালাতিপাত করাই প্রার্থনা করি। নরপতি এই কথা কহিলে গন্ধর্ব্বগণ প্রীতচিত্তে তাঁহাকে একটা অগ্নিস্থালী প্রদান করিয়া কহিলেন,—হে নৃপোত্তম! তুমি বেদানুসারে অগ্নিকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক উর্ব্বশীর সলোকতা প্রাপ্ত হও। তাঁহারা এই কথা কহিলে রাজা সেই অগ্নিস্থালী লইয়া গমন করিলেন। বনাভ্যন্তরে গিয়া রাজা ভাবিলেন—অহো আমি অতি মূর্খ! উর্ব্বশীকে পাইলাম না; বহ্নিস্থালী লইয়া আমার কি ফল হইবে? এই ভাবিয়া রাজা সেই স্থালী বনমধ্যে রাখিয়া স্বীয় পুরে প্রয়াণ করিলেন। অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইল। রাজা বিনিদ্র নয়নে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—তাইতো গন্ধর্ব্বপুঙ্গবেরা উর্ব্বশীলাভের জন্যই আমাকে অগ্নিস্থালী অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাহা বনে পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম! ২৮—৬২। যাহা হউক, আমি পুনরপি সেই স্থালী আহরণ করিব। এই বলিয়া উত্থানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বনাভিমুখে গমন করিলেন। কিন্তু বনে গিয়া তিনি আর সেই অগ্নিস্থালী দেখিতে পাইলেন না। তিনি অগ্নিস্থানে শমীগর্ভ অশ্বত্থ পাদপ দেখিয়া চিন্তা করিলেন,—আমি এই বনে অগ্নিস্থালী নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। সেই অগ্নিস্থালীই সম্প্রতি শমীগর্ভ অশ্বত্থরূপে উদ্ভূত হইয়াছে। অতএব আমি এই বহ্নিরূপী বৃক্ষকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় পুরে গমন করি, পুরে গিয়া সম্যক্ অরণী

মাদরাৎ। উ ত্স্যামীতি নিশ্চিত্য স্বপুরং গতবান্ নৃপঃ॥ ৬৬॥ রমণীয়ারণীং চক্রে স্বাঙ্গুলৈঃ প্রমিতা-মসৌ। নির্ম্মাণসময়ে রাজা গায়ত্রীমজপদ্দ্বিজাঃ॥ ৬৭॥ গায়ত্র্যাঃ পঠ্যমানায়া যানি সন্ত্যক্ষরাণি হি। তাবদঙ্গুলিমর্য্যাদামকরোদরণীং নৃপঃ॥ ৬৮॥ তত্র নির্ম্মথনাদগ্নিত্রয়মুৎপাদ্য ভূপতিঃ। উর্ব্বশীলোক-সম্প্রাপ্তিফলমুদ্দিশ্য কাঙ্ক্ষিতম্॥ ৬৯॥ বেদানু-সারী নৃপতির্জ্জুহাবাগ্নিত্রয়ং মুদা। তেনৈব চাগ্নি-বিধিনা বহূন যজ্ঞানথাতনোৎ॥ ৭০॥ তেন গন্ধর্ব-লোকাংশ্চ সম্প্রাপ্য জগতীপতিঃ। সহোর্ব্বশ্যা চিরং রেমে দেবলোকে দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৭১॥ অথ সর্ব্ব-মরোপেতঃ কদাচিদ্বলবৃত্রহা। নৃত্যং সুরাঙ্গনানাং বৈ বালোকয়ত সংসদি॥ ৭২॥ পুরূরবা নৃপোপ্যায়াত্তদা দেবেন্দ্রসংসদম্। দ্রষ্টুং সুরাঙ্গনানৃত্যং মনোহারি দিবৌকসাম্॥ ৭৩॥ একৈকশস্তাঃ শক্রস্য ননৃতুঃ পুরতোঽঙ্গনাঃ। অথোর্ব্বশী সমাগত্য ননর্ত্ত পুরতো হরেঃ॥ ৭৪॥ নৃত্যাভিনয়সামর্থ্যগর্ব্বযুক্তা তদোর্ব্বশী। তং পুরূরবসং দৃষ্ট্বা জহাসাতিমনোহরা॥ ৭৫॥ জহাস তত্র রাজাপি তাং বিলোক্য তদোর্ব্বশীম্। হাসস-ঙ্কুপিতস্তত্র নাট্যাচার্য্যোঽথ তুম্বুরুঃ। শশাপ তাবুভৌ কোপাদুর্ব্বশীঞ্চ নৃপোত্তমম্॥ ৭৬॥ তুম্বুরুরুবাচ। অনেকদেবসম্পূর্ণসভায়ামত্র যৎ কৃতম্॥ ৭৭॥ যুবাভ্যাং হসিতং নৃত্যমধ্যে নিষ্কারণং বৃথা। তস্মাজ্ঝটিতি রাজেন্দ্র বিয়োগো যুবয়োঃ ক্ষণাৎ॥৭৮॥ ভূয়াদিতি শশাপৈনং সর্ব্বদেবতসন্নিধৌ। অথ শপ্তো নৃপস্তত্র নাট্যাচার্য্যেণ দুঃখিতঃ॥ ৭৯॥ জগাম শরণং তত্র পাহি পাহীতি বজ্রিণম্। উবাচ দীনয়া বাচা পুরুহূতং পুরূরবাঃ॥ ৮০॥ উর্ব্বশ্যা সহ সালোক্য-সিদ্ধ্যর্থমহমিষ্টবান্। অতস্তস্যা বিয়োগো মেঽসহ্যঃ স্যাৎ পাকশাসন॥ ৮১॥ ইত্যুক্তবন্তং তং প্রাহ সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ। শাপমোক্ষং প্রবক্ষ্যামি মা ভৈষীস্ত্বং নৃপোত্তম॥ ৮২॥ দক্ষিণাম্ভোনিধৌ পুণ্যে গন্ধমাদনপর্ব্বতে। সাধ্যামৃতমিতি খ্যাতং তীর্থমস্তি মহত্তরম্॥ ৮৩॥ সেবিতং সর্ব্বদেবৈশ্চ সিদ্ধচারণ-কিন্নরৈঃ। সনকাদি মহাযোগিমুনিবৃন্দনিষেবিতম্॥ ৮৪॥ ভুক্তিমুক্তিপ্রদং পুংসাং সর্ব্বশাপবিমোক্ষদম্। অস্তি তীর্থং ভবাংস্তত্র গচ্ছস্ব ত্বরয়া নৃপ॥ ৮৫॥

নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদুৎপন্ন অগ্নিকে সাদরে উপাসনা করি। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া রাজা স্বীয় পুরে প্রয়াণ করিলেন। অনন্তর তিনি নিজ অঙ্গুলি-পরি-মিত রমণীয় অরণী নির্ম্মাণ করিলেন। হে দ্বিজগণ! নির্ম্মাণকালে রাজা গায়ত্রী জপ করিতে লাগি-লেন। নরপতি বেদানুসরণপূর্ব্বক উর্ব্বশীলোক-প্রাপ্তিফলকামনা করিয়া প্রীতিভরে অগ্নিত্রয়ে হোম করিতে লাগিলেন। সেই অগ্নি দ্বারা বিধিক্রমে তিনি বহু যজ্ঞ সমাধা করিলেন। সেই যজ্ঞফলে মহীপতি পুরূরবা গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইয়া উর্ব্বশীসহ বহুকাল দেবলোকে বিহার করিলেন। একদা ইন্দ্র দেবগণে পরিবৃত হইয়া স্বীয় সভায় সুরঙ্গনাগণের নৃত্য দেখিতেছিলেন। এই সময়ে পুরূরবা সুরাঙ্গনাদিগের মনোহর নৃত্য দেখিবার জন্য ইন্দ্রসভায় আগমন করিলেন। সুরাঙ্গনারা একে একে ইন্দ্রসমক্ষে নৃত্য করিতে লাগিল। ক্রমে উর্ব্বশী আসিয়া ইন্দ্রের সমীপে নৃত্যারম্ভ করিল। নৃত্যাভিনয়-শক্তি-গর্ব্বিতা মনোহরা উর্ব্বশী তখন পুরূরবাকে দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিল। রাজাও উর্ব্বশীকে দেখিয়া হাস্য করিলেন। অনন্তর নাট্যাচার্য্য তুম্বুরু সেই হাস্যব্যাপারে কুপিত হইয়া রাজা এবং উর্ব্বশী উভয়কেই অভিশাপ দিলেন। তুম্বুরু কহিলেন,—এই বহু দেবপূর্ণ সভামধ্যে নৃত্য-ব্যাপারে তোমরা যে অকারণ হাস্য-পরিহাস করিলে, ইহার ফলে—হে রাজেন্দ্র! তোমাদের সত্বর বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। এখনই তোমাদিগকে বিয়োগ-দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। সর্ব্বদেবসমক্ষে তুম্বুরু তাঁহাদিগকে এরূপই শাপ প্রদান করিলেন। অনন্তর নাট্যাচার্য্যের অভিশাপে দুঃখিত হইয়া রাজা 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' রবে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হই-লেন এবং দীনবাক্যে পুরুহূতকে বলিলেন,—হে পাকশাসন! আমি উর্ব্বশীর সালোক্যসিদ্ধি কামনা করি। অতএব হে পাকশাসন! তাহার বিয়োগ আমার সহ্য হইবে না। ৬৩—৮১। রাজা এই কথা কহিলে, সহস্রাক্ষ শচীপতি তাঁহাকে কহিলেন,—হে নৃপোত্তম! তুমি ভয় করিও না; আমি তোমার শাপমোচনের উপায় বলিতেছি। দাক্ষিণাব্ধিমধ্যে পবিত্র গন্ধমাদনগিরি; সেখানে সাধ্যামৃত নামে বিখ্যাত মহাতীর্থ বিদ্যমান। ঐ তীর্থ সর্ব্বদেব, সিদ্ধ, কিন্নর ও সনকাদি মহাযোগী মুনিগণ দ্বারা সতত নিষেবিত। উহা নরগণের ভুক্তিমুক্তিজনক ও সমস্ত শাপ-মোক্ষপ্রদ। নৃপ! সেই যে তীর্থ আছে, সেখানে তুমি সত্বর যাও।

সর্ব্বেষামমৃতং স্নানাদত্র সাধ্যং যতস্ততঃ। সাধ্যামৃতমিতি খ্যাতং সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্ ॥ ৮৬ ॥ তত্র স্নানাত্তবোর্ব্বশ্যাঃ পুনর্যোগো ভবিষ্যতি। মম লোকে নিবাসশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮৭ ॥ ইতি প্রতিসমাদিষ্টো নৃপঃ সম্প্রীতমানসঃ। সাধ্যামৃতং মহাতীর্থং সমুদ্দিশ্য যযৌ ক্ষণাৎ ॥ ৮৮ ॥ সস্নৌ সাধ্যামৃতে তত্র মহাপাতকনাশনে। তত্র স্নানান্নৃপো বিপ্রাঃ সদ্যঃ শাপেন মোচিতঃ ॥ ৮৯ ॥ স্নানানন্তরমেবাসাবূর্ব্বশ্যা সহ সঙ্গতঃ। তয়া সহ বিমানস্থঃ প্রযযাবমরাবতীম্ ॥ ৯০ ॥ রেমে পুনস্তয়া সার্দ্ধং দেববদ্দেবমন্দিরে। এবম্প্রভাবং তত্তীর্থং সাধ্যামৃতমনুত্তমম্ ॥ ৯১ ॥ পুরূরবাঃ সহোর্ব্বশ্যা যত্র স্নানেন সঙ্গতঃ। অত্রোঽত্র তীর্থে যঃ স্নায়ান্মহাপাতকনাশনে ॥৯২॥ বাঞ্ছিতান্ লভতে কামান যাস্যতি স্বর্গমুত্তমম্। নিষ্কামঃ স্নাতি চেদ্বিপ্রা মোক্ষমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৯৩ ॥ ইমং পবিত্রং পাপঘ্নমধ্যায়ং পঠতে তু যঃ। শৃণুয়াদ্বা মনুষ্যোঽসৌ বৈকুণ্ঠে লভতে স্থিতিম্ ॥ ৯৪ ॥ এবং বঃ কথিতং বিপ্রা বৈভবং পাপনাশনম্। সাধ্যামৃতস্য তীর্থস্য বিস্তরাৎ শ্রদ্ধয়া ময়া ॥ ৯৫ ॥ যৎ পুরা সনকাদিভ্যঃ প্রোক্তবাংশ্চতুরাননঃ ॥ ৯৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুরূরবঃশাপবিমোক্ষণবর্ণনং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

তথায় স্নান করিলে সকলেরই অমৃতফল সাধ্য হইয়া থাকে। এই জন্যই সে তীর্থ সাধ্যামৃত নামে সর্ব্বলোকে বিখ্যাত। সেখানে স্নান করিলে উর্ব্বশীসহ তোমার পুনঃসম্মিলন ঘটিবে, এবং আমার লোকে নিশ্চয় নিবসতি হইবে। রাজা পুরূরবা এইরূপ প্রত্যাদেশ পাইয়া প্রীতমনে তৎক্ষণাৎ মহাতীর্থ সাধ্যামৃত-অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তথায় গিয়া সেই পাপহর তীর্থে স্নান করিলেন। হে বিপ্রগণ! স্নানের ফলে রাজা তৎক্ষণাৎ শাপমুক্ত হইলেন। স্নানের পরই উর্ব্বশীর সহিত তাঁহার মিলন ঘটিল। তিনি তাহার সহিত একযোগে অমরাবতীধামে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া রাজা দেববৎ দেবমন্দিরে বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই সাধ্যামৃত তীর্থ এইরূপই প্রভাবসম্পন্ন। সেখানে স্নান করিয়া রাজা পুরূরবা উর্ব্বশীর সহিত সদ্যই সঙ্গত হইয়াছিলেন। অতএব ঐ মহাপাতকহর তীর্থে যে ব্যক্তি স্নান করে, তাহার বাঞ্ছিত ফললাভ হয় এবং অন্তে তিনি উত্তম স্বর্গগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে বিপ্রগণ! মানব যদি নিষ্কাম হইয়া তথায় স্নান করে, তবে তাহার মোক্ষলাভ হয়। যে ব্যক্তি এই পবিত্র পাপঘ্ন অধ্যায় পাঠ করে বা শ্রবণ করে, তাহার বৈকুণ্ঠবাস হয়। হে বিপ্রগণ! এই সাধ্যামৃত তীর্থের পাপহর-মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করিলাম। পুরাকালে চতুরানন সনকাদি ঋষিগণকে ইহাই বলিয়াছিলেন। ৮২—৯৬।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। স্নাত্বা সাধ্যামৃতে তীর্থে নৃপশাপবিমোক্ষণে। সর্ব্বতীর্থং ততো গচ্ছেন্মনুজো নিয়মান্বিতঃ ॥ ১ ॥ সর্ব্বতীর্থং মহাপুণ্যং মহাপাতকনাশনম্। মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ২ ॥ শুধ্যেত তৎক্ষণাদেব সর্ব্বতীর্থনিমজ্জনাৎ। তাবৎ সর্ব্বাণি পাপানি দেহে তিষ্ঠন্তি সুব্রতাঃ ॥ ৩ ॥ ন যাবৎ সর্ব্বতীর্থেঽস্মিন্নিমজ্জেৎ পাপপুরুষঃ। স্নানার্থং সর্ব্বতীর্থেঽস্মিন্ দৃষ্ট্বা যান্তং দ্বিজা নরম্ ॥ ৪ ॥ বেপন্তে সর্ব্বপাপানি নাশোঽস্মাকং ভবেদিতি। গর্ভবাসাদিদুঃখানি তাবদ্যাতি নরো ভুবি ॥ ৫ ॥ ন স্নায়াৎ সর্ব্বতীর্থেঽস্মিন্ যাবদব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ। অনুষ্ঠিতৈর্ম্মহাযাগৈস্তথা তীর্থনিষেবণৈঃ ॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

সূত কহিলেন,—নৃপ! শাপহর সাধ্যামৃত তীর্থে স্নান করিয়া পরে নর বিনীতভাবে সর্ব্বতীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থ মহাপুণ্য ও মহাপাতকহর। লোক মহাপাতকযুক্তই হউক, অথবা সকল প্রকার পাতকান্বিতই হউক, সর্ব্বতীর্থে অবগাহনে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। হে সুব্রতগণ! পাপী পুরুষ যে পর্য্যন্ত না সর্ব্বতীর্থজলে মগ্ন হয়, তাবৎ পর্য্যন্তই তাহার দেহে সর্ব্বপাপ অবস্থান করে। হে দ্বিজগণ! এই সর্ব্বতীর্থে মানবকে স্নানার্থ যাইতে দেখিয়া সমস্ত পাপ এই বলিয়া কম্পিত হইতে থাকে যে, অদ্য আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ভূতলস্থ নরগণ গর্ভবাসাদি দুঃখ ততকালই প্রাপ্ত হয়, যাবৎ না এই সর্ব্বতীর্থে

৬॥ গায়ত্র্যাদিমহামন্ত্রজপৈর্নিয়মপূর্ব্বকম্। চতুর্ণামপি বেদানামাবৃত্ত্যা শতসঙ্খ্যয়া ॥ ৭ ॥ শিববিষ্ণ্বাদিদেবানাং পূজয়া ভক্তিপূর্ব্বকম্। একাদশ্যাদিতিথিষু তথৈবানশনেন চ। যৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যস্তল্লভেদত্র মজ্জনাৎ ॥ ৮ ॥ ঋষয় উচুঃ। সর্ব্বতীর্থমিতি খ্যাতিঃ সূতাস্য কথমাগতা। ক্রহ্যস্মাকমিদং পুণ্যং বিস্তরাচ্ছুশ্রুতাং মুনে ॥ ৯ ॥ শ্রীসূত উবাচ। পুরা সুচরিতো নাম মুনির্নিয়মসংযুতঃ ॥ ১০ ॥ ভৃগুবংশসমুদ্ভূতো জাত্যন্ধো জরয়াতুরঃ। অশক্তস্তীর্থযাত্রায়াং নেত্রাভাবেন স দ্বিজাঃ ॥ ১১ ॥ সর্ব্বেষামেব তীর্থানাং স্নাতুকামো মহামুনিঃ। দক্ষিণাম্বুনিধৌ পুণ্যং গন্ধমাদনপর্ব্বতম্ ॥ ১২ ॥ গত্বা শঙ্করমুদ্দিশ্য তপস্তেপে সুদুষ্করম্। ত্রিকালমর্চ্চয়চ্ছম্ভুমুপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৩॥ তথা ত্রিষবণস্নানাস্তথৈবাতিথিপূজকঃ। শিশিরে জলমধ্যস্থো গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যগঃ ॥ ১৪ ॥ বর্ষাস্বাসারসহন অব্ভক্ষো বায়ুভোজনঃ। উদ্ধূলনং ত্রিপুণ্ড্রঞ্চ ভস্মনা ধারয়ন্ সদা ॥ ১৫ ॥ জাবালোপনিষদ্রীত্যা তথা রুদ্রাক্ষধারকঃ। এবমুগ্রং তপশ্চক্রে দশ সংবৎসরান্ দ্বিজঃ ॥ ১৬ ॥ তপসা তস্য সন্তুষ্টঃ শঙ্করশ্চন্দ্রশেখরঃ। প্রাদুরাসীন্মুনেস্তস্য দ্বিজাঃ সুচরিতস্য বৈ ॥ ১৭ ॥ সমারুহ্য মহোক্ষাণং ভূতবৃন্দনিষেবিতঃ। গিরিজার্দ্ধবপুঃ শূলী সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ ॥ ১৮ ॥ স্বভাসা ভাসয়ন্ সর্ব্বা দিশো বিতিমিরাস্তদা। ভস্মপাণ্ডুরসর্ব্বাঙ্গো জটামণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ ১৯ ॥ অনন্তাদিমহানাগবিভূষণবিভূষিতঃ। প্রাদুর্ভূতস্ততঃ শম্ভুঃ প্রাদাত্তস্য বিলোচনে ॥ ২০ ॥ আত্মাবলোকনার্থায় শঙ্করো গিরিজাপতিঃ। ততঃ সুচরিতো বিপ্রাঃ শম্ভুনা দত্তদৃগ্বয়ঃ। আলোক্য পরমেশানং প্রতুষ্টাব প্রসন্নধীঃ ॥ ২১ ॥ সুচরিত উবাচ। জয় দেব মহেশান জয় শঙ্কর ধূর্জ্জটে ॥ ২২ ॥ জয় ব্রহ্মাদিপূজ্য ত্বং ত্রিপুরঘ্ন যমান্তক। জয়োমেশ মহাদেব কামান্তক জয়ামল ॥ ২৩ ॥ জয় সংসারবৈদ্য ত্বং ভূতপাল শিবাব্যয়। ত্র্যম্বক নমস্তভ্যং ভক্তরক্ষণদীক্ষিত ॥ ২৪ ॥ ব্যোমকেশ

স্নান করিয়া থাকে। মানব নিয়মপূর্ব্বক গায়ত্রী প্রভৃতি মহামন্ত্র জপ, শতবার চতুর্ব্বেদের আবৃত্তি, ভক্তিপূর্ব্বক শিব-বিষ্ণু প্রভৃতি দেববৃন্দের অর্চ্চনা, এবং একাদশীপ্রমুখ তিথিবিশেষে উপবাস করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, একমাত্র এই সর্ব্বতীর্থে মজ্জন করিলেই তাহার সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! সর্ব্বতীর্থ নামে এই তীর্থের প্রখ্যাতি হইল কেন? হে মুনে! আমরা শ্রবণেচ্ছু; আমাদের নিকট এই পুণ্যকথা কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! পুরাকালে সুচরিত নামে জনৈক ভৃগুবংশোৎপন্ন নিয়মনিষ্ঠ মুনি ছিলেন। তিনি জন্মান্ধ, জরাতুর এবং নেত্রদ্বয়ের অভাবে তীর্থযাত্রায় অক্ষম। এইরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াও সেই মহামুনি সমস্ত তীর্থে স্নান করিতে অভিলাসী হইলেন। অনন্তর কোনওরূপে তিনি দক্ষিণাব্ধিস্থ পবিত্র গন্ধমাদনপর্ব্বতে গমন করিয়া শঙ্করের উদ্দেশে কঠোর তপঃসাধনা করিতে লাগিলেন। মুনিবর জিতেন্দ্রিয় ও উপবাসী হইয়া ত্রিসন্ধ্যায় শম্ভুর অর্চ্চনা করেন, ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করেন, অতিথিবর্গের সৎকার করেন, শিশিরে জল মধ্যে থাকিয়া, গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যে অবস্থিত হইয়া, বর্ষায় বারিধারা সহ্য করিয়া তপস্যা করেন; কখন বায়ু এবং কখন কখন বা জলমাত্র আহার করেন, ভস্ম দ্বারা উদ্ধূলন ও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করেন, জাবালোপনিষদের উপদেশ অনুসারে রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন, এইরূপে সেই দ্বিজ দশ বর্ষ যাবৎ তীব্র তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় চন্দ্রশেখর সন্তুষ্ট হইলেন। হে দ্বিজগণ! তৎকালে গিরিজার্দ্ধকলেবর সূর্য্য-কোটি-সমপ্রভ হর, মহাবৃষভে আরোহণপূর্ব্বক ভূতবৃন্দে নিষেবিত হইয়া স্বীয় প্রভায় দিক্ সকল উদ্ভাসিত করত মুনিবর সুচরিতের সমীপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মভূষায় পাণ্ডুরাভ; তিনি জটামণ্ডলে মণ্ডিত ও অনন্তাদি মহানাগভূষণে ভূষিত। গিরিজাপতি শম্ভু এইরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই মুনিবরকে আত্মদর্শনার্থ দৃষ্টি-শক্তি দান করিলেন। হে বিপ্রগণ! ক্রমে শঙ্কর তাঁহাকে দৃষ্টি এবং বয়স উভয়ই অর্পণ করিলে সুচরিত মুনি সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া প্রসন্নমনে স্তব করিতে লাগিলেন। ১—২১। সুচরিত কহিলেন,—হে দেব, মহেশ, শঙ্কর, ধূর্জটে! তোমার জয়জয়কার! হে ব্রহ্মাদি দেবগণের পূজনীয়! তোমার জয় হউক। হে ত্রিপুরঘ্ন, কামান্তক, উমেশ, মহাদেব, অমল! তোমার জয় হউক, জয় হউক। হে সংসারব্যাধির নিবারক! হে ভূতপতে! হে শিব, অব্যয়! হে ত্র্যম্বক! হে ভক্তরক্ষণতৎপর! তোমাকে আমার

নমস্তভ্যং জয় কারুণ্যবিগ্রহ। নীলকণ্ঠ নমস্তভ্যং জয় সংসারমোচক ॥ ২৫ ॥ মহেশ্বর নমস্তভ্যং পরমানন্দবিগ্রহ। গঙ্গাধর নমস্তভ্যং বিশ্বেশ্বর মৃড়াব্যয় ॥ ২৬ ॥ নমস্তভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় শম্ভবে। শর্ব্বায়োগ্রায় গর্ভায় কৈলাসপতয়ে নমঃ ॥ ২৭ ॥ রক্ষ মাং করুণাসিন্ধো কৃপাদৃষ্ট্যবলোকনাৎ। মম কৃতমনালোচ্য ত্রাহি মাং কৃপয়া হর ॥২৮॥ শ্রীসূত উবাচ। ইতি স্তুতো মহাদেবস্তমেনমিদমভাষাৎ। মুনিং সুচরিতং বিপ্রা দয়োদন্বানুমাপতিঃ ॥ ২৯ ॥ মহাদেব উবাচ। মুনে সুচরিতাদ্য ত্বং বরং বরয় কাঙ্ক্ষিতম্। বরং দাতুং তবায়াতঃ পুণ্যেঽস্মিন্নাশ্রমে শুভে। ইতীরিতো মুনিঃ প্রাহ মহাদেবং দয়ানিধিম্ ॥ ৩০ ॥ সুচরিত উবাচ। ভগবংস্ত্বং প্রসন্নো মে যদি স্যাশ্চন্দ্রশেখর ॥ ৩১ ॥ তর্হি ত্বাং প্রার্থয়াম্যদ্য বরং মদভিকাঙ্ক্ষিতম্। জরাপলিতদেহোঽহং কুত্র চিদ্গন্তুমক্ষমঃ ॥ ৩২ ॥ সর্ব্বতীর্থেষু চ স্নাতুমাকাঙ্ক্ষা মম বিদ্যতে। তস্মাৎ সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্নানেন মনুজো হি যৎ। ফলং প্রাপ্নোতি মে ব্রূহি তৎফলাবাপ্তিসাধনম্ ॥ ৩৩ ॥ মহাদেব উবাচ। অহমাবাহয়িষ্যামি তীর্থান্যত্রৈব কৃৎস্নশঃ ॥ ৩৪ ॥ রামস্য সেতুনা পূতে নগেঽস্মিন্ গন্ধমাদনে। ইত্যুক্ত্বা স মহাদেবঃ পর্ব্বতে গন্ধমাদনে ॥ ৩৫ ॥ তীর্থান্যাবাহয়ামাস মুনিপ্রীত্যর্থমুত্তমঃ। ততঃ সুচরিতং প্রাহ শঙ্করঃ করুণানিধিঃ ॥ ৩৬ ॥ মুনে সুচরিতেদন্তু মহাপাতকনাশনম্। সান্নিধ্যাৎ সর্ব্বতীর্থানাং সর্ব্বতীর্থাভিধং স্মৃতম্ ॥ ৩৭ ॥ ময়াত্র সর্ব্বতীর্থানাং মনসাকর্ষণাদিদম্। মানসং তীর্থমিত্যাখ্যাং লপ্স্যতে ভুক্তিমুক্তিদম্ ॥ ৩৮ ॥ অতঃ সুচরিতাত্র ত্বং স্নাহি সদ্যো বিমুক্তয়ে। মহাপাতকসঙ্ঘানাং দাবানলসমত্বতো ॥ ৩৯ ॥ কামমোহভয়ক্রোধলোভরোগাদিনাশনে। বিনা বেদান্তবিজ্ঞানং সদ্যোনির্ব্বাণকারণে ॥ ৪০ ॥ জন্মমৃত্যাদিনক্রৌঘসংসারার্ণবতারণে। কুম্ভীপাকাদিসকলনরকাগ্নিবিনাশনে ॥ ৪১ ॥ ইতীরিতঃ সুচরিতঃ শম্ভুনা মদনারিণা। সস্নৌ বিপ্রাঃ সর্ব্বতীর্থে মহাদেবস্য সন্নিধৌ ॥ ৪২ ॥ স্নাত্বোত্থিতঃ সুচরিতো দদৃশেঽখিলমানবৈঃ।

নমস্কার। হে ব্যোমকেশ! তোমায় নমস্কার। হে কারুণ্যদেহ! তোমার জয় হউক। হে নীলকণ্ঠ! তোমায় নমস্কার। হে সংসারহর! তোমার জয় হউক। হে মহেশ্বর! হে পরমানন্দমূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার। হে গঙ্গাধর! হে বিশ্বেশ্বর! হে মৃড়! হে অব্যয়! তোমায় নমস্কার। তুমি ভগবান্ শম্ভু, তুমিই ভগবান্ বাসুদেব; তুমি সর্ব্ব, তুমি উগ্র, তুমি গর্ভ, তুমি কৈলাসপতি; তোমাকে আমার নমস্কার। করুণাসিন্ধো! তুমি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করিয়া আমাকে রক্ষা কর। হে হর! মৎকৃত কার্য্যের আলোচনা না করিয়া কৃপাপূর্ব্বক তুমি আমায় রক্ষা কর। সূত কহিলেন,—দয়াসাগর উমাপতি মহাদেব এই প্রকারে স্তুত হইয়া মুনিবর সুচরিতকে কহিলেন,—হে মুনে, সুচরিত! তুমি কাঙ্ক্ষিত বর প্রার্থনা কর। এই শুভ পুণ্যাশ্রমে তোমাকে আমি বর প্রদান করিতেই আগমন করিয়াছি। মহাদেব এই কথা কহিল, মুনি বলিলেন,—হে ভগবন্ চন্দ্রশেখর! তুমি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে সরল ভাবে আমি আমার কাঙ্ক্ষিত বর প্রার্থনা করিতেছি। দেহ আমার জরাজীর্ণ, কুত্রাপি গমন করিতে পারি, এরূপ শক্তি আমার নাই। অথচ সর্ব্বতীর্থেই স্নান করি,এইরূপ আকাঙ্ক্ষা আমার নিত্য বিদ্যমান; অতএব মানব সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া যাদৃশ ফল প্রাপ্ত হয়, তথাবিধ ফলপ্রাপ্তির উপায় আমায় বলিয়া দিন। মহাদেব কহিলেন,—এই রামসেতুপূত গন্ধমাদনশৈলে আমি সমস্ত তীর্থ আবাহন করিতেছি। এই কথা কহিয়া মহাদেব মুনির প্রীতি সাধনের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ গন্ধমাদন শৈলে সর্ব্বতীর্থের আবাহন করিলেন। তখন করুণানিধান শঙ্কর সুচরিতকে কহিলেন,—হে মুনি সুচরিত! এই তীর্থ মহাপাতকহর; সর্ব্বতীর্থের সন্নিধান হেতু ইহা সর্ব্বতীর্থ নামেই প্রখ্যাত, হইবে। আমি মনদ্বারা সর্ব্বতীর্থের জল আকর্ষণ করিয়াছি, ইহা ভূতলে ভুক্তিমুক্তিপ্রদ মানসতীর্থ নাম লাভ করিবে। অতএব হে সুচরিত! তুমি সদ্য মুক্তিলাভার্থ এই তীর্থে স্নান কর। এই তীর্থ মহাপাতকরাশির দাবানলসম, কাম-মোহ-ভয়-ক্রোধ-লোভ ও রোগাদিনাশন, বেদান্তবিজ্ঞান ব্যতীত সদ্যই নির্ব্বাণকারণ,জনন মরণাদি নক্রনিচয়-পরিব্যাপ্ত সংসারসাগর হইতে উদ্ধারকারক, এবং কুম্ভীপাকাদি সমস্ত নরকাগ্নির নির্ব্বাপক। ২২—৪১

স্মরহর শম্ভু এই কথা কহিলে, সুচরিত মুনি মহাদেবসমীপে সেই তীর্থে স্নান করিলেন। সুচরিত স্নান করিয়া উত্থিত হইলে, সমস্ত মানব দেখিল—

রাপলিতনির্ম্মুক্তস্তরুণোঽতীব সুন্দরঃ॥ ৪৬॥ দৃষ্ট্বা দেহসৌন্দর্য্যং ততঃ সুচরিতো মুনিঃ। শ্লাঘয়ামাস তীর্থং বহুধান্তে চ তাপসাঃ॥ ৪৪॥ মহাদেবঃ সুচরিতং বভাষে তদনন্তরম্। অস্য তীর্থস্য তীরে ত্বং বসন্ সুচরিত দ্বিজ॥ ৪৫॥ স্নানং কুরুষ্ব সততং স্মরন্মাং মুক্তিদায়কম্। দেশান্তরীয়তীর্থেষু মা ব্রজ ব্রাহ্মণোত্তম॥ ৪৬॥ অস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যান্ নামন্তে প্রাপ্স্যসি ধ্রুবম্। অন্যেঽপি যেঽত্র স্নাস্যন্তি তেঽপি মাং প্রাপ্নুয়ুর্দ্বিজ॥ ৪৭॥ ইত্যুক্ত্বা ভগবানীশস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। তস্মিন্নন্তর্হিতে রুদ্রে ততঃ সুচরিতো মুনিঃ॥ ৪৮॥ অনেককালং নিবসন্ সর্ব্বতীর্থস্য তীরতঃ। স্নানং সমাচরংস্তীর্থে মানসে নিয়মান্বিতঃ॥ ৪৯॥ দেহান্তে শঙ্করং প্রাপ সর্ব্ববন্ধবিমোচিতঃ। সাযুজ্যঞ্চাপি সম্প্রাপ সর্ব্বতীর্থস্য বৈভবাৎ॥ ৫০॥ এবং বঃ কথিতং বিপ্রাঃ সর্ব্বতীর্থস্য বৈভবম্। এতৎ পঠন্ বা শৃণ্বন্ বা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ৫১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সর্ব্বতীর্থস্বরূপকথনং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯॥

তিনি জরাপলিত হইতে নির্ম্মুক্ত অতীব সুন্দর তরুণ যুবক হইয়াছেন। মুনিবর নিজেও নিজের দেহসৌন্দর্য্য দেখিয়া সেই তীর্থের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য তাপসগণও বারম্বার উহার সুখ্যাতি করিলেন। অনন্তর মহাদেব সুচরিতকে কহিলেন,—হে দ্বিজ, সুচরিত! তুমি এই তীর্থের তীরে বাস করিয়া মুক্তিদাতা শম্ভুকে স্মরণ করিতে করিতে সতত এখানে স্নান কর। হে দ্বিজসত্তম! দেশান্তরীয় তীর্থে তুমি গমন করিও না; এই তীর্থের মাহাত্ম্যে অন্তে নিশ্চয়ই তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। হে দ্বিজ! অন্যান্য লোকেও এখানে স্নান করিলে আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ভগবান্ ঈশান এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। রুদ্র অন্তর্দ্ধান করিলে সেই মুনি সেই মানসতীর্থ সর্ব্বতীর্থের তীরে বাস করত নিয়তভাবে স্নান করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার দেহাবসানে তিনি সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শঙ্করকে প্রাপ্ত হইলেন। সর্ব্বতীর্থের বৈভবে মুনিবর শিবসাযুজ্য লাভ করিলেন। হে বিপ্রগণ! আপনাদের নিকট এই সর্ব্বতীর্থের বৈভব কীর্ত্তন করিলাম। ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে মানব সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৪২—৫১

ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। বিহিতাভিষবো মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বতীর্থেঽতিপাবনে। ব্রহ্মহত্যাদিপাপঘ্নীং ধনুষ্কোটিং ততো ব্রজেৎ॥ ১॥ যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ মুক্তঃ স্যান্মানবো ভুবি। ধনুষ্কোটিং প্রপশ্যন্তি স্নান্তি বা কথয়ন্তি যে॥ ২॥ অষ্টাবিংশতিভেদাংস্তে নরকান্নোপভুঞ্জতে। তামিস্রমন্ধতামিস্রং মহারৌরবরৌরবৌ॥ ৩॥ কুম্ভীপাকং কালসূত্রমসিপত্রবনং তথা। কৃমিভক্ষোঽন্ধকূপশ্চ সন্দংশং শাল্মলী তথা॥ ৪॥ সূর্ম্মির্বৈতরণী প্রাণরোধো বিশসনং তথা। লালাভক্ষোঽপ্যবীচিশ্চ সারমেয়াদনং তথা॥ ৫॥ তথৈব বজ্রকণকং ক্ষারকর্দ্দমপাতনম্। রক্ষোগণাশনঞ্চাপি শূলপ্রোতং বিতোদনম্॥ ৬॥ দন্দশূকাশনং চাপি পর্য্যাবর্ত্তনসংজ্ঞিতম্। তিরোধানাভিধং বিপ্রাস্তথা সূচীমুখাভিধম্॥ ৭॥ পূয়শোণিতভক্ষঞ্চ বিষাগ্নিপরিপীড়নম্। অষ্টাবিংশতিসংখ্যাকমেবং নরকসঞ্চয়ম্। ন যাতি মনুজো বিপ্রা ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ॥ ৮॥ বিত্তাপত্যকলত্রাণাং যোঽন্যেষামপহারকঃ॥ ৯॥ স কালপাশনির্ব্বদ্ধো যমদূতৈর্ভয়ানকৈঃ। তামিস্রনরকে ঘোরে পাত্যতে বহুবৎ-

ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—মানব অতি পবিত্র সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া পরে ব্রহ্মহত্যাদিপাতকনাশিনী ধনুষ্কোটিতীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থের স্মরণমাত্রেই মানব মুক্ত হইবে। যাহারা ধনুষ্কোটিতীর্থ দর্শন করে, তাহাতে স্নান করে, কিম্বা সেই তীর্থকথা ব্যক্ত করে, তাহারা কদাচ অষ্টাবিংশতি প্রকার নরকভোগ করে না। অষ্টাবিংশতি প্রকার নরক যথা—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্র, কৃমিভক্ষ, অন্ধকূপ, সন্দংশ, শাল্মলী, সূর্ম্মি, বৈতরণী, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, অবীচি, সারমেয়াদন, বজ্রকণক, ক্ষারকর্দ্দম-পাতন, রক্ষোগণভক্ষণ, শূলপ্রোত, বিতোদন, দন্দশূকাশন, পর্য্যাবর্ত্তন, তিরোধান, সূচীমুখ, পূয়শোণিতভক্ষণ ও বিষাগ্নি-পীড়ন। হে বিপ্রগণ! ধনুষ্কোটি তীর্থে স্নান করিলে, ঐ সকল নরকে নিপতিত হইতে হয় না। ১—৮। যে ব্যক্তি অন্যের বিত্ত, পুত্র ও কলত্র অপহরণ করে, ভয়ানক যমদূতেরা তাহাকে কালপাশে আবদ্ধ করিয়া ঘোর তামিস্র

সরম্॥ ১০॥ স্নাতি চেদ্ধনুষঃ কোটৌ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে। যো নিহত্য তু ভর্ত্তারং ভুঙ্‌ক্তে তস্য ধনাদিকান্॥ ১১॥ পাত্যতে সোঽন্ধতামিস্রে মহা-দুঃখসমাকুলে। স্নাতি চেদ্ধনুষঃ কোটৌ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে॥ ১২॥ ভূতদ্রোহেণ যো মর্ত্ত্যঃ পুষ্ণাতি স্বকুটুম্বকম্। স তানিহ বিহায়াশু রৌরবে পাত্যতে ধ্রুবম্॥ ১৩॥ বিষোল্বণমহাসর্পসঙ্কুলে যমপুরুষৈঃ। স্নাতি চেদ্ধনুষঃ কোটৌ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে॥ ১৪॥ যঃ স্বদেহম্ভরো মর্ত্ত্যো ভার্য্যাপুত্রাদিকং বিনা। স মহারৌরবে ঘোরে পাত্যতে নিজমাংসভুক্॥ ১৫॥ স্নাতি চেদ্ধনুষঃ কোটৌ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে। যঃ পশূন্ পক্ষিণো বাপি সপ্রাণান্নিরুণদ্ধি বৈ॥ ১৬॥ কৃপালেশবিহীনং তং ক্রব্যাদৈরপি নিন্দিতম্। কুম্ভী-পাকে তপ্ততৈলে পাতয়ন্তি যমানুগাঃ॥ ১৭॥ স্নাতি চেদ্ধনুষঃ কোটৌ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে। মাতরং পিতরং বিপ্রান্ যো দ্বেষ্টি পুরুষাধমঃ॥১৮॥ স কালসূত্রে নরকে বিস্তৃতাযুতযোজনে। অধস্তাদগ্নিসন্তপ্ত উপর্য্যর্কমরীচিভিঃ॥ ১৯॥ স্থলে তাম্রময়ে বিপ্রাঃ পাত্যতে ক্ষুধয়ার্দ্দিতঃ। স্নাতি চেদ্ধনুষঃ কোটৌ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে॥ ২০॥ যো বেদমার্গমুল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে কুপথে নরঃ। সোঽসিপত্রবনে ঘোরে পাত্যতে যমকিঙ্করৈঃ॥ ২১॥ স্নাতি চেদ্ধনুষঃ কোটৌ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে। যো রাজা রাজভৃত্যো বা হ্যদণ্ড্যে দণ্ডমাচরেৎ॥ ২২॥ শরীরদণ্ডং বিপ্রে বা স শূকরমুখে দ্বিজাঃ। পাত্যতে নরকে ঘোরে ইক্ষুবদ্‌যন্ত্রপীড়িতঃ॥ ২৩॥ স্নাতি চেদ্ধনুষঃ কোটৌ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে। ঈশ্বরাধীন বৃত্তীনাং হিংসাং যঃ প্রাণিনাং চরেৎ॥ ২৪॥ তৈরেব পীড্যমানোঽসৌ জন্তুভিঃ স্বেন পীড়িতৈঃ। অন্ধকূপে মহাভীমে পাত্যতে যমকিঙ্করৈঃ॥ ২৫॥ তত্রান্ধকার-বহুলে বিনিদ্রোঽনির্বৃতশ্চরেৎ। স্নাতি চেদ্ধনুষঃ কোটৌ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে॥ ২৬॥ যোঽশ্নাতি পঙ্‌ক্তিভেদেন শাকসূপাদিকং নরঃ। অকৃত্বা পঞ্চযজ্ঞং বা ভুঙ্‌ক্তে মোহেন স দ্বিজাঃ॥ ২৭॥

নরকে বহু বৎসরের জন্য নিপাতিত করিয়া থাকে! কিন্তু যদি ধনুষ্কোটি তীর্থে স্নান করে, তবে তাহারা আর ঐ নরকে নিপাতিত করে না। যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুকে নিহত করিয়া তাহার ধনাদি উপভোগ করে, সে, মহাদুঃখময় অন্ধতামিস্রে পতিত হয়। কিন্তু ধনুষ্কোটিতে স্নান করিলে তাহাকে আর তথায় পতিত হইতে হয় না। যে মানব ভূত-বর্গের দ্রোহাচরণ করিয়া স্বীয় কুটুম্বদিগের ভরণ-পোষণ করে, সে তাহার সমস্ত প্রিয় বস্তু হইতে বিযুক্ত হয় এবং তৎক্ষণাৎ নিশ্চয়ই তাহাকে রৌরব নরকে নিপতিত হইতে হয়। এই নরক বিষোল্বণ মহাসর্পকুলে সমাকুল; ইহাতে যমপুরুষেরাই পাপী পুরুষকে পাতিত করে; কিন্তু যদি ধনুষ্কোটি-তীর্থে স্নান করে, তবে আর তথায় পাতিত হয় না। যে ব্যক্তি স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় দেহেরই ভরণপোষণ করে, সে, মহারৌরবে পতিত হইয়া নিজ মাংস ভোজন করিতে থাকে। কিন্তু ধনুষ্কোটিতীর্থে স্নান করিলে আর ঐ নরকে পতন হয় না। যে ব্যক্তি পশুপক্ষীদিগকে জীবিতাবস্থায় অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, সেই কৃপালেশহীন ব্যক্তি ক্রব্যাদ্‌গণেরও নিন্দিত। যমদূতেরা তাহাকে তপ্ত তৈলে কুম্ভীপাকে নিক্ষেপ করে; কিন্তু ধনুষ্কোটি তীর্থে স্নান করিলে তাহাকে আর তথায় পতিত হইতে হয় না। যে পুরুষাধম মাতা, পিতা ও বিপ্রদিগকে দ্বেষ করে, অযুত যোজন বিস্তৃত কালসূত্রনরকে তাহার পতন হয়। সেখানে তাম্রময় স্থলে থাকিয়া অধোদিক্ হইতে অগ্নি দ্বারা এবং ঊর্দ্ধদিক্ হইতে সূর্য্যমরীচি দ্বারা সন্তপ্ত হয়। তদবস্থায় তাহার দেহ ক্ষুধায় জর্জ্জরিত হইতে থাকে। কিন্তু ধনুষ্কোটিতীর্থে স্নান করিলে, ঐ নরকে তাহাকে পতিত হইতে হয় না। যে নর বেদমার্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া কুপথে প্রবৃত্ত হয়, যমকিঙ্করেরা তাহাকে ঘোর অসিপত্রবনে নিপাতিত করে, কিন্তু উক্ত তীর্থে স্নান করিলে নরকপতন হয় না। যে রাজা বা রাজভৃত্য অদণ্ড্য ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করে, অথবা ব্রাহ্মণের উপর দৈহিক দণ্ডের ব্যবস্থা করে, হে দ্বিজগণ! সেই দণ্ডদাতাকে শূকর-মুখ নরকে নিপাতিত হইতে হয়। এই ঘোর নরকে ঐ ব্যক্তি ইক্ষুর ন্যায় যন্ত্রপীড়িত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরাধীন প্রাণীদিগের হিংসা করে, সে সেই সকল পীড়িত জন্তু কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া মহাঘোর অন্ধকূপে পতিত হয়। সেই অন্ধকারবহুল নরকে বিনিদ্র ও অনির্বৃত হইয়া সে বিচরণ করে। কিন্তু ধনুষ্কোটি তীর্থে স্নান করিলে তাহার আর নরকপতন ঘটে না। ৯—২৬। হে দ্বিজগণ! যে নর পঙ্‌ক্তিভেদে শাক-সূপাদি ভোজন করে অথবা মোহক্রমে পঞ্চ যজ্ঞ না করিয়াই ভোজন

প্রপাত্যতে যমভটৈর্নরকে কৃমিভোজনে। ভক্ষ্যমাণঃ কৃমিশতৈর্ভক্ষয়ন্ কৃমিসঞ্চয়ান্ ॥ ২৮ ॥ স্বয়ঞ্চ কৃমিভূতঃ সংস্তিষ্ঠেদ্যাবদঘক্ষয়ম্। স্নাতি চেদ্ধনুষঃ কোটৌ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে ॥ ২৯ ॥ যো হরেদ্বিপ্রবিত্তানি স্তেয়েন বলতোঽপি বা। অন্যেষামপি বিত্তানি রাজা তৎপুরুষোঽপি বা ॥ ৩০ ॥ অয়স্ময়াগ্নিকুণ্ডেষু সন্দংশৈঃ সোঽতিপীড়িতঃ। সন্দংশে নরকে ঘোরে পাত্যতে যমপুরুষৈঃ ॥ ৩১ ॥ স্নাতি চেদ্ধনুষঃ কোটৌ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে। অগম্যাং যোঽভিগচ্ছেত স্ত্রিয়ং বৈ পুরুষাধমঃ ॥ ৩ ॥ অগম্যং পুরুষং যোষদভিগচ্ছেত বা দ্বিজাঃ। তাবয়স্ময়নারীঞ্চ পুরুষঞ্চাপ্যয়স্ময়ম্ ॥ ৩৩ ॥ তপ্তাবালিঙ্গ্য তিষ্ঠন্তৌ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। সূর্ম্ম্যাখ্যে নরকে ঘোরে পাত্যেতে বহুকণ্টকে ॥ ৩৪ ॥ স্নাতি চেদ্ধনুষঃ কোটৌ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে। বাধতে সর্ব্বজন্তূন্ যো নানোপায়ৈরুপদ্রবৈঃ ॥ ৩৫ ॥ শাল্মলীনরকে ঘোরে পাত্যতে বহুকণ্টকে। স্নাতি চেদ্ধনুষঃ কোটৌ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে ॥ ৩৬ ॥ রাজা বা রাজভৃত্যো বা যঃ পাষণ্ডমনুব্রতঃ। ভেদকো ধর্ম্মসেতূনাং বৈতরণ্যাং নিপাত্যতে ॥ ৩৭ ॥ স্নাতি চেদ্ধনুষঃ কোটৌ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে। বৃষলীসঙ্গদুষ্টো যঃ শৌচাদ্যাচারবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৮ ॥ ত্যক্তলজ্জস্ত্যক্তবেদঃ পশুচর্য্যারতস্তথা। স পূয়বিষ্ঠামূত্রাসৃক্-শ্লেষ্মপিত্তাদিপূরিতে ॥ ৩৯ ॥ অতিবীভৎসনরকে পাত্যতে যমকিঙ্করৈঃ। স্নাতি চেদ্ধনুষঃ কোটৌ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে ॥৪০॥ অশ্মাভির্ম্মৃগয়ুর্হস্তাদ্বাণৈর্ব্বা বাধতে মৃগান্। স বিধ্যমানো বাণৌঘৈঃ পরত্র যমকিঙ্করৈঃ ॥ ৪১ ॥ প্রাণরোধাখ্যনরকে পাত্যতে যমকিঙ্করৈঃ। স্নাতি চেদ্ধনুষঃ কোটৌ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে ॥ ৪২ ॥ দাম্ভিকো যঃ পশূন্ যজ্ঞে বিধ্যনুষ্ঠানবর্জ্জিতঃ। হন্ত্যাসৌ পরলোকেষু বৈশসে নরকে দ্বিজাঃ ॥ ৪২ ॥ কৃন্ত্যমানো যমভটৈঃ পাত্যতে দুঃখসঙ্কুলে। স্নাতি চেদ্ধনুষঃ কোটৌ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে ॥ ৪৪ ॥ আত্মভার্য্যাং সবর্ণাং যো রেতঃ পায়য়তে তু সঃ। পরত্র রেতঃপায়ী

করিতে থাকে, যমভটগণ তাহাকে কৃমিভোজন নরকে পাতিত করে, সেই অবস্থায় শত শত কৃমি তাহাকে ভক্ষণ করে, তাহাকেও রাশি রাশি কৃমি ভক্ষণ করিতে হয় এবং পাপক্ষয় পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি কৃমিভূত হইয়া অবস্থান করে; কিন্তু উল্লিখিত তীর্থে স্নান করিলে, তাহাকে আর ঐ নরকে পতিত হইতে হয় না। যে রাজা বা রাজপুরুষ চৌর্য্য বা বলপ্রকাশ করিয়া বিপ্র বা অন্যান্য ব্যক্তির বিত্তরাশি হরণ করে, সে অয়োময় অগ্নিকুণ্ডে সন্দংশ দ্বারা নিপীড়িত হইয়া যমপুরুষগণ কর্ত্তৃক ভীষণ সন্দংশ নরকে নিপীড়িত হয়, কিন্তু উক্ত তীর্থে স্নান করিলে তাহার আর নরকপতন হয় না। যে পুরুষাধম অগম্যা নারী গমন করে, কিম্বা যে নারী অগম্য পুরুষে সঙ্গত হয়, তাহারা তপ্ত অয়োময়ী নারী ও অয়োময় পুরুষকে আলিঙ্গন করিয়া আচন্দ্র-সূর্য্য অবস্থানপূর্ব্বক সূর্ম্মিনামক বহু কণ্টকাকীর্ণ ঘোর নরকে নিপতিত হয়; কিন্তু উক্ত তীর্থে স্নান করিলে তাহার আর নরকপতন হয় না। যে ব্যক্তি নানা উপায়ে ও উপদ্রবে সমস্ত প্রাণীকে পীড়ন করে, সে কণ্টকবহুল শাল্মলীনরকে নিপাতিত হয়; কিন্তু ধনুষ্কোটি তীর্থে স্নান করিলে তাহার আর নরকপতন হয় না। যে রাজা বা রাজভৃত্য পাষণ্ডজনের অনুসরণপূর্ব্বক ধর্ম্মসেতু ভেদ করে, তাহার বৈতরণীতে পতন হয়; কিন্তু ঐ ধনুষ্কোটিতে স্নান করিলে তাহার আর তথায় পতন হয় না। যে ব্যক্তি বৃষলীসঙ্গে দুষ্ট হইয়াছে, শৌচাদি আচার পরিত্যাগ করিয়াছে; এবং পশুচর্য্যায় রত হইয়া স্বাভাবিক লজ্জা ও বেদপাঠ পরিত্যাগ করিয়াছে, যমকিঙ্করেরা তাহাকে অতি বীভৎস নরকে নিপাতিত করে। ঐ নরক পূয, বিষ্ঠা, মূত্র, রক্ত, শ্লেষ্ম ও পিত্তাদি দ্বারা পরিপূরিত। কিন্তু ধনুষ্কোটিতে স্নান করিলে তাহার আর নরকপাত হয় না।২৭—৪০। যে ব্যাধ শিলাখণ্ড কিম্বা বাণদ্বারা মৃগাদিগকে উৎপীড়িত করে, যমদূতেরা পরকালে তাহাকে বাণবিদ্ধ করিয়া প্রাণরোধনামক নরকে নিপাতিত করিয়া থাকে; কিন্তু উক্ত তীর্থে স্নান করিলে তাহাকে আর তথায় পতিত হইতে হয় না। হে দ্বিজগণ! যে দাম্ভিক ব্যক্তি বিধিসঙ্গত অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞে পশুদিগকে হিংসা করে, যমভটেরা তাহাকে ছেদন করিতে করিতে দুঃখময় বৈশস নরকে ফেলিয়া দেয়; কিন্তু ধনুষ্কোটিতে স্নান করিলে তাহার নরকপতন হয় না। সবর্ণা আত্মভার্য্যাকে যে ব্যক্তি রেতঃপান করায়, সে পরকালে

সন্ রেতঃকুণ্ডে নিপাত্যতে ॥ ৪৫ ॥ স্নাতি চেদ্ধনুষঃ কোটৌ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে। যো দস্যুমার্গমাশ্রিত্য গরদো গ্রামদাহকঃ ॥ ৪৬ ॥ বণিগ্দ্রব্যাপহারী চ স পরত্র দ্বিজোত্তমাঃ। বজ্রদংষ্ট্রাহিকাভিখ্যে নরকে পাত্যতে চিরম্ ॥ ৪৭ ॥ স্নাতি চেদ্ধনুষঃ কোটৌ তস্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে। বিদ্যন্তে যানি চান্যানি নরকাণি পরত্র বৈ ॥ ৪৮ ॥ তানি নাপ্নোতি মনুজো মনুষ্কোটিনিমজ্জনাৎ। ধনুষ্কোটৌ সকৃৎ স্নানাদশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৪৯ ॥ আত্মবিদ্যা ভবেৎ সাক্ষান্মুক্তিশ্চাপি চতুর্ব্বিধা। ন পাপে রমতে বুদ্ধির্ন ভবেদ্দুঃখমেব বা ॥ ৫০ ॥ বুদ্ধেঃ প্রীতির্ভবেৎ সম্যগ্ ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ। তুলাপুরুষদানেন যৎ ফলং লভ্যতে নরৈঃ ॥ ৫১ ॥ তৎ ফলং লভ্যতে পুম্ভির্দ্ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ। গোসহস্রপ্রদানেন যৎ পুণ্যং হি ভবেন্নৃণাম্ ॥ ৫২ ॥ তৎ পুণ্যং লভতে মর্ত্ত্যো ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু যং যমিচ্ছতি পুরুষঃ ॥ ৫৩ ॥ তং তং সদ্যঃ সমাপ্নোতি ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ। মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৫৪ ॥ সদ্যঃ পূতো ভবেদ্বিপ্রা ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ। প্রজ্ঞা লক্ষ্মীর্যশঃ সম্পজ্জ্ঞানং ধর্ম্মো বিরক্ততা ॥ ৫৫ ॥ মনঃশুদ্ধির্ভবেন্নৃণাং ধনুষ্কোটিনিমজ্জনাৎ। ব্রহ্মহত্যাযুতঞ্চাপি সুরাপানাযুতং তথা ॥ ৫৬ ॥ অযুতং গুরুদারাণাং গমনং পাপকারণম্। স্তেয়াযুতং সুবর্ণানাং তৎসংসর্গশ্চ কোটিশঃ ॥ ৫৭ ॥ শীঘ্রং বিলয়মাপ্নোতি ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ। ব্রহ্মহত্যাসমানানি সুরাপানসমানি চ ॥ ৫৮ ॥ গুরুস্ত্রীগমনেনাপি যানি তুল্যানি চাস্তিকাঃ। সুবর্ণস্তেয়তুল্যানি তৎসংসর্গসমানি চ। তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি ধনুষ্কোটিনিমজ্জনাৎ। উক্তেষেতেষু সন্দেহো ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন ॥ ৬০ ॥ জিহ্বাগ্রে পরশুং তপ্তং ধারয়ামি ন সংশয়ঃ। অর্থবাদমিমং সর্ব্বং ব্রুবন্ বৈ নারকী ভবেৎ ॥ ৬১ ॥ সঙ্করঃ স হি বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃতঃ। অহো মৌর্খ্যমহো মৌর্খ্যমহো মৌর্খ্যং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬২ ॥ ধনুষ্কোট্যভিধে তীর্থে সর্ব্বপাতকনাশনে। অদ্বৈতজ্ঞানদে পুংসাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনি ॥ ৬৩ ॥ ইষ্টকাম্যপ্রদে নিত্যং

রেতঃপায়ী হইয়া রেতঃকুণ্ডে নিপাতিত হইয়া থাকে, কিন্তু ধনুষ্কোটিতে স্নান করিলে, তথায় আর পতিত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি দস্যুমার্গ অবলম্বন, গরল দান কিম্বা গ্রাম দাহ করে, অথবা বণিক্দিগের বিত্তাদি অপহরণ করিয়া লয়, পরকালে তাহাকে বজ্রদংষ্ট্রাহিকনামক নরকে চিরদিনের জন্য নিপতিত হইতে হয়; কিন্তু উক্ত তীর্থে স্নান করিলে, তাহার আর নরকপাত হয় না। পাপের ফলে পরকালে আরও যে সকল ভীষণ নরক বিহিত হইয়া থাকে, ধনুষ্কোটিতীর্থে মজ্জন করিলে মানব সে সকল কখনই প্রাপ্ত হয় না। ধনুষ্কোটিতে একবার মাত্র স্নান করিলে নর অশ্বমেধফললাভ করে। তাহার আত্মবিদ্যা অধিগত হয়, চতুর্ব্বিধ মুক্তি করায়ত্ত হইয়া থাকে। তাহার বুদ্ধি কদাচ পাপরত হয় না, এবং দুঃখভোগও কখনই ঘটে না। ধনুষ্কোটিতে মগ্ন হইলে বুদ্ধি সম্যক্ প্রসন্ন হয়। নরগণ তুলাপুরুষদানে যে ফললাভ করে, ধনুষ্কোটিতীর্থে অবগাহন করিলেও সেই সকল ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র গাভীদানে নরগণ যতদূর পুণ্যসঞ্চয় করে, এই ধনুষ্কোটিতীর্থে স্নান করিলেও তাহাদের সেই পুণ্যই লব্ধ হইয়া থাকে। নর—ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের মধ্যে যাহা যাহা কামনা করে, এই ধনুষ্কোটিতীর্থে স্নান করিলে তৎসমস্তই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানব মহাপাতকযুক্ত হউক অথবা সর্ব্বপাতকান্বিতই হউক, ধনুষ্কোটিতীর্থে অবগাহন করিলে সদ্যই পূত হইয়া থাকে। ধনুষ্কোটিমজ্জনের ফলে নরগণের প্রজ্ঞা, লক্ষ্মী, যশঃ, সম্পদ্, জ্ঞান ধর্ম্ম, বৈরাগ্য এবং মনঃশুদ্ধি হয়। অযুত ব্রহ্মহত্যা, অযুত সুরাপান, অযুত গুরুদারগমন, অযুত সুবর্ণচৌর্য্য এবং তত্তৎসংসর্গজন্য কোটি কোটি পাপ ধনুষ্কোটিতীর্থে অবগাহনে সত্বর বিলয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মহত্যা, সুরপান, গুর্ব্বঙ্গনাগমন, সুবর্ণস্তেয় ও তৎসংসর্গ-জনিত পাপের তুল্য যে সকল পাপ আছে, ধনুষ্কোটিতীর্থে স্নান করিলে তৎসমস্তই বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে আস্তিকগণ! এই যে সকল তীর্থমাহাত্ম্য কহিলাম, ইহাতে কদাচ সন্দেহ করিবেন না ॥৪১—৬০। আমি জিহ্বাগ্রে তপ্ত পরশু ধারণ করিতে দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারি, তথাচ ইহাকে অর্থ-বাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারি না। যে ব্যক্তি ইহাকে অর্থবাদ বলে, সে নারকী—সে সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃত সঙ্করজাতি বলিয়াই বিজ্ঞেয়। অহো লোকের কি মূর্খতা! অহো! কি মূর্খতা! কেননা, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! বুঝিয়া দেখুন, এই ধনুষ্কোটিতীর্থ—সর্ব্বপাতকহর অদ্বৈতজ্ঞানপ্রদ, নরগণের ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ, ইষ্ট কামদায়ক, ও নিত্য অজ্ঞান-

তথৈবাজ্ঞাননাশনে। স্থিতেঽপি তদ্বিহায়ায়ং রমতেঽন্যত্র বৈ জনঃ॥ ৬৪॥ অহো মোহস্য মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে। স্নাতস্য ধনুষঃ কোটৌ নাস্ত্যন্তকাদ্ভয়মস্তি বৈ॥ ৬৫॥ ধনুষ্কোটিং প্রপশ্যন্তি তত্র স্নান্তি চ যে নরাঃ। স্তুবন্তি চ প্রশংসন্তি স্পৃশন্তি চ নমন্তি চ। ন পিবন্তি হি তে স্তন্যং মাতৃণাং দ্বিজপুঙ্গবাঃ॥ ৬৬॥ ঋষয় উচুঃ। ধনুষ্কোট্যাভিধা তস্য কথং সূত সমাগতা॥ ৬৭॥ তৎ সর্ব্বং ক্রূহি তত্ত্বেন বিস্তরান্মুনিপুঙ্গব। ইতি পৃষ্টো নৈমিষীয়ৈরাহ সূতঃ পুনশ্চ তান্॥ ৬৮॥ শ্রীসূত উবাচ। রামেণ নিহতে যুদ্ধে রাবণে লোককণ্টকে। বিভীষণে চ লঙ্কায়াং রাজনি স্থাপিতে ততঃ॥ ৬৯॥ বৈদেহীলক্ষ্মণযুতো রামো দশরথাত্মজঃ। সুগ্রীবপ্রমুখৈর্বীরৈর্ব্বানরৈরপি সংবৃতঃ॥ ৭০॥ সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বদেববিদ্যাধরর্ষিভিঃ। অপ্সরোভিশ্চ সততং স্তূয়মাননিজাদ্ভুতঃ॥ ৭১॥ লীলাবিধৃতকোদণ্ডস্ত্রিপুরঘ্নো যথা শিবঃ। সর্ব্বৈঃ পরিবৃতো রামো গন্ধমাদনমন্বগাৎ॥ ৭২॥ তত্র স্থিতং মহাত্মানং রাঘবং রাবণান্তকম্। প্রাঞ্জলিঃ প্রার্থয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞো-হথ বিভীষণঃ॥ ৭৩॥ সেতুনানেন তে রাম রাজা সর্ব্ব এব হি। বলোদ্রিক্তাঃ সমভ্যেত্য পীড়য়েয়ুঃ পুরীং মম॥ ৭৪॥ অতঃ সেতুমিমং ভিন্ধি ধনুষ্কোট্যা রঘূদ্বহ। ইতি সম্প্রার্থিতস্তেন পৌলস্ত্যেন স রাঘবঃ॥ ৭৫॥ বিভেদ ধনুষঃ কোট্যা স্বসেতুং রঘুনন্দনঃ। অতো দ্বিজাস্ততত্তীর্থং ধনুষ্কোটিরিতি শ্রুতম্॥ ৭৬॥ শ্রীরামধনুষঃ কোট্যা যো রেখাং পশ্যতে কৃতাম্। অনেকক্লেশসংযুক্তং গর্ভবাসং ন পশ্যতি॥ ৭৭॥ ধনুষ্কোট্যা কৃতা রেখা রামেণ লবণাম্বুধৌ। তদ্দর্শনাদ্ভবেন্মুক্তির্ন জানে স্নানজং ফলম্॥ ৭৮॥ নর্ম্মদারোধসি তপো মহাপাতকনাশনম্। গঙ্গাতীরে তু মরণমপবর্গফলপ্রদম্॥ ৭৯॥ দানং দ্বিজাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মহত্যাদিশোধকম্। তপশ্চ মরণং দানং ধনুষ্কোটৌ কৃতং নরৈঃ॥ ৮০॥ মহাপাতকনাশায় মুক্ত্যৈ চাভীষ্টসিদ্ধয়ে। ভবেৎ সমর্থং বিপ্রেন্দ্রা নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৮১॥ তাবৎ সংপীড্যতে জন্তুঃ পাতকৈশ্চোপপাতকৈঃ। যাবন্না-

নাশক; এহেন তীর্থ থাকিতেও ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া লোকে অন্যত্র অনুরাগ প্রকাশ করে। অহো! মোহের যে কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য, তাহা আমার বলিবার শক্তি নাই। ধনুষ্কোটিতে স্নান করিলে অন্তক হইতে ভয়ের সম্ভাবনা নাই। যে সকল নর ধনুষ্কোটি দেখে, তাহাতে স্নান করে, তাহার স্তব করে, প্রশংসা করে এবং তাহাকে স্পর্শ করে ও নমস্কার করে, হে দ্বিজপুঙ্গবগণ! তাহারা আর মাতৃস্তন্য পান করে না অর্থাৎ সংসারে জন্মগ্রহণ করে না। ঋষিগণ কহিলেন,—হে মুনিবর সূত! ঐ তীর্থের ধনুষ্কোটি নাম কেমন করিয়া হইল? সে রহস্য আমাদের নিকট ব্যক্ত কর। নৈমিষীয় ঋষিগণ এইরূপ প্রশ্ন করিলে সূত পুনরায় তাঁহাদিগকে কহিলেন,—দশরথসুত রামচন্দ্র লোককণ্টক রাবণকে সমরে নিহত ও বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৈদেহী, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবপ্রমুখ বানরবীরগণ সমভিব্যাহারে সিদ্ধাচারণগন্ধর্ব্বদেব-বিদ্যাধর, ঋষি ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইতে লাগিলেন। অনন্তর রাম লীলাবশে ত্রিপুরহর হরের ন্যায় করে কোদণ্ড ধারণ করিয়া পরিজন সমভিব্যাহারে গন্ধমাদনশৈলে আগমন করিলেন। তখন ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ তত্রত্য মহাত্মা রাবণান্তক রাঘবের নিকট যুক্ত-করে প্রার্থনা করিলেন যে, হে রাম! এই সেতুদ্বারা আপনার আর প্রয়োজন কি আছে? ইহা থাকিলে বলগর্ব্বিত রাজন্যগণ অনায়াসেই সেই আমার লঙ্কাপুরী আক্রমণ করিতে পারিবেন। অতএব হে রঘুবর! আপনি ধনুষ্কোটি দ্বারা এই সেতুভেদ করিয়া দিন। পৌলস্ত্য বিভীষণ রামের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলে তিনি ধনুষ্কোটিদ্বারা স্বীয় সেতু ভঙ্গ করিয়া দিলেন। এই জন্যই হে দ্বিজগণ! উক্ত তীর্থ ধনুষ্কোটি নামে বিখ্যাত হইয়াছে। যে ব্যক্তি শ্রীরাম-ধনুর কোটি-দ্বারা কৃত রেখা অবলোকন করে, তাহাকে আর বহু ক্লেশময় গর্ভ-বাস দর্শন করিতে হয় না। রামচন্দ্র লবণাব্ধিমধ্যে ধনুষ্কোটি দ্বারা যে রেখা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা দর্শনেই মুক্তি হয়; জানি না, স্নান করিলে কতই না ফল হইয়া থাকে! নর্ম্মদাতটে তপস্যা করিলে মহাপাতক নষ্ট হয়, গঙ্গাতীরে দেহত্যাগে অপবর্গ ফল ঘটে, আর কুরুক্ষেত্রে দান করিলে ব্রহ্মহত্যাদি পাতক হইতেও নিষ্কৃতি হইয়া থাকে; কিন্তু এই ধনুষ্কোটি তীর্থে নরগণ তপস্যা, দান বা দেহত্যাগ যাহাই কেন করুক না, সমস্তই তাহার মহাপাতকনাশ, মুক্তিপ্রাপ্তি ও অভীষ্ট সিদ্ধিবিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! এ পক্ষে সন্দেহমাত্র নাই। জীবগণ ততদিনই

লোক্যতে রামধনুষ্কোটির্বিমুক্তিদা ॥ ৮২ ॥ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে পাপকর্ম্মাণি ধনুষ্কোট্যবলোকিনঃ ॥ ৮৩ ॥ দক্ষিণাম্ভোনিধৌ সেতৌ রামচন্দ্রেণ নির্ম্মিতা। যা রেখা ধনুষঃ কোট্যা বিভীষণহিতায় বৈ ॥ ৮৪ ॥ সৈব কৈলাসপদবীং বৈকুণ্ঠব্রহ্মলোকয়োঃ। মার্গঃ স্বর্গস্য লোকস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৮৫ ॥ তুল্যং যজ্ঞফলৈঃ পুণ্যৈর্ধনুষ্কোট্যবগাহনম্। সর্ব্বমন্ত্রাধিকং পুণ্যং সর্ব্বদানফলপ্রদম্ ॥ ৮৬ ॥ কায়ক্লেশকরৈঃ পুংসাং কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ। কিং বেদৈঃ কিমু বা শাস্ত্রৈর্ধনুষ্কোট্যবলোকিনঃ ॥ ৮৭ ॥ রামচন্দ্রধনুষ্কোটৌ স্নানং চেল্লভ্যতে নৃণাম্। সিতাসিতসরিৎপুণ্যবারিভিঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥ ৮৮ ॥ রামচন্দ্রধনুষ্কোটিদর্শনং লভ্যতে যদি। কাশ্যাস্তু মরণামুক্তিঃ প্রার্থ্যতে কিং বৃথা নরৈঃ ॥ ৮৯ ॥ অনিমজ্জ্য ধনুষ্কোটাবনুপোষ্য দিনত্রয়ম্। অদত্ত্বা কাঞ্চনং গাঞ্চ দরিদ্রঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৯০ ॥ ধনুষ্কোট্যবগাহেন

পাতক ও উপপাতক দ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে—যতদিন না রামচন্দ্রের বিমুক্তিপ্রদ ধনুষ্কোটি তীর্থ অবলোকন করে। এই ধনুষ্কোটিতীর্থ দর্শনে হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সর্ব্বসংসার ছিন্ন হইয়া যায় এবং যত কিছু পাপকর্ম্ম থাকে, তৎসমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। রামচন্দ্র বিভীষণের হিতের নিমিত্ত দক্ষিণাব্ধির মধ্যগত সেতুতে ধনুষ্কোটিদ্বারা যে রেখা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাই কৈলাস, বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মলোকের পদবী এবং তাহাই স্বর্গগমনের পদ্ধতি, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। ধনুষ্কোটিতীর্থে অবগাহন ও যজ্ঞানুষ্ঠানজনিত পুণ্যফল উভয়ই তুল্য; এই তীর্থস্নান সমস্ত মন্ত্রাপেক্ষাও অধিক পুণ্যপ্রদ এবং সমস্ত দানফলপ্রদ। যাহারা ধনুষ্কোটি দর্শন করিয়াছে, সেই সকল মানবের কায়ক্লেশকর তপস্যা, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন বা শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা প্রয়োজন কি? নরগণ রামচন্দ্রের ধনুষ্কোটিতে যদি স্নান করিতে পায়, তবে আর সিতাসিত পূত সরিদ্বারি দ্বারা তাহাদের প্রয়োজন কি? হে দ্বিজবরগণ! রামচন্দ্রের ধনুষ্কোটিতীর্থের দর্শন লাভ ঘটিলে, নরগণ আর বৃথা কেন কাশীতে মরিয়া মুক্তি প্রার্থনা করে? ফলকথা, এই তীর্থদর্শনেই তাহাদের মুক্তি ঘটিয়া থাকে। দিবসত্রয় উপবাসী থাকিয়া ধনুষ্কোটিতে মগ্ন না হইয়া এবং কাঞ্চন ও গো দান না করিয়া লোক দরিদ্র হইয়া থাকে, সংশয় নাই। নর ধনু-

যৎফলং লভতে নরঃ। অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্টাপি বহুদক্ষিণৈঃ ॥ ৯১ ॥ ন তৎফলমবাপ্নোতি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্। ধনুষ্কোট্যভিধং তীর্থং সর্ব্বতীর্থাধিকং বিদুঃ ॥ ৯২ ॥ দশকোটিসহস্রাণি সন্তি তীর্থানি ভূতলে। তেষাং সান্নিধ্যমস্ত্যত্র ধনুষ্কোটৌ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৯৩ ॥ অষ্টৌ বসব আদিত্যা রুদ্রাশ্চ মরুতস্তথা। সাধ্যাশ্চ সহ গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরাস্তথা ॥ ৯৪ ॥ এতে চান্যে চ যে দেবাঃ সান্নিধ্যং কুর্ব্বতে সদা। তীর্থেঽত্র ধনুষঃ কোটৌ নিত্যমেব পিতামহঃ ॥ ৯৫ ॥ সন্নিধত্তে শিবো বিষ্ণুরুমা মা চ সরস্বতী। ধনুষ্কোটৌ তপস্তপ্ত্বা দেবাশ্চ ঋষয়স্তথা ॥ ৯৬ ॥ বিপুলাং সিদ্ধিমগমংস্তৎফলেন মুনীশ্বরাঃ। স্নায়াত্তত্র নরো যস্তু পিতৃদেবাংশ্চ তর্পয়েৎ ॥ ৯৭ ॥ সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। অত্রৈকং ভোজয়েদ্বিপ্রং যো নরো ভক্তিসংযুতঃ ॥ ৯৮ ॥ ইহ লোকে পরত্রাপি সোঽনন্তসুখমশ্নুতে। শাকমূলফলৈর্বৃত্তিং যো ন বর্ত্তয়তে নরঃ ॥ ৯৯ ॥ স নরো ধনুষঃ কোটৌ স্নায়াত্তৎফলসিদ্ধয়ে। অশ্বমেধক্রতুং কর্ত্তুং শক্তির্যস্য ন বিদ্যতে ॥ ১০০ ॥ ধনুষ্কোটৌ স হি

ষ্কোটিতে অবগাহন করিলে, যে ফল লাভ করে, আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, বহু দক্ষিণান্বিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিয়াও তাদৃশ ফলপ্রাপ্ত হইতে পারে না। পণ্ডিতগণ ঐ তীর্থকে সর্ব্বতীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই জানেন। এই ভূতলে দশকোটি সহস্র তীর্থ আছে, হে দ্বিজোত্তমগণ! এই ধনুষ্কোটিতে সেই সমুদায়েরই সান্নিধ্য রহিয়াছে। ৮১—৯৩। অষ্টবসু, আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণ এবং অন্যান্য দেবগণ নিত্যই এই তীর্থে সন্নিহিত। এই ধনুষ্কোটি তীর্থে পিতামহ ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু, উমা, লক্ষ্মী, সরস্বতী নিত্যই বিরাজ করিয়া থাকেন। হে মুনীন্দ্র! এই তীর্থে তপস্যা করিয়া দেব ও ঋষিগণ তপঃফলে বিপুল সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে নর এ তীর্থে স্নান করে ও পিতৃদেবগণের তর্পণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে বিহার করিয়া থাকে। যে নর ভক্তিযুক্ত হইয়া এইস্থানে একজন মাত্র ব্রাহ্মণকেও ভোজন করায়, সে ইহপরকালে অনন্ত সুখ লাভ করে। যে নর শাক মূল ও ফলে বৃত্তি বিধান করিতে অক্ষম, সে ফলসিদ্ধির নিমিত্ত ধনুষ্কোটি তীর্থে স্নান করিবে। যাহার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার শক্তি নাই, সে ধনুষ্কোটিতে স্নান করিলে

স্নায়াত্তেন তৎফলমশ্নুতে। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বাপি মুনীশ্বরাঃ॥ ১০১॥ নিন্দ্যযোনৌ ন জায়ন্তে ধনুষ্কোট্যবগাহনাৎ॥ মকরস্থে রবৌ মাঘে ধনুষ্কোটৌ তু যো নরঃ॥ ১০২॥ স্নায়াৎ পুণ্যং নিগদিতুং তস্যাহং ন ক্ষমো দ্বিজাঃ। মাঘমাসে ধনুষ্কোটাববগাহেত যো নরঃ॥ ৫॥ স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু গঙ্গাদিষু মুনীশ্বরাঃ। প্রাপ্নুয়াদক্ষয়াল্লোঁকান্ মোক্ষঞ্চাপি লভেত সঃ॥ ১০৪॥ জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং স্ত্রিয়ো বা পুরুষস্য বা। তৎসর্ব্বং মাঘমাসেহত্র মজ্জনাদ্বিলয়ং ব্রজেৎ॥ ১০৫॥ যথা সুরাণাং সর্ব্বেষামুত্তমো রঘুনন্দনঃ। তথৈব চ ধনুষ্কোটিঃ সর্ব্বতীর্থোত্তমা স্মৃতা॥ ১০৬॥ তত্র স্নানং মাঘমাসে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কম্। ত্রিংশদ্দিনং মাঘমাসে নিয়তোহপি জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১০৭॥ ধনুষ্কোটৌ নরঃ স্নায়াদপুনর্ভবসিদ্ধয়ে। একভুক্তো জিতক্রোধো মাঘমাসেহত্র যো নরঃ॥ ১০৮॥ স্নানং করোতি বিপ্রেন্দ্রা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া। শ্রীরামধনুষঃ কোটৌ মাঘমাসে নরস্তু যঃ॥ ১০৯॥ স্নাত্বান্তে শিবরাত্রৌ চ নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ। কৃত্বা জাগরণং রাত্রৌ প্রতিযামং বিশেষতঃ॥ ১১০॥ রামনাথং মহাদেবমভ্যর্চ্চ্য বিধিপূর্ব্বকম্। পরেদ্যুরুদিতে সূর্য্যে ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জ্য চ॥ ১১১॥ অন্যেষপি চ তীর্থেষু স্নাত্বা নিয়তমানসঃ। নির্ব্বর্ত্ত্য নিত্যকর্ম্মাণি রামনাথং নিষেব্য চ॥ ১১২॥ যথাশক্তি দ্বিজানন্নৈর্ভোজয়িত্বা দ্বিজোত্তমাঃ। ভূমিং গাঞ্চ তিলান্ ধান্যং দত্ত্বা বিত্তঞ্চ শক্তিতঃ॥ ১১৩॥ ব্রাহ্মণৈরপ্যনুজ্ঞাতঃ স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ। এবং কৃতবতঃ পুংসো রামনাথো মহেশ্বরঃ॥ ১১৪॥ বিমোচ্য সর্ব্বপাপানি ভুক্তিং মুক্তিং প্রযচ্ছতি। অতঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন মাঘমাসে মুনীশ্বরাঃ॥ ১১৫॥ স্নাতব্যং হি ধনুষ্কোটৌ নরৈরত্র মুমুক্ষুভিঃ। ধনুষ্কোটৌ নরঃ স্নানং সেতাবর্দ্ধোদয়ে তু যঃ॥ ১১৬॥ করোতি তস্য পাপানি নশ্যন্ত্যেব ক্ষণাদ্দ্বিজাঃ। স্নানং মহোদয়ে চাত্র ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্॥ ১১৭॥ যঃ স্নায়াদ্ধনুষঃ কোটাবর্দ্ধোদয়মহোদয়ে। তস্য বশ্যাস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥ ১১৮॥ ধনুষ্কোটৌ দ্বিজাঃ স্নানমর্দ্ধোদয়মহোদয়ে। বিনাপ্যদ্বৈতবিজ্ঞানং সাযুজ্যপ্রাপ্তিকারণম্॥ ১১৯॥ তত্র স্নানং দ্বিজাঃ পুংসামর্দ্ধোদয়মহোদয়ে। মত্বাত্যুক্তং বিনা সত্যং

সেই স্নানের ফলে উক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞফল উপভোগ করিতে পারে। হে মুনীন্দ্রগণ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, এই ধনুষ্কোটিতে অবগাহন করিলে, জন্মান্তরে আর কখনই নিন্দিত যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন না। হে দ্বিজগণ! যে নর মাঘমাসে সূর্য্য মকররাশিস্থ হইলে এই তীর্থে স্নান করে, তাহার যে কত পুণ্য হয়, তাহা আমি বর্ণন করিতে অক্ষম। যে নর মাঘমাসে ধনুষ্কোটিতে অবগাহন করে, সে গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থেই স্নাত হইয়া থাকে। সে নর অক্ষয় লোক, এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়। নর কিম্বা নারী আজন্ম যত পাপ করে, মাঘমাসে এখানে স্নান করিলে তাহাদের সেই সকল পাপই বিলয় পাইয়া যায়। যেমন সুরগণ মধ্যে রঘুনন্দন শ্রেষ্ঠ, তেমনি সমস্ত তীর্থমধ্যে এই ধনুষ্কোটি তীর্থই উত্তম। মাঘমাসে এই তীর্থে স্নান সর্ব্বাভীষ্টদায়ক। নরগণ পুনর্জ্জন্ম নিবারণের জন্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিয়মপূর্ব্বক এই তীর্থে স্নান করিবে। যে নর মাঘ মাসে একাহারে থাকিয়া ক্রোধ জয়পূর্ব্বক এই তীর্থে স্নান করে, সে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয়। শ্রীরামের ধনুষ্কোটিতে ও মাঘমাসে স্নানপূর্ব্বক শিবরাত্রিতে উপবাসী থাকিয়া জিতেন্দ্রিয়ভাবে মানব জাগরণ করিবে; প্রহরে প্রহরে বিধিপূর্ব্বক রামনাথাখ্য মহাদেবকে অর্চ্চনা করিবে; পরদিন সূর্য্যোদয়ে ধনুষ্কোটিতে ও অন্যান্য তীর্থে স্নান করিয়া নিয়তচিত্তে নিত্যকর্ম্ম-সমূহের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক রামনাথ মহাদেবকে পূজা করিবে; যথাশক্তি দ্বিজগণকে অন্নদ্বারা ভোজন করাইবে এবং ভূমি, গো, তিল, ধান্য ও বিত্ত যথাসাধ্য দান করিয়া ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞাক্রমে স্বয়ং মৌনী হইয়া ভোজন করিবে। যে নর এইরূপ কার্য্য করে, রামনাথ মহেশ্বর তাহার সর্ব্বপাপ ক্ষালন করিয়া তাহাকে ভুক্তি-মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব হে মুনীন্দ্রগণ! মুমুক্ষু নরগণ মাঘমাসে সর্ব্বপ্রযত্নে ধনুষ্কোটিতে স্নান করিবেন। হে দ্বিজগণ! অর্দ্ধোদয় যোগে সেতুবন্ধে ধনুষ্কোটিতে যে নর স্নান করে, তাহার পাপসকল ক্ষণমধ্যেই নষ্ট হইয়া থাকে। মহোদয়ে এখানে স্নান করিলে, ভুক্তিমুক্তিফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৯৪—১১৭। অর্দ্ধোদয়ে এবং মহোদয়ে যে ব্যক্তি এই ধনুষ্কোটিতে স্নান করে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই দেবত্রয় তাহার বশীভূত হইয়া থাকেন। হে দ্বিজগণ! অর্দ্ধোদয়ে এবং মহোদয়ে ধনুষ্কোটিতে স্নান—অদ্বৈত বিজ্ঞান ব্যতীতই সাযুজ্য প্রাপ্তির কারণ হয়। উক্ত উভয়

প্রায়শ্চিত্তং হি পাপিনাম্॥ ১২০ ॥ অত্র সেতৌ ধনুষ্কোটাবর্দ্ধোদয়মহোদয়ে। স্নাতি চেন্মনুজো বিপ্রাঃ সত্যং যজ্ঞং বিনাপ্যয়ম্ ॥ ১২১ ॥ যজ্ঞানাং ফলমাপ্নোতি সম্পূর্ণং নাত্র সংশয়ঃ। চন্দ্রসূর্য্যোপরাগেষু যঃ স্নায়াদত্র মানব ॥ ১২২ ॥ তস্য পুণ্যফলং বক্তুং শেষেণাপি ন শক্যতে। চন্দ্রসূর্য্যোপরাগেষু ধনুষ্কোট্যবগাহনম্ ॥ ১২৩ ॥ ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং প্রায়শ্চিত্তমুদীরিতম্। শ্রীরামধনুষঃ কোটৌ চন্দ্রসূর্য্যোপরাগয়োঃ ॥ ১২৪ ॥ স্নানং সাযুজ্যদং প্রোক্তং সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্। চন্দ্রসূর্য্যোপরাগেষু অর্দ্ধোদয়মহোদয়ে ॥ ১২৫ ॥ স্নাতব্যমত্র মনুজৈর্ভুক্তিমুক্তিফলেচ্ছুভিঃ। অতঃ সর্ব্বং পরিত্যজ্য গচ্ছধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ১২৬ ॥ ধনুষ্কোটিং মহাপুণ্যাং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদাম্। তত্র গত্বা পিতৃভ্যশ্চ কুরুধ্বং পিণ্ডদাপনম্ ॥ ১২৭ ॥ আকল্পং পিতৃতৃপ্তিঃ স্যাদত্র পিণ্ডনিবাপনাৎ। পিতৃণাং তৃপ্তিদং স্থানত্রয়ং রামেণ নির্ম্মিতম্ ॥ ১২৮ ॥ সেতুমূলে ধনুষ্কোট্যাং গন্ধমাদনপর্ব্বতে। পিণ্ডং দত্ত্বা পিতৃভ্যোঽত্র ঋণামুক্তো ভবিষ্যতি ॥ ১২৯ ॥ সেতুমূলং ধনুষ্কোটিং গন্ধমাদনমেব চ। ঋণমোক্ষ ইতি খ্যাতং ত্রিস্থানং দেবনির্ম্মিতম্ ॥ ১৩০ ॥ অতঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন ধনুষ্কোটির্নিষেব্যতাম্। অত্রাগত্য ধনুষ্কোটৌ স্নাত্বা নিয়মপূর্ব্বকম্ ॥ ১৩১ ॥ দ্রোণাচার্য্যসুতঃ শ্রীমানশ্বত্থামা মুনীশ্বরাঃ। সুপ্তমারণদোষেণ ঘোরেণ মুমুচে ক্ষণাৎ ॥ ১৩২ ॥ এবং বঃ কথিতং বিপ্রা ধনুষ্কোটে স্ব বৈভবম্। ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাং সর্ব্বপাপনিবর্হণম্ ॥ ১৬৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধনুষ্কোটিপ্রশংসায়াং ধনুষ্কোটিবৈভববর্ণনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। অশ্বত্থামা কথং সূত সুপ্তমারণমাচরৎ। কথঞ্চ মুক্তস্তৎপাপাদ্ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ ॥ ১ ॥ এতন্নঃ শ্রদ্দধানানাং ব্রূহি পৌরাণিকোত্তম। তৃপ্তির্ন জায়তেঽস্মাকং ত্বদ্বচোঽমৃতপায়ি-

যোগে ধনুষ্কোটিতে স্নান—পাপী পুরুষদিগের মন্বাদিনির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ; সন্দেহ নাই। হে বিপ্রগণ অর্দ্ধোদয় এবং মহোদয়যোগে সেতুবন্ধে ধনুষ্কোটিতে যদি নর স্নান করে, তবে যজ্ঞ বিনাই তাহার যজ্ঞ করা হয়, সে, নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ যজ্ঞফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে মানব সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণকালে এই তীর্থে স্নান করে তাহার পুণ্যফল ব্যক্ত করা শেষ-নাগেরও শক্তি-সাধ্য নহে। সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে ধনুষ্কোটিতে অবগাহন—ব্রহ্মহত্যাদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ বলিয়াই উল্লিখিত। শ্রীরামের ধনুষ্কোটিতে চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণে স্নান—সাযুজ্যমুক্তিপ্রদ ও সমস্ত তীর্থফলদায়ক বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট। চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কিংবা অর্দ্ধোদয় বা মহোদয়যোগে ভুক্তি-মুক্তি-ফলকামী মনুষ্যগণ এই তীর্থে অবশ্যই স্নান করিবে। অতএব হে মুনিপুঙ্গবগণ! আপনারা সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা মহাপুণ্যা ধনুষ্কোটিতে গমন করুন। সেখানে গিয়া পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ড প্রদান করুন। তথায় পিণ্ড দান করিলে আকল্প কাল পিতৃতৃপ্তি হইবে। রামচন্দ্র পিতৃগণের তৃপ্তিপ্রদ তিনটী স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই স্থানত্রয়—সেতুমূল, ধনুষ্কোটি ও গন্ধমাদনগিরি। উক্ত ত্রিবিধস্থানে পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ডদান করিলে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সেতুমূল, ধনুষ্কোটি ও গন্ধমাদন—এই দেবনির্ম্মিত স্থানত্রয় ঋণমোক্ষ নামে খ্যাত। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ধনুষ্কোটিতীর্থে বাস করুন। দ্রোণাচার্য্যনন্দন শ্রীমান্ অশ্বত্থামা এই ধনুষ্কোটিতে আসিয়া নিয়মপূর্ব্বক স্নান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সুপ্তজনগণের মারণদোষ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়াছিলেন। হে বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট ধনুষ্কোটির বৈভব কীর্ত্তন করিলাম। ইহা ভোগমোক্ষপ্রদ ও সর্ব্বপাপহর। ১১৮—১৬৬।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০।

একত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—সূত! অশ্বত্থামা কিরূপে সুপ্ত জনগণকে মারিয়াছিলেন? এবং কিরূপেই বা তিনি ধনুষ্কোটিতে স্নান করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন? আমরা ইহা শুনিবার জন্য শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছি। হে পৌরাণিকবর! তুমি আমাদিগের নিকট উহা কীর্ত্তন কর। তোমার বচনসুধা পান করিয়া করিয়া আমাদের আর তৃপ্তিশেষ

নাম্ ॥ ২ ॥ ইতি পৃষ্টস্তদা সূতো নৈমিষারণ্যবাসিভিঃ। বক্তুং প্রচক্রমে তত্র ব্যাসং নত্বা গুরুং মুদা ॥ ৩ ॥ শ্রীসূত উবাচ। রাজ্যার্থং কলহে জাতে পাণ্ডবানাং পুরা দ্বিজাঃ। ধার্ত্তরাষ্ট্রৈর্ম্মহাযুদ্ধে মহদক্ষৌহিণীযুতে ॥ ৪ ॥ যুদ্ধং দশদিনং কৃত্বা ভীষ্মে শান্তনবে হতে। দ্রোণে পঞ্চদিনং কৃত্বা কর্ণে চ দ্বিদিনং তথা ॥ ৫ ॥ তথৈবৈকদিনং যুদ্ধা শল্যে চ নিধনং গতে। অষ্টাদশদিনে তত্র রণে দুর্য্যোধনে দ্বিজাঃ ॥ ৬ ॥ ভগ্নোরৌ ভীমগদয়া পতিতে রাজসত্তমে। সর্ব্বে নৃপতয়ো বিপ্রা নিবেশায় কৃতত্বরাঃ ॥ ৭ ॥ যে জীবিতাস্তু রাজানস্তে যযুর্হৃষ্টমানসাঃ। ধৃষ্টদ্যুম্নশিখণ্ড্যাদ্যাঃ সৃঞ্জয়াঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ৮ ॥ অন্যে চাপি মহীপালা জগ্মুঃ স্বশিবিরাণ্যথ। অথ পার্থা মহাবীরা কৃষ্ণসাত্যকিসংযুতাঃ ॥ ৯ ॥ দুর্য্যোধনস্য শিবিরং প্রাবিশন্নির্জ্জনং দ্বিজাঃ। বৃদ্ধৈরমাত্যৈস্তত্রস্থৈঃ ষণ্ঢৈঃ স্ত্রীরক্ষকৈস্তথা ॥ ১০ ॥ কৃতাঞ্জলিপুটৈঃ প্রহ্বৈঃ কাষায়মলিনাম্বরৈঃ। প্রণম্যমানাস্তে পার্থাঃ কুরুরাজস্য বেশ্মনি ॥ ১১ ॥ তত্রত্যদ্রব্যজাতানি সমাদায় মহাবলাঃ। সুযোধনস্য শিবিরে ন্যবসন্ত সুখেন তে ॥ ১২ ॥ অথ তান্ ব্রবীৎ পার্থান্ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রীণয়ন্নিব। মঙ্গলার্থায় চাস্মাভির্বস্তব্যং শিবিরাদ্বহিঃ ॥ ১৩ ॥ ইত্যুক্তা বাসুদেবেন তথেত্যুক্ত্বাথ পাণ্ডবাঃ। কৃষ্ণসাত্যকিসংযুক্তাঃ প্রযযুঃ শিবিরাদ্বহিঃ ॥ ১৪ ॥ বাসুদেবেন সহিতা মঙ্গলার্থং হি পাণ্ডবাঃ। ওঘবত্যাঃ সমাসাদ্য তীরং নদ্যা নরোত্তমাঃ। উষুস্তাং রজনীং তত্র হতশত্রুগণাঃ সুখম্ ॥ ১৫ ॥ কৃতবর্ম্মা কৃপো দ্রৌণিস্তথা দুর্য্যোধনান্তিকম্ ॥ ১৬ ॥ আদিত্যাস্তময়াৎ পূর্ব্বমপরাহ্নে সমাযযুঃ সুযোধনং তদা দৃষ্ট্বা রণপাংশুরুষিতম্ ॥ ১৭ ॥ ভগ্নোরুদণ্ডং গদয়া ভীমসেনস্য ভীময়া। রুধিরাসিক্তসর্ব্বাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে ॥ ১৮ ॥ অশোচন্ত তদা তত্র দ্রোণপুত্রাদয়স্ত্রয়ঃ। শুশোচ সোঽপি তান্ দৃষ্ট্বা রণে দুর্য্যোধনো নৃপঃ ॥ ১৯ ॥ দৃষ্ট্বা তথা তু রাজানং বাষ্পব্যাকুললোচনম্। অশ্বত্থামা তদা কোপাজ্জ্বলন্নিব মহানলঃ ॥ ২০ ॥ পাণৌ পাণিং বিনিষ্পিষ্য ক্রোধবিস্ফারিতেক্ষণঃ। অশ্রুবিক্লবয়া বাচা দুর্য্যোধনমভাষত ॥ ২১ ॥ পিতা মে পাতিতঃ ক্ষুদ্রৈশ্ছলেনৈব রণাজিরে। ন

হইতেছে না। নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সূত স্বীয় গুরু ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া প্রসন্নচিত্তে বলিতে লাগিলেন। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! পুরাকালে রাজ্যনিমিত্ত ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবদিগের মধ্যে ঘোর কলহ উপস্থিত হয়। ক্রমে ঘোর যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমবেত হইয়াছিল। দশদিন যুদ্ধ করিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম নিহত হন। পঞ্চদিন যুদ্ধ করিয়া দ্রোণাচার্য্য, দুই দিনের যুদ্ধে কর্ণ এবং এক দিনের যুদ্ধে শল্য নিধনপ্রাপ্ত হন। হে দ্বিজগণ! অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধে ভীম-গদায় ভগ্নোরু হইয়া রাজশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন ধরাতল আশ্রয় করেন। তখন অবশিষ্ট রাজগণ বিশ্রামলাভার্থ শিবিরাভিমুখে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। সকলেই হৃষ্টমনে শিবিরে প্রয়াণ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডি প্রমুখ সমস্ত সৃঞ্জয়গণ ও অন্যান্য জীবিত রাজন্যগণ স্ব স্ব শিবিরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। এ দিনে মহাবীর পার্থগণ কৃষ্ণ ও সাত্যকির সহিত নির্জ্জন দুর্য্যোধন-শিবিরে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য কাষায় ও মলিনাম্বরধারী বৃদ্ধ অমাত্যগণ ও স্ত্রীরক্ষক ক্লীবগণ, বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে পার্থগণকে প্রণাম করিল। তাঁহারা কুরুরাজের গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তত্রত্য সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করিয়া দুর্য্যোধনের শিবিরে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পার্থগণকে প্রীত করিয়া কহিলেন, অদ্য মঙ্গলের নিমিত্ত শিবিরের বহির্ভাগে আমাদিগের বাস করা কর্ত্তব্য। বাসুদেব এই কথা কহিলে, পাণ্ডবগণ 'তথাস্তু' বলিয়া কৃষ্ণ ও সাত্যকি সমভিব্যাহারে শিবিরের বহির্ভাগে প্রয়াণ করিলেন। সেই হতশত্রু নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ ওঘবতী নদীর তীর আশ্রয় করিয়া সে রাত্রি সুখে বাস করিলেন। ১—১৫। এ দিকে সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে অপরাহ্নে কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা এই তিনজনে মিলিয়া দুর্য্যোধনসমীপে গমন করিলেন। তাঁহারা যাইয়া দেখিলেন,—রণধূলিজালে তিনি রঞ্জিত রহিয়াছেন। ভীমের গদায় তাঁহার উরুদণ্ড ভগ্ন হইয়াছে। তিনি মহীতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রুধিরে রঞ্জিত রহিয়াছে। অশ্বত্থামা সেই বাষ্পব্যাকুল-নয়ন রাজাকে এই অবস্থায় দেখিয়া প্রজ্বলিত মহানলের ন্যায় কোপে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি ক্রোধবিস্ফারিতনেত্রে হস্ত দ্বারা হস্ত নিষ্পিষ্ট করিয়া অশ্রুবিক্লব-বাক্যে দুর্য্যোধনকে বলিলেন,—ক্ষুদ্রাশয়গণ

তথা তেন শোচামি যথা নিপাতিতে ত্বয়ি ॥ ২২ ॥ শৃণু বাক্য মমাদ্য ত্বং যথার্থং বদতো নৃপ । সুকৃতেন শপে চাহং সুযোধন মহামতে ॥ ২৩ ॥ অদ্য রাত্রৌ হনিষ্যামি পাণ্ডবান্ সহ সৃঞ্জয়ৈঃ । পশ্যতো বাসুদেবস্য ত্বমনুজ্ঞাং প্রযচ্ছ মে ॥ ২৪ ॥ তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দ্রৌণিং রাজা তদাব্রবীৎ । তথাস্থিতি পুনঃ প্রাহ কৃপং রাজা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৫ ॥ আচার্য্যৈনং দ্রোণপুত্রং কলশোত্থেন বারিণা । সৈনাপত্যেঽভিষিঞ্চস্বেত্যথ সোঽপি করোৎ ॥ ২৬ ॥ সোঽভিষিক্তস্তদা দ্রৌণিঃ পরিষ্বজ্য নৃপোত্তমম্ । কৃতবর্ম্মকৃপাভ্যাঞ্চ সহিতস্ত্বরিতং যযৌ ॥ ২৭ ॥ ততস্তে তু ত্রয়ো বীরাঃ প্রয়াতা দক্ষিণোন্মুখাঃ । আদিত্যাস্তময়াৎ পূর্ব্বং শিবিরান্তিকমাসত ॥ ২৮ ॥ পার্থানাং ভীষণং শব্দং শ্রুত্বা তত্র জয়ৈষিণঃ । পাণ্ডবানুক্রতা ভীতাস্তদা দ্রৌণাদয়স্ত্রয়ঃ ॥ ২৯ ॥ প্রাঙ্মুখা দুদ্রুবুর্ভীতা কিয়দ্দূরং শ্রমাতুরাঃ । মুহূর্ত্তং তে ততো গত্বা ক্রোধামর্ষবশাংগতাঃ ॥ ৩০ ॥ দুর্য্যোধনবধার্ত্তাস্তে ক্ষণং তত্রাবতস্থিরে । ততোঽপশ্যন্নরণ্যং বৈ নানাতরুলতাবৃতম্ ॥ ৩১ ॥ অনেকমৃগসম্বাধং ক্রূরপক্ষিগণাকুলম্ । সমৃদ্ধজলসম্পূর্ণতটাকপরিশোভিতম্ ॥ ৩২ ॥ পদ্মেন্দীবরকহ্লারসরসীশতসঙ্কুলম্ । তত্র পীত্বা জলং তে তু পায়য়িত্বা হয়াংস্তথা ॥ ৩৩ ॥ অনেকশাখাসম্বাধং ন্যগ্রোধং দদৃশুস্ততঃ । সম্প্রাপ্য তু মহাবৃক্ষং ন্যগ্রোধং তে ত্রয়স্তদা ॥ ৩৪ ॥ অবতীর্য্য রথেভ্যশ্চ মোচয়িত্বা তুরঙ্গমান । উপস্পৃশ্য জলং তত্র সায়ংসন্ধ্যামুপাসত ॥ ৩৫ ॥ অথ চাস্তগিরিং ভানুঃ প্রপেদে চ গতপ্রভঃ । ততশ্চ রজনী ঘোরা সমভূত্তিমিরাকুলা ॥ ৩৬ ॥ রাত্রিঞ্চরাণি সত্ত্বানি সঞ্চরন্তি ততস্ততঃ । দিবাচরাণি সত্ত্বানি নিদ্রাবশমুপাযযুঃ ॥ ৩৭ ॥ কৃতবর্ম্মা কৃপো দ্রৌণিঃ প্রদোষসময়ে হি তে । ন্যগ্রোধস্যোপাবিবিশুরান্তিকে শোককর্শিতাঃ ॥ ৩৮ ॥ কৃপভোজৌ তদা নিদ্রাং ভেজাতেঽতিপরাক্রমৌ । সুখোচিতাবদুঃখার্হৌ নিষেদুর্ধরণীতলে ॥ ৩৯ ॥ দ্রোণ-

আমার পিতাকে ছলপূর্ব্বক রণাঙ্গনে পাতিত করিয়াছে, আমি তাহাতে যতদূর শোকাচ্ছন্ন না হইয়াছি, আপনার পতনে আমি ততোধিক শোক অনুভব করিতেছি। হে নৃপ! আমার যথার্থ বাক্য শ্রবণ করুন। হে সুমতে সুযোধন! আমার সুকৃতির উল্লেখ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি,—অদ্য রাত্রিযোগে আমি বাসুদেবকে অবজ্ঞা করিয়া সৃঞ্জয়গণসহ পাণ্ডবদিগকে নিহত করিব। অতএব আপনি আমায় এ বিষয়ে অনুমতি দান করুন। দ্রৌণির সেই বাক্য শুনিয়া রাজা সুযোধন বলিলেন,—'তথাস্তু'। এই বলিয়া পুনরায় তিনি কৃপাচার্য্যকে বলিলেন,—আচার্য্য! আপনি কলসস্থ জল দ্বারা ইহাকে আমার সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করুন। কৃপাচার্য্য তাহাই করিলেন। দ্রৌণি অভিষিক্ত হইয়া নৃপবর দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যসহ সত্বর প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সেই বীরত্রয় দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন এবং আদিত্য অস্তমিত হইবার পূর্ব্বেই পাণ্ডবদিগের শিবিরসন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ঐ জিগীষু বীরত্রয় পাণ্ডবদিগের ভীষণ জয়োল্লাসধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহাদের আক্রমণ-আশঙ্কায় ভীত হইয়া পড়িলেন এবং ভয়ে ভয়ে পূর্ব্বাভিমুখে কিয়দ্দূর গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা মুহূর্ত্তমাত্র গমনপূর্ব্বক শ্রমার্ত্ত ও দুর্য্যোধনবধে দুঃখিত হইয়া ক্রোধামর্ষবশে ক্ষণকাল তথায় অবস্থান করিলেন। পরে সেই বীরত্রয় দূরে এক নানা তরুলতাবৃত অরণ্য দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—সে অরণ্য নানাজাতীয় মৃগ ও নানাবিধ ক্রূর পক্ষীসমূহে সমাকুল। তথায় শত শত সরসী আছে; সে সকল জলপূর্ণ তটোপশোভিত এবং পদ্ম, ইন্দীবর ও কহ্লারদলে মণ্ডিত। সেখানে বীরত্রয় তাহাদের রথাশ্বদিগকে জল পান করাইলেন এবং নিজেরাও জল পান করিয়া পরে অনেক শাখাসঙ্কুল এক ন্যগ্রোধবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেই মহাবৃক্ষ পাইয়া তাঁহারা তিনজনে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অশ্বদিগকে মুক্ত করিলেন এবং সেই সরসীজলে আচমন করিয়া সায়ংসন্ধ্যা সমাধা করিলেন। ১৬—৩৫। এদিকে হীনপ্রভ প্রভাকর অস্তাচল অবলম্বন করিলেন অনন্তর তিমিরপরিবৃতা ঘোরা বিভাবরী উপস্থিত হইল। রাত্রিচর প্রাণিগণ ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল। দিবাচর প্রাণিসকল নিদ্রিত হইল। রাত্রির প্রদোষকালে কৃতবর্ম্মা, কৃপ ও দ্রৌণি শোকার্ত্তভাবে ন্যগ্রোধের নিকট উপবেশন করিলেন। অনন্তর পরাক্রান্ত কৃপ ও কৃতবর্ম্মা কিঞ্চিৎ পরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা চিরসুখোচিত ও অদুঃখ-ভাজন হইয়াও সকলেই

পুত্রস্তু কোপেন কলুষীকৃতমানসঃ। যযৌ ন নিদ্রাং বিপ্রেন্দ্রা নিশ্বসন্নুরগো যথা ॥ ৪০ ॥ ততোহবলোকয়াঞ্চক্রে তদরণ্যং ভয়ানকম্। ন্যগ্রোধঞ্চ ততোহপশ্যদ্বহুবায়সসঙ্কুলম্ ॥ ৪১ ॥ তত্র বায়সবৃন্দানি নিশায়াং বাসমাযযুঃ। সুখং ভিন্নাসু শাখাসু সুষুপুস্তে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪২ ॥ কাকেষু তেষু সুপ্তেষু বিশ্বস্তেষু সমন্ততঃ। ততোহপশ্যৎ সমায়ান্তং ভাসং দ্রৌণির্ভয়ঙ্করম্ ॥ ৪৩ ॥ ক্রূরশব্দং ক্রূরকায়ং বভ্রুপিঙ্গকলেবরম্। স ভাসোহথ ভৃশং শব্দং কৃত্বালীয়ত শাখিনি ॥ ৪৪ ॥ উৎপ্লুত্য তস্য শাখায়াং ন্যগ্রোধস্য বিহঙ্গমঃ। সুপ্তান্ কাকান্নিজঘ্নেহসাবনেকান্ বায়সান্তকঃ ॥ ৪৫ ॥ কাকানামভিনৎ পক্ষান্ স কেষাঞ্চিদ্বিহঙ্গমঃ। ইতরেষাঞ্চ চরণাঞ্ছিরাংসি চরণ-যুধঃ ॥ ৪৬ ॥ বিচকর্ত্ত ক্ষণেনাসাবুলুকো বলবান্ দ্বিজাঃ। স ভিন্নদেহাবয়বৈঃ কাকানাং বহুভিস্তদা ॥ ৪৭ ॥ সমন্তাদাবৃতং সর্ব্বং ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলম্ বায়সাংস্তান্নিহত্যাসাবুলুকো মুমুদে তদা ॥ ৪৮ ॥ দ্রৌণির্দৃষ্ট্বা তু তৎকর্ম্ম ভাসেনৈবং কৃতং নিশি। করিষ্যাম্যহমপ্যেবং শত্রূণাং নিধনং নিশি ॥ ৪৯ ॥ ইত্যচিন্তয়দেকঃ সন্নুপদেশমিমং স্মরন্। জেতুং ন শক্যাঃ পার্থা হি ঋজুমার্গেণ যুধ্যতা ॥ ৫০ ॥ ময়া তচ্ছদ্মনা তেহদ্য হন্তব্যা জিতকাশিনঃ। সুযোধনসকাশে চ প্রতিজ্ঞাতো ময়া বধঃ ॥ ৫১ ॥ ঋজুমার্গেণ যুদ্ধে মে প্রাণনাশো ভবিষ্যতি। ছলেন যুধ্যমানস্য জয়শ্চাস্য রিপুক্ষয়ঃ ॥ ৫২ ॥ যচ্চ নিন্দ্যং ভবেৎ কার্য্যং লোকে সর্ব্বজনৈরপি। কার্য্যমেব হি তৎকর্ম্ম ক্ষত্রধর্ম্মানুবর্ত্তিনা ॥ ৫৩ ॥ পার্থৈরপি ছলেনৈব কৃতং কর্ম্ম সুযোধনে। অস্মিন্নর্থে পুরাবিদ্ভিঃ প্রোক্তাঃ শ্লোকা ভবন্তি হি ॥ ৫৪ ॥ পরিশ্রান্তে বিদীর্ণে চ ভুঞ্জানে চ রিপোর্ব্বলে। প্রস্থানে চ প্রবেশে চ প্রহর্ত্তব্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥ নিদ্রার্ত্তমর্দ্ধরাত্রে চ তথা ত্যক্তায়ুধং রণে। ভিন্নযোধং বলং সর্ব্বং প্রহর্ত্তব্যমরাতিভিঃ ॥ ৫৬ ॥ এবং স নিয়মং কৃত্বা সুপ্তমারণকর্ম্মণি। প্রাবোধয়ত্তোজকৃপৌ সুপ্তৌ রাত্রৌ স সাহসী। দ্রৌণির্ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তং

সেই ধরণীপৃষ্ঠে বাস করিতে লাগিলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! এদিকে কোপ-কলুষিতচিত্ত দ্রোণ-পুত্র কিছুতেই নিদ্রিত হইলেন না; তিনি কোপে ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগি-লেন। অনন্তর তিনি সেই ভীষণ অরণ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন,—সেই মহান্ ন্যগ্রোধ মহীরুহ বহু বায়সে সমাকুল, রাত্রি-কালে বয়সবৃন্দ ঐ বৃক্ষে আসিয়া বাস করিতেছে। পরে বিভিন্ন শাখাসমূহে তাহারা একে একে সকলেই সুখসুপ্ত হইয়া পড়িতেছে। কাক সকল সুপ্ত হইলে দ্রৌণি দেখিলেন,—এক ভয়ঙ্কর পেচক আগমন করিতেছে। উহার শব্দ ক্রূর, আকৃতি ক্রূর এবং দেহপ্রভা বভ্রুবৎ পিঙ্গল। দেখিলেন,—সেই পেচক দারুণ শব্দ করিয়া শাখামধ্যে লীন হইল। অনন্তর সেই বায়সারি লম্ফদানান্তে পতন-পূর্ব্বক সেই ন্যগ্রোধশাখাস্থিত সুপ্ত কাক-দিগকে নিহত করিতে লাগিল। সে, কতকগুলি কাকের পক্ষ ভেদ করিল, এবং অন্য অনেক-গুলির চরণ ও শির নখর দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিল। হে দ্বিজগণ! বলবান্ উলুক এইরূপে ক্ষণ মধ্যেই বহু কাক বিনাশ করিল। কাক-সমূহের বহুল দেহাবয়বে ন্যগ্রোধবৃক্ষের সর্ব্বদিক্ সমাবৃত হইল। উলুক তখন বায়সদিগকে নিহত করিয়া পরম পুলকিত হইল। দ্রৌণি পেচকের সেই রাত্রিকৃত কর্ম্ম অবলোকন করিয়া স্থির করিলেন,—আমিও অদ্য রাত্রিযোগে এইরূপেই শত্রুদিগকে নিধন করিব। ইহা স্থির করিয়া তিনি পেচকের উপদেশ স্মরণপূর্ব্বক একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি যদি সরলপথে যুদ্ধ করি, তাহা হইলে পার্থগণকে কিছুতেই জয় করিতে পারিব না। অতএব অদ্য আমি কাপট্য অবলম্বন করিয়া সেই জয়গর্ব্বিত পাণ্ডবদিগকে হনন করিব। বিশেষতঃ সুযোধনসমীপে আমি পাণ্ডবদিগকে বধ করিব বলিয়াই প্রতিজ্ঞা করি-য়াছি। সুতরাং যদি যথারীতি যুদ্ধ করি, তবে আমারই প্রাণনাশ হইবে; আর যদি ছলক্রমে যুদ্ধ করি, তবে রিপুক্ষয় এবং জয় অনিবার্য্য। জগতে যাহা সর্ব্বজনের গর্হিত কার্য্য, আমি ক্ষত্র-ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিয়া তাহাই করিব। ৩৬—৫৩। একা আমি নয়; পার্থগণও সুযোধনের প্রতি ছলাবলম্বন করিয়া কর্ম্ম করিয়াছে। বিশেষতঃ এ সম্বন্ধে পুরাবিদগণ বলিয়াছেন,—রিপুবল পরিশ্রান্ত, বিদীর্ণ, ভোজনতৎপর, প্রস্থানোদ্যত, প্রবেশোদ্যত, অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রার্ত্ত, রণে ত্যক্তায়ুধ, বা ভিন্নবল হই-লেও সময়বিশেষে তাহাদের রিপুপক্ষ তাহাদিগকে প্রহার করিবে। যাহা হউক, সাহসী দ্রৌণি সুপ্তদি-গের মারণকার্য্যে পূর্ব্বোক্ত নিয়মই অবলম্বন করিয়া

তু তাবুভাবভ্যভাষত ॥ ৫৭ ॥ অশ্বত্থামোবাচ। মৃতঃ সুযোধনো রাজা মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৫৮ ॥ শুদ্ধকর্ম্মা হতঃ পার্থৈর্ব্বহুভিঃ ক্ষুদ্রকর্ম্মভিঃ। ভীমেনাতিনৃশংসেন শিরো রাজ্ঞঃ পদা হতম্॥ ৫৯॥ ততোঽদ্য রাত্রৌ পার্থানাং সমেত্য পটমণ্ডপম্। সুখসুপ্তান্ হনিষ্যামঃ শস্ত্রৈর্নানাবিধৈর্ব্বয়ম্। কৃপঃ প্রোবাচ তত্রৈনমিতি শ্রুত্বা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬০ ॥ কৃপ উবাচ। সুপ্তানাং মারণং লোকে ন ধর্ম্মো ন চ পূজ্যতে ॥ ৬১ ॥ তথৈব ত্যক্তশস্ত্রাণাং সন্ত্যক্তরথবাজিনাম্। শৃণু মে বচনং বৎস মুচ্যতাং সাহসং ত্বয়া॥ ৬২॥ বয়ং তু ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ গান্ধারীং চ পতিব্রতাম্। পৃচ্ছামো বিদুরং চাপি তদুক্তং করবামহে। ইত্যুক্তঃ স তদা দ্রৌণিঃ কৃপং প্রোবাচ বৈ পুনঃ॥ ৬৩॥ অশ্বত্থামোবাচ। পাণ্ডবৈশ্চ পুরা জন্মে ছলাদ্যুদ্ধে পিতা হতঃ॥ ৬৪॥ তন্মে সর্ব্বাণি মর্ম্মাণি নিকৃন্ততি হি মাতুল। দ্রোণহন্তাহমিত্যেতদ্ধৃষ্টদ্যুম্নস্য যদ্বচঃ ॥ ৬৫॥ কথং জনসমক্ষে তদ্বচনং সংশৃণোম্যহম্। তৈরেব পাণ্ডবৈঃ পূর্ব্বং ধর্ম্মসেতুর্নিরাকৃতঃ ॥ ৬৬॥ সমক্ষমেব যুষ্মাকং সর্ব্বেষামেব ভূভৃতাম্। ত্যক্তায়ুধো মম পিতা ধৃষ্টদ্যুম্নেন পাতিতঃ ॥ ৬৭॥ তথা শান্তনবো ভীষ্মস্ত্যক্তচাপো নিরায়ুধঃ। শিখণ্ডিনং পুরোধায় নিহতঃ সব্যসাচিনা॥ ৬৮॥ এবমন্যেঽপি ভূপালাশ্ছলেনৈব হতাস্তু তৈঃ। তথৈবাহং করিষ্যামি সুপ্তানাং মারণং নিশি॥ ৬৯॥ এবমুক্ত্বা তদা দ্রৌণিঃ সংযুক্ততুরগং রথম্। প্রায়াদভিমুখঃ শত্রূন্ সমারুহ্য ক্রুধা জ্বলন্॥ ৭০॥ তং যান্তমন্বগাতাং তৌ কৃতবর্ম্মকৃপাবুভৌ। যযুশ্চ শিবিরং তেষাং সম্প্রসুপ্তজনং তদা ॥ ৭১ ॥ শিবিরদ্বারমাসাদ্য দ্রোণপুত্রো ব্যতিষ্ঠত। রাত্রৌ তত্র সমারাধ্য মহাদেবং কৃপানিধিম্ ॥ ৭২॥ অবাপ বিমলং খড়্গং মহাদেবাদ্বরপ্রদাৎ। ততো দ্রৌণিরবস্থাপ্য কৃতবর্ম্মকৃপাবুভৌ॥ ৭৩॥ দ্বারদেশে মহাবীরঃ শিবিরান্তঃ প্রবিষ্টবান্। প্রবিষ্টে শিবিরে দ্রৌণৌ কৃতবর্ম্মকৃপাবুভৌ॥৭৪॥ দ্বারদেশে ব্যতিষ্ঠেতাং যত্তৌ পরমধন্বিনৌ। অথ দ্রৌণিঃ সুসংক্রুদ্ধস্তেজসা

কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে জাগরিত করিলেন। অনন্তর অশ্বত্থামা মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগের উভয়কে বলিলেন,—মহাবলপরাক্রম সুযোধন রাজা মরিয়াছেন। তিনি শুদ্ধকর্ম্মা হইলেও ক্ষুদ্রকর্ম্মা পার্থগণ সকলে মিলিয়া তাঁহাকে নিহত করিয়াছে। ভীম—অতি নৃশংস; সে পদ দ্বারা রাজার মস্তক আহত করিয়াছে। অতএব অদ্য আমরা রাত্রিযোগেই পার্থগণের পটমণ্ডপ আক্রমণ করিয়া নানাবিধ অস্ত্রপ্রহারে সেই সুখসুপ্ত পাণ্ডবদিগকে নিহত করিব। হে দ্বিজবরগণ! কৃপাচার্য্য তৎ-শ্রবণে দ্রৌণিকে বলিলেন,—বৎস! সুপ্তগণের মারণ ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য নয়; জগতে এরূপ কার্য্যের প্রশংসা কেহই করে না। যাহারা ত্যক্তশস্ত্র বা ত্যক্তরথাশ্ব, তাহাদিগের বধও ঐরূপ গর্হিত। অতএব আমার বাক্য শ্রবণ কর,—তুমি এই দুঃসাহস পরিত্যাগ কর। আমরা ধৃতরাষ্ট্র, পতিব্রতা গান্ধারী এবং বিদুরের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করি; তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাই করিব। কৃপ এই কথা কহিলে, তখন দ্রৌণি পুনরায় কহিলেন,—পূর্ব্বে পাণ্ডবেরা ছলক্রমে আমার পিতাকে সমরে নিহত করিয়াছে। হে মাতুল! পিতার তাদৃশ নিধনব্যাপারই আমার সর্ব্বমর্ম্ম ছেদন করিতেছে। 'আমিই দ্রোণহন্তা' ধৃষ্টদ্যুম্নের এই গর্ব্বোক্তি আমি কিরূপে লোকসমক্ষে শ্রবণ করিব? সেই পাণ্ডবেরাই তো এইরূপে পূর্ব্বে ধর্ম্মসেতু ভঙ্গ করিয়াছে। পিতা আমার অস্ত্রত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই অবস্থায় আপনাদের এবং সমস্ত নরপতির সমক্ষেই ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে নিপাতিত করিল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া নিরস্ত্র অবস্থায় ছিলেন। সব্যসাচী শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তাঁহাকে যেমন নিধন করিয়াছিল, ঐরূপ ছলক্রমে অন্যান্য বহু ভূপালকেই পাণ্ডবেরা নিহত করিয়াছে। আমি ঐ দৃষ্টান্তেরই অনুসরণ করিয়া রাত্রিযোগে সুপ্তগণকে মারিব।৫৪—৬৯। দ্রৌণি এই বলিয়া ক্রোধে জ্বলিতে জ্বলিতে অশ্বযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক শত্রুশিবিরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। দ্রৌণি চলিলেন দেখিয়া কৃপ এবং কৃতবর্ম্মাও তাঁহার অনুগমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই সেই প্রসুপ্তজনপূর্ণ পাণ্ডবশিবিরে উপনীত হইলেন। দ্রোণপুত্র প্রথমে পাণ্ডবদিগের শিবিরদ্বারে অবস্থান করিলেন। সেখানে থাকিয়া সেই রাত্রিকালে কৃপানিধি মহাদেবকে আরাধনা করিলেন, এবং বরপ্রদ মহাদেবের প্রসাদে এক বিমল খড়্গ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মহাবীর দ্রৌণি শিবিরের দ্বারদেশে কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যকে রাখিয়া স্বয়ং তদভ্যন্তরে

প্রজ্বলন্নিব ॥৭৫॥ খড়্গং বিমলমাদায় ব্যচরচ্ছিবিরে নিশি। ততস্তু ধৃষ্টদ্যুম্নস্য শিবিরং মন্দমাযযৌ॥ ৭৬ ॥ ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়স্তত্র মহাযুদ্ধেন কর্শিতাঃ। সুষুপুর্নিশি বিশ্বস্তাঃ স্বস্বসৈন্যসমাবৃতাঃ ॥ ৭৭ ॥ ধৃষ্টদ্যুম্নস্য শিবিরং প্রবিশ্য দ্রৌণিরস্ত্রবিৎ। তং সুপ্তং শয়নে শুভ্রে দদর্শারান্মহাবলম্ ॥ ৭৮ ॥ পাদেনাঘাতয়দ্রোষাৎ স্বপন্তং দ্রোণনন্দনঃ। স বুদ্ধশ্চরণাঘাতাদুত্থায় শয়নাদথ ॥ ৭৯ ॥ ব্যলোকয়ত্তদা বীরো দ্রোণপুত্রং পুরঃ স্থিতম্। তমুৎপতন্তং শয়নাদ্দ্রোণাচার্য্যসুতো বলী ॥ ৮০ ॥ কেশেষাকৃষ্য বাহুভ্যাং নিষ্পিপেষ ধরাতলে। ধৃষ্টদ্যুম্নস্তদা তেন নিষ্পিষ্টঃ স ভয়াতুরঃ ॥ ৮১ ॥ নিদ্রান্ধঃ পাদঘাতার্ত্তো ন শশাক বিচেষ্টিতুম্। দ্রৌণিস্ত্বাক্রম্য তস্যোরঃ কণ্ঠং বদ্ধা ধনুর্গুণৈঃ ॥ ৮২ ॥ নদন্তং বিস্ফুরন্তং তং পশুমারমমারয়ৎ। তস্য সৈন্যানি সর্ব্বাণি ন্যবধীচ্চ তথৈব সঃ ॥ ৮৩ ॥ যুধামন্যুং মহাবীর্য্যমুত্তমৌজসমেব চ। তথৈব দ্রৌপদীপুত্রানবশিষ্টাংশ্চ সোমকান্ ॥ ৮৪ ॥ শিখণ্ডিপ্রমুখানন্যান্ খড়্গেনামারয়দ্বহূন্। তদ্ভয়াদ্দ্বারনির্যাতান্ সর্ব্বানেব চ সৈনিকান্ ॥ ৮৫ ॥ প্রাপয়ামাসতুর্মৃত্যুং কৃতবর্ম্মকৃপাবুভৌ। এবং নিহতসৈন্যং তচ্ছিবিরং তৈর্মহাবলৈঃ ॥ ৮৬ ॥ তৎক্ষণে শূন্যমভবত্ত্রিজগৎ প্রলয়ে যথা। এবং হত্বা ততঃ সর্ব্বান্ দ্রোণপুত্রাদয়স্ত্রয়ঃ ॥ ৮৭ ॥ নিরগুঃ শিবিরাত্তস্মাৎ পার্থভীতা ভয়াতুরাঃ। সর্ব্বে পৃথক্‌পৃথগ্দেশান্ দুদ্রুবুঃ শীঘ্রগামিণঃ ॥ ৮৮ ॥ অথ দ্রৌণির্যযৌ বিপ্রা রেবাতীরং মনোরমম্। তত্র হ্যনেকসাহস্রা ঋষয়ো বেদবাদিনঃ ॥ ৮৯ ॥ কথয়ন্তঃ কথাঃ পুণ্যাস্তপশ্চক্রুরনুত্তমম্। তত্রায়ং প্রযযৌ দ্রৌণির্ঋষীণামাশ্রমেষথ ॥ ৯০ ॥ প্রবিষ্টমাত্রে তস্মিংস্তু মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ। দ্রৌণের্দুশ্চরিতং জ্ঞাত্বা প্রাহুর্যোগবলেন তম্ ॥ ৯১ ॥ সুপ্তমারণকৃৎ পাপী দ্রৌণে ত্বং ব্রাহ্মণাধমঃ। ত্বদ্দর্শনেন হ্যস্মাকং পাতিত্যং ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৯২ ॥ ত্বৎসম্ভাষণমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যাযুতং ভবেৎ। অতোহস্মদা-

প্রবেশ করিলেন। তিনি শিবিরপ্রবিষ্ট হইলে, পরম ধনুর্দ্ধর কৃপ ও কৃতবর্ম্মা সযত্নে দ্বারদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে দ্রোণনন্দন ক্রোধে যেন প্রজ্বলিত হইয়াই বিমল খড়্গ ধারণপূর্ব্বক সেই রাত্রিকালে শিবিরাভ্যন্তরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্রমে তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বীরবৃন্দ অতীত মহাযুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া সে রাত্রি স্ব স্ব সৈন্যসমভিব্যাহারে বিশ্বস্তবৎ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন। অস্ত্রজ্ঞ দ্রৌণি সেই ধৃষ্টদ্যুম্নের শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন—তিনি অদূরে শুভ্র শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। তাহা দেখিয়া দ্রোণনন্দন রোষাবেশে তাঁহাকে পদাঘাত করিলেন। বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন পদাঘাতে প্রবুদ্ধ ও শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া দ্রোণপুত্রকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিলেন। বলবান্ দ্রৌণি তাহাকে উৎপতিত হইতে দেখিয়া কেশাকর্ষণপূর্ব্বক বাহুযুগল দ্বারা ধরাতলে নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন। নিদ্রাতুর ধৃষ্টদ্যুম্ন তৎকর্ত্তৃক নিষ্পিষ্ট ও পদাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া আত্মরক্ষার আর কোনই চেষ্টা করিতে পারিলেন না। দ্রৌণি সবলে তাঁহার বক্ষস্থল আক্রমণ করিয়া ধনুর্গুণ দ্বারা তদীয় কণ্ঠ বন্ধন করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন নিরুপায় হইয়া চীৎকার ও অঙ্গচালন করিতে লাগিলেন। সেই অবস্থায় যে কিছু সৈন্য সুপ্ত অবস্থায় ছিল, তাহাদিগকেও তিনি একে একে নিহত করিলেন। অনন্তর মহাবীর্য্য যুধামন্যু, উত্তমৌজা, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, অবশিষ্ট সোমক বীরগণ, এবং শিখণ্ডিপ্রমুখ অন্যান্য বীরবৃন্দ, সকলকেই সেই দ্রোণসুত খড়্গাঘাতে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। যে সকল সৈনিক অশ্বত্থামার ভয়ে শিবিরদ্বার দিয়া নির্গত হইল; কৃতকর্ম্মা ও কৃপ তাহাদিগকেও মৃত্যুমুখে পাতিত করিলেন। এইরূপে সেই মহাবল বীরত্রয় কর্ত্তৃক সেই পার্থশিবির হতসৈন্য হইল। ত্রিজগৎ-প্রলয়ের ন্যায় সমস্তই ক্ষণমধ্যে শূন্য হইয়া গেল। এইরূপে শিবিরস্থ সুপ্ত সৈন্যবর্গকে নিহত করিয়া দ্রোণপুত্রাদি বীরত্রয় পার্থগণের ভয়ে সত্বর শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং দ্রুতপদবিক্ষেপে সকলেই ভিন্ন ভিন্ন দেশে পলায়ন করিলেন। ৭০—৮৮। হে বিপ্রগণ! সেই কালে দ্রোণনন্দন মনোরম রেবাতীরে গমন করিলেন। সেইখানে বহু সহস্র বেদবাদী ঋষি, পুণ্য কথার আলোচনা করিতে করিতে উত্তম তপস্যার্জ্জন করিতেছিলেন। তাঁহারা যোগবলে দ্রৌণির দুষ্কার্য্যের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে দ্রৌণে! তুমি সুপ্ত-মারণকৃৎ ব্রাহ্মণাধম পাপী ব্যক্তি; তোমার দর্শনেই আমাদের নিশ্চিতই পাতিত্য হয়, তোমার সহিত সম্ভাষণ

শ্রমেভ্যস্বং নির্গচ্ছ পুরুষাধম ॥ ৯৩ ॥ ইত্যুক্তবংস্তদা দ্রৌণিং তত্রত্যা মুনয়ো দ্বিজাঃ। ইতীরিতস্ততো দ্রৌণির্মুনিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৯৪ ॥ লজ্জিতো নিরগাত্তস্মাদাশ্রমান্মুনিসেবিতাৎ। এবং কাশ্যাদি-তীর্থেষু পুণ্যেষু প্রযযৌ চ সঃ ॥ ৯৫ ॥ তত্রতত্র দ্বিজৈঃ সর্বৈর্নিন্দিতোঽসৌ মহাত্মভিঃ। ব্যাসং শরণমাপেদে প্রায়শ্চিত্তচিকীর্ষয়া ॥ ৯৬ ॥ ততো বদরিকারণ্যে সমাসীনং মহামুনিম্। দ্বৈপায়নং সমাগম্য প্রণনাম সভক্তিকম্ ॥ ৯৭ ॥ ততো ব্যাসোঽব্রবীদেনং দ্রোণাচার্য্যসুতং মুনিঃ। ত্বম-স্মদাশ্রমাদ্দ্রৌণে নির্যাহি ত্বরয়া দ্বিতি ॥ ৯৮ ॥ সুপ্তমারণদোষেণ মহাপাতকবান্ ভবান্। অতো মে ভবতালাপান্মহৎ পাপং ভবিষ্যতি। ইত্যুক্তঃ স তদা দ্রৌণিঃ প্রোবাচেদং বচো মুনিঃ ॥ ৯৯ ॥ অশ্বত্থামোবাচ। ভগবন্ নিন্দিতঃ সর্বৈস্ত্বামস্মি শরণং গতঃ ॥ ১০০ ॥ ব্রবীষি চেত্ত্বমপ্যেবং কোঽন্যো মে শরণং ভবেৎ। কৃপাং কুরু ময়ি ব্রহ্মন্ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥ ১০১ ॥ সুপ্তমারণদোষস্য শান্ত্যর্থং ভগবন্মম। প্রায়শ্চিত্তং বিধেহি ত্বং সর্বজ্ঞোঽসি ভবান্ যতঃ। ইত্যুক্তো দ্রৌণিনা ব্যাসশ্চিরং ধ্যাত্বা তমব্রবীৎ ॥ ১০২ ॥ ব্যাস উবাচ। এতৎপাপস্য শাস্ত্যর্থং প্রায়শ্চিত্তং স্মৃতৌ ন হি ॥ ১০৩ ॥ তথাপ্যুপায়ং বক্ষ্যামি তবৈতদ্দোষশান্তয়ে। দক্ষিণাম্বুনিধৌ পুণ্যে রামসেতৌ বিমুক্তিদে ॥ ১০৪ ॥ ধনুষ্কোটি-রিতিখ্যাতং তীর্থমস্তি মহত্তরম্। অস্তি পুণ্যতমং দ্রৌণে মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১০৫ ॥ স্বর্গমোক্ষপ্রদং পুংসাং ব্রহ্মহত্যাদিশোধকম্। সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যং সর্বাভীষ্টপ্রদায়কম্ ॥ ১০৬ ॥ পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ তীর্থা-নাঞ্চ তথোত্তমম্। দুঃস্বপ্ননাশনং পুণ্যং নরকক্লেশ-নাশনম্ ॥ ১০৭ ॥ অকালমৃত্যুশমনং পুংসাং বিজয়-বর্দ্ধনম্। দারিদ্র্যনাশনং পুংসামায়ুর্বর্দ্ধনকারণম্ ॥ ১০৮ ॥ চিত্তশুদ্ধিপ্রদং নৃণাং শান্তিদান্ত্যাদিকারণম্। তত্র গত্বা ধনুষ্কোটৌ রামসেতৌ বিমুক্তিদে ॥ ১০৯ ॥ স্নানং কুরুষ দ্রৌণে ত্বং মাসমাত্রং নিরন্তরম্। সুপ্তমারণদোষাত্ত্বং সদ্যঃ পূতো ভবিষ্যসি ॥ ১১০ ॥ কুরুষ বচনং শীঘ্রং মম ত্বং দ্রোণনন্দন। এবমুক্তস্তদা দ্রৌণির্ব্যাসেন পরমর্ষিণা ॥ ১১১ ॥ রামসেতুং সমাসাদ্য ধনুষ্কোটিং

তুমি এই মুনিজনসেবিত আশ্রম হইতে বহির্গত হও। এইরূপে তাড়িত হইয়া দ্রোণনন্দন কাশী প্রভৃতি বহু পুণ্যতীর্থে প্রয়াণ করিলেন। তিনি যে যেখানেই গমন করেন, সেই সেই স্থানের মহাত্মা দ্বিজসমাজ সকলেই তাঁহাকে নিন্দা করিতে থাকেন। অনন্তর অশ্বত্থামা প্রায়শ্চিত্তকামনায় ব্যাসদেবের শরণাপন্ন হন। মহামুনি দ্বৈপায়ন বদরিকাশ্রমে সমাসীন; অশ্বত্থামা সেইখানেই উপস্থিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। তখন মুনিবর ব্যাস দ্রৌণিকে বলিলেন,—হে দ্রৌণে! তুমি আমার আশ্রম হইতে সত্বর চলিয়া যাও। সুপ্ত-গণের মারণে তোমার মহাপাতক হইয়াছে। অত-এব তোমার সহিত আলাপ করিলে আমারও মহা-পাপ হইবার সম্ভাবনা। ব্যাসমুনি এই কথা কহিলে, দ্রৌণি তখন ব্যাকুলভাবে বলিলেন,—ভগবন্! আমি সকলেরই নিন্দার পাত্র হইয়া অবশেষে আপনার শরণ লইয়াছি। আপনিও যদি আমায় এইরূপ কথা বলেন, তাহা হইলে আর অন্য কে আমার আশ্রয় হইবে? হে ব্রহ্মন্! আমার প্রতি কৃপা করুন। সাধুগণ দীনবৎসল, ইহাই তো প্রসিদ্ধ। যাহা হউক, হে ভগবন্! সুপ্তজনের মারণ জন্য আমার যে দোষ হইয়াছে, তাহার শান্তিনিমিত্ত আপনি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিন। কেন না, আপনি সর্বজ্ঞ, কিছুই আপনার অবিদিত নাই। দ্রৌণি এই কথা কহিলে, ব্যাস অনেকক্ষণ ধ্যান করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—তুমি যে পাপ করিয়াছ, এ পাপের প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা যদিও স্মৃতিশাস্ত্রে নাই, তথাপি আমি তোমার দোষশান্তির একটা উপায় বলিয়া দিতেছি। পবিত্র দক্ষিণাব্ধি-মধ্য-স্থিত মুক্তিপ্রদ রামসেতুতে ধনুষ্কোটি নামে এক বিখ্যাত মহাতীর্থ আছে। উহা অতীব পুণ্যতম এবং মহাপাতকনাশে সক্ষম। ৮৯—১০৫। মানবমণ্ডলীর স্বর্গ-মোক্ষ ঐ স্থানেই হয়। উহা ব্রহ্মহত্যাদি-পাপেরও বিশোধক। ঐ স্থানে সর্বাভীষ্ট লব্ধ হইয়া থাকে। ঐ তীর্থ—সর্ব্ব মঙ্গল-মঙ্গলা, পবিত্র অপেক্ষা পবিত্র, তীর্থোত্তম, দুঃস্বপ্নহর, পুণ্যজনক, নরক-ক্লেশনাশক, অকাল-মৃত্যুহর, মানবগণের বিজয়বর্দ্ধন, দারিদ্র্যখণ্ডন, আয়ুষ্কর, চিত্ত-শুদ্ধিপ্রদ এবং শমদমাদি-কারণ! হে দ্রৌণে! তুমি মুক্তিপ্রদ রামসেতু—ধনুষ্কোটি-তীর্থে গিয়া একমাস যাবৎ নিরন্তর স্নান কর। তথায় স্নানের ফলে তুমি সুপ্তমারণ-জনিত পাপ হইতে সদ্যই পূত হইবে। হে দ্রোণনন্দন! তুমি শীঘ্র আমার বাক্য পালন কর। পরমর্ষি ব্যাস এইরূপ উপদেশ দিলে দ্রৌণি সেই পূত রামসেতু-

পাবত্রদাম্। সম্মো সঙ্কল্পপূর্ব্বস্তু মাসমেকং নিরন্তরম্॥ ১১২॥ ত্রিসন্ধ্যং রামনাথঞ্চ সিষেবে স দিনে দিনে। ততস্ত্রিংশদ্দিনে তোয়স্নানাদ্দ্রোণাত্মজস্তদা॥ ১১৩॥ জজাপ চ ধনুষ্কোট্যাং মন্ত্রং পঞ্চাক্ষরং তদা। অকার্ষীদুপবাসঞ্চ দ্রোণপুত্রস্তু তদ্দিনে॥ ১১৪॥ অকরোজ্জাগরং রাত্রৌ রামনাথস্য সন্নিধৌ। অপরেহ্যর্ধনুষ্কোটৌ স্নাত্বা সঙ্কল্পপূর্ব্বকম্॥ ১১৫॥ সিষেবে রামনাথঞ্চ স্তুত্বা ভক্তিপুরঃসরম্। ননর্ত্ত পুরতঃ শম্ভোরানন্দাশ্রুপরিপ্লুতঃ॥ ১৬॥ ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ প্রাদুরাসীত্তদগ্রতঃ। দৃষ্ট্বা তত্র মহাদেবং তুষ্টাব পরমেশ্বরম্॥ ১১৭॥ দ্রৌণিরুবাচ। নমস্তে দেবদেবেশ করুণাকর শঙ্কর। আপদম্বুধিমগ্নানাং পোতায়িতপদাম্বুজ॥ ১১৮॥ মহাদেব কৃপামূর্ত্তে ধূর্জ্জটে নীললোহিত। উমাকান্ত বিরূপাক্ষ চন্দ্রশেখর তে নমঃ॥ ১১৯॥ মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনেত্র ত্বং পাহি মাং কৃপয়া দৃশা। পার্ব্বতীপতয়ে তুভ্যং ত্রিপুরঘ্নায় শম্ভবে॥ ১২০॥ পিনাকপাণয়ে তুভ্যং ত্র্যম্বকায় নমো নমঃ। অনন্তাদিমহানাগহারভূষণভূষিত॥ ১২১॥ শূলপাণে নমস্তুভ্যং গঙ্গাধর মৃড়াব্যয়। রক্ষ মাং কৃপয়া দেব পাপসঙ্ঘাতপঞ্জরাৎ॥ ইতি স্তুতো মহাদেবো দ্রৌণিং প্রোবাচ হর্ষিতঃ॥ ১২২॥ মহাদেব উবাচ। সুপ্তমারণদোষস্তে ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ॥ ২৩॥ অশ্বত্থামন্ বিনষ্টোঽভূদ্বরং বরয় সুব্রত। ময়ি প্রসন্নে লোকেষু কিমলভ্যং ভবেন্নৃণাম্॥ ১২৪॥ অতোঽভীষ্টং বৃণীষ ত্বং মত্তো দ্রোণাত্মজাধুনা। ইত্যুক্তঃ শম্ভুনা দ্রৌণিঃ প্রাহ তং পরমেশ্বরম্॥ ১২৫॥ তবাদ্য দর্শনেনাহং কৃতার্থোঽস্মি মহেশ্বর। ত্বদ্দর্শনমপুণ্যানামলভ্যং জন্মকোটিভিঃ॥ ২৬॥ অতো যুষ্মৎপদাম্ভোজে নিশ্চলা ভক্তিরস্তু মে। ইমমেব বরং দেহি মহ্যং শম্ভো নমোঽস্তু তে॥ ১২৭॥ উক্তা তথাস্ত্বিতি দ্রৌণিং দেবদেবো মহেশ্বরঃ। পশ্যতো দ্রোণপুত্রস্য তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ১২৮॥ অশ্বত্থামাপি বিপ্রেন্দ্রা ধুতপাপো বিনির্ম্মলঃ। রামচন্দ্রধনুষ্কোটৌ স্নানমাত্রেণ তৎক্ষণে॥ ১২৯॥ ধুতপাপমিমং দ্রৌণিং সর্ব্বে চাপি মহর্ষয়ঃ। শুদ্ধং প্রত্যগ্রহীষুস্তে তদাপ্রভৃতি নির্ম্মলম্॥ ১৩০॥ এবং বঃ

ধনুষ্কোটিতে সঙ্কল্পপূর্ব্বক একমাস যাবৎ নিয়ত স্নান করিলেন। তিনি দিনে দিনে ত্রিসন্ধ্যায় রামনাথ শিবের সেবা করিতে লাগিলেন; অনন্তর ত্রিংশৎ দিনে তোয়স্নান হইতে নিবৃত্ত হইয়া দ্রোণনন্দন ধনুষ্কোটি তীর্থে পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। উপবাস করিতে লাগিলেন এবং রাত্রিতে রামনাথ শিবের সন্নিধানে জাগরণ করিতে লাগিলেন। তৎপর দিবস সঙ্কল্পপূর্ব্বক ধনুষ্কোটিতে স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করত রামনাথলিঙ্গের অর্চ্চনা করিলেন। তাঁহার নেত্র আনন্দাশ্রুজলে প্লাবিত হইল। সেই অবস্থায় তিনি শম্ভুসমীপে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ শম্ভু প্রসন্ন হইয়া তৎসমীপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। দ্রৌণি পরমেশ মহাদেবকে দেখিয়া তৎকালে স্তব করিতে লাগিলেন। দ্রৌণি কহিলেন,—হে দেবদেবেশ, করুণাকর শঙ্কর! তোমার পাদাম্বুজ আপদম্বুধিমগ্ন জনগণের পোতস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার করি। হে মহাদেব, কৃপামূর্ত্তে, ধূর্জ্জটে, নীললোহিত, উমাকান্ত,বিরূপাক্ষ, চন্দ্রশেখর! তোমাকে নমস্কার। হে মৃত্যুঞ্জয়! ত্রিনেত্র, কৃপাদৃষ্টিপাতে আমাকে রক্ষা কর। তুমি পার্ব্বতীপতি, ত্রিপুরহর, শম্ভু; তোমাকে নমস্কার। তুমি পিনাকপাণি, ত্র্যম্বক, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। হে অনন্তাদি [illegible] ভূষণে ভূষিত, হে শূলপাণে, গঙ্গাধর, মৃড় অব্যয়! আমাকে পাপসমূহরূপ পঞ্জর হইতে কৃপাপূর্ব্বক রক্ষা কর। দ্রৌণি মহাদেবকে এইরূপ স্তব করিলে তিনি হর্ষিত হইয়া কহিলেন,—হে অশ্বত্থামন্! ধনুষ্কোটিতে নিমগ্ন হইবার ফলে তোমার সুপ্তজন-মারণ-জনিত দোষ বিনষ্ট হইয়াছে! হে সুব্রত! তুমি বর প্রার্থনা কর। আমি প্রসন্ন হইলে, মানবগণের জগতে আর কোন্ বস্তু অলভ্য হইতে পারে? অতএব হে দ্রোণনন্দন! তুমি আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। শম্ভু দ্রৌণিকে এই কথা কহিলে, দ্রৌণি পরমেশ্বরকে কহিলেন,—হে মহেশ্বর! অদ্য তোমার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলাম। যাহাদের পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত নাই, তাহারা কোটিজন্মেও তোমার দর্শনলাভে সমর্থ নহে। অতএব আপনার পাদপদ্মে আমার নিশ্চল ভক্তি হউক। আমাকে আপনি এইরূপই বর প্রদান করুন। হে শম্ভো! তোমায় নমস্কার।১০৮-১২৭। দেবদেব মহেশ্বর 'তথাস্তু' বলিয়া সেই দ্রোণপুত্রের সমক্ষে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! এদিকে অশ্বত্থামাও নির্ধুতপাপ হইয়া নির্ম্মল দেহ লাভ করিলেন। রামচন্দ্রের ধনুষ্কোটিতে স্নানমাত্রে সেই ক্ষণে দ্রৌণি ধৃতপাপ হইলেন। মহর্ষিরা তখন হইতে তাঁহাকে

কথিতং বিপ্রা দ্রৌণিপাপবিমোক্ষণম্। রামচন্দ্রধনুষ্কোটিস্নানবৈভবমাত্রতঃ ॥ ১৩১ ॥ যঃ পঠেদিমমধ্যায়ং শৃণুয়াদ্বা সমাহিতঃ। স বিধুয়েহ পাপানি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ১৩২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধনুষ্কোটিপ্রশংসায়ামশ্বত্থামসুপ্তমারণদোষশান্তিবর্ণনং নামৈকত্রিংশো-হধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। ভূয়োঽপি সম্প্রবক্ষ্যামি ধনুষ্কোটেস্তু বৈভবম্। যুষ্মাকমাদরেণাহং নৈমিষারণ্যবাসিনঃ ॥ ১ ॥ নন্দো নাম মহারাজঃ সোমবংশসমুদ্ভবঃ। ধর্ম্মেণ পালয়ামাস সাগরান্তাং ধরামিমাম্ ॥ ২ ॥ তস্য পুত্রঃ সমভবদ্ধর্ম্মগুপ্ত ইতি শ্রুতঃ। রাজ্যরক্ষাধুরং নন্দো নিজপুত্রে নিধায় সঃ ॥ ৩ ॥ জিতেন্দ্রিয়ো জিতাহারঃ প্রবিবেশ তপোবনম্। তাতে তপোবনং যাতে ধর্ম্মগুপ্তাভিধো নৃপঃ ॥ ৪ ॥ মেদিনীং পালয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞো নীতিতৎপরঃ। ঈজে বহুবিধৈর্যজ্ঞৈর্দেবানিন্দ্রপুরোগমান্ ॥ ৫ ॥ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিত্তং ক্ষেত্রাণি চ বহূনি সঃ। সর্ব্বে স্বধর্ম্মনিরতাস্তস্মিন্ রাজনি শাসতি ॥ ৬ ॥ বভূবুর্নাভবন্ পীড়াস্তস্মিংশ্চোরাদিসম্ভবাঃ। কদাচিদ্ধর্ম্মগুপ্তোঽয়মারূঢ়স্তুরগোত্তমম্ ॥ ৭ ॥ বনং বিবেশ বিপ্রেন্দ্রা মৃগয়ারসকৌতুকী। তমালতালহিন্তালকুরবাকুলদিঙ্মুখে ॥৮॥ বিচচার বনে তস্মিন্ সিংহব্যাঘ্রভয়ানকে। মত্তালিকুলসন্নাদসম্মূর্চ্ছিতদিগন্তরে ॥ ৯ ॥ পদ্মকহ্লারকুমুদনীলোৎপলবয়াকুলৈঃ। তটাকৈরপি সম্পূর্ণে তপস্বিজনমণ্ডিতে ॥ ১০ ॥ তস্মিন্ বনে সঞ্চরতো ধর্ম্মগুপ্তস্য ভূপতেঃ। অভূদ্বিভাবরী বিপ্রাস্তমসাবৃতদিঙ্মুখা ॥ ১১ ॥ রাজাপি পশ্চিমাং সন্ধ্যামুপাস্য নিয়মান্বিতঃ। জজাপ তত্র চ বনে গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ॥ ১২ ॥ সিংহব্যাঘ্রাদিভীত্যাস্মিন্ বৃক্ষমেকং সমাস্থিতে। রাজপুত্রে তদাভ্যাগাদৃক্ষঃ সিংহভয়ার্দ্দিতঃ ॥ ১৩ ॥ অন্বধাবত তং বৃক্ষমেকঃ সিংহো বনেচরঃ। অনুদ্রুতঃ স সিংহেন ঋক্ষো

নির্ম্মল ও বিশুদ্ধরূপে গ্রহণ করিলেন। হে বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট দ্রৌণির পাপমোক্ষবার্ত্তা নিবেদন করিলাম। রাম-ধনুষ্কোটিতে স্নানের ফলেই তাঁহার পাপমুক্তি হইয়াছিল। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, সে ইহলোকে সর্ব্বপাপ প্রক্ষালিত করিয়া অন্তে শিবলোকে বিহার করিয়া থাকে। ২৮—১৩২।

একত্রিংশ-অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—আমি ভবাদৃশ নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণের নিকট সমাদরসহকারে পুনরপি ধনুষ্কোটির মাহাত্ম্য বলিতেছি। সোমবংশে নন্দ নামে এক মহারাজ ছিলেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে সসাগরা ধরা পালন করিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ধর্ম্মগুপ্ত। রাজা নিজ পুত্রের উপর রাজ্যরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া জিতেন্দ্রিয় ও জিতাহার হইয়া তপোবনে প্রবেশ করিলেন। পিতা বনগমন করিলে, তৎপুত্র নীতিনিষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ রাজা ধর্ম্মগুপ্ত মেদিনী পালন করিতে লাগিলেন। তিনি ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে বহুবিধ যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে বহু ক্ষেত্র এবং বিত্ত দান করিলেন। সেই রাজার শাসনসময়ে সকলেই স্বধর্ম্মে নিরত হইয়াছিল। রাজ্যমধ্যে কুত্রাপি ব্যাধি বা দস্যু তস্করাদির উপদ্রব রহিল না। হে বিপ্রগণ! একদা রাজা ধর্ম্মগুপ্ত মৃগয়ারসে কুতূহলী হইয়া তুরঙ্গারোহণে বনে প্রবেশ করিলেন। ঐ বন সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাগমে ভয়ঙ্কর এবং উহার চতুর্দ্দিকে তমাল, তাল, হিন্তাল ও কুরবতরুনিকরে সমাকুল। রাজা ধর্ম্মগুপ্ত তাদৃশ বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ বনের মত্ত অলিকুলের ঝঙ্কারে দিগন্তর মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল, পদ্ম, কহ্লার, কুমুদ ও নীলোৎপলবনে সমাকুল তটসমূহে ঐ বন পরিপূর্ণ। তাপসগণ তথায় নিত্য সন্নিহিত। ভূপতি ধর্ম্মগুপ্ত সেই বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে বিপ্রগণ! ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল। দিঙ্মণ্ডল তমস্তোমে সমাবৃত হইয়া গেল। রাজা তখন সায়ং সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন।১—১২। অনন্তর রাজপুত্র সিংহ-ব্যাঘ্রাদির ভয়ে সেই বনমধ্যস্থ এক বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। তখন সিংহভয়ে কাতর হইয়া একটা ভল্লুক তথায় আগমন করিল। এক বনচর সিংহ সেই ভল্লুকের পশ্চাদ্ধাবন

বৃক্ষমুপারুহৎ ॥ ১৪ ॥ আরুহ্য ঋক্ষো বৃক্ষং তং দদর্শ জগতীপতিম্। বৃক্ষস্থিতং মহাত্মানং মহাবল-পরাক্রমম্ ॥ ১৫ ॥ উবাচ ভূপতিং দৃষ্ট্বা ঋক্ষোঽয়ং বনগোচরঃ। মা ভীতিং কুরু রাজেন্দ্র বৎস্যাবো রজনীমিহ ॥ ১৬ ॥ মহাসত্ত্বো মহাকায়ো মহাদংষ্ট্রা-সমাকুলঃ। বৃক্ষমূলং সমায়াতঃ সিংহোঽয়মতিভীষণঃ ॥ ১৭ ॥ রাত্র্যর্দ্ধং ভজ নিদ্রাং ত্বং রক্ষমাণো ময়াদিতঃ। ততঃ প্রসুপ্তং মাং রক্ষ শর্ব্বর্য্যর্দ্ধং মহামতে ॥ ১৮ ॥ ইতি তদ্বাক্যমাদায় সুপ্তে নন্দসুতে হরিঃ। প্রোবাচ ঋক্ষং সুপ্তোঽয়ং নৃপশ্চ ত্যজ্যতামিতি ॥ ১৯ ॥ তং সিংহমব্রবীদৃক্ষো ধর্ম্মজ্ঞো দ্বিজসত্তমাঃ। ভবান্ ধর্ম্মং ন জানীষে মৃগরাজ বনেচর ॥ ২০ ॥ বিশ্বাসঘাতিনাং লোকে মহাকষ্টা ভবন্তি হি। ন হি মিত্রদ্রুহা পাপং নশ্যেদ্যজ্ঞাযুতৈরপি ॥ ২১ ॥ ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং কথঞ্চিন্নিষ্কৃতি-র্ভবেৎ। বিশ্বস্তঘাতিনাং পাপং ন নশ্যেজ্জন্ম-কোটিভিঃ ॥ ২২ ॥ নাহং মেরুং মহাভারং মন্যে পঞ্চাস্য ভূতলে। মহাভারমিমং মন্যে লোকে বিশ্বাসঘাতকম্ ॥ ২৩ ॥ এবমুক্তেঽথ ঋক্ষেণ সিংহস্তূষ্ণীমভূত্তদা। ধর্ম্মগুপ্তে প্রবুদ্ধে তু ঋক্ষঃ সুষ্বাপ ভূরুহে ॥ ২৪ ॥ ততঃ সিংহোঽব্রবীদ্ভূপমেন-মৃক্ষং ত্যজস্ব মে। এবমুক্তেঽথ সিংহেন রাজা সুপ্তমশঙ্কিতঃ ॥২৫॥ স্বাঙ্কন্যস্তশিরস্কং তমৃক্ষং তত্যাজ ভূতলে। পাত্যমানস্ততো রাজ্ঞা নখালম্বিতপাদপঃ ॥ ২৬ ॥ ঋক্ষঃ পুণ্যবশাদ্বৃক্ষান্ন পপাত মহীতলে। স ঋক্ষো নৃপমভ্যেত্য কোপাদ্বাক্যমভাষত ॥ ২৭ ॥ কামরূপধরো রাজন্নহং ভৃগুকুলোদ্ভবঃ। ধ্যান-কাষ্ঠাভিধো নাম্না ঋক্ষরূপমধারয়ম্ ॥ ২৮ ॥ যস্মাদ-নাগসং সুপ্তমত্যাক্ষীন্মাং ভবান্নৃপ। মচ্ছাপাত্ত্বমতঃ শীঘ্রমুন্মত্তশ্চর ভূপতে ॥ ২৯ ॥ ইতি শপ্ত্বা মুনির্ভূপং ততঃ সিংহমভাষত। নৃসিংহস্ত্বং মহাযক্ষঃ কুবের-সচিবঃ পুরা ॥ ৩০ ॥ হিমবদ্গিরিমাসাদ্য কদাচিত্ত্বং বধূসখঃ। অজ্ঞানাদ্গৌতমাভ্যাসে বিহারমতনোর্মুদা ॥ ৩১ ॥ গৌতমোঽপ্যুটজাদ্দৈবাৎ সমিদাহরণায় বৈ। নির্গতস্ত্বাং বিবসনং দৃষ্ট্বা শাপমুদাহরৎ ॥ ৩২ ॥

করিয়াছিল। ভল্লূক সিংহানুদ্রুত হইয়া সেই বৃক্ষোপোরি আরোহণ করিল! ভল্লূক বৃক্ষে-আরোহণ করিয়া মহাবলপরাক্রম মহাত্মা রাজ-পুত্রকে বৃক্ষোপরি অবস্থিত দেখিল। বনবাসী ভল্লূক তখন তত্রত্য ভূপতিকে বলিল,—রাজেন্দ্র! তুমি ভীত হইও না; আমরা উভয়েই অদ্য এই বৃক্ষে রাত্রি যাপন করিব। এক মহাকায় মহাসত্ত্বশালী মহাদংষ্ট্রাসম্পন্ন অতিভীষণ সিংহ এই বৃক্ষমূলে আগমন করিয়াছে। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত আমি তোমায় রক্ষা করিব। তুমি নিদ্রাসুখ উপভোগ কর। হে মহামতে! অনন্তর রাত্রির শেষার্দ্ধে আমি নিদ্রা যাইব। তুমি তখন আমার রক্ষা করিবে। ঋক্ষের বাক্যে সম্মত হইয়া রাজপুত্র নিদ্রিত হই-লেন। তখন বৃক্ষমূলস্থ সিংহ ভল্লূককে বলিল,—তুমি ঐ রাজপুত্রকে ফেলিয়া দাও। ধর্ম্মজ্ঞ ভল্লূক উত্তর করিল,—মৃগরাজ; তুমি ধর্ম্ম জান না। ওহে বনেচর! জগতে বিশ্বাসঘাতীদিগের মহাকষ্ট হইয়া থাকে। অযুত অযুত যজ্ঞ করিলেও মিত্র-দ্রোহীদিগের পাপ নষ্ট হয় না। ব্রহ্মহত্যাদি পাপের নিষ্কৃতি কোনওক্রমে হইতে পারে বটে; কিন্তু বিশ্বাসঘাতীদিগের পাপ কোটি জন্মেও নষ্ট হইবার নহে। হে পঞ্চাস্য! আমি জগতে মেরুকে ঘাতককেই আমি মহাভার বলিয়া মনে করি! ভল্লূক এই কথা কহিলে সিংহ তুষ্ণীম্ভাবে রহিল। অনন্তর ধর্ম্মগুপ্ত প্রবুদ্ধ হইলে ঋক্ষ বৃক্ষোপরি নিদ্রিত হইল। অনন্তর সিংহ ভূপতিকে বলিল,—তুমি ঐ ঋক্ষকে ফেলিয়া দাও। সিংহ এই কথা কহিলে রাজা অশঙ্কিতচিত্তে স্বীয় অঙ্কন্যস্তমস্তক সুপ্ত ভল্লূককে ভূতলে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। ভল্লূক ভূতলে পতনোন্মুখ হইয়া নখর দ্বারা বৃক্ষাবলম্বন করিল। সেই ঋক্ষ পুণ্যবশেই বৃক্ষ হইতে ভূপতিত হইল না। অনন্তর সে রাজসমীপে আসিয়া কোপভরে কহিল,—রাজন্! আমি কামরূপধর, ভৃগুকুলোদ্ভব। আমার নাম ধ্যানকাষ্ঠ। আমি ঋক্ষরূপ ধারণ করিয়া-ছিলাম। হে নৃপ! আমি নিরপরাধ হইলেও যেহেতু তুমি আমাকে সুপ্তাবস্থায় ফেলিয়া দিয়াছিলে, এইজন্য আমার শাপে ভূতলে তুমি শীঘ্র উন্মত্ত হইয়া বিচরণ কর।১৩—২৯। মুনি রাজাকে এইরূপে অভি-সম্পাত দিয়া পরে সিংহকে বলিলেন,—তুমি পূর্ব্বে কুবেরসচিব, নৃসিংহ নামে মহাযক্ষ ছিলে একদা ভার্য্যাসহ হিমালয়শৈলে আসিয়া অজ্ঞানবশতঃ গৌতমসমীপেই তুমি প্রমোদভরে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। সেকালে ঘটনাক্রমে গৌতম সমিধ্

যস্মাম্মমাশ্রমেঽদ্য ত্বং বিবস্ত্রঃ স্থিতবানসি। অতঃ সিংহত্বমদ্যৈব ভবিতা তে ন সংশয়ঃ॥ ৩৩॥ ইতি গৌতমশাপেন সিংহত্বমগমৎ পুরা। কুবেরসচিবো যক্ষো ভদ্রনামা ভবান্ পুরা॥ ৩৪॥ কুবেরো ধর্ম্মশীলো হি তদ্ভৃত্যাশ্চ তথৈব হি। অতঃ কিমর্থং ত্বং হংসি মাম্বিং বনগোচরম্॥ ৩৫॥ এতৎ সর্ব্বমহং ধ্যানাজ্জানামীহ মৃগাধিপ। ইত্যুক্তে ধ্যানকাষ্ঠেন ত্যক্ত্বা সিংহত্বমাশু সঃ॥ ৩৬॥ যক্ষরূপং গতো দিব্যং কুবেরসচিবাত্মকম্। ধ্যানকাষ্ঠমসাবাহ প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো মুনিম্॥ ৩৭॥ অদ্য জ্ঞাতং ময়া সর্ব্বং পূর্ব্ববৃত্তং মহামুনে। গৌতমঃ শাপকালে মে শাপান্তমপি চোক্তবান্॥ ৩৮॥ ধ্যানকাষ্ঠেন সংবাদ ঋক্ষরূপেণ তে যদা। তদা নির্ধূয় সিংহত্বং যক্ষরূপমবাপ্স্যসি॥ ৩৯॥ ইতি মামব্রবীদ্ ব্রহ্মন্ গৌতমো মুনিপুঙ্গবঃ। অদ্য সিংহত্বনাশান্মে জানামি ত্বাং মহামুনে॥ ৪০॥ ধ্যানকাষ্ঠাভিধং শুদ্ধং কামরূপধরং সদা। ইত্যুক্ত্বা তং প্রণম্যাথ ধ্যানকাষ্ঠং স যক্ষরাট্॥ ৪১॥ বিমানবরমারুহ্য প্রযযাবলকাপুরীম্। তস্মিন্ গতে তু যক্ষেশে ধ্যানকাষ্ঠো মহামুনিঃ॥ ৪২॥ অব্যাহতেষ্টগমনো যথেষ্টং প্রযযৌ মহীম্। ধ্যানকাষ্ঠে গতে তস্মিন্ কামরূপধরে মুনৌ॥ ৪৩॥ ধর্ম্মগুপ্তো মুনেঃ শাপাদুন্মত্তঃ প্রযযৌ পুরীম্। উন্মত্তরূপং তং দৃষ্ট্বা মন্ত্রিণস্তু নৃপোত্তমম্॥ ৪৪॥ পিতুঃ সকাশমানিন্যু রেবাতীরে মনোরমে। তস্মৈ নিবেদয়ামাসুর্ম্মতিভ্রংশং সুতস্য তে॥ ৪৫॥ জ্ঞাত্বা তু পুত্রবৃত্তান্তং নন্দস্তস্য পিতা তদা। পুত্রমাদায় তরসা জৈমিনেরন্তিকং যযৌ। তস্মৈ নিবেদয়ামাস পুত্রবৃত্তান্তমাদিতঃ॥ ৪৬॥ ভগবন্ জৈমিনে পুত্রো মমাদ্যোন্মত্ততাং গতঃ॥ ৪৭॥ অস্যোন্মাদবিনাশায় ব্রূহ্যুপায়ং মহামুনে। ইতি পৃষ্টশ্চিরং দধ্যৌ জৈমিনির্ম্মুনিপুঙ্গবঃ॥ ৪৮॥ ধ্যাত্বা তু সুচিরং কালং নৃপং নন্দমথাব্রবীৎ। ধ্যানকাষ্ঠস্য শাপেন হ্যুন্মত্তস্তে সুতোঽভবৎ॥ ৪৯॥ তস্য শাপস্য মোক্ষার্থমুপায়ং প্রব্রবীমি তে। দক্ষিণাম্বুনিধৌ সেতৌ পুণ্যে পাপবিনাশনে॥ ৫০॥ ধনুষ্কোটিরিতিখ্যাতং তীর্থমস্তি মহত্তরম্। পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ মঙ্গলানাঞ্চ

বিবস্ত্র দর্শনে অভিশাপ দিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, যেহেতু অদ্য তুমি আমার আশ্রমে বিবস্ত্র হইয়া অবস্থান করিতেছ, এইজন্য অদ্যই তোমার সিংহদেহ হইবে, সন্দেহ নাই। এইরূপে গৌতমশাপে পূর্ব্বে তোমার সিংহত্ব হইয়াছিল। তুমি ভদ্রনামক যক্ষ, পূর্ব্বে কুবেরের সচিব ছিলে। কুবের ধর্ম্মশীল, তাঁহার ভৃত্যগণও তদ্রূপ। অতএব কিজন্য মাদৃশ বনবাসী ঋষিকে হিংসা করিতেছ? হে মৃগাধিপ! আমি যাহা যাহা বলিলাম এতৎসমস্তই ধ্যানে আমার বিদিত। ধ্যানকাষ্ঠ এই কথা কহিলে যক্ষ সিংহরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক কুবেরসচিবাত্মক দিব্য যক্ষরূপ প্রাপ্ত হইল এবং অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক প্রণত হইয়া ধ্যানকাষ্ঠ মুনিকে কহিল,—হে মহামুনে! আমি অদ্য পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্তই জ্ঞাত হইয়াছি। যখন গৌতম ঋষি শাপ প্রদান করেন, তখন আমার শাপান্তের কথাও তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—যে কালে ঋক্ষরূপী তোমার সহিত ধ্যানকাষ্ঠ মুনির আলাপ পরিচয় হইবে, তখনই তুমি সিংহত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক যক্ষরূপ ধারণ করিবে। হে ব্রহ্মন্! মুনিপুঙ্গব গৌতম আমাকে এই কথাই কহিয়াছিলেন। হে মহামুনে! অদ্য আমার সিংহত্ব নষ্ট হওয়ায় আপনাকে আমি জানিতে শান্ত কামরূপধর। যক্ষরাজ এই বলিয়া ধ্যানকাষ্ঠকে প্রণামপূর্ব্বক বিমানবরে আরোহণ করিয়া অলকাপুরীতে গমন করিলেন। যক্ষবর চলিয়া গেলে মহামুনি ধ্যানকাষ্ঠ অব্যাহতগমনে যথেচ্ছ দিকে প্রয়াণ করিলেন। সেই কামরূপ ধ্যানকাষ্ঠ মুনি প্রস্থান করিলে ধর্ম্মগুপ্ত মুনির শাপে উন্মত্ত হইয়া স্বীয় পুরে গমন করিলেন। মন্ত্রিগণ রাজাকে উন্মত্ত দেখিয়া মনোরম রেবাতীরস্থ তদীয় পিতার সমীপে তাঁহাকে লইয়া আসিলেন এবং রাজপুত্রের মতিভ্রংশ হইয়াছে, একথা নিবেদন করিলেন। ৩০—৪৫। নন্দ রাজপুত্রের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে লইয়া মুনিবর জৈমিনির নিকট গমন করিলেন এবং আদ্যন্ত সমস্ত পুত্রবৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলেন। পরে নন্দরাজ আরও বলিলেন,—হে ভগবন্ জৈমিনে! সম্প্রতি পুত্র আমার উন্মত্ত হইয়াছে। হে মহামুনে! ইহার উন্মাদবিনাশের উপায় আপনি বলুন। মুনিপ্রবর জৈমিনি এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বহুক্ষণ ধ্যান করিলেন; ধ্যানান্তে নন্দরাজকে কহিলেন,—ধ্যানকাষ্ঠ মুনির অভিশাপে তোমার পুত্র উন্মত্ত হইয়াছে। তাহার শাপমুক্তির নিমিত্ত আমি উপায় বলিতেছি। দক্ষিণাব্ধিস্থিত পবিত্র পাপহর সেতু-

মঙ্গলম্॥ ৫১॥ শ্রুতিসিদ্ধং মহাপুণ্যং ব্রহ্মহত্যাদি-শোধকম্। নীত্বা তত্র সুতং তেঽদ্য স্নাপয়স্ব মহীপতে॥ ৫২॥ উন্মাদস্তৎক্ষণাদেব তস্য নশ্যেন্ন সংশয়ঃ। ইত্যুক্তস্তং প্রণম্যাসৌ জৈমিনিং মুনি-পুঙ্গবম্॥ ৫৩॥ নন্দঃ পুত্রং সমাদায় ধনুষ্কোটিং যযৌ তদা। তত্র চ স্নাপয়ামাস পুত্রং নিয়মপূর্ব্বকম্॥ ৫৪॥ স্নানমাত্রাত্ততঃ সদ্যো নষ্টোন্মাদোঽভবৎ সুতঃ। স্বয়ং সস্নৌ স নন্দোঽপি ধনুষ্কোটৌ সভক্তিকম্॥ ৫৫॥ উষিত্বা দিনমেকং তু সপুত্রস্ত পিতা তদা। সেবিত্বা রামনাথং চ সাম্বমূর্ত্তিং কৃপানিধিম্॥ ৫৬॥ পুত্রমাপৃচ্ছ্য নন্দস্তং প্রযযৌ তপসে বনম্। গতে পিতরি পুত্রোঽপি ধর্ম্মগুপ্তো নৃপো দ্বিজাঃ॥ ৫৭॥ প্রদদৌ রামনাথায় বহুবিত্তানি ভক্তিতঃ। ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং ধান্যং ক্ষেত্রাণি চ দদৌ তদা॥ ৫৮॥ প্রযযৌ মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং স্বাং পুরীং তদনন্তরম্। ধর্ম্মেণ পালয়ামাস রাজ্যং নিহতকণ্টকম্॥ ৫৯॥ পিতৃপৈতামহং বিপ্রা ধর্ম্মগুপ্তোঽতিধার্ম্মিকঃ। উন্মাদৈরপস্মারৈর্গ্রহৈ-দুষ্টৈশ্চ যে নরাঃ॥ ৬০॥ গ্রস্তা ভবন্তি বিপ্রেন্দ্রা-স্তেঽপি চাত্র নিমজ্জনাৎ। ধনুষ্কোটৌ বিমুক্তাঃ স্যুঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥ ৬১॥ পরিত্যজ্য ধনুষ্কোটিং তীর্থমন্যদ্‌ব্রজেত্তু যঃ। সিদ্ধং স গোপয়ন্ত্যক্তা স্নুহী-ক্ষীরং প্রবাচতে॥ ৬২॥ ধনুষ্কোটির্ধনুষ্কোটির্ধনুষ্কোটি-রিতি দ্বিজাঃ। ত্রিঃ পঠন্তো নরা যে তু যত্র ক্বাপি জলাশয়ে॥ ৬৩॥ স্নান্তি সর্ব্বে নরাস্তে বৈ যাস্যন্তি ব্রহ্মণঃ পদম্। এবং বঃ কথিতা বিপ্রা ধর্ম্মগুপ্তকথা শুভা॥ ৬৪॥ যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা বিনশ্যতি। স্বর্ণস্তেয়াদয়শ্চান্যে নশ্যেয়ুঃ পাপসঞ্চয়াঃ॥ ৬৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মগুপ্তোন্মাদবিমোক্ষণবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২॥

—

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। ভূয়োঽপ্যহং প্রবক্ষ্যামি ধনুষ্কোটেস্তু বৈভবম্। অত্যদ্ভুততরং গুহ্যং সর্ব্বলোকৈকপাবনম্॥ ১॥ পুরা পরাবসুর্নাম ব্রাহ্মণো বেদবিত্তমঃ। অজ্ঞানাৎ পিতরং হত্বা

তীর্থ পবিত্র হইতেও পবিত্র, মঙ্গল হইতেও মঙ্গলাস্পদ, বেদপ্রসিদ্ধ, মহাপুণ্যজনক ও ব্রহ্মহত্যাদি-শোধক। হে মহীপতে! তুমি এক্ষণে তোমার পুত্রকে তথায় লইয়া গিয়া স্নান করাও, স্নান মাত্র অবিলম্বে ইহার উন্মাদ নষ্ট হইবে, সংশয় নাই। জৈমিনি মুনি এই কথা কহিলে নন্দরাজ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক পুত্রকে লইয়া ধনুষ্কোটিতীর্থে গমন করিলেন এবং নিয়মপূর্ব্বক পুত্রকে তথায় স্নান করাইলেন। স্নানমাত্র পুত্র তাঁহার সদ্যই উন্মাদ-হীন হইল। অনন্তর নন্দ নরপতি নিজেও সেই ধনুষ্কোটিতীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলেন এবং পুত্রের সহিত এক দিন ঐ তীর্থে বাস করিয়া কৃপানিধি রামনাথশিবের অর্চ্চনাপূর্ব্বক পুত্র-সম্ভাষণান্তে তপস্যার্থ বনগমন করিলেন। হে দ্বিজগণ! পিতা প্রয়াণ করিলে পুত্র ধর্ম্মগুপ্ত রামনাথ শিবকে ভক্তিভরে বহু বিত্ত দান করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকেও বহু ধন ধান্য ও ক্ষেত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর মুনিগণ-সমভিব্যাহারে ধর্ম্ম-গুপ্ত স্বীয় পুরে গমন করিলেন। হে বিপ্রগণ! রাজা ধর্ম্মগুপ্ত অতি ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি নিজ পুরে উপনীত হইয়া ধর্ম্মানুসারে পিতৃপিতামহাগত রাজ্য নিষ্কণ্টকে পালন করিতে লাগিলেন। উন্মাদ, অপস্মার বা দুষ্ট গ্রহ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহারাও এই ধনুষ্কোটিতে মজ্জন করিলে বিমুক্ত হইয়া থাকে। ইহা আমি সত্য সত্যই বলিতেছি। যে ব্যক্তি ধনুষ্কোটিতীর্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য তীর্থ ভজনা করে, সে সিদ্ধ গোদুগ্ধ ফেলিয়া স্নুহী-ক্ষীরেরই প্রার্থনা করিয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! নরগণ যে কোন জলাশয়ে থাকিয়া যদি 'ধনুষ্কোটি, ধনুষ্কোটি, ধনুষ্কোটি' এই কথা তিন বার উচ্চারণ করিয়া তাহাতে স্নান করে, তাহা হইলেও ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদের নিকট শুভ ধর্ম্মগুপ্তকথা কহিলাম, ইহা শ্রবণ মাত্রেই লোকের ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে। অধিক কি, স্বর্ণস্তেয়াদি যে সকল গুরুতর পাতক, তাহাও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ৪৬—৬৫।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২।

—

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—পুনরায় আমি ধনুষ্কোটির বৈভব কিঞ্চিৎ বলিতেছি, ইহা অত্যদ্ভুত, গোপনীয় ও সর্ব্বলোকের একমাত্র পাবন। পূর্ব্বকালে

ব্রহ্মহত্যামবাপ্তবান্। সোঽপি স্নাত্বা ধনুষ্কোটৌ তদ্দোষান্মুমুচে ক্ষণাৎ ॥ ২ ॥ ঋষয় উচুঃ। পিতরং হতবান্ পূর্ব্বং কথং সূত পরাবসুঃ ॥ ৩ ॥ কথং বা ধনুষঃ কোটৌ মুক্তিস্তস্যাপ্যভূন্মুনে। এতন্নঃ শ্রদ্দধানানাং বিস্তরাদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৪ ॥ শ্রীসূত উবাচ। আসীদ্রাজা বৃহদ্দ্যুম্নশ্চক্রবর্ত্তী মহাবলঃ। ধর্ম্মেণ পালয়ামাস সাগরান্তাং বসুন্ধরাম্ ॥ ৫ ॥ অযজৎ সত্রযাগেণ দেবানিন্দ্রপুরোগমান্। যাজকস্তস্য রৈভ্যোঽভূদ্বিদ্বান্ পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ৬ ॥ আস্তাং পুত্রাবুভৌ তস্যাপার্ব্বাবসুপরাবসূ। সষড়ঙ্গবেদবিদুষৌ শ্রৌতস্মার্ত্তেষু কোবিদৌ ॥ ৭ ॥ কাণাদে জৈমিনীয়ে চ সাঙ্খ্যে বৈয়াসিকে তথা। গৌতমে যোগশাস্ত্রে চ পাণিনীয়ে চ কোবিদৌ ॥ ৮ ॥ মন্বাদিস্মৃতিনিষ্ণাতৌ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদৌ। সত্রযাগে সহায়ার্থং বৃহদ্দ্যুম্নেন যাচিতৌ ॥ ৯ ॥ ভ্রাতরৌ সমনুজ্ঞাতৌ পিত্রা রৈভ্যেণ জগ্মতুঃ। বৃহদ্দ্যুম্নস্য সত্রং তাবশ্বিনাবিব রূপিণৌ ॥ ১০ ॥ অতিষ্ঠদাশ্রমে রৈভ্যঃ

তিনি অজ্ঞানবশে পিতৃহত্যা করিয়া ব্রহ্মহত্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাদৃশ পাপী ব্রাহ্মণও ধনুষ্কোটিতে স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যাদোষ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়াছিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! ব্রাহ্মণ পরাবসু পূর্ব্বকালে পিতাকে কিরূপে নিহত করিয়াছিলেন? হে মুনে! কিরূপেই বা ধনুষ্কোটিতে তাঁহার মুক্তি হইয়াছিল? আমরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আমাদের নিকট তাহা বিস্তৃতরূপে ব্যক্ত কর। সূত কহিলেন,—পূর্ব্বে বৃহদ্দ্যুম্ন নামে এক মহাবল চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে সসাগরা বসুন্ধরা পালন করিতেন। একদা বৃহদ্দ্যুম্ন সত্রযাগ দ্বারা ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে অর্চ্চনা করেন। পরম ধার্ম্মিক বিদ্বান্ রৈভ্য তাঁহার যাজক হইয়াছিলেন। রৈভ্যের দুই পুত্র—অর্ব্বাবসু ও পরাবসু; এই দুই ঋষিপুত্র সষড়ঙ্গ সর্ব্ববেদবিৎ; শ্রৌত ও স্মার্ত্তকর্ম্মে কোবিদ; কাণাদ, জৈমিনীয়, সাংখ্য, বৈয়াসিক, গৌতম, যোগশাস্ত্র ও পাণিনীয় গ্রন্থের তত্ত্বাভিজ্ঞ; মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে এবং অন্যান্য সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। রাজা বৃহদ্দ্যুম্ন সত্রযাগে সাহায্য করিবার জন্য উক্ত উভয় ঋষিপুত্রকে প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর অর্ব্বাবসু ও পরাবসু পিতা রৈভ্যের অনুজ্ঞাক্রমে বৃহদ্দ্যুম্নের যজ্ঞক্ষেত্রে রূপবান্ অশ্বিনীকুমারযুগলের ন্যায়

স্নুষয়া জ্যেষ্ঠয়া সহ। তৌ গত্বা ভ্রাতরৌ তত্র রাজ্ঞঃ সত্রমনুত্তমম্ ॥ ১১ ॥ যাজয়ামাসতুঃ সত্রে বৃহদ্দ্যুম্নং মহীপতিম্। নাভবৎ স্খলনং ভ্রাত্রোঃ সত্রে সাঙ্গেষু কর্ম্মসু ॥ ১২ ॥ সত্রে সন্তন্যমানেঽস্মিন্ বৃহদ্দ্যুম্নস্য ভূপতেঃ। মুনয়োঽভ্যাগমন সর্ব্বে রাজ্ঞাহূতা নিরীক্ষিতুম্ ॥ ১৩ ॥ বসিষ্ঠো গৌতমশ্চাত্রির্জাবালিরথ কশ্যপঃ। ক্রতুর্দক্ষঃ পুলস্ত্যশ্চ পুলহো নারদো মুনিঃ ॥ ১৪ ॥ মার্কণ্ডেয়ঃ শতানন্দো বিশ্বামিত্রঃ পরাশরঃ। ভৃগুঃ কুৎসোঽথ বাল্মীকির্ব্যাসধৌম্যাদয়োঽপরে। ১৫ ॥ শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈর্ব্বহুভিরসংখ্যাতৈঃ সমাবৃতাঃ। তানাগতান্ সমালোক্য বৃহদ্দ্যুম্নো মহীপতিঃ ॥ ১৬ ॥ অর্ঘ্যাদিনা মুনীন্ সর্ব্বান্ পূজয়ামাস সাদরম্। নানাদিগ্‌ভ্যঃ সমায়াতাশ্চতুরঙ্গবলৈর্যুতাঃ ॥ ১৭ ॥ উপদাসহিতা ভূপাঃ সত্রং বীক্ষিতুমাদরাৎ। বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথা বর্ণাশ্চত্বারোঽপি সমাগতাঃ ॥ ১৮ ॥ বর্ণিনোঽথ গৃহস্থাশ্চ বানপ্রস্থাশ্চ ভিক্ষবঃ। সত্রং নিরীক্ষিতুং তস্য বৃহদ্দ্যুম্নস্য চাযযুঃ ॥ ১৯ ॥ তান্ সর্ব্বান্ পূজয়ামাস যথার্হং রাজসত্তমঃ। দদৌ চান্নানি সর্ব্বেভ্যো ঘৃতসূপাদিকাংস্তথা ॥ ২০ ॥ বস্ত্রাণি চ

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ দিকে রৈভ্য জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূসহ আশ্রমে রহিলেন। ভ্রাতৃযুগল অর্ব্বাবসু ও পরাবসু রাজা বৃহদ্দ্যুম্নের সেই উত্তম যজ্ঞে গমন করিয়া তাঁহার যাজকতা করিলেন। সেই সত্রে এবং সাঙ্গ কর্ম্মে তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার কোনই ত্রুটি হইল না। ভূপতি বৃহদ্দ্যুম্নের যজ্ঞারম্ভ হইলে তৎকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞদর্শনার্থ মুনিগণ আগমন করিলেন।১—১৩। বশিষ্ঠ, গৌতম, অত্রি, জাবালি, কশ্যপ, ক্রতু, দক্ষ, পুলস্ত্য, পুলহ, নারদ, মার্কণ্ডেয়, শতানন্দ, বিশ্বামিত্র, পরাশর, ভৃগু, কুৎস, বাল্মীকি, ব্যাস ও ধৌম্যাদি অপরাপর বহু মুনি ঋষি অসংখ্য-শিষ্য-প্রশিষ্য সমভিব্যাহারে সেই যজ্ঞে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া মহীপতি বৃহদ্দ্যুম্ন অর্ঘ্যাদি দ্বারা সাদরে তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিলেন। ভূপগণ চতুরঙ্গবলে অন্বিত হইয়া নানাদিক্ হইতে উপঢৌকন লইয়া যজ্ঞদর্শনার্থ আগমন করিলেন। বৈশ্য এবং শূদ্রগণ সমাগত হইলেন। এইরূপে ক্রমে চারিবর্ণই আসিলেন। বর্ণী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ও ভিক্ষু, সকলশ্রেণীর সকল লোকেই বৃহদ্দ্যুম্নের যজ্ঞ নিরীক্ষণার্থ আগমন করিলেন। রাজশ্রেষ্ঠ বৃহদ্দ্যুম্ন সমস্ত অভ্যাগতদিগকেই যথাযোগ্য সৎকার

সুবর্ণানি হাররত্নান্যনেকশঃ। এবং সৎকারয়ামাস রাজা সত্রে সমাগতান্॥ ২১॥ রৈভ্যপুত্রৌ তদা বিপ্রা অর্ব্বাবসুপরাবসূ। অধ্বরাদীনি কর্ম্মাণি চক্রতুঃ স্খলিতং বিনা॥ ২২॥ তদ্দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে কৌশলং রৈভ্যপুত্রয়োঃ। শ্লাঘন্তে সশিরঃকম্পং বশিষ্ঠপ্রমুখাস্তদা॥ ২৩॥ কর্ম্মাণি কানিচিত্তত্র কারয়িত্বা পরাবসুঃ। তৃতীয়সবনস্যান্তে গৃহকৃত্যং নিরীক্ষিতুম্॥ ২৪॥ প্রযযৌ স্বাশ্রমং সায়ং বিনৈবার্ব্বাবসুং দ্বিজাঃ। তস্মিন্নবসরে রৈভ্যং কৃষ্ণাজিনসমাবৃতম্॥ ২৫॥ বনে চরন্তং পিতরং দৃষ্ট্বা স মৃগশঙ্কয়া। নিদ্রাকলুষিতো রাত্রাবন্ধে তমসি সঙ্কুলে॥ ২৬॥ আত্মানং হন্তুমায়াতি মৃগোঽয়মিতি চিন্তয়ন্। জঘান পিতরং সোঽয়ং মহারণ্যে পরাবসুঃ॥ ২৭। রিরক্ষিষুণা শরীরং স্বং তেনাকামতঃ পিতা। রজন্যাং হিংসিতো বিপ্রা মহাপাতককারিণা॥ ২৮॥ অন্তিকং স সমাগত্য ব্যলোকয়ত তং হতম্। জ্ঞাত্বা স্বপিতরং রাত্রৌ শুশোচ ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২৯॥ প্রেতকার্য্যং ততঃ কৃত্বা পিতুঃ সর্ব্বং পরাবসুঃ। ভূয়োঽপি নৃপতেঃ সত্রং পরাবসুরুপাযযৌ॥ ৩০॥ স্বচেষ্টিতন্তু তৎসর্ব্বমনুজায় ততোঽব্রবীৎ। মৃতং স্বপিতরং শ্রুত্বা সোঽপি শোকাকুলোঽভবৎ॥৩১॥ জ্যেষ্ঠোঽনুজং ততঃ প্রাহ বচনং দ্বিজসত্তমাঃ। মহৎসত্রং সমারব্ধং বৃহদ্দ্যুম্নস্য ভূপতেঃ॥ ৩২॥ বোঢ়ৃং স্বশক্তির্নাস্ত্যস্য কর্ম্মণো বালকস্য তে। জনকশ্চ হতো রাত্রৌ ময়াপি মৃগশঙ্কয়া॥ ৩৩॥ প্রায়শ্চিত্তঞ্চ কর্ত্তব্যং ব্রহ্মহত্যাবিশুদ্ধয়ে। মদর্থং ব্রতচর্য্যাং ত্বং চর তাত কনিষ্ঠক॥ ৩৪॥ একাকী ধুরমুদ্বোঢ়ুং শক্তোঽহং সত্রকর্ম্মণঃ। অর্ব্বাবসুরিতি প্রোক্তো জ্যেষ্ঠেন স তমভাষত॥ ৩৫॥ তথা ভবত্বহং জ্যেষ্ঠ চরিষ্যে ব্রতমুত্তমম্। ব্রহ্মহত্যাবিশুদ্ধ্যর্থং ত্বং সত্রধুরমাবহ॥ ৩৬॥ ইত্যুক্ত্বা সোঽনুজো জ্যেষ্ঠং তস্মাৎ সত্রাদ্বিনির্যযৌ। কারয়ামাস কর্ম্মাণি জ্যেষ্ঠস্তস্মিন্ গতে ক্রতৌ॥ ৩৭॥ দ্বাদশাব্দং কনিষ্ঠোঽপি ব্রহ্মহত্যাব্রতং দ্বিজাঃ। চরিত্বা সত্রযাগেঽস্মিন্নাজগাম পুনর্মুদা॥

করিলেন। তিনি সকলকেই অন্ন, ঘৃত, সূপাদি এবং প্রচুর বস্ত্র, সুবর্ণ ও বহু হাররত্ন দান করিলেন। এইরূপে রাজা যজ্ঞে সমাগত সমস্ত লোককেই যথাযথ সৎকার করিলেন। হে বিপ্রগণ! তখন রৈভ্যনন্দন অর্ব্বাবসু ও পরাবসু কোনরূপ ত্রুটিবিচ্যুতি বিনাই সমস্ত যজ্ঞকর্ম্ম সমাধা করিলেন। বশিষ্ঠপ্রমুখ মুনিগণ রৈভ্যপুত্রযুগলের কর্ম্ম-কৌশলদর্শনে সকলেই শিরঃকম্পন পূর্ব্বক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরাবসু তখন কতকগুলি যজ্ঞকর্ম্ম করাইয়া তৃতীয় সবনের অবসানে স্বীয় গৃহকার্য্য দর্শনের জন্য সায়ংকালে নিজাশ্রমে গমন করিলেন। হে দ্বিজগণ! সে কালে অর্ব্বাবসু গৃহে গেলেন না; তিনি রাজকীয় যজ্ঞাগারেই রহিলেন। এ দিকে সেই অবসরে পিতা রৈভ্য কৃষ্ণাজিনে পরিবৃত হইয়া বনে বিচরণ করিতেছিলেন। পরাবসু তদ্দর্শনে তখনকার সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে নিদ্রাকলুষিতনেত্রে ভাবিলেন,—নিশ্চয়ই ইহা একটা মৃগ—আমাকে বিনাশ করিবার জন্য আসিতেছে। এই ভাবিয়া সেই মহারণ্যে তিনি পিতাকে হনন করিলেন। হে বিপ্রগণ! পরাবসু স্বীয় শরীররক্ষার নিমিত্ত অকামনায় রজনীযোগে পিতাকে বিনষ্ট করিয়া মহাপাতকী হইলেন; পরে নিকটে আসিয়া সেই হত জীবকে স্বীয় পিতা বলিয়া বুঝিতে পারিয়া সমস্ত রাত্রি ব্যথিতচিত্তে শোক করিলেন। অনন্তর পরাবসু তদীয় প্রেতকার্য্য সমাধা করিয়া পুনর্ব্বার নরপতির যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন এবং নিজের আচরিত সমস্ত কার্য্য অনুজের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন। স্বীয় পিতার মরণসংবাদ শুনিয়া অর্ব্বাবসুও শোকাকুল হইলেন।১৪—৩১ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠকে বলিলেন,—ভূপতি বৃহদ্দ্যুম্নের মহাযজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছে। তুমি বালক; সুতরাং সেই যজ্ঞকর্ম্মের ভার-বহনে তোমার সামর্থ্য নাই। এদিকে আমিও রাত্রিযোগে মৃগ মনে করিয়া জনককে নিহত করিয়াছি। এক্ষণে ব্রহ্মহত্যা-বিশুদ্ধির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করাও কর্ত্তব্য হইতেছে। হে তাত, কনিষ্ঠ! তুমি আমার হইয়া ব্রতচর্য্যা কর। আমি একাকীই এই যজ্ঞকর্ম্মের ভারবহনে সমর্থ হইব। জ্যেষ্ঠ এই কথা কহিলে, অর্ব্বাবসু তাঁহাকে বলিলেন,—হে জ্যেষ্ঠ! তাহাই হউক; আমি ব্রহ্মহত্যাবিশুদ্ধির নিমিত্ত উত্তম ব্রত আচরণ করিব। তুমি যজ্ঞভার বহন কর। অনুজ পরাবসু জ্যেষ্ঠকে এই কথা কহিয়া সেই যজ্ঞাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কনিষ্ঠ চলিয়া গেলে জ্যেষ্ঠই যজ্ঞকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! এদিকে কনিষ্ঠ দ্বাদশাব্দ-ব্রহ্মহত্যাব্রত আচরণ করিয়া পুনরায় প্রীতিসহকারে নরপতির সেই সত্রযাগে আগমন

৩৮॥ তং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠো বৃহদ্যুম্নমুবাচ হ। অয়ং তে ব্রহ্মহা সত্রমর্ব্বাবসুরুপাগতঃ॥ ৩৯॥ এনমুৎসারয়াশু ত্বমস্মাৎ সত্রান্নৃপোত্তম। অন্যথা সত্রযাগস্য ফলহানির্ভবিষ্যতি॥ ৪০॥ ইতীরিতঃ স স্বপ্রেষ্যৈর্যাগাত্তমুদবাসয়ৎ। উদ্বাস্যমানো রাজানমর্ব্বাবসুরথাব্রবীৎ॥ ৪১॥ ন ময়া ব্রহ্মহত্যেয়ং বৃহদ্যুম্ন কৃতানঘ। কিন্তু জ্যেষ্ঠেন মে সা হি ব্রহ্মহত্যা কৃতা বিভো॥ ৪২॥ ব্রহ্মহত্যাব্রতং চীর্ণং তদর্থঞ্চ ময়াধুনা। এবমুক্তোঽপি রাজাসৌ বচসা স পরাবসোঃ॥ ৪৩॥ অর্ব্বাবসুং নিজাৎ সত্রাদুদবাসয়দাশু বৈ। ধিক্‌কৃতো ব্রাহ্মণৈশ্চাথ যযৌ তূষ্ণীং বনং তদা॥ ৪৪॥ মুনিবৃন্দসমাকীর্ণং তপোবনমুপেত্য সঃ। অর্ব্বাবসুস্তপশ্চক্রে দেবৈরপি সুদুষ্করম॥ ৪৫॥ তপঃ কুর্ব্বংস্তথাদিত্যমুপতস্থে সমাহিতঃ। মূর্ত্তিমাংস্তপসা তস্য মহতাতুষ্টধীঃ স্বয়ম্॥ ৪৬॥ আবিরাসীৎ স্বয়া দীপ্ত্যা ভাসয়ন জগতীতলম্। কর্ম্মসাক্ষী জগচ্চক্ষুর্ভাস্করো দেবতাগ্রণীঃ॥ ৪৭॥ আবির্ব্বভূবুর্দেবাশ্চ পুরস্কৃত্য শচীপতিম্। ইন্দ্রাদয়স্ততো দেবাঃ প্রোচুরর্ব্বাবসুং দ্বিজাঃ॥ ৪৮॥ অর্ব্বাবসো ত্বং প্রবরস্তপসা ব্রহ্মচর্য্যতঃ। আচারেণ শ্রুতেনাপি বেদশাস্ত্রাদিশিক্ষয়া॥ ৪৯॥ নিরাকৃতোঽবমানেন ত্বং পরাবসুনা বহু। তথাপি ক্ষময়া যুক্তো ন কুপ্যতি ভবান্ যতঃ॥ ৫০॥ যস্মাজ্জ্যেষ্ঠোঽবধীত্তাতং ন হিংসীস্ত্বং মহামতে। ব্রহ্মহত্যাব্রতং যস্মাত্তদর্থং চরিতং ত্বয়া। অতঃ স্বীকুর্ম্মহে ত্বাস্তু পরাকুর্ম্মঃ পরাবসুম্॥ ৫১॥ উক্ত্বৈবং বলভিন্মুখ্যাঃ সর্ব্বে চ ত্রিদিবালয়াঃ॥ ৫২॥ তং তে প্রবরয়ামাসুর্নিরাসুশ্চ পরাবসুম্। পুনরিন্দ্রাদয়ো দেবাঃ পুরোধায় দিবাকরম্॥ ৫৩॥ অর্ব্বাবসুং প্রোচুরিদং বরং ত্বং বরয়েতি বৈ। স চাপি প্রার্থয়ামাস জনকস্যোত্থিতিং পুনঃ॥ ৫৪॥ বধে চাস্মরণং দেবানাত্মনো জনকস্য বৈ। তথাস্ত্বিতি সুরাঃ প্রোচুঃ পুনরূচুরিদং বচঃ॥ ৫৫॥ বরং চান্যং প্রদাস্যামো বরয় ত্বং মহামতে। এবমুক্তঃ সুরৈঃ সোঽয়মর্ব্বাবসুরভাষত॥ ৫৬॥ মম ভ্রাতুরতুষ্টত্বং ভবতু ত্রিদশালয়াঃ। অর্ব্বাবসোর্ব্বচঃ

করিলেন। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিয়া নরপতি বৃহদ্যুম্নকে বলিলেন, এই ব্রহ্মঘাতী অর্ব্বাবসু আপনার সত্রে আগমন করিয়াছে। অতএব হে নৃপবর! ইহাকে আপনি এই যজ্ঞক্ষেত্র হইতে অপসারিত করুন। অন্যথা, সত্রযাগের ফলহানি হইবে। পরাবসু এই কথা কহিলে রাজা স্বীয় ভৃত্যগণ দ্বারা তাঁহাকে সে স্থান হইতে সরাইয়া দিলেন। তখন অর্ব্বাবসু নিঃসারিত হইবার সময় রাজাকে বলিলেন,—হে অনঘ, বৃহদ্যুম্ন! আমি ব্রহ্মহত্যা করি নাই। আমার জ্যেষ্ঠই ব্রহ্মহত্যা করিয়াছেন। আমি তাঁহারই হইয়া ব্রহ্মহত্যাব্রতাচারণ করিয়াছি। অর্ব্বাবসু এই কথা বলিলেও রাজা তাঁহাকে পরাবসুর কথানুসারে নিজ সত্র হইতে সত্বর নিষ্কাসিত করিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তিনি নীরবে বনবাসে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর অর্ব্বাবসু মুনিগণসমাকীর্ণ তপোবনে আসিয়া এরূপ কঠোর তপস্যা করিলেন, যাহা দেবগণেরও দুষ্কর। তিনি সমাহিত হইয়া তপস্যা করিতে করিতে আদিত্যের উপাসনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার মহাতপস্যায় প্রসন্ন হইয়া দেবাগ্রণী ধর্ম্মসাক্ষী জগচ্চক্ষু ভগবান্ ভাস্কর স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ হইয়া স্বীয় দীপ্তিচ্ছটায় জগতীতল উদ্ভাসিত করিতে করিতে প্রাদুর্ভূত হইলেন এবং ইন্দ্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অন্যান্য দেবগণও আগমন করিলেন। হে দ্বিজগণ! তৎকালে ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ অর্ব্বাবসুকে বলিলেন,—হে অর্ব্বাবসো! তুমি তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, আচার, শাস্ত্রজ্ঞান ও বেদশাস্ত্রাদির শিক্ষা দ্বারা সকলের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছ। পরাবসু তোমাকে অত্যন্ত অবমাননা করিয়া নিরাকৃত করিয়াছেন; তথাপি তুমি ক্ষমাশীল বলিয়া তৎপ্রতি ক্রোধ কর নাই। অপিচ তোমার জ্যেষ্ঠই পিতৃহত্যা করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে বধ কর নাই; পরন্তু তাঁহারই নিমিত্ত তুমি ব্রহ্মহত্যাব্রত আচরণ করিয়াছ। এই সকল কারণে আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমরা তোমাকেই বহুমানাস্পদ করিব আর, পরাবসুকে নিরস্ত করিব। ৩২—৫১। এই বলিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ অর্ব্বাবসুকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বরিয়া লইলেন; আর পরাবসুকে নিরস্ত করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ দিবাকরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অর্ব্বাবসুকে বলিলেন, তুমি বর গ্রহণ কর। অর্ব্বাবসু চাহিলেন,—আমার জনকের পুনরুত্থান হউক; স্বীয় বধবৃত্তান্ত তাঁহার যেন স্মরণ হয় না। সুরগণ বলিলেন,—তথাস্তু। বলিয়া, পুনর্ব্বার অর্ব্বাবসুকে বলিলেন,—হে মহামতে! আমরা অন্য বর তোমায় প্রদান করিব, তুমি প্রার্থনা কর। সুরগণ ঐ কথা কহিলে, অর্ব্বাবসু বলিলেন—হে দেবগণ! আমার

শ্রুত্বা ত্রিদশাঃ পুনরব্রুবন্ ॥ ৫৭ ॥ ব্রাহ্মণস্য পিতুর্ঘাতান্মহান্ দোষঃ পরাবসোঃ। ন হ্যন্যকৃতপাপস্য পরেণানুষ্ঠিতেন বৈ ॥ ৫৮ ॥ প্রায়শ্চিত্তেন শান্তিঃ স্যান্মহাপাতকপঞ্চকে। পিতুর্ব্রাহ্মণহন্তুস্তু সুতরাং নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৫৯ ॥ আত্মনানুষ্ঠিতেনাপি ব্রতেন ন হি নিষ্কৃতিঃ। পরাবসোস্তব ভ্রাতুরতো নৈবাস্তি-নিষ্কৃতিঃ ॥ ৬০ ॥ অতোঽস্মাভিরদুষ্টত্বমস্মৈ দাতুং ন শক্যতে। অর্ব্বাবসুঃ পুনঃ প্রাহ দেবানিন্দ্রপুরোগমান্ ॥ ৬১ ॥ তথাপি যুষ্মন্মাহাত্ম্যাৎ প্রসাদাত্তবতাং তথা। পিতুর্ব্রাহ্মণহন্তুর্মে ভ্রাতুস্ত্রিদশসত্তমাঃ ॥ ৬২ যথা স্যান্নিষ্কৃতিরুক্তিং তথৈব কৃপয়া যুতাঃ। এবমর্ব্বাবসোঃ শ্রুত্বা বচস্তে ত্রিদশালয়াঃ ॥ ৬৩ ॥ ধ্যাত্বা তু সুচিরং কালং বিনিশ্চিত্যেদমব্রুবন্। উপায়ন্তে প্রবক্ষ্যামস্তৎপাতকনিবারণম্ ॥ ৬৪ ॥ দক্ষিণাম্বুনিধৌ পুণ্যে রামসেতৌ বিমুক্তিদে। ধনুষ্কোটিরিতি খ্যাতং তীর্থমস্তি বিমুক্তিদম্ ॥ ৬৫ ॥ ব্রহ্মহত্যা-সুরাপানস্বর্ণস্তেয়বিনাশনম্। গুরুতল্পগসংসর্গদোষাণামপি নাশনম্ ॥ ৬৬ ॥ অকামেনাপি যঃ স্নায়াদপবর্গ-ফলপ্রদম্। দুঃস্বপ্ননাশনং ধন্যং নরকক্লেশনাশনম্ ॥ ৬৭ কৈলাসাদিপদপ্রাপ্তিকারণং পরমার্থদম্। সর্ব্ব-কামপ্রদং পুংসামৃণদারিদ্র্যনাশনম্ ॥ ৬৮ ॥ ধনু-ষ্কোটির্ধনুষ্কোটির্ধনুষ্কোটিরিতীরণাৎ। স্বর্গাপবর্গদং পুংসাং মহাপুণ্যফলপ্রদম্ ॥ ৬৯ ॥ তত্র গত্বা তব ভ্রাতা স্নায়াদ্যদি পরাবসুঃ। তৎক্ষণাদেব তে জ্যেষ্ঠো মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৭০ ॥ ইদং রহস্যং সুমহৎ প্রায়শ্চিত্তমুদীরিতম্। উক্ত্বেত্যর্বাবসুং দেবাঃ প্রযযুঃ স্বপুরীং প্রতি ॥ ৭১ ॥ তত অর্ব্বাবসুর্জ্যেষ্ঠং সমাদায় পরাবসুম্। রামচন্দ্রধনুষ্কোটিং প্রযযৌ মুক্তিদায়িনীম্ ॥ ৭২ ॥ সেতৌ সঙ্কল্পমুক্ত্বা তু নিয়মেন পরাবসুঃ। সহ ভ্রাত্রা ধনুষ্কোটৌ সস্নৌ পাতকশুদ্ধয়ে ॥ ৭৩ ॥ স্নাত্বোত্থিতং ধনুষ্কোটৌ তং প্রোবাচাশরীরিণী। পরাবসো বিনষ্টা তে পিতৃব্রাহ্মণঘাতজা ॥ ৭৪ ॥ ব্রহ্মহত্যা মহাঘোরা নরকক্লেশকারিণী। ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ সাপি বাগশরীরিণী ॥ ৭৫ ॥ পরাবসুস্তদা বিপ্রাঃ কনিষ্ঠেন সমন্বিতঃ। রামচন্দ্র-

---

ভ্রাতা নির্দ্দোষ হউন। অর্ব্বাবসুর বাক্য শুনিয়া ত্রিদশগণ পুনর্ব্বার বলিলেন,—একে পিতা, তদুপরি ব্রাহ্মণ; সুতরাং তাঁহাকে বধ করায় পরাবসুর মহাদোষ ঘটিয়াছে। পঞ্চ মহাপাতকের মধ্যে একজনে কোন পাতক করিল; অন্যে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিল; এরূপ করিলে ঐ পাতকের শান্তি হয় না। বিশেষতঃ পিতৃব্রাহ্মণঘাতীর নিষ্কৃতি তো কিছুতেই হইবার নহে। নিজে যদি ব্রতাচরণ করে, তথাপি এরূপ পাতক হইতে নিষ্কৃতি ঘটে না। অতএব তোমার ভ্রাতা পরাবসুর আর নিষ্কৃতি নাই। তাই বলিতেছি, তোমার ভ্রাতার নির্দ্দোষত্ব বর আমরা প্রদান করিতে পারিব না। অর্ব্বাবসু পুনরায় ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে বলিলেন,—যদি এরূপ বর দেও। অসম্ভবই হয়, তাহা হইলে প্রার্থনা—আপনাদের মাহাত্ম্যে এবং প্রসাদে—হে ত্রিদশশ্রেষ্ঠগণ! আমার পিতৃব্রাহ্মণঘাতী ভ্রাতা যাহাতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন, তাহা কৃপা করিয়া বলুন। অর্ব্বাবসুর এই কথা শ্রবণ করিয়া ত্রিদশগণ কিঞ্চিৎ কাল চিন্তার পর নিশ্চয়পূর্ব্বক বলিলেন,—আমরা তোমার ভ্রাতার পাতকনিবৃত্তির উপায় বলিতেছি। দক্ষিণসমুদ্রে মুক্তিপ্রদ পূত রামসেতুতে ধনুষ্কোটি নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে। উহা বিমুক্তিপ্রদ। ঐ তীর্থের সেবা করিলে ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্বর্ণ-স্তেয়, গুর্ব্বঙ্গনাগমন ও তৎতৎসংসর্গজন্য পাপ বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি নিষ্কামভাবে তথায় স্নান করে, তাহার অপবর্গফল জন্মিয়া থাকে। ঐ তীর্থ নরগণের দুঃস্বপ্নহর, ধন্য, নরকক্লেশনাশক, কৈলাসাদিপদপ্রাপ্তির কারণ, পরমার্থপ্রদ, সর্ব্ব কামফল-জনক ও ঋণ-দারিদ্র্য-নাশক। অধিক কি, ধনুষ্কোটি, ধনুষ্কোটি, এরূপ ধনুষ্কোটি, উচ্চারণেও নরগণের স্বর্গাপবর্গ ও মহাপুণ্যফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।৫২-৭০ তোমার ভ্রাতা পরাবসু তথায় গিয়া যদি স্নান করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হইবে। এই রহস্য মহাপ্রায়শ্চিত্তের কথা তোমার নিকট বলিলাম। দেবগণ অর্ব্বাবসুকে ঐ কথা কহিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর অর্ব্বাবসু জ্যেষ্ঠ পরাবসুকে লইয়া মুক্তিদায়িনী রাম-ধনুষ্কোটিতে গমন করিলেন। পরাবসু সেতুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পাপক্ষালনের নিমিত্ত ভ্রাতার সহিত সঙ্কল্পপূর্ব্বক নিয়মমত ধনুষ্কোটিতে স্নান করিলেন। তিনি স্নান করিয়া উত্থিত হইলে, এক আকাশবাণী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—হে পরাবসো! পিতৃব্রাহ্মণ-হত্যাজনিতা মহাঘোর নরক-দুঃখদায়িনী ব্রহ্মহত্যা তোমার নষ্ট হইয়াছে। এই বলিয়া সেই আকাশবাণী বিরত হইল। হে বিপ্রগণ! তখন পরাবসু কনিষ্ঠের

ধনুষ্কোটিং প্রণম্য চ সভক্তিকম্ ॥ ৭৬ ॥ রামনাথং মহাদেবং নত্বা ভক্তিপুরঃসরম্। বিমুক্তপাতকো বিপ্রাঃ প্রযযৌ পিতুরাশ্রমম্ ॥ ৭৭ ॥ মৃত্যোত্থিতস্তদা রৈভ্যো দৃষ্ট্বা পুত্রৌ সমাগতৌ। সন্তুষ্টহৃদয়ো হ্যস্তে পুত্রাভ্যাং স্বাশ্রমে তদা ॥ ৭৮ ॥ রামচন্দ্রধনুষ্কোটৌ স্নানেন হতপাতকম্। এনং পরাবসুং সর্ব্বে স্বীচক্রুর্মুনয়স্তদা ॥ ৭৯ ॥ এবং পরাবসোরুক্তং ব্রহ্মহত্যাবিমোক্ষণম্। স্নানমাত্রাদ্ধনুষ্কোটৌ যুষ্মাকং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৮০ ॥ সুরাপানাদয়ো বিপ্রা নশ্যন্ত্যেবাত্র মজ্জনাৎ। সত্যংসত্যং পুনঃ সত্যমুদ্ধৃত্য ভুজমুচ্যতে ॥ ৮১ ॥ মহাপাতকসঙ্ঘাশ্চ নশ্যেয়ুর্মজ্জনাদিহ। য ইমং পঠতেঽধ্যায়ং ব্রহ্মহত্যাবিমোক্ষণম্ ॥ ৮২ ॥ ব্রহ্মহত্যা বিনশ্যেত তৎক্ষণান্নাস্তি সংশয়ঃ। সুরাপানাদয়োঽপ্যস্য শান্তিং গচ্ছেয়ুরঞ্জসা ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধনুষ্কোটিপ্রশংসায়াং পরাবসোর্ব্রহ্মহত্যাবিমোক্ষণং নাম ত্রয়স্ত্রিংশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

সহিত ভক্তিভাবে রাম-ধনুষ্কোটিকে এবং রামনাথ-মহাদেবকে নমস্কার করিয়া নিষ্পাপদেহে পিতার আশ্রমে গমন করিলেন। এদিকে মৃত্যোত্থিত রৈভ্য পুত্রদ্বয়কে আশ্রমে সমাগত দেখিয়া সন্তুষ্টমনে তাহাদের সহিত আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। পরাবসু ধনুষ্কোটিতে স্নান করিলে মুনিগণ তাঁহাকে নিষ্পাপ বলিয়া স্বীকার করিলেন। হে মুনিবরগণ! ধনুষ্কোটিতে স্নানমাত্রে ব্রহ্মহত্যা হইতে পরাবসুর নিষ্কৃতিলাভের কথা এই আমি আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম। হে বিপ্রগণ! এই তীর্থেই মজ্জন করিলে সুরাপানাদিদোষও নিশ্চয় নষ্ট হয়। আমি ভুজোত্তোলন করিয়া বলিতেছি—একথা সত্য, সত্য, সত্য। মহাপাতকরাশিও এখানে অবগাহন করিলে নষ্ট হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মহত্যাবিমোচন অধ্যায় যে ব্যক্তি পাঠ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। এই তীর্থের প্রভাবে সুরাপানাদিজনিত পাপেরও নিশ্চয় শান্তি হয়। ৮৩—৭১।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। ইতিহাসং পুনর্ব্বক্ষ্যে ধনুষ্কোটিপ্রশংসনম্। শৃগালস্য চ সংবাদং বানরস্য চ সত্তমাঃ ॥ ১ ॥ শৃগালবানরৌ পূর্ব্বমাস্তাং জাতিস্মরাবুভৌ। পুরাপি মানুষে ভাবে সখায়ৌ তৌ বভূবতুঃ ॥ ২ ॥ অন্যাং যোনিং সমাপন্নৌ শার্গালীং বানরীং তথা। সখ্যং সমীয়তুরুভৌ শৃগালো বানরো দ্বিজাঃ ॥ ৩ ॥ কদাচিদ্রুদ্রভূমিষ্ঠং শৃগালং বানরোঽব্রবীৎ। শ্মশানমধ্যে সম্প্রেক্ষ্য পূর্ব্বজাতিমনুস্মরন্ ॥ ৪ ॥ বানর উবাচ। শৃগাল পাতকং পূর্ব্বং কিমকার্ষীঃ সুদারুণম্। যস্ত্বং শ্মশানে মৃতকান্ পূতিগন্ধাংশ্চ কুৎসিতান্। অৎসীত্যুক্তোঽথ কপিনা শৃগালস্তমভাষত ॥ ৫ ॥ শৃগাল উবাচ। অহং পূর্ব্বভবে হ্যাসং ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ ॥ ৬ ॥ বেদশর্ম্মাভিধো বিদ্বান সর্ব্বকর্ম্মকলাপবিৎ। ব্রাহ্মণায় প্রতিশ্রুত্য ন ময়া তত্র জন্মনি ॥ ৭ ॥ রূপে ধনং তদা দত্তং শৃগালোঽহং ততোঽভবম্। তস্মাদেবংবিধং ভক্ষ্যং ভক্ষয়াম্যতিকুৎসিতম্ ॥ ৮ ॥ প্রতিশ্রুত্য

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে সাধুশ্রেষ্ঠগণ! আমি পুনরায় ধনুষ্কোটির প্রশংসামূলক শৃগাল ও বানরের সংবাদাত্মক ইতিহাস আপনাদের নিকট বলিতেছি। পূর্ব্বে এক শৃগাল ও এক বানর ছিল। তাহারা উভয়েই জাতিস্মর। পূর্ব্বজন্মে তাহারা মানুষ ছিল এবং পরস্পর পরস্পরের সখা হইয়াছিল। পরজন্মে তাহারা শৃগাল এবং বানরযোনি প্রাপ্ত হইল। হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বসংস্কারবশে ঐ শৃগাল ও বানর এ জন্মেও পরস্পরের সখা হইল। শৃগাল একদা শ্মশানমধ্যে বিচরণ করিতেছিল, এই সময় বানর তাহাকে দেখিয়া পূর্ব্বজাতি স্মরণপূর্ব্বক বলিল,—হে শৃগাল! তুমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি পাতক করিয়াছিলে, যাহার জন্য এই শ্মশানে পূতিগন্ধময় কুৎসিত শবদেহ তোমাকে ভক্ষণ করিতে হইতেছে? বানর এই কথা কহিলে, শৃগাল প্রত্যুত্তরে বলিল—আমি পূর্ব্বজন্মে এক বেদপারগ ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমার নাম ছিল বেদশর্ম্মা। আমি বিদ্বান্ এবং সর্ব্বকর্ম্মে কুশল হইয়াছিলাম, কিন্তু সেই জন্মে আমি প্রতিশ্রুত হইয়া ব্রাহ্মণকে ধনদান করি নাই, তাহারই জন্য হে সখে! আমি এক্ষণে শৃগাল হইয়াছি এবং সেই জন্যই এবংবিধ কুৎসিত ভক্ষ্য আমি ভক্ষণ করিতেছি।১—৮। যে

দুরাত্মানো ন প্রযচ্ছন্তি যে নরাঃ। কপে শৃগাল-যোনিস্তে প্রাপ্নুবন্ত্যতিকুৎসিতাম্॥ ৯॥ যো ন দদ্যাৎ প্রতিশ্রুত্য স্বল্পং বা যদি বা বহু। সর্ব্বাশাস্তস্য নষ্টাঃ স্যুঃ ষণ্ঢস্যেব প্রজোদ্ভবঃ॥ ১০॥ প্রতিশ্রুত্যা-প্রদানে তু ব্রাহ্মণায় প্লবঙ্গম। দশজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥ ১১॥ প্রতিশ্রুত্যাপ্রদানেন যৎপাপমুপজায়তে। নাশ্বমেধশতেনাপি তৎপাপং পরিশুধ্যতি॥ ১২॥ ন জানেঽহমিদং পাপং কদা নষ্টং ভবেদিতি। তস্মাৎ প্রতিশ্রুতং দ্রব্যং দাতব্যং বিদুষা সদা॥ ১৩॥ প্রতিশ্রুত্যাপ্রদানেন শৃগালো ভবতি ধ্রুবম্। তস্মাৎ প্রাজ্ঞেন বিদুষা দাতব্যং হি প্রতিশ্রুতম্॥ ১৪॥ ইত্যুক্ত্বা স শৃগালস্তং বানরং পুনরব্রবীৎ। ভবতা কিং কৃতং পাপং যেন বানরতামগাৎ॥ ১৫॥ অনাগসো বনচরান পক্ষিণো হিংসি বানর। তৎপাতকং বদস্বাদ্য বানরত্বপ্রদং মম। ইত্যুক্তঃ স শৃগালেন শৃগালং বানরো-ঽব্রবীৎ॥ ১৬॥ বানর উবাচ। পুরা জন্মন্যহং বিপ্রো বেদনাথ ইতি স্মৃতঃ॥ ১৭॥ বিশ্বনাথো মম পিতা মমাম্বা কমলালয়া। শৃগালং সখ্যমভবদাবয়োঃ প্রাগ্‌ভবেঽপি হি॥ ১৮॥ ত্বং ন জানাসি তৎসর্ব্বং বেদ্ম্যহং পুণ্যগৌরবাৎ। তপসারাধ্য গিরিশং তৎপ্রসাদাৎ পুরা মম॥ ১৯॥ অতীতভাবিবিজ্ঞান-মস্তি জন্মান্তরেঽপি চ। গোমায়ো তন্ডবে শাকং ব্রাহ্মণস্য হৃতং ময়া॥ ২০॥ তৎপাপাদ্বানরো জাতো নরকানুভবাদনু। নাহর্ত্তব্যং বিপ্রধনং হরণান্নরকং ভবেৎ॥ ২১॥ অনন্তরং বানরত্বং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। তস্মান্ন ব্রাহ্মণস্বন্তু হর্ত্তব্যং বিদুষা সদা॥ ২২॥ ব্রহ্মস্বহরণাৎ পাপমধিকং নৈব বিদ্যতে। পীতবন্তং বিষং হন্তি ব্রহ্মস্বং স্বকুলং দহেৎ॥ ২৩॥ ব্রহ্মস্ব-হরণাৎ পাপী কুম্ভীপাকেষু পচ্যতে। পশ্চান্নরক-শেষেণ বানরীং যোনিমশ্নুতে॥ ২৪॥ বিপ্রদ্রব্যং ন হর্ত্তব্যং ক্ষন্তব্যং তেষ্বতঃ সদা। বালা দরিদ্রাঃ কৃপণা বেদশাস্ত্রাদিবর্জ্জিতাঃ॥ ২৫॥ ব্রাহ্মণা নাব-মন্তব্যাঃ ক্রুদ্ধাশ্চেদনলোপমাঃ। অতীতানাগতং জ্ঞানং শৃগালাখিলমস্তি মে॥ ২৬॥ জ্ঞানমস্তি ন মে

সকল দুরাত্মা নর প্রতিশ্রুত হইয়া দান না করে, হে কপে! তাহারাই কুৎসিত শৃগালযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অল্প হউক, বহু হউক, যে প্রতিশ্রুত হইয়া দান না করে, ক্লীবের সন্তানোৎপত্তির ন্যায় তাহার সমস্ত আশা নষ্ট হইয়া যায়। হে প্লবঙ্গম! ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া যে ব্যক্তি না দান করে, তাহার দশজন্মার্জ্জিত পুণ্য তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। প্রতিশ্রুতিপূর্ব্বক দান না করিলে যে পাপ জন্মিয়া থাকে, শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেও সে পাপ হইতে পরিশুদ্ধি নাই। আমি জানি না, আমার এই পাপ কবে নষ্ট হইবে! যাহা হউক, প্রতিশ্রুত দ্রব্য দান করা বিদ্বান্‌গণের সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য। প্রতিশ্রুতি করিয়া দান না করিলে নিশ্চয়ই শৃগাল হইতে হয়। অতএব আবার বলি যে, প্রতিশ্রুত দ্রব্য দানকরা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। শৃগাল এই কথা কহিয়া পুনরায় বানরকে বলিল,—তুমি কি পাপকার্য্য করিয়াছ? যাহার জন্য এই বানর হইয়া তোমাকে জন্মিতে হইয়াছে? হে বানর! তুমি নিরপরাধ বনচর পক্ষীদিগকে হিংসা করিতেছ। অতএব বল, তোমার পাতক কি? কেন তুমি বানর হইলে? শৃগাল এই কথা কহিলে বানর বলিল,—পূর্ব্বজন্মে আমি বেদনাথনামক ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমার পিতার নাম বিশ্বনাথ; মাতা আমার কমলালয়া; ওহে শৃগাল! সেই জন্মে তোমাতে আমাতে সখ্য হইয়া-ছিল। তুমি তাহা জানন া; কিন্তু পুণ্যবৈভবে আমার তাহা স্মরণ আছে। আমি তপস্যা করিয়া গিরিশের আরাধনা করিয়াছিলাম, তাঁহার প্রসাদে জন্মান্তরেও আমার ভূত ও ভবিষ্যবিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে! হে শৃগাল! আমি সেই জন্মে এক ব্রাহ্মণের শাক অপহরণ করিয়াছিলাম, সেই পাপে নরক-ভোগ করিয়া পরে এই বানর হইয়াছি। অতএব বিপ্রধন হরণ করা কর্ত্তব্য নহে, হরণে নরকপাত অনিবার্য্য। এই জন্মের পরও আমাকে বানর হইতে হইবে। অতএব ব্রাহ্মণস্ব হরণ করা পণ্ডিতব্যক্তির কোন কালেই কর্ত্তব্য নহে। ৯—২২। ব্রহ্মস্ব হরণ অপেক্ষা অধিক পাপ আর নাই। বিষপান করিলে, দেহ নাশ করে, কিন্তু অপহৃত ব্রহ্মস্ব স্বীয় বংশ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া থাকে। ব্রহ্মস্বহরণজন্য পাপে কুম্ভীপাক নরকে পচিতে হয়, পরে নরকাবসানে বানরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব বিপ্রদ্রব্য কখনই হরণ করিবে না; সর্ব্বদা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে। ব্রাহ্মণ বালক, দরিদ্র, কৃপণ কিম্বা বেদশাস্ত্রাদি-বর্জ্জিত হইলেও তাঁহাকে কখনই অবমাননা করিবে না; কেন না, ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে, অনলোপম হইয়া থাকেন। হে শৃগাল! অতীত অনাগত অখিল জ্ঞানই আমার আছে। কিন্তু এই পাপশোধনের

ন্বেকমেতৎপাপবিশোধনম্। জাতিস্মরোঽপি হি ভবান্ ভাবি কার্য্যং ন বুধ্যতে ॥ ২৭ ॥ অতীতেঽপি কিঞ্চিজ্‌জ্ঞঃ প্রতিবন্ধবশাদ্ভবান্। অতো ভবান্ন জানীতে ভাব্যতীতং তথাখিলম্ ॥ ২৮ ॥ কিয়ৎ কালং শৃগালাতো ভুক্তা ব্যসনমীদৃশম্। আবয়োরস্য পাপস্য কো বা মোচয়িতা ভবেৎ ॥ ২৯ ॥ এবং প্রব্রুবতোস্তত্র প্লবঙ্গমশৃগালয়োঃ। যদৃচ্ছয়া দৈবযোগাৎ পূর্ব্বপুণ্যবশাদ্দ্বিজাঃ ॥ ৩০ ॥ আযযৌ স মহাতেজাঃ সিন্ধুদ্বীপাহ্বয়ো মুনিঃ। ভস্মোদ্ধূলিতসর্ব্বাঙ্গস্ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিতমস্তকঃ ॥ ৩১ ॥ রুদ্রাক্ষমালাভরণঃ শিবনামানি কীর্ত্তয়ন্। শৃগালবানরৌ দৃষ্ট্বা সিন্ধুদ্বীপাভিধং মুনিম্। প্রণম্য মুদিতৌ ভূত্বা পপ্রচ্ছতুরিদং তদা ॥ ৩২ ॥ শৃগালবানরাবূচতুঃ। ভগবন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সিন্ধুদ্বীপ মহামুনে ॥ ৩৩ ॥ আবাং রক্ষ কৃপাদৃষ্ট্যা বিলোকয় মুহুর্ম্মুদা। কপিত্বঞ্চ শৃগালত্বমাবয়োর্যেন নশ্যতি ॥ ৩৪ ॥ তমুপায়ং বদস্বাদ্য ত্বং হি পুণ্যবতাং বরঃ। অনাথান্ কৃপণানন্ধান্ বালান রোগাতুরান্ জনান্ ॥ ৩৫ ॥ রক্ষন্তি সাধবো নিত্যং কৃপয়া নিরপেক্ষকাঃ। তাভ্যামিতীরিতঃ প্রাজ্ঞঃ সিন্ধুদ্বীপো মহামুনিঃ। প্রাহ তৌ কপিগোমায়ূ ধ্যাত্বা তু মনসা চিরম্ ॥ ৩৬ ॥ সিন্ধুদ্বীপ উবাচ। জানাম্যহং যুবাং সম্যগ্ হে শৃগালপ্লবঙ্গৌ ॥ ৩৭ ॥ শৃগাল প্রাগ্‌ভবে ত্বং বৈ বেদশর্ম্মাভিধো দ্বিজঃ। ব্রাহ্মণায় প্রতিশ্রুত্য ধান্যানামাঢকং ত্বয়া ॥ ৩৮ ॥ ন দত্তং তেন পাপেন শার্গালীং যোনিমাপ্তবান্। ত্বঞ্চ বানর পূর্ব্বস্মিন্ বেদনাথাভিধো দ্বিজঃ ॥ ৩৯ ॥ ব্রাহ্মণস্য গৃহাচ্ছাকং হৃতং চৌর্য্যাত্ত্বয়া ততঃ। প্রাপ্তোঽসি বানরীং যোনিং সর্ব্বপক্ষিভয়ঙ্করীম্ ॥ ৪০ ॥ যুবয়োঃ পাপশান্ত্যর্থমুপায়ং প্রবদাম্যহম্। দক্ষিণাম্বুনিধৌ রামধনুষ্কোটৌ যুবামরম্ ॥ ৪১ ॥ গত্বাত্র কুরুতং স্নানং তেন পাপাদ্বিমোক্ষথঃ। পুরা কিরাতীসংসর্গাৎ সুমতির্ব্রাহ্মণঃ সুরাম্। পীতবান্ স ধনুষ্কোটৌ স্নাত্বা পাপাদ্বিমোচিতঃ ॥ ৪২ ॥ শৃগালবানরাবূচতুঃ। সুমতিঃ কস্য পুত্রোঽসৌ কথঞ্চ স সুরাং পপৌ ॥ ৪৩ ॥ কথং কিরাত্যাং সক্তোঽভূৎ সিন্ধুদ্বীপ মহামতে। আবয়োর্বিস্তরাদেতদ্বদ ত্বং

উপায় কি? তাহা আমার কিছুমাত্র জানা নাই। তুমিও জাতিস্মর বটে, কিন্তু ভাবী কার্য্য তুমি কিছুই জান না। প্রতিবন্ধ বশতঃ অতীত বিষয়েও তোমার অধিক জ্ঞান নাই। অতএব তুমি ভূত ও ভবিষ্য বিষয় জান না। হে শৃগাল! কতকাল আমাদিগকে ঈদৃশ ব্যসন ভোগ করিতে হইবে? আমাদের এই পাপের প্রক্ষালনকর্ত্তাই বা কে হইবে? এইরূপে শৃগাল ও বানর পরস্পর আক্ষেপ করিতেছে, ইতিমধ্যে পূর্ব্বপুণ্য-বশতঃ দৈবযোগে সিন্ধুদ্বীপনামক জনৈক মহাতেজা মুনি তথায় আগমন করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মোদ্ধূলিত এবং ললাট ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিত। তিনি রুদ্রাক্ষমালার আভরণ ধারণ করিতেছেন, আর মুখে শিবনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। তখন শৃগাল এবং বানর সেই সিন্ধুদ্বীপ মুনিকে দেখিয়া প্রণাম-পূর্ব্বক মুদিতমনে জিজ্ঞাসা করিল,—হে ভগবন্! হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, মহামুনে, সিন্ধুদ্বীপ! আমাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করুন। হে পুণ্যবৎপ্রধান! আমাদের শৃগালত্ব ও কপিত্ব যাহাতে নষ্ট হইতে পারে, এমন কোন উপায় আমাদিগকে বলিয়া দিন। যাহারা সাধুপুরুষ, তাঁহারা কৃপা করিয়া নিরপেক্ষভাবে অনাথ কৃপণ অন্ধ বালক ও রোগার্ত্ত লোকদিগকে নিত্যই রক্ষা করিয়া থাকেন। তাহারা এই কথা কহিলে মহামুনি সিন্ধুদ্বীপ মনে মনে কিঞ্চিৎকাল ধ্যান করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,—হে শৃগাল! হে প্লবঙ্গম! তোমাদিগকে আমি জানিতে পারিয়াছি। শৃগাল! তুমি প্রাক্তন জন্মে বেদশর্ম্মা নামে ব্রাহ্মণ ছিলে; তখন ব্রাহ্মণকে এক আঢক ধান্য দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা তাঁহাকে দাও নাই; এই জন্য এজন্মে তুমি শৃগালযোনি প্রাপ্ত হইয়াছ। আর হে বানর! তুমি পূর্ব্বজন্মে বেদনাথ নামে ব্রাহ্মণ ছিলে, কিন্তু চৌর্য্যক্রমে এক ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে শাক হরণ করিয়াছিলে। সেই পাপে তুমি এই সর্ব্ববিহঙ্গভয়ঙ্করী বানরযোনি প্রাপ্ত হইয়াছ। ২৩—৪০। তোমাদের পাপশান্তির জন্য আমি এক উপায় বলিতেছি; দক্ষিণসাগরে রামধনুষ্কোটিতে তোমরা গিয়া সত্বর স্নান কর; তাহাতেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। পূর্ব্বে সুমতি নামে জনৈক ব্রাহ্মণ কোন কিরাত-রমণীর সংসর্গে পড়িয়া সুরাপান করিয়াছিলেন, তিনিও ধনুষ্কোটিতে স্নানপূর্ব্বক পাপমুক্ত হইয়াছিলেন। শৃগাল ও বানর জিজ্ঞাসা করিল,—সুমতি কাহার পুত্র? কেন তিনি সুরাপান করিয়াছিলেন? এবং কিরূপেই বা তিনি কিরাতীর প্রেমে আসক্ত হইয়াছিলেন? হে মহামতে! সিন্ধুদ্বীপ! আপনি কৃপা করিয়া

কৃপায়াধুনা ॥ ৪৪ ॥ সিন্ধুদ্বীপ উবাচ। মহারাষ্ট্রাভিধে দেশে ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদাস্তিকঃ। যজ্ঞদেব ইতি খ্যাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৪৫ ॥ দয়ালুরাতিথেয়শ্চ শিব-নারায়ণার্চ্চকঃ। সুমতির্নাম পুত্রোঽভূদ্‌যজ্ঞদেবস্য তস্য বৈ ॥ ৪৬ ॥ পিতরৌ স পরিত্যজ্য ভার্য্যামপি পতিব্রতাম্। প্রযযাবুৎকলে দেশে বিটগোষ্ঠী-পরায়ণঃ ॥ ৪৭ ॥ কাচিৎ কিরাতী তদ্দেশে বসন্তী যুবমোহিনী। যূনাং সমস্তদ্রব্যাণি প্রলোভ্য জগৃহে চিরম্ ॥ ৪৮ ॥ তস্যা গৃহং স প্রযযৌ সুমতি-র্ব্রাহ্মণাধমঃ। সুমতিং সা ন জগ্রাহ কিরাতী নির্দ্ধনং দ্বিজম্ ॥ ৪৯ ॥ তয়া ত্যক্তোঽথ সুমতিস্তৎ-সংযোগৈকতৎপরঃ। ইতস্ততশ্চোরয়িত্বা বহু-দ্রব্যাণি সন্ততম্ ॥ ৫০ ॥ দত্ত্বা তয়া চিরং রেমে তদ্‌গৃহে বুভুজে চ সঃ। একেন চষকেণাসৌ তয়া সহ সুরাং পপৌ ॥ ৫১ ॥ এবং স বহুকালং বৈ রমমাণস্তয়া সহ। পিতরৌ নিজপত্নীঞ্চ নাস্মর-দ্বিবয়াতুরঃ ॥ ৫২ ॥ স কদাচিৎ কিরাতৈস্তু চৌর্য্যং কর্ত্তুং যযৌ সহ। দ্রব্যং হর্ত্তুং কিরাতাস্তে লাটানাং বিষয়ং যযুঃ ॥ ৫৩ ॥ বিপ্রস্য কস্যচিদ্গেহে সোঽপি কৈরাতবেশধৃক্। যযৌ চোরয়িতুং দ্রব্যং সাহসী খড়্গহস্তবান্ ॥ ৫৪ ॥ তদ্‌গৃহস্বামিনং বিপ্রং হত্বা খড়্গেন সাহসী। সমাদায় বহু দ্রব্যং কিরাতীভবনং যযৌ ॥ ৫৫ ॥ তং যান্তমনুযাতি স্ম ব্রহ্মহত্যা ভয়ঙ্করী। নীলবস্ত্রধরা ভীমা ভৃশং রক্তশিরোরুহা ॥ ৫৬ ॥ গর্জ্জন্তী সাট্টহাসং সা কম্পয়ন্তী চ রোদসী। অনুদ্রুতস্তয়া সোঽয়ং বভ্রাম জগতীতলে ॥ ৫৭ ॥ এবং ভ্রমন্ ভুবং সর্ব্বাং কদাচিৎ সুমতিঃ স্বয়ম্। স্বং গ্রামং প্রযযৌ ভীত্যা হে শৃগালপ্লবঙ্গমৌ ॥ ৫৮ ॥ অনুদ্রুতস্তয়া ভীতঃ প্রযযৌ স্বগৃহং প্রতি। ব্রহ্মহত্যাপ্যনুদ্রুত্য তেন সাকং গৃহং যযৌ ॥ ৫৯ ॥ পিতরং রক্ষ রক্ষেতি সুমতিঃ শরণং যযৌ। মা ভৈষীরিতি তং প্রোচ্য পিতা রক্ষিতুমুদ্যতঃ। তদানীং ব্রহ্মহত্যেয়ং তত্তাতং প্রত্যভাষত ॥ ৬০ ॥ ব্রহ্মহত্যোবাচ। মৈনং ত্বং প্রতিগৃহ্নীষ

আমাদের নিকট তাহা বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করুন। সিন্ধুদ্বীপ কহিলেন,—মহারাষ্ট্র দেশে যজ্ঞদেব নামে একজন বেদবেদাঙ্গ-পারগ আস্তিক্যবুদ্ধিশালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি দয়ালু, আতিথেয়, ও হরি-হরসেবক ছিলেন। সুমতি নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল। সুমতি পিতা মাতা, এমন কি পতিব্রতা ভার্য্যাকেও পরিত্যাগ করিয়া বিটজনসংসর্গে পড়িয়া উৎকলদেশে গমন করিল। সে দেশে যুবজনমনোমোহিনী কোন এক কিরাতী বাস করিত; সে যুবকদিগকে প্রলোভিত করিয়া তাহা-দের সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিত। ব্রাহ্মণাধম সুমতি তাহারই গৃহে গমন করিল। কিন্তু সুমতি নির্দ্ধন ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহাকে সেই কিরাতী গ্রহণ করিল না; তৎকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া সুমতি তাহারই সঙ্গলালসায় একান্ত তন্ময় হইল। অনন্তর সে নানা স্থানে চুরি করিয়া বহু দ্রব্য সংগ্রহ করিতে লাগিল এবং কিরাতীকে সেই সকল দ্রব্য দান করিয়া বহু দিন যাবৎ তাহার সহিত রমণ ও তদ্‌গৃহে ভোজন করিতে লাগিল। অধিক কি, একই চষকে উভয়েই সুরাপান করিতে লাগিল। এইরূপে সুমতি বহুদিন যাবৎ তৎসহ রমণ করিল; কিন্তু পিতা মাতা বা স্বীয় পত্নীকে বারেকের জন্যও স্মরণ করিল না। একদা সুমতি অন্যান্য কিরাতগণ সহ চৌর্য্য করিবার নিমিত্ত গমন করিল। কিরাতগণ সে যাত্রায় দ্রব্য-সংগ্রহার্থ লাটদেশে প্রয়াণ করিল। সেখানে গিয়া সেই কিরাতবেশী সাহসী যুবক সুমতি খড়্গ ধারণ-পূর্ব্বক কোন এক ব্রাহ্মণের গৃহে চুরি করিবার জন্য গমন করিল। অনন্তর সেই গৃহস্বামীকে হত্যা করিয়া তাহার প্রচুর দ্রব্য-সামগ্রী আহরণপূর্ব্বক কিরাতীভবনে পুনরায় প্রত্যাগত হইল; কিন্তু প্রত্যাগমন কালে ভয়ঙ্করী ব্রহ্মহত্যা তাহার অনু-ধাবন করিল। ঐ ব্রহ্মহত্যা নীলবসনা, ভীষণা, অত্যন্ত রক্তকেশা ও গর্জ্জনকারিণী। সে অট্টহাস্য দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্ত্য কম্পিত করিয়া সুমতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইল। তৎকর্ত্তৃক অনুদ্রুত হইয়া সুমতি পৃথিবীর নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। ৪১—৫৭। হে শৃগাল! হে বানর! ঐরূপে সেই সুমতি সমস্ত ভূতল পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে ভয়ে স্বীয় গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল; গ্রামপ্রবেশ করিয়া পরে সে নিজভবনে গমন করিল। ব্রহ্মহত্যাও তাহার অনুসরণ-পূর্ব্বক সেই গৃহে উপস্থিত হইল। অনন্তর সুমতি ভয়ে—ভয়ে স্বীয় পিতার শরণাপন্ন হইয়া বলিল,—পিতঃ! আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর। তাহার পিতা তখন ভয় নাই; বলিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন। তখন ব্রহ্মহত্যা সুমতির পিতাকে বলিল,—হে দ্বিজোত্তম যজ্ঞদেব! তুমি

যজ্ঞদেব দ্বিজোত্তম ॥ ৬১ ॥ অসৌ সুরাপী স্তেয়ী চ ব্রহ্মহা চাতিপাতকী। মাতৃদ্রোহী পিতৃদ্রোহী ভার্য্যাত্যাগী চ পাপকৃৎ ॥ ৬২ ॥ কিরাতীসঙ্গদুষ্টশ্চ নৈনং মুঞ্চাম্যহং দ্বিজ। গৃহ্লাসি চেদিমং বিপ্র মহাপাতকিনং সুতম্ ॥ ৬৩॥ ত্বদ্ভার্য্যামস্য ভার্য্যাঞ্চ ত্বাঞ্চ পুত্রমিমং দ্বিজ। ভক্ষয়িষ্যামি বংশঞ্চ তস্মান্মুঞ্চ সুতং ত্বিমম্ ॥ ৬৪ ॥ ইমং ত্যজসি চেৎপুত্রং যুষ্মান্মোক্ষ্যামি সাম্প্রতম্। নৈকস্যার্থে কুলং হন্তুমর্হসি ত্বং মহামতে। ইত্যুক্তঃ স তয়া তত্র যজ্ঞদেবোহব্রবীচ্চ তাম্ ॥ ৬৫ ॥ যজ্ঞদেব উবাচ। বাধতে মাং সুতস্নেহঃ কথমেনং পরিত্যজে। ব্রহ্মহত্যা তদাকর্ণ্য দ্বিজোক্তং তমভাষত ॥ ৬৬ ॥ ব্রহ্মহত্যোবাচ। অয়ং হি পতিতোহভূত্তে বর্ণাশ্রমবহিষ্কৃতঃ ॥ ৬৭ ॥ পুত্রেহস্মিন্মা কুরু স্নেহং নিন্দিতং তস্য দর্শনম্। ইত্যুক্তা ব্রহ্মহত্যা সা যজ্ঞদেবস্য পশ্যতঃ ॥ ৬৮ ॥ তলেন প্রজহারাস্য পুত্রং সুমতিনামকম্। রুরোদ তাত তাতেতি পিতরং প্রবদন্মুহুঃ ॥ ৬৯ ॥ রুরুতুর্জনকো মাতা ভার্য্যাপি সুমতেস্তদা। এতস্মিন্নন্তরে তত্র দুর্ব্বাসাঃ শঙ্করাংশজঃ দিষ্ট্যা সমাযযৌ যোগী হে শৃগালপ্রবঙ্গমৌ। যজ্ঞদেবোহথ তং দৃষ্ট্বা মুনিং রুদ্রাবতারকম্। শ্রুত্বা প্রণম্য শরণং যযাচে পুত্রকারণাৎ ॥ ৭১ ॥ পিতোবাচ। দুর্ব্বাসস্ত্বং মহাযোগী সাক্ষাদ্বৈ শঙ্করাংশজঃ ॥ ৭২ ॥ ত্বদ্দর্শনমপুণ্যানাং ভবিতা ন কদাচন। ব্রহ্মহা চ সুরাপী চ স্তেয়ী চাভূৎ সুতো মম ॥ ৭৩ ॥ এনং প্রহর্তুমায়াতা ব্রহ্মহত্যা বিবর্ত্ততে। ভূয়াদ্যথা মে পুত্রোহয়ং মহাপাতকমোচিতঃ ॥ ৭৪ ॥ ঘোরা চ ব্রহ্মহত্যেয়ং যথা শীঘ্রং লয়ং ব্রজেৎ। তমুপায়ং বদস্বাদ্য মম পুত্রে দয়াং কুরু ॥ ৭৫ ॥ অয়মেব হি পুত্রো মে নান্যোঽস্তি তনয়ো মুনে। অস্মিন্ মৃতে তু বংশো মে সমুচ্ছিদ্যেৎ সমূলতঃ ॥ ৭৬ ॥ ততঃ পিতৃভ্যঃ পিণ্ডানাং দাতাপি ন ভবেদ্ধ্রুবম্। অতঃ কৃপাং কুরুষ ত্বমস্মাসু ভগবন্ মুনে ॥ ৭৭ ॥ ইত্যুক্তঃ স তদোবাচ দুর্ব্বাসাঃ শঙ্করাংশজঃ। ধ্যাত্বা তু সুচিরং কালং যজ্ঞদেবং দ্বিজোত্তমম্ ॥ ৭৮ ॥ দুর্ব্বাসা উবাচ।

ইহাকে আশ্রয় দিও না। হে দ্বিজ! এই ব্যক্তি সুরাপায়ী, স্তেয়ী, ব্রহ্মহা, অতিপাতকী, মাতৃ-পিতৃদ্রোহী, ভার্য্যাত্যাগী, পাপী ও কিরাতী-সংসর্গে অত্যন্তদোষী; অতএব ইহাকে আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না। হে বিপ্র! যদি তুমি ইহাকে আশ্রয় দাও, তাহা হইলে তোমার এই অতিপাতকী পুত্রকে, তোমাকে, তোমার ভার্য্যাকে, পুত্রবধূকে এমন কি তোমার বংশের সকলকেই আমি ভক্ষণ করিব। অতএব তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর। এই পুত্রকে যদি ছাড়িয়া দাও, তবে তোমাদের অন্য সকলকেই আমি ছাড়িয়া দিব। হে মহামতে! তুমি একের জন্য সমস্ত কুলের সংহার সাধন করিও না। ব্রহ্মহত্যা এই কথা কহিলে, যজ্ঞদেব বলিলেন,—সন্তানস্নেহ আমাকে বাধ্য করিতেছে; অতএব কি করিয়া ইহাকে আমি পরিত্যাগ করি। দ্বিজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মহত্যা কহিল,—তোমার এই পুত্র পতিত; সুতরাং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বহিষ্কৃত হইয়াছে। এহেন পুত্রে তুমি স্নেহবান্ হইও না। ইহার মুখদর্শনও নিন্দার বিষয়। ব্রহ্মহত্যা এই কথা কহিয়া যজ্ঞদেবের সমক্ষেই তদীয় পুত্র সুমতিকে করতল দ্বারা প্রহার করিল। তখন সে, হা তাত! হা তাত! বলিয়া পিতার উদ্দেশে বারম্বার রোদন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সুমতির পিতা, মাতা এবং ভার্য্যা সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে শঙ্করাংশ-সম্ভূত মহর্ষি দুর্ব্বাসা দৈবযোগে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যজ্ঞদেব সেই রুদ্রাবতার মুনির প্রভাব শুনিয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহাকে দেখিয়াই প্রণামপূর্ব্বক পুত্রের নিমিত্ত তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ৫৮—৭১। পিতা যজ্ঞদেব কহিলেন,—হে মুনে! আপনি শঙ্করাংশ-সম্ভূত মহাযোগী; অপুণ্যকারীদিগের পক্ষে আপনার দর্শন কদাচ সম্ভবপর নহে। আমার পুত্র ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী ও স্তেয়ী হইয়াছিল; তাই ইহাকে প্রহার করিবার জন্য ব্রহ্মহত্যা আসিয়া উপস্থিত। অতএব আমার এই পুত্র যাহাতে মহাপাতক হইতে মুক্ত হইতে পারে, আর ভয়ঙ্করী ব্রহ্মহত্যা যাহাতে অচিরেই লয় প্রাপ্ত হয়, আপনি তাহার উপায় বলুন; আমার পুত্রের প্রতি দয়া প্রকাশ করুন। হে মুনে! আমার এই একই মাত্র পুত্র; অন্য পুত্র নাই। এই পুত্র মরিলে আমার বংশ সমূলে সমুচ্ছিন্ন হইবে; তখন পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ডপ্রদান করিবারও কেহই থাকিবে না; অতএব হে মুনে! হে ভগবন্! আপনি আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করুন। যজ্ঞদেব এই কথা কহিলে, শঙ্করাংশ-সম্ভূত দুর্ব্বাসা কিয়ৎকাল ধ্যান করিয়া

যজ্ঞদেব কৃতং পাপমতিক্রূরং সুতেন তে। নাস্ত পাপস্য শান্তিঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তাযুতৈরপি ॥ ৭৯ ॥ অথাপি তে সুতস্যাহমস্য পাপস্য শান্তয়ে। প্রায়শ্চিত্তং বদিষ্যামি শৃণু নান্যমনা দ্বিজ ॥ ৮০ ॥ শ্রীরামধনুষঃ কোটৌ দক্ষিণে সলিলার্ণবে। স্নাতি চেত্তব পুত্রোঽয়ং পাতকান্মোক্ষ্যতে ক্ষণাৎ ॥ ৮১ ॥ দুর্ব্বিনীতাভিধো বিপ্রো যত্র স্নানাদ্দ্বিজোত্তম। গুরুস্ত্রীগমপাপেভ্যস্তৎক্ষণাদেব মোচিতঃ ॥ ৮২ ॥ সৈষা শ্রীধনুষঃ কোটী রাঘবস্য স্বয়ং হরেঃ। স্নানমাত্রেণ পাপৌঘং নাশয়েত্ত্বৎসুতস্য সা ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধনুষ্কোটি প্রশংসায়াং শৃগালবানর-সংবাদে সুমতিমহাপাতকবিমোক্ষোপায়-কথনং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

যজ্ঞদেব উবাচ। দুর্ব্বাসর্ষে মহাপ্রাজ্ঞ পরাপরবিচক্ষণ। দুর্ব্বিনীতাভিধঃ কোঽয়ং যোঽসৌ গুর্ব্বঙ্গনামগাৎ ॥ ১ ॥ কস্য পুত্রো ধনুষ্কোটৌ স্নানেন স কথং দ্বিজঃ। তৎক্ষণান্মুমুচে পাপাদ্‌গুরুস্ত্রীগমসম্ভবাৎ। এতন্মে শ্রদ্দধানস্য বিস্তরাদ্বক্তুমর্হসি ॥ ২ ॥ দুর্ব্বাসা উবাচ। পাণ্ড্যদেশে পুরা কশ্চিদ্‌-ব্রাহ্মণোঽভূদ্বহুশ্রুতঃ ॥ ৩ ॥ ইধ্মবাহাভিধো নাম্না তস্য ভার্য্যা রুচিস্তথা। বভূব তস্য তনয়ো দুর্ব্বিনীতাভিধো দ্বিজঃ ॥ ৪ ॥ বাল্যে বয়সি পুত্রস্য মমার জনকোঽস্য বৈ। দুর্ব্বিনীতঃ পিতুস্তস্য স কৃত্বা চৌর্দ্ধদেহিকম্ ॥ ৫ ॥ কঞ্চিৎকালং গৃহেঽবাৎসীন্মাত্রা বিধবয়া সহ। ততো দুর্ভিক্ষমভবদ্দ্বাদশাব্দমবর্ষণাৎ ॥ ৬ ॥ ততো দেশান্তরমগান্মাত্রা সাকং দ্বিজোত্তম। গোকর্ণং স সমাসাদ্য সুভিক্ষং ধান্যসঙ্কুয়ৈঃ ॥ ৭ ॥ উবাস সুচিরং কালং মাত্রা বিধবয়া সহ। ততো বহুতিথে কালে দুর্ব্বিনীতো গতে সতি ॥ ৮ ॥ পূর্ব্বদুষ্কর্ম্মপাকেন মূঢবুদ্ধিরহো বত। অনঙ্গশরবিদ্ধাঙ্গো রাগান্ধীকৃতমানসঃ ॥ ৯ ॥ মামেতি বাদিনীমম্বাং বলাদাকৃষ্য পাতকী। বুভুজে কামমোহাত্মা মৈথুনেন দ্বিজোত্তম ॥ ১০ ॥ স খিন্নো দুর্ব্বিনীতোঽয়ং রেতঃসেকাদনন্তরম্। মনসা চিন্তয়ন্ পাপং রুরোদ ভৃশদুঃখিতঃ ॥

সেই দ্বিজবরকে বলিলেন,—যজ্ঞদেব! তোমার পুত্র অতি ক্রূর পাপ কার্য্য করিয়াছে। অযুত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও এই পাপের শান্তি নাই। তথাপি হে দ্বিজ! তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর, আমি ঐ পাপশান্তির প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি। তোমার পুত্র যদি দক্ষিণসাগরে রামধনুষ্কোটি তীর্থে স্নান করিতে পারে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ এই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। হে দ্বিজবর্য্য! পূর্ব্বে দুর্ব্বিনীতনামক জনৈক বিপ্র তথায় স্নান করিয়া গুরুস্ত্রী-গমনজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিল। এই সেই সাক্ষাৎ হরি—শ্রীরামের ধনুষ্কোটি। এখানে স্নানমাত্রেই তোমার পুত্রের পাপরাশি নষ্ট হইয়া যাইবে। ৭২—৮৩।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

যজ্ঞদেব কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ, পরাপরদর্শিন্! দুর্ব্বাসাঋষে! কে ঐ দুর্ব্বিনীতনামক দ্বিজ—গুর্ব্বঙ্গনায় গমন করিয়াছিল? ঐ দ্বিজ কাহার পুত্র? কিরূপে সে, ধনুষ্কোটিতে স্নানমাত্র গুরুস্ত্রীগমন-পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ পরিত্রাণ পাইয়াছিল? আমি শ্রদ্ধা সহকারে ইহা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনি বিস্তৃতরূপে বলুন। দুর্ব্বাসা কহিলেন,—পুরাকালে পাণ্ড্যদেশে এক বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নাম ইধ্মবাহ; তদীয় পত্নীর নাম রুচি। ইধ্মবাহের এক পুত্র ছিল; তাহার নাম দুর্ব্বিনীত। দুর্ব্বিনীত বাল্যকালেই পিতৃহীন হইল; পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিল; পরে বিধবা মাতার সহিত কিয়ৎকাল গৃহে বাস করিল। অনন্তর বৃষ্টির অভাবে দ্বাদশাব্দব্যাপী ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। হে দ্বিজোত্তম! এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপে দুর্ব্বিনীত মাতার সহিত দেশান্তরে গমন করিল এবং ধান্যসঙ্কুলে সুভিক্ষ গোকর্ণ দেশে দীর্ঘকাল বাস করিতে লাগিল। পরে বহুদিন অতীত হইলে, অহো, সেই মূঢবুদ্ধি দুর্ব্বিনীত, একদা পূর্ব্বকৃত-দুষ্কর্ম্মের ফলে অনঙ্গশরে জর্জ্জরিতাঙ্গ হইয়া রাগভরে বিকৃতচিত্ত হইল। তাহার মাতা 'মা মা' রবে নিষেধবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন; তথাচ সেই পাতকী তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মৈথুন ব্যাপারে উপভোগ করিতে লাগিল। ১—১০। অনন্তর রেতঃসেকের পর দুর্ব্বিনীত খিন্ন হইয়া মনে মনে নিজের সেই পাপা-

॥১১॥ অহোহতিপাপকৃদহং মহাপাতকিনাং বরঃ। অগমং জননীং যস্মাৎ কামবাণবশানুগঃ ॥ ১২ ॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা স তত্র মুনিসন্নিধৌ। জুগুপ্সমানশ্চাত্মানং তান্মুনীনিদমব্রবীৎ ॥ ১৩ ॥ গুরুস্ত্রীগমপাপস্য প্রায়শ্চিত্তং মম দ্বিজাঃ। বদধ্বং শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞাঃ কৃপয়া ময়ি কেবলম্ ॥ ১৪ ॥ মরণান্নিষ্কৃতিঃ স্যাচ্চেন্মরিষ্যামি ন সংশয়ঃ। ভবদ্ভিরুচ্যতে যত্তু প্রায়শ্চিত্তং মমাধুনা ॥ ১৫ ॥ করিষ্যে তদ্দ্বিজাঃ সত্যং মরণং বান্যদেব বা। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কেচিত্তত্র মুনীশ্বরাঃ ॥ ১৬ ॥ অনেন সাকং বার্ত্তা তু দোষায়েতি বিনিশ্চিতাঃ। মৌনিত্বং ভেজিরে কেচিন্মুনয়ঃ কেচিদাভৃশম্ ॥ ১৭ ॥ দুষ্টাত্মা মাতৃগামী ত্বং মহাপাতকিনাং বরঃ। গচ্ছ গচ্ছেতি বহুশো বাচমূচুর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৮ ॥ তান্নিবার্য্য কৃপাশীলঃ সর্ব্বজ্ঞঃ করুণানিধিঃ। কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তত্র দুর্ব্বিনীতমভাষত ॥ ১৯ ॥ গচ্ছাশু রামসেতৌ ত্বং ধনুষ্কোটৌ

চরণের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে রোদন করিতে লাগিল। বলিল—অহো, আমি অতি পাপকারী, আমা অপেক্ষা মহাপাতকী আর নাই। যে হেতু আমি কামশরের আয়ত্ত হইয়া নিজের জননী-গমন করিলাম। মনে মনে এইরূপ অনুতপ্ত হইয়া সেই দুর্ব্বিনীত তত্রত্য মুনিগণসমীপে গমনপূর্ব্বক আত্মকৃত জুগুপ্সিত কর্ম্ম ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে বলিল,—হে শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ! গুরুস্ত্রীগমনজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? তাহা আমায় কৃপা করিয়া বলুন। আমার মরণে নিষ্কৃতি হয়, তাহাও শ্লাঘ্য; আমি নিশ্চয়ই মরিব। আপনারা অধুনা আমাকে যেরূপ প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিবেন, আমি তাহাই করিব;—তা সে প্রায়শ্চিত্ত মরণই হউক, বা অন্য কোন কার্য্যই হউক।—সেই কথা শুনিয়া কতিপয় মুনি স্থির করিলেন—এই পাপিষ্ঠের সহিত আলাপ করিলেও পাপ হয়। এই নিশ্চয় করিয়া তাঁহারা মৌনী হইয়া রহিলেন। কতিপয় মুনি তাহাকে তিরস্কারপূর্ব্বক বহুবার বলিলেন—তুই দুষ্টাত্মা মাতৃগামী, মহাপাতকীদিগের প্রধান, অতএব এস্থান হইতে দূর হ' দূর হ'। তখন বহুজ্ঞ, কৃপাশীল, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই সকল মুনিকে নিরস্ত করিয়া দুর্ব্বিনীতকে বলিলেন,—তুমি মাতার সহিত রামসেতু ধনুষ্কোটিতে সত্বর গমন কর;

সহাম্বয়া। মকরস্থে রবৌ মাঘে মাসমেকং নিরন্তরম্ ॥ ২০ ॥ জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধঃ পরদ্রোহবিবর্জ্জিতঃ। একমাসং নিরাহারঃ কুরু স্নানং সহাম্বয়া ॥ ২১ ॥ পূতো ভবিষ্যস্যদ্ধা ত্বং গুরুস্ত্রীগমদোষতঃ। যৎ পাতকং ন নশ্যেত সেতুস্নানেন তন্নহি ॥ ২২ ॥ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু ধনুষ্কোটিপ্রশংসনম্। বহুধা ভণ্যতে পঞ্চমহাপাতকনাশনম্। ২৩ ॥ তস্মাত্ত্বং ত্বরয়া গচ্ছ ধনুষ্কোটিং সহাম্বয়া। প্রমাণং কুরু মদ্বাক্যং বেদবাক্যমিব দ্বিজ ॥ ২৪ ॥ শ্রীরামধনুষঃ কোটৌ স্নাতস্য দ্বিজপুত্রক। মহাপাতককোটয়োঽপি নৈব লক্ষ্যা ইতীব হি ॥ ২৫ ॥ প্রায়শ্চিত্তান্তরং প্রোক্তং মন্বাদিস্মৃতিভিঃ স্মৃতৌ। তদাস্তু ত্বং ধনুষ্কোটিং মহাপাতকনাশিনীম্ ॥ ২৬ ॥ ইত্যীরিতোহথ ব্যাসেন দুর্ব্বিনীতো দ্বিজোত্তমাঃ। মাত্রা সাকং ধনুষ্কোটিং নত্বা ব্যাসঞ্চ নির্যযৌ ॥ ২৭ ॥ মকরস্থে রবৌ মাঘে মাসমাত্রং নিরন্তরম্। মাত্রা সহ নিরাহারো জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৮ ॥ শ্রীরামধনুষঃ কোটৌ সস্নৌ সঙ্কল্পপূর্ব্বকম্। রামনাথং নমস্কুর্ব্বংস্ত্রিকালং ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৯ ॥ মাসান্তে

সেখানে গিয়া মাঘমাসে সূর্য্য মকররাশিস্থ হইলে এক মাস যাবৎ নিরন্তর জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ, পরদ্রোহবর্জ্জিত ও নিরাহার হইয়া মাতার সহিত স্নান করিতে থাক। এইরূপ স্নানের ফলে নিশ্চয়ই তুমি গুরুনারীগমনজন্য পাপ হইতে পরিত্রাত ও পূত হইবে। যে পাপ সেতুস্নানে না নষ্ট হয়, এমন পাপ কিছুই নাই। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, সর্ব্বত্রই ধনুষ্কোটির প্রশংসা বহুপ্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ ধনুষ্কোটি পঞ্চমহাপাতকনাশক। অতএব তুমি সত্বর মাতার সহিত ধনুষ্কোটিতে গমন কর। ১১—২৬। হে দ্বিজ! সেখানে গিয়া আমার বাক্য বেদবাক্যবৎ প্রত্যক্ষ কর। হে দ্বিজপুত্র! শ্রীরামের ধনুষ্কোটিতে স্নানকারী ব্যক্তির কোটি কোটি মহাপাতকও নষ্ট হইয়া যায়। মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্তান্তরের উল্লেখ আছে। যাহা হউক, তুমি মহাপাতকনাশিনী ধনুষ্কোটিতে গমন কর। হে দ্বিজবরগণ! ব্যাস এই কথা কহিলে, দুর্ব্বিনীত, ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া মাতার সহিত ধনুষ্কোটিতে গমন করিল। সেখানে গিয়া সে, মকরস্থ দিবাকরে মাঘমাসে প্রত্যহ নিরাহার, জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক মাতার সহিত শ্রীরামের ধনুষ্কোটিতে স্নান

পারণাং কৃত্বা মাত্রা সহ বিশুদ্ধধীঃ। ব্যাসান্তিকং পুনঃ প্রায়াত্তস্মৈ বৃত্তং নিবেদিতুম্॥ ৩০॥ স প্রণম্য পুনর্ব্যাসং দুর্বিনীতোঽব্রবীদ্বচঃ॥ ৩১॥ দুর্বিনীত উবাচ। ভগবন্ করুণাসিন্ধো দ্বৈপায়ন মহত্তম। ভবতঃ কৃপয়া রামধনুষ্কোটৌ সহাম্বয়া। মাঘমাসে নিরাহারো মাসমাত্রমতন্দ্রিতঃ॥ ৩২॥ অহং ত্বকরবং স্নানং নমস্কুর্ব্বন্ মহেশ্বরম্। ইতঃ পরং ময়া ব্যাস ভগবন্ ভক্তবৎসল॥ ৩৩॥ যৎ কর্ত্তব্যং মুনে তত্ত্বং মমোপদিশ তত্ত্বতঃ। ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দুর্বিনীতস্য বৈ মুনিঃ। বভাষে দুর্বিনীতং তং ব্যাসো নারায়ণাংশকঃ॥ ৩৪॥ ব্যাস উবাচ। দুর্বিনীত গতং তেঽদ্য পাতকং মাতৃসঙ্গজম্॥ ৩৫॥ মাতুশ্চ পাতকং নষ্টং ত্বৎসঙ্গতিনিমিত্তজম্। সন্দেহো নাত্র কর্ত্তব্যঃ সত্যমুক্তং ময়া তব॥ ৩৬॥ বান্ধবাঃ স্বজনাঃ সর্ব্বে তথান্যে ব্রাহ্মণাশ্চ যে। সর্ব্বে ত্বাং সংগ্রহীষ্যন্তি দুর্বিনীতাম্বয়া সহ॥ ৩৭॥ মৎপ্রসাদাদ্ধনুষ্কোটৌ বিশুদ্ধস্ত্বং নিমজ্জনাৎ। দারসংগ্রহণং কৃত্বা গার্হস্থ্যং ধর্ম্মমাচর॥ ৩৮॥ ত্যজ ত্বং প্রাণিহিংসাঞ্চ ধর্ম্মং ভজ সনাতনম্। সেবস্ব সজ্জনান্নিত্যং ভক্তিযুক্তেন চেতসা॥ ৩৯॥ সন্ধ্যোপাসনমুখ্যানি নিত্যকর্ম্মাণি ন ত্যজ। নিগৃহ্যেন্দ্রিয়গ্রামমর্চ্চয়স্ব হরং হরিম্॥ ৪০॥ পরাপবাদং মা ক্রয়া মাসূয়াং ভজ কর্হিচিৎ। অন্যস্যাভ্যুদয়ং দৃষ্ট্বা সন্তাপং কুরু মা বৃথা॥ ৪১॥ মাতৃবৎ পরদারাংশ্চ ত্বং নিত্যমবলোকয়। অধীতবেদানখিলান্মা বিস্মর কদাচন॥ ৪২॥ অতিথীন্নাবমন্যস্ব শ্রাদ্ধং পিতৃদিনে কুরু। পৈশুন্যং মা বদস্ব ত্বং স্বপ্নেঽপ্যন্যস্য কর্হিচিৎ॥ ৪৩॥ ইতিহাসপুরাণানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সন্ততম্। অবলোকয় বেদান্তং বেদাঙ্গানি তথা পুনঃ॥ ৪৪॥ হরিশঙ্করনামানি মুক্তলজ্জোঽনুকীর্ত্তয়। জাবালোপনিষন্মন্ত্রৈস্ত্রিপুণ্ড্রোদ্ধূলনং কুরু॥ ৪৫॥ রুদ্রাক্ষান্ ধারয় সদা শৌচাচারপরো ভব। তুলস্যা বিল্বপত্রৈশ্চ নারায়ণহরাবুভৌ॥ ৪৬॥ এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং চার্চ্চয়স্ব ভোঃ। তুলসীদলসম্মিশ্রং সিক্তং পাদোদকেন চ॥ ৪৭॥ নৈবেদ্যান্নং সদা ভুঙ্ক্ষ্ব শম্ভু-

---

করিতে লাগিল; ত্রিসন্ধ্যায় ভক্তিপূর্ব্বক রামনাথ শিবকে নমস্কার করিতে লাগিল। এইরূপে এক মাস অতীত হইল। পরে মাসান্তে মাতার সহিত পারণা করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত হইল এবং সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার জন্য ব্যাসসমীপে পুনঃপ্রত্যাগমন করিল। ব্যাস সকাশে আসিয়া দুর্বিনীত প্রণামপূর্ব্বক বলিল,—হে ভগবন্! হে করুণাসিন্ধো! হে মহত্তম, দ্বৈপায়ন! আপনার কৃপায় আমি অম্বার সহিত রামধনুষ্কোটিতে সমস্ত মাঘমাস নিরাহার ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া মহেশ্বরকে নমস্কারপূর্ব্বক প্রত্যহ স্নান করিয়াছি। হে ভক্তবৎসল, ভগবন্, ব্যাস! অতঃপর আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনি যথাযথ উপদেশ প্রদান করুন। নারায়ণাংশ ব্যাস মুনি, দুর্বিনীতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন,—হে দুর্বিনীত! অদ্য তোমার মাতৃসঙ্গজনিত পাতক অপগত হইল। আর তোমার সহিত সঙ্গত হইয়া তোমার মাতার যে পাতক হইয়াছিল, তাহাও নষ্ট হইয়া গেল। এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। আমি, তোমায় সত্যই বলিলাম। তোমার বন্ধু, স্বজন ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সকলেই তোমার মাতার সহিত তোমাকে এক্ষণে গ্রহণ করিবেন। আমার প্রসাদে ধনুষ্কোটিতে অবগাহন করিবার ফলে তুমি বিশুদ্ধ হইলে। এক্ষণে দারসংগ্রহ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আচরণ কর। তুমি প্রাণিহিংসা পরিত্যাগ কর, সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় লও এবং নিয়ত ভক্তিযুক্তচিত্তে সজ্জনদিগকে সেবা কর। সন্ধ্যোপাসন প্রভৃতি যে সকল নিত্য কর্ম্ম আছে, তৎসমস্ত তুমি পরিত্যাগ করিও না। ইন্দ্রিয়বর্গকে নিগৃহীত কর এবং হরিহরের অর্চ্চনা করিতে থাক। ২৭—৪০। পরের অপবাদ-বাক্য কদাচ বলিও না; অসূয়া করিও না; অন্যের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া বৃথা মনস্তাপ ভোগ করিও না; পরস্ত্রীদিগকে নিত্য তুমি মাতৃবৎ অবলোকন কর। অধীত বেদ সকল কদাচ তুমি বিস্মৃত হইও না; অতিথিদিগকে অবমাননা করিও না; নির্দ্দিষ্ট তিথিতে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে থাক। স্বপ্নেও অন্য কাহারও পৈশুন্য কদাচ বলিও না। ইতিহাস পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকল এবং বেদান্ত ও বেদাদি সকল তুমি অবলোকন কর, সর্ব্বদা ত্যক্তলজ্জ হইয়া হরিহরের নামনিচয় কীর্ত্তন করিতে থাক। জাবালোপনিষদ্বর্ণিত মন্ত্র সকল উচ্চারণ করিয়া ত্রিপুণ্ড্র ও উদ্ধূলন কর। সর্ব্বদা শৌচাচারপরায়ণ হইয়া রুদ্রাক্ষসকল ধারণ করিতে থাক। হে দ্বিজ! তুলসী এবং বিল্বপত্র লইয়া এককাল, দ্বিকাল কিম্বা ত্রিকাল যাবৎ তুমি হরি-

নারায়ণাগ্রতঃ। কুরু ত্বং বৈশ্বদেবাখ্যং বলিমন্ন-
বিশুদ্ধয়ে ॥ ৪৮ ॥ যতীশ্বরান ব্রহ্মনিষ্ঠান
তর্পয়ান্নৈর্গৃহাগতান। ব্রহ্মানন্যাননাথাংশ্চ যোগিনো
ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৪৯ ॥ কুরু ত্বং মাতৃশুশ্রূষামোপাসন-
পরো ভব। পঞ্চাক্ষরং মহামন্ত্রং প্রণবেন সমন্বিতম্ ॥
৫০ ॥ তথৈবাষ্টাক্ষরং মন্ত্রমন্যমন্ত্রানপি দ্বিজ। জপ
ত্বং প্রযতো ভূত্বা ধ্যায়মন্ত্রাধিদেবতাঃ ॥ ৫১ ॥ এব-
মন্যাংস্তথা ধর্ম্মান্ স্মৃত্যুক্তান সর্ব্বদা কুরু। এবং
কৃতবতস্তে স্যাদ্দেহান্তে মুক্তিরপালম্ ॥৫২॥ ইত্যুক্তো
ব্যাসমুনিনা দুর্ব্বিনীতঃ প্রণম্য তম্। তদুক্তমখিলং
কৃত্বা দেহান্তে মুক্তিমাপ্তবান ॥ ৫৩ ॥ তন্মাতাপি
মৃতা কালে ধনুষ্কোটিনিমজ্জনাৎ। অবাপ পরমাং
মুক্তিমপুনর্ভবদায়িনীম্ ॥ ৫৪ ॥ দুর্ব্বাসা উবাচ।
এবন্তে দুর্ব্বিনীতস্য তন্মাতুশ্চ বিমোক্ষণম্। ধনু-
ষ্কোটাভিষেকেণ যজ্ঞদেব ময়েরিতম্ ॥ ৫৫ ॥ পুত্র-
মেনং ত্বমপ্যাশু ব্রহ্মহত্যাবিশুদ্ধয়ে। সমাদায় ব্রজ
ব্রহ্মন্ ধনুষ্কোটিং বিমুক্তিদাম্ ॥ ৫৬ ॥ সিন্ধুদ্বীপ
উবাচ। ইতি দুর্ব্বাসসা প্রোক্তো যজ্ঞদেবো নিজং
সুতম্। সমাদায় যযৌ রামধনুষ্কোটিং বিমুক্তি-
দাম্ ॥ ৫৭ ॥ গত্বা নিবাসমকরোৎ ষণ্মাসং তত্র স
দ্বিজঃ। পুত্রেণ সাকং নিয়তো হে শৃগালপ্লবঙ্গমৌ ॥
৫৮ ॥ স সস্নৌ চ ধনুষ্কোটৌ ষণ্মাসং বৈ সপুত্রকঃ।
ষণ্মাসান্তে যজ্ঞদেবং প্রাহ বাগশরীরিণী ॥ ৫৯ ॥
বিমুক্তা যজ্ঞদেবাস্য ব্রহ্মহত্যা সুতস্য তে। স্বর্ণ-
স্তেয়াৎ সুরাপানাৎ কিরাতীসঙ্গমাত্তথা ॥ ৬০॥ অন্যে-
ভ্যোঽপি হি পাপেভ্যো বিমুক্তোঽয়ং সুতস্তব।
সংশয়ং মা কুরুষ ত্বং যজ্ঞদেব দ্বিজোত্তম ॥৬১॥ ইত্যুক্তা
বিররামাথ সা তু বাগশরীরিণী। তদাশরীরিণী-
বাক্যং যজ্ঞদেবঃ স শুশ্রুবান্ ॥ ৬২ ॥ সন্তুষ্টঃ পুত্র-
সহিতো রামনাথং নিষেব্য চ। ধনুষ্কোটিং নমস্কৃত্য
পুত্রেণ সহিতস্তদা ॥ ৬৩ ॥ স্বদেশং প্রযযৌ হৃষ্টঃ
স্বগ্রামং স্বগৃহং তথা। সপুত্রদারঃ সুচিরং সুখমাস্তে
সুনির্বৃতঃ ॥ ৬৪ ॥ সিন্ধুদ্বীপ উবাচ। গোমায়ু-
বানরাবেবং যুবয়োঃ কথিতং ময়া। যজ্ঞদেবসুত-
স্যাস্য সুমতেঃ পরিমোক্ষণম্ ॥ ৬৫ ॥ পাতকেভ্যো
মহদ্ভ্যশ্চ ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ। যুবামতো ধনু-

হরের অর্চ্চনা করিতে থাক। হরি ও হরের
অগ্রে থাকিয়া তুমি তুলসী ও বিল্বদলবিমিশ্রিত
পাদোদকসিক্ত নৈবেদ্যান্ন সর্ব্বদা ভোজন কর।
অন্নবিশুদ্ধির জন্য তুমি বৈশ্বদেববলি প্রদান কর।
গৃহাগত ব্রহ্মনিষ্ঠ যতীশ্বরদিগকে তুমি পরিতৃপ্ত
কর; অপিচ অন্যান্য যোগী ও ব্রহ্মচারীদিগের
তৃপ্তি উৎপাদন করিতে থাক, হে দ্বিজ! তুমি প্রযত
হইয়া মন্ত্রাধিদেবতাদিগকে ধ্যান করিতে করিতে
প্রণবান্বিত পঞ্চাক্ষর মহামন্ত্র, অষ্টাক্ষর মন্ত্র এবং
অন্যান্য মন্ত্র সকল জপ কর। এইরূপে স্মৃতি-
শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য ধর্ম্মকার্যগুলিও তুমি যথাযথ
করিতে থাক। এই প্রকার ধর্ম্মাচরণ করিলে
দেহান্তে তুমি মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। ব্যাস মুনি
এই কথা কহিলে, দুর্ব্বিনীত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া
তাঁহার কথিত সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দেহান্তে
মুক্তি লাভ করিলেন। তাহার মাতাও কালে
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ধনুষ্কোটিতে স্নানের ফলে
অপুনর্জ্জন্মদায়িনী পরমা মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন।
দুর্ব্বাসা কহিলেন,—হে যজ্ঞদেব! এই আমি ধনু-
ষ্কোটিস্নানে দুর্ব্বিনীত ও তাহার মাতার মুক্তি-
বার্ত্তা কীর্ত্তন করিলাম। অতএব হে ব্রহ্মন্! তুমিও
তোমার এই পুত্রকে লইয়া ব্রহ্মহত্যা-বিশুদ্ধির
নিমিত্ত মুক্তিপ্রদ ধনুষ্কোটিতে গমন কর। সিন্ধু-
দ্বীপ কহিলেন,—দুর্ব্বাসা এই কথা কহিলে যজ্ঞদেব
নিজ পুত্রকে লইয়া মুক্তিদায়িনী ধনুষ্কোটিতে
গমন করিলেন। সেখানে গিয়া সেই দ্বিজ ছয়-
মাস পর্য্যন্ত নিয়ত হইয়া পুত্রসহ বাস করিলেন।
অনন্তর হে শৃগাল! ও বানর! ক্রমে যজ্ঞদেব
পুত্রসহ ছয়মাস পর্য্যন্ত ধনুষ্কোটিতে স্নান করি-
লেন। ছয়মাসের পর এক অশরীরিণী বাণী
যজ্ঞদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—ওহে যজ্ঞ-
দেব! তোমার পুত্রের ব্রহ্মহত্যা নিরস্ত হইল।
স্বর্ণস্তেয়, সুরাপান, ও কিরাতী-সঙ্গজনিত পাপ
ও অন্যান্য পাপ হইতেও তোমার পুত্র মুক্ত হইল।
হে দ্বিজবর! এই কথায় আর কিছুমাত্র সংশয়
করিও না। ৪১—৬১। সেই অশরীরিণী বাণী এই
বলিয়া বিরত হইল। যজ্ঞদেব তখন সেই আকাশ-
বাণী শ্রবণ করিলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে পুত্রসহ রাম-
নাথ শিবের অর্চ্চনাপূর্ব্বক ধনুষ্কোটিকে নমস্কার
করিতে করিতে হৃষ্ট হইয়া স্বদেশে স্বগ্রামে
স্বগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর পুত্রপরিবার-
বর্গসহ নির্বৃত হইয়া দীর্ঘকাল সুখে অবস্থান
করিলেন। সিন্ধুদ্বীপ কহিলেন,—হে শৃগাল-
বানর! তোমাদের নিকট এই আমি যজ্ঞ-
দেবতনয় সুমতির মোক্ষবার্ত্তা বিবৃত করিলাম।
ধনুষ্কোটিতে মগ্ন হইলে মহাপাপ হইতে ও

ক্কোটিং গচ্ছতং পাপশুদ্ধয়ে। নান্যথা পাপশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তাযুতৈরপি ॥ ৬৬ ॥ শ্রীসূত উবাচ। সিন্ধুদ্বীপস্য বচনমিতি শ্রুত্বা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬৭ ॥ শৃগালবানরাবাশু বিলঙ্ঘিতমহাপথৌ। ধনুষ্কোটিং প্রয়াসেন গত্বা স্নাত্বা চ তজ্জলে ॥ ৬৮ ॥ বিমুক্তৌ সর্ব্বপাপেভ্যো বিমানবরসংস্থিতৌ। দেবৈঃ কুসুমবর্ষেণ কীর্য্যমাণৌ সুতেজসৌ ॥ ৬৯ ॥ হারকেয়ূরমুকুটকটকাদিবিভূষিতৌ। দেবস্ত্রীধূয়মানাভ্যাং চামরাভ্যাং বিরাজিতৌ। গত্বা দেবপুরীং রম্যামিন্দ্রস্যার্দ্ধাসনং গতৌ ॥ ৭০ ॥ শ্রীসূত উবাচ। যুষ্মাকমেবং কথিতং শৃগালস্য কপেরপি পাপাদ্বিমোক্ষণং বিপ্রা ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ। ভক্ত্যা য ইমমধ্যায়ং শৃণোতি পঠতেঽপি বা ॥ ৭২ ॥ স্নানজং ফলমাপ্নোতি ধনুষ্কোটৌ স মানবঃ। যোগিবৃন্দৈরসুলভাং মুক্তিমপ্যাশু বিন্দতি ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধনুষ্কোটিপ্রশংসায়াং শৃগালবানরবিমোক্ষণবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

মুক্তি ঘটে। অতএব তোমাদিগকেও বলিতেছি, তোমরা পাপশুদ্ধির নিমিত্ত ধনুষ্কোটিতে যাও, অন্যথা শত শত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও পাপশুদ্ধি হইবার নহে। সূত কহিলেন—হে বিপ্রগণ! সিন্ধুদ্বীপের সেই বাক্য শুনিয়া শৃগাল-বানর মহাপথ লঙ্ঘনপূর্ব্বক বহু প্রয়াসে ধনুষ্কোটিতে গমন করিয়া তথাকার জলে স্নান করিল। তাহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইল; তৎক্ষণাৎ শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করিল। দেবশ্রেষ্ঠগণ সেই তেজস্বী বানর ও শৃগালের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহারা হার, কেয়ূর, মুকুট ও কটকাদি দ্বারা বিভূষিত হইল। দেবনারীগণ তাহাদিগকে চামর দ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাহারা রম্য দেবপুরীতে গিয়া ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন প্রাপ্ত হইল। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! আপনাদের নিকট শৃগাল ও বানরের এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। ধনুষ্কোটিতে অবগাহনে নিশ্চয়ই পাপ হইতে মুক্তি হয়। যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত এই অধ্যায় শ্রবণ বা পাঠ করে, সে ধনুষ্কোটিস্নানজন্য ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং যে মুক্তি—যোগি-জনেরও অসুলভ, সে তাহাই সত্বর লাভ করে। ৬২—৭৩।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। ধনুষ্কোটেস্তু মাহাত্ম্যং ভূয়োঽপি প্রব্রবীম্যহম্। দুরাচারাভিধো যত্র স্নাত্বা মুক্তোঽভবদ্দ্বিজঃ ॥ ১ ॥ মুনয় ঊচুঃ। দুরাচারাভিধঃ কোঽসৌ সূত তত্ত্বার্থকোবিদ। কিঞ্চ পাপং কৃতং তেন দুরাচারেণ বৈ মুনে ॥ ২ ॥ কথং বা পাতকান্মুক্তো ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ। এতচ্ছুশ্রূষমাণানাং বিস্তরাদ্বদ নো মুনে ॥ ৩ ॥ শ্রীসূত উবাচ। মুনয়ঃ শ্রূয়তাং তস্য দুরাচারস্য পাতকম্। স্নানেন ধনুষঃ কোটৌ যথা মুক্তশ্চ পাতকাৎ ॥ ৪ ॥ দুরাচারাভিধো বিপ্রো গৌতমীতীরমাশ্রিতঃ। কশ্চিদস্তি দ্বিজাঃ পাপী ক্রূরকর্ম্মরতঃ সদা ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মঘ্নৈশ্চ সুরাপৈশ্চ স্তেয়িভির্গুরুতল্পগৈঃ। তদা সংসর্গদুষ্টোঽসৌ তৈঃ সাকং ন্যবসদ্দ্বিজাঃ ॥ ৬ ॥ মহাপাতকিসংসর্গদোষেণাস্য দ্বিজস্য বৈ। ব্রাহ্মণ্যং সকলং নষ্টং নিঃশেষেণ দ্বিজোত্তমা ॥ ৭ ॥ মহাপাতকিভিঃ সার্দ্ধং দিনমেকং তু যো দ্বিজঃ। নিবসেৎ সাদরং তস্য তৎক্ষণাদ্ধি দ্বিজন্মনঃ ॥ ৮ ॥ ব্রাহ্মণ্যস্য তুরীয়াংশো নশ্যত্যেব ন

ষটত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—আমি পুনরপি ধনুষ্কোটির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। হে দ্বিজগণ! তথায় স্নান করিয়া দুরাচারনামক জনৈক বিপ্র পূর্ব্বে মুক্ত হইয়াছিলেন। মুনিগণ কহিলেন,—হে সূত! হে তত্ত্বার্থ-দর্শিন! কে সেই দুরাচার? কিরূপ পাপ সে করিয়াছিল? ধনুষ্কোটিতে স্নানের ফলে সেই দুরাচার কিরূপেই বা মুক্ত হইয়াছিল? হে মুনে! আমরা এ সকল শুনিতে ইচ্ছা করি। তুমি আমাদিগের নিকট বিস্তারক্রমে উহা কীর্ত্তন কর, সূত কহিলেন,—মুনিগণ! দুরাচারের পাপের কথা এবং ধনুষ্কোটিতে স্নান করিয়া যেরূপে সে পাপমুক্ত হইয়াছিল, তাহাই শ্রবণ করুন। হে দ্বিজগণ! দুরাচার নামে জনৈক ক্রূরকর্ম্মা পাপী ব্রাহ্মণ গৌতমীতীরে বাস করিত। সে, ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপায়ী, স্তেয়ী, ও গুরুতল্পগামী পাতকীদিগের সংসর্গে কাল কাটাইত; তাহাদের সহিত সর্ব্বদা বাস করিত। মহাপাতকীদিগের সংসর্গদোষে ক্রমে তাহার সমস্ত ব্রহ্মণ্য নিঃশেষ হইয়া গেল। ১—৭। বস্তুত যে দ্বিজ মহাপাতকীদিগের সংসর্গে এক দিনও ইচ্ছাপূর্ব্বক বাস করেন, তাঁহার ব্রহ্মণ্যের তুরীয়াংশ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। মহাপাতকী-

সংশয়ঃ। দ্বিদিনং সেবনাৎ স্পর্শাদ্দর্শনাচ্ছয়নাত্তথা॥ ৯॥ ভোজনাৎ সহ পঙ্‌ক্তৌ চ মহাপাতকিভির্দ্বিজাঃ। দ্বিতীয়ভাগো নশ্যেত ব্রাহ্মণস্য ন সংশয়ঃ॥ ১০॥ ত্রিদিনাচ্চ তৃতীয়াংশো নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ। চতুর্দ্দিনাচ্চতুর্থাংশো বিলয়ং যাতি হি ধ্রুবম্॥১১॥ অতঃ পরন্তু তৈঃ সাকং শয়নাসনভোজনৈঃ। তত্তুল্যপাতকী ভূয়ান্মহাপাতকসঙ্গমাৎ॥ ১২॥ তেন ব্রাহ্মণ্যহীনোঽয়ং দুরাচারাভিধো দ্বিজাঃ। গ্রস্তোঽভবদ্ভীষণেন বেতালেন বলীয়সা॥ ১৩॥ অসৌ পরবশস্তেন বেতালেনাতিপীড়িতঃ। দেশাদ্দেশং ভ্রমন্ বিপ্রা বনাচ্চৈব বনান্তরম্॥ ১৪॥ পূর্ব্বপুণ্যবিপাকেন দৈবযোগেন স দ্বিজঃ। রামচন্দ্রধনুষ্কোটিং মহাপাতকনাশনীম্॥ ১৫॥ অনুদ্রুতঃ পিশাচেন তেনাবিষ্টো যযৌ দ্বিজাঃ। ন্যমজ্জয়ৎ স বেতালো ধনুষ্কোটিজলে স্বয়ম্॥ ১৬॥ ধনুষ্কোটিজলে সোঽয়ং বেতালেন প্রবেশিতঃ। উদতিষ্ঠৎ ক্ষণাদেব বেতালেন বিমোচিতঃ॥১৭॥ উত্থিতোঽসৌ দ্বিজো বিপ্রা ধনুষ্কোটিজলান্তদা। স্বস্থো ব্যচিন্তয়ৎ কোঽয়ং দেশো জলধিতীরতঃ॥ ১৮॥ কথং ময়াগতমিহ গৌতমীতীরবাসিনা। ইতি চিন্তাকুলঃ সোঽয়ং ধনুষ্কোটিনিবাসিনম্॥ ১৯॥ দত্তাত্রেয়ং মহাত্মানং যোগিপ্রবরমুত্তমম্। সমাগম্য প্রণম্যাসৌ দুরাচারোঽভ্যভাষত॥ ২০॥ ন জানে ভগবন্ দেশঃ কতমোঽয়ং বদাধুনা। গৌতমীতীরনিলয়ো দুরাচারাভিধো হ্যহম্॥ ২১॥ কৃপয়া ব্রূহি মে ব্রহ্মন্নত্র কথমাগতম্॥ ২২॥ ইতি পৃষ্টো মুনিস্তেন দুরাচারেণ সুব্রতঃ। ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তমবদদ্দুরাচারং কৃপানিধিঃ। মহাপাতকিসংসর্গে দুরাচার কৃতে পুরা॥ ২৩॥ ব্রাহ্মণ্যং নষ্টমভবদ্বেতালস্ত্বাং ততোঽগ্রহীৎ। তেনাবিষ্টস্ত্বমায়াতো বিবশোঽত্র বিমূঢধীঃ॥ ২৪॥ ন্যমজ্জয়ত্ত্বাং বেতালো ধনুষ্কোটিজলেঽত্র তু। তত্র মজ্জনমাত্রেণ বিমুক্তঃ পাতকাত্তবান্॥ ২৫॥ ধনুষ্কোটৌ তু যে স্নানং পুণ্যে কুর্ব্বন্তি মানবাঃ। তেষাং নশ্যন্তি বৈ সত্যং পঞ্চপাতকসঞ্চয়াঃ॥ ২৬॥ রামচন্দ্রধনুষ্কোটাবত্র মজ্জনমাত্রতঃ। মহাপাতকিসংসর্গ-

দিগের সহিত দুই দিন বাসে, স্পর্শনে, দর্শনে, শয়নে কিম্বা একপঙ্‌ক্তিতে ভোজনে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মণ্যের দ্বিতীয় ভাগ নষ্ট হয়। তিন দিন সহবাসে তৃতীয়াংশ বিনষ্ট হয় এবং চারি দিনের সংসর্গে চতুর্থাংশও নিশ্চয় বিলীন হইয়া যায়। ইহা অপেক্ষা অধিক দিন তাহাদিগের সহিত শয়ন, আসন ও ভোজনাদি করিলে মহাপাতকের সঙ্গহেতু তত্তুল্য পাতকী হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! এইজন্যই ঐ দুরাচার নামক বিপ্র ব্রহ্মণ্য হইতে হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। ক্রমে এক ভয়ঙ্কর বলশালী বেতাল তাহাকে আক্রমণ করিল। বেতালের বশতাপন্ন হইয়া দুরাচার অত্যন্ত পীড়িত হইল। তদবস্থায় সে দেশ হইতে দেশান্তরে এবং বন হইতে বনান্তরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। ক্রমে ঐ দ্বিজ জন্মান্তরের পুণ্যপ্রভাবে দৈবাক্রমে মহাপাতকনাশিনী রামধনুষ্কোটিতে গিয়া উপনীত হইল। হে দ্বিজগণ! দুরাচার বেতালাবিষ্ট হইয়া তথায় গমন করিলে বেতাল তাহাকে ধনুষ্কোটিজলে নিমজ্জিত করিল। বেতাল কর্ত্তৃক ধনুষ্কোটিজলে প্রবেশিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ বেতালবিমুক্ত হইয়া উত্থিত হইলেন। হে বিপ্রগণ! তিনি ধনুষ্কোটি জল হইতে উত্থিত হইয়া স্বস্থচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন—এই জলধিতীরবর্ত্তী দেশের নাম কি? ইহা কোন্ দেশ? গৌতমীতীরে আমার বাস; আমি এখানে কিরূপে আসিলাম? ব্রাহ্মণ এইরূপে চিন্তাকুল হইয়া ধনুষ্কোটিতীরবাসী যোগিপ্রবর মহাত্মা দত্তাত্রেয়ের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! এই কোন্ দেশ আমি জানি না; আপনি আমায় বলিয়া দিন। আমার নাম দুরাচার; গৌতমীতীরে আমার বাস। হে ব্রহ্মন্! আপনি কৃপা করিয়া বলুন,—কিরূপে আমি এখানে আগমন করিলাম?৮—২২। দুরাচার এরূপ প্রশ্ন করিলে কৃপানিধি মুনিবর মুহূর্ত্ত মাত্র ধ্যান করিয়া বলিলেন,—ওহে দুরাচার! পূর্ব্বে তুমি মহাপাতকীদিগের সংসর্গ করিয়াছিলে, তাহারই ফলে তোমার ব্রহ্মণ্য নষ্ট হওয়ায় এক বেতাল তোমাকে আশ্রয় করিয়াছিল। সেই বেতালাবিষ্ট হইয়া তুমি এইখানে আগমন করিয়াছ। আসিবার কালে তোমার বুদ্ধি বিমূঢ় ছিল, তুমি একান্তই পরাধীন ছিলে, সেই বেতালই তোমায় ধনুষ্কোটিজলে নিমজ্জিত করায়। তথায় মজ্জন মাত্র তুমি পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছ। যে সকল মানব পবিত্র ধনুষ্কোটিতে স্নান করে, তাহাদিগের পাপরাশি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। এই রামধনুষ্কোটিতে মজ্জনমাত্র তোমার মহাপাতকীদিগের সংসর্গ-

দোষন্তে বিলয়ং যযৌ ॥২৭॥ তন্নাশাদেব বেতালস্ত্বাং মুক্ত্বা বিলয়ং গতঃ। ত্বামগ্রহীদ্যো বেতালঃ পুরায়ং ব্রাহ্মণোঽভবৎ ॥ ২৮ ॥ সোঽয়ং ভাদ্রপদে মাসে কৃষ্ণপক্ষে মহালয়ে। পার্ব্বণেন বিধানেন পিতৃণাং নাকরোন্মুদা ॥ ২৯ ॥ তেন স্বপিতৃভিঃ শপ্তো বেতালত্বমগাদয়ম্। সোঽপি চাস্য ধনুষ্কোটের-বলোকনমাত্রতঃ ॥ ৩০ ॥ বেতালত্বং বিহায়েহ বিষ্ণুলোকমবাপ্তবান্। অতো ভাদ্রপদে মাসে কৃষ্ণপক্ষে মহালয়ে ॥ ৩১ ॥ উদ্দিশ্য স্বপিতৄন্ যে তু ন কুর্ব্বন্ত্যতিলোভতঃ। মহালোভযুতাস্তেঽপ্যা বেতালাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥ তস্মাদ্ভাদ্রপদে মাসে কৃষ্ণপক্ষে মহালয়ে। পিতৄনুদ্দিশ্য শক্ত্যা যে ব্রাহ্মণান্বেদপারগান্ ॥ ৩৩ ॥ ভোজয়েয়ুর্ম্মহান্নেন ন তে বিন্দন্তি দুর্গতিম্। যস্য ভাদ্রপদে মাসে কৃষ্ণপক্ষে মহালয়ে ॥ ৩৪ ॥ স্বশক্ত্যনুগুণং বিপ্রমেকং দ্বৌ ত্রীনকিঞ্চনঃ। ভোজয়েন্নহি দৌর্গত্যং ভবেদস্য কদাচন ॥ ৩৫ ॥ অয়ং ভাদ্রপদে মাসে পিতৄনামনু-পাসনাৎ। যযৌ বেতালতাং বিপ্রো যস্ত্বাং জগ্রাহ পাপিনম্ ॥ ৩৬ ॥ কালো ভাদ্রপদমাসমারভ্য বৃশ্চিকাবধি। মহালয়স্য কথিতো মুনিভিস্তত্ত্ব-দর্শিভিঃ ॥ ৩৭ ॥ মাসো ভাদ্রপদঃ কালস্তত্রাপি হি বিশিষ্যতে। কৃষ্ণপক্ষো বিশিষ্টঃ স্যাদ্দুরাচারক তত্র বৈ ॥ ৩৮ ॥ তস্মিন্ শুভে কৃষ্ণপক্ষে প্রথমায়াং তথা তিথৌ। শ্রাদ্ধং মহালয়ং কুর্য্যাদ্যো নরো ভক্তি-পূর্ব্বকম্ ॥ ৯ ॥ তস্য প্রীণাতি ভগবান্ পাবকঃ সর্ব্ব-পাবনঃ। স বহ্নিলোকমাপ্নোতি বহ্নিনা সহ মোদতে ॥ ৪০ ॥ তস্মৈ চ জলনো দেবঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যং দদাত্যপি। প্রথমায়াং তিথৌ মর্ত্ত্যো যো ন কুর্য্যান্মহালয়ম্ ॥ ৪১ ॥ বহ্নির্গৃহং দহেত্তস্য শ্রিয়ং ক্ষেত্রাদিকং তথা। বেদজ্ঞে ব্রাহ্মণে ভুক্তে প্রথমায়াং মহালয়ে ॥ ৪২ ॥ দশ-কল্পসহস্রাণি পিতরো যান্তি তৃপ্ততাম্। দ্বিতীয়ায়ান্ত যো ভক্ত্যা কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং মহালয়ম্ ॥ ৪৩ ॥ তস্য প্রীণাতি ভগবান্ ভবানীপতিরীশ্বরঃ। স কৈলাস-মবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥ ৪৪ ॥ বিপুলাং সম্পদং তস্মৈ প্রীতো দদ্যান্মহেশ্বরঃ। দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ মর্ত্ত্যো যো ন কুর্য্যান্মহালয়ম্ ॥ ৪৫ ॥ তস্য

জনিত দোষ বিলয় পাইয়াছে। সেই সকল পাপ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া এক্ষণে বেতালও তোমায় পরিত্যাগ করিয়া বিলীন হইয়াছে। তোমাকে যে বেতাল আসিয়া আশ্রয় করিয়াছিল, ঐ বেতাল পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ ছিল। ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে বিধিপূর্ব্বক পিতৃগণের মহালয়শ্রাদ্ধ সম্পাদন করে নাই বলিয়া তাহার পিতৃগণ তাহাকে অভিশাপ প্রদান করেন; সেই শাপে সে বেতালত্ব প্রাপ্ত হয়। এত দিনের পর ঐ বেতালও ধনুষ্কোটিতীর্থের দর্শনমাত্র বেতালত্ব হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে উপনীত হইয়াছে। অতএব যাহারা অত্যন্ত লোভ-বশতঃ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগণের উদ্দেশে মহালয়শ্রাদ্ধ করে না, সেই সকল মহালোভযুক্ত লোক নিশ্চয়ই বেতাল হইয়া থাকে। অতএব। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগণের উদ্দেশে মহালয়-শ্রাদ্ধ করিয়া যথাশক্তি উত্তমান্ন দ্বারা বেদপারগ ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। যাহারা এইরূপ শ্রাদ্ধ করে, তাহাদিগকে আর দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি ভাদ্রকৃষ্ণপক্ষে মহালয়-শ্রাদ্ধ করিয়া শক্তি অনুসারে এক দুই অথবা তিন জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়, তাহার আর কদাচ দুর্গতি হয় না। এই যে বেতাল তোমাকে গ্রহণ করিয়াছিল, ঐ ব্যক্তিও ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ-পক্ষে পিতৃগণের উপাসনা করে নাই বলিয়াই বেতালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল; তত্ত্বদর্শী মুনিগণ বলিয়াছেন,—ভাদ্রপদ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্তই মাহালয়ের কাল; তন্মধ্যে ভাদ্রমাসই বিশিষ্ট কাল বলিয়া উল্লিখিত। হে দুরাচার! তন্মধ্যে আবার কৃষ্ণপক্ষই বিশিষ্ট। সেই কৃষ্ণপক্ষের প্রথম তিথিতে যে নর ভক্তিপূর্ব্বক মহালয়শ্রাদ্ধ করে, সর্ব্বপাবন ভগবান্ পাবক তাহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন। সে বহ্নিলোক প্রাপ্ত হইয়া বহ্নির সহিত বিহার করিয়া থাকে।২৩—৪০। অগ্নি-দেব তাহাকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য দান করেন। যে ব্যক্তি কৃষ্ণ-পক্ষের প্রথম তিথিতে মহালয়-শ্রাদ্ধ না করে, বহ্নি তাহার শ্রী ও ক্ষেত্রাদি দগ্ধ করিয়া থাকেন। প্রথম তিথিতে মহালয়শ্রাদ্ধে একটী মাত্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে পিতৃগণ দশসহস্র কল্পকাল তৃপ্ত হইয়া থাকেন। দ্বিতীয়া তিথিতে যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত মহালয়শ্রাদ্ধ করে, ভগবান্ ভবানীপতি তাহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন। সে ব্যক্তি কৈলাসধামে উপনীত হয় এবং শিবসহ বিহার করিয়া থাকে। মহেশ্বর প্রীত হইয়া তাহাকে বিপুল সম্পদ্ দান করিয়া থাকেন। যে মানব দ্বিতীয় তিথিতে মহালয়শ্রাদ্ধ না করে, শম্ভু তাহার

বৈ কুপিতঃ শম্ভুর্নাশয়েদ্‌ব্রহ্মবর্চ্চসম্। রৌরবং কালসূত্রাখ্যং নরকং চাস্য দাস্যতি ॥ ৪৬ ॥ বেদজ্ঞে ব্রাহ্মণে ভুক্তে দ্বিতীয়ায়াং মহালয়ে। বিংশৎকল্পসহস্রাণি পিতরো যান্তি তৃপ্ততাম্ ॥ ৪৭ ॥ অনুগ্রহাৎ পিতৃণাঞ্চ সন্ততিশ্চাস্য বর্দ্ধতে। তৃতীয়ায়াং নরো ভক্ত্যা কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং মহালয়ম্ ॥ ৪৮ ॥ তস্য প্রীণাতি ভগবাঁল্লোকপালো ধনাধিপঃ। মহাপদ্মাদিনিধয়ো বর্ত্তন্তে তস্য বৈ বশে ॥ ৪৯ ॥ তস্যানুগাস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। তৃতীয়ায়াং তিথৌ মর্ত্ত্যো যো ন কুর্য্যান্মহালয়ম্ ॥ ৫০ ॥ ধনদো ভগবাংস্তস্য সম্পদং হরতি ক্ষণাৎ। দারিদ্র্যঞ্চ দদাত্যস্মৈ বহুদুঃখসমাকুলম্ ॥ ৫১ ॥ তৃতীয়ায়াং তিথৌ মর্ত্ত্যো যঃ করোতি মহালয়ম্। তৃপ্যন্তি পিতরস্তস্য ত্রিংশৎকল্পসহস্রকম্ ॥ ৫২ ॥ চতুর্থ্যান্তু নরো ভক্ত্যা শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মহালয়ম্। তস্য প্রীণাতি ভগবান্ হেরম্বঃ পার্ব্বতীসুতঃ ॥ ৫৩ ॥ তস্য বিঘ্নাশ্চ নশ্যন্তি গজবক্ত্রপ্রসাদতঃ। চতুর্থ্যান্তু তিথৌ মর্ত্ত্যো যো ন কুর্য্যান্মহালয়ম্ ॥ ৫৪ ॥ বিঘ্নেশো ভগবাংস্তস্য সদা বিঘ্নং করোতি হি। চণ্ডকোলাহলাভিখ্যে নরকে চ পতত্যথ ॥ ৫৫ ॥ চতুর্থ্যাং বৈ তিথৌ মর্ত্ত্যো যঃ করোতি মহালয়ম্। পিতরঃ কল্পসাহস্রং চত্বারিংশৎপ্রহর্ষিতাঃ ॥ ৫৬ ॥ বহূন্ পুত্রান্ প্রদাস্যন্তি শ্রাদ্ধকর্ত্তুর্নিরন্তরম্। পঞ্চম্যান্তু তিথৌ ভক্ত্যা যো ন কুর্য্যান্মহালয়ম্ ॥ ৫৭ ॥ তস্য লক্ষ্মীর্ভগবতী পরিত্যজতি মন্দিরম্। অলক্ষ্মীঃ কলহাধারা তস্য প্রাদুর্ভবেদ্‌গৃহে ॥ ৫৮ ॥ পঞ্চম্যান্তু তিথৌ মর্ত্ত্যো যঃ করোতি মহালয়ম্। তস্য তৃপ্যন্তি পিতরঃ পঞ্চকল্পসহস্রকে ॥ ৫৯ ॥ সন্ততিং চাপ্যবিচ্ছিন্নামস্মৈ দাস্যন্তি তর্পিতাঃ। পার্ব্বতী চ প্রসন্না স্যান্মহদৈশ্বর্য্যদায়িনী ॥ ৬০ ॥ ষষ্ঠ্যাং তিথৌ নরো ভক্ত্যা শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মহালয়ম্। তস্য প্রীণাতি ভগবান্ ষণ্মুখঃ পার্ব্বতীসুতঃ ॥ ৬১ ॥ তস্য পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ ষণ্মুখস্য প্রসাদতঃ। গ্রহৈর্ব্বালগ্রহৈশ্চৈব ন বাধ্যন্তে কদাচন ॥ ৬২ ॥ ষষ্ঠ্যাং তিথৌ নরো ভক্ত্যা যো ন কুর্য্যান্মহালয়ম্। তস্য স্কন্দো মহাসেনো বিমুখঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৬৩ ॥ গর্ভান্নির্গতমাত্রৈব প্রজা তস্য বিনশ্যতি। পূতনাদিগ্রহকুলৈর্ব্বাধ্যতে চ নিরন্তরম্ ॥ ৬৪ ॥ বহ্নিজ্বালাপ্রবেশাখ্যে নরকে চ

প্রতি কুপিত হইয়া তদীয় ব্রহ্মতেজ নাশ করেন এবং রৌরব ও কালসূত্র নামক নরকে তাহাকে পাতিত করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়া তিথিতে মহালয়শ্রাদ্ধে একমাত্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভোজন করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃপুরুষগণ বিংশতিসহস্র কল্পকাল তৃপ্ত হইয়া থাকেন। পিতৃগণের অনুগ্রহে তাহার সন্ততি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক তৃতীয়া তিথিতে মহালয়শ্রাদ্ধ করে, ভগবান্ লোকপাল ধনাধিপতি তাহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন। মহাপদ্মাদি নিধিগণ সেই শ্রাদ্ধকর্ত্তার বশীভূত হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই দেবত্রয় তাহার অনুগমন করেন। যে মানব তৃতীয়া তিথিতে মহালয়শ্রাদ্ধ না করে, ভগবান্ ধনদ ক্ষণমধ্যেই তাহার সমস্ত সম্পদ্ হরণ করেন এবং বহু দুঃখসমাকুল দারিদ্র্য তাহাকে প্রদান করিয়া থাকেন। তৃতীয়া তিথিতে মহালয়শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃপুরুষেরা ত্রিংশৎসহস্র কল্প কাল তৃপ্ত হন। চতুর্থীতে যে নর ভক্তিপূর্ব্বক মহালয়শ্রাদ্ধ করে, ভগবান্ পার্ব্বতীনন্দন হেরম্ব তাহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন! গজাননের প্রসাদে তদীয় বিঘ্নরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। যে মানব চতুর্থীতে মহালয়শ্রাদ্ধ না করে, ভগবান্ বিঘ্নেশ তাহার প্রতি সর্ব্বদাই বিঘ্নাচরণ করেন। সেই ব্যক্তি চণ্ডকোলাহলনামক নরকে নিপাতিত হইয়া থাকে। চতুর্থী তিথিতে যে মানব মহালয়শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃগণ চত্বারিংশৎসহস্র কল্প কাল হৃষ্ট হইয়া নিয়ত তাহাকে বহু পুত্র প্রদান করেন। পঞ্চমীতে যে মানব ভক্তির সহিত মহালয়শ্রাদ্ধ না করে, ভগবতী লক্ষ্মী তাহার গৃহ পরিত্যাগ করেন, কলহাধার অলক্ষ্মী তাহার গৃহে আবির্ভূত

পঞ্চমী তিথিতে যে মর্ত্ত্য মহালয়শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃগণ পঞ্চসহস্রকল্প কাল পরিতৃপ্ত থাকেন। তাঁহারা তর্পিত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে অবিচ্ছিন্ন সন্ততি প্রদান করেন। মহৈশ্বর্য্যদায়িনী পার্ব্বতী তৎপ্রতি প্রসন্ন হন। ৪১—৬০। ষষ্ঠী তিথিতে যে নর ভক্তিভরে মহালয়শ্রাদ্ধ করে, পার্ব্বতীনন্দন ভগবান্ ষড়ানন তাহার প্রতি প্রীত হন। ষড়াননের প্রসাদে তাহার পুত্র-পৌত্রগণ গ্রহ বা বালগ্রহ দ্বারা কদাচ পীড়িত হয় না। যে নর ষষ্ঠী তিথিতে ভক্তিভরে মহালয়শ্রাদ্ধ না করে, মহাসেন স্কন্দ তাহার প্রতি নিশ্চয়ই বিমুখ হইয়া থাকেন। তাহার সন্তান গর্ভ হইতে নির্গত হইবামাত্রই বিনষ্ট হয় এবং পূতনাদি গ্রহসমূহে

পতত্যধঃ। ষষ্ঠ্যাং তিথৌ যঃ শ্রদ্ধাবান্ কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং মহালয়ম্॥ ৬৫॥ ষষ্টিকল্পসহস্রং তু পিতরো যান্তি তৃপ্ততাম্। পুত্রানপি প্রদাস্যন্তি সম্পদং বিপুলাং তথা॥ ৬৬॥ সপ্তম্যাং তু তিথৌ মর্ত্ত্যঃ শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মহালয়ম্। হিরণ্যপাণির্ভগবানাদিত্যস্তস্য তুষ্যতি॥ ৬৭॥ অরোগো দৃঢ়গাত্রঃ স্যাদ্ভাস্করস্য প্রসাদতঃ। হিরণ্যপাণির্ভগবান্ হিরণ্যং পাণিনা স্বয়ম্॥ ৬৮॥ মহালয়শ্রাদ্ধকর্ত্রে দদাতি প্রীতমানসঃ। সপ্তম্যাং তু তিথৌ ভক্ত্যা যো ন কুর্য্যান্মহালয়ম্॥ ৬৯॥ ব্যাধিভিঃ ক্ষয়রোগাদ্যৈর্ব্বাধ্যতে স দিবানিশম্। তীক্ষ্ণধারাস্ত্রশয্যাখ্যে নরকে চ পতত্যধঃ॥ ৭০ সপ্তম্যাং যো নরো ভক্ত্যা শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মহালয়ম্। সপ্ততিং কল্পসাহস্রং প্রীণন্তি পিতরোঽস্য বৈ॥ ৭১॥ সন্ততিং চাপ্যবিচ্ছিন্নাং দদ্যুঃ পিতৃগণাঃ সদা। অষ্টম্যাস্তু তিথৌ মর্ত্ত্যঃ শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মহালয়ম্॥ ৭২॥ মৃত্যুঞ্জয়ঃ কৃত্তিবাসাস্তস্য প্রীণাতি শঙ্করঃ। করস্থং তস্য কৈবল্যং শঙ্করস্য প্রসাদতঃ॥ ৭৩॥ মহালয়েন শ্রাদ্ধেন তুষ্টে সাক্ষাত্রিয়ম্বকে। চতুর্দ্দশসু

সর্ব্বদাই সে উৎপীড়িত হইয়া থাকে। ঐ নর অন্তে বহ্নিজ্বালানামক নরকে নিপতিত হয়। ষষ্ঠীতিথিতে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মহালয়শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃপুরুষেরা ষষ্টিসহস্র কল্প তৃপ্তি লাভ করেন এবং তৃপ্ত হইয়া তাঁহারা শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে অনেক পুত্র ও বিপুল সম্পদ দান করিয়া থাকেন। মানব সপ্তমী তিথিতেও মহালয়শ্রাদ্ধ করিবে। ঐদিন শ্রাদ্ধ করিলে ভগবান্ হিরণ্যপাণি আদিত্য তৎপ্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন; ভাস্করের প্রসাদে ঐ ব্যক্তি নীরোগ ও দৃঢ়গাত্র হইয়া থাকে। ভগবান্ হিরণ্যপাণি আদিত্য স্বয়ং স্বহস্তে মহালয়শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে প্রীতমনে হিরণ্য দান করেন। সপ্তমী তিথিতে যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত মহালয়শ্রাদ্ধ না করে, সে রাত্রি-দিন ক্ষয়রোগাদি দ্বারা নিপীড়িত হইয়া থাকে এবং অন্তে তীক্ষ্ণধারাগ্রশয্যানামক নরকে নিপতিত হয়। সপ্তমীতে যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত মহালয় শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃগণ সপ্ততিসহস্র কল্প প্রীত হইয়া থাকেন। পিতৃগণ সর্ব্বদাই তাহাকে অবি-চ্ছিন্ন সন্ততি প্রদান করেন। অষ্টমীতে যে মানব মহালয়শ্রাদ্ধ করে, মৃত্যুঞ্জয় কৃত্তিবাসা শঙ্কর তাহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন। শঙ্করের প্রসাদে কৈবল্য তাহার করস্থ হয়। মহালয়শ্রাদ্ধে ত্রিলোচন শঙ্কর

লোকেষু দুর্লভং তস্য কিং ভবেৎ॥ ৭৪॥ মহালয়ং ন কুর্য্যাদ্বৈ যোঽষ্টম্যাং মূঢ়চেতনঃ। সংসারসাগরে ঘোরে সদা মজ্জতি দুঃখিতঃ॥ ৭৫॥ কদাচিদপি তস্যেষ্টং নৈব সিধ্যতি ভূতলে। বৈতরিণ্যাখ্য-নরকে পতত্যাচন্দ্রতারকম্॥ ৭৬॥ যোঽষ্টম্যাং শ্রদ্ধয়া শ্রাদ্ধং নরঃ কুর্য্যান্মহালয়ম্। অশীতিকল্প-সাহস্রং তৃপ্যন্তি পিতরোঽস্য বৈ॥ ৭৭॥ আশীর্ভি-র্ব্বর্দ্ধয়ন্ত্যেনং বিঘ্নশ্চাস্য ব্যপোহতি। সন্ততিং চাপ্য-বিচ্ছিন্নাং দদ্যুঃ পিতৃগণাঃ সদা॥ ৭৮॥ নবম্যান্তু তিথৌ মর্ত্ত্যঃ শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মহালয়ম্। দুর্গাদেবী ভগবতী তস্য প্রীণাতি শাম্ভবী॥ ৭৯॥ ক্ষয়াপস্মার-কুষ্ঠাদীন্ ক্ষুদ্রপ্রেতপিশাচকান্। নাশয়েত্তস্য সন্তুষ্টা দুর্গা মহিষমর্দ্দিনী॥ ৮০॥ নবম্যান্তু তিথৌ মর্ত্ত্যো যো ন কুর্য্যান্মহালয়ম্। অপস্মারেণ পীড্যেত তথৈব ব্রহ্মরক্ষসা॥ ৮১॥ অভিচারার্থকৃত্যাভির্ব্বাধ্যেত চ নিরন্তরম্! নবম্যাং যস্তিথৌ মর্ত্ত্যঃ শ্রাদ্ধং কুর্য্যা-ন্মহালয়ম্॥ ৮২॥ নবতিং কল্পসাহস্রং তৃপ্যন্তি পিতরোঽস্য বৈ। সন্ততিং চাপ্যবিচ্ছিন্নাং দদ্যুঃ পিতৃগণাঃ সদা॥ ৮৩॥ দশম্যান্তু তিথৌ মর্ত্ত্যঃ শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মহালয়ম্। তস্যামৃতকলশ্চন্দ্রঃ ষোড়-

পরিতুষ্ট হইলে, শ্রাদ্ধ-কর্ত্তার এই চতুর্দ্দশ লোকে কোন্ বস্তু দুর্লভ থাকিতে পারে? যে মূঢ়চেতা নর অষ্টমীতে মহালয় শ্রাদ্ধ না করে, সে সর্ব্বদা দুঃখিত হইয়া ঘোর সংসার-সাগরে মগ্ন হইয়া থাকে। ভূতলে তাহার ইষ্টবিষয় কদাচ সিদ্ধ হয় না। সে, আচন্দ্রতারক বৈতরণীনামক নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে। যে নর অষ্টমীতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মহালয়-শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃগণ অশীতিসহস্র কল্পকাল তৃপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে আশীর্ব্বাদ বচনে বর্দ্ধিত করেন, তাহার বিঘ্নরাশি বিহত করিয়া দেন এবং অবিচ্ছিন্ন সন্ততি প্রদান করিয়া থাকেন। ৬১—৭৮। যে মানব নবমী-তিথিতে মহালয় শ্রাদ্ধ করে, শম্ভুসীমন্তিনী ভগবতী দুর্গা দেবী তৎপ্রতি প্রীত হন। সেই মহিষমর্দ্দিনী সন্তুষ্ট হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার ক্ষয় অপস্মার ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ ও প্রেত-পিশাচাদির উপদ্রব নষ্ট করিয়া থাকেন। যে মর্ত্ত্য নবমী তিথিতে মহালয় শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃগণ নবতিসহস্র কল্পকাল তৃপ্ত হইয়া থাকেন এবং সতত অবিচ্ছিন্ন সন্ততি প্রদান করেন। দশমীতে যে মানব মহালয়শ্রাদ্ধ করে, ষোড়শ-কলাত্মক অমৃতময় চন্দ্র তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া

শান্তা প্রসীদন্তি ॥ ৮৪ ॥ ওষধীনামধীশেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধেনানেন তোষিতে। ব্রীহ্যাদীনি তু ধান্যানি দদ্যুরোষধয়ঃ সদা ॥ ৮৫ ॥ যো ন কুর্য্যাদ্দশম্যান্তু মহালয়মনুত্তমম্। ওষধ্যো নিষ্ফলাস্তস্য কৃষিশ্চাপ্যস্য নিষ্ফলা ॥ ৮৬ ॥ দশম্যাং যস্তিথৌ মর্ত্ত্যঃ শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মহালয়ম্। শতকল্পসহস্রাণি তৃপ্যন্তি পিতরোঽস্য বৈ ॥ ৮৭ ॥ সন্ততিং চাপ্যবিচ্ছিন্নাং দদ্যুঃ পিতৃগণাঃ সদা। একাদশ্যাং নরো ভক্ত্যা শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মহালয়ম্ ॥ ৮৮ ॥ সংহর্ত্তা সর্ব্বলোকস্য তস্য রুদ্রঃ প্রসীদতি। রুদ্রস্য সর্ব্বসংহর্ত্তুঃ প্রসাদেন জগৎপতেঃ ॥ ৮৯ ॥ শত্রূন্ পরাজয়ত্যেষ শ্রাদ্ধকর্ত্তা নিরন্তরম্। ব্রহ্মহত্যাযুতং চাপি তস্য নশ্যন্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৯০ ॥ অগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞানাং ফলমাপ্নোতি পুষ্কলম্। একাদশ্যাং নরো ভক্ত্যা যো ন কুর্য্যান্মহালয়ম্ ॥ ৯১ ॥ তস্য বৈ বিমুখো রুদ্রো ন প্রসীদতি কর্হিচিৎ। সর্ব্বতো বর্দ্ধমানাশ্চ বাধন্তে শত্রবো ভৃশম্ ॥ ৯২ ॥ অগ্নিষ্টোমাদিকা যজ্ঞাঃ কৃতাশ্চ বহুদক্ষিণাঃ। নিষ্ফলা এব তস্য স্যুর্ভস্মনি ন্যস্তহব্যবৎ ॥ ৯৩ ॥ ব্রহ্মঘাতকতুল্যং স্যাচ্ছ্রাদ্ধাকরণদোষতঃ। একাদশ্যাং তিথৌ যস্য শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মহালয়ম্ ॥ ৯৪ ॥ দ্বিশতং কল্পসাহস্রং তৃপ্যন্তি পিতরোঽস্য বৈ। সন্ততিং চাপ্যবিচ্ছিন্নাং দদ্যুঃ পিতৃগণাঃ সদা ॥ ৯৫ ॥ দ্বাদশ্যাং তু তিথৌ মর্ত্ত্যঃ কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং মহালয়ম্। তস্য লক্ষ্মীপতিঃ সাক্ষাৎ প্রসীদতি জনার্দ্দনঃ ॥ ৯৬ ॥ প্রসন্নে সতি দেবেশে দেবদেবে জনার্দ্দনে। চরাচরং জগৎসর্ব্বং প্রীণমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৯৭ ॥ ভূমির্হরিপ্রিয়া চাস্য শস্যং সংবর্দ্ধয়ত্যপি। লক্ষ্মীশ্চ বর্দ্ধতে তস্য মন্দিরে হরিবল্লভা ॥ ৯৮ ॥ গদা কৌমোদকী নাম নারায়ণকরস্থিতা। অপস্মারাদিভূতানি নাশয়ত্যেব সর্ব্বদা ॥ ৯৯ ॥ তীক্ষ্ণধারং তথা চক্রং শত্রূনস্য দহত্যপি। যাতুধানপিশাচাদীংস্তস্যশ্চাস্য ব্যপোহতি ॥ ১০০ ॥ এবং সর্ব্বাত্মনা পীড়াং বারয়ত্যস্য কেশবঃ। মহালয়ং ন কুর্য্যাদ্যো দ্বাদশ্যাং মনুজাধমঃ ॥ ১০১ ॥ তস্য ক্ষেত্রাণি সম্পচ্চ বিনশ্যন্তি ন সংশয়ঃ। অপস্মারাদিভূতানি শত্রবশ্চ মহাবলাঃ ॥ ১০২ ॥ যাতুধানাশ্চ বাধন্তে তং বৈ বিষ্ণুপরাঙ্মুখম্। পাত্যতে নরকে চাপি অস্থিভেদননামকে ॥১০৩॥ দ্বাদশ্যাং ভক্তিযুক্তো যঃ শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মহালয়ম্। ষট্শতং কল্পসাহস্রং

থাকেন। উক্ত শ্রাদ্ধ দ্বারা ওষধিপতি পরিতুষ্ট হইলে ওষধিগণ শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে ব্রীহি প্রভৃতি ধান্যরাশি সর্ব্বদা প্রদান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি দশমীতে অনুত্তম মহালয়শ্রাদ্ধ না করে, তাহার ওষধি ও কৃষি সকল নিষ্ফল হইয়া যায়। দশমী তিথিতে যে মানব মহালয়শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃগণ শতসহস্র কল্প তৃপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা তৃপ্ত হইয়া সতত অবিচ্ছিন্ন সন্ততি প্রদান করেন। একাদশীতে যে নর ভক্তির সহিত মহালয়শ্রাদ্ধ করে, সর্ব্বলোকসংহর্ত্তা ভগবান্ রুদ্র তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। উক্ত শ্রাদ্ধকর্ত্তা সর্ব্বসংহারক রুদ্রের প্রসাদে নিরন্তর শত্রুজয়ে সক্ষম হন। তাহার অযুত ব্রহ্মহত্যা তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায় এবং সে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের বিপুল ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। একাদশীতে যে নর ভক্তিভাবে মহালয়শ্রাদ্ধ না করে, রুদ্র তাহার প্রতি বিমুখ হন। তিনি কখনই প্রসন্ন হন না। চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রবল শত্রু আসিয়া সেই ব্যক্তিকে উৎপীড়িত করে। তাহার যদি বহু দক্ষিণান্বিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞও অনুষ্ঠিত থাকে, তথাচ ভস্মনিক্ষিপ্ত হব্যবৎ সে সকল নিষ্ফল হইয়া যায়। শ্রাদ্ধাকরণজনিত পাপে ঐ ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারীর তুল্যপদ প্রাপ্ত হয়। একাদশীতে যে ব্যক্তি মহালয়শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃগণ দুইশত কল্পকাল তৃপ্ত হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে অবিচ্ছিন্ন সন্ততি দান করেন। দ্বাদশীতে যে নর মহালয়শ্রাদ্ধ করে, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি জনার্দ্দন তৎপ্রতি প্রীত হইয়া থাকেন। দেবদেব জনার্দ্দন প্রসন্ন হইলে চরাচর নিখিল জগৎই প্রীত হয়। ভূমি এবং হরিপ্রিয়া সেই শ্রাদ্ধকর্ত্তার শস্য বৃদ্ধি করিয়া দেন। হরিবল্লভা লক্ষ্মী তদীয় মন্দিরে বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। নারায়ণ করস্থা কৌমদকী তদীয় অপস্মারাদি ভূতবর্গকে সর্ব্বদা নাশ করে। নারায়ণের তীক্ষ্ণধার চক্র তাহার শত্রুদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলে এবং যাতুধান, ও পিশাচদিগকে ব্যাহত করিয়া থাকে; স্বয়ং কেশব এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে তদীয় সমস্ত পীড়া নিবারিত করেন, যে মনুজাধম দ্বাদশীতে মহালয়শ্রাদ্ধ না করে, তাহার ক্ষেত্র সম্পদ্ সকলই বিনষ্ট হয়। অপস্মারাদি ভূতবর্গ, মহাবল শত্রু সকল ও যাতুধানগণ সেই বিষ্ণুবিমুখ ব্যক্তিকে উৎপীড়িত করে। ঐ ব্যক্তি অন্তে অস্থিভেদননামক নরকে নিপাতিত হইয়া থাকে। ৭৯—১০৩। যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া দ্বাদশীতে মহালয়শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃ-

প্রীণন্তি পিতরোঽস্য বৈ ॥১০৪॥ সন্ততিং চাপ্যবিচ্ছিন্নাং পিতরোঽস্মৈ দদত্যপি। ত্রয়োদশ্যাং নরো ভক্ত্যা শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মহালয়ম্ ॥ ১০৫ ॥ প্রসীদত্যস্য ভগবান কন্দর্পো রতিনায়কঃ। স্রক্‌চন্দনাদয়ো ভোগা ললনাশ্চ মনোরমাঃ ॥ ১০৬ ॥ কামদেবপ্রসাদেন তস্য সিদ্ধ্যন্তি সর্ব্বদা। আজন্মমরণান্তং চ সুখমেব স বিন্দতে ॥ ১০৭॥ যো ন কুর্য্যাৎ ত্রয়োদশ্যাং ন চ শ্রাদ্ধং মহালয়ম্। কামদেবোঽস্য বিমুখঃ স্ত্রিয়ো ভোগাংশ্চ নাশয়েৎ ॥ ১০৮ ॥ অঙ্গারশয্যাভ্রমণে নরকে পাতয়ত্যমুম্। পিতৄনুদ্দিশ্য যঃ কুর্য্যাৎ ত্রয়োদশ্যাং মহালয়ম্ ॥ ১০৯ ॥ সহস্রকল্পসাহস্রং প্রীণন্তি পিতরোঽস্য বৈ। সন্ততিং চাপ্যবিচ্ছিন্নাং দদ্যুঃ পিতৃগণাস্তদা ॥ ১১০ ॥ চতুর্দ্দশ্যাং নরো ভক্ত্যা শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মহালয়ম্। তস্যাভীষ্টপ্রদানায় জাগর্ত্তি ভগবাঞ্ছিবঃ ॥ ১১১ ॥ উপদিশ্য শিবজ্ঞানং সাযুজ্যং চ দদাত্যপি। সুরাপানাযুতং চাপি স্বর্ণস্তেয়াযুতং তথা ॥ ১১২ ॥ নশ্যন্তি তৎক্ষণাদেব চতুর্দ্দশ্যাং মহালয়াৎ। চণ্ডালবৃষলস্ত্রীণাং সঙ্গদোষোঽপি নশ্যতি ॥ ১১৩ ॥ অশ্বমেধসহস্রস্য পৌণ্ডরীকাযুতস্য চ। পুষ্কলা ফলসিদ্ধিঃ স্যাচ্চতুর্দ্দশ্যাং মহালয়াৎ ॥ ১১৪ ॥ যো ন কুর্য্যাচ্চতুর্দ্দশ্যাং শ্রাদ্ধমেতন্মহালয়ম্। স কল্পকোটিসহস্রং কল্পকোটিশতং তথা ॥ ১১৫ ॥ সংসারান্ধমহাকূপে পতিতঃ স্যাদনিষ্কৃতিঃ। অচোরয়িত্বা কনকমপীত্বাপি সুরাং তথা ॥ ১১৬ ॥ সুরাপানাদিভির্দোষৈর্লিপ্যতে স বিমূঢ়ধীঃ। কৃতা অপি বিধানেন যজ্ঞাঃ স্যুর্নিষ্ফলাস্তথা ॥ ১১৭ ॥ চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ যস্তু কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং মহালয়ম্। লক্ষকোটিসহস্রাণি লক্ষকোটিশতানি চ ॥ ১১৮ ॥ কল্পানি পিতরস্তস্য তৃপ্যন্ত্যেব ন সংশয়ঃ। নরকস্থাশ্চ পিতরঃ স্বর্গং যান্তি প্রহর্ষিতাঃ ॥ ১১৯ ॥ সন্ততিং চাপ্যবিচ্ছিন্নাং দদ্যুঃ পিতৃগণাস্তদা। অমায়াং তু নরো ভক্ত্যা শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মহালয়ম্ ॥ ১২০ ॥ পিতৄণাং তস্য তৃপ্তিঃ স্যাদনন্তা নাত্র সংশয়ঃ। সুধামাস্বাদ্য যা তৃপ্তির্দেবানাং দিবি বৈ ভবেৎ ॥ ১২১ ॥ অনন্তা তাদৃশী তৃপ্তিরমাবাস্যাং মহালয়াৎ। অমাবাস্যা মহাপুণ্যা পিতৃদেবনমস্কৃতা ॥ ১২২ ॥ শান্তা হ্যেষা তু পরমা শিবস্য চ মহাপ্রিয়া। তস্যাং মহালয়ে শ্রাদ্ধে ভোজয়েদ্বেদবিত্তমান্ ॥ ১২৩ ॥ তেন তৃপ্তিঃ পিতৄণাং

গণ এক সহস্র ষট্‌শত কল্প কাল প্রীত হইয়া থাকেন এবং তাহাকে অবিচ্ছিন্ন সন্ততি প্রদান করেন। যে নর ত্রয়োদশীতে মহালয় শ্রাদ্ধ করে, ভগবন রতিপতি কন্দর্প তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। স্রকচন্দনাদি ভোগ ও মনোরম ললনা-কুল কামদেবের প্রসাদে তাহার সর্ব্বদা সুলভ হইয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি আজীবন সুখশান্তিই লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ত্রয়োদশীতে মহালয় শ্রাদ্ধ না করে, কামদেব তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া তাহাকে বনিতাদিভোগ-সুখ হইতে বঞ্চিত করেন এবং অন্তে অঙ্গারশয্যানামক নরকে নিপাতিত করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি পিতৃ-উদ্দেশে মহালয়শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃগণ সহস্র সহস্র কল্প প্রীত হইয়া থাকেন এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে অবিচ্ছিন্ন সন্ততি প্রদান করেন। নর চতুর্দ্দশীতে ভক্তিভরে শ্রাদ্ধ করিলে, তাহাকে অভীষ্ট বস্তু দান করিবার জন্য ভগবান্ শিব সর্ব্বদাই অবহিত থাকেন এবং তাহাকে শিবজ্ঞান উপদেশ দিয়া স্বীয় সাযুজ্য প্রদান করেন। চতুর্দ্দশীতে মহালয়শ্রাদ্ধ করিলে, অযুত সুরাপান ও অযুত স্বর্ণস্তেয় তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। চাণ্ডালী বা বৃষলী-সংসর্গজনিত দোষও নষ্ট হয়। চতুর্দ্দশীতে মহালয় শ্রাদ্ধ করিলে সহস্র অশ্বমেধ ও অযুত পুণ্ডরীক যজ্ঞের পুষ্কল ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে। ১০৪-১১৪। যে ব্যক্তি চতুর্দ্দশীতে মহালয়শ্রাদ্ধ না করে, সে সহস্র কল্প কোটি ও শত কল্প কোটি কাল সংসারান্ধ মহাকূপে নিপতিত হয়, তথাচ তাহার নিষ্কৃতি ঘটে না। যদিও স্বর্ণ চুরি না করে কিম্বা সুরাপায়ী না হয়, তথাচ সেই মূঢ়বুদ্ধি সুরাপানাদি দোষে লিপ্ত হইয়া থাকে। বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত যজ্ঞও তাহার নিষ্ফল হয়। চতুর্দ্দশী তিথিতে মহালয়শ্রাদ্ধ করিলে লক্ষকোটিসহস্র, লক্ষকোটিশত কল্পকাল তদীয় পিতৃগণ তৃপ্ত হইয়া থাকেন। পিতৃগণ নরকনিমগ্ন রহিলেও সেই শ্রাদ্ধের ফলে প্রহৃষিত হইয়া স্বর্গধামে গমন করেন! তাঁহারা শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে অবিচ্ছিন্ন সন্ততি দান করিয়া থাকেন। যে নর অমাবস্যায় ভক্তিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃগণের অনন্ত তৃপ্তি হয়, সুধা পাইয়া স্বর্গে সুরগণ যেরূপ তৃপ্তি লাভ করেন, অমাবস্যায় মহালয়শ্রাদ্ধে পিতৃগণের তাদৃশ অনন্ত তৃপ্তি হয়। অমাবস্যা তিথি মহাপবিত্রা, পিতৃদেবগণের নমস্কৃতা, পরমা কান্তা ও শিবের অতীব প্রিয়া। ঐ তিথিতে মহালয়শ্রাদ্ধ করিয়া বেদবিত্তম ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইলে পিতৃ-

স্থাদনন্তা তুষ্যতে শিবঃ। ব্রহ্মহত্যাদয়ঃ পঞ্চ পাতকা নাশমাপ্নুয়ুঃ॥ ১২৪॥ কৃতাশ্চ স্যুর্বিধানেন সর্ব্বে যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ। অনুষ্ঠিতাঃ স্যুর্বিধিবৎ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ॥ ১২৫॥ অমাবস্থাদিনে যেন কৃতং শ্রাদ্ধং মহালয়ম্। প্রত্যগ্‌ব্রহ্মৈকতাং জ্ঞাত্বা সাযুজ্যং যাত্যসংশয়ম্॥ ১২৬॥ যো ন কুর্য্যাদ-মাবাস্থাং মহালয়মচেতনঃ। ব্রহ্মলোকগতাশ্চাস্য পিতরো যান্তি নারকম্॥ ১২৭॥ সন্ততিশ্চাস্য মূঢ়স্য বিচ্ছিদ্যেতৈব তৎক্ষণাৎ। স এব হি মহানর্থো যদমায়াং তিথৌ নরৈঃ॥ ১২৮॥ মহালয়ার্থো বিপ্রেন্দ্রা বিধিবন্নৈব ভোজিতাঃ। মাসি ভাদ্রপদে প্রাপ্তে নৃত্যন্তি পিতৃদেবতাঃ॥ ১২৯॥ অস্মানু-দ্দিশ্য মৎপুত্রা ভোজয়েয়ুর্দ্বিজোত্তমান্। তেন নো নরকক্লেশো ন ভবিষ্যতি দারুণঃ॥ ১৩০॥ বাসশ্চ স্বর্গলোকে স্যাদ্‌যাবদাচন্দ্রতারকম্। মাসি ভাদ্র-পদে প্রাপ্তে পিতৃণাং তৃপ্তিদায়িনী॥ ১৩১॥ একৈকং ভোজয়েদ্বিপ্রং প্রত্যহং ভক্তিপূর্ব্বকম্। পিতৃমাতৃ-কুলোদ্ভূতাঃ পিতরস্তৃপ্তিমাপ্নুয়ুঃ॥ ১৩২॥ কৃষ্ণপক্ষে বিশেষেণ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ সুধীঃ। ঘৃতসূপাদি-শঙ্কৈশ্চ তৈলাভ্যঙ্গপুরঃসরম্॥ ১৩॥ সুধাং পাস্যন্তি পিতরস্তস্যাকল্পং প্রহর্ষিতাঃ। সপ্তমীং কৃষ্ণ-পক্ষস্য প্রারভ্য প্রত্যহং নরাঃ॥ ১৩৪॥ বিপ্রান্ যাবদমাবাস্যা ত্রীংস্ত্রীনভ্যর্চ্চ্য ভোজয়েৎ। আরভ্য দ্বাদশীং বিপ্রাংস্ত্রীনবশ্যং তু ভোজয়েৎ॥ ১৩৫॥ অন্যথৈশ্বর্য্যহানিঃ স্যান্মহাদারিদ্র্যভাগ্‌ভবেৎ বিত্তলোভং পরিত্যজ্য বিপ্রান্ সূপঘৃতাদিভিঃ॥ ১৩৬॥ পয়সা পায়সান্নেন দধ্যপূপাদিভিস্তথা। পেয়ৈ-র্লেহ্যৈশ্চ চোষ্যৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চ বিবিধৈরপি॥ ১৩৭॥ ভোজয়েদ্বেদবিন্মুখ্যাংস্তৃপ্তিস্তেষাং যথা ভবেৎ। তেন ব্রহ্মা হরিঃ শম্ভুস্তৃপ্তাঃ স্যুর্নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৩৮॥ অগ্নিষ্বাত্তাদিপিতরস্তথৈবেন্দ্রাদিদেবতাঃ। বহুনাত্র কিমুক্তেন তুষ্টং তেন জগত্রয়ম্॥ ১৩৯॥ পার্ব্বণেন বিধানেন কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধে মহালয়ম্। নরো মহালয়-শ্রাদ্ধে পিতৃবংশ্যান্ পিতৃনিব॥ ১৪০॥ মাতৃবংশ্যা-নপি পিতৄন্ ভোজয়েচ্ছ্রেয়সে মুদা। দক্ষিণাঞ্চ যথা-শক্তি দদ্যাদ্বিত্তানুসারতঃ॥ ১৪১॥ তস্মিন্ মহা-লয়ে শ্রাদ্ধে বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ। দক্ষিণা খলু যজ্ঞানাং কথিতেয়ং পুরোগবা॥ ৪২॥ অনঃপুরো-

গণের অনন্ত তৃপ্তি হয়; শিব তাহাতে অতীব তুষ্ট হইয়া থাকেন। ঐ শ্রাদ্ধের ফলে ব্রহ্মহত্যাদি পঞ্চ মহাপাতক নষ্ট হয়, সদক্ষিণ সমস্ত যজ্ঞ বিধিপূর্ব্বক কৃত হয়, এবং সমস্ত সনাতন ধর্ম্ম বিধিমত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যে-ব্যক্তি অমাবস্যা-দিনে মহালয়শ্রাদ্ধ করেন, তিনি প্রত্যক্ ব্রহ্মৈকত্ব অবগত হইয়া তৎসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে অজ্ঞান ব্যক্তি অমাবস্যায় মহালয়শ্রাদ্ধ না করে, তাহার পিতৃগণ ব্রহ্মলোকে অবস্থিত হইলেও নরকে নিপতিত হন। ঐ মূঢ় ব্যক্তির সন্ততি তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন হয়। অমাবস্যা তিথিতে মহালয়শ্রাদ্ধে নরগণ যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে বিধিপূর্ব্বক ভোজন করায় না, ইহা অতীব অনর্থকর। ভাদ্রমাস প্রবৃত্ত হইলে পিতৃদেবগণ এই বলিয়া নৃত্য করেন যে, আমাদের পুত্রগণ আমাদের উদ্দেশে এ মাসে দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগকে ভোজন করাইবে; তাহাতে আমাদের দারুণ নরকক্লেশ নিবারিত হইবে, আমরা স্বর্গে আচন্দ্র-তারক বাস করিব। বস্তুতঃ ভাদ্র মাসের উপস্থিতি পিতৃগণের এইজন্যই তৃপ্তিদায়িনী। এই মাসে প্রত্যহ এক একটী ব্রাহ্মণকে ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইতে হয়। তাহাতে পিতৃমাতৃকুলোৎপন্ন পিতৃগণ তৃপ্ত হইয়া থাকেন। সুধী ব্যক্তি কৃষ্ণ-পক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে তৈলাভ্যঙ্গ করাইয়া ঘৃত-সূপাদি দ্বারা বিশেষরূপে ভোজন করাইবেন। ইহাতে ভোজয়িতার পিতৃ-পুরুষেরা প্রহৃষ্ট হইয়া আকল্প সুধাপান করিতে থাকেন। নরগণ ভাদ্র-কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা যাবৎ প্রত্যহ তিন তিনটী ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক ভোজন করাইবেন। অন্ততঃ দ্বাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া তিন তিনটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করান অবশ্যই কর্ত্তব্য। ১২১-১৩৫। অন্যথা ঐশ্বর্য্যহানি ও মহাদারিদ্র্য ভোগ-অনিবার্য্য। নর চিত্তলোভ পরিত্যাগ করিয়া বিবিধ সূপ, ঘৃত, দুগ্ধ, পায়সান্ন, দধি ও অপূপাদি, লেহ্য, পেয় ও চূষ্য ভক্ষ্য সামগ্রী দ্বারা শ্রেষ্ঠ বেদবিদ্-দিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইবে। তাহাতে ব্রহ্মা, হরি ও শম্ভু—এই দেবত্রয় নিশ্চয়ই তৃপ্ত হইয়া থাকেন। অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ ও ইন্দ্রাদি দেব-গণেরও তাহাতে তৃপ্তি হয়। অধিক বলিয়া কি হইবে? ঐ কার্য্যে জগত্রয়ই তুষ্ট হইয়া থাকে। মানব পার্ব্বণ বিধি অনুসারে মহালয়শ্রাদ্ধ করিবে। মহা-লয়শ্রাদ্ধে পিতৃগণের ন্যায় পিতৃবংশীয় ও মাতৃ-বংশীয় ব্রাহ্মণগণকে মঙ্গলার্থ প্রীতিভরে ভোজন করাইবে। অনন্তর যথাশক্তি তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দিবে। মহালয়শ্রাদ্ধে বিত্তশাঠ্য করিবে না।

গবৈহীনং করিষ্যতি যথাধ্বনি। অদক্ষিণং তথা সোহয়ং পিতৃযজ্ঞোহপি রিষ্যতি॥ ১৪৩ ॥ তস্মাদ্ যজ্ঞেষু দাতব্যা দক্ষিণাল্পা হি জানতা। বিধবাভিরপি স্ত্রীভিরপুত্রাভির্মহালয়ঃ॥ ১৪৪ ॥ ভর্ত্তুমুদ্দিশ্য কর্ত্তব্যো ভূরিভোজনকর্ম্মণা। অন্যথা ধর্ম্মহানিঃ স্যান্নরকঞ্চ মহদ্ভবেৎ॥ ১৪৫ ॥ মাসি ভাদ্রপদে প্রাপ্তে যো ন কুর্য্যান্মহালয়ম্। তৎকুলং নাশমাপ্নোতি ব্রহ্মহত্যাঞ্চ বিন্দতি॥ ১৪৬ ॥ মহালয়ং প্রকুর্ব্বন্তি শ্রদ্ধাবন্তঃ পিতৃন্ প্রতি। ন তেষাং সন্ততিচ্ছেদো ভবেৎ সম্পদভঙ্গুরা॥১৪৭॥ আলয়ং হ্যাস্পদং প্রোক্তংমহঃকল্যাণমুচ্যতে। কল্যাণানামাস্পদত্বান্মহালয়মুদীর্য্যতে॥ ১৪৮ ॥ তস্মান্মহালয়ং মর্ত্ত্যঃ কুর্য্যাৎ কল্যাণসিদ্ধয়ে। অমঙ্গলং ভবেত্তস্য ন কুর্য্যাচ্চেন্মহালয়ম্॥ ১৪৯ ॥ ন কুর্য্যাদ্ যদ্যপি শ্রাদ্ধং মাতাপিত্রোর্মৃতেহহনি। কুর্য্যান্মহালয়শ্রাদ্ধমস্মরন্নেব বুদ্ধিমান্॥ ১৫০ ॥ কর্ত্তুং মহালয়শ্রাদ্ধং যদি শক্তির্ন বিদ্যতে। যাচিত্বাপি নরঃ কুর্য্যাৎ পিতৃণাং তন্মহালয়ম্॥ ১৫১ ॥ ব্রাহ্মণেভ্যো বিশিষ্টেভ্যো যাচেত ধনধান্যকম্। পতিতেভ্যো ন গৃহ্ণীয়াদ্ধনধান্যং কদাচন॥ ১৫২ ॥ ব্রাহ্মণেভ্যো ন লভ্যেত যদি ধান্যধনাদিকম্। যাচেত ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠান্ মহালয়চিকীর্ষয়া॥১৫৩॥ দাতারশ্চেন্ন ভূপালা বৈশ্যেভ্যোহপি চ যাচয়েৎ। বৈশ্যা অপি হি দাতারো যদি লোকে ন সন্তি বৈ॥ ৫৪ ॥ দদ্যাদ্ভাদ্রপদে মাসে গোগ্রাসং পিতৃতৃপ্তয়ে। অথবা রোদনং কুর্য্যাদ্বহির্নির্গত্য কাননে॥ ৫৫ ॥ পাণিভ্যামুদরং স্বীয়মাহত্যাশ্রূণি বর্ত্তয়ন্। তেষ্বরণ্যপ্রদেশেষু উচ্চৈরেবং বদেন্নরঃ॥ ১৫৬॥ শৃণ্বন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মৎকুলীনা বচো মম। অহং দরিদ্রঃ কৃপণো নির্লজ্জঃ ক্রূরকর্ম্মকৃৎ॥ ১৫৭ ॥ প্রাপ্তো ভাদ্রপদো মাসঃ পিতৃণাং প্রীতিবর্দ্ধনঃ কর্ত্তুং মহালয়শ্রাদ্ধং ন চ মে শক্তিরস্তি বৈ॥ ১৫৮॥ ভ্রমিত্বাপি মহীং কৃৎস্নাং ন মে কিঞ্চন লভ্যতে। অতো মহালয়শ্রাদ্ধং ন যুষ্মাকং করোম্যহম্॥ ১৫৯ ॥ ক্ষমধ্বং মম তদ্‌যূয়ং ভবন্তো হি দয়াপরাঃ। দরিদ্রো রোদনং কুর্য্যাদেবং কাননভূমিষু॥ ১৬০ ॥ তস্য রোদনমাকর্ণ্য পিতরস্তৎকুলোদ্ভবাঃ। হৃষ্টাস্তৃপ্তিং প্রয়ান্ত্যেব সুধাং পীত্বৈব নির্জ্জরাঃ॥১৬১॥ মহালয়ার্থে বিপ্রৌঘে

যজ্ঞসমূহের দক্ষিণা বাহনবৎ নির্দ্দিষ্ট। যেমন কোন বাহনবিহীন শকট পথমধ্যে অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে, অদক্ষিণ পিতৃযজ্ঞও তেমনি নিষ্ফল হইয়া যায়। অতএব অভিজ্ঞ ব্যক্তি যজ্ঞশেষে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণাও দান করিবেন। অপুত্রা বিধবা স্ত্রীগণেরও স্ব স্ব ভর্ত্তার উদ্দেশে ভূরিভোজন করাইয়া মহালয়শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। না করিলে, ধর্ম্মহানি হয়; এবং বিষম নরকপাতও ঘটিয়া থাকে। ভাদ্রমাসে যে ব্যক্তি না মহালয়শ্রাদ্ধ করে, তাহার কুলনাশ হয়; সে ব্রহ্মহত্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাবান্ পুরুষেরা পিতৃপুরুষের উদ্দেশে মহালয়শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। সেই সৎকার্য্যের ফলে তাঁহাদের সন্ততি অবিচ্ছিন্ন ও সম্পদ্ অভঙ্গুর হয়। আলয় অর্থে আস্পদ—আর মহ অর্থে কল্যাণ; কল্যাণসমূহের আস্পদ বলিয়া মহালয় নাম] নিরূপিত হইয়াছে। অতএব মানব কল্যাণসিদ্ধির নিমিত্ত মহালয়শ্রাদ্ধ করিবে। যে মহালয়শ্রাদ্ধ করিবে, তাহার আর অমঙ্গল হইবে না। তিথি স্মরণ না থাকায় মাতা পিতার মৃতাহে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিতে পারে না, এই মহালয়শ্রাদ্ধ তাহার কর্ত্তব্য। যদি মহালয়শ্রাদ্ধ করিবার অর্থ-সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে নর যাচ্ঞা করিয়াও পিতৃগণের উদ্দেশে মহালয়শ্রাদ্ধ করিবে। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতেই ধনধান্য যাচিয়া লইবে; কদাচ পতিতদিগের নিকট হইতে ধনধান্য গ্রহণ করিবে না। যদি ব্রাহ্মণদিগের নিকট ধনধান্য না পাওয়া যায়, তবে মহালয়শ্রাদ্ধ করিবার জন্য কোন ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠের নিকট ধনধান্য প্রার্থনা করিবে। যদি ক্ষত্রিয়দাতা না মিলে, তবে বৈশ্যদিগের নিকট হইতে যাচিয়া লইবে। যদি বৈশ্যদাতাও না মিলে, তবে পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য ভাদ্রমাসে গোগ্রাস প্রদান করিবে; অথবা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বনে গিয়া রোদন করিবে; পাণিযুগল দ্বারা স্বীয় উদর আচ্ছাদনপূর্ব্বক অশ্রুবর্ষণ করিবে। সেই নর বনে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিবে,—হে মৎকুলের পিতৃগণ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমি দরিদ্র, কৃপণ, নির্লজ্জ ও ক্রূরকর্ম্মা; এই পিতৃগণের প্রীতি-প্রদ ভাদ্রমাস উপস্থিত। এ সময়ে মহালয়শ্রাদ্ধ করিবার শক্তি আমার নাই। আমি মহীমণ্ডল ভ্রমণ করিয়াছি, কোথায়ও কিছু প্রাপ্ত হই নাই। এই জন্য আপনাদের মহালয় শ্রাদ্ধ আমি করিতে পারি নাই। আপনারা দয়াতৎপর; আমাকে ক্ষমা করুন। দরিদ্র ব্যক্তি এইরূপে কাননাভ্যন্তরে রোদন করিবে। তাঁহার রোদনশ্রবণে তৎকুলোৎপন্ন পিতৃগণ সুধাপানকারী সুরগণের ন্যায় তৃপ্ত হইয়া থাকেন। মহালয়

ভুক্তে তৃপ্তির্যথা ভবেৎ। গোগ্রাসারণ্যরুদিতৈঃ পিতৃতৃপ্তিস্তথা ভবেৎ॥ ১৬২॥ মাসি ভাদ্রপদে বিঘ্নো যদি স্যাৎ সূতকাদিনা। যাতেষু সূতকাহঃসু কুর্য্যাদাবৃশ্চিকাবধি॥ ১৬৩॥ বুধো মহালয়স্যার্থে ব্রাহ্মণান্ বৃণুয়ান্নব। পিত্রর্থমেকং বৃণুয়াৎ পিতামহকৃতে তথা॥ ১৬৪॥ প্রপিতামহমুদ্দিশ্য তথৈকং বৃণুয়াদ্দ্বিজঃ। তথা মাতামহার্থন্ত একং বৈ বৃণুয়াদ্দ্বিজম্॥ ১৬৫॥ মাতুঃ পিতামহার্থঞ্চ বৃণুয়াদ্দ্বিজমেককম্॥ বৃণুয়াদেকমুদ্দিশ্য মাতুশ্চ প্রপিতামহম্॥ ১৬৬॥ তথৈব বিশ্বদেবার্থে বৃণুয়াদ্দ্বৌ দ্বিজোত্তমৌ। বিষ্ণ্বর্থং ব্রাহ্মণং ত্বেকং বৃণুয়াদ্বেদবিত্তমম্॥ ১৬৭॥ এবং মহালয়শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণান্ বৃণুয়ান্নব। অথবা পিতৃবর্গার্থং বরয়েদ্বিপ্রমেককম্॥ ১৬৮॥ মাতামহাদীন্ বোদ্দিশ্য বরয়েদ্বিপ্রমেককম্। বিশ্বদেবার্থমেকঞ্চ বিষ্ণ্বর্থং চ তথাপরম্॥ ১৬৯॥ এবং বৈ বরয়েদ্বিপ্রাংশ্চতুরস্তু মহালয়ে। ব্রাহ্মণান্ বেদসম্পন্নান্ সুশীলান্ বরয়েৎ সুধীঃ॥ ১৭০॥ দুঃশীলান্ বরয়েদ্যস্তু স বৈ শ্রাদ্ধস্য ঘাতকঃ। মাসি ভাদ্রপদে প্রাপ্তে কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ॥ ১৭১॥ কুর্য্যান্মহালয়শ্রাদ্ধং যো নরঃ শ্রদ্ধয়া সহ। স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু দুরাচার মহামতে॥ ১৭২॥ অগ্নিষ্টোমাদয়ো যজ্ঞাঃ শতমপ্যমুনা কৃতাঃ। তুলাপুরুষমুখ্যানি দানান্যপি কৃতানি বৈ॥ ১৭৩॥ চান্দ্রায়ণাদিকৃচ্ছ্রাণি কৃতান্যেব ন সংশয়ঃ। চতুর্ণাং সাঙ্গবেদানাং পারায়ণফলং লভেৎ॥ ১৭৪॥ গায়ত্র্যাদিমহামন্ত্রজপপুণ্যং লভেত্তথা। ইতিহাসপুরাণানাং পারায়ণফলং লভেৎ ১৭৫॥ মহালয়সমং পুণ্যং কৃত্যং নাস্তি মহীতলে। ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানলোকপ্রাপ্তির্মহালয়াৎ॥ ১৭৬॥ মহালয়াদিকং শ্রাদ্ধং নিত্যং কাম্যমপীষ্যতে। তস্মাদকরণে তস্য প্রত্যবায়ো মহান্ ভবেৎ॥ ১৭৭॥ করণাদিষ্টসিদ্ধিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। মহালয়স্য করণাদ্ভূতবেতালকাদয়ঃ॥ ১৭৮॥ অপস্মারগ্রহাশ্চাপি শাকিনীডাকিনীগণাঃ যাতুধানাঃ পিশাচাশ্চ বেতালাশ্চ ভয়ানকাঃ॥ ১৭৯॥ নশ্যন্তি তৎক্ষণাদেব ভূতান্যন্যানি বৈ তথা। মহালয়স্য করণাদ্বিপুলাং শ্রিয়মশ্নুতে॥ ১৮০॥ পুরা দশরথো রাজা বসিষ্ঠস্যোপদেশতঃ। মাসি ভাদ্রপদে প্রাপ্তে কৃত্বা শ্রাদ্ধং মহালয়ম্॥ ১৮১॥ রামাদীংশ্চতুরঃ পুত্রান্ প্রাপ্তবাঁল্লোকসম্মতান। বিখ্যাতিশালিনীং লক্ষ্মীং প্রপেদে কীর্ত্তিমুত্তমাম্॥ ১৮২॥ মহালয়স্য করণাদ্যযাতী রাজসত্তমঃ। যদুমুখ্যান্মহাপুত্রান প্রপেদে বংশবর্দ্ধ-

---

শ্রাদ্ধে বিপ্রবর্গ ভোজন করিলে, পিতৃগণের যেরূপ তৃপ্তি হয়, গোগ্রাস দান এবং অরণ্যে রোদন, এই দুই ব্যাপারেও পিতৃগণের সেইরূপই তৃপ্তি হইয়া থাকে। জাতাশৌচাদি হইলে, ভাদ্রমাসে যদি কার্য্যে বিঘ্ন হয়, তবে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত যে কোন কালে ঐ শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই শ্রাদ্ধে নবসংখ্যক ব্রাহ্মণ বরণ করিবেন; পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, এই কয় পুরুষের উদ্দেশে এক একটী এবং বিশ্বদেবার্থ দুইটী ও বিষ্ণুর উদ্দেশে একটী—সর্ব্বসমেত এই নয়টী ব্রাহ্মণ মহালয়শ্রাদ্ধে বরণ করিবে। অথবা পিতৃপক্ষে মাত্র একটী, মাতামহ পক্ষে একটী, বিশ্বদেবার্থ একটী এবং বিষ্ণুর উদ্দেশে একটী, সর্ব্বসমেত চারিটী ব্রাহ্মণ বরণ করিবে। শ্রাদ্ধকার্য্যে সুধী ব্যক্তি বেদজ্ঞান সম্পন্ন সুশীল ব্রাহ্মণদিগকেই বরণ করিবেন। যে ব্যক্তি দুঃশীল ব্রাহ্মণদিগকে বরণ করে, সে শ্রাদ্ধঘাতী, সন্দেহ নাই। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে যে নর শ্রদ্ধার সহিত মহালয়শ্রাদ্ধ করে, হে মহামতে, দুরাচার! তাহার সর্ব্বতীর্থেই স্নান করা হয়। অগ্নিষ্টোমাদি শত যজ্ঞ, তুলাপুরুষাদি প্রধান প্রধান দান, এবং চান্দ্রায়ণাদি কৃচ্ছ্র ব্রতই তৎকর্ত্তৃক কৃত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। অপিচ এই ব্যক্তি সাঙ্গ চতুর্ব্বেদ পারায়ণের ফল লাভ করে এবং গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্রজপের মহাপুণ্য তাহার লব্ধ হইয়া থাকে। ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি পরায়ণ করিলে যে ফল হয়, তাহার সেই ফলই লাভ হইয়া থাকে। ১৬৭—১৭৫। মহালয় সম পবিত্র অনুষ্ঠান ধরাতলে আর নাই। মহালয় হইতেই ব্রহ্ম বিষ্ণু ও মহেশ্বর-লোক লাভ ঘটিয়া থাকে। মহালয়াদি শ্রাদ্ধ—কাম্য এবং নিত্য; সুতরাং উহা না করিলে মহাপ্রত্যবায় ঘটিয়া থাকে। উহা করিলে ইষ্টসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী। মহালয়শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে ভূত, বেতাল, অপস্মার, গ্রহ, শাকিনী, ডাকিনী, যাতুধান, পিশাচ, ভয়ঙ্কর বেতাল ও অন্যান্য ভূতবর্গ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। উহা করিলে বিপুল লক্ষ্মী লাভ ঘটে। পুরাকালে দশরথ রাজা বশিষ্ঠের উপদেশক্রমে ভাদ্রমাসে মহালয়শ্রাদ্ধ করিয়া রাম-লক্ষ্মণাদি লোকপ্রিয় পুত্রচতুষ্টয় এবং বিখ্যাতিশালিনী লক্ষ্মী ও অনুত্তমা কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। রাজশ্রেষ্ঠ যযাতি মহালয়শ্রাদ্ধ করিয়াই

নান্॥ ১৮৩॥ অনন্তদুর্লভং স্বর্গং প্রপেদে শ্রাদ্ধ-পুণ্যতঃ। দুষ্মন্তো ভরতং লেভে মহালয়বিধানতঃ॥ ১৮৪॥ মহালয়বিধানেন দময়ন্তীপতির্নলঃ। কৃচ্ছ্রং মহত্তরং তীর্ত্বা পুনর্লেভে মহীমিমাম্॥ ১৮৫॥ নিজগ্রাহ কলিং ঘোরং পুষ্করং চাপ্যরাতিনম্। ইন্দ্রসেনাভিধানঞ্চ পুত্রং লেভেঽতিধার্ম্মিকম্॥ ১৮৬॥ হরিশ্চন্দ্রো মহারাজো মহালয়বিধানতঃ। বিশ্বামিত্র-কৃতাদ্দুঃখান্মুক্তঃ সত্যবতাং বরঃ॥ ১৮৭॥ লেভে চন্দ্রবতীং ভার্য্যাং লোহিতাশ্বং সুতং পুনঃ। মহা-লয়বিধানেন কৃতবীর্য্যসুতো বলী॥ ১৮৮॥ অষ্টা-দশানাং দ্বীপানামাধিপত্যমবাপ্তবান্। রামোঽপি দণ্ডকারণ্যে মহালয়বিধানতঃ॥ ১৮৯॥ হত্বা তু রাবণং সংখ্যে সীতাং পুনরবাপ্তবান্। মহালয়স্য করণাদ্ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ॥ ১৯০॥ দুঃখসাগর-মুত্তীর্য্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ জঘান চ। মহালয়স্য করণাদ্বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ॥ ১৯১॥ অত্রির্ভৃগুশ্চ কুৎসশ্চ গৌতম-শ্চাঙ্গিরাস্তথা। কশ্যপশ্চ ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রশ্চ কুম্ভজঃ॥ ১৯২॥ পরাশরো মৃকণ্ডশ্চ যে চান্যে মুনিসত্তমাঃ। বিধায় বিধিবচ্ছ্রাদ্ধং মহালয়মনুত্তমম্॥ ১৯৩॥ অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীনাং ব্রতানাং তপসাং তথা। নিবাসভূতা সঞ্জাতাস্তথা বিশ্বাতিশায়িনঃ॥ ১৯৪॥ জীবন্মুক্তাশ্চ তে সর্ব্বে হ্যভবন্মুনিসত্তমাঃ। অতো মহামলয়-শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা॥ ১৯৫॥ অতোঽদ্যাপি দুরাচার ন কুর্য্যাদ্যো মহালয়ম্। ভূতবেতালকাদিভ্যো ভয়ান্তস্য মহদ্ভয়ম্॥ ১৯৬॥ মহালয়স্যাকরণাদ্বেতাল-ত্বমবাপ্নুয়াৎ। ত্বয়াবিষ্টমিদং ভূতং বিপ্রঃ সন্ পূর্ব্বজন্মনি॥ ১৯৭॥ নাম্না বেদনিধিঃ পুণ্যো ভর-দ্বাজস্য চাত্মজঃ। কুশস্থল্যভিধানে চ বসন্ গ্রামে মহামনাঃ॥ ১৯৮॥ ন চকার বিধানেন শ্রাদ্ধমেতন্ম-হালয়ম্। ততোঽয়ং পিতৃণাং শাপাদ্বেতালত্বমবাপ্ত-বান্॥ ১৯৯॥ তস্মাদ্ভাদ্রপদে মাসে দুরাচার পিতৄন্ প্রতি। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ান্নেন ষড়্‌রসেন সভক্তি-কম্॥ ২০০॥ দারিদ্র্যং তেন তে ন স্যাৎ সুখী চৈব ভবান্ ভবেৎ। মহাপাতকিসংসর্গং মা কুরু ত্বমিতঃ পরম্॥ ২০১॥ ত্বয়ানুভূতং যদ্দুঃখং বেতালগ্রহণো-দ্ভবম্। গচ্ছ ত্বমনুজানামি স্বদেশং প্রতি মা

যদুপ্রমুখ বংশবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ পুত্র সকল প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন, এবং ঐ শ্রাদ্ধকরণজনিত পুণ্যপ্রভাবেই অনন্তদুর্লভ স্বর্গবাস লাভ করিয়াছিলেন। মহালয়-শ্রাদ্ধের ফলেই দুষ্মন্ত, ভরত হেন পুত্র প্রাপ্ত হন। দময়ন্তীপতি নল মহালয়শ্রাদ্ধের প্রভাবেই বহুক্লেশ উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় এই মহীমণ্ডল লাভ করিয়া-ছিলেন এবং ঘোর কলিকে ও শত্রু পুষ্করকে দমন করিয়া ইন্দ্রসেননামক অতি ধার্ম্মিক পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সত্যব্রত মহারাজ হরিশ্চন্দ্র মহালয়-শ্রাদ্ধ করিতেন বলিয়াই বিশ্বামিত্রকৃত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং চন্দ্রবতীনাম্নী ভার্য্যা ও লোহিতাশ্বনামক পুত্রকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। মহালয়শ্রাদ্ধ করিয়াই প্রবল কার্ত্তবীর্য্যা-র্জ্জুন অষ্টাদশ দ্বীপের একাধিপত্য প্রাপ্ত হন। দণ্ডকারণ্যে থাকিয়া মহালয়শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়াই রামচন্দ্র যুদ্ধে রাবণকে নিহত করত সীতাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহালয়শ্রাদ্ধ সম্পাদনের ফলে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির দুঃখসাগর সমুত্তীর্ণ হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে নিহত করিয়া-ছিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, কুৎস, গৌতম, অঙ্গিরা, কশ্যপ, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য, পরাশর, মৃকণ্ড এবং অন্যান্য মুনিবরগণ অনুত্তম মহালয়শ্রাদ্ধ যথাবিধি করিয়াছিলেন বলিয়াই অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, ব্রত ও তপঃসমূহের আধার হইয়াছিলেন এবং উহারই প্রভাবে তাঁহারা বিশ্ব-বরেণ্য জীবন্মুক্ত মুনিসত্তম বলিয়া প্রখ্যাতি লাভ করেন। অতএব ভূতিকামী ব্যক্তি মহালয়শ্রাদ্ধ অবশ্যই করিবেন।১৭৬—১৯৯। হে দুরাচার! যেব্যক্তি কখনও মহালয় শ্রাদ্ধ না করে, ভূত ও বেতালাদি হইতে তাহার মহাভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। মহা-লয়ের অকরণে বেতালত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। জন্মান্তরে তুমি ব্রাহ্মণ ছিলে, সে জন্মে ঐ শ্রাদ্ধ কর নাই বলিয়াই ভূতাবিষ্ট হইয়াছিলে। ভরদ্বাজনন্দন মহামনা বেদনিধি কুশস্থলীগ্রামে বাস করিতেন। তিনি বিধিমত মহালয়শ্রাদ্ধ করেন নাই বলিয়াই পিতৃগণের অভিশাপে বেতালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব হে দুরাচার! তুমি ভাদ্রমাসে পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য ষড়্‌রসান্বিত অন্ন দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাও। তাহাতে তোমার দারিদ্র্য নাশ হইবে; তুমি সুখী হইতে পারিবে। অতঃপর আর মহাপাতকীদিগের সংসর্গ তুমি করিও না। কেননা, বেতালাক্রমণ-জনিত যে কি দুঃখ, তাহা তুমি নিজেই অনুভব করিয়াছ। যাও, আমি অনুমোদন করিতেছি, তুমি অবিলম্বে স্বদেশে

চরম্ ॥ ২০২ ॥ ইতীরিতঃ স মুনিনা দত্তাত্রেয়েণ যোগিনা। তং প্রণম্য যযৌ দেশং কৃতার্থেনান্তরাত্মনা ॥ ২০৩ ॥ গত্বা চ স্বগৃহং বিপ্রো দুরাচারো দ্বিজোত্তমাঃ। বিমুক্তবেতালভয়ো গতপাতককঞ্চুকঃ ॥ ২০৪ ॥ দত্তাত্রেয়েরিতেনাসৌ মার্গেণ প্রীতমানসঃ। ত্যক্তপাতকিসংসর্গঃ স্বাশ্রমাচারতৎপরঃ ॥ ২০৫ ॥ রামচন্দ্রধনুষ্কোটি-তীর্থমজ্জনগৌরবাৎ। দেহান্তে পরমাং মুক্তিং দুরাচারো যযৌ তদা ॥ ২০৬ ॥ শ্রীসূত উবাচ। এবং বঃ কথিতং পুণ্যং দুরাচরবিমোক্ষণম্। সেয়ং পুণ্যা ধনুষ্কোটির্মহাপাতকনাশিনী ॥ ২০৭ ॥ যত্র হি স্নানমাত্রেণ দুরাচারো বিমোচিতঃ। অথবা ধনুষঃ কোটেরিয়ত্তা কিং হি বৈ ভবেৎ ॥২০৮॥ যা নিষ্কৃতিবিহীনানি পাপান্যপি বিনাশয়েৎ। প্রায়শ্চিত্তবিহীনানি যানি পাপানি সন্তি বৈ ॥২০৯॥ তান্যপ্যত্র বিনশ্যন্তি ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ। শূদ্রেণ পূজিতং লিঙ্গং বিষ্ণুং বা যো নমেদ্দ্বিজঃ ॥ ২১০ ॥ প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যোক্তং স্মৃতিভিঃ পরমর্ষিভিঃ। নশ্যেত্তস্যাপি তৎপাপং ধনুষ্কোটিনিমজ্জনাৎ ॥ ২১১ ॥ বিপ্রনিন্দাকৃতাং নৃণাং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে। বিশ্বাসঘাতকানাঞ্চ কৃতঘ্নানাং ন নিষ্কৃতিঃ ॥ ২১২ ॥ ভ্রাতৃভার্য্যারতানাঞ্চ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে। শূদ্রান্নে নিয়তানাঞ্চ শ্রুতিনিন্দারতাত্মনাম্ ॥ ২১৩ ॥ কন্যাবিক্রয়িণাং বিপ্রা হয়বিক্রয়িণাং তথা। দেববিক্রয়িণাং বেদবিক্রয়ে নিরতাত্মনাম্ ॥ ২১৪ ॥ ধর্ম্মবিক্রয়িণাং পুংসাং ব্রতবিক্রয়িণাং তথা। তীর্থবিক্রয়িণাং পুংসাং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ২১৫ ॥ তেষাং পাপানি নশ্যন্তি ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ। মাতৃদ্রোহপিতৃদ্রোহযতিদ্রোহরতাত্মনাম্ ॥ ২১৬ ॥ গুরুনিন্দাপরাণাঞ্চ শিবনিন্দারতাত্মনাম্। বিষ্ণুনিন্দাপরাণাঞ্চ যতিনিন্দারতাত্মনাম্ ॥ ২১৭ ॥ সৎকথাদূষকাণাঞ্চ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে। তেষাং চাত্র ধনুষ্কোটৌ স্নানাচ্ছুদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ২১৮ ॥ এবং বঃ কথিতং বিপ্রা ধনুষ্কোটেস্তু বৈভবম্। যৎ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে মানবো ভুবি ॥ ২২৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধনুষ্কোটিপ্রশংসায়াং দুরাচারসংসর্গদোষশান্তিবর্ণনং নাম ষট্‌ত্রিংশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

গমন কর। যোগিবর দত্তাত্রেয়মুনি এই কথা কহিলে দুরাচার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থচিত্তে স্বীয় দেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! বিপ্র দুরাচার স্বগৃহে গমন করিয়া বেতালভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইল; তাহার পাপকঞ্চুক ছিন্ন হইয়া গেল। দত্তাত্রেয়প্রদর্শিত সাধুপথে প্রীতমনে বিচরণ করত সে, পাতকীদিগের সংসর্গ পরিহারপূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমোচিত কার্য্যানুষ্ঠানেই তৎপর হইল। এইরূপে রামচন্দ্রের ধনুষ্কোটিতীর্থাবগাহন-বৈভবে দুরাচার দেহাবসানে পরম মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ১৯৬—২০৬। সূত কহিলেন,—এই আমি আপনাদের নিকট দুরাচারের পবিত্র মোক্ষণবিবরণ ব্যক্ত করিলাম। এই সেই মহাপাতকহারিণী ধনুষ্কোটি, যথায় স্নানমাত্রেই দুরাচার বিমুক্ত হইয়াছিল। অথবা ধনুষ্কোটির ইয়ত্তা কি হইতে পারে? ধনুষ্কোটি নিষ্কৃতিবিহীন পাপরাশিও বিনাশ করিয়া থাকে। যে সকল পাপ প্রায়শ্চিত্তের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, এই ধনুষ্কোটিতে স্নান করিলে সে সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে দ্বিজ শূদ্র-পূজিত শিবলিঙ্গ বা বিষ্ণুবিগ্রহকে নমস্কার করে, পরমর্ষিগণ স্মৃতিবাক্যে তাহার প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু ধনুষ্কোটিতে নিমগ্ন হইলে সে পাপও প্রনষ্ট হইয়া থাকে। বিপ্রনিন্দাকারী নরগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই; বিশ্বাস-ঘাতক বা কৃতঘ্নদিগেরও নিষ্কৃতি নাই এবং যাহারা ভ্রাতৃভার্য্যায় রত, শূদ্রান্নে পরিপুষ্ট, বেদনিন্দায় তৎপর, কন্যা, অশ্ব, দেববিগ্রহ, বেদ, ধর্ম্ম, ব্রত ও তীর্থ-বিক্রয়ে আসক্ত, তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত নাই। একমাত্র ধনুষ্কোটিতে নিমগ্ন হইলেই তাহাদের পাপ শান্তি হয়। যাহারা মাতৃপিতৃ ও যতিদ্রোহী, যাহারা গুরুনিন্দা, শিবনিন্দা, বিষ্ণুনিন্দা বা যতিনিন্দায় তৎপর এবং যাহারা সৎকথাসমূহের দূষক, তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এই ধনুষ্কোটিতে স্নান করিলেই তাহাদের শুদ্ধি হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! এই ধনুষ্কোটির বৈভব আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিয়া মানব সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ২০৭—২২৯।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়।

শ্রীসূত উবাচ। ভোভোস্তপোধনাঃ সর্ব্বে নৈমিষারণ্যবাসিনঃ। যাবদ্রামধনুষ্কোটি-চক্রতীর্থমুখানি বঃ॥ ১॥ চতুর্ব্বিংশতিতীর্থানি কথিতানি ময়াধুনা। ইতোঽন্যদদ্ভুতং যূয়ং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছথ॥ ২॥ মুনয় উচুঃ। ক্ষীরকুণ্ডস্য মাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামহে মুনে। যৎসমীপে ত্বয়া চক্রতীর্থমিত্যুদিতং পুরা॥ ৩॥ ক্ষীরকুণ্ডঞ্চ তৎকুত্র কীদৃশং তস্য বৈভবম্। ক্ষীরকুণ্ডমিতি খ্যাতিঃ কথং বাস্য সমাগতা॥ ৪॥ এতন্নঃ শ্রদ্দধানানাং বিস্তরাদ্বক্তুমর্হসি। শ্রীসূত উবাচ। ব্রবীমি মুনয়ঃ সর্ব্বে শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ॥ ৫॥ দেবীপুরান্মহা-পুণ্যাৎ প্রতীচ্যাং দিশ্যদূরতঃ। ফুল্লগ্রামমিতি খ্যাতং স্থানমস্তি মহত্তরম্॥ ৬॥ যত আরভ্য রামেণ সেতুবন্ধো মহার্ণবে। তদ্ধি পুণ্যতমং ক্ষেত্রং ফুল্লগ্রামাভিধং পুরম্॥ ৭॥ ক্ষীরকুণ্ডস্তু তত্রৈব মহাপাতকনাশনম্। দর্শনাৎ স্পর্শনাদ্ধ্যানাৎ কীর্ত্তনা-চ্চাপি মোক্ষদম্॥ ৮॥ তস্য তীর্থস্য পুণ্যস্য ক্ষীর-কুণ্ডমিতি প্রথাম্। ভবতাং সাদরং বক্ষ্যে শৃণুধ্বং শ্রদ্ধয়া সহ॥ ৯॥ পুরা হি মুদ্গলো নাম মুনির্ব্বেদোক্ত-মার্গকৃৎ। দক্ষিণাম্বুনিধেস্তীরে ফুল্লগ্রামেঽতিপাবনে॥ ১০॥ নারায়ণপ্রীতিকরমকরোদ্যজ্ঞমুত্তমম্। তস্য বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা যাগেন পরিতোষিতঃ॥ ১১॥ প্রাদুর্ব্বভূব পুরতো যজ্ঞবাটে দ্বিজোত্তমাঃ। তং দৃষ্ট্বা মুদ্গলো বিষ্ণুং লক্ষ্মীশোভিতবিগ্রহম্॥ ১২॥ কালমেঘতনুং কান্ত্যা পীতাম্বরবিরাজিতম্। বিনতা-নন্দনারূঢ়ং কৌস্তভালঙ্কৃতোরসম্॥ ১৩॥ শঙ্খচক্র-গদাপদ্মরাজদ্বাহুচতুষ্টয়ম্। ভক্ত্যা পরবশো দৃষ্ট্বা পুলকাঙ্কুরমণ্ডিতঃ। মুদ্গলঃ পরিতুষ্টাব শব্দৈঃ শ্রোত্রসুখাবহৈঃ॥ ১৪॥ মুদ্গল উবাচ। প্রথমং জগতঃ স্রষ্ট্রে পালকায় ততঃ পরম্॥ ১৫॥ সংহর্ত্রে চ ততঃ পশ্চান্নমো নারায়ণায় তে। নমঃ শূকর-রূপায় কমঠায় চিদাত্মনে॥ ১৬॥ নমো বরাহবপুষে নমঃ পঞ্চাস্যরূপিণে। বামনায় নমস্তুভ্যং জমদগ্নি-সুতায় তে। রাঘবায় নমস্তুভ্যং বলভদ্রায় তে নমঃ। কৃষ্ণায় কল্কয়ে তুভ্যং নমো বিজ্ঞানরূপিণে॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ভো ভো নৈমিষারণ্যবাসি-তপোধনগণ! আমি অধুনা এই যে রামধনুষ্কোটি ও চক্রতীর্থপ্রমুখ চতুর্ব্বিংশতি তীর্থের বিবরণ বলি-লাম, আপনারা ইহা ভিন্ন আর কি অপূর্ব্ব বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করেন? মুনিগণ কহিলেন,—হে মুনে! যাহার নিকটে চক্রতীর্থ আছে বলিয়া তুমি উল্লেখ করিয়াছ, আমরা সেই ক্ষীরকুণ্ডের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ক্ষীরকুণ্ড কোথায়? তাহার প্রভাবই বা কি প্রকার? কেনই বা উহার ক্ষীরকুণ্ড নাম হইল? আমরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া এ সকল বিস্তৃতরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি আমাদের নিকট বিস্তৃতরূপে বর্ণন কর। সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ! আমি বলিতেছি, আপনারা সমাহিত হইয়া শ্রবণ করুন। মহাপুণ্য দেবীপুরের পশ্চিমদিকে ফুল্লগ্রাম নামে এক মহত্তর স্থান আছে। রামচন্দ্র যে স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া মহার্ণবে সেতু-বন্ধন করিয়াছিলেন, তাহাই ফুল্লগ্রামনামক পুণ্যতম ক্ষেত্র। সেইখানেই মহাপাতক-নাশন ক্ষীরকুণ্ড। উহার দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান এবং কীর্ত্তন করিলেও মোক্ষলাভ হয়। ঐ পুণ্য-তীর্থের ক্ষীরকুণ্ড নাম কিরূপে হইল? তাহা আপনাদের নিকট সাদরে বলিতেছি, আপনারা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করুন। ১—৯। পূর্ব্বে মুদ্গল নামে এক মুনি ছিলেন, তিনি বেদোক্ত পথ অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। একদা দক্ষিণাব্ধির তীরবর্ত্তী অতি পবিত্র ফুল্লগ্রামে ঐ মুনি নারায়ণপ্রীতিকর এক উত্তম যজ্ঞ করিলেন। তাঁহার সেই যজ্ঞে প্রসন্নাত্মা বিষ্ণু পরিতুষ্ট হইয়া যজ্ঞবাটের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মুদ্গল দেখিলেন,—লক্ষ্মী সহ বিষ্ণু প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার তনু কৃষ্ণমেঘপ্রতিম; তিনি কান্তিসম্পন্ন, পীতাম্বরধারী ও গরুড়ারূঢ়। তাঁহার বক্ষস্থল কৌস্তভ দ্বারা সমলঙ্কৃত। তিনি বাহু-চতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করি-তেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মুদ্গল ভক্তিবিনম্র ও পুলকাঙ্কুরে মণ্ডিত হইলেন এবং শ্রোত্র-মনোহর বচনাবলী দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। মুদ্গল কহিলেন,—যিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, পশ্চাৎ ধারণ করেন এবং অবশেষে সংহার করেন, আপনি সেই নারায়ণ; আপ-নাকে আমি নমস্কার করি। আপনি শূকর-রূপী; কমঠমূর্ত্তি, চিদাত্মা; আপনাকে নমস্কার। আপনি বরাহমূর্ত্তি, সিংহরূপী, আপনাকে নম-স্কার। আপনি বামন, জমদগ্নিনন্দন, রাঘব ও বলভদ্র; আপনাকে আমার বারম্বার নমস্কার।

১৮॥ রক্ষ মাং করুণাসিন্ধো নারায়ণ জগৎপতে। নির্লজ্জং কৃপণং ক্রূরং পিশুনং দাম্ভিকং কৃশম্ ॥ ১৯ ॥ পরদারপরদ্রব্যপরক্ষেত্রৈকলোলুপম্। অসূয়াবিষ্ট-মনসং মাং রক্ষ কৃপয়া হরে॥ ২০॥ ইতি স্তুতো হরিঃ সাক্ষান্মুদ্গলেন দ্বিজোত্তমাঃ। তমাহ মুদ্গল-মুনিং মেঘগম্ভীরয়া গিরা॥ ২১ ॥ শ্রীহরিরুবাচ। প্রীতোঽস্ম্যনেন স্তোত্রেণ মুদ্গল ক্রতুনা চ তে। প্রত্যক্ষেণ হবির্ভোক্তুমহস্তে ক্রতুমাগতঃ॥ ২২॥ ইত্যুক্তো হরিণা তত্র মুদ্গলস্তুষ্টমানসঃ। উবাচাধো-ক্ষজং বিপ্রো ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ॥ ২৩॥ মুদ্গল উবাচ। কৃতার্থোঽস্মি হৃষীকেশ পত্নী মে ধন্যতাং যযৌ। অদ্য মে সফলং জন্ম হ্যদ্য মে সফলং তপঃ ॥ ২৪ ॥ অদ্য মে সফলো বংশো হ্যদ্য মে সফলাঃ সুতাঃ। আশ্রমঃ সফলোঽদ্যৈব সর্ব্বং সফলমদ্য মে॥ ২৫ ॥ যজ্ঞবান্ যজ্ঞবাট্‌ং মে হবির্ভোক্তুমিহাগতঃ। যোগিনো যোগনিরতা হৃদয়ে মৃগয়ন্তি যম্॥ ২৬॥ তমদ্য সাক্ষাত্ত্বাং পশ্যে সফলোঽয়ং মম ক্রতুঃ। ইতীরয়িত্বা তং বিষ্ণুমর্চ্চয়িত্বাসনাদিভিঃ॥ ২৭ ॥ চন্দনৈঃ কুসুমৈরন্যৈর্দত্ত্বা চার্ঘ্যং স বিষ্ণবে। প্রদদৌ বিষ্ণবে প্রীত্যা পুরোডাশাদিকং হবিঃ॥ ২৮ ॥ স্বয়মেব সমাদায় পাণিনা লোকভাবনঃ। হবিস্তদ্ভুজে বিষ্ণুর্মুদ্গলেন সমর্পিতম্॥ ২৯॥ তস্মিন্ হবিষি ভুক্তে তু বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। সাগ্নয়স্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে তৃপ্তাঃ সমভবন্ দ্বিজাঃ॥ ৩০ ॥ ঋত্বিজো যজমানশ্চ তত্রত্যা ব্রাহ্মণাস্তথা। যৎকিঞ্চিৎ প্রাণিলোকে-ঽস্মিংশ্চরং বা যদি বাচরম্॥ ৩১ ॥ সর্ব্বমেব জগ-ত্তৃপ্তং ভুক্তে হবিষি বিষ্ণুনা। ততো হরিঃ প্রসন্নাত্মা মুদ্গলং প্রত্যভাষত॥ ৩২ ॥ প্রীতোঽহং বরদো-ঽস্ম্যেষ বরং বরয় সুব্রত। ইত্যুক্তে কেশবেনাথ মহর্ষিস্তমভাষত॥ ৩৩॥ মুদ্গল উবাচ। যত্ত্বয়া মে হবির্ভুক্তং যাগে প্রত্যক্ষরূপিণা। অনেনৈব কৃতার্থোঽস্মি কিমস্মাদধিকং বরম্॥ ৩৪ ॥ তথাপি ভগবন্ বিষ্ণো ত্বয়ি মে নিশ্চলা সদা। ভক্তির্নিষ্কপটা ভূয়াদিদং মে প্রথমং বরম্॥ ৩৫ ॥ মাধবাহং

আপনি কৃষ্ণ, কল্কি ও বিজ্ঞানমূর্ত্তি; আপ-নাকে নমস্কার। হে জগৎপতে! হে করুণা-সিন্ধো, নারায়ণ! আমাকে রক্ষা করুন। আমি নির্লজ্জ, কৃপণ, ক্রূর, পিশুন, দাম্ভিক, কৃশ, পরদার ও পরক্ষেত্রে লোলুপ; আমার চিত্ত অসূয়ায় আবিষ্ট, হে হরে! কৃপা করিয়া আমায় রক্ষা করুন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মুদ্গল মুনি এইরূপে স্তব করিলে হরি তাঁহাকে মেঘগম্ভীর বাক্যে বলিলেন,—হে মুদ্গল! তোমার এই যজ্ঞ এবং এই স্তব দ্বারা আমি প্রীত হইয়াছি। আমি তোমার যজ্ঞের হবি ভোজন করিবার জন্য সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া এ যজ্ঞে আগমন করিয়াছি। ভগবান্ হরি এই কথা কহিলে বিপ্র মুদ্গল তুষ্টচিত্তে পরম ভক্তি সহকারে সেই অধোক্ষজকে কহিলেন,— হে হৃষীকেশ! আমি কৃতার্থ হইয়াছি; আমার পত্নীও ধন্যা হইয়াছেন। অদ্য আমার জন্ম এবং তপস্যা সফল হইল। অদ্য আমার বংশ এবং পুত্র-পরিজন সকলেই সাফল্য লাভ করিল। আমার এই আশ্রম আজ সফল হইল। বলিতে কি, অদ্য আমার সকলই সাফল্য লাভ করিল।—যেহেতু আপনি নিজেই আমার যজ্ঞে হবির্ভোজনার্থ আগমন করি-লেন। যোগিগণ যোগাবলম্বন করিয়া সতত যাঁহাকে হৃদয়ে অন্বেষণ করেন, সেই আপনি অদ্য আমার সাক্ষাতে আবির্ভূত; সুতরাং এই ক্রতু আমার নিশ্চয়ই সফল হইল। মুদ্গল মুনি এই বলিয়া আসন, চন্দন, কুসুম ও অন্যান্য উপকরণ দ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা-পূর্ব্বক তাঁহাকে অর্ঘ্যদানান্তে প্রীতিসহকারে পুরোডাশাদি হবি দান করিলেন। ১০—২৮। লোকপাতা হরি মুদ্গলার্পিত সেই হবি নিজেই পাণি দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু যজ্ঞীয় হবি ভোজন করিলে অগ্নিপ্রমুখ সমস্ত দেব তৃপ্ত হই-লেন। বিষ্ণু হবির্ভোজন করিলে ঋত্বিক্, যজমান, তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ, এমন কি চরাচর নিখিল প্রাণীই পরিতৃপ্তি লাভ করিল। তখন প্রসন্নাত্মা হরি মুদ্গলকে কহিলেন,—হে সুব্রত! আমি প্রীত হইয়া তোমাকে বরদান করিতেছি, তুমি বর গ্রহণ কর। কেশব এই কথা কহিলে মহর্ষি মুদ্গল কহিলেন,—আপনি প্রত্যক্ষরূপে আমার যজ্ঞে যে হবির্ভোজন করিয়াছেন, ইহা-তেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি; অন্য ইহা অপেক্ষা অধিক বরে আর প্রয়োজন কি? তথাপি হে ভগবন্ বিষ্ণো! আপনি যদি আমায় একান্তই বরদানে উদ্যত হইয়া থাকেন, তবে আমার

প্রতিদিনং সায়ংপ্রাতরিহাগ্নয়ে। ত্বদ্রূপায় তব প্রীত্যৈ সুরভেঃ পয়সা হরে ॥ ৩৬ ॥ হোতুমিচ্ছামি বরদ তন্মে দেহি বরান্তরম্। পয়সা নিত্যহোমো হি দ্বিকালং শ্রুতিচোদিতঃ ॥ ৩৭ ॥ ন মে সুরভয়ঃ সন্তি তাপসস্যাধনস্য চ। ইত্যুক্তে মুদ্গলেনাথ দেবো নারায়ণো হরিঃ ॥ ৩৮ ॥ আহুয় বিশ্বকর্ম্মাণং ত্বষ্টারমমৃতাশিনম্। একং সরঃ কারয়িত্বা শিল্পিনা তেন শোভনম্ ॥ ৩৯ ॥ স্ফটিকাদিশিলাভেদৈস্তেনাসৌ বিশ্বকর্ম্মণা। সমীচকার চ পুনস্তৎপ্রাকারাদ্যলঙ্কৃতম্। তত আহুয় ভগবান্ সুরভিং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪০ ॥ শ্রীহরিরুবাচ। মুদ্গলো মম ভক্তোঽয়ং সুরভে প্রত্যহং মুদা ॥ ৪১ ॥ মৎপ্রীত্যর্থং পয়োহোমং কর্ত্তুমিচ্ছতি সাম্প্রতম্। মৎপ্রীত্যর্থমিতো দেবি ত্বমতো মৎপ্রচোদিতা ॥ ৪২ ॥ সায়ংপ্রাতরিহাগত্য প্রত্যহং সুরভে শুভে। পয়সা ত্বৎপ্রসূতেন সর এতৎপ্রপূরয় ॥ ৪২ ॥ তেনাসৌ পয়সা নিত্যং সায়ংপ্রাতশ্চ হোষ্যতি। ওমিত্যুক্ত্বাথ সুরভিরেবং নারায়ণেরিতা ॥ ৪৪ ॥ অথ নারায়ণো দেবো মুদ্গলং প্রত্যভাষত। সুরভেঃ পয়সা নিত্যমস্মিন্ সরসি তিষ্ঠতা ॥ ৪৫ ॥ সায়ংপ্রাতঃ প্রতিদিনং মৎপ্রীত্যর্থমিহাগ্নয়ে। জুহুধি ত্বং মহাভাগ তেন প্রীণাম্যহং তব ॥ ৪৬ ॥ মৎপ্রীত্যা তেঽখিলা সিদ্ধির্ভবিষ্যতি চ মুদ্গল। ইদং ক্ষীরসরো নাম তীর্থং খ্যাতং ভবিষ্যতি ॥ ৪৭ ॥ অস্মিন্ ক্ষীরসরস্তীর্থে স্নাতানাং পঞ্চপাতকম্। অন্যান্যপি চ পাপানি নাশং যাস্যন্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮ ॥ মুদ্গল ত্বং চ মাং যাহি দেহান্তে মুক্তবন্ধনঃ। ইত্যুক্ত্বা ভগবান বিষ্ণুস্তং সমালিঙ্গ্য মুদ্গলম্ ॥ ৪৯ ॥ নমস্কৃতশ্চ তেনায়ং তত্রৈবান্তরধীয়ত। মুদ্গলোঽপি গতে বিষ্ণাবনেকশতবৎসরম্ ॥ ৫০ ॥ সুরভেঃ পয়সা জুহ্বন্নগ্নয়ে হরিতুষ্টয়ে। উবাস প্রযতো নিত্যং ফুল্লগ্রামে বিমুক্তিদে। দেহান্তে মুক্তিমগমদ্বিষ্ণুসাযুজ্যরূপিণীম্ ॥ ৫১ ॥ শ্রীসূত উবাচ। এবমেতদ্দ্বিজবরা যুষ্মাকং কথিতং ময়া ॥ ৫২ ॥ যথা ক্ষীরসরো নাম তীর্থমাস্য পুরাভবৎ। ইদং ক্ষীরসরঃ পুণ্যং সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্ ॥ ৫৩ ॥

প্রথম বর এই যে, আপনার প্রতি আমার অকপট অচল ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হউক; হে মাধব! আমার অন্য বর এই যে, হে হরে! আমি এখানে প্রতিদিন সায়ং প্রাতঃ প্রীতির সহিত ভবদীয় মূর্ত্তি—অগ্নিতে সুরভির দুগ্ধ দ্বারা হোম করিতে ইচ্ছা করি; হে বরদ! আমার সে ইচ্ছা পূরণ করুন। দুগ্ধ দ্বারা সায়ং প্রাতঃ উভয়কালে নিত্য হোম করিতে হয়। ইহাই শ্রুতির অনুশাসন। কিন্তু আমি দরিদ্র তাপস, আমার সুরভি নাই। মুদ্গল এই কথা কহিলে, নারায়ণ হরি বিশ্বকর্ম্মদেবকে আহ্বান করিয়া সেই দেবশিল্পী দ্বারা এক রম্য সরোবর নির্ম্মাণ করাইলেন। বিশ্বকর্ম্মা স্ফটিকাদি শিলাবিশেষ দ্বারা সরোবরের তলদেশ সমীকৃত করিলেন এবং তাহার এক সুন্দর প্রাকার নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। অনন্তর ভগবান্ সুরভিকে ডাকিয়া বলিলেন,—হে সুরভে! আমার ভক্ত এই মুদ্গল মুনি প্রত্যহ মদীয় প্রীতির নিমিত্ত এখন হইতে পয়োহোম করিতে ইচ্ছা করিতেছেন; অতএব হে দেবি! আমি আদেশ করিতেছি, তুমি এখন হইতে মৎপ্রীতিনিমিত্ত প্রত্যহ সায়ং প্রাতঃ এখানে আসিয়া তোমার দুগ্ধ দ্বারা এই সরোবর পূরণ করিবে। সেই দুগ্ধ দ্বারা এই মুদ্গল নিত্য উভয় সন্ধ্যায় হোম করিবেন। নারায়ণাদিষ্টা সুরভি সে কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।২৯—৪৪। পরে দেব নারায়ণ মুদ্গলকে বলিলেন,—তুমি এই সরোবরতীরে থাকিয়া প্রতিদিন উভয় সন্ধ্যায় মৎপ্রীতির নিমিত্ত অগ্নিতে হোম করিবে। হে মহাভাগ! তাহাতেই আমি তোমার প্রতি প্রীত রহিব। হে মুদ্গল! আমার প্রীতিতে তোমার নিখিল সিদ্ধিই প্রাদুর্ভূত হইবে। এই সরোবর ক্ষীরসরোবরনামে বিখ্যাত তীর্থ হইবে। এই ক্ষীরসরোবর তীর্থে স্নান করিলে নরগণের পঞ্চ পাতক এবং অন্যান্য পাতকরাশিও তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যাইবে। হে মুদ্গল! তোমার যখন দেহান্ত হইবে, তখন তুমি মুক্তবন্ধন হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা কহিয়া মুদ্গলকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। বিষ্ণু প্রস্থান করিলে মুদ্গল সেই হইতে বহুশত বর্ষ যাবৎ সুরভির দুগ্ধ দ্বারা হরিতোষণার্থ সায়ং প্রাতঃ অগ্নিতে হোম করিতে লাগিলেন এবং নিত্য প্রয়ত হইয়া মুক্তিপ্রদ ফুল্লগ্রামেই বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার দেহান্ত হইলে; তিনি বিষ্ণু-সাযুজ্য প্রাপ্ত হইলেন। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই আমি ক্ষীরসরোবর তীর্থের নাম-নিরুক্তির কথা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম। এই পবিত্র ক্ষীর

কশ্যপস্য মুনেঃ পত্নী কদ্রূর্যত্র দ্বিজোত্তমাঃ। স্নাত্বা স্বভর্তৃবাক্যেণ নোদিতা নিয়মান্বিতা ॥ ৫৪ ॥ ছলেন মুমুচে সদ্যঃ সপত্নীজয়দোষতঃ। অতোঽত্র তীর্থে যে স্নান্তি মানবাঃ শুদ্ধমানসাঃ॥ ৫৫ ॥ তেষাং বিমুক্তবন্ধানাং মুক্তানাং পুণ্যকর্ম্মিণাম্। কিং যাগৈঃ কিমু বা বেদৈঃ কিং বা তীর্থনিষেবণৈঃ॥ ৫৭ ॥ জপৈর্ব্বা নিয়মৈর্ব্বাপি ক্ষীরকুণ্ডবিলোকিনাম্। ক্ষীরকুণ্ডস্য বাতেন স্পৃষ্টদেহো নরো দ্বিজাঃ॥ ৫৭ ॥ ব্রহ্মলোকমনুপ্রাপ্য তত্রৈব পরিমুচ্যতে। নিমগ্নাঃ ক্ষীরকুণ্ডেঽস্মিন্নবমত্যাপি ভাস্করিম্ ॥ ৫৮ ॥ তস্য মূর্দ্ধনি তিষ্ঠেয়ুর্জ্জলন্তঃ পাবকোপমাঃ। মগ্নানাং ক্ষীরকুণ্ডেঽস্মিন্ শীতা বৈতরণী নদী ॥ ৫৯ ॥ সর্ব্বাণি নরকাণ্যদ্ধা ব্যর্থানি চ ভবন্তি হি। কামধেনুসমে তস্মিন্ ক্ষীরকুণ্ডে স্থিতেঽপ্যহো ॥ ৬০ ॥ যোঽন্যত্র ভ্রমতে স্নাতুং স নরো বিপ্রসত্তমাঃ। গোক্ষীরে বিদ্যমানেঽপি হ্যর্কক্ষীরায় গচ্ছতি ॥ ৬১ ॥ স্নাতানাং ক্ষীরকুণ্ডেঽস্মিন্নালভ্যং কিঞ্চিদস্তি হি। করপ্রাপ্তৈব মুক্তিঃ স্যাৎ কিমন্যৈর্বহুভাষণৈঃ॥ ৬২ ॥ ব্রবীমি ভুজমুদ্ধৃত্য সত্যংসত্যং ব্রবীমি বঃ। যঃ পঠেদিমমধ্যায়ং শৃণুয়াদ্বা সমাহিতঃ। স ক্ষীরকুণ্ডস্নানস্য লভতে ফলমুত্তমম্ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ক্ষীরকুণ্ডপ্রশংসায়াং ক্ষীরকুণ্ডস্বরূপকথনং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। সূত কদ্রূঃ কথং মুক্তা ক্ষীরকুণ্ডনিমজ্জনাৎ। ছলং কথং কৃতবতী সপত্ন্যাং পাপনিশ্চয়া ॥ ১ ॥ কস্য পুত্রী চ সা কদ্রূঃ সপত্নী সা চ কস্য বৈ। কিমর্থমজয়ৎ কদ্রূঃ স্বসপত্নীং ছলেন তু। এতন্নঃ শ্রদ্দধানানাং ব্রূহি সূত কৃপানিধে ॥২॥ শ্রীসূত উবাচ। শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে ইতিহাসং মহাফলম্। পুরা কৃতযুগে বিপ্রাঃ প্রজাপতিসুতে উভে ॥ ৩ ॥ কদ্রূশ্চ বিনতা চেতি ভগিন্যৌ সম্বভূবতুঃ। ভার্য্যে তে কশ্যপস্যাস্তাং কদ্রূশ্চ বিনতা তথা ॥ ৪ ॥ বিনতা সুষুবে পুত্রাবরুণং গরুড়ং তথা। ভর্ত্তুঃ সকাশাৎ

সরোবর সর্ব্বলোকবিখ্যাত। হে দ্বিজগণ! কশ্যপ মুনির পত্নী কদ্রূ ভর্ত্তৃবাক্যে প্রেরিত হইয়া নিয়ম সহকারে ঐ তীর্থে স্নানপূর্ব্বক কপটতায় সপত্নীজয়জনিত দোষ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব যে সকল শুদ্ধচেতা মানব এখানে স্নান করে, সেই সমস্ত বিমুক্ত-বন্ধন, পুণ্যকারী, ক্ষীরকুণ্ডদর্শী মুক্ত পুরুষগণের কি যাগ, কি বেদ, কি অন্য তীর্থসেবা, কি তপ, কি নিয়ম, কোন কিছুতেই প্রয়োজন নাই। হে দ্বিজগণ! ক্ষীরকুণ্ডের পবনে স্পৃষ্ট-দেহ নর ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া সেইখানে মুক্তিলাভ করে। ক্ষীরকুণ্ডে নিমগ্ন নরগণ যমকে অবজ্ঞা করিয়া প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় তদীয় মস্তকে অবস্থান করিয়া থাকে। ক্ষীরকুণ্ডে নিমগ্ন নরগণের নিকট উত্তপ্ত বৈতরণী নদীও শীতল হয় এবং অন্যান্য সমস্ত নরকই ব্যর্থ হইয়া থাকে। হে বিপ্রবরগণ! সেই কামধেনুতুল্য ক্ষীরকুণ্ড থাকিতে যে নর অন্যত্র স্নানার্থ ভ্রমণ করে, তাহার পক্ষে গোক্ষীর সত্বে অর্কক্ষীরের নিমিত্তই গমন করা হয়। এই ক্ষীরকুণ্ডস্নায়ী নরগণের অলভ্য কিছুই নাই। অন্য অধিক কথা কহিয়া কি হইবে? অতি দুর্লভ মুক্তিও তাহাদের করপ্রাপ্ত বলিয়াই জানিবেন। আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া আপনাদের নিকট এ কথা সত্য সত্যই বলিতেছি। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার ক্ষীরকুণ্ডস্নানের তুল্য উত্তম ফল হইয়া থাকে। ৪৫—৬৩।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! ক্ষীরকুণ্ডে স্নান করিয়া কদ্রূ কিরূপে মুক্ত হইয়াছিলেন? তিনি পাপাভিপ্রায়ে সপত্নীর প্রতি কিপ্রকার ছল প্রয়োগ করিয়াছিলেন? অপিচ কদ্রূ কাহার পুত্রী এবং কাহার সপত্নী? কি নিমিত্ত তিনি ছল করিয়া সপত্নীকে জয় করিয়াছিলেন? হে সূত! হে কৃপানিধে! এই সকল শুনিতে আমরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছি, তুমি প্রকাশ করিয়া বল। সূত কহিলেন,—মুনিগণ! সেই মহাফলজনক ইতিহাস শ্রবণ করুন। হে বিপ্রগণ! পূর্ব্বে সত্যযুগে কদ্রূ ও বিনতা নামে দক্ষ প্রজাপতির দুই কন্যা ছিলেন। প্রজাপতি কশ্যপ উক্ত ভগিনীদ্বয়কে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন। কশ্যপের ঔরসে বিনতা অরুণ ও গরুড়কে প্রসব করেন এবং

কদ্রুশ্চ লেভে সর্পান্ বহূন্ সুতান্ ॥ ৫ ॥ অনন্তবাসুকিমুখান্ বিষদর্পসমন্বিতান্। একদা তু ভগিন্যৌ তে কদ্রুশ্চ বিনতা তথা ॥ ৬ ॥ অপশ্যতাং সমায়ান্তমুচ্চৈঃশ্রবসমন্তিকাৎ। বিলোক্য কদ্রুস্তুরগং বিনতামিদমব্রবীৎ ॥ ৭ ॥ শ্বেতোঽশ্ববালো নীলো বা বিনতে ব্রূহি তত্ত্বতঃ। ইত্যুক্তা বিনতা বিপ্রাঃ কদ্রুং তামিদমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥ তুরঙ্গঃ শ্বেতবালো মে প্রতিভাতি সুমধ্যমে। কিং বা ত্বং মন্যসে কদ্রুরিতি তাং বিনতাব্রবীৎ ॥ ৯ ॥ পৃষ্টৈবং বিনতাং কদ্রুর্বভাষে স্বমতঞ্চ সা। কৃষ্ণবালমহং মন্যে হয়মেনমনিন্দিতে ॥ ১০ ॥ ততঃ পরাজয়ে কৃত্বা দাসীভাবং পণং মিথঃ। ব্যতিষ্ঠেতাং মহাভাগে সপত্ন্যৌ তে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১১ ॥ ততঃ কদ্রুর্নিজসুতান্ বাসুকিপ্রমুখানহীন্। তস্যা নাহং যথা দাসী তথা কুরুত পুত্রকাঃ ॥ ১২ ॥ তস্যাভীপ্সিতসিদ্ধ্যর্থমিত্যবোচদ্ভৃশাতুরা। যূয়মুচ্চৈঃশ্রবসো বালঃ প্রচ্ছাদ্যতামিতি ॥ ১৩ ॥ নাঙ্গীচক্রুর্মতং তস্যা নাগাঃ কদ্রু রুষা তদা। অশপৎ কুপিতা পুত্রান্ জ্বলন্তী রোষমূর্চ্ছিতা ॥১৪॥ পারীক্ষিতস্য সর্বেঽহবন্ধা যূয়ং সত্রে মরিষ্যথ। ইতি শাপে কৃতে মাত্রা ত্রস্তঃ কর্কোটকস্তদা ॥ ১৫ ॥ প্রণম্য পাদয়োঃ কদ্রুং দীনো বচনমব্রবীৎ। অহমুচ্চৈঃশ্রবোবালং বিধাস্যাম্যঞ্জনপ্রভম্ ॥ ১৬ ॥ 'মা ভীরম্ব ত্বয়া কার্য্যেত্যবাদীচ্ছাপবিক্লবঃ। শ্বেতমুচ্চৈঃশ্রবোবালং ততঃ কর্কোটকোরগঃ ॥ ছাদয়িত্বা স্বভোগেন ব্যতনোদঞ্জনদ্যুতিম্ ॥ ১৭ ॥ অথ তে বিনতাকদ্রু দাস্যে কৃতপণে উভে ॥ ১৮ ॥ দেবরাজহয়ং দ্রষ্টুং সংরম্ভাদভ্যগচ্ছতাম্। শশাঙ্কশঙ্খমাণিক্যমুক্তৈরাবতকারণম্ ॥ ১৯ ॥ যুগান্তকালশয়নং যোগনিদ্রাকৃতো হরেঃ। অতীত্য কদ্রুবিনতে সমুদ্রং সরিতাং পতিম্ ॥ ২০ ॥ দদৃশতুর্হয়ং গত্বা দেবরাজস্য বাহনম্ কৃষ্ণবালং হয়ং দৃষ্ট্বা বিনতা দুঃখিতাভবৎ ॥ ২১ ॥ দুঃখিতাং বিনতাং কদ্রুর্দাসীকৃত্যে ন্যযুক্ত সা এতস্মিন্নন্তরে তার্ক্ষ্যোঽণ্ডমুদ্ভিদ্য বহির্বৎ ॥ ২২ ॥ প্রাদুর্বভূব বিপ্রেন্দ্রা গিরিমাত্রশরীরবান্। দৃষ্ট্বা তদ্দেহমাহাত্ম্যমভূত্ত্রস্তং জগত্রয়ম্ ॥ ২৩ ॥ ততস্তং তুষ্টুবুর্দেবা গরুড়ং পক্ষিণাং বরম্। দৃষ্ট্বা তদ্দেহ-

কদ্রু অনন্ত ও বাসুকিপ্রমুখ বিষদন্তশালী সর্পদিগকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। একদা ঐ ভগিনীদ্বয়—কদ্রু ও বিনতা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকে তাঁহাদের নিকটে আসিতে দেখিলেন,—দেখিয়া কদ্রু বিনতাকে বলিলেন,—ঐ যে দূরে অশ্ব আছে, উহা শ্বেত কি নীলবর্ণ?—হে বিনতে! তুমি সত্য করিয়া বল। কদ্রু এই কথা কহিলে বিনতা তাহাকে বলিলেন,—হে সুমধ্যমে! ঐ তুরঙ্গকে আমার শ্বেতবর্ণ রোমসম্পন্ন বলিয়াই মনে হয়। জিজ্ঞাসা করি—তুমিই বা এ সম্বন্ধে কি স্থির করিয়াছ? বিনতা কদ্রুকে এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। বিনতার প্রশ্নে কদ্রু তাঁহার স্বীয় মত ব্যক্ত করিলেন; বলিলেন,—হে অনিন্দিতে! আমার বোধ হয়, ঐ তুরঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ রোমযুক্ত হইবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর সেই মহাভাগা সপত্নীদ্বয় পরাজয়ে পরস্পরের দাসীভাব পণ-স্বরূপে ধরিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কদ্রু স্বীয় পুত্র বাসুকিপ্রমুখ সর্পদিগকে বলিলেন,—হে পুত্রগণ! আমি যাহাতে বিনতার দাসী না হই, তোমরা তাহা করিয়া দাও। এই বলিয়া কদ্রু পরে স্বীয় অভিষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত অত্যন্ত আকুল হইয়া কহিলেন,—তোমরা উচ্চৈঃশ্রবার রোমরাজি প্রচ্ছাদিত করিয়া রাখ। কিন্তু নাগগণ তাঁহার কথায় কেহই সম্মত হইল না। তখন কদ্রু ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ক্রোধে যেন প্রজ্বলিত হইয়াই পুত্রদিগকে এইরূপ অভিশাপ দিলেন যে, তোরা সকলেই জন্মেজয়ের যজ্ঞে মৃত্যুমুখে পতিত হইবি। মাতা এইরূপ শাপ প্রদান করিলে কর্কোটক তখন অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়া মাতার পাদপদ্মে প্রণামপূর্ব্বক দীনভাবে বলিল,—আমি উচ্চৈঃশ্রবার লোম অঞ্জনাভ করিয়া দিব। হে অম্ব! তুমি ভয় করিও না। এই বলিয়া কর্কোটক নাগ স্বীয় ফণাবিস্তারে উচ্চৈঃশ্রবার লোম আচ্ছাদনপূর্ব্বক অঞ্জনাকারে পরিণামিত করিল। অনন্তর বিনতা ও কদ্রু দাস্যে কৃতপণ হইয়া সেই ইন্দ্রাশ্ব দেখিবার নিমিত্ত সংরম্ভসহকারে গমন করিলেন। শশাঙ্ক, শঙ্খ, মাণিক্য ও ঐরাবতের উৎপত্তি স্থান—যোগনিদ্রামগ্ন হরির যুগান্তকালীন শয্যা—সরিৎপতি সমুদ্রকে তাঁহারা অতিক্রম করিয়া গমনপূর্ব্বক দেবরাজবাহন উচ্চৈঃশ্রবাকে অবলোকন করিলেন। দেখিলেন—সেই অশ্ব কৃষ্ণবর্ণ; দেখিয়া বিনতা দুঃখিত হইলেন। এদিকে কদ্রু সেই দুঃখিতা বিনতাকে দাসীকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ইত্যবসরে গরুড় অণ্ড ভেদ করিয়া বহির্বৎ প্রাদুর্ভূত হইল। তাহার দেহ গিরিপ্রমাণ; তদীয় দেহমাহাত্ম্য দেখিয়া ত্রিজগৎ ত্রস্ত হইয়া উঠিল। অনন্তর সেই পক্ষিবর গরুড়কে দেবগণ স্তব করিতে

মাহাত্ম্যং ত্রস্তং স্মাত্ভুবনত্রয়ম্ ॥২৪॥ ইত্যালোচ্যোপসংহৃত্য দেহমত্যন্তভীষণম্। অরুণং পৃষ্ঠমারোপ্য মাতুরন্তিকমভ্যগাৎ ॥ ২৫ ॥ অথাহ বিনতাং কদ্রুঃ প্রণতামতিবিহ্বলাম্। চেটি নাগালয়ং গন্তুমুদ্যোগো মম বর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥ ত্বৎপুত্রো গরুড়োঽহতো মাং মৎপুত্রাংশ্চ বহত্বিতি। ততশ্চ বিনতা পুত্রং গরুড়ং প্রত্যভাষত ॥ ২৭ ॥ অহং কদ্রুমিমাং বক্ষ্যে ত্বং সর্ব্বান্ বহ তৎসুতান্। তথেতি গরুড়ো মাতুঃ প্রত্যগৃহ্লাদ্বচো দ্বিজাঃ ॥ ২৮ ॥ অবহদ্বিনতা কদ্রুং সর্ব্বাংস্তান্ গরুড়োঽবহৎ। রবিসামীপ্যগাঃ সর্ব্বাস্তৎ করৈরাহতাস্তদা ॥ ২৯ ॥ অস্তৌষীদ্বজ্রিণং কদ্রুঃ সুতানাং তাপশান্তয়ে। সর্বতাপং জলাসারৈর্দেবরাজোঽপ্যশাময়ৎ ॥ ৩০ ॥ নীয়মানাস্তদা সর্পা গরুড়েন বলীয়সা। গত্বা তং দেশমচিরাদবদন্ বিনতাসুতম্ ॥ ৩১ ॥ বয়ং দ্বীপান্তরং গন্তুং সর্ব্বে দ্রষ্টুং কৃতত্বরাঃ। বহ ত্বমস্মান্ গরুড় চেটীসুত ততঃ ক্ষণাৎ ॥ ৩২ ॥ ততো মাতরমপ্রাক্ষীদ্বিনতাং গরুড়ো দ্বিজাঃ। অহং কস্মাদ্বহামীমাংস্ত্বং চেমাং বহসে সদা ॥ ৩৩ ॥ চেটীপুত্রেতি মামেতি কিং ভণন্তি সরীসৃপাঃ। সর্ব্বমেতদ্বদ ত্বং মে মাতস্তত্ত্বেন পৃচ্ছতঃ ॥ ৩৪ ॥ পৃষ্টৈবং জননী তেন গরুড়ং প্রাব্রবীৎ সুতম্। ভগিন্যা ক্রূরয়া পুত্র ছলেনাহং পরাজিতা ॥ ৩৫ ॥ তস্যা দাসী ভবাম্যদ্য চেটীপুত্রস্ততো ভবান্। অতস্ত্বং বহসে সর্পান্ বহাম্যেনামহং সদা ॥ ৩৬ ॥ ইত্যাদি সর্ব্ববৃত্তান্তমাদিতোঽস্মৈ ন্যবেদয়ৎ। অথ তাং গরুড়োঽবাদীন্মাতরং বিনতাসুতঃ ॥ ৩৭ ॥ অস্মাদ্দাস্যাদ্বিমোক্ষার্থং কিং কার্য্যং তে ময়াধুনা। ইতি পৃষ্টা সুতেনাথ বিনতা তমভাষত ॥ ৩৮ ॥ সর্পান পৃচ্ছস্ব গরুড় মম মাতৃবিমোক্ষণে। যুষ্মাকং মাতুঃ কিং কার্য্যং ময়েতি বদতাধুনা ॥ ৩৯ ॥ ইতি মাত্রা সমুদিতো গরুড়ঃ পন্নগান্ প্রতি। গত্বাপৃচ্ছদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তেঽপ্যেনমবদংস্তদা ॥ ৪০ ॥ যদা হরিষ্যসে শীঘ্র সুধাং ত্বমমরালয়াৎ। দাস্যান্মুক্তা ভবেন্মাতা বৈনতেয় তবাদ্য হি ॥ ৪১ ॥ ততো মাতরমাগম্য

লাগিলেন। গরুড়ের দেহবৈভব দর্শনে ত্রিভুবন শঙ্কিত হইতেছে, দেখিয়া গরুড় স্বীয় ভীষণ দেহ উপসংহারপূর্ব্বক অরুণকে পৃষ্ঠোপরি স্থাপন করিয়া মাতার নিকট গমন করিলেন। অনন্তর কদ্রু বিনীত বিনতাকে আদেশ করিলেন,—হে বিনতে! আমি নাগালয়গমনে উদ্‌যোগী হইয়াছি; তোমার পুত্র গরুড় মৎপুত্র সর্পদিগকে বহন করুক। তখন বিনতা গরুড়কে বলিলেন, আমি কদ্রুকে বহন করি; তুমি তৎপুত্র সর্পদিগকে বহন কর। হে দ্বিজগণ! গরুড় 'তথাস্তু' বলিয়া মাতার বাক্য শিরোধার্য্য করিলেন। বিনতা কদ্রুকে বহন করিতে লাগিলেন; আর গরুড় সর্পদিগকে লইয়া চলিল। তখন সর্পগণ সূর্য্যের সমীপগত হইলে, তদীয় করে তাহারা আহত হইতে লাগিল। কদ্রু তদ্দর্শনে সুতগণের তাপশান্তির নিমিত্ত বজ্রধরকে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ জলধারাবর্ষণে তাহাদের তাপশান্তি করিয়া দিলেন। সর্পগণ বলবান্ গরুড় কর্ত্তৃক অভীষ্টদেশে নীত হইয়া সেই ক্ষণেই পুনরায় বিনতানন্দনকে বলিল,—আমরা সকলে দ্বীপান্তরগমনে ত্বরান্বিত হইয়াছি; হে গরুড়! হে দাসীসুত! তুমি এখনই আমাদিগকে বহন করিয়া লইয়া চল। হে দ্বিজগণ! তখন গরুড় মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—আমি কি নিমিত্ত সর্ব্বদা এই সর্পদিগকে বহন করিব? এবং তুমিই বা কি জন্য সতত এই কদ্রুকে বহন করিতেছ? এই সকল সরীসৃপ আমাকে চেটীপুত্র বলিয়া সম্বোধন করে কেন? হে মাতঃ! তুমি আমার নিকট ইহা যথাযথ ব্যক্ত কর।১৮-৩৪। পুত্র গরুড় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, জননী বিনতা তাহাকে বলিলেন,—হে পুত্র আমার ক্রূরপ্রকৃতি ভগিনী কর্ত্তৃক আমি ছলক্রমে পরাজিত হইয়াছি। সেই পরাজয়ে আমি দাসী আর তুমি দাসীপুত্র। এই জন্যই তুমি নিত্য সর্পদিগকে বহন কর, আমি কদ্রুকে বহন করি। বিনতা এইরূপে আদ্যন্ত সমস্ত ঘটনা গরুড়ের নিকট প্রকাশ করিলেন। অনন্তর গরুড় মাতা বিনতাকে কহিল,—এই দাস্য হইতে তোমার বিমুক্তির জন্য আমি এখন কি কার্য্য করিব? পুত্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বিনতা তাহাকে বলিলেন,—গরুড়! এ সম্বন্ধে সর্পদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, আমার মাতার দাস্য-মুক্তি বিষয়ে আমি তোমাদের কি কার্য্য করিব? তাহা তোমরা বল। মাতা এইরূপ পরামর্শ দিলে, গরুড় পন্নগগণের নিকট গিয়া ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর পন্নগেরা সে কথার উত্তরে বলিল,—যদি তুমি অমরালয় হইতে সুধা আহরণ করিয়া আনিতে পার, তাহা হইলে হে বৈনতেয়! তোমার মাতা অদ্যই দাস্য হইতে মুক্ত হইবেন। অনন্তর

গরুড়ঃ প্রণতোঽব্রবীৎ। সুধামদ্য সমানেতুং গচ্ছতো ভক্ষ্যমর্পয় ॥ ৪২ ॥ ইতীরিতা সুতং প্রাহ মাতা তং বিনতা সুতম্। সমুদ্রমধ্যে বর্ত্তন্তে শবরাঃ কতিচিৎ সুত ॥ ৪৩ ॥ তান্ ভক্ষয়িত্বা শবরানমৃতং ত্বমিহানয়। তত্র কশ্চিদ্দ্বিজঃ কামী শবরীসঙ্গ-কৌতুকী ॥ ৪৪ ॥ ত্যজ তং ব্রাহ্মণং কণ্ঠং দহন্তং ব্রহ্মতেজসা। পক্ষাদীনি তবাঙ্গানি পান্তু দেবা মরুন্মুখাঃ ॥ ৪৫ ॥ ইতি স্বমাতুরাশীর্ভির্গরুড়ো বর্দ্ধিতো যযৌ। শবরালয়মভ্যেত্য তস্থৌ ভক্ষয়তো মুখম্ ॥ আবৃতং প্রাবিশন্ ব্যাধা বয়াংসীব দরীং গিরেঃ। অথ স ব্রাহ্মণোঽপ্যাগাত্তৎকণ্ঠং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৪৭ ॥ কণ্ঠং দহন্তং বিপ্রং তমুবাচ বিনতাসুতঃ। বিপ্র পাপোঽপ্যবধ্যো হি নির্যাহি মমতো বহিঃ ॥ ৪৮ ॥ এবমুক্তস্তদা বিপ্রো গরুড়ং প্রত্যভাষত। কিরাতী মম ভার্য্যাপি নির্গন্তব্যা ময়া সহ ॥ ৪৯ ॥ এবমস্ত্বিতি তং বিপ্রমুবাচ পতগেশ্বরঃ। ততঃ স গরুড়ো বিপ্রমুজ্জগার সভার্য্যকম্ ॥ ৫০ ॥ বিপ্রোঽপ্যভীপ্সিতান দেশান্নিষাদ্যা সহ নির্যযৌ। শবরান্ ভক্ষয়িত্বাথ গরুড়ঃ পক্ষিণাং বরঃ ॥ ৫১ ॥ আত্মনঃ পিতরং বেগাৎ কশ্যপং সমুপেয়িবান্। কুত্র যাসীতি তৎপৃষ্টো গরুড়স্তমভাষত ॥ ৫২ ॥ মাতুর্দাস্যবিমোক্ষায় সুধামাহর্ত্তুমাগমম্। বহূন্ কিরাতান্ জগ্ধ্বাপি তৃপ্তির্মম ন জায়তে ॥ ৫৩ ॥ অপর্য্যন্তক্ষুধা ব্রহ্মন্ বাধতে মামহর্নিশম্। তন্নিবৃত্তিপ্রদং ভক্ষ্যং মমার্পয় তপোধন ॥ ৫৪ ॥ যেনাহং শক্নুয়াং তাত সুধামাহর্ত্তুমোজসা। ইতীরিতঃ সুতং প্রাহ কশ্যপো বিনতোদ্ভবম্ ॥ ৫৫ ॥ কশ্যপ উবাচ। মুনির্বিভাবসুর্নাম্না পুরাসীত্তস্য সানুজঃ। সুপ্রতীক ইতি ভ্রাতা তাবুভৌ বংশ-বৈরিণৌ ॥ ৫৬ ॥ অন্যোন্যং শেপতুর্বিপ্রা মহাক্রোধ-সমাকুলৌ। গজোঽভবৎ সুপ্রতীকঃ কূর্ম্মোঽভূচ্চ বিভাবসুঃ ॥ ৫৭ ॥ এবং বিত্তবিবাদাত্তৌ শেপতুর্ভ্রাতরৌ মিথঃ। গজঃ ষড়্‌যোজনোচ্ছ্রায়ো দ্বিগুণায়াম-সংযুতঃ ॥ ৫৮ ॥ কূর্ম্মস্ত্রিযোজনোচ্ছ্রায়ো দশযোজন-

গরুড় মাতার নিকট আসিয়া প্রণতিপূর্ব্বক বলিল,—মাতঃ! আমি সুধা আনয়নের জন্য যাইতেছি, আমায় কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য প্রদান কর। পুত্রের কথায় মাতা বিনতা বলিলেন,—বৎস! সমুদ্রমধ্যে কতক-গুলি শবর আছে, তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া তুমি সেথায় অমৃত আনয়ন কর। পরন্তু ঐ শবরদিগের মধ্যে শবরীসঙ্গ-সমুৎসুক জনৈক ব্রাহ্মণ আছে, তাহাকে তুমি ত্যাগ করিও। সেই ব্রাহ্মণ তোমার কণ্ঠগত হইলে, ব্রহ্মতেজে দাহ জন্মাইতে থাকিবে। যাও তুমি; মরুৎপ্রমুখ দেবগণ তোমার পক্ষাদি অঙ্গ সকল রক্ষা করুন। এইরূপে মাতার আশী-র্ব্বাদে বর্দ্ধিত হইয়া গরুড় গমন করিল। ক্রমে শবরালয়ে গিয়া গরুড় ভক্ষণার্থ বদন ব্যাদান করিয়া রহিল। তাহার সেই ব্যাদিত বদনে গিরি পক্ষিসমূহের ন্যায় ব্যাধগণ প্রবেশ করিতে লাগিল। হে মুনিগণ! ক্রমে সেই শবরসঙ্গী ব্রাহ্মণও গরুড়ের কণ্ঠে প্রবেশ করিলে, কণ্ঠ দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন সেই বিপ্রকে গরুড় বলিল,—হে বিপ্র! তুমি পাপিষ্ঠ হইলেও আমার অবধ্য; অতএব কণ্ঠ হইতে বহির্গত হও। বিপ্রকে এই কথা কহিলে, বিপ্র গরুড়কে বলিলেন,—আমার ভার্য্যা কিরাতীও মৎসঙ্গে নির্গত হইবে। বিপ্র এই কথা কহিলে, পতগেন্দ্র বলিল,—'তথাস্তু'। এই বলিয়া গরুড় তখন সেই বিপ্রকে তাহার ভার্য্যাসহ উদ্গীর্ণ করিল।৩৫—৫০। অনন্তর বিপ্র ভার্য্যা নিষাদীর সহিত অভীপ্সিত দেশে গমন করিলেন। এদিকে পক্ষিপ্রবর গরুড় শবরদিগকে ভক্ষণ করিয়া সবেগে স্বীয় পিতা কশ্যপের নিকট উপস্থিত হইল। কশ্যপ জিজ্ঞাসা করিলেন,—গরুড়! কোথায় চলিয়াছ? গরুড় তাঁহাকে বলিল,—মাতার দাস্যমোচনের নিমিত্ত সুধাহরণের জন্য আসিয়াছি। বহুসংখ্যক কিরাতকে ভক্ষণ করিয়াও আমার তৃপ্তি হয় নাই। হে ব্রহ্মন্! অপার ক্ষুধা আমায় রাত্রিদিন বড়ই ক্লেশ প্রদান করিতেছে। অতএব হে তপোধন! যাহাতে আমার ক্ষুধানিবৃত্তি হইতে পারে, এরূপ ভক্ষ্য আমায় অর্পণ করুন। হে তাত! আমি ভক্ষ্য পাইলে, স্বীয় তেজেই সুধাহরণে সক্ষম হইতে পারিব। গরুড়ের এই কথায় কশ্যপ বিনতানন্দনকে কহিলেন,—পূর্ব্বে বিভাবসু নামে এক মুনি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম সুপ্রতীক। উভয় ভ্রাতাই বংশবৈরী ছিলেন। তাঁহারা মহাক্রোধে সমাকুল হইয়া পর-স্পরকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। সেই শাপে সুপ্রতীক গজ ও বিভাবসু কূর্ম্ম হইয়া জন্মিলেন। এইরূপে বিত্ত লইয়া বিবাদ করিয়া উভয় ভ্রাতাই পরস্পরকে শাপ দিয়াছিলেন। গজ—ছয় যোজন উন্নত এবং তাহার দ্বিগুণ আয়ামযুত। কূর্ম্ম তিন-যোজন উন্নত এবং দশ যোজন বিস্তৃত। হে

বিশ্রুতঃ। বদ্ধবৈরাবুভাবেতৌ সরস্তস্মিন বিহঙ্গম॥ ৫৯॥ পূর্ব্ববৈরমনুস্মৃত্য যুধ্যেতে জেতুমিচ্ছয়া। উভৌ তৌ ভক্ষয়িত্বা ত্বং সুধামাহর তৃপ্তিমান্॥ ৬০॥ এবং পিত্রেরিতঃ পক্ষী গত্বা তদ্‌গজকচ্ছপৌ। সমুদ্ধৃত্য মহাকায়ৌ মহাবলপরাক্রমৌ ॥ ৬১ বহন্নখাভ্যাং সত্তীর্থং বিলম্বাভিধমভ্যগাৎ। তত্রাগতং সমালোক্য পক্ষিরাজং দ্বিজোত্তমাঃ॥৬২॥ তত্তীরজো মহাবৃক্ষো রোহিণাখ্যো মহোচ্ছ্রয়ঃ। বৈনতেয়মিদং প্রাহ মহাবলপরাক্রমম্॥ ৬৩॥ এনামারুহ মচ্ছাখাং শতযোজনমায়তাম্। স্থিত্বাত্র গজকূর্ম্মৌ ত্বং ভক্ষয়স্ব খগোত্তম॥ ৬৪॥ ইত্যুক্তস্তরুণা পক্ষী স তত্রাস্তে মনোজবঃ। তদ্ভারাৎ সা তরোঃ শাখা ভগ্নাভূদ্দ্বিজ-সত্তমাঃ ॥ ৬৫॥ বালখিল্যমুনীংস্তস্মিল্লম্বমানানধো-মুখান্। দৃষ্ট্বা তৎপাতশঙ্কাবাংস্তাং শাখাং গরুড়ো-ঽগ্রহীৎ॥ ৬৬॥ গজকূর্ম্মৌ চ তাং শাখাং গৃহীত্বা যাস্তমম্বরে। পিতা তস্যাব্রবীত্তত্র গরুড়ং বিনতা-সুতম্ ॥ ৬৭॥ ত্যজেমাং নির্জ্জনে শৈলে শাখাং ত্বং বিনতোদ্ভব। ইত্যুক্তঃ স তথা গত্বা শাখাং নিষ্পুরুষে নগে ॥ ৬৮॥ বিন্যস্যাভক্ষয়ৎ পক্ষী তৌ তদা গজকচ্ছপৌ। অথোৎপাতঃ সমভবত্তস্মিন্নব-সরে দিবি॥ ৬৯॥ দৃষ্ট্বোৎপাতং বলারাতিঃ পপ্রচ্ছ স্বপুরোহিতম্। উৎপাতকারণং জীব কিমত্রেতি পুনঃপুনঃ। বৃহস্পতিস্তদা শক্রং প্রোবাচ দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৭০ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ। কশ্যপো হি মুনিঃ পূর্ব্বমযজৎ ক্রতুনা হরে॥ ৭১॥ সর্ব্বানৃষীন্ সুরান্ সিদ্ধান্ যক্ষান্ গন্ধর্ব্বকিন্নরান্। যজ্ঞসম্ভারসিদ্ধ্যর্থং প্রেষয়ামাস স দ্বিজাঃ॥ ৭২॥ বালখিল্যান্ সসম্ভারান্ হ্রস্বানঙ্গুষ্ঠমাত্রকান্। মজ্জতো গোষ্পদজলে দৃষ্ট্বা হসিতবান্ ভবান্ ॥ ৭৩॥ ভবতাবমতাঃ ক্রুদ্ধা বালখিল্যাস্তদা হরে। জুহুবুর্যজ্ঞবহ্নৌ তে ক্রোধেন জ্বলিতাননাঃ॥ ৭৪॥ দেবেন্দ্রভয়দঃ শক্রঃ কশ্যপস্য সুতোঽস্ত্বিতি। তস্য পুত্রোঽদ্য গরুড়ঃ সুধাহরণ-কৌতুকী॥৭৫॥ সমাগচ্ছতি তদ্ধেতুরয়মুৎপাত আগতঃ ইত্যুক্তঃ সোঽব্রবীদিন্দ্রো দেবানগ্নিপুরোগমান্॥ ৭৬॥ সুধামাহর্তুমায়াতি পক্ষী সা রক্ষ্যতামিতি।

বিহঙ্গম! সেই বদ্ধবৈর গজ ও কূর্ম্ম পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া পরস্পরের জিগীষায় এই সরোবরে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছে। তুমি এক্ষণে সেই দুই প্রাণীকে ভক্ষণপূর্ব্বক তৃপ্তিমান্ হইয়া সুধা আহরণ কর। পিতা ঐ কথা কহিলে পক্ষীন্দ্র গরুড় সেই দুই মহা-কায় মহাবল গজ-কচ্ছপকে নখ দ্বারা গ্রহণ করিয়া বিলম্বাখ্য সাধু তীর্থে গমন করেন। হে দ্বিজবরগণ! তথাগত মহাবলপরাক্রম পক্ষিরাজকে দেখিয়া সেই তীর্থ-তীরবাসী রোহিণনামক একটা মহোন্নত মহাবৃক্ষ বৈনতেয়কে কহিল,—হে খগবর! আমার এই শত যোজনায়ত শাখায় আরোহণ কর, এবং এখানে থাকিয়া এই দুইটা গজ-কচ্ছপকে ভক্ষণ করিতে থাক। তরুবর এই কথা কহিলে সেই মনোবেগী বিহঙ্গম তথায় উপবেশন করিল, কিন্তু তাহার ভারে সেই বৃক্ষশাখা ভগ্ন হইয়া গেল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐ বৃক্ষশাখায় বহু বালখিল্য মুনি অধোমুখে লম্বিত হইতেছিলেন। গরুড় তদ্দর্শনে তাঁহাদের পতনাশঙ্কায় সেই শাখাও গ্রহণ করিল। তখন সেই শাখা ও গজকচ্ছপকে গ্রহণ-পূর্ব্বক বিনতানন্দন অম্বরপথে ধাবিত হইল। পিতা কশ্যপ সে কালে গরুড়কে সেই ভাবে যাইতে দেখিয়া বলিলেন,—হে বৈনতেয়! তুমি ঐ শাখা নির্জ্জন পর্ব্বতে পরিত্যাগ কর। কশ্যপের কথায় গরুড় কোন এক নির্জ্জন পর্ব্বতে গমন করিয়া সেই বৃক্ষশাখা নিক্ষেপপূর্ব্বক গজকচ্ছপ ভক্ষণ করি-লেন, ইত্যবসরে আকাশে উৎপাতলক্ষণ দৃষ্ট হইল। ইন্দ্র সেই উৎপাতদর্শনে স্বীয় পুরোহিত বৃহস্পতির নিকট পুনঃপুন তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিলেন,—হে জীব! এই উৎপাতের কারণ কি? তখন বৃহস্পতি ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে হরে! কশ্যপমুনি পূর্ব্বে যজ্ঞ করিয়া সমস্ত সুর, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর-দিগকে জয় করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সেই যজ্ঞ-সিদ্ধির জন্য অঙ্গুষ্ঠমাত্র হ্রস্বদেহ বালখিল্য মুনি-গণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সকল মুনি গোষ্পদে মগ্ন হইলে তুমি হাস্য করিয়াছিলে। হে হরে! ভবৎকৃত অবমাননায় বালখিল্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধ-জ্বলিত-বদনে যজ্ঞাগ্নিতে হোম করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের সেই হোমের উদ্দেশ্য ছিল যে, কশ্যপের এমন এক পুত্র হউক, যে পুত্র কালে দেবেন্দ্রের ভয়প্রদ শত্রু হইবে। এক্ষণে সেই হোমের ফল ফলিয়াছে। কশ্যপের পুত্র গরুড় সুধা-হরণে সমুৎসুক হইয়া আসিতেছে। সেই জন্যই এই উৎপাত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। বৃহস্পতি এই কথা কহিলে দেবেন্দ্র অগ্নিপ্রমুখ দেবগণকে কহিলেন,—একটা পক্ষী সুধাহরণের জন্য আসিতেছে, অতএব তোমরা তাহা রক্ষা কর। ইন্দ্রপ্রেরিত দেবগণ

ইতীন্দ্রপ্রেরিতা দেবা ররক্ষুঃ সায়ুধাঃ সুধাম্॥ ৭৭॥ পক্ষিরাজস্তদাভ্যাগাদ্দেবানায়ুধধারিণঃ। মহাবলং তে গরুড়ং দৃষ্ট্বাকম্পন্ত বৈ সুরাঃ॥ ৭৮॥ গরুড়স্য সুরাণাং চ ততো যুদ্ধমভূন্মহৎ। অখণ্ডি পক্ষিতুণ্ডেন ভৌবনোহমৃতপালকঃ॥ ৭৯॥ তদা নিজঘ্নুর্গরুড়ং দেবাঃ শস্ত্রৈরনেকশঃ। অতীব গরুড়ো দেবৈর্বাধিতঃ শস্ত্রপাণিভিঃ॥ ৮০॥ পক্ষাভ্যামাক্ষিপদ্দূরে দেবানগ্নিপুরোগমান্। তৎপক্ষবিক্ষতা দেবাস্তদা পরমকোপনাঃ॥ ৮১॥ নারাচান্ ভিন্দিপালাংশ্চ নানাশস্ত্রাণি চাক্ষিপন্। ততস্ত গরুড়ো বেগাদ্দেবদৃষ্টিবিলোপিনীম্॥ ৮২॥ ধূলিমুত্থাপয়ামাস পক্ষাভ্যাং বিনতাসুতঃ। বায়ুনা শময়ামাসুস্তান্ পাংসূংস্ত্রিদশোত্তমাঃ॥ ৮৩॥ রুদ্রান্ বসূংস্তথাদিত্যান্ মরুতোহন্যান্ সুরাংস্তথা। গরুড়ঃ পক্ষতুণ্ডাভ্যাং ব্যথিতানকরোদ্দ্বিজাঃ॥ ৮৪॥ পলায়িতেষু দেবেষু সোহদ্রাক্ষীজ্জ্বলনং পুরঃ। জ্বলনং প্রজ্বলিতম্বগ্নিং শমাপয়িতুমুদ্যযৌ॥ ৮৫॥ স সহস্রমুখো ভূত্বা তৈঃ পিবন্ শতশো নদীঃ। তমগ্নিং নাশয়ামাস তৈঃ পয়োভিস্ত্বরান্বিতঃ॥ ৮৬॥ সিতধারং ভ্রমচ্চক্রং সুধারক্ষকমন্তিকে। দৃষ্ট্বা তদরিরন্ধ্রেণ সঙ্কিপ্তাঙ্গোঽন্তরাবিশৎ॥ ৮৭॥ ততো দদর্শ দ্বৌ সর্পৌ ব্যক্তাস্যৌ ভীষণাকৃতী। যাভ্যাং দৃষ্টোঽপি ভস্ম স্যাত্তৌ সর্পৌ গরুড়স্তদা॥ ৮৮॥ আচ্ছিদ্য পক্ষতুণ্ডাভ্যাং গৃহীত্বামৃতমুদ্যযৌ যন্ত্রমুৎপাট্য চোদ্যন্তং গরুড়ং প্রাহ মাধবঃ॥ ৮৯॥ তব তুষ্টোঽস্মি পক্ষীশ বরং বরয় সুব্রত। অথ পক্ষী তমাহ স্ম কমলানায়কং হরিম্॥ ৯০॥ তবোপরি স্থিতির্মে স্যান্মা ভূতাঞ্চ জরামৃতী তথাস্ত্বিতি হরিঃ প্রাহ বরং মদ্‌ব্রিয়তামিতি॥ ৯১॥ ইত্যুক্তস্তং হরিঃ প্রাহ মম ত্বং বাহনং ভব। স্যন্দনোপরি কেতুশ্চ মম ত্বং বিনতাসুত॥ ৯২॥ তথাস্ত্বিতি খগোঽপ্যাহ কমলাপতিমচ্যুতম্। হৃতামৃতং খগং শ্রুত্বা তত আখণ্ডলো জবাৎ॥ ৯৩॥ অভিক্রুত্যাশু কুলিশং পক্ষে চিক্ষেপ পক্ষিণঃ। ততো বিহস্য গরুড়ঃ পাকশাসনমব্রবীৎ॥ ৯৪॥ কুলিশস্য নিপাতান্মে ন হরে কাপি বেদনা। সকলো

তখন অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সুধারক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে পক্ষিরাজ আয়ুধধারী দেবগণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবগণ সেই মহাবল পক্ষীকে নিরীক্ষণ করিয়া কম্পিত হইলেন। তখন গরুড় ও সুরগণের দারুণ যুদ্ধ বাধিল। অমৃতরক্ষী ভৌবন, পক্ষীর তুণ্ডাঘাতে খণ্ডিত হইলেন। তৎকালে দেবগণ অসংখ্য অস্ত্রপ্রহারে গরুড়কে আহত করিতে লাগিলেন। গরুড় শস্ত্রপাণি সুরগণের চেষ্টায় একান্তই বাধা প্রাপ্ত হইল। তখন সে উভয় পক্ষ দ্বারা অগ্নিপ্রমুখ দেবগণকে দূরে নিক্ষেপ করিল। তদীয় পক্ষাঘাতে বিক্ষত হইয়া সুরগণ অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং নারাচ ও ভিন্দিপাল প্রভৃতি নানা শস্ত্রনিক্ষেপ করিলেন। তখন বৈন-তেয় গরুড় সবেগে উভয় পক্ষ দ্বারা দেবদৃষ্টি-বিলোপিনী ধূলিজাল উৎক্ষিপ্ত করিল। দেবশ্রেষ্ঠগণ সেই ধূলিজাল বায়ু দ্বারা প্রশমিত করিলেন। হে দ্বিজগণ! গরুড় তখন পক্ষ ও তুণ্ডাঘাতে রুদ্র, বসু, আদিত্য, মরুৎ ও অন্যান্য দেবগণকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। অনন্তর দেবগণ পলায়ন করিলে গরুড় সম্মুখে এক প্রজ্বলিত অনল দেখিতে পাইল। পরে সেই জলদগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিবার উদ্‌যোগ করিল। গরুড় সহস্রমুখ হইল,—হইয়া শত শত নদী পান করিয়া সত্বর সেই সকল নদীজল দ্বারা অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলিল। ৫৬—৮৬। অনন্তর সুধারক্ষায় নিযুক্ত এক সিতধার চক্র সম্মুখে ঘূর্ণমান দেখিয়া গরুড় ক্ষুদ্রদেহে তাহার অররন্ধ্র দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল; পরে দেখিল, দুইটা ব্যাদিতবক্ত্র ভীষণ সর্প সুধারক্ষায় নিযুক্ত আছে। তাহারা দৃষ্টিমাত্রেই ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। গরুড় তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ পক্ষ ও তুণ্ডাঘাতে তাড়াইয়া দিয়া অমৃত গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যত হইল। সুধাভাণ্ড লইয়া গরুড় চলিয়াছে দেখিয়া মাধব তাহাকে বলিলেন,—হে সুব্রত, পক্ষীন্দ্র! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর গ্রহণ কর। অনন্তর পক্ষীন্দ্র সেই কমলাপতি হরিকে কহিল,—তোমার উপর আমার স্থিতি হউক, আর আমার যেন জরামরণ হয় না। হরি বলিলেন,—'তথাস্তু'। তখন গরুড় কহিল,—তবে আমার নিকট হইতেও তুমি বর গ্রহণ কর। গরুড়ের কথায় বিষ্ণু কহিলেন,—তুমি আমার বাহন হও; আর আমার রথোপরি কেতুরূপে তোমার অবস্থান হউক। পক্ষিরাজ কমলাপতি অচ্যুতকে বলিল,—তাহাই হউক। এ দিকে গরুড় অমৃত হরণ করিয়াছে শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র সবেগে ধাবিত হইয়া তদীয় পক্ষে বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন গরুড় হাস্য করিয়া পাকশাসনকে কহিল,—হে হরে! তোমার ঐ বজ্রক্ষেপে আমার কিছু মাত্র বেদনা বোধ হয়

বজ্রপাতস্তে ভূয়াচ্চ সুরনায়ক॥ ৯৫॥ ইতীরয়ন্ পত্রমেকং ব্যসৃজৎ পক্ষতস্তদা। শোভনং পর্ণমস্যেতি সুপর্ণ ইতি সোহভবৎ॥ ৯৬॥ তস্মিন্ সুপর্ণে হেমাভে সর্বে বিস্ময়মাযযুঃ। ততস্তু গরুড়ঃ শক্রমব্রবীদ্দ্বিজপুঙ্গবাঃ॥ ৯৭॥ ভবতা সাকমখিলং জগদেতচ্চরাচরম্। দেবেন্দ্র সততং বোঢ়ুমমোঘা শক্তিরস্তি মে॥ ৯৭॥ নাখণ্ডলসহস্রং মে রণে লভ্যং হরে ভবেৎ। ইতি ব্রুবাণং গরুড়মব্রবীৎ পাকশাসনঃ॥ ৯৯॥ কিং তেহমৃতেন কার্য্যং স্যাদ্দীয়তামমৃতং মম। ইমাং সুধাং ভবান্ দদ্যাদ্যেভ্যো হি বিনতোদ্ভব ১০০॥ তেহমৃতপানেন জরামরণবর্জ্জিতাঃ। অস্মত্তোহধিকবীর্য্যাঃ স্যুরস্মাকং ক্লেশদাস্তথা॥ ১০১ ইতি ব্রুবন্তং দেবেন্দ্রং গরুড়োহপ্যব্রবীদ্দ্বিজাঃ। যত্রৈতৎ স্থাপয়িষ্যামি তত্রাগত্য ভবানিদম্॥ ১০২॥ গৃহ্ণাতু ঝটিতীত্যুক্তো গরুড়ং প্রাহ বৃত্রহা। প্রীতোহহং তব দাস্যামি বরং বৃণু মহামতে॥ ১০৩॥ ইত্যুক্তবন্তং গরুড়ঃ পাকশাসনমব্রবীৎ। দাস্যে ছলপ্রয়োক্তারো মম মাতুঃ সরীসৃপাঃ॥ ১০৪॥ ভক্ষ্যা ভবন্তু নিত্যং মে পাকশাসন বৃত্রহন্। ইতি তেনেরিতঃ শক্রস্তথাস্ত্বিত্যবদচ্চ তম্॥ ১০৫॥ অথায়ং গরুড়ো বিপ্রা ধারয়ন্নমৃতং যযৌ। যান্তং তমনুযাতি স্ম গরুড়ং পাকশাসনঃ॥ ১০৬॥ বেগেন স দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সুধাহরণকৌতুকী। মাতুরভ্যাসমাগত্য সর্পান্ প্রাহ স পক্ষিরাট॥ ১০৭॥ কুশেষু স্থাপিতে সর্পাঃ সুধৈব মন্মনা মম। স্নাত্বা তদ্ভুঙ্ক্ষমমৃতং শুচয়ঃ সুসমাহিতাঃ॥ ১০৮॥ মোক্ষোহপি মম মাতুঃ স্যাদ্দাসীভাবাদ্ধি পন্নগাঃ। তথাস্ত্বিত্যবদন্ সর্পা গরুড়ং বিনতাসুতম্॥ ১০৯॥ মুক্তা তদৈব বিনতা দাসীভাবাদ্দ্বিজোত্তমাঃ। সর্পাস্তেহমৃতভক্ষার্থং স্নাতুং সর্বে যযুস্তদা॥ ১১০॥ তস্মিন্নবসরে শক্রস্তামাদায় সুধাং যযৌ। স্নাত্বাগত্য ভুজঙ্গাস্তে তত্রাদৃষ্ট্বা তদা সুধাম্॥ ১১১॥ জিহ্বাভির্লিলিহুর্দর্ভানেষু স্থিতা সুধেতি হি। তদাপ্রভৃতি সর্পাণাং জিহ্বা দর্ভাগ্রপাটিতাঃ॥ ১১২॥ দ্বিধাভবন্মুনিশ্রেষ্ঠা দ্বিজিহ্বাস্তেন তে স্মৃতাঃ। সুধাসংযোগতো দর্ভাঃ প্রযযুশ্চ

নাই। যাহা হউক, হে সুরেন্দ্র! তোমার বজ্রপাত সফল হউক। এই বলিয়া গরুড় স্বীয় বৃহৎ পক্ষ হইতে একটী পত্র ফেলিয়া দিল। গরুড়ের পর্ণ শোভন বলিয়া উহার নাম সুপর্ণ হইল। সেই সুপর্ণ হেমাভ হওয়ায় সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর সুপর্ণ ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে দেবেন্দ্র! আমার এরূপ শক্তি আছে যে, আমি তোমার সহিত এই চরাচর নিখিল জগৎই একাকী ধারণ করিতে পারি। হে হরে! রণে সহস্র সহস্র আখণ্ডলও আমার গ্রাহ্য নহে। গরুড় এই কথা কহিলে পাকশাসন কহিলেন,—অমৃত লইয়া তোমার কি হইবে? তুমি আমায় অমৃত প্রত্যর্পণ কর। হে বৈনতেয়! এই সুধা তুমি যাহাদিগকে খাওয়াইবে, তাহারা অমৃতপানে জরা-মরণ-বর্জ্জিত হইবে; এমন কি তাহারা আমাদিগের অপেক্ষাও অধিক বীর্য্য-শালী হইয়া সুরগণকে উৎপীড়িত করিবে। হে দ্বিজগণ! ইন্দ্র এই কথা কহিলে, গরুড় কহিল,—আমি এই সুধা লইয়া যে স্থানে স্থাপন করিব, তুমি আসিয়া সত্বর তথা হইতে ইহা লইয়া যাও। গরুড়ের কথায় ইন্দ্র কহিলেন,—হে মহামতে! আমি প্রীত হইলাম, তুমি বর গ্রহণ কর। ইন্দ্রের এই কথায় গরুড় তাহাকে কহিল,—হে পাকশাসন! সরীসৃপগণ ছলক্রমে আমার মাতাকে দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছে, অতএব তাহারা আমার নিত্য ভক্ষ্য হউক। গরুড় এই কথা কহিলে, ইন্দ্র বলিলেন,—তথাস্তু। হে বিপ্রগণ! অনন্তর গরুড় অমৃত লইয়া প্রস্থান করিল। এদিকে পাকশাসনও সুধাহরণে সমুৎসুক হইয়া সবেগে তাহার অনুগমন করিলেন।৮৭—১০৬ অনন্তর পক্ষিরাজ মাতার নিকট আসিয়া সর্পদিগকে বলিল,—হে সর্পগণ! এক্ষণে আমি কুশোপরি অমৃত রাখিলাম; স্নান করিয়া শুচি হইয়া সেই অমৃত তোমরা ভক্ষণ কর। হে পন্নগগণ! আমার মাতা এখন দাস্য হইতে মুক্তি লাভ করুন। সর্পগণ তৎশ্রবণে গরুড়কে বলিল,—তাহাই হইল; তোমার মাতা বিনতা দাসীভাব হইতে মুক্ত হইলেন। অনন্তর সর্পগণ অমৃতভক্ষণার্থ স্নানে গেল। এদিকে ইন্দ্র আসিয়া সেই অবকাশে সুধা লইয়া প্রস্থান করিলেন সর্পগণ স্নানান্তে আগমন করিয়া দেখিল, তথায় সুধা নাই। সুধা না দেখিয়া তাহারা সুধা যাহার উপর ছিল, সেই সকল দর্ভ লেহন করিতে লাগিল। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তাহাতে সর্পগণের জিহ্বা দর্ভাগ্রে পাটিত হইয়া দ্বিধাভিন্ন হইল। সেই জন্য তখন হইতে তাহারা দ্বিজিহ্ব নামে অভিহিত হইতে লাগিল। সুধার সংসর্গে দর্ভরাশিও সেই হইতে

পবিত্রতাম্॥ ১১৩॥ মোচয়িত্বা চ গরুড়ো দাসী-ভাবাৎ স্বমাতরম্। শশাপ কুপিতঃ কদ্রুং ছদ্মনা জিতমাতরম্॥ ১১৪॥ কদ্রুস্ত্বং জননীং জম্মে ছলেন জিতবত্যসি। ভর্ত্তুস্ত্বং পরিচর্য্যায়ামতো নাহা ভবিষ্যসি॥ ১১৫॥ শপ্ত্বৈবং গরুড়ঃ কদ্রুং প্রযযৌ স যথেচ্ছয়া। কদ্রুশ্চ বিনতা চোভে যযতুর্ভর্ত্তুরন্তিকম্॥ ১১৬॥ কশ্যপো বিমুখস্তত্র কদ্রুং কোপাদথাব্রবীৎ। যস্মাচ্ছলেন বিনতাং কদ্রুর্নির্জ্জিতবত্যসি॥ ১১৭॥ অতো মৎপরিচর্য্যায়াং ন যোগ্যাসি দুরাত্মিকে। স্ত্রিয়ং বা পুরুষং বাপি নারী বা পুরুষোহপি বা॥ ১১৮॥ ছলাদ্বিজয়তে যোহসৌ স মহাপাতকী ভবেৎ। ছলাদ্বিজয়িনা সার্দ্ধং সম্ভাষ্য ব্রহ্মহা ভবেৎ॥ ১১৯॥ স্তেয়ী সুরাপী বিজ্ঞেয়ো গুরুদাররতশ্চ সঃ। সংসর্গদোষদুষ্টশ্চ মুনিভিঃ পরিকীর্ত্ত্যতে॥ সম্ভাষণাদ্দোষো মম স্যান্নরকপ্রদঃ। তস্মাৎ প্রযাহি কদ্রুস্ত্বং মৎসমীপাদ্ধি দারুণে॥ ১২১॥ ছলজেত্রা সপঙ্‌ক্তৌ যো ভুঞ্জীত মনুজো ভুবি। তেন সম্ভাষণাৎ সদ্যঃ পতেদ্ধি নরকার্ণবে॥ ১২২॥ বিলোক্য ছলজেতারং তস্য পাপস্য শান্তয়ে। আদিত্যং বা জলং বাপি পাবকং বা বিলোকয়েৎ॥ ১২৩॥ ছলজেতা যত্র তিষ্ঠেদাশ্রমেহপি গৃহেহপি বা। বস্তব্যং ন হি তত্রান্যৈর্ব্বসন্নরকমশ্নুতে॥ ১২৪॥ অতো নির্যাহি নির্যাহি মম ত্বং দৃষ্টিমার্গতঃ। স্বাশ্রমাৎ সরলামেনাং বিনতাং জিতবত্যসি॥ ১২৫॥ ইতি ধিক্‌কৃত্য সহসা কদ্রুং তাং কশ্যপস্তদা। বিনতাং স্বচ্ছশীলাং তাং স্বীচকার মহামতিঃ॥ ১২৬॥ কদ্রুরিত্থং সপরুষং কথিতা কশ্যপেন সা। রুদন্তী ভৃশদুঃখার্ত্তা পাদয়োস্তস্য চাপতৎ॥ ১২৭॥ পতিতাং পাদয়োর্দৃষ্ট্বা কশ্যপো মুনিপুঙ্গবঃ। ন জগ্রাহৈব কদ্রুং তাং স্মরন্ পাপং তয়া কৃতম্॥ ১২৮॥ ততঃ প্রণম্য বিনতা কশ্যপং বাক্যমব্রবীৎ। ভগবন্ ভগিনীমেনাং স্বীকুরুষ্ব কৃপানিধে॥ ১২৯॥ অজ্ঞানাল্মুগ্ধয়া পাপং কদ্রুা যদধুনা কৃতম্। ক্ষন্তুমর্হসি তৎ সর্ব্বং দয়াশীলা হি সাধবঃ॥ ১৩০॥ জননস্যা গরুড়স্যৈবং কথিতঃ কশ্যপো মুনিঃ। উবাচ বিনতে

পবিত্র হইল। তখন গরুড় স্বীয় মাতাকে দাসী-ভাব হইতে মুক্ত করিয়া সেই কপটতাক্রমে মাতৃজয়িনী কদ্রুকে সকোপে এইরূপ অভিশাপ দিলেন যে, হে কদ্রু! যেহেতু তুমি মদীয় জননীকে ছলক্রমে জয় করিয়াছিলে, এই কারণে ভর্ত্তার পরিচর্য্যায় তুমি সক্ষম হইবে না। গরুড় কদ্রুকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া যথেচ্ছ পথে প্রস্থান করিল। অনন্তর কদ্রু এবং বিনতা উভয়েই ভর্ত্তার সমীপে গমন করিলেন। তখন ভর্ত্তা কশ্যপ কদ্রুর প্রতি বিমুখ হইয়া কোপভরে কহিলেন,—কদ্রু তুমি ছল করিয়া যেহেতু বিনতাকে জয় করিয়াছ, এই জন্য হে দুর্ব্বৃত্তে! আমার পরিচর্য্যা করিবার তুমি যোগ্যা নহ। যদি ছল করিয়া নর কিম্বা নারী কোন নর বা নারীকে জয় করে, তবে সে মহাপাতকী হইয়া থাকে। ছলক্রমে যে জয় লাভ করে, তাহার সহিত সম্ভাষণ করিলেও ব্রহ্মঘাতী হইতে হয়। মুনিগণ তাদৃশ ব্যক্তিকে স্তেয়ী, সুরাপায়ী, গুরুতল্পগামী ও সংসর্গদোষ-দুষ্ট পাতকীদিগের পর্য্যায়ে গণনা করিয়া থাকেন। অতএব তোমার সহিত সম্ভাষণ করিলে, আমার নরকজনক পাপ সংঘটিত হইবে। সুতরাং হে দারুণে, কদ্রু! তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও। যে মানব ছলজেতার সহিত একপঙ্‌ক্তিতে ভোজন করে, তাহার সহিত সম্ভাষণেও সদ্য নরকার্ণবে পতিত হইতে হয়। ছলজেতাকে দেখিয়া সেই পাপের শান্তিনিমিত্ত আদিত্য, জল বা অগ্নিকে অবলোকন করা কর্ত্তব্য। ১০১—১২৩। ছলজেতা ব্যক্তি যে আশ্রমে বা গৃহে বাস করে, তথায় অন্য কেহ বাস করিবেন না; করিলে নরকভোগ হইয়া থাকে। অতএব আমার দৃষ্টিপথ হইতে তুমি দূর হও—দূর হও। এই সরলা বিনতাকে তুমি জয় করিয়াছিলে, আমার আশ্রম হইতে তুমি চলিয়া যাও। মহামতি কশ্যপ তৎকালে সেই কদ্রুকে এইরূপে তিরস্কার করিয়া নির্ম্মলস্বভাবা বিনতাকেই গ্রহণ করিলেন। কশ্যপ কদ্রুকে ঐরূপ পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে কদ্রু দুঃখার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে তদীয় পাদযুগলে পতিত হইলেন। কদ্রুকে পাদ-পতিত দেখিয়া মুনিবর কশ্যপ তৎকৃত পাপ স্মরণপূর্ব্বক কিছুতেই আর তাহাকে গ্রহণ করিলেন না। অনন্তর বিনতা কশ্যপকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—ভগবন্! কৃপানিধে! ভগিনীকে আমার গ্রহণ করুন। ইনি অজ্ঞানক্রমে মুগ্ধভাবে অধুনা যে পাপ করিয়াছেন, আপনি তাহা ক্ষমা করুন। সাধুগণ সর্ব্বত্রই দয়াশীল হইয়া থাকেন। গরুড়ের জননী এই কথা কহিলে, কশ্যপ মুনি কহিলেন,—বিনতে! পাপের

নৈনাং বিনা পাপস্য নিষ্কৃতিম্॥ ১৩১॥ গ্রহীষ্যামি দুরাচারাং ত্রিস্ত্যং শপথয়াম্যহম্। কশ্যপস্য বচঃ শ্রুত্বা বিনতা পুনরব্রবীৎ॥ ১৩২॥ ভগিন্যা মম পাপস্য ব্রহ্মংস্ত্বং ব্রূহি নিষ্কৃতিম্। যেনেয়ং পরিচর্য্যায়াং তব যোগ্যা ভবিষ্যতি॥ ১৩৩॥ তয়ৈবমুদিতো বিপ্রা মারীচঃ কশ্যপস্তদা। ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তং মনসা পশ্চাদিদমভাবত॥ ১৩৪॥ দক্ষিণাম্বুনিধেস্তীরে ফুল্লগ্রামে বিমুক্তিদে। অস্তি ক্ষীরসরো নাম তীর্থং পাপবিনাশনম্॥ ১৩৫॥ তত্তীর্থস্নানমাত্রেণ দোষশ্চাস্যা বিনশ্যতি। প্রায়শ্চিত্তাযুতেনাপি তত্তীর্থে মজ্জনং বিনা॥ ৩৬॥ ন নশ্যত্যেষ দোষোঽস্যাস্তদেষা যাতু তৎসরঃ। ভর্ত্রৈবমুদিতে কদ্রুস্তং প্রণম্য দ্বিজোত্তমম্॥ ১৩৭॥ তৎক্ষণাৎ প্রযযৌ ক্ষীরং সরঃ পুত্রসহায়িনী। সা কদ্রুঃ পুত্রসহিতা গত্বা কতিপয়ৈর্দ্দিনৈঃ॥ ১৩৮॥ প্রাপ্য ক্ষীরসরঃ পুণ্যং প্রযাতা বিজিতেন্দ্রিয়া। সস্নৌ নিয়মপূর্ব্বঞ্চ সঙ্কল্প্য ক্ষীরকুণ্ডকে॥ ১৩৯॥ উপোষ্য ত্রিদিনং সস্নৌ তস্মিন্ ক্ষীরসরোজলে। চতুর্থে দিবসে তস্যাং *কুর্ব্বত্যাং স্নানমাদরাৎ। অদেহা ব্যোমগা বাণী সমুত্তস্থৌ দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১৪০॥ অশরীরিণ্যুবাচ।* কদ্রুস্ত্বং মজ্জনাদত্র ছলজেতৃত্বদোষতঃ॥ ১৪১॥ বিমুক্তা ভর্ত্তৃশুশ্রূষাযোগ্যা চাসি ন সংশয়ঃ শাপোঽপি গরুড়োক্তস্তে লয়ং যাতোঽত্র নাৎ॥ ১৪২॥ গচ্ছ ভর্ত্তৃসকাশং ত্বং সোঽপি ত্বাং স্বীকরিষ্যতি। ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ ব্যোমবাগশরীরিণী॥ ১৪৩॥ তস্যৈ বাচে নমস্কৃত্য কদ্রুঃ সা প্রীতমানসা। তীর্থং প্রদক্ষিণীকৃত্য নত্বা পুত্রসমন্বিতা॥ ৪৪॥ প্রযযৌ ভর্ত্তুরভ্যাসং তচ্ছুশ্রূষণকৌতুকাৎ। আগতান্তাং সমালোক্য স্নাতাং ক্ষীরসরোজলে॥১৪৫ জ্ঞাত্বা বিধূতপাপাঞ্চ কশ্যপঃ স সমাধিনা। অঙ্গীচকার পত্নীং তামাত্মশুশ্রূষণোচিতাম্॥ ১৪৬॥ এবং বঃ কথিতং বিপ্রাঃ কদ্রুপাপবিমোক্ষণম্। মজ্জনান্মুক্তিদং পুংসাং পুণ্যে ক্ষীরসরোজলে॥ ১৪৭॥ যঃ শৃণোতীমমধ্যায়ং পঠতে বাপি মানবঃ। স ক্ষীরকুণ্ডস্নানস্য লভতে ফলমুত্তমম্॥ ১৪৮॥ অশ্বমেধাদিযজ্ঞানাং সমগ্রং ফলমশ্নুতে। গঙ্গাদিসর্ব্ব-

প্রায়শ্চিত্ত না হইলে আমি এই দুষ্টচারিণীকে গ্রহণ করিব না। ইহা তোমার নিকট ত্রিসত্য করিয়াই বলিতেছি। কশ্যপের কথা শুনিয়া বিনতা পুনর্ব্বার কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমার ভগিনী কি করিলে, পাপ হইতে নিষ্কৃতি পান এবং আপনার পরিচর্য্যা করিবার যোগ্যা হইতে পারেন, তাহা আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন। হে বিপ্রগণ! বিনতা এই কথা কহিলে, মরীচিনন্দন কশ্যপ তখন মুহূর্ত্ত মাত্র ধ্যান করিয়া পরে বলিলেন,—দক্ষিণাব্ধির তীরবর্ত্তী মুক্তিপ্রদ ফুল্লগ্রামে ক্ষীর সরোবর নামে এক পাপহর তীর্থ আছে। সেই তীর্থে স্নান করিবামাত্র ইহার দোষক্ষালন হইয়া যাইবে। তথায় মজ্জন না করিয়া অযুত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ইহার দোষ নষ্ট হইবে না; অতএব এই কদ্রু সেই তীর্থেই গমন করুক। ভর্ত্তা এই কথা কহিলে, কদ্রু দ্বিজবরকে প্রণাম করিয়া তৎক্ষণাৎ পুত্র সহ সেই ক্ষীরসরোবরের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। কদ্রু কিয়দ্দিন পরেই তথায় গমন করিয়া সেই পবিত্র ক্ষীরসরোবর প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি জিতেন্দ্রিয় ভাবে নিয়মপূর্ব্বক সঙ্কল্প সহকারে ক্ষীরকুণ্ডে স্নান করিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! কদ্রু উপবাস করিয়া তিন দিন যাবৎ তথায় স্নান করিলেন; পরে চতুর্থ দিন সাদরে সেই তীর্থে স্নান করিলে, এক অশরীরিণী ব্যোমচারিণী বাণী উত্থিত হইল। সেই বাণী কদ্রুকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—হে কদ্রু! এইতীর্থে মজ্জন করিবার ফলে তুমি ছলজেতৃত্ব দোষ হইতে মুক্ত হইলে। এক্ষণে নিশ্চয়ই তুমি ভর্ত্তৃশুশ্রূষা করিবার যোগ্যা হইবে! অপিচ, গরুড় তোমায় যে শাপ দিয়াছিল, অত্র মজ্জনে তাহাও লয় প্রাপ্ত হইল। তুমি ভর্ত্তৃসকাশে যাও, তিনি তোমায় গ্রহণ করিবেন। এই পর্য্যন্ত বলিয়া সেই অশরীরিণী ব্যোমবাণী বিরত হইল। কদ্রু সেই বাণীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া প্রীতমনে তীর্থ প্রদক্ষিণ ও নমস্কারপূর্ব্বক ভর্ত্তার পরিচর্য্যাকার্য্যে সমুৎসুক হইয়া পুত্রসহ ভর্ত্তৃসকাশে প্রস্থান করিলেন। কশ্যপমুনি কদ্রুকে ক্ষীরসরোবরের জলে কৃতস্নান হইয়া আসিতে দেখিয়া, সমাধিযোগে জানিলেন;—তাহার পাপ নষ্ট হইয়াছে। তখন স্বীয় পরিচর্য্যাকার্য্যের যোগ্য মনে করিয়া সেই পত্নীকে তিনি গ্রহণ করিলেন। হে বিপ্রগণ! এই আমি কদ্রুর পাপমোক্ষণবার্ত্তা ব্যক্ত করিলাম। পবিত্র ক্ষীরসরোবরের জলে অবগাহন করিলে, নরগণের মুক্তি হইয়া থাকে। যে মানব এই অধ্যায় শ্রবণ বা পাঠ করে, সে, ক্ষীরকুণ্ডস্নানের উত্তম ফললাভ করিয়া থাকে। অশ্বমেধাদি যজ্ঞের সমগ্র ফল

তীর্থেষু স স্নাতো ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ১৪৯ ॥ যঃ পঠেদিমমধ্যায়ং ক্ষীরকুণ্ডপ্রশংসনম্। গোসহস্রপ্রদাতৃণাং প্রাপ্নোত্যবিকলং ফলম্ ॥ ১৫০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ক্ষীরকুণ্ডপ্রশংসায়াং কদ্রুকৃতচ্ছলদোষশান্তিকথাবর্ণনং নামাষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি কপিতীর্থস্য বৈভবম্। তত্তীর্থং সকলৈঃ পূর্ব্বং গন্ধমাদনপর্ব্বতে ॥ ১ ॥ সর্ব্বেষামুপকারায় কপিভির্নির্ম্মিতং দ্বিজাঃ। রাবণাদিষু রক্ষঃসু হতেষু তদনন্তরম্ ॥২॥ তীর্থং নির্ম্মায় তত্রৈব সস্নুস্তে কপয়ো মুদা। তীর্থায় চ বরং প্রাদুঃ কপয়ঃ কামরূপিণঃ ॥ ৩ ॥ অস্মিংস্তীর্থে নিমগ্না যে ভক্তিপ্রবণচেতসঃ। তে সর্ব্বে মুক্তিভাজঃ স্যুর্ম্মহাপাতকমোচিতাঃ ॥ ৪ ॥ অত্র তীর্থে নিমগ্নানাং ন স্যান্নরকজং ভয়ম্। অত্র স্নাতা নরাঃ সর্ব্বে দারিদ্র্যং নাপ্নুবন্তি হি ॥ ৫ ॥ অত্র তীর্থে নিমগ্নানাং যমপীড়াপি নো ভবেৎ। কপিতীর্থং প্রয়াস্যেঽহমিতি যঃ সততং ব্রুবন্ ॥ ৬ ॥ ব্রজেচ্ছতপদং বিপ্রাঃ স যায়াৎপরমং পদম্। এতত্তীর্থসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥ এবং বরন্তু তে দত্ত্বা তীর্থায়াস্মৈ কপীশ্বরাঃ। রামং দাশরথিং সর্ব্বে প্রণম্যাথ যযাচিরে ॥ ৮ ॥ স্বামিংস্ত্বয়াস্মৈ তীর্থায় দীয়তাং বরমদ্ভুতম্। কপিভিঃ প্রার্থিতো বিপ্রা রামচন্দ্রোঽতিহর্ষিতঃ ॥ ৯ ॥ তত্তীর্থায় বরং প্রাদাৎ কপীনাং প্রীতিকারণাৎ। অত্র তীর্থে নিমগ্নানাং গঙ্গাস্নানফলং ভবেৎ ॥ ১০ ॥ প্রয়াগস্নানজং পুণ্যং সর্ব্বতীর্থফলং তথা। অগ্নিষ্টোমাদিযাগানাং ফলং ভূয়াদনুত্তমম্ ॥ ১১ ॥ গায়ত্র্যাদিমহামন্ত্রজপপুণ্যং তথা ভবেৎ। গোসহস্রপ্রদাতৃণাং প্রাপ্নোত্যবিকলং ফলম্ ॥ ১২ ॥ চতুর্ণামপি বেদানাং পারায়ণফলং লভেৎ। ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবপূজাফলং লভেৎ ॥ ১৩ ॥ কপিতীর্থায় রামোঽয়ং প্রাদাদেবং বরং দ্বিজাঃ ॥ এবং রামেণ দত্তে তু বরে তত্র কুতূহলাৎ ॥ ১৪ ॥ ষড়র্দ্ধনয়নো ব্রহ্মা সহস্রাক্ষো যমস্তথা। বরুণোঽগ্নিস্তথা বায়ুঃ কুবেরশ্চন্দ্রমা অপি ॥ ১৫ ॥ আদিত্যো নির্ঋতিশ্চৈব সাধ্যাশ্চ বসবস্তথা। অন্যেঽপি ত্রিদশাঃ সর্ব্বে বিশ্বদেবাদয়স্তথা ॥ ১৬ ॥ অত্রিভৃগুস্তথা

তাহার লব্ধ হয়। সে মানব গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থেই স্নাত হইয়া থাকে। ক্ষীরকুণ্ডের প্রশস্তিমূলক এই অধ্যায় যে ব্যক্তি পাঠ করে, সে, গোসহস্রদাতৃগণের অবিকল ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১২৪—১৫০

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৮।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর কপিতীর্থের বৈভব বলিতেছি। হে দ্বিজগণ! কপি সকল মিলিত হইয়া পূর্ব্বে গন্ধমাদনশৈলে এই তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। রাবণাদি রাক্ষসেরা নিহত হইবার পর কপিগণ ঐ তীর্থ নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে স্নান করে এবং কামরূপী কপিগণ তীর্থের উদ্দেশে এইরূপ বর প্রদান করে যে, যাহারা ভক্তিপ্রবণচিত্তে এই তীর্থে স্নান করিবে, তাহারা মহাপাতক হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হইবে। এই তীর্থে মগ্ন হইলে তাহাদের আর নরকজন্য ভয় থাকিবে না; নরগণ এইখানে স্নান করিলে, কদাচ দারিদ্র্য প্রাপ্ত হইবে না। এই তীর্থে যাইয়া যাহারা স্নান করিবে, তাহাদের যমপীড়াও হইবে না। আমি কপিতীর্থে যাইব, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই কথা উচ্চারণ করিবামাত্র শতপদও প্রয়াণ করে, তাহারও পরম পদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই তীর্থের তুল্য তীর্থ হয় নাই এবং হইবেও না। কপীন্দ্রগণ তীর্থকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া দাশরথি রামকে প্রণামপূর্ব্বক প্রার্থনা করিল,—হে প্রভো! আপনি এই তীর্থকে উত্তম বর প্রদান করুন। কপিগণের প্রার্থনায় রামচন্দ্র অতি হর্ষের সহিত তাহাদের প্রীতির নিমিত্ত ঐ তীর্থকে এইরূপ বর প্রদান করিলেন যে, এই তীর্থে নিমগ্ন ব্যক্তিগণের গঙ্গাস্নানসম ফল হইবে। প্রয়াগস্নান-জনিত পুণ্য, সর্ব্ব তীর্থসেবার ফল, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের উত্তম ফল, গায়ত্রী প্রভৃতি মহামন্ত্রসমূহের জপজন্য পুণ্য, গোসহস্রপ্রদ নরগণের ফল, চতুর্ব্বেদের পারায়ণফল এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি দেবের পূজাজন্য যে ফল, এই তীর্থে স্নান করিলে মানবগণের সেই পুণ্যফলই হইবে। হে দ্বিজগণ! রামচন্দ্র কপিতীর্থের উদ্দেশে এইরূপ বরই প্রদান করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র কপিগণের প্রার্থনায় এইরূপ বর প্রদান করিলে, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, কুবের, চন্দ্র, সূর্য্য, নির্ঋতি, সাধ্য, বসু, অন্যান্য দেবগণ, বিশ্ব-

কুৎসো গোতমশ্চ পরাশরঃ। কণ্বোঽগস্ত্যঃ সুতীক্ষ্ণশ্চ বিশ্বামিত্রাদয়োঽপরে ॥ ১৭ ॥ যোগিনঃ সনকাদ্যাশ্চ নারদাদ্যাঃ সুরর্ষয়ঃ। রামদত্তবরং তীর্থং শ্লাঘন্তে বহুধা তদা ॥ ১৮ ॥ সস্নুশ্চ তত্র তীর্থে তে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িনি। কপিভির্নির্ম্মিতং যস্মাদেতত্তীর্থমনুত্তমম্ ॥ ১৯ ॥ কপিতীর্থমিতি খ্যাতিমতো লোকে প্রয়াস্যতি। ইত্যপ্যবোচংস্তে সর্ব্বে দেবাশ্চ মুনয়স্তথা ॥ ২০ ॥ তস্মাদবশ্যং গন্তব্যং কপিতীর্থং মুমুক্ষুভিঃ। রম্ভা কৌশিকশাপেন শিলাভূতা পুরা দ্বিজাঃ ॥ ২১ ॥ তত্র স্নাত্বা নিজং রূপং প্রপেদে চ দিবং যযৌ। অস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে ॥ ২২ ॥ মুনয় উচুঃ। রম্ভাং কিমর্থমশপৎ কৌশিকঃ সূতনন্দন। কথং গতা শিলাভূতা কপিতীর্থং সুরাঙ্গনা। এতন্নঃ সর্ব্বমাচক্ষ্ব বিস্তরান্মুনিসত্তম ॥ ২৩ ॥ শ্রীসূত উবাচ। বিশ্বামিত্রাভিধো রাজা প্রাগভূৎকুশিকান্বয়ে ॥ ২৪ ॥ স কদাচিন্মহারাজঃ সেনাপরিবৃতো বলী। মেদিনীং পরিচক্রাম রাজ্যবীক্ষণকৌতুকী ॥ ২৫ ॥ অটিত্বা স বহূন দেশান বসিষ্ঠস্যাশ্রমং যযৌ। আতিথ্যায় বৃতঃ সোঽয়ং বসিষ্ঠেন মহাত্মনা ॥ ২৬ ॥ তথাস্ত্বিত্যব্রবীৎ সোঽহং দণ্ডবৎ প্রণতো নৃপঃ। কামধেনুপ্রভাবেন বিশ্বামিত্রায় ভূভুজে ॥ ২৭ ॥ আতিথ্যমকরোদ্বিপ্রা বসিষ্ঠো ব্রহ্মনন্দনঃ। কামধেনুপ্রভাবং বৈ জ্ঞাত্বা কুশিকনন্দনঃ ॥ ২৮ ॥ বসিষ্ঠং প্রার্থয়ামাস কামধেনুমভীষ্টদাম্। প্রত্যাখ্যাতো বসিষ্ঠেন প্রচকর্ষ চ তাং বলাৎ ॥ ২৯ ॥ কামধেনুবিসৃষ্টৈস্তু ম্লেচ্ছাদ্যৈঃ স পরাজিতঃ। মহাদেবং সমারাধ্য তস্মাদস্ত্রাণ্যবাপ্য চ ॥ ৩০ ॥ বসিষ্ঠস্যাশ্রমং গত্বা ব্যসৃজচ্ছরসঞ্চয়ান। সর্ব্বাণ্যস্ত্রাণি মুমুচে ব্রহ্মাস্ত্রঞ্চ নৃপোত্তমঃ ॥ ৩১ ॥ তানি সর্ব্বাণি চাস্ত্রাণি বসিষ্ঠো ব্রহ্মনন্দনঃ। একেন ব্রহ্মদণ্ডেন নিজঘ্নে স্বতপোবলাৎ ॥ ৩২ ॥ ততঃ পরাজিতো বিপ্রা বিশ্বামিত্রোঽতিনির্জ্জিতঃ। ব্রাহ্মণ্যমবাপ্তুমে স্বস্য তপঃ কর্ত্তুং বনং যযৌ ॥ ৩৩ ॥ পূর্ব্বাসু পশ্চিমোত্তাসু ত্রিষু দিক্ষু তপোঽচরৎ। প্রাদুর্ভূতমহাবিঘ্নস্তদ্দিক্ষু স

দেবগণ, অত্রি, ভৃগু, কুৎস, গৌতম, পরাশর, কণ্ব, অগস্ত্য, সুতীক্ষ্ণ, বিশ্বমিত্রাদি মুনি, সনকাদি যোগিগণ ও নারদাদি দেবর্ষিগণ, সকলেই কৌতুহলক্রমে তথায় আসিয়া সেই রামদত্তবর তীর্থকে বহুধা প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং সেই সর্ব্বাভীষ্টদায়ি তীর্থজলে স্নান করিলেন। অনন্তর দেব ও মুনিগণ বলিলেন,—যে হেতু কপিগণ এই অনুত্তম তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছে, অতএব লোকে ইহা কপিতীর্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। অতএব কপিতীর্থে গমন করা মুমুক্ষুগণের অবশ্যই কর্ত্তব্য। হে দ্বিজগণ! পুরাকালে রম্ভা কৌশিকের শাপে শিলা হইয়াছিল। সে ঐ তীর্থে স্নান করিয়া নিজ রূপ লাভ করে এবং পুনরায় স্বর্গে উপনীত হয়। এই কপিতীর্থের মাহাত্ম্য যে কত, তাহা আমি বলিতে সক্ষম নহি। মুনিগণ কহিলেন,—হে সূতনন্দন! কৌশিক রম্ভাকে কি নিমিত্ত অভিশাপ দিয়াছিলেন? সুরাঙ্গনা রম্ভা শিলা হইয়া কিরূপেই বা কপিতীর্থে গমন করিয়াছিল? হে মুনিবর! এ সকল বৃত্তান্ত আমাদের নিকট বিস্তৃতরূপে বল। সূত কহিলেন,—পূর্ব্বে কুশিকবংশে বিশ্বামিত্র নামে এক রাজা ছিলেন। সেই মহারাজ একদা রাজ্য-পরিদর্শনে সমুৎসুক হইয়া স্বীয় সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে মেদিনীপরিভ্রমনে বহির্গত হন। তিনি বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে বশিষ্ঠাশ্রমে আগমন করিলেন। মহাত্মা বশিষ্ঠ তাঁহাকে আতিথ্যে বরণ করেন। সেই রাজা দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া 'তথাস্তু' বাক্যে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। হে বিপ্রগণ! অনন্তর ব্রহ্মনন্দন বশিষ্ঠ, কামধেনুর প্রভাবে রাজা বিশ্বামিত্রকে আতিথ্য করাইলেন। কুশিকনন্দন রাজা কামধেনুর প্রভাব অবগত হইয়া বশিষ্ঠের নিকট সেই অভীষ্টদায়িনীকে প্রার্থনা করিলেন। বশিষ্ঠ তাহার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিলে, তিনি সেই কামধেনুকে সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১—২৯। তখন কামধেনু কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট ম্লেচ্ছাদি সৈন্য, বিশ্বামিত্রকে পরাজিত করিল। অনন্তর পরাজিত রাজা মহাদেবকে আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অস্ত্রলাভ করত বশিষ্ঠাশ্রমে গমনপূর্ব্বক শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সর্ব্ব অস্ত্র এমন কি ব্রহ্মাস্ত্র পর্য্যন্ত বিশ্বামিত্র মোচন করিলেন; কিন্তু ব্রহ্মনন্দন বশিষ্ঠ একমাত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা স্বীয় তপঃপ্রভাবেই তদীয় সর্ব্বাস্ত্র সংহার করিলেন। অনন্তর পরাজিত রাজা অতি লজ্জিত হইয়া স্বীয় ব্রাহ্মণ্যসিদ্ধির জন্য তপস্যা করিতে বনে গেলেন। তিনি পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ তিন দিকে থাকিয়াই তপস্যা করিলেন, কিন্তু সেই সেই দিকে

কৌশিকঃ ॥ ৩৪ ॥ উত্তরাং দিশমাসাদ্য হিমবৎপর্ব্বতেঽমলে। কৌশিক্যাঃ সরিতস্তীরে পুণ্যে পাপবিনাশিনি ॥ ৩৫ ॥ দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ। জিতলোকো জিতশ্বাসো জিতক্রোধঃ সুনিশ্চলঃ ॥ ৩৬ ॥ গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থঃ শিশিরে বারিষু স্থিতঃ। বর্ষাস্বাকাশগো নিত্যমূর্দ্ধবাহুর্নিরাশ্রয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ ব্রাহ্মণ্যসিদ্ধয়েঽত্যুগ্রং চচার সুমহত্তপঃ। উদ্বিগ্নমনসস্তস্য ত্রিদশাস্ত্রিদিবালয়াঃ। জম্ভারিণা চ সহিতা রম্ভাং প্রোচুরিদং বচঃ ॥ ৩৮ ॥ দেবা উচুঃ। রম্ভে ত্বং হিমবচ্ছৈলে কৌশিকীতীরগং মুনিম্ ॥ ৩৯ ॥ বিশ্বামিত্রং তপস্যন্তং বিলোভয় বিচেষ্টিতৈঃ। যথা তত্তপসো বিঘ্নো ভবিষ্যতি তথা কুরু ॥ ৪০ ॥ এবমুক্তা তদা রম্ভা দেবৈরিন্দ্রপুরোগমৈঃ। প্রত্যুবাচ সুরান সর্ব্বান প্রাঞ্জলিঃ প্রণতা তদা ॥ ৪১ ॥ রম্ভোবাচ। অতিক্রুরো মহাক্রোধো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। স শপ্স্যতে মাং ক্রোধেন বিভেমাস্মাদহং সুরাঃ ॥ ৪২ ॥ ভবদ্ভিঃ কৃপয়া সুরাঃ মাং যুষ্মৎপরিচারিকাম্। ইত্যুক্তো রম্ভয়া তত্র জম্ভারিস্তামভাষত ॥ ৪৩ ॥ ইন্দ্র উবাচ। রম্ভে ত্বয়া ন ভীঃ কার্য্যা বিশ্বামিত্রাত্তপোধনাৎ। অহমপ্যাগমিষ্যামি ত্বৎসহায়ঃ সমন্মথঃ ॥ ৪৪ ॥ কোকিলালাপমধুরো বসন্তোঽপ্যাগমিষ্যতি। অতিসুন্দররূপা ত্বং প্রলোভয় মহামুনিম্ ॥ ৪৫ ॥ ইতীন্দ্রকথিতা রম্ভা বিশ্বামিত্রাশ্রমং যযৌ। তদ্দৃষ্টিগোচরা স্থিত্বা ললিতং রূপমাস্থিতা ॥ ৪৬ ॥ সা মুনিং লোভয়ামাস মনোহরবিচেষ্টিতৈঃ। পিকোঽপি তস্মিন্ সময়ে চুকূজানন্দয়ন্মনঃ ॥ ৪৭ ॥ শ্রুত্বা পিকস্বরং রম্ভাং দৃষ্ট্বা চ মুনিপুঙ্গবঃ। সংশয়াবিষ্টহৃদয়ো বিদিত্বা শক্রকর্ম্ম তৎ। শশাপ রম্ভাং ক্রোধেন বিশ্বামিত্রস্তপোধনঃ ॥ ৪৮ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। যস্মাৎ কোপয়সে রম্ভে মাং ত্বং কোপজয়ৈষিণম্ ॥ ৪৯ ॥ শিলা ভবাত্র তস্মাত্ত্বং রম্ভে বর্ষশতাযুতম্। তদন্তরে ব্রাহ্মণেন রক্ষিতা মোক্ষমাপ্স্যসি ॥ ৫০ ॥ বিশ্বামিত্রস্য শাপেন তদন্তে সা শিলাভবৎ। বহুকালং শিলাভূতা তস্থৌ তস্যাশ্রমে দ্বিজাঃ ॥ ৫১ ॥ বিশ্বামিত্রোঽপি

মহাবিঘ্ন সকল প্রাদুর্ভূত হওয়ায় অবশেষে উত্তর দিক্ আশ্রয়পূর্ব্বক শুভ হিমবৎপর্ব্বতে কৌশিকী নদীর পাপহর পুণ্যতীরে দিব্য সহস্র বর্ষ যাবৎ তিনি নিরাহার, জিতেন্দ্রিয়, জিতলোক, জিতশ্বাস, জিতক্রোধ ও সুনিশ্চল হইয়া গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি মধ্যে, শিশিরে সলিলাভ্যন্তরে এবং বর্ষায় নিত্য ঊর্দ্ধবাহু, নিরাশ্রয় ও আকাশ-তল-গত হইয়া ব্রাহ্মণ্যসিদ্ধির জন্য অত্যুগ্র তপস্যা করিলেন। তাঁহার তপস্যায় ইন্দ্রাদি দেবগণ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং রম্ভাকে বলিলেন,—হে রম্ভে! তুমি হিমালয় শৈলে গিয়া স্বীয় চেষ্টা দ্বারা কৌশিকীতীরগত তপোনিরত বিশ্বামিত্র মুনিকে প্রলোভিত কর, যাহাতে সেই তপস্বীর তপোবিঘ্ন হয়, তুমি গিয়া তাহাই করিয়া আইস। ইন্দ্রাদি দেবগণ এই কথা কহিলে, রম্ভা প্রণত ও প্রাঞ্জলি হইয়া তখন সমস্ত সুরগণকে প্রত্যুত্তরে বলিল,—মহামুনি বিশ্বামিত্র অতি ক্রূর ও মহাক্রোধশালী। হে সুরগণ! তিনি ক্রোধ করিয়া নিশ্চয়ই আমায় অভিশাপ দিবেন; আমি তাঁহার শাপে বড়ই ভীত হইতেছি। আমি আপনাদের পরিচারিকা; আমাকে আপনারা কৃপা করিয়া পরিত্রাণ করুন। রম্ভা এই কথা কহিলে, ইন্দ্র তাহাকে কহিলেন,—হে রম্ভে! তুমি তপোধন বিশ্বামিত্র হইতে ভীত হও না। আমিও মন্মথ সহ তোমার সাহায্যার্থ আগমন করিতেছি। কোকিল-কলালাপমধুর বসন্তও আমার সহিত আসিতেছেন। তুমি অতি সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া সেই মহামুনিকে প্রলোভিত কর।৩০—৪৫। ইন্দ্র এই কথা কহিলে রম্ভা বিশ্বামিত্রের আশ্রমাভিমুখে গমন করিল। সেখানে গিয়া সে তাঁহার দৃষ্টিপথে থাকিয়া অতীব শোভন রূপ ধারণপূর্ব্বক মনোহর বিলাসবিভ্রমে মুনিবরকে প্রলোভিত করিতে লাগিল। এই সময় কোকিল-কুলও মুনির মন আনন্দিত করিয়া কূজন করিল। মুনিবর বিশ্বামিত্র রম্ভাকে দেখিয়া এবং পিকরব শ্রবণ করিয়া সংশয়িতচিত্তে বুঝিলেন,—এই সকল কার্য্য ইন্দ্রেরই চক্রান্ত। এইরূপ বুঝিয়া তপোধন ক্রোধ সহকারে রম্ভাকে অভিসম্পাত করিলেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন,—হে রম্ভে! আমি কোপজয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; এই অবস্থায় তুমি যখন আমায় কোপিত করিলে, তখন তোমাকে অযুত বর্ষ যাবৎ শিলা হইয়া থাকিতে হইবে। অনন্তর কোন ব্রাহ্মণ তোমায় রক্ষা করিলে, তুমি মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। বিশ্বামিত্রের শাপপ্রভাবে অনন্তর রম্ভা শিলা হইল। হে দ্বিজগণ! রম্ভা শিলা হইয়া বহুকাল বিশ্বামিত্রের আশ্রমে

ধর্ম্মাত্মা পুনস্তপ্ত্বা মহত্তপঃ। লেভে বসিষ্ঠবাক্যেন ব্রাহ্মণ্যং দুর্লভং নৃপৈঃ॥ ৫২॥ বহুকালং শিলাভূতা রম্ভাপ্যাসীত্তদাশ্রমে। তস্মিন্নেবাশ্রমে পুণ্যে শিষ্যোঽগস্ত্যস্য সম্মতঃ॥ ৫৩॥ শ্বেতো নাম মুনিশ্চক্রে মুমুক্ষুঃ পরমং তপঃ। চিরকালং তপস্তস্মিন্ প্রকুর্ব্বতি মহামুনৌ॥ ৫৪॥ অঙ্গারকেতিবিখ্যাতা রাক্ষসী কাচিদগতা। তস্যাশ্রমমতিক্রূরা মেঘস্বনমহাস্বনা॥ ৫৫॥ মূত্ররক্তপুরীষাদ্যৈর্দূষয়ামাস ভীষণা। উপদ্রবৈস্তথা চান্যৈর্ব্বাধয়ামাস তং মুনিম্॥ ৫৬॥ অথ ক্রুদ্ধো মুনিঃ শ্বেতো বায়ব্যাস্ত্রেণ যোজয়ন্। শপ্তাং কুশিকপুত্রেণ রাক্ষস্যৈ প্রাক্ষিপচ্ছিলাম্॥ ৫৭॥ রাক্ষসী সা প্রদুদ্রাব বায়ব্যাস্ত্রেণ যোজিতা। বায়ব্যাস্ত্রপ্রযুক্তেন দৃষদানুদ্রুতা চ সা॥ ৫৮॥ দক্ষিণাম্বুনিধেস্তীরং ধাবতি স্ম ভয়ার্দ্দিতা। ধাবন্তীমন্বধাবন্তী সা শিলাস্ত্রপ্রযোজিতা॥ ৫৯॥ পপাতোপরি রাক্ষস্যা মজ্জন্ত্যাঃ কপিতীর্থকে। মৃতা সা রাক্ষসী তত্র শিলাপাতাৎ স্বমূর্দ্ধনি॥ ৬০॥ বিশ্বামিত্রেণ শপ্তা সা কপিতীর্থে নিমজ্জনাৎ। শিলারূপং পরিত্যজ্য রম্ভারূপমুপেযুষী॥ ৬১॥ দেবৈঃ কুসুমধারাভিরভিবৃষ্টা মনোরমা। দিব্যং বিমানমারূঢ়া দিব্যাম্বরবিরাজিতা॥ ৬২॥ হারকেয়ূরকটকনানাভরণভূষিতা। উর্ব্বশ্যাদ্যপ্সরোভিশ্চ সখিভিঃ পরিবারিতা॥ ৬৩॥ কপিতীর্থস্য মাহাত্ম্যং প্রশংসন্তী পুনঃপুনঃ। নিষেব্য রামনাথঞ্চ শঙ্করং শশিভূষণম্॥ ৬৪॥ আখণ্ডলপুরীং রম্যাং প্রযযাবমরাবতীম্। রাক্ষসী সাপি শাপেন কুম্ভজস্য মহৌজসঃ॥ ৬৫॥ ঘৃতাচী দেববেশ্যা হি রাক্ষসীরূপমাগতা। সাপ্যত্র কপিতীর্থাপ্সু স্নানাৎ স্বং রূপমাযযৌ॥ ৬৬॥ এবং রম্ভাঘৃতাচ্যৌ তে কপিতীর্থে নিমজ্জনাৎ। অগস্ত্যশিষ্যশ্বেতস্য প্রসাদাদ্দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৬৭॥ রাক্ষসীত্বং শিলাত্বঞ্চ হিত্বা স্বং রূপমাগতে। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন স্নাতব্যং কপিতীর্থকে॥ ৬৮॥ যঃ শৃণোতীমমধ্যায়ং পঠতে বাপি মানবঃ। প্রাপ্নোতি কপিতীর্থস্য স্নানজং ফলমুত্তমম্॥ ৬৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কপিতীর্থপ্রশংসায়াং রম্ভাঘৃতাচীশাপবিমোক্ষণবর্ণনং নামৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৯॥

রহিল। ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র পুনরায় মহাতপস্যা করিয়া বশিষ্ঠের অনুমোদনে নৃপজন-দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিলেন। রম্ভা তাঁহার আশ্রমে বহুকাল পর্য্যন্ত শিলা হইয়া রহিল। পরে ঐ পুণ্যাশ্রমে অগস্ত্যশিষ্য শ্বেতমুনি মুমুক্ষু হইয়া পরম তপস্যা করিতে লাগিলেন। মহামুনি বহুকাল পর্য্যন্ত তপস্যায় নিরত রহিলে, একদা মেঘবৎ গভীর গর্জ্জনকারিণী অঙ্গারকানাম্নী এক অতিক্রূরা রাক্ষসী তাঁহার আশ্রমে আগমন করিল। সেই ভীষণা রাক্ষসী আসিয়া মূত্র, রক্ত ও পুরীষ দ্বারা সেই আশ্রম দূষিত করিল এবং বিবিধ উপদ্রব করিয়া আশ্রমস্থ মুনিবরকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। অনন্তর শ্বেতমুনি ক্রুদ্ধ হইয়া বায়ব্যাস্ত্র যোজনাপূর্ব্বক বিশ্বামিত্র-শপ্ত সেই শিলাখণ্ড রাক্ষসীর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসী বায়ব্যাস্ত্রে বিতাড়িত হইয়া দৌড়াইতে লাগিল। বায়ব্যাস্ত্র প্রযুক্ত উপল দ্বারা অনুদ্রুত হইয়া রাক্ষসী ভয়ে ভয়ে দক্ষিণাব্ধির তীরে ধাবিত হইল। সে ধাবিত হইতে থাকিলে, অস্ত্রযোজিতা শিলাও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। রাক্ষসী ক্রমে সাগরস্থ কপিতীর্থে নিমগ্ন হইল। সেই শিলাও তাহার উপর পড়িল। মস্তকে শিলাপাত হওয়ায় সেই রাক্ষসী মৃত্যুগ্রস্ত হইল। এ দিকে সেই বিশ্বামিত্রশপ্তা শিলা কপিতীর্থে নিমগ্ন হওয়ায় শিলারূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক রম্ভারূপ ধারণ করিল। মনোরমা রম্ভার উপর দেবগণ তখন পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রম্ভা দিব্য বিমানে আরোহণ করিল,—দিব্যবস্ত্রে বিরাজিত হইল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ হার, কেয়ূর, কটক ও নানাভরণে মণ্ডিত হইল। উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরা সখীগণ রম্ভাকে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। রম্ভা পুনঃপুনঃ কপিতীর্থমাহাত্ম্যের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং রামনাথ শশিভূষণ শঙ্করকে সেবা করিয়া রম্য আখণ্ডলপুরী অমরাবতীতে প্রয়াণ করিল। মহাতেজা অগস্ত্যের শাপে স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচী সেই রাক্ষসীদেহ ধারণ করিয়াছিল। সেই রাক্ষসীও ঐ কপিতীর্থে স্নানের ফলে স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে রম্ভা ও ঘৃতাচী এই উভয় অপ্সরাই কপিতীর্থে নিমগ্ন হইবার ফলে অগস্ত্য-শিষ্য শ্বেতের প্রসাদে রাক্ষসীত্ব ও শিলাত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব রূপ ধারণ করিয়াছিল। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সকলেরই কপিতীর্থে স্নান করা কর্ত্তব্য! যে মানব এই অধ্যায় শ্রবণ কিম্বা পাঠ

চত্বারিংশোঽধ্যায়।

শ্রীসূত উবাচ। অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মুনয়ো লোকপাবনম্। গায়ত্র্যা চ সরস্বত্যা মাহাত্ম্যং মুক্তিদং নৃণাম্॥ ১॥ শৃণ্বতাং পঠতাং চৈব মহাপাতকনাশনম্। মহাপুণ্যপ্রদং পুংসাং নরকক্লেশনাশনম্॥ ২॥ গায়ত্র্যাঞ্চ সরস্বত্যাং যে স্নান্তি মনুজা মুদা। ন তেষাং গর্ভবাসঃ স্যাৎ কিন্তু মুক্তির্ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ৩॥ সরস্বত্যাশ্চ গায়ত্র্যা গন্ধমাদনপর্ব্বতে। ব্রহ্মপত্ন্যোঃ সন্নিধানাত্তন্নাম্না কথিতে ইমে॥ ৪॥ ঋষয় ঊচুঃ। গায়ত্র্যাশ্চ সরস্বত্যা গন্ধমাদনপর্ব্বতে। কিমর্থং সন্নিধানং বৈ সূতাভূত্তদ্বদস্ব নঃ॥ ৫॥ সূত উবাচ। প্রজাপতিঃ পুরা বিপ্রাঃ স্বাং বৈ দুহিতরং মুদা। বাঙ্নাম্নীং কামুকো ভূত্বা স্পৃহয়া মাস মোহনঃ॥ ৬॥ অথ প্রজাপতেঃ পুত্রী স্বস্মিন্ বৈ তস্য কামিতাম্। বিলোক্য লজ্জিতা ভূত্বা রোহিদ্রূপং দধার সা॥ ৭॥ ব্রহ্মাপি হরিণো ভূত্বা তয়া রন্তুমনাস্তদা। গচ্ছন্তীমনুযাতি স্ম হরিণীরূপধারিণীম্॥ ৮॥ তং দৃষ্ট্বা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পুত্রীগমনসাদরম্। করোত্যকার্য্যং ব্রহ্মায়ং পুত্রীগমনলক্ষণম্॥ ৯॥ ইতি নিন্দন্তি তং বিপ্রাঃ স্রষ্টারং জগতাং পতিম্। নিষিদ্ধকৃত্যনিরতং তং দৃষ্ট্বা পরমেষ্ঠিনম্॥ ১০॥ হরঃ পিনাকমাদায় ব্যাধরূপধরঃ প্রভুঃ। আকর্ণপূর্ণকৃষ্টেন পিনাকধনুষা শরম্॥ ১১॥ সংযোজ্য বেধসং তেন বিব্যাধ নিশিতেন সঃ। ত্রিপুরান্তকবাণেন বিদ্ধোঽসৌ ন্যপতদ্ভুবি॥ ১২॥ তস্য দেহাদথোত্থায় মহজ্জ্যোতির্মহাপ্রভম্। আকাশে মৃগশীর্ষাখ্যং নক্ষত্রমভবত্তদা॥ ১৩॥ আর্দ্রানক্ষত্ররূপী সন্ হরোঽপ্যনুজগাম তম্। পীড়য়ন্ মৃগশীর্ষাখ্যং নক্ষত্রং ব্রহ্মরূপিণম্॥ ১৪॥ অধুনাপি মৃগব্যাধরূপেণ ত্রিপুরান্তকঃ। অম্বরে দৃশ্যতে স্পষ্টং মৃগশীর্ষান্তিকে দ্বিজাঃ॥ ১৫॥ এবং বিনিহতে তস্মিঞ্ছম্ভুনা পরমেষ্ঠিনি। অনন্তরন্তু গায়ত্রীসরস্বত্যৌ শুচার্পিতে॥ ১৬॥ ভর্ত্তৃহীনে মুনিশ্রেষ্ঠা ভর্ত্তৃজীবনকাঙ্ক্ষয়া। কিং করিষ্যাবহে

করে, সে কপিতীর্থে স্নানজন্য ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৬—৬৯।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৯।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ! অতঃপর আমি নরগণের মুক্তিপ্রদ গায়ত্রীর এবং সরস্বতীর লোকপাবন মাহাত্ম্যকথা বলিতেছি; ইহা শ্রবণে এবং পঠনে নরগণের মহাপাতক নষ্ট হয়, মহাপুণ্য জন্মে এবং নরকক্লেশ নিবারিত হয়। যে সকল মনুষ্য প্রীতিসহকারে গায়ত্রী এবং সরস্বতীতে স্নান করে, তাহাদের গর্ভবাসক্লেশ হয় না; তাহারা নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করে। ব্রহ্মপত্নী গায়ত্রী এবং সরস্বতী গন্ধমাদন পর্ব্বতে সন্নিহিত; তাই তাঁহাদের নামানুসারেই তীর্থনাম প্রথিত। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! গায়ত্রী এবং সরস্বতীর গন্ধমাদনপর্ব্বতে সন্নিধান হইল কিরূপে? তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বল। সূত কহিলেন,—বিপ্রগণ! পূর্ব্বে প্রজাপতি কামুক হইয়া মোহক্রমে বাঙ্নাম্নী স্বীয় দুহিতার প্রতি আসক্ত হন। দুহিতা বাক্ প্রজাপতির কামাভিপ্রায় বুঝিয়া লজ্জায় মৃগীরূপ ধারণ করেন। তখন ব্রহ্মাও হরিণ হইয়া তৎসহ রমণ করিতে অভিলাষী হন। বাগ্‌দেবী হরিণীরূপে গমন করিলে, মৃগরূপী ব্রহ্মাও তাঁহার অনুগমন করেন। দেবগণ জগৎপতি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে কন্যাগমনে সমুদ্যত দেখিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—এই ব্রহ্মা পুত্রীগমনে উদ্যত হইয়া বড়ই অকার্য্য করিতেছেন। তখন হর পরমেষ্ঠীকে অবৈধ কার্য্যে নিরত হইতে দেখিয়া ব্যাধরূপ ধারণপূর্ব্বক পিনাক গ্রহণ করিলেন এবং নিশিত শর সংযোজিত করিয়া পিনাক ধনু আকর্ণ আকর্ষণ করত বেধাকে বিদ্ধ করিলেন। ত্রিপুরারির বাণে বিদ্ধ হইয়া বেধা ভূপতিত হইলেন। তাঁহার দেহ হইতে একটা মহাপ্রভ মহাজ্যোতি উত্থিত হইল। ঐ জ্যোতি তখন হইতে আকাশে মৃগশীর্ষ নক্ষত্র হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। এ দিকে হরও আর্দ্রানক্ষত্ররূপে ব্রহ্মরূপ মৃগশীর্ষ নক্ষত্র পীড়ন করত সর্ব্বদা তাহার অনুগমন করিলেন। হে দ্বিজগণ! অদ্যাপি ত্রিপুরান্তক মৃগব্যাধরূপে মৃগশীর্ষার সমীপে আকাশে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ১—১৫। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এইরূপে শম্ভু পরমেষ্ঠীকে নিহত করিলে পর গায়ত্রী এবং সরস্বতী উভয়েই ভর্ত্তৃহীন অবস্থায় শোকগ্রস্ত হইয়া ভর্ত্তার জীবন-আকাঙ্ক্ষায় পরস্পর বিচার করিতে

হ্যাবামিত্যন্যোন্যং বিচার্য্য তু ॥ ১৭ ॥ স্বপতি-প্রাণসিদ্ধ্যর্থং গায়ত্রী চ সরস্বতী। সর্ব্বোৎকৃষ্টং শিবস্থানং গন্ধমাদনপর্ব্বতম্ ॥ ১৮ ॥ সর্ব্বা-ভীষ্টপ্রদং পুংসাং, তপঃ কর্ত্তুং সমুদ্যতে। জগ্মতু-র্নিয়মোপেতে তপঃ কর্ত্তুং শিবং প্রতি ॥ ১৯ ॥ স্নানার্থমাত্মনো বিপ্রা গায়ত্রী চ সরস্বতী। তীর্থদ্বয়ং স্বনাম্না বৈ চক্রতুঃ পাপনাশনম্ ॥২০॥ তত্র ত্রিষবণ-স্নানং প্রত্যহং চক্রতুর্মুদা। বহুকালমনাহারে কামক্রোধাদিবর্জ্জিতে ॥ ২১ ॥ অত্যুগ্রনিয়মোপেতে শিবধ্যানপরায়ণে। পঞ্চাক্ষরমহামন্ত্রজপৈকনিরতে শুভে ॥ ২২ ॥ স্বপতেজীবনার্থং বৈ গায়ত্রী চ সর-স্বতী। মহাদেবং সমুদ্দিশ্য তপ এবং প্রচক্রতুঃ ॥২৩॥ তয়োরথ তপস্তুষ্টো মহাদেবো মহেশ্বরঃ। সন্নিধত্তে মহামূর্ত্তিস্তপসাং ফলদিৎসয়া ॥ ২৪ ॥ ততঃ সন্নিহিতং শম্ভুং পার্ব্বতীরমণং শিবম্। গণেশকার্ত্তিকেয়াভ্যাং পার্শ্বয়োঃ পরিসেবিতম্ ॥ ২৫ ॥ দৃষ্ট্বা সন্তুষ্টচিত্তে তে গায়ত্রী চ সরস্বতী। স্তোত্রৈস্তুষ্টুবতুঃ স্তুত্যং মহা-দেবং ঘৃণানিধিম্ ॥ ২৬ ॥ গায়ত্রীসরস্বত্যাবূচতুঃ। নমো দুর্ব্বারসংসারধ্বান্তধ্বংসৈকহেতবে। জলজ্জ্বালা-বলীভীমকালকূটবিষাদিনে ॥ ২৭ ॥ জগন্মোহন-পঞ্চাস্ত্রদেহনাশৈকহেতবে। জগদন্তকরক্রূরযমান্তক নমোঽস্তু তে ॥ ২৮ ॥ গঙ্গাতরঙ্গসম্পৃক্তজটামণ্ডল-ধারিণে। নমস্তেঽস্তু বিরূপাক্ষ বালশীতাংশুধারিণে ॥ ২৯ ॥ পিনাকভীমটঙ্কারত্রাসিতত্রিপুরৌকসে। নমস্তে বিবিধাকারজগৎস্রষ্টুশিরশ্ছিদে ॥ ৩০ ॥ শান্তামল-কৃপাদৃষ্টিসংরক্ষিতমৃকণ্ডুজ। নমস্তে গিরিজানাথ রক্ষাবাং শরণাগতে ॥ ৩১ ॥ মহাদেব জগন্নাথ ত্রিপুরান্তক শঙ্কর। বামদেব মহাদেব রক্ষাবাং শরণাগতে ॥ ৩২ ॥ ইতি তাভ্যাং স্তুতঃ শম্ভুর্দেবদেবো মহেশ্বরঃ। অব্রবীৎ প্রীতিসংযুক্তো গায়ত্রীঞ্চ সরস্বতীম্ ॥ ৩৩ ॥ মহাদেব উবাচ। ভোঃ সরস্বতি গায়ত্রি প্রীতোঽস্মি যুবয়োরহম্। বরং বরয়তং মত্তো যদ্বাং মনসি বর্ত্ততে ॥ ৩৪ ॥ ইত্যুক্তে তে তু গায়ত্রীসরস্বত্যৌ হরেণ বৈ। অব্রূতাং পার্ব্বতীকান্তং মহাদেবং ঘৃণা-নিধিম্ ॥ ৩৫ ॥ গায়ত্রীসরস্বত্যাবূচতুঃ। ভগবন্নাব-

লাগিলেন যে, আমরা এক্ষণে কি করিব? এইরূপ বিচার করিয়া স্বীয় পতির প্রাণসিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শিবস্থান গন্ধমাদন পর্ব্বতে তপস্যা করিবার জন্য তাঁহারা গমন করিলেন। হে বিপ্রগণ! গায়ত্রী এবং সরস্বতী নিয়মাবলম্বন-পূর্ব্বক শিবারাধনার জন্য গমন করিয়া নিজেদের স্নানকার্য্য সমাধানার্থ স্ব স্ব নামানুসারে পাপহর তীর্থদ্বয় নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহারা তখন হইতে প্রত্যহ প্রমোদভরে সেই তীর্থে স্নান করিতে লাগিলেন। গায়ত্রী এবং সরস্বতী বহুকাল অনাহারে রহিলেন; কাম-ক্রোধাদি বর্জ্জন করি-লেন। তাঁহারা অতি উৎকট নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক শিবধ্যানে নিরত হইলেন; নিয়মনিষ্ঠ হইয়া শুভ পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই গায়ত্রী এবং সরস্বতী স্বীয় পতির জীবন-কামনায় মহাদেবের আরাধনা করিলেন। মহাদেব মহেশ্বর তাঁহাদের তপস্যায় তুষ্ট হইলেন এবং তপঃ ফল প্রদান করিবার নিমিত্ত উদারমূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের সন্নিহিত হইলেন। অনন্তর গায়ত্রী এবং সরস্বতী, পার্ব্বতীপতি শম্ভুকে সন্নিহিত দেখিলেন; আরও দেখিলেন—গণেশ এবং কার্ত্তি-কেয় সেই শম্ভুর পার্শ্বে বিরাজ করিতেছেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্ত হইলেন এবং সেই কৃপানিধি স্তবযোগ্য মহাদেবকে বিবিধ স্তোত্রে স্তব করিতে লাগিলেন।১৮—২৬। গায়ত্রী এবং সরস্বতী কহিলেন,—হে দেব! তুমি দুর্ব্বার সংসারধ্বান্তনাশের হেতু। জলজ্জ্বালাবলী-ভীষণ কালকূট বিষ তুমিই পান করিয়াছ; তুমি জগন্মোহন এবং তুমিই মদন-দহনের একমাত্র হেতু; যিনি জগদন্তকর ক্রূর যম, তাঁহারও তুমি অন্তক, তোমাকে আমাদের নমস্কার। তুমি গঙ্গাতরঙ্গসম্পৃক্ত জটামণ্ডল ধারণ করি-তেছ; হে বিরূপাক্ষ! তুমি বালচন্দ্রধারী; তোমায় নমস্কার। তুমি ভয়ঙ্কর পিনাকটঙ্কারে ত্রিপুরসদন ত্রাসিত করিয়াছ; বিবিধ জগৎস্রষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মারও তুমি শিরশ্ছেত্তা; তুমি প্রশান্ত সৌম্য দৃষ্টিপাত দ্বারা মৃকণ্ডুতনয়কে সংরক্ষিত করিয়াছ; হে গিরিজানাথ! তোমায় নমস্কার। আমরা উভয়ে শরণাগত; আমাদিগকে রক্ষা কর। হে মহাদেব, ত্রিপুরান্তক, শঙ্কর, বামদেব, মহাদেব! এই দুই শরণাপন্নকে রক্ষা কর। দেবদেব মহাদেব শম্ভু এইরূপে স্তুত হইয়া প্রীতচিত্তে গায়ত্রী এবং সরস্বতীকে বলিলেন,—হে সরস্বতি! হে গায়ত্রি! তোমাদের উভয়ের প্রতি আমি প্রীত হইয়াছি। তোমরা আমার নিকট হইতে অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। হর এই কথা কহিলে, গায়ত্রী এবং সরস্বতী পার্ব্বতীপতি মহাদেবকে বলিলেন,—হে ভগবন্!

যোর্দ্দেব ভর্ত্তারং চতুরাননম্। সপ্রাণং কুরু সর্ব্বেশ কৃপয়া করুণাকর ॥ ৩৬ ॥ আবয়োঃ পিতা দেব তবাপ্যাবাং সুতে উভে। রক্ষাবাং পতিদানেন তস্মাত্ত্বং ত্রিপুরান্তক ॥ ৩৭ ॥ স এবং প্রার্থিতঃ শম্ভুস্তাভ্যাং ব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ। এবমস্ত্বিতি সম্প্রোচ্য গায়ত্রীঞ্চ সরস্বতীম্ ॥ ৩৮ ॥ তদেব বেধসঃ কায়ং শিরসা যোক্তুমুৎসুকঃ। তত্রৈব বেধসঃ কায়ং শিরোভিঃ সহ সুব্রতাঃ ॥ ৩৯ ॥ ভূতৈরানায়য়ামাস নন্দিভৃঙ্গিমুখৈস্তদা। শিরাংসি তান্যনেকানি কায়েন সহ শঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥ ক্ষণাৎ সন্ধারয়ামাস বাণীগায়ত্রি-সন্নিধৌ। সন্ধিতোঽথ হরেণাসৌ চতুর্ব্বক্ত্রো জগৎ-পতিঃ ॥ ৪১ ॥ উত্তস্থৌ তৎক্ষণাদেব সুপ্তোত্থিত ইব দ্বিজাঃ। ততঃ প্রজাপতির্দৃষ্ট্বা শঙ্করং শশি-ভূষণম্। তুষ্টাব বাগ্ভিরগ্র্যাভির্ভার্য্যাভ্যাঞ্চ সমন্বিতঃ ॥ ৪২ ॥ ব্রহ্মোবাচ। নমস্তে দেবদেবেশ করুণাকর শঙ্কর। পাহি মাং করুণাসিন্ধো নিষিদ্ধাচরণাৎ প্রভো। মম ত্বৎকৃপয়া শম্ভো নিষিদ্ধা-চরণে ক্বচিৎ ॥ ৪৪ ॥ মা প্রবৃত্তির্ভবেদ্ভূয়ো রক্ষ মাং ত্বং তথা সদা। তথৈবাস্ত্বিতি সম্প্রাহ ব্রহ্মাণং গিরিজাপতিঃ ॥ ৪৫ ॥ ইতঃ পরং প্রমাদং ত্বং মা কুরুষ্ব বিধে পুনঃ। উৎপথং প্রতিপন্নানাং পুংসাং শাস্তাস্মি সর্ব্বদা ॥ ৪৬ ॥ এবমুক্ত্বা চতুর্ব্বক্ত্রং মহাদেবো দ্বিজোত্তমাঃ। সরস্বতীঞ্চ গায়ত্রীং প্রোবাচ প্রীণয়ন্ গিরা ॥ ৪৭ ॥ মহাদেব উবাচ। যুবয়োর্ম্মৎ-প্রসাদেন হে গায়ত্রি সরস্বতি। অয়ং ভর্ত্তা সমায়াতঃ সপ্রাণশ্চতুরাননঃ ॥ ৪৮ ॥ সহানেন ব্রহ্মলোকং যাতং মা ভূদ্বিলম্বতা। যুবয়োঃ সন্নিধানেন সদা কুণ্ডদ্বয়েঽত্র বৈ ॥ ৪৯ ॥ ভবিষ্যতি নৃণাং মুক্তিঃ স্নানাৎ সাযুজ্য-রূপিণী। যুষ্মন্নাম্না চ গায়ত্রীসরস্বত্যাবিতি দ্বয়ম্ ॥ ৫০ ॥ ইদং তীর্থং সর্ব্বলোকে খ্যাতিং যাস্যতি শাশ্বতীম্। সর্ব্বেষামপি তীর্থনামিদং তীর্থদ্বয়ং সদা ॥ ৫১ ॥ শুদ্ধিপ্রদং তথা ভূয়ান্মহাপাতকনাশনম্। মহাশান্তি-করং পুংসাং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কম্ ॥ ৫২ ॥ মম প্রসাদ-জননং বিষ্ণুপ্রীতিকরং তথা। এতত্তীর্থদ্বয়সমং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥ অত্র স্নানাদ্ধি সর্ব্বেষাং সর্ব্বাভীষ্টং ভবিষ্যতি। ইদং কুণ্ডদ্বয়ং লোকে ভবতীভ্যাং কৃতং মহৎ ॥ ৫৪ ॥ যুষ্মন্নাম্না প্রসিদ্ধঞ্চ ভবিষ্যতি বিমুক্তিদম্। গায়ত্র্যাপাস্তিরহিতা বেদা-

হে সর্ব্বেশ! আমাদের ভর্ত্তা চতুরাননকে আপনি কৃপা করিয়া সজীব করুন। হে দেব! তুমি আমাদের পিতা, আমরা তোমার কন্যা। অতএব হে ত্রিপুরান্তক! পতি প্রদান করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! শম্ভু এইরূপে সেই ব্রহ্ম-পত্নী গায়ত্রী এবং সরস্বতী কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া বলিলেন,—'এবমস্তু'। এই বলিয়া তিনি সেই বিধাতৃ-কলেবর মস্তকসমূহসহ যোজনা করিতে সমুৎসুক হইলেন। হে সুব্রতগণ! নন্দী এবং ভৃঙ্গী প্রভৃতি অনুচরগণ দ্বারা সেই স্থানেই শিব বিধাতৃকলেবর আনয়ন করিলেন এবং সরস্বতী ও গায়ত্রীর সমক্ষেই তৎসহ মস্তক-চতুষ্টয় যোজনা করিয়া দিলেন। হরকর্ত্তৃক সন্ধিত হইয়া চতুরানন জগৎপতি তৎক্ষণাৎ সুপ্তোত্থিতবৎ সমুত্থিত হইলেন। অনন্তর প্রজাপতি শশিমৌলি শঙ্করকে দেখিয়া ভার্য্যাদ্বয় সহ উত্তম উত্তম বাক্যপ্রয়োগে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দেব-দেবেশ! হে করুণাকর, শঙ্কর! তোমায় নমস্কার করি। হে প্রভো, করুণা-সিন্ধো! পাপাচরণ হইতে আমায় পরিত্রাণ কর। হে শম্ভো! তোমার কৃপায় আমার যাহাতে কদাচ নিষিদ্ধাচরণে পুনরায় আর প্রবৃত্তি না হয়, তুমি আমায় সেইরূপেই সদা রক্ষা কর। তখন গিরিজা-পতি ব্রহ্মাকে বলিলেন,—তথাস্তু। হে বিধে! অতঃপর তুমি আর প্রমাদে পতিত হইও না। উৎপথপ্রতিপন্ন সমস্ত পুরুষদিগের আমিই সর্ব্বদা শাসনকর্ত্তা। হে দ্বিজগণ! মহাদেব চতুরাননকে এই বলিয়া সরস্বতী ও গায়ত্রীকে প্রীত করিয়া কহিলেন,—হে গায়ত্রি! হে সরস্বতি! আমার প্রসাদে এই তোমাদের ভর্ত্তা চতুরানন সমাগত হইয়াছেন। এক্ষণে তোমরা ইহার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন কর, বিলম্ব করিওনা। এই দুই কুণ্ডে তোমরা সর্ব্বদা সন্নিহিত ছিলে; তাই উহাতে স্নান করিলে নর-গণের সাযুজ্যমুক্তি হইবে। তোমাদের উভয়ের নামানুসারে এই তীর্থ গায়ত্রী এবং সরস্বতী নামে নিত্য প্রখ্যাত হইবে। সমস্ততীর্থ অপেক্ষা এই দুই তীর্থ সর্ব্বদা শুদ্ধিপ্রদ, মহাপাতকহর, মহা-শান্তিকর ও নরগণের সর্ব্বাভীষ্ট-দায়ক হইবে। এই তীর্থদ্বয় আমার প্রসন্নতাজনক ও বিষ্ণুপ্রীতিকর হইবে। এই দুইতীর্থের তুল্য তীর্থ পৃথিবীতে হয় নাই এবং হইবেও না। এইখানে স্নান করিলে সকলেরই সকল প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তোমরা উভয়ে জগতে এই দুই মহাকুণ্ডই নির্ম্মাণ করিলে। সেইজন্য ইহারা তোমাদের নামে প্রথিত হইয়া

ভ্যাসবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৫৫ ॥ ঔপাসনবিহীনাশ্চ পঞ্চ-যজ্ঞবিবর্জ্জিতাঃ । যস্মৎকুণ্ডদ্বয়ে স্নানাত্তত্তৎ ফলমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৫৬ ॥ অন্যে চ যে পাতকিনো নিত্যানুষ্ঠানবর্জ্জিতাঃ। স্নাত্বা কুণ্ডদ্বয়ে তত্র শুদ্ধাঃ স্যুর্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৫৭ ॥ সরস্বতীঞ্চ গায়ত্রীমেব-মুক্ত্বা মহেশ্বরঃ। ক্ষণাদন্তরধাত্তত্র সর্ব্বেষামেব পশ্য-তাম্ ॥ ৫৮ ॥ পতিং লব্ধাথ গায়ত্রীসরস্বত্যৌ মুদান্বিতে। তেন সাকং ব্রহ্মলোকং জগ্মতুর্দ্বিজ-সত্তমাঃ ॥ ৫৯ ॥ শ্রীসূত উবাচ। এবং বঃ কথিতং বিপ্রা গন্ধমাদনপর্ব্বতে। সন্নিধানং সরস্বত্যা গায়ত্র্যাশ্চ সহেতুকম্ ॥ ৬০ ॥ যঃ শৃণোতীমমধ্যায়ং পঠতে বা সভক্তিকম্ । এতত্তীর্থদ্বয়স্নানফলমাপ্নোত্য-সংশয়ম্ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গায়ত্রীসরস্বতীতীর্থপ্রশংসায়াং গন্ধমাদনে গায়ত্রীসরস্বতীসন্নিধানকথনং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীসূত উবাচ। অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি গায়ত্রীঞ্চ সরস্বতীম্। লক্ষীকৃত্য কথামেকাং পবিত্রাং দ্বিজ-সত্তমাঃ ॥ ১ ॥ কাশ্যপাখ্যো দ্বিজঃ পূর্ব্বমস্মিংস্তীর্থদ্বয়ে শুভে। স্নাত্বাতিমহতঃ পাপাদ্বিমুক্তো নরকপ্রদাৎ ॥ ঋষয় উচুঃ। মুনে কাশ্যপনামাসাবকরোৎ কিং হি পাতকম্। স্নাত্বা তীর্থদ্বয়েঽপ্যত্র যস্মান্মুক্তোঽভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৩ ॥ এতন্নঃ শ্রদ্দধানানাং ব্রূহি সূত কৃপা-বলাৎ। ত্বদ্বচোঽমৃততৃপ্তানাং ন পিপাসাপি বিদ্যতে ॥ ৪ ॥ শ্রীসূত উবাচ। গায়ত্র্যাশ্চ সরস্বত্যা মাহাত্ম্য-প্রতিপাদকম্। ইতিহাসং প্রবক্ষ্যামি শৃণ্বতাং পাপ-নাশনম্ ॥ ৫ ॥ অভিমন্যুসুতো রাজা পরিক্ষিন্নাম নামতঃ। অধ্যাস্তে হাস্তিনপুরং পালয়ন্ ধর্ম্মতো মহীম্ ॥৬॥ স রাজা জাতু বিপিনে চচার মৃগয়ারতঃ। ষষ্টিবর্ষবয়া ভূপঃ ক্ষুত্তৃষ্ণাপরিপীড়িতঃ ॥ ৭ ॥ নষ্টমেকং স বিপিনে মার্গয়ন্ মৃগমাদরাৎ। ধ্যানরূঢ়ং মুনিং

মুক্তিপ্রদ হইবে। যাহারা গায়ত্রীর উপাসনা বা বেদা-ভ্যাস করেনা, কোন প্রকার উপাসনাই যাহাদের নাই এবং যাহারা পঞ্চ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, তোমাদের এই কুণ্ডযুগলে স্নান করিলে, তাহারা ঐ ঐ কার্য্যের ফল প্রাপ্ত হইবে। অন্য যে সকল পাতকী আছে ; যাহাদের নিত্যানুষ্ঠান নাই, দ্বিজবরগণ! তাহারা এই কুণ্ডদ্বয়ে স্নান করিলেই পবিত্র হইবে। মহেশ্বর সরস্বতী এবং গায়ত্রীকে এই কথা কহিয়া সকলের সমক্ষেই তৎক্ষণাৎ অন্ত-র্হিত হইলেন। পরে গায়ত্রী এবং সরস্বতী পতি-লাভে প্রীত হইয়া তৎসহ ব্রহ্মলোকে গমন করি-লেন। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! এই আমি গায়ত্রী এবং সরস্বতীর গন্ধমাদন শৈলে সহেতুক সন্নিধানবার্ত্তা আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত এই অধ্যায় শ্রবণ কিম্বা পাঠ করে, উল্লিখিত তীর্থদ্বয়ে স্নানজনিত ফল নিশ্চয়ই তাহার অধিগত হইয়া থাকে। ২৭—৬১।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪০।

একচত্বারিংশ অধ্যায়

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! অতঃপর আমি গায়ত্রী এবং সরস্বতীর উদ্দেশে যে একটা পবিত্র কথা প্রচলিত আছে, তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বে কাশ্যপনামক জনৈক ব্রাহ্মণ ঐ শুভ তীর্থ-দ্বয়ে স্নান করিয়া নরকজনক অতিমহৎ পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। ঋষিগণ কহি-লেন,—হে মুনে! যিনি ঐ তীর্থদ্বয়ে স্নান করিয়া তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়াছিলেন, ঐ কাশ্যপ ব্রাহ্মণ কিরূপ পাপ করিয়াছিলেন? ইহা আমরা শুনিতে সমুৎসুক হইয়াছি। হে সূত! তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে বল। তোমার বাক্যামৃত পান করিয়া করিয়া আমরা এতই তৃপ্ত হইয়াছি যে, আমাদের আর বিষয়ান্তরে স্পৃহামাত্র নাই। সূত কহিলেন,—গায়ত্রী ও সরস্বতীর মাহাত্ম্য-প্রতি-পাদক পাপহর ইতিহাস আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি।১—৫। অভিমন্যু-নন্দন রাজা পরিক্ষিৎ ধর্ম্মানুসারে মহীমণ্ডল পালনপূর্ব্বক হস্তিনাপুরে অবস্থান করিতেন। একদা সেই রাজা মৃগয়াশীল হইয়া বিপিনে বিচরণ করিতেছিলেন, ঐ সময় তাঁহার বয়স ষষ্টিবর্ষ; তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় একান্তই আকুল; তাঁহার বাণাহত একটা মৃগ পলায়ন করিয়াছিল। তিনি সযত্নে বনমধ্যে তাহার

দৃষ্ট্বা প্রাহ তং চীরবাসসম্॥ ৮ ॥ ময়া বাণেন বিপিনে মৃগো বিদ্ধোঽধুনা মুনে। দৃষ্টঃ স কিং ত্বয়া বিদ্বন্ বিদ্রুতো ভয়কাতরঃ॥ ৯ ॥ সমাধিনিষ্ঠো মৌনিত্বান্ন কিঞ্চিদপি সোঽব্রবীৎ। ততো ধনুর-টন্যাঽসৌ স্কন্ধে তস্য মহামুনেঃ॥ ১০ ॥ নিধায় মৃতসর্পন্তু কুপিতঃ স্বপুরং যযৌ। মুনেস্তস্য সুতঃ কশ্চিৎ শৃঙ্গী নাম বভূব বৈ॥ ১১ ॥ সখা তস্য কৃশাখ্যোঽভূৎ শৃঙ্গিণো দ্বিজসত্তমঃ। সখায়ং শৃঙ্গিণং প্রাহ কৃশাখ্যঃ স সখা ততঃ॥ ১২ ॥ পিতা তব মৃতং সর্পং স্কন্ধেন বহতেঽধুনা। মা ভূদ্দর্পস্তব সখে মা কুথাস্ত্বং মদং বৃথা॥ ১৩ ॥ সোঽবদৎ কুপিতঃ শৃঙ্গী দিৎসুঃ শাপং নৃপায় বৈ। মত্তাতে শবসর্পং যো ন্যস্তবান্মূঢ়চেতনঃ॥ ১৪ ॥ স সপ্তরাত্রান্ম্রিয়তাং সন্দষ্টস্তক্ষকাহিনা। শশাপৈবং মুনিসুতঃ সৌভদ্রেয়ং পরিক্ষিতম্॥ ১৫ ॥ শমীকাখ্যঃ পিতা তস্য শ্রুত্বা শপ্তং সুতেন তম্। নৃপং প্রোবাচ তনয়ং শৃঙ্গিণং মুনিপুঙ্গবঃ॥ ১৬ ॥ রক্ষকং সর্ব্বলোকানাং নৃপং কিং শপ্তবানসি। অরাজকে বয়ং লোকে স্থাস্যামঃ কথমঞ্জসা॥ ১৭ ॥ ক্রোধেন পাতকমভূন্ন ত্বয়া প্রাপ্যতে সুখম্। যঃ সমুৎপাদিতং কোপং ক্ষময়ৈব নিরস্যতি॥ ১৮ ॥ ইহ লোকে পরত্রাসাবত্যন্তং সুখমেধতে। ক্ষমাযুক্তা হি পুরুষা লভন্তে শ্রেয় উত্তমম্॥ ১৯ ॥ ততঃ শমীকঃ স্বং শিষ্যং প্রাহ গৌরমুখাভিধম্। ভো গৌর মুখ গত্বা ত্বং বদ ভূপং পরিক্ষিতম্॥ ২০ ॥ ইমং শাপং মৎসুতোক্তং তক্ষকাহিবিদংশনম্। পুনরায়াহি শীঘ্রং ত্বং মৎসমীপে মহামতে॥ ২১ ॥ এবমুক্তঃ শমীকেন যযৌ গৌরমুখো নৃপম্। সমেত্য চাব্রবীদ্ভূপং সৌভদ্রেয়ং পরিক্ষিতম্॥ ২২ ॥ দৃষ্ট্বা সর্পং পিতুঃ স্কন্ধে ত্বয়া বিনিহিতং মৃতম্। শমীকস্য সুতঃ শৃঙ্গী শশাপ ত্বাং রুষান্বিতঃ॥ ২৩ ॥ এতদ্দিনাৎ সপ্তমেঽহ্নি তক্ষকেণ মহাহিনা। দষ্টো বিষাগ্নিনা দগ্ধো ভূয়াদাশ্বভিমন্যুজঃ॥ ২৪ ॥ এবং শশাপ ত্বাং রাজন্ শৃঙ্গী তস্য মুনেঃ সুতঃ। এতদ্বক্তুং পিতা তস্য প্রাহিণোন্মাং ত্বদন্তিকম্॥ ২৫ ॥ ইতীরয়িত্বা

অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক চীরবাসা ধ্যাননিষ্ঠ মুনিকে দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—হে মুনে! অধুনা এক মৃগকে আমি বিপিনে বাণ-বিদ্ধ করিয়াছি, সে ভয়কাতর হইয়া কোন্‌দিকে পলাইয়া গেল? হে বিদ্বন্! আপনি তাহা দেখিয়াছেন কি? সেই তাপস সমাধি-নিষ্ঠ, মৌনব্রতাবলম্বী; সুতরাং রাজার প্রশ্নের তিনি কোনই উত্তর দিলেন না। অনন্তর রাজা কুপিত হইয়া ধনুষ্কোটি দ্বারা একটা মৃত সর্প সেই মহামুনির স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় পুরে প্রস্থান করিলেন। মুনিবরের শৃঙ্গী নামে এক পুত্র ছিলেন। তাঁহার সখার নাম কৃশ। হে দ্বিজগণ! সেই সখা কৃশ অনন্তর কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার শৃঙ্গী সখাকে কহিলেন,—হে সখে! তোমার পিতা সম্প্রতি একটা মৃত সর্প স্কন্ধদেশে বহন করিতেছেন; অতএব তুমি আর দর্প করিও না বা বৃথা মত্ততা প্রকাশও করিও না। তখন শৃঙ্গী কুপিত হইয়া রাজাকে শাপ দিবার উদ্দেশে বলিলেন,—যে মূঢ়চেতা ব্যক্তি আমার পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প ন্যস্ত করিয়াছে, সে তক্ষকদষ্ট হইয়া সপ্তরাত্রমধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হউক। মুনিকুমার সুভদ্রা-নন্দন পরিক্ষিৎকে এই প্রকার অভিশাপ দিলেন। শৃঙ্গীর পিতা মুনিবর শমীক সেই সুত-দত্ত অভিশাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রকে বলিলেন,—যিনি সর্ব্বলোকের রক্ষক, সেই নরপতিকে তুমি অভিশাপ দিলে কেন? রাজ্য অরাজক হইলে কিরূপে আমরা শান্তিতে অবস্থান করিব? ক্রোধ হইতেই পাতক জন্মিয়া থাকে। এই ক্রোধের বশে তুমিও সুখ লাভ করিতে পারিবে না। যে ব্যক্তি উৎপন্ন ক্রোধকে ক্ষমা দ্বারাই নিরস্ত করেন, তিনি ইহ-পরলোকে পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ক্ষমাযুক্ত পুরুষেরাই পরম মঙ্গল লাভ করেন।৯—১৯। অনন্তর শমীক গৌরমুখনামক স্বীয় শিষ্যকে বলিলেন,—হে গৌরমুখ! তুমি যাও; গিয়া রাজা পরিক্ষিৎকে আমার এই পুত্রপ্রদত্ত তক্ষকদংশনরূপ অভিশাপবাক্য বল। হে মহামতে! রাজাকে এই সংবাদ দিয়া তুমি আবার সত্বর আমার নিকট চলিয়া আইস। শমীক এই কথা কহিলে গৌরমুখ রাজা পরিক্ষিতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—রাজন্! আপনি শমীক মুনির স্কন্ধে মৃত সর্প নিহিত করিয়া আসিয়াছেন, তদ্দর্শনে তদীয় পুত্র শৃঙ্গী ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাকে অভিশাপ দিয়াছেন যে, অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে মহাসর্প তক্ষক আপনাকে বিষাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। হে রাজন্! মুনিকুমার শৃঙ্গী আপনার প্রতি এইরূপই অভিশাপবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। শৃঙ্গীর পিতা শমীকমুনি এই সংবাদ প্রদান করিবার

তং ভূপমাশু গৌরমুখো যযৌ। গতে গৌরমুখে পশ্চাদ্রাজা শোকপরায়ণঃ॥ ২৬॥ অভ্রংলিহমথোত্তুঙ্গমেকস্তম্ভং সুবিস্তৃতম্। মধ্যেগঙ্গং ব্যতনুত মণ্ডপং নৃপপুঙ্গবঃ॥ ২৭॥ মহাগারুড়মন্ত্রজ্ঞৈরৌষধজ্ঞৈশ্চিকিৎসকৈঃ। তক্ষকস্য বিষং হন্তুং যত্নং কুর্ব্বন্ সমাহিতঃ॥ ২৮॥ অনেকদেবব্রহ্মর্ষিরাজর্ষিপ্রবরান্বিতঃ। আস্তে তস্মিন্নপস্তঙ্গে মণ্ডপে বিষ্ণুভক্তিমান্॥ ২৯॥ তস্মিন্নবসরে বিপ্রঃ কাশ্যপো মান্ত্রিকোত্তমঃ। রাজানং রক্ষিতুং প্রায়াত্তক্ষকস্য মহাবিষাৎ॥ ৩০॥ সপ্তমেহনি বিপ্রেন্দ্রো দরিদ্রো ধনকামুকঃ। অত্রান্তরে তক্ষকোহপি বিপ্ররূপী সমাযযৌ॥ ৩১॥ মধ্যেমার্গং বিলোক্যাথ কাশ্যপং প্রত্যভাষত। ব্রাহ্মণ ত্বং কুত্র যাসি বদ মেহদ্য মহামুনে॥ ৩২॥ ইতি পৃষ্টস্তদাবাদীৎ কাশ্যপস্তক্ষকং দ্বিজাঃ। পরিক্ষিতং মহারাজং তক্ষকোহদ্য বিষাগ্নিনা॥ ৩৩॥ দক্ষ্যতে তং শময়িতুং তৎসমীপমুপৈম্যহম্। ইত্যুক্তবন্তং তং বিপ্রং তক্ষকঃ পুনরব্রবীৎ॥ ৩৪॥ তক্ষকোহহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ মদ্দষ্টশ্চিকিৎসিতুম্। ন শক্যোহব্দশতেনাপি মহামন্ত্রাযুতৈরপি॥ ৩৫॥ চিকিৎসিতুং চেন্মদ্দষ্টং শক্তিরস্তি তবাধুনা। অনেকযোজনোচ্ছ্রায়মিমং বটতরুং ত্বহম্॥ ৩৬॥ দশাম্যুজ্জীবয়েনং ত্বং সমর্থোহসি ততো ভবান্। ইতিরায়িত্বা তং বৃক্ষমদশত্তক্ষকস্তদা॥ ৩৭॥ অভবদ্ভস্মসাৎ সোহপি বৃক্ষোহত্যন্তং সমুচ্ছ্রিতঃ। পূর্ব্বমেব নরঃ কশ্চিত্তং বৃক্ষমাধিরূঢ়বান্॥ ৩৮॥ তক্ষকস্য বিষোল্কাভিঃ সোহপি দগ্ধোহভবত্তদা। তং নরং ন বিজজ্ঞাতে তৌ চ কাশ্যপতক্ষকৌ॥ ৩৯॥ কাশ্যপঃ প্রতিজজ্ঞেহথ তক্ষকস্যাপি শৃণ্বতঃ। তন্মন্ত্রশক্তিং পশ্যন্তু সর্ব্বে বিপ্রা হি মোহধুনা॥ ৪০॥ ইতীরয়িত্বা তং বৃক্ষং ভস্মীভূতং বিষাগ্নিনা। অজীবয়ন্মন্ত্রশক্ত্যা কাশ্যপো মান্ত্রিকোত্তমঃ। নরোহপি তেন বৃক্ষেণ সাকমুজ্জীবিতোহভবৎ॥৪১॥ অথাব্রবীত্তক্ষকস্তং কাশ্যপং মন্ত্রকোবিদম্॥ ৪২॥ যথা ন মুনিবাঙ্মিথ্যা ভবেদেবং

জন্যই আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। মুনিশিষ্য গৌরমুখ রাজাকে এই কথা কহিয়া সত্বর আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গৌরমুখ চলিয়া আসিলে রাজা শোকাকুল হইয়া নদীগর্ভে এক অত্যুন্নত গগনস্পর্শী সুবিস্তৃত স্তম্ভ এবং তদুপরি এক মণ্ডপ প্রস্তুত করাইলেন। সেখানে গারুড়মন্ত্রবিশারদ প্রধান প্রধান ঔষধবিজ্ঞ চিকিৎসক উপস্থিত থাকিলেন। রাজা পরিক্ষিৎ সমাহিত হইয়া তাঁহাদের দ্বারা তক্ষকবিষ নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক দেব ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণে অন্বিত হইয়া সেই তুঙ্গ মণ্ডপে বিষ্ণুপদে ভক্তি স্থাপনপূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন। এই সময় কাশ্যপনামক একজন শ্রেষ্ঠ মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাজা পরিক্ষিৎকে তক্ষকের মহাবিষ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কাশ্যপ দরিদ্র ছিলেন, সুতরাং শাপনির্দ্দিষ্ট সপ্তম দিনে অর্থলালসায় তিনি রাজার দেহরক্ষার্থ যাইতে লাগিলেন। ইত্যবকাশে মহা সর্প তক্ষকও বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া সমাগত হইল। তক্ষক কাশ্যপকে পথিমধ্যে দেখিয়া কহিল,—হে ব্রাহ্মণ! হে মহামুনে! তুমি কোথায় চলিয়াছ? আমার নিকট বল? হে দ্বিজগণ! তক্ষকের এইরূপ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে কাশ্যপ কহিলেন,—অদ্য মহারাজ পরিক্ষিৎকে তক্ষক বিষাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে, আমি সেই বিষাগ্নি প্রশমিত করিবার জন্য রাজার সমীপে গমন করিতেছি। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে তক্ষক পুনরায় কহিল,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমিই সেই তক্ষক, আমি দংশন করিলে তুমি শতবর্ষ ধরিয়া অযুত অযুত মহামন্ত্র প্রয়োগ করিলেও চিকিৎসা করিতে পারিবে না। যদি আমার দষ্ট ব্যক্তিকে চিকিৎসা করিবার তোমার শক্তি থাকে, তাহা হইলে এই যে অনেকযোজনোন্নত বটতরু আছে, ইহাকে আমি দংশন করি, তুমি ইহাকে উজ্জীবিত কর। যদি পার, তবেই বুঝিব,—তুমি বিষচিকিৎসায় দক্ষ। এই বলিয়া তক্ষক তখন সেই বৃক্ষে দংশন করিল। দংশন মাত্র সেই অত্যুন্নত বৃক্ষ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। বৃক্ষ তক্ষকদষ্ট হইবার পূর্ব্বেই এক ব্যক্তি সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল, বৃক্ষ দগ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তক্ষকের বিষজ্বালায় সেই ব্যক্তিও তখন ভস্মীভূত হইয়া যায়। কাশ্যপ বা তক্ষক কেহই সেই বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তিকে জানিতে পারেন নাই। যাহা হউক, অনন্তর কাশ্যপ তক্ষককে শুনাইয়া স্পর্দ্ধার সহিত প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, অদ্য সমস্ত ব্রাহ্মণ আমার মন্ত্রশক্তি অবলোকন করুন। এই বলিয়া মান্ত্রিকশ্রেষ্ঠ কাশ্যপ মন্ত্রশক্তি দ্বারা সেই বিষাগ্নিদগ্ধ বৃক্ষকে উজ্জীবিত করিলেন। বৃক্ষের জীবন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃক্ষারূঢ় নরও উজ্জীবিত হইল। ২০—৪১। অনন্তর তক্ষক সেই মন্ত্রজ্ঞ কাশ্যপকে কহিল,—হে দ্বিজ!

কুরু দ্বিজ। যত্তে রাজা ধনং দদ্যাত্ততোঽপি দ্বিগুণং ধনম্ ॥৪৪॥ দদাম্যহং নিবর্তস্ব শীঘ্রমেব দ্বিজোত্তম। ইত্যুক্ত্বানর্ঘ্যরত্নানি তস্মৈ দত্ত্বা স তক্ষকঃ ॥ ৪৪ ॥ ন্যবর্তয়ৎ কাশ্যপং তং ব্রাহ্মণং মন্ত্রকোবিদম্। অল্পায়ুষং নৃপং মত্বা জ্ঞানদৃষ্ট্যা স কাশ্যপঃ ॥ ৪৫ ॥ স্বাশ্রমং প্রযযৌ তূষ্ণীং লব্ধরত্নশ্চ তক্ষকাৎ। সোঽব্রবীত্তক্ষকঃ সর্বান্ সর্পানাহূয় তৎক্ষণে ॥ ৪৬ ॥ যূয়ং তং নৃপতিং প্রাপ্য মুনীনাং বেষধারিণঃ। উপহারফলান্যাশু প্রযচ্ছত পরিক্ষিতে ॥ ৪৭ ॥ তথেত্যুক্ত্বা সর্বসর্পা দদূ রাজ্ঞে ফলান্যমী। তক্ষকোঽপি তদা তত্র কস্মিংশ্চিদ্বদরীফলে ॥ ৪৮ ॥ কৃমিবেষধরো ভূত্বা ব্যতিষ্ঠদ্দংশিতুং নৃপম্। অথ রাজা প্রদত্তানি সর্পৈর্ব্রাহ্মণরূপকৈঃ ॥ ৪৯ ॥ পরিক্ষিন্মন্ত্রিবৃদ্ধেভ্যো দত্ত্বা সর্বফলান্যপি। কৌতূহলেন জগ্রাহ স্থূলমেকং ফলং করে ॥ ৫০ ॥ অস্মিন্নবসরে সূর্যোঽপ্যস্তাচলমগাহত। মিথ্যা ঋষিবচো মা ভূদিতি তত্রত্যমানবাঃ ॥ ৫১ ॥ অন্যোন্যমবদন্ সর্বে ব্রাহ্মণাশ্চ নৃপাস্তথা। এবং বদৎসু সর্বেষু ফলে তস্মিন্ দৃশ্যত ॥ ৫২ ॥ ফলে রক্তকৃমিঃ সর্বৈ রাজ্ঞা চাপি পরিক্ষিতা। অয়ং কিং মাং দশেদদ্য কৃমিরিত্যুক্তবান্নৃপঃ ॥ ৫৩ ॥ নিদধে তৎফলং কর্ণে সকৃমি দ্বিজসত্তমাঃ। তক্ষকোঽস্মিন্ স্থিতঃ পূর্বং কৃমিরূপী ফলে তদা ॥ ৫৪ ॥ নির্গত্য তৎফলাদাশু নৃপদেহমবেষ্টয়ৎ। তক্ষকাবেষ্টিতে ভূপে পার্শ্বস্থা দুদ্রুবুর্ভয়াৎ ॥ ৫৫ ॥ অনন্তরং নৃপো বিপ্রাস্তক্ষকস্য বিষাগ্নিনা। দগ্ধোঽভূদ্ভস্মসাদাশু সপ্রাসাদো বলীয়সা ॥ ৫৬ ॥ কৃত্বৌর্দ্ধদেহিকং তস্য নৃপস্য সপুরোহিতাঃ। মন্ত্রিণস্তৎসুতং রাজ্যে জনমেজয়নামকম্ ॥ ৫৭ ॥ রাজানমভ্যষিঞ্চন্ বৈ জগদ্রক্ষণবাঞ্ছয়া। তক্ষকাদ্রক্ষিতুং ভূপমায়াতঃ কাশ্যপাভিধঃ ॥ ৫৮ ॥ যো ব্রাহ্মণো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ স সর্বৈর্নিন্দিতো জনৈঃ। বভ্রাম সকলান্ দেশাঞ্চিষ্টৈঃ সর্বৈশ্চ দূষিতঃ ॥ ৫৯ ॥ অবস্থানং ন লেভেঽসৌ গ্রামে বাপ্যাশ্রমে-

যাহাতে মুনিবাক্য মিথ্যা না হয়, তুমি তাহাই কর। রাজা তোমাকে যে ধন দান করিবেন, আমি তদপেক্ষা দ্বিগুণ ধন তোমায় দান করিতেছি। তুমি শীঘ্র প্রতিনিবৃত্ত হও। তক্ষক এই বলিয়া সেই মন্ত্রজ্ঞ কাশ্যপ ব্রাহ্মণকে অমূল্য রত্ন সকল প্রদানপূর্ব্বক নিবর্ত্তিত করিল। সেই কাশ্যপও জ্ঞাননেত্রে রাজার আয়ুঃশেষ হইয়াছে বুঝিয়া তক্ষকের নিকট হইতে ধন-রত্ন লাভ করত নীরবে স্বীয়াশ্রমে প্রস্থান করিলেন। তখন তক্ষক সমস্ত সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—তোমরা সকলেই মুনিবেশ ধারণপূর্ব্বক রাজার নিকট গিয়া তাঁহাকে ফলোপহার প্রদান কর। সর্পগণ তথাস্তু বলিয়া রাজাকে গিয়া অনেক ফল প্রদান করিল। সেই সকল ফলের কোন একটী বদরীফলে তক্ষক কৃমিরূপে অবস্থানপূর্ব্বক রাজাকে দংশন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। অনন্তর রাজা ব্রাহ্মণরূপী সর্পগণের ফলগুলি বৃদ্ধ মন্ত্রীদিগের করে অর্পণ করিয়া কৌতূহল বশতঃ তন্মধ্য হইতে একটী স্থূল ফল স্বীয় করে তুলিয়া লইলেন। ইত্যবসরে সূর্য্য অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। তখন তত্রত্য মানবগণ, ব্রাহ্মণগণ, ও নরপতিগণ, ঋষিবাক্য মিথ্যা না হৌক, এই কথাই পরস্পর বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে এইরূপ বলিতেছেন, ইতিমধ্যে সেই ফলে একটী রক্তবর্ণ কীট দৃষ্ট হইল। ৪২—৫২। রাজা পরিক্ষিৎ নিজে এবং অন্যান্য সকলেই তাহা দেখিলেন। রাজা বলিলেন,—এই কৃমি কি অদ্য আমায় দংশন করিবে? এই বলিয়া সেই কীটযুক্ত ফলটী তিনি একবার কর্ণে স্থাপন করিলেন। তক্ষক পূর্ব্ব হইতেই সেই ফলে কীটরূপে অবস্থান করিতেছিল, সে এক্ষণে সত্বর সেই ফল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নৃপদেহ বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তক্ষক রাজদেহ বেষ্টন করিলে পার্শ্বস্থ জনগণ ভয়ে সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। হে বিপ্রগণ! অনন্তর তক্ষকের প্রবল বিষাগ্নি দ্বারা তৎক্ষণাৎ রাজা দগ্ধ হইলেন এবং তদাবস্থিত প্রাসাদও ভস্মীভূত হইয়া গেল। তখন মন্ত্রিগণ পুরোহিতগণের সহিত রাজার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া তৎপুত্র জনমেজয়কে রাজসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। তাঁহারা এই জগৎ পরিপালনের উদ্দেশে পরে তাঁহাকে রাজরূপে অভিষিক্ত করিলেন। এদিকে সেই তক্ষকের বিষাগ্নি হইতে রাজাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে কাশ্যপ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন; তাঁহাকে সকল লোকেই নিন্দা করিতে লাগিল। হে মুনিগণ! তিনি লোকনিন্দিত হইয়া সকল দেশ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকল স্থানের সাধু মহাজনেরাই তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিতে

হপি বা। যান যান্ দেশানসৌ যাতস্তত্রতত্র মহাজনৈঃ॥ ৬০॥ ততদ্দেশান্নিরস্তঃ স শাকল্যং শরণং যযৌ। প্রণম্য শাকল্যমুনিং কাশ্যপো নিন্দিতো জনৈঃ। ইদং বিজ্ঞাপয়ামাস শাকল্যায় মহাত্মনে॥ ৬১॥ কাশ্যপ উবাচ। ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ শাকল্য হরিবল্লভ॥ ৬২॥ মুনয়ো ব্রাহ্মণাশ্চান্যে মাং নিন্দন্তি সুহৃজ্জনাঃ। নাস্ত্যহং কারণং জানে কিং মাং নিন্দন্তি মানবাঃ॥ ৬৩॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং গুরুস্ত্রীগমনং তথা। স্তেয়ং সংসর্গদোষো বা ময়া নাচরিতঃ ক্বচিৎ॥ ৬৪॥ অন্যান্যপি হি পাপানি ন কৃতানি ময়া মুনে। তথাপি নিন্দন্তি জনা বৃথা মাং বান্ধবাদয়ঃ॥ ৬৫॥ জানাসি চেত্ত্বং শাকল্য ময়া দোষং কৃতং বদ। উক্তোহথ কাশ্যপেনৈবং শাকল্যাখ্যো মহামুনিঃ। ক্ষণং ধ্যাত্বা বভাষে তং কাশ্যপং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৬৬॥ শাকল্য উবাচ। পরিক্ষিতং মহারাজং তক্ষকাদ্রক্ষিতুং ভবান্॥ ৬৭॥ অযাসীদর্দ্ধমার্গে তু তক্ষকেণ নিবারিতঃ। চিকিৎসিতুং সমর্থোহপি বিষরোগাদিপীড়িতম্॥ ৬৮॥ যো ন রক্ষতি লোভেন তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্। ক্রোধাৎ কামাদ্ভয়াল্লোভান্মাৎসর্য্যান্মোহতোহপি বা॥ ৬৯॥ যো ন রক্ষতি বিপ্রেন্দ্র বিষরোগাতুরং নরম্। ব্রহ্মহা স সুরাপী চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ॥ ৭০॥ সংসর্গদোষদুষ্টশ্চ নাপি তস্য হি নিষ্কৃতিঃ। কন্যাবিক্রয়িণশ্চাপি হয়বিক্রয়িণস্তথা॥ ৭১॥ কৃতঘ্নস্যাপি শাস্ত্রেষু প্রায়শ্চিত্তং হি বিদ্যতে। বিষরোগাতুরং যস্তু সমর্থোহপি ন রক্ষতি॥ ৭২॥ ন তস্য নিষ্কৃতিঃ প্রোক্তা প্রায়শ্চিত্তাযুতৈরপি ন। তেন সহ পঙ্‌ক্তৌ চ ভুঞ্জীত সুকৃতী জনঃ॥ ৭৩॥ ন তেন সহ ভাষেত ন পশ্যেত্তং নরং ক্বচিৎ। তৎসম্ভাষণমাত্রেণ মহাপাতকভাগ্ ভবেৎ॥ ৭৪॥ পরিক্ষিৎ স মহারাজঃ পুণ্যশ্লোকশ্চ ধার্ম্মিকঃ। বিষ্ণুভক্তো মহাযোগী চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য রক্ষিতা॥ ৭৭॥ ব্যাসপুত্রাদ্ধরিকথাং শ্রুতবান্ ভক্তিপূর্ব্বকম্। অরক্ষিত্বা নৃপং তং ত্বং বচসা তক্ষকস্য যৎ॥ ৭৬॥ নিবৃত্তস্তেন বিপ্রেন্দ্রৈর্বান্ধবৈরপি দূষ্যসে। স পরীক্ষি-

লাগিলেন; কাজেই সেই ব্রাহ্মণ কোন গ্রামে বা আশ্রমে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তিনি যে যে দেশে গমন করেন, সেই সেই দেশের প্রধান ব্যক্তিরাই তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তখন সর্ব্বলোক-নিন্দিত কাশ্যপ নিরুপায় হইয়া শাকল্য মুনির শরণাপন্ন হইলেন এবং মহাত্মা শাকল্যকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন,—হে ভগবন্! হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ হরি-বল্লভ শাকল্য! মুনিগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং আমার সুহৃৎ-স্বজনেরাও আমাকে নিন্দা করিতেছেন। মানবেরা কেন আমাকে নিন্দা করে, তাহার কারণ আমি জানি না। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, গুরুস্ত্রী-গমন, স্তেয় বা সংসর্গ-দোষ, কিছুই কোথাও আমি করি নাই। হে মুনে! এই সকল ব্যতীত অন্য যে সকল পাতক আছে, তাহাও আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। তথাপি আমার বান্ধব এবং অন্যান্য লোক, বৃথা আমার নিন্দা করিতেছে। হে শাকল্য! আপনি যদি মৎকৃত দোষ অবগত থাকেন, তবে বলুন। কাশ্যপ এইকথা বলিলে মহামুনি শাকল্য ক্ষণকাল ধ্যান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি মহারাজ পরিক্ষিৎকে রক্ষা করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলে; কিন্তু তক্ষক তোমাকে অর্দ্ধপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে। যে ব্যক্তি বিষরোগাদি-পীড়িত ব্যক্তিকে চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইয়াও লোভক্রমে রক্ষা না করে, তাহাকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! যে ব্যক্তি বিষরোগাতুর নরকে ক্রোধে, কামে, ভয়ে, লোভে, মাৎসর্য্যে, কিম্বা মোহে পড়িয়া রক্ষা না করে, তাহাকেই ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপায়ী, স্তেয়ী, গুরুতল্পগামী ও সংসর্গদোষে-দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। তাহার আর নিষ্কৃতি নাই। যাহারা কন্যাবিক্রয়ী, অশ্ববিক্রয়ী কিম্বা কৃতঘ্ন, শাস্ত্রে তাহাদেরও প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, কিন্তু যে ব্যক্তি সমর্থ হইয়াও বিষরোগাতুরকে রক্ষা না করে, অযুত অযুত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও তাহার নিষ্কৃতির কথা উল্লিখিত নাই। সুকৃতী ব্যক্তি তাহার সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে আহার করিবেন না; তাহার সহিত আলাপ করিবেন না কিম্বা কখনও তাহাকে দেখিবেন না। তাহার সহিত সম্ভাষণ মাত্রেই মহাপাতকভাগী হইতে হয়। ৬৩—৭৪। মহারাজ পরিক্ষিৎ অতিধার্ম্মিক, পুণ্যশ্লোক, বিষ্ণুভক্ত, মহাযোগী, ও চতুর্ব্বর্ণের প্রতিপালক ছিলেন। তিনি ব্যাসপুত্র শুকের নিকট ভক্তিভরে হরিকথা শ্রবণ করিতেন। এমন রাজাকে তুমি রক্ষা না করিয়া তক্ষকের বাক্যে নিবৃত্ত হ য়ায় বিপ্রেন্দ্রগণ ও বান্ধবগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইতেছ।

মহারাজো যদ্যপি ক্ষীণজীবিতঃ ॥ ৭৭ ॥ তথাপি যাবন্মরণং বুধৈঃ কার্য্যং চিকিৎসনম্। যাবৎ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণা মুমূর্ষোর্মানবস্য হি ॥ ৭৮ ॥ তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলা গতিঃ। ইতি প্রাহুঃ পুরা শ্লোকং ভিষগ্‌বৈদ্যাব্ধিপারগাঃ ॥ ৭৯ ॥ অতশ্চিকিৎসাশক্তোঽপি যস্মাদকৃতভেষজঃ। অর্দ্ধমার্গে নিবৃত্তস্ত্বং তেন তং হতবানসি। শাকল্যেনৈবমুদিতঃ কাশ্যপঃ প্রত্যভাষত ॥ ৮০ ॥ কাশ্যপ উবাচ। মমৈতদ্দোষশান্ত্যর্থমুপায়ং বদ সুব্রত ॥৮১॥ যেন মাং প্রতিগৃহ্ণীয়ুর্বান্ধবাঃ সসুহৃজ্জনাঃ ॥ ৮২ ॥ কৃপাং ময়ি কুরুষ ত্বং শাকল্য হরিবল্লভ। কাশ্যপেনৈবমুক্তস্তু শাকল্যোঽপি মুনীশ্বরঃ। ক্ষণং ধ্যাত্বা জগাদৈবং কাশ্যপং কৃপয়া তদা ॥ ৮৩ ॥ শাকল্য উবাচ। অস্য পাপস্য শান্ত্যর্থমুপায়ং প্রবদামি তে ॥ তৎকর্ত্তব্যং ত্বয়া শীঘ্রং বিলম্বং মা কৃথা দ্বিজ। দক্ষিণাম্বুনিধৌ সেতৌ গন্ধমাদনপর্ব্বতে ॥ ৮৫ ॥ অস্তি তীর্থদ্বয়ং বিপ্রা গায়ত্রী চ সরস্বতী। তত্র ত্বং স্নানমাত্রেণ শুদ্ধো ভূয়াশ্চ তৎক্ষণে ॥ ৮৬ ॥ গায়ত্র্যা চ সরস্বত্যা জলবাতস্পৃশো নরাঃ। বিধূয় সর্ব্বপাপানি স্বর্গং যাস্যন্তি নির্ম্মলাঃ ॥ ৮৭ ॥ তদ্‌যাহি শীঘ্রং বিপ্র ত্বং গায়ত্রীঞ্চ সরস্বতীম্। ইত্যুক্তঃ কাশ্যপস্তেন শাকল্যেন দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৮৮ ॥ নত্বা মুনিঞ্চ শাকল্যং তমাপৃচ্ছ্য মুনীশ্বরম্। তেন চৈবাভ্যনুজ্ঞাতঃ প্রযযৌ গন্ধমাদনম্ ॥ ৮৯ ॥ তত্র গত্বা চ গায়ত্রীসরস্বত্যৌ চ কাশ্যপঃ। নত্বা তীর্থদ্বয়ং ভক্ত্যা দণ্ডপাণিঞ্চ ভৈরবম্ ॥ ৯০ ॥ সঙ্কল্পপূর্ব্বং তত্তীর্থে সস্নৌ নিয়মসংযুতঃ। তীর্থদ্বয়ে স্নানমাত্রান্মুক্তপাপোঽথ কাশ্যপঃ ॥ ৯১ ॥ তীর্থদ্বয়স্য তীরেঽসৌ কঞ্চিৎকালন্তু তস্থিবান্। তস্মিন্ কালে চ গায়ত্রীসরস্বত্যৌ মুনীশ্বরাঃ ॥ ৯২ ॥ প্রাদুর্ব্বভূবতুর্মূর্ত্তে সর্ব্বাভরণভূষিতে। দেব্যৌ তে স নমস্কৃত্য কাশ্যপো ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৯৩ ॥ কে যুবাং রূপসম্পন্নে সর্ব্বালঙ্কারসংযুতে। ইতি পপ্রচ্ছ দৃষ্ট্বা তে কাশ্যপো হৃষ্টমানসঃ। তেন পৃষ্টে চ গায়ত্রীসরস্বত্যৌ তমূচতুঃ ॥ ৯৪ ॥ গায়ত্রীসরস্বত্যাবূচতুঃ। কাশ্যপাবাং হি গায়ত্রীসরস্বত্যৌ বিধি-

যদিও সেই মহারাজ পরিক্ষিৎ ক্ষীণায় হইয়াছিলেন, তথাচ মরণ না হওয়া পর্য্যন্ত শাস্ত্রজ্ঞগণের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য ছিল। যে পর্য্যন্ত মুমূর্ষু মানবের প্রাণ কণ্ঠগত না হয়, সেই পর্য্যন্ত তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। কেন না, কালের গতি কুটিলা। হয়ত বা তাহাতে বাঁচিবারও সম্ভাবনা। চিকিৎসাশাস্ত্রসাগরের পারগামী পণ্ডিতগণ পূর্ব্বে এইরূপই শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব চিকিৎসায় সক্ষম হইয়াও তুমি যখন চিকিৎসা না করিয়া অর্দ্ধপথ হইতেই ফিরিয়া আসিয়াছ, তখন তোমার সেই আচরণেই রাজা নিহত হইয়াছেন। শাকল্য এই কথা কহিলে কাশ্যপ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে সুব্রত! আমার দোষশান্তির উপায় বলিয়া দিন,—যাহাতে বান্ধব ও সুহৃৎস্বজন আমায় পুনরায় গ্রহণ করিতে অকুণ্ঠিত হয়। হে শাকল্য! হে হরিবল্লভ! আমার প্রতি আপনি কৃপা বিতরণ করুন। কাশ্যপ এই কথা কহিলে মুনিবর শাকল্য ক্ষণকাল ধ্যান করিয়া কৃপাপূর্ব্বক কাশ্যপকে কহিলেন,—আমি তোমার এই পাপশান্তির উপায় বলিয়া দিতেছি, হে দ্বিজ! তুমি সত্বর আমার কথানুসারে কার্য্য কর, বিলম্ব করিও না। দক্ষিণ সাগরে সেতুবন্ধে গন্ধমাদনশৈলে গায়ত্রী এবং সরস্বতী নামে দুইটী তীর্থ আছে, সেখানে স্নানমাত্র তৎক্ষণাৎ তুমি শুদ্ধ হইবে। নরগণ গায়ত্রী ও সরস্বতীর জল-বায়ুস্পর্শেও সর্ব্বপাপ প্রক্ষালনপূর্ব্বক নির্ম্মল হইয়া স্বর্গগমন করে। ৭৫—৮৭। হে বিপ্র! এই জন্য বলিতেছি,—তুমি সত্বর গায়ত্রী এবং সরস্বতীতীর্থে গমন কর। হে দ্বিজগণ! শাকল্য এই কথা কহিলে কাশ্যপ সেই মুনিবরকে নমস্কার করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে গন্ধমাদন শৈলে গমন করিলেন। তথায় গিয়া ভক্তির সহিত গায়ত্রী ও সরস্বতী তীর্থকে এবং দণ্ডপাণি ভৈরবকে নমস্কারান্তে সঙ্কল্পপূর্ব্বক নিয়মযুত হইয়া সেই তীর্থে স্নান করিলেন। তীর্থদ্বয়ে স্নান করিবামাত্র কাশ্যপ পাপমুক্ত হইলেন। অনন্তর সেই তীর্থদ্বয়ের তীরে তিনি কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করিলেন। হে মুনীন্দ্রগণ! এই সময় গায়ত্রী এবং সরস্বতী দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া সর্ব্বাভরণ-ভূষিত দেহে প্রাদুর্ভূত হইলেন। কাশ্যপ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে আপনারা সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা রূপবতী ললনা? কাশ্যপ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া এবং তাঁহাদিগের আকৃতি দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন। তাঁহার প্রশ্নে গায়ত্রী ও সরস্বতী বলিতে লাগিলেন,—হে কাশ্যপ! আমরা বিধাতার প্রিয়পত্নী,—গায়ত্রী ও সরস্বতী। এই তীর্থস্বরূপে

প্রিয়ে॥ ৯৫॥ এতত্তীর্থস্বরূপেণ নিত্যং বর্ত্তাবহে স্বতঃ। অত্র তীর্থদ্বয়ে স্নানাদাবাং তুষ্টে তবাধুনা॥ ৯৬॥ বরং মত্তো বৃণীষ ত্বং যদিষ্টং কাশ্যপ দ্বিজ। স্নাস্তি তীর্থদ্বয়ে যেঽত্র দাস্যাবস্তদভীপ্সিতম্॥ ৯৭॥ শ্রুত্বা বচস্তদ্গায়ত্রীসরস্বত্যোঃ স কাশ্যপঃ। তুষ্টাব বাগ্‌ভিরগ্র্যাভিস্তে দেব্যৌ বেধসঃ প্রিয়ে॥ ৯৮॥ কাশ্যপ উবাচ। চতুরাননগেহিন্যৌ জগদ্ধাত্র্যৌ নমাম্যহম্। বিদ্যাস্বরূপে গায়ত্রীসরস্বত্যৌ শুভে উভে॥ ৯৯॥ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণ্যৌ জগতো দেবমাতরৌ। হব্যকব্যস্বরূপে চ চন্দ্রাদিত্যবিলোচনে॥ ১০০॥ সর্ব্বদেবাধিপে বাণীগায়ত্র্যৌ সতত ভজে। গিরিজা কমলা চাপি যুবামেব জগদ্ধিতে॥ ১০১॥ যুষ্মদ্দর্শনমাত্রেণ জগৎসৃষ্ট্যাদিকল্পনম্। যুষ্মন্নিমেষাৎ সততং জগতাং প্রলয়ো ভবেৎ॥ ১০২॥ উন্মেষাৎ সৃষ্টিরভবত্তে গায়ত্রি সরস্বতি। যুবয়োর্দর্শনাদদ্য কৃতার্থোঽভবমাশু বৈ॥ ১০৩॥ মামদ্য পাতকান্মুক্তং স্নানাত্তীর্থদ্বয়েঽত্র তু। স্বীকুর্বন্তু মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণা বান্ধবাস্তথা॥ ১০৪॥ ইতঃ পরং পাপকৃতো মা মে বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততাম্। ধর্ম্মে প্রবর্ত্ততাং নিত্যমেষমেব বরো মম। দীয়তাং ভো মহাদেব্যৌ নান্যমিচ্ছাম্যহং বরম্॥ ১০৫॥ ইতি তে প্রার্থিতে তেন কাশ্যপেন দ্বিজোত্তমাঃ॥১০৬॥ সরস্বতী চ গায়ত্রী দ্বে দেব্যৌ ব্রহ্মণঃ প্রিয়ে। কাশ্যপং প্রোচতুঃ প্রীতে জনন্যৌ জগতাং সদা॥ ১০৭॥ কাশ্যপৈতদ্বরং সর্ব্বং প্রার্থিতং যত্ত্বয়াধুনা। অনুগ্রহাদাবয়োস্তদচিরেণ তবাস্তু হি॥ ১০৮॥ ইত্যুক্ত্বা তং তু গায়ত্রীসরস্বত্যৌ ক্ষণেন বৈ। তিরোধানং গতে বিপ্রাস্তস্মিংস্তীর্থদ্বয়ে তদা॥ ১০৯॥ কাশ্যপোঽপি কৃতার্থঃ সন্ স্বদেশং প্রতি নির্যযৌ। বান্ধবা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে কাশ্যপং গতকিল্বিষম্ ॥ ১১০॥ প্রত্যগৃহ্ণংশ্চ গায়ত্রীসরস্বত্যোর্নিমজ্জনাৎ। এবং বঃ কথিতং বিপ্রা কাশ্যপস্য বিমোক্ষণম্॥ ১১১॥ পাতকেভ্যো হি গায়ত্রীসরস্বত্যোর্নিমজ্জনাৎ। পঠতে য ইমমধ্যায়ং শৃণুতে বা সমাহিতঃ॥ ১১২॥ যো গায়ত্র্যাং সরস্বত্যাং স স্নানফলমশ্নুতে॥ ১১৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গায়ত্রীসরস্বতীতীর্থপ্রশংসায়াং কাশ্যপশাপশান্তিবর্ণনং নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪১॥

নিতাই আমরা এই স্থানে অবস্থিত। তুমি এক্ষণে এই দুই তীর্থে স্নান করিয়াছ, এজন্য তোমার প্রতি আমরা তুষ্ট হইয়াছি। হে দ্বিজ কাশ্যপ! এক্ষণে আমাদের নিকট হইতে তুমি ইষ্ট বর প্রার্থনা কর। যাহারা এই তীর্থদ্বয়ে স্নান করে, আমরা তাহাদের অভীপ্সিত বস্তু প্রদান করিয়া থাকি। কাশ্যপ গায়ত্রী ও সরস্বতীর এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া উত্তম উত্তম বাক্যপ্রয়োগে বিধাতার সেই প্রিয় পত্নীদ্বয়কে স্তব করিতে লাগিলেন। কাশ্যপ কহিলেন,—হে চতুরাননমোহিনি জগদ্ধাত্রি দেবীদ্বয়! আপনাদিগকে নমস্কার। আপনারা শুভ গায়ত্রী এবং সরস্বতী বিদ্যাস্বরূপিণী। এ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি লয় আপনাদের দ্বারাই হয়; আপনারা বেদমাতা; হব্য-কব্যস্বরূপা; শশি-সূর্য্য-নয়না, সর্ব্বদেবাধিপা, বাণী ও গায়ত্রী। আপনাদিগকে সর্ব্বদাই আমি ভজনা করি। আপনারাই জগতের হিতৈষিণী, গিরিজা ও কমলা। আপনাদের দর্শনমাত্রেই জগতের সৃষ্ট্যাদি কল্পনা হয় এবং আপনাদের নিমেষমাত্রেই সতত সমস্ত জগতের প্রলয় ঘটে। হে গায়ত্রি এবং হে সরস্বতি! আপনাদের উন্মেষণেই এই জগৎসৃষ্টি হইয়াছিল। অদ্য আপনাদের দর্শন পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। এই তীর্থদ্বয়ে স্নান করিয়া অদ্য পাপমুক্ত হইয়াছি। আমাকে যেন মুনিশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ এবং আমার বান্ধবগণ গ্রহণ করেন। অতঃপর আমার বুদ্ধি যেন আর পাপকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয় না। তাহা যেন নিত্য ধর্ম্মেই প্রবৃত্ত হয়। ইহাই আমার বর প্রার্থনা। হে মহাদেবীদ্বয়! আপনারা আমাকে এই বরই প্রদান করুন, আমি আর অন্য বর চাহি না।৮৮—১১৫। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! দ্বিজ কাশ্যপ তাঁহাদের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলে জগজ্জননী ব্রহ্মপত্নী গায়ত্রী ও সরস্বতী, উভয়েই তখন প্রীত হইয়া কাশ্যপকে কহিলেন,—হে কাশ্যপ! তুমি অধুনা আমাদের নিকট যে বর প্রার্থনা করিয়াছ, আমাদের অনুগ্রহে অচিরেই তোমার সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। হে দ্বিজগণ! গায়ত্রী ও সরস্বতী এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ সেই তীর্থদ্বয়ে তিরোহিত হইলেন। এ দিকে কাশ্যপও কৃতার্থ হইয়া স্বীয় দেশে প্রস্থান করিলেন। গায়ত্রী এবং সরস্বতী-তীর্থে নিমগ্ন হওয়ায় কাশ্যপ নিষ্পাপ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ গ্রহণ করিলেন। হে বিপ্রগণ! গায়ত্রী ও সরস্বতী তীর্থে স্নান করায় কাশ্যপের যেরূপে পাপ-মোক্ষণ হইয়াছিল, এই আমি তাহা

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। অথাতঃ সর্ব্বতীর্থানাং বৈভবং প্রবদাম্যহম্। সেতুমধ্যনবিষ্টানামনুক্তানাং মুনীশ্বরাঃ ॥ ১ ॥ অস্তি তীর্থং মহাপুণ্যং নাম্না তু ঋণমোচনম্। ঋণানি ত্রীণি নশ্যন্তি নরাণামত্র মজ্জনাৎ ॥ ২ ॥ দ্বিজস্তু জায়মানস্তু ঋণানি ত্রীণি সন্তি হি। ঋণানাং দেবতানাং চ পিতৃণাং চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩ ॥ ব্রহ্মচর্য্যানন্নুষ্ঠানাদৃষীণামৃণবান ভবেৎ। যজ্ঞাদীনামকরণাদ্দেবানাঞ্চ ঋণী ভবেৎ ॥ পুত্রানুৎপাদনাচ্চৈব পিতৃণামৃণবান্ ভবেৎ। বিনাপি ব্রহ্মচর্য্যেণ বিনা যাগং বিনা সুতম্ ॥ ৫ ॥ ঋণমোক্ষাভিধে তীর্থে স্নানমাত্রেণ মানবাঃ। ঋষিদেবপিতৃণাং তু ঋণেভ্যো মুক্তিমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মচর্য্যেণ যজ্ঞেন তথা পুত্রোদ্ভবেন চ। নৈব তুষ্যন্তি ঋষয়ো দেবাঃ পিতৃগণাস্তথা ॥ ৭ ॥ ঋণমোক্ষে যথা স্নানাদতুলাং তুষ্টিমাপ্নুয়ুঃ। কিং চাত্র মজ্জনাত্তীর্থে দরিদ্রা অধমর্ণিনঃ ॥ মুক্তা ঋণেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো ধনিনঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ। যদত্র মজ্জনাৎ পুংসামৃণমুক্তিঃ প্রজায়তে। তস্মাদুক্তমিদং তীর্থমৃণমোচনসংজ্ঞয়া ॥ ৯ ॥ অতোঽত্র ঋণিভিঃ সর্ব্বৈঃ স্নাতব্যং তদ্বিমুক্তয়ে ॥ ১০ ॥ এতত্তীর্থসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। পাণ্ডবৈঃ কৃতমপ্যত্র তীর্থমন্যৎপরং মহৎ ॥ ১১ ॥ যত্রেষ্টং ধর্ম্মপুত্রাদ্যৈঃ পাণ্ডবৈঃ পঞ্চভিঃ পুরা। তদেতত্তীর্থমুদ্দিশ্য ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥ ১২ ॥ দশকোটিসহস্রাণি তীর্থান্যনুত্তমানি হ। পঞ্চপাণ্ডবতীর্থেঽস্মিন্ সান্নিধ্যং কুর্ব্বতে সদা ॥ ১৩ ॥ আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাশ্চ সমরুদ্গণাঃ। পাণ্ডবানাং মহাতীর্থে নিত্যং সন্নিহিতাস্তথা ॥ ১৪ ॥ অত্রাভিষেকং যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃদেবাংশ্চ তর্পয়েৎ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে স পূজ্যতে ॥ ১৫ ॥ অপ্যেকং ভোজয়েদ্বিপ্রমেতত্তীর্থতটেঽমলে। তেনাসৌ কর্ম্মণা তত্র পরত্রাপি চ মোদতে ॥ ১৬ ॥ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বাপ্যন্ত এব বা। অস্মিংস্তীর্থবরে স্নাত্বা বিযোনিং ন প্রযাতি বৈ ॥ ১৭ ॥

আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, গায়ত্রী ও সরস্বতীতীর্থে স্নানজন্ত ফল তাহার করায়ত্ত হইয়া থাকে।১০৬—১১৩।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪১।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

সূত কহিলেন,—হে মুনীন্দ্রগণ! সেতুমধ্যে যে সকল তীর্থ নির্দ্দিষ্ট আছে, পূর্ব্বে আমি যাহাদের উল্লেখ করি নাই, এক্ষণে সেই সমুদয়তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। ঋণমোচন নামে এক মহাপুণ্য তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে নরগণের ঋণত্রয় নষ্ট হয়। দ্বিজ জন্মিবামাত্র তাহার ত্রিবিধঋণ হইয়া থাকে; যথা,—দেবঋণ, ঋষিগণ ও পিতৃঋণ। ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান না করিলে ঋষি-ঋণে জড়িত হইতে হয়, যজ্ঞাদির অননুষ্ঠানে দেবগণের নিকট ঋণী হইতে হয়, আর পুত্রাদির অনুৎপাদনে পিতৃঋণে আবদ্ধ হইতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য, যাগ-যজ্ঞ এবং সুতোৎপাদন না করিলেও মানবগণ ঋণমোচনতীর্থে স্নানমাত্রেই উক্ত ত্রিবিধ ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। দেব, ঋষি ও পিতৃগণ ঋণমোক্ষতীর্থে স্নান করিলে যেরূপ অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হন, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ বা পুত্রোৎপাদন দ্বারা তাঁহাদিগের সেরূপ পরিতোষ হয় না। অধিক কি, এইতীর্থে স্নান করিলে দরিদ্র অধমর্ণগণ সর্ব্বঋণ হইতে মুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই ধনী হইয়া থাকে। যে হেতু এইখানে স্নান করিলে পুরুষগণের ঋণ-মুক্তি হয়; এজন্ত এইতীর্থ ঋণ-মোচন আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে।১—৯। অতএব সমস্ত ঋণিগণই ঋণ-মোচনের জন্ত এইতীর্থে স্নান করিবেন। এই তীর্থের সমান তীর্থ হয় নাই, হইবে না। এখানে পঞ্চপাণ্ডব অন্ত এক মহাতীর্থ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তথায় ধর্ম্মপুত্রাদি পঞ্চপাণ্ডব পুরাকালে সেই তীর্থের উদ্দেশে ভুক্তি-মুক্তি-ফলজনক এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। দশ-কোটি সহস্র অত্যুত্তমতীর্থ এই পঞ্চ-পাণ্ডবতীর্থে নিত্য সন্নিহিত। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য ও মরুদ্গণ পাণ্ডবগণের মহাতীর্থে সর্ব্বদাই সন্নিধান করেন। এই তীর্থে যে ব্যক্তি স্নান করে, এবং পিতৃ ও দেবগণকে তর্পিত করে, তাহার সর্ব্বপাপ প্রক্ষালিত হয়। সে ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া থাকে। এই বিমল তীর্থ-তটে যদি একটীমাত্র ব্রাহ্মণকেও কেহ ভোজন করায়, তবে সেই কর্ম্মের ফলে সে ইহপরকালে সুখবিহার করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা অন্ত কেহই এই-তীর্থে স্নান করিয়া কুযোনি প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি

পাণ্ডবানাং মহাতীর্থে পুণ্যযোগেষু যো নরঃ। স্নায়াৎ স মনুজশ্রেষ্ঠো নরকং নৈব পশ্যতি॥ ১৮॥ পাণ্ডবানাং মহাতীর্থং সায়ং প্রাতশ্চ যঃ স্মরেৎ। স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু গঙ্গাদিষু ন সংশয়ঃ॥ ১৯॥ ইন্দ্রাদিদেবতাভিশ্চ যত্রেষ্টং দৈত্যশান্তয়ে। তদস্ত-দ্দেবতীর্থাখ্যং বিদ্যতে গন্ধমাদনে॥ ২০॥ দেব-তীর্থে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপবিমোচিতঃ॥ প্রাপ্নুয়া-দক্ষয়াল্লোকান্ সর্ব্বকামসমন্বিতান্॥ ২১॥ জন্ম-প্রভৃতি যৎ পাপং স্ত্রিয়া বা পুরুষেণ বা। কৃতং তদ্দেবকুণ্ডেঽস্মিন্ স্নানাৎ সদ্যো বিনশ্যতি॥ ২২॥ যথা সুরাণাং সর্ব্বেষামাদির্ব্বৈ মধুসূদনঃ। তথাদিঃ সর্ব্বতীর্থানাং দেবকুণ্ডমনুত্তমম্॥ ২৩॥ যস্তু বর্ষ-শতং পূর্ণমগ্নিহোত্রমুপাসতে। যস্ত্বেকো দেবকুণ্ডে-ঽস্মিন্ কদাচিৎ স্নানমাচরেৎ॥ ২৪॥ সমমেব তয়োঃ পুণ্যং নাত্র সন্দেহকারণম্। দুর্লভং দেবতীর্থে-ঽস্মিন্ দানং বাসশ্চ দুর্লভঃ॥ ২৫॥ দেবতীর্থাভি-গমনং স্নানং চাপ্যতিদুর্লভম্। দেবতীর্থং সমা-সাদ্য দেবর্ষিপিতৃসেবিতম্॥ ২৬॥ অশ্বমেধ-মবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি। দ্বিদিনং ত্রিদিনং চাপি পঞ্চ বাথ ষড়েব বা॥ ২৭॥ উষিত্বা দেব-কুণ্ডস্যতীরে নরকনাশনে। ন মাতৃযোনিমাপ্নোতি সিদ্ধিং চাপ্নোত্যনুত্তমাম্॥ ২৮॥ ত্রিরাত্রস্নানতো হ্যত্র বাজপেয়ফলং ভবেৎ। দেবতীর্থস্মৃতেঃ সদ্যঃ পাপেভ্যো মুচ্যতে নরঃ॥ ২৯॥ অর্চ্চয়িত্বা পিতৄন্ দেবানেতত্তীর্থতটে নরঃ। সর্ব্বকামসমৃদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ॥ ৩০॥ এতত্তীর্থসমং পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। তস্মাদবশ্যং স্নাতব্যং দেবতীর্থে মুমুক্ষুভিঃ॥ ৩১॥ ঐহিকামু-ষ্মিকফলপ্রাপ্তিকামৈশ্চ মানবৈঃ। দেবতীর্থস্য মাহাত্ম্যং সঙ্ক্ষিপ্য কথিতং দ্বিজাঃ॥ ৩২॥ বিস্তরেণাস্য মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন পার্য্যতে। সুগ্রীবতীর্থং বক্ষ্যামি রামসেতৌ বিমুক্তিদে॥ ৩৩॥ অত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা সূর্য্যলোকং সমশ্নুতে। সুগ্রীবতীর্থে স্নানেন হয়মেধফলং ভবেৎ॥ ৩৪॥ ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং নিষ্কৃতিশ্চাপি জায়তে। সুগ্রীব-তীর্থগমনাদ্গোসহস্রফলং লভেৎ॥ ৩৫॥ স্মরণাত্তস্য বেদানাং পারায়ণফলং লভেৎ। দিনোপবাসমাত্রেণ

পাণ্ডবদিগের মহাতীর্থে পুণ্যযোগ উপলক্ষে স্নান করে, সেই নরশ্রেষ্ঠ কদাচ নরক-দর্শন করে না। যে ব্যক্তি সায়ং প্রাতঃ পাণ্ডবদিগের মহাতীর্থ স্মরণ করে, গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থেই তাহার স্নান করা হয়, সন্দেহ নাই। দৈত্যভয়শান্তির জন্য ইন্দ্রাদি দেব-গণ গন্ধমাদন শৈলে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এইজন্য তথায় দেবতীর্থ নামে অপর এক মহাতীর্থ বিদ্যমান। মানব দেবতীর্থে স্নান করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং সর্ব্বকাম-সমন্বিত অক্ষয় লোক সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নারী কিম্বা নর জন্মাবধি যে সকল পাপ করে, এই দেবকুণ্ডে স্নানমাত্রে সদ্যই তাহাদের সে পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। মধুসূদন যেমন সমস্ত দেবের আদি, এই অনুত্তম দেবকুণ্ড তেমনি সর্ব্ব-তীর্থের আদি। যে ব্যক্তি পূর্ণ শতবর্ষকাল অগ্নি-হোত্রের উপাসনা করে, আর যে একজন একবার মাত্র কদাচিৎ দেবকুণ্ডে স্নান করে, তাহাদের উভয়ের পুণ্যই তুল্য, এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ কিছুই নাই। এই দেবতীর্থে দান এবং বাস উভয় কার্য্যই দুর্লভ। এইতীর্থে গমন এবং স্নান ঐ দুই কার্য্য অপেক্ষা আরও দুর্লভ। দেবর্ষি-পিতৃ-সেবিত এই দেবতীর্থে আসিয়া অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তীর্থাগত ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। এই নরক-নাশক দেবকুণ্ডের তীরে দুই, তিন, পাঁচ অথবা ছয়দিন বাস করিলে তাহাকে আর মাতৃযোনি প্রাপ্ত হইতে হয় না; সে অনুত্তম সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।১০—২৮। এখানে ত্রিরাত্র স্নানে বাজপেয়ফল লাভ হয়। দেব তীর্থের স্মরণে নর সদাই পাপমুক্ত হইয়া থাকে। এই তীর্থতটে নর পিতৃদেবগণকে অর্চ্চনা করিয়া সর্ব্বকামে সুসমৃদ্ধ হয় এবং সর্ব্ব যজ্ঞফল লাভ করে। এই তীর্থের সমান পুণ্যতীর্থ আর হয় নাই, হইবে না। অতএব মুমুক্ষুগণ অবশ্যই দেবতীর্থে স্নান করিবেন। ঐহিক ও আমুষ্মিক ফলকামী মানবদিগেরও এ তীর্থে স্নান করাকর্ত্তব্য। হে দ্বিজগণ! এই দেবতীর্থের বিষয় আপনাদের নিকট সংক্ষেপক্রমেই বর্ণন করি-লাম। বিস্তৃতরূপে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণনে আমি সক্ষম নহি। এক্ষণে বিমুক্তিপ্রদ রামসেতুতে যে সুগ্রীবতীর্থ আছে, তাহার কথাই কহিতেছি। এইখানে ভক্তিভাবে স্নান করিয়া নর সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুগ্রীবতীর্থে স্নানের ফলে নর অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। ব্রহ্মহত্যাদি পাপের প্রায়শ্চিত্তও এ তীর্থে আসিলে হইয়া থাকে। এই সুগ্রীবতীর্থে যাত্রা করিলে সহস্র সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সুগ্রীবতীর্থের স্মরণে বেদসমূহের পারায়ণফল

তস্য তীর্থস্য তীরতঃ॥ ৩৬॥ মহাপাতকনাশঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিনা দ্বিজাঃ। তত্রাভিষেকং কুর্ব্বাণঃ পিতৃদেবাংশ্চ তর্পয়েৎ॥ ৩৭॥ আপ্তোর্যামস্য যজ্ঞস্য ফলমষ্টগুণং ভবেৎ। সুগ্রীবতীর্থস্নানেন নরমেধফলং লভেৎ॥ ৩৮॥ সুগ্রীবতীর্থস্নানেন নরো জাতিস্মরো ভবেৎ। সুগ্রীবতীর্থং ভো বিপ্রাঃ প্রয়াতাভীষ্টসিদ্ধয়ে॥ ৩৯॥ সুগ্রীবতীর্থমাহাত্ম্যমেবং বঃ কথিতং দ্বিজাঃ। বৈভবং নলতীর্থস্য ত্বিদানীং প্রব্রবীমি বঃ॥ ৪০॥ নলতীর্থে নরঃ স্নানাৎ স্বর্গলোকং সমশ্নুতে। নলতীর্থে সকৃৎ স্নানাৎ সর্ব্বপাপবিমোচিতঃ॥ ৪১॥ অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাদিফলমাপ্নোত্যনুত্তমম্। ত্রিরাত্রমুষিতস্তস্মিং-স্তর্পয়ন্ পিতৃদেবতাঃ॥ ৪২॥ সূর্য্যবদ্ভাসতে বিপ্রা বাজিমেধফলং লভেৎ। নীলতীর্থং প্রবক্ষ্যামি মহাপাতকনাশনম্॥ ৪৩॥ অগ্নিপুত্রেণ নীলেন কৃতং সেতৌ বিমুক্তিদম্। নীলতীর্থে নরঃ স্নানাৎ সর্ব্বপাপবিমোচিতঃ॥ ৪৪॥ বহুবর্ণাস্য যাগস্য ফলং শতগুণং লভেৎ। নীলতীর্থে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িনি। অগ্নিলোকমবাপ্নোতি সর্ব্বকামসমৃদ্ধিমান্॥ ৪৫॥ গবাক্ষেণ কৃতং তীর্থং গন্ধমাদনপর্ব্বতে॥ ৪৬॥ বিদ্যতে স্নানমাত্রেণ নরকং নৈব যাতি সঃ। অঙ্গদেন কৃতং তীর্থমস্তি সেতৌ বিমুক্তিদে॥ ৪৭॥ অত্র স্নানেন মনুজো দেবেন্দ্রত্বং সমশ্নুতে। গজেন গবয়েনাত্র শরভেণ মহৌজসা॥ ৪৮॥ কুমুদেন হরেণাপি পনসেন বলীয়সা। কৃতানি যানি তীর্থানি তথান্যৈঃ সর্ব্ববানরৈঃ॥ ৪৯॥ রামসেতৌ মহাপুণ্যে গন্ধমাদনপর্ব্বতে। তেষু তীর্থেষু যঃ স্নাতি সোঽমৃতত্বং সমশ্নুতে॥৫০॥ বিভীষণকৃতং তীর্থমস্তি পাপবিমোচনম্। মহাদুঃখপ্রশমনং মহারোগনিবর্হণম্॥ ৫১॥ মহাপাতকসজ্ঘানামনলোপমমুত্তমম্। কুম্ভীপাকাদিনরকক্লেশনাশনকারণম্॥ ৫২॥ দুঃস্বপ্ননাশনং ধন্যং মহাদারিদ্র্যবাধনম্। তত্র যো মনুজঃ স্নায়াত্তস্য নাস্তীহ পাতকম্॥ ৫৩॥ স মবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্। বিভীষণস্য সচিবৈঃ কৃতং তীর্থচতুষ্টয়ম্॥ ৫৪॥ তত্র স্নানেন মনুজঃ

হয়। হে দ্বিজগণ। সুগ্রীবতীর্থের তীরে দিনমাত্র উপবাস করিলে অন্য কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিনাও মহাপাতক নাশ হয়। তথায় স্নান করিয়া পিতৃ ও দেবগণকে তর্পণ করিবে; এইরূপ কার্য্য করিলে আপ্তোর্যাম যজ্ঞের অষ্টগুণ ফল লাভ হইবে। সুগ্রীবতীর্থে স্নান করিলে, নরমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এই তীর্থস্নানে নর জাতিস্মর হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! আপনারা অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সুগ্রীবতীর্থে গমন করুন। হে দ্বিজগণ! সুগ্রীবতীর্থের মাহাত্ম্য আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা নলতীর্থের বৈভব আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। নর নলতীর্থে স্নান করিলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। এখানে একবার স্নানে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় এবং অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র প্রভৃতির অনুত্তম ফল অধিগত হইয়া থাকে। নর নলতীর্থে ত্রিরাত্র বাস করিয়া পিতৃ ও দেবগণকে তর্পণ করিলে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পায় এবং হয়মেধফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! এক্ষণে মহাপাতকহর নীলতীর্থের কথা কহিতেছি। অগ্নিপুত্র নীল এই মুক্তিপ্রদ তীর্থ সেতুবন্ধে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নীলতীর্থে স্নান করিলে নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং বহুবর্ণ্য যাগের শতগুণ ফল লাভ করিয়া থাকে। এই সর্ব্বাভীষ্টদায়ক তীর্থে স্নান করিয়া নর অগ্নিলোক প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বকামে সুসমৃদ্ধ হইয়া থাকে। ২৯—৪৫। গন্ধমাদন শৈলে গবাক্ষকৃত এক তীর্থ বিদ্যমান; তথায় স্নানমাত্রেই নর আর নরকে গমন করে না। মুক্তিপ্রদ সেতুবন্ধে অঙ্গদকৃত এক তীর্থ আছে। তথায় স্নানমাত্র নর দেবেন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। মহাপুণ্য গন্ধমাদনশৈলে রামসেতুতে মহাতেজা গজ, গবয়, শরভ, কুমুদ, হর ও বলবান্ পনস এবং অন্যান্য বানরগণ কর্ত্তৃক যে সকল তীর্থ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই সমুদায়ে যে নর স্নান করে, তাহার অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে। ঐ স্থানে বিভীষণকৃত এক পাপহর তীর্থ আছে। উহা মহাদুঃখহর, মহারোগ-নাশক, মহাপাতকরাশির প্রদীপ্ত পাবকোপম, কুম্ভীপাকাদি নরকক্লেশের নাশন, দুঃস্বপ্নহর, ধন্য ও মহাদারিদ্রবিঘাতক। যে মানব তথায় স্নান করে এ সংসারে তাহাতে আর পাতক তিষ্ঠিতে পারে না। সে মানব পুনরাবৃত্তিরহিত বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিভীষণের সচিবচতুষ্টয় কর্ত্তৃক চারিটী তীর্থ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই তীর্থ-চতুষ্টয়ে স্নান করিলে, নর সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে বিপ্রগণ! রামনাথ-

সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। সরযূশ্চ নদী বিপ্রা গন্ধমাদনপর্ব্বতে ॥ ৫৫ ॥ রামনাথং মহাদেবং সেবিতুং বর্ত্ততে সদা। তত্র স্নাত্বা নরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বপাতকবর্জ্জিতাঃ ॥ ৫৬ ॥ সর্ব্বযজ্ঞতপস্তীর্থসেবাফলমবাপ্নুয়ুঃ। দশকোটিসহস্রাণি তীর্থাণি দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৫৭ ॥ বসন্ত্যস্মিন্ মহাপুণ্যে গন্ধমাদনপর্ব্বতে। গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাস্তথা বৈ সপ্ত সাগরাঃ ॥ ৫৮ ॥ ঋষ্যাশ্রমাণি পুণ্যানি তথা পুণ্যবনানি চ। অনুত্তমানি ক্ষেত্রাণি হরিশঙ্করয়োস্তথা ॥ ৫৯ ॥ সান্নিধ্যং কুর্ব্বতে নিত্যং গন্ধমাদনপর্ব্বতে। উপবীতান্তরং তীর্থং প্রোক্তবাংশ্চতুরাননঃ ॥ ৬০ ॥ ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটয়োঽত্র দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ। সর্ব্বৈশ্চ মুনিভিঃ সার্দ্ধং যক্ষৈঃ সিদ্ধৈশ্চ কিন্নরৈঃ। বসন্তি সেতৌ দেবস্য রামচন্দ্রস্য চাজ্ঞয়া ॥ ৬১ ॥ শ্রীসূত উবাচ। এবমুক্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠা তীর্থানাং বৈভবং ময়া ॥ ৬২ ॥ ইদং পঠন্ বা শৃণ্বন্ বা দুঃখসঙ্ঘাদ্বিমুচ্যতে। কৈবল্যঞ্চ সমাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সকলতীর্থপ্রশংসায়ামৃণমোচনাদিতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। অথেদানীং প্রবক্ষ্যামি রামনাথস্য বৈভবম্। যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে মানবো ভুবি ॥ ১ ॥ রামপ্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং যঃ পশ্যতি নরঃ সকৃৎ। স নরো মুক্তিমাপ্নোতি শিবসাযুজ্যরূপিণীম্ ॥ ২ ॥ দশবর্ষৈস্তু যৎপুণ্যং ক্রিয়তে তু কৃতে যুগে। ত্রেতায়ামেকবর্ষেণ তৎপুণ্যং সাধ্যতে নৃভিঃ ॥ ৩ ॥ দ্বাপরে তচ্চ মাসেন তদ্দিনেন কলৌ যুগে। তৎফলং কোটিগুণিতং নিমিষে নিমিষে নৃণাম্ ॥ ৪ ॥ নিঃসন্দেহং ভবেদেবং রামনাথবিলোকিনাম্। রামেশ্বরে মহালিঙ্গে তীর্থানি সকলান্যপি ॥ ৫ ॥ বিদ্যন্তে সর্ব্বদেবাশ্চ মুনয়ঃ পিতরস্তথা। এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং সর্ব্বদৈব বা ॥ ৬ ॥ যে স্মরন্তি মহাদেবং রামনাথং বিমুক্তিদম্। কীর্ত্তয়ন্ত্যথবা বিপ্রাস্তে বিমুক্তাঘপঞ্জরাঃ ॥ ৭ ॥ সচ্চিদানন্দমদ্বৈতং যান্তি রুদ্রং প্রয়ান্তি বৈ। রামেশ্বরাখ্যং যল্লিঙ্গং রামচন্দ্রেণ পূজিতম্ ॥ ৮ ॥ যস্য স্মরণমাত্রেণ যমপীড়াপি নো ভবেৎ। রামেশ্বরমহালিঙ্গং যেঽর্চ্চয়ন্তি সকৃন্নরাঃ ॥ ৯ ॥ ন মানুষাস্তে বিজ্ঞেয়াঃ কিং তু

নামক মহাদেবকে সেবা করিবার নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্ব্বতে সরযূ নদী নিত্য সন্নিহিত। ঐ নদীতে নরগণ স্নান করিয়া সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং সর্ব্বযজ্ঞ, সর্ব্বতপস্যা ও সর্ব্বতীর্থ সেবার ফল লাভ করিয়া থাকে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই মহাপুণ্য গন্ধমাদন পর্ব্বতে দশকোটি সহস্র তীর্থ বাস করে। গঙ্গাদি সরিৎ সকল, সপ্ত সাগর, পবিত্র ঋষ্যাশ্রমসমূহ, পুণ্য বনভূমি সকল এবং হরি ও হরের অনুত্তম ক্ষেত্রসমূহ এই গন্ধমাদনশৈলে নিত্যই সন্নিহিত। চতুরানন বলিয়াছেন, এখানে উপবীতান্তর তীর্থ সকল বিরাজমান। রামচন্দ্রদেবের আজ্ঞানুসারে পিতৃগণ, মুনিগণ, যক্ষগণ, সিদ্ধগণ, ও কিন্নরগণের সহিত ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটি দেব এই সেতুতীর্থে বাস করেন। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই আমি তীর্থসমূহের বৈভব আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করিলে দুঃখসমূহ হইতে মুক্ত হয় এবং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিত কৈবল্য পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৬—৬৩।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪২।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ইদানীং রামনাথশিবের বৈভব কীর্ত্তন করিতেছি,—যাহা শুনিলে মর্ত্ত্যবাসী সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে নর রাম-প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ একবার মাত্র দর্শন করে, সে শিবসাযুজ্যরূপিণী মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সত্যযুগে দশবর্ষ ধরিয়া যে পুণ্য অর্জ্জন করা যায়, ত্রেতাযুগে নরগণ এক বৎসরেই সেই পুণ্য অর্জ্জন করিতে পারে; দ্বাপরে তাহা এক মাসে এবং কলিযুগে এক দিনেই অর্জ্জিত হইতে পারে। কিন্তু রামনাথ-লিঙ্গদর্শী নরগণের নিমেষে নিমেষেই সেই পুণ্যফল নিশ্চয়ই কোটিগুণিত রূপে সঞ্চিত হইয়া থাকে। সমস্ত তীর্থ, সর্ব্বদেব, সমস্ত মুনি, ও নিখিল পিতৃপুরুষ, মহালিঙ্গ-রামেশ্বরে বিদ্যমান। যাঁহারা এক কাল, দ্বি-কাল, ত্রি-কাল, অথবা সর্ব্বদাই মুক্তিপ্রদ রামনাথ শিবকে স্মরণ করে, কিংবা তদীয় নাম কীর্ত্তন করে, হে বিপ্রগণ! তাহারা নিশ্চয়ই পাপ-পঞ্জর হইতে মুক্ত হয় এবং অদ্বৈত সচ্চিদানন্দ রুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে রামেশ্বরাখ্য লিঙ্গকে রামচন্দ্র পূজা করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মরণ মাত্রে যমপীড়াও থাকে না। যে সকল নর একবার মাত্র রামেশ্বর মহা-

রুদ্রা ন সংশয়ঃ। রামেশ্বরমহালিঙ্গং নার্চ্চিতং যেন ভক্তিতঃ॥ ১০॥ চিরকালং স সংসারে সংসরেদ্দুঃখসঙ্কুলে। রামেশ্বরমহালিঙ্গং যে পশ্যন্তি সকৃন্নরাঃ॥ ১১॥ কিং দানৈঃ কিং ব্রতৈস্তেষাং কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ। রামেশ্বরমহালিঙ্গং যো ন চিন্তয়তি ক্ষণম্॥ ১২॥ অজ্ঞানী স চ পাপী স্যাৎ স মূকো বধিরস্তথা। স জড়োহন্ধশ্চ বিজ্ঞেয়শ্ছিদ্রং তস্য সদা ভবেৎ॥ ১২॥ ধনক্ষেত্রসুতাদীনাং তস্য হানিস্তথা ভবেৎ। রামেশ্বরমহালিঙ্গে সকৃদ্দৃষ্টে মুনীশ্বরাঃ॥ ১৪॥ কিং কাশ্যা গয়য়া কিং বা প্রয়াগেণাপি কিং ফলম্। দুর্লভং প্রাপ্য মানুষ্যং মানবা যত্র ভূতলে॥ ১৫॥ রামনাথমহালিঙ্গং নমস্যন্ত্যর্চ্চয়ন্তি চ জন্ম তেষাং হি সফলন্তে কৃতার্থাশ্চ নেতরে॥ ১৬॥ রামেশ্বরমহালিঙ্গে পূজিতে বা স্মৃতেহপি বা। বিষ্ণুনা ব্রহ্মণা কিং বা শক্রেণাপ্যখিলামরৈঃ॥ ১৭॥ রামনাথমহালিঙ্গং ভক্তিযুক্তাশ্চ যে নরাঃ। তেষাং প্রণামস্মরণপূজাযুক্তাস্তু যে নরাঃ॥ ১৮॥ ন তে পশ্যন্তি দুঃখানি নৈব যান্তি যমালয়ম্। ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি সুরাপানাযুতানি চ দৃষ্টে রামেশ্বরে দেবে বিলয়ং যান্তি কৃৎস্নশঃ॥ ১৯॥ যে বাঞ্ছন্তি সদা ভোগং রাজ্যঞ্চ ত্রিদশালয়ে॥ ২০॥ রামেশ্বরমহালিঙ্গন্তে নমন্তু সকৃন্মুদা। যানি কানি চ পাপানি জন্মকোটিকৃতান্যপি॥ ২১॥ তানি রামেশ্বরে দৃষ্টে বিলয়ং যান্তি সর্ব্বদা। সম্পর্কাৎ কৌতুকাল্লোভাদ্ভয়াদ্বাপি চ সংস্মরন্॥ ২২॥ রামেশ্বরমহালিঙ্গং নেহামুত্র স দুঃখভাক্। রামেশ্বরমহালিঙ্গং কীর্ত্তয়ন্নর্চ্চয়ন্নপি॥ ২৩॥ অবশ্যং রুদ্রসারূপ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতে ক্ষণাৎ॥২৪॥ তথা পাপানি সর্ব্বাণি রামেশ্বরবিলোকনাৎ। রামেশ্বরমহালিঙ্গভক্তিরষ্টবিধা স্মৃতা॥ ২৫॥ তদ্ভক্তজনবাৎসল্যং তৎপূজাপরিতোষণম্। স্বয়ং তৎপূজনং ভক্ত্যা তদর্থে দেহচেষ্টিতম্॥২৬॥ তন্মাহাত্ম্যকথানাঞ্চ শ্রবণেষ্বাদরস্তথা। স্বরনেত্রশরীরেষু বিকারস্ফুরণং তথা॥ ২৭॥ রামেশ্বরমহালিঙ্গস্মরণং সততং তথা। রামেশ্বরমহালিঙ্গমাশ্রিত্যৈবোপজীবনম্॥২৮॥ এবমষ্টবিধা ভক্তির্যস্মিন্ ম্লেচ্ছেহপি বিদ্যতে। সএব মুক্ত্য-

লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, তাঁহারা মানুষ নয়; নিশ্চয় তাহাদিগকে রুদ্র বলিয়াই জানিতে হইবে। যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত রামেশ্বর মহালিঙ্গের অর্চ্চনা করে নাই, এই দুঃখ-সঙ্কুল সংসারে চিরকাল তাহাকে বাস করিতে হয়। যে সকল নর একবার মাত্র রামেশ্বর মহালিঙ্গের দর্শন লাভ করিয়াছে, দান, ব্রত, তপস্যা, বা যজ্ঞসমূহ দ্বারা তাহাদের আর প্রয়োজন কি? যে ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও রামেশ্বর মহালিঙ্গ চিন্তা করে নাই, সে অজ্ঞানী, পাপী, মূক, বধির, জড় ও অন্ধ বলিয়াই বিজ্ঞেয়। সর্ব্বদাই তাহার বিঘ্ন হইয়া থাকে। অপিচ তাহার ধন, ক্ষেত্র, ও সুতাদির হানি হইয়া থাকে। হে মুনীন্দ্রগণ! রামেশ্বর মহালিঙ্গ একবার মাত্র দর্শন করিলে কাশী, গয়া, বা প্রয়াগতীর্থে আর ফল কি? যে মানবেরা ভূতলে দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া রামনাথ মহালিঙ্গকে নমস্কার ও অর্চ্চনা করিয়া থাকে; সেই সকল মানবের জন্মই সফল এবং তাহারাই কৃতার্থ নর; তদিতর আর কেহই সেরূপ সুকৃতশালী নহে। রামেশ্বর মহালিঙ্গের পূজন বা স্মরণ করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বা অন্যান্য নিখিল অমরগণ দ্বারাই বা কি প্রয়োজন হয়? রামনাথ মহালিঙ্গের প্রতি যে সকল নর ভক্তিমান্, যাহারা সেই ভক্ত নরগণেরও পূজা, প্রণাম, ও স্মরণ করে, তাহারা কদাচ দুঃখের মুখ দেখে না এবং যমালয়ে যায় না। রামেশ্বরদেবের দর্শনে সহস্র সহস্র ব্রহ্মহত্যা ও অযুত অযুত সুরাপানজনিত পাপ নষ্ট হয়।১—১৯। যাঁহারা সর্ব্বদা স্বর্গে থাকিয়া ভোগ-সুখ ও রাজ্যলাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা রামেশ্বর মহালিঙ্গকে একবার প্রণাম করুন। কোটি কোটি জন্মার্জ্জিত যে কিছু পাপ-তাপ, রামেশ্বর দর্শনে সে সকলই বিলয় প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি প্রসঙ্গক্রমে, কৌতুকবশে, লোভে কিংবা ভয়ে পড়িয়াও রামেশ্বর মহালিঙ্গ স্মরণ করে, কি ইহকালে কি পরকালে, কদাচ সে দুঃখভাগী হয় না। রামেশ্বর মহালিঙ্গের কীর্ত্তন ও পূজন করিলে নর অবশ্যই রুদ্রসারূপ্য লাভ করিতে পারে। যেমন প্রদীপ্ত পাবক ক্ষণমাত্রেই কাষ্ঠরাশি ভস্মসাৎ করে, রামেশ্বরদর্শনে পাপরাশিও তেমনি দগ্ধ হইয়া যায়। রামেশ্বর মহালিঙ্গে ভক্তি অষ্টবিধ বলিয়া উল্লিখিত। তাঁহার ভক্ত জনের প্রতি বাৎসল্য, তদীয় পূজা ও পরিতোষণ, স্বয়ং তাঁহার পূজাকরণ, তাঁহার নিমিত্তই দেহচেষ্টা, তদীয় মাহাত্ম্যকথাশ্রবণে সমাদর, স্বর-নেত্র-শরীরে বিকারস্ফুরণ, সতত রামেশ্বর লিঙ্গের স্মরণ এবং রামেশ্বর মহালিঙ্গকে আশ্রয় করিয়াই জীবনযাপন;—এই অষ্টবিধ ভক্তি যদি কোন ম্লেচ্ছ

ক্ষেত্রাণাং দায়ভাক্ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥২৯॥ ভক্ত্যা ত্বনন্তয়া মুক্তির্ব্রহ্মজ্ঞানেন নিশ্চিতা। বেদান্তশাস্ত্রশ্রবণাদ্‌যতীনামূর্দ্ধরেতসাম্ ॥ ৩০ ॥ সা চ মুক্তির্বিনা জ্ঞানদর্শনশ্রবণোদ্ভবম্। যত্রাশ্রমং বিনা বিপ্রা বিরক্তিঞ্চ বিনা তথা ॥ ৩১ ॥ সর্ব্বেষাং চৈব বর্ণানামখিলাশ্রমিণামপি। রামেশ্বরমহালিঙ্গদর্শনাদেব কেবলাৎ ॥ ৩২ ॥ অপুনর্ভবদা মুক্তির্ভবিষ্যত্যবিলম্বিতা। কৃমিকীটাশ্চ দেবাশ্চ মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ৩৩ ॥ তুল্যা রামেশ্বরক্ষেত্রে রামনাথপ্রসাদতঃ। পাপং কৃতং ময়ানেকমিতি মা ক্রিয়তাং ভয়ম্ ॥ ৩৪ ॥ মা গর্ব্বঃ ক্রিয়তাং পুণ্যং ময়াকারীতি বা জনৈঃ। রামেশ্বরমহালিঙ্গে সাম্বরুদ্রে বিলোকিতে ॥ ৩৫ ॥ ন ন্যূনা নাধিকাশ্চ স্যুঃ কিন্তু সর্ব্বে জনাঃ সমাঃ। রামেশ্বরমহালিঙ্গং যঃ পশ্যতি সভক্তিকম্ ॥৩৬॥ ন তেন তুল্যতামেতি চতুর্ব্বেদ্যপি ভূতলে। রামেশ্বরমহালিঙ্গে ভক্তো যঃ শ্বপচোঽপি সন্ ॥ ৩৭ ॥ তস্মৈ দানানি দেয়ানি নান্যস্মৈ চ ত্রয়ীবিদে। যা গতির্যোগযুক্তানাং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্ ॥ সা গতিঃ সর্ব্বজন্তূনাং রামেশ্বরবিলোকিনাম্। রামনাথশিবক্ষেত্রে যে বসন্তি নরা তে সর্ব্বে পঞ্চবক্ত্রাঃ স্যুশ্চন্দ্রালঙ্কৃতমস্তকাঃ ॥ ৩৯ ॥ নানাভরণসংযুক্তাস্তথৈব বৃষভধ্বজাঃ ॥৪০॥ ত্রিনেত্রা ভস্মদিগ্ধাঙ্গাঃ কপালাকৃতিশেখরাঃ। সাক্ষাৎ সাম্বা মহাদেবা ভবেয়ুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥ রামনাথশিবক্ষেত্রং যে ব্রজন্তি নরা মুদা। পদেপদেঽশ্বমেধানাং প্রাপ্নুয়ুঃ সুকৃতানি তে ॥ ৪২ ॥ রামসেতুং সমাশ্রিত্য রামনাথস্য তুষ্টয়ে। দদাতি গ্রামমেকং যো ব্রাহ্মণায় সভক্তিকম্ ॥ ৪৩ ॥ তেন ভূঃ সকলা দত্তা সশৈলবনকাননা। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং রামনাথায় যো নরঃ ॥ ৪৪ ॥ ভক্ত্যা দদাতি তং রক্ষেদ্রামনাথো হ্যহর্নিশম্। রামনাথমহালিঙ্গে সাম্বে কারুণিকে শিবে ॥ ৪৫ ॥ অত্যন্তদুর্লভা ভক্তিস্তৎপূজাপ্যতিদুর্লভা। স্তোত্রঞ্চ দুর্লভং প্রোক্তং স্মরণং চাতিদুর্লভম্ ॥ ৪৬ ॥ রামনাথেশ্বরং লিঙ্গং মহাদেবং ত্রিলোচনম্। শরণং যে প্রপদ্যন্তে ভক্তিযুক্তেন চেতসা ॥ ৪৭ ॥ লাভস্তেষাং জয়স্তেষামিহ লোকে পরত্র চ। রামনাথমহালিঙ্গবিষয়া যস্য শেমুষী ॥ ৪৮ ॥ দিবারাত্রঞ্চ ভবতি স বৈ ধন্যতরো ভুবি। রাম-

ব্যক্তিতেও থাকে, তবে সেই ব্যক্তিও মুক্তিক্ষেত্রসমূহের দায়ভাগী বলিয়া কীর্ত্তিত। অনন্যনিষ্ঠ ভক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান, এবং বেদান্তশাস্ত্রের শ্রবণ, এই সকল দ্বারা ঊর্দ্ধরেতা যতিগণের মুক্তি সুনিশ্চিত। কিন্তু হে বিপ্রগণ! জ্ঞান, দর্শন, শ্রবণ, কোন আশ্রম কিম্বা বৈরাগ্য বিনাও মাত্র রামেশ্বর মহালিঙ্গের দর্শনেই সর্ব্বাশ্রমবাসী সর্ব্ববর্ণের সেই মুক্তি লভ্য হইয়া থাকে। কেবল রামেশ্বর মহালিঙ্গ দর্শনেই নরগণের অপুনর্ভবকারিণী মুক্তি সত্বর সঙ্ঘটিত হয়। রামনাথের প্রসাদে রামেশ্বরক্ষেত্রে কৃমি, কীট, দেব, মুনি, তপোধন, সকলেই তুল্য। সকলেরই মর্য্যাদা সমান। আমি অনেক পাপ করিয়াছি, এই বলিয়া নরগণ যেন ভয় করে না, এবং আমি অনেক পুণ্য করিয়াছি, এই বলিয়া তাহারা যেন গর্ব্ব করে না, কেন-না রামেশ্বর মহালিঙ্গ সন্দর্শনে সকল জনই সমান হইয়া যায়; কেহ ন্যূন বা কেহই প্রধান হয় না। যে ভক্তিপূর্ব্বক রামেশ্বর মহালিঙ্গ দর্শন করে, এ ভূতলে চতুর্ব্বেদবেদী ব্যক্তিও তাঁহার তুল্য নহেন। রামেশ্বর মহালিঙ্গে ভক্তিমান্ ব্যক্তি যদি চণ্ডালও হয়, তবে বেদবিৎ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া তাঁহাকেই দেয় দ্রব্য দান করা সমুচিত। যোগযুক্ত ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণের যে গতি হয়, রামেশ্বরদর্শী সর্ব্ব প্রাণীরই সেই গতি হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! যে সকল নর রামনাথ শিবক্ষেত্রে বাস করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রমণ্ডিতমূর্দ্ধা মহাদেব হইয়া থাকে। ২০—৩৯। অপিচ তাহারা পঞ্চবক্ত্র, নানাভরণযুক্ত, বৃষধ্বজ, ত্রিনেত্র, ভস্মভূষিতাঙ্গ, কপালমালী, অম্বাসমন্বিত সাক্ষাৎ দেবদেব হয় নিশ্চয়ই। যে সকল নর হৃষ্টচিত্তে রামনাথ শিবক্ষেত্রে গমন করে, তাহারা পদে পদে অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রামসেতুর আশ্রয় করিয়া রামনাথের প্রীতির উদ্দেশে যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত ব্রাহ্মণকে একখানিমাত্র গ্রাম দান করে, তৎকর্ত্তৃক সশৈলবনকাননা নিখিল ভূমি প্রদত্ত হইয়া থাকে। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক রামনাথকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল, দান করে, রামনাথ দিবারাত্র তাহাকে রক্ষা করেন। অম্বা-সমন্বিত পরমকারুনিক রামনাথ শিবে ভক্তি একান্ত দুর্ল্লভ এবং তাঁহার পূজাও অতি দুর্ল্লভ। অপিচ তাঁহার স্তোত্র এবং স্মরণও অতি দুর্ল্লভ বলিয়া কীর্ত্তিত। যাঁহারা ভক্তিযুক্ত-চিত্তে ত্রিলোচন মহাদেব রামনাথেশ্বর লিঙ্গের শরণ গ্রহণ করে, ইহলোকে এবং পরলোকে তাহাদেরই লাভ এবং তাহাদেরই জয়। যাহার বুদ্ধি সর্ব্বদাই রামনাথলিঙ্গ-

নাথেশ্বরং লিঙ্গং যো ন পূজয়তে শিবম্॥ ৪৯॥ নায়ং ভুক্তেশ্চ মুক্তেশ্চ রাজ্যানামপি ভাজনম্। রামেশ্বরমহালিঙ্গং যঃ পূজয়তি ভক্তিতঃ॥ ৫০॥ ভুক্তিমুক্ত্যোশ্চ রাজ্যানামসৌ পরমভাজনম্। রামনাথার্চ্চনসমং নাধিকং পুণ্যমস্তি বৈ॥ ৫১॥ রামনাথেশ্বরং লিঙ্গং দ্বেষ্টি যো মোহমাস্থিতঃ। ব্রহ্মহত্যাযুতং তেন কৃতং নরককারণম্॥ ৫২॥ তৎসম্ভাষণমাত্রেণ মানবো নরকং ব্রজেৎ। রামনাথপরা দেবা রামনাথপরা মখাঃ॥ ৫৩॥ রামনাথপরাঃ সর্ব্বে তস্মাদন্যন্ন বিদ্যতে। অতঃ সর্ব্বং পরিত্যজ্য রামনাথং সমাশ্রয়েৎ॥৫৪॥ রামনাথমহালিঙ্গং শরণং যাতি চেন্নরঃ। দৌর্ম্মত্যং তস্য নাস্ত্যেব শিবলোকঞ্চ যাস্যতি॥ ৫৫॥ সর্ব্বযজ্ঞতপোদানতীর্থস্নানেষু যৎফলম্। তৎফলং কোটিগুণিতং রামনাথস্য সেবয়া॥ ৫৬॥ রামনাথেশ্বরং লিঙ্গং চিন্তয়ন্ ঘটিকাদ্বয়ম্। কুলৈকবংশমুদ্ধৃত্য শিবলোকে মহীয়তে॥ দিনমেকন্তু যঃ পশ্যেদ্রামনাথং মহেশ্বরম্। ইহৈব ধনবান্ ভূত্বা সোঽন্তে রুদ্রশ্চ জায়তে॥ ৫৮॥ যঃ স্মরেৎ প্রাতরুত্থায় রামনাথং মহেশ্বরম্। অনেনৈব শরীরেণ স শিবো বর্ত্ততে ভুবি॥ ৫৯॥ রামনাথমহালিঙ্গদ্রষ্টুর্দর্শনমাত্রতঃ। অন্যেষাং প্রাণিনাং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥ ৬০॥ রামনাথেশ্বরং লিঙ্গং মধ্যাহ্নে যস্তু পশ্যতি। সুরাপানসহস্রাণি তস্য নশ্যন্তি তৎক্ষণাৎ॥ ৬১॥ সায়ংকালে পশ্যতি যো রামনাথং সভক্তিকম্। গুরুস্ত্রীগমনোৎপন্নপাতকং তস্য নশ্যতি॥ ৬২॥ সায়ংকালে মহাস্তোত্রৈঃ স্তৌতি রামেশ্বরং তু যঃ। স্বর্ণস্তেয়সহস্রাণি তস্য নশ্যন্তি তৎক্ষণাৎ॥ ৬৩॥ স্নানঞ্চ ধনুষঃ কোটৌ রামনাথস্য দর্শনম্। ইতি লভ্যেত বৈ পুংসাং কিং গঙ্গাজলসেবয়া॥ ৬৪॥ রামনাথমহালিঙ্গসেবয়া যন্ন লভ্যতে। তদন্যধর্ম্মজালেন নৈব লভ্যেত কর্হিচিৎ॥ ৬৫॥ রামনাথং মহালিঙ্গং যঃ কদাপি ন পশ্যতি। সঙ্করঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ন পিতুর্ব্বীজসম্ভবঃ॥ ৬৬॥ রামনাথেতিশব্দং যস্ত্রিঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থিতঃ। তস্য পূর্ব্বদিনোৎপন্নপাতকং নশ্যতি ক্ষণাৎ॥ ৬৭॥ রামনাথে মহালিঙ্গে ভক্তরক্ষণদীক্ষিতে। ভো জনা বিদ্যমানেঽপি যাচনাঃ কিং

বিষয়িণী, সেই ব্যক্তিই ভূতলে ধন্যতর। যে ব্যক্তি রামনাথেশ্বর লিঙ্গের পূজায় পরাঙ্মুখ, সে কখনই ভুক্তি-মুক্তি বা রাজ্যভাগী হয় না। যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত সেই রামেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে, ভুক্তি, মুক্তি ও রাজ্যসমূহের সেই ব্যক্তিই পরম ভাজন। রামনাথের অর্চ্চনতুল্য অধিক পুণ্য আর নাই। যে মূঢ় নর রামনাথ লিঙ্গের দ্বেষ করে, নরক-নিদান অযুত ব্রহ্মহত্যা তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাহার সহিত সম্ভাষণমাত্রেই নর নিরয়ে নিপতিত হইয়া থাকে। দেবগণ রামনাথ-পর, মখসকল রামনাথ-পর, এমন কি সমস্তই রামনাথ-পর। তদতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই। অতএব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই আশ্রয় করিবে। নর যদি রামনাথ মহালিঙ্গের শরণাপন্ন হয়, তবে তাহার দুর্ম্মতি নষ্ট হইয়া যায়; সে শিবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, তপস্যা, দান ও তীর্থস্নানে যে ফল হয়, রামনাথের সেবায় সেই ফল কোটিগুণ হইয়া থাকে। দুই ঘটিকাকাল রামনাথ লিঙ্গের চিন্তা করিলে নর একবিংশকুল উদ্ধার করিয়া শিবলোকে বিহার করে। যে ব্যক্তি সমস্ত দিন ধরিয়া রামনাথ মহেশ্বরকে দর্শন করে, সে ইহকালেই ধনবান্ হইয়া অন্তে রুদ্ররূপে অবতীর্ণ হয়। ৪০—৫৮। যে ব্যক্তি প্রভাতে উঠিয়া রামনাথ মহেশ্বরকে স্মরণ করে, সে তাহার বর্ত্তমান দেহেই ভূতলে শিব হইয়া থাকে। রামনাথ-মহালিঙ্গ-দর্শীর দর্শনমাত্রেই অন্যান্য প্রাণীর পাপপুঞ্জ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি মধ্যাহ্নে রামনাথেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, তৎক্ষণাৎ তাহার সহস্র সহস্র সুরাপানজনিত দোষ নষ্ট হইয়া যায়। সায়ংকালে যে ব্যক্তি রামনাথকে দর্শন করে, গুরুস্ত্রীগমনজন্য পাতক তাহার নষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে মহাস্তোত্রসমূহ দ্বারা রামেশ্বরকে স্তব করে, তৎক্ষণাৎ তাহার সহস্র সহস্র স্বর্ণ স্তেয়-পাপ নষ্ট হয়। যদি ধনুষ্কোটীতে স্নান এবং রামনাথলিঙ্গের সন্দর্শন লাভ করা যায়, তবে আর নরগণের গঙ্গাজলসেবায় প্রয়োজন কি? রামনাথ মহালিঙ্গের সেবা করিয়া যাহা না লাভ করা যায়, অন্য কোন ধর্ম্ম-সেবনেই কদাচ তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রামনাথ মহালিঙ্গ যে ব্যক্তি কখনও দর্শন করে না, সে সঙ্কর বলিয়াই বিজ্ঞেয়, কদাচ সে তাহার পিতৃবীজ-সম্ভূত নহে। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া রামনাথ শব্দ তিনবার পাঠ করে, তাহার পূর্ব্বোদিনোৎপন্ন পাতক ক্ষণমধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়। ভক্তরক্ষণ-দীক্ষিত রামনাথ মহালিঙ্গ বিদ্যমানে—হে জনগণ!

প্রয়াস্যথ ॥ ৬৮ ॥ রামনাথমহালিঙ্গে প্রসন্নে করুণানিধৌ। নশ্যন্তি সকলাঃ ক্লেশা যথা সূর্য্যোদয়ে হিমম্ ॥ ৬৯ ॥ প্রাণোৎক্রমণবেলায়াং রামনাথং স্মরেদ্যদি। জন্মনেহসৌ ন লভেত ভূয়ঃ শঙ্করতামিয়াৎ ॥ ৭০ ॥ রামনাথ মহাদেব মাং রক্ষ করুণানিধে। ইতি যঃ সততং ব্রূয়াৎ কলিনাসৌ ন বাধ্যতে॥ ৭১ ॥ রামনাথ জগন্নাথ ধূর্জ্জটে নীললোহিত। ইতি যঃ সততং ব্রূয়াদ্বাধ্যতেহসৌ ন মায়য়া ॥ ৭২ ॥ নীলকণ্ঠ মহাদেব রামেশ্বর সদাশিব। ইতি ব্রুবন্ সদা জন্তুর্নৈব কামেন বাধ্যতে ॥৭৩॥ রামেশ্বর যমারাতে কালকূটবিষাদন। ইতীরয়ন্ জনো নিত্যং ন ক্রোধেন প্রপীড্যতে ॥৭৪॥ রামনাথালয়ং যস্তু দারুভিঃ কুরুতে নরঃ। স পুমান্ স্বর্গমাপ্নোতি ত্রিকোটিকুলসংযুতঃ ॥ ৭৫ ॥ ইষ্টকাভিস্তু যঃ কুর্য্যাৎ স বৈকুণ্ঠমবাপ্নুয়াৎ। শিলাভিঃ কুরুতে যস্তু স গচ্ছেদ্ব্রহ্মণঃ পদম্ ৭৬ ॥ স্ফটিকাদিশিলাভেদৈঃ কুর্ব্বন্নস্যালয়ং জনঃ। শিবলোকমবাপ্নোতি বিমানবরমাস্থিতঃ ॥ ৭৭ ॥ রামনাথালয়ং তাম্রৈঃ কুর্ব্বন্ ভক্তিপুরঃসরম্। শিবসামীপ্যমাপ্নোতি শিবস্যার্দ্ধাসনস্থিতঃ ॥ ৭৮ ॥ রামেশ্বরালয়ং রূপ্যৈঃ কুর্ব্বন্ বৈ মানবো মুদা। শিবসারূপ্যমাপ্নোতি শিববন্মোদতে সদা ॥ ৭৯ ॥ রামনাথালয়ং হেম্না যঃ করোতি সভক্তিকম্। স নরো মুক্তিমাপ্নোতি শিবসাযুজ্যরূপিণীম্ ॥ ৮০ ॥ রামনাথালয়ং হেম্না ধনাঢ্যঃ কুরুতে নরঃ। মৃদা দরিদ্রঃ কুরুতে তয়োঃ পুণ্যং সমং স্মৃতম্ ॥ ৮১ ॥ রামনাথমহালিঙ্গস্নানকালে দ্বিজোত্তমাঃ। ত্রিসন্ধ্যং গেয়নৃত্যে চ মুখবাদ্যৈশ্চ কাহলম্ ॥ ৮২ ॥ বাদ্যান্তস্থানি কুরুতে যঃ পুমান্ ভক্তিপূর্ব্বকম্। স মহাপাতকৈর্মুক্তো রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥৮৩॥ যোহভিষেককস্য সময়ে রামনাথস্য শূলিনঃ। রুদ্রাধ্যায়ঞ্চ চমকং তথা পুরুষসূক্তকম্ ॥ ৮৪ ॥ ত্রিসুপর্ণং পঞ্চশান্তিং পাবমান্যাদিকং তথা। জপেৎ প্রীতিযুতো বিপ্রা নরকং ন সমশ্নুতে ॥ ৮৫ ॥ গবাং ক্ষীরেণ দধ্না চ পঞ্চগব্যৈর্ঘৃতৈস্তথা। রামনাথমহালিঙ্গস্নানং নরকনাশনম্ ॥ ৮৬ ॥ রামনাথমহালিঙ্গং ঘৃতেন স্নাপয়েচ্চ যঃ। কল্পজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ৮৭ ॥ রামনাথমহালিঙ্গং গোক্ষীরৈঃ স্নাপয়ন্নরঃ।

তোমরা আর কোথায় গিয়া কি প্রার্থনা করিতেছ? করুণানিধান রামনাথ প্রসন্ন হইলে, সূর্য্যোদয়ে হিমের ন্যায় সকল ক্লেশ নষ্ট হইয়া যায়। প্রাণান্ত সময়ে যদি রামনাথকে স্মরণ করা যায়, তবে আর জন্ম হয় না; সে শঙ্করত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে করুণানিধে, মহাদেব, রামনাথ! আমাকে তুমি রক্ষা কর; এই বাক্য সর্ব্বদা যে প্রয়োগ করে, সে আর কখনই কাল-কবলিত হয় না। হে রামনাথ, জগন্নাথ, ধূর্জ্জটে, নীললোহিত! এই কথা যে সর্ব্বদা বলে, সে আর কখনই মায়াপাশে আবদ্ধ হয় না। হে নীলকণ্ঠ! হে মহাদেব! হে রামেশ্বর! হে সদাশিব! এই কথা যে জীব সর্ব্বদা উচ্চারণ করে, সে আর কখনই কামনাজালে জড়িত হয় না। হে রামেশ্বর! হে যমনিবারণ! কালকূটবিষ-ভক্ষণ! এই কথা যে ব্যক্তি নিত্য উচ্চারণ করে, সে কখনই ক্রোধপীড়িত হয় না। যে নর, দারুসমূহ দ্বারা রামনাথালয় নির্ম্মাণ করে, ত্রিকোটীকুল সহ সেই পুরুষ স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ইষ্টকাসমূহ দ্বারা রামনাথনিকেতন নির্ম্মাণ করে; তাহার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে রামনাথগৃহ তাম্র দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়া দেয়, সে শিবসামীপ্য প্রাপ্ত হয়,—শিবের অর্দ্ধাসনভাগী হইয়া থাকে। যে মানব রূপ্যদ্বারা সহর্ষে রামেশ্বরালয় নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, তাহার শিবসান্নিধ্য লাভ হয়; সে শিবের ন্যায় সর্ব্বদা বিহার করে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক স্বর্ণ দ্বারা রামনাথালয় নির্ম্মাণ করাইয়া দেয়, সে নর শিবসাযুজ্যরূপিণী মুক্তি প্রাপ্ত হয়।৫৯—৮০। যে ধনাঢ্য ব্যক্তি সুবর্ণ দ্বারা রামনামালয় নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, আর যে দরিদ্র ব্যক্তি মৃত্তিকা দ্বারা রামনাথ ভবন নির্ম্মাণ করে, তাঁহাদের উভয়েরই পুণ্যফল তুল্য। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! রামনাথলিঙ্গের স্নানকালে যে নর ভক্তিভরে ত্রিসন্ধ্যায় গীত, নৃত্য, মুখবাদ্য, কাহলধ্বনি ও অন্যান্য বাদ্যধ্বনি করে, সে মহাপাতক হইতে মুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে বিহার করিয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! যে জন রামনাথ শিবের অভিষেকসময়ে রুদ্রাধ্যায়, চমক, পুরুষসূক্ত, ত্রিসুপর্ণ, পঞ্চশান্তি ও পাবমান্যাদিমন্ত্র প্রীতিযুক্ত হইয়া জপ করে তাহাকে আর নরক ভোগ করিতে হয় না। গোক্ষীর, দধি, পঞ্চগব্য ও ঘৃত দ্বারা রামনাথমহালিঙ্গকে স্নান করাইলে নরকনাশ হয়। যে ব্যক্তি ঘৃত দ্বারা রামনাথ লিঙ্গের স্নান করায়, এক কল্পজন্মার্জ্জিত পাপ তাহার তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। যে নর গোক্ষীর দ্বারা রামনাথ মহালিঙ্গের

কুলৈকবিংশমুদ্ধার্য্য শিবলোকে মহীয়তে॥ ৮৮॥ রামনাথমহালিঙ্গং দধ্না সংস্নাপয়ন্নরঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ৮৯॥ অভ্যঙ্গং তিলতৈলেন রামেশ্বরশিবস্য যঃ। করোতি হি সকৃদ্ভক্ত্যা স কুবেরগৃহে বসেৎ॥ ৯০॥ রামনাথমহালিঙ্গে স্নানমিক্ষুরসেন যঃ। সকৃদপ্যাচরেদ্ভক্ত্যা চন্দ্রলোকং সমশ্নুতে॥ ৯১॥ লিকুচাম্ররসোৎপন্নসারেণ স্নাপয়ন্নরঃ। রামনাথমহালিঙ্গং পিতৃলোকং সমশ্নুতে॥ ৯২॥ নারিকেলজলৈঃ স্নানং রামনাথমহেশ্বরে। ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং নাশনং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ৯৩॥ রামনাথমহালিঙ্গং রম্ভাপক্কৈর্বিমর্দ্দয়ন্। বিনাশ্য সকলং পাপং বায়ুলোকে মহীয়তে॥ ৯৪॥ বস্ত্রপূতেন তোয়েন রামনাথং মহেশ্বরম্। স্নাপয়ন্ বারুণং লোকমাপ্নোতি দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৯৫॥ চন্দনোদকধারাভী রামনাথং মহেশ্বরম্। স্নাপয়েৎ পুরুষো বিপ্রা গান্ধর্ব্বং লোকমাপ্নুয়াৎ॥ ৯৬॥ পুষ্পবাসিততোয়েন হেমসম্পৃক্তবারিণা। পদ্মবাসিততোয়েন স্নানাদ্রামেশ্বরস্য তু॥ ৯৭॥ মহেন্দ্রাসনমারুহ্য তেনৈব সহ মোদতে। পাটলোৎপলকহ্লারপুন্নাগকরবীরকৈঃ॥ ৯৮॥ বাসিতৈর্ব্বারিভির্বিপ্রা রামেশ্বরমহেশ্বরম্। অভিষিচ্য মহদ্ভিশ্চ পাতকৈঃ স বিমুচ্যতে॥ ৯৯॥ যানি চান্যানি পুষ্পাণি সুরভীণি মহান্তি চ। তদ্গন্ধবাসিতৈস্তোয়ৈরভিষিচ্য দয়ানিধিম্॥ ১০০॥ রামেশ্বরমহালিঙ্গং শিবলোকে মহীয়তে। এলাকর্পূরলামজ্জবাসিতৈঃ শুদ্ধবারিভিঃ॥ ১০১॥ রামেশ্বরমহালিঙ্গমভিষিচ্য বিশুদ্ধধীঃ। আগ্নেয়ং লোকমাসাদ্য সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে॥ ১০২॥ রামনাথাভিষেকার্থং মৃদ্‌ঘটান্ যঃ প্রযচ্ছতি। ইহলোকে শতায়ুঃ স্যাৎ সর্ব্বকামসমৃদ্ধিমান্॥ ১০৩॥ তাম্রকুম্ভপ্রদানেন দেবেন্দ্রত্বমবাপ্নুয়াৎ রৌপ্যকুম্ভপ্রদানেন ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে॥ ১০৪॥ হেমকুম্ভপ্রদানেন শিবলোকে মহীয়তে। রত্নকুম্ভপ্রদানেন শিবসামীপ্যমশ্নুতে॥ রামনাথাভিষেকার্থং। নৈবেদ্যার্থমপি দ্বিজাঃ। যো গাং পয়স্বিনীং দদাৎ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ॥ ১০৬॥ প্রাপ্নোতি শিববেশঞ্চ দেহান্তে শিবলোকভাক্। রামসেতৌ ধনুষ্কোটৌ রামনাথেত্যুদীর্য্য যঃ॥ ১০৭॥ যত্র ক্বাপ্যাচরেৎ স্নানং সেতুস্নানফলং লভেৎ। সুধাপ্রলিপ্তং যঃ কুর্য্যাদ্রামনাথশিবালয়ম্॥

স্নান করায়, সে একবিংশ কুল উদ্ধার করিয়া শিবলোকে বিহার করিয়া থাকে। দধি দ্বারা রামনাথ লিঙ্গের স্নান করাইলে নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে বিহার করে। যে ব্যক্তি তিল দ্বারা রামনাথ লিঙ্গের অভ্যঙ্গ করে, দেহান্তে কুবের ভবনে তাহার বাস হয়। হে নর ভক্তিপূর্ব্বক ইক্ষুরস দ্বারা একবারও রামনাথ লিঙ্গের স্নান করায়—তাহার চন্দ্রলোক লাভ হয়। লিকুচ ও আম্ররসোৎপন্ন সার দ্বারা রামনাথ লিঙ্গের স্নান করাইলে নর পিতৃলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নারিকেলজলে রামনাথের স্নান করাইলে ব্রহ্মহত্যাদি পাপের নাশ হয়। পক্ক রম্ভা দ্বারা রামনাথ লিঙ্গ বিমর্দ্দিত করিলে নর সর্ব্বপাপ বিনাশপূর্ব্বক বায়ুলোকে বিহার করিয়া থাকে। হে দ্বিজবরগণ! বস্ত্রপূত জলে রামনাথ মহেশ্বরের স্নান করাইলে বারুণলোক লাভ হয়। চন্দনোদক-ধারা দ্বারা রামনাথ মহেশ্বরকে স্নান করাইলে পুরুষ গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুষ্পবাসিত জল, হেমসম্পৃক্ত বারি ও পদ্মবাসিত জল দ্বারা রামেশ্বরকে স্নান করাইলে নর মহেন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করিয়া তাঁহারই সহিত বিহার করে। হে বিপ্রগণ! পাটল, উৎপল, কহ্লার, পুন্নাগ ও করবীর দ্বারা সুবাসিত জলে রামেশ্বর মহেশ্বরকে অভিষেক করিলে, মহাপাতক হইতেও মুক্ত হওয়া যায়।৮১—৯৯। অন্যান্য যে কিছু সুরভি সুন্দর কুসুম আছে, তাহাদের গন্ধবাসিত বারি দ্বারাও দয়ানিধি রামনাথলিঙ্গের অভিষেক করিলে নর শিবলোকে বিহার করিয়া থাকে। এলা, ও কর্পূরাদি দ্বারা বাসিত শুদ্ধ বারি দ্বারা রামেশ্বর মহালিঙ্গের অভিষেক করিলে বিশুদ্ধবুদ্ধি নর আগ্নেয় লোক প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি রামনাথের অভিষেকের জন্য মৃণ্ময় ঘট প্রদান করে, সে ইহলোকে সর্ব্বকামে সমৃদ্ধ হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে। রামনাথের স্নানার্থ তাম্রকুণ্ড দানে দেবেন্দ্রত্ব, রৌপ্যকুণ্ড দানে ব্রহ্মলোক, হেমকুণ্ডদানে শিবলোক এবং রত্নকুণ্ডদানে শিবসামীপ্য লাভ করে। হে দ্বিজগণ! রামনাথের অভিষেক ও নৈবেদ্যের নিমিত্ত যে ব্যক্তি পয়স্বিনী গাভী দান করে, তাহার অশ্বমেধফললাভ হয় এবং দেহান্তে ঐ ব্যক্তি শিবরূপ প্রাপ্ত হইয়া শিবলোক লাভ করিয়া থাকে। রামসেতুবন্ধে ধনুষ্কোটিতে 'রামনাথ' এই নাম উচ্চারণ করিয়া মানব যে কোন স্থানে স্নান করুক না কেন, তাহার সেতুস্নানফল হইয়া থাকে। যে নর রামনাথ

তৎপুণ্যং গদিতুং নাহং শক্তো বর্ষশতাদপি। নবীকরোতি যো মর্ত্ত্যো রামনাথশিবালয়ম্॥ ১০৯॥ কর্ত্তুঃ শতগুণং জ্ঞেয়ং তস্য পুণ্যফলং দ্বিজাঃ। ছিন্নং ভিন্নঞ্চ যঃ সম্যগ্রামনাথশিবালয়ম্॥ ১১০॥ করোতি ভক্ত্যা পুরুষো ব্রহ্মহত্যাযুতং দহেৎ। রামনাথস্য পুরতো দীপানারোপয়ন্মুদা॥ ১১১॥ অবিদ্যাপটলং ভিত্ত্বা যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্। ঘৃতং তৈলং তথা মুদ্গান্ শর্করাস্তণ্ডুলান্ গুড়ান্॥ ১১২॥ প্রযচ্ছন্ রামনাথায় দেবেন্দ্রপদমশ্নুতে। রামনাথমহালিঙ্গ-দর্শনাদর্চ্চনাৎ স্মৃতেঃ॥ ১১৩॥ স্পর্শনাদপি পাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ। রামনাথায় যো দদ্যান্মহাঘণ্টাঞ্চ দর্পণম্॥ ১১৪॥ বিমানশত-সম্ভোগৈশ্চিরং শিবপুরে বসেৎ। ভেরীমৃদঙ্গপটহ-নিঃসাণমুরজাদিকম্॥ ১১৫॥ বংশকাংস্যাদিবাদিত্রং তথা বাদ্যান্তরাণি চ। প্রযচ্ছন্ রামনাথায় মহা-দেবায় সাদরম্॥ ১৬॥ স বিমানৈর্মহাভোগৈর্বাদ্য-ঘোষসমন্বিতৈঃ॥ অনেকযুগপর্য্যন্তং শিবলোকে মহীয়তে॥ ১১৭॥ রামনাথং সমুদ্দিশ্য যদ্দত্তং স্বল্পমাদরাৎ। তদনন্তফলং দাতুঃ পরত্র ভবতি ধ্রুবম্॥ ১১৮॥ রামেশ্বরে মহাক্ষেত্রে রামনাথস্য সন্নিধৌ। বসন্মুক্তিমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতাম্॥ ১১৯॥ আয়ুঃ প্রয়াতি ত্বরিতং ত্বরিতং যাতি যৌবনম্। ত্বরিতং সম্পদো যান্তি দারপুত্রাদয়স্তথা॥ ১২০॥ রাজাদিভির্দ্ধনং বাধ্যং গৃহক্ষেত্রাদিকং তথা। সর্ব্বঞ্চ ক্ষণিকং বিপ্রা গৃহোপকরণাদিকম্॥ ১২১॥ তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য সংসারস্যোপ-লালনম্। রামেশ্বরমহালিঙ্গমাপন্নার্ত্তিহরং নৃণাম্॥ ১২২॥ শ্রোতব্যং কীর্ত্তিতব্যঞ্চ স্মর্ত্তব্যঞ্চ মনীষিভিঃ। রামেশ্বরায় দেবায় যো বৈ গ্রামান্ প্রযচ্ছতি॥ ১২৩॥ সহি প্রারব্ধদেহান্তে শিব এব প্রজায়তে। পাত্রাণামুত্তমং পাত্রং রামনাথো মহেশ্বরঃ॥ ১২৪॥ তস্মৈ দত্ত্বা দ্বিজাঃ সত্যমনন্তং সুখমশ্নুতে। রামনাথমহালিঙ্গদর্শনাবধি পাতকম্॥ ১২৫॥ দত্ত্বা তস্মৈ জনঃ কিঞ্চিৎ সার্ব্বভৌমো ভবেদ্-ধ্রুবম্। তালবৃন্তং ধ্বজং ছত্রং চন্দনং গুগ্গুলুং তথা॥ ১২৬॥ তাম্রকাংস্যাদিরজতহেমরত্নময়ান্ ঘটান্। প্রযচ্ছন্ত্যভিষেকার্থং রামনাথস্য যে নরাঃ॥ ১২৭॥ ভূমণ্ডলাধিপতয়ো জায়ন্তে তে ভবান্তরে। রামনাথস্য

যে মানব রামনাথমন্দির সুধালিপ্ত করিয়া দেয়, তাহার পুণ্যফল আমি শতবর্ষেও ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহি। যে মানব রামনাথমন্দির নবীকৃত করিয়া দেয়, হে দ্বিজগণ! তাহার পুণ্যফল মন্দিরকর্ত্তা অপেক্ষা শতগুণ অধিক হইয়া থাকে। যে পুরুষ ভক্তিযুক্ত হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন রামনাথমন্দির পূর্ব্বের ন্যায় সুন্দর করিয়া দেয়, সে অযুত ব্রহ্মহত্যানাশে সক্ষম হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি হৃষ্টচিত্তে রামনাথের সম্মুখে প্রদীপ প্রদান করে, সে অবিদ্যাজাল ছেদন করিয়া সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঘৃত, তৈল, মুদ্গ, শর্করা, তণ্ডুল ও গুড়—এই সকল বস্তু রামনাথকে অর্পণ করিলে দেবেন্দ্রপদ লব্ধ হয়। রামনাথ মহালিঙ্গের দর্শন, স্পর্শন, অর্চ্চন ও স্মরণ মাত্রে পাপরাশি ক্ষণমধ্যে বিলয় পাইয়া যায়। যে ব্যক্তি রামনাথকে বৃহৎ ঘণ্টা ও দর্পণ অর্পণ করে, সে শতশত বিমান সম্ভোগ করিয়া শিবপুরে বাস করে। যে ব্যক্তি রামনাথ মহাদেবকে ভেরী, মৃদঙ্গ, পটহ, নিঃসাণ, মুরজাদি, বংশ ও কাংস্যাদি বাদিত্র এবং অন্যান্য বাদ্য প্রদান করে, সে মহাভোগান্বিত বিমানসমূহে ও বাদ্যনিনাদে অন্বিত হইয়া অনেক যুগ যাবৎ শিবলোকে বিহার করিয়া থাকে। রামনাথের উদ্দেশে যে অল্পমাত্র দ্রব্যও সাদরে প্রদান করা হয়, তাহাও দাতার পক্ষে পরকালে অনন্ত ফলজনক হইয়া থাকে।১০০—১১৮। মহাক্ষেত্র রামেশ্বরে রামনাথের সন্নিধানে বাস করিলে নর পুনরাবৃত্তি-বর্জ্জিতা মুক্তি প্রাপ্ত হয়। হে বিপ্রগণ! আয়ু সত্বর যায়, যৌবন সত্বর গত হয় এবং স্ত্রী পুত্র সম্পত্তি এ সকলও সত্বর চলিয়া যায়, ধন ও গৃহ-ক্ষেত্রাদি রাজা কর্ত্তৃক ব্যাহত হয়। এইরূপে সমস্ত গৃহোপকরণই ক্ষণবিনশ্বর। অতএব সংসারের সমস্ত সুখ পরিত্যাগ করিয়া আপন্নার্ত্তিহর মহেশ্বর-লিঙ্গের নামই মনীষিগণের সর্ব্বদা কীর্ত্তি-তব্য ও শ্রোতব্য। যে ব্যক্তি রামেশ্বর দেবকে গ্রামসমূহ অর্পণ করে, সে এই প্রারব্ধ দেহের অবসানে শিব হইয়াই অবতীর্ণ হয়। মহেশ্বর রামনাথই পাত্রসমূহের মধ্যে উত্তম পাত্র; হে দ্বিজগণ! তাঁহাকে দান করিয়া নর নিশ্চয়ই অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রামনাথ মহালিঙ্গ দর্শনের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই পাতকের অস্তিত্ব; তাঁহার দর্শনে আর তাহা থাকে না। সেই রামনাথকে কিঞ্চিৎ দ্রব্য দান করিলেও নর সার্ব্বভৌম হইয়া থাকে। যে সকল নর রামনাথের অভিষেকার্থ তালবৃন্ত, ধ্বজ, ছত্র, চন্দন, গুগ্গুল, তাম্র, কাংস্য, রজত, হেম, ও রত্নময় ঘট সকল দান করে, তাহারা ভবান্তরে

পূজার্থং পুষ্পাণ্যুৎপাদয়ন্তি যে ॥ ১২৮ ॥ অশ্বমেধাদি-যাগানাং ফলান্তদ্ধাপ্লুবন্তি তে। রামেশ্বরে মহালিঙ্গে পূজিতে নমিতে স্মৃতে ॥ ১২৯ ॥ শ্রুতে দৃষ্টে চ বিপ্রেন্দ্রা দুর্লভং নাস্তি কিঞ্চন। রামনাথমহালিঙ্গং সেবিতুং যঃ পুমান্‌ ব্রজেৎ ॥ ১৩০ ॥ তং দৃষ্ট্বা ভয়মাপ্নোতি তস্য পাপৌঘ আশু বৈ। রামনাথো মহাদেবো দৃষ্টো যদি ভবেন্নৃভিঃ ॥ ১৩১ ॥ কিং বেদৈঃ কিমু বা শাস্ত্রৈঃ কিং বা তীর্থনিষেবণৈঃ। চন্দনং কুঙ্কুমং কোষ্ঠং কস্তূরীগুগ্‌গুলুং তথা ॥১৩২॥ মৃগনাভিং চ সরলং দদ্যাদ্রামেশ্বরায় যঃ। স ভূমাবিহ জায়েত ধনাঢ্যো বেদপারগঃ ॥ ৩৩ ॥ মুক্তাভরণবস্ত্রাণি মহার্হাণি দদাতি যঃ। রামনাথায় দেবায় নাসৌ দৌর্গত্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৪ ॥ রামনাথমহালিঙ্গং গঙ্গা-তোয়ৈঃ সমাহৃতৈঃ। যোঽভিষিঞ্চত্যসৌ পূজ্যঃ শিবস্যাপি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ যাবন্ন যাতি মরণং যাবন্নাক্রমতে জরা। যাবন্নেন্দ্রিয়বৈকল্যং তাবদেব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৬ ॥ তাবদেব মহাদেবো রামনাথো মুমুক্ষুভিঃ। বন্দ্যঃ পূজ্যশ্চ মন্তব্যঃ স্তুত্যশ্চ সততং শিবঃ ॥ ৩৭ ॥ রামেশ্বরমহালিঙ্গপূজাতুল্যো ন বিদ্যতে। ধর্ম্মঃ সর্ব্বপুরাণেষু সর্ব্বশাস্ত্রেষু বৈ তথা ॥ ৩৮ ॥ রামনাথেশ্বরং দেবং মহাকারুণিকং প্রভুম্‌। ভক্ত্যা ভজন্তি যে নিত্যস্তে ভূলোকে সুখান্বিতাঃ ॥ ৩৯ ॥ ভুক্ত্বা ভোগান্‌ বহুসুখান্‌ পুত্রদারযুতা ভৃশম্‌। এতচ্ছরীরপাতান্তে মুক্তিং যাস্যন্তি শাশ্বতীম্‌ ॥১৪০॥ শ্রীসূত উবাচ। এবং বঃ কথিতং বিপ্রা রামনাথস্য বৈভবম্‌। যস্ত্বেতচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং পঠতে চ সভক্তিকম্‌ ॥ ১৪০ ॥ স রামনাথসেবায়াঃ ফলমাপ্নোত্যনুত্তমম্‌। ধনুষ্কোটিমহাতীর্থস্নানপুণ্যঞ্চ যাস্যতি ॥ ১৪২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রামনাথপ্রশংসাবর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। সর্ব্ববেদার্থতত্ত্বজ্ঞ পুরাণার্ণবপারগ। ব্যাসপাদাম্বুজদ্বন্দ্বনমস্কারহৃতাশুভ ॥ ১ ॥ পুরাণার্থো-পদেশেন সর্ব্বপ্রাণ্যুপকারক। ত্বয়া হ্যনুগৃহীতাঃ স্ম পুরাণকথনাদ্বয়ম্‌ ॥ ২ ॥ অধুনা সেতুমাহাত্ম্যকথ-নাৎ সুতরাং মুনে। বয়ং কৃতার্থাঃ সঞ্জাতা ব্যাস-

---

ভূমণ্ডলের অধিপতি হইয়া থাকে। যাহারা রাম-নাথের পূজার নিমিত্ত পুষ্পরাশি আহরণ করে, তাহারা অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফলসমূহ লাভ করিয়া থাকে। মহালিঙ্গ রামেশ্বরকে পূজা, নমস্কার, স্মরণ, শ্রবণ, ও দর্শন করিলে তাহার আর দুর্লভ্য কিছুই থাকে না। যে পুরুষ রামনাথ মহালিঙ্গের সেবা করিতে যাত্রা করে, তাহার পাপরাশি তাহাকে দেখিয়া ভীত হয়। নরগণ যদি রামনাথকে দর্শন করে, তবে বেদসমূহ, শাস্ত্রসঙ্ঘ, বা তীর্থসেবন এ সকল দ্বারা তাহার প্রয়োজন কি? যে ব্যক্তি রামে-শ্বরকে চন্দন, কুঙ্কুম, কোষ্ঠ, কস্তুরী, গুগ্‌গুলু, মৃগনাভি ও সরল দান করে, সে এই ভূতলে বেদপারগ ধনাঢ্য ব্যক্তি হইয়া জন্মিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মহামূল্য মুক্তাভরণ রামনাথ দেবকে দান করে, সে আর কথ-নই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি সমাহৃত গঙ্গা-জল দ্বারা রামনাথ মহালিঙ্গের অভিষেক করিয়া পূজা করে, সে শিবেরও পূজ্য হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যাবৎ মৃত্যু না হয়, যাবৎ জরা আসিয়া আক্রমণ না করে, যাবৎ ইন্দ্রিয়বৈকল্য না ঘটে, হে দ্বিজবরগণ! তাবৎ পর্য্যন্তই রামনাথ মহাদেব মুমুক্ষুগণের বন্দ্য, পূজ্য, মন্তব্য এবং স্তুত্য। রামেশ্বর মহালিঙ্গের পূজাতুল্য ধর্ম্ম সর্ব্বপুরাণে বা সর্ব্বশাস্ত্রের কুত্রাপি উল্লেখ নাই। মহাকারুণিক প্রভু রামনাথেশ্বরদেবকে যাহারা নিত্য ভক্তির সহিত পূজা করে, তাহারাই জগতে প্রকৃত সুখান্বিত। তাহারাই ইহ লোকে স্ত্রী-পুত্র-পরিবৃত হইয়া বহু ভোগসুখ ভোগ করত দেহাবসানে নিত্য মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সূত কহিলেন,—এই আমি আপনাদের নিকট রামনাথের বিভব কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে নিত্য ইহা শ্রবণ বা পাঠ করে, সে রামনাথসেবার উত্তম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং ধনু-স্কোটিনামক মহাতীর্থে স্নানজন্য পুণ্য লাভ করে। ১১৯—১৪২।

ি‌চত্বরাংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সর্ব্ববেদার্থতত্ত্বজ্ঞ! হে পুরাণসাগরের পারগামিন্‌! ব্যাসদেবের পাদপদ্ম-দ্বন্দ্বে নমস্কার করিয়া তুমি নিখিল অশুভ হরণ করিয়াছ; পৌরাণিক বিষয়ের উপদেশ দ্বারা সর্ব্ব-প্রাণীরই তুমি উপকার করিয়া থাক। পুরাণপ্রস্তাব বলিয়া তুমি আমাদিগকেও অনুগৃহীত করিয়াছ। হে সম্প্রতি যে সেতুমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে,

শিষ্য •মহামতে ॥ ৩ ॥ যথা প্রতিষ্ঠিতবাল্লিঙ্গং রামো দশরথাত্মজঃ। তচ্ছ্রোতুং বয়মিচ্ছামস্ত্বমিদানীং বদস্ব নঃ ॥ ৪ ॥ শ্রীসূত উবাচ। যদর্থং স্থাপিতং লিঙ্গং গন্ধমাদনপর্ব্বতে। রামচন্দ্রেণ বিপ্রেন্দ্র তদিদানীং ব্রবীমি বঃ ॥ ৫ ॥ হৃতভার্য্যো বনাদ্রামো রাবণেন বলীয়সা। কপিসেনাযুতো ধীরঃ সসৌমিত্রির্মহাবলঃ ॥ ৬ ॥ মহেন্দ্রং গিরিমাসাদ্য ব্যলোকয়ত বারিধিম্। তস্মিন্নপারে জলধৌ কৃত্বা সেতুং রঘূদ্বহঃ ॥ ৭ ॥ তেন গত্বা পুরীং লঙ্কাং রাবণেনাভিরক্ষিতাম্। অস্তঙ্গতে সহস্রাংশৌ পৌর্ণমাস্যাং নিশামুখে ॥ ৮ ॥ রামঃ সসৈনিকো বিপ্রাঃ সুবেলগিরিমারুহৎ। ততঃ সৌধস্থিতং রাত্রৌ দৃষ্ট্বা লঙ্কেশ্বরং বলী ॥ ৯ ॥ সূর্য্যপুত্রোঽস্য মুকুটং পাতয়ামাস ভূতলে। রাক্ষসো ভগ্নমুকুটঃ প্রবিবেশ গৃহোদরম্ ॥ ১০ ॥ গৃহং প্রবিষ্টে লঙ্কেশে রামঃ সুগ্রীবসংযুতঃ। সানুজঃ সেনয়া সার্দ্ধমবরুহ্য গিরেস্তটাৎ ॥ ১১ ॥ সেনাং সুবেশয়দ্বীরো রামো লঙ্কাসমীপতঃ। ততো নিবেশমানাংস্তান্ বানরান্ রাবণানুগাঃ ॥১২॥ অভিজগ্মুর্মহাকায়াঃ সায়ুধাঃ সহসৈনিকাঃ। পর্ব্বণঃ পূতনো জৃম্ভঃ খরঃ ক্রোধবশো হরিঃ ॥ ১৩ ॥ প্রারুজশ্চারুজশ্চৈব প্রহস্তশ্চেতরে তথা। ততোঽভিপততাং তেষামদৃশ্যানাং দুরাত্মনাম্ ॥ ১৪ ॥ অন্তর্দ্ধানবধং তত্র চকার স্ম বিভীষণঃ। তে দৃশ্যমানা বলিভির্হরিভির্দূরপাতিভিঃ ॥ ১৫ ॥ নিহতাঃ সর্ব্বতশ্চৈতে ন্যপতন বৈ গতাসবঃ। অমৃষ্যমাণঃ সবলো রাবণো নির্যযাবথ ॥ ১৬ ॥ ব্যূহ্য তান্ বানরান্ সর্ব্বান্ন্যবারয়ত সায়কৈঃ। রাঘবস্ত্বথ নির্যায় ব্যূঢ়ানীকো দশাননম্ ॥ ১৭ ॥ প্রত্যযুধ্যত বেগেন দ্বন্দ্বযুদ্ধমভূত্তদা। যুযুধে লক্ষ্মণেনাথ ইন্দ্রজিদ্রাবণাত্মজঃ ॥ ১৮ ॥ বিরূপাক্ষেণ সুগ্রীবস্তারেয়েণাপি খর্ব্বটঃ। পৌণ্ড্রেণ চ নলস্তত্র পুটেশঃ পনসেন চ ॥ ১৯ ॥ অন্যেঽপি কপয়ো বীরা রাক্ষসৈর্দ্বন্দ্বমেত্য তু। চক্রুর্যুদ্ধং সুতুমুলং ভীরূণাং ভয়বর্দ্ধনম্ ॥ ২০ ॥ অথ রক্ষাংসি ভিন্নানি বানরৈর্ভীমবিক্রমৈঃ। প্রদুদ্রুবু রণাদাশু লঙ্কাং

ইহা দ্বারা আমরা আরও কৃতার্থ হইলাম। হে মহামতে, ব্যাসশিষ্য! দশরথনন্দন রাম যেরূপে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে শুনিতে ইচ্ছা করি; তুমি অমাদের নিকট তাহাই প্রকাশ করিয়া বল। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্রগণ! রামচন্দ্র যে নিমিত্ত গন্ধমাদন শৈলে রামনাথ লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে আপনাদের নিকট বলিতেছি। বলবান্ রাবণ, বন হইতে ভার্য্যা হরণ করিলে, ধীরপ্রকৃতি মহাবল রাম, কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও কপিসৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া মহেন্দ্রাচলে আরোহণপূর্ব্বক বারিধির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর রঘুনন্দন সেই অপার জলধির উপর সেতু বন্ধন করিয়া সেই সেতুর সাহায্যে রাবণরক্ষিতা লঙ্কায় গমনপূর্ব্বক সূর্য্যাস্তগমনের পর পূর্ণিমার প্রদোষকালে সসৈন্যে সুবেলশৈলে আরোহণ করিলেন। পরে রাত্রিকালে বলবান্ সুগ্রীব সৌধমধ্যগত লঙ্কাপতিকে দেখিয়া তাঁহার মস্তকমুকুট সবলে ভূ-পাতিত করিলেন। রাক্ষসরাজ ভগ্নমুকুট হইয়া স্বীয় গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। লঙ্কানাথ গৃহপ্রবিষ্ট হইলে সুগ্রীবসমভিব্যাহারী বীরবর রাম,অনুজ লক্ষ্মণ ও স্বীয় সেনাগণসহ গিরিতট হইতে অবতরণপূর্ব্বক লঙ্কাসমীপে সেনাসন্নিবেশ করিলেন। অনন্তর মহাকায় রাবণানুচর রাক্ষসগণ আয়ুধ-হস্তে সসৈন্যে সেই সুসজ্জিত রামসেনার উপর আসিয়া আপতিত হইল। ঐ সকল রাক্ষসের নাম,—পর্ব্বণ, পূতন, জৃম্ভ, খর, ক্রোধবশ, হরি, প্রারুজ, আরুজ, ও প্রহস্ত প্রভৃতি। পরে ঐ দুরাত্মগণ অদৃশ্যে থাকিয়া আক্রমণ করিলে, বিভীষণ তাহাদিগের প্রচ্ছন্নতা নষ্ট করিলেন। তখন তাহারা দৃষ্টিপথে পতিত হইলে বলবান্ বানরগণ দীর্ঘ দীর্ঘ লম্ফ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক নিহত করিল। তাহারা গতাসু হইয়া ইতস্ততঃ পতিত হইল। অনন্তর অমর্ষী রাবণ সবলে যুদ্ধ যে নির্গমন করিল। ১-১৬। অনন্তর রাঘব বানরসেনা ব্যূহিত করিয়া সায়ক দ্বারা রাবণাস্ত্র নিবারিত করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং যুদ্ধার্থ নিষ্ক্রান্ত হইয়া দশাননসহ যুদ্ধারম্ভ করিলেন। তখন রামরাবণের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরব্ধ হইল। রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে বিরূপাক্ষ সহ সুগ্রীব, তারাত্মজ অঙ্গদসহ খর্ব্বট, পৌণ্ড্রসহ নল, এবং পনসের সহিত পুটেশ রাক্ষস যুদ্ধারম্ভ করিল। অন্যান্য কপিগণও অন্যান্য রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই সকল রাক্ষস-বানরের অতি তুমুল যুদ্ধ ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন হইয়া উঠিল। অনন্তর ভীমবিক্রম বানরেরা রাক্ষসদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া

রাবণপালিতাম্॥ ২১॥ ভগ্নেষু সর্ব্বসৈন্যেষু রাবণপ্রেরিতেন বৈ। পুত্রেণেন্দ্রজিতা যুদ্ধে নাগাস্ত্রৈরতিদারুণৈঃ॥ ২২॥ বদ্ধৌ দাশরথী বিপ্রা উভৌ তৌ রামলক্ষ্মণৌ। মোচিতৌ বৈনতেয়েন গরুড়েন মহাত্মনা॥ ২৩॥ তত্র প্রহস্তস্তরসা সমভোত্য বিভীষণম্। গদয়া তাড়য়ামাস বিনদ্য রণকর্কশঃ॥ ২৪॥ স তয়াভিহতো ধীমান্ গদয়া ভীমবেগয়া। নাকম্পত মহাবাহুর্হিমবানিব সুস্থিতঃ॥ ২৫॥ ততঃ প্রগৃহ্য বিপুলামষ্টঘণ্টাং বিভীষণঃ। অভিমন্ত্র্য মহাশক্তিং চিক্ষেপাস্য শিরঃ প্রতি॥ ২৬॥ পতন্ত্যা স তয়া বেগাদ্রাক্ষসোঽশনিনা যথা। হৃতোত্তমাঙ্গো দদৃশে বাতরুগ্ন ইব দ্রুমঃ॥ ২৭॥ তং দৃষ্ট্বা নিহতং সংখ্যে প্রহস্তং ক্ষণদাচরম্। অভিদুদ্রাব ধূম্রাক্ষো বেগেন মহতা কপীন্॥ ২৮॥ কপিসৈন্যং সমালোক্য বিদ্রুতং পবনাত্মজঃ। ধূম্রাক্ষমাজঘানাশু শরেণ রণমূর্দ্ধনি॥ ২৯॥ ধূম্রাক্ষং নিহতং দৃষ্ট্বা হতশেষা নিশাচরাঃ। সর্ব্বং রাজ্ঞে যথাবৃত্তং রাবণায় ন্যবেদয়ন্॥ ৩০॥ ততঃ শয়ানং লঙ্কেশঃ কুম্ভকর্ণমবোধয়ৎ। প্রবুদ্ধং প্রেষয়ামাস যুদ্ধায় স চ রাবণঃ॥ ৩১॥ আগতং কুম্ভকর্ণং তং ব্রহ্মাস্ত্রেণ তু লক্ষ্মণঃ। জঘান সমরে ক্রুদ্ধো গতাসুর্ন্যপতচ্চ সঃ॥ ৩২॥ দূষণস্যানুজৌ তত্র বজ্রবেগপ্রমাথিনৌ। হনুমন্নীলনিহতৌ রাবণপ্রতিমৌ রণে॥৩৩॥ বজ্রদংষ্ট্রং সমবধীদ্বিশ্বকর্ম্মসুতো নলঃ। অকম্পনঞ্চ ন্যহনৎ কুমুদো বানরর্ষভঃ॥ ৩৪॥ ষষ্ঠ্যাং পরাজিতো রাজা প্রাবিশচ্চ পুরীং ততঃ। অতিকায়ো লক্ষ্মণেন হতশ্চ ত্রিশিরাস্তথা॥ ৩৫॥ সুগ্রীবেণ হতৌ যুদ্ধে দেবান্তকনরান্তকৌ। হনূমতা হতৌ যুদ্ধে কুম্ভকর্ণসুতাবুভৌ ৩৬॥ বিভীষণেন নিহতো মকরাক্ষঃ খরাত্মজঃ। ততঃ ইন্দ্রজিতং পুত্রং চোদয়ামাস রাবণঃ॥ ৩৭॥ ইন্দ্রজিন্মোহয়িত্বা তৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ। ঘোরৈঃ শরৈরঙ্গদেন হতবাহো দিবি স্থিতঃ॥ ৩৮॥ কুমুদাঙ্গদসুগ্রীবনলজাম্ববদাদিভিঃ। সহিতা বানরাঃ সর্ব্বে ন্যপতংস্তেন ঘাতিতাঃ॥ ৩৯॥ এবং নিহত্য সমরে সসৈন্যৌ রামলক্ষ্মণৌ। অন্তর্দ্দধে তদা ব্যোম্নি মেঘনাদো মহাবলঃ॥ ৪০॥ ততো বিভীষণো রামমিক্ষ্বাকু-

ফেলিল। তাহারা ভয়ে রাবণরক্ষিত লঙ্কার অভিমুখে পলায়ন করিল। সর্ব্বসৈন্য ভগ্ন হইলে রাবণপ্রেরিত ইন্দ্রজিৎ সমরে দারুণ নাগপাশাস্ত্র দ্বারা দশরথনন্দন রাম-লক্ষ্মণকে বদ্ধ করিলেন। অনন্তর বিনতানন্দন মহাত্মা গরুড় তাঁহাদিগকে নাগাস্ত্র হইতে মুক্ত করিল। তখন রণকর্কশ প্রহস্ত সবেগে আগমন করিয়া সিংহনাদপূর্ব্বক গদা দ্বারা বিভীষণকে তাড়িত করিল। ধীমান বিভীষণ সেই ভীমবেগ গদা দ্বারা আহত হইয়া অবিচল হিমাচলের ন্যায় কিঞ্চিৎ মাত্রও কম্পিত হইলেন না। অনন্তর বিভীষণ এক অষ্টঘণ্টাময়ী ভীষণ মহাশক্তি গ্রহণ করিয়া প্রহস্তের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই বজ্রপ্রতিম মহাশক্তি বেগে পতিত হওয়ায় প্রহস্ত রাক্ষসের উত্তমাঙ্গ হৃত হইল; সে তখন প্রভঞ্জনভগ্ন দ্রুমের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। সমরে প্রহস্তকে নিহত দেখিয়া ধূম্রাক্ষ মহাবেগে কপিসৈন্যমধ্যে আপতিত হইল। তখন পবননন্দন কপিসৈন্য বিদ্রুত দেখিয়া শর দ্বারা সমরে ধূম্রাক্ষকে নিহত করিলেন। ধূম্রাক্ষকে নিহত দেখিয়া হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা গিয়া রাবণকে সমস্ত সমরবার্ত্তা নিবেদন করিল। অনন্তর লঙ্কাধিপতি স্বীয় সুপ্ত ভ্রাতা কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিল। কুম্ভকর্ণ প্রবুদ্ধ হইলে, রাবণ সমরে তাঁহাকে প্রেরণ করিল।১৭—৩১। কুম্ভকর্ণকে সমাগত দেখিয়া ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা তাহাকে নিহত করিলেন। কুম্ভকর্ণ গতাসু হইয়া ভূপতিত হইল। অনন্তর দূষণানুজ—রণে রাবণপ্রতিম বজ্রবেগ ও প্রমাথিনামক রাক্ষসদ্বয়কে হনুমান এবং নীল নিহত করিলেন। বিশ্বকর্ম্মনন্দন নল বজ্রদংষ্ট্রকে বধ করিলেন। বানরবর কুমুদের হস্তে অকম্পন নিহত হইল। রাজা রাবণ ষষ্ঠ দিনে পরাজিত হইয়া লঙ্কাপ্রবেশ করিলেন। অতিকায় এবং ত্রিশিরা লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হইল। সুগ্রীব দেবান্তক এবং নরান্তক নামক রাক্ষসদ্বয়কে সমরে নিহত করিলেন। কুম্ভকর্ণের দুই পুত্র হনুমানের হস্তে নিহত হইল। বিভীষণ খরাত্মজ মকরাক্ষকে নিহত করিলেন। অনন্তর রাবণ স্বীয় পুত্র ইন্দ্রজিৎকে আর একবার সমরে প্রেরণ করিল। ইন্দ্রজিৎ ভ্রাতৃযুগল রামলক্ষ্মণকে মায়ায় মোহিত করিয়া ফেলিল। অঙ্গদ ঘোর শর দ্বারা তাহার বাহন বিনষ্ট করিলে, ইন্দ্রজিৎ আকাশে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার শরাঘাতে আহত হইয়া কুমুদ, অঙ্গদ, সুগ্রীব, নল, ও জাম্ববান্ প্রভৃতি বানরগণ ভূপতিত হইল। এইরূপে সেই মহাবল মেঘনাদ সমরে রামলক্ষ্মণকে আহত করিয়া তৎকালে আকাশে অন্তর্হিত হইল। অনন্তর

কুলভূষণম্। উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং প্রণম্য চ পুনঃ-পুনঃ॥ ৪১॥ অয়মস্তো গৃহীত্বা তু রাজরাজস্য শাসনাৎ। গুহ্যকোঽভ্যাগতো রাম ত্বৎসকাশমরিন্দম॥ ৪২॥ ইদমস্তঃ কুবেরস্তে মহারাজ প্রযচ্ছতি। অন্তর্হিতানাং ভূতানাং দর্শনার্থং পরন্তপ॥ ৪৩॥ অনেন স্পৃষ্টনয়নো ভূতান্তর্হিতান্যপি। ভবান্ দ্রক্ষ্যতি যস্মৈ বা ভবানেতৎ প্রদাস্যতি॥ ৪৪॥ সোঽপি দ্রক্ষ্যতি ভূতানি বিয়ত্যন্তর্হিতানি বৈ। তথেতি রামস্তদ্বারি প্রতিগৃহ্যাথ সৎকৃতম্॥ ৪৫॥ চকার নেত্রয়োঃ শৌচং লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ। সুগ্রীবজাম্ববন্তৌ চ হনুমানঙ্গদস্তথা॥ ৪৬॥ মৈন্দদ্বিবিদনীলশ্চ যে চান্যে বানরস্তথা। তে সর্ব্বে রামদত্তেন বারিণা শুদ্ধচক্ষুষঃ॥ ৪৭॥ আকাশেঽন্তর্হিতং বীরমপশ্যনরাবণাত্মজম্। ততস্তমভিদুদ্রাব সৌমিত্রিদৃষ্টিগোচরম্॥ ৪৮॥ ততো জঘান সংক্রুদ্ধো লক্ষ্মণঃ কৃতলক্ষণঃ। কুবেরপ্রেষিতজলৈঃ পবিত্রীকৃতলোচনঃ॥ ৪৯॥ ততঃ সমভবদ্যুদ্ধং লক্ষ্মণেন্দ্রজিতোর্মহৎ। অতীব চিত্রমাশ্চর্য্যং শক্রপ্রহ্লাদয়োরিব॥ ৫০॥ ততস্তৃতীয়-দিবসে যত্নেন মহতা দ্বিজাঃ। ইন্দ্রজিন্নিহতো যুদ্ধে লক্ষ্মণেন বলীয়সা॥ ৫১॥ ততো মূলবলং সর্ব্বং হতং রামেণ ধীমতা। অথ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ প্রিয়পুত্রে নিপাতিতে॥ ৫২॥ নির্যযৌ রথমাস্থায় নগরাদ্বহুসৈনিকঃ। রাবণো জানকীং হন্তুমুদ্যুক্তো-বিন্ধ্যবারিতঃ॥ ৫৩॥ ততো হর্য্যশ্বযুক্তেন রথেনাদিত্যবর্চ্চসা। উপতস্থে রণে রামং মাতলিঃ শক্রসারথিঃ॥ ৫৪॥ ঐন্দ্রং রথং সমারুহ্য রামো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ। শিরাংসি রাক্ষসেন্দ্রস্য ব্রহ্মাস্ত্রেণাবধীদ্রণে॥ ৫৫॥ ততো হতদশগ্রীবং রামং দশরথাত্মজম্। আশীর্ভির্জ্জয়যুক্তাভির্দ্দেবাঃ সর্ষিপুরোগমাঃ॥ ৫৬॥ তুষ্টুবুঃ পরিসন্তুষ্টাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরাস্তথা। রামং কমলপত্রাক্ষং পুষ্পবর্ষৈরবাকিরন্॥ ৫৭॥ রামস্তৈঃ সুরসঙ্ঘাতৈঃ সহিতঃ সৈনিকৈর্বৃতঃ। সীতা-সৌমিত্রিসহিতঃ সমারুহ্য চ পুষ্পকম্॥৫৮॥ তথাভিষিচ্য রাজানং লঙ্কায়াঞ্চ বিভীষণম্। কপিসেনাবৃতো-রামো গন্ধমাদনমন্বগাৎ॥ ৫৯॥ পরিশোধ্য চ বৈদেহীং গন্ধমাদনপর্ব্বতে। রামং কমলপত্রাক্ষং স্থিতবানরসংবৃতম্॥ ৬০॥ হতলঙ্কেশ্বরং বীরং সানুজং সবিভীষণম্ সভার্য্যং দেববৃন্দৈশ্চ সেবিতং

বিভীষণ প্রাঞ্জলি হইয়া ইক্ষ্বাকুকুলভূষণ রামচন্দ্রকে প্রণতিপূর্ব্বক বারবার বলিলেন,—হে অরিন্দম! কুবেরের আদেশে এই গুহ্যক এই জল লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছেন। হে মহারাজ! অন্তর্হিত প্রাণীদিগের দর্শনলাভার্থ কুবের এই জল আপনাকে অর্পণ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা আপনি নয়ন মার্জ্জন করিলে অন্তর্হিত ভূতবৃন্দকে দেখিতে পাইবেন এবং যাহাকে এ জল আপনি অর্পণ করিবেন, সেও দেখিতে পাইবে। রাম 'তথাস্তু' বলিয়া সেই জল হস্তে লইলেন এবং তিনি ও তাঁহার কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ, তাহা দ্বারা নেত্রশৌচ সম্পাদন করিলেন। সুগ্রীব, জাম্ববান, হনূমান্, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, এ বং অন্যান্য বানরবীরগণ সকলেই রামদত্ত জল দ্বারা শুদ্ধনেত্র হইলেন। অনন্তর বানরগণ সকলেই সেই আকাশান্তর্হিত রাবণনন্দনকে দেখিতে পাইলেন। পরে সৌমিত্রি ইন্দ্রজিৎকে দেখিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে আহত করিলেন। কুবেরপ্রেরিত জলে লক্ষ্মণের লোচনযুগল পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। ক্রমে লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের ঘোর যুদ্ধারম্ভ হইল। শক্র ও প্রহ্লাদের যুদ্ধের ন্যায় সে যুদ্ধ অতীব আশ্চর্য্যকর হইয়া উঠিল। ৩২—৫০। হে দ্বিজগণ! পরে তৃতীয় দিনে বলবান্ লক্ষ্মণের হস্তে ইন্দ্রজিৎ নিহত হইল। অনন্তর ধীমান্ রাম সমস্ত মূল বল বিনাশ করিলেন। প্রিয় পুত্রের নিধনে দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে রথারোহণপূর্ব্বক নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। রাবণ জানকীকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু বিন্ধ্য তাহাকে এই কার্য্য হইতে নিবারিত করে। এই সময় ইন্দ্রসারথি মাতলি ইন্দ্রাশ্বযুক্ত আদিত্যবর্ণ রথ লইয়া রামের নিকট আসিলেন। ধার্ম্মিকবর রাম ঐ রথে আরোহণপূর্ব্বক রাক্ষসরাজের মস্তক সকল ছেদন করিলেন! দশরথনন্দন রাম দশাননকে নিহত করিলে দেব, ঋষি, সিদ্ধ ও বিদ্যাধর সকলেই পরিতুষ্ট হইয়া জয়াশীর্ব্বাদে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। কমলদলনয়ন রামের প্রতি পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল। রামচন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি সীতা, সৌমিত্রি, সুরসমূহ ও সৈনিকবৃন্দে পরিবৃত হইয়া পুষ্পকারোহণে গন্ধমাদন পর্ব্বতে আগমন করিলেন। সীতার অগ্নিপরীক্ষা হইল। কমলাক্ষ রাম—বিভীষণ, লক্ষ্মণ, সীতা ও বানরবাহিনীর সহিত গন্ধমাদন পর্ব্বতে

নিপুঙ্গবৈঃ ॥ ৬১ ॥ মুনয়োঽভ্যাগতা দ্রষ্টুং দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। অগস্ত্যং তে পুরস্কৃত্য তুষ্টুবুর্মৈথিলীপতিম্ ॥ ৬২ ॥ মুনয় উচুঃ। নমস্তে রামচন্দ্রায় লোকানুগ্রহকারিণে। অরাবণং জগৎ কর্ত্তুমবতীর্ণায় ভূতলে ॥ ৬৩ ॥ তাড়িকাদেহসংহর্ত্রে গাধিজাধ্বররক্ষিণে। নমস্তে জিতমারীচ সুবাহুপ্রাণহারিণে ॥ ৬৪ ॥ অহল্যামুক্তিসংদায়িপাদপঙ্কজরেণবে। নমস্তে হরকোদণ্ডলীলাভঞ্জনকারিণে ॥ ৬৫ ॥ নমস্তে মৈথিলীপাণিগ্রহণোৎসবশালিনে ॥ নমস্তে রেণুকাপুত্রপরাজয়বিধায়িনে ॥ ৬৬ ॥ সহলক্ষ্মণসীতাভ্যাং কৈকেয্যাস্তু বরদ্বয়াৎ। সত্যং পিতৃবচঃ কর্ত্তুং নমো বনমুপেয়ুষে ॥ ৬৭ ॥ ভরতপ্রার্থনাদত্তপাদুকাযুগলায় তে। নমস্তে শরভঙ্গস্য স্বর্গপ্রাপ্ত্যেকহেতবে ॥ ৬৮ ॥ নমো বিরাধসংহর্ত্রে গৃধ্ররাজসখায় তে। মায়ামৃগমহাক্রূরমারীচাঙ্গবিদারিণে ॥ ৬৯ ॥ সীতাপহারিলঙ্কেশযুদ্ধত্যক্তকলেবরম্। জটায়ুষন্তু সন্দহ্য তৎকৈবল্যপ্রদায়িনে ॥ ৭০ ॥ নমঃ কবন্ধসংহর্ত্রে শবরীপূজিতাঙ্ঘ্রয়ে। প্রাপ্তসুগ্রীবসখ্যায় কৃতবালিবধায় তে ॥ ৭১ ॥ নমঃ কৃতবতে সেতুং সমুদ্রে বরুণালয়ে। সর্ব্বরাক্ষসসংহর্ত্রে রাবণপ্রাণহারিণে ॥ ৭২ ॥ সংসারাম্বুধিসন্তারপোতপাদাম্বুজায় তে। নমো ভক্তার্ত্তিসংহর্ত্রে সচ্চিদানন্দরূপিণে ॥ ৭৩ ॥ নমস্তে রামভদ্রায় জগতামৃদ্ধিহেতবে। রামাদিপুণ্যনামানি জপতাং পাপহারিণে ॥ ৭৪ ॥ নমস্তে সর্ব্বলোকানাং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণে। নমস্তে করুণামূর্ত্তে ভক্তরক্ষণদীক্ষিত ॥ ৭৫ ॥ সসীতায় নমস্তুভ্যং বিভীষণসুখপ্রদ। লঙ্কেশ্বরবধাদ্রাম পালিতং হি জগত্ত্বয়া ॥ ৭৬ ॥ রক্ষ রক্ষ জগন্নাথ পাহ্যস্মাঞ্জানকীপতে। স্তুত্বৈবং মুনয়ঃ সর্ব্বে তূষ্ণীং তস্থুর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭৭ ॥ শ্রীসূত উবাচ। য ইদং রামচন্দ্রস্য স্তোত্রং মুনিভিরীরিতম্। ত্রিসন্ধ্যং পঠতে ভক্ত্যা ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি ॥ ৭৮ ॥ প্রয়াণকালে পঠতো ন ভীতিরুপজায়তে। এতৎস্তোত্রস্য পঠনাদ্ভূত-

বিশ্রাম করিলেন। দেববৃন্দ ও মুনিগণ তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ইত্যবকাশে দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহারা মহর্ষি অগস্ত্যকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মৈথিলীপতিকে স্তব করিতে লাগিলেন। মুনিগণ কহিলেন,—রামচন্দ্র! আপনি লোকানুগ্রহকারী, এ জগৎ রাবণহীন করিবার নিমিত্তই ভূতলে আপনার অবতার। আপনাকে নমস্কার। আপনি তাড়কার দেহ ধ্বংস করিয়াছেন, গাধিনন্দনের যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছেন; মারীচকে জয় করিয়াছেন এবং সুবাহুর প্রাণহরণ করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। আপনার পাদপদ্মের রেণু অহল্যার মুক্তিপ্রদায়ক; আপনি হরধনুর্লীলাভঞ্জনকারী; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি মৈথিলীর পাণিপীড়নে সমুৎসুক হইয়াছিলেন; রেণুকানন্দনকে পরাজয় করিয়াছিলেন, আপনাকে আমি নমস্কার করি। আপনি কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনায় পিতৃবাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে আসিয়াছিলেন, আপনাকে নমস্কার। ভরতের প্রার্থনানুসারে আপনি পাদুকাযুগল প্রদান করিয়াছেন; শরভঙ্গের স্বর্গপ্রাপ্তির আপনিই একমাত্র কারণ; আপনাকে নমস্কার। আপনি বিরাধের সংহর্ত্তা, গৃধ্ররাজের সখা, মায়ামৃগরূপী ক্রূর মারীচের দেহধ্বংসী, আপনাকে নমস্কার করি। জটায়ু সীতাপহর্ত্তা লঙ্কেশ্বরের সহিত যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাকে দগ্ধ করিয়া আপনি কৈবল্য প্রদান করিয়াছিলেন; আপনাকে নমস্কার করি।৬১—৭০। আপনি কবন্ধকে সংহার করিয়াছেন, শবরী কর্ত্তৃক ভবদীয় পাদপদ্ম পূজিত হইয়াছিল, আপনি সুগ্রীবের সহিত সখ্য করিয়া বালিকে বধ করিয়াছিলেন, এবং বরুণালয় সাগরে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্ব রাক্ষসের সংহারকর্ত্তা, রাবণের প্রাণহর্ত্তা; আপনার পদাম্বুজ সংসারসাগরের পোতস্বরূপ; আপনি ভক্তজনের আর্ত্তিহর এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ; আপনাকে নমস্কার। আপনি রামভদ্র, জগৎসমূহের সমৃদ্ধিহেতু, এবং রামাদি পবিত্রনামজাপকদিগের পাপহারী, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সর্ব্বলোকের সৃষ্টি স্থিতি ও অন্তকারী, আপনি করুণামূর্ত্তি ও ভক্তরক্ষণে দীক্ষিত; সীতার সহিত আপনাকে নমস্কার। হে বিভীষণের সুখপ্রদ! আপনি লঙ্কেশ্বরকে বধ করিয়া এজগৎ রক্ষা করিয়াছেন। হে জগন্নাথ! হে জানকীপতে! আমাদিগকে আপনি রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মুনিগণ এইরূপে স্তব করিয়া তূষ্ণীভূত হইলেন। সূত কহিলেন,—যে ব্যক্তি মুনিগণকীর্ত্তিত এই রামস্তোত্র ত্রিসন্ধ্যায় ভক্তির সহিত পাঠ করে, তাহার ভুক্তিমুক্তিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাত্রাকালে এই স্তোত্র পাঠ করিলে তাহার আর

বেতালকাদয়ঃ ॥ ৭৯ ॥ নশ্যন্তি রোগা নশ্যন্তি নশ্যন্তে পাপসঞ্চয়ঃ। পুত্রকামো লভেৎ পুত্রং কন্যা বিন্দতি সৎপতিম্ ॥ ৮০ ॥ মোক্ষকামো লভেন্মোক্ষং ধনকামো ধনং লভেৎ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি পঠন্ ভক্ত্যা ত্বিমং স্তবম্ ॥ ৮১ ॥ ততো রামো মুনীন্ প্রাহ প্রণম্য চ কৃতাঞ্জলিঃ। অহং বিশুদ্ধয়ে প্রাপ্যঃ সকলৈরপি মানবৈঃ ॥ ৮২ ॥ মদ্দৃষ্টিগোচরো জন্তুর্নিত্যমোক্ষস্য ভাজনম্। তথাপি মুনয়ো নিত্যং ভক্তিযুক্তেন চেতসা ॥ ৮৩ ॥ স্বাত্মলাভেন সন্তুষ্টান্ সাধূন্ ভূতসুহৃত্তমান্। নিরহঙ্কারিণঃ শান্তান্ নমস্যাম্যূর্দ্ধরেতসঃ ॥ ৮৪ ॥ যস্মাদ্ব্রহ্মণ্যদেবোঽহমতো বিপ্রান্ ভজে সদা। যুষ্মান্ পৃচ্ছাম্যহং কিঞ্চিত্তদ্বদধ্বং বিচার্য্য তু ॥ ৯৫ ॥ রাবণস্য বধাদ্বিপ্রা যৎপাপং মম বর্ত্ততে। তস্য মে নিষ্কৃতিং ব্রূত পৌলস্ত্যবধজস্য হি। যৎকৃত্বা তেন পাপেন মুচ্যেঽহং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৮৬ ॥ মুনয় ঊচুঃ। সত্যব্রত জগন্নাথ জগদ্রক্ষাধুরন্ধর ॥ ৮৭ ॥ সর্ব্বলোকোপকারার্থং কুরু রাম শিবার্চ্চনম্। গন্ধমাদনশৃঙ্গেঽস্মিন্ মহাপুণ্যে বিমুক্তিদে ॥ ৮৮ ॥ শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠাং ত্বং লোকসংগ্রহকাম্যয়া। কুরু রাম দশগ্রীববধদোষাপনুত্তয়ে ॥ ৮৯ ॥ লিঙ্গস্থাপনজং পুণ্যং চতুর্ব্বক্ত্রোঽপি ভাষিতুম্। ন শক্নোতি ততো বক্তুং কিং পুনর্ম্মনুজেশ্বর ॥ ৯০ ॥ যত্ত্বয়া স্থাপ্যতে লিঙ্গং গন্ধমাদনপর্ব্বতে। অস্য সন্দর্শনং পুংসাং কাশীলিঙ্গাবলোকনাৎ ॥ ৯১ ॥ অধিকং কোটিগুণিতং ফলং স্যান্ন সংশয়ঃ। তব নাম্না ত্বিদং লিঙ্গং লোকে খ্যাতিং সমশ্নুতাম্ ॥ ৯২ ॥ নাশকং পুণ্যপাপাখ্যকাষ্ঠানাং দহনোপমম্। ইদং রামেশ্বরং লিঙ্গং খ্যাতং লোকে ভবিষ্যতি ॥ ৯৩ ॥ মা বিলম্বং কুরুষ্বাতো লিঙ্গস্থাপনকর্ম্মণি। রামচন্দ্র মহাভাগ করুণাপূর্ণবিগ্রহ ॥ ৯৪ ॥ শ্রীসূত উবাচ। ইতি শ্রুত্বা বচো রামো মুনীনাং তং মুনীশ্বরাঃ। পুণ্যকালং বিচার্য্যাথ দ্বিমুহূর্ত্তং জগৎপতিঃ ॥ ৯৫ ॥ কৈলাসং প্রেষয়ামাস হনূমন্তং শিবালয়ম্। শিবলিঙ্গং সমানেতুং স্থাপনার্থং রঘূদ্বহঃ ॥ ৯৬ ॥ রাম উবাচ। হনূমন্নঞ্জনীসূনো বায়ুপুত্র মহাবল। কৈলাসং ত্বরিতো গত্বা লিঙ্গমানয় মা চিরম্ ॥ ৯৭ ॥ ইত্যাজ্ঞপ্তঃ স

কোন ভয় থাকে না। এই স্তোত্র পাঠের ফলে ভূত প্রেতাদি নষ্ট হয়, রোগ সকল দূরীভূত হয় এবং পাপরাশি নষ্ট হইয়া থাকে। পুত্রকাম ব্যক্তি পুত্র লাভ করে এবং কন্যাজন সৎপতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই স্তোত্র পাঠ করিয়া মোক্ষকাম ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করে, ধনার্থী ধন প্রাপ্ত হয়, এমন কি ভক্তির সহিত পাঠ করিলে সর্ব্বকামনাই লাভ করিতে পারে। অনন্তর রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া মুনিগণকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,—সমস্ত মানবই বিশুদ্ধির নিমিত্ত আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া জীব মোক্ষভাজন হয়। তথাপি হে মুনিগণ! আমি নিত্যই ভক্তির সহিত স্বাত্মলাভ-তুষ্ট, ভূতহিতৈষী, অহঙ্কারবর্জ্জিত, ঊর্দ্ধরেতা, শান্ত সাধুগণকে নমস্কার করি। আমি ব্রহ্মণ্যদেব; এই জন্যই ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদা ভজনা করি। যাহা হউক, আমি আপনাদের নিকট কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছি, অতএব বিচার করিয়া আপনারা তাহা বলুন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! রাবণকে বধ করিয়া আমার যে পাপ হইয়াছে, যে কার্য্য করিলে সেই পাপের নিষ্কৃতি হইতে পারে, তাহা আমায় বলুন। মুনিগণ কহিলেন,—হে সত্যব্রত! হে জগন্নাথ! হে জগৎরক্ষণ-ধুরন্ধর! হে রাম! সর্ব্ব লোকের উপকারের নিমিত্ত আপনি শিবার্চ্চন করুন। হে রাম! এই মহাপুণ্য মুক্তিপ্রদ গন্ধমাদনশৃঙ্গে দশাননের বধ দোষ অপনোদনের নিমিত্ত এবং লোকরক্ষার্থ এস্থানে আপনি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করুন।৭৯—৮৯। হে মনুজাধিপ! লিঙ্গ স্থাপন করিলে যে পুণ্য জন্মে, চতুরাননও তাহা ব্যক্ত করিতে অক্ষম। সুতরাং অন্যের যে তাহা ব্যক্ত করিবার শক্তি নাই, এ কথা বলাই বাহুল্য! আপনি গন্ধমাদন পর্ব্বতে যে লিঙ্গ স্থাপন করিবেন, তাহার দর্শনে নরগণের কাশীলিঙ্গ-সন্দর্শন হইতেও কোটিগুণ অধিক ফল লাভ হইবে; সন্দেহ নাই। এই লিঙ্গ আপনার নামানুসারেই জগতে খ্যাতি লাভ করিবে। ইহা পুণ্য-পাপরূপ কাষ্ঠের দহনোপম নাশকর্ত্তা হইবে। অতএব হে রামচন্দ্র! হে করুণাপূর্ণ-কলেবর মহাভাগ! লিঙ্গস্থাপনকার্য্যে আপনি আর বিলম্ব করিবেন না। সূত কহিলেন,—হে মুনিবরগণ! জগৎপতি রামচন্দ্র সেই সমাগত মুনিগণের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া পুণ্যকাল মাত্র দ্বিমুহূর্ত্ত বিচার পূর্ব্বক স্থাপনার্থ লিঙ্গানয়ন করিতে হনূমান্‌কে শিবালয় কৈলাসধামে প্রেরণ করিলেন। রামচন্দ্র কহিলেন,—হে অঞ্জনাগর্ভসম্ভব, বায়ুনন্দন! হে মহাবল, হনূমন্! তুমি কৈলাসে গিয়া শীঘ্র লিঙ্গানয়ন

রামেণ ভুজাবাস্ফাল্য বীর্য্যবান্। মুহূর্ত্তদ্বিতয়ং জ্ঞাত্বা পুণ্যকালং কপীশ্বরঃ॥ ৯৮॥ পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামৃষীণাং চ মহাত্মনাম্। উৎপপাত মহাবেগশ্চালয়ন্ গন্ধমাদনম্॥ ৯৯॥ লঙ্ঘয়ন্ স বিয়ন্মার্গং কৈলাসং পর্ব্বতং যযৌ। ন দদর্শ মহাদেবং লিঙ্গরূপধরঃ কপিঃ॥ ১০০॥ কৈলাসে পর্ব্বতে তস্মিন্ পুণ্যে শঙ্করপালিতে। আঞ্জনেয়স্তপস্তেপে লিঙ্গপ্রাপ্ত্যর্থমাদরাৎ॥ ১০১॥ প্রাগগ্রেষু সমাসীনঃ কুশেষু মুনিপুঙ্গবাঃ। ঊর্দ্ধবাহুর্নিরালম্বো নিরুচ্ছ্বাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১০২॥ প্রসাদয়ন্ মহাদেবং লিঙ্গং লেভে স মারুতিঃ। এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১০৩॥ অনাগতং হনূমন্তং কালং স্বল্পাবশেষিতম্। জ্ঞাত্বা প্রকথিতং তত্র রামং প্রতি মহামতিম্॥ ১০৪॥ রামরাম মহাবাহো কালো হ্যত্যেতি সাম্প্রতম্। জানক্যা যৎকৃতং লিঙ্গং সৈকতং লীলয়া বিভো॥ ১০৫॥ তল্লিঙ্গং স্থাপয়স্বাদ্য মহালিঙ্গমনুত্তমম্। শ্রুত্বৈতদ্বচনং রামো জানক্যা সহ সত্বরম্॥ ১০৬॥ মুনিভিঃ সহিতঃ প্রীত্যা কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ। জ্যৈষ্ঠে মাসে সিতে পক্ষে দশম্যাং বুধহস্তয়োঃ॥ ১০৭॥ গরানন্দে ব্যতীপাতে কন্যাচন্দ্রে বৃষে রবৌ। দশযোগে মহাপুণ্যে গন্ধমাদনপর্ব্বতে॥ ১০৮॥ সেতুমধ্যে মহাদেবং লিঙ্গরূপধরং হরম্। ঈশানং কৃত্তিবসনং গঙ্গাচন্দ্রকলাধরম্॥ ১০৯॥ রামো বৈ স্থাপয়ামাস শিবলিঙ্গমনুত্তমম্। লিঙ্গস্থং পূজয়ামাস রাঘবঃ সাম্বমীশ্বরম্॥ ১১০॥ লিঙ্গস্থঃ স মহাদেবঃ পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ। প্রত্যক্ষমেব ভগবান্ দত্তবান্ বরমুত্তমম্॥ ১১১॥ সর্ব্বলোকশরণ্যায় রাঘবায় মহাত্মনে। ত্বয়াত্র স্থাপিতং লিঙ্গং যে পশ্যন্তি রঘূদ্বহ॥ ১১২॥ মহাপাতকযুক্তাশ্চ তেষাং পাপং প্রণশ্যতি। সর্ব্বাণ্যপি হি পাপানি ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ॥ ১১৩॥ দর্শনাদ্রামলিঙ্গস্য পাতকানি মহান্ত্যপি। বিলয়ং যান্তি রাজেন্দ্র রামচন্দ্র ন সংশয়ঃ॥ ১১৪॥ প্রাদাদেবং হি রামায় বরং দেবোঽম্বিকাপতিঃ। তদগ্রে নন্দিকেশং চ স্থাপয়ামাস রাঘবঃ॥ ১১৫॥ ঈশ্বরস্যাভিষেকার্থং ধনুষ্কোট্যাথ রাঘবঃ। একং কূপং ধরাং ভিত্বা জনয়ামাস বৈ দ্বিজাঃ॥ ১১৬॥ তস্মাজ্জলমুপাদায় স্নাপয়ামাস শঙ্করম্। কোটিতীর্থ-

কর। রাম এইরূপ আজ্ঞা করিলে বীর্য্যবান হনুমান্ ভুজদ্বয় আস্ফালনপূর্ব্বক দুই মুহূর্ত্তমাত্র পুণ্যকাল জানিয়া মহাত্মা দেবঋষিগণের সমক্ষেই মহাবেগে গন্ধমাদনগিরি কম্পিত করত উৎপতিত হইলেন। অনন্তর তিনি আকাশমার্গ লঙ্ঘনপূর্ব্বক কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন; কিন্তু সেখানে গিয়া কপীশ্বর লিঙ্গরূপী মহাদেবের সাক্ষাৎ পাইলেন না। পরে তিনি লিঙ্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত সেই শঙ্করপালিত পুণ্য কৈলাসশৈলে তপস্যা করিতে লাগিলেন। হে মুনিবরগণ! হনূমান্ তথায় ঊর্দ্ধবাহু, নিরালম্ব, নিরুচ্ছ্বাস ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রাগগ্র কুশোপরি উপবেশন পূর্ব্বক মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া লিঙ্গ লাভ করিলেন। হে বিপ্রগণ! ইত্যবকাশে তত্ত্বদর্শী মুনিগণ দেখিলেন,—হনূমান্ আসিলেন না; এ দিকে কালও স্বল্পাবশিষ্ট আছে, ইহা জানিয়া তখন তাঁহারা রামচন্দ্রকে কহিলেন,—হে মহাবাহো! রামরাজ! শুভকাল অতীতপ্রায়; অতএব জানকী যে সৈকতময় লিঙ্গ লীলাক্রমে প্রস্তুত করিয়াছেন, এক্ষণে সেই অনুত্তম মহালিঙ্গেরই প্রতিষ্ঠা করুন। রামচন্দ্র এই কথা শ্রবণে কৃতকৌতুকমঙ্গল হইয়া জানকী ও মুনিগণ সহ জ্যৈষ্ঠমাস, শুক্লপক্ষ, দশমী তিথি, বুধবার, হস্তানক্ষত্র, গরকরণ, হর্ষণযোগ, ব্যতীপাত, কন্যারাশিগত চন্দ্র, ও বৃষরাশিগত সূর্য্য, এই দশ যোগে মহাপুণ্য গন্ধমাদনশৈলে সেতুমধ্যে লিঙ্গরূপী কৃত্তিবাসা, গঙ্গা ও চন্দ্রকলাধর, হর, ঈশান, মহাদেবকে স্থাপিত করিলেন। অনন্তর রাম লিঙ্গস্থ অম্বাসহ ঈশ্বরকে পূজা করিলেন।৯০—১১০। পরে পার্ব্বতীসহ লিঙ্গস্থ ভগবান্ মহাদেব শঙ্কর সর্ব্বলোকশরণ্য মহাত্মা রাঘবকে তখন এইরূপ উত্তম বর প্রদান করিলেন যে, হে রঘূদ্বহ! তুমি এই স্থানে যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, ইহা যাহারা দর্শন করিবে, তাহারা মহাপাতকযুক্ত হইলেও তাহাদের পাপ নষ্ট হইবে। ধনুষ্কোটিতে নিমগ্ন হইলে সর্ব্বপাপই বিলয় পাইবে। রামলিঙ্গের দর্শনমাত্রেই অতি প্রবল মহাপাতকও বিলীন হইবে। হে রাজেন্দ্র, রামচন্দ্র! এবিষয়ে সন্দেহ সংশয় কিছুই নাই। অম্বিকাপতি দেবদেব রামচন্দ্রকে এইরূপ বর প্রদান করিলেন। রাঘব সেই লিঙ্গের সম্মুখে নন্দিকেশ্বর মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। হে দ্বিজগণ! দেবদেব ঈশানের অভিষেকের নিমিত্ত রাঘব ধনুষ্কোটিদ্বারা ধরা ভেদ করিয়া এক কূপ নির্ম্মাণ করিলেন, এবং

মিতি প্রোক্তং তত্তীর্থং পুণ্যমুত্তমম্ ॥ ১১৭ ॥ উক্তং তদ্বৈভবং পূর্ব্বমস্মাভির্মুনিপুঙ্গবাঃ। দেবাশ্চ মুনয়ো নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ। সর্ব্বেঽপি বানরা লিঙ্গমেকৈকং চক্রুরাদরাৎ ॥ ১১৮ ॥ শ্রীসূত উবাচ। এবং বঃ কথিতং বিপ্রা যথা রামেণ ধীমতা ॥ ১১৯ ॥ স্থাপিতং শিবলিঙ্গং বৈ ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্। ইমাং লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাং যঃ শৃণোতি পঠতেঽথবা ॥ ১২০ ॥ স রামেশ্বরলিঙ্গস্য সেবাফলমবাপ্নুয়াৎ। সাযুজ্যং চ সমাপ্নোতি রামনাথস্য বৈভবাৎ ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রামনাথলিঙ্গপ্রতিষ্ঠাবর্ণনং নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। এবং প্রতিষ্ঠিতে লিঙ্গে রামেণাক্লিষ্টকারিণা। লিঙ্গং বরং সমাদায় মারুতিঃ সহসাযযৌ। রামং দাশরথিং বীরমভিবাদ্য স মারুতিঃ। বৈদেহীলক্ষ্মণৌ পশ্চাৎ সুগ্রীবং প্রণনাম চ ॥ ২ ॥ সীতাসৈকতলিঙ্গং তৎ পূজয়ন্তং রঘূদ্বহম্ মুনিভিঃ সার্দ্ধং চুকোপ পবনাত্মজঃ ॥ ৩ ॥ অত্যন্তং খেদখিন্নঃ সন্ বৃথাকৃতপরিশ্রমঃ। উবাচ রামং ধর্ম্মজ্ঞং হনূমানঞ্জনাত্মজঃ ॥ ৪ ॥ হনূমানুবাচ। দুর্জ্জাতোঽহং বৃথা রাম লোকে ক্লেশায় কেবলম্। খিন্নোঽস্মি বহুশো দেব রাক্ষসৈঃ ক্রূরকর্ম্মভিঃ ॥ ৫ ॥ মা স্ম সীমন্তিনী কাচিজ্জনয়েন্মাদৃশং সুতম্। যতোঽনুভূয়তে দুঃখমনন্তং ভবসাগরে ॥ ৬ ॥ খিন্নোঽস্মি সেবয়া পূর্ব্বং যুদ্ধেনাপি ততোঽধিকম্। অনন্তং দুঃখমধুনা যতো মামবমন্যসে ॥ ৭ ॥ সুগ্রীবেণ চ ভার্য্যার্থং রাজ্যার্থং রাক্ষসেন চ। রাবণাবরজেন ত্বং সেবিতোঽসি রঘূদ্বহ। ময়া নির্হেতুকং রাম সেবিতোঽসি মহামতে ॥ ৮ ॥ বানরাণামনেকেষু ত্বয়াজ্ঞপ্তোঽহমদ্য বৈ ॥ ৯ ॥ শিবলিঙ্গং সমানেতুং কৈলাসাৎ পর্ব্বতোত্তমাৎ। কৈলাসং ত্বরিতো গত্বা ন চাপশ্যং পিনাকিনম্ ॥ ১০ ॥ তপসা প্রীণয়িত্বা তং সাম্বং বৃষভবাহনম্। প্রাপ্তলিঙ্গো রঘুপতে ত্বরিতঃ সমুপাগতঃ ॥ ১১ ॥ অন্যলিঙ্গং ত্বমধুনা প্রতিষ্ঠাপ্য

তাহা হইতে জল তুলিয়া শঙ্কর-লিঙ্গ স্নান করাইলেন। ঐ কূপ পবিত্র কোটিতীর্থ নামে বিখ্যাত হইল। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ঐ কোটিতীর্থের বৈভব আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যাহা হউক, পরে দেব, মুনি, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা এবং সমস্ত বানরেরা প্রত্যেকে শ্রদ্ধার সহিত এক একটী লিঙ্গ তথায়

ধীমান্ রাম যেরূপে ভুক্তিমুক্তিপ্রদ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; তাহা আমি আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এই লিঙ্গপ্রতিষ্ঠার কথা যে ব্যক্তি কিম্বা পাঠ করে, সে রামেশ্বরলিঙ্গের সেবাফল প্রাপ্ত হয় এবং রামনাথের মাহাত্ম্যে তদীয় সাযুজ্যলাভ করিয়া থাকে। ১১১—১২১।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৪।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম এইরূপে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে পর মারুতি কৈলাসশৈল হইতে বর-লিঙ্গগ্রহণ করিয়া সমাগত হইলেন। তিনি আসিয়া দশরথসুত বীরবর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে অভিবাদন করিয়া পরে সুগ্রীবকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর মুনিগণসহ রামচন্দ্রকে সীতাকৃত সৈকতলিঙ্গ পূজা করিতে দেখিয়া পবননন্দন কুপিত হইলেন এবং অত্যন্ত খেদখিন্ন হইয়া ভাবিলেন,—আমার পরিশ্রম বৃথা হইয়াছে। পরে পবনাত্মজ হনূমান্ ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্রকে কহিলেন,—হে রাম! আমার বৃথা জন্ম; জগতে কেবল ক্লেশের জন্যই আমি জন্মিয়াছি। হে দেব! ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসদিগের সহিত বহু যুদ্ধ করিয়া আমি বৃথাই খিন্ন হইয়াছি। কোন রমণী যেন আমার ন্যায় পুত্র প্রসব করে না; কেননা, যাহা হইতে ভবসাগরে তাহাকে অনন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইতে হইবে। পূর্ব্বে সেবা করিয়া খিন্ন হইয়াছি; পরে যুদ্ধ করিয়া ততোঽধিক দুঃখ পাইয়াছি; এক্ষণে আপনি আমায় অবজ্ঞা করায় অধুনা অনন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম। হে রঘূদ্বহ! সুগ্রীব ভার্য্যালাভার্থ এবং বিভীষণ রাজ্যলাভার্থ আপনাকে সেবা করিয়াছেন; কিন্তু হে মহামতে, রাম! আমি আপনাকে অহৈতুক সেবা করিয়াছি। ১—৮। বানর বহুসংখ্যক আছে, তাহাদের মধ্যে অদ্য আপনি কৈলাস হইতে শিবলিঙ্গ আনয়নের জন্য আমাকেই আজ্ঞা করিয়াছিলেন। আমি সত্বর কৈলাসশৈলে গিয়া পিনাকপাণির সাক্ষাৎ পাইলাম না। পরে তপস্যা করিয়া অম্বাসহ বৃষভবাহনকে আমি প্রীত করিলাম এবং লিঙ্গ লাভ করিয়া সত্বর

তু সৈকতম্। মুনিভির্দেবগন্ধর্বৈঃ সাকং পূজয়সে বিভো ॥ ১২ ॥ ময়ানীতমিদং লিঙ্গং কৈলাসাৎ পর্ব্বতাদ্বৃথা। অহো ভারায় মে দেহো মন্দভাগ্যস্য জায়তে ॥ ১৩ ॥ ভূতলস্থ মহারাজ জানকীরমণ প্রভো। ইদং দুঃখমহং সোঢ়ুং ন শক্নোমি রঘূদ্বহ ॥ ১৪ ॥ কিং করিষ্যামি কুত্রাহং গমিষ্যামি ন মে গতিঃ। অতঃ শরীরং ত্যক্ষ্যামি ত্বয়াহমবমানিতঃ ॥ ১৫ ॥ শ্রীসূত উবাচ। এবং স বহুশো বিপ্রাঃ ক্রুশিত্বা পবনাত্মজঃ দণ্ডবৎ প্রণতো ভূমৌ ক্রোধ-শোকাকুলোঽভবৎ ॥ ১৬ ॥ তং দৃষ্ট্বা রঘুনাথোঽপি প্রহসন্নিদমব্রবীৎ। পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং মুনীনাং কপিরক্ষসাম্। সান্ত্বয়ন্মারুতিং তত্র দুঃখং চাস্য প্রমার্জ্জয়ন্ ॥ ১৭ ॥ শ্রীরাম উবাচ। সর্ব্বং জানাম্যহং কার্য্যমাত্মনোঽপি পরস্য চ ॥ ১৮ ॥ জাতস্য জায়মানস্য মৃতস্যাপি সদা কপে। জায়তে ম্রিয়তে জন্তুরেক এব স্বকর্ম্মণা ॥ ১৯ ॥ প্রযাতি নরকং চাপি পরমাত্মা তু নির্গুণঃ। এবং তত্ত্বং বিনিশ্চিত্য শোকং মা কুরু বানর ॥ ২০ ॥ লিঙ্গ-ত্রয়বিনির্ম্মুক্তং জ্যোতিরেকং নিরঞ্জনম্। নিরাশ্রয়ং নির্ব্বিকারমাত্মানং পশ্য নিত্যশঃ ॥ ২১ ॥ কিমর্থং কুরুষে শোকং তত্ত্বজ্ঞানস্য বাধকম্। তত্ত্বজ্ঞানে সদা নিষ্ঠাং কুরু বানরসত্তম ॥ ২২ ॥ স্বয়ম্প্রকাশমাত্মানং ধ্যায়স্ব সততং কপে। দেহাদৌ মমতাং মুঞ্চ তত্ত্ব-জ্ঞানবিরোধিনীম্ ॥ ২৩ ॥ ধর্ম্মং ভজস্ব সততং প্রাণিহিংসাং পরিত্যজ। সেবস্ব সাধুপুরুষান্ জহি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ২৪ ॥ পরিত্যজস্ব সততমন্যেষাং দোষকীর্ত্তনম্। শিববিষ্ণ্বাদিদেবানামর্চ্চাং কুরু সদা কপে ॥ ২৫ ॥ সত্যং বদস্ব সততং পরিত্যজ শুচং কপে। প্রত্যগ্‌ব্রহ্মৈকতাজ্ঞানং মোহবন্ধসমুদ্ভবম্। ২৬ ॥ শোভনাশোভনা ভ্রান্তিঃ কল্পিতাস্মিন্ যথার্থবৎ। অধ্যাস্তে শোভনত্বেন পদার্থে মোহবৈভবাৎ ॥ ২৭ রাগো বিজায়তে নৃণাং ভ্রান্তানাং কপিসত্তম। রাগদ্বেষবলাদ্বদ্ধা ধর্ম্মাধর্ম্মবশঙ্গতাঃ ॥ ২৮ ॥ দেব-তির্য্যঙ্মনুষ্যাদ্যা নিরয়ং যান্তি মানবাঃ। চন্দনাগুরু-কর্পূরপ্রমুখা অতিশোভনাঃ ॥ ২৯ ॥ মলং ভবন্তি যৎস্পর্শাত্তচ্ছরীরং কথং সুখম্। ভক্ষ্যভোজ্যাদয়ঃ

হেথায় সমাগত হইলাম। কিন্তু আপনি অধুনা সৈকত-ময় লিঙ্গান্তর প্রতিষ্ঠা করিয়া দেব, মুনি ও গন্ধর্ব্ব-গণের সহিত একযোগে অর্চ্চনা করিতেছেন। আমি কৈলাস হইতে এই লিঙ্গ বৃথাই আনয়ন করিলাম। অহো আমি মন্দভাগ্য! শুদ্ধ ভারবহনের জন্যই আমার এদেহের উৎপত্তি। হে প্রভো! হে জানকী-রমণ, মহারাজ! এ দুঃখ আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। আমি কি করিব? কোথায় যাইব? আমার গতি কি হইবে? আপনা কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া আমি এ দেহ পরিত্যাগ করিব। সূত কহি-লেন,—হে বিপ্রগণ! পবন-নন্দন এইরূপ বহু বিলাপ করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন এবং ক্রোধে-শোকে আকুল হইয়া পড়িলেন। রঘুনাথ তাঁহাকে দেখিয়া হাস্যপূর্ব্বক সমস্ত দেব, মুনি ও কপি-রাক্ষস-দিগের সমক্ষে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া মারুতির দুঃখ প্রমার্জ্জিত করত কহিলেন,—হে কপে! আমি আত্ম-পর—জাত-জায়মান ও মৃত, সকলেরই সকল কার্য্য সর্ব্বদা পরিজ্ঞাত আছি। জীব নিজের কর্ম্মানুসারেই জাত ও মৃত হয় এবং নিজ কর্ম্মানু-সারেই নরকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। কিন্তু পর-মাত্মা যিনি, তিনি নির্গুণ। হে বানর! এই তত্ত্ব তুমি নিশ্চয় করিয়া শোক করিও না। তুমি আত্মাকে নিত্য লিঙ্গত্রয়নির্ম্মুক্ত একমাত্র জ্যোতিঃস্বরূপ, নিরাশ্রয় ও নির্ব্বিকাররূপে অবলোকন কর। ৯—২১। কিজন্য তুমি তত্ত্বজ্ঞানের বাধক শোক প্রকাশ করিতেছ? হে বানর! তুমি সর্ব্বদা তত্ত্বজ্ঞানে একনিষ্ঠ হও, যিনি সেই স্বয়ম্প্রকাশ আত্মা, তাঁহাকে সর্ব্বদা ধ্যান কর, দেহাদিতে মমতা করিও না; ঐরূপ মমতা তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধিনী। সর্ব্বদা তুমি ধর্ম্মাচরণ কর, প্রাণিহিংসা করিওনা; উহা পরিত্যাগ কর। সাধু পুরুষদিগের সেবা কর; ইন্দ্রিয়সমূহ জয় কর; পরের নিন্দা-চর্চ্চা পরিত্যাগ কর। হে কপে! সতত শিব ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের অর্চ্চনা কর। তুমি সতত সত্যবস্তুর ভজনা কর; শোক করিও না, উহা ত্যাগ কর। একমাত্র মোহবন্ধ হইতেই প্রত্যক্ ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞান হয় না। ভ্রান্তি প্রকৃত পক্ষে অশোভনা হইলেও শোভনারূপে কল্পিত হইয়া মোহবৈভবে পদার্থসমূহে যথার্থবৎ অধ্যস্ত হইতেছে। হে কপিশ্রেষ্ঠ! ভ্রান্ত নরগণেরই রাগ জন্মিয়া থাকে। তাহারা রাগ-দ্বেষবলে বদ্ধ হইয়া ধর্ম্মের বশীভূত হয়। এইরূপে দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। অনেক মানব নিরয়েও নিপতিত হয়। চন্দন অগুরু ও কর্পূরাদি পদার্থ অতি শোভন, কিন্তু তাহারা যাহার স্পর্শে মলরূপে পরিণত হয়, সেই শরীরের আবার সুখ কোথায়? ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি পদার্থ পরস্পর অতি

সর্ব্বে পদার্থা অতিশোভনাঃ ॥ ৩০ ॥ বিষ্ঠা ভবন্তি যৎসঙ্গাত্তচ্ছরীরং কথং সুখম্। সুগন্ধি শীতলং তোয়ং মূত্রং যৎসঙ্গমাদ্ভবেৎ ॥ ৩১ ॥ তৎকথং শোভনং পিণ্ডং ভবেদ্ব্রূহি কপেঽধুনা। অতীব ধবলাঃ শুদ্ধাঃ পটা যৎসঙ্গমেন হি ॥ ৩২ ॥ ভবন্তি মলিনাঃ স্বেদাত্তৎকথং শোভনং ভবেৎ। শ্রূয়তাং পরমার্থো মে হনুমন্ বায়ুনন্দন ॥ ৩৩ ॥ অস্মিন্ সংসারগর্ত্তে তু কিঞ্চিৎ সৌখ্যং ন বিদ্যতে। প্রথমং জন্তুরাপ্নোতি জন্ম বাল্যং ততঃ পরম্ ॥ ৩৪ ॥ পশ্চাদ্‌যৌবনমাপ্নোতি ততো বার্দ্ধক্যমশ্নুতে। পশ্চান্মৃত্যুমবাপ্নোতি পুনর্জন্ম তদশ্নুতে ॥ ৩৫ ॥ অজ্ঞানবৈভবাদেব দুঃখমাপ্নোতি মানবঃ। তদজ্ঞাননিবৃত্তৌ তু প্রাপ্নোতি সুখমুত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥ অজ্ঞানস্য নিবৃত্তিশ্চ জ্ঞানাদেব ন কর্ম্মণা। জ্ঞানং নাম পরং ব্রহ্ম জ্ঞানং বেদান্তবাক্যজম্ ॥ ৩৭ ॥ তজ্জ্ঞানঞ্চ বিরক্তস্য জায়তে নেতরস্য হি। মুখ্যাধিকারিণঃ সত্যমাচার্য্যস্য প্রসাদতঃ ॥ ৩৮ ॥ যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। তদা মর্ত্ত্যোঽমৃতোঽত্রৈব পরং ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ৩৯ ॥ জাগ্রতঞ্চ স্বপন্তঞ্চ ভুঞ্জন্তঞ্চ স্থিতং তথা। ইমং জনং সদা ক্রূরঃ কৃতান্তঃ পরিকর্ষতি ॥ ৪০ ॥ সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ। সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্ ॥ ৪১ ॥ যথা ফলানাং পক্কানাং নান্যত্র পতনাদ্ভয়ম্। তথা নারাণাং জাতানাং নান্যত্র মরণাদ্ভয়ম্ ॥ ৪২ ॥ যথা গৃহং দৃঢ়স্তম্ভং জীর্ণং কালে বিনশ্যতি। এবং বিনশ্যন্তি নরা জরামৃত্যুবশং গতাঃ ॥ ৪৩ ॥ অহোরাত্রস্য গমনাম্নৃণামায়ুর্বিনশ্যতি। আত্মানমনুশোচ ত্বং কিমন্যমনুশোচসি ॥ নশ্যত্যায়ুঃ স্থিতস্যাপি ধাবতোঽপি কপীশ্বর। সহৈব মৃত্যুর্ব্রজতি সহ মৃত্যুর্নিষীদতি ॥ ৪৫ ॥ চরিত্বা দূরদেশঞ্চ সহ মৃত্যুর্নিবর্ত্ততে। শরীরে বলয়ঃ প্রাপ্তাঃ শ্বেতা জাতাঃ শিরোরুহাঃ ॥ ৪৬ ॥ জীর্য্যতে জরয়া দেহঃ শ্বাসকাসাদিনা তথা। যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহোদধৌ ॥ ৪৭ ॥ সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং কালযোগেন বানর। এবং ভার্য্যা চ পুত্রশ্চ বন্ধুক্ষেত্রধনানি চ ॥ ৪৮ ॥ ক্বচিৎ সম্ভূয়

শোভন, কিন্তু যাহার সঙ্গে উহারা মল হইয়া যায়, সেই শরীর সুখময় হইবে কিরূপে? সুরভি শীতল জল যাহার সঙ্গবশে মূত্র হইয়া যায়, হে কপে! সেই দেহপিণ্ড কিরূপে সুশোভন হইতে পারে? তাহা অধুনা বল। আরও দেখ, অতীব ধবল শুভ্র পট যাহার সংসর্গে স্বেদ-সংযোগে মলিন হইয়া যায়, সে শরীর কিরূপে শোভন হইবে? হে বায়ুনন্দন, হনুমন্! তুমি আমার নিকট পরমার্থ শ্রবণ কর জানিবে—এই সংসারগর্ত্তে সুখ কিছুই নাই। জীব প্রথমে জন্ম, পরে বাল্য, তৎপরে যৌবন এবং তৎপশ্চাৎ বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হয়। পরে তাহার মৃত্যু ঘটে; মৃত্যুর পর আবার তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মানব অজ্ঞানের প্রভাবেই দুঃখানুভব করে। সেই অজ্ঞানের যখন নিবৃত্তি ঘটে, তখনই তাহার উত্তম সুখোদয় হয়। অজ্ঞানের নিবৃত্তি জ্ঞান হইতেই সম্ভবে; পরন্তু কর্ম্মদ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয় না। জ্ঞান পরম ব্রহ্ম; জ্ঞান বেদান্তবাক্যজাত। বিরক্ত ব্যক্তিদিগেরই সেই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে; তদিতরের তাহা হয় না। আচার্য্য বা সদ্‌গুরুর প্রসাদেই লোক সকল মোক্ষাধিকারী হয়। যে কালে সাধকের হৃদয়স্থিত কাম সকল নষ্ট হইয়া যায়, তখনই তাহার জীবদ্দশাতেই পরম ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। ২২—৩৯। কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, কি ভোজন, কি অবস্থান সকল অবস্থাতেই ক্রূর কৃতান্ত জীবকে আক্রমণ করিয়া থাকে। সমস্ত বস্তুই ক্ষয়ান্ত, সর্ব্বোন্নতিই পতনান্ত, সকল সংযোগই বিয়োগান্ত আর জীবন মরণান্ত। যেমন পতন ভিন্ন অন্য কিছু হইতেই পক্ক ফল সমূহের ভয় নাই, তেমনি জাত মানবগণেরও মরণ ব্যতীত ভয়ান্তর নাই। যেমন দৃঢ়স্তম্ভ গৃহ জীর্ণ হইয়া কালে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ নরগণও জরা-মরণের বশীভূত হইয়া বিনষ্ট হইয়া থাকে। দিন যায়, রাত্রি যায়, ইহাতে মানবদিগেরই আয়ু ফুরাইয়া যাইতেছে। অতএব তুমি আত্মার জন্যই শোক কর; অন্যের জন্য অনুশোচনা করিও না। হে কপীশ্বর! অবস্থানে এবং গমনেও আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। মৃত্যু মানবের সঙ্গে সঙ্গেই যায়, সঙ্গে সঙ্গেই বাস করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই দূরদেশে প্রয়াণ করিয়া পরে নিবর্ত্তিত হয়। শরীরে বলি সকল উপস্থিত হয়, কেশপাশ শ্বেত হইয়া যায় এবং জরা ও শ্বাসকাসাদি দ্বারা দেহ জীর্ণ হয়। যেমন মহোদধিমধ্যে উভয় কাষ্ঠের সম্মিলন ঘটে; সম্মিলিত হইয়া পরে যেমন তাহারা কালবশে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, হে বানর! এইরূপে ভার্য্যা, পুত্র, বন্ধু, ক্ষেত্র ও ধনাদি কোথাও মিলিত হইয়া থাকে,

গচ্ছন্তি পুনরন্যত্র বানর। যথা হি পান্থং গচ্ছন্তং পথি কশ্চিৎ পথি স্থিতঃ॥ ৪৯॥ অহমপ্যাগমিষ্যামি ভবদ্ভিঃ সাকমিত্যথ। কঞ্চিৎকালং সমেতৌ তৌ পুনরন্যত্র গচ্ছতঃ॥ ৫০॥ এবং ভার্য্যাসুতাদীনাং সঙ্গমো নশ্বরঃ কপে। শরীরজন্মনা সাকং মৃত্যুঃ সঞ্জায়তে ধ্রুবম্॥ ৫১॥ অবশ্যম্ভাবিমরণে ন হি জাতু প্রতিক্রিয়া। এতচ্ছরীরপাতে তু দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ॥ ৫২॥ প্রাপ্য পিণ্ডান্তরং বৎস পূর্ব্বপিণ্ডং ত্যজত্যসৌ। প্রাণিনাং ন সদৈকত্র বাসো ভবতি বানর॥ ৫৩॥ স্বস্বকর্ম্মবশাৎ সর্ব্বে বিযুজ্যন্তে পৃথক্ পৃথক্। যথা প্রাণিশরীরাণি নশ্যন্তি চ ভবন্তি চ॥ ৫৪॥ আত্মনো জন্মমরণে নৈব স্তঃ কপিসত্তম। অতস্ত্বমঞ্জনাসূনো বিশোকং জ্ঞানমদ্বয়ম্॥ ৫৫॥ সদ্রূপমমলং ব্রহ্ম চিন্তয়স্ব দিবানিশম্। ত্বৎকৃতং মৎকৃতং কর্ম্ম মৎকৃতং ত্বৎকৃতং তথা॥ ৫৬॥ মল্লিঙ্গস্থাপনং তস্মাত্তল্লিঙ্গস্থাপনং কপে। মুহূর্ত্তাতিক্রমাল্লিঙ্গং সৈকতং সীতয়া কৃতম্॥ ৫৭॥ ময়াত্র স্থাপিতং তস্মাৎ কোপং দুঃখঞ্চ মা কুরু। কৈলাসাদাগতং লিঙ্গং স্থাপয়াস্মিন্ শুভে দিনে॥ ৫৮॥ তব নাম্না ত্বিদং লিঙ্গং যাতু লোকত্রয়ে প্রথাম্। হনুমদীশ্বরং দৃষ্ট্বা দ্রষ্টব্যো রাঘবেশ্বরঃ॥ ৫৯॥ ব্রহ্মরাক্ষসযূথানি হতানি ভবতা কপে। অতঃ স্বনাম্না লিঙ্গস্য স্থাপনাত্ত্বং প্রমোক্ষ্যসে॥ ৬০॥ স্বয়ং হরেণ দত্তন্তু হনুমন্নামকং শিবম্। সম্পশ্যন্ রামনাথঞ্চ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ॥ ৬১॥ যোজনানাং সহস্রেঽপি স্মৃত্বা লিঙ্গং হনূমতঃ। রামনাথেশ্বরং চাপি স্মৃত্বা সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৬২॥ তেনেষ্টং সর্ব্বযজ্ঞৈশ্চ তপশ্চাকারি কৃৎস্নশঃ। যেন দৃষ্টৌ মহাদেবৌ হনূমদ্রাঘবেশ্বরৌ॥ ৬৩॥ হনূমতা কৃতং লিঙ্গং যচ্চ লিঙ্গং ময়া কৃতম্। জানকীয়ঞ্চ যল্লিঙ্গং যল্লিঙ্গং লক্ষ্মণেশ্বরম্॥ ৬৪॥ সুগ্রীবেণ কৃতং যচ্চ সেতুকর্ত্রা নলেন চ। অঙ্গদেন চ নীলেন তথা জাম্ববতা কৃতম্॥ ৬৫॥ বিভীষণেন যচ্চাপি রত্নলিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্। ইন্দ্রাদ্যৈশ্চ কৃতং লিঙ্গং যচ্চেন্দ্রাদ্যৈঃ প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৬৬॥ ইত্যেকাদশরূপোঽয়ং শিবঃ সাক্ষাদ্বিভাসতে। সদা হ্যেতেষু লিঙ্গেষু সন্নিধত্তে মহেশ্বরঃ॥ ৬৭॥ তৎস্বপাপৌঘশুদ্ধ্যর্থং স্থাপয়স্ব মহেশ্বরম্। অথ চেত্ত্বং মহাভাগ লিঙ্গমুৎসাদয়িষ্যসি॥ ৬৮॥

আবার অন্যত্র চলিয়া যায়। যেমন কোন পথিস্থিত ব্যক্তি অন্য কোন গতিশীল পান্থকে বলে যে, আমিও তোমাদের সহিত আসিতেছি, এই বলিয়া কিছুকাল তাহারা মিলিত হয়, আবার অন্যত্র চলিয়া যায়, হে কপে! ভার্য্যা-সুতাদির সঙ্গমও এইরূপ এবং তাহা অতি নশ্বর। দেহোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু নিশ্চয় উৎপন্ন হয়। মরণ অবশ্যম্ভাবী; তাহার প্রতিক্রিয়া কিছুতেই হইবার নয়। এই দেহের অবসানে দেহী স্বীয় কর্ম্মানুযায়ী গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বৎস! দেহী পিণ্ডান্তর প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বপিণ্ড পরিত্যাগ করে। প্রাণিগণের সর্ব্বদা একত্র বাস ঘটে না; স্ব স্বকর্ম্মবশেই সকলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিযুক্ত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত দেখ, প্রাণিগণের শরীর একবার নষ্ট হয় আবার উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে কপিবর! আত্মার জন্ম-মরণ নাই। তাই বলিতেছি, হে অঞ্জনানন্দন! তুমি রাত্রি-দিন শোকশূন্য অদ্বয় অমল সদ্রূপ জ্ঞান—ব্রহ্মকে চিন্তা কর। হে কপে! ত্বৎকৃত কর্ম্মই মৎকৃত কর্ম্ম এবং মৎকৃত কর্ম্মই ত্বৎকৃত কর্ম্ম; অতএব জানিবে, মৎকৃত লিঙ্গস্থাপনই ত্বৎকৃত লিঙ্গস্থাপন। শুভ মুহূর্ত্ত অতীত হইয়া যায় বলিয়াই সীতা সৈকত দ্বারা লিঙ্গ প্রস্তুত করিয়াছেন; আমি সেই লিঙ্গই হেথায় স্থাপন করিয়াছি; অতএব এ বিষয়ে ক্রোধ বা দুঃখ করিও না। কৈলাস হইতে যে লিঙ্গ আনয়ন করিয়াছ, তাহা শুভ দিনে এই স্থানে স্থাপন কর। তোমার নামানুসারেই এই লিঙ্গ ত্রিজগতে প্রথিত হউক। লোকে এই হনুমদীশ্বরকে দেখিয়া পরে রাঘবেশ্বর লিঙ্গ সন্দর্শন করিবে। ৪০—৫৯। হে কপে! তুমি ব্রহ্মরাক্ষসদলকে নিহত করিয়াছ। অতএব তোমার নামানুসারে এই লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক তুমি মুক্ত হইবে। স্বয়ং হরপ্রদত্ত হনুমদীশ্বরনামক শিব এবং রামনাথাখ্য শিব সন্দর্শন করিয়া নর কৃতকৃত্য হইবে। সহস্র যোজন দূরে থাকিয়াও হনুমদীশ্বর ও রামনাথেশ্বর লিঙ্গ স্মরণপূর্ব্বক লোকে শিবসাযুজ্য লাভ করিবে। যে ব্যক্তি হনুমদীশ্বর ও রাঘবেশ্বরনামক লিঙ্গদ্বয় দর্শন করে, তাহার সর্ব্বযজ্ঞ ও সব তপস্যা করা হয়। হনুমান্ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ এবং মৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ, অপিচ সীতা-লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, সেতুকর্ত্তা নল, অঙ্গদ, নীল, জাম্ববান্, বিভীষণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ, এই একাদশরূপে সাক্ষাৎ শিব বিরাজমান। মহেশ্বর সর্ব্বদা এই সকল লিঙ্গেই নিত্য সন্নিহিত। অতএব স্বীয় পাপৌঘশান্তির নিমিত্ত মহেশ্বরকে প্রতিষ্ঠা

ময়াত্র স্থাপিতং বৎস সীতয়া সৈকতং কৃতম্। স্থাপয়িষ্যামি চ ততো লিঙ্গমেতত্ত্বয়া কৃতম্॥ ৬৯॥ পাতালং সুতলং প্রাপ্য বিতলঞ্চ রসাতলম্। তলাতলঞ্চ তদিদং ভেদয়িত্বা তু তিষ্ঠতি॥ ৭০॥ প্রতিষ্ঠিতং ময়া লিঙ্গং ভেত্তুং কস্য বলং ভবেৎ। উত্তিষ্ঠ লিঙ্গমুদ্বাস্য ময়ৈতৎ স্থাপিতং কপে॥ ৭১॥ ত্বয়া সমাহৃতং লিঙ্গং স্থাপয়ন্বাশু মা শুচঃ। ইত্যুক্তস্তং প্রণম্যাথাজ্ঞাতসত্বোঽথ বানরঃ॥ ৭২॥ উদ্বাসয়ামি বেগেন সৈকতং লিঙ্গমুত্তমম্। সংস্থাপয়ামি কৈলাসাদানীতং লিঙ্গমাদরাৎ॥ ৭৩॥ উদ্বাসনে সৈকতস্য কিয়ান্ ভারো ভবেন্মম। চেতসৈবং বিচার্য্যায়ং হনূমান্ মারুতাত্মজঃ॥ ৭৪॥ পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং মুনীনাং কপিরক্ষসাম্। পশ্যতো রামচন্দ্রস্য লক্ষ্মণস্যাপি পশ্যতঃ॥ ৭৫॥ পশ্যন্ত্যা অপি বৈদেহ্যা লিঙ্গং তৎ সৈকতং বলাৎ। পাণিনা সর্ব্বযত্নেন জগ্রাহ তরসা বলী॥ ৭৬॥ যত্নেন মহতা চায়ং চালয়ন্নপি মারুতিঃ। নালং চালয়িতুং হ্যাসীৎ সৈকতং লিঙ্গমোজসা॥ ৭৭॥ ততঃ কিলকিলাশব্দং কুর্ব্বন্ বানরপুঙ্গবঃ। পুচ্ছমুদ্যম্য পাণিভ্যাং নিরাস্থত্তন্নিজৌজসা॥ ৭৮॥ ইত্যনেকপ্রকারেণ চালয়ন্নপি বানরঃ। নৈব চালয়িতুং শক্তো বভূব পবনাত্মজঃ॥ ৭৯॥ তদ্বেষ্টয়িত্বা পুচ্ছেন পাণিভ্যাং ধরণীং স্পৃশন্। উৎপপাতাথ তরসা ব্যোম্নি বায়ুসুতঃ কপিঃ॥ ৮০॥ কম্পয়ন্ স ধরাং সর্ব্বাং সপ্তদ্বীপাং সপর্ব্বতাম্। লিঙ্গস্য ক্রোশমাত্রে তু মূর্চ্ছিতো রুধিরং বমন্॥ ৮১॥ পপাত হনুমান্ বিপ্রাঃ কম্পিতাঙ্গো ধরাতলে। পততো বায়ুপুত্রস্য বক্ত্রাচ্চ নয়নদ্বয়াৎ॥ ৮২॥ নাসাপুটাচ্ছ্রোত্ররন্ধ্রাদপানাচ্চ দ্বিজোত্তমাঃ। রুধিরৌঘঃ প্রসুস্রাব রক্তকুণ্ডমভূচ্চ তৎ॥৮৩॥ ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্। ধাবন্তৌ কপিভিঃ সার্দ্ধমুভৌ তৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৮৪॥ জানকীসহিতৌ বিপ্রা হ্যাস্তাং শোকাকুলৌ তদা। সীতয়া সহিতৌ বীরৌ বানরৈশ্চ মহাবলৌ॥ ৮৫॥ রুরুদাতে তদা বিপ্রা গন্ধমাদনপর্ব্বতে। যথা তারাগণযুতৌ রাজস্যাং শশিভাস্করৌ॥৮৬॥ দদর্শতুর্হনূমন্তং চূর্ণীকৃতকলেবরম্। মূর্চ্ছিতং পতিতং ভূমৌ বমন্তং

কর। অথবা হে মহাভাগ! তুমি যদি লিঙ্গ উৎসাদিত কর; তবে আমি এখানে মৎপ্রতিষ্ঠিত সীতাকৃত সৈকত ভবৎকৃত লিঙ্গই প্রতিষ্ঠিত করিব। ঐ লিঙ্গ পাতাল, সুতল, বিতল, রসাতল, ও তলাতল ভেদ করিয়া অবস্থান করিতেছে। সুতরাং আমি যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তাহা ভেদ করিবার শক্তি কাহার আছে? হে কপে! তুমি উত্থিত হও। আমি যে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছি, তাহা উদ্বাসিত কর। তুমি যে লিঙ্গ সংগ্রহ করিয়াছ, তাহা সত্বর এখানে স্থাপন কর। এ সম্বন্ধে শোক কিছুই করিও না। রামচন্দ্র এই কথা কহিলে, হনূমান তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, পরন্তু সৈকত লিঙ্গের গুরুত্ব তিনি কিছুই জানিতেন না। তাই তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—আমি এই সৈকত লিঙ্গ সবেগে সমুৎপাটিত করিব এবং কৈলাস হইতে যে লিঙ্গ আমি আনিয়াছি, তাহাই স্থাপন করিব। একটা সৈকত লিঙ্গ সমুলিত করিতে আমার আর কতই ভার হইবে? বলবান্ পবননন্দন মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া সর্ব্ব দেব, সর্ব্ব মুনি, সমস্ত রাক্ষস, বানর, রাম, লক্ষ্মণ এবং বৈদেহীর সমক্ষেই সবলে সর্ব্বপ্রযত্নে হস্ত দ্বারা সেই সৈকত লিঙ্গ গ্রহণ করিলেন। মারুতি সেই লিঙ্গ ধরিয়া মহাযত্নে বহু চালনা করিলেও তাহা চালিত করিতে পারিলেন না। অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ হনূমান্ কিলকিলা শব্দ করিতে করিতে পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া সতেজে হস্তযুগল দ্বারা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বানর অনেক প্রকারে চালিত করিয়াও তাহা চালিত করিতে সক্ষম হইলেন না।৬০—৭৯। পরে বায়ুনন্দন পুচ্ছ দ্বারা সেই লিঙ্গ বেষ্টনপূর্ব্বক পাণিযুগলে ধরণী স্পর্শ করিয়া সবেগে গগনে উৎপতিত হইলেন। তাহাতে সপ্তদ্বীপা সশৈলা সকল ধরা কম্পিত হইল। কিন্তু পবনাত্মজ রুধির বমন করিতে করিতে লিঙ্গ হইতে একক্রোশ দূরে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। হে বিপ্রগণ! হনূমান্ ধরাপৃষ্ঠে কম্পিতকলেবরে পতিত হইলেন। পতিত বায়ুপুত্রের বক্ত্র, নয়নযুগল, নাসাপুট, কর্ণরন্ধ্র, ও অপান হইতে প্রভূত রুধির পরিস্রুত হইতে লাগিল। তাহাতে সেখানে তখন এক রক্তকুণ্ড হইল। অনন্তর সুরাসুর নর সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিল। রাম লক্ষ্মণ উভয়েই জানকীর সহিত কপিগণ সহ তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। হে বিপ্রগণ! অনন্তর তাঁহারা বানরগণ সহ অত্যন্ত শোকাকুলভাবে গন্ধমাদনে থাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। যেমন রজনীতে তারাগণপরিবৃত শশি-

রুধিরং মুখাৎ ॥ ৮৭ ॥ বিলোক্য কপয়ঃ সর্ব্বে হাহাকৃত্বাপতন্ ভুবি। করাভ্যাং সদয়ং সীতা হনূমন্তং মরুৎসুতম্ ॥ ৮৮ ॥ তাততাতেতি পস্পর্শ পতিতং ধরণীতলে। রামোঽপি দৃষ্ট্বা পতিতং হনূমন্তং কপীশ্বরম্ ॥ ৮৯ ॥ অরোপ্যাঙ্কং স্বপাণিভ্যামামমর্শ কলেবরম্। বিমুঞ্চন্নেত্রজং বারি বায়ুজং চাব্রবীদ্-দ্বিজাঃ ॥ ৯০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রামচন্দ্রতত্ত্বজ্ঞানোপদেশবর্ণনং নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরাম উবাচ। পম্পারণ্যে বয়ং দীনাস্ত্বয়া বানরপুঙ্গব। আশ্বাসিতাঃ কারয়িত্বা সখ্যমাদিত্য-সূনুনা ॥ ১ ॥ ত্বাং দৃষ্ট্বা পিতরং বন্ধূন্ কৌসল্যাং জননীমপি। ন স্মরামো বয়ং সর্ব্বান্মে ত্বয়োপকৃতং বহু ॥ ২ ॥ মদর্থং সাগরস্তীর্ণো ভবতা বহুযোজনঃ। তলপ্রহারাভিহতো মৈনাকোঽপি নগোত্তমঃ ॥ ৩ ॥ নাগমাতা চ সুরসা মদর্থং ভবতা জিতা। ছায়া-গ্রহাং মহাক্রূরামবধীস্ত্রাক্ষসীং ভবান্ ॥ ৪ ॥ সায়ং সুবেলমাসাদ্য লঙ্কামাহত্য পাণিনা। অযাসী রাবণগৃহং মদর্থং ত্বং মহাকপে ॥ ৫ ॥ সীতা-মন্বিষ্য লঙ্কায়াং রাত্রৌ গতভয়ো ভবান্। অদৃষ্ট্বা জানকীং পশ্চাদশোকবনিকাং যযৌ ॥ ৬ ॥ নমস্কৃত্য চ বৈদেহীমভিজ্ঞানং প্রদায় চ। চূড়ামণিং সমাদায় মদর্থং জানকীকরাৎ ॥ ৭ ॥ অশোকবনিকা-বৃক্ষানভাঙ্ক্ষীস্ত্বং মহাকপে। ততস্ত্বশীতিসাহস্রান্ কিঙ্করান্নাম রাক্ষসান্ ॥ ৮ ॥ রাবণপ্রতিমান্ যুদ্ধে পত্ত্যশ্বেভরথাকুলান্। অবধীস্ত্বং মদর্থে বৈ মহাবলপরাক্রমান্ ॥ ৯ ॥ ততঃ প্রহস্ততনয়ং জম্বু-মালিনমাগতম্। অবধীন্মন্ত্রিতনয়ান্ সপ্ত সপ্তর্চ্চি-বর্চ্চসঃ ॥ ১০ ॥ পঞ্চ সেনাপতীন্ পশ্চাদনয়স্ত্বং যমালয়ম্। কুমারমক্ষমবধীস্তত্ত্বং রণমূর্দ্ধনি ॥ ১১ ॥

দিবাকর, তেমনি তখন সেই বানরগণসমাকীর্ণ রাম-লক্ষ্মণ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহারা গিয়া দেখিলেন,—হনূমানের কলেবর চূর্ণীকৃত হইয়াছে, হনূমান্ মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত হইয়া মুখ হইতে রুধির বমন করিতেছে। কপিগণ ঐ অবস্থা দেখিয়া সকলেই হাহাকার করিতে করিতে ভূপতিত হইল। সীতা সদয় হৃদয়ে 'তাত তাত' বলিয়া উভয় করে হনূমানকে স্পর্শ করিলেন। হে দ্বিজগণ! তখন স্বয়ং রামচন্দ্রও কপিবর মারুতিকে পতিত দেখিয়া তাহাকে স্বীয় অঙ্কে তুলিয়া লইলেন; পাণিযুগল দ্বারা তাহার অঙ্গাবমর্ষ করিতে লাগিলেন এবং নেত্রনীরবর্ষণ করিতে করিতে বায়ুনন্দনকে বলিতে লাগিলেন। ৮০—৯০।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৫।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

রামচন্দ্র কহিলেন—হে বানরবর! আমরা দীন-ভাবে পম্পারণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলাম, 'তুমিই আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া সুগ্রীবের সহিত সখ্যবন্ধন করাইয়াছিলে। তুমি আমার বহু উপ-কার করিয়াছ। তোমাকে দেখিয়া আমি আর আমার পিতা, বন্ধু ও জননী কৌশল্যাকেও স্মরণ করি না। তুমি আমারই জন্য বহুযোজনায়ত সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলে। নগবর মৈনাকও তোমার তলপ্রহারে অভিহত হইয়াছিল। তুমি আমারই জন্য নাগমাতা সুরসাকে জয় করিয়াছ এবং ছায়াগ্রাহিণী মহাক্রূরা রাক্ষসীকেও তুমি নিধন করিয়াছ। হে মহাকপে! তুমি সায়ং সময়ে সুবেল শৈলে আরোহণপূর্ব্বক পাণিতল দ্বারা লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আহত করিয়া পরে আমারই কার্য্যোদ্ধারের জন্য রাবণগৃহে গিয়াছিলে। তুমি রাত্রিযোগে নির্ভয়ে লঙ্কামধ্যে সীতার অন্বেষণ-পূর্ব্বক সীতার দর্শন না পাইয়া অবশেষে অশোক-বনিকায় উপনীত হইয়াছিলে। অনন্তর বৈদেহীকে নমস্কারপূর্ব্বক তুমি তাঁহাকে মৎপ্রদত্ত অভিজ্ঞান প্রদান করিয়া জানকীর কর হইতে চূড়ামণি লইয়া আমার জন্য আনিয়াছিলে। ১—৭। হে মহা-কপে! তুমিই রাবণের অশোকবনিকাস্থ বৃক্ষসমূহ ভাঙ্গিয়াছিলে। পরে কিঙ্করনামক অশীতিসহস্র রাক্ষস তোমারই হস্তে নিহত হইয়াছিল। ঐ সকল রাক্ষস যুদ্ধে রাবণ-প্রতিম এবং সকলেই পদাতি, অশ্ব, হস্তী, ও রথসমূহে সমাকুল ছিল। সেই সকল মহাবলদিগকে আমারই জন্য তুমি বধ করিয়াছিলে। অনন্তর প্রহস্ত-তনয় জম্বুমালী ও অগ্নিপ্রতিম সপ্ত মন্ত্রিপুত্র আসিয়াছিল, তাহাদিগকেও তুমি নিহত করিয়াছিলে। তৎপশ্চাৎ পাঁচজন রাবণ-সেনাপতিকেও তুমি যমালয়ে প্রেরণ করিয়া-ছিলে। পরে সমরক্ষেত্রে কুমার অক্ষ তোমার

তত ইন্দ্রজিতা নীতো রাক্ষসেন্দ্রসভাং শুভাম্। তত্র লঙ্কেশ্বরং বাচা তৃণীকৃত্যাবমন্য চ ॥১২॥ অভাঙ্ক্ষীস্ত্বং পুরীং লঙ্কাং মদর্থং বায়ুনন্দন। পুনঃ প্রতিনিবৃত্তস্ত্বমৃষ্যমূকং মহাগিরিম্ ॥ ১৩ ॥ এবমাদি মহাদুঃখং মদর্থং প্রাপ্তবানসি। ত্বমত্র ভূতলে শেষে মম শোকমুদীরয়ন্ ॥ ১৪ ॥ অহং প্রাণান্ পরিত্যক্ষ্যে মৃতোঽসি যদি বায়ুজ। সীতয়া মম কিং কার্য্যং লক্ষ্মণেনানুজেন বা ॥ ১৫ ॥ ভরতেনাপি কিং কার্য্যং শত্রুঘ্নেন প্রিয়াপি বা। রাজ্যেনাপি ন মে কার্য্যং পরেতস্ত্বং কপে যদি ॥ ১৬॥ উত্তিষ্ঠ হনুমন্ বৎস কিং শেষেঽদ্য মহীতলে। শয্যাং কুরু মহাবাহো নিদ্রার্থং মম বানর ॥ ১৭ ॥ কন্দমূলফলানি ত্বমাহারার্থং মমাহর। স্নাতুমদ্য গমিষ্যামি শীঘ্রং কলসমানয় ॥ ১৮ ॥ অজিনানি চ বাসাংসি দর্ভাংশ্চ সমুপাহর। ব্রহ্মাস্ত্রেণাববদ্ধোঽহং মোচিতশ্চ ত্বয়া হরে ॥ ১৯ ॥ লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা হ্যৌষধানয়নেন বৈ। লক্ষ্মণপ্রাণদাতা ত্বং পৌলস্ত্যমদনাশনঃ ॥ ২০ ॥ সহায়েন ত্বয়া যুদ্ধে রাক্ষসান্ রাবণাদিকান্। নিহত্যাভিবলান্ বীরানবাপং মৈথিলীমহম্ ॥ ২১ ॥ হনুমন্নঞ্জনাসূনো সীতাশোকবিনাশন। কথমেবং পরিত্যজ্য লক্ষ্মণং মাঞ্চ জানকীম্ ॥ ২২ ॥ অপ্রাপয়িত্বাযোধ্যাং ত্বং কিমর্থং গতবানসি। ক্ব গতোঽসি মহাবীর মহারাক্ষসকণ্টক ॥ ২৩ ॥ ইতি পশ্যন্মুখং তস্য নির্ব্বাক্যং রঘুনন্দনঃ। প্ররুদন্নশ্রুজালেন সেচয়ামাস বায়ুজম্ ॥ ২৪ ॥ বায়ুপুত্রস্ততো মূর্চ্ছামপহায় শনৈর্দ্বিজাঃ। পৌলস্ত্যভয়সন্ত্রস্তলোকরক্ষার্থমাগতম্ ॥ ২৫ ॥ আত্ত্য মানুষং ভাবং নারায়ণমজং বিভুম্। জানকীলক্ষ্মণযুতং কপিভিঃ পরিবারিতম্ ॥ ২৬ ॥ কালাম্ভোধরসঙ্কাশং রণধূলিসমুক্ষিতম্। জটামণ্ডলশোভাঢ্যং পুণ্ডরীকায়তেক্ষণম্ ॥ ২৭ ॥ খিন্নঞ্চ বহুশো যুদ্ধে দদর্শ রঘুনন্দনম্। স্তূয়মানমমিত্রঘ্নং দেবর্ষিপিতৃকিন্নরৈঃ ॥ ২৮ ॥ দৃষ্ট্বা দাশরথিং রামং কৃপাবহুলচেতসম্।

হস্তে নিহত হইয়াছিল। অনন্তর ইন্দ্রজিৎ তোমায় রাক্ষসপতির সুসমৃদ্ধ সভায় লইয়া যায়। হে বায়ুনন্দন! তুমি সেখানে বাক্যে লঙ্কেশ্বরকে তৃণের ন্যায় অগ্রাহ্য ও অবমানিত করিয়া আমারই জন্য লঙ্কাপুরী ধ্বস্তবিধ্বস্ত করিয়াছিলে। অনন্তর লঙ্কা হইতে পুনরায় তুমি ঋষ্যমূক শৈলে ফিরিয়া আসিয়াছিলে। এই এইরূপ মহাদুঃখ—তুমি আমারই তরে প্রাপ্ত হইয়াছ। হায়, সেই তুমি অদ্য আমার শোক উদ্দীপিত করিয়া ভূতলে শয়ন করিতেছ। হে বায়ুনন্দন! যদি তুমি মরিয়া থাক, তবে আমিও প্রাণ পরিত্যাগ করিব। সীতা বা অনুজ লক্ষ্মণ দ্বারা আমার প্রয়োজন নাই। অপিচ ভরত বা শত্রুঘ্ন দ্বারাই বা আমার আবশ্যক কি? হে কপে! সত্যই যদি তুমি পরলোকে প্রয়াণ করিয়া থাক, তবে আমার রাজ্য লইয়াও কার্য্য নাই। হে হনুমন্। তুমি উঠ। হে বৎস! তুমি আজ কেন মহীতলে শুইয়া আছ? হে মহাবাহো, বানর! তুমি আমার নিদ্রার নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত কর। আমার আহারের কন্দ-মূল-ফলাদি আহরণ কর। আমি অদ্য স্নানে যাইব, শীঘ্র কলস আনয়ন কর। অজিন, বস্ত্র, ও দর্ভসমূহ আনিয়া আমায় উপহার প্রদান কর। হে হরে! লক্ষ্মণ এবং আমি ব্রহ্মাস্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, তখন তুমিই তো মোচন করিয়াছিলে। তুমিই ঔষধ আনয়ন করিয়া লক্ষ্মণের প্রাণ প্রদান করিয়াছ, এবং তুমিই রাবণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছ। ৮—২০। যুদ্ধে তুমি আমার সহায় ছিলে, তাই রাবণাদি নিশাচর বীরদিগকে নিহত করিয়া আমি মৈথিলীকে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে অঞ্জনানন্দন! হে সীতাশোকনাশন, হনুমন! তুমি লক্ষ্মণকে, আমাকে, ও জানকীকে অযোধ্যায় না পৌঁছাইয়া, প্রত্যুত পরিত্যাগপূর্ব্বক কি জন্য পরলোকে চলিয়াছ। হে মহাবীর! হে মহারাক্ষসদিগের কণ্টকস্বরূপ! তুমি কোথায় গেলে? রঘুনন্দন এই বলিয়া হনুমানের বাক্যবিহীন বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, আর কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রুবর্ষণপূর্ব্বক বায়ুনন্দনকে অভিষিক্ত করিলেন। হে দ্বিজগণ! ইত্যবসরে বায়ুপুত্র ধীরে ধীরে মূর্চ্ছা পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখে রঘুনন্দনকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন—যিনি পৌলস্ত্যভয়োদ্বিগ্ন লোকসমূহকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি অজ নারায়ণ ভগবান্; তিনিই একণে জানকী ও লক্ষ্মণ এবং কপিগণসমভিব্যাহারে বিরাজমান। তাঁহার আকৃতি নব নীরধরসদৃশ, তিনি রণধূলিজালে সমাচ্ছন্ন, ও জটামণ্ডলশোভায় অন্বিত; তাঁহার নয়ন পুণ্ডরীকবৎ আয়ত। তিনি বহু যুদ্ধ করিয়া সম্প্রতি খিন্নদেহ; দেব, ঋষি, পিতৃ ও কিন্নরগণ তাঁহাকে স্তব করিতেছেন। হনুমান্ দেখিলেন,—

রঘুনাথকরস্পর্শপূর্ণগাত্রঃ স বানরঃ॥ ২৯॥ পতিতো দণ্ডবদ্ভূমৌ কৃতাঞ্জলিপুটো দ্বিজাঃ। অস্তৌষীজ্জানকীনাথং স্তোত্রৈঃ শ্রুতিমনোহরৈঃ॥ ৩০॥ হনুমানুবাচ। নমো রামায় হরয়ে বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে। আদিদেবায় দেবায় পুরাণায় গদাভৃতে॥ ৩১॥ বিষ্টরে পুষ্পকে নিত্যং নিবিষ্টায় মহাত্মনে। প্রহৃষ্টবানরানীকজুষ্টপাদাম্বুজায় তে॥ ৩২॥ নিষ্পিষ্টরাক্ষসেন্দ্রায় জগদিষ্টবিধায়িনে। নমঃ সহস্রশিরসে সহস্রচরণায় চ॥ ৩৩॥ সহস্রাক্ষায় শুদ্ধায় রাঘবায় চ বিষ্ণবে। ভক্তার্ত্তিহারিণে তুভ্যং সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥ ৩৪॥ হরয়ে, নারসিংহায় দৈত্যরাজবিদারিণে। নমস্তুভ্যং বরাহায় দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধর॥ ৩৫॥ ত্রিবিক্রমায় ভবতে বলিযজ্ঞবিভেদিনে। নমো বামনরূপায় নমো মন্দরধারিণে॥ ৩৬॥ নমস্তে মৎস্যরূপায় ত্রয়ীপালনকারিণে। নমঃ পরশুরামায় ক্ষত্রিয়ান্তকরায় তে॥ ৩৭॥ নমস্তে রাক্ষসঘ্নায় নমো রাঘবরূপিণে। মহাদেবমহাভীমমহাকোদণ্ডভেদিনে॥ ৩৮॥ ক্ষত্রিয়ান্তকরক্রূরভার্গবত্রাসকারিণে। নমোঽস্ত্বহল্যাসন্তাপহারিণে চাপহারিণে॥ ৩৯॥ নাগাযুতবলোপেতত্তাড়কাদেহহারিণে। শিলাকঠিনবিস্তারবালিবক্ষোবিভেদিনে॥ ৪০॥ নমো মায়ামৃগোন্মাথকারিণেঽজ্ঞানহারিণে। দশস্যন্দনদুঃখাব্ধিশোষণাগস্ত্যরূপিণে॥ ৪১॥ অনেকোর্ম্মিসমাধূতসমুদ্রমদহারিণে। মৈথিলীমানসাম্ভোজভানবে লোকসাক্ষিণে॥ ৪২॥ রাজেন্দ্রায় নমস্তুভ্যং জানকীপতয়ে হরে। তারকব্রহ্মণে তুভ্যং নমো রাজীবলোচন॥ ৪৩॥ রামায় রামচন্দ্রায় বরেণ্যায় সুখাত্মনে। বিশ্বামিত্রপ্রিয়ায়েদং নমঃ খরবিদারিণে॥ ৪৪॥ প্রসীদ দেবদেবেশ ভক্তানামভয়প্রদ। রক্ষ মাং করুণাসিন্ধো রামচন্দ্র নমোঽস্তু তে॥ ৪৫॥ রক্ষ মাং বেদবচসামপ্যগোচর রাঘব। পাহি মাং কৃপয়া রাম শরণং ত্বামুপৈম্যহম্॥ ৪৬॥ রঘুবীর মহামোহমপাকুরু মমাধুনা। স্নানে চাচমনে ভুক্তৌ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু॥ ৪৭॥ সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বত্র পাহি মাং রঘুনন্দন। মহিমানং তব স্তোতুং কঃ সমর্থো জগত্ত্রয়ে॥ ৪৮॥ ত্বমেব ত্বন্মহত্ত্বং বৈ জানাসি রঘু-

দাশরথি রামচন্দ্রের চিত্ত কৃপাবাহুল্যে পরিপ্লুত। হে দ্বিজগণ! রঘুনাথের করস্পর্শে সেই বানরবর পূর্ণগাত্র হইয়া ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রবণমনোরম স্তবরাজি দ্বারা জানকীবল্লভকে স্তব করিতে লাগিলেন। হনুমান্ কহিলেন,—আমি রাম, হরি, প্রভবিষ্ণু, বিষ্ণু, আদিদেব, দেব, গদাধারী পুরাণ পুরুষকে নমস্কার করি। যে মহাত্মা পুষ্পকবিষ্টরে নিত্য নিবিষ্ট, প্রহৃষ্ট বানরসেনা যদীয় পদাম্বুজসেবায় তৎপর, যিনি রাক্ষসেন্দ্রকে নিষ্পিষ্ট করিয়া জগতের ইষ্ট বিধান করিয়াছেন, আমি সেই সহস্রশিরা, সহস্রপদ, সহস্রাক্ষ, শুদ্ধ রাঘব, বিষ্ণু, ভক্তার্ত্তিহর সীতাপতিকে নমস্কার করি। দৈত্যরাজবিদারী, নরসিংহ হরিকে আমার নমস্কার। আপনি বরাহমূর্ত্তি হইয়া দংষ্ট্রা দ্বারা বসুন্ধরার উদ্ধারসাধন করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ত্রিবিক্রম হইয়া বলির যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলেন, আপনি বামনরূপী; আপনাকে নমস্কার। আপনি মন্দরধারী, মৎস্যরূপী, ত্রয়ীপালনকারী, পরশুরাম, ক্ষত্রিয়ান্তকারী; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি রাক্ষসঘাতী রাঘবরূপী, মহাদেবের মহাভীষণ মহাকোদণ্ড ভেদী; ক্ষত্রিয়ান্তকর ক্রূর ভার্গবের ত্রাসকারী, অহল্যার সন্তাপহারী, চাপধারী আপনাকে নমস্কার করি। ২১—৩৯। আপনি নাগাযুতবলসম্পন্ন; তাড়কার দেহবিদারী, বালির শিলাসদৃশ কঠোরবিস্তৃত বক্ষোভেদী, মায়ামৃগোন্মাথকারী, অজ্ঞানহারী, দশরথনরপতির দুঃখরূপ অব্ধিশোষণে অগস্ত্যরূপী, অনেকোর্ম্মিসমাকুল সাগরের গর্ব্বখর্ব্বকারী, মৈথিলীর মনঃসরসিজের ভানুরূপী লোকসাক্ষী আপনাকে নমস্কার করি। হে হরে! আপনি রাজেন্দ্র, জানকীপতি, আপনাকে নমস্কার। হে রাজীবলোচন! আপনি তারকব্রহ্ম, আপনাকে নমস্কার। আপনি রাম, রামচন্দ্র, বরেণ্য, সুখাত্মা, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, খরবিদারী, আপনাকে নমস্কার করি। হে দেবদেবেশ! হে ভক্তজনের অভয়প্রদ! প্রসন্ন হউন। হে করুণাসিন্ধো! হে রামচন্দ্র! আপনাকে নমস্কার করি। হে রাঘব! আপনি বেদবাক্যেরও অগোচর; আমাকে আপনি রক্ষা করুন। হে রাম! আমি আপনার শরণাপন্ন; কৃপা করিয়া আমায় রক্ষা করুন। হে রঘুবীর! অধুনা আমার মহামোহ অপনীত করুন। হে রঘুনন্দন! স্নান, আচমন, ভোজন, জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, সকল অবস্থায় সর্ব্বত্রই আপনি আমাকে রক্ষা করুন। এই ত্রিজগতে আপনার মাহাত্ম্যস্তব করিতে পারে, এমন শক্তি কাহার আছে?

নন্দন। ইতি স্তুত্বা বায়ুপুত্রো রামচন্দ্রং কৃপানিধিম্॥ ৪৯॥ সীতামপ্যভিতুষ্টাব ভক্তিযুক্তেন চেতসা। জানকি ত্বাং নমস্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্॥ ৫০॥ দারিদ্র্যরণসংহর্ত্রীং ভক্তানামিষ্টদায়িনীম্। বিদেহরাজতনয়াং রাঘবানন্দকারিণীম্॥ ৫১॥ ভূমের্দুহিতরং বিদ্যাং নমামি প্রকৃতিং শিবাম্। পৌলস্ত্যৈশ্বর্য্যসংহর্ত্রীং ভক্তাভীষ্টাং সরস্বতীম্॥ ৫২॥ পতিব্রতাধুরীণাং ত্বাং নমামি জনকাত্মজাম্। অনুগ্রহপরামৃদ্ধিমনঘাং হরিবল্লভাম্॥ ৫৩॥ আত্মবিদ্যাং ত্রয়ীরূপামুমারূপাং নমাম্যহম্। প্রসাদাভিমুখীং লক্ষ্মীং ক্ষীরাব্ধিতনয়াং শুভাম্॥ ৫৪॥ নমামি চন্দ্রভগিনীং সীতাং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্। নমামি ধর্ম্মনিলয়াং করুণাং বেদমাতরম্॥ ৫৫॥ পদ্মালয়াং পদ্মহস্তাং বিষ্ণুবক্ষঃস্থলালয়াম্। নমামি চন্দ্রনিলয়াং সীতাং চন্দ্রনিভাননাম্॥ ৫৬॥ আহ্লাদরূপিণীং সিদ্ধিং শিবাং শিবকরীং সতীম্। নমামি বিশ্বজননীং রামচন্দ্রেষ্টবল্লভাম্। সীতাং সর্ব্বানবদ্যাঙ্গীং ভজামি সততং হৃদা॥ ৫৭॥ শ্রীসূত উবাচ। স্তুত্বৈবং হনুমান সীতারামচন্দ্রৌ সভক্তিকম্॥ ৫৮॥ আনন্দাশ্রুপরিক্লিন্নস্তূষ্ণীমাস্তে দ্বিজোত্তমাঃ। য ইদং বায়ুপুত্রেণ কথিতং পাপনাশনম্॥ ৫৯॥ স্তোত্রং শ্রীরামচন্দ্রস্য সীতায়াঃ পঠতেহন্বহম্। স নরো মহদৈশ্বর্য্যমশ্নুতে বাঞ্ছিতং সদা॥ ৬০॥ অনেক ক্ষেত্রধান্যানি গাশ্চ দোগ্ধ্রীঃ পয়স্বিনীঃ। আয়ুর্বিদ্যাশ্চ পুত্রাংশ্চ ভার্য্যামপি মনোরমাম্॥ ৬১॥ এতৎস্তোত্রং সকৃদ্বিপ্রাঃ পঠন্নাপ্নোত্যসংশয়ঃ। এতৎস্তোত্রস্য পাঠেন নরকং নৈব যাস্যতি॥ ৬২॥ ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি নশ্যন্তি সুমহান্ত্যপি। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো দেহান্তে মুক্তিমাপ্নুয়াৎ॥ ৬৩॥ ইতি স্তুতো জগন্নাথো বায়ুপুত্রেণ রাঘবঃ। সীতয়া সহিতো বিপ্রা হনূমন্তমথাব্রবীৎ॥ ৬৪॥ শ্রীরাম উবাচ। অজ্ঞানাদ্বানরশ্রেষ্ঠ ত্বয়েদং সাহসং কৃতম্। ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা বাপি শক্রাদিত্রিদশৈরপি॥ ৬৫॥ নেদং লিঙ্গং সমুদ্ধর্ত্তুং শক্যতে স্থাপিতং ময়া। মহাদেবাপরাধেন পতিতোঽস্যদ্য মূর্চ্ছিতঃ॥ ৬৬॥ ইতঃ পরং মা ক্রিয়তাং দ্রোহঃ সাম্বস্য শূলিনঃ। অদ্যারভ্য ত্বিদং কুণ্ডং তব নাম্না জগত্ত্রয়ে॥ ৬৭॥ খ্যাতিং প্রয়াতু

হে রঘুনন্দন! তোমার মাহাত্ম্য তুমি আপনিই জান। বায়ুপুত্র কৃপানিধি রামচন্দ্রকে এইরূপে স্তব করিয়া পরে ভক্তিযুক্ত-চিত্তে সীতাকে স্তব করিতে লাগিলেন। কহিলেন,—হে জানকি! আপনি সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী, দারিদ্র্যহারিণী, ভক্তজনের ইষ্টদায়িনী, বিদেহরাজনন্দিনী ও রাঘবানন্দদায়িনী, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ভূমিদুহিতা, বিদ্যা, শিবা, প্রকৃতি, রাবণৈশ্বর্য্যসংহারিণী, ভক্তবাঞ্ছনীয়া, সরস্বতী, পতিব্রতাদিগের অগ্রবর্ত্তিনী, জনকনন্দিনী, আপনাকে আমি নমস্কার করি। আপনি অনুগ্রতৎপরা, অনঘা, ঋদ্ধি, হরিবল্লভা, আত্মবিদ্যা, ত্রয়ীরূপা ও উমারূপা, অপনাকে আমি নমস্কার করি। আপনি ক্ষীরাব্ধিসম্ভবা, প্রসাদাভিমুখী, শুভা, লক্ষ্মী, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি চন্দ্রভগিনী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সীতা, আপনাকে নমস্কার। আপনি ধর্ম্মনিলয়া, করুণা, বেদমাতা, পদ্মালয়া, পদ্মহস্তা, বিষ্ণুর বক্ষস্থলাশ্রয়া, চন্দ্রনিলয়া, চন্দ্রনিভাননা সীতা, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি আহ্লাদরূপিণী, সিদ্ধি, শিবা, শিবকরী, সতী, বিশ্বজননী, রামচন্দ্রের প্রিয়তমা, সর্ব্বথা অনিন্দ্যাঙ্গী, আমি হৃদয়ে সর্ব্বদা আপনাকে ভজনা করি। ৪০—৫৭। সূত কহিলেন,—হনুমান এইরূপে ভক্তিভরে রামসীতার স্তব করিয়া আনন্দাশ্রুধারায় পরিক্লিন্ন হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে রহিলেন। যে ব্যক্তি বায়ুপুত্রকথিত রামসীতার এই পাপহর স্তোত্র অনুদিন পাঠ করে, সে, মহৈশ্বর্য্য ও সমস্ত বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হয়। অনেক ক্ষেত্র, ধান্য, পয়স্বিনী গাভী, আয়ু, বিদ্যা, পুত্র, এবং মনোরম ভার্য্যা সকলই এ স্তোত্রের সকৃৎ পাঠে নিশ্চিতই লব্ধ হইয়া থাকে। এই স্তোত্রপাঠের ফলে কাহাকেও নরকে যাইতে হয় না; ব্রহ্মহত্যাদি অতি মহৎ পাপও নষ্ট হইয়া যায়। এই স্তোত্রপাঠক সর্ব্ব পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া দেহান্তে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। হে বিপ্রগণ! বায়ুপুত্র সীতাসম্ভিব্যাহারী জগন্নাথ রাঘবকে ঐরূপ স্তব করিলে, শ্রীরামচন্দ্র হনূমান্‌কে বলিলেন,—হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি অজ্ঞানক্রমেই এইরূপ সাহস করিয়াছিলে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এমন কি ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবও মৎপ্রতিষ্ঠিত ঐ লিঙ্গ সমুন্মূলিত করিতে সক্ষম নহেন। মহাদেবের প্রতি তোমার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহারই ফলে, তুমি অদ্য মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইয়াছ। অতঃপর আর কখনই তুমি অম্বাসমন্বিত শূলপাণির প্রতি দ্রোহাচরণ করিও না; অদ্য হইতে এই কুণ্ড

যত্র ত্বং পতিতো বানরোত্তম। মহাপাতকসঙ্ঘানাং নাশঃ স্যাদত্র মজ্জনাৎ ॥ ৬৯ ॥ মহাদেবজটাজাতা গৌতমী সরিতাং বরা। অশ্বমেধসহস্রস্য ফলদা স্নায়িনাং নৃণাম্ ॥ ৬৯ ॥ ততঃ শতগুণা গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী। এতন্নদীত্রয়ং যত্র স্থলে প্রবহতে কপে ॥ ৭০ ॥ মিলিত্বা তত্র তু স্নানং সহস্রগুণিতং স্মৃতম্। নদীষ্বেতাসু যৎস্নানাৎ ফলং পুংসাং ভবেৎ কপে ॥ ৭১ ॥ তৎফলং তব কুণ্ডেঽস্মিন্ স্নানাৎ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্। দুর্লভং প্রাপ্য মানুষ্যং হনুমৎকুণ্ডতীরতঃ ॥ ৭২ ॥ শ্রাদ্ধং ন কুরুতে যস্তু ভক্তিযুক্তেন চেতসা। নিরাশাস্তস্য পিতরঃ প্রয়ান্তি কুপিতাঃ কপে ॥ ৭৩ ॥ কুপ্যন্তি মুনয়োঽপ্যস্মৈ দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সচারণাঃ। ন দত্তং ন হুতং যেন হনুমৎকুণ্ডতীরতঃ ॥ ৭৪ ॥ বৃথাজীবিত এবাসাবিহামুত্র চ দুঃখভাক্। হনুমৎকুণ্ডসবিধে যেন দত্তং তিলোদকম্। মোদন্তে পিতরস্তস্য ঘৃতকুল্যাঃ পিবন্তি চ ॥ ৭৫ ॥ শ্রীসূত উবাচ। শ্রুত্বৈতদ্বচনং

ত্রিজগতে তোমার নামে প্রখ্যাত হইবে। হে বানরবর! তুমি যথায় পতিত হইয়াছ, এই স্থানেই সেই কুণ্ড হইল। এখানে স্নান করিলে মহাপাতকরাশির নাশ হয়, সরিদ্বরা গৌতমী মহাদেবের জটা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার জলে স্নানকারী নরগণকে সহস্র-অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফলদান করিয়া থাকেন। গঙ্গা যমুনা এবং সরস্বতী তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ফলের প্রদান-কর্ত্রী। হে কপে! উক্ত নদীত্রয় যথায় সম্মিলিত হইয়া প্রবাহিত হয়, তথায় স্নান করিলে সহস্রগুণ অধিক ফল হইয়া থাকে। হে কপে! এই সকল নদীতে স্নান করিলে নরগণের যত ফল হয়, তোমার এই কুণ্ডে স্নান করিলে মানব সেই ফলই নিশ্চয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যে নর হনুমৎকুণ্ডের তীরে ভক্তিযুক্ত চিত্তে পিতৃ-শ্রাদ্ধ না করে, তাঁহার পিতৃগণ নিরাশ হইয়া তৎপ্রতি কুপিত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ, মুনিগণ এবং চারণগণও তাহার প্রতি কুপিত হন। যে জন হনুমৎকুণ্ডের তীরে গিয়া দান বা হোম করে না, তাহার জীবন বৃথা; সে ইহপরকালে দুঃখভাগী হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি হনুমৎকুণ্ডের সন্নিধানে থাকিয়া পিতৃগণকে তিলোদক দান করে, তাহার পিতৃপুরুষগণ প্রীত হন এবং তাঁহারা ঘৃতকুল্যা সকল পান করিয়া থাকেন। সূত কহিলেন,—হে

বিপ্রা রামেণোক্তং স বায়ুজঃ ॥ ৭৬ ॥ উত্তরে রামনাথস্য লিঙ্গং স্বেনাহৃতং মুদা। আজ্ঞয়া রামচন্দ্রস্য স্থাপয়ামাস বায়ুজঃ ॥ ৭৭ ॥ প্রত্যক্ষমেব সর্বেষাং কপিলাঙ্গুলবেষ্টিতম্। হরোঽপি তৎপুচ্ছজাতং বিভর্ত্তি চ বলিত্রয়ম্। তদুত্তরায়াং ককুভি গৌরীং সংস্থাপয়ন্মুদা ॥ ৭৮ ॥ শ্রীসূত উবাচ। এবং বঃ কথিতং বিপ্রা যদর্থং রাঘবেণ তু। লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতং সেতৌ ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাম্ ॥ ৭৯ ॥ যঃ পঠেদিমমধ্যায়ং শৃণুয়াদ্বা সমাহিতঃ। স বিধূয়েহ পাপানি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রামনাথলিঙ্গপ্রতিষ্ঠাকারণবর্ণনং নাম ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ। রাক্ষসস্য বধাৎ সূত রাবণস্য মহামুনে। ব্রহ্মহত্যা কথমভূদ্রাঘবস্য মহাত্মনঃ ॥ ১ ॥ ব্রাহ্মণস্য বধাৎ সূত ব্রহ্মহত্যাভিজায়তে। ন ব্রাহ্মণো

বিপ্রগণ! বায়ুনন্দন হনুমান্ রঘুনন্দনকথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রের অনুজ্ঞাক্রমে রাম-নাথ লিঙ্গের উত্তরদিকে নিজানীত শিবলিঙ্গ সসন্তোষে স্থাপনকরিলেন। ঐ লিঙ্গ সকলেরই প্রত্যক্ষ এবং কপিলাঙ্গুল দ্বারা বেষ্টিত। স্বয়ং হর বায়ুনন্দনের পুচ্ছসম্ভূত বলিত্রয় ধারণ করিতেছেন। হনুমান্ এই লিঙ্গ স্থাপনের পর, ইহার উত্তরদিকে প্রীতির সহিত গৌরীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! রামচন্দ্র স্বকৃত সেতু সন্নিধানে যে নিমিত্ত নরগণের ভুক্তিমুক্তিপ্রদ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এই আমি আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এই অধ্যায় যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া পাঠ বা শ্রবণ করে, সে ইহলোকে পাপরাশি প্রক্ষালিত করিয়া অন্তে শিবলোকে বিহার করিয়া থাকে। ৫৮—৮০।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৬।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহামুনে! ধীমান্ রামচন্দ্র রাক্ষস রাবণকে বধ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার ভীষণ ব্রহ্মহত্যা করা হইল

দশগ্রীবঃ কথং তদ্বদ নো মুনে ॥ ২ ॥ ব্রহ্মহত্যা ভবেৎ ক্রূরা রামচন্দ্রস্য ধীমতঃ। এতন্নঃ শ্রদ্দধানানাং বদ কারুণ্যতোঽধুনা ॥ ৩ ॥ ইতি পৃষ্টস্ততঃ সূতো নৈমিষারণ্যবাসিভিঃ। বক্তুং প্রচক্রমে তেষাং প্রশ্নস্যোত্তরমুত্তমম্ ॥ ৪ ॥ শ্রীসূত উবাচ। ব্রহ্মপুত্রো মহাতেজাঃ পুলস্ত্যো নাম বৈ দ্বিজাঃ। বভূব তস্য পুত্রোঽভূদ্বিশ্রবা ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ৫ ॥ তস্য পুত্রঃ পুলস্ত্যস্য বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবাঃ। চিরকালং তপস্তেপে দেবৈরপি সুদুষ্করম্ ॥ ৬ ॥ তপঃ কুর্ব্বতি তস্মিংস্তু সুমালী নাম রাক্ষসঃ। পাতাললোকাদ্ভূলোকং সর্ব্বং বৈ বিচচার হ ॥ ৭ ॥ হেমনিষ্কাঙ্গদধরঃ কালমেঘনিভচ্ছবিঃ। সমাদায় সুতাং কন্যাং পদ্মহীনামিব শ্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥ বিচরন স মহীপৃষ্ঠে কদাচিৎ পুষ্পকস্থিতম্। দৃষ্ট্বা বিশ্রবসঃ পুত্রং কুবেরং বৈ ধনেশ্বরম্ ॥ ৯ ॥ চিন্তয়ামাস বিপ্রেন্দ্রাঃ সুমালী স তু রাক্ষসঃ। কুবেরসদৃশঃ পুত্রো যদাস্মাকং ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥ বয়ং বর্দ্ধামহে সর্ব্বে রাক্ষসা হ্যকুতোভয়াঃ। বিচার্য্যৈবং নিজসুতামব্রবীদ্রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ১১ ॥ সুতে প্রদানকালোঽদ্য তব কৈকসি শোভনে। অদ্য তে যৌবনং প্রাপ্তং তদ্দেয়া ত্বং বরায় হি ॥ ১২ ॥ অপ্রদানেন পুত্রীণাং পিতরো দুঃখমাপ্নুয়ুঃ। কিঞ্চ সর্ব্বগুণোৎকৃষ্টা লক্ষ্মীরিব সুতে শুভে ॥ ১৩ ॥ প্রত্যাখ্যানভয়াৎ পুম্ভির্ন চ ত্বং প্রার্থ্যসে শুভে। কন্যাপিতৃত্বং দুঃখায় সর্ব্বেষাং মানকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥ ১৪ ॥ ন জানেঽহং বরঃ কো বা বরয়েদিতি কন্যকে। সা ত্বং পুলস্ত্যতনয়ং মুনিং বিশ্রবসং দ্বিজম্ ॥ ১৫ ॥ পিতামহকুলোদ্ভূতং বরয়স্ব স্বয়ঙ্গতা। কুবেরতুল্যাস্তনয়া ভবেয়ুস্তে ন সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥ কৈকসী তদ্বচঃ শ্রুত্বা সা কন্যা পিতৃগৌরবাৎ। অঙ্গীচকার তদ্বাক্যং তথাস্ত্বিতি শুচিস্মিতা ॥ ১৭ ॥ পর্ণশালাং মুনিশ্রেষ্ঠা গত্বা বিশ্রবসো মুনেঃ। অতিষ্ঠদন্তিকে তস্য লজ্জমানা হ্যধোমুখী ॥ ১৮ ॥ তস্মিন্নবসরে বিপ্রাঃ পুলস্ত্যতনয়ঃ সুধীঃ। অগ্নিহোত্রমুপাস্তে স্ম জ্বলৎপাবকসন্নিভঃ ॥ ১৯ ॥ সন্ধ্যাকালমতিক্রূরমবিচিন্ত্য তু কৈকসী। অভ্যেত্য তং মুনিং সুভ্রূঃ পিতুর্ব্বচনগৌরবাৎ ॥ ২০ ॥ তস্থাবধোমুখী ভূমিং লিখন্তী-

কিরূপে? ইহা আমরা শুনিবার জন্য শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছি; কৃপা করিয়া অধুনা তুমি তাহা আমাদের নিকট বল। নৈমিষীয় ঋষিগণ এইরূপ প্রশ্ন করিলে সূত ইহার উত্তম উত্তর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! ব্রহ্মার পুত্র মহাতেজা পুলস্ত্য, তৎপুত্র বিশ্ববিশ্রুত বিশ্রবা। হে মুনিবরগণ! পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবা বহুকাল যাবৎ কঠোর তপঃসাধন করেন। বলিতে কি, সেইরূপ কঠোর তপস্যা দেবগণেরও দুষ্কর। বিশ্রবা তপস্যা করিতে থাকিলে, ঐ সময় সুমালিনামক রাক্ষস পাতাল-তল হইতে উত্থিত হইয়া সমস্ত ভূলোকে বিচরণ করিতে লাগিল। ঐ সুমালী সুবর্ণময় নিষ্ক ও অঙ্গদধারী এবং কালমেঘের ন্যায় দ্যুতিশালী। সে পদ্মহীনা পদ্মার ন্যায় স্বীয় সুতাকে সঙ্গে লইয়া র সমস্ত স্থান বিচরণ করিতে লাগিল। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! একদা সুমালী রাক্ষস পুষ্পকস্থিত বৈশ্রবণ কুবেরকে দেখিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে, যদি আমাদের মধ্যে কুবেরসদৃশ পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে আমরা রাক্ষসবংশ অকুতোভয়ে বর্দ্ধিত হইতে পারি। রাক্ষসপতি এইরূপ চিন্তা করিয়া, নিজ সুতাকে কহিল,—হে সুতে! হে সুন্দরি, কৈকসি! তোমাকে পাত্রসাৎ করিবার কা উপস্থিত হইয়াছে। এখন তোমার যৌবনকাল উপস্থিত, অতএব তোমাকে বরের করে সম্প্রদান করিতে হয়। দেখ, কন্যাদিগকে বরহস্তে প্রদান না করিলে, পিতৃপুরুষগণ দুঃখভাগী হইয়া থাকেন। কিন্তু তুমি লক্ষ্মীর ন্যায় সর্ব্বগুণে গরীয়সী; তাই প্রত্যাখ্যানভয়ে পুরুষগণ তোমার প্রার্থনায় পশ্চাৎপদ হইতেছেন। হে শুভে! সকল মানী ব্যক্তিরই কন্যার পিতা হওয়া দুঃখের বিষয়। ১—১৪। হে কন্যকে! জানি না আমি, কোন্ বর আসিয়া তোমায় বরণ করিবে? আমি বলি, তুমি ব্রহ্মার পৌত্র পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবা মুনিকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পতিত্বে বরণ কর। ইহাতে তোমার কুবেরতুল্য পুত্রসকল সমুৎপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। কন্যা কৈকসী সেই বাক্য শুনিয়া পিতৃগৌরবে 'তথাস্তু' বলিয়া অঙ্গীকার করিল। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর কৈকসী বিশ্রবা মুনির পর্ণশালায় গিয়া লজ্জায় অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিল। ইত্যবসরে জ্বলদগ্নিপ্রতিম ধীমান্ পুলস্ত্যনন্দন অগ্নিহোত্র উপাসনা করিতেছিলেন। কিন্তু সুভ্রূ কৈকসী পিতৃবাক্য-গৌরবে অতিক্রূর সন্ধ্যাকালের প্রভাব চিন্তা না করিয়া মুনিসমীপে গমনপূর্ব্বক অধোবদনে পদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা ভূমিতল উল্লেখন করিতে

ষ্ঠকোটিনা। বিশ্রবাস্তাং বিলোক্যাথ কৈকসীং তনুমধ্যমাম্। উবাচ সস্মিতো বিপ্রাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্॥ ২১॥ বিশ্রবা উবাচ। শোভনে কস্য পুত্রী ত্বং কুতো বা ত্বমিহাগতা॥ ২২॥ কার্য্যং কিংবা ত্বমুদ্দিশ্য বর্ত্তসেঽত্র শুচিস্মিতে। যথার্থতো বদস্বাদ্য মম সর্ব্বমনিন্দিতে॥ ২৩॥ ইতীরিতা কৈকসী সা কন্যা বদ্ধাঞ্জলির্দ্বিজাঃ। উবাচ তং মুনিং প্রহ্বা বিনয়েন সমন্বিতা॥ ২৪॥ তপঃপ্রভাবেন মুনে মদভিপ্রায়মদ্য তু। বেত্তুমর্হসি সম্যক্ত্বং পুলস্ত্যকুলদীপন॥ ২৫॥ অহং তু কৈকসী নাম সুমালিদুহিতা মুনে। মত্তাতস্যাজ্ঞয়া ব্রহ্মংস্তবান্তিকমুপাগতা॥ ২৬॥ শেষং ত্বং জ্ঞানদৃষ্ট্যাদ্য জ্ঞাতুমর্হস্যসংশয়ঃ। ক্ষণং ধ্যাত্বা মুনিঃ প্রাহ বিশ্রবাঃ স তু কৈকসীম্॥ ২৭॥ ময়া তে বিদিতং সুভ্রূর্ম্মনোগতমভীপ্সিতম্। পুত্রাভিলাষিণী সা ত্বং মামগাঃ সাম্প্রতং শুভে॥ ২৮॥ সায়ঙ্কালেঽধুনা ক্রূরে যস্মান্মাং ত্বমুপাগতা। পুত্রাভিলাষিণী ভূত্বা তস্মাত্ত্বাং প্রব্রবীম্যহম্॥ ২৯॥ শৃণুষ্বাবহিতা বামে কৈকসি ত্বমনিন্দিতে। দারুণান্ দারুণাকারান্ দারুণাভিজনপ্রিয়ান্॥ ৩০॥ জনয়িষ্যসি পুত্রাংস্ত্বং রাক্ষসান্ ক্রূরকর্ম্মণঃ। শ্রুত্বা তদ্বচনং সা তু কৈকসী প্রণিপত্য তম্॥ ৩১॥ পুলস্ত্যতনয়ং প্রাহ কৃতাঞ্জলিপুটা দ্বিজাঃ। ভগবন্নীদৃশাঃ পুত্রাস্ত্বত্তঃ প্রাপ্তুং ন যুজ্যতে॥ ৩২॥ ইত্যুক্তঃ স মুনিঃ প্রাহ কৈকসীং তাং সুমধ্যমাম্। মদ্বংশানুগুণঃ পুত্রঃ পশ্চিমস্তে ভবিষ্যতি॥ ৩৩॥ ধার্ম্মিকঃ শাস্ত্রবিচ্ছান্তো ন তু রাক্ষসচেষ্টিতঃ। ইত্যুক্তা কৈকসী বিপ্রাঃ কালে কতিপয়ে গতে॥ ৩৪॥ সুষুবে তনয়ং ক্রূরং রক্ষোরূপং ভয়ঙ্করম্। দ্বিপঞ্চশীর্ষং কুমতিং বিংশদ্বাহুং ভয়ানকম্॥ ৩৫॥ তাম্রোষ্ঠং কৃষ্ণবদনং রক্তশ্মশ্রুশিরোরুহম্। মহাদংষ্ট্রং মহাকায়ং লোকত্রাসকরং সদা॥ ৩৬॥ দশগ্রীবাভিধঃ সোঽভূত্তথা রাবণনামবান্। রাবণানন্তরং জাতঃ কুম্ভকর্ণাভিধঃ সুতঃ॥ ৩৭॥ ততঃ শূর্পণখা নাম্না ক্রূরা জজ্ঞে চ রাক্ষসী। ততো বভূব কৈকস্যা বিভীষণ ইতি শ্রুতঃ॥ ৩৮॥ পশ্চিমস্তনয়ো ধীমান্ ধার্ম্মিকো বেদশাস্ত্রবিৎ। এতে বিশ্রবসঃ পুত্রা দশগ্রীবাদয়ো দ্বিজাঃ॥ ৩৯॥ অতো দশগ্রীববধাৎ কুম্ভকর্ণবধাদপি। ব্রহ্মহত্যা

লাগিল। হে বিপ্রগণ! বিশ্রবা মুনি সেই পূর্ণচন্দ্র-নিভাননা তনুমধ্যা কৈকসীকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—হে সুন্দরি! তুমি কাহার পুত্রী? কি জন্য কোথায় আগমন করিয়াছ? হে শুচিস্মিতে! কোন কার্য্য উদ্দেশেই বা তুমি এ স্থানে অবস্থান করিতেছ? হে অনিন্দিতে! তুমি এই সকল কথা আমার নিকট যথাযথ কীর্ত্তন কর। হে দ্বিজগণ! মুনি এই কথা কহিলে, কৈকসী বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিনীতভাবে মুনিকে বলিল,—হে মুনে! হে পুলস্ত্যকুলপ্রদীপ! আপনি তপঃপ্রভাবেই আমার অভিপ্রায় যথাযথ বিদিত হইতে পারেন। তথাচ আমি বলিতেছি, হে মুনে! সুমালী আমার পিতা; আমার নাম কৈকসী। হে ব্রহ্মন্! আমি পিতার আজ্ঞায় আপনার নিকট আসিয়াছি। আমার অবশিষ্ট বক্তব্য কি, তাহা আপনি জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারাই বিদিত হউন। তৎশ্রবণে মুনিবর বিশ্রবা ক্ষণকাল ধ্যানপূর্ব্বক কৈকসীকে কহিলেন,—হে সুভ্রু! আমি তোমার মনোভীষ্ট জানিতে পারিয়াছি। হে শুভে! তুমি পুত্রাভিলাষিণী হইয়া সম্প্রতি আগমন করিয়াছ এই ভীষণ সায়ংকালে তুমি পুত্রার্থিনী হইয়া আসিয়াছ; এই জন্য তোমায় বলিতেছি, হে বামে! হে অনিন্দিতে! তুমি ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসদিগকে পুত্ররূপে প্রসব করিবে। তোমার ঐ সকল পুত্র দারুণ, দারুণাকার ও দারুণাভিজনপ্রিয় হইবে। ১৫—৩০। কৈকসী সেই বাক্য শুনিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবা মুনিকে বলিল,—হে ভগবন্! আপনার নিকট হইতে এই প্রকার পুত্রপ্রাপ্তি কখনই উপযুক্ত হয় না। কৈকসীর কথায় মুনিবর আবার বলিলেন,—তোমার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র আমার বংশানুরূপ হইবে। সেই পুত্র ধার্ম্মিক, শাস্ত্রজ্ঞ, শান্তপ্রকৃতি ও অরাক্ষসকর্ম্মা হইবে। বিপ্রগণ! মুনির সেই কথার পর কিয়ৎকাল অতীত হইলে কৈকসী এক রাক্ষসরূপী ভীষণ পুত্র প্রসব করিল। ঐ পুত্র দশমুণ্ডধারী, কুমতি, বিংশতিবাহু, ভয়ানক, তাম্রোষ্ঠ, কৃষ্ণবদন, রক্তবর্ণ শ্মশ্রু ও শিরোরুহধর, মহাদংষ্ট্র, মহাকায় ও সর্ব্বদা বিশ্ববিত্রাস-কর। এই পুত্রের নাম হইল দশগ্রীব রাবণ। রাবণের পর কুম্ভকর্ণ নামে কৈকসীর আর এক পুত্র হয়। অনন্তর শূর্পণখানাম্নী ক্রূরপ্রকৃতি রাক্ষসী জন্মগ্রহণ করে। তৎপশ্চাৎ কৈকসীর বিভীষণাখ্য কনিষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হয়। এইপুত্র ধীমান্ ধার্ম্মিক ও বেদবিৎ। হে দ্বিজগণ! বিশ্রবা মুনির এই সকল দশগ্রীবাদি পুত্র প্রাদুর্ভূত হয়। এই জন্যই দশগ্রীব এবং কুম্ভকর্ণ এই উভয়ের বধ-

সমভবদ্রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ॥ ৪০ ॥ অতস্তচ্ছান্তয়ে রামো লিঙ্গং রামেশ্বরাভিধম্। স্থাপয়ামাস বিধিনা বৈদিকেন দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৪১ ॥ এবং রাবণঘাতেন ব্রহ্মহত্যাসমুদ্ভবঃ। সমভূদ্রামচন্দ্রস্য লোককান্তস্য ধীমতঃ॥ ৪২ ॥ তৎ সহেতুকমাখ্যাতং ভবতাং ব্রহ্মঘাতজম্। পাপং যচ্ছান্তয়ে রামো লিঙ্গং প্রাতিষ্ঠিপৎ স্বয়ম্॥ ৪৩ ॥ এবং লিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য রামচন্দ্রোঽতিধার্ম্মিকঃ। মেনে কৃতার্থমাত্মানং সসীতাবরজো দ্বিজাঃ॥ ৪৪ ॥ ব্রহ্মহত্যা গতা যত্র রামচন্দ্রস্য ভূপতেঃ। তত্র তীর্থমভূৎ কিঞ্চিদ্ব্রহ্মহত্যাবিমোচনম্॥ ৪৫ ॥ তত্র স্নানং মহাপুণ্যং ব্রহ্মহত্যাবিনাশনম্। দৃশ্যতে রাবণোঽদ্যাপি ছায়ারূপেণ তত্র বৈ॥ ৪৬ ॥ তদগ্রে নাগলোকস্য বিলমস্তি মহত্তরম্। দশগ্রীববধোৎপন্নাং ব্রহ্মহত্যাং বলীয়সীম্। ৪৭ ॥ তদ্বিলং প্রাপয়ামাস জানকীরমণো দ্বিজাঃ। তস্যোপরি বিলস্যাথ কৃত্বা মণ্ডপমুত্তমম্॥ ৪৮ ॥ ভৈরবং স্থাপয়মাস রক্ষার্থং তত্র রাঘবঃ। ভৈরবাজ্ঞাপরিত্রস্তা ব্রহ্মহত্যা ভয়ঙ্করী॥ ৪৯ ॥ নাশক্নোত্তদ্বিলাদূর্দ্ধং নির্গন্তুং দ্বিজসত্তমাঃ। তস্মিন্নেব বিলে তস্থৌ ব্রহ্মহত্যা নিরুদ্যমা॥ ৫০ ॥ রামনাথমহালিঙ্গদক্ষিণে গিরিজা মুদা। বর্ত্ততে পরমানন্দশিবস্যার্দ্ধশরীরিণী॥ ৫১ ॥ আদিত্যসোমৌ বর্ত্তেতে পার্শ্বয়োস্তত্র শূলিনঃ। দেবস্য পুরতো বহ্নী রামনাথস্য বর্ত্ততে॥ ৫২ ॥ আস্তে শতক্রতুঃ প্রাচ্যামাগ্নেয্যাঞ্চ তথানলঃ। আস্তে যমো দক্ষিণস্যাং রামনাথস্য সেবকঃ॥ ৫৩ ॥ নৈর্ঋতে নির্ঋতির্বিপ্রা বর্ত্ততে শঙ্করস্য তু। বারুণ্যাং বরুণো ভক্ত্যা সেবতে রাঘবেশ্বরম্॥ ৫৪ ॥ বায়ব্যে তু দিশো ভাগে বায়ুরাস্তে শিবস্য তু। উত্তরস্যাঞ্চ ধনদো রামনাথস্য বর্ত্ততে॥ ৫৫ ॥ ঐশান্যেঽস্য চ দিগ্ভাগে মহেশো বর্ত্ততে দ্বিজাঃ। বিনায়ককুমারৌ চ মহাদেবসুতাবুভৌ॥ ৫৬ ॥ যথাপ্রদেশং বর্ত্তেতে রামনাথালয়েঽধুনা। বীরভদ্রাদয়ঃ সর্ব্বে মহেশ্বরগণেশ্বরাঃ॥ ৫৭ ॥ যথাপ্রদেশং বর্ত্তন্তে রামনাথালয়ে সদা। মুনয়ঃ পন্নগাঃ সিদ্ধা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ॥ ৫৮ ॥ সন্তুষ্যমাণহৃদয়া যথেষ্টং শিবসন্নিধৌ। বর্ত্তন্তে রামনাথস্য সেবার্থং ভক্তিপূর্ব্বকম্॥ ৫৯ ॥ রামনাথস্য পূজার্থং শ্রোত্রিয়ান্ ব্রাহ্মণান্ বহূন্। রামেশ্বরে রঘুপতিঃ স্থাপয়ামাস পূজকান্॥

সাধনে অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা হইয়াছিল। সুতরাং সেই ব্রহ্মহত্যা শান্তির নিমিত্তই রামচন্দ্র বৈদিক বিধি অনুসারে রামেশ্বরনামক লিঙ্গস্থাপন করেন। হে দ্বিজগণ! এইরূপে রাবণ-বিনাশে লোকাভিরাম রামের ব্রহ্মহত্যা সমুদ্ভূত হইয়াছিল। যে ব্রহ্মঘাতজন্য পাপ-শান্তির নিমিত্ত রাম স্বয়ং লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা আপনাদের নিকট সহেতুক বর্ণন করিলাম। অতি ধার্ম্মিক রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ-সহ এইরূপে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছিলেন। ভূপতি রামচন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা যথায় অপগত হইয়াছিল, তথায় ব্রহ্মহত্যামোচন নামে এক তীর্থ হয়। ঐ তীর্থে স্নান মহাপুণ্য জনক এবং ব্রহ্মহত্যানাশক। রাক্ষসরাজ রাবণ অদ্যাপি ছায়ারূপে তথায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ তীর্থের সম্মুখে নাগলোকগমনের এক মহাবিল বিদ্যমান। হে দ্বিজগণ! জানকীবল্লভ রাম দশাননবধ-জনিত বলীয়সী ব্রহ্মহত্যাকে ঐ বিলমধ্যে পাতিত করিয়াছিলেন। তিনি ঐ বিলের উপর এক উত্তম মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া তাহার রক্ষার্থ এক ভৈরব স্থাপন করেন। হে দ্বিজবরগণ! ভৈরবের আজ্ঞায় বিত্রস্ত হইয়া ভয়ঙ্করী ব্রহ্মহত্যা বিলমধ্য হইতে উর্দ্ধে আর উত্থিত হইতে পারে না। ব্রহ্মহত্যা হতোদ্যম হইয়া সেই বিলেই অবস্থান করিতেছে। রামনাথ মহালিঙ্গের দক্ষিণে পরমানন্দময় শিবের অর্দ্ধশরীরিণী গিরিজা প্রীতিভরে অবস্থান করিতেছেন। শূলপাণির পার্শ্বে তথায় চন্দ্র ও সূর্য্য বিরাজমান। রামনাথ দেবের সম্মুখে বহ্নিদেব বিদ্যমান। প্রাচীদিকে শতক্রতু আগ্নেয়ীদিকে অনল এবং দক্ষিণে যম রামনাথের সেবকরূপে বিরাজমান। বিপ্রগণ! শঙ্করের নৈর্ঋতে নিঋতি এবং পশ্চিমে বরুণদেব বিরাজিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক রাঘবেশ্বরের সেবা করিতেছেন। রামনাথ শিবের বায়ুদিকে বায়ু, উত্তরে ধনদ, এবং ঈশানদিগ্ভাগে মহেশ বর্ত্তমান। মহাদেবের দুইপুত্র বিনায়ক এবং কুমার রামনাথালয়ে যথাপ্রদেশে বিদ্যমান। মহেশ্বরের বীরভদ্রাদি গণাধ্যক্ষ সকল রামনাথমন্দিরে যথাযোগ্য প্রদেশে বিরাজমান। মুনিগণ, পন্নগগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে ভক্তির সহিত রামনাথের সেবার জন্য শিবসন্নিধানে বিদ্যমান। রঘুপতি রামেশ্বরের পূজার জন্য বহু শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে রামেশ্বরস্থানে পূজকরূপে স্থাপন করিয়াছিলেন।

৬০॥ রামপ্রতিষ্ঠিতান্ বিপ্রান্ হব্যকব্যাদি-নার্চ্চয়েৎ। তুষ্টাস্তে তোষিতাঃ সর্ব্বা পিতৃভিঃ সহদেবতাঃ॥ ৬১॥ তেভ্যো বহুধনান্ গ্রামান্ প্রদদৌ জানকীপতিঃ। রামনাথমহাদেবনৈবেদ্যার্থমপি দ্বিজাঃ॥ ৬২॥ বহূন্ গ্রামান্ বহুধনং প্রদদৌ লক্ষ্মণাগ্রজঃ। হারকেয়ূরকটকনিষ্কাদ্যাভরণানি চ॥ ৬৩॥ অনেকপট্টবস্ত্রাণি ক্ষৌমাণি বিবিধানি চ। রামনাথায় দেবায় দদৌ দশরথাত্মজঃ॥ ৬৪॥ গঙ্গা চ যমুনা পুণ্যা সরযূশ্চ সরস্বতী। সেতৌ রামেশ্বরং দেবং ভজন্তে স্বাঘশান্তয়ে॥ ৬৫॥ এতদধ্যায়-পঠনাচ্ছ্রবণাদপি মানবঃ। বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ সাযুজ্যং লভতে হরেঃ॥ ৬৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রামস্য ব্রহ্মহত্যোৎপত্তিহেতুনিরূপণং নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। রামনাথং সমুদ্দিশ্য কথাং পাপবিনাশিনীম্। প্রবক্ষ্যামি মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ॥ ১॥ পাণ্ড্যদেশাধিপো রাজা পুরাসীচ্ছঙ্করাভিধঃ। ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসন্ধশ্চ যাযজূকশ্চ ধার্ম্মিকঃ॥ ২॥ বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞঃ পরসৈন্যবিদারণঃ। চতুরোঽপ্যাশ্রমান্ বর্ণান্ ধর্ম্মতঃ পরিপালয়ন্॥ ৩॥ বৈদিকাচারনিরতঃ পুরাণস্মৃতিপারগঃ। শিব-বিষ্ণ্বর্চ্চকো নিত্যমন্যদৈবতপূজকঃ॥ ৪॥ মহাদান-প্রদো নিত্যং ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্। মৃগয়ার্থং যযৌ ধীমান্ স কদাচিত্তপোবনম্॥৫॥ সিংহব্যাঘ্রেভ-মহিষক্রূরসত্ত্বভয়ঙ্করম্। ঝিল্লীকাভীষণরবং সরীসৃপসমাকুলম্॥ ৬॥ ভীমশ্বাপদসম্পূর্ণং দাবানল-ভয়ঙ্করম্। মহারণ্যং প্রবিশ্যাথ শঙ্করো রাজশেখরঃ॥ ৭॥ অনেকসৈনিকোপেত আখেটিকুলসঙ্কুলঃ। পাদুকাগূঢ়চরণো রক্তোষ্ণীষো হরিচ্ছদঃ॥ ৮॥ বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণো ধৃতকোদণ্ডসায়কঃ। কক্ষ্যাবদ্ধ-মহাখড়্গঃ শ্বেতাশ্ববরমাস্থিতঃ॥ ৯॥ সুবেষধারী সন্নদ্ধঃ পত্তিসঙ্ঘসমাবৃতঃ। কান্তারেষু চ রম্যেষু পর্ব্বতেষু গুহাসু চ॥ ১০॥ সমুত্তীর্ণমহাস্রোতা যুবা সিংহপরাক্রমঃ। বিচচার বলৈঃ সাকং দরীষু মৃগয়-

---

সেই সকল রাম-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণদিগকে হব্য কব্যাদি দ্বারা পূজা করিতে হয়। তাঁহারা তুষ্ট হইলে পিতৃগণ সহ সর্ব্ব দেব পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। জানকীপতি সেই সকল ব্রাহ্মণকে বহু ধন ও গ্রাম দান করিয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ রামনাথ মহাদেবের নৈবেদ্যনিষ্পাদনের নিমিত্তও লক্ষ্মণজ্যেষ্ঠ রাম বহু ধন, বহু গ্রাম দান করেন। এতদ্ভিন্ন বহু হার, কেয়ূর, কটক, নিষ্কাদি আভরণ, প্রচুর পট্টবস্ত্র ও বিবিধ ক্ষৌম বসনও দশরথ-নন্দন রামনাথদেবকে অর্পণ করিয়াছিলেন। পুণ্যতোয়া গঙ্গা, যমুনা, সরযু, ও সরস্বতী এই সকল নদী স্ব স্ব পাপশান্তির নিমিত্ত সেতুবন্ধে রামেশ্বরদেবকে ভজনা করিয়া থাকেন। মানব এই অধ্যায় শ্রবণে এবং পাঠে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া হরিসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। ৩১—৬৬।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৭।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা সমাহিত হইয়া রামনাথসম্বন্ধীয় পাপনাশিনী কথা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে পাণ্ড্য দেশে শঙ্কর নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ব্রহ্মণ্য, সত্যসন্ধ, যাযজুক, ধার্ম্মিক, বেদবেদান্ত-তত্ত্বজ্ঞ ও পরসৈন্যঘাতী ছিলেন। ঐ রাজা ধর্ম্মানুসারে চতুর্ব্বিধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই বৈদিকাচারে নিরত, পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনায় তৎপর, শিব ও বিষ্ণুপূজক এবং নিয়ত অন্যান্য দেবতারও অর্চ্চক ছিলেন। রাজা শঙ্কর মহাত্মা ব্রাহ্মণদিগকে নিত্য প্রভূত ধন দান করিতেন। একদা সেই ধীমান রাজেন্দ্র মৃগয়ানিমিত্ত সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-সঙ্কুল কোন এক ভীষণ অরণ্যে গমন করিলেন। ঐ অরণ্য ঝিল্লিকারবে মুখরিত, সরীসৃপসমূহে সমাকুলিত, ভীষণ শ্বাপদসমূহে সমাকীর্ণ ও দাব-দহনে ভয়জনক। রাজা শঙ্কর এহেন ভীষণ অরণ্যে বহু সৈন্য ও আখেটিকুলে পরিবৃত হইয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পদদ্বয় পাদুকায় পরিবৃত, মস্তকে রক্তবর্ণ উষ্ণীষ; তিনি হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গুলি-দলে অঙ্গুলিত্রাণ আছে। তিনি কোদণ্ড ও সায়ক ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার কক্ষায় মহা-খড়্গ আবদ্ধ; তিনি শ্বেতবর্ণ অশ্বে সমারূঢ়, সুবেশধর, সুসন্নদ্ধ ও পত্তিসমূহে সমাবৃত। তাঁহার পরাক্রম সিংহের ন্যায়। তিনি কান্তারে এবং রম্য

মৃগান্॥ ১১॥ বধ্যতাং বধ্যতামেষ যাতি বেগান্ মৃগো বনে। এবং বদৎসু সৈন্যেষু স্বয়মুৎপ্লুত্য শঙ্করঃ॥ ১২॥ মৃগং হন্তি মহারাজো বিগাহ্য বিপিনস্থলীম্। সিংহান্ বরাহান্মহিষান্ কুঞ্জরাঞ্ছর-ভাংস্তথা॥ ১৩॥ বিনিঘ্নন্ স মৃগানন্যান্ বন্যাঞ্ছঙ্কর-ভূপতিঃ। কুত্রচিদ্বিপিনোদ্দেশে দরীমধ্যনিবাসনম্॥ ১৪॥ ব্যাঘ্রচর্ম্মধরং শান্তং মুনিং নিয়তমানসম্। ব্যাঘ্রবুদ্ধ্যা জঘানাশু শরেণানতপর্ব্বণা॥ ১৫॥ অতিবেগেন বিপ্রেন্দ্রাস্তৎপত্নীঞ্চ স সায়কঃ। নিজ-ঘান পতিপ্রাণাং নিবিষ্টাং পত্যুরন্তিকে॥ ১৬॥ বিলোক্য মাতাপিতরৌ তৎপুত্রো নিহতৌ বনে। রুরোদ ভৃশদুঃখার্ত্তো বিললাপ চ কাতরঃ॥ ১৭॥ ভোস্তাত মাতর্ম্মাং হিত্বা যুবাং যাতৌ ক্ব বান্ধনা। অহং কুত্র গমিষ্যামি কো বা মে শরণং ভবেৎ॥ কো মামধ্যাপয়েদ্বেদান্ শাস্ত্রং বা পাঠয়েৎ পিতঃ। অম্ব মে ভোজনং কা বা দাস্যতে সোপদেশকম্॥ ১৯॥ আচারান্ শিক্ষয়েৎ কো বা তাত ত্বয়ি মৃতেঽধুনা অম্ব বালং প্রকুপিতং কা বা মামুপলালয়েৎ॥ ২০॥ যুবাং নিরাগসাবদ্য কেন পাপেন সায়কৈঃ। নিহতৌ বৈ তপোনিষ্ঠৌ মৎপ্রাণৌ মদ্গুরূ বনে॥ ২১॥ এবং তয়োঃ সুতো বিপ্রা মুক্তকণ্ঠং রুরোদ বৈ। অথ প্রলপিতং শ্রুত্বা শঙ্করো বিপিনে চরন্॥ ২২॥ তচ্ছব্দাভিমুখঃ সদ্যঃ প্রযযৌ স দরীমুখম্। তত্রত্যা মুনয়োঽপ্যাশু সমাগচ্ছংস্তমাশ্রমম্॥ ২৩॥ তে দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে শরেণ নিহতং মুনিম্। তৎপত্নীঞ্চ হতাং বিপ্রা রাজানঞ্চ ধনুর্দ্ধরম্॥ ২৪॥ বিলপন্তং সুতং চাপি বিলোক্য ভৃশবিহ্বলাঃ। পুত্রমাশ্বাসয়া-মাসুর্ম্মা রোদীরিতি কাতরম্॥ ২৫॥ মুনয় ঊচুঃ। আঢ্যে বাপি দরিদ্রে বা মূর্খে বা পণ্ডিতেঽপি বা। পীনে বাথ কৃশে বাপি সমবর্ত্তী পরেতরাট্॥ ২৬॥ বনে বা নগরে গ্রামে পর্ব্বতে বা স্থলা-ন্তরে। মৃত্যোর্বশে প্রয়াতব্যং সর্ব্বৈরপি হি জন্তুভিঃ॥ ২৭॥ বৎস নিত্যঞ্চ গর্ভস্থৈর্জ্জাতৈরপি চ জন্তুভিঃ। যুবভিঃ স্থবিরৈঃ সর্ব্বৈর্যাতব্যং যমপত্তনম্॥

রম্যশৈলে ও শৈলগুহায় স্বীয় সৈন্যগণসমভিব্যাহারে মৃগসমূহ অন্বেষণ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ মৃগ যাইতেছে; উহাকে বধ করুন, বধ করুন; সৈন্যগণমধ্যে এইরূপ শব্দ সমুত্থিত হইলে মহারাজ শঙ্কর স্বয়ং লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক বনস্থলী বিলোড়ন করিয়া মৃগবধ করিতে লাগিলেন। ভূপতি শঙ্কর অরণ্যে সিংহ, বরাহ, মহিষ, কুঞ্জর, শরভ ও অন্যান্য বন্য মৃগসমূহ হনন করিতে করিতে কোন এক বনপ্রদেশে অবশেষে জনৈক ব্যাঘ্রচর্ম্ম-ধর নিয়তাত্মা শান্তমুনিকে ব্যাঘ্রবোধে আনত-পর্ব্ব শর দ্বারা বিনাশ করিলেন। ঐ মুনি এক গুহামধ্যে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার পতি-প্রাণা পত্নীও তাঁহার সমীপে ছিলেন। হে বিপ্রগণ! রাজা শঙ্করের তীব্রবেগ-শালী শরে সেই মুনি পত্নীও বিনষ্ট হইলেন। সেই নিহত মুনির পুত্র মাতাপিতাকে নিহত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত-ভাবে কাতরকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। মুনিপুত্র এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, হা তাত! হা মাতঃ! আপনারা আমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন? আমি কোথায় যাইব? কে আমার আশ্রয় হইবে? হে পিতঃ! কে আমায় শাস্ত্র শিক্ষা দিবে? হে অম্ব! কে আমার ক্ষুধা বুঝিয়া আমায় অন্নদান করিবে? হে তাত! তুমি প্রাণত্যাগ করিলে; কে বল, আমায় এখন সদাচার শিক্ষা দিবে! মা! আমি কুপিত বা ক্রুদ্ধ হইলে কেই বা আমায় লালন করিবে?—২০। আপনারা নির-পরাধ, তপোনিষ্ঠ ও মদীয় প্রাণসম গুরু; কোন্ পাপিষ্ঠ এ বনে আপনাদিগকে বাণবিদ্ধ করিয়া বিনাশ করিল? হে বিপ্রগণ! এইরূপে সেই মুনি-ব্রতাবলম্বী পতি-পত্নীর একমাত্র পুত্র মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা শঙ্কর অরণ্যমধ্যে সেই বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া তদভি-মুখে যাইতে যাইতে তৎক্ষণাৎ গুহাপ্রান্তে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার আশে-পাশে যে সকল মুনি ছিলেন, তাঁহারাও সত্বর সেই মুনির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমাগত মুনিগণ সেই গুহাবাসী মুনিকে ও মুনিপত্নীকে আহত, রাজাকে ধনুর্হস্তে অবস্থিত এবং মুনি-পুত্রকে বিলাপ-তৎপর দেখিয়া অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা সেই কাতর মুনিপুত্রকে রোদন করিতে নিষেধ করিলেন এবং নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। মুনিগণ কহি-লেন,—বালক! যমরাজ সর্ব্বত্রই সমদর্শী; আঢ্য, দরিদ্র, মূর্খ, পণ্ডিত, স্থূল বা কৃশ, সকলের প্রতিই তাঁহার সমান ব্যবহার। বনে, নগরে, গ্রামে, পর্ব্বতে বা স্থলান্তরে সর্ব্বত্রই সর্ব্বজন্তু মৃত্যুর বশীভূত হইয়া থাকে। হে বৎস! গর্ভস্থ, জাতক যুবক বা স্থবির, সকলকেই যমসদনে যাইতে

২৮॥ বর্ণিভিশ্চ গৃহস্থৈশ্চ বানপ্রস্থৈশ্চ ভিক্ষুভিঃ। কালে প্রাপ্তে ত্বয়ং দেহস্ত্যক্তব্যো দ্বিজপুত্রক॥ ২৯॥ ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরপি চ সঙ্করৈঃ। যাতব্যং প্রেতনিলয়ে দ্বিজপুত্র মহামতে॥ ৩০॥ দেবাশ্চ মুনয়ো যক্ষা গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ। অন্যে চ জন্তবঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ॥ ৩১॥ সর্ব্বে যাস্যন্তি বিলয়ং ন ত্বং শোচিতুমর্হসি। অব্যয়ং সচ্চিদানন্দং যদ্‌ব্রহ্মোপনিষদ্গতম্‌॥ ৩২॥ ন তস্য বিলয়ো জন্ম বর্দ্ধনং চাপি সত্তম। মলভাণ্ডে নবদ্বারে পূয়াসৃক্‌শোণিতালয়ে॥ ৩৩॥ দেহেঽস্মিন বুদ্বুদাকারে কৃমিযূথসমাকুলে। কামক্রোধভয়দ্রোহমোহমাৎসর্য্যকারিণ॥ ৩৪॥ পরদারপরক্ষেত্রপরদ্রব্যৈকলোলুপে। হিংসাসূয়াশুচিব্যাপ্তে বিষ্ঠামূত্রৈকভাজনে॥ ৩৫॥ যঃ কুর্য্যাচ্ছোভনধিয়ং স মূঢ়ঃ স চ দুর্ম্মতিঃ। বহুচ্ছিদ্রঘটাকারে দেহেঽস্মিন্নশুচৌ সদা॥ ৩৬॥ বায়োরবস্থিতিঃ কিং স্যাৎ প্রাণাখ্যস্য চিরং দ্বিজ। অতো মা কুরু শোকং ত্বং জননীং পিতরং প্রতি॥ ৩৭॥ তৌ স্বকর্ম্মবশাদ্‌যাতৌ গৃহং ত্যক্ত্বা ত্রিদ কচিৎ। তব কর্ম্মবশাত্ত্বঞ্চ তিষ্ঠস্যস্মিন্‌ মহীতলে॥ ৩৮॥ যদা কর্ম্মক্ষয়স্তে স্যাত্তদা ত্বং চ মরিষ্যসি। ম্রিয়মাণপ্রেতো হি মৃতপ্রেতস্য শোচতি॥ ৩৯॥ যস্মিন কালে সমুৎপন্নৌ তব মাতা পিতা তথা। ন তস্মিংস্ত্বং সমুৎপন্নস্ততো ভিন্না গতির্হি বঃ॥ ৪০ যদি তুল্যা গতিস্তে স্যাত্তাভ্যাং সহ মহামতে। তর্হি ত্বয়াপি যাতব্যং মৃতৌ যত্র হি তৌ গতৌ॥ ৪১॥ মৃতানাং বান্ধবা যে তু মুঞ্চন্ত্যশ্রূণি ভূতলে। পিবন্ত্যশ্রূণি তান্যদ্ধা মৃতাঃ প্রেতাঃ পরত্র বৈ॥ ৪২॥ অতঃ শোকং পরিত্যজ্য ধৃতিং কৃত্বা সমাহিতঃ। অনয়োঃ প্রেতকার্য্যাণি কুরু ত্বং বৈদিকানি তু॥ ৪৩॥ শরঘাতাদ্‌মৃতাবেতৌ যস্মাত্তে জননী পিতা। অতস্তদ্দোষশান্ত্যর্থমস্থীন্যাদায় বৈ. তয়োঃ॥ ৪৪॥ রামনাথাশবক্ষেত্রে রামসেতৌ বিমুক্তিদে। স্থাপয়স্ব তথা শ্রাদ্ধং সপিণ্ডীকরণাদিকম্‌॥ ৪৫॥ তত্রৈব কুরু শুদ্ধ্যর্থং তয়োর্ব্রাহ্মণপুত্রক। তেন দুর্ম্মৃত্যুদোষস্য শান্তির্ভবতি নান্যথা॥ ৪৬॥ শ্রীসূত উবাচ।

হয়। হে দ্বিজনন্দন! কি বর্ণী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি ভিক্ষু, কালপ্রাপ্ত হইলে এই দেহ পরিত্যাগ করিতে সকলেই বাধ্য। হে মহামতে! দ্বিজপুত্র! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা বর্ণসঙ্কর, সকলকেই প্রেতভবনে প্রয়াণ করিতে হয়। দেব, মুনি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, অন্যান্য জীব, এমন কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরও বিলয় পাইয়া থাকেন; অতএব তুমি আর এ বিষয়ে শোক করিও না। হে সাধুবর! যিনি উপনিষদ্‌-বর্ণিত সচ্চিদানন্দময় অব্যয় ব্রহ্ম, তাঁহার কখনই ক্ষয়-বৃদ্ধি নাই। এই দেহ—মলভাণ্ড, নবদ্বারবিশিষ্ট, পূয রক্ত ও শোণিতময়, বুদ্বুদাকার এবং কৃমিসমূহে, সমাকুল। ইহা কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্রোহ, মোহ ও মাৎসর্য্যকারক; পরদার, পরদ্রব্য ও পরক্ষেত্রে একান্ত লোলুপ; হিংসা অসূয়া ও অশুচিব্যাপ্ত; এবং বিষ্ঠা ও মূত্রের একমাত্র পাত্র। যে মূঢ় এহেন দেহে সৌন্দর্য্য জ্ঞান করে, সে নিতান্তই দুর্ম্মতি। হে দ্বিজ! এই অশুচি দেহ বহুচ্ছিদ্রময় ঘটাকার; এখানে প্রাণাখ্য পবনের চিরাবস্থান কি হইতে পারে? অতএব তুমি জনকজননীর জন্য শোক করিও না। তাঁহারা স্ব স্ব কর্ম্মবশে এ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথায় গিয়াছেন। তোমার কর্ম্মবশে তুমি এই মহীতলে অবস্থান করিতেছ।২২—৩৮। যখন তোমার কর্ম্মক্ষয় হইবে, তখন তুমিও মরিবে। মরিষ্যমাণ প্রেতই মৃত প্রেতের জন্য শোক করিয়া থাকে। তোমার পিতা-মাতা যে কালে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, তুমি অবশ্য সে কালে সমুৎপন্ন হও নাই; এই জন্যই তোমাদের ভিন্ন গতি হইয়াছে। হে মহামতে! যদি তোমার পিতামাতার সহিত তুল্য গতি হইত, তবে তুমিও সেই মৃতদিগের গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিতে। মৃতব্যক্তিদিগের বান্ধবেরা ভূতলে যে সকল অশ্রুবিন্দু পাতিত করে, মৃত প্রেতগণ পরলোকে সেই অশ্রু পান করিয়া থাকে। অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক সমাহিতভাবে এই দুই পিতা-মাতার বেদবিহিত প্রেতকার্য্য সকল তুমি সমাধা কর। তোমার জনকজননী শরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব এই অপঘাতদোষশান্তির নিমিত্ত তুমি ইঁহাদের অস্থি লইয়া গিয়া রামনাথাশবক্ষেত্রে বিমুক্তিপ্রদ রামসেতুসমীপে স্থাপন কর এবং সেই স্থানে থাকিয়াই ইঁহাদের শুদ্ধের নিমিত্ত সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ কর। এইরূপ করিলেই ইঁহাদের অপঘাতমৃত্যু-দোষের শান্তি হইবে। ইহা ভিন্ন দোষশান্তির উপায়ান্তর নাই। সূত কহিলেন,—হে

এবমুক্তঃ স মুনিভিঃ শাকল্যস্য সুতো দ্বিজাঃ। জাঙ্গলাখ্যস্তয়োঃ সর্ব্বং পিতৃমেধং চকার বৈ ॥ ৪৭ ॥ অস্থ্যেত্যরস্থীন্যাদায় হালাস্যং প্রযযৌ চ সঃ। তস্মাদ্ রামেশ্বরং সদ্যো গত্বায়ং জাঙ্গলো দ্বিজঃ ॥ ৪৮ ॥ মুনিপ্রোক্তপ্রকারেণ তস্মিন্ রামেশ্বরস্থলে। নিধায় পিত্রোরস্থীনি শ্রাদ্ধাদীন্যকরোত্তথা ॥ ৪৯ ॥ প্রথমাব্দিকপর্য্যন্তং কার্য্যং তত্রাকরোচ্চ সঃ। স্থিত্বাব্দং স মুনেঃ পুত্র একো জাঙ্গলসংজ্ঞকঃ ॥ ৫০ ॥ আব্দিকান্তে দিনে বিপ্রো রাত্রৌ স্বপ্নে বিলোক্য তু। স মাতরং চ পিতরং শঙ্খচক্রগদাধরৌ ॥ ৫১ ॥ গরুড়োপরি সংবিষ্টৌ পদ্মমালাবিভূষিতৌ। শোভিতৌ তুলসীদাম্না স্ফুরন্মকরকুণ্ডলৌ ॥ ৫২ ॥ কৌস্তুভালঙ্কৃতোরস্কৌ পীতাম্বরবিরাজিতৌ। এবং দৃষ্ট্বা মুনিসুতো জাঙ্গলঃ সুপ্রসন্নধীঃ ॥ ৫৩ ॥ স্বাশ্রমং পুনরাগত্য সুখেন ন্যবসদ্দ্বিজাঃ। স্বপ্নদৃষ্টঞ্চ বৃত্তান্তং মাতাপিত্রোঃ স জাঙ্গলঃ ॥ ৫৪ ॥ তেভ্যো ন্যবেদয়ৎ সর্ব্বং ব্রাহ্মণেভ্যোঽতিহর্ষিতঃ। শ্রুত্বা তে মুনয়ো বৃত্তমাসন্ সম্প্রীতমানসাঃ ॥ ৫৫ ॥ অথ রাজানমালোক্য সর্ব্বে তেঽপি মহর্ষয়ঃ। অবদন্ কুপিতা বিপ্রাঃ শপন্তঃ শঙ্করং নৃপম্ ॥ ৫৬ ॥ পাণ্ড্যভূপ মহামূর্খ ক্রৌর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণঘাতক। স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা চ কৃতা যস্মাত্ত্বয়াধুনা ॥ ৫৭ ॥ অতঃ শরীরসন্ত্যাগং কুরু ত্বং হব্যবাহনে। নোচেত্তব ন শুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তশতৈরপি ॥ ৫৮ ॥ ত্বৎসম্ভাষণমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যাযুতং ভবেৎ। অস্মৎসকাশাদ্গচ্ছ ত্বং পাণ্ড্যানাং কুলপাংসন ॥ ৫৯ ॥ ইত্যুক্তো মুনিভিঃ পাণ্ড্যঃ শঙ্করো দ্বিজপুঙ্গবাঃ। তথাস্তু দেহসংত্যাগং করিষ্যে হব্যবাহনে ॥ ৬০ ॥ ব্রহ্মহত্যাবিশুদ্ধ্যর্থং ভবতাং সন্নিধাবহম্। অনুগ্রহং মে কুর্বন্তু ভবন্তো মুনিসত্তমাঃ ॥ ৬১ ॥ তথা শরীরসন্ত্যাগাৎ পাতকং মে লয়ং ব্রজেৎ। এবমুক্ত্বা মুনীন্ সর্ব্বান্ শঙ্করঃ পাণ্ড্যভূপতিঃ ॥ ৬২ ॥ স্বান মন্ত্রিণঃ সমাহূয় বভাষে বচনং ত্বিদম্। ভো মন্ত্রিণো ব্রহ্মহত্যা ময়াকার্য্যবিচারতঃ ॥ ৬৩ ॥ স্ত্রীহত্যা চ তথা ক্রূরা মহানরকদায়িনী ॥ এতৎ-

দ্বিজগণ! মুনিগণ এই কথা কহিলে, সেই শাকল্য-মুনির পুত্র জাঙ্গলদ্বিজ সমস্ত পিতৃমেধকার্য্য সমাধা করিলেন এবং পরদিন তিনি অস্থিসমূহ লইয়া হালাস্য গ্রামে গমন করিলেন। সে স্থান হইতে পরে রামেশ্বরতীর্থে গমন করিয়া জাঙ্গলদ্বিজ মুনিগণের কথানুসারে তথায় পিতামাতার অস্থি সকল স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাধা করিলেন। প্রথমাব্দিক পর্য্যন্ত যে কিছু প্রেতকার্য্য, তৎসমস্তই সেই মুনিপুত্র জাঙ্গল একাকী তথায় এক বর্ষ থাকিয়া নির্ব্বাহ করিলেন। অনন্তর বৎসরান্ত দিনে ব্রাহ্মণ-কুমার স্বপ্নে তাঁহার মাতা-পিতাকে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন,—তাঁহারা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করিয়া গরুড়োপরি উপবিষ্ট আছেন তাঁহাদের বক্ষঃস্থল পদ্মমালায় মণ্ডিত। তাঁহারা উজ্জ্বল মকর-কুণ্ডল ধারণ করিয়া তুলসীমাল্যে সুশোভিত হইতেছেন। তাঁহাদের বক্ষঃস্থল কৌস্তুভমণি দ্বারা সমলঙ্কৃত; তাঁহারা পীতবসনে বিরাজমান। হে দ্বিজগণ! মুনিকুমার জাঙ্গল এইরূপ দেখিয়া সুপ্রসন্ন মনে পুনরায় নিজাশ্রমে আগমনপূর্ব্বক পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন তিনি স্বপ্নে মাতা-পিতার সম্বন্ধে যেরূপ ঘটনা দেখিলেন, তাঁহার আশ্রমসমীপস্থ ব্রাহ্মণদিগের নিকট আসিয়া সে সকল ঘটনা অবিলম্বে বর্ণন করিলেন। মুনিগণ সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন।৪৭—৫৫। অনন্তর সেই সকল মহর্ষি সম্মুখে সেই রাজা শঙ্করকে দেখিয়া কুপিত হইলেন এবং তাঁহাকে শাপদানে উদ্যত হইয়া কহিলেন,—হে মহামূর্খ, পাণ্ড্যভূপ! তুমি ক্রূরতা-ক্রমে ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ। তুমি অধুনা যেহেতু স্ত্রীহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ, এই কারণ হব্যবাহনে দেহ পরিত্যাগ কর। অন্যথা শত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও তোমার শুদ্ধি হইবে না। তোমার সহিত সম্ভাষণ করিলেও অযুতব্রহ্মহত্যা পাপ হয়। অতএব হে পাণ্ড্যকুলপাংসন! তুমি আমাদের নিকট হইতে দূর হও। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মুনিগণ এই কথা কহিলে, পাণ্ড্য রাজা শঙ্কর বলিলেন,—'তথাস্তু'। আমি ব্রহ্মহত্যা বিশুদ্ধির নিমিত্ত আপনাদের সমক্ষে হব্যবাহনে দেহ পরিত্যাগ করিব। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা আমার প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করুন। যাহাতে এই দেহ পরিত্যাগ করিলেই আমার পাতক প্রনষ্ট হয়, আপনারা তাহারই ব্যবস্থা করুন। পাণ্ড্যরাজ সমস্ত মুনিকে এই কথা কহিয়া স্বীয় মন্ত্রিগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন,—হে মন্ত্রিগণ! আমি অবিচারক্রমে ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি। কেবল ব্রহ্মহত্যা নয়,—মহানরক-দায়িনী ভীষণা স্ত্রীহত্যাও আমা দ্বারা অনুষ্ঠিত হই-

পাতকশুদ্ধ্যর্থং মুনীনাং বচনাদহম্ ॥ ৬৪ ॥ প্রদীপ্তে হুগ্নৌ মহাজ্বালে পরিত্যক্ষ্যে কলেবরম্। কাষ্ঠান্যানয়ত ক্ষিপ্রং তৈরগ্নিশ্চ সমিধ্যতাম্ ॥ ৬৫ ॥ মম পুত্রঞ্চ সুরুচিং রাজ্যে স্থাপয়তাচিরাৎ। মা শোকং কুরুতামাত্যা দৈবতং দুরতিক্রমম্ ॥ ৬৬ ॥ ইতীরিতা নৃপতিনা মন্ত্রিণো রুরুদুস্তদা। পাণ্ড্যনাথ মহারাজ রিপূণামপি বৎসল ॥ ৬৭ ॥ বয়ং হি ভবতা নিত্যং পুত্রবৎ পরিপালিতাঃ। ত্বাং বিনা ন প্রবেক্ষ্যামঃ পুরীং দেবপুরোপমাম্ ॥ ৬৮ ॥ হব্যবাহং প্রবেক্ষ্যামো মহাকাষ্ঠসমেধিতম্। তেষাং প্রলপিতং শ্রুত্বা পাণ্ড্যঃ শঙ্করভূপতিঃ। প্রোবাচ মন্ত্রিণঃ সর্ব্বান্ বচনং সান্ত্বপূর্ব্বকম্ ॥ ৬৯ ॥ শঙ্কর উবাচ। কিং করিষ্যথ ভোঃমাত্যা মহাপাতকিনা ময়া ॥ ৭০ ॥ সিংহাসনং সমারুহ্য ন কর্ত্তুং যুজ্যতে বত। চতুরর্ণবপর্য্যন্তধরাপালনমঞ্জসা ॥ ৭১ ॥ মৎপুত্রংস্তু সুরুচিং শীঘ্রমতঃ স্থাপয়তাসনে। কাষ্ঠান্যানয়ত ক্ষিপ্রং প্রবেষ্টুং হব্যবাহনম্ ॥ ৭২ ॥ মম মন্ত্রিবরা যূয়ং বিলম্বং ত্যজতাধুনা। ইত্যুক্তা মন্ত্রিণঃ কাষ্ঠং সমানিন্যুঃ ক্ষণেন তে ॥ ৭৩ ॥ অগ্নিং প্রজ্বলিতং কাষ্ঠৈর্দৃষ্ট্বা শঙ্করভূপতিঃ। স্নাত্বাচম্য বিশুদ্ধাত্মা মুনীনাং সন্নিধৌ তদা ॥ ৭৪ ॥ অগ্নিং প্রদক্ষিণীকৃত্য তান্মুনীনপি সত্বরম্। অগ্নিং মুনীন্নমস্কৃত্য ধ্যাত্বা দেবমুমাপতিম্ ॥ ৭৫ ॥ অগ্নৌ পতিতুমারেভে ধৈর্য্যমালম্ব্য ভূপতিঃ। তস্মিন্নবসরে বিপ্রা মুনীনামপি শৃণ্বতাম্ ॥৭৬ ॥ অশরীরা সমুদভূদ্বাণী ভৈরবনাদিনী। ভোঃ শঙ্কর মহীপাল মানলং প্রবিশাধুনা ॥ ৭৭ ॥ ব্রহ্মহত্যানিমিত্তস্তে ভয়ং মা ভূন্মহামতে। তবোপদেশং বক্ষ্যামি রহস্যং দেবসম্মিতম্ ॥ ৭৮ ॥ শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্ মদুক্তং ক্রিয়তাং ত্বয়া। দাক্ষণাম্বুনিধেস্তীরে গন্ধমাদনপর্ব্বতে ॥ ৭৯ ॥ রামসেতৌ মহাপুণ্যে মহাপাতকনাশনে। রামপ্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং রামনাথং মহেশ্বরম্ ॥ ৮০ ॥ সেবস্ব বর্ষমেকং ত্বং ত্রিকালং ভক্তিপূর্ব্বকম্। প্রদক্ষিণপ্রক্রমণং নমস্কারঞ্চ বৈ কুরু ॥ ৮১ ॥ মহাভিষেকঃ ক্রিয়তাং রামনাথস্য বৈ ত্বয়া। নৈবেদ্যং বিবিধং রাজন্ ক্রিয়তাঞ্চ দিনেদিনে ॥ ৮২ ॥ চন্দনাগুরুকর্পূরৈ রামলিঙ্গং প্রপূজয়।

য়াছে। আমি এই পাপশান্তির জন্য মুনিগণের বচনানুসারে মহাজ্বালামালাকুল ভীষণ অনলে দেহ বিসর্জ্জন করিব। অতএব তোমরা শীঘ্র কাষ্ঠাহরণ কর এবং তাহা দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া দাও। আমার পুত্র সুরুচিকে রাজ্যাভিষিক্ত করিও। হে অমাত্যগণ! তোমরা আমার জন্য শোক করিও না; কেননা দৈব দুর্লঙ্ঘনীয়। নরপতি এই কথা কহিলে, মন্ত্রিগণ রোদন করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—হে মহারাজ, পাণ্ড্যনাথ! আপনি শত্রুদিগেরও প্রিয়। আমরা আপনা দ্বারা নিত্যই পুত্রবৎ প্রতিপালিত হইতাম। আপনাকে ছাড়িয়া আমরা আর সেই সুরপুরীসদৃশী পুরীমধ্যে প্রবেশ করিব না। মহাকাষ্ঠসমুদ্দীপিত অনলমধ্যে আমরাও এক্ষণে প্রবেশ করিব। মন্ত্রিগণের এতাদৃশ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ড্যরাজ শঙ্কর তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দানপূর্ব্বক বলিলেন—হে অমাত্যগণ! আমি মহাপাতকী; আমাদ্বারা তোমরা কি করিবে? আমি তো সিংহাসনে আরোহণ করিয়া এক্ষণে আর সেই চতুরুদধিমালামণ্ডিত মহীমণ্ডল পালন করিতে পারিব না। অতএব আমার পুত্র সুরুচিকেই শীঘ্র রাজাসনে স্থাপন কর এবং যাহাতে শীঘ্র আমি হব্যবাহনে প্রবেশ করিতে পারি, সেজন্য কাষ্ঠাহরণ কর। তোমরা আমারই প্রধান মন্ত্রী, অতএব এক্ষণে আর এ কার্য্যে বিলম্ব করিও না। মন্ত্রিগণ এই কথা শুনিয়া ক্ষণমধ্যেই কাষ্ঠাহরণ করিল। ৫১-৭০। শঙ্কর ভূপতি কাষ্ঠযোগে অগ্নি প্রজ্বালিত হইতে দেখিয়া মুনিগণসমক্ষে স্নান ও আচমনপূর্ব্বক অগ্নি প্রদক্ষিণান্তে অগ্নি ও সেই সকল মুনিকে নমস্কার এবং উমাপতিকে ধ্যান করিয়া ধৈর্য্য সহকারে অগ্নিমধ্যে পতনোদ্যোগ করিলেন। হে বিপ্রগণ! ইত্যবসরে মুনিগণকে শুনাইয়া এক অশরীরিণী ভৈরবনাদিনী বাণী প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ বাণী রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—হে মহীপাল, শঙ্কর! তুমি এক্ষণে অনলে প্রবেশ করিও না। হে মহামতে! তোমার ব্রহ্মহত্যা নিমিত্ত ভয় নাই। আমি এক বেদসম্মিত রহস্য বাক্য তোমার নিকট উপদেশস্বরূপ বলিতেছি; হে রাজন্! তুমি অবহিত হইয়া মদুক্ত বিধি পালন কর। দক্ষিণাব্ধির তীরে মহাপাতকহর মহাপুণ্য রামসেতু গন্ধমাদনশৈলে রামনাথাখ্য মহেশ্বর-লিঙ্গ রামচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আছে। তুমি একবর্ষ যাবৎ ত্রিসন্ধ্যায় ভক্তিপূর্ব্বক সেই লিঙ্গ প্রদক্ষিণ ও নমস্কারপূর্ব্বক সেবা কর। হে রাজন্! সেই লিঙ্গের মহাভিষেক কর এবং দিনে দিনে বিবিধ নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিতে থাক। চন্দন,

ভারদ্বয়েন গব্যেন হ্যাজ্যেন ত্বভিষেচয় ॥ ৮৩ ॥ প্রত্যহঞ্চ গবাং ক্ষীরৈর্দ্বিভারপরিসংখ্যকৈঃ। মধু-দ্রোণেন তল্লিঙ্গং প্রত্যহং স্নাপয় প্রভো ॥ ৮৪ প্রত্যহং পায়সান্নেন নৈবেদ্যং কুরু ভূপতে প্রত্যহং তিলতৈলেন দীপারাধনমাচর ॥ ৮৫ ॥ এতেন তব রাজেন্দ্র রামনাথস্য শূলিনঃ। স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা চ তৎক্ষণাদেব নক্ষ্যতঃ ॥ ৮৬ ॥ দর্শনাদ্রাম-নাথস্য ভ্রূণহত্যাশতানি চ। অযুতং ব্রহ্মহত্যানাং সুরাপানাযুতং তথা ॥ ৮৭ ॥ স্বর্ণস্তেয়াযুতং রাজন গুরুস্ত্রীগমনাযুতম্। তৎসংসর্গদোষাশ্চ বিনশ্যন্তি ক্ষণাদ্বিভো ॥ ৮৮ ॥ মহাপাতকতুল্যানি যানি পাপানি সন্তি বৈ। তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি রামনাথস্য সেবয়া ॥ ৮৯ ॥ মহতী রামনাথস্য সেবা লভ্যেত চেন্নৃণাম্। কিং গঙ্গয়া চ গয়য়া প্রয়াগেণাধ্বরেণ বা ॥ ৯০ ॥ তদ্গচ্ছ রামসেতুং ত্বং রামনাথং ভজানিশম্। বিলম্বং মা কুরু বিভো গমনে চ ত্বরাং কুরু ॥ ৯১ ॥ ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ সাপি বাগশরীরিণী। তচ্ছ্রুত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে ত্বরয়ন্তি স্ম ভূপতিম্ ॥ ৯২ ॥ গচ্ছ শীঘ্রং মহারাজ রামসেতুং বিমুক্তিদম্। রামনাথস্য মাহাত্ম্যমজ্ঞাত্বাস্মাভিরীরিতম্ ॥ ৯৩ ॥ দেহত্যাগং কুরুষ্বেতি বহ্নৌ প্রজ্বলিতেঽধুনা। অনুজ্ঞাতো মুনিবরৈরিতি রাজা স শঙ্করঃ ॥ ৯৪ ॥ চতুরঙ্গবলং পুর্য্যাং প্রাপয়িত্বা ত্বরান্বিতঃ। নমস্কৃত্য মুনীন্ সর্ব্বান্ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ৯৫ ॥ বৃতঃ কতিপয়ৈঃ সৈন্যৈঃ সমাদায় ধনং বহু। রামনাথস্য সেবার্থমযাসীদ্-গন্ধমাদনম্ ॥ ৯৬ ॥ উবাস বর্ষমেকঞ্চ রামসেতৌ বিশুদ্ধিদে। একভুক্তো জিতক্রোধো বিজিতেন্দ্রিয়-সঞ্চয়ঃ ॥ ৯৭ ॥ ত্রিসন্ধ্যং রামনাথঞ্চ সেবমানঃ সভক্তিকম্। প্রদদৌ রামনাথায় দশভারং ধনং মুদা ॥ ৯৮ ॥ প্রত্যহং রামনাথস্য মহাপূজামকারয়ৎ। অকরোচ্চ ধনুষ্কোটৌ প্রত্যহং ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৯৯ ॥ স্নানং প্রতিদিনং চান্নং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা। অশরীরাবচঃপ্রোক্তমখিলং পূজনং তথা ॥ ১০০ ॥ এবং কৃতবতস্তস্য বর্ষমেকং গতং দ্বিজাঃ। বর্ষান্তে স শুচির্ভূত্বা শঙ্করস্তুষ্টমানসঃ। তুষ্টাব পরমেশানং রামনাথং ঘৃণানিধিম্ ॥ ১০১ ॥ শঙ্কর উবাচ। নমামি

অগুরু এবং কর্পূর দ্বারা সেই লিঙ্গের পূজা কর। দুই ভার গব্য ঘৃত দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত কর। হে প্রভো! প্রত্যহ দুইভার পরিমাণ গোক্ষীর ও দ্রোণপরিমাণ মধু দ্বারা রামলিঙ্গ স্নান করাইতে থাক। হে ভূপতে! প্রত্যহ পায়সান্ন দ্বারা তাঁহাকে নৈবেদ্য অর্পণ কর এবং প্রত্যহ তিলতৈলদ্বারা সেই লিঙ্গসমীপে প্রদীপ প্রদান কর। হে রাজেন্দ্র! এইরূপ করিলে রামনাথ শূলপাণির প্রসাদে স্ত্রীহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। হে রাজন্! রামনাথের দর্শন মাত্রেই শত ভ্রূণহত্যা, অযুত ব্রহ্মহত্যা, অযুত সুরাপান, অযুত স্বর্ণস্তেয় ও অযুত গুরুস্ত্রীগমন এবং এই সকল পাপীর সংসর্গ-জন্য দোষ সকল ক্ষণমধ্যেই বিনষ্ট হয়। যে সকল মহাপাতকতুল্য পাপ আছে, সে সমস্তও রামনাথ সেবায় নষ্ট হয়। নরগণ রামনাথের গৌরবজনক সেবাধিকার যদি প্রাপ্ত হয়, তবে আর গঙ্গা, গয়া, প্রয়াগ বা যাগ-যজ্ঞাদি দ্বারা তাহাদের ফল কি? অতএব তুমি রামসেতুবন্ধে গমন কর; সেখানে গিয়া রামনাথ দেবকে নিরন্তর ভজনা কর। হে বিভো! বিলম্ব করিও না; তথায় গমনে সত্বর হও। এই কথা কহিয়া সেই অশরীরিণী বাণী বিরত হইল। মুনিগণ তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই রাজাকে ত্বরান্বিত করিলেন, বলিলেন,—আপনি শীঘ্র সেই মুক্তিপ্রদ রামসেতুবন্ধে গমন করুন। আমরা রামনাথের মাহাত্ম্য জানিতাম না বলিয়াই আপনাকে প্রজ্বলিত অনলে দেহত্যাগ করিতে বলিয়াছিলাম। মুনিশ্রেষ্ঠগণ এইরূপে অনুমতি প্রদান করিলে রাজা শঙ্কর ত্বরান্বিত হইয়া স্বীয় চতুরঙ্গ বল রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন এবং প্রহৃষ্টচিত্তে মুনিগণকে নমস্কার করিয়া কতিপয় সৈন্য সমভি-ব্যাহারে বহু ধন লইয়া রামনাথের সেবার নিমিত্ত গন্ধমাদনশৈলে গমন করিলেন। ৭৪—৯৬। তিনি বিশুদ্ধিজনক রামসেতুবন্ধে একাহার জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া একবর্ষকাল বাস করিতে লাগিলেন। রাজা ত্রিসন্ধ্যায় ভক্তিপূর্ব্বক রাম-নাথের সেবা করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে দশভার সুবর্ণ প্রদান করিলেন; এইরূপে পরমানন্দে প্রত্যহ মহতী পূজা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন ধনুষ্কোটিতীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অন্নদান করিতে লাগিলেন। আকাশ-বাণী যে ভাবে পূজা করিতে আদেশ দিয়াছিল, রাজা সেইভাবেই রামনাথের সমস্ত পূজা নির্ব্বাহ করিলেন। হে দ্বিজগণ! এইরূপে শিব পূজা করিয়া রাজা শঙ্কর একবর্ষ যাপন করিলেন। বর্ষশেষে তিনি শুচি ও সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া দয়াময় পরমেশ্বর রামনাথের স্তব করিতে লাগিলেন।

রুদ্রমীশানং রামনাথমুমাপতিম্ ॥ ১০২ ॥ পাহি মাং কৃপয়া দেব ব্রহ্মহত্যাং দহাশু মে। ত্রিপুরঘ্ন মহাদেব কালকূটবিষাদন ॥ ১০৩ ॥ রক্ষ মাং ত্বং দয়াসিন্ধো স্ত্রীহত্যাং মে বিমোচয়। গঙ্গাধর বিরূপাক্ষ রামনাথ ত্রিলোচন ॥ ১০৪ ॥ মাং পালয় কৃপাদৃষ্ট্যা ছিন্ধি মৎপাতকং বিভো। কামারে কামসন্দায়িন্ ভক্তানাং রাঘবেশ্বর ॥ ১০৫ ॥ কটাক্ষং পাতয় ময়ি শুদ্ধং মাং কুরু ধূর্জ্জটে। মার্কণ্ডেয়ভয়ত্রাণ মৃত্যুঞ্জয় শিবাব্যয় ॥ ১০৬ ॥ নমস্তে গিরিজার্দ্ধায় নিষ্পাপং কুরু মাং সদা। রুদ্রাক্ষমালাভরণ চন্দ্রশেখর শঙ্কর ॥ ১০৭ ॥ বেদোক্তসম্যগাচারযোগ্যং মাং কুরু তে নমঃ। সূর্য্যদন্তভিদে তুভ্যং ভারতীনাসিকাচ্ছিদে ॥ ১০৮ ॥ রামেশ্বরায় দেবায় নমো মে শুদ্ধিদো ভব। আনন্দং সচ্চিদানন্দং রামনাথং বৃষধ্বজম্ ॥ ১০৯ ॥ ভূয়োভূয়ো নমস্যামি পাতকং মে বিনশ্যতু। ভক্ত্যেবং স্তবতস্তস্য রামনাথং মহেশ্বরম্ ॥ ১১০ ॥ নির্জ্জগাম মুখাদ্রাজ্ঞো ব্রহ্মহত্যাতিভীষণা। নীলবস্ত্রধরা ক্রূরা মহারক্তশিরোরুহা ॥ ১১১ ॥ তাং ব্রহ্মহত্যাং বীভৎসাং নৃপবক্ত্রাদ্বিনির্গতাম্। নিজঘান ত্রিশূলেন ভৈরবো রুদ্রশাসনাৎ ॥ ১১২ ॥ হতায়াং ব্রহ্মহত্যায়াং ভৈরবেণ শিবাজ্ঞয়া। রামনাথো নৃপং প্রাহ স্তুত্যা তস্য প্রসন্নধীঃ ॥ ১১৩ ॥ শ্রীরামনাথ উবাচ। পাণ্ড্যভূপ মহারাজ স্তোত্রেণানেন তেঽনঘ। প্রসন্নোঽহং বরং দাস্যে তুভ্যং বরয় চেপ্সিতম্ ॥ ১১৪ ॥ স্ত্রীহত্যা-ব্রহ্মহত্যাভ্যাং যস্তে দোষঃ স নির্গতঃ। শুদ্ধো বিধূতপাপোঽসি রাজ্যং পালয় পূর্ব্ববৎ ॥ ১১৫ ॥ যে মামত্র নিষেবেত ভক্তিযুক্তেন চেতসা। নাশয়ামি নৃণাং তেষাং ব্রহ্মহত্যা-যুতান্যপি ॥ ১৬ ॥ সুরাপানাযুতং ভূপ গুরুস্ত্রীগমনাযুতম্। স্বর্ণস্তেয়াযুতমপি তৎসংসর্গা-যুতং তথা ॥ ১৭ ॥ অন্যান্যপি চ পাপানি নাশয়ামি ন সংশয়ঃ। মৎসেবিনো নরা রাজন্ন ভূয়ঃ সংসরন্তি তে ॥ ১৮ ॥ কিন্তু সাযুজ্যরূপাং মে মুক্তিং যাস্যন্ত্য-সংশয়ম্। স্তবস্যানেন স্তোত্রেণ যে মাং ভক্তিপুরঃ-সরম্ ॥ ১৯ ॥ নাশয়াম্যহমেতেষাং মহাপাতক-

ভূপতি শঙ্কর কহিলেন,—আমি উমাপতি রুদ্র, ঈশান, রামনাথকে নমস্কার করি। হে দেব! আমায় আপনি রক্ষা করুন; সত্বর আমার ব্রহ্মহত্যা দগ্ধ করুন। হে ত্রিপুরহর, কালকূট বিষভক্ষক, মহাদেব! হে দয়াসাগর! আমায় আপনি রক্ষা করুন; মৎকৃত স্ত্রীহত্যা-পাপ হইতে আমায় মুক্ত করুন। হে গঙ্গাধর, বিরূপাক্ষ, ত্রিলোচন, রমানাথ! কৃপাদৃষ্টিদ্বারা আমায় রক্ষা করুন। হে বিভো! আমার পাতক নাশ করুন। হে কামরিপো! হে ভক্তজনের কামপ্রদ! হে রাঘবেশ্বর! আমার প্রতি কটাক্ষপাত করুন। হে ধূর্জ্জটে! আমাকে পবিত্র করুন। হে মার্কণ্ডেয়ভয়-ভঞ্জন, মৃত্যুঞ্জয়, অব্যয়, শিব! আপনি গিরিজার্দ্ধদেহ; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি আমায় সর্ব্বদা নিষ্পাপ করুন। হে রুদ্রাক্ষমালা-মণ্ডিত, চন্দ্রশেখর, শঙ্কর! আমাকে আপনি বেদোদিত যথাযথ আচারের যোগ্য করিয়া দিন; আপনাকে আমার নমস্কার। যিনি সূর্য্যের দন্তভঙ্গকারী ও ভারতীর নাসাচ্ছেদী, রামেশ্বর দেব; আমি সেই আপনাকে নমস্কার করি। আপনি আমায় বিশুদ্ধি প্রদান করুন। আনন্দ, সচ্চিদানন্দ, বৃষধ্বজ, রামনাথকে আমি ভূয়োভূয় নমস্কার করি; তিনি আমার পাতক সংহার করুন। রাজা রামনাথ মহেশ্বরকে এইরূপ স্তব করিলে, তাঁহার মুখবিবর হইতে অতি ভীষণ ব্রহ্মহত্যা নির্গত হইল। ঐ ব্রহ্মহত্যা নীলবসন-ধারিণী, ক্রূরা ও রক্তবর্ণকেশপাশধরা। ৯৭—১১১। সেই বীভৎস ব্রহ্মহত্যা নৃপবক্ত্র হইতে বিনির্গত হইবা-মাত্র রুদ্রের আদেশে ভৈরব তাহাকে ত্রিশূল দ্বারা বিনাশ করিলেন। শিবাজ্ঞায় ভৈরব ব্রহ্মহত্যাকে বিনষ্ট করিলে রাজকীয় স্তবে প্রসন্নচেতা রামনাথ রাজাকে বলিলেন,—হে অনঘ, পাণ্ড্য-মহারাজ! তোমার কৃত এই স্তবে আমি প্রসন্ন হইয়াছি; তুমি ইষ্টবর প্রার্থনা কর, আমি তোমায় বর দান করিব। স্ত্রীহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা হইতে তোমার যে পাপ হইয়াছিল, তাহা চলিয়া গিয়াছে। তুমি শুদ্ধ ও বিধূতপাপ হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় রাজ্য পালন কর। যে সকল মানব ভক্তি-যুক্ত চিত্তে আমাকে এখানে সেবা করে, আমি তাহাদিগের অযুত ব্রহ্মহত্যা, অযুত সুরাপান, অযুত গুরুস্ত্রীগমন ও অযুত স্বর্ণস্তেয় পাপ এবং এই সকল পাপের সংসর্গজন্য অযুত অযুত পাপ নাশ করিয়া থাকি। এতদ্ভিন্ন অন্য যে সকল পাতক আছে, সে সমুদয়ও আমি নিশ্চয় নাশ করি। হে রাজন্! আমার সেবক নরগণ পুনরায় সংসারে পতিত হয় না, তাহারা আমার সাযুজ্য-রূপা মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা ভক্তিভাবে এই স্তব পাঠ করিয়া আমার স্তুতি করে, আমি

সঞ্চয়ম্। প্রীতোঽহং তব ভক্ত্যা চ স্তোত্রেণ মনুজেশ্বর ॥ ১২০ ॥ যথেষ্টং প্রার্থয় বরং মত্তস্ত্বং বরদানৃপ। এবমুক্তঃ শিবেনাথ শঙ্করো নৃপপুঙ্গবঃ। রামনাথং বভাষে তং শঙ্করং করুণানিধিম্ ॥ ১২১ ॥ নৃপ উবাচ। তব সন্দর্শনেনাহং কৃতার্থোঽস্মি মহেশ্বর ॥ ১২২ ॥ ইতঃ পরং প্রার্থনীয়ং মম নাস্ত্যধুনাধিকম্। মৃকণ্ডুসুতসন্তাপহারি পাদযুগং তব ॥ ১২৩ ॥ দৃষ্টং ময়া মহাদেব নাতঃ প্রার্থ্যং বিভোঽস্তি বৈ। ত্বৎপাদপদ্মযুগলে নিশ্চলা ভক্তিরস্তু মে ॥ ১২৪ ॥ ন পুনর্জন্ম মে ভূয়ান্মাতৃণামুদরেঽশুচৌ। যে মৎকৃতমিদং স্তোত্রং কীর্ত্তয়ন্তি তব প্রভো। তে নরাঃ পাপনির্মুক্তাস্ত্বৎসেবাফলমাপ্নুয়ুঃ ॥ ১২৫ ॥ শ্রীসূত উবাচ। তথাস্ত্বিত্যনুগৃহ্যৈনং রামনাথো দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৬ ॥ নীলকণ্ঠো বিরূপাক্ষো লিঙ্গরূপে তিরোহিতঃ। রাজাপি রামনাথেন বিহিতানুগ্রহস্ততঃ ॥ ২৭ ॥ রামনাথং নমস্কৃত্য কৃতার্থেনান্তরাত্মনা। স সেনাসংবৃতঃ প্রীতঃ প্রযযাবাত্মনঃ পুরীম্ ॥ ২৮ ॥ বৃত্তান্তমেতমবদন্মুনীনাং বনবাসিনাম্। তেঽভ্যষিঞ্চন্নৃপং রাজ্যে মুনয়ঃ প্রীতমানসাঃ ॥ ২৯ ॥ পুত্রদারযুতো রাজা প্রাপ্য রাজ্যমকণ্টকম্। মন্ত্রিভিঃ সহিতো বিপ্রাররক্ষ পৃথিবীং চিরম্ ॥ ১৩০ ॥ ততোঽন্তকালে সম্প্রাপ্তে ধ্যায়ন্ রামেশ্বরং শিবম্। দেহান্তে রামনাথস্য সাযুজ্যং প্রযযৌ শুভম্ ॥ ১৩১ ॥ এবং বঃ কথিতং বিপ্রা রামনাথস্য বৈভবম্। চরিতং পুণ্যমাখ্যানং শঙ্করাখ্যনৃপস্য চ ॥ ১৩২ ॥ শৃণ্বন্ পঠন্ বা মনুজস্ত্বিমমধ্যায়মাদরাৎ। সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো রামনাথং সমশ্নুতে ॥ ১৩৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রামনাথপ্রশংসায়াং শাকল্যদুর্ম্মরণ-দোষশান্তিপূর্ব্বকশঙ্করস্ত্রীহত্যাব্রহ্মহত্যাদোষ-শান্তিবর্ণনং নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮॥

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়

শ্রীসূত উবাচ। অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি রামনাথস্য শূলিনঃ। স্তোত্রাধ্যায়ং মহাপুণ্যং শৃণুত শ্রদ্ধয়া দ্বিজাঃ ॥ ১ ॥ রামঃ প্রতিষ্ঠিতে লিঙ্গে তুষ্টাব পরমেশ্বরম্। লক্ষ্মণো জানকী সীতা সুগ্রীবাদ্যাঃ

তাহাদের মহাপাতকরাশি নাশ করি। হে মনুজেশ্বর! এই স্তবে তোমার প্রতি আমি প্রীত হইয়াছি। আমি বরদাতা; আমার নিকট যথেচ্ছ বর প্রার্থনা কর। শিব এই কথা কহিলে নরপতিবর শঙ্কর, করুণাধান রামনাথ শঙ্করকে কহিলেন,—হে মহেশ্বর! আপনার দর্শনমাত্রেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। ইহার পর আমার আর অধুনা অপর প্রার্থনীয় কিছুই নাই। আপনার যে পাদযুগল মার্কণ্ডেয়ের সন্তাপ হরণ করিয়াছে, হে মহাদেব! আমি অদ্য তাহা দর্শন করিলাম। অতঃপর আমার আর প্রার্থনীয় নাই। আপনার পাদপদ্মযুগলে আমার নিশ্চল ভক্তি হউক। অপবিত্র মাতৃজঠরে আমার আর যেন জন্ম হয় না। হে প্রভো! যে সকল ব্যক্তি এই মৎকৃত স্তব কীর্ত্তন করিবে, তাহারা যেন পাপমুক্ত হইয়া আপনার সেবাফল প্রাপ্ত হয়। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! লিঙ্গরূপ-তিরোহিত বিরূপাক্ষ নীলকণ্ঠ রামনাথ 'তথাস্তু' বাক্যে রাজাকে অনুগৃহীত করিলেন। রামনাথের অনুগ্রহ পাইয়া রাজা তখন কৃতার্থমনে রামনাথকে নমস্কারপূর্ব্বক স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে নিজপুরে প্রয়াণ করিলেন। অনন্তর তিনি এই বৃত্তান্ত বনবাসী মুনিগণের নিকট ব্যক্ত করিলে, তাঁহারা প্রীতমনে তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। স্ত্রী-পুত্র-পরিবৃত রাজা স্বীয় অকণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রিগণ সহ দীর্ঘকাল পৃথিবীরাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর যখন তাঁহার অন্তকাল উপস্থিত হইল, তখন তিনি রামেশ্বর শিবকে ধ্যান করিতে করিতে তদীয় শুভ সাযুজ্য প্রাপ্ত হইলেন। হে বিপ্রগণ! এই আমি রামনাথ-লিঙ্গের বৈভব এবং শঙ্কর নরপতির পুণ্য চরিতাখ্যান আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। মানব এই অধ্যায় সাদরে শ্রবণ ও পাঠ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া রামনাথকে প্রাপ্ত হয়। ১১২—১৩৩।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৮

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! অতঃপর আমি শূলপাণি রামনাথের মহাপুণ্য স্তোত্রাধ্যায় কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করুন। রামচন্দ্র শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে স্তব করিয়াছিলেন। পরে লক্ষ্মণ, জানকী, সুগ্রীবাদি কপি-

ক্পীশ্বরাঃ ॥ ২ ॥ ব্রহ্মপ্রভৃতয়ো দেবাঃ কুম্ভজাদ্যা মহর্ষয়ঃ। অস্তুবন্ ভক্তিসংযুক্তাঃ প্রত্যেকং রাঘবেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥ তদ্বক্ষ্যাম্যানুপূর্ব্ব্যেণ শৃণুতাদরপূর্ব্বকম্। এতচ্ছ্রবণমাত্রেণ মুক্তঃ স্যান্মানবো দ্বিজাঃ ॥ ৪ ॥ শ্রীরাম উবাচ। নমো মহাত্মনে তুভ্যং মহামায়ায় শূলিনে। স্বপদাম্বুজভক্তার্ত্তিহারিণে সর্পধারিণে ॥ ৫ ॥ নমো দেবাধিদেবায় রামনাথায় সাক্ষিণে। নমো বেদান্তবেদ্যায় যোগিনাং তত্ত্বদায়িনে ॥ ৬ ॥ সর্ব্বদানন্দপূর্ণায় বিশ্বনাথায় শম্ভবে। নমো ভক্তভয়চ্ছেদহেতুপাদাব্জরেণবে ॥ ৭ ॥ নমস্তেঽখিলনাথায় নমঃ সাক্ষাৎ পরাত্মনে। নমস্তেঽদ্ভুতবীর্য্যায় মহাপাতকনাশিনে ॥৮॥ কালকালায় কালায় কালাতীতায় তে নমঃ। নমোঽবিদ্যানিহন্ত্রে তে নমঃ পাপহরায় চ ॥ ৯ ॥ নমঃ সংসারতপ্তানাং তাপনাশৈকহেতবে। নমো মদব্রহ্মহত্যাবিনাশিনে চ বিষাশিনে ॥ ১০ ॥ নমস্তে পার্ব্বতীনাথ কৈলাসনিলয়াব্যয়। গঙ্গাধর বিরূপাক্ষ মাং রক্ষ সকলাপদঃ ॥ ১১ ॥ তুভ্যং পিনাকহস্তায় নমো মদনহারিণে। ভূয়োভূয়ো নমস্তুভ্যং সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা ॥ ১২ ॥ লক্ষ্মণ উবাচ। মনস্তে রামনাথায় ত্রিপুরঘ্নায় শম্ভবে। পার্ব্বতী-জীবিতেশায় গণেশস্কন্দসূনবে ॥ ১৩ ॥ নমস্তে সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিলোচনায় কপর্দ্দিনে। নমঃ শিবায় সোমায় মার্কণ্ডেয়ভয়চ্ছিদে ॥ ১৪ ॥ নমঃ সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য সৃষ্টিস্থিত্যন্তহেতবে। নম উগ্রায় ভীমায় মহাদেবায় সাক্ষিণে ॥ ১৫ ॥ সর্ব্বজ্ঞায় বরেণ্যায় বরদায় বরায় তে। শ্রীকণ্ঠায় নমস্তুভ্যং পঞ্চপাতকভেদিনে ॥ ১৬ ॥ নমস্তেঽস্তু পরানন্দসত্যবিজ্ঞানরূপিণে। নমস্তে ভবরোগঘ্ন স্বায়ুনাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৭ ॥ পতয়ে তস্করাণাস্তে বনানাং পতয়ে নমঃ। গণানাং পতয়ে তুভ্যং বিশ্বরূপায় সাক্ষিণে ॥ ১৮ ॥ কর্ম্মণা প্রেরিতঃ শম্ভো জনিষ্যে ত্র তু। তত্রতত্র পদদ্বন্দ্বে ভবতো ভক্তিরস্ত ॥ ১৯ ॥ অসন্মার্গে রতির্ম্মা ভূস্তবতঃ কৃপয়া মম। বৈদিকাচারমার্গে চ রতিঃ স্যাত্তবতে নমঃ ॥ ২০ ॥ সীতোবাচ। পরমকারণ শঙ্কর ধূর্জ্জটে গিরিসুতাস্তনকুঙ্কুমশোভিত। মম পতৌ পরিদেহি মতিং সদা ন বিষমাং পরপুরুষগোচরাম্ ॥ ২১ ॥

শ্রেষ্ঠগণ, ব্রহ্মাপ্রভৃতি দেবগণ এবং অগস্ত্যাদি মহর্ষিগণ প্রত্যেকেই ভক্তিযুক্তচিত্তে রামেশ্বর লিঙ্গের স্তব করেন; সেই সকল স্তবের কথা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, সাদরে শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণমাত্রেই মানব সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। শ্রীরাম কহিলেন,—তুমি মাহাত্মা, মহামায়াবী, শূলপাণি, তোমাকে নমস্কার করি। তোমার নিজ পদাম্বুজে যাহারা ভক্তিমান্, তাহাদের তুমি আর্ত্তিহারী; তুমি দেবাধিদেব সর্ব্বসাক্ষী, রামনাথ, তোমাকে নমস্কার! তুমি বেদান্ত-বেদ্য যোগিগণের তত্ত্বদায়ক সর্ব্বানন্দপূর্ণ, বিশ্বনাথ, শম্ভু, তোমাকে নমস্কার। তোমার পাদাম্বুজ-রেণু ভক্তগণের ভয়োচ্ছেদকারী; তুমি অখিলনাথ, সাক্ষাৎ পরমাত্মা, তোমাকে নমস্কার। তুমি অদ্ভুতবীর্য্য, মহাপাতকনাশন, কালকাল, কাল, কালাতীত, তোমাকে নমস্কার। তুমি অবিদ্যাপনোদনকর্ত্তা, পাপহর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার। তুমি সংসারতপ্ত জীবগণের তাপনাশের একমাত্র হেতু; তোমাকে নমস্কার। তুমি পিনাকপাণি, মদনহারী, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদা তোমায় বারম্বার নমস্কার করি। লক্ষ্মণ কহিলেন—তুমি, রামনাথ, ত্রিপুরহর, শম্ভু তোমাকে নমস্কার করি। তুমি পার্ব্বতীর প্রাণনাথ, গণেশ ও স্কন্দদেবের জনক; চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি তোমার লোচন, তুমি কপর্দ্দী, তোমাকে আমি নমস্কার করি। তুমি শিব, সোম ও মার্কণ্ডেয়ভয়হর এবং নিখিল প্রপঞ্চের সৃষ্টি স্থিতি ও অন্তকারণ, তোমাকে আমার বারম্বার নমস্কার। তুমি উগ্র, ভীম, মহাদেব, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বজ্ঞ, বরেণ্য, বরদ, বর, শ্রীকণ্ঠ, পঞ্চপাতকহারী, তোমাকে আমার বারম্বার নমস্কার। তুমি পরমানন্দমূর্ত্তি, সত্য, বিজ্ঞানরূপী, তোমাকে নমস্কার। হে ভবরোগহর! তুমিই পশুসমূহের পতি, তোমায় আমি নমস্কার করি। তুমি তস্করপতি, বনপতি, গণপতি, বিশ্বরূপ, সর্ব্বসাক্ষী, তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি। হে শম্ভো! আমি জিন কর্ম্ম-প্রবাহে প্রেরিত হইয়া যে-যেখানেই জন্মগ্রহণ করি, সেই সেই স্থানেই তোমার পদযুগে যেন আমার ভক্তি থাকে। তোমার কৃপায় আমার যেন অসৎপথে অনুরক্তি হয় না। আমার মতি যেন বৈদিকাচার-পথেই নিরত থাকে। তোমাকে আমি নমস্কার করি। ১—২০। সীতা কহিলেন,—হে পরমকারণ! শঙ্কর! হে ধূর্জ্জটে! তুমি গিরিনন্দিনীর স্তনকুঙ্কুম দ্বারা সুশোভিত। আমায় তুমি কৃপা করিয়া বর দাও—পতিতেই যেন সদা আমার মতি থাকে; পরপুরুষগামিনী কদর্য্যমতি যেন আমার না হয়। হে গঙ্গাধর,

গঙ্গাধর বিরূপাক্ষ নীললোহিত শঙ্কর। রামনাথ নমস্তভ্যং রক্ষ মাং করুণাকর ॥ ২২ ॥ নমস্তে দেবদেবেশ নমস্তে করুণালয়। নমস্তে ভবভীতানাং ভবভীতিবিমর্দ্দন ॥ ২৩ ॥ নাথ ত্বদীয়-চরণাম্বুজচিন্তনেন নির্দ্ধূয় ভাস্করসুতাত্তয়মাশু শম্ভো। নিত্যত্বমাশু গতবান স মৃকণ্ডুপুত্রঃ কিংবা ন সিধ্যতি তবাশ্রয়ণাৎ পরেশ ॥ ২৪ ॥ পরেশ পরমানন্দ শরণাগতপালক। পাতিব্রত্যং মম সদা দেহি তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ২৫ ॥ হনূমানুবাচ। দেবদেব জগন্নাথ রামনাথ কৃপানিধে। ত্বৎপাদাম্ভোরুহগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্ত মে ॥ ২৬ ॥ যং বিনা ন জগৎ-সত্তা তদ্ভানমপি নো ভবেৎ। নমঃ সদ্ভানরূপায় রামনাথায় শম্ভবে ॥ ২৭ ॥ অঙ্গদ উবাচ। যস্য ভাসা জগদ্ভানং যৎপ্রকাশং বিনা জগৎ। ন ভাসতে নমস্তস্মৈ রামনাথায় শম্ভবে ॥ ২৮ ॥ জাম্ববানুবাচ। সর্ব্বানন্দো যদানন্দো ভাসতে পরমার্থতঃ। নমো রামেশ্বরায়াস্মৈ পরমানন্দরূপিণে ॥ ২৯ ॥ নীল উবাচ। যদ্দেশকালদিগ্‌ভেদৈরভিন্নং সর্ব্বদা-দ্বয়ম্। তস্মৈ রামেশ্বরায়াস্মৈ নমোঽভিন্নস্বরূপিণে ॥ ৩০ ॥ নল উবাচ। ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানা যদবিদ্যা-বিজৃম্ভিতাঃ। নমোঽবিদ্যাবিহীনায় তস্মৈ রামেশ্বরায় তে ॥ ৩ ॥ কুমুদ উবাচ। যৎস্বরূপাপরিজ্ঞানাৎ প্রধানং কারণন্ততঃ। কল্পিতং কারণায়াস্মৈ রামনাথায় শম্ভবে ॥ ৩২ ॥ পনস উবাচ। জাগ্রৎ-স্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিযদবিদ্যাবিজৃম্ভিতম্। জাগ্রদাদি-বিহীনায় নমোঽস্মৈ জ্ঞানরূপিণে ॥ ৩৩ ॥ গজ উবাচ। যৎস্বরূপাপরিজ্ঞানাৎ কার্য্যাণাং পরমাণবঃ। কল্পিতাঃ কারণত্বেন তার্কিকাপসদৈর্বৃথা ॥ ৩৪ ॥ তমহং পরমানন্দং রামনাথং মহেশ্বরম্। আত্ম-রূপতয়া নিত্যমুপাসে সর্ব্বসাক্ষিণম্ ॥ ৩৫ ॥ গবাক্ষ উবাচ। অজ্ঞানপাশবদ্ধানাং পশূনাং পাপমোচকম্। রামেশ্বরং শিবং শান্তমুপৈমি শরণং সদা ॥ ৩৬ ॥ গবয় উবাচ। সাধ্বস্তজগদাধারং চন্দ্রচূড়মুমাপতিম্। রামনাথং শিবং বন্দে সংসারাময়ভেষজম্ ॥ ৩৭ ॥ শরভ উবাচ। অন্তঃকরণমাত্মেতি যদজ্ঞানাদ্বি-মোহিতৈঃ। ভণ্যতে রামনাথং তমাত্মানং প্রণমা-

হে বিরূপাক্ষ! হে নীললোহিত। হে শঙ্কর! হে রামনাথ! হে করুণাকর! তোমাকে নমস্কার; তুমি আমায় রক্ষা কর। হে দেবদেবেশ! হে করুণালয়! তোমাকে নমস্কার নমস্কার। হে নাথ! তুমি ভবভীত ব্যক্তিবর্গের ভবভীতিনাশন; তোমায় নমস্কার! হে শম্ভো! তোমার চরণাম্বুজচিন্তায় তন্ময় হইয়া মৃকণ্ডুনন্দন যমভয় হইতে মুক্তিলাভ করত সত্বর নিত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে পরেশ! তোমার আশ্রয়ে কি না সিদ্ধ হইয়া থাকে? হে পরেশ, পরমানন্দ, শরণাগত-পালক! তুমি সর্ব্বদা আমায় পাতিব্রত্য ধর্ম্ম প্রদান কর; তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি। হনুমান্ কহিলেন,—হে দেবদেব! জগন্নাথ! রামনাথ! ভবদীয় পাদাম্বুজগামিনী ভক্তি আমার নিশ্চলা হউক। যাহা ব্যতীত এই জগতের সত্তা বা ভান হয় না, সেই রামনাথ শম্ভুকে আমি নমস্কার করি। অঙ্গদ কহিলেন,—যাঁহার প্রকাশে জগতের প্রকাশ এবং যাঁহার প্রকাশ ব্যতীত জগৎপ্রকাশ হয় না, সেই রামনাথ-শম্ভুকে নমস্কার করি। জাম্ববান্ কহিলেন,—যিনি সর্ব্বানন্দ, যাঁহার আনন্দই পরমার্থতঃ ভাসমান, এই সেই পরমানন্দরূপী রামেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। নীল কহিলেন,—যিনি দেশ কাল ও দিগাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন; সর্ব্বদাই যিনি অদ্বয়, সেই এই অভেদস্বরূপ রামনাথকে আমি নমস্কার করি।২১—৩০। নল কহিলেন,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ যদীয় অবিদ্যাবিজৃম্ভিত, সেই অবিদ্যাবিহীন রামেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। কুমুদ কহিলেন,—যদীয় স্বরূপপরিজ্ঞানের অভাবে প্রকৃতিকেই কারণরূপে কল্পনা করা হয়, সেই পরমকারণ রমানাথ শম্ভুকে আমি নমস্কার করি। পনস কহিলেন,—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতি যদীয় অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত; সেই জাগ্রদাদি-বিহীন জ্ঞানরূপী শম্ভুকে আমি নমস্কার করি। গজ কহিলেন,—অর্ব্বাচীন তার্কিকগণ যাঁহার স্বরূপপরিজ্ঞানের অভাবে পরমাণুসমূহকেই কার্য্য-পরম্পরার কারণরূপে বৃথা কল্পনা করিয়াছেন, আমি সেই সর্ব্বসাক্ষী, পরমানন্দ, পরমেশ, রামনাথকেই আত্মরূপে নিত্য উপাসনা করি। গবাক্ষ কহিলেন,—যিনি অজ্ঞানপাশবদ্ধ পশুগণের পাশমোচক, আমি সেই শান্ত, শিব, রামেশ্বরকে সর্ব্বদা আশ্রয় করি। গবয় কহিলেন,—যিনি নিখিল জগতের আধার,—চন্দ্রচূড় উমাপতি, আমি সেই সংসাররোগের ভেষজস্বরূপ রামনাথ শিবকে বন্দনা করি। শরভ কহিলেন,—যৎস্বরূপের অপরিজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া লোকে অন্তঃকরণকে

ম্যহম্ ॥ ৩৮ ॥ গন্ধমাদন উবাচ। রামনাথমুমানাথং গণনাথঞ্চ ত্র্যম্বকম্। সর্ব্বপাতকশুদ্ধ্যর্থমুপাসে জগদীশ্বরম্ ॥ ৩৯ ॥ সুগ্রীব উবাচ। সংসারাম্ভোধিমধ্যে মাং জন্মমৃত্যুজলে ভয়ে। পুত্রদারধনক্ষেত্রবীচিমালাসমাকুলে ॥ ৪০ ॥ মজ্জদ্‌ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে চ পতিতং নাপ্তপারকম্। ক্রোশন্তমবশং দীনং বিষয়ব্যালকাতরম্ ॥ ৪১ ॥ ব্যাধিনক্রসমুদ্বিগ্নতাপত্রয়ঝষার্দ্দিতম্। মাং রক্ষ গিরিজানাথ রামনাথ নমোঽস্তু তে ॥ ৪২ ॥ বিভীষণ উবাচ। সংসারবনমধ্যে মাং বিনষ্টনিজমার্গকে। ব্যাধিচৌরে ক্রোধসিংহে জন্মব্যাঘ্রে লয়োরগে ॥ ৪৩ ॥ বাল্যযৌবনবার্দ্ধক্যমহাভীমান্ধকূপকে। ক্রোধের্ষ্যালোভবহ্নৌ চ বিষয়ক্রূরপর্ব্বতে ॥ ৪৪ ॥ ত্রাসভূকণ্টকাঢ্যে চ সীদন্তমধুনান্ধকম্। শোভনাং পদবীং শম্ভো নয় রামেশ্বরাধুনা ॥ ৪৫ ॥ সর্ব্বে বানরা ঊচুঃ। নিন্দ্যানিন্দ্যেষু সর্ব্বত্র জনিত্বা যোনিষু প্রভো। কুম্ভীপাকাদিনরকে পতিত্বা চ পুনস্তথা ॥ ৪৬ ॥ জনিত্বা চ পুনর্যোনৌ কর্ম্মশেষেণ কুৎসিতে। সংসারে পতিতানস্মান্ রামনাথ দয়ানিধে ॥ ৪৭ ॥ অনাথান্ বিবশান্ দীনান্ ক্রোশতঃ পাহি শঙ্কর। নমস্তেঽস্তু দয়াসিন্ধো রামনাথ মহেশ্বর ॥ ৪৮ ॥ ব্রহ্মোবাচ। নমস্তে লোকনাথায় রামনাথায় শম্ভবে। প্রসীদ মম সর্ব্বেশ মদবিদ্যাং বিনাশয় ॥ ৪৯ ॥ ইন্দ্র উবাচ। যস্য শক্তিরুমা দেবী জগন্মাতা ত্রয়ীময়ী। তমহং শঙ্করং বন্দে রামনাথমুমাপতিম্ ॥ ৫০ ॥ যম উবাচ। পুত্রৌ গণেশ্বরস্কন্দৌ বৃষো যস্য চ বাহনম্। তং বৈ রামেশ্বরং সেবে সর্ব্বাজ্ঞাননিবৃত্তয়ে ॥ ৫১ ॥ বরুণ উবাচ। যস্য পূজাপ্রভাবেন জিতমৃত্যুর্ম্মৃকণ্ডুজঃ। মৃত্যুঞ্জয়মুপাসেঽহং রামনাথং হৃদা তু তম্ ॥ ৫২ ॥ কুবের উবাচ। ঈশ্বরায় লসৎ কর্ণকুণ্ডলাভরণায় তে। লাক্ষারুণশরীরায় নমো রামেশ্বরায় বৈ ॥ ৫৩ ॥ আদিত্য উবাচ। নমস্তেঽস্তু মহাদেব রামনাথ ত্রিয়ম্বক। দক্ষাধ্বরবিনাশায় নমস্তে পাহি মাং

আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, আমি সেই আত্মস্বরূপ রামনাথকেই প্রণাম করি। গন্ধমাদন কহিলেন,—আমি নিখিল পাপপরিশুদ্ধির নিমিত্ত উমানাথ গণনাথ ত্রিয়ম্বক রামনাথকে উপসনা করি। সুগ্রীব কহিলেন,—হে গিরিজানাথ, রামনাথ! আমি সংসার সাগরের জনন-মরণরূপ ভীষণ জলমধ্যে পতিত আছি। এই জল-পুত্র-কলত্র-ধন ও ক্ষেত্রাদিরূপ বীচিমালায় সর্ব্বদাই সমাকুল; এ সাগরের পরপার আমি প্রাপ্ত হইতেছি না; সর্ব্বদাই অবশ ও দীনভাবে আমাকে রোদন করিতে হইতেছে। আমি বিষয়-ব্যালের দংশনে কাতর, ব্যাধিনক্রে সমুদ্বিগ্ন, ও ত্রিতাপরূপ ঝষ দ্বারা পীড়িত; আমাকে আপনি রক্ষা করুন; আপনাকে নমস্কার করি। বিভীষণ কহিলেন,—আমি সংসারকাননে পথহারা হইয়া ভ্রমণ করিতেছি। এখানে ব্যাধি-চোর, ক্রোধ-সিংহ, জন্ম-ব্যাঘ্র ও সংহার-সর্প আমায় ঘিরিয়া রাখিয়াছে। বাল্য, যৌবন, ও বার্দ্ধক্য ইহারা মহাভীষণ অন্ধকূপের স্থান অধিকার করিয়া আছে। বিষয়রূপ কঠিন পর্ব্বত, ক্রোধ ঈর্ষ্যা ও লোভরূপ বহ্নি দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং ত্রাসজনক কণ্টকে সমাচিত রহিয়াছে, আমি এখানে অধুনা অন্ধভাবে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। অতএব হে শম্ভো! হে রামেশ্বর! আমাকে তুমি কল্যাণময় পথে লইয়া চল।৩১—৪৫। অন্য সমস্ত বানরেরা বলিল,—হে প্রভো, দয়ানিধে, রামনাথ! আমরা কত উত্তমাধম যোনিতে জন্মিয়াছি; পুনরায় কর্ম্মবশে কুম্ভীপাকাদি নরকে নিপতিত হইয়াছি, আবার কর্ম্মবশে কুৎসিত যোনিতে জন্মিয়াছি, এই ভাবে সংসারপ্রবাহে সর্ব্বদাই আমরা ভাসমান; আমরা অনাথ, বিবশ, দীন ও ক্রন্দনপর। হে শঙ্কর! আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। হে দয়াসিন্ধো! রামনাথ! আপনাকে নমস্কার। ব্রহ্মা কহিলেন,—তুমি লোকনাথ, রামনাথ, শম্ভু, তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বেশ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমার অবিদ্যা নাশ কর। ইন্দ্র কহিলেন,—ত্রয়ীময়ী জগন্মাতা উমাদেবী যাঁহার শক্তি, আমি সেই উমাপতি রামনাথ শঙ্করকে বন্দনা করি। যম কহিলেন,—গণপতি এবং স্কন্দ যাঁহার পুত্র, বৃষ যাঁহার বাহন, সর্ব্ব অজ্ঞাননিবৃত্তির জন্য আমি সেই রামেশ্বরকে সেবা করি। বরুণ বলিলেন,—যাঁহার পূজাপ্রভাবে মার্কণ্ডেয় মৃত্যুজয়ী হইয়াছেন, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সেই মৃত্যুঞ্জয় রামনাথকে উপাসনা করি। কুবের কহিলেন,—তুমি দীপ্ত-কর্ণকুণ্ডলমণ্ডিত লাক্ষারুণশরীর রামেশ্বর ঈশ্বর, তোমাকে আমি নমস্কার করি। আদিত্য কহিলেন,—হে রামনাথ, ত্র্যম্বক, মহাদেব! তোমাকে আমার নমস্কার। হে শিব! তুমি দক্ষ-যজ্ঞের ধ্বংসকর্ত্তা; তোমায় নমস্কার।

শিব ॥ ৫৪ ॥ সোম উবাচ। নমস্তে ভস্মদিগ্ধায় শূলিনে সর্ব্বমালিনে। রামনাথ দয়াম্ভোধে শ্মশাননিলয়ায় তে ॥ ৫৫ ॥ অগ্নিরুবাচ। ইন্দ্রাদ্যখিলদিক্পালসংসেবিতপদাম্বুজ। রামনাথায় শুদ্ধায় নমো দিগ্বাসসে সদা ॥ ৫৬ ॥ বায়ুরুবাচ। হরায় হরিরূপায় ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরায় চ। রামনাথ নমস্কুভ্যং মমাভীষ্টপ্রদো ভব ॥ ৫৭ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ। অহন্তাসাক্ষিণে নিত্যং প্রত্যগদ্বয়বস্তুনে। রামনাথ মমাজ্ঞানমাশু নাশয় তে নমঃ ॥ ৫৮ ॥ শুক্র উবাচ। বঞ্চকানামলভ্যায় মহামন্ত্রার্থরূপিণে। নমো দ্বৈতবিহীনায় রামনাথায় শম্ভবে ॥ ৫৯ ॥ অশ্বিনাবূচতুঃ। আত্মরূপতয়া নিত্যং যোগিনাং ভাসতে হৃদি। অনন্যভানবেদ্যায় নমস্তে রামেশ্বর ॥৬০॥ অগস্ত্য উবাচ। আদিদেব মহাদেব বিশ্বেশ্বর শিবাব্যয়। রামনাথাম্বিকানাথ প্রসীদ বৃষভধ্বজ ॥ ৬১ ॥ অপরাধসহস্রং মে ক্ষমস্ব বিধুশেখর। মমাহমিতি পুত্রাদাবহন্তাং মম মোচয় ॥ ৬২ ॥ সুতীক্ষ্ণ উবাচ। ক্ষেত্রাণি রত্নানি ধনানি দারা মিত্রাণি বস্ত্রাণি গবাশ্বপুত্রাঃ। নৈবোপকারায় হি রামনাথ মহ্যং প্রযচ্ছ ত্বমতো বিরক্তিম্ ॥ ৬৩ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। শ্রুতানি শাস্ত্রাণ্যপি নিষ্ফলানি ত্রয্যপ্যধীতা বিফলৈব নূনম্। ত্বয়ীশ্বরে চেন্ন ভবেদ্ধি ভক্তিঃ শ্রীরামনাথে শিব মানুষস্য ॥ ৬৪ ॥ গালব উবাচ। দানানি যজ্ঞা নিয়মাস্তপাংসি গঙ্গাদিতীর্থেষু নিমজ্জনানি। রামেশ্বরং ত্বাং ন নমন্তি যে তু ব্যর্থানি তেষামিতি নিশ্চয়োঽত্র ॥ ৬৫ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। কৃত্বাপি পাপান্যখিলানি লোকস্ত্বামেত্য রামেশ্বর ভক্তিযুক্তঃ। নমেত চেত্তানি লয়ং ব্রজেয়ুর্যথান্ধকারো রবিতেজসাদ্ধা ॥ ৬৬ ॥ অত্রিরুবাচ। দৃষ্ট্বা তু রামেশ্বরমেকদাপি স্পৃষ্ট্বা নমস্কৃত্য ভবন্তমীশম্। পুনর্ন গর্ভং স নরঃ প্রযায়াৎ কিং ত্বদ্বয়ং তে লভতে স্বরূপম্ ॥ ৬৭ ॥ অঙ্গিরা উবাচ। যো রামনাথং মনুজো ভবন্তমুপেত্য বন্ধূন্ প্রণমন্ স্মরেত। সন্তারয়েত্তানপি সর্ব্বপাপাৎ কিমদ্ভুতং তস্য কৃতার্থতায়াম্ ॥ ৬৮ ॥ গৌতম উবাচ। শ্রীরামনাথেশ্বর মূঢমেতদ্রহস্যভূতং পরমং বিশোকম্। ত্বৎপাদমূলং ভজতাং

তুমি আমায় রক্ষা কর। সোম কহিলেন,—তুমি ভস্মভূষিত, সর্পমালী, শূলী; হে রামনাথ, দয়ানিধে! তুমি শ্মশানবাসী; তোমাকে আমি নমস্কার করি। অগ্নি কহিলেন,—দেব! তোমার পদাম্বুজ ইন্দ্রাদি নিখিলদিক্পালকর্ত্তৃক সেবিত; তুমি শুদ্ধ, দিগম্বর, রামনাথ, তোমাকে সর্ব্বদা আমার নমস্কার। বায়ু কহিলেন,—হে রামনাথ! তুমি হর, হরিরূপ, ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধর; তোমায় নমস্কার; তুমি আমার অভীষ্টপ্রদ হও। বৃহস্পতি কহিলেন,—হে রামনাথ! তুমি নিত্য অহন্তাবসাক্ষী, প্রত্যক্ অদ্বয় বস্তু; সত্বর তুমি আমার অজ্ঞান নাশ কর; তোমাকে নমস্কার করি। শুক্র কহিলেন,—তুমি বঞ্চকবর্গের অলভ্য, মহামন্ত্রসমূহের অর্থস্বরূপ, ও দ্বৈতবিহীন, শম্ভু, তোমাকে নমস্কার করি। অশ্বিনীকুমারদ্বয় কহিলেন,—হে রামেশ্বর! তুমি নিত্য আত্মরূপে যোগিগণের হৃদয়ে ভাসমান, ও অনন্যভান-গম্য হইয়া বিরাজমান; তোমাকে নমস্কার। অগস্ত্য কহিলেন,—হে আদিদেব, মহাদেব, বিশ্বেশ্বর, অব্যয়, শিব, রামনাথ, অম্বিকানাথ, বৃষধ্বজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে চন্দ্রশেখর! আমার সহস্র অপরাধ মর্জ্জনা কর। আমার অহন্তাব এবং পুত্রাদিতে মমত্ব বুদ্ধি তুমি ঘুচাইয়া দাও। সুতীক্ষ্ণ কহিলেন,—হে রামনাথ! এই সকল ক্ষেত্র, রত্ন, ধন, দার, মিত্র, বস্ত্র, গো, অশ্ব ও পুত্রাদি আমার কিছুই উপকারক নহে। অতএব তুমি আমায় বৈরাগ্য প্রদান কর।৪৬—৬৩। বিশ্বামিত্র কহিলেন,—হে শিব! তুমি ঈশ্বর শ্রীরামনাথ; তোমাতে যদি মনুষ্যের ভক্তি না থাকে, তবে তাহার সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞান নিষ্ফল এবং সমস্ত বেদাধ্যয়নও বৃথা। গালব কহিলেন,—মানবদিগের দান, যজ্ঞ, নিয়ম, তপস্যা, গঙ্গাদি নিখিল তীর্থে অবগাহন,—সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়, যাহারা রামেশ্বরকে নমস্কার করে না। বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রামেশ্বর! সমস্ত পাপ করিয়াও লোক যদি ভক্তিভাবে তোমাকে আশ্রয়-পূর্ব্বক নমস্কার করে, তবে রবিতেজে অন্ধকারের ন্যায় তাহার সেই সকল পাপ নষ্ট হইয়া যায়। অত্রি কহিলেন,—তুমি দেব, রামেশ্বর, তোমাকে যদি এক সময়ের জন্যও লোকে স্পর্শ ও নমস্কার করে, তবে তাহাকে আর গর্ভবাসক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয় না; পরন্তু সেই লোক তোমার অদ্বয় স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে। অঙ্গিরা কহিলেন, হে রামনাথ! যে মনুষ্য বন্ধুগণের সমীপে থাকিয়াও তোমাকে প্রণাম ও স্মরণ করে, সে তাহার সেই বন্ধুদিগকেও উদ্ধার করিয়া থাকে; পরন্তু ঐ ব্যক্তি নিজে যে কৃতকার্য্য হইবে, সে পক্ষে আর আশ্চর্য্য কি? গৌতম কহিলেন,—হে শ্রীরামনাথেশ্বর!

নৃণাং যে সেবাং প্রকুর্ব্বন্তি হি তেঽপি ধন্যাঃ ॥ ৬৯ ॥ শতানন্দ উবাচ। বেদান্তবিজ্ঞানরহস্যবিত্তির্বিজ্ঞেয়মেতদ্ধি মুমুক্ষুভিস্তু। শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি বিহায় দেব ত্বৎসেবনং যদ্রঘুবীরনাথ ॥ ৭০ ॥ ভৃগুরুবাচ। রামনাথ তব পাদপঙ্কজদ্বন্দ্বচিন্তনবিধূতকল্মষঃ। নির্ভয়ং ব্রজতি সৎসুখাব্যয়ং সুপ্রভং ত্বথ অমোঘচিদ্ঘনম্ ॥ ৭১ ॥ কুৎস উবাচ। রামনাথ তব পাদসেবনং ভোগমোক্ষবরদং নৃণাং সদা। রৌরবাদিনরকপ্রণাশনং কঃ পুমান্ন ভজতে রসগ্রহঃ॥ ৭২ ॥ কাশ্যপ উবাচ। রামনাথ তব পাদসেবিনাং কিং ব্রতৈরুত তপোভিরধ্বরৈঃ। বেদশাস্ত্রজপচিন্তয়া চ কিং স্বর্গসিন্ধুপয়সাপি কিং ফলম্॥ ৭৩॥ শ্রীরামনাথ ত্বমাগত্য শীঘ্রং মমোৎক্রান্তিকালে ভবান্যা চ সাকম্। মাং প্রাপয় স্বাত্মপদারবিন্দং বিশোকং বিমোহং সুখং চিৎস্বরূপম্॥ ৭৪ ॥ গন্ধর্ব্বা উচুঃ। রামনাথ ত্বমস্মাকং ভজতাং ভবসাগরে। অপারে দুঃখকল্লোলে ন ত্বত্তোঽন্যা গতির্হি নঃ॥ ৭৫ ॥ কিন্নরা উচুঃ। রামনাথ ভবারণ্যে ব্যাধিব্যাঘ্রভয়ানকে। ত্বামন্তরেণে নাস্মাকং পদবীদর্শকো ভবেৎ ॥ ৭৬ ॥ যক্ষা উচুঃ। রামনাথেন্দ্রিয়ারাতিবাধা নো দুঃসহা সদা। তান্ বিজেতুং সহায়স্ত্বমস্মাকং ভব ধূর্জ্জটে॥ ৭৭ ॥ নাগা উচুঃ। অচিন্ত্যমহিমানং ত্বা রামনাথ বয়ং কথম্। স্তোতুমল্পধিয়ঃ শক্তা ভবিষ্যামোঽম্বিকাপতে॥ ৭৮ ॥ কিম্পুরুষা উচুঃ। নানাযোনৌ চ জননং মরণং চাপ্যনেকশঃ। বিনাশয় তথাজ্ঞানং রামনাথ নমোঽস্তু তে॥ ৭৯॥ বিদ্যাধরা উচুঃ। অম্বিকাপতয়ে তুভ্যমসঙ্গায় মহাত্মনে। নমস্তে রামনাথায় প্রসীদ বৃষভধ্বজ॥ ৮০॥ বসব উচুঃ। রামনাথগণেশায় গণবৃন্দার্চ্চিতাঙ্ঘ্রয়ে। গঙ্গাধরায় গুহ্যায় নমস্তেঽপাহিনঃ সদা॥ ৮১॥ বিশ্বেদেবা উচুঃ। জ্ঞপ্তিমাত্রৈকনিষ্ঠানাং মুক্তিদায় সুযোগিনাম্। রামনাথায় সাম্বায় নমোঽস্মান্ রক্ষ শঙ্কর॥ ৮২॥ মরুত উচুঃ। পরতত্ত্বায় তত্ত্বানাং তত্ত্বভূতায় বস্তুতঃ। নমস্তে রামনাথায় স্বয়ম্ভানায় শম্ভবে॥ ৮৩॥ সাধ্যা উচুঃ।

তোমার পাদমূল অতি গূঢ় ও পরম বিশোক; ইহা যাহারা ভজনা করে, তাহাদের সেবাকারী নরগণও ধন্যবাদার্হ। শতানন্দ কহিলেন,—হে দেব! যাহারা বেদান্তবিজ্ঞানরহস্য অবগত আছেন, সেই সকল মুমুক্ষু পুরুষেরা সর্ব্ব শাস্ত্রচর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া তোমারই সেবারহস্য বিদিত হইয়া থাকেন। ভৃগু কহিলেন,—রামনাথ! তোমার পাদপঙ্কজচিন্তায় যাহার পাপপ্রক্ষালন হইয়াছে, সে নির্ভয়ে সেই সৎস্বরূপ সুখময় অব্যয় তেজোমূর্ত্তি অমোঘ চিদ্ঘন বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কুৎস কহিলেন,—হে রামনাথ! তোমার পাদসেবা সর্ব্বদা মনুষ্যগণের ভোগমোক্ষপ্রদ এবং রৌরবাদি নরকের বিনাশন। কোন্ রসগ্রাহী পুরুষ এরূপ সেবাকার্য্যে না নিরত হয়? কাশ্যপ কহিলেন,—হে রামনাথ! তোমার পাদপদ্মসেবী নরগণের ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, বেদ, শাস্ত্র, জপ, ধ্যান কিম্বা স্বর্গমন্দাকিনীর জলেই বা ফল কি? হে শ্রীরামনাথ! আমার জীবনান্তসময়ে তুমি ভবানীর সহিত আসিয়া আমায় তোমার সেই পদারবিন্দ প্রদান করিও;—যাহা বিশোক, বিমোহ, সুখময় ও চিৎস্বরূপ। গন্ধর্ব্বগণ কহিলেন,—হে রামনাথ! আমরা তোমার ভজনাকারী; দুঃখকল্লোলময় অপার ভবসাগরে তোমা ব্যতীত আমাদের আর গতি নাই। কিন্নরগণ কহিল,—হে রামনাথ! এই সংসার-কানন ব্যাধিরূপ-ব্যাঘ্র-সঞ্চারে ভয়ানক, এখানে তুমি ব্যতীত আমাদের আর পথ-প্রদর্শক নাই। যক্ষগণ কহিল,—হে রামনাথ! ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণের অতি প্রবল বাধা আমাদের পক্ষে একান্তই অসহ্য। হে ধূর্জ্জটে! সেই সকল শত্রু জয় করিবার জন্য আমাদের আপনি সহায় হউন। নাগগণ কহিল,—হে রামনাথ! আপনার মহিমা অচিন্তনীয়; হে অম্বিকাপতে! অল্পবুদ্ধি আমরা কিরূপে আপনার স্তব করিতে সক্ষম হইব? কিম্পুরুষগণ কহিল,—হে রামনাথ! আমাদের নানা যোনিতে জনন ও বহুবার মরণ এবং অজ্ঞান নাশ করুন; আপনাকে নমস্কার করি। বিদ্যাধরগণ কহিলেন,—হে বৃষধ্বজ! আপনি অম্বিকাপতি, অসঙ্গ, মহাত্মা, রামনাথ, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। বসুগণ কহিলেন,—হে রামনাথ! আপনি গণেশ, গণবৃন্দার্চ্চিতচরণ, গঙ্গাধর, গুহ্য, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। বিশ্বদেবগণ কহিলেন,—হে শঙ্কর! আপনি জ্ঞপ্তিমাত্রৈকনিষ্ঠ সুযোগিগণের মুক্তিপ্রদ, তথাপি অম্বিকাসমন্বিত রামনাথ, আপনাকে নমস্কার। আপনি রক্ষা করুন। মরুদ্গণ কহিলেন,—আপনি তত্ত্বসমূহেরও পরতত্ত্ব—বস্তুতঃ তত্ত্বভূত, আপনি রামনাথ স্বয়ংভান শম্ভু; আপ-

স্বাতিরিক্তবিহীনায় জগৎসত্তাপ্রদায়িনে। রামেশ্বরায় দেবায় নমোঽবিদ্যাবিভেদিনে॥ ৮৪॥ সর্ব্বে দেবা উচুঃ। সচ্চিদানন্দসম্পূর্ণং দ্বৈতবস্তুবিবর্জ্জিতম্। ব্রহ্মাত্মানং স্বয়ম্ভানমাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতম্ ॥ ৮৫ ॥ অবিক্রিয়মসঙ্গঞ্চ পরিশুদ্ধং সনাতনম্। আকাশাদিপ্রপঞ্চানাং সাক্ষিভূতং পরামৃতম্॥ ৮৬॥ প্রমাতীতং প্রমাণানামপি বোধপ্রদায়িনম্। আবির্ভাবতিরোভাব-সঙ্কোচরহিতং সদা॥ ৮৭॥ স্বস্মিন্নধ্যস্তরূপস্য প্রপঞ্চস্যাস্য সাক্ষিণম্। নির্লেপং পরমানন্দং নিরস্তসকলক্রিয়ম্ ॥৮৮॥ ভূমানন্দং মহাত্মানং চিদ্রূপং ভোগবর্জ্জিতম্। রামনাথং বয়ং সর্ব্বে স্বপাতকবিশুদ্ধয়ে॥ ৮৯॥ চিন্তয়ামঃ সদা চিত্তে স্বাত্মানন্দবুভুৎসবঃ। রক্ষাস্মান্ করুণাসিন্ধো রামনাথ নমোঽস্তু তে॥ ৯০॥ রামনাথায় রুদ্রায় নমঃ সংসারহারিণে। ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিরূপেণ বিভিন্নায় স্বমায়য়া॥ ৯১॥ বিভীষণসচিবা উচুঃ। বরদায় বরেণ্যায় ত্রিনেত্রায় ত্রিশূলিনে। যোগিধ্যেয়ায় নিত্যায় রামনাথায় তে নমঃ॥ ৯২॥ সূত উবাচ। ইতি রামাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ স্তুতো রামেশ্বরঃ শিবঃ। প্রাহ সর্ব্বান সমাহূয় রামাদীন্ দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৯৩॥ রামরাম মহাভাগ জানকীরমণ প্রভো। সৌমিত্রে জানকি শুভে হে সুগ্রীবমুখাস্তথা॥ ৯৪॥ অম্বে ব্রহ্মমুখা যূয়ং শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ। স্তোত্রাধ্যায়মিমং পুণ্যং যুষ্মাভিঃ কৃতমাদরাৎ॥ ৯৫॥ যে পঠন্তি চ শৃণ্বন্তি শ্রাবয়ন্তি চ মানবাঃ। মদর্চ্চনফলং তেষাং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৯৬॥ রামচন্দ্রধনুষ্কোটিস্নানপুণ্যঞ্চ বৈ ভবেৎ। বর্ষমেকং রামসেতৌ বাসপুণ্যং ভবিষ্যতি॥ ৯৭॥ গন্ধমাদনমধ্যস্থসর্ব্বতীর্থাভিমজ্জনাৎ। যৎপুণ্যং তস্তবেত্তেন নাত্র সংশয়কারণম্॥ ৯৮॥ উক্তৈবং রামনাথোঽপি স্বাত্মলিঙ্গে তিরোদধে। স্তোত্রাধ্যায়মিমং পুণ্যং নিত্যং সঙ্কীর্ত্তয়ন্নরঃ॥ ৯৯॥ জরামরণনির্ম্মুক্তো জন্মদুঃখবিবর্জ্জিতঃ। রামনাথস্য সাযুজ্যমুক্তিং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ॥ ১০০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রামাদিকৃত রামনাথস্তোত্রকথনং নামৈকোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৯॥

নাকে নমস্কার করি। সাধ্যগণ কহিলেন,—আপনি স্বাতিরিক্তহীন, জগৎসত্তাপ্রদ, অবিদ্যাভেদী, রামেশ্বর দেব, আপনাকে নমস্কার করি। সমস্ত দেব কহিলেন,—যিনি সচ্চিদানন্দময়, অদ্বৈত, ব্রহ্মাত্মা, স্বয়ম্প্রকাশ, অনাদি, অমধ্য, অনন্ত, অবিক্রিয়, অসঙ্গ, পরিশুদ্ধ, সনাতন, আকাশাদি নিখিল প্রপঞ্চের সাক্ষীভূত, পরম অমৃত, প্রমাতীত, প্রমাণসমূহেরও বোধপ্রদ, আবির্ভাব-তিরোভাব-সঙ্কোচবিরহিত, আপনাতে অধ্যস্ত এই প্রপঞ্চনিচয়ের সাক্ষী, নির্লেপ, পরমানন্দ, নিরস্তনিখিলক্রিয়, ভূমানন্দ, মহাত্মা, চিদাকার ও ভোগবর্জ্জিত, আমরা স্বীয় আত্মানন্দবুভুৎসু হইয়া স্ব স্ব পাতকপ্রক্ষালনের নিমিত্ত সেই রামনাথ দেবকে হৃদয়ে সদা চিন্তা করি। হে করুণাসিন্ধো! রামনাথ। আপনাকে নমস্কার, আপনি রক্ষা করুন। যিনি সংসারহারী রুদ্র, এবং স্বীয় মায়ায় ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি বিবিধরূপধারী, আমরা সেই রামনাথকে নমস্কার করি। বিভীষণের সচিবগণ কহিলেন—আপনি রামনাথ—বরদ, বরেণ্য, ত্রিনেত্র, ত্রিশূলী, যোগিধ্যেয়, নিত্যপুরুষ, আপনাকে নমস্কার করি। সূত কহিলেন, হে দ্বিজবরগণ! শ্রীরামাদি সকলেই এইরূপে রামনাথ শিবকে স্তব করিলে তিনি রামচন্দ্রাদি সমস্তকেই আহ্বান করিয়া বলিলেন,—হে রাম, রাম! হে মহাভাগ জানকীরমণ, প্রভো! হে সৌমিত্রে! হে শুভে জানকি! হে সুগ্রীবাদি বানরগণ! হে ব্রহ্মাদি দেবগণ! আপনারা সুসমাহিত হইয়া শ্রবণ করুন। আপনারা ভক্তিপূর্ব্বক এই যে শুভ স্তোত্রাধ্যায় কীর্ত্তন করিলেন, যে সকল মানব ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিবে, নিশ্চয়ই মদর্চ্চনাজন্য ফল তাহারা প্রাপ্ত হইবে। রামচন্দ্রের ধনুষ্কোটিতীর্থে স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, তাহাও তাহাদের লাভ হইবে; তাহারা রামসেতুস্থানে বাসজন্য পুণ্যলাভ করিবে; গন্ধমাদন শৈলের মধ্যবর্ত্তী সমস্ততীর্থে স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, তাহাও তাহাদের হইবে; এ বিষয়ে সংশয়ের কারণ কিছুই নাই। রামনাথ এই সকল কথা কহিয়া স্বীয় লিঙ্গে তিরোধান করিলেন। নর নিত্য এই পুণ্য স্তোত্রাধ্যায় কীর্ত্তন করিলে জরামরণমুক্ত ও জন্মদুঃখ-বর্জ্জিত হইয়া থাকে এবং রামনাথের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।৬৪—১০০।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৯।

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি সেতুমাধববৈভবম্। শৃণুধ্বং মুনয়ো ভক্ত্যা পুণ্যং পাপহরং পরম্॥ ১॥ পুরা পুণ্যনিধির্নাম রাজা সোমকুলোদ্ভবঃ। মধুরাং পালয়ামাস হালাস্যেশ্বরভূষিতাম্॥ ২॥ কদাচিৎ স মহীপালশ্চতুরঙ্গবলান্বিতঃ। সান্তঃপুরপরীবারো মধুরায়াং নিজং সুতম্॥ ৩॥ স্থাপয়িত্বা রামসেতুং প্রযযৌ স্নানকৌতুকী। তত্র গত্বা ধনুষ্কোটৌ স্নাত্বা সঙ্কল্পপূর্ব্বকম্॥ ৪॥ অন্যেষ্বপি চ তীর্থেষু তত্রত্যেষু নৃপোত্তমঃ। সস্নৌ রামেশ্বরং দেবং সিষেবে চ সভক্তিকম্॥ ৫॥ এবং স বহুকালং বৈ তত্রৈব ন্যবসৎ সুখম্। রামসেতৌ বসন্ পুণ্যে গন্ধমাদনপর্ব্বতে॥ ৬॥ বিষ্ণুপ্রীতিকরং যজ্ঞং কদাচিদকরোন্নৃপঃ। যজ্ঞাবসানে রাজাসৌ মুদাবভৃথকৌতুকী॥ ৭॥ সস্নৌ রামধনুষ্কোটৌ সদারঃ সপরিচ্ছদঃ। সেবিত্বা রামনাথঞ্চ স বেশ্ম প্রযযৌ দ্বিজাঃ॥ ৮॥ এবং নিবসমানেঽস্মিন্ রাজ্ঞি পুণ্যনিধৌ তদা। কদাচিদ্ধরিণা লক্ষ্মীর্বিনোদকলহাকুলা॥ ৯॥ হরিণা সময়ং কৃত্বা নৃপভক্তিং পরীক্ষিতুম্। বিষ্ণুনা প্রেষিতা লক্ষ্মীর্বৈকুণ্ঠাৎ কমলালয়া॥ ১০॥ অষ্টবর্ষবয়োরূপা প্রযযৌ গন্ধমাদনে। তত্রাগত্য ধনুষ্কোটৌ তস্থৌ সা কমলালয়া॥ ১১॥ তস্মিন্নবসরে রাজা যযৌ পুণ্যনিধির্দ্বিজাঃ। স্নাতুং রামধনুষ্কোটৌ সদারঃ সহসৈনিকঃ॥ ১২॥ তত্র গত্বা স রাজায়ং স্নাত্বা নিয়মপূর্ব্বকম্। তুলাপুরুষমুখ্যানি কৃত্বা দানানি কৃৎস্নশঃ॥ ১৩॥ প্রয়াতুকামো ভবনং কন্যাং কাঞ্চিদ্দদর্শ সঃ। অতীব রূপসম্পন্নামষ্টবর্ষাং শুচিস্মিতাম্॥ ১৪॥ দৃষ্ট্বা নৃপস্তাং পপ্রচ্ছ কন্যাং চারুবিলোচনাম্ চারুস্মিতাং চারুদতীং বিম্বোষ্ঠীং তনুমধ্যমাম্॥ ১৫॥ পুণ্যনিধিরুবাচ। কা ত্বং কন্যে সুতা কস্য কুতো বা ত্বমিহাগতা। অত্রাগমনে কিং কার্য্যং তব বৎসে শুচিস্মিতে॥ ১৬॥ এবং নৃপস্তাং পপ্রচ্ছ কন্যামুৎপললোচনাম্। এবং পৃষ্টা তদা কন্যা নৃপং তমবদদ্দ্বিজাঃ॥ ১৭॥ ন মে মাতা পিতা নাস্তি ন চ মে বান্ধবাস্তথা। অনাথাহং

পঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ! অধুনা আমি সেতুমাধবের বৈভববার্ত্তা বলিতেছি, আপনারা ভক্তিপূর্ব্বক সেই পরম পবিত্র পাপহর বিষয় শ্রবণ করুন। পুরাকালে পুণ্যনিধি নামে চন্দ্রবংশে এক রাজা ছিলেন। তিনি হালাস্য-ঈশ্বর-মণ্ডিত মধুরাপুরী পালন করিতেন। একদা সেই মহীপাল নিজ পুত্রকে রাজ্যে স্থাপনপূর্ব্বক চতুরঙ্গবলে পরিবৃত হইয়া স্বীয় অন্তঃপুরিকাদিগের সহিত স্নানার্থ সমুৎসুকচিত্তে রামসেতুতে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া নৃপবর সঙ্কল্পপূর্ব্বক ধনুষ্কোটিতে এবং তত্রত্য অন্যান্য তীর্থসমূহে স্নান করিয়া পরে ভক্তির সহিত রামেশ্বরদেবকে সেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি বহুকাল যাবৎ পুণ্য গন্ধমাদনে রামসেতুস্থানে সুখে বাস করিলেন। তথায় বাস করিতে করিতে সেই রাজা একদা বিষ্ণুপ্রীতিকর এক যজ্ঞ করিলেন। যজ্ঞান্তে তিনি যজ্ঞস্নানে কৌতুকী হইয়া সুসজ্জিতবেশে সস্ত্রীক রামধনুষ্কোটিতে স্নান করিলেন। হে দ্বিজগণ! পরে তিনি রামনাথকে সেবা করিয়া স্বীয় আবাসে উপনীত হইলেন। তৎকালে সেই পুণ্যনিধি রাজা এইরূপে গন্ধমাদনে বাস করিতে লাগিলেন। একদা হরির সহিত লক্ষ্মীর ক্রীড়া-কলহ হইল। হরি, রাজার ভক্তি পরীক্ষার নিমিত্ত সময় করিয়া লক্ষ্মীদেবীকে তৎসমীপে প্রেরণ করিলেন। বৈকুণ্ঠ হইতে বিষ্ণুপ্রেরিত কমলালয়া লক্ষ্মী অষ্টবর্ষীয়া বালিকার রূপ ধারণ করিয়া গন্ধমাদনে গমন করিলেন। কমলালয়া তথায় গিয়া ধনুষ্কোটিতীর্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১—১১। হে দ্বিজগণ! এই অবসরে রাজা পুণ্যনিধি সস্ত্রীক ও সসৈনিক হইয়া স্নানার্থ ধনুষ্কোটিতে গমন করিলেন। রাজা তথায় গিয়া নিয়মপূর্ব্বক স্নান করিলেন এবং তুলাপুরুষাদি সমস্ত দান করিলেন। অনন্তর তিনি যখন স্বীয় আবাসাভিমুখে আসিলেন, তখন সম্মুখে একটী কন্যা দেখিতে পাইলেন। কন্যাটী অষ্টবর্ষদেশীয়া, অতীব রূপসম্পন্না ও শুচিস্মিতা; রাজা পুণ্যনিধি সেই চারুদতী, চারুলোচনা, বিম্বোষ্ঠী, তনুমধ্যাকে অবলোকন করিয়া কহিলেন,—হে কন্যে! তুমি কাহার পুত্রী? কোথা হইতেই বা হেথায় তোমার আগমন? হে বৎসে, শুচিস্মিতে! এখানে আগমন করিবার তোমার প্রয়োজন কি? রাজা সেই উৎপলাক্ষী কন্যাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। হে দ্বিজগণ! তখন সেই কন্যা এইরূপ পৃষ্ট হইয়া রাজাকে কহিল,—মহারাজ! আমার মাতা-পিতা নাই, বন্ধু-বান্ধব নাই। আমি

মহারাজ ভবিষ্যামি চ তে সুতা ॥ ১৮ ॥ ত্বদ্গৃহেঽহং নিবৎস্যামি তাত ত্বাং পশ্যতী তদা। হঠাৎ কৃব্যক্তি যো বা মাং গ্রহীষ্যতি করেণ তম্ ॥ ১৯ ॥ যদি শাসিষ্যসে ভূপ তদাহং তব মন্দিরে। বৎস্যামি তে সুতা ভূত্বা পিতর্গুণনিধে চিরম্ ॥২০॥ এবমুক্তস্তদা প্রাহ কন্যাং গুণনিধির্নৃপঃ। অহং সর্ব্বং করিষ্যামি ত্বদুক্তং কন্যকে শুভে ॥ ২১ ॥ মমাপি দুহিতা নাস্তি পুত্রোঽস্ত্যেকঃ কুলোদ্বহঃ। তব যস্মিন্ রুচির্ভদ্রে ত্বাং তস্মৈ প্রদদাম্যহম্ ॥ ২২ ॥ আগচ্ছ মদ্গৃহং কন্যে মম চান্তঃপুরে বস। মদ্ভার্য্যায়াঃ সুতা ভূত্বা যথাকামমনিন্দিতে ॥ ২৩ ॥ ইত্যুক্তা সা নৃপেণাথ কন্যা কমললোচনা। তথাস্ত্বিতি নৃপং প্রোচ্য তেন সাকং যযৌ গৃহম্ ॥ ২৪ ॥ রাজা স্বভার্য্যাহস্তে তাং প্রদদৌ কন্যকাং শুভাম্। অব্রবীচ্চ স্বকাং ভার্য্যাং রাজা বিন্ধ্যাবলিং তদা ॥ ২৫ ॥ আবয়োঃ কন্যকা চেয়ং রাজ্ঞি বিন্ধ্যাবলে শুভে। রক্ষেমাং সর্ব্বথা ত্বং বৈ পুরুষান্তরতঃ প্রিয়ে ॥ ২৬ ॥ ইতীরিতা নৃপেণাসৌ ভার্য্যা বিন্ধ্যাবলিস্তদা। এমিত্যুক্ত্বাথ তাং কন্যাং পুত্রীং জগ্রাহ পাণিনা ॥ ২৭ ॥ পোষিতা পালিতা রাজ্ঞা সুতবৎ কন্যকা চ সা। অবাৎসীৎ সুসুখং রাজ্ঞো ভবনে লালিতা সদা ॥ ২৯ ॥ অথ বিষ্ণুর্জ্জগন্নাথো লক্ষ্মীমন্বেষ্টুমাদরাৎ। আরূঢ়বিনতানন্দো বৈকুণ্ঠান্নির্যযৌ দ্বিজাঃ ॥ ২৯ ॥ বিনির্গত্য স বৈকুণ্ঠাদ্বিলঙ্ঘিতবিয়ৎপথঃ। বভ্রাম চ বহূন্ দেশান্ লক্ষ্মীং তত্র ন দৃষ্টবান্ ॥ ৩০ ॥ রামসেতুমথাগচ্ছদ্গন্ধমাদনপর্ব্বতে। অন্বিষ্য সর্ব্বতো রামসেতুং বভ্রাম চেন্দিরাম্ ॥ ৩১ ॥ এতস্মিন্নেব কালে সা পুষ্পাবচয়কৌতুকাৎ। সখীভিঃ কন্যকায়াসীদ্ভবনোদ্যানপাদপান ॥ ৩২ ॥ পুষ্পাণ্যবাচিনোতি স্ম সখীভিঃ সহ কাননে। তত্রাগত্য ততো বিষ্ণুর্ব্বিপ্ররূপধরো দ্বিজাঃ ॥ ৩৩ ॥ গঙ্গাম্ভো বিদধৎ স্কন্ধে বহঞ্ছত্রং করেণ চ। গঙ্গাস্নায়িদ্বিজস্যেব রচয়ন্ বেষমাত্মনঃ ॥৩৪॥ ধারয়ন্ দক্ষিণে পাণৌ কুশগ্রন্থিপবিত্রকম্। ভস্মোদ্ধূলিতসর্ব্বাঙ্গস্ত্রিপুণ্ড্রাবলিশোভিতঃ ॥৩৫॥ প্রজপঞ্ছিবনামানি ধৃতরুদ্রাক্ষমালিকঃ। সোত্তরীয়ঃ শুচির্ব্বিপ্রঃ সমায়াতো জনার্দ্দনঃ ॥ ৩৬ ॥ তমাগতং

অনাথা; অতএব আপনারই আমি কন্যা হইব। হে তাত! আমি আপনার গৃহেই বাস করিব; সর্ব্বদা আপনাকেই দেখিব। যদি হঠাৎ কেহ আমায় করদ্বারা আকর্ষণ বা গ্রহণ করে, হে ভূপ! তাহাকে যদি আপনি শাসন করেন, তবে আপনার গৃহে চিরকাল আপনার কন্যা হইয়া আমি বাস করিব। কন্যা এই কথা কহিলে, রাজা পুণ্যনিধি তাহাকে কহিলেন,—হে শুভে! সুতে! আমি তোমার বাক্য সমস্তই পালন করিব। আমারও দুহিতা নাই। একটী মাত্র কুলপ্রদীপ পুত্র আছে। ভদ্রে! তুমি যাহাকে কামনা করিবে, যথাকালে আমি তাহারই করে তোমায় সম্প্রদান করিব। হে অনিন্দিতে, কন্যে! তুমি আমার গৃহে আসিয়া মদীয় ভার্য্যার নিকট কন্যারূপে অন্তঃপুরে যথেচ্ছ বাস কর। রাজা এই কথা কহিলে সেই কমলনয়না কন্যা 'তথাস্তু' বাক্যে রাজাকে প্রত্যুত্তর দিয়া তৎসহ তদীয় গৃহে আগমন করিলেন। রাজার স্ত্রীর নাম বিন্ধ্যাবলী। রাজা সেই সুন্দরী কন্যাটীকে ভার্য্যা বিন্ধ্যাবলীর হস্তে অর্পণপূর্ব্বক বলিলেন,—হে রাজ্ঞি! হে শুভে, বিন্ধ্যাবলি! এইটী আমাদের কন্যা। হে প্রিয়ে! তুমি পুরুষান্তরের সংস্রব হইতে এই কন্যাটীকে রক্ষা কর। রাজা এই কথা কহিলে বিন্ধ্যাবলী তখন 'তথাস্তু' বলিয়া হস্তদ্বারা সেই কন্যাকে পুত্রীরূপে গ্রহণ করিলেন। ১২—২৭। অনন্তর সেই কন্যা রাজার যত্নে নিজ সুতার ন্যায় পালিত ও পোষিত হইয়া সুখে রাজভবনে সর্ব্বদা বাস করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! অতঃপর জগন্নাথ বিষ্ণু লক্ষ্মীকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত সাদরে গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ হইতে নির্গত হইলেন। বৈকুণ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি আকাশধাম অতিক্রমপূর্ব্বক বহুদেশবিদেশ পরিভ্রমণ করিলেন; কিন্তু লক্ষ্মীদেবীকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর বিষ্ণু গন্ধমাদন-শৈলে রামসেতুবন্ধে আগমন করিলেন। সেখানে আসিয়াও ইন্দিরার অন্বেষণার্থ অনেক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সেই রাজকন্যারূপিণী লক্ষ্মী সখীগণসহ পুষ্পচয়নে কৌতুকপরবশ হইয়া ভবনসন্নিহিত উদ্যানে গমন করিলেন এবং তথায় গিয়া সখীগণসহ পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন। হে বিপ্রগণ! বিষ্ণু সেখানে প্রবেশ করিয়া বিপ্ররূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার স্কন্ধে গঙ্গাজল এবং করে ছত্র; তিনি গঙ্গাস্নায়ী ব্রাহ্মণের ন্যায় স্বীয় বেশ বিরচনপূর্ব্বক দক্ষিণ করে কুশগ্রথিত পবিত্র ধারণ করিলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মোদ্ধূলিত ও ললাট ত্রিপুণ্ড্রকলাঞ্ছিত হইল। তিনি রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়া শিবনাম-

দ্বিজং দৃষ্ট্বা স্তব্ধাতিষ্ঠত কন্যকা। অপশ্যদষ্টবর্ষাং তাং বল্লভাং পুষ্পহারিণীম্ ॥ ৩৭ ॥ দৃষ্ট্বা স ত্বরয়া বিপ্রঃ কন্যাং মধুরভাষিণীম্। হঠাৎকৃত্য করেণাসৌ জগ্রাহ গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৩৮ ॥ তদা চুক্রোশ সা কন্যা সখীভিঃ সহ কাননে। তমাক্রোশং সমাকর্ণ্য রাজা স তু সমাগতঃ ॥ ৩৯ ॥ প্রযযৌ ভবনোদ্যানং বৃতঃ কতিপয়ৈর্ভটৈঃ। গত্বা প্রপ্রচ্ছ তাং কন্যাং তৎসখীরপি ভূপতিঃ ॥ ৪০ ॥ কিমর্থমধুনা ক্রুষ্টং সখীভিঃ সহ কন্যকে। ত্বয়া তু ভবনোদ্যানে তত্র কারণমুচ্যতাম্ ॥ ৪১ ॥ কেন ত্বং পরিভূতাসি হঠাৎকৃত্য সুতে মম। ইতি পৃষ্টা তমাচষ্ট কন্যা গুণনিধিং নৃপম্। বাষ্পপূর্ণাননা খিন্না রুষিতা ভৃশকাতরা ॥ ৪২ ॥ কন্যোবাচ। অয়ং বিপ্রো হঠাৎকৃত্য জগৃহে পাণ্ড্যনাথ মাম্ ॥ ৪৩ ॥ তাতাত্র বৃক্ষমূলেঽসৌ স তিষ্ঠত্যকুতোভয়ঃ। তদাকর্ণ্য বচস্তস্যা রাজা গুণনিধিঃ সুধীঃ ॥৪৪॥ জগ্রাহ তরসা বিপ্রমবিদ্বাংস্তদ্বলং হঠাৎ। রামনাথালয়ং নীত্বা নিগৃহ্য চ হঠাত্তদা ॥ ৪৫ ॥ বদ্ধা নিগড়পাশাভ্যা-মানয়ন্মণ্ডপং চ তম্। আত্মপুত্রীং সমাশ্বাস্য শুদ্ধান্ত-মনয়ন্নৃপঃ ॥ ৪৬ ॥ স্বয়ঞ্চ প্রযযৌ রম্যং ভবনং নৃপপুঙ্গবঃ। ততো রাত্রৌ স্বপন্ রাজা স্বপ্নে বিপ্রং দদর্শ তম্ ॥ ৪৭ ॥ শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বনমালাবিভূষিতম্। কৌস্তুভালঙ্কৃতোরস্কং পীতা-ম্বরধরং হরিম্ ॥ ৪৮ ॥ কালমেঘচ্ছবিং কান্তং গরুড়োপরি সংস্থিতম্। চারুস্মিতং চারুদন্তং লসন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ৪৯ ॥ বিষ্বক্সেনপ্রভৃতিভিঃ কিঙ্করৈরুপসেবিতম্। শেষপর্য্যঙ্কশয়নং নারদাদি-মুনিস্তুতম্ ॥ ৫০ ॥ দদর্শ চ স্বকাং কন্যাং বিকাসি-কমলস্থিতাম্। ধৃতপঙ্কজহস্তাং তাং নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধ-জাম্ ॥ ৫১ ॥ বিষ্ণুবক্ষঃস্থলাবাসাং সমুন্নতপয়ো-ধরাম্। দিগ্গজৈরভিষিক্তাঙ্গীং শ্যামাং পীতাম্বরা-বৃতাম্ ॥ ৫২ ॥ স্বর্ণপঙ্কজসংক্লৃপ্তমালালঙ্কৃতমূর্দ্ধ-জাম্। দিব্যাভরণশোভাঢ্যাং চারুহারবিভূষিতাম্ ॥ ৫৩ ॥ অনর্ঘ্যরত্নসংক্লৃপ্তনানাভরণশোভিতাম্। সুবর্ণনিষ্কাভরণাং কাঞ্চীনূপুররাজিতাম্ ॥ ৫৪ ॥ মহা-

---

সকল জপ করিতে লাগিলেন। হে বিপ্রগণ! এইরূপে শুচি ও সোত্তরীয় বেশে জনার্দ্দন সমাগত হইলেন। সেই সমাগত দ্বিজকে দেখিয়া রাজকন্যা স্তম্ভিতভাবে অবস্থান করিলেন। বিপ্র সেই পুষ্পহারিণী অষ্টবর্ষীয়া প্রিয়াকে দেখিলেন; দেখিয়া মধুরভাষিণী কন্যাকে বিপ্ররূপী গরুড়ধ্বজ সহসা স্বীয় করে গ্রহণ করিলেন। তখন সখীগণ-সহ সেই কন্যা ক্রন্দন করিয়া উঠিল। সেই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া রাজা কতিপয় সৈনিক সমভি-ব্যাহারে সত্বর সেই ভবনোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। ভূপতি তথায় গিয়া কন্যা এবং তদীয় সখীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে কন্যকে! তুমি সখীগণসহ কি নিমিত্ত অধুনা এই ভবনোদ্যানে ক্রন্দন করিতেছ? তোমাদের ক্রন্দনের কারণ কি? তাহা বল। হে সুতে! কে তোমায় সহসা আকর্ষণ করিয়া পরিভূত করিল, রাজা পুণ্যনিধি এইরূপ প্রশ্ন করিলে, কন্যা তাঁহাকে বাষ্পপূর্ণ-বদনে খিন্ন, রুষিত ও অতীব কাতর ভাবে কহিল,—হে পাণ্ড্য-নাথ! এই বিপ্র আমাকে হঠাৎ গ্রহণ করিয়াছিল। হে তাত! ঐ বৃক্ষমূলে সেই বিপ্র অকুতোভয়ে অবস্থান করিতেছে। সুধী রাজা পুণ্যনিধি সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বিপ্রের বলাবল না জানিয়াই হঠাৎ সবেগে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং রাম-নাথালয়ে লইয়া গিয়া বিশেষ নিগ্রহের সহিত নিগড়পাশে বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে মণ্ডপে আনয়ন করিলেন। এদিকে রাজা স্বীয় কন্যাকে সমাশ্বস্ত করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া আসিলেন। পরে নৃপবর স্বয়ং রম্যভবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর রাত্রি-কালে রাজা নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে সেই বিপ্রকে দেখিতে পাইলেন। ২৮—৪৭। দেখিলেন—তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও বনমালায় মণ্ডিত; তাঁহার বক্ষঃস্থল কৌস্তুভ দ্বারা অলঙ্কৃত; এবং তিনিই কালমেঘ-চ্ছবি, পীতাম্বর হরি। তাঁহার কান্তি কমনীয়; তিনি গরুড়োপরি অবস্থিত, তাঁহার সুন্দর হাস্য, সুন্দর দন্ত;—কর্ণে উজ্জ্বল মকরকুণ্ডল লম্বিত। বিষ্বক্সেন প্রভৃতি কিঙ্করগণ তাঁহার সেবাকার্য্যে তৎপর; এবং তিনিই শেষপর্য্যঙ্কশায়ী ও নারদাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক পরিস্তুত। রাজা আরও দেখি-লেন,—তাঁহার সেই কন্যা স্ফুট পদ্মোপরি সমাসীনা; তাঁহার হস্তে পঙ্কজ, কেশপাশ নীল কুঞ্চিত। তিনি বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলবাসিনী; তাঁহার পয়োধর-যুগল সমুন্নত; তিনি শ্যামা, পীতাম্বর-পরিবৃতা; দিগ্গজগণ তাঁহার অঙ্গাভিষেকে নিরত। স্বর্ণ পঙ্কজমালায় তাঁহার মূর্দ্ধজ সমলঙ্কৃত। তিনি দিব্যাভরণে শোভিত, চারুহারে বিভূষিত, অমূল্য রত্নখচিত নানাভরণে উদ্ভাসিত, সুবর্ণনিষ্কাভরণে মণ্ডিত এবং কাঞ্চী ও নূপুর দ্বারা বিরাজিত। রাজা

লক্ষ্মীং দদর্শাসৌ রাজা রাত্রৌ স্বকাং সুতাম্। এবং দৃষ্ট্বা নৃপঃ স্বপ্নে বিপ্রং তং স্বসুতামপি ॥৫৫॥ উত্থিতঃ সহসা তল্পাৎ কন্যাগৃহমবাপ চ। তথৈব দৃষ্টবান্ কন্যাং যথা স্বপ্নে দদর্শ তাম্ ॥ ৫৬ ॥ অথোদিতে সবিতরি কন্যামাদায় ভূমিপঃ। রামনাথালয়ং প্রাপ ব্রাহ্মণং ন্যস্তবান্ যতঃ ॥ ৫৭ ॥ স মণ্ডপবরে বিপ্রং দদর্শ হরিরূপিণম্। যথা দদর্শ স্বপ্নে তং বনমালাদিচিহ্নিতম্। বিষ্ণুং বিজ্ঞায় তুষ্টাব নৃপতির্হরিমীশ্বরম্ ॥ ৫৮ ॥ পুণ্যনিধিরুবাচ। নমস্তে কমলাকান্ত প্রসীদ গরুড়ধ্বজ ॥ ৫৯ ॥ শার্ঙ্গপাণে নমস্তভ্যমপরাধং ক্ষমস্ব মে। নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ চক্রপাণে শ্রিয়ঃপতে ॥ ৬০ ॥ কৌস্তুভালঙ্কৃতাঙ্গায় নমঃ শ্রীবৎসলক্ষ্মণে। নমস্তে ব্রহ্মপুত্রায় দৈত্যসঙ্ঘবিদারিণে ॥ ৬১ ॥ অশেষভুবনাবাসনাভিপঙ্কজশালিনে। মধুকৈটভসংহর্ত্রে রাবণান্তকরায় তে ॥ ৬২ ॥ প্রহ্লাদরক্ষিণে তুভ্যং ধরিত্রীপতয়ে নমঃ। নির্গুণায়াপ্রমেয়ায় বিষ্ণবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ॥ ৬৩ ॥ নমস্তে শ্রীনিবাসায় জগদ্ধাত্রে পরাত্মনে। নারায়ণায় দেবায় কৃষ্ণায় মধুবিদ্বিষে ॥৬৪॥ নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজচক্ষুষে। নমঃ পঙ্কজহস্তায়াঃ পতয়ে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে ॥ ৬৫ ॥ ভূয়োভূয়ো জগন্নাথ নমঃ পঙ্কজমালিনে। দয়ামূর্ত্তে নমস্তভ্যমপরাধং ক্ষমস্ব মে ॥ ৬৬ ॥ ময়া নিগড়পাশাভ্যাং যঃ কৃতো মধুসূদন। অনয়স্তত্ত্বৎস্বরূপমবিদিত্বা কৃতঃ প্রভো ॥ ৬৭ ॥ অতো মদপরাধোঽয়ং ক্ষন্তব্যো মধুসূদন। এবং স্তুত্বা মহাবিষ্ণুং রাজা পুণ্যনিধির্দ্বিজাঃ ॥ ৬৮ ॥ লক্ষ্মীং তুষ্টাব জননীং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং মুদা। নমো দেবি জগদ্ধাত্রি বিষ্ণুবক্ষস্থলালয়ে ॥৬৯॥ নমোঽব্ধিসম্ভবে তুভ্যং মহালক্ষ্মি হরিপ্রিয়ে। সিদ্ধ্যৈ পুষ্ট্যৈ স্বধায়ৈ চ স্বাহায়ৈ সততং নমঃ ॥ ৭০ ॥ সন্ধ্যায়ৈ চ প্রভায়ৈ চ ধাত্র্যৈ ভূত্যৈ নমো নমঃ। শ্রদ্ধায়ৈ চৈব মেধায়ৈ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭১ ॥ যজ্ঞবিদ্যে মহাবিদ্যে গুহ্যবিদ্যেঽতিশোভনে। আত্মবিদ্যে চ দেবেশি মুক্তিদে সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৭২ ॥ ত্রয়ীরূপে জগন্মাতর্জগদ্রক্ষা-

স্বপ্নে দেখিলেন,—তাঁহার সেই কন্যাই সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী। রাজা এইরূপে স্বপ্নযোগে স্বীয় সুতা ও সেই বিপ্রকে দেখিয়া সহসা শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং সেইক্ষণেই কন্যাভবনে গমন করিলেন। রাজা স্বপ্নে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, কন্যাগারে গিয়া কন্যাকে সেইরূপই দেখিলেন। অনন্তর সূর্য্যোদয় হইলে তিনি কন্যা লইয়া সেই রামনাথালয়ে গমন করিলেন,—যথায় সেই ব্রাহ্মণকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজা সেই শ্রেষ্ঠ মণ্ডপে গমন করিয়া হরিরূপী বিপ্রকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—স্বপ্নে যেমন বনমালাদি-চিহ্নিত রূপ প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, সেখানেও সেই রূপই বিরাজমান। এইরূপে সেই পুণ্যনিধি রাজা ঈশ্বর বিষ্ণুকে বিদিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। পুণ্যনিধি কহিলেন,—হে কমলাকান্ত! হে গরুড়ধ্বজ! আপনাকে নমস্কার; আপনি প্রসন্ন হউন। হে শার্ঙ্গপাণে। আপনাকে নমস্কার; আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। হে চক্রপাণে! হে শ্রীপতে, পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনাকে নমস্কার। আপনি কৌস্তুভশোভিত ও শ্রীবৎসচিহ্নিত; আপনিই দৈত্যসমূহদারী, ব্রহ্মপুত্র, আপনাকে নমস্কার। আপনি অশেষ জগতের আবাসভূত নাভিপঙ্কজশালী; মধু-কৈটভসংহারী, রাবণান্তকারী, প্রহ্লাদরক্ষী ও ধরিত্রীপতি, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি নির্গুণ, অপ্রমেয়, বিষ্ণু, বুদ্ধিসাক্ষী, শ্রীনিবাস, জগদ্‌বিধাতা, পরমাত্মা, নারায়ণ, মধুঘাতী, কৃষ্ণদেব, আপনাকে নমস্কার। আপনি পঙ্কজনাভ, পঙ্কজনেত্র, পঙ্কজাঙ্ঘ্রি, ও পঙ্কজহস্তা পদ্মার পতি, পঙ্কজমালী; হে জগন্নাথ! আপনাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি। হে দয়ামূর্ত্তে! আপনাকে নমস্কার; আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। হে মধুসূদন! আমি নিগড়পাশদ্বারা আপনাকে বন্ধন করিয়া যে দুর্নয় আচরণ করিয়াছি, তাহা আপনার স্বরূপ না জানিয়াই করা হইয়াছে। অতএব হে প্রভো! আমার এই অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন। হে দ্বিজগণ! রাজা পুণ্যনিধি মহাবিষ্ণুকে এইরূপ স্তব করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর জননী লক্ষ্মী দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৪৮—৬৮। বলিলেন,—হে হে দেবি! হে বিষ্ণুবক্ষঃস্থলবাসিনি! জগদ্ধাত্রি! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি জলধিসম্ভবা, মহালক্ষ্মী, হরিপ্রিয়া; আপনাকে নমস্কার। আপনি সিদ্ধি, পুষ্টি, স্বধা, স্বাহা, আপনাকে সতত নমস্কার করি। আপনি সন্ধ্যা, প্রভা, ধাত্রী, ভূতি, শ্রদ্ধা, মেধা, সরস্বতী, আপনাকে বার বার নমস্কার। আপনি যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, অতিশোভনা গুহ্যবিদ্যা, আত্মবিদ্যা, দেবেশ্বরী ও সর্ব্বদেহীদিগের মুক্তিদায়িনী। হে জগন্মাতঃ! হে ত্রয়ীরূপিণি!

বিধায়িনি। রক্ষ মাং ত্বং কৃপাদৃষ্ট্যা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণি॥ ৭৩॥ ভূয়োভূয়ো নমস্তভ্যং ব্রহ্মমাত্রে মহেশ্বরি। ইতি স্তুত্বা মহালক্ষ্মীং প্রার্থয়ামাস মাধবম্॥ ৭৪॥ যদজ্ঞানান্ময়া বিষ্ণো ত্বয়ি দোষঃ কৃতোঽধুনা। পাদে নিগড়বন্ধেন স দ্রোহঃ ক্ষম্যতাং ত্বয়া॥ ৭৫॥ লোকাস্তে শিশবঃ সর্ব্বে ত্বং পিতা জগতাং হরে। সুতাপরাধঃ পিতৃভিঃ ক্ষন্তব্যো মধুসূদন॥ ৭৬॥ অপরাধিনাং চ দৈত্যানাং স্বরূপমপি দত্তবান। ভবান্ বিষ্ণো মমাপীমমপরাধং ক্ষমস্ব বৈ॥ ৭৭॥ জিঘাংসয়াপি ভগবন্নাগতাং পূতনাং পুরা। অনয়স্ত্বৎপদাম্ভোজং তন্মাং রক্ষ কৃপানিধে। লক্ষ্মীকান্তং কৃপাদৃষ্টিং ময়ি পাতয় কেশব॥ ৭৮॥ শ্রীসূত উবাচ। ইতি সম্প্রার্থিতো বিষ্ণু রাজ্ঞা তেন দ্বিজোত্তমাঃ। প্রাহ গম্ভীরয়া বাচা নৃপং পুণ্যনিধিং ততঃ॥ ৭৯॥ বিষ্ণুরুবাচ। রাজন্ন ভীস্ত্বয়া কার্য্যা মদ্বন্ধননিমিত্তজা॥ ৮০॥ ভক্তবশ্যত্বমধুনা তব প্রতিহিতং ময়া। মম প্রীতিকরং যজ্ঞমকরোদ্ভবানিহ॥ ৮১॥ অতস্ত্বং মম ভক্তোঽসি রাজন্ পুণ্যনিধেঽধুনা। তেনাহং তব বদ্ধোঽস্মি ভক্তিপাশেন যন্ত্রিতঃ॥ ৮২॥ ভক্তাপরাধং সততং ক্ষমামাহমরিন্দম। ত্বদ্ভক্তিং জ্ঞাতুকামেন ময়া সম্প্রেরিতা ত্বিয়ম্॥ ৮৩॥ লক্ষ্মীর্মম প্রিয়া রাজংস্ত্বয়া সংরক্ষিতাধুনা। তেনাহং তব তুষ্টোঽস্মি মৎস্বরূপা ত্বিয়ং সদা॥ ৮৪॥ অস্যাং যো ভক্তিমান্ লোকে স মদ্ভক্তোঽভিধীয়তে। অস্যাং যো বিমুখো রাজন্ স মদ্দ্বেষী স্মৃতঃ সদা॥ ৮৫॥ ত্বমি মাং ভক্তিসংযুক্তো যস্মাৎ পূজিতবানসি। মৎপূজাপি কৃতা তস্মান্মদভিন্না ত্বিয়ং যতঃ॥ ৮৬॥ অতস্ত্বয়া নাপরাধঃ কৃতো ময়ি নরেশ্বর। কিং তু পূজৈব বিহিতা তাং ত্বয়ার্চ্চয়তা মম॥ ৮৭॥ ত্বয়া মদ্ভার্য্যয়া সাকং সঙ্কেতোঽকারি যৎপুরা। তৎসঙ্কেতাভিগুপ্ত্যর্থং মাং যদ্বদ্ধিতবানসি॥৮৮॥ তেন প্রীতোঽস্মি তে রাজল্লক্ষ্মীঃ সংরক্ষিতাধুনা। মৎস্বরূপা চ সা লক্ষ্মীর্জ্জগন্মাতা ত্রয়ীময়ী॥ ৮৯॥ তদ্রক্ষাং কুর্ব্বতা

হে বিশ্বরক্ষাবিধায়িনি! হে সৃষ্টিস্থিতি ও বিনাশকারিণি! তুমি কৃপাদৃষ্টিপাতে আমাকে রক্ষা কর। হে মহেশ্বরি! আপনি ব্রহ্মমাতা; আপনাকে ভূয়োভূয় নমস্কার করি। রাজা এইরূপে মহালক্ষ্মীকে স্তব করিয়া মাধবকে প্রার্থনা করিলেন যে, হে বিষ্ণো! আমি অধুনা আপনার পাদে নিগড়বন্ধন করিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, আপনি সেই অজ্ঞানকৃত দ্রোহাচরণ ক্ষমা করুন। হে হরে! এই সমস্ত লোকই আপনার শিশুসন্তান; আপনিই একমাত্র জগৎপিতা! অতএব হে মধুসূদন! পিতৃগণ সুতাপরাধ অবশ্যই ক্ষমা করিয়া থাকেন। হে বিষ্ণো! আপনি অপরাধী দৈত্যগণকে সারূপ্য পর্য্যন্ত দান করিয়াছেন; অতএব আমার এই অপরাধও আপনি ক্ষমা করুন। হে ভগবন্! জিঘাংসার্থ সমাগত পূতনাকেও পূর্ব্বে আপনি নিজ পাদপঙ্কজে স্থান দিয়াছিলেন; অতএব হে কৃপানিধে! আমাকেও আপনি রক্ষা করুন। হে কেশব! হে লক্ষ্মীকান্ত! আমার প্রতি আপনি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! রাজা পুণ্যনিধি এইরূপ প্রার্থনা করিলে, বিষ্ণু গম্ভীরবাক্যে তাঁহাকে বলিলেন,—রাজন্! আমায় তুমি বন্ধন করিয়াছিলে বলিয়া ভয় করিও না। আমি অধুনা তোমার নিকট মদীয় ভক্তবশ্যত্ব প্রকাশ করিয়াছি। তুমি এ স্থানে মদীয় প্রীতিকর যজ্ঞ করিয়াছ, সুতরাং হে রাজন্, পুণ্যনিধে! তুমিই আমার পরম ভক্ত। তোমার সেই ভক্তিপাশেই আমি বশ্য ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিলাম। ৭৩—৮২। হে অরিন্দম! আমি সর্ব্বদাই ভক্তের অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকি। তোমার ভক্তিজিজ্ঞাসু হইয়াই আমি এই লক্ষ্মীকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। হে রাজন! লক্ষ্মী আমার প্রিয়া; তুমি অধুনা ইহাঁকে রক্ষা করিয়াছ। এই জন্য তোমার প্রতি আমি তুষ্ট হইয়াছি। জানিও—এই লক্ষ্মী সর্ব্বদাই মৎস্বরূপা। এ জগতে এই লক্ষ্মীর প্রতি যে ব্যক্তি ভক্তিমান্ হয়, সে আমারই ভক্ত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। হে রাজন্! এই লক্ষ্মীর প্রতি যে ব্যক্তি পরাঙ্মুখ, সে সর্ব্বদাই মদ্বিদ্বেষী। তুমি ভক্তিমান্ হইয়া ইহাঁকে যখন পূজা করিয়াছ, তখন তাহাতে আমারও পূজা করা হইয়াছে। কেন না, এই লক্ষ্মী আমা হইতে অভিন্না। অতএব হে নরেশ্বর! তুমি মৎপ্রতি কোনই অপরাধ কর নাই। প্রত্যুত লক্ষ্মীকে পূজা করায় আমাকে তোমার পূজা করাই হইয়াছে। আমার ভার্য্যার সহিত পূর্ব্বে যে তুমি সঙ্কেত করিয়াছিলে, সেই সঙ্কেত রক্ষার নিমিত্তই আমার বন্ধন ঘটাইয়াছিলে। ইহাতে তোমার দোষ নাই। বরং আমি এই কার্য্যে প্রীত হইয়াছি। হে রাজন্! তুমিই অধুনা লক্ষ্মীকে রক্ষা করিয়াছ। সেই

ভূপ ত্বয়া যদ্বন্ধনং মম। তৎপ্রিয়ং মম রাজেন্দ্র মা ভয়ং ক্রিয়তাং ত্বয়া ॥ ৯০ ॥ ইয়ং লক্ষ্মীস্তব সুতা সত্যমেব ন সংশয়ঃ। ইতীরিতেঽথ হরিণা লক্ষ্মীঃ প্রোবাচ ভূপতিম্ ॥ ৯১ ॥ লক্ষ্মীরুবাচ। রাজন্ প্রীতাস্মি তে চাহং রক্ষিতা যদ্গৃহে ত্বয়া। ত্বদ্ভক্তি-শোধনার্থং বা অহং বিষ্ণুরুভাবপি ॥ ৯২ ॥ বিনোদ-কলহব্যাজাদাগতাবিহ ভূপতে। তব যোগেন ভক্ত্যা চ তুষ্টাবাবাং পরন্তপ ॥ ৯৩ ॥ আবয়োঃ কৃপয়া রাজন্ সুখন্তে ভবতাৎ সদা। সর্ব্বভূমণ্ডলৈশ্বর্য্যং সদা তে ভবতু ধ্রুবম্ ॥ ৯৪ ॥ আবয়োঃ পাদযুগলে ভক্তির্ভবতু তে ধ্রুবা। দেহান্তে মম সাযুজ্যং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্ ॥ ৯৫ ॥ নিত্যং ভবতু তে রাজন্মা ভূত্তে পাপধীস্তথা। সদা ধর্ম্মে ভবতু ধীর্বিষ্ণুভক্তিযুতা তব ॥ ৯৬ ॥ এবমুক্ত্বা নৃপং লক্ষ্মীর্বিষ্ণোর্বক্ষস্থলং যযৌ। অথ বিষ্ণুরুবাচেদং রাজানং দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ৯৭ ॥ যথা ত্বয়াত্র বদ্ধোঽহং নিগড়েন নৃপোত্তম। তদ্রূপেণৈব বৎস্যামি সেতুমাধবসংজ্ঞিতঃ ॥ ৯৮ ॥ ময়ৈব কারিতঃ সেতুস্ত-দ্রক্ষার্থমহং নৃপ। ভূতরাক্ষসসঙ্ঘেভ্যো ভয়ানামুপ-শান্তয়ে ॥ ৯৯ ॥ ব্রহ্মাপি সেতুরক্ষার্থং বসত্যত্র দিবা-নিশম্। শঙ্করো রামনাথাখ্যো নিত্যং সেতৌ বসত্যথ ॥ ১০০ ॥ ইন্দ্রাদিলোকপালাশ্চ বসন্ত্যত্র মুদান্বিতাঃ। অতোঽহমত্র বৎস্যামি সেতুমাধব-সংজ্ঞয়া ॥ ১০১ ॥ সেতুসংরক্ষণার্থং বৈ সর্ব্বোপদ্রব-শান্তয়ে। সর্ব্বেষামিষ্টসিদ্ধ্যর্থং সর্ব্বপাপোপশান্তয়ে ॥ ১০২ ॥ ত্বয়া নিগড়বদ্ধং মাং সেবন্তে যেঽত্র মানবাঃ। তে যান্তি মম সাযুজ্যং সর্ব্বাভীষ্টং তথা নৃপ ॥ ১০৩ ॥ মম লক্ষ্ম্যাস্তব তথা চরিতং যে পঠন্তি বৈ। ন তে যাস্যন্তি দারিদ্র্যং কিং ত্বৈশ্বর্য্যং ব্রজন্তি তে ॥ ১০৪ ॥ ত্বংকৃতং যদিদং স্তোত্রং মম লক্ষ্ম্যা বিশাম্পতে। যে পঠন্তি চ শৃণ্বন্তি লিখন্তি চ মুদান্বিতাঃ ॥ ১০৫ ॥ ন তেষাং পুনরাবৃত্তির্মম লোকাৎ কদাচন ॥ ইত্যুক্ত্বা স হরিস্তত্র নৃপং পুণ্যনিধিং তদা ॥ ১০৬ ॥ তত্রৈব পূর্ণরূপেণ সন্নিধত্তে স্ম সর্ব্বদা। নৃপঃ পুণ্যনিধি-র্বিপ্রাঃ সেতুমাধবরূপিণম্ ॥ ১০৭ ॥ বিষ্ণুং প্রণম্য

ত্রয়ীময়ী জগন্মাতা লক্ষ্মী মৎস্বরূপা। তাঁহাকে রক্ষা করিতে গিয়া আমায় তুমি বন্ধন করিয়াছিলে, হে ভূপ! ইহাতে আমার প্রিয়কার্য্যই করা হই-য়াছে। অতএব হে রাজেন্দ্র! তুমি ভয় করিও না। এই লক্ষ্মী তোমার পুত্রী; ইহা সত্যই বটে। হরি এই কথা কহিলে, হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী ভূপতিকে বলিলেন,—হে ভূপতে! আমি কলহব্যপদেশে তোমার নিকট আগমন করিয়াছিলাম। হে পরন্তপ! তোমার যোগ ও ভক্তিদ্বারা আমি পরিতুষ্ট হই-য়াছি। হে রাজন্! আমাদের কৃপায় সর্ব্বদা তোমার সুখ হউক। এমন কি, সমস্ত ভূমণ্ডলের ঐশ্বর্য্যই তোমার সর্ব্বদা আয়ত্ত হউক। আমাদের পদদ্বন্দ্বে তোমার ভক্তি থাকুক। তুমি দেহান্তে পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিত মৎসাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে। হে রাজন্! নিত্য তোমার সদ্বুদ্ধি হউক; পাপবুদ্ধি কদাচ যেন তোমার হয় না। সর্ব্বদা ধর্ম্মে তোমার বিষ্ণুভক্তিযুতা বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হউক। লক্ষ্মী রাজাকে এই কথা কহিয়া বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে গমন করিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর বিষ্ণু রাজাকে বলি-লেন,—হে নৃপবর! তুমি যেরূপে আমায় নিগড়-বদ্ধ করিয়াছিলে, আমি সেইরূপেই সেতুমাধব সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া বাস করিব। হে নৃপ! আমিই সেতু নির্ম্মাণ করাইয়াছিলাম, সেই সেতুর রক্ষা এবং ভূত ও রাক্ষসসমূহের ভয়শান্তির জন্য আমি বাস করিব। ৮৪—৯৯। ব্রহ্মা সেতু-রক্ষার্থ রাত্রি দিন এখানে বাস করেন এবং রামনাথনামক শঙ্কর নিত্যই হেথায় বাস করি-তেছেন। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ মুদিতমনে সর্ব্ব-দাই এখানে বাস করিয়া থাকেন। অতএব আমি সেতুমাধব সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া এইখানে বাস করিব। সেতুরক্ষণ, সর্ব্ব-উপদ্রবের উপশান্তি, সকলের ইষ্টসিদ্ধি এবং সর্ব্বপাপের শান্তিবিধ-নই আমার এই স্থানে অবস্থিতির উদ্দেশ্য। হে নৃপ! যে সকল মানব ভবৎকৃত নিগড়বন্ধন-প্রাপ্ত আমাকে সেবা করে, তাহারা সর্ব্বাভীষ্ট ও মৎসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ এই সঙ্গে যাহারা মৎপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবীর চরিত পাঠ করে, তাহাদের কখনই দারিদ্র্য হয় না; পরন্তু তাহারা ঐশ্বর্য্যভাগী হইয়া থাকে। হে বিশাম্পতে! তুমি আমার এবং লক্ষ্মীর এই যে স্তোত্র কীর্ত্তন করিলে, যাহারা মুদান্বিত হইয়া ইহা পাঠ ও শ্রবণ করিবে কিম্বা লিখিয়া রাখিবে, আমার ধাম হইতে তাহাদের পুনরাবৃত্তি হইবে না। হরি তখন রাজা পুণ্যনিধিকে এই কথা কহিয়া সেই-খানেই সর্ব্বদা পূর্ণরূপে সন্নিধান করিতে লাগি-লেন। হে বিপ্রগণ! তখন রাজা পুণ্যনিধি সেই সেতুমাধবরূপী বিষ্ণুকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম ও

ভক্ত্যা তু মহাপূজাং বিধায় চ। সেবিত্বা রামনাথঞ্চ স্বমেব ভবনং যযৌ ॥ ১০৮॥ যাবজ্জীবমসৌ তত্র সেতৌ স্থবসদুত্তমে। মধুরায়াং নিজং পুত্রং স্থাপয়ামাস পালকম্ ॥ ১০৯॥ তত্রৈব নিবসন্ রাজা-দেহান্তে মুক্তিমাপ্তবান্। বিন্ধ্যাবলিশ্চ তৎপত্নী তমেবান্বমমার সা। পতিব্রতা পতিপ্রাণা প্রযযৌ সাপি সদ্গতিম্ ॥ ১১০॥ শ্রীসূত উবাচ। যেঽত্র ভক্তিযুতা নিত্যং সেবন্তে সেতুমাধবম্ ॥ ১১১॥ ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কৈলাসাজ্জাতু জায়তে। সেতুমাধবসেবাং যে ন কুর্ব্বন্ত্যত্র মানবাঃ ॥ ১১২॥ ন তেষাং রামনাথস্য সেবা ফলবতী ভবেৎ। গৃহীত্বা সৈকতং সেতোর্গঙ্গায়াং নিক্ষিপেদ্‌যদি ॥ ১১৩॥ বিভজ্য মাধবপুরে বৈকুণ্ঠং স বসেন্নরঃ। গঙ্গাং জিগমিষুর্বিপ্রাঃ সেতুমাধবসন্নিধৌ ॥ ১১৪॥ সঙ্কল্প্য গঙ্গাং নির্গচ্ছেৎ সা যাত্রা সফলা ভবেৎ। আনীয় গঙ্গাসলিলং রামেশমভিষিচ্য চ ॥ ১১৫॥ সেতৌ নিক্ষিপ্য তদ্ভারং ব্রহ্ম প্রাপ্নোত্যসংশয়ম। ইতি বঃ কথিতং বিপ্রাঃ সেতুমাধববৈভবম্ ॥ ১১৬॥ এতৎ পঠন্ বা শৃণ্বন্ বা বৈকুণ্ঠে লভতে গতিম্ ॥ ১১৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সেতুমাধবপ্রশংসায়াং পুণ্যনিধিচরিত-কথনং নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি সেতুযাত্রা-ক্রমং দ্বিজাঃ। যং শ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে মানবঃ ক্ষণাৎ ॥ ১ ॥ স্নাত্বাচম্য বিশুদ্ধাত্মা কৃতনিত্য-বিধিঃ সুধীঃ। রামনাথস্য তুষ্ট্যর্থং প্রীত্যর্থং রাঘবস্য চ ॥ ২॥ ভোজয়িত্বা যথাশক্তি ব্রাহ্মণান বেদপারগান। ভস্মোদ্ধূলিতসর্ব্বাঙ্গস্ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিত-মস্তকঃ ॥ ৩॥ গোপীচন্দনলিপ্তো বা স্বভালেঽপ্যূর্দ্ধ-পুণ্ড্রকঃ। রুদ্রাক্ষমালাভরণঃ সপবিত্রকরঃ শুচিঃ ॥ ৪॥ সেতুযাত্রাং কারিষ্যেঽহমিতি সঙ্কল্প্য ভক্তিতঃ। স্বগৃহাৎ প্রব্রজেন্মৌনী জপন্নষ্টাক্ষরং মনুম্ ॥ ৫॥ পঞ্চাক্ষরং নামমন্ত্রং জপেন্নিয়তমানসঃ। একবারং

মহতী পূজা করিয়া রামনাথলিঙ্গের অর্চ্চনান্তে স্বীয় বাসভবনে প্রত্যাগত হইলেন। রাজা যত দিন জীবিত রহিলেন, ঐ উত্তম সেতুসমীপেই বাস করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পুত্রকে মধুরাপুরীর আধিপত্যে স্থাপন করিলেন। রাজা সেইখানেই বাস করিয়া দেহান্তে মুক্তি লাভ করিলেন। তৎপত্নী বিন্ধ্যাবলী তাঁহার অনু-গামিনী হইলেন। তিনি পতিব্রতা, পতিপ্রাণা; সুতরাং তাঁহারও সদ্গতি লাভ হইল। সূত কহিলেন,—যাহারা ভক্তিযুক্ত হইয়া নিত্য সেতু-মাধবকে সেবা করে, তাহাদিগকে আর কৈলাস হইতে প্রত্যাগমন করিতে হয় না। যে সকল মানব সেতুমাধবের সেবা না করে, তাহাদের কৃত রামনাথসেবা নিষ্ফল হইয়া থাকে। যে নর সেতুর সৈকত গ্রহণ করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করে, মাধবপুরী বৈকুণ্ঠে তাহার বাস হয়। হে বিপ্রগণ! গঙ্গায় গমনেঅভিলাষী হইয়া যে নর সেতুমাধবসমীপে সঙ্কল্পপূর্ব্বক যাত্রা করে, তাহার সেই যাত্রা সফল হইয়া থাকে। গঙ্গাজল আন-য়নপূর্ব্বক রামেশ্বরকে স্নান করাইয়া সেই জলভার সেতুমধ্যে নিক্ষেপ করিলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মপদ লাভ হয়। হে বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদের নিকট সেতুমাধব মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করি-লাম। ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে নর বৈকুণ্ঠ-গতি প্রাপ্ত হয়। ১০০—১১৭।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫০।

একপঞ্চাশ অধ্যায়

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! অতঃপর আমি সেতুযাত্রাক্রম বলিতেছি। মানব ইহা শ্রবণে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধাত্মা সুধী ব্যক্তি স্নান ও আচমন করিয়া নিত্য কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক রামনাথের তুষ্টি ও রাঘবের প্রীতির নিমিত্ত বেদপারগ ব্রাহ্মণদিগকে যথাশক্তি ভোজন করাইবেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মোদ্ধূলিত ও মস্তক ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিত হইবে। তিনি ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রক ধারণ করিবেন অথবা তাঁহার গাত্র গোপীচন্দনে লিপ্ত হইবে। তিনি রুদ্রাক্ষমালার আভরণ ধারণপূর্ব্বক শুচি ও পবিত্র-করে 'আমি সেতুযাত্রা করিব' এই বলিয়া ভক্তিভরে সঙ্কল্প করিয়া মৌনাবলম্বনে অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে করিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হই-বেন। তিনি নিয়তমনে পঞ্চাক্ষর মন্ত্রও জপ করি-

হবিষ্যাশী জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥ পাদুকাচ্ছত্ররহিতস্তাম্বূলপরিবর্জ্জিতঃ। তৈলাভ্যঙ্গবিহীনশ্চ স্ত্রীসঙ্গাদিবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৭ ॥ শৌচাদ্যাচারসংযুক্তঃ সন্ধ্যোপাস্তিপরায়ণঃ। গায়ত্র্যুপাস্তিং কুর্ব্বাণস্ত্রিসন্ধ্যং রামচিন্তকঃ ॥ ৮ ॥ মধ্যেমার্গং পঠন্নিত্যং সেতুমাহাত্ম্যমাদরাৎ। পঠন্ রামায়ণং বাপি পুরাণান্তরমেব বা ॥ ৯ ॥ ব্যর্থবাক্যানি সন্ত্যজ্য সেতুং গচ্ছেদ্বিশুদ্ধয়ে। প্রতিগ্রহং ন গৃহ্নীয়াদনাচারাংশ্চ পরিত্যজেৎ ॥ ১০ ॥ কুর্য্যান্মার্গে যথাশক্তি শিববিষ্ণ্বাদিপূজনম্। বৈশ্বদেবাদিকর্ম্মাণি যথাশক্তি সমাচরেৎ ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মযজ্ঞমুখান্ ধর্ম্মান্ প্রকুর্য্যাচ্চাগ্নিপূজনম্। অতিথিভ্যোঽন্নপানাদি সম্প্রদদ্যাদ্যথাবলম্ ॥ ১২ ॥ দদ্যাদ্ভিক্ষাং যতিভ্যোঽপি বিত্তশাঠ্যং পরিত্যজন্। শিববিষ্ণ্বাদিনামানি স্তোত্রাণি চ পঠেৎ পথি ॥ ১৩ ॥ ধর্ম্মমেব সদা কুর্য্যান্নিষিদ্ধানি পরিত্যজেৎ। ইত্যাদিনিয়মোপেতঃ সেতুমূলং ততো ব্রজেৎ ॥ ১৪ ॥ পাষাণং প্রথমং দদ্যাত্তত্র গত্বা সমাহিতঃ। তত্রাবাহ্য সমুদ্রঞ্চ প্রণমেত্তদনন্তরম্ ॥ ১৫ ॥ অর্ঘ্যং দদ্যাৎ সমুদ্রায় প্রার্থয়েত্তদনন্তরম্। অনুজ্ঞাঞ্চ ততঃ কুর্য্যাত্ততঃ স্নায়ান্মহোদধৌ ॥ ১৬ ॥ মুনীনামথ দেবানাং কপীনাং পিতৃণাং তথা। প্রকুর্য্যাত্তর্পণং বিপ্রা মনসা সংস্মরন্ হরিম্ ॥ ১৭ ॥ পাষাণসপ্তকং দদ্যাদেকং বা বিপ্রপুঙ্গবাঃ। পাষাণদানাৎ সফলং স্নানং ভবতি নান্যথা ॥ ১৮ ॥ পিপ্পলাদসমুৎপন্নে কৃত্যে লোকভয়ঙ্করে। পাষাণং তে ময়া দত্তমাহারার্থং প্রকল্পিতাম্ ॥ ১৯ ॥ বিশ্বাচি ত্বং ঘৃতাচি ত্বং বিশ্বযানে বিশাম্পতে। সান্নিধ্যং কুরু মে দেব সাগরে লবণাম্ভসি ॥ ২০ ॥ নমস্তে বিশ্বগুপ্তায় নমো বিষ্ণো হ্যপাম্পতে। নমো হিরণ্যশৃঙ্গায় নদীনাং পতয়ে নমঃ। সমুদ্রায় বয়ুনায় প্রোচ্চার্য্য প্রণমেত্তথা ॥ ২১ ॥ সর্ব্বরত্নময় শ্রীমন্ সর্ব্বরত্নাকরাকর। সর্ব্বরত্নপ্রধানস্ত্বং গৃহাণার্ঘ্যং মহোদধে ॥ ২২ ॥ অশেষজগদাধার শঙ্খচক্রগদাধর।

বেন। সেতুযাত্রী ব্যক্তিকে ক্রোধ ইন্দ্রিয়জয় ও একবার হবিষ্যাশন করিতে হইবে। তিনি পাদুকা, ছত্র ও তাম্বুল ব্যবহার করিবেন না। তৈলাভ্যঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। স্ত্রীসংসর্গ করিবেন না। শৌচাদি আচারনিষ্ঠ হইবেন। সন্ধ্যোপাসনায় তৎপর হইবেন। ত্রিসন্ধ্যা রামচিন্তা করিয়া গায়ত্রী দেবীর উপাসনা করিবেন। নিত্য নিত্য পথিমধ্যে সাদরে সেতুমাহাত্ম্য পাঠ করিতে থাকিবেন। রামায়ণ বা অন্য কোন পুরাণপ্রস্তাবের আলোচনা করিবেন। ব্যর্থ বাক্য সকল পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধির নিমিত্ত সেতুবন্ধে যাইতে থাকিবেন। কাহারও নিকট হইতে প্রতিগ্রহ লইবেন না; সমস্ত কদাচার পরিহার করিবেন। পথে পথে যথাশক্তি শিব বিষ্ণু প্রভৃতির পূজা করিবেন এবং শক্তি অনুসারে বৈশ্বদেবাদি কর্ম্ম সমাধা করিবেন। ব্রহ্মযজ্ঞাদি ধর্ম্মাচরণ, অগ্নিপূজা, এবং যথাশক্তি অতিথিদিগকে অন্নপানাদি প্রদান করিবেন। যতিদিগকে ভিক্ষা দিবেন; বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগ করিবেন। পথে শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি নাম ও সেই সেই দেবতার স্তোত্র পাঠ করিবেন। সর্ব্বদাই ধর্ম্মাচরণ করিবেন এবং নিষিদ্ধ সমস্তই পরিত্যাগ করিবেন। এই এই প্রকার নিয়মনিষ্ঠ হইয়া পরে সেতুমূলে উপনীত হইবেন। সেখানে গিয়া অগ্রে পাষাণ প্রদান করিবেন। পরে তথায় সমুদ্রকে আবাহন করিয়া প্রণাম করিবেন। প্রথমে সমুদ্রকে অর্ঘ্য দান, তদনন্তর প্রার্থনা, পরে অনুজ্ঞা গ্রহণ এবং সর্ব্বশেষে মহোদধিতে স্নান করিবেন। ১—১৬। হে বিপ্রগণ! অনন্তর দেব, মুনি, কপি ও পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিবেন আর মনে মনে হরিকে চিন্তা করিতে থাকিবেন। হে বিপ্রবরগণ! সমুদ্রে সপ্তখণ্ড অথবা একখণ্ড পাষাণ নিক্ষেপ করিতে হয়, পাষাণদানে স্নান সফল হইয়া থাকে, অন্যথা তাহার সম্ভাবনা নাই। পাষাণদানের মন্ত্র যথা—হে পিপ্পলাদসমুৎপন্ন লোকভয়ঙ্করী কৃত্যে! তোমাকে আমি পাষাণ দান করিলাম, ইহা তুমি আহারার্থ গ্রহণ কর। সান্নিধ্যপ্রার্থনার মন্ত্র যথা;—হে দেব! তুমি বিশ্বাচী, তুমি ঘৃতাচী, এবং তুমিই বিশ্বযোনি ও বিশাম্পতি; এই লবণাম্বুময় সাগরে তুমি সন্নিহিত হও। নমস্কারমন্ত্র যথা,—হে বিষ্ণো! হে অপাংপতে! তুমি বিশ্বগুপ্ত, তোমাকে বার বার নমস্কার। তুমি হিরণ্যশৃঙ্গ, তুমি নদীপতি, তুমি সমুদ্র, তুমি বয়ুন, তোমাকে নমস্কার করি। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিবে। অর্ঘ্যমন্ত্র, যথা—হে মহোদধে! তুমি সর্ব্বরত্নময়, শ্রীমান্, সর্ব্বরত্নাকর ও সর্ব্বরত্নপ্রধান, তোমাকে এই অর্ঘ্য প্রদান করি, তুমি গ্রহণ কর। অনুজ্ঞা লইবার মন্ত্র; যথা—হে শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধর। হে নিখিল জগদাধার। হে

দেহি দেব মমানুজ্ঞাং যুষ্মত্তীর্থনিষেবণে ॥ ২৩ ॥ প্রাচ্যাং দিশি চ সুগ্রীবং দক্ষিণস্যাং নলং স্মরেৎ ॥ ২৪ ॥ প্রতীচ্যাং মৈন্দনামানমুদীচ্যাং দ্বিবিদং তথা। রামং চ লক্ষ্মণঞ্চৈব সীতামপি যশস্বিনীম্ ॥ ২৫ ॥ অঙ্গদং বায়ুতনয়ং স্মরেন্মধ্যে বিভীষণম্। পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি প্রবিশংস্ত্বাং মহোদধে ॥ ২৬ ॥ স্নানস্য মে ফলং দেহি সর্ব্বস্মাত্রাহি মাংহসঃ। হিরণ্যশৃঙ্গমিত্যাভ্যাং নাভ্যাং নারায়ণং স্মরেৎ ॥ ২৭ ॥ ধ্যায়ন্নারায়ণং দেবং স্নানাদিষু চ কর্ম্মসু। ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি জায়তে নেহ বৈ পুনঃ ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বেষামপি পাপানাং প্রায়শ্চিত্তং ভবেত্ততঃ। প্রহ্লাদং নারদং ব্যসমম্বরীষং শুকং তথা। অন্যাংশ্চ ভগবদ্ভক্তাংশ্চিন্তয়েদেকমানসঃ ॥ ২৯ ॥ বেদাদির্যো বেদবসিষ্ঠযোনিঃ সরিৎপতিঃ সাগররত্নযোনিঃ। অগ্নিশ্চ তেজশ্চ ইলা চ তেজো রেতোধা বিষ্ণুরমৃতস্য নাভিঃ ॥ ৩০ ॥ ইদস্তেহস্যাভিরসমানমদ্ভির্যাঃ কাশ্চ সিন্ধুং প্রবিশন্ত্যাপঃ। সর্পো জীর্ণামিব ত্বচং জহামি পাপং শরীরাৎসশিরস্কো-হভ্যুপেত্য ॥ ৩১ ॥ সমুদ্রায় বয়ুনায় নমস্কুর্য্যাৎপুনর্দ্বিজাঃ। সর্ব্বতীর্থময়ং শুদ্ধং নদীনাং পতিমম্বুধিম্ ॥ ৩২ ॥ দ্বৌ সমুদ্রাবিতি পুনঃ প্রোচ্চার্য্য স্নানমাচরেৎ। ব্রহ্মাণ্ডোদরতীর্থানি করস্পৃষ্টানি তে রবে ॥ ৩৩ ॥ তেন সত্যেন মে সেতৌ তীর্থং দেহি দিবাকর। প্রাচ্যাং দিশি চ সুগ্রীবামত্যাদিক্রমযোগতঃ ॥৩৪॥ স্মৃত্বা ভূয়ো দ্বিজাঃ সেতৌ তৃতীয়ং স্নানমাচরেৎ। দেবীপত্তনমারভ্য প্রব্রজেদ্ যদি মানবঃ ॥ ৩৫ ॥ তদা তু নবপাসাণমধ্যে সেতৌ বিমুক্তিদে। স্নানমম্বুনিধৌ কুর্য্যাৎ স্বপাপৌঘাপনুত্তয়ে ॥ ৩৬ ॥ দর্ভশয্যাপদব্যা চেদ্গচ্ছেৎসেতুং বিমুক্তিদম্। তদা তত্রোদধাবেব স্নানং কুর্য্যাদ্বিমুক্তয়ে ॥ ৩৭ ॥ পিপ্পলাদং কবিং কণ্বং কৃতান্তং জীবিতেশ্বরম্। মন্যুঞ্চ কালরাত্রিঞ্চ বিদ্যাং চাহর্গণেশ্বরম্ ॥ ৩৮ ॥ বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ পরাশরমুমাপতিম্। বাল্মীকিং নারদঞ্চৈব বালখিল্যামুনীংস্তথা ॥ ৩৯ ॥ নলং নীলং গবাক্ষঞ্চ গবয়ং গন্ধমাদনম্। মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদঞ্চৈব শরভং চর্ষভং তথা ॥ ৪০ ॥ সুগ্রীবঞ্চ হনূমন্তং বেগদর্শনমেব চ। রামঞ্চ লক্ষ্মণং সীতাং মহাভাগাং যশস্বিনীম্ ॥৪১॥ ত্রিঃ কৃত্বা

দেব! ভবদীয় তীর্থ সেবায় আমায় অনুজ্ঞা দান করুন। প্রার্থনামন্ত্র; যথা—পূর্ব্বদিকে সুগ্রীব ও দক্ষিণদিকে নলকে স্মরণ করিবে। প্রতীচীদিকে মৈন্দ, এবং উদীচীদিকে দ্বিবিদ, এবং মধ্যদিকে রাম, লক্ষ্মণ, যশস্বিনী সীতা, অঙ্গদ, হনুমান ও বিভীষণকে স্মরণ করিবে। এইরূপে
যে সকল তীর্থ আছে, হে মহোদধে! তোমাতে সেই সমস্তই প্রবেশ করিয়াছে। তুমি সমস্ত পাপ হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর এবং স্নানের ফল প্রদান কর। অনন্তর হিরণ্যশৃঙ্গ ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণ করিয়া নাভিতে নারায়ণ স্মরণ করিবে। স্নানাদি সর্ব্ব কর্ম্মে নারায়ণ দেবকে ধ্যান করিলে মানব ব্রহ্মলোকে উপনীত হয়; তাহাকে পুনরায় আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। তখন সর্ব্বপাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়। পরে একমনে প্রহ্লাদ, নারদ, ব্যাস, অম্বরীষ, শুক ও অন্যান্য ভগবদ্ভক্তদিগকে চিন্তা করিবে। স্নানমন্ত্র, যথা—তুমি বেদাদি বেদ-বশিষ্ঠযোনি, সরিৎপতি, সাগর, রত্নযোনি, অগ্নি, তেজ, ইলা, রেতোধা, বিষ্ণু ও অমৃতনাভি, অন্য যে সকল জল সিন্ধুমধ্যে প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের অসমান তোমার এই জল অভ্যুপগত হইয়া আমি সর্প কর্ত্তৃক জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগের ন্যায় শরীর হইতে পাপ প্রক্ষালিত করিয়া ফেলিতেছি।১৭—৩১। হে দ্বিজগণ! বয়ন সমুদ্রকে নমস্কার, এই বলিয়া পুনর্ব্বার সর্ব্বতীর্থময় শুদ্ধ নদীপতি অম্বুধিকে নমস্কার করিবে। অনন্তর 'দ্বৌ সমুদ্রৌ' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্নান করিবে। হে রবে! এই ব্রহ্মাণ্ডোদরের তীর্থ সকল তোমারই করস্পৃষ্ট, হে দিবাকর! সেই সত্যবলে তুমি আমায় সেতুতীর্থ প্রদান কর। পূর্ব্বদিকে সুগ্রীবকে স্মরণ করিবে, ইত্যাদি মন্ত্রানুসারে স্মরণ করিয়া পুনরায় সেতুমধ্যে তৃতীয়বার স্নান করিবে। মানব যদি দেবীপত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া তীর্থ পরিক্রম করে, তবে স্বীয় পাপশুদ্ধির নিমিত্ত বিমুক্তিপ্রদ সেতুবন্ধে নব পাষাণমধ্যে অম্বুনিধিতে স্নান করিবে। আর যদি দর্ভশয্যার পথে মুক্তিপ্রদ সেতুবন্ধে গমন করে, তবে সেইখানেই সমুদ্রস্নান করা কর্ত্তব্য। সমুদ্রে তর্পণ বিধি যথা—পিপ্পলাদ, কবি, কণ্ব, কৃতান্ত, জীবিতেশ্বর, মন্যু, কালরাত্রি, বিদ্যা, অহঃ, গণেশ্বর, বশিষ্ঠ, বামদেব, পরাশর, উমাপতি, বাল্মীকি, নারদ, বালখিল্য মুনিগণ, নল, নীল, গবাক্ষ, গবয়, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিধ, শরভ, ঋষভ, সুগ্রীব, হনূমান্, বেগদর্শন, রাম;

তর্পয়েদেতান মন্ত্রান্নুক্ত্বা যথাক্রমম্। বিভোশ্চ তত্তন্নামানি চতুর্থ্যন্তানি বৈ দ্বিজাঃ॥ ৪২॥ দেবানৃষীন্ পিতৄংশ্চৈব বিধিবচ্চ তিলোদকৈঃ। দ্বিতীয়ান্তানি নামানি চোক্তা বা তর্পয়েৎ দ্বিজাঃ। তর্পয়েৎ সপবিত্রস্তু জলে স্থিত্বা প্রসন্নধীঃ। তর্পণাৎ সর্ব্বতীর্থেষু স্নানস্য ফলমাপ্নুয়াৎ॥ ৪৪॥ এবমেতাংস্তর্পয়িত্বা নমস্কৃত্যোত্তরেজ্জলাৎ। আর্দ্রবস্ত্রং পরিত্যজ্য শুষ্কবাসঃসমাবৃতঃ॥ ৪৫॥ আচম্য সপবিত্রশ্চ বিধিবচ্ছ্রাদ্ধমাচরেৎ। পিণ্ডান্ পিতৃভ্যো দদ্যাচ্চ তিলতণ্ডুলকৈস্তথা॥ ৪৬॥ এতচ্ছ্রাদ্ধমশক্তস্য ময়া প্রোক্তং দ্বিজোত্তমাঃ। ধনাঢ্যোঽন্নেন বৈ শ্রাদ্ধং ষড়্রসেন সমাচরেৎ॥ ৪৭॥ গোভূতিলহিরণ্যাদিদানং কুর্য্যাৎ সমৃদ্ধিমান্। রামচন্দ্রধনুষ্কোটাবেবমেব সমাচরেৎ॥ ৪৮॥ পাষাণদানপূর্ব্বাণি তর্পণান্তানি বৈ দ্বিজাঃ। সেতুমূলে যথৈতানি বিধিবদ্যতনোদ্দ্বিজাঃ॥ ৪৯॥ চক্রতীর্থং ততো গত্বা তত্রাপি স্নানমাচরেৎ। পশ্যেচ্চ সেত্বধিপতিং দেবং নারায়ণং হরিম্॥ ৫০॥ গচ্ছন্ পশ্চিমমার্গেণ তত্রত্যে চক্রতীর্থকে। স্নাত্বা দর্ভশয়ং দেবং প্রপশ্যেদ্ভক্তিপূর্ব্বকম্॥ ৫১॥ কপিতীর্থং ততঃ প্রাপ্য তত্রাপি স্নানমাচরেৎ। সীতাকুণ্ডং ততঃ প্রাপ্য তত্রাপি স্নানমাচরেৎ॥ ৫২॥ ঋণমোচনতীর্থং তু ততঃ প্রাপ্য মহাফলম্। স্নাত্বা প্রণম্য রামঞ্চ জানকীরমণং প্রভুম্॥ ৫৩॥ গচ্ছেল্লক্ষ্মণতীর্থং তু কণ্ঠাদুপরি বাপনম্। কৃত্বা স্নায়াচ্চ তত্রাপি দুষ্কৃতান্যপি চিন্তয়ন্॥ ৫৪॥ ততঃ স্নাত্বা রামতীর্থে ততো দেবালয়ং ব্রজেৎ। স্নাত্বা পাপবিনাশে চ গঙ্গাযমুনয়োস্তথা॥ ৫৫॥ সাবিত্র্যাঞ্চ সরস্বত্যাং গায়ত্র্যাঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ। স্নাত্বা চ হনুমৎকুণ্ডেততঃ স্নায়ান্মহাফলে। ব্রহ্মকুণ্ডং ততঃ প্রাপ্য স্নায়াদ্বিধিপুরঃসরম্॥ ৫৬॥ নাগকুণ্ডং ততঃ প্রাপ্য সর্ব্বপাপবিনাশনম্। স্নানং কুর্য্যান্নরো বিপ্রা নরকক্লেশনাশনম্। গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাস্তীর্থানি সকলান্যপি॥ ৫৭॥ সর্ব্বদা নাগকুণ্ডে তু বসন্তি স্বাঘশান্তয়ে। অনন্তাদিমহানাগৈরষ্টাভিরিদমুত্তমম্॥ ৫৮॥ কল্পিতং মুক্তিদং তীর্থং রামসেতৌ শিবঙ্করম্। অগস্ত্যকুণ্ডং সম্প্রাপ্য ততঃ স্নায়াদনুত্তমম্॥ ৫৯॥ অথাগ্নিতীর্থমাসাদ্য সর্ব্বদুষ্কর্ম্মনাশনম্। স্নাত্বা

লক্ষ্মণ এবং যশস্বিনী মহাভাগা সীতা, ইহাঁদিগকে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যথাক্রমে তিন তিন বার তর্পণ করিবে। হে দ্বিজগণ! ঐ ঐ সকল নাম চতুর্থী-বিভক্তিযুক্ত করিবে, অথবা দেব, ঋষি ও পিতৃপুরুষদিগকে তিলোদক দ্বারা যথাবিধি দ্বিতীয়ান্ত নাম উল্লেখপূর্ব্বক তর্পণ করিবে। পবিত্রপাণি হইয়া জলে থাকিয়া প্রসন্নমনে তর্পণ করিতে হয়। এইরূপ তর্পণ করিলে, নর সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ইহাঁদিগকে তর্পণ করিয়া নমস্কারান্তে জল হইতে উত্থিত হইবে। পরে আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ ও শুষ্ক বসন পরিধানপূর্ব্বক আচমনান্তে পবিত্রযুক্ত হইয়া যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে। সতিল তণ্ডুল দ্বারা পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ড দিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অশক্তপক্ষে এইরূপ শ্রাদ্ধবিধি আমি নির্দ্দেশ করিলাম। যিনি ধনাঢ্য ব্যক্তি, ষড়্‌রসময় অন্ন দ্বারা তিনি শ্রাদ্ধ কার্য্য করিবেন। সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি গো, ভূমি, হিরণ্য ও তিলাদি দান করিবেন। হে দ্বিজগণ! এই পাষাণদানাদি তর্পণান্ত যাবতীয় কার্য্য সেতুমূলে রামচন্দ্রের ধনুষ্কোটিতীর্থেই করিতে হইবে। অনন্তর চক্রতীর্থে গিয়া স্নানাচরণ করিবে এবং সেতুর অধিপতি নারায়ণ দেবকে দর্শন করিবে। পশ্চিম দিকের পথে যাইতে যাইতে তত্রত্য চক্রতীর্থে স্নান করিয়া দর্ভশয় দেবকে ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিবে। ৩২—৫১। অনন্তর কপিতীর্থ পাইয়া সেখানেও স্নান করিবে। তার পর সীতাকুণ্ডে উপনীত হইয়া স্নানাচরণ করিতে হইবে। অনন্তর মহাফলজনক ঋণমোচন তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া স্নানান্তে জানকীরমণ রামকে প্রণামপূর্ব্বক লক্ষ্মণতীর্থে গমন করিবে। সেখানে শ্মশ্রু ও শিরোমুণ্ডন করিয়া নিজের কৃত পাপ সকল চিন্তা করিতে করিতে স্নান করিবে। তৎপরে রামতীর্থে স্নান করিয়া দেবালয়ে যাইবে। হে দ্বিজবরগণ! অনন্তর পাপবিনাশন তীর্থে এবং গঙ্গা-যমুনায় স্নানপূর্ব্বক সাবিত্রী, সরস্বতী ও গায়ত্রী-তীর্থ স্নান করিয়া মহাফলজনক হনুমৎকুণ্ডে স্নান করিবে। পরে ব্রহ্মকুণ্ডে উপনীত হইয়া বিধিপূর্ব্বক স্নান করিতে হইবে। অতঃপর নর সর্ব্বপাপহর নরকক্লেশনাশক নাগকুণ্ডে উপস্থিত হইয়া স্নান করিবে। গঙ্গাদি সরিৎসকল ও অন্যান্য সমস্ত তীর্থ সর্ব্বদাই স্ব-পাপ শান্তির নিমিত্ত নাগকুণ্ডে বাস করে। রাম-সেতুস্থানে অনন্তাদি অষ্ট মহানাগ কর্ত্তৃক ঐ উত্তম মঙ্গলকর মুক্তিপ্রদ তীর্থ কল্পিত হইয়াছে। পরে অগস্ত্যকুণ্ডে গিয়া স্নান করিবে এবং

সন্তর্প্য বিধিবচ্ছ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ পিতৄন্ স্মরন্॥ ৬০॥ গোভূহিরণ্যধান্যাদি ব্রাহ্মণেভ্যঃ স্বশক্তিতঃ। দত্ত্বাগ্নি-তীর্থতীরে তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৬১॥ অথবা যানি তীর্থানি চক্রতীর্থমুখানি বৈ। অনুক্রান্তানি বিপ্রেন্দ্রাঃ সর্ব্বপাপহরাণি তু॥ ৬২॥ স্নায়াত্তদনু-পূর্ব্বেণ স্নায়াদ্বাপি যথারুচি। স্নাত্বৈবং সর্ব্বতীর্থেষু শ্রাদ্ধাদীনি সমাচরেৎ॥ ৬৩॥ পশ্চদ্রামেশ্বরং প্রাপ্য নিষেব্য পরমেশ্বরম্। সেতুমাধবমাগত্য তথা রামঞ্চ লক্ষ্মণম্॥ ৬৪॥ সীতাং প্রভঞ্জনসুতং তথান্যান্ কপিসত্তমান্। তত্রত্যসর্ব্বতীর্থেষু স্নাত্বা নিয়মপূর্ব্বকম্॥ ৬৫॥ প্রণম্য রামনাথঞ্চ রামচন্দ্রং তথাপরান্। নমস্কৃত্য ধনুষ্কোটিং ততঃ স্নাতুং ব্রজেন্নরঃ॥ ৬৬॥ তত্র পাষাণদানাদি-পূর্ব্বোক্তনিয়মং চরেৎ। ধনুষ্কোটৌ চ দানানি দদ্যাদ্বিত্তানুসারতঃ॥ ৬৭॥ ক্ষেত্রং গাশ্চ তথান্যানি বস্ত্রাণ্যন্যানি চাদরাৎ। ব্রাহ্মণেভ্যো বেদবিদ্ভ্যো দদ্যাদ্বিত্তানুসারতঃ॥ ৬৮॥ কোটিতীর্থং ততঃ প্রাপ্য স্নায়ান্নিয়মপূর্ব্বকম্। ততো রামেশ্বরং দেবং প্রণমেদ্-বৃষভধ্বজম্॥ ৬৯॥ বিভবে সতি বিপ্রেভ্যো দদ্যাৎ সৌবর্ণদক্ষিণাম্। তিলান্ ধান্যঞ্চ গাং ক্ষেত্রং বস্ত্রাণ্যন্যানি তণ্ডুলান্॥ ৭০॥ দদ্যাদ্বিত্তানুসারেণ বিত্তলোভবিবর্জ্জিতঃ। ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং পূজো-পকরণানি চ॥ ৭১॥ রামেশ্বরায় দেবায় দদ্যাদ্বিত্তানু-সারতঃ। স্তুত্বা রামেশ্বরং দেবং প্রণম্য চ সভক্তি-কম্॥ ৭২॥ অনুজ্ঞাপ্য ততো গচ্ছেৎ সেতুমাধবসন্নি-ধিম্। তস্মৈ দত্ত্বা চ ধূপাদীননুজ্ঞাপ্য চ মাধবম্॥ ৭৩॥ পূর্ব্বোক্তনিয়মোপেতঃ পুনরায়াৎ স্বকং গৃহম্। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদন্নৈঃ ষড়্‌রসৈঃ পরিপূরিতৈঃ॥ ৭৪॥ তেনৈব রামনাথোঽস্মৈ প্রীতোঽভীষ্টং প্রযচ্ছতি। নারকং চাস্য নাস্ত্যেব দারিদ্র্যঞ্চ বিনশ্যতি॥ ৭৫॥ সন্ততির্বর্দ্ধতে তস্য পুরুষস্য দ্বিজোত্তমাঃ। সংসার-মবধূয়াশু সাযুজ্যমপি যাস্যতি॥ ৭৬॥ অত্রাগন্তু-মশক্তশ্চেচ্ছ্রুতিস্মৃত্যাগমেষু যৎ। গ্রন্থজাতং মহা-পুণ্যং সেতুমাহাত্ম্যসূচকম্॥ ৭৭॥ তং গ্রন্থং পাঠয়েদ্বিপ্রা মহাপাতকনাশনম্। ইদং বা সেতু-মাহাত্ম্যং পঠেদ্ভক্তিপুরঃসরম্॥ ৭৮॥ সেতুস্নানফলং পুণ্যং তেনাপ্নোতি ন সংশয়ঃ। অব্দপঙ্ক্ত্যাদিবিষয়-

---

ত্বক্কর্ম্মহর অগ্নিতীর্থে উপনীত হইয়া স্নান, তর্পণ ও পিতৃগণের স্মরণপূর্ব্বক যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে। নর অগ্নিতীর্থের তীরে ব্রাহ্মণদিগকে গো, ভূ, হিরণ্য ও ধান্যাদি যথাশক্তি দান করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। অথবা হে বিপ্রগণ! চক্রতীর্থপ্রমুখ অন্যান্য যে সকল সর্ব্বপাপহর তীর্থ আছে, সে সমুদায়ে আনুপূর্ব্বিক স্নান করিবে কিম্বা যে যে তীর্থে অভিরুচি হইবে, সেই সেই তীর্থেই স্নান করিবে। এইরূপে সর্ব্ব-তীর্থে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধাদি আচরণ করিবে। পশ্চাৎ পরমেশ্বর রামেশ্বরসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সেবা করিবে এবং সেতুমাধব, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনূমান্ ও অন্যান্য কপিশ্রেষ্ঠদিগকে দর্শন ও অর্চ্চনা করিবে। নর তত্রত্য সমস্ত তীর্থে নিয়মপূর্ব্বক স্নান করিয়া রামনাথ রামভদ্র ও অন্যান্য সকলকে প্রণামান্তে স্নানার্থ ধনুষ্কোটি তীর্থে গমন করিবে। সেখানে গিয়া পাষাণদানাদি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত নিয়ম আচারণ করিবে এবং নিজের বিত্তানুসারে ধনুষ্কোটিতে দানাদি কার্য্য করিবে। বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগকে সামর্থ্যানুসারে সাদরে ক্ষেত্র, গো ও অন্যান্য বস্ত্রাদি দান করিবে। অনন্তর কোটিতীর্থ প্রাপ্ত হইয়া নিয়মপূর্ব্বক স্নান করিবে। পরে বৃষধ্বজ রামেশ্বর দেবকে প্রণাম করিবে। ৫২—৬৯। বিভব সত্ত্বে ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ দক্ষিণা দিবে। বিত্তলোভবর্জ্জিত হইয়া নর বিত্তানুসারে তিল, ধান্য গাভী, ক্ষেত্র, বস্ত্র ও তণ্ডুলাদি দ্রব্য প্রদান-করিবে। সামর্থ্য হইলে, রামেশ্বর দেবকে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও পূজোপকরণ সকল প্রদান করিবে। পরে রামেশ্বর দেবকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব ও প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া পশ্চাৎ সেতু-মাধবসমীপে গমন করিবে এবং তাঁহাকে ধূপাদি দান করিয়া তদীয় অনুজ্ঞা গ্রহণান্তে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম পালনপূর্ব্বক পুনরায় স্বীয় গৃহে গমন করিবে। পরে ষড়্‌রসময় অন্নদ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। ইহাতেই রামনাথ প্রীত হইয়া ঐ তীর্থসেবীকে অভীষ্ট বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন। হে দ্বিজবর-গণ! সেই পুরুষের নরকভোগ নিবৃত্ত হয়, দারিদ্র্য নষ্ট হইয়া যায় এবং সন্ততি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি সংসার পরিহার করিয়া সত্বর রামনাথের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! যদি নর এই তীর্থে আসিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে শ্রুতি, স্মৃতি ও আগমাদিমধ্যে যে সকল সেতু-মাহাত্ম্যসূচক মহাপুণ্য গ্রন্থ আছে, সেই সেই গ্রন্থই পাঠ করিবে, অথবা ভক্তিপূর্ব্বক সেতুমাহাত্ম্য-প্রকাশক এই গ্রন্থই পাঠ করিবে। ইহাতে সেই

মেতৎ প্রোক্তং মনীষিভিঃ ॥ ৭৯ ॥ শ্রীসূত উবাচ। এবং বঃ কথিতো বিপ্রাঃ সেতুযাত্রাক্রমো দ্বিজাঃ। এতৎ পঠন্ বা শৃণ্বন্ বা সর্ব্বদুঃখাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে যাত্রাক্রমবর্ণনং নামৈকপঞ্চাশো-হধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ। ভূয়োহপ্যহং প্রবক্ষ্যামি সেতুমুদ্দিশ্য বৈভবম্। যুষ্মাকমাদরেণাহং শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ১ ॥ স্থানানামপি সর্ব্বেষামেতৎ স্থানং মহত্তরম্। অত্র জপ্তং হুতং তপ্তং দত্তং চাক্ষয়মুচ্যতে ॥ ২ ॥ অস্মিন্নেব মহাস্থানং ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ। বারাণস্যাং দশসমাবাসপুণ্যফলং ভবেৎ ॥৩॥ তস্মিন্ স্থলে ধনুষ্কোটৌ স্নাত্বা রামেশ্বরং শিবম্। দৃষ্ট্বা নরো ভক্তিযুক্তস্ত্রিদিনানি বসেদ্দ্বিজাঃ ॥ ৪ ॥ পুণ্ডরীকপুরে তেন দশবৎসরবাসজম্। পুণ্যং ভবতি বিপ্রেন্দ্রা মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৫ ॥ অষ্টোত্তরসহস্রন্তু মন্ত্রমাদ্যং ষড়ক্ষরম্। অত্র নরো ভক্ত্যা শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬ ॥ মধ্যার্জ্জুনে কুম্ভকোণে মায়ূরে শ্বেতকাননে। হালাস্যে চ গজারণ্যে বেদারণ্যে চ নৈমিষে ॥ ৭ ॥ শ্রীপর্ব্বতে চ শ্রীরঙ্গে শ্রীমদ্‌বৃদ্ধগিরৌ তথা। চিদম্বরে চ বল্মীকে শেষাদ্রাবরুণাচলে ॥ ৮ ॥ শ্রীমদ্দক্ষিণকৈলাসে বেঙ্কটাদ্রৌ হরিস্থলে। কাঞ্চীপুরে ব্রহ্মপুরে বৈদ্যেশ্বরপুরে তথা ॥ ৯ ॥ অন্যত্রাপি শিবস্থানে বিষ্ণুস্থানে চ সত্তমাঃ। বর্ষবাসভবং পুণ্যং ধনুষ্কোটৌ নরো মুদা ॥ ১০ ॥ মাঘমাসে যদি স্নায়াদাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ। ইমং সেতুং সমুদ্দিশ্য দ্বৌ সমুদ্রাবিতি শ্রুতিঃ ॥ ১১ ॥ বিদ্যতে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠা মাতৃভূতা সনাতনী। অদো যদ্দারুরিত্যন্যা যত্রাস্তি মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ১২ ॥ বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যন্তী সেতুবৈভবশংসিনী। শ্রুতিরস্তি তথান্যাপি তদ্বিষ্ণোরিতি চাপরা ॥ ১৩ ॥ ইতিহাসপুরাণানি স্মৃতয়শ্চ তপোধনাঃ। একবাক্যতয়া সেতুমাহাত্ম্যং প্রব্রুবন্তি হি ॥ ১৪ ॥ চন্দ্রসূর্য্যোপরাগেষু কুর্ব্বন্ সেত্ববগাহনম্। অবিমুক্তে দশাব্দন্তু গঙ্গাস্নান-

---

ব্যক্তি সেতুস্নানজন্য পুণ্যফল নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে। মনীষিগণ অন্ধ ও পঙ্গু প্রভৃতির পক্ষেই এইরূপ ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদের নিকট সেতুযাত্রাক্রম কীর্ত্তন করিলাম; ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে সর্ব্ব দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ৭০—৮০।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫১।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি আপনাদের আগ্রহে পুনরপি সেতুবিষয়ক মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব। এই সেতুস্থান সমস্ত স্থান অপেক্ষা মহত্তর। এখানে জপ, হোম, তপ বা দান সকলই অক্ষয় হইয়া থাকে। এই মহাস্থানের ধনুষ্কোটিতে নিমগ্ন হইলে বারাণসীধামে দশমাস বাসের পুণ্যফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে দ্বিজগণ! ভক্তিযুক্ত নর ঐ স্থানে ধনুষ্কোটিতে স্নানপূর্ব্বক রামেশ্বর শিবকে দর্শন করিয়া তিন দিন বাস করিবে। এইরূপ করিলে ঐ নরের পুণ্ডরীকপুরে দশবর্ষ বাসজন্য পুণ্য হইয়া থাকে; তদীয় মহাপাতক নষ্ট হইয়া যায়।১—৫। নর এই স্থানে ভক্তিপূর্ব্বক আদ্য ষড়ক্ষর মন্ত্র অষ্টোত্তরসহস্র বার জপ করিলে শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। হে সাধুশ্রেষ্ঠগণ! মানব যদি মাঘমাসে মুদিতমনে ধনুষ্কোটিতে স্নান করে, তবে মধ্যার্জ্জুনে, কুম্ভকোণে, মায়ূরে, শ্বেতকাননে, হালাস্যাশ্রমে, গজারণ্যে, বেদারণ্যে, নৈমিষে, শ্রীপর্ব্বতে, শ্রীরঙ্গে, শ্রীমৎবৃদ্ধপর্ব্বতে, চিদম্বরে, বল্মীকে, শেষাচলে, অরুণাচলে, শ্রীমৎ দক্ষিণকৈলাসে, বেঙ্কটাচলে, হরিস্থলীতে, কাঞ্চীপুরে, ব্রহ্মপুরে, বৈদ্যেশ্বরপুরে এবং অন্যান্য শিবস্থানে ও বিষ্ণুস্থানে একবর্ষ বাস করিলে যে পুণ্য হয়, সেই পুণ্য নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! এই সেতুর উদ্দেশে 'দ্বৌ সমুদ্রৌ' ইত্যাদিরূপে এক মাতৃভূতা সনাতনী শ্রুতি আছে। এতদ্ভিন্ন 'অদো যদ্দারু' ইত্যাদিরূপে অন্যশ্রুতিও বিদ্যমান। হে মুনীন্দ্রগণ! 'তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদিরূপে অপর আরও এক শ্রুতির উল্লেখ আছে। ঐ শ্রুতি বিষ্ণুর কর্ম্মদর্শিনী ও সেতু-মাহাত্ম্যশংসিনী। হে তপোধনগণ! ইতিহাস পুরাণ এবং স্মৃতি সকলও একবাক্যে সেতুমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে যে ব্যক্তি সেতুজলে অবগাহন করে, কাশীধামে

ফলং লভেৎ॥ ১৫॥ কোটিজন্মকৃতং পাপং তৎ-ক্ষণেনৈব নশ্যতি। অশ্বমেধসহস্রস্য ফলমাপ্নোত্যনুত্তমম্॥ ১৬॥ বিষুবায়নসংক্রান্তৌ শশিবারে চ পর্ব্বণি। সেতুদর্শনমাত্রেণ সপ্তজন্মার্জ্জিতাশুভম্॥ ১৭॥ নশ্যতে স্বর্গতিঞ্চৈব প্রয়াতি দ্বিজপুঙ্গবাঃ। মকরস্থে রবৌ মাঘে কিঞ্চিদভ্যুদিতে রবৌ॥ ১৮॥ স্নাত্বা দিনত্রয়ং মর্ত্ত্যো ধনুষ্কোটৌ বিপাতকঃ। গঙ্গাদি-সর্ব্বতীর্থেষু স্নানপুণ্যমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৯॥ ধনুষ্কোটৌ নরঃ কুর্য্যাৎ স্নানং পঞ্চদিনেষু যঃ। অশ্বমেধাদি-পুণ্যঞ্চ প্রাপ্নুয়াদ্‌ব্রাহ্মণোত্তমাঃ॥ ২০॥ চান্দ্রায়ণাদি-কৃচ্ছ্রাণামনুষ্ঠানফলং লভেৎ। চতুর্ণামপি বেদানাং পারায়ণফলং তথা॥ ২১॥ মাঘমাসে দশাহঃসু ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ। ব্রহ্মহত্যাযুতং নশ্যেন্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ২২॥ মাঘমাসে ধনুষ্কোটৌ দশপঞ্চ-দিনানি যঃ। স্নানং করোতি মনুজঃ স বৈকুণ্ঠমবাপ্নুয়াৎ॥ ২৩॥ মাঘমাসে রামসেতৌ স্নানং বিংশদ্দিনং চরন। শিবসামীপ্যমাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে॥ ২৪॥ পঞ্চবিংশদ্দিনং স্নানং কুর্ব্বন সারূপ্যমাপ্নুয়াৎ। স্নানং ত্রিংশদ্দিনং কুর্ব্বন্ সাযুজ্যং লভতে ধ্রুবম্॥ ২৫॥ অতোঽবশ্যং রামসেতৌ মাঘমাসে দ্বিজোত্তমাঃ। স্নানং সমাচরেদ্বিদ্বান্ কিঞ্চিদভ্যুদিতে রবৌ॥ ২৬॥ চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ তথৈবার্দ্ধোদয়ে দ্বিজঃ। মহোদয়ে রামসেতৌ স্নানং কুর্ব্বন্ দ্বিজোত্তমাঃ॥ ২৭॥ অনেকক্লেশসংযুক্তং গর্ভবাসং ন পশ্যতি। ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং নাশকং চ প্রকীর্ত্তিতম্॥ ২৮॥ সর্ব্বেষাং নরকাণাং চ বাধকং পরিকীর্ত্তিতম্। সম্পদামপি সর্ব্বাসাং নিদানং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৯ ॥ ইন্দ্রাদিসর্ব্বলোকানাং সালোক্যাদিপ্রদং তথা। চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ তথৈবার্দ্ধোদয়ে দ্বিজাঃ॥ ৩০॥ মহোদয়ে ধনুষ্কোটৌ মজ্জনং অতিনিশ্চিতম্। রাবণস্য বিনাশার্থং পুরা রামেণ নির্ম্মিতম্॥ ৩১॥ সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বকিন্নরোরগ-সেবিতম্। ব্রহ্মদেবর্ষিরাজর্ষিপিতৃসঙ্ঘনিষেবিতম্॥ ৩২॥ ব্রহ্মাদিদেবতাবৃন্দৈঃ সেবিতং ভক্তিপূর্ব্বকম্। পুণ্যং যো রামসেতুং বৈ সংস্মরন্ পুরুষো দ্বিজাঃ॥ ৩৩॥ স্নায়াচ্চ যত্র কুত্রাপি তটাকাদৌ জলাশয়ে। ন তস্য দুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্ভবিষ্যতি কদাচন॥ ৩৪॥ সেতুমধ্যস্থতীর্থেষু মুষ্টিমাত্রপ্রদানতঃ। নশ্যন্তি সকলা

দশবর্ষব্যাপী গঙ্গাস্নানজন্য পুণ্যফল তাহার লাভ হইয়া থাকে। তাহার কোটিজন্ম-কৃত পাপ তৎ-ক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। সে, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিষুব ও অয়ন-সংক্রান্তিতে, সোমবারে ও পর্ব্বদিনে সেতুদর্শন মাত্রেই সপ্তজন্মার্জ্জিত অশুভ নষ্ট হয় এবং স্বর্গ-গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মাঘে মকরস্থ সূর্য্যে কিঞ্চিৎ অভ্যুদিত-রবিমণ্ডলে যে ব্যক্তি ধনু-ষ্কোটিতে তিনদিন যাবৎ স্নান করে, তাহার পাতক অপগত হয়। সে ব্যক্তি গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থ-স্নানের পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ! যে ব্যক্তি ধনুষ্কোটিতে ক্রমাগত পঞ্চদিন স্নান করে, তাহার অশ্বমেধাদি পুণ্যফল-প্রাপ্তি হয়, চান্দ্রায়ণাদি কৃচ্ছ্র ব্রতের অনুষ্ঠান জন্য ফল লাভ হয়, এবং চতুর্ব্বেদের পারায়ণফল হইয়া থাকে। মাঘমাসে দশদিন যাবৎ ধনুষ্কোটিতে অবগাহন করিলে অযুত ব্রহ্মহত্যা নষ্ট হয়, এবিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। মাঘমাসে পঞ্চ দশ দিন ধনুষ্কোটিতে স্নান করিলে মানব বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মাঘমাসে রামসেতুতে বিংশতি দিন স্নান করিলে শিবসামীপ্য লাভ হয় এবং স্নানকর্ত্তা শিবসহ বিহার করিতে পারে। এই-রূপে পঞ্চবিংশতি দিন স্নান করিলে শিবস্বরূপ এবং ত্রিংশৎ দিন স্নানে শিবসাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে।১৮-২৫। অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মাঘমাসে রামসেতুতে স্নান করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। মাঘে কিঞ্চিদভ্যুদিত-রবিমণ্ডলে চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ উপ-লক্ষে অর্দ্ধোদয় বা মহোদয় যোগে রামসেতুতে স্নান করিলে মানব বহু-ক্লেশময় গর্ভ-বাস আর অবলোকন করে না। সেই স্নান তাহাদের ব্রহ্ম-হত্যাদি নিখিল পাপের নাশক, সমস্ত নরকের বাধক, সর্ব্বসম্পদের নিদান এবং ইন্দ্রাদি যাবতীয় লোকসালোক্যপ্রদ হয়। অতএব হে দ্বিজগণ! চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ এবং অর্দ্ধোদয় বা মহোদয় যোগে ধনুষ্কোটিতে অবগাহন একান্ত প্রয়ো-জন। পূর্ব্বে রাবণবধের জন্য রাম যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি, ও পিতৃগণ যাহার সেবা করেন; এবং ব্রহ্মাদি দেবগণও ভক্তি-পূর্ব্বক যাহাকে সেবা করিয়া থাকেন, যে পুরুষ সেই রামসেতুর স্মরণ করে, কিম্বা তটাদি যে কোন জলময় স্থানে স্নান করে, তাহার কখন কোন দুষ্কৃতই হয় না। অধিক কি, সেতুমধ্যস্থ তীর্থ-সমূহে মুষ্টিমাত্র অর্পণ করিলেও তাহার

রোগা ভ্রূণহত্যাদয়স্তথা ॥ ৩৫ ॥ রামেণ ধনুষঃ পুণ্যাং যো রেখাং পশ্যতে কৃতাম্। ন তস্য পুনরাবৃত্তি-বৈকুণ্ঠাৎ স্যাৎ কদাচন ॥ ৩৬॥ ধনুষ্কোটিরিতি খ্যাতা যা লোকে পাপনাশিনী। বিভীষণপ্রার্থনয়া কৃতা রামেণ ধীমতা ॥ ৩৭ ॥ ধনুষ্কোটির্মহাপুণ্যা তস্যাং স্নাত্বা সভক্তিকম্। দদ্যাদ্দানানি বিত্তানাং ক্ষেত্রাণাঞ্চ গবাং তথা ॥ ৩৮ ॥ তিলানাং তণ্ডুলাঞ্চ ধান্যানাং পয়সা তথা। বস্ত্রাণাং ভূষণানাঞ্চ মাষাণামোদনস্য চ ॥ ৩৯ ॥ দধ্নাং ঘৃতানাং বারীণাং শাকানামপ্যুদশ্বিতাম্। শুদ্ধানাং শর্করাণাঞ্চ শস্যানাং মধুনাং তথা ॥ ৪০ ॥ মোদকানামপূপানামন্যেষাং দানমেব চ। রামসেতৌ দ্বিজাঃ প্রোক্তং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কম্ ॥ ৪১ ॥ অতো দদ্যাদ্রামসেতৌ বিত্তলোভবিবর্জ্জিতঃ। দত্তং হুতঞ্চ তপ্তঞ্চ জপশ্চ নিয়মাদিকম্ ॥ ৪২॥ শ্রীরামধনুষঃ কোটাবনন্তফলদং ভবেৎ। তেন বেদাশ্চ তুষ্যন্তি তুষ্যন্তি পিতরস্তথা ॥ ৪৩ ॥ তুষ্যন্তি মুনয়ঃ সর্ব্বে ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবস্তথা। নাগাঃ কিম্পুরুষা যক্ষাঃ সর্ব্বে তুষ্যন্তি নিশ্চিতম্ ॥ ৪৪ ॥ স্বয়ঞ্চ পূতো ভবতি ধনুষ্কোট্যবলোকনাৎ। স্ববংশজাতান্ সর্ব্বান্ পাবয়েচ্চ পিতামহান্ ॥ ৪৫ ॥ তারয়েচ্চ কুলং সর্ব্বং ধনুষ্কোট্যবলোকনাৎ। রামস্য ধনুষঃ কোট্যা কৃতরেখাবগাহনাৎ ॥ ৪৬ ॥ পঞ্চপাতককোটীনাং নাশঃ স্যাত্তৎক্ষণে ধ্রুবম্। শ্রীরামধনুষঃ কোট্যা রেখাং যঃ পশ্যতে কৃতাম্ ॥ ৪৭ ॥ অনেকক্লেশসম্পূর্ণং গর্ভবাসং ন পশ্যতি। যত্র সীতানলং প্রাপ্তা তস্মিন্ কুণ্ডে নিমজ্জনাৎ ॥ ৪৮ ॥ ভ্রূণহত্যাশতং বিপ্রা নশ্যতি ক্ষণমাত্রতঃ। যথা রামস্তথা সেতুর্যথা গঙ্গা তথা হরিঃ ॥ ৪৯ ॥ গঙ্গে হরে রামসেতো স্থিত সঙ্কীর্ত্তয়ন্নরঃ। যত্র কাপি বহিঃ স্নায়াত্তেন যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৫০ ॥ সেতাবর্দ্ধোদয়ে স্নাত্বা গন্ধমাদনপর্ব্বতে। পিতৄনুদ্দিশ্য যঃ পিণ্ডান্ দদ্যাৎ সর্ষপমাত্রকাৎ ॥ ৫১ ॥ পিতরস্তৃপ্তিমায়ান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। শমীপত্রপ্রমাণন্তু পিতৄনুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ ॥ ৫২ ॥ দ্বিজেন পিণ্ডং দত্তং চেৎ সর্ব্বপাপবিমোচিতঃ। স্বর্গস্থো মুক্তিমায়াতি নরকস্থো দিবং ব্রজেৎ ॥ ৫৩ ॥ সেতৌ চ পদ্মনাভে চ গোকর্ণে পুরুষোত্তমে। উদন্বদম্ভসি স্নানং সার্ব্ব-

সমস্ত রোগ ও ভ্রূণহত্যাদি পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি রামকৃত পুণ্য ধনু-রেখ অবলোকন করে, তাহার আর বৈকুণ্ঠ হইতে কদাচ প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে না। যাহা লোকে পাপহারিণী ধনুষ্কোটি বলিয়া বিখ্যাত; বিভীষণের প্রার্থনায় ধীমান্ রামচন্দ্র স্বয়ং যাহা করিয়াছিলেন, সেই ধনুষ্কোটি মহাপুণ্যময়ী; তাহাতে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিয়া বিত্ত, ক্ষেত্র, গো, তিল, তণ্ডুল, ধান্য, দুগ্ধ, বস্ত্র, ভূষণ, মাষ, ওদন, দধি, ঘৃত, জল, শাক, তক্র, বিশুদ্ধ শর্করা, শস্য, মধু, মোদক, অপূপ ও ও অন্যান্য দ্রব্য সকল দান করা কর্ত্তব্য। হে দ্বিজগণ! রামসেতুতে এই সকল দান সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়ক। অতএব বিত্তলোভবর্জ্জিত হইয়া রামসেতু তীর্থে দান করিবে। শ্রীরামের ধনুষ্কোটিতে দান, জপ, হোম, তপ ও নিয়মাদি করিলে, অনন্ত ফলজনক হয়। তাহাতে সমস্ত দেব, সমস্ত পিতৃপুরুষ, সমস্ত মুনিগণ তুষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, নাগ, কিম্পুরুষ, এবং যক্ষগণও নিশ্চয় পরিতোষ প্রাপ্ত হন। এতদ্ভিন্ন ধনুষ্কোটি তীর্থের দর্শন মাত্র নিজেও পবিত্র হইয়া থাকে এবং স্ববংশীয় সমস্ত নর ও সমস্ত পিতৃ-পিতামহদিগকে পবিত্র করিয়া থাকে। ধনুষ্কোটিদর্শনে নর স্বীয় সমস্ত কুলের উদ্ধার সাধন করে। রামচন্দ্রের ধনুষ্কোটি দ্বারা যে রেখা কৃত হইয়াছে, তাহাতে অবগাহন করিলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চকোটি পাতক নষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীরামচন্দ্রের ধনুষ্কোটিকৃত রেখা যে অবলোকন করে, তাহাকে আর বহু ক্লেশময় গর্ভবাস দর্শন করিতে হয় না। সীতা যথায় অনল-প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইকুণ্ডে স্নান করিলে,—হে বিপ্রগণ! শত ভ্রূণহত্যাপাপও ক্ষণমাত্রে নষ্ট হইয়া থাকে। যথা রাম, তথা সেতু, যথা গঙ্গা, তথা হরি, হে গঙ্গে! হে হরে! হে রামসেতো! এইরূপ যে নর কীর্ত্তন করিয়া বহির্দ্দেশে যে কোন স্থানেই স্নান করুক, তাহাতেই তাহার পরমগতি লাভ হয়। ২৬-৫০। অর্দ্ধোদয় যোগে সেতুজলে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি গন্ধমাদন শৈলে পিতৃগণের উদ্দেশে সর্ষপমাত্র পিণ্ড প্রদান করে, যাবৎচন্দ্রদিবাকর তদীয় পিতৃগণ তৃপ্ত হইয়া থাকেন। দ্বিজ ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশে শমীপত্রপ্রমাণ পিণ্ড প্রদান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। সে যদি স্বর্গবাসী হয়, তবে মুক্ত হইবে, আর নরকস্থ হইলে স্বর্গে যাইবে। সেতু, পদ্মনাভ, গোকর্ণ, পুরুষোত্তম, ও সমুদ্রসলিল —এই সকল স্থানে সার্ব্বকালিক স্নানই অভীপ্সিত।

কালিকমীপ্সিতম্ ॥ ৫৪ ॥ শুক্রাঙ্গারকসৌরীণাং বারেষু লবণাম্ভসি। সন্তানকামী ন স্নায়াৎ সেতোরন্যত্র কর্হিচিৎ॥ ৫৫ ॥ অকৃতপ্রেতকার্য্যো বা গর্ভিণীপতিরেব বা। ন স্নায়াদুদধৌ বিদ্বান্‌সেতোরন্যত্র কর্হিচিৎ ॥ ৫৬ ॥ ন কালাপেক্ষণং সেতোর্নিত্যস্নানং প্রশস্যতে। বারতিথ্যৃক্ষনিয়মাঃ সেতোরন্যত্র হি দ্বিজাঃ॥ ৫৭ ॥ উদ্দিশ্য জীবতঃ স্নায়ান্ন তু স্নায়ান্মৃতান্ প্রতি। কুশৈঃ প্রতিকৃতিং কৃত্বা স্নাপয়েত্তীর্থবারিভিঃ ॥ ৫৮ ॥ ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ কুশোঽহি ত্বং পবিত্রোঽহসি বিষ্ণুনা বিধৃতঃ পুরা ॥ ৫৯ ॥ ত্বয়ি স্নাতো স চ স্নাতো যস্যৈতদ্‌গ্রন্থিবন্ধনম্। সর্ব্বত্র সাগরঃ পুণ্যঃ সদা পর্ব্বণি পর্ব্বণি ॥ ৬০ ॥ সেতৌ সিন্ধ্বব্ধিসংযোগে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। নিত্যস্নানং হি নির্দ্দিষ্টং গোকর্ণে পুরুষোত্তমে ॥ ৬১ ॥ নাপর্ব্বণি সরিন্নাথং স্পৃশেদন্যত্র কর্হিচিৎ। পিতৃণাং সর্ব্বদেবানাং মুনীনামপি শৃণ্বতাম্ ॥ ৬২ ॥ প্রতিজ্ঞামকরোদ্রামঃ সীতালক্ষ্মণসংযুক্তঃ। ময়া হ্যত্র কৃতে সেতৌ স্নানং কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ॥ ৬৩ ॥ মৎপ্রসাদেন তে সর্ব্বে ন যাস্যন্তি পুনর্ভবম্। নশ্যন্তি সর্ব্বপাপানি মৎসেতোরবলোকনাৎ ॥ ৬৪ ॥ রামনাথস্য মাহাত্ম্যং মৎসেতোরপি বৈভবম্। নাহং বর্ণয়িতুং শক্তো বর্ষকোটিশতৈরপি ॥ ৬৫ ॥ ইতি রামস্য বচনং শ্রুত্বা দেবমহর্ষয়ঃ। সাধুসাধ্বিতি সন্তুষ্টাঃ প্রশশংসুশ্চ তদ্বচঃ ॥ ৬৬ ॥ সেতুমধ্যে চতুর্বক্ত্রঃ সর্ব্বদেবসমন্বিতঃ। অধ্যাস্তে তস্য রক্ষার্থমীশ্বরস্যাজ্ঞয়া সদা ॥ ৬৭ ॥ রক্ষার্থং রামসেতৌ হি সেতুমাধবসংজ্ঞয়া। মহাবিষ্ণুঃ সমধ্যাস্তে নিবদ্ধো নিগড়েন বৈ ॥ ৬৮ ॥ মহর্ষয়শ্চ পিতরো ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ। দেবাশ্চ সহগন্ধর্ব্বাঃ সকিন্নর-মহোরগাঃ ॥ ৬৯ ॥ বিদ্যাধরাশ্চারণাশ্চ যক্ষাঃ কিম্পুরুষাস্তথা। অন্যানি সর্ব্বভূতানি বসন্ত্যস্মিন্নহর্নিশম্ ॥ ৭০ ॥ সোঽয়ং দৃষ্টঃ শ্রুতো বাপি স্মৃতঃ স্পৃষ্টোঽবগাহিতঃ। সর্ব্বাস্মাদ্দুরিতাৎ পাতি রামসেতুর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭১ ॥ সেতাবর্দ্ধোদয়ে স্নানমানন্দপ্রাপ্তিকারণম্। মুক্তিপ্রদং মহাপুণ্যং মহানরকনাশনম্ ॥ ৭২ ॥ পৌষে মাসে বিষ্ণুভস্থে দিনেশে ভানোর্ব্বারে কিঞ্চিদুদ্যদ্দিনেশে। যুক্তামা চেন্নাগহীনা তু পাতে বিষ্ণোর্ঋক্ষে পুণ্য-

সন্তানকামী ব্যক্তি শুক্র মঙ্গল ও শনিবারে সেতুর অন্যত্র কোথাও লবণসাগরজলে স্নান কার্য্য করিবে না। যে ব্যক্তি অকৃতপ্রেতকার্য্য অথবা গর্ভিণীপতি, সেতু ভিন্ন অন্য কোথাও সাগরসলিলে তাহার স্নান করা কর্ত্তব্য নহে। সেতুস্নানে কালাপেক্ষা নাই, তথায় নিত্য স্নানই প্রশস্ত। হে দ্বিজগণ! বার, তিথি, নক্ষত্রনিয়ম সেতুর অন্যত্রই আলোচ্য। জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশেই সেতুস্নান করিবে, পরন্তু মৃত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে করিবে না। কুশ দ্বারা প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তীর্থজল দ্বারা তাহাকে স্নান করাইবে। স্নান করাইবার কালে প্রসন্ন-চিত্তে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে; যথা—তুমি কুশ, তুমি পবিত্র এবং তুমিই পূর্ব্বে বিষ্ণুকর্ত্তৃক বিধৃত। এই যাহার গ্রন্থি বন্ধন করা হইল, তুমি স্নান করিলেই সে স্নাত হইবে। সাগর সর্ব্বত্রই পর্ব্বে পর্ব্বে পবিত্র; কিন্তু সেতু-সিন্ধুসাগরসংযোগ ও গঙ্গাসাগরসঙ্গম, গোকর্ণ ও পুরুষোত্তম, এই সকল স্থানে নিত্য স্নানই নির্দ্দিষ্ট; কেন না, ঐ সমস্ত স্থান নিত্য কালই পবিত্র। অপর্ব্ব দিনে সাগরের অন্য কোথাও জল স্পর্শও করিবে না। সীতা ও লক্ষ্মণসমভিব্যাহারী রামচন্দ্র সমস্ত পিতৃ, দেব ও মুনিগণের সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে সকল নর এই মৎকৃত সেতুতে স্নান করিবে, আমার প্রসাদে তাহাদের আর পুনর্জ্জন্ম লাভ হইবে না। মৎকৃত সেতুসন্দর্শনে সর্ব্বপাপ নষ্ট হইবে। আমি রামনাথের মাহাত্ম্য এবং মৎসেতুর বৈভব শতকোটি বর্ষেও বর্ণন করিতে পারি না। দেব ও মহর্ষিগণ রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং সাধু সাধু বাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের আজ্ঞায় সেতুমধ্যে স্বয়ং চতুরানন সমস্ত দেবগণসহ সেতু রক্ষার্থ অবস্থান করিতেছেন এবং স্বয়ং মহাবিষ্ণুও নিগড়বদ্ধ হইয়া সেতুমাধবনামে সেতুরক্ষার্থ তথায় বাস করিতেছেন। মহর্ষিগণ, পিতৃগণ, ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ, দেবগণ এবং গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মহোরগ, বিদ্যাধর, চারণ, যক্ষ ও কিম্পুরুষগণ আর অন্যান্য ভূতগণ সকলেই রাত্রি দিন এই তীর্থে বাস করিতেছেন। ৫১—৭০। হে দ্বিজগণ! এই সেই বর্ণিত রামসেতু দৃষ্ট, শ্রুত, স্মৃত, স্পৃষ্ট ও অবগাহিত হইয়া সমস্ত দুরিত হইতেই পরিত্রাণ করে। অর্দ্ধোদয় যোগে সেতুস্নান আনন্দপ্রাপ্তির কারণ; উহা মুক্তিপ্রদ, মহাপুণ্য ও মহানরকনাশক। পৌষমাসের রবিবার শ্রবণানক্ষত্রে, অমাবস্যা ও ব্যতীপাতযুক্ত হইলে, দিবাকরের কিঞ্চিৎ উদয়কালেই পুণ্য

র্দ্ধোদয়ং স্যাৎ ॥ ৭৩ ॥ তস্মিন্নর্দ্ধোদয়ে সেতৌ স্নানং সাযুজ্যকারণম্। ব্যতীপাতসহস্রেণ দর্শমেকং সমং স্মৃতম্ ॥ ৭৪ ॥ দর্শাযুতসমং পুণ্যং ভানুবারো ভবেদ্‌যদি। শ্রবণর্ক্ষং যদি ভবেত্তান্নুবারেণ সংযুতম্ ॥ ৭৫ ॥ পুণ্যমেব তু বিজ্ঞেয়মন্যোন্যস্যৈব যোগতঃ। একৈকমপ্যমৃতদং স্নানদানজপার্চ্চনাৎ ॥ ৭৬ ॥ পঞ্চস্বপি চ যুক্তেষু কিমু বক্তব্যমত্র হি। শ্রবণং জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠমমা শ্রেষ্ঠা তথিষ্বপি ॥ ৭৭ ॥ ব্যতীপাতস্তু যোগানাং বারং বারেষু বৈ রবেঃ। চতুর্ণামপি যো যোগো মকরস্থে রবৌ ভবেৎ ॥ ৭৮ ॥ তস্মিন্ কালে রামসেতৌ যদি স্নায়াত্তু মানবঃ। গর্ভং ন মাতুরাপ্নোতি কিন্তু সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৯ ॥ অর্দ্ধোদয়সমঃ কালো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। এবং মহোদয়ঃ কালো ধর্ম্মকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৮০ ॥ এতেষু পুণ্যকালেষু সেতৌ দানং প্রকীর্ত্তিতম্। আচারশ্চ তপো বেদো বেদান্তশ্রবণং তথা ॥ ৮১ ॥ শিবাবিষ্ণ্বাদিপূজাপি পুরাণার্থপ্রবক্তৃতা। যস্মিন বিপ্রে তু বিদ্যন্তে দানপাত্রং তদুচ্যতে ॥ ৮২ ॥ পাত্রায় তস্মৈ দানানি সেতৌ দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে। যদি পাত্রং ন লভ্যেত সেতাবাচারসংযুতম্ ॥ ৮৩ ॥ সঙ্কল্প্যোদ্দিশ্য সৎপাত্রং প্রদদ্যাদ্‌গ্রামমাগতঃ। অতো নাধমপাত্রায় দাতব্যং ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ। উত্তমং সেতুমাহাত্ম্যং বক্তুর্দ্দেয়ং ন চান্যতঃ ॥ ৮৪ ॥ অত্রেতিহাসং বক্ষ্যামি বসিষ্ঠোক্তমনুত্তমম্। দিলীপায় মহারাজ্ঞে দানপাত্রবিবিৎসবে ॥ ৮৫ ॥ দিলীপ উবাচ। দানানি কস্মৈ দেয়ানি ব্রহ্মপুত্র পুরোহিত। এতন্মে তত্ত্বতো ব্রূহি ত্বচ্ছিষ্যস্য মহামুনে ॥ ৮৬ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ। পাত্রাণামুত্তমং পাত্রং বেদাচারপরায়ণম্। তস্মাদপ্যধিকং পাত্রং শূদ্রান্নং যস্য নোদরে ॥ ৮৭ ॥ বেদাঃ পুরাণমন্ত্রাশ্চ শিববিষ্ণ্বাদিপূজনম্। বর্ণাশ্রমাদ্যনুষ্ঠানং বর্ত্ততে যস্য সন্ততম্ ॥ ৮৮ ॥ দরিদ্রশ্চ কুটুম্বী চ তৎপাত্রং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে। তস্মিন্ পাত্রে প্রদত্তং বৈ ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্ ॥ ৮৯ ॥ পুণ্যস্থলে বিশেষেণ দানং সৎপাত্রগং হিতম্। অন্যথা দশজন্মানি কৃকলাসো ভবিষ্যতি ॥ ৯০ ॥ জন্মত্রয়ং রাসভঃ স্যান্মণ্ডূকশ্চ দ্বিজন্মনি। একজন্মনি

অর্দ্ধোদয় যোগ হয়; এই যোগে সেতুস্নান সাযুজ্য মুক্তির কারণ। এক অমাবস্যা সহস্র ব্যতীপাতের সমান; তাহাতে যদি ভানুবার হয়, তবে অযুত অমাবস্যার তুল্য পুণ্যজনক হইয়া থাকে। শ্রবণানক্ষত্র রবিবারযুক্ত হইলে অন্যান্য যোগ অপেক্ষাও পুণ্যজনক বলিয়াই জানিতে হইবে। ঐ সকলের এক একটী যোগও স্নান, দান, জপ ও অর্চ্চনায় অমৃতপ্রদ হয়; তাহাতে যদি পঞ্চযোগ ঘটে, তবে সে কিরূপ ফলপ্রদ হয়, সে পক্ষে আর বক্তব্য কি? জ্যোতিষ্কসমূহের মধ্যে শ্রবণা, তিথিসমূহের মধ্যে অমাবস্যা, যোগসমূহের মধ্যে ব্যতীপাত এবং বারসমূহের মধ্যে রবিবারই শ্রেষ্ঠ; সূর্য্য মকর রাশিস্থ হইলে উক্ত চারিটীর যে যোগ হয়, সেই যোগকালে মানব যদি রামসেতুতে স্নান করে, তবে তাহাকে আর মাতৃগর্ভ প্রাপ্ত হইতে হয় না; প্রত্যুত সে সাযুজ্য মুক্তিই লাভ করিয়া থাকে। অর্দ্ধোদয়ের সমান কাল হয় নাই, হইবেও না। এইরূপে মহোদয় নামে যে কাল, তাহাও ধর্ম্মকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই সকল পুণ্যকালে সেতুতে দান করা প্রশস্ত। যিনি আচারবান্, তপস্বী, বেদজ্ঞ, বেদান্তশ্রবণরত, শিব-বিষ্ণু প্রভৃতির পূজক এবং পুরাণার্থবক্তা, সেই বিপ্রই দান পাত্র বলিয়া কীর্ত্তিত। সেতুতীর্থে গিয়া ঐরূপ দ্বিজকেই দান করিতে হয়। যদি সেতুতীর্থে ঐরূপ আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তবে সৎপাত্রের উদ্দেশে সঙ্কল্প করিয়া স্বীয় গ্রামে আগমনপূর্ব্বক সেইরূপ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। অতএব ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ কদাচ অধম পাত্রে দান করিবেন না। যিনি উত্তম সেতুমাহাত্ম্য বক্তা, তাঁহাকেও দান করিবে, তদ্ভিন্ন অন্য কাহাকেও দান করিবে না। ৭১—৮৪। এ সম্বন্ধে বশিষ্ঠ-কথিত উত্তম ইতিহাস বর্ণন করিতেছি। পূর্ব্বে মহারাজ দিলীপ দানের পাত্র জানিতে চাহিয়াছিলেন, বশিষ্ঠ তাঁহাকে উহা বলিয়াছিলেন। দিলীপ জিজ্ঞাসা করেন,—হে ব্রহ্মপুত্র পুরোহিত! কাহাকে দান করা উচিত? কে দানের প্রকৃত পাত্র? হে মহামুনে! আমি আপনার শিষ্য। আমাকে আপনি তাহা যথাযথ বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—যিনি বেদাচারপরায়ণ, তিনিই উত্তম পাত্র; যাঁহার উদরে শূদ্রান্ন প্রবেশ করে নাই, তিনি তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পাত্র। সমস্ত বেদ, নিখিল পুরাণ মন্ত্র, শিব-বিষ্ণু প্রভৃতির পূজা ও বর্ণাশ্রমাদির অনুষ্ঠান সর্ব্বদা যাঁহার বর্ত্তমান, যিনি দরিদ্র এবং কুটুম্বী, তিনিই শ্রেষ্ঠ পাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তাদৃশ পাত্রে প্রদত্ত ধনই ধর্ম্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষপ্রদ হয়। পুণ্যস্থানে সৎপাত্রসাৎকৃত দানই বিশেষ হিতকর। অন্যথা দাতাকে দশজন্ম

চণ্ডালস্ততঃ শূদ্রো ভবিষ্যতি॥ ৯১ ॥ ততশ্চ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ ক্রমাদ্বিপ্রশ্চ জায়তে। দরিদ্রশ্চ ভবেত্তত্র বহুরোগসমন্বিতঃ॥ ৯২॥ এবং বহুবিধা দোষা দুষ্টপাত্রপ্রদানতঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সৎপাত্রেষু প্রদাপয়েৎ॥ ৯৩॥ ন লভ্যতে চেত্তৎ-পাত্রং তদা সঙ্কল্পপূর্ব্বকম্। একং সৎপাত্রমুদ্দিশ্য প্রক্ষিপেদুদকং ভুবি॥ ৯৪॥ উদ্দিষ্টপাত্রস্য মৃতৌ তৎপুত্রায় সমর্পয়েৎ। তস্যাপি মরণে প্রাপ্তে মহাদেবে সমর্পয়েৎ। অতো নাধমপাত্রায় দদ্যা-ত্তীর্থে বিশেষতঃ॥ ৯৫॥ শ্রীসূত উবাচ। এব-মুক্তো বসিষ্ঠেন দিলীপঃ স দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৯৬॥ তদা প্রভৃতি সৎপাত্রে প্রাযচ্ছদ্দানমুত্তমম্। অতঃ পুণ্যস্থলে সেতাবত্রাপি মুনিপুঙ্গবাঃ॥ ৯৭॥ যদি লভেত সৎপাত্রং তদা দদ্যাদ্ধনাদিকম্। নোচেৎ সঙ্কল্পপূর্ব্বন্তু বিশিষ্টং পাত্রমুত্তমম্॥ ৯৮॥ সমুদ্দিশ্য জলং ভূমৌ প্রক্ষিপেদ্ভক্তিসংযুতঃ। স্বগ্রামমাগতঃ পশ্চাত্তস্মিন্ পাত্রে সমর্পয়েৎ॥ ৯৯॥ পূর্ব্বং সঙ্কল্পিতং বিত্তং ধর্ম্মলোপোঽন্যথা ভবেৎ। ন দুঃখং পুনরা-প্নোতি কিন্তু সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ১০০॥ অর্দ্ধোদয়সমঃ কালো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। কুম্ভকোণং সেতু-মূলং গোকর্ণং নৈমিষং তথা॥ ১০১॥ অযোধ্যা দণ্ডকারণ্যং বিরূপাক্ষঞ্চ বেঙ্কটম্। শালিগ্রামং প্রয়াগঞ্চ কাঞ্চী দ্বারাবতী তথা॥ ১০২॥ মথুরা পদ্মনাভঞ্চ কাশী বিশ্বেশ্বরালয়া। নদ্যঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ পর্ব্বতং ভাস্করং স্মৃতম্॥ ১০৩॥ মুণ্ডনং চোপবাসশ্চ ক্ষেত্রেষ্বেষু প্রকীর্ত্তিতম্। লোভান্মোহাদ-কৃত্বা যঃ স্বগৃহং যাতি মানবঃ॥ ১০৪॥ সহৈব যান্তি তদ্গেহে পাতকানি চ তেন বৈ। চতুর্ব্বিংশতি-তীর্থানি পর্ব্বতে গন্ধমাদনে॥ ১০৫॥ তত্র লক্ষ্মণ-তীর্থে তু বপনং মুনিভিঃ স্মৃতম্। তীরে লক্ষ্মণ-তীর্থস্য লোমবর্জ্জ্যং শিবাজ্ঞয়া॥ ১০৬॥ শিরোমাত্রস্য বপনং কৃত্বা দত্বা চ দক্ষিণাম্। স্নাত্বা লক্ষ্মণতীর্থে চ দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণশঙ্করম্॥ ১০৭॥ সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শঙ্করং যাতি মানবঃ। অর্দ্ধোদয়ে সদা স্নানং সেতাবেবং সমাচরেৎ॥ ১০৮॥ নাস্তি সেতুসমং তীর্থং নাস্তি সেতুসমং তপঃ। নাস্তি সেতুসমং পুণ্যং নাস্তি সেতুসমা গতিঃ॥ ১০৯॥ উপরাগসহস্রেণ

কৃকলাস, তিনজন্ম রাসভ, দুই জন্ম মণ্ডূক, একজন্ম চণ্ডাল এবং তৎপর জন্ম শূদ্র হইতে হয়। অনন্তর ঐ দাতা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ক্রমে বিপ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সেই জন্মে সে দরিদ্র ও বহুরোগগ্রস্ত হয়। দুষ্ট পাত্রে দান করিলে এইরূপ বহুতর দোষ হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সৎপাত্রেই দান করিবে। যদি সৎপাত্র পাওয়া না যায়, তবে কোন একজন সৎপাত্রের উদ্দেশে সঙ্কল্প করিয়া ভূতলে জলক্ষেপ করিবে। উদ্দিষ্ট পাত্রের যদি মৃত্যু হয়, তবে তৎ-পুত্রকে সেই দানীয় বস্তু সমর্পণ করিবে। তাহারও যদি মরণ ঘটে, তবে মহাদেবে অর্পণ করিবে। অতএব কখনই অধম পাত্রে বিশেষতঃ তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া দান করিবে না। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজবরগণ! বশিষ্ঠ দিলীপকে এই কথা কহিলে; তিনি তদবধি সৎপাত্রেই উত্তম দান করিতে লাগি-লেন। অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই পুণ্যভূমি সেতুতীর্থেও যদি সৎপাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবেই ধনাদি দান করিবে, নচেৎ কোন বিশিষ্ট পাত্রের উদ্দেশে সঙ্কল্পপূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত হইয়া ভূতলে জল-ক্ষেপ করিবে। পরে স্বগ্রামে আসিয়া সেই পাত্রকে দানীয় বস্তু দান করিবে। পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিয়া বিত্ত দান করিতে হয়, অন্যথা ধর্ম্মলোপ হইয়া থাকে। এইরূপ দানকার্য্য করিলে, তাহাকে আর দুঃখ পাইতে হয় না, প্রত্যুত সে সাযুজ্য মুক্তিই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৮৫—১০০। অর্দ্ধোদয়ের সমান কাল হয় নাই, হইবেও না। কুম্ভকোণ, সেতুমূল, গোকর্ণ, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা, দণ্ডকারণ্য, বিরূপাক্ষ, বেঙ্কটাচল, শালিগ্রাম, প্রয়াগ, কাঞ্চী, দ্বারাবতী, মথুরা, পদ্মনাভ, কাশী, বিশ্বেশ্বরালয়, সমস্ত অরুণাচল, এই সকল ক্ষেত্রে মুণ্ডন এবং উপবাস করাই বিধি। যে মানব লোভে কিম্বা মোহে পড়িয়া ঐ দুই কার্য্য না করিয়া স্বীয় গৃহে যায়, সমস্ত পাতকই তৎসহ তদীয় গৃহে গমন করিয়া থাকে। গন্ধমাদন পর্ব্বতে চতুর্ব্বিংশতিতীর্থ বিদ্যমান; তন্মধ্যে লক্ষ্মণতীর্থে বপন করিতে হয়, ইহাই মুনিগণের মত। শিবাদেশে লক্ষ্মণতীর্থের তীরে লোম ব্যতীত শিরোমাত্রের বপন করিয়া দক্ষিণাদানান্তে তথায় স্নানপূর্ব্বক মানব লক্ষ্মণ-শঙ্করকে দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া শঙ্করকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে অর্দ্ধোদযোগে সর্ব্বদাই সেতুস্নান করিবে। সেতুর সমান তীর্থ নাই, সেতুসেবাতুল্য তপস্যা নাই, সেতুসম পুণ্য নাই এবং সেতুতুল্য গতি নাই

সমর্দ্ধোদয়ঃ স্মৃতম্। অর্দ্ধোদয়সমঃ কালো নাস্তি সংসারমোচকঃ॥ ১১০ ॥ তস্মিন্নর্দ্ধোদয়ে রামসেতৌ স্নানন্তু যদ্ভবেৎ। ন তত্তুল্যং ভবেৎ পুণ্যং সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্ব্বদা॥ ১১১ ॥ ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ভাগীরথ্যবগাহনাৎ। যৎপুণ্যমৃষিনির্দ্দিষ্টং তৎপুণ্যং মুনিপুঙ্গবাঃ॥ ১১২ ॥ একবারং রামসেতৌ স্নানাৎ সিদ্ধ্যতি নিশ্চিতম্। অর্দ্ধোদয়ে বিশেষেণ তথৈব চ মহোদয়ে॥ ১১৩ ॥ মকরস্থে রবৌ মাঘে প্রয়াগে পাপমোচনে। মাঘস্নানসহস্রেণ যৎপুণ্যং লভতে নরঃ॥ ১৪ ॥ তস্মিন্নর্দ্ধোদয়ে বিপ্রা রামসেতৌ নিমজ্জনাৎ। একবারেণ তৎপুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১১৫ ॥ ত্রৈলোক্যস্থেষু তীর্থেষু স্নাতানাং যৎফলং ভবেৎ। সকৃদর্দ্ধোদয়ে সেতৌ স্নাত্বা তৎপুণ্যভাগ্‌ভবেৎ॥ ১১৬॥ ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনানাং কৃতঘ্নানাং দুরাত্মনাম্। পাপিনামিতরেষাঞ্চ মহাপাতকিনাং তথা॥ ১১৭॥ সেতাবর্দ্ধোদয়ে স্নানাদ্বিশুদ্ধিরিতি নিশ্চিতা। স্থলান্তরে কৃতঘ্নানাং নিষ্কৃতির্নাস্তি কর্হিচিৎ॥ ১১৮ ॥ সেতাবর্দ্ধোদয়ে স্নানাত্তেষামপি হি নিষ্কৃতিঃ। সেতাবর্দ্ধোদয়ে স্নানং যে ন কুর্ব্বন্তি মোহতঃ॥ ১১৮ ॥ সংসারেষু নিমজ্জন্তি তে যথান্ধাঃ পতন্ত্যধঃ। সেতাবর্দ্ধোদয়ে স্নাত্বা ভিত্ত্বা ভাস্করমণ্ডলম্॥ ১২০ ॥ ব্রহ্মলোকং প্রযান্ত্যন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা। অর্দ্ধোদয়ে তু সম্প্রাপ্তে স্নাত্বা সেতৌ বিমুক্তিদে॥ ১২১ ॥ স্নাত্বা সম্যগ্‌জগন্নাথং রাঘবং সীতয়া সহ। রামেশ্বরং মহাদেবং সুগ্রীবাদিমুখান্ কপীন্॥ ১২২ ॥ ধ্যাত্বা দেবানৃষীংশ্চাপি তথা পিতৃগণানপি। তর্পয়েদপি তান্ সর্ব্বান্ স্বদারিদ্র্যবিমুক্তয়ে॥ ১২৩ ॥ অর্দ্ধোদয়াখ্যমমলং জগন্নাথং সমর্চ্চয়েৎ। সেতাবর্দ্ধোদয়ে কালে তেন প্রীণাতি কেশবঃ॥ ১২৪ ॥ দিবাকর নমস্তেঽস্তু তেজোরাশে জগৎপতে। অত্রিগোত্রসমুৎপন্ন লক্ষ্মীদেব্যাঃ সহোদর॥ ১২৫ ॥ অর্ঘ্যং গৃহাণ ভগবন্ সুধাকুম্ভ নমোঽস্তু তে। ব্যতীপাত মহাযোগিন্ মহাপাতকনাশন॥ ১২৬ ॥ সহস্রবাহো সর্ব্বাত্মন্ গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তু তে। তিথিনক্ষত্রবারাণামধীশ পরমেশ্বর॥ ১২৭॥ মাসরূপ গৃহাণার্ঘ্যং কালরূপ নমোঽস্তু তে। ইতি দত্ত্বা পৃথঙ্মন্ত্রৈরর্ঘ্যমর্দ্ধোদয়ে নরঃ॥

অর্দ্ধোদয় যোগ সহস্রগ্রহণের তুল্য। অর্দ্ধোদয়ের সমান সংসার-মোচক কাল আর নাই। সেই অর্দ্ধোদয়যোগে রামসেতুতে যে স্নান করা হয়, তাহার তুল্য অন্য পুণ্যজনক কার্য্যের উল্লেখ আর কোন শাস্ত্রেই কখন নাই। ষষ্টিসহস্রবর্ষ ভাগীরথীতে অবগাহন করিলে যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, ঋষিগণ বলিয়াছেন,—একবারমাত্র রামসেতুতে স্নান করিলে তাদৃশ পুণ্যই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ অর্দ্ধোদয় বা মহোদয়যোগে রামসেতুতে স্নান করিলে ঐরূপ পুণ্য নিশ্চয়ই হয়। মাঘমাসে সূর্য্য মকর-রাশিগত হইলে পাপনাশন প্রয়াগে সহস্র মাঘ-স্নানে লোকে যে পুণ্যলাভ করে, হে বিপ্রগণ! অর্দ্ধোদয়ে একবার মাত্র সেতুস্নানেই তাদৃশ পুণ্য-লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। ত্রৈলোক্যস্থ যাবতীয় তীর্থে স্নান করিলে যে পুণ্যফল হয়, লোকে অর্দ্ধোদয়ে একবার মাত্র সেতুস্নানেই তাদৃশ পুণ্য-ভাজন হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞানহীন, কৃতঘ্ন, দুরাত্মা পাপিষ্ঠ ও অন্যান্য মহাপাতকীদিগেরও অর্দ্ধোদয়ে সেতু স্নানে নিশ্চিতই বিশুদ্ধি হয়। কৃতঘ্নদিগের নিষ্কৃতি অন্য কোথাও নাই। অর্দ্ধোদয়যোগে সেতু-স্নানেই তাহাদের নিষ্কৃতি হইয়া থাকে। যাহারা মোহক্রমে ঐ যোগে সেতুস্নান না করে, তাহারাই সংসারমগ্ন হয় এবং অন্ধের ন্যায় অধঃপাতিত হইয়া থাকে। মানবগণ অর্দ্ধোদয়যোগে সেতুস্নান করিলে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে, এ বিষয়ে আর বিচার্য্য কিছুই নাই। অর্দ্ধোদয়যোগ উপস্থিত হইলে মুক্তিপ্রদ সেতুতে স্নান করিয়া সীতাসহ জগৎপতি রাঘব, রামেশ্বর মহাদেব, সুগ্রীবপ্রমুখ কপিগণ এবং দেব ও ঋষিদিগকে স্মরণপূর্ব্বক স্বীয় দারিদ্র্যমুক্তির জন্য পিতৃপুরুষ-দিগের তর্পণ করিবে। অর্দ্ধোদয়যোগ উপস্থিত হইলে সেতুতে অর্দ্ধোদয়নামক অমল জগন্নাথ দেবকে অর্চ্চনা করিবে, তাহাতে কেশব প্রীত হইবেন।১০১—১২৪। অনন্তর সেতুস্নায়ী বলিবে,—হে দিবাকর! হে তেজোরাশে! হে জগৎপতে! হে অত্রিগোত্রসমুদ্ভব! হে লক্ষ্মীদেবীর সহোদর! হে ভগবন্, সুধাকুম্ভ! তুমি অর্ঘ্য গ্রহণ কর; তোমাকে নমস্কার করি। হে ব্যতীপাত! হে মহা-যোগিন্! হে মহাপাতকহর! হে সহস্রবাহো! হে সর্ব্বাত্মন্! তুমি অর্ঘ্য গ্রহণ কর; তোমাকে নমস্কার করি। হে তিথি-নক্ষত্র-বারসমূহের অধীশ! হে পরমেশ! হে মাসরূপ! হে কালরূপ! তুমি অর্ঘ্য গ্রহণ কর; তোমাকে নমস্কার। নর এই-রূপে অর্দ্ধোদয়ে বিভিন্ন মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান

১২৮॥ উপায়নানি বিপ্রেভ্যো দদ্যাদ্বিত্তানুসারতঃ। চতুর্দ্দশ দ্বাদশাষ্টৌ সপ্ত ষট্ পঞ্চ বা দ্বিজান্॥ ২৯॥ যথাশক্ত্যন্নপানাদ্যৈঃ পৃথঙ্মন্ত্রৈঃ সমর্চ্চয়েৎ। কাংস্যপাত্রং সমাদায় নূতনং দারবংতু বা॥ ১৩০॥ বিপ্রাণাং পুরতঃ স্থাপ্য পয়সা পরিপূরিতম্। সফলং সগুড়ং সাজ্যং সতাম্বুলং সদক্ষিণম্॥ ১৩১॥ দদ্যাদ্‌যজ্ঞোপবীতঞ্চ গাং সবৎসাং পয়স্বিনীম্। অলঙ্কৃতেভ্যো বিপ্রেভ্যো যথাশক্তি বদেদিদম্॥১৩২॥ কে জ য়া। জন্ম ক্ষে তব কেশব। যন্ময়া দত্তমর্থিভ্যস্তদক্ষয়মিহাস্তু মে॥ ১৩৩॥ নক্ষত্রাণামধিপতে দেবানামমৃতপ্রদ। ত্রাহি মাং রোহিণীকান্ত কলাশেষ নমোঽস্তু তে॥ ১৩৪॥ দীননাথ জগন্নাথ কলানাথ কৃপাকর। ত্বৎপাদপদ্মযুগলে ভক্তিরস্তচলা মম॥১৩৫॥ ব্যতীপাত নমস্তেঽস্তু সোমসূর্য্যাগ্নিসন্নিভ। যদ্দানাদি কৃতং কিঞ্চিত্তদক্ষয়মিহাস্তু তে॥ ৩৬॥ অর্থিনাং কল্পবৃক্ষোঽসি বাসুদেব জনার্দ্দন। মাসর্ত্ত্বয়নকালেশ পাপং শময় মে হরে॥৩৭॥ ইত্যর্চ্চয়িত্বা বিপ্রেন্দ্রাস্ততঃ শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ। হিরণ্যশ্রাদ্ধমামং বা পাকশ্রাদ্ধমথাপি বা॥ ৩৮॥ পার্ব্বণঞ্চ ততঃ কুর্য্যাদ্বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ। আচার্য্যং পূজয়েৎ পশ্চাদ্বস্ত্রভূষণকুণ্ডলৈঃ॥ ৩৯॥ প্রতিমামর্পয়েত্তস্মৈ গাঞ্চ ছত্রমুপানহম্। এবমর্দ্ধোদয়ে সেতৌ ব্রতং কুর্য্যাদ্দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১৪০॥ তেনৈব কৃতকৃত্যঃ স্যাৎকর্ত্তব্যং নাস্তি কিঞ্চন। স্থলান্তরেঽপ্যেবমেকদব্রতমর্দ্ধোদয়ে চরেৎ॥ ১৪১॥ সেতুঃ সমুদ্রে রামেণ নির্ম্মিতো গন্ধমাদনে। সেতুঃ সেতুরিতি প্রাজ্ঞাস্তস্য নাম্নঃ প্রকীর্ত্তনাৎ॥ ১৪২॥ স্নানকালে মনুষ্যাণাং পাতকানান্তু কোটয়ঃ। তৎক্ষণাদেব নশ্যন্তি যান্ত্যন্ত্যপ্যচ্যুতং পদম্॥ ১৪৩॥ নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা সেতৌ তিষ্ঠতি যো নরঃ। তদ্দৃষ্টিগোচরং গন্তুং ন শক্তা যমকিঙ্করাঃ॥ ১৪৪॥ রামসেতুং ধনুষ্কোটিং রামং সীতাঞ্চ লক্ষ্মণম্। রামনাথং হনুমন্তং সুগ্রীবাদিমুখান্ কপীন্॥ ১৪৫ বিভীষণং নারদঞ্চ বিশ্বামিত্রং ঘটোদ্ভবম্। বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ জাবালিমথ কাশ্যপম্॥ ১৪৬॥ রামভক্তাংস্তথা চান্যাংশ্চিন্তয়ন্ মনসা তদা। সর্ব্বদুঃপা-

করিয়া স্বীয় বিত্তানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে উপায়ন সকল প্রদান করিবে। পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া চতুর্দ্দশ, দ্বাদশ, অষ্ট, সপ্ত, ষট্ বা পঞ্চ ব্রাহ্মণকে অন্ন পানাদি দ্বারা যথাশক্তি অর্চ্চনা করিবে। কাংস্য ব দারুনির্ম্মিত নূতন পাত্র গ্রহণ করিয়া তাহা দুগ্ধ দ্বারা পরিপূরণপূর্ব্বক বিপ্রগণের সম্মুখে স্থাপন করিবে এবং ফল, গুড়, ঘৃত, তাম্বূল ও দক্ষিণাসহ ঐ পাত্র যজ্ঞোপবীত ও সবৎসা পয়স্বিনী গাভী অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণদিগকে যথাশক্তি প্রদান করিবে। পরে বলিবে,— হে কেশব, জগন্নাথ! তোমার জন্মনক্ষত্র শ্রবণা নক্ষত্রে আমি যাহা অর্থীদগকে দান করিলাম, তাহা অক্ষয় হউক। হে নক্ষত্রগণের অধিপতি, দেবগণের অমৃতপ্রদ, রোহিণীকান্ত! হে কলানিধে! তোমাকে নমস্কার করি; তুমি আমায় ত্রাণ কর; তোমায় আমার নমস্কার। হে দীননাথ! হে জগন্নাথ, কলানাথ; কৃপাকর! তোমার পাদপদ্মযুগে আমার অচলা ভক্তি হউক। হে সোম-সূর্য্যাগ্নিসম্ভব, ব্যতীপাত! আমি অদ্য যে কিছু দানাদি করিলাম, তাহা অক্ষয় হউক, হে বাসুদেব! হে জনার্দ্দন। হে অর্থিগণের কল্পবৃক্ষ! হে মাস ঋতু ও অয়নকালের অধীশ! হে হরে! আমার পাপ প্রশমিত কর। হে বিপ্রবরগণ! এইরূপে অর্চ্চনা করিয়া পরে শ্রাদ্ধাচরণ করিবে। হিরণ্য, আম বা পাক অথবা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে, এ বিষয়ে বিত্তশাঠ্য করিবে না। অনন্তর বস্ত্র, ভূষণ ও কুণ্ডল দ্বারা আচার্য্যকে অর্চ্চনা করিবে এবং মাসে মাসে তাঁহাকে, গো, ছত্র ও উপানহ দান করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অর্দ্ধোদয় যোগে এইরূপে সেতুতে ব্রতাচরণ করিবে; করিলে ইহাতেই কৃতকৃত্য হইবে। ইহা ভিন্ন কর্ত্তব্য কিছুই নাই। অর্দ্ধোদয় যোগে স্থানান্তরেও এইরূপই ব্রতাচরণ করিতে হইবে। ১২৫—১৪১। রামচন্দ্র সমুদ্রে গন্ধমাদনে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে সকল প্রাজ্ঞ নর স্নানকালে 'সেতু' 'সেতু' এইরূপ নাম কীর্ত্তন করে, তাহাদের কোটি কোটি পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয় এবং তাহারা অচ্যুতপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে নর এক নিমিষ বা অর্দ্ধ নিমিষ কাল সেতুতে অবস্থান করে, যমকিঙ্করেরা তাহার দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইতে পারে না! যে ব্যক্তি সর্ব্বদা রামসেতু, ধনুষ্কোটি, রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, রামনাথ, হনুমান্, সুগ্রীবপ্রমুখ কপিগণ, বিভীষণ, নারদ, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ এবং অন্যান্য রামভক্তদিগকে মনে মনে চিন্তা করে, সে নর

বিমুচ্যেত প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ১৪৭ ॥ সত্য-ক্ষেত্রে হরিক্ষেত্রে কৃষ্ণক্ষেত্রে চ নৈমিষে। শালগ্রামে বদর্য্যাঞ্চ হস্তিশৈলে বৃষাচলে ॥ ১৪৮ ॥ শেষাদ্রৌ চিত্রকূটে চ লক্ষ্মীক্ষেত্রে কুরঙ্গকে। কাঞ্চিকে কুম্ভকোণে চ মোহিনীপুর এব চ ॥ ১৪৯ ॥ ঐন্দ্রে শ্বেতাচলে পুণ্যে পদ্মনাভে মহাস্থলে। ফুল্লাখ্যে ঘটিকাদ্রৌ চ সারক্ষেত্রে হরিস্থলে ॥ ১৪০ ॥ শ্রীনিবাসে মহাক্ষেত্রে ভক্তনাথমহাস্থলে। অনিন্দাখ্যে মহাক্ষেত্রে শুকক্ষেত্রে চ বারুণে ॥১৫১॥ মধুরায়াং হরিক্ষেত্রে শ্রীগোষ্ঠ্যাং পুরুষোত্তমে। শ্রীরঙ্গে পুণ্ডরীকাক্ষে তথান্যত্র হরিস্থলে ॥ ৫২ ॥ যেন যানি পাপানি বিনশ্যন্তি দ্বিজোত্তমাঃ। তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি সেতুস্নানেন নিশ্চিতম্ ॥ ৫৩ ॥ রঘুনাথকৃতে সেতৌ মহামুনিনিষেবিতে। ন স্নান্তি যে নরাস্তেষাং ন সংসারনিবর্ত্তনম্ ॥ ৫৪ ॥ যে বা নমঃ শিবায়েতি মন্ত্রং পঞ্চাক্ষরং শুভম্। ন বদন্তি ন শৃণ্বন্তি ন স্মরন্তি মুনীশ্বরাঃ ॥ ৫৫ ॥ নমো নারায়ণায়েতি প্রণবেন সমন্বিতম্। মন্ত্রমষ্টাক্ষরং বাপি ন জপন্তি স্মরন্তি বা ॥ ৫৬ ॥ এবং শ্রীরাম-চন্দ্রস্য ষড়ক্ষরমনুং তথা। ন জপন্তি ন শৃণ্বন্তি ন স্মরন্তি চ সত্তমাঃ ॥ ৫৭ ॥ তেষাং পাপানি নশ্যন্তি রামসেতৌ নিমজ্জনাৎ। উপোষণং ন কুর্ব্বন্তি যে বা হরিদিনে শুভে ॥ ৭৮ ॥ ন ধারয়ন্তি যে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রোদ্ধূলনাদিনা। জাবালোপনিষন্মন্ত্রৈঃ সপ্তভির্মস্তকাদিকে ॥ ৫৯ ॥ শিবং বা কেশবং বাপি তথান্যানপি বৈ সুরান্। ন পূজয়ন্তি বেদোক্ত-মার্গেণ দ্বিজপুঙ্গবাঃ তেষাং পাপানি না রামসেতৌ নিমজ্জনাৎ ॥ ১৬০ ॥ শিববিষ্ণ্বাদি-দেবেভ্যো ধূপদীপঞ্চ চন্দনম্ ॥১৬১॥ পুষ্পাণি ন প্রয়চ্ছন্তি ভক্তিপূর্ব্বং দ্বিজোত্তমাঃ। শিববিষ্ণ্বাদি-দেবানাং শ্রীরুদ্রৈশ্চমকৈস্তথা ॥ ৬২ ॥ শ্রীমৎ-পুরুষসূক্তেন পাবমান্যাদিসূক্তকৈঃ। ত্রিমধু-ত্রিসুপর্ণৈশ্চ পঞ্চশান্ত্যাদিনা তথা ॥ ১৬৩ ॥ নাভিষেকং প্রকুর্ব্বন্তি যে নরাঃ পাপচেতসঃ। তেষাং পাপানি নশ্যন্তি ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ ॥ ১৬৪ ॥ শিববিষ্ণ্বাদিদেবানাং নমস্কারপ্রদক্ষিণে। ন প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ত্যা যে পাপোপহতবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৬৫ ॥ ধনুর্মাসেঽপুষঃকালে ন পূজাঞ্চ প্রকুর্ব্বতে। শিব-বিষ্ণ্বাদিদেবানাং মহানৈবেদ্যপূর্ব্বকম্ ॥ ১৬৬ ॥ তেষাং পাপানি নশ্যন্তি রামসেতৌ নিমজ্জনাৎ। কীর্ত্তয়ন্তি ন যে বিষ্ণোর্নামানি তু হরস্য বা ॥ ১৬৭ ॥ শালিগ্রামশিলাচক্রং শিবনাভঞ্চ যে নরাঃ। ন

সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। সত্যক্ষেত্র, হরিক্ষেত্র, কৃষ্ণক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, শালগ্রাম, বদরী, হস্তিশৈল, বৃষাচল, শেষাদ্রি, চিত্রকূট, লক্ষ্মীক্ষেত্র, কুরঙ্গক, কাঞ্চীপুর, কুম্ভকোণ, মোহিনীপুর, ঐন্দ্র ও শ্বেতাচল, পবিত্র পদ্মনাভ, মহাস্থল, ফুল্লগ্রাম, ঘটিকাদ্রি, সারক্ষেত্র, হরিস্থল, শ্রীনিবাস, মহাক্ষেত্র, মহাস্থল ভক্তনাথ, মহাক্ষেত্র আনন্দ বারুণ ও কুরুক্ষেত্র, মধুরাপুরী, হরিক্ষেত্র, শ্রীগোষ্ঠী, পুরুষোত্তম, শ্রীরঙ্গ, পুণ্ডরীকাক্ষ এবং অন্যান্য হরিক্ষেত্রে স্নান করিলে যে সকল পাপ নষ্ট হয়, একবারমাত্র সেতুস্নানেই সেই সমস্ত পাপ নিশ্চিতই নষ্ট হইয়া থাকে। রঘুনাথনির্ম্মিত মহামুনি-নিষেবিত সেতুতে যে সকল নর না স্নান করে, তাহাদের আর সংসারনিবৃত্তি হয় না, অথবা যাহারা 'নমঃ শিবায়' এই পঞ্চাক্ষর শুভ মন্ত্র উচ্চারণ শ্রবণ বা স্মরণ না করে, এবং 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ বা স্মরণ না করে, অপিচ যাহারা শ্রীরামচন্দ্রের ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ, শ্রবণ বা স্মরণ না করে, তাহাদের যত পাপ হয়, সে সকলই এই রামসেতুতে নিমগ্ন হইলে নষ্ট হইয়া যায়। শুভ হরিদিনে যে সকল নর না উপবাস করে, ত্রিপুণ্ড্র ও উদ্ধূলনাদি করিয়া যাহারা ভস্ম ধারণ না করে, জাবালোপনিষদুক্ত সপ্ত মন্ত্র দ্বারা যাহারা শিব, কেশব বা অন্যান্য দেবগণকে বেদোক্ত বিধি অনুসারে পূজা না করে, রামসেতুতে মগ্ন হইলে তাহাদের পাপ সকল নষ্ট হইয়া থাকে।১৪২—১৬০। দ্বিজবরগণ! যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক শিব বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণকে ধূপ, দীপ, চন্দন ও পুষ্পাদি দান না করে অথবা যে সকল পাপচেতা নর শ্রীরুদ্র, চমক, শ্রীমৎপুরুষসূক্ত, পাবমান্যাদি সূক্ত, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ ও পঞ্চশান্তি প্রভৃতি দ্বারা শিব-বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণকে স্নান না করায়; ধনুষ্কোটীতে নিমগ্ন হইলে তাহাদের পাপরাশি নষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল পাপাহতচেতা নর ভক্তির সহিত শিব বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার নমস্কার প্রদক্ষিণ করে না, অথবা পৌষমাসে উষঃকালে মহানৈবেদ্য দান-পূর্ব্বক পূজা না করে, রামসেতুতে নিমগ্ন হইলে তাহাদের পাপসকল নষ্ট হয়। বিষ্ণু এবং হরিনাম যাহারা কীর্ত্তন করে না, শালগ্রাম শিলাচক্র,

পূজয়ন্তি মোহেন দ্বারকাচক্রমেব বা॥ ১৬৮॥ গঙ্গামৃদঞ্চ তুলসীমৃত্তিকাং গোপিচন্দনম্। ন ধারয়ন্তি যে মূঢ়া ললাটে চোরসি দ্বিজাঃ॥ ১৬৯॥ দোর্দ্বন্দ্বে চ গলে সম্যক্‌সর্ব্বপাপৌঘশান্তয়ে। রুদ্রাক্ষং তুলসীকাষ্ঠং যো ন ধারয়তে নরঃ॥ ১৭০॥ তস্য পাপানি নশ্যন্তি ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে সম্প্রাপ্তে নিদ্রাং ত্যক্ত্বা প্রসন্নধীঃ॥ ১৭১॥ হরিশঙ্করনামানি তৎস্তোত্রাণ্যথ বা দ্বিজাঃ। যো হি চিন্তয়তে নিত্যং বিশিষ্টং মন্ত্রমেব বা॥ ৭২॥ তস্য পাপানি নশ্যন্তি ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ। প্রাতর্জ্জলাশয়ং গত্বা স্নাত্বাচম্য বিশুদ্ধধীঃ॥ ৭৩॥ প্রসন্নাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সন্ধ্যোপাসনপূর্ব্বকম্ নোপাস্তে চ নরো যস্তু গায়ত্রীং বেদমাতরম্॥ ৮৪॥ নোপাসনং বা কুর্ব্বন্তি সায়ংপ্রাতরতন্দ্রিতঃ মাধ্যাহ্নিকং ন কুর্ব্বন্তি যে বা পাপহতাশয়াঃ ৭৫॥ ব্রহ্মযজ্ঞং বৈশ্বদেবং মধ্যাহ্নেঽতিথিপূজনম্। নাচরন্তি চ সায়ং যে পূজামতিথিসম্মতাম্॥ ৭৬॥ তেষাং পাপানি নশ্যন্তি ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ। ভিক্ষাং যতীনাং মধ্যাহ্নে ন প্রযচ্ছন্তি যে নরাঃ॥ ৭৭॥ যেঽপ্যধীতাং ত্রয়ীং বিপ্রা বিস্মরন্তি কুবুদ্ধয়ঃ। নাধীয়তে ত্রয়ীং বাপি বেদাঙ্গানি তথা পুনঃ॥ ৭৮॥ প্রত্যাব্দিকং মাতৃপিত্রোঃ শ্রাদ্ধং যে নাচরন্তি বৈ। শ্রাদ্ধং মহালয়ং নিত্যমষ্টকাশ্রাদ্ধমেব বা॥ ৭৯॥ অন্যন্নৈমিত্তিকং শ্রাদ্ধং যে ন কুর্ব্বন্তি লোভতঃ। যে চৈত্রে তু পৌর্ণমাস্যাং চিত্রগুপ্তস্য তুষ্টয়ে॥ ১৮০॥ পানকং কদলীপক্কং পায়সান্নং সশর্করম্। সগুড়ং সাম্রফলকং পনসাদিফলৈর্যুতম্॥ ৮১॥ তাম্বুলং পাদুকে ছত্রং বস্ত্রপুষ্পাণি চন্দনম্। বিপ্রেভ্যো ন প্রযচ্ছন্তি লোভোপহতবুদ্ধয়ঃ॥ ৮২॥ তেষাং পাপানি নশ্যন্তি ধনুষ্কোটৌ নিমজ্জনাৎ। দুর্ব্বৃত্তো বা সুবৃত্তো বা যো ধনুষ্কোটিসেবকঃ॥ ৮৩॥ তস্য সংসারবিচ্ছিত্তিঃ পুনর্জ্জন্ম বিনা ভবেৎ। সংসারসাগরং তর্ত্তুং য ইচ্ছেন্মুনিপুঙ্গবাঃ॥ ৮৪॥ রামচন্দ্রধনুষ্কোটিং স গচ্ছেদবিলম্বিতম্। সত্যং বচ্মি হিতং বচ্মি সারং বাচ্মি হিতং পুনঃ॥ ৮৫॥ রামচন্দ্রধনুষ্কোটিং গচ্ছধ্বং মুক্তিসিদ্ধয়ে। রামচন্দ্রধনুষ্কোটৌ কুর্য্যাৎ স্নানং বিমুক্তয়ে॥ ৮৬॥ নাস্ত্যুপায়ান্তরং বিপ্রা ভূয়োভূয়ো বদাম্যহম্। রামচন্দ্রধনুষ্কোটৌ স্নানং কুর্ব্বন্তি যে নরাঃ॥ ৮৭॥

শিবনাভ এবং দ্বারকাচক্র যাহারা মোহক্রমে পূজা না করে, যে সকল মূঢ় ললাটে বক্ষে বাহুযুগলে এবং গলে সর্ব্বপাপশান্তির নিমিত্ত গঙ্গামৃত্তিকা, তুলসীমৃত্তিকা, গোপীচন্দন, ধারণ না করে, এবং যে ব্যক্তি রুদ্রাক্ষ এবং তুলসীকাষ্ঠ ধারণ না করে, তাহাদের সকলেরই সমস্ত পাপ ধনুষ্কোটি-নিমজ্জনে নষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া যে ব্যক্তি প্রসন্নমনে হরি-হরের নাম, তাঁহাদের স্তোত্র সকল বা বিশিষ্ট মন্ত্র নিত্য নিত্য না চিন্তা করে, ধনুষ্কোটিনিমজ্জনে তাহার পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। হে মুনীন্দ্রগণ! প্রাতঃকালে জলাশয়ে গিয়া স্নান ও আচমনান্তে বিশুদ্ধচিত্তে সন্ধ্যোপাসনাপূর্ব্বক যে নর না বেদমাতা গায়ত্রী দেবীর উপাসনা করে, অথবা অতন্দ্রিত হইয়া প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন সময়ে যে সকল পাপহতচেতা ব্যক্তি উপাসনা না করে, কিম্বা যাহারা মধ্যাহ্নে ব্রহ্মযজ্ঞ, বৈশ্বদেব, অতিথিপূজা ও সায়ংকালে অতিথিপ্রীতিকরী পূজা না করে, ধনুষ্কোটিতে নিমগ্ন হইলে তাঁহাদের সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! যে সকল নর মধ্যাহ্নে যতিদিগকে ভিক্ষা দান না করে, যে সকল কুবুদ্ধিশালী ব্যক্তি অধীতত্রয়ীবিদ্যা বিস্মৃত হয়, যাহারা বেদ ও বেদাঙ্গ সকল অধ্যয়ন না করে, যাহারা সাম্বৎসরিক পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ না করে, যাহারা লোভক্রমে মহালয়শ্রাদ্ধ, অষ্টকাশ্রাদ্ধ ও অন্যান্য নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ না করে এবং যাহারা লোভমোহে হতচিত্ত হইয়া চৈত্রমাসের পূর্ণিমায় চিত্রগুপ্তের তুষ্টির জন্য ব্রাহ্মণদিগকে পানক, পক্ককদলী, শর্করা সহ পায়সান্ন, গুড়, আম্রফল, পনসাদি ফল, তাম্বুল, পাদুকা, ছত্র, বস্ত্র, পুষ্প ও চন্দন দান না করে, তাহাদের সমস্ত পাপ ধনুষ্কোটি-নিমজ্জনে নষ্ট হইয়া থাকে। যে ধনুষ্কোটির সেবক, সে দুর্বৃত্ত হউক বা সদ্বৃত্ত হউক, তাহার সংসারবিচ্ছেদ ঘটে, তাহাকে আর এসংসারে জন্ম লইতে হয় না। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! যে ব্যক্তি সংসারসাগর পার হইতে ইচ্ছা করে, অবিলম্বে রামচন্দ্রের ধনুষ্কোটিতে গমন তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য। আমি ইহা সত্যই বলিতেছি। হিতই বলিতেছি এবং ইহাই সার বলিতেছি যে, মুক্তি সিদ্ধির জন্য আপনারা রামচন্দ্রের ধনুষ্কোটিতে গমন করুন। মুক্তিলাভার্থ রামধনুষ্কোটিতে স্নান করাই কর্ত্তব্য। ১৬৮—১৮৬। হে বিপ্রগণ! আমি পুনঃপুনঃ বলিতেছি, তথায়

স্তেষামযত্নতঃ সিধ্যেৎ সংসারভয়নাশনম্। সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎপূর্ব্বং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ১৮৮ ॥ তৎ-প্রাপ্তিঃ স্যাদ্ধনুষ্কোটৌ মজ্জনান্মাত্র সংশয়ঃ। শ্রীসূত উবাচ। এবং বঃ কথিতং বিপ্রাঃ সেতুমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ১৮৯ ॥ মহাদুঃখপ্রশমনং মহারোগনিবর্হণম্। দুঃস্বপ্ননাশনং পুণ্যমপমৃত্যুনিবারণম্ ॥ ১৯০ ॥ মহাশান্তিকরং পুংসাং পঠতাং শৃণ্বতামপি। স্বর্গাপ-বর্গদং পুণ্যং সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্ ॥১৯১॥ কীর্ত্তয়েদ্য-ইদং পুণ্যং শৃণুয়াদ্বা সমাহিতঃ। সোঽগ্নিষ্টোমাদি-যজ্ঞানাং ফলমাপ্নোতি পুষ্কলম্ ॥ ১৯২ ॥ চতুর্ণাং সাঙ্গবেদানাং শতাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্। তৎফলং সমবাপ্নোতি হ্যেতন্মাহাত্ম্যকীর্ত্তনাৎ ॥ ১৯৩ ॥ অত্রৈকাধ্যায়পঠনাচ্ছ্রবণাদ্বা মুনীশ্বরাঃ। অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য প্রাপ্নোত্যবিকলং ফলম্ ॥ ১৯৪ ॥ অধ্যায়-দ্বয়পাঠেন শ্রবণেন তথৈব চ। গোমেধাখ্যস্য যজ্ঞস্য ফলমাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ১৯৫ ॥ দশাধ্যায়ান্ পঠেদ্যস্তু শৃণুয়াদ্বা সভক্তিকম্। স্বর্গলোকমবাপ্নোতি শক্রেণ সহ মোদতে ॥ ৯৬ ॥ বিংশত্যধ্যায়পঠনাচ্ছ্রবণাচ্চ মুনীশ্বরাঃ। ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি ব্রহ্মণা সহ মোদতে ॥ ১৯৭ ॥ ত্রিংশদধ্যায়পঠনাচ্ছ্রবণাচ্চ মুনীশ্বরাঃ। বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ১৯৮ ॥ চত্বারিংশত্তমাধ্যায়ান্ পঠেদ্বা শৃণুয়াদপি। রুদ্রলোকমবাপ্নোতি রুদ্রেণ সহ মোদতে ॥ ১৯৯ ॥ যঃ পঞ্চাশত্তমাধ্যায়ান্ পঠতে শৃণুতেঽপি বা। স সাম্বং হরমাপ্নোতি শিবং চন্দ্রার্দ্ধশেখরম্ ॥ ২০০ ॥ যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াচ্চেদং কৃৎস্নং মাহাত্ম্যমুত্তমম্। স সাম্বশিবসালোক্য-মাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২০১ ॥ যঃ পঠেচ্ছৃণু-য়াচ্চেদং দ্বিবারং মুনিসত্তমাঃ। স যাতি শিব-সামীপ্যং বিমানবরসংস্থিতঃ ॥ ২০২ ॥ যস্ত্রিবারং পঠেদেতচ্ছৃণুয়াদ্বা সমাহিতঃ। শিবসারূপ্যমাপ্নোতি শিবস্য প্রীতিমাবহন্ ॥ ২০৩ ॥ চতুর্ব্বারং পঠেদ্যস্তু শৃণুয়াদ্বেদমুত্তমম্। স সাযুজ্যমবাপ্নোতি শিবস্য গিরিজাপতেঃ ॥ ২০৪ ॥ দিনেদিনে পঠেন্মর্ত্ত্যঃ শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা। পাদং বা পাদমাত্রং বা অক্ষরং বর্ণমেব বা ॥ ২০৫ ॥ তত্তদ্দিনকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি। কৃৎস্নেঽস্মিন্ সেতুমাহাত্ম্যে পঠিতেঽপি শ্রুতেঽপি বা ॥ ৬ ॥ শ্লোকেষত্রৈব

স্নান ব্যতীত মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই। যে সকল নর রামচন্দ্রের ধনুষ্কোটিতে স্নান করে, তাহাদের সংসারভয় নাশ অযত্নতই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যাহা সত্য অনন্ত জ্ঞানময় সনাতন পূর্ণ ব্রহ্ম, ধনুষ্কোটিতে মজ্জনের ফলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদিগকে উত্তম সেতুমাহাত্ম্য কহি-লাম। ইহা মহাদুঃখহর, মহারোগনাশক, দুঃস্বপ্ন-নিবারক, পবিত্র, অপমৃত্যুহর ও মহাশান্তিকর; ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে নরগণের স্বর্গ অপবর্গ ও সর্ব্বতীর্থফললাভ হয়। যে ব্যক্তি এই পুণ্যা-খ্যান কীর্ত্তন ও সমাহিত হইয়া শ্রবণ করে, সে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের পুষ্কল ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাঙ্গ চতুর্ব্বেদের শতবার আবর্ত্তনে যে ফল হয়, এই সেতুমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে সেইরূপই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মুনীন্দ্রগণ! ইহার একটী মাত্র অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের অবিকল ফল হয়। দুই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করিলেও ঐরূপ গোমেধ যজ্ঞের উত্তম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত দশাধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার স্বর্গলোক লাভ হয় এবং সে তথায় গিয়া ইন্দ্রসহ বিহার করিয়া থাকে। হে মুনীন্দ্রগণ! এই গ্রন্থের বিংশতি অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করিলে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হয় এবং ব্রহ্মসহ বিহার করিতে থাকে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ত্রিংশৎ অধ্যায় পাঠ ও শ্রবণ করিলে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয় ও বিষ্ণুসহ বিহার করে। চত্বারিংশৎ অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণে রুদ্রলোকপ্রাপ্তি ও রুদ্রসহ বিহার এবং পঞ্চাশৎ অধ্যায় পাঠে বা শ্রবণে পার্ব্বতী-সহ চন্দ্রমৌলি হরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি সমস্ত মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে, সে পার্ব্বতীসহ শিবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মুনিবরগণ! যে ব্যক্তি ইহা দুইবার পাঠ বা শ্রবণ করে, সে উত্তম বিমানে অবস্থিত হইয়া শিবসমীপে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া তিনবার ইহা শ্রবণ বা পাঠ করে, সে শিবপ্রীতি উৎপাদনপূর্ব্বক শিবসারূপ্য প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি চারিবার ইহা পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার শিবসাযুজ্যপ্রাপ্তি হয়। ১৮৭—২০৪। যে মানব প্রত্যহ শ্লোক, শ্লোকার্দ্ধ, পাদ, পদাংশ বা এক বর্ণও পাঠ করে, তাহার সেই সেই দিনকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া থাকে। এই সমগ্র সেতু-

বর্ত্তন্তে বর্ণা যাবন্ত এব হি। তাবন্ত্যো ব্রহ্মহত্যাশ্চ তাবন্মদ্যনিষেবণম্॥ ২০৭॥ তাবৎ সুবর্ণস্তেয়ঞ্চ তাবান্ গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। তাবৎসংসর্গদোষাশ্চ নশ্যন্ত্যেব হি তৎক্ষণাৎ॥ ৮॥ যাবতোহস্মিন্মহাপুণ্যে বর্ত্তন্তে বর্ণরাশয়ঃ। তাবৎকৃত্বশ্চতুর্ব্বিংশত্তীর্থেষু স্নানজং ফলম্॥২০৯॥ তথান্যেষপি তীর্থেষু সেতুমধ্যগতেষু বৈ। তৎফলং সমবাপ্নোতি পাঠেন শ্রবণেন বা॥ ২১০॥ যেনেদং লিখিতং ভক্ত্যা সেতুমাহাত্ম্যমুত্তমম্। বিনষ্টাজ্ঞানসন্তানঃ শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ২১১॥ যস্যেদং বর্ত্ততে গেহে মাহাত্ম্যং লিখিতং শুভম্। ভূতবেতালকাদিভ্যো ভীতিস্তত্র ন বিদ্যতে॥ ১২২॥ ব্যাধিপীড়া ন তত্রাস্তি নাস্তি চোরভয়ং তথা। শন্যঙ্গারকমুখ্যানাং গ্রহণাং নাস্তি পীড়নম্॥ ২১৩॥ যদ্গৃহে বর্ত্ততে পুণ্যমিদং মহাত্ম্যমুত্তমম্। রামসেতুং বিজানীত তদ্গৃহং মুনিপুঙ্গবাঃ॥ ১৪॥ চতুর্ব্বিংশতিতীর্থানি তত্রৈব নিবসন্তি হি। তত্রৈব বর্ত্ততে পুণ্যো গন্ধমাদনপর্ব্বতঃ॥ ২১৫॥ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাশ্চ বর্ত্তন্তে তত্র সাদরম্। লিখিত্বা সেতুমাহাত্ম্যং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ। চতুঃসাগরপর্য্যন্তা তেন দত্তা বসুন্ধরা॥ ২১৬॥ সেতুমাহাত্ম্যদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্। দানান্যন্যানি সর্ব্বাণি হ্যতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে। কিং পুনর্ব্বহুনোক্তেন বসত্যত্র জগত্রয়ম্॥ ২১৭॥ শ্রাবয়েচ্ছ্রাদ্ধকালে যো হ্যেকমধ্যায়মত্র বৈ। নশ্যেচ্ছ্রাদ্ধস্য বৈকল্যং পিতরোহপ্যতিহর্ষিতাঃ॥ ২১৮॥ যঃ পর্ব্বকালে সম্প্রাপ্তে ব্রাহ্মণান্ শ্রাবয়েদিদম্। অধ্যায়মেকং শ্লোকং বা গাবোহস্য নিরুপদ্রবাঃ। বহুক্ষীরাঃ সবৎসাশ্চ মহিষ্যোহস্য ভবন্তি হি॥ ২১৯॥ পঠনীয়মিদং পুণ্যং মঠে দেবালয়েহপি বা। নদীতটাকতীরেষু পুণ্যে বারণ্যভূতলে। শ্রোত্রিয়াণাং গৃহে বাপি নৈবাস্ত্যত্র তু কর্হিচিৎ॥ ২২০॥ বিষুবায়নকালেষু পুণ্যে চ হরিবাসরে। অষ্টম্যাং চ চতুর্দ্দশ্যাং পঠনীয়ং বিশেষতঃ॥ ২২১॥ ইদং হি পাঠ্যং শ্রাবণ্যাং মাসি ভাদ্রপদে তথা। ধানুর্ম্মাসে চ পাঠ্যং স্যাৎ পাঠ্যং চৈবোত্তরায়ণে॥ ২২২॥ নিয়মেনৈব মাহাত্ম্যং পঠনীয়মিদং দ্বিজাঃ। শ্রোতারো নিয়মৈর্যুক্তাঃ শৃণুয়ুশ্চেদমুত্তমম্॥ ২২৩॥ কীর্ত্তান্তে পুণ্যতীর্থানি মাহাত্ম্যেহস্মিন বহূনি বৈ। কীর্ত্ত্যন্তে পুণ্যশীলাশ্চ তথা রাজর্ষিসত্তমাঃ॥ ২২৪॥ ঋষয়শ্চ মহাভাগাঃ কীর্ত্ত্যন্তেহস্মিন্ননুত্তমে। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ কীর্ত্ত্যেতে

মাহাত্ম্য পঠিত বা শ্রুত হইলে শ্লোকসমূহে যে সকল বর্ণ আছে তাবৎসংখ্যক ব্রহ্মহত্যা, মদ্যপান, সুবর্ণস্তেয় গুর্ব্বঙ্গনাগমন, বা সেই সেই পাপের সংসর্গজন্য পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া থাকে। এই মহাপুণ্য গ্রন্থে যাবৎসংখ্যক বর্ণ আছে ইহার পঠনে এবং শ্রবণে নর ততসংখ্যক বার চতুর্বিংশতি তীর্থে তথা সেতুমধ্যগত অন্যান্য তীর্থে স্নানজন্য ফল প্রাপ্ত হয়। উত্তম সেতু-মাহাত্ম্য যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত লিখিয়া রাখে, তাহার অজ্ঞানরাশি বিনষ্ট হয় এবং তাহার শিবসাযুজ্য প্রাপ্তি ঘটে। এই শুভ মাহাত্ম্য যাহার গৃহে লিখিত অবস্থায় থাকে, ভূত বেতালাদি হইতে তাহার কোন ভয় হয় না। তাহার ব্যাধিপীড়া, চোরভয় বা শনি ও অঙ্গারাদিগ্রহপীড়া ঘটে না। এই উত্তম পুণ্য মাহাত্ম্য যাহার গৃহে বর্ত্তমান, হে মুনীন্দ্রগণ! জানিবেন তাহার গৃহই রামসেতু। সেইস্থানে চতুর্ব্বিংশতি তীর্থ বাস করে। পবিত্র গন্ধমাদনগিরি সেই স্থানেই বিদ্যমান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ সেইখানেই সাগ্রহে বাস করেন। সেতু মাহাত্ম্য লিখিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়। এইরূপ দানে চতুঃসাগর পর্য্যন্ত বসুন্ধরাই তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে। লিখিত সেতুমাহাত্ম্য দানের মন্ত্র, যথা—অন্য সকল দান সেতুমাহাত্ম্য দানের ষোড়শাংশের একাংশেরও তুল্য নহে। অতএব তুমি আমায় শান্তি-দান কর। অধিক বলিয়া কি হইবে? এখানে জগত্রয়ই বাস করে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ইহার এক অধ্যায় শ্রবণ করায়, তাহার শ্রাদ্ধবৈকল্য নষ্ট হয়; পিতৃগণ অতীব হৃষ্ট হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি পর্ব্বকালে ইহার এক অধ্যায় বা এক শ্লোক ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করায়, তাহার গাভী ও মহিষী সকল নিরুপদ্রব, বহুক্ষীরযুক্ত ও সবৎসা হয়। মঠে, দেবায়তনে, নদী-তট-তীরে, পবিত্র অরণ্যে, ভূতলে, শ্রোত্রিয়গণের গৃহে বা অন্যান্য পুণ্য স্থানে ইহা পাঠ করিতে হয়। বিশেষতঃ বিষুবে অয়নকালে, পুণ্য হরিবাসরে অষ্টমীতে, চতুর্দ্দশীতে, ইহা পঠনীয়।২০৫—২২১। শ্রাবণে, ভাদ্রে, পৌষে এবং উত্তরায়ণে এই সেতুমাহাত্ম্য পাঠ্য। হে দ্বিজগণ! এই মাহাত্ম্য গ্রন্থ—নিয়ম সহকারেই পঠনীয় শ্রোতৃগণও নিয়মনিষ্ঠ হইয়া এই উত্তম গ্রন্থ শ্রবণ করিবেন। এই সেতুমাহাত্ম্য-গ্রন্থে বহু পুণ্যতীর্থ-

পুণ্যেঽস্মিন্ দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥২২৫॥ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ কীর্ত্ত্যন্তেঽত্র ত্রিমূর্ত্তয়ঃ। ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং শ্রুত্যর্থৈরুপবৃংহিতম্। ২২৬ ॥ সম্মতং স্মৃতিকর্ত্তৄণাং দ্বৈপায়নমুনিপ্রিয়ম্। শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ আত্মনঃ শ্রেয় ইচ্ছতা ॥ ২২৭ ॥ শ্রাবকায় চ দাতব্যং যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনাদিকম্। স্বস্বশক্ত্যনুরোধেন বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ ॥ ২২৮ ॥ বস্ত্রং হিরণ্যং ধান্যং বা ভূমিং গাং চ যথাবলম্। দত্ত্বা সম্ভাবনীয়োঽয়ং শ্রাবকঃ শ্রোতৃভির্জনৈঃ ॥ ২২৯ ॥ পূজিতে শ্রাবকে তস্মিন্ পূজিতাঃ স্যুস্ত্রিমূর্ত্তয়ঃ। জগত্রয়ং পূজিতং স্যাৎ পূজিতাসু ত্রিমূর্ত্তিষু ॥ ২৩০ ॥ অবতীর্ণো মহীং সাক্ষাদ্রামো দাশরথির্হরিঃ। সসীতালক্ষ্মণো নিত্যং শ্রোতৃভ্যঃ শ্রাবকায় চ ॥ ২৩১ ॥ দত্ত্বেহ লোকে ভোগাংশ্চ মুক্তিং চান্তে প্রযচ্ছতি। দ্বৈপায়নমুখাম্ভোজান্নিঃসৃতং শুভদং পরম্ ॥ ২৩২ ॥ ইদং বৈ সেতুমাহাত্ম্যং ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ। ভীমসেনাদিভিঃ সর্ব্বৈরনুজৈরপি সংবৃতঃ ॥ ২৩৩ ॥ নিয়মাচারসংযুক্তঃ সসৈন্যশ্চ দিনেদিনে। শৃণোতি পঠতো ধৌম্যমহর্ষেঃ স্বপুরোধসঃ ॥ ২৩৪ ॥ শ্রীসূত উবাচ। ভোভোস্তপোধনাঃ সর্ব্বে নৈমিষারণ্যবাসিনঃ। মৎসকাশাদিদং গুহ্যং মাহাত্ম্যং শ্রুতিসম্মিতম্ ॥ ২৩৫ ॥ শ্রুতং ভবদ্ভির্নিয়তৈর্নিত্যং পঠত সাদরম্। পাঠয়ধ্বং স্বশিষ্যেভ্যো নিয়তেভ্যো নিরন্তরম্ ॥ ২৩৬ ॥ ইত্যুক্ত্বা তান্মুনীন্ সূতো রোমাঞ্চিতকলেবরঃ। গুরুং হৃদা স্মরন্ ব্যাসং ননর্ত্তাশ্রূণি বর্ত্তয়ন্ ॥ ২৩৭ ॥ অত্রান্তরে মহাবিদ্বান্ পারাশর্য্যো মহামুনিঃ। আশু প্রাদুরভূত্তত্র শিষ্যানুগ্রহকাঙ্ক্ষয়া ॥ ২৩৮ ॥ তমাগতং বিলোক্যাথ মুনিং সত্যবতীসুতম্। সূতঃ সর্ব্বৈশ্চ সহিতো নৈমিষারণ্যবাসিভিঃ ॥ ২৩৯ ॥ ব্যাসস্য চরণাম্ভোজে দণ্ডবৎ প্রণিপত্য তু। জলমানন্দজং তত্র নেত্রাভ্যাং পর্য্যবর্ত্তয়ৎ ॥ ২৪০ ॥ প্রণতং প্রিয়শিষ্যং তং দোর্ভ্যামুত্থাপ্য বৈ মুনিঃ। আশীর্ভিরভিনন্দ্যৈনমালিঙ্গ্য চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ২৪১ ॥ নৈমিষারণ্যমুনিভিরানীতে পরমাসনে। দ্বৈপায়নো মহাতেজা নিষসাদ তপোধনঃ ॥ ২৪২ ॥ মুনিষ্বপ্যুপবিষ্টেষু সূতেঽপি চ নিজাজ্ঞয়া। শৌনকাদীন্মুনীন সর্ব্বানুক্তেঃ পৌত্রোঽভ্যভাষত ॥ ২৪৩ ॥ ময়া জ্ঞাতমিদং সর্ব্বং নৈমিষারণ্যবাসিনঃ। মম শিষ্যেণ

বহু পুণ্যশীল রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ মহাভাগ ঋষিগণ এবং ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ক বহু কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে দ্বিজপুঙ্গবগণ! এই শুভ সেতু মাহাত্ম্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই ত্রিমূর্ত্তির মাহাত্ম্যকথাও পরিব্যক্ত আছে। এই সেতু-মাহাত্ম্য পবিত্র, পাপঘ্ন ও শ্রুত্যর্থে উপবৃংহিত। ইহা স্মৃতিকর্ত্তাদিগের সম্মত এবং দ্বৈপায়ন মুনির প্রিয়। আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তির ইহা শ্রোতব্য এবং পঠিতব্য। স্বীয় সামর্থ্যও অনুসারে শ্রাবক ব্যক্তিকে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনাদি দান করিতে হয়। ইহাতে বিত্তশাঠ্য করিবে না, শ্রোতৃজনগণ বস্ত্র, হিরণ্য, ধান্য, ভূমি ও গো, যথাশক্তি দান করিয়া শ্রাবকব্যক্তিকে সম্মানিত করিবে। শ্রাবক পূজিত হইলে ব্রহ্মাদি দেবত্রয়ই পূজিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মাদি ত্রিমূর্ত্তি পূজিত হইলেই জগত্রয় পূজিত হইয়া থাকে। সীতা ও লক্ষ্মণসহ সাক্ষাৎ হরি রামরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া নিত্য শ্রোতা ও শ্রাবকদিগকে ভোগসমূহ দানপূর্ব্বক অন্তে মুক্তি প্রদান করেন। দ্বৈপায়নমুখ-পঙ্কজ-নিঃসৃত এই শুভদ পরম সেতুমাহাত্ম্য—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনাদি অনুজগণ সমভিব্যাহারে নিয়মাচরসম্পন্ন হইয়া অহরহঃ স্বীয় পুরোহিত মহর্ষি ধৌম্যের মুখে শ্রবণ করিতেন। সূত কহিলেন—ভো ভো নৈমিষ্যারণ্যবাসী তপোধনগণ! আপনারা আমার নিকট হইতে এই শ্রুতি-সম্মত গুহ্য মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে নিয়মনিষ্ঠ হইয়া নিত্যই ইহা সাদরে পাঠ করুন এবং নিরন্তর নিয়মান্বিত নিজ নিজ শিষ্যসম্প্রদায়কে পাঠ করাইতে থাকুন। সূত সেই মুনিদিগকে এই কথা কহিয়া রোমাঞ্চিতকলেবরে হৃদয়ে গুরুদেবকে স্মরণপূর্ব্বক অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে নাচিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাপণ্ডিত পরাশরনন্দন মহামুনি ব্যাসদেব শিষ্যদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন। সেই সত্যবতীসুত ব্যাসমুনিকে সমাগত দেখিয়া সূত সমস্ত নৈমিষারণ্যবাসীর সহিত একযোগে তদীয় চরণাম্ভোজে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন। তাঁহার নেত্র হইতে তখন আনন্দাশ্রুজল পতিত হইতে লাগিল। ব্যাস মুনি প্রণত প্রিয়শিষ্যকে বাহুযুগ দ্বারা উত্থাপনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত করিয়া মুহুর্ম্মুহু আলিঙ্গন করিলেন। ২২২—২৪১। নৈমিষীয় মুনিগণ পরম আসন আনয়ন করিলে, মহাতেজা তপোধন দ্বৈপায়ন তাহাতে উপবেশন করিলেন। অনন্তর মুনিগণ উপবিষ্ট হইলে ব্যাসদেব শৌনকাদি মুনিদিগকে বলিলেন,—হে নৈমিষা-

সূতেন সেতুমাহাত্ম্যমুত্তমম্। কথিতং ভবতামদ্য মহাপাতকনাশনম্॥ ২৪৪॥ শ্রুতীনাং চ স্মৃতীনাঞ্চ পুরাণানাং তথৈব চ। শাস্ত্রাণাং চেতিহাসানামন্যেষা-মপি কৃৎস্নশঃ॥ ২৪৫॥ এষ পর্য্যবসন্নোঽর্থো মাহাত্ম্যং যদ্বিদং মহৎ। সর্ব্বেষ্বপি পুরাণেষু ইদং বহুমতং মম॥ ২৪৬॥ শৃণোতি ধর্ম্মজো ধৌম্যাদিদং নিত্যং মমাজ্ঞয়া। অতো ভবন্তোঽপি সদা সেতু-মাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ২৪৭॥ পঠন্তু শৃণ্বন্তু তথা শিষ্যাণাং পাঠয়ন্তু চ। তৎ শ্রুত্বা বচনং তস্য তে প্রাহুর্ব্বাঢ়-মিত্যপি॥ ২৪৮॥ ততো ব্যাসোঽপি সূতেন শিষ্যেণ চ সমন্বিতঃ। অনুজ্ঞাপ্য মুনীন্ সর্ব্বান্ কৈলাসং পর্ব্বতং যযৌ॥ ২৪৯॥ ঋষয়ো নৈমিষারণ্য-নিলয়াস্তুষ্টিমাগতাঃ। প্রত্যহং সেতুমাহাত্ম্যং শৃণ্বন্তি চ পঠন্তি চ॥ ২৫০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়ে ব্রহ্মখণ্ডে সেতুমাহাত্ম্যে সেতুমাহাত্ম্যং নাম দ্বিপঞ্চাশত্তমো-ঽধ্যায়ঃ॥ ৫২॥

রণ্যবাসিগণ! আমি জানিতে পারিয়াছি, আমার শিষ্য সূত আপনাদের নিকট মহাপাতক-নাশন সেতু মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছে। বস্তুতঃ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস ও অন্যান্য শাস্ত্র-সমূহের এই মহামাহাত্ম্যই পর্য্যবসিত অর্থ। সকল পুরাণেই এই মাহাত্ম্য সমাদৃত। আমাদের উপদেশে ধর্ম্মনন্দন নিয়ত ইহা ধৌম্যের নিকট শ্রবণ করেন। অতএব তোমরাও সকলে এই উত্তম সেতুমাহাত্ম্য পাঠ কর, শ্রবণ কর এবং শিষ্যদিগকে পাঠ করাও। ব্যাসের বাক্য শুনিয়া তাঁহারা সকলেই বলিলেন—উত্তম কথা; তাহাই করিব। অনন্তর ব্যাস—শিষ্য সূতসহ সম্মিলিত হইয়া মুনিদিগকে সম্ভাষণান্তে কৈলাস-পর্ব্বতে গমন করিলেন। নৈমিষারণ্যবাসিগণ পরিতুষ্ট হইলেন এবং প্রত্যহ সেতুমাহাত্ম্য শ্রবণ এবং পাঠ করিতে লাগিলেন। ২২২—২৫০।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সমাপ্তমিদং সেতুমাহাত্ম্যম্। ৩—১

ব্রহ্মখণ্ডম্।

ধর্ম্মারণ্যখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

তর্ত্তুং সংসৃতিবারিধিং ত্রিজগতাং নৌর্নাম যস্য প্রভোর্যেনেদং সকলং বিভাতি সততং জাতং স্থিতং সংস্থতম্। যশ্চৈতন্যঘনপ্রমাণবিধুরো বেদান্তবেদ্যো বিভুস্তং বন্দে সহজপ্রকাশমমলং শ্রীরামচন্দ্রং পরম্॥ দারাঃ পুত্রা ধনং বা পরিজনসহিতো বন্ধুবর্গঃ প্রিয়ো বা, মাতা ভ্রাতা পিতা বা শ্বশুরকুলজনা ভৃত্য ঐশ্বর্য্যবিত্তে। বিদ্যা রূপং বিমলভবনং যৌবনং যৌবতং বা, সর্ব্বং ব্যর্থং মরণসময়ে ধর্ম্ম একঃ সহায়ঃ॥

নৈমিষে নিমিষক্ষেত্রে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ। সত্রং স্বর্গাদয় লোকায় সহস্রসমমাসত॥ ১॥ একদা সূতমায়ান্তং দৃষ্ট্বা তং শৌনকাদয়ঃ। পরং হর্ষং সমাবিষ্টাঃ পপুর্নেত্রৈঃ স্বচেতসা। চিত্রাঃ শ্রোতুং কথাস্তত্র পরিবব্রুস্তপস্বিনঃ॥ ২॥ অথ তেষূপবিষ্টেষু তপস্বিষু মহাত্মসু। নির্দ্দিষ্টমাসনং ভেজে বিনয়াল্লোমহর্ষণিঃ॥ ৩॥ সুখাসীনঞ্চ তং দৃষ্ট্বা বিশ্রান্তমুপলক্ষ্য চ। অথাপৃচ্ছংস্ত ঋষয় কাশ্চিৎপ্রাস্তাবিকীঃ কথা॥ ৪॥ পুরাণমখিলং তাত পুরা তেঽধীতবান্ পিতা। কচ্চিত্ত্বয়াপি তৎসর্ব্বমধীতং লোমহর্ষণে॥ ৫॥ কথয়স্ব কথাং সূত পুণ্যাং পাপনিষূদিনীম্। শ্রুত্বা যাং যাতি বিলয়ং পাপং জন্মশতোদ্ভবম্॥ ৬॥ সূত উবাচ। শ্রীভারত্যঙ্ঘ্রিযুগলং গণনাথপদদ্বয়ম্। সর্ব্বেষাং চৈব দেবানাং নমস্কৃত্য বদাম্যহম্॥ ৭॥ শক্তীংশ্চৈব বসূংশ্চৈব গ্রহান্ যজ্ঞাদিদেবতাঃ। নমস্কৃত্য শুভান্ বিপ্রকন্ কবিমুখ্যাংশ্চ সর্ব্বশঃ॥ ৮॥ অভীষ্টদেবতাশ্চৈব প্রণম্য গুরুসত্তমম্। নমস্কৃত্য শুভান্ দেবান্ রামাদাংশ্চ বিশেষতঃ॥ ৯॥ যান্ স্মৃত্বা ত্রিবিধৈঃ পাপৈর্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। তেষাং

প্রথম অধ্যায়।

যে প্রভুর নাম,—সংসার-বারিধি-তরণে ত্রিজগতের নৌকাস্বরূপ; যাঁহা দ্বারা এই সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ বিভাত; যাঁহা হইতে জাত, এবং যাঁহাতে স্থিত, যিনি চৈতন্যঘন, অপ্রমেয়, বেদান্তবেদ্য, বিভু, সেই সহজপ্রকাশ পরাৎপর বিমল শ্রীরামচন্দ্রকে বন্দনা করি। স্ত্রী, পুত্র, ধন, পরিজন, বন্ধুবর্গ, প্রিয়, ও মাতা, পিতা, ভ্রাতা, শ্বশুর সম্বন্ধী, ভৃত্য, ঐশ্বর্য্য, বিত্ত, বিদ্যা, রূপ, সুন্দরভবন, যৌবন, বা যুবতিসমবায়, এ সমস্তই ব্যর্থ, মরণকালে একমাত্র ধর্ম্মই মনুষ্যের সহায়।

নিমিষক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ স্বর্গলোকার্থ সহস্রবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। একদা সূতকে তথায় সমাগত দেখিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ পরমহর্ষাবিষ্টচিত্তে নেত্রদ্বারা তাঁহাকে যেন পান করিতে লাগিলেন। পরে তপস্বিগণ বিচিত্র পুরাণবার্ত্তা শ্রবণ করিবার জন্য সকলেই তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। অনন্তর মহাত্মা তপস্বিগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে লোমহর্ষণনন্দন সূত সবিনয়ে নিজ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। ঋষিগণ তাঁহাকে সুখাসীন ও আপনাদের যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্ন দেখিয়া কোন কোন পৌরাণিকী কথার অবতারণাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে তাত! তোমার পিতা নিখিল পুরাণশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। হে লোমহর্ষণ-নন্দন! তুমিও কি সে সকল অধ্যয়ন করিয়াছ? যদি তোমার আয়ত্ত থাকে, তবে হে সূত! তুমি ঈদৃশ পাপনাশিনী পুণ্যকথা প্রকাশ করিয়া বল—যাহা শুনিলে শতজন্মার্জ্জিত পাপ বিলয় প্রাপ্ত হয়। সূত কহিলেন,—শ্রীসরস্বতীর অঙ্ঘ্রিযুগল, গণপতির পদ-দ্বন্দ্ব, ও অন্যান্য সমস্ত দেবের পাদযুগল বন্দনা করিয়া আমি পুরাণ-কথা প্রকাশ করিতেছি।১-৭। শক্তি সকল, বসুগণ, গ্রহগণ, যজ্ঞাদি দেবতা সকল, শুভ ব্রাহ্মণগণ, নিখিল কবিশ্রেষ্ঠগণ এবং অভীষ্ট দেবতাকে ও গুরুশ্রেষ্ঠদিগকে প্রণিপাত করিয়া—বিশেষতঃ শুভাবহ রামাদিদেববৃন্দকে বন্দনা করিয়া তাঁহাদের প্রসাদে আমি

প্রসাদাদ্বক্ষ্যেঽহং তীর্থানাং ফলমুত্তমম্। সর্ব্বেষাঞ্চ নিয়ন্তারং ধর্ম্মাত্মানং প্রণম্য চ ॥১০॥ ধর্ম্মারণ্যপতিস্ত্রিবিষ্টপপতির্নিত্যং ভবানীপতিঃ পাপাদ্বঃ স্থিরভোগযোগসুলভো দেবঃ স ধর্ম্মেশ্বরঃ। সর্ব্বেষাং হৃদয়ানি জীবকলয়া ব্যাপ্য স্থিতঃ সর্ব্বদা ধ্যাত্বা যং ন পুনর্বিশন্তি মনুজাঃ সংসারকারাগৃহম্ ॥ ১১ ॥ সূত উবাচ। একদা তু স ধর্ম্মো বৈ জগাম ব্রহ্মসংসদি। তাং সভাং স সমালোক্য জ্ঞাননিষ্ঠোঽভবত্তদা ॥ ১২ ॥ দেবৈর্মুনিবরৈঃ ক্রান্তাং সভামালোক্য বিস্মিতঃ। দেবৈর্যক্ষৈস্তথা নাগৈঃ পন্নগৈশ্চ তথাসুরৈঃ ॥ ১৩ ॥ ঋষিভিঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈঃ সমাক্রান্তোচিতাসনা। সম্মুখা সা সভা ব্রহ্মন্ন শীতা ন চ ঘর্ম্মদা ॥ ১৪ ॥ ন ক্ষুধং ন পিপাসাঞ্চ ন গ্লানিং প্রাপ্নুবন্ত্যত। নানারূপৈরিব কৃতা মণিভিঃ সা সভা বরৈঃ ॥ ১৫ ॥ স্তম্ভৈশ্চ বিধৃতা সা তু শাশ্বতী ন চ সাক্ষয়া। দিব্যৈর্নানাবিধৈর্ভাবৈর্ভাসদ্ভিরমিতপ্রভা ॥ ১৬ ॥ অতিচন্দ্রঞ্চ সূর্য্যঞ্চ শিখিনঞ্চ স্বয়ম্প্রভা। দীপ্যতে নাকপৃষ্ঠস্থা ভৎর্সয়ন্তীব ভাস্করম্ ॥ ১৭ ॥ তস্যাং স ভগবাঞ্চাস্তি বিবিধান্ দেবমানুষান্। স্বয়মেকোঽনিশং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥১৮॥ উপতিষ্ঠন্তি চাপ্যেনং প্রজানাং পতয়ঃ প্রভুম্। দক্ষঃ প্রচেতাঃ পুলহো মরীচিঃ কশ্যপঃ প্রভুঃ ॥ ১৯ ॥ ভৃগুরত্রির্ব্বসিষ্ঠশ্চ গৌতমোঽথ তথাঙ্গিরাঃ। পুলস্ত্যশ্চ ক্রতুশ্চৈব প্রহ্লাদঃ কর্দ্দমস্তথা ॥ ২০ ॥ অথর্ব্বাঙ্গিরসশ্চৈব বালখিল্যা মরীচিপাঃ। মনোঽন্তরিক্ষং বিদ্যাশ্চ বায়ুস্তেজো জলং মহী ॥ ২১ ॥ শব্দস্পর্শৌ তথা রূপং রসো গন্ধস্তথৈব চ। প্রকৃতিশ্চ বিকারশ্চ সদসৎকারণং তথা ॥ ২২ ॥ অগস্ত্যশ্চ মহাতেজা মার্কণ্ডেয়শ্চ বীর্য্যবান্। জমদগ্নির্ভরদ্বাজঃ সংবর্ত্তশ্চ্যবনস্তথা ॥ ২৩ ॥ দুর্ব্বাসাশ্চ মহাভাগ ঋষ্যশৃঙ্গশ্চ ধার্ম্মিকঃ। সনৎকুমারো ভগবান্ যোগাচার্য্যো মহাতপাঃ ॥ ২৪ ॥ অসিতো দেবলশ্চৈব জৈগীষব্যশ্চ তত্ত্ববিৎ। আয়ুর্ব্বেদস্তথাষ্টাঙ্গো গান্ধর্ব্বশ্চৈব তত্র হি ॥ ২৫ ॥ চন্দ্রমাঃ সহ নক্ষত্রৈরাদিত্যশ্চ গভস্তিমান্। বায়বস্তন্তবশ্চৈব সঙ্কল্পঃ প্রাণ এব চ ॥২৬॥ মূর্ত্তিমন্তো মহাত্মানো মহাব্রতপরায়ণাঃ। এতে চান্যে চ বহবো ব্রহ্মাণং সমুপাসিরে ॥ ২৭ ॥ অর্থো ধর্ম্মশ্চ কামশ্চ হর্ষো দ্বেষস্তমো দমঃ। আয়ান্তি তস্যাং সহিতা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥২৮॥ শুক্রাদ্যাশ্চ গ্রহাশ্চৈব যে চান্যে তৎসমীপগাঃ। মন্ত্রা রথন্তরং

উত্তম তীর্থ-ফল-বৃত্তান্ত বর্ণন করিব, ইহা শ্রবণ করিয়া মানব ত্রিবিধ পাপ হইতে মুক্ত হইবে' সন্দেহ নাই। অপিচ সর্ব্বনিয়ন্তা ধর্ম্মাত্মাকে আমি প্রণাম করি। যিনি ধর্ম্মারণ্যপতি, ত্রিদিবপতি, ভবানীপতি, যিনি জীবরূপে সর্ব্বহৃদয় ব্যাপিয়া বিরাজমান, যাঁহাকে সতত ধ্যান করিয়া মানবেরা কদাচ সংসারকারাগৃহে প্রবেশ করে না, আমি সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ধর্ম্মাত্মাকে প্রণাম করি। সূত কহিলেন,—একদা সেই ধর্ম্ম ব্রহ্মসভায় গমন করেন, সেই সভা সন্দর্শনে তৎকালে তিনি জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া উঠেন। তিনি দেখিলেন,—সেই সভায় দেব, মুনি, যক্ষ, নাগ, পন্নগ, অসুর, ঋষি, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ বিরাজমান, তাঁহারা স্ব স্ব যোগ্যাসনে সমাসীন। তদ্দর্শনে ধর্ম্ম বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি আরও দেখিলেন,—সেই ব্রহ্মসভা সুখস্পর্শা, এবং উহা একান্ত শীত নহে বা একান্ত উষ্ণও নহে। তত্রত্য সভ্যগণ ক্ষুধা, পিপাসা বা গ্লানি কিছুই প্রাপ্ত হন না। নানাবিধ মণি-মাণিক্য দ্বারা ঐ সভা নির্ম্মিত হইয়াছে। কতিপয় স্তম্ভ তাহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সে সভা শাশ্বতী—ক্ষয়শীলা নহে। দিব্য দিব্য নানাভাবে ঐ সভা অমিতপ্রভা ধারণ করিয়াছে। উহা স্বয়ম্প্রভা; উহার প্রভা—চন্দ্র, সূর্য্য ও শিখীকে অতিক্রম করিয়াছে। ঐ সভা নাকপৃষ্ঠে অবস্থিত হইয়া ভাস্করকে যেন তিরস্কৃত করিয়াই দীপ্তি পাইতেছে। সেই সভায় বসিয়া সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা একাকী বিবিধ সুর-নরদিগকে শাসন করিতেছেন। প্রজাপতিগণ তাঁহাকে স্তব করিতেছেন। দক্ষ, প্রচেতা, পুলহ, মরীচি, কশ্যপ, ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, গৌতম, আঙ্গিরা, পুলস্ত্য, ক্রতু, প্রহ্লাদ, কর্দ্দম, অথর্ব্বা, আঙ্গিরস, বালখিল্য ও মরীচপ ঋষিগণ, মন, অন্তরিক্ষ, সমস্তবিদ্যা, বায়ু, তেজ, জল, মহী, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রকৃতি, বিকার, সদসৎ কারণ, মহাতেজা অগস্ত্য, বীর্য্যবান্ মার্কণ্ডেয়, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, সম্বর্ত্ত, চ্যবন, মহাভাগ দুর্ব্বাসা, ধার্ম্মিক ঋষ্যশৃঙ্গ, ভগবান্ যোগাচার্য্য মহাতপা সনৎকুমার, অসিত, দেবল, জৈগীষব্য, আয়ুর্ব্বেদ, অষ্টাঙ্গ গান্ধর্ব্ব শাস্ত্র, নক্ষত্রসহ চন্দ্রমা, গভস্তিমান্ আদিত্য, বায়ুসকল, তন্তুজাল, সঙ্কল্প এবং প্রাণ, এই সকল মহাব্রতনিষ্ঠ মহাত্মগণ এবং অন্যান্য আরও বহু সভাসদ্‌গণ মূর্ত্তিমান হইয়া ব্রহ্মাকে তথায় উপাসনা করিতেছেন ।৮—২৭। অর্থ, ধর্ম্ম, কাম, হর্ষ, দ্বেষ, শোক, দম, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ, শুক্রাদি ও তৎসমীপস্থ অন্যান্য

চৈব হরিমান্ বসুমানপি॥ ২৯॥ সহিতো বিশ্বকর্ম্মা চ বসবশ্চৈব সর্ব্বশঃ। তথা পিতৃগণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বাণি চ হবীংষ্যথ॥ ৩০॥ ঋগ্বেদঃ সামবেদশ্চ যজুর্ব্বেদস্তথৈব চ। অথর্ব্ববেদশ্চ তথা সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি॥ ৩১॥ ইতিহাসোপবেদাশ্চ বেদাঙ্গানি চ সর্ব্বশঃ। মেধা ধৃতিঃ স্মৃতিশ্চৈব প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যশঃ সমাঃ॥ ৩২॥ কালচক্রঞ্চ তদ্দিব্যং নিত্যমক্ষয়মব্যয়ম্। যাবন্ত্যো দেবপত্ন্যশ্চ সর্ব্বা এব মনোজবাঃ॥ ৩৩॥ গার্হপত্যা নাকচরাঃ পিতরো লোকবিশ্রুতাঃ। সোমপা একশৃঙ্গাশ্চ তথা সর্ব্বে তপস্বিনঃ॥ ৩৪॥ নাগাঃ সুপর্ণাঃ পশবঃ পিতামহমুপাসতে। স্থাবরা জঙ্গমাশ্চাপি মহাভূতাস্তথা পরে॥৩৫॥ পুরন্দরশ্চ দেবেন্দ্রো বরুণো ধনদস্তথা। মহাদেবঃ সহোমোঽত্র সদা গচ্ছতি সর্ব্বদঃ। গচ্ছন্তি সর্ব্বদা দেবা নারায়ণস্তথর্ষয়ঃ। ঋষয়ো বালখিল্যাশ্চ যোনিজাযোনিজাস্তথা॥ ৩৭॥ যৎকিঞ্চিত্রিষু লোকেষু দৃশ্যতে স্থাণু জঙ্গমম্। তস্যাং সহোপবিষ্টায়াং তত্র জ্ঞাত্বা স ধর্ম্মবিৎ॥ ৩৮॥ দেবৈর্মুনিবরৈঃ ক্রান্তাং সমালোক্যাতিবিস্মিতঃ। হর্ষেণ মহতা যুক্তো রোমাঞ্চিততনূরুহঃ॥ ৩৯॥ তত্র ধর্ম্মো মহাতেজাঃ কথাং পাপপ্রণাশিনীম্ বাচ্যমানান্তু শুশ্রাব ব্যাসেনামিততেজসা॥ ৪০॥ ধর্ম্মারণ্যকথাং দিব্যাং তথৈব সুমনোহরাম্। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ফলদাত্রীং তথৈব চ॥ ৪১॥ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাদিফলদাত্রীং তথৈব চ। ধারণাৎ শ্রবণাচ্চাপি পঠনাচ্চাবলোকাৎ॥ ৪২॥ তাং নিশম্য সুবিস্তীর্ণাং কথাং ব্রহ্মাণ্ডসম্ভবাম্। প্রমোদোৎফুল্লনয়নো ব্রহ্মাণমনুমত্য চ॥ ৪৩॥ কৃতকার্য্যোঽপি ধর্ম্মাত্মা গন্তুকামস্তদাভবৎ। নমস্কৃত্য তদা ধর্ম্মো ব্রহ্মাণং স পিতামহম্॥ ৪৪॥ অনুজ্ঞাতস্তদা তেন গতোঽসৌ যমশাসনম্। পিতামহপ্রসাদাচ্চ শ্রুত্বা পুণ্যপ্রদায়িনীম্॥ ৪৫॥ ধর্ম্মারণ্যকথাং দিব্যাং পবিত্রাং পাপনাশিনীম্। স গতোঽনুচরৈঃ সার্দ্ধং ততঃ সংযমিনীং প্রতি॥ ৪৬॥ অমাত্যানুচরৈঃ সার্দ্ধং প্রবিষ্টঃ স্বপুরং যমঃ। তত্রান্তরে মহাতেজা নারদো মুনিপুঙ্গবঃ॥ ৪৭॥ দুর্নিরীক্ষ্যঃ কৃপাযুক্তঃ সমদর্শী তপোনিধিঃ। তপসা দগ্ধদেহোঽপি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ॥ ৪৮॥ সবর্গঃ সর্ব্ববিচ্চৈব নারদঃ সর্ব্বদা শুচিঃ। বেদাধ্যায়নশীলশ্চ হ্যাগতস্তত্র সংসদি॥ ৪৯॥ তং দৃষ্ট্বা সহসা ধর্ম্মো ভার্য্যয়া

গ্রহগণ, মন্ত্র সকল, রথন্তর, হরিমান্, বসুমান্, বিশ্বকর্ম্মা, বসুগণ, পিতৃগণ, হবিঃসকল, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, সর্ব্বশাস্ত্র, ইতিহাস, উপবেদ, বেদাঙ্গসকল, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, যশ, অক্ষয় অব্যয় নিত্য কালচক্র, যাবতীয় দেবপত্নীগণ, সমস্ত মনোজবগণ, গার্হপত্যগণ, নাকচর পিতৃগণ, সোমপগণ, একশৃঙ্গগণ, যাবতীয় তপস্বিগণ, নাগগণ, সুপর্ণগণ ও পশুগণ, সকলেই সেখানে পিতামহের উপাসনা করিতেছে। স্থাবর ও জঙ্গম মহাভূতগণ, পুরন্দরনামক দেবেন্দ্র, বরুণ, কুবের এবং উমাসহ মহাদেব, সর্ব্বদাই তথায় আগমন করেন। ঋষিগণ, সর্ব্বদেব ও স্বয়ং নারায়ণ, সে সভায় সমাগত হইয়া থাকেন। বালখিল্য ঋষিগণ, যোনি বা অযোনিজাত প্রাণিগণ, এমন কি, এই ত্রিলোকে যে কিছু চরাচর বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই সেই সভায় সমাসীন হইয়া ব্রহ্ম-উপাসনায় তৎপর। ধর্ম্মবিৎ ধর্ম্ম, সেই সভায় সমস্ত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া এবং সেই দেবমুনিপরিবৃতা সভা সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। মহাহর্ষে তদীয় তনুরুহ সকল পুলকিত হইয়া উঠিল। তখন মহাতেজা ধর্ম্ম এক পাপনাশিনী কথা তথায় শ্রবণ করিলেন। ঐ কথা অমিততেজা ব্যাস অবতারণা করিয়াছিলেন। ব্যাস-বর্ণিত সেই কথা;—ধর্ম্মারণ্যের কথা; উহা দিব্য, সুমনোহর, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষফল-দায়ক এবং পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রাদিফলজনক। উহার ধারণ শ্রবণ, পঠন ও অবলোকনেই সেই সেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই ব্রহ্মাণ্ডসম্ভবা বিস্তৃত কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্ম কৃতকার্য্য হইয়াও হর্ষোৎফুল্ল নয়নে পিতামহ ব্রহ্মাকে নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে ব্রহ্মসভা হইতে গমনোদ্যত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে অনুজ্ঞা করিলে ধর্ম্ম, স্বীয় শাসনাধীন স্থানে গমন করিলেন। তিনি পিতামহপ্রসাদে পুণ্যদায়িনী, পাপহারিণী, দিব্য পূত ধর্ম্মারণ্যকথা শ্রবণ করিয়াঅনুচরগণ সহ সংযমনীপুরে প্রস্থান করিলেন।২৮—৪৬। অমাত্য ও অনুচরগণ সমভিব্যাহারে যম স্বীয় পুরে প্রবিষ্ট হইলে সেই সময় তাঁহার সভায় মহাতেজা মুনিপুঙ্গব নারদ আগমন করিলেন। নারদের মূর্ত্তি দুর্নিরীক্ষ্য; তিনি কৃপালু, সমদর্শী, তপোনিধি। তপস্যায় দগ্ধদেহ হইয়াও সদাই তিনি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ; তিনি সর্ব্বগ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদা পবিত্র ও বেদাধ্যয়নশীল। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ

সৈবকৈঃ সহ। সম্মুখো হর্ষসংযুক্তো গচ্ছন্নেব স সত্বরঃ ॥ ৫০ ॥ অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং কুলম্। অদ্য মে সফলো ধর্ম্মস্ত্বয্যায়াতে তপোধনে ॥ ৫১ ॥ অর্ঘ্যপাদ্যাদিবিধিনা পূজাং কৃত্বা বিধানতঃ। দণ্ডবত্তং প্রণম্যাথ বিধিনা চোপবেশিতঃ ॥ ৫২ ॥ আসনে স্বে মহাদিব্যে রত্নকাঞ্চনভূষিতে। চিত্রার্পিতা সভা সর্ব্বা দীপা নির্ব্বাতগা ইব ॥৫৩॥ বিধায় কুশলপ্রশ্নং স্বাগতেনাভিনন্দ্য তম্। প্রহর্ষমতুলং লেভে ধর্ম্মারণ্যকথাং স্মরন্॥ ৫৪॥ নারদং পূজয়িত্বা তু প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। হর্ষিতং তু যমং দৃষ্ট্বা নারদো বিস্মিতাননঃ ॥ ৫৫ ॥ চিন্তয়ামাস মনসা কিমিদং হর্ষিতো হরিঃ। অতিহর্ষং চ তং দৃষ্ট্বা যমরাজস্বরূপিণম্। আশ্চর্য্যমনসং চৈব নারদঃ পৃষ্টবাংস্তদা॥ ৫৬॥ নারদ উবাচ। কিং দৃষ্টং ভবতাশ্চর্য্যং কিং বা লব্ধং মহৎপদম্। দুষ্টস্ত্বং দুষ্টকর্ম্মা চ দুষ্টাত্মা ক্রোধরূপধৃক্ ॥ ৫৭॥ পাপিনাং যমনং চৈবমেতদ্রূপং মহত্তরম্। সৌম্যরূপং কথং জাতমেতন্মে সংশয়ঃ প্রভো ॥ ৫৮॥ অদ্য ত্বং হর্ষসংযুক্তো দৃশ্যসে কেন হেতুনা। কথয়স্ব মহাকায় হর্ষস্যৈব হি কারণম্ ॥ ৫৯ ॥ ধর্ম্মরাজ উবাচ। শ্রূয়তাং ব্রহ্মপুত্রৈতৎ কথয়ামি ন সংশয়ঃ। পুরাহং ব্রহ্মসদনং গতবানভিবন্দিতুম্ ॥ ৬০ ॥ তত্রাসীনঃ সভামধ্যে সর্ব্বলোকৈকপূজিতে। নানাকথাঃ শ্রুতাস্তত্র ধর্ম্মবর্গসমন্বিতাঃ ॥ ৬১ ॥ কথাঃ পুণ্যা ধর্ম্মযুতা রম্যা ব্যাসমুখাচ্চ্যুতাঃ। ধর্ম্মকামার্থসংযুক্তাঃ সর্ব্বাঘৌঘবিনাশিনীঃ ॥ ৬২॥ যাঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যন্তে ব্রহ্মহত্যয়া। তারয়ন্তি পিতৃগণাঞ্ছতমেকোত্তরং মুনে॥ ৬৩॥ নারদ উবাচ। কীদৃশী তৎকথা মে তাং প্রশংস ভবতা শ্রুতাম্। কথাং যম মহাবাহো শ্রোতুকামোঽস্ম্যহং চ তাম্॥ ৬৪ ॥ যম উবাচ। একদা ব্রহ্মলোকেঽহং নমস্কর্ত্তুং পিতামহম্। গতবানস্মি তং দেশং কার্য্যাকার্য্যবিচারণে ॥ ৬৫ ॥ ময়া তত্রাদ্ভুতং দৃষ্টং শ্রুতং চ মুনিসত্তম। ধর্ম্মারণ্যকথাং দিব্যাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরিতাম্॥ ৬৬ ॥ শ্রুত্বা কথাং মহাপুণ্যাং ব্রহ্মন্ ব্রহ্মাণ্ডগাং শুভাম্। গুণপূর্ণাং সত্যযুক্তাং তেন

সহসা ভার্য্যা ও ভৃত্যগণ-সহ হৃষ্টচিত্তে ব্যগ্রভাবে তদীয় সম্মুখে গিয়া বলিলেন,—ঋষে! আপনা হেন তপোধনের আগমনে অদ্য আমার জন্ম সফল; কুল সফল ও ধর্ম্ম সফল। এই বলিয়া অর্ঘ্য ও পাদ্যাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা ও দণ্ডবৎ প্রণামান্তে ঋষিকে রত্ন-কাঞ্চনমণ্ডিত স্বীয় সুন্দর আসনে উপবেশন করাইলেন। তখন নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় সমগ্র যমসভা চিত্রার্পিতের ন্যায় প্রতিভাত হইল। অনন্তর যম কুশল প্রশ্ন করিয়া স্বাগত বাক্যে তাঁহাকে অভিনন্দিত করত ধর্ম্মারণ্যকথা স্মরণ ও নারদকে পূজা করিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে অতুল প্রহর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। নারদ যমকে হর্ষিত দেখিয়া বিস্মিতভাবে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যম কেন এরূপ হৃষ্ট হইলেন? যাহা হোক, নারদ যমরাজকে অত্যন্ত হর্ষাবিষ্ট ও আশ্চর্য্যান্বিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—যম! তুমি কি আশ্চর্য্য দেখিয়াছ? কোন্ মহৎ পদই বা লাভ করিয়াছ? তুমিত চিরদিন দুষ্ট, দুষ্টকর্ম্মা, দুষ্টাত্মা ও ক্রোধরূপী। তোমার ভীষণ রূপ পাপীদিগের প্রশাসক। হে প্রভো! তোমার এই সৌম্যরূপ কিরূপে হইল? আমার এই সংশয় উপস্থিত উপস্থিত হইয়াছে। অদ্য তোমাকে কেন এরূপ হর্ষযুক্ত দেখিতেছি? হে মহাকায়! তোমার হর্ষের কারণ ব্যক্ত কর। ধর্ম্মরাজ কহিলেন,—হে ব্রহ্মপুত্র! শ্রবণ করুন,—আমি ইহা নিশ্চয়ই বলিব। পূর্ব্বে আমি ব্রহ্মাকে বন্দনা করিবার জন্য তদীয় সভায় গমন করিয়াছিলাম, সেখানে সর্ব্বলোকপূজিত সভামধ্যে সমাসীন হইয়া আমি ধর্ম্মবর্গযুত নানা কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। সেই সকল পুণ্য ধর্ম্মযুক্ত রম্য কথা বেদব্যাসের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল। আমি সে সকল শ্রবণ করিয়াছিলাম। ঐ সকল পবিত্র কথা ধর্ম্ম, কাম, ও অর্থযুত এবং নিখিল পাপহরণে সমর্থ। উহা শ্রবণ করিলে ব্রহ্মহত্যা ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। হে মুনে! সেই সমস্ত কথা একাধিক শত পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকে। নারদ কহিলেন,—সেই কথা কিপ্রকার, যাহা শুনিয়া তুমি আমার নিকট প্রশংসা করিতেছ? হে মহাবাহো যম! আমি ঐ কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।৪৭—৬৪। যম কহিলেন,—একদা আমি পিতামহকে নমস্কার করিবার জন্য ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলাম, সেখানে নানা কার্য্যাকার্য্যের আলোচনায় আমি অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা দেখিলাম এবং শুনিলাম। হে মুনিসত্তম! সেখানে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দিব্য ধর্ম্মারণ্য-কথা বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মন্! আমি সেই মহাপুণ্য কথা শুনিয়াছিলাম, যে কথা গুণপূর্ণা,

হর্ষেণ হর্ষিতঃ ॥ ৬৭ ॥ অস্তচ্চৈব মুনিশ্রেষ্ঠে ভবাগমনকারণম্। শুভায় চ সুখায়ৈব ক্ষেমায় চ জয়ায় হি ॥ ৬৮ ॥ অদ্যাস্মি কৃতকৃত্যোঽহমদ্যাহং সুকৃতী মুনে। ধর্ম্মো নামাদ্য জাতোঽহং তব পদযুগ্মদর্শনাৎ ॥ ৬৯ ॥ পূজ্যোঽহং চ কৃতার্থোঽহং ধন্যোঽহং চাদ্য নারদ। যুষ্মৎপাদপ্রসাদাচ্চ পূজ্যোঽহং ভুবনত্রয়ে ॥ ৭০ ॥ সূত উবাচ। এবংবিধৈর্বচোভিশ্চ তোষিতো মুনিসত্তমঃ। পপ্রচ্ছ পরয়া ভক্ত্যা ধর্ম্মারণ্যকথাং শুভাম্ ॥ ৭১ ॥ নারদ উবাচ। শ্রুতা ব্যাসমুখাদ্ধর্ম্ম ধর্ম্মারণ্যকথা শুভা। তৎসর্ব্বং হি কথয় মে বিস্তীর্ণং চ যথাতথম্ ॥ ৭২ ॥ যম উবাচ। ব্যগ্রোঽহং সততং ব্রহ্মন্ প্রাণিনাং সুখদুঃখিনাম্। তত্তৎ কর্ম্মানুসারেণ গতিং দাতুং সুখেতরাম্ ॥ ৭৩ ॥ তথাপি সাধুসঙ্গো হি ধর্ম্মায়ৈব প্রজায়তে। ইহ লোকে পরত্রাপি ক্ষেমায় চ সুখায় চ ॥৭৪॥ ব্রহ্মণঃ সন্নিধৌ যচ্চ শ্রুতং ব্যাসমুখেরিতম্। তৎসর্ব্বং কথয়িষ্যামি মানুষাণাং হিতায় বৈ ॥ ৭৫ ॥

সূত উবাচ। যমেন কথিতং সর্ব্বং যচ্ছ্রুতং ব্রহ্মসংসদি। আদিমধ্যাবসানং চ সর্ব্বং নৈবাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৬ ॥ কলিদ্বাপরয়োর্ম্মধ্যে ধর্ম্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্। গতোঽহংসৌ নারদো মর্ত্ত্যে রাজ্যং ধর্ম্মসুতস্য বৈ ॥ ৭৭ ॥ আগতঃ শ্রীহরেরংশো নারদঃ প্রত্যদৃশ্যত। জ্বলিতাগ্নিপ্রতীকাশো বালার্কসদৃশেক্ষণঃ ॥ ৭৮ ॥ সব্যাপবৃত্তং বিপুলং জটামণ্ডলমুদ্বহন্। চন্দ্রাংশুশুক্লে বসানে বসানো কৃষ্ণভূষণঃ ॥ ৭৯ ॥ বীণাং গৃহীত্বা মহতীং কক্ষাসক্তাং সখীমিব। কৃষ্ণাজিনোত্তরাসঙ্গো হেমযজ্ঞোপবীতবান্ ॥ ৮০ ॥ দণ্ডী কমণ্ডলুকরঃ সাক্ষাদ্বহ্নিরিবাপরঃ। ভেত্তা, জগতি গুহ্যানাং বিগ্রহাণাং গুহোপমঃ ॥ ৮১ ॥ মহর্ষিগণসংসিদ্ধো বিদ্বান্ গান্ধর্ব্ববেদবিৎ। বৈরকেলিকলো বিপ্রো ব্রাহ্মঃ কলিরিবাপরঃ ॥ ৮২ ॥ দেবগন্ধর্ব্বলোকানামাদিবক্তা মুনিগ্র হঃ। গাতা চতুর্ণাং বেদানামুদ্গাতা হরিসদ্গুণান্ ॥৮৩॥ স নারদোঽথ বিপ্রর্ষির্ব্রহ্মলোকচরোঽব্যয়ঃ। আগতোঽথ পুরীং হর্ষাদ্ধর্ম্মরাজেন পালিতাম্ ॥ ৮৪ ॥ অথ তত্রোবিষ্টেষু রাজন্যেষু

সত্যযুক্তা, ব্রহ্মাণ্ডগতা ও শুভা; তাহা শুনিয়া আমার যে হর্ষ হইয়াছিল, সেই হর্ষেই আমি হর্ষিত হইয়াছি। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমার হর্ষের প্রতি আরও এক কারণ আছে, সে কারণ—আপনার আগমন। ভবাদৃশ ব্যক্তির আগমনে সুখ, সৌভাগ্য, মঙ্গল ও জয়, সকল অভ্যুদয়েরই সম্ভাবনা। তাই অদ্য আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি। হে মুনে! অদ্য আমি সুকৃতী হইয়াছি। আপনার পাদদ্বয় দর্শনে অদ্য আমার 'ধর্ম্ম'নাম সার্থক হইয়াছে। হে নারদ! আমি পূজ্য, কৃতার্থ ও ধন্য হইলাম। আপনার পাদ প্রসাদেই ভুবনত্রয়ে আমি পূজ্য হইয়াছি। সূত কহিলেন,—যমের এবম্বিধ বাক্যে মুনিবর তোষিত হইয়া পরম ভক্তি সহকারে পবিত্র ধর্ম্মারণ্য কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, নারদ কহিলেন,—হে ধর্ম্ম! তুমি ব্যাসের মুখে শুভ ধর্ম্মারণ্য কথা শ্রবণ করিয়াছ, এক্ষণে আমার নিকট সে সকল বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন কর। যম কহিলেন—, ব্রহ্মন্! যদিও আমি সুখ-দুঃখভাগী প্রাণীদিগের স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সুগতি দুর্গতি দানে সর্ব্বদাই ব্যগ্র রহিয়াছি, তথাচ আমি জানি,—সাধুসঙ্গ ধর্ম্মজনকই হইয়া থাকে। উহা ইহপর উভয় লোকেই ক্ষেম ও সুখের নিমিত্ত হয়। অতএব ব্রহ্মার সম্মুখে ব্যাসমুখোচ্চারিত যে সকল কথা আমি শুনিয়াছি, মনুষ্যদিগের হিতের নিমিত্ত তৎসমস্তই ভবৎসমীপে বর্ণন করিব। সূত কহিলেন,—যম ব্রহ্মসভায় যাহা শুনিয়াছিলেন, তৎসমস্তই অদ্যোপান্ত নারদের নিকট কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর কলি ও দ্বাপর যুগের মধ্যভাগে একদা নারদ মর্ত্ত্যে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন করিলেন। শ্রীহরির অংশ নারদ ধর্ম্মপুত্রের রাজ্যে পদার্পণ করিলে দেখা গেল,—তাঁহার আকার জ্বলদগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান ও নয়নদ্বয় বালার্ক সদৃশ। তিনি সব্যাপবৃত্ত বিপুল জটামণ্ডল ধারণ করিতেছেন। চন্দ্রাংশুর ন্যায় শুক্লবর্ণ বসন যুগল তাঁহার পরিধান; তিনি কৃষ্ণ ভূষণে ভূষিত; তদীয় মহতী নাম্নী বীণা সখীর ন্যায় তাঁহার কক্ষসঙ্গিনী; তিনি কৃষ্ণাজিনের উত্তরাসঙ্গ ও হেমযজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন; তিনি দণ্ডী, কমণ্ডলুধারী, দ্বিতীয় বহ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান; জাগতিক নিখিল রহস্যবস্তুর ভেদকর্ত্তা; বিগ্রহসমূহের গুহোপম নেতা; মহর্ষিসমাজে বিখ্যাতনামা; গান্ধর্ব্ববেদে সুপণ্ডিত ব্রহ্মনন্দন ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় কলির ন্যায় বৈরকলিকলায় তৎপর; দেব ও গন্ধর্ব্বলোকের আদি বক্তা; জিতেন্দ্রিয়, চতুর্ব্বেদ-গানে সুনিপুণ; এবং হরিগানসমূহের উদ্গাতা।৬৫—৮৩। এ হেন ব্রহ্মলোকবিহারী বিপ্রর্ষি নারদ মনের হর্ষে ধর্ম্মরাজপালিতা পুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর নারদ-দর্শনে সমুচিত

মহাত্মসু। মহৎসু চোপবিষ্টেষু গন্ধর্ব্বেষু চ তত্র বৈ ॥ ৮৫ ॥ লোকানমুচরন্ সর্ব্বানাগতঃ স মহর্ষি-রাট্। নারদঃ সুমহাতেজা ঋষিভিঃ সহিতস্তদা॥ ৮৬॥ তমাগতমৃষিং দৃষ্ট্বা নারদং সর্ব্বধর্ম্মবিৎ। সিংহাসনাৎ সমুত্থায় প্রযযৌ সম্মুখস্তদা ॥ ৮৭ ॥ অভ্যবাদয়ত প্রীত্যা বিনয়াবনতস্তদা। তদর্হমাসনং তস্মৈ সম্প্রদায় যথাবিধি ॥ ৮৮ ॥ গাং চৈব মধুপর্কং চ সম্প্রদায়ার্ঘমেব চ। অর্চ্চয়ামাস রত্নৈশ্চ সর্ব্বকামৈশ্চ ধর্ম্মবিৎ ॥ ৮৯ ॥ তুতোষ চ যথাবচ্চ পূজাং প্রাপ্য চ ধর্ম্মবিৎ। কুশলী ত্বং মহাভাগ তপসঃ কুশলং তব ॥ ৯০ ॥ ন কশ্চিদ্বাধতে দুষ্টো দৈত্যো হি স্বর্গভূপতিম্। মুনে কল্যাণরূপস্ত্বং নমস্কৃতঃ সুরাসুরৈঃ। সর্ব্বগঃ সর্ব্ববেত্তা চ ব্রহ্মপুত্র কৃপানিধে ॥ ৯১ ॥ নারদ উবাচ। সর্ব্বতঃ কুশলং মেঽদ্য প্রসাদাদ্‌ব্রহ্মণঃ সদা। কুশলী ত্বং মহাভাগ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ॥ ৯২ ॥ ভ্রাতৃভিঃ সহ রাজেন্দ্র ধর্ম্মেষু রমতে মনঃ। দারৈঃ পুত্রৈশ্চ ভৃত্যৈশ্চ কুশলৈ-র্গজবাজিভিঃ ॥ ৯৩ ॥ ঔরসানিব পুত্রাংশ্চ প্রজা ধর্ম্মেণ ধর্ম্মজ্ঞ। পালয়সি কিমাশ্চর্য্যং ত্বয়া ধন্যা হি সা প্রজা ॥ ৯৪ ॥ পালনাৎ পোষণান্নৃণাং ধর্ম্মো ভবতি বৈ ধ্রুবম্। তত্তদ্ধর্ম্মস্য ভোক্তা ত্বমিত্যেবং মনুরব্রবীৎ ॥ ৯৫ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কুশলং মম রাষ্ট্রং চ ভবতা-মঙ্ঘ্রিস্পর্শনাৎ। দর্শনেন মহাভাগ জাতোঽহং গতকিল্বিষঃ ॥ ৯৬ ॥ ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সভাগ্যোঽহং ধরাতলে। অদ্যাহং সুকৃতী জাতো ব্রহ্মপুত্রে গৃহাগতে ॥ ৯৭ ॥ কুত আগমনং ব্রহ্মন্নদ্য তে মুনিসত্তম। অনুগ্রহার্থং সাধূনাং কিংবা কার্য্যেণ কেন চ ॥ ৯৮ ॥ নারদ উবাচ। আগতোঽহং নৃপশ্রেষ্ঠ সকাশাচ্ছমনস্য চ। ব্যাসেনোক্তাং ব্রহ্মণোঽগ্রে-কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্ ॥ ৯৯ ॥ ধর্ম্মা-রণ্যাশ্রিতাং দিব্যাং সর্ব্বসন্তাপহারিণীম্। যাং শ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ১০০ ॥ হত্যা-যুতপ্রশমনীং তাপত্রয়বিনাশিনীম্। যাং বৈ শ্রুত্বা-তিভক্ত্যা চ কঠিনো মৃদুতাং ভজেৎ ॥ ১০১ ॥ ধর্ম্ম-রাজেন তাং শ্রুত্বা মমাগ্রে চ নিবেদিতাম্। তম-

মহাত্মা রাজন্যগণ ও গন্ধর্ব্বগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন তখন মহাতেজা মহর্ষি নারদ সর্ব্বলোক বিচরণপূর্ব্বক ঋষিগণ সহ রাজসভায় সমাগত হইলে সর্ব্বধর্ম্মবিৎ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে দেখিয়া সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং তাঁহার সম্মুখীন হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক বিনীতভাবে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পরে তাঁহার ঋষি-যোগ্য আসন এবং যথাবিধি গো ও মধুপর্ক, দ্বারা অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বাভীষ্ট রত্নসমূহ দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ নারদ যথাবিধি পূজা প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট হইলেন। পরে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিলেন, হে মহাভাগ! আপনার এবং আপনার তপস্যার কুশল ত? কোন দুষ্ট দৈত্য স্বর্গাধিপতিকে উৎপীড়িত করে না ত? হে মুনে! আপনি কল্যাণরূপী; হে কৃপানিধে ব্রহ্মপুত্র! সুরাসুর সকলেই আপ-নাকে নমস্কার করেন। আপনি সর্ব্বগামী ও সর্ব্ব-বেত্তা। নারদ কহিলেন,—ব্রহ্মার প্রসাদে আমার এখন সর্ব্বদাই সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল জানিবেন। কিন্তু হে মহাভাগ! হে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির! ভ্রাতৃগণসহ আপনি কুশলে আছেন ত? হে রাজেন্দ্র! আপনার মন, ধর্ম্মে নিয়ত আছে ত? স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য ও গজাশ্বাদি বাহনগণ আপনার কুশলে আছে ত? হে ধর্ম্মনন্দন! তুমি যে ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে ঔরস পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতেছ, ইহা আর আশ্চ-র্য্যের বিষয় কি? প্রত্যুত তোমা দ্বারা প্রজামণ্ডলী ধন্য হইয়াছে। পালন এবং পোষণ এই উভয় কার্য্যেই নরগণের নিশ্চয় ধর্ম্ম হয়। সেই সেই ধর্ম্মের ভোক্তা রাজাই হইয়া থাকেন, মনু ইহাই বলিয়াছেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে মহাভাগ! আপনাদিগের অঙ্ঘ্রিস্পর্শে আমার রাজ্যের সর্ব্বত্রই কুশল। বিশেষতঃ ভবদ্দর্শনে আমি অদ্য নিষ্পাপ হইলাম। আপনি ব্রহ্মপুত্র—আপনার আগমনে আমি ধরাতলে ধন্য, কৃতকৃত্য, ভাগ্যবান্ ও সুকৃতশালী হইলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, হে ব্রহ্মন্! আপনি কোথা হইতে আসিলেন, আপনার এ আগমনের উদ্দেশ্য—সাধুগণের প্রতি অনুগ্রহ অথবা অন্য কোন কার্য্য। নারদ কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি অধুনা শমনের নিকট হইতে আগমন করিতেছি। ব্যাস ব্রহ্মার সন্নিধানে ধর্ম্মারণ্যসম্বন্ধীয় এক পবিত্র পৌরাণিক শুভকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, উহা দিব্য ও সর্ব্বসন্তাপহরণে সমর্থ। সে কথা শ্রবণে ব্রহ্মহত্যা ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। তাহাতে অযুত হত্যাজনিত পাপ প্রনষ্ট হয় এবং তাপ-ত্রয় প্রশমিত হইয়া যায়। একান্ত ভক্তির সহিত সে কথা শ্রবণ করিলে অতি কঠিন হৃদয়ও কোমল হয়। ৮৪—১০১। ধর্ম্মরাজ সেই কথা শুনিয়াছিলেন; শুনিয়া

পৃচ্ছদমেয়াত্মা কথাং ধর্ম্মবিনোদিনীম্ ॥ ১০২ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। ধর্ম্মারণ্যাশ্রিতাং পুণ্যাং কথাং মে দ্বিজসত্তম। কথয়স্ব প্রসাদেন লোকানাং হিত-কাম্যয়া ॥ ১০৩ ॥ নারদ উবাচ। স্নানকালোঽয়ম-স্মাকং ন কথাবসরো মম। পরন্তু শ্রুয়তাং রাজ-ন্নুপদেশং দদাম্যহম্ ॥ ১০৪ ॥ মাসানামুত্তমো মাঘঃ স্নানদানাদিকে তথা। তস্মিন্মাঘে চ যঃ স্নাতি সর্ব্ব-পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১০৫ ॥ স্নানার্থং যাহি শীঘ্রং ত্বং গঙ্গায়াং নৃপতেঽধুনা। ব্যাসস্যাগমনং চাদ্য ভবি-ষ্যতি নৃপোত্তম ॥ ৬ ॥ তং পৃচ্ছস্ব মহাভাগ শ্রাবয়িষ্যতি তে শুভম্। তীর্থানাং চৈব সর্ব্বেষাং ফলং পুণ্যং যদদ্ভুতম্ ॥ ১০৭ ॥ ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ উত্তমাধমমধ্যমাঃ। বাচয়িষ্যতি তৎসর্ব্বমিতিহাস-সমুদ্ভবম্ ॥ ১০৮ ॥ ধর্ম্মারণ্যস্য সকলং বৃত্তং যদ্যৎ-পুরাতনম্। ব্যাসঃ সত্যবতীপুত্রো বদিষ্যতি চ তেঽখিলম্ ॥ ১০৯ ॥ সূত উবাচ। এবমুক্ত্বা বিধেঃ পুত্রস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। তস্মিন্ গতে স নৃপতিঃ ক্রীড়তে সচিবৈঃ সহ ॥ ১১০ ॥ এতস্মিন্নন্তরে তত্র প্রাপ্তঃ সত্যবতীসুতঃ। বিজ্ঞাপয়ামাস তদা বিদুরঃ পাণ্ডবস্য চ ॥ ১১১ ॥ সূত উবাচ। আগতন্তু মুনিং শ্রুত্বা সর্ব্বে হর্ষসমাকুলাঃ। সমুত্তস্থুর্হি ভীমাদ্যাঃ সহ ধর্ম্মেণ সর্ব্বশঃ ॥ ১১২ ॥ তদা হি সন্মুখো ভূত্বা মুমুদে নতকন্ধরঃ। দণ্ডবত্তং প্রণম্যাথ ভ্রাতৃভিঃ সহিত-স্তদা ॥ ১১৩ ॥ মধুপর্কেণ বিধিনা পূজাং কৃত্বা সুশোভনাম্। সিংহাসনে সমাবেশ্য পপ্রচ্ছানা-ময়ং তদা ॥ ১০৪ ॥ ততঃ পুণ্যাং কথাং দিব্যাং শ্রাবয়ামাস ধর্ম্মবিৎ। কথান্তে মুনিশার্দ্দূলং বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ১১৫ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। ত্বৎ-প্রসাদান্ময়া ব্রহ্মন্ শ্রুতাস্ত প্রবরাঃ কথাঃ। আপদ্ধর্ম্মা রাজধর্ম্মা মোক্ষধর্ম্মা হ্যনেকশঃ ॥ ১১৬ ॥ পুরাণানাঞ্চ ধর্ম্মাশ্চ ব্রতানি বহুশস্তথা। তীর্থান্যনেকরূপাণি সর্ব্বাণ্যাতনানি চ ॥ ১১৭ ॥ ইদানীং শ্রোতুমি-চ্ছামি ধর্ম্মারণ্যকথাং শুভাম্। শ্রুত্বা যাং হি বিনশ্যেত পাপং ব্রহ্মবধাদিকম্ ॥ ১১৮ ॥ ধর্ম্মা-রণ্যস্থতীর্থানাং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ। কস্যেদং স্থাপিতং স্থানং কস্মাদেতদ্বিনির্ম্মিতম্ ॥ ১১৯ ॥

আমার নিকট আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন। তখন আমেয়াত্মা যুধিষ্ঠির নারদের নিকট সেই ধর্ম্ম-বিনোদিনী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিলেন,—হে দ্বিজবর! আপনি অনুগ্রহ করিয়া লোকহিতকামনায় সেই ধর্ম্মারণ্যসম্বন্ধীয় পুণ্য কথা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। নারদ কহিলেন,—ইহা কথাবসর নহে; এক্ষণে আমাদিগের স্নান কাল উপস্থিত পরে স্নানান্তে আমি এ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিব। হে রাজন্! তখন তুমি ইহা শ্রবণ করিও। জানিবে,—স্নানদানাদি কার্য্যে মাসসমূহের মধ্যে মাঘমাসই উত্তম মাস। মাঘস্নায়ী ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। অতএব হে রাজন্! তুমি অধুনা স্নানার্থ সত্বর গঙ্গায় গমন কর। হে নৃপোত্তম! অদ্য ব্যাস ঋষির আগমন হইবে। তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিও, তিনি তোমাকে শুভ কথা শুনাই-বেন। হে মহাভাগ! সমস্ত তীর্থের পুণ্যফল—ভূত ভাবী ও বর্ত্তমান—উত্তম অধম ও মধ্যম কথা, সমস্তই তিনি কীর্ত্তন করিবেন। ধর্ম্মারণ্যের ইতিহাসমূলক যে যে পুরাতন বৃত্তান্ত আছে, সত্যবতীনন্দন ব্যাস তাহা সমস্তই বলিবেন। সূত কহিলেন,—বিধাতৃনন্দন নারদ এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। তিনি অন্তর্দ্ধান করিলে নরপতি সচিবগণ সহ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সত্যবতীসুত ব্যাস তথায় উপস্থিত হইলেন। বিদুর তাঁহার আগমন-—বার্ত্তা পাণ্ডবদিগের নিকট বিজ্ঞাপন করিলেন। সূত কহিলেন,—ভীমসেনাদি পাণ্ডবগণ মুনির আগমনসংবাদ শ্রবণ করিয়া সকলেই হর্ষাকুল-চিত্তে সমুত্থিত হইলেন। তখন ধর্ম্মনন্দন নত-কন্ধরে অগ্রবর্ত্তী হইয়া ভ্রাতৃগণ সহ মুনিকে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করত আনন্দিত হইলেন এবং মধু-পর্কযোগে যথাবিথি তদীয় পূজাকার্য্য সম্পাদন করিয়া সিংহাসনে স্থাপনান্তে তাঁহার নিকট অনা-ময় প্রশ্ন করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ দিব্য পুণ্য কথা শ্রবণ করাইলেন এবং কথাবসানে মুনিবরকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনার প্রসাদে অনেক বিশিষ্ট কথা শ্রবণ করিয়াছি। আপদ্ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম ইত্যাদি অনেক বিষয়ই আমার শ্রুতি-গোচর হইয়াছে। কিন্তু পুরাণোক্ত বিবিধ ধর্ম্ম, ব্রত, বহুবিধ তীর্থ ও সমস্ত পুণ্যায়তনকথা আমি শুনিতে পাই নাই; অতএব অধুনা শুভ ধর্ম্মারণ্যকথা শুনিতে ইচ্ছা করি। শুনিয়াছি,—ঐ কথা শুনিলে ব্রহ্মবধাদি পাপ হইতে নিষ্কৃতি ঘটে। ১০২—১১৮। আমি ধর্ম্মারণ্যস্থ তীর্থসমূহের বিবরণ যথাযথ শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ঐ স্থান কাহার স্থাপিত? এবং কেনই বা উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল? কে

রক্ষিতং পালিতং কেন কস্মিন্ কালেঽথ নির্ম্মিতম্। কিং কিং তত্রাভবৎ পূর্ব্বং শংসৈতৎ পৃচ্ছতো মম॥ ১২০॥ ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ তস্মিন স্থানে চ যদ্ভবেৎ। তৎসর্ব্বং কথয়স্বাদ্য তীর্থানাঞ্চ যথা স্থিতিঃ॥ ১২১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে একাশীতি সাহস্র্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়ে ব্রহ্মখণ্ডে পূর্ব্বভাগে ধর্ম্মারণ্যমহামাহাত্ম্যে যুধিষ্ঠির প্রশ্নবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। পৃথ্বীপুরন্ধ্র্যাস্তিলকং ললাটে লক্ষ্মীলতায়াঃ স্ফুটমালবালম্। বাগ্দেবতায়া জলকেলিরম্যং নোহেরকং সম্প্রতি বর্ণয়ামি॥ ১॥ সাধু পৃষ্টং ত্বয়া রাজন বারাণস্যধিকাধিকম্। ধর্ম্মারণ্যং নৃপশ্রেষ্ঠ শৃণুষ্বাবহিতো ভৃশম্॥ ২॥ সর্ব্বতীর্থানি তত্রৈব উষরং তেন কথ্যতে। ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যৈরিন্দ্রাদ্যৈঃ পরিসেবিতম্॥ ৩॥ লোকপালৈশ্চ দিকপালৈর্মাতৃভিঃ শিবশক্তিভিঃ। গন্ধর্ব্বৈশ্চাপ্সরোভিশ্চ সেবিতং যজ্ঞকর্ম্মভিঃ॥ ৪॥ ভূতবেতালশাকিনীগ্রহদেবাধিদৈবতৈঃ। ঋতুভির্ম্মাসপক্ষৈশ্চ সেব্যমানং সুরাসুরৈঃ॥ ৫॥ তদাদ্যঞ্চ নৃপ স্থানং সর্ব্বসৌখ্যপ্রদং তথা। যজ্ঞৈশ্চ বহুভিশ্চৈব সেবিতং মুনিসত্তমৈঃ॥ ৬॥ সিংহব্যাঘ্রৈর্দ্বিপৈশ্চৈব পক্ষিভির্ব্বিবিধৈস্তথা। গোমহিষ্যাদিভিশ্চৈব সারসৈর্ম্মৃগশূকরৈঃ॥ ৭॥ সেবিতং নৃপশার্দ্দুল শ্বাপদৈর্ব্বিবিধৈরপি। তত্র যে নিধনং প্রাপ্তাঃ পক্ষিণঃ কীটকাদয়ঃ॥ ৮॥ পশবঃ শ্বাপদাশ্চৈব জলস্থলচরাশ্চ যে। খেচরা ভূচরাশ্চৈব ডাকিন্যো রাক্ষসাস্তথা॥ ৯॥ একোত্তরশতৈঃ সার্দ্ধং মুক্তিস্তেষাং হি শাশ্বতী। তে সর্ব্বে বিষ্ণুলোকাংশ্চ প্রয়াস্ত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ১০॥ সন্তারয়তি পূর্ব্বজান্ দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্। যবব্রীহিতিলৈঃ সর্পির্ব্বিল্বপত্রৈশ্চ দূর্ব্বয়া॥ ১১॥ গুড়ৈশ্চৈবোদকৈর্নাথ তত্র পিণ্ডং করোতি যঃ। উদ্ধরেৎ সপ্ত গোত্রাণি কুলমেকোত্তরং শতম্॥ ১২॥ বৃক্ষৈরনেকধা যুক্তং লতাগুল্মৈঃ সুশোভিতম্। সদা পুণ্যপ্রদং তচ্চ সদা

উহার রক্ষণ ও পালন কার্য্য করিতেছে! এবং কোন্ কালেই বা উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল? অপিচ ঐ স্থানে পূর্ব্বে কি কি ঘটনাই বা ঘটিয়াছিল? আমি জিজ্ঞাসু, আমার নিকট ঐ সকল কীর্ত্তন করুন। সেই স্থানে অতীতে যাহা হইয়াছিল, ভবিষ্যতে যাহা হইবে ও বর্ত্তমান যাহা হইতেছে, এবং তীর্থসমূহের সংস্থানই বা কি প্রকার? এতৎসমস্ত আমার নিকট অদ্য কীর্ত্তন করুন।১১৯—১২১

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—যাহা পৃথ্বীরূপিণী পুরন্ধ্রীর ললাটস্থ তিলক, লক্ষ্মীরূপিণী ললিতলতার অলিবাল এবং বাগ্দেবতার জলকেলিরম্য সুস্থান, আমি সম্প্রতি সেই নোহেরকেরই বর্ণন করিতেছি। রাজন্! তুমি সুন্দর প্রশ্ন করিয়াছ, ধর্ম্মারণ্য বারাণসী অপেক্ষাও অত্যধিক পুণ্যস্থান। এক্ষণে অবহিত হইয়া তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। তথায় সর্ব্বতীর্থই বর্ত্তমান, তাই উহা উষর নামে কথিত। ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ, সমস্ত লোকপাল, দিক্পাল, শিবশক্তি মাতৃগণ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা নিত্যই ঐ স্থানের সেবা করেন। ভূত, বেতাল, শাকিনী, গ্রহ, দেবাধিদেব, ঋতু, মাস, পক্ষ এবং সুর ও অসুরগণ সকলেই ঐ ধর্ম্মারণ্যের সেবাকার্য্যে তৎপর। হে নৃপ! ঐ স্থানই সর্ব্বসৌখ্যপ্রদ আদিস্থান। মুনিগণ বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানে সর্ব্বদা উহার সেবা করেন। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, বিবিধ বিহঙ্গ, গো, মহিষী, সারস, মৃগ, শূকর, অন্যান্য শ্বাপদ সকল ঐ স্থানে বিচরণশীল। স্থলচর, জলচর, কীট, পক্ষী ও পশু, এবং খেচর ভূচর, ডাকিনী, বা রাক্ষসী, যাহারাই তথায় নিধন প্রাপ্ত হয়, একাধিক শত পুরুষের সহিত তাহাদের মুক্তি তথায় নিশ্চিতই। বলা বাহুল্য, তাহারা সকলেই মৃত্যুর পর নিঃসন্দেহ বিষ্ণুলোকে উপনীত হয়।১—১০। যে ব্যক্তি যব, ব্রীহি, তিল, সর্পিঃ বিল্বপত্র, গুড় ও উদক দ্বারা তথায় পিণ্ড প্রদান করে, সে তাহার দশপূর্ব্ব ও দশাপর পুরুষদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকে। অপিচ সেই পিণ্ডদানের ফলে সে তদীয় সপ্ত গোত্র ও একাধিক শত কুলের উদ্ধার-সাধন করে। হে ভূপতে! ধর্ম্মারণ্য অতি পুণ্যপ্রদ স্থান; উহা বিবিধ

ফলসমন্বিতম্ ॥ ১৩ ॥ নির্ব্বৈরং নির্ভয়ং চৈব ধর্ম্মারণ্যঞ্চ ভূপতে। গোব্যাঘ্রৈঃ ক্রীড়্যতে তত্র তথা মার্জ্জারমূষকৈঃ ॥ ১৪ ॥ ভেকোঽহিনা ক্রীড়তে চ মানুষা রাক্ষসৈঃ সহ। নির্ভয়ং বসতে তত্র ধর্ম্মারণ্যং চ ভূতলে ॥ ১৫ ॥ মহানন্দময়ং দিব্যং পাবনাৎপাবনং পরম্। কলকণ্ঠঃ কলোৎকণ্ঠমনুগুঞ্জতি কুঞ্জগঃ ॥ ১৬ ॥ ধ্যানস্থঃ শ্রোষ্যতি তদা পারাবত্যেতি বার্য্যতে। কেকঃ কোকীং পরিত্যজ্য মৌনং তিষ্ঠতি তদ্ভয়াৎ ॥ ১৭ ॥ চকোরশ্চন্দ্রিকাভোক্তা নক্তব্রতমিবাস্থিতঃ। পঠন্তি সারিকাঃ সারং শুকং সম্বোধয়ন্ত্যহো ॥ ১৮ ॥ অপারবারসংসারসিন্ধুপারপ্রদঃ শিবঃ। আলস্যেনাপি যো যায়াদ্গৃহাদ্ধর্ম্মবনং প্রতি ॥ ১৯ ॥ অশ্বমেধাধিকো ধর্ম্মস্তস্য স্যাচ্চ পদেপদে। শাপানুগ্রহসংযুক্তা ব্রাহ্মণাস্তত্র সন্তি বৈ ॥ ২০ ॥ অষ্টাদশসহস্রাণি পুণ্যকার্য্যেষু নির্ম্মিতাঃ। ষট্‌ত্রিংশত্তু সহস্রাণি ভৃত্যাস্তে বণিজো ভুবি ॥ ২১ ॥ দ্বিজভক্তিসমাযুক্তা ব্রহ্মণ্যাস্তে হ্যযোনিজাঃ। পুরাণজ্ঞাঃ সদাচারা ধার্ম্মিকাঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। স্বর্গে দেবাঃ প্রশংসন্তি ধর্ম্মারণ্যনিবাসিনঃ ॥ ২২ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। ধর্ম্মারণ্যেতি ত্রিদশৈঃ কদা নাম প্রতিষ্ঠিতম্। পাবনং ভূতলে জাতং কস্মাত্তেন বিনির্ম্মিতম্ ॥ ২৩ ॥ তীর্থভূতং হি কস্মাচ্চ কারণাত্তদ্বদস্ব মে। ব্রাহ্মণঃ কতিসংখ্যাকাঃ কেন বৈ স্থাপিতা পুরা ॥ ২৪ ॥ অষ্টাদশসহস্রাণি কিমর্থং স্থাপিতানি বৈ। কস্মিন্ বংশে সমুৎপন্না ব্রাহ্মণা ব্রহ্মসত্তমাঃ ॥ ২৫ ॥ সর্ব্ববিদ্যাসু নিষ্ণাতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ। ঋগ্বেদেষু চ নিষ্ণাতা যজুর্ব্বেদকৃতশ্রমাঃ ॥ ২৬ ॥ সামবেদাঙ্গপারজ্ঞাস্ত্রৈবিদ্যা ধর্ম্মবিত্তমাঃ। তপোনিষ্ঠাঃ শুভাচারাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ॥ ২৭ ॥ মাসোপবাসৈঃ কৃশিতাস্তথা চান্দ্রায়ণাদিভিঃ। সদাচারাশ্চ ব্রহ্মণ্যাঃ কেন নিত্যোপজীবিনঃ। তৎসর্ব্বমাদিতঃ কৃৎস্নং ব্রূহি মে বদতাং বর ॥২৮॥ দানবাস্তত্র দৈত্যেয়া ভূতবেতালসম্ভবাঃ। রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ উদ্বেজন্তে কথং ন তান্ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে যুধিষ্ঠিরপ্রশ্নবর্ণনং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

বৃক্ষ ও নানা গুল্মলতায় পরিশোভিত। তথায় কোন বৈরিভাব নাই বা কাহারও কোন ভয় নাই। গো, ব্যাঘ্র, মার্জ্জার, মূষিক, ভেক ও অহি এবং মানুষ ও রাক্ষস, ইহারা একসঙ্গেই ক্রীড়া করে। সকলেই নির্ভয়ে বাস করে। ভূতলে ধর্ম্মারণ্য মহা আনন্দ-ময়, দিব্য এবং পবিত্র হইতেও পরম পবিত্র স্থান। তথায় কলকণ্ঠকুল কুঞ্জে বসিয়া কলকণ্ঠে কূজন করে, কোন কলকণ্ঠ ধ্যানস্থ হইয়া অপরের কণ্ঠস্বর শুনিতেছে; কোন পারাবতী তাহা নিবারিত করিতেছে; তাহার ভয়ে কেক কোকীকে পরিত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বনে অবস্থান করিতেছে; চকোর নক্তব্রত অবলম্বন করিয়াই যেন চন্দ্রিকা ভক্ষণ করিতেছে; সারিকাগণ সারকথা পাঠ করিতেছে;—করিয়া শুককে তাহা বুঝাইয়া দিতেছে। তথায় শিব আছেন। তিনি অপার সংসারসাগরের পার প্রদান করেন। যে ব্যক্তি আলস্যক্রমেও গৃহ হইতে ধর্ম্ম-বনাভিমুখে গমন করে, তাহার পদে পদে অশ্বমেধাপেক্ষাও অধিক ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়। সেখানে যে অষ্টাদশ সহস্র ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহারা শাপ এবং অনুগ্রহ বিতরণে সক্ষম। তথায় ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র বণিক্ ভৃত্য আছে, তাহারা পুণ্যকার্য্যের জন্যই নির্ম্মিত। ঐ ভৃত্যগণ সকলেই দ্বিজভক্তি-যুক্ত, ব্রহ্মণ্য সম্পন্ন, অযোনিসম্ভূত, পুরাণজ্ঞ, সদাচারনিষ্ঠ, ধার্ম্মিক ও শুদ্ধবুদ্ধিশালী। এই সকল ধর্ম্মারণ্যবাসীকে স্বর্গের দেবতারাও প্রশংসা করিয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—দেবগণ "ধর্ম্মারণ্য" এই নাম কোন্ কালে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং উহা এ ভূতলে কিরূপেই এত পবিত্র হইল? ঐ অরণ্য কিজন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং কোন কারণেই বা তীর্থস্বরূপ হইল, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন? পূর্ব্বে কে তথায় কত ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়াছিলেন? অষ্টাদশ সহস্র ব্রাহ্মণ কিজন্য তথায় স্থাপিত হইয়াছিলেন? শুনিয়াছি, ঐ ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী, বেদবেদাঙ্গ-পারগ; ঋক্, যজু ও সামবেদে অভিজ্ঞ, ত্রৈবিদ্য বৃদ্ধ, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্ন, তপোনিষ্ঠ, সদাচার-সম্পন্ন, সত্যব্রত-পরায়ণ, মাসোপবাস-কৃশাঙ্গ এবং চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা কৃতকৃত্য। ঐ সকল ব্রাহ্মণ কোন্ বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন? দানবগণ, দৈত্যগণ, রাক্ষসগণ, পিশাচগণ বা ভূত-বেতালযোনিজাত অন্যান্য প্রাণিগণ তাঁহাদিগকে উদ্বেজিত করে না কেন? এ সকল আমার নিকট আদ্যন্ত কীর্ত্তন করুন।১১—২৯

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। শ্রূয়তাং নৃপশার্দ্দূল কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্। যাং শ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১॥ একদা ধর্ম্মরাজো বৈ তপস্তেপে সুদুষ্করম্। ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যৈর্জলবর্ষাতপাদিষাট্ ॥ ২॥ আদৌ ত্রেতাযুগে রাজন্ বর্ষাণামযুতত্রয়ম্। মধ্যেবনং তপস্তপ্তমশোকতরুমূলগম্ ॥৩॥ শুষ্কস্নায়ুপিনদ্ধাস্থিসঞ্চয়ং নিশ্চলাকৃতিম্। বল্মীককীটিকাকোটিশোষিতাশেষশোণিতম্ ॥ ৪ ॥ নির্ম্মাংসকীকসচয়ং স্ফটিকোপলনিশ্চলম্। শঙ্খকুন্দেন্দুতুহিনমহাশঙ্খলসচ্ছ্রিয়ম্॥ ৫॥ সত্ত্বাবলম্বিতপ্রাণমায়ুঃশেষেণ রক্ষিতম্। নিশ্বাসোচ্ছ্বাসপবনবৃত্তিসূচিতজীবিতম্ ॥ ৬ ॥ নিমেষোন্মেষসঞ্চারপিশুনীকৃতজন্তুকম্। পিশাঙ্গিতস্ফুরদ্রশ্মিনেত্রদীপিতদিঙ্মুখম্॥ ৭॥ তত্তপোঽগ্নিশিখাদাবচুম্বিতম্লানকাননম্। তচ্ছান্ত্যদমসুধাবর্ষসংসিক্তাখিলভূরুহম্ ॥ ৮ ॥ সাক্ষাত্তপস্তপ্তমিব তপো ধৃত্বা নরাকৃতিম্। নিরাকৃতিং নিরাকাঙ্ক্ষং কৃত্বা ভক্তিং চ কাঞ্চনম্ ॥ ৯ ॥ কুরঙ্গশাবৈর্গণশো ভ্রমদ্ভিঃ পরিবারিতম্। নিনাদভীষণাস্যৈশ্চ বনজৈঃ পরিরক্ষিতম্॥ ১০॥ এতাদৃশং মহাভীমং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সবাসবাঃ। ধ্যায়ন্তং চ মহাদেবং সর্ব্বেশং চাভয়প্রদম্॥ ১১ ॥ ব্রহ্মাদ্যা দৈবতাঃ সর্ব্বে কৈলাসং প্রতি জগ্মিরে। পারিজাততরুচ্ছায়ামাসীনং চ সহোময়া॥ ১২॥ নন্দী ভৃঙ্গিমহাকালস্তথান্যে চ মহাগণাঃ। স্কন্দস্বামী চ ভগবান্ গণপশ্চ তথৈব চ। তত্র দেবাঃ সব্রহ্মাদ্যাঃ স্বস্বস্থানেষু তস্থিরে॥ ১৩॥ ব্রহ্মোবাচ। নমোঽস্ত্বনন্তরূপায় নীলকণ্ঠ নমোঽস্তু তে। অবিজ্ঞাতস্বরূপায় কৈবল্যায়ামৃতায় চ॥ ১৪ ॥ নান্তং দেবা বিজানন্তি যস্য তস্মৈ নমোনমঃ। যং ন বাচঃ প্রশংসন্তি নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে ॥ ১৫॥ যোগিনো যং হৃদঃ কোশে প্রণিধানেন নিশ্চলাঃ। জ্যোতীরূপং প্রপশ্যন্তি তস্মৈ শ্রীব্রহ্মণে নমঃ॥ ১৬॥ কালাৎ

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে নৃপশার্দ্দূল! আপনি এক পৌরাণিকী শুভ কথা শ্রবণ করুন, ইহা শ্রবণে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। হে রাজন্! একদা ধর্ম্মরাজ ত্রেতাযুগের আদিতে তিন অযুত বর্ষকাল ব্যাপিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশাদির সহিত জল, বর্ষা ও আতপ সহ্য করত সুদুষ্কর তপশ্চরণ করেন। তিনি বনমধ্যে অশোকতরুর মূলে এইরূপ তপস্যা করিতে থাকিলে তপঃক্লেশে তাঁহার দেহাস্থিনিচয় শুষ্ক স্নায়ু দ্বারা বিজড়িত হইল; ক্রমশঃ তিনি নিশ্চলভাব ধারণ করিলেন; কোটি কোটি বল্মীককীট তাঁহার দেহ-শোণিত শোষিত করিল; ঐ সময় তাঁহার নির্মাংস অস্থিসমূহ স্ফটিকোপম, শঙ্খ, কুন্দ, ইন্দু, তুহিন ও মহাশঙ্খের কান্তি ধারণ করিল; তাঁহার প্রাণ তখন কেবল সত্ত্বগুণ অবলম্বনে অবস্থিত হইল। তাঁহার আয়ুমাত্র অবশিষ্ট থাকিল। মাত্র নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা তাঁহার জীবন সূচিত হইতে লাগিল; তাঁহার নিমেষ-উন্মেষের জ্যোতিতে ভীত হইয়া হিংস্র জন্তুগণ তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই; তাঁহার নেত্রজ্যোতি ঐ সময় দিঙ্মুখ দীপিত করিতেছিল, তাঁহার তপোগ্নিরূপ দাবাগ্নিশিখায় কানন ম্লান এবং তাঁহার শান্তিসুধা-বর্ষণে উদ্ভিদ সংসিক্ত হইতে লাগিল। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, যেন সাক্ষাৎ তপ নরাকৃতি পরিগ্রহ করিয়া তপস্যা করিতেছে; তাঁহার আকৃতি নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই; তিনি কেবল একমাত্র ভক্তিকেই কাঞ্চন জ্ঞান করিয়া তপস্যা করিতেছেন। কুরঙ্গশাবকগণ দলে দলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, অতি ভীষণ হিংস্রজন্তুগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান থাকিয়াই যেন গম্ভীর নাদ করিতে করিতে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। সবাসব দেবগণ তাঁহাকে এইভাবে অভয়প্রদ মহাদেবের ধ্যান করিতে দেখিয়া কৈলাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন,—সর্ব্বেশ্বর শঙ্কর-শঙ্করীর সহিত পারিজাততরুচ্ছায়ায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। নন্দী, ভৃঙ্গী, মহাকাল ও অন্যান্য গণসমূহ তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত রহিয়াছে। ব্রহ্মাদি দেবগণ স্বীয় স্বীয় যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা বলিলেন,—হে অনন্তরূপ, নীলকণ্ঠ, অবিভক্তস্বরূপ, এবং কৈবল্য ও অমৃতস্বরূপ! দেবগণও আপনার অন্ত জানেন না; আপনাকে নমস্কার নমস্কার। হে দেব! বাক্যের এমন সামর্থ্য নাই যে, আপনার প্রশংসা করে। হে চিদাত্মন্! আপনাকে নমস্কার।১—১৫। হে দেব! যোগিগণ নিশ্চলভাবে জ্যোতীরূপ—আপনাকে তাঁহাদের হৃদয়কোষে প্রণিধানপূর্ব্বক

পরায় কালায় স্বেচ্ছয়া পুরুষায় চ। গুণত্রয়স্বরূপায় নমঃ প্রকৃতিরূপিণে ॥ ১৭ ॥ বিষ্ণবে সত্ত্বরূপায় রজোরূপায় বেধসে। তমোরূপায় রুদ্রায় স্থিতি-সর্গান্তকারিণে ॥ ১৮ ॥ নমো বুদ্ধিস্বরূপায় ত্রিধাহঙ্কার-রূপিণে। পঞ্চতন্মাত্ররূপায় নমঃ প্রকৃতিরূপিণে ॥ ১৯ ॥ নমো নমঃ স্বরূপায় পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াত্মনে। ক্ষিত্যাদিপঞ্চরূপায় নমস্তে বিষয়াত্মনে ॥ ২০ ॥ নমো ব্রহ্মাণ্ডরূপায় তদন্তর্বর্ত্তিনে নমঃ। অর্বাচীনপরাচীন-বিশ্বরূপায় তে নমঃ ॥ ২১ ॥ অনিত্যানিত্যরূপায় সদসৎপতয়ে নমঃ। নমস্তে ভক্তকৃপয়া স্বেচ্ছাবিষ্কৃত-বিগ্রহ ॥ ২২ ॥ তব নিশ্বসিতং বেদাস্তব বেদোঽখিলং জগৎ। বিশ্বভূতানি তে পাদঃ শিরো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত ॥ ২৩ ॥ নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং লোমানি চ বনস্পতিঃ। চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যস্তব প্রভো ॥ ২৪ ॥ ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি দেব সর্ব্বং সর্ব্ব-স্তুতিস্তব্য ইহ ত্বমেব। ঈশ ত্বয়া বাস্যমিদং হি সর্ব্বং নমোঽস্তু ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ২৫ ॥ ইতি স্তুত্বা মহাদেবং নিপেতুর্দণ্ডবৎ ক্ষিতৌ। প্রত্যুবাচ তদা শম্ভুর্বরদোঽস্মি কিমিচ্ছতি ॥ ২৬ ॥ মহাদেব উবাচ। কথং ব্যগ্রাঃ সুরাঃ সর্ব্বে বৃহস্পতি-পুরোগমাঃ। তৎসমাচক্ষ মাং ব্রহ্মন্ ভবতাং দুঃখকারণম্ ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মোবাচ। নীলকণ্ঠ মহাদেব দুঃখনাশাভয়প্রদ। শৃণু ত্বং দুঃখমস্মাকং ভবতো যদ্বদাম্যহম্ ॥ ২৮ ॥ ধর্ম্মরাজোঽপি ধর্ম্মাত্মা তপস্তেপে সুদুঃসহম্। ন জানেঽসৌ কিমিচ্ছতি দেবানাং পদমুত্তমম্ ॥ ২৯ ॥ তেন ত্রস্তাস্তত্তপসা সর্ব্বে ইন্দ্রপুরোগমাঃ। ভবতোঽঙ্ঘ্রৌ চিরেণৈব মনস্তেন সমর্পিতম্। তমুত্থাপয় দেবেশ কিমিচ্ছতি স ধর্ম্মরাট্ ॥ ৩০ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ভবতাং নাস্তি নু ভয়ং ধর্ম্মাৎ সত্যং ব্রবীম্যহম্ ॥ ৩১ ॥ তত উত্থায় তে সর্ব্বে দেবাঃ সহ দিবৌকসঃ। রুদ্রং প্রদক্ষিণীকৃত্য নমস্কৃত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ৩২ ॥ ইন্দ্রেণ সহিতাঃ সর্ব্বে কৈলাসাৎ পুনরাগতাঃ। স্বস্বস্থানে তদা শীঘ্রং গতাঃ সর্ব্বে দিবৌকসঃ ॥ ৩৩ ॥ ইন্দ্রোঽপি বৈ সুধর্ম্মাণাং গতবান্ প্রভুরীশ্বরঃ। ন নিদ্রাং লব্ধবাংস্তত্র ন সুখং ন চ নির্বৃতিম্ ॥ ৩৪ ॥ মনসা

অবলোকন করেন; আপনি ব্রহ্মস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি কালাতীত, কাল, স্বেচ্ছাপুরুষ, গুণত্রয়স্বরূপ, প্রকৃতিরূপী, বিষ্ণু, সত্ত্বরূপ, রজোরূপ, বেধা, তমোরূপ, রুদ্র ও স্থিতি-স্বর্গান্তকারী, আপ-নাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি বুদ্ধিস্বরূপ, ত্রিধাহঙ্কাররূপী, পঞ্চতন্মাত্ররূপ ও প্রকৃতিরূপী, আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি স্বরূপ, পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াত্মা, ক্ষিত্যাদি পঞ্চরূপ, ও বিষয়াত্মা, আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি ব্রহ্মাণ্ডরূপী তদন্তর্বর্ত্তী ও অর্ব্বাচীন পরাচীন বিশ্বরূপ; আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি অনিত্য নিত্যরূপ, ও সদসৎপতি, আপনাকে নমস্কার। হে ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত স্বেচ্ছারূপধারিন্! আপ-নাকে নমস্কার। হে দেব! বেদসকল আপনার নিশ্বাস, অখিলজগৎ আপনার জ্ঞান, নিখিল ভূত আপনার পাদ, স্বর্গ আপনার মস্তক, অন্তরীক্ষ আপ-নার নাভি, এবং বনস্পতিসমূহও আপনার লোম। হে প্রভো! চন্দ্রমা আপনার মন হইতে এবং সূর্য্য আপনার চক্ষু হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে দেব! আপনিই সকল এবং আপনাতেই সকল, এ জগতে আপনিই সর্ব্বস্তুতির স্তব্য। হে ঈশ! আপনাদ্বারাই এই সমগ্র জগৎ আচ্ছাদিত। আপনাকে নমস্কার, পুনঃপুন নমস্কার। ব্রহ্মাদি এইরূপে মহাদেবকে স্তব করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তখন শম্ভু প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—আমি বরদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, বল কি ইচ্ছা কর? এই বলিয়া মহাদেব আরও বলিলেন—বৃহস্পতিপ্রমুখ সুরগণ কিজন্য ব্যগ্র হইয়াছেন? ওহে ব্রহ্মন্!—আপনাদের দুঃখ-কারণ আমার নিকট ব্যক্ত করুন। ব্রহ্মা কহিলেন—হে নীলকণ্ঠ! হে মহাদেব! হে দুঃখনাশন! হে অভয়প্রদ! তুমি আমাদের দুঃখকাহিনী শ্রবণ কর, তোমার সমস্তই আমি বলিতেছি। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্ম-রাজ কঠোর তপস্যা করিতেছেন, জানি না ইনি দেবগণের কোন উত্তম পদ প্রার্থনা করিতেছেন? তাঁহার সেই তপস্যায় ইন্দ্রপ্রমুখ সমস্ত দেব ভীত হইয়াছেন। সেই জন্য আপনার চরণে মন চির-দিনের জন্য আমরা সমর্পণ করিয়াছি। হে দেবেশ! সেই ধর্ম্মরাজ কি ইচ্ছা করিতেছেন, তাঁহাকে উত্থা-পিত করিয়া জানুন। ঈশ্বর কহিলেন, ধর্ম্ম হইতে আপনাদিগের কোনই ভয় নাই, ইহা আমি সত্যই বলিতেছি।১৬—৩১। অনন্তর স্বর্গবাসী দেবগণ উত্থিত হইয়া রুদ্রকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বারম্বার নমস্কার করিয়া ইন্দ্র সহ কৈলাস হইতে পুনঃ প্রত্যাগত হইলেন। পরে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। সমস্ত দেবের প্রভু ইন্দ্র সুধর্ম্মায় গেলেন; কিন্তু তথায় গিয়া না নিদ্রা, না সুখ, না নির্ব্বৃতি কিছুই লাভ

চিন্তয়ামাস বিঘ্নং মে সমুপস্থিতম্। অবাপ মহতীং চিন্তাং তদা দেবঃ শচীপতিঃ ॥ ৩৫ ॥ মম স্থানং পরাহর্ত্তুং তপস্তেপে সুদুশ্চরম্। সর্ব্বান দেবান্ সমাহূয় ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥ ইন্দ্র উবাচ। শৃণ্বন্তু দেবতাঃ সর্ব্বা মম দুঃখস্য কারণম্। দুঃখেন মম যল্লব্ধং তৎ কিং বা প্রার্থয়েদ্যমঃ। বৃহস্পতিঃ সমালোক্য সর্ব্বান্ দেবানথাব্রবীৎ ॥ ৩৭ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ। তপসে নাস্তি সামর্থ্যং বিঘ্নং কর্ত্তুং দিবৌকসঃ। উর্ব্বশ্যাদ্যাঃ সমাহূয় সম্প্রেষ্যন্তাং চ তত্র বৈ ॥ ৩৮ ॥ তাসামাকারণার্থায় প্রতিদ্বারং প্রাতিষ্ঠিবান। স গত্বা তাঃ সমাদায় সভায়াং শীঘ্রমাযযৌ ॥ ৩৯ ॥ আগতাস্তা হরিঃ প্রাহ মহৎ কার্য্যমুপস্থিতম্। গচ্ছন্তু ত্বরিতাঃ সর্ব্বা ধর্ম্মারণ্যং প্রতি দ্রুতম্ ॥ ৪০ ॥ যত্র বৈ ধর্ম্মরাজোঽসৌ তপশ্চক্রে সুদুষ্করম্। হাস্যভাবকটাক্ষৈশ্চ গীতনৃত্যাদিভিস্তথা ॥ ৪১ ॥ তং লোভয়ধ্বং যমিনং তপঃস্থানাচ্চ্যুতির্ভবেৎ। দেবস্য বচনং শ্রুত্বা তথা অপ্সরসাংগণাঃ ॥ ৪২ ॥ মিথঃ সংরেভিরে কর্ত্তুং বিচার্য্য চ পরস্পরম্। ধর্ম্মারণ্যং প্রতস্থেঽসাবুর্ব্বশী স্বর্ব্বরাঙ্গনা ॥ ৪৩ ॥ তুষ্টুবুঃ পুষ্পবর্ষাশ্চ সসৃজুস্তচ্ছিরস্যমী। ততশ্চ দেবৈর্ব্বিপ্রৈশ্চ স্তূয়মানা সমন্ততঃ ॥ ৪৪ ॥ নির্যযৌ পরমপ্রীত্যা বনং পরমপাবনম্। বিল্বার্কখদিরাকীর্ণং কপিত্থধবসঙ্কুলম্ ॥ ৪৫ ॥ ন সূর্য্যো ভাতি তত্রৈব মহান্ধকারসংযুতম্। নির্জ্জনং নির্ম্মনুষ্যঞ্চ বহুযোজনমায়তম্ ॥ ৪৬ ॥ মৃগৈঃ সিংহৈর্বৃতং ঘোরৈরন্যৈশ্চাপি বনেচরৈঃ। পুষ্পিতৈঃ পাদপৈঃ কীর্ণং সুমনোহরশাদ্বলম্ ॥ ৪৭ ॥ বিপুলং মধুরানাদৈর্নাদিতং বিহগৈস্তথা। পুংস্কোকিলনিনাদাঢ্যঝিল্লীকগণনাদিতম্ ॥ ৪৮ ॥ প্রবৃদ্ধবিকটৈর্বৃক্ষৈঃ সুখচ্ছায়ৈঃ সমাবৃতম্। বৃক্ষৈরাচ্ছাদিততলং লক্ষ্ম্যা পরময়া যুতম্ ॥ ৪৯ ॥ নাপুষ্পঃ পাদপঃ কশ্চিন্নাফলো নাপি কণ্টকী। ষট্‌পদৈরপ্যনাকীর্ণং নাস্মিন্ বৈ কাননে ভবেৎ ॥ ৫০ ॥ বিহঙ্গৈর্নাদিতং পুষ্পৈরলঙ্কৃতমতীব হি। সর্ব্বর্ত্তুকুসুমৈর্বৃক্ষৈঃ সুখচ্ছায়ৈঃ সমাবৃতম্ ॥ ৫১ ॥ মারুতাকলিতাস্তত্র

করিতে পারিলেন না। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, নিশ্চয়ই আমার বিষম বিপদ্ উপস্থিত। এইরূপে শচীপতি মহাচিন্তায় মগ্ন হইলেন। তিনি সমস্ত দেবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,— ধর্ম্মরাজ নিশ্চয়ই আমার পদ অপহরণ করিবার নিমিত্ত দুষ্কর তপস্যা করিতেছেন। এই বলিয়া ইন্দ্র আবার বলিলেন;—হে দেবগণ! আপনারা সকলে আমার দুঃখের কারণ শ্রবণ করুন। আমি অতি কষ্ট করিয়া যে পদ লাভ করিয়াছি, যম তাহাই কি প্রার্থনা করিতেছেন? অনন্তর বৃহস্পতি সর্ব্বদেবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—হে দেবগণ! সেই তপস্যায় বিঘ্ন করিবার সামর্থ্য কি নাই? তোমরা উর্ব্বশী প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া তথায় প্রেরণ কর। এই বলিয়া তিনি নিজেই অপ্সরাদিগকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে প্রস্থান করিলেন। পরে বৃহস্পতি সেই সকল অপ্সরাকে লইয়া সত্বর দেব-সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আগমন করিলে ইন্দ্র বলিলেন—ওহে অপ্সরাগণ! এক্ষণে এক মহাকার্য্য উপস্থিত। তোমরা অবিলম্বে ধর্ম্মারণ্যাভিমুখে গমন কর। তথায় ধর্ম্মরাজ দুষ্কর তপস্যা করিতেছেন। তোমরা গিয়া হাব ভাব হাস্য ও নৃত্য গীতাদি দ্বারা সেই সংযমী তাপসকে এমনভাবে প্রলোভিত কর যেন তাঁহার তপশ্চ্যুতি ঘটে। ইন্দ্রের সেই কথা শুনিয়া অপ্সরোগণ পরস্পর মিলিত হইয়া আলোচনা করিতে লাগিল, অনন্তর সুরাঙ্গনা উর্ব্বশী ধর্ম্মারণ্যে যাত্রা করিল। তখন দেবগণ তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন; আর তাহার মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করিলেন। অনন্তর উর্ব্বশী দেব ও বিপ্রগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিতা হইয়া পরম প্রীতির সহিত সেই পরম পাবন অরণ্যে গমন করিল। সেখানে গিয়া দেখিল—বিল্ব, অর্ক, খদির, কপিত্থ ও ধব নামধেয় বিবিধ পাদপ দ্বারা সেই অরণ্য সমাকুল এবং মহান্ধকারে পরিবৃত। তথায় সূর্য্যের দীপ্তি নাই। সে অরণ্য নির্জ্জন নির্ম্মনুষ্য ও বহু যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত; মৃগ, সিংহ ও অন্যান্য ঘোর বনচরসমূহে পরিবৃত, পুষ্পিত পাদপরাজি-বিরাজিত, মনোজ্ঞ শাদ্বলসঞ্চয়ে সমলঙ্কৃত, বহুবিস্তীর্ণ, বিহঙ্গমগণের মধুর নিনাদে নিনাদিত, পুংস্কোকিলকুলের কলনাদে মুখরিত, ঝিল্লী-রবে নাদিত এবং স্নিগ্ধচ্ছায় বিপুল বিটপিসমূহে সমাবৃত। তত্রত্য ভূভাগ বৃক্ষবিটপে সমাচ্ছন্ন হইয়া পরম শোভাস্পদরূপে প্রতিভাত। তথায় এমন কোন পাদপ নাই, যাহা ফলে ফুলে সুশোভিত বা কণ্টকে পরিবৃত অথবা ষট্‌পদসমূহে সমাকীর্ণ নহে।৩২—৫০। সে বনে বিহঙ্গরা সর্ব্বদাই গান করিতেছে। তাহার সর্ব্বস্থান কুসুমসমূহে সম

ক্রমাঃ কুসুমশাখিনঃ। পুষ্পবৃষ্টিং বিচিত্রাস্ত বিসৃজন্তি চ পাদপাঃ ॥ ৫২ ॥ দিবস্পৃশোহথ সম্পুষ্টাঃ পক্ষিভির্মধুরস্বনৈঃ। বিরেজুঃ পাদপাস্তত্র সুগন্ধকুসুমৈর্বৃতাঃ ॥৫৩॥ তিষ্ঠন্তি চ প্রবালেষু পুষ্পভারাবনাদিষু। কুবন্তি মধুরালাপাঃ ষট্‌পদা মধুলিপ্সবঃ ॥ ৫৪ ॥ তত্র প্রদেশাংশ্চ বহুনামোদাঙ্কুরমণ্ডিতান্। লতাগৃহপরিক্ষিপ্তান্মনসঃ প্রীতিবর্দ্ধনান ॥ ৫৫ ॥ সম্পশ্যন্তী মহাতেজা বভূব মুদিতা তদা। পরস্পরাশ্লিষ্টশাখৈঃ পাদপৈঃ কুসুমাচিতৈঃ ॥ ৫৬ ॥ অশোভত বনং তত্তু মহেন্দ্রধ্বজসন্নিভৈঃ। সুখশীতসুগন্ধী চ পুষ্পরেণুবহোহনিলঃ ॥ ৫৭ ॥ এবং গুণসমাযুক্তং দদর্শ সা বনং তদা। তদা সূর্য্যোদ্ভবা তত্র পবিত্রাং পরিশোভিতাম্ ॥ ৫৮ ॥ আশ্রমপ্রবরং তত্র দদর্শ চ মনোরমম্। পতিভির্বালখিল্যৈশ্চ বৃতং মুনিগণাবৃতম্ ॥ ৫৯ ॥ অগ্ন্যাগারৈশ্চ বহুভির্বৃক্ষশাখাবলম্বিতৈঃ। ধূম্রপানকণৈস্তত্র দিগ্বাসোযতিভিস্তথা ॥ ৬০ ॥ পাল্যা বন্যা মৃগাস্তত্র সৌম্যা ভূয়োবভূবিরে। মার্জ্জারা মূষকৈস্তত্র সর্পৈশ্চ নকুলাস্তথা ॥ ৬১ ॥ মৃগশাবৈস্তথা সিংহাঃ সবরূপা বভূবিরে। পরস্পরং চিক্রীড়ুস্তে যথা চৈব সহোদরাঃ। দূরাদদর্শ চ বনং তত্র দেবোহব্রবীত্তদা ॥ ৬২ ॥ ইন্দ্র উবাচ। অয়ঞ্চ খলু ধর্ম্মরাট্ তপস্যুগ্রেহবতিষ্ঠতে। মম রাজ্যাভিকাঙ্ক্ষেহসাবতোহর্থে যত্যতামিহ ॥ ৬৩ ॥ তপোবিঘ্নং প্রকুর্ব্বন্তু মমাজ্ঞা তত্র গম্যতাম্। ইন্দ্রস্য বচনং শ্রুত্বা উর্ব্বশী চ তিলোত্তমা ॥৬৪॥ সুবেশী মঞ্জুঘোষা চ ঘৃতাচী মেনকা তথা। বিশ্বাচী চৈব রম্ভা চ প্রম্লোচা চারুভাষিণী ॥ ৬৫ ॥ পূর্ব্বচিত্তিঃ সুরূপা চ অনুম্লোচা যশস্বিনী। এতাশ্চান্যাশ্চ বহুশস্তত্র সংস্থা ব্যচিন্তয়ন্ ॥ ৬৬ ॥ পরস্পরং বিলোক্যৈব শঙ্কমানা ভয়েন হি। যমশ্চৈব তথা শক্র উভৌ বায়তনং হি বঃ ॥ ৬৭ ॥ এবং বিচার্য্য বহুধা বর্দ্ধনীনাম ভারত। সর্ব্বাসামপ্সরসাং শ্রেষ্ঠা সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ৬৮ ॥ উবাচৈবোর্ব্বশী তত্র কিং খিদ্যসি শুভাননে। দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং

লঙ্কৃত আছে। তথাকার স্নিগ্ধচ্ছায় তরুনিকর সকল ঋতুর সকল প্রকার কুসুমশোভায় সুশোভিত রহিয়াছে। তত্রত্য পুষ্পস্তবকশালী শাখিসকল মারুতবেগে আন্দোলিত হয়। পাদপেরা বিচিত্র পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করে, তথাকার পরিপুষ্ট পাদপসকল এতই উচ্চ যেন তাহারা অম্বরতল চুম্বন করিতেছে। মধুরস্বর বিহঙ্গগণ তাহাদের উপর বিরাজ করে। তাহারা সুগন্ধ কুসুমসমূহে সমাবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে, কত শত মধুরালাপী মধুকর মধুলিপ্সায় তাহাদের পুষ্পভারাবনত প্রবালদলোপরি উপবেশন করিয়া কূজন করিতেছে, তথায় তথাবিধ আমোদময় লতাগৃহ-পরিবৃত মনঃপ্রীতিকর বহুপ্রদেশ অবলোকন করিয়া, তেজস্বিনী উর্ব্বশী তখন পরম প্রীত লাভ করিলেন। তিনি দেখিলেন,—কুসুমিত পাদপসকল স্ব স্ব শাখা দ্বারা পরস্পর সমাশ্লিষ্ট হইয়া মহেন্দ্র ধ্বজাকারে পরিশোভিত হইতেছে। সেই সকল পাদপ দ্বারা সেই বনভূমিও সমধিক শোভা পাইতেছে। তথায় সুখশীত সুগন্ধি সমীরণ পুষ্পরেণু বহন করিতেছে। উর্ব্বশী তখন এবম্বিধ গুণসম্পন্ন বন এবং তথাপ্রবাহিত পূত কালিন্দী নদী দর্শন করিলেন। এতদ্ব্যতীত একটী আশ্রমও তাহার নয়ন পথে পতিত হইল। দেখিলেন—ঐ আশ্রম বৃক্ষশাখাবলম্বিত বালখিল্য মুনিগণে এবং বহুবিধ অগ্ন্যাগারে পরিবৃত। তথায় ধূম্রকণপায়ী দিগম্বর যতিগণ বিরাজিত। ঐ আশ্রমে পাল্য এবং বন্য বহুসংখ্যক প্রিয়দর্শন মৃগ বিচরণ করিতেছে। সেখানে মার্জ্জার-মূষিক, অহি-নকুল, মৃগশিশু ও সিংহ সহোদরের ন্যায় নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছে; পরস্পর ক্রীড়া করিতেছে। তৎকালে দেবেন্দ্র দূর হইতে সেই বন দেখিলেন, দেখিয়া উর্ব্বশীকে কহিলেন,—ঐ দেখ, ধর্ম্মরাজ আমার রাজ্যলাভলালসায় তীব্র তপস্যা করিতেছেন। অতএব এ বিষয়ে যত্ন কর, উঁহার তপোবিঘ্ন যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা কর। আমার আজ্ঞা—তোমরা ঐ তপোবনে প্রবেশ কর। ইন্দ্রের আদেশ শ্রবণ করিয়া উর্ব্বশী, তিলোত্তমা, সুকেশী, মঞ্জুঘোষা, ঘৃতাচী, মেনকা, বিশ্বাচী, রম্ভা, প্রম্লোচা, চারুভাষিণী পূর্ব্বচিত্তি সুরূপা এবং অনুম্লোচা, এই সকল অপ্সরা ও অন্যান্য আরও বহু সুরবালা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া চিন্তা করিলেন; পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাইয়া ভয়ে ব্যাকুল হইলেন এবং পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, ইন্দ্র এবং যম উভয়েই আমাদের আশ্রয়।৫১—৬৭। এইরূপ বহু আলোচনা চলিতেছে, ইতি মধ্যে বর্দ্ধনীনাম্নী কোন এক সর্ব্বাভরণভূষিতা বরাপ্সরা উর্ব্বশীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে সুভাননে! উদ্বিগ্ন হইতেছ কেন? এই

মায়ারূপবলেন চ। বর্ণধর্ম্মো যথা ভূয়াৎ করিষ্যে পাকশাসন ॥ ৬৯ ॥ ইন্দ্র উবাচ। সাধু সাধু মহাভাগে বর্দ্ধনীনাম সুব্রতা। শীঘ্রং গচ্ছ স্বয়ং ভদ্রে কুরু কার্য্যং কৃশোদরি ॥ ৭০ ॥ ধীরাণামবনে শক্তা নান্যা সুভ্রু ত্বয়া বিনা। বর্দ্ধনী চ তথেত্যুক্ত্বা গতা যত্র স ধর্ম্মরাট্ ॥ ৭১ ॥ মহতা ভূষণেনৈব রূপং কৃত্বা মনোরমম্। কুঙ্কুমৈঃ কজ্জলৈর্বস্ত্রৈর্ভূষণৈশ্চৈব ভূষিতা ॥ ৭২ ॥ কুসুমং চ তথা বস্ত্রং কিঙ্কিণী-কটিরাজিতা। ঝণৎকারৈস্তথা কণ্ঠৈর্ভূষিতা চ পদদ্বয়ে ॥৭৩॥ নানাভূষণভূষাঢ্যা নানাচন্দনচর্চ্চিতা। নানাকুসুমমালাঢ্যা দুকূলেনাবৃতা শুভা ॥ ৭৪ ॥ প্রগৃহ্য বীণাং সংশুদ্ধাং করে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। নর্ত্তনং ত্রিবিধং তত্র চক্রে লোকমনোরমম্ ॥ ৭৫ ॥ তারস্বরেণ মধুরৈর্বংশনাদেন মিশ্রিতম্ ॥ ৭৬ ॥ মূর্চ্ছনাতালসংযুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্। ক্ষণেন সহসা দেবো ধর্ম্মরাজো জিতাত্মবান। বিমনাঃ স তদা জাতো ধর্ম্মরাজো নৃপাত্মজঃ ॥ ৭৭ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। আশ্চর্য্যং পরমং ব্রহ্মন জাতং মে ব্রহ্মসত্তম। কথং ব্রহ্মোপপন্নস্য তপশ্ছেদো বভূব হ ॥ ৭৮ ॥ ধর্ম্মে ধরা চ নাকশ্চ ধর্ম্মে পাতালমেব চ। ধর্ম্মে চন্দ্রার্কমাপশ্চ ধর্ম্মে চ পবনোঽনলঃ ॥ ৭৯ ॥ ধর্ম্মে চৈবাখিলং বিশ্বং স ধর্ম্মো ব্যগ্রতাং কথম্। গতঃ স্বামিংস্তদ্বৈয়গ্র্যং তথ্যং কথয় সুব্রত ॥ ৮০ ব্যাস উবাচ। পতনং সাহসানাং চ নরকস্যৈব কারণম্। যোনিকুণ্ডমিদং সৃষ্টং কুম্ভীপাকসমং ভুবি ॥ ৮১ ॥ নেত্ররজ্জ্বা দৃঢ়ং বদ্ধ্বা ধর্ষয়ন্তি মনস্বিনঃ। কুচদণ্ডৈর্মহাদণ্ডৈস্তাড্যমানমচেতসম্ ॥ ৮২ ॥ কৃত্বা বৈ পাতয়ন্ত্যাশু নরকং নৃপসত্তম। মোহনং সর্ব্বভূতানাং নারী চৈবং বিনির্ম্মিতা ॥ ৮৩ ॥ তাবদ্ধস্তু মনঃস্থৈর্য্যং শ্রুতং সত্যমনাকুলম্। যাবন্মত্তাঙ্গনাগ্রে ন বাগুরেব সুচেতসাম্ ॥ ৮৪ ॥ তাবত্তপোবিবৃদ্ধিস্তু তাবদ্দানং দয়া দমঃ। তাবৎ স্বাধ্যায়বৃত্তঞ্চ তাবচ্ছৌচং ধৃতং ব্রতম্ ॥ ৮৫ ॥ যাবল্লস্তমৃগীদৃষ্টিং চপলাং ন বিলোকয়েৎ। তাবন্মাতা পিতা তাবদ্ভ্রাতা তাবৎ সুহৃজ্জনঃ ॥ ৮৬ ॥ তাবল্লজ্জা ভয় তাবৎ সদাচারস্তাবদেব হি। জ্ঞানমৌদার্য্য-

বলিয়া সে দেবরাজকেও সম্বোধন করিয়া কহিল,—হে পাকশাসন! মায়া দ্বারা হউক অথবা রূপগৌরবে হউক, সুরকার্য্য সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিব; যাহাতে ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা অবশ্যই করিব। ইন্দ্র কহিলেন—সাধু! সাধু! হে মহাভাগে! তোমার নাম বর্দ্ধনী; তুমি যথার্থই সুব্রতা। হে ভদ্রে। তুমি গমন কর এবং সুরকার্য্য সম্পাদন কর। হে সুভ্রু! তুমি ব্যতীত ধীরগণের রক্ষাব্যাপারে অন্য আর কাহারও শক্তি নাই। বর্দ্ধনী ইন্দ্রের কথায় তথাস্তু বলিয়া বিবিধ ভূষণ দ্বারা মনোরম রূপ ধারণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের অবস্থিতি স্থানে গমন করিল। অপ্সরা বর্দ্ধনী কুঙ্কুম কজ্জল বস্ত্র ভূষণ ও কুসুমসমূহে বিভূষিত হইল। তাহার কটিতে কিঙ্কিণী বিরাজ করিতে লাগিল। তাহার পদদ্বয়ে নূপুরদ্বয় ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। সে নানা ভূষণে ভূষিত, বিবিধ চন্দনে চর্চ্চিত, নানা কুসুম-মালায় মণ্ডিত ও দুকূল দ্বারা সুশোভিত হইতে লাগিল। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী অপ্সরা করে সুপরিশুদ্ধ বীণা লইয়া মনোমদ ত্রিবিধ নর্ত্তন করিতে লাগিল। নর্ত্তন করিতে করিতে অপ্সরা তারস্বরে মধুর বংশী বাদন করিতে থাকিল। তাহার এইরূপ মূর্চ্ছনা-তাল সংযুক্ত ও তন্ত্রীলয়সমন্বিত নর্ত্তনে বিজিতাত্মা ধর্ম্মরাজ সহসা বিমনা হইয়া পড়িলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ব্রহ্মসত্তম! আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, কিরূপে এই ব্রহ্মোপপন্ন ব্যক্তির তপশ্ছেদ হইল? হে স্বামিন! দেখুন, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, চন্দ্র, সূর্য্য ও অনল অনিল এবং অখিল বিশ্বই যে ধর্ম্মাব-লম্বনে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই ধর্ম্ম ব্যগ্রতা প্রাপ্ত হইলেন কিরূপে? ইহার তথ্য আমায় বলুন। ব্যাস বলিলেন,—হে নৃপসত্তম। ধৈর্য্যচ্যুতিই নরকের কারণ; দেখুন, ভূতলে কুম্ভীপাক সদৃশ যোনি-কুণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। নারীগণ মনস্বী ব্যক্তিদিগকেও নেত্ররজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া কুচ-দণ্ডদ্বারা তাড়িত করিতে করিতে তাঁহাদিগকে অচেতন-প্রায় করিয়া তাহাতে পাতিত করিয়া থাকে। নারীই জগতের মোহনরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। হায়! তাবৎকাল পর্য্যন্তই মানবের মনস্থৈর্য্য, শ্রুত, সত্য এবং অনাকুলতা বিদ্যমান থাকে —যাবৎ তাহারা মত্তাঙ্গনারূপ বাগুরাতে পতিত না হয়। মানব যে পর্য্যন্ত নারীগণের চপলা-সদৃশী ত্রস্ত মৃগী-দৃষ্টিতে পতিত না হয়, সেই পর্য্যন্তই তাহাদের তপোবৃদ্ধি, দান, দম, দয়া, স্বাধ্যায়, বৃত্ত, শৌচ, ব্রত ও ধৃতি বিদ্যমান থাকে। যাবৎ মানব মত্তাঙ্গনা-পাশে আবদ্ধ না হয়, সেই পর্য্যন্তই তাহাদের মাতা, পিতা, ভ্রাতা এবং সুহৃজ্জনের

মৈর্শ্বর্য্যং তাবদেব হি ভাসতে। যাবন্মত্তাঙ্গনাপাশৈঃ পাতিতো নৈব বন্ধনৈঃ ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মরাজ-তপস্যাত ইন্দ্রভয়কথনং নামস্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মরাজস্য চেষ্টিতম্। যচ্ছ্রুত্বা যমদূতানাং ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ১ ॥ ধর্ম্মরাজেন সা দৃষ্টা বর্দ্ধনী চ বরাপ্সরা। মহত্যরণ্যে কা হ্যেষা সুন্দরাঙ্গ্যতিসুন্দরী ॥২॥ নির্ম্মানুষবনং চেদং সিংহব্যাঘ্রভয়ানকম্। আশ্চর্য্যং পরমং জ্ঞাত্বা ধর্ম্মরাজোঽব্রবীদিদম্ ॥ ৩ ॥ ধর্ম্মরাজ উবাচ। কস্মাত্ত্বং মানিনি হ্যেকা বনে চরসি নির্জ্জনে। কস্মাৎ স্থানাৎ সমায়াতা কস্য পত্নী সুশোভনে ॥ ৪ ॥ সুতা ত্বং কস্য বামোরু অতি রূপবতী শুভা। মানুষী বাথ গান্ধর্ব্বী অমরী বাথ কিন্নরী ॥৫॥ অপ্সরা যক্ষিণী বাথ অথবা বনদেবতা। রাক্ষসী বা খেচরী বা কস্য ভার্য্যা চ তদ্বদ ॥ ৬ ॥ সত্যঞ্চ বদ মে সুভ্রুরিত্যাহার্কসুতস্তদা। কিমিচ্ছসি ত্বয়া ভদ্রে কিং কার্য্যং বা বদাত্র বৈ ॥ ৭ ॥ যদিচ্ছসি ত্বং বামোরু দদামি তব বাঞ্ছসি ॥ ৮ ॥ বর্দ্ধন্যুবাচ। ধর্ম্মে তিষ্ঠতি সর্ব্বং বৈ স্থাবরং জঙ্গমং বিভো। স ধর্ম্মো দুষ্করং কর্ম্ম কস্মাত্ত্বং কুরুষেঽনঘ ॥ ৯ ॥ যম উবাচ। ঈশানস্য চ যদ্রূপং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভামিনি। তেনাহং তপসা যুক্তঃ শিবয়া সহ শঙ্করম্ ॥ ১০ ॥ যশঃ প্রাপ্স্যে সুখং প্রাপ্স্যে করোমি চ সুদুষ্করম্। যুগেযুগে মম খ্যাতির্ভবেদিতি মতির্ম্মম ॥ ১১ ॥ কল্পে কল্পে মহাকল্পে ভূয়ঃ খ্যাতির্ভবেদিতি। এতস্মাৎ কারণাৎ সুভ্রুস্তপ্যতে পরমং তপঃ ॥ ১২ ॥ কস্মাত্ত্বমাগতা ভদ্রে কথয়স্ব যথাতথা। কিং কার্য্যং কস্য হেতুশ্চ সত্যমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১৩ ॥ বর্দ্ধন্যুবাচ। তপসৈব ত্বয়া ধর্ম্ম ভয়ভীতো দিবস্পতিঃ। তেনাহং নোদিতা চাত্র তপোবিঘ্নস্য কাঙ্ক্ষয়া ॥ ১৪ ॥ ইন্দ্রাসনভয়াদ্ভীতো হরিণা

সহিত সম্বন্ধ; এতাবৎপর্য্যন্তই তাহাদের লজ্জা, ভয়, আচার, জ্ঞান, ঔদার্য্য, ও প্রভুত্ব থাকে। ৬৮—৮৭।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ৩।

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে নৃপসত্তম! যাহা শ্রবণ করিলে কদাচ কাহার যমদূত হইতে ভয় থাকে না, অতঃপর আমি সেই ধর্ম্মরাজচরিত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তখন ধর্ম্মরাজ সেই বরাপ্সরা বর্দ্ধনীকে দর্শন করিয়া ভাবিলেন, এই নির্জ্জন অরণ্যে মনোহরাকৃতি এই সুন্দরী কে? অরণ্যে জনমানবের সম্বন্ধ নাই, ভয়ানক সিংহ ব্যাঘ্র সকল অনবরত বিচরণ করিতেছে! ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া তথায় অপ্সরার আগমন পরম আশ্চর্য্যের বিষয় মনে করিয়া বলিলেন,—হে মানিনি! কেন তুমি একাকিনী এই নির্জ্জন বনে বিচরণ করিতেছ? হে শোভনে! তুমি কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছ? কাহারই বা তুমি পত্নী? হে বামোরু! তুমি কাহার কন্যা? তোমার আকৃতি অতীব সুন্দর; তুমি মানুষী গন্ধর্ব্বী, অমরী, কিন্নরী, অপ্সরা, যক্ষিণী, বনদেবতা, রাক্ষসী বা খেচরী যাহাই হও, এবং যাহারই তুমি ভার্য্যা হইয়া থাক, তাহা আমার নিকট বল? হে সুভ্রু। মিথ্যা বলিও না, আমার নিকট সত্যই বল। সূর্য্যনন্দন এই কথা কহিয়া পরে পুনরায় বলিলেন,—হে ভদ্রে! তুমি কি ইচ্ছা কর, আমি তোমার কোন্ কার্য্য করিব বল? হে বামোরু! তুমি যাহা ইচ্ছা কর তোমার সেই বাঞ্ছিত বস্তুই আমি প্রদান করিব। বর্দ্ধনী কহিল, হে বিভো! চরাচর সকলই ধর্ম্মে অবস্থিত ধর্ম্ম অতি দুষ্কর কর্ম্ম। হে অনঘ! ঐ ধর্ম্মকর্ম্ম আপনি কিরূপ করিতেছেন? যম কহিলেন,—হে ভামিনি? আমি ঈশান দেবের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছি; সেই জন্যই আমার তপস্যা! আমি শঙ্কর শঙ্করীকে দেখিব, আমার তপস্যার উদ্দেশ্য ইহাই আমি যশ পাইব, সুখ পাইব, যুগেযুগে আমার খ্যাতি থাকিবে, এইরূপ মনস্থ করিয়াই আমি দুষ্কর কর্ম্ম করিতেছি। কল্পে কল্পে মহাকল্পে পুনঃ পুনঃ আমার খ্যাতি বিস্তার ঘটিবে, হে সুভ্রু! এই কারণেই আমি পরম তপস্যা করিতেছি।১—১২। যাহা হৌক, হে ভদ্রে! তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? তাহা এক্ষণে যথাযথ বল। অধুনা তোমার কার্য্য কি? কি হেতু তোমার আগমন? তাহা সত্য করিয়া প্রকাশ কর। বর্দ্ধনী কহিল,—হে ধর্ম্ম! আপনার তপঃপ্রভাবে দিবস্পতি ভীত হইয়াছেন, তাই আপনার তপোবিঘ্ন করিবার উদ্দেশে তিনি আমায়

হরিসন্নিধৌ। প্রেষিতাহং মহাভাগ সত্যং হি প্রবদাম্যহম্॥ ১৫॥ সূত উবাচ। সত্যবাক্যেন চ তদা তোষিতো রবিনন্দনঃ। উবাচৈনাং মহাভাগ্যো বরদোহহং প্রযচ্ছ মে॥ ১৬॥ যমোহহং সর্ব্বভূতানাং দুষ্টানাং কর্ম্মকারিণাম্। ধর্ম্মরূপো হি সর্ব্বেষাং মনুজানাং জিতাত্মনাম্॥ ১৭॥ স ধর্ম্মোহহং বরারোহে দদামি তব দুর্লভম্। তৎসর্ব্বং প্রার্থয় ত্বং মে শীঘ্রং চাপ্সরসাং বরে॥ ১৮॥ বর্দ্ধন্যুবাচ। ইন্দ্রস্থানে সদারম্যে সুস্থিরত্বং প্রযচ্ছ মে। স্বামিন্ ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ লোকানাঞ্চ হিতায় বৈ॥ ১৯॥ যম উবাচ। এবমস্থিতি তাং প্রাহ চান্যং বরয় সত্বরম্। দদামি বরমুৎকৃষ্টং গানেন তোষিতোহস্ম্যহম্॥ ২০॥ বর্দ্ধন্যুবাচ। অস্মিন্ স্থানে মহাক্ষেত্রে মম তীর্থং মহামতে। ভূয়াচ্চ সর্ব্বপাপঘ্নং মন্নাম্নেতি চ বিশ্রুতম্॥ ২১॥ তত্র দত্তং হুতং তপ্তং পঠিতং বাক্ষয়ং ভবেৎ। পঞ্চরাত্রং নিষেবেত বর্দ্ধমানং সরোবরম্॥ ২২॥ পূর্ব্বজাস্তস্য তুষ্যেরংস্তর্প্যমাণা দিনেদিনে। তথেত্যুক্তা তু তাং ধর্ম্মো মৌনমাচষ্ট সংস্থিতঃ। ত্রিঃ পরিক্রম্য তং ধর্ম্মং নমস্কৃত্য দিবং যযৌ॥ ২৩॥ বর্দ্ধন্যুবাচ। মা ভয়ং কুরু দেবেশ যমস্মার্কসুতস্য চ। অয়ং স্বার্থপরো ধর্ম্মো যশসে চ সমাচরেৎ॥ ২৩॥ ব্যাস উবাচ। বর্দ্ধনী পূজিতা তেন শক্রেণ চ শুভাননা। সাধু সাধু মহাভাগে দেবকার্য্যং কৃতং ত্বয়া॥ ২৫॥ নির্ভয়ত্বং বরারোহে সুখবাসশ্চ তে সদা। যশঃ সৌখ্যং শ্রিয়ং রম্যাং প্রাপ্স্যসি ত্বং শুভাননে॥ ২৫॥ তথেতি দেবাস্তামূচুর্নির্ভয়ানন্দচেতসা। নমস্কৃত্য চ শক্রং সা গতা স্থানং স্বকং শুভম্॥ ২৭॥ সূত উবাচ। গতেহপ্সরসি রাজেন্দ্র ধর্ম্মস্তস্থৌ যথাবিধি। তপস্তেপে মহাঘোরং বিশ্বস্যোদ্বেগদায়কম্॥ ২৮॥ পঞ্চাগ্নিসাধনং শুক্রে মাসি সূর্য্যেণ তাপিতে। চক্রে সুদুঃসহং রাজন্ দেবৈরপি দুরাসদম্॥ ২৯॥ ততো বর্ষশতে পূর্ণে অন্তকো মৌনমাস্থিতঃ। কাষ্ঠভূত ইবাতস্থৌ বল্মীকশতসংবৃতঃ॥ ৩০॥ নানাপক্ষিগণৈস্তত্র

প্রেরণ করিয়াছেন। হে মহাভাগ! পাছে ইন্দ্রাসন অন্যে অধিকার করে, এই ভয়েই হরি কর্ত্তৃক আমি হরি সমীপে প্রেরিত হইয়াছি, ইহাই সত্য বলিলাম। সূত কহিলেন,—বর্দ্ধনীর সেই সত্য বাক্যে মহাভাগ রবিনন্দন তৎকালে তুষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন,—আমি তোমায় বরদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। জানিও, আমি দুষ্টকর্ম্মকারী প্রাণিগণের যম এবং জিতাত্মা মনুজগণের ধর্ম্মস্বরূপ। হে বরারোহে। আমিই সেই ধর্ম্ম; আমি তোমায় সুদুর্ল্লভ সমস্ত বর প্রদান করিতেছি, তুমি শীঘ্র প্রার্থনা কর। বর্দ্ধনী কহিল,—হে ধর্ম্মকারিগণের শ্রেষ্ঠ! হে প্রভো! হে লোকহিতনিরত! আমি যাহাতে নিত্য রম্য ইন্দ্রালয়ে স্থিরত্ব লাভ করিতে পারি, আপনি আমায় এইরূপ বরই প্রদান করুন। যম কহিলেন,—এবমস্তু। এই বলিয়া তিনি আবার বলিলেন,—তুমি সত্বর অন্য বর প্রার্থনা কর; আমি তোমার গানে বড়ই তুষ্ট হইয়াছি, তোমায় উৎকৃষ্ট বর প্রদান করিব। বর্দ্ধনী কহিল,—হে মহামতে! এই মহাক্ষেত্রে আমার নামানুসারে এক তীর্থ হৌক! এই তীর্থ মদীয় নামে বিখ্যাত হইয়া সর্ব্বপাপনাশে সক্ষম হৌক। এখানে যে দান, হোম, তপ, জপ, ও পাঠ করা যাইবে, তাহা অক্ষয় হইবে। যে ব্যক্তি পঞ্চরাত্রি বর্দ্ধমান নামক সরোবরের সেবা করিবে, তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ প্রতিদিন তর্পিত হইয়া পরিতোষ লাভ করিবেন। ধর্ম্ম বর্দ্ধনীর কথায় তথাস্তু বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। বর্দ্ধনী ধর্ম্মকে তিনবার প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া স্বর্গে গমন করিল এবং তথায় গিয়া ইন্দ্রকে কহিল,—হে দেবেশ! সূর্য্যনন্দন যম হইতে আপনি ভয় করিবেন না। ঐ ধর্ম্ম যশের জন্য স্বার্থপর হইয়া তপস্যা করিতেছেন! ব্যাস কহিলেন—ইন্দ্র শুভাননা বর্দ্ধনীকে তখন সৎকার করিলেন এবং বলিলেন,—হে মহাভাগে! সাধু সাধু, হে বরারোহে! তুমিই দেবকার্য্য করিয়াছ; অতএব তুমি নির্ভয় হইয়া এই স্বর্গে সুখে বাস কর। হে শুভাননে। তুমি সম্পদ্ যশ ও সুখ প্রাপ্ত হইবে। অন্যান্য দেবগণও নির্ভয়ে সানন্দচিত্তে বর্দ্ধনীকে ঐ কথাই কহিলেন। তখন বর্দ্ধনী ইন্দ্রকে নমস্কার করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। সূত কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! এদিকে অপ্সরা চলিয়া গেলে ধর্ম্ম যথাবিধি বিশ্বত্রাসকর মহাঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি জ্যৈষ্ঠমাসে দিবাকরকরে তাপিত হইয়া পঞ্চাগ্নিমধ্যে তপস্যা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তিনি যে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন, তাহা দেবগণেরও দুঃসাধ্য। ১৩—২৯। অনন্তর শতবর্ষ পূর্ণ হইল। অন্তক মৌনাবলম্বন করিলেন। তিনি কাষ্ঠস্বরূপ নিশ্চল হইয়া রহিলেন। শত শত

কৃতনীড়ৈঃ স ধর্ম্মরাট্। উপবিষ্টে ব্রতং রাজন দৃষ্টস্তে নৈব কুত্রচিৎ॥ ৩১॥ সংস্মরন্তোহথ দেবেশমুমাপতিমনিন্দিতম্। ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা যক্ষাশ্চোদ্বিগ্নমানসঃ। কৈলাসশিখরং ভূয় আজগ্মুঃ শিবসন্নিধৌ॥ ৩২॥ দেবা উচুঃ। ত্রাহি ত্রাহি মহাদেব শ্রীকণ্ঠ জগতঃ পতে। ত্রাহি নো ভূতভব্যেশ ত্রাহি নো বৃষভধ্বজ। দয়ালুস্ত্বং কৃপানাথ নির্ব্বিঘ্নং কুরু শঙ্কর॥ ৩৩॥ ঈশ্বর উবাচ। কেনাপরাধিতা দেবাঃ কেন বা মানমর্দ্দিতাঃ। মর্ত্ত্যে স্বর্গেহথবা নাগে শীঘ্রং কথয়তাচিরম্॥ ৩৪॥ অনেনৈব ত্রিশূলেন খট্টাঙ্গেনাথবা পুনঃ। অথ পাশুপতেনৈব নিহনিষ্যামি তং রণে। শীঘ্রং বৈ বদতাস্মাকমত্রাগমনকারণম্॥ ৩৫॥ দেবা উচুঃ। কৃপাসিন্ধো হি দেবেশ জগদানন্দকারক। ন ভয়ং মানুষাদদ্য ন নাগাদ্দেবদানবাৎ॥ ৩৬॥ মর্ত্ত্যলোকে মহাদেব প্রেতনাথো মহাকৃতিঃ। আত্মকার্য্যং মহাঘোরং ক্লেশয়েদিতি নিশ্চয়ঃ॥ ৩৭॥ উগ্রেণ তপসা কৃত্বা ক্লিষ্টদাত্মনমাত্মনা। তেনাত্র বয়মুদ্বিগ্না দেবাঃ সর্ব্বে সদাশিব। শরণং ত্বামনুপ্রাপ্তা যদিচ্ছসি কুরুষ্ব তৎ॥ ৩৮॥ সূত উবাচ। দেবানাং বচনং শ্রুত্বা বৃষারূঢ়ো বৃষধ্বজঃ। আয়ুধান্ পরিসংগৃহ্য কবচং সুমনোহরম্। গতবানাথ তং দেশং যত্র ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ॥ ৩৯॥ ঈশ্বর উবাচ। অনেন তপসা ধর্ম্মং সন্তুষ্টং মম মানসম্। বরং ব্রূহি বরং ব্রূহি বরং ব্রূহীত্যুবাচ হ॥ ৪০॥ ইচ্ছসে ত্বং যথা কামান্ যথা তে মনসি স্থিতান্। যং যং প্রার্থয়সে ভদ্র দদামি তব সাম্প্রতম্॥ ৪১॥ সূত উবাচ। এবং সম্ভাষমাণন্তু দৃষ্ট্বা দেবং মহেশ্বরম্। বল্মীকাদুত্থিতো রাজন্ গৃহীত্বা করসম্পুটম্। তুষ্টাব বচনৈঃ শুদ্ধৈর্লোকনাথমরিন্দমম্॥ ৪২॥ ধর্ম্ম উবাচ। ঈশ্বরায় নমস্তভ্যং নমস্তে যোগিরূপিণে। নমস্তে তেজোরূপায় নীলকণ্ঠ নমোহস্তু তে॥ ৪৩॥ ধ্যাতৃণামনুরূপায় ভক্তিগম্যায় তে নমঃ। নমস্তে ব্রহ্মরূপায় বিষ্ণুরূপ নমোহস্তু তে॥ ৪৪॥ নমঃ স্থূলায় সূক্ষ্মায় অণু-

---

বল্মীকস্তূপে তদীয় অঙ্গ সমাবৃত হইল! তাহাতে নানা জাতীয় পক্ষী, নীড় নির্ম্মাণ করিল। ধর্ম্মরাজ এই ভাবেই তপস্যায় অবিচল হইয়া রহিলেন। হে রাজন্! তিনি যেরূপ ব্রতাচরণ করিতে লাগিলেন, সেরূপ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। ধর্ম্মরাজ ঐ অবস্থায় দেবদেব উমাপতিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণ উদ্বিগ্নমনে পুনর্ব্বার কৈলাসশিখরে আগমন করিলেন। দেবগণ শিবসন্নিধানে আসিয়া বলিলেন,—হে শ্রীকণ্ঠ! হে মহাদেব! হে জগৎপতে! আমাদিগকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। হে ভূতভব্যপতে বৃষধ্বজ! আমাদিগকে ত্রাণ করুন। হে শঙ্কর! হে কৃপানাথ! আপনি দয়ালু; এ জগৎ নির্বিঘ্ন করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—দেবগণ! স্বর্গে মর্ত্ত্যে কিম্বা পাতালে কে আপনাদের অনিষ্টাচরণ করিয়াছে এবং কেই বা আপনাদের মানের লাঘব ঘটাইয়াছে; আপনারা অচিরে তাহা ব্যক্ত করুন। আমি এই ত্রিশূল বা খট্টাঙ্গ অথবা আমার পাশুপত অস্ত্র দ্বারা সমরে তাহাকে নিহত করিব। হেথায় আপনাদের আগমনকারণ কি? তাহা আপনারা শীঘ্র শীঘ্র বলুন। দেবগণ কহিলেন,—হে কৃপাসিন্ধো! হে জগদানন্দজনক দেবদেব! অদ্য মানুষ নাগ, দেব, বা দানব হইতে আমাদের ভয় উপস্থিত হয় নাই। হে মহাদেব! মহাকৃতি প্রেতপতি আত্মকার্য্য সাধনের নিমিত্ত মহাঘোর তপস্যা করিতেছেন। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের ক্লেশ জন্মাইবেন। ঐ প্রেতপতি কঠোর তপস্যা দ্বারা আত্মাকে ক্লেশিত করিতেছেন। হে সদাশিব! আমরা দেবগণ সকলেই তাহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছি এবং সেই জন্যই আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই এক্ষণে করুন।৩০—৩৮। সূত বলিলেন,—দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃষারূঢ় বৃষধ্বজ মনোহর কবচ পরিধান ও আয়ুধ সংগ্রহ করিয়া যেখানে ধর্ম্ম অবস্থিত, সেইস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর ঈশ্বর ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে ধর্ম্ম। তোমার এই তপস্যায় আমি পরম সন্তুষ্ট হইলাম, তুমি আমার নিকট বর গ্রহণ কর। তুমি যে অভিলষিত প্রার্থনা কর, এবং তোমার মনে যাহা আছে, হে ভদ্র! তাহা তুমি প্রার্থনা কর। আমি তোমায় তাহাই প্রদান করিতেছি! সূত বলিলেন,—মহেশ্বরকে এইরূপে সম্ভাষণ করিতে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ বল্মীক হইতে উত্থিত হইয়া যুক্তকরে পূতবাক্যে তাঁহাকে এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন—হে ঈশ্বর, যোগরূপিন, তেজরূপ, নীলকণ্ঠ! আপনাকে বারবার নমস্কার। হে ধ্যাতৃগণের অনুরূপ ভক্তিগম্য!

রূপায় বৈ নমঃ। নমস্তে কামরূপায় স্থিতিস্থিত্যন্তকারিণে॥ ৪৫॥ নমো নিত্যায় সৌম্যায় মৃড়ায় হরয়ে নমঃ। আতপায় নমস্তভ্যং নমঃ শীতকরায় চ॥ ৪৬॥ সৃষ্টিরূপ নমস্তভ্যং লোকপালনমোহস্তু তে। নম উগ্রায় ভীমায় শান্তরূপায় তে নমঃ॥ ৪৭॥ নমশ্চানন্তরূপায় বিশ্বরূপায় তে নমঃ। নমো ভস্মাঙ্গলিপ্তায় নমস্তে চন্দ্রশেখর। নমোহস্তু পঞ্চবক্ত্রায় ত্রিনেত্রায় নমোহস্তু তে॥ ৪৮॥ নমস্তে ব্যালভূষায় কঙ্কাপটধরায় চ। নমোহন্ধকবিনাশয় দক্ষপাপাপহারিণে। কামনির্দ্দাহিনে তুভ্যং ত্রিপুরারে নমোহস্তু তে॥ ৪৯॥ চত্বারিংশচ্চ নামানি ময়োক্তানি চ যঃ পঠেৎ। শুচির্ভূত্বা ত্রিকালন্তু পঠেদ্বা শৃণুয়াদপি॥ ৫০॥ গোঘ্নশ্চৈব কৃতঘ্নশ্চ সুরাপো গুরুতল্পগঃ। ব্রহ্মহা হেমহারী চ হ্যথবা বৃষলীপতিঃ॥ ৫১॥ স্ত্রীবালঘাতকশ্চৈব পাপী চানৃতভাষণঃ। অনাচারী তথা স্তেয়ী পরদারাভিগস্তথা॥ ৫২॥ পরাপবাদী দ্বেষী চ বৃত্তিলোপকরস্তথা। অকার্য্যকারী কৃতঘ্নো ব্রহ্মদ্বিড়্রাড়বাধমঃ। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ কৈলাসং স চ গচ্ছতি॥ ৫৩॥ সূত উবাচ। ইত্যেবং বহুভির্বাক্যৈর্ধর্ম্মরাজেন বৈ মুহুঃ। ঈড়িতোহপি মহস্তক্ত্যা প্রণম্য শিরসা স্বয়ম্॥ ৫৪॥ তুষ্টঃ শম্ভুস্তদা তস্মা উবাচেদং বচঃ শুভম্। বরং বৃণু মহাভাগ যত্তে মনসি বর্ত্ততে॥ ৫৫॥ যম উবাচ। যদি তুষ্টোহসি দেবেশ দয়াং কৃত্বা মমোপরি। তং কুরুষ মহাভাগ ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৫৬॥ মন্নাম্না স্থানমেতদ্ধি খ্যাতং লোকে ভবেদিতি। অচ্ছেদ্যং চাপ্যভেদ্যঞ্চ পুণ্যং পাপপ্রণাশনম্॥ ৫৭॥ স্থানং কুরু মহাদেব যদি তুষ্টোহসি মে ভব। শিবেন স্থানকং দত্তং কাশীতুল্যং তদা নৃপ। তদন্বা চ পুনঃ প্রাহ অন্তঃ বরয় সত্তম॥ ৫৮॥ ধর্ম্ম উবাচ। যদি তুষ্টোহসি দেবেশ দয়াং কৃত্বা মমোপরি। তং কুরুষ মহাভাগ ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। বরেণৈবং যথা খ্যাতিং গমিষ্যামি যুগেযুগে॥ ৫৯॥ ঈশ্বর উবাচ। ব্রূহি কীনাশ তৎ সর্ব্বং প্রকরোমি তবেপ্সিতম্। তপসা তোষিতোহহং বৈ দদামি বরমীপ্সিতম্॥ ৬০॥ যম উবাচ। যদি মে বাঞ্ছিতং দেব দদাসি তহি শঙ্কর। অস্মিন্ স্থানে মহাক্ষেত্রে মন্নাম্না ভব সর্ব্বদা॥ ৬১॥ ধর্ম্মারণ্যমিতি খ্যাতিস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। যথা সঞ্জায়তে দেব তথা কুরু মহেশ্বর॥ ৬২॥ ঈশ্বর উবাচ। ধর্ম্মারণ্যমিদং খ্যাতং সদা ভূয়াদ্যুগে যুগে। তন্নাম্না স্থাপিতং দেব

আপনাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মরূপ, বিষ্ণুরূপ, স্থূল-সূক্ষ্ম, অণুরূপ, কামরূপ, সৃষ্টি-স্থিতিলয়কারিন্! আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি নিত্য, সৌম্য, মৃড়, হরি, আতপ, শীতকর, সৃষ্টিরূপ, লোকপাল, উগ্র, ভীম, শান্তরূপ, অনন্তরূপ, বিশ্বরূপ, ভস্মাদিলিপ্ত, চন্দ্রশেখর, পঞ্চবক্ত্র ও ত্রিনেত্র। আপনাকে নমস্কার। হে ব্যালভূষণ, কঙ্কাপটধর, অন্ধকবিনাশক, দক্ষপাপাপহারিন্ কামনির্দ্দাহিন! ত্রিপুরারে! আপনাকে নমস্কার। যে ব্যক্তি ত্রৈকালীন শুচিভাবে মৎকথিত দেবদেবের এই চত্বারিংশৎ নাম পাঠ বা শ্রবণ করে, সে গোঘ্ন, কৃতঘ্ন, সুরাপ, গুরুতল্পগ, ব্রহ্মহা, হেমহারী, বৃষলীপতি, স্ত্রী-বাল-ঘাতক, পাপী, অনৃতভাষী, অনাচারী, স্তেয়ী, পরদারাভিগামী, পরাপবাদী, দ্বেষী, বৃত্তিলোপকারী, অকার্য্যকারী, কৃতঘ্ন, ব্রহ্মদ্বিট্ ও বাড়বাধম হইলেও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কৈলাসে গমন করিয়া থাকে। সূত কহিলেন,—ধর্ম্মরাজ মস্তকাবনমনপূর্ব্বক উক্তরূপে বার বার স্তব করিলে শম্ভু তাঁহাকে এই শুভবাক্য বলিলেন,—হে মহাভাগ! তোমার মন যাহা চায়, তাহা তুমি বর প্রার্থনা কর। যম বলিলেন,—হে দেব! যদি আপনি দয়া করিয়া আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে এই স্থান আমার নামে সচরাচর ত্রৈলোক্যে খ্যাতি লাভ করুক এবং ইহা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, পুণ্য ও পাপপ্রণাশন হোক। হে নৃপ! ধর্ম্মের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেশ বলিলেন,—আমি যখন এই স্থান প্রদান করিতেছি, তখন ইহা কাশীতুল্য হইবে। হে সত্তম! তুমি আমার নিকট আরও অপর এক বর প্রার্থনা কর। ধর্ম্ম বলিলেন,—হে দেব! যদি দয়া করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহা হইলে আমি যাহাতে সচরাচর ত্রৈলোক্যে যুগে যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারি, আপনি তাহা করুন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে যম! আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি, তোমার অভীপ্সিত বিষয় কীর্ত্তন কর, আমি তোমায় তাহা প্রদান করিব। যম বলিলেন,—হে শঙ্কর! আপনি যদি আমার বাঞ্ছিত প্রদান করেন, তাহা হইলে আপনি এই মহাক্ষেত্রে আমার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করুন। আর যাহাতে এই ক্ষেত্র চরাচরে ধর্ম্মারণ্য বলিয়া বিখ্যাত হয়, আপনি তাহা করুন।৩৯—৬২। ঈশ্বর বলিলেন, এই স্থান ধর্ম্মারণ্য বলিয়া যুগে যুগে অভিহিত

খ্যাতিমেতদ্গমিষ্যতি। অথান্যদপি যৎকিঞ্চিৎ করোম্যেষ বদস্ব তৎ॥ ৬৩॥ যম উবাচ। যোজনদ্বয়বিস্তীর্ণং মন্নাম্না তীর্থমুত্তমম্। মুক্তেশ্চ শাশ্বতং স্থানং পাবনং সর্ব্বদেহিনাম্॥ ৬৪॥ মক্ষিকাঃ কীটকাশ্চৈব পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ। পতঙ্গা ভূতবেতালা পিশাচোরগরাক্ষসাঃ॥ ৬৫॥ নারী বাথ নরো বাথ মৎক্ষেত্রে ধর্ম্মসংজ্ঞকে। ত্যজতে যঃ প্রিয়ান প্রাণান্মুক্তির্ভবতু শাশ্বতী॥ ৬৬॥ এবমস্থিতি সর্ব্বোঽপি দেবা ব্রহ্মাদয়স্তথা। পুষ্পবৃষ্টিং প্রকুর্ব্বাণাঃ পরং হর্ষমবাপ্নুয়ুঃ॥ ৬৭॥ দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো জগুঃ। ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥ ৬৮॥ সূত উবাচ। যমেন তপসা ভক্ত্যা তোষিতো হি সদাশিবঃ। উবাচ বচনং দেবং রম্যং সাধু মনোরমম্॥ ৬৯॥ অনুজ্ঞাং দেহি মে তাত যথা গচ্ছামি সত্বরম্। কৈলাসং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং দেবানাং হিতকাম্যয়া॥ ৭০॥ যম উবাচ। ন মে স্থানং পরিত্যক্তুং ত্বয়া যুক্তং মহেশ্বর। কৈলাসাদধিকং দেব জায়তে বচনাদিদম্॥ ৭১॥ শিব উবাচ। সাধু প্রোক্তং ত্বয়া যুক্তমেকাংশেনাত্র মে স্থিতিঃ। ন ময়া ত্যজিতং সাধু স্থানং তব সুনির্ম্মলম্॥ ৭২॥ বিশ্বেশ্বরং মহালিঙ্গং মন্নাম্নাত্র ভবিষ্যতি। এবমুক্ত্বা মহাদেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ৭৩॥ শিবস্য বচনাত্তত্র তদা লিঙ্গং তদদ্ভুতম্। তং দৃষ্ট্বা চ সুরৈস্তত্র যথানামানুকীর্ত্তনম্॥ ৭৪॥ স্বংস্বং লিঙ্গং তদা স্পষ্টং ধর্ম্মারণ্যে সুরোত্তমৈঃ। যস্য দেবস্য যল্লিঙ্গং তন্নাম্না পরিকীর্ত্তিতম্॥ ৭৫॥ সূত উবাচ। ধর্ম্মেণ স্থাপিতং লিঙ্গং ধর্ম্মেশ্বরমুপস্থিতম্। স্মরণাৎ পূজনাত্তস্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৭৬॥ যদ্ব্রহ্ম যোগিনাং গম্যং সর্ব্বেষাং হৃদয়ে স্থিতম্। তিষ্ঠতে যস্য লিঙ্গস্থ স্বয়ম্ভুবমিতি স্থিতম্॥ ৭৭॥ ভূতনাথঞ্চ সম্পূজ্য ব্যাধিভির্মুচ্যতে জনঃ। ধর্ম্মবাপীং ততশ্চৈব চক্রে তত্র মনোরমাম্॥ ৭৮॥ আহৃত্য কোটিতীর্থানাং জলং বাপ্যাং মুমোচ হ। যমতীর্থস্বরূপঞ্চ স্নানং কৃত্বা মনোরমম্॥ ৭৯॥ স্নানার্থং দেবতানাঞ্চ ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্। তত্র

হইবে এবং আমি এখানে যে লিঙ্গ-স্থাপন করিলাম, এই লিঙ্গ তোমার নামে খ্যাতি-লাভ করিবে। আরও আমি তোমার কি করিব, বল। যম বলিলেন,—এই যোজনদ্বয়-ব্যাপী স্থান তীর্থভূত হইয়া আমার নামে খ্যাতি-লাভ করুক এবং ইহা সর্ব্বদেহীর পরম পবিত্র শাশ্বত মুক্তিস্থানরূপে পরিণত হৌক। মক্ষিকা, কীট, পশু-পক্ষি মৃগাদি, পতঙ্গ, ভূত বেতাল, পিশাচ, উরুগ, রাক্ষস, এবং নারী বা নর যে কেহ আমার এই ধর্ম্মসংজ্ঞ ক্ষেত্রে প্রিয়-প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, সে শাশ্বতী মুক্তিলাভ করিবে। কৃতান্ত এইরূপ প্রার্থনা করিলে দেবদেব 'এবমস্তু' বলিলেন। ঐ সময় দেবগণ সহর্ষে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। দেব-দুন্দুভি নাদিত হইল; গন্ধর্ব্বগণ আনন্দে গীত গাহিতে লাগিলেন এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। সূত বলিলেন,—যম ভক্তির সহিত তপস্যা করিয়া সদাশিবকে তোষিত করিলে, তিনি যমদেবকে সাধু মনোরম বাক্যে বলিলেন,—হে তাত! তুমি সম্মতি দাও, আমি দেবগণের হিতকামনায় পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে সত্বর গমন করি। যম কহিলেন,—হে মহেশ্বর! আপনি আমার এইস্থান পরিত্যাগ করিবেন না। হে দেব! ভবদ্বচনে এইস্থান কৈলাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। শিব কহিলেন,—যম! তুমি সাধু বাক্যই বলিয়াছ, এইস্থানে একাংশে আমার অবস্থিতি হইল। তোমার এই সুনির্ম্মল স্থান আমার কখনই ত্যাজ্য নহে। এইখানে বিশ্বেশ্বর নামক মহালিঙ্গ বিরাজ করিবে। মহাদেব এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। শিবের বাক্যানুসারে তখন তথায় এক অদ্ভুত লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল। সেই লিঙ্গ দর্শনে সুরগণ যথানুরূপ নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক ধর্ম্মারণ্যে স্ব স্ব লিঙ্গ, প্রতিষ্ঠা করিলেন। যে যে দেবের স্পষ্ট যে যে লিঙ্গ সেই সেই দেবের নামেই সেই সেই লিঙ্গ বিখ্যাত হইল। সূত কহিলেন, ধর্ম্ম ধর্ম্মারণ্যে যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার নাম ধর্ম্মেশ্বর। ঐ লিঙ্গের স্মরণে এবং পূজনে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।৬৩—৭৬। যে ব্রহ্মবস্তু যোগিগণের ধ্যেয় এবং সর্ব্বজীবের হৃদয়াবস্থিত, সেই ব্রহ্মরূপী লিঙ্গ তথায় স্বয়ম্ভু আখ্যায় অভিহিত হইয়া অবস্থিত হইলেন। সেই ভূতনাথকে পূজা করিয়া নরগণ সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। অনন্তর ধর্ম্ম এক মনোরম বাপী নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ বাপী ধর্ম্মবাপী নামে বিখ্যাত। যম কোটি কোটি তীর্থের জল আহরণ করিয়া সেই বাপীমধ্যে মোচন করিলেন। দেবগণ ও ভাবিতাত্মা ঋষিগণের স্নানের নিমিত্ত ঐ তীর্থ অবস্থিত। উহা মনোরম

স্নাত্বা চ পীত্বা চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৮০ ॥ ধর্ম্মব্যাপ্যাং নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা ধর্ম্মেশ্বরং শিবম্। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো ন মাতুর্গর্ভমাবিশেৎ ॥ ৮১ ॥ তত্র স্নাত্বা নরো যস্তু করোতি যমতর্পণম্। ব্যাধিদোষবিনাশার্থং ক্লেশদোষোপশান্তয়ে। যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় দধ্নায় পমেষ্ঠিনে ॥ ৮২ ॥ বৃকোদরায় বৃকায় দক্ষিণেশায় তে নমঃ। নীলায় চিত্রগুপ্তায় চিত্রবৈচিত্র তে নমঃ ॥ ৮৩ ॥ যমার্থং তর্পণং যো বৈ ধর্ম্মবাপ্যাং করিষ্যতি। সাক্ষতৈর্নামভিশ্চৈতৈস্তস্য নোপদ্রবো ভবেৎ ॥ ৮৪ ॥ একান্তরস্তৃতীয়স্তু জ্বরশ্চাতুর্থিকস্তথা। বেলায়াং জায়তে যস্তু জ্বরঃ শীতজ্বরস্তথা ॥ ৮৫ ॥ পীড়য়ন্তি ন চৈতস্য যস্যৈব মতিরীদৃশী। রেবত্যাদিগ্রহা দোষা ডাকিনী শাকিনী তথা ॥ ৮৬ ॥ ধনধান্যসমৃদ্ধিঃ স্যাৎ সন্ততির্ব্বর্দ্ধতে সদা। ভূতেশ্বরন্তু সম্পূজ্য সুস্নাতো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮৭ ॥ সাঙ্গং রুদ্রজপং কৃত্বা ব্যাধিদোষাৎ প্রমুচ্যতে। অমাবাস্যাং সোমদিনে ব্যতীপাতে চ বৈধৃতৌ। সংক্রান্তৌ গ্রহণে চৈব তত্র শ্রাদ্ধং স্মৃতং নৃণাম্ ॥ ৮৮ ॥ শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমাঃ সহস্রং নিরন্তু চৈতৎ পিতরস্তদন্তি। পানীয়মেবাপি তিলৈর্ব্বিমিশ্রিতং দদাতি যো বৈ প্রথিতো মনুষ্যঃ ॥ ৮৮ ॥ একবিংশতিবারৈস্তু গয়ায়াং পিণ্ডদানতঃ। ধর্ম্মেশ্বরে সকৃদ্দত্তং পিতৄণাং চাক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ৮৯ ॥ ধর্ম্মেশাৎ পশ্চিমে ভাগে বিশ্বেশ্বরান্তরেঽপি বা। ধর্ম্মবাপীতি বিখ্যাতা স্বর্গসোপানদায়িনী ॥ ৯১ ॥ ধর্ম্মেণ নির্ম্মিতা পূর্ব্বং শিবার্থং ধর্ম্মবুদ্ধিনা। তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ তর্পিতাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥ ৯২ ॥ শমীপত্রপ্রমাণং তু পিণ্ডং দদ্যাচ্চ যো নরঃ। ধর্ম্মবাপ্যাং মহাপুণ্যাং গর্ভবাসং ন চাপ্নুয়াৎ ॥ ৯৩ ॥ কুম্ভীপাকান্মহারৌদ্রাদ্রৌরবান্নরকাৎ পুনঃ। অন্ধতামিস্রকাদ্রাজন্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৪ ॥ সূত উবাচ। একবর্ষং তর্পণীয়ং ধর্ম্মবাপ্যাং নরোত্তমঃ। ঋতৌ মাসে চ পক্ষে চ বিপরীতঞ্চ জায়তে ॥ ৯৫ ॥ বর্হিষদোঽগ্নিষাত্তাশ্চ আজ্যপাঃ সোমপাস্তথা। তৃপ্তিং প্রয়ান্তি পরমাং বাপ্যাং বৈ তর্পণেন তু ॥ ৯৬ ॥ কুরুক্ষেত্রাদি ক্ষেত্রাণি অযোধ্যাদিপুরস্তথা। পুষ্করাদ্যানি সর্ব্বাণি মুক্তিনামানি সন্তি বৈ ॥ ৯৭ ॥ তানি সর্ব্বাণি

যমতীর্থরূপে প্রতিভাত। তথায় স্নান ও তাহার জল-পান করিয়া নরগণ সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত হয়। নর ধর্ম্মবাপীতে স্নান এবং ধর্ম্মেশ্বর শিব সন্দর্শন করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়, তাহাকে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না। তথায় স্নান করিয়া যে নর ব্যাধিদোষ ও ক্লেশ দোষ উপশান্তির জন্য "যমায় ধর্ম্মরাজায়" ইত্যাদি মন্ত্রে যম নামোচ্চারণপূর্ব্বক অক্ষত সহকারে যমের উদ্দেশে ধর্ম্মবাপীতে তর্পণ করে, তাহার আর কোনই উপদ্রব হয় না। যাহার এই প্রকার সুমতি হয়, তাহাকে ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক বা চাতুর্থিক জ্বর কিম্বা বেলাজাত জ্বর বা শীতজ্বর পীড়িত করিতে পারে না, এবং রেবত্যাদি গ্রহদোষ, ডাকিনী বা শাকিনী কোন কিছুতেই তাহার পীড়া জন্মায় না। তাহার ধনধান্য সমৃদ্ধি হয় এবং সর্ব্বদা সন্ততি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুস্নাত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভূতেশ্বরকে পূজা করিয়া সাঙ্গ রুদ্রজপ সমাধানান্তে ব্যাধিদোষ হইতে মুক্ত হয়। অমাবস্যা সোমবার, ব্যতীপাত ও বৈধৃতি যোগ, সংক্রান্তি, কিম্বা গ্রহণ উপলক্ষে তথায় শ্রাদ্ধ করা নরগণের কর্ত্তব্য। ধর্ম্মেশ্বরের সন্নিধানে শ্রাদ্ধ করিলে এবং তিল-মিশ্রিত পানীয় দানে পিতৃপুরুষগণ সহস্র সম্বৎসর যাবৎ সেই শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভক্ষণ ও সতিল পানীয় জলপান করিয়া থাকেন। একবিংশতিবার গঙ্গায় পিণ্ডদানে যে ফল হয়, ধর্ম্মেশ্বরের সমীপে একবার মাত্র পিতৃ-পিণ্ডদানে তদপেক্ষা অধিক ও অক্ষয় ফল হইয়া থাকে। ধর্ম্মেশ্বরের পশ্চিমে ধর্ম্মেশ্বর ও বিশ্বেশ্বরের মধ্যে বিখ্যাত ধর্ম্মবাপী স্বর্গ-মার্গের সোপান-দায়িনীরূপে বিরাজমানা। এই বাপী পূর্ব্বে ধর্ম্মবুদ্ধিশালী ধর্ম্ম শিবসেবার্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তথায় স্নান পান ও পিতৃ-দেবগণকে তর্পণ করিয়া যে নর শমীপত্রপ্রমাণ পিণ্ডদান করে, তাহাকে আর গর্ভবাস ক্লেশভোগ করিতে হয় না। হে রাজন! ঐ ব্যক্তি কুম্ভীপাক, মহারৌদ্র, রৌরব ও অন্ধতামিস্র নরক হইতেও মুক্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। সূত কহিলেন,—বিজ্ঞ নর ধর্ম্মবাপী জলে একবর্ষ যাবৎ তর্পণ করিবেন। ঋতু, মাস ও পক্ষে বিপরীত ফল হয়। ধর্ম্ম-বাপীতে তর্পণ করিলে বর্হিষদ্, অগ্নিষত্তা, আজ্যপা ও সোমপা নামক পিতৃগণ পরম তৃপ্ত হইয়া থাকেন। কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থ, অযোধ্যা প্রভৃতি পুরী ও পুষ্করাদি যত কিছু মুক্তিনামক ক্ষেত্র আছে, সে সমস্তই

তুল্যানি ধর্ম্মকূপোঽধিকো ভবেৎ। মন্ত্রো বেদাস্তথা যজ্ঞা দানানি চ ব্রতানি চ॥ ৯৮॥ অক্ষয়াণি প্রজায়ন্তে দত্ত্বা জপ্ত্বা নরেশ্বর। অভিচারাশ্চ যে চান্তে সুসিদ্ধাথর্ব্ববেদজাঃ॥ ৯৯॥ তে সর্ব্বে সিদ্ধমায়ান্তি তস্মিন্ স্থানে কৃতা অপি। আদিতীর্থং নৃপশ্রেষ্ঠ কাজেশৈরুপসেবিতম্॥ ১০০॥ সিদ্ধিস্থানং সুসৌম্যঞ্চ ব্রহ্মাদ্যৈরপি সেবিতম্। কৃতে তু যুগপর্য্যন্তং ত্রেতায়াং লক্ষপঞ্চকম্॥ ১০১॥ দ্বাপরে লক্ষমেকন্তু দিনৈকেন ফলং কলৌ। এতদুক্তং ময়া ব্রহ্মন্ ধর্ম্মারণ্যস্য বর্ণনম্। ফলং চৈবাত্র সর্ব্বং হি উক্তং দ্বৈপায়নেন তু॥১০২॥ সূত উবাচ। অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মবাক্যং মনোরমম্। দেবানাং হিতকামায় অজ্ঞাপ্য চ যদুক্তবান্॥ ৬॥ ধর্ম্ম উবাচ। অস্মিন্ ক্ষেত্রে প্রকুর্ব্বন্তি বিষ্ণুমায়াবিমোহিতাঃ। পারদার্য্যং মহাদুষ্টং স্বর্ণস্তেয়াদিকং তথা॥ ১০৪॥ অন্যচ্চ বিকৃতং সর্ব্বং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ। অন্যক্ষেত্রে কৃতং পাপং ধর্ম্মারণ্যে বিনশ্যতি॥ ১০৫॥ ধর্ম্মারণ্যে কৃতং পাপং বজ্রলেপো ভবিষ্যতি। যথা পুণ্যং তথা পাপং যৎকিঞ্চিচ্চ শুভাশুভম্॥ ১০৬॥ তৎসর্ব্বং বর্দ্ধতে নিত্যং বর্ষাণি শতমিত্যুত। কামিনাং কামদং পুণ্যং যোগিনাং মুক্তিদায়কম্॥ ১০৭॥ সিদ্ধানাং সিদ্ধিদং প্রোক্তং ধর্ম্মারণ্যন্তু সর্ব্বদা। অপুত্রো লভতে পুত্রান্নির্ধনো ধনবান্ ভবেৎ॥ ৮॥ এতদাখ্যানকং পুণ্যং ধর্ম্মেণ কথিতং পুরা। যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা নারী বা শ্রাবয়েত্তু যঃ। গোসহস্রফলং তস্য অন্তে হরিপুরং ব্রজেৎ॥ ১০৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মারণ্যমাহাত্ম্যে ক্ষেত্রস্থাপনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মারণ্যনিবাসিনা। যৎকার্য্যং পুরুষেণেহ গার্হস্থ্যমনুতিষ্ঠতা॥ ১॥ ধর্ম্মারণ্যেষু যে জাতা ব্রাহ্মণাঃ শুদ্ধবংশজাঃ। অষ্টাদশসহস্রাশ্চ কাজেশৈশ্চ বিনির্ম্মিতাঃ॥ ২॥ সদাচারাঃ পবিত্রাশ্চ ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবিত্তমাঃ। তেষাং দর্শনমাত্রেণ মহাপাপৈর্ব্বিমুচ্যতে। ৬॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। পারাশর্য্য সমাখ্যাহি সদা-

তুল্য; ধর্ম্মকূপ তাহাদের অপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্যশালী। হে নরবর! মন্ত্র, বেদ, যজ্ঞ, দান ও ব্রত সকলই এস্থানে অক্ষয় হয় এবং জপ করিলে জপসিদ্ধি হইয়া থাকে, অথর্ব্ব-বেদোক্ত যে সকল আভিচারিক ক্রিয়া আছে, সে সকলও এই স্থানে করিলে সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই তীর্থই আদিতীর্থ, ইহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহাদেব কর্ত্তৃক উপসেবিত। এই তীর্থ সুরম্য সিদ্ধস্থান; ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব্বদাই ইহার সেবা করেন। সত্যযুগে যুগ পর্য্যন্ত কালে, ত্রেতায় পঞ্চ-লক্ষ বর্ষে, দ্বাপরে একলক্ষ বর্ষে এবং কলিকালে একদিনেই এ তীর্থে ফল লাভ হয়। হে ব্রহ্মন্! আমি ধর্ম্মারণ্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। দ্বৈপায়ন বলিয়াছেন,—এস্থানে সমস্ত ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সূত কহিলেন,—অতঃপর মনোরম ধর্ম্মবাক্য বলিতেছি। ধর্ম্ম দেবগণের হিতকামনায় এই কথা আদেশপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। ধর্ম্ম বলিয়াছিলেন,—যাহারা বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত হইয়া এই ক্ষেত্রে মহাদুষ্ট পারদার্য্য ও স্বর্ণস্তেয়াদি করিবে, অথবা অন্য অবৈধ কর্ম্ম সকল করিবে, তাহাদিগের নরকপাত অবশ্যম্ভাবী। অন্যক্ষেত্রে যে কিছু পাপ করা হয়, তাহা ধর্ম্মারণ্যে নষ্ট হয়, কিন্তু ধর্ম্মারণ্যে কৃত পাপ বজ্রলেপবৎ হইয়া থাকে। পাপ-পুণ্যাদি যে কিছু শুভাশুভ তৎসমস্তই শতবর্ষ যাবৎ নিয়ত এ স্থানে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মারণ্য কামিগণের কামপ্রদ, পবিত্র, যোগিগণের মুক্তিদায়ক এবং সিদ্ধগণের সর্ব্বদা সিদ্ধিপ্রদ পূর্ব্বে স্বয়ং ধর্ম্ম এই আখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা শ্রবণে অপুত্র পুত্র এবং নির্ধন ব্যক্তি ধনবান্ হইয়া থাকে। যে নর কিম্বা নারী ইহা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে, তাহার সহস্র গোদান ফল হয় এবং অন্তে সে হরিপুরে প্রয়াণ করিয়া থাকে।৭৭—১০৯।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—ধর্ম্মারণ্যবাসী গৃহস্থ পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য, অতঃপর তাহাই আমি বলিতেছি। যে সকল শুদ্ধবংশীয় ব্রাহ্মণ ধর্ম্মারণ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র; ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণ সদাচারনিষ্ঠ পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁহাদিগের দর্শন মাত্রেই মহাপাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে প্রভো, পরা-

চারঞ্চ মে প্রভো। আচারাদ্ধর্ম্মমাপ্নোতি আচারাদ্ভবতে ফলম্। আচারাচ্ছ্রিয়মাপ্নোতি তদাচারং বদস্ব মে॥ ৪॥ ব্যাস উবাচ। স্থাবরাঃ কৃময়োহব্জাশ্চ পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ। ক্রমেণ ধার্ম্মিকাস্ত্বেত এতেভ্যো ধার্ম্মিকাঃ সুরাঃ॥ ৫॥ সহস্রভাগাৎ প্রথমে দ্বিতীয়ানুক্রমাস্তথা। সর্ব্ব এতে মহাভাগাঃ পাপামুক্তিসমাশ্রয়াঃ॥ ৬॥ চতুর্ণামপি ভূতানাং প্রাণিনোহতীব চোত্তমাঃ। প্রাণিভ্যোহপি মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বে বুদ্ধ্যুপজীবিনঃ॥ ৭॥ মতিমদ্ভ্যো নরাঃ শ্রেষ্ঠাস্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠাস্ত বাড়বাঃ। বিপ্রেভ্যোহপি চ বিদ্বাংসো বিদ্বদ্ভ্যঃ কৃতবুদ্ধয়ঃ॥ ৮॥ কৃতধীভ্যোহপি কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃভ্যো ব্রহ্মতৎপরাঃ। ন তেভ্যোহভ্যধিকঃ কশ্চিৎত্রিষু লোকেষু ভারত॥ ৯॥ অন্যোন্যপূজকাস্তে বৈ তপো বিদ্যাবিশেষতঃ। ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণা সৃষ্টঃ সর্ব্বভূতেশ্বরো যতঃ॥ ১০॥ ততো জগৎ স্থিতং সর্ব্বং ব্রাহ্মণোহর্হতি নাপরঃ। সদাচারো হি সর্ব্বার্হো নাচারাদ্বিচ্যুতঃ পুনঃ॥ ১১॥ তস্মাদ্বিপ্রেণ সততং ভাব্যমাচারশীলিনা। বিদ্বেষরাগরহিতা অনুতিষ্ঠন্তি যং মুনে॥ ১২॥ সদ্ভিস্তং সদাচারং ধর্ম্মমূলং বিদুর্ব্বুধাঃ। লক্ষণৈঃ পরিহীনোহপি সম্যগাচারতৎপরঃ॥ ১৩॥ শ্রদ্ধালুরনসূয়শ্চ নরো জীবেৎ সমাঃ শতম্। শ্রুতিস্মৃতিভ্যামুদিতং স্বেষু স্বেষু চ কর্ম্মসু॥ ১৪॥ সদাচারং নিষেবেত ধর্ম্মমূলমতন্দ্রিতঃ। দুরাচাররতো লোকে গর্হণীয়ঃ পুমান্ ভবেৎ॥ ১৫॥ ব্যাধিভিশ্চাভিভূয়েত সদাল্পায়ুঃ সুদুঃখভাক্। ত্যাজ্যং কর্ম্ম পরাধীনং কার্য্যমাত্মবশং সদা॥ ১৬॥ দুঃখী যতঃ পরাধীনঃ সদৈবাত্মবশঃ সুখী। যস্মিন্ কর্ম্মণ্যন্তরাত্মা ক্রিয়মাণে প্রসীদতি॥ ১৭॥ তদেব কর্ম্ম কর্ত্তব্যং বিপরীতং ন চ ক্বচিৎ। প্রথমং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং প্রোক্তং যন্নিয়মা যমাঃ। অতস্তেষ্বেব বৈ যত্নঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মমিচ্ছতা॥ ১৮॥ সত্যং ক্ষমার্জ্জবং ধ্যানমানৃশংস্যম-হিংসনম্॥ ১৯॥ দমঃ প্রসাদো মাধুর্য্যং মৃদুতেতি যমা দশ। শৌচং স্নানং তপো দানং মৌনেজ্যাধ্যয়নং ব্রতম্॥ ২০॥ উপোষণোপস্থদণ্ডৌ দশৈতে নিয়মাঃ স্মৃতাঃ। কামং ক্রোধং মদং মোহং মাৎসর্য্যং লোভমেব চ॥ ২১॥ অমূন্ ষড়্রিপূন্ জিত্বা

শরনন্দন! আপনি আমার নিকট সদাচার বিধি কীর্ত্তন করুন। আচার হইতেই ধর্ম্ম, আচার হইতেই ফল এবং আচার হইতেই শ্রী-লাভ করা যায়। আপনি সেই আচার বিধিইআমার নিকট বলুন। ব্যাস কহিলেন,—স্থাবর, কৃমি, জলজাত জলচর, পক্ষী, পশু ও নর ইহারা ক্রমান্বয়ে ধার্ম্মিক; সুরগণ ইহাদের অপেক্ষাও ধর্ম্মশীল। ইহারা সকলেই মহাভাগ হইতে পারে এবং পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। ভূতচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রাণিগণই উত্তম; প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবী,বুদ্ধিজীবীদিগের মধ্যে মনুষ্য এবং মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণমধ্যে বিদ্বান্‌গণ, বিদ্বান্‌গণের মধ্যে কৃতবুদ্ধিগণ, কৃতবুদ্ধিগণের মধ্যে কর্ম্মনিষ্ঠগণ এবং কর্ম্মনিষ্ঠগণের মধ্যে ব্রহ্মতৎপর ব্যক্তিগণই শ্রেষ্ঠ। হে ভারত! ত্রিলোক মধ্যে এই ব্রহ্মতৎপর ব্যক্তি অপেক্ষা প্রধান কেহই নাই। তপস্যা এবং বিদ্যার আধিক্যক্রমে ব্রাহ্মণগণ পরস্পর পরস্পরের পূজক হইয়া থাকেন। সর্ব্বভূতেশ্বর ব্রাহ্মণকে স্বয়ং ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন; এজন্য এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই ব্রাহ্মণের অধিকৃত, অন্যের ইহাতে অধিকার নাই। একমাত্র সদাচার ব্যক্তিই সর্ব্বসুদুর্লভ বস্তুলাভেও সক্ষম। পরন্তু আচারচ্যুত-ব্যক্তি তাহা লাভের অধিকারী নহে। অতএব ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদাই আচারবান্ হইয়া থাকিতে হইবে। হে মুনে! দ্বেষ ও রাগরহিত ব্যক্তিগণ যে ধর্ম্ম আচরণ করেন, সদ্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহাকেই ধর্ম্মমূল সদাচার বলিয়া থাকেন। লক্ষণহীন হইলেও সম্যক্ আচারতৎপর ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধালু ও অনসূয় হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকে। অতন্দ্রিত ব্যক্তি স্ব স্ব শ্রুতিস্মৃতি কথিত স্ব স্ব কর্ম্মসমূহের মধ্যে ধর্ম্মমূল সদাচারেরই সেবা করিবে। দুরাচাররত পুরুষগণ লোকে নিন্দনীয়, পীড়িত, অল্পায়ু, ও দুঃখভাগী হইয়া থাকে। পরাধীন কর্ম্ম সর্ব্বদা পরিত্যাগ ও আত্মবশ কর্ম্ম সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিবে। যে হেতু পরাধীন ব্যক্তি দুঃখী ও আত্মবশ ব্যক্তি সর্ব্বদাই সুখী হইয়া থাকে। যে কর্ম্ম করিলে অন্তরাত্মা প্রসন্ন হয়, সেই কর্ম্মই করা উচিত, তদ্বিপরীত কর্ম্ম কদাচ করা উচিত নহে। যম-নিয়মই প্রথম ধর্ম্মসর্ব্বস্ব; অতএব ধর্ম্মেচ্ছু ব্যক্তিগণের তাহাতেই যত্ন করা কর্ত্তব্য। ১—১৮। সত্য, ক্ষমা, আর্জ্জব, ধ্যান, আনৃশংস্য, অহিংসা, দম, প্রসাদ, মাধুর্য্য, ও মার্দ্দব এই দশটী যম। শৌচ, স্নান, তপ, দান, মৌন, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস, ও উপস্থদণ্ড, এই দশটী নিয়ম। কাম, ক্রোধ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য, ও লোভ, এই ষড়্‌রিপুকে জয় করিয়া লোক সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া

সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ। শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্ধর্ম্মং বল্মীকং শৃঙ্গবান্ যথা॥ ২২॥ পরপীড়ামকুর্ব্বাণঃ পরলোক-সহায়িনম্। ধর্ম্ম এব সহায়ী স্যাদমুত্র পরিরক্ষিতঃ॥ ২৩॥ পিতৃমাতৃসুতভ্রাতৃযোবিদ্বন্ধুজনাধিকঃ। জায়তে চৈকলঃ প্রাণী ম্রিয়তে চ তথৈকলঃ॥ ২৪॥ একলঃ সুকৃতং ভুঙ্ক্তে ভুঙ্ক্তে দুষ্কৃতমেকলঃ। দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে ত্যক্ত্বৈকং কাষ্ঠলোষ্টবৎ॥ ২৫॥ বান্ধবা বিমুখা যান্তি ধর্ম্মো যান্তমনুব্রজেৎ। অতঃ সঞ্চিনুয়াদ্ধর্ম্মমত্রামুত্র সহায়িনম্॥ ২৬॥ ধর্ম্মং সহায়িনং লব্ধ্বা সন্তরেদ্দুস্তরং তমঃ। সম্বন্ধানাচরেন্নিত্যমুত্তমৈরুত্তমৈঃ সুধীঃ॥২৭॥ অধমানধমাংস্ত্যক্ত্বা কুলমুৎকর্ষতাং নয়েৎ। উত্তমানুত্তমানেব গচ্ছেদ্ধীমাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ। ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যবায়েন শূদ্রতাম্॥ ২৮॥ অনধ্যয়নশীলং চ সদাচারবিলঙ্ঘিনম্। সালসং চ দুরন্নাদং ব্রাহ্মণং বাধতেঽন্তকঃ॥ ২৯॥ অতোঽভ্যাসেৎ প্রযত্নেন সদাচারং সদা দ্বিজঃ। তীর্থান্যপ্যভিলষ্যান্তি সদাচারিসমাগমম্॥ ৩০॥ রজনীপ্রান্তযামার্দ্ধং ব্রাহ্মঃ সময় উচ্যতে। স্বহিতং চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞস্তস্মিংশ্চোত্থায় সর্ব্বদা॥ ৩১॥ গজাস্যং সংস্মরেদাদৌ তত ঈশং সহাম্বয়া। শ্রীরঙ্গং শ্রীসমেতং তু ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্॥ ৩২॥ ইন্দ্রাদীন্ সকলান্ দেবান্ বসিষ্ঠাদীন মুনীনপি। গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ শ্রীশৈলাদ্যখিলান্ গিরীন্॥ ৩৩॥ ক্ষীরোদাদীন্ সমুদ্রাংশ্চ মানসাদিসরাংসি চ। বনানি নন্দনাদীনি ধেনূঃ কামদুঘাদয়ঃ॥ ৩৪॥ কল্পবৃক্ষাদিবৃক্ষাংশ্চ ধাতূন্ কাঞ্চনমুখ্যতঃ। দিব্যস্ত্রীরুর্ব্বশীমুখ্যাঃ প্রহ্লাদাদ্যান্ হরেঃ প্রিয়ান্॥ ৩৫॥ জননীচরণৌ স্মৃত্বা সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমৌ। পিতরং চ গুরূংশ্চাপি হৃদি ধ্যাত্বা প্রসন্নধীঃ॥৩৬॥ ততশ্চাবশ্যকং কর্ত্তুং নৈঋ্ঋতীং দিশমাব্রজেৎ। গ্রামাদ্ধনুঃশতং গচ্ছেন্নগরাচ্চ চতুর্গুণম্॥ ৩৭॥ তৃণৈরাচ্ছাদ্য বসুধাং শিরঃ প্রাবৃত্য বাসসা। কর্ণোপবীত উদগ্বক্ত্রো দিবসে সন্ধ্যয়োরপি॥ ৩৮॥ বিণ্মূত্রে বিসৃজেন্মৌনী নিশায়াং দক্ষিণামুখঃ। ন তিষ্ঠন্নাশু নো বিপ্রগোবহ্ন্যনিলসম্মুখঃ॥ ৩৯॥ ন ফালকৃষ্টে ভূভাগে ন রথ্যাসেব্যভূতলে। নালোকয়েদ্দিশো ভাগাঞ্জ্যোতিশ্চক্রং নভো মলম্॥

থাকে। শৃঙ্গবান্ (উই) যেমন বল্মীক (উই-ঢিপি) করে, তদ্রূপ ধীরে ধীরে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। যাহারা পরপীড়া উৎপাদন করে না, এবং পরের সহায়তা করে, ধর্ম্মই তাহাদের সহায় হইয়া পরলোক রক্ষা করিয়া থাকেন। পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, পত্নী ও অপরাপর বন্ধুজন-পরিবেষ্টিত হইলেও জনগণকে একাকী বলা যায়; কেননা, তাহারা একাকী জন্মে, একাকী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং একাকীই সুকৃত দুষ্কৃত ভোগ করিয়া থাকে। দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে বান্ধবগণ বিমুখ হইয়া পলায়ন করে, কিন্তু একমাত্র ধর্ম্মই তখন তাহার অনুগমন করিয়া থাকে। অতএব সকলেরই ইহ-পরলোকের সহায় ধর্ম্ম সঞ্চয় করা উচিত। ধর্ম্মকে সহায় করিয়া সকলেরই এই সংসারতম হইতে উত্তীর্ণ হওয়া উচিত। অধম অধম ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করিয়া উত্তম উত্তম ব্যক্তিগণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কুলের উৎকর্ষ সম্পাদন করিবে। ব্রাহ্মণগণ হীনসংসর্গ বর্জ্জন করিয়া উত্তম সংসর্গ করত শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবেন; ব্রাত্যাচারে তাঁহাদের শূদ্রতা ঘটিয়া থাকে। অনধ্যায়-শীল, সদাচারবিলঙ্ঘী, অলস, অভক্ষ্য ভোজী ব্রাহ্মণকে অন্তক পীড়া প্রদান করেন। অতএব ব্রাহ্মণগণ যত্নসহকারে সদাচার অভ্যাস, সদাচারি-সমাগম ও তীর্থসেবা করিবেন। রাত্রির শেষ-যামার্দ্ধকে ব্রাহ্ম সময় বলে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐ সময় গাত্রোত্থান করিয়া নিজহিত চিন্তা করিবে। প্রথমত গজাননকে চিন্তা করিয়া পরে ঈশ, অম্বা, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবগণ, বসিষ্ঠাদি মুনি, গঙ্গাদি নদী, শ্রীশৈলাদি নিখিল গিরি, ক্ষীরোদাদি সমুদ্র, মানসাদি সরোবর, নন্দনাদি বন, কামদুঘাদি ধেনু, কল্পবৃক্ষাদি বৃক্ষ, কাঞ্চনাদি ধাতু, উর্ব্বশীপ্রমুখ দীব্যস্ত্রী, প্রহ্লাদ প্রভৃতি হরভক্ত, জননীর পাদপদ্ম, সর্ব্বতীর্থোত্তম, পিতা ও গুরুকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া প্রয়োজনীয় কর্ম্ম করিবার জন্য প্রসন্নমনে নৈঋ্ঋত দিকে গমন করিবে। গ্রামে বাস হইলে গ্রাম হইতে শত ধনু দূরে এবং নগরে বাস হইলে নগর হইতে গ্রামের চতুর্গুণ দূরে গমন করিতে হইবে। ৯—৩৭। তৃণ দ্বারা ভূমিতল আচ্ছাদন করিয়া বস্ত্রে মস্তক আবৃত করত কর্ণে যজ্ঞোপবীত প্রদানপূর্ব্বক উত্তরমুখে মৌনভাবে মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে। এই হইল দিবাভাগের সন্ধ্যাদ্বয়ের ব্যবস্থা। রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে। দণ্ডায়-মান থাকিয়া, সত্বর হইয়া, বিপ্র, গো, বহ্নি ও অনল-সম্মুখে, ফালকৃষ্ট ভূমিতে, রাজমার্গে, বা সেবনীয় স্থানে অর্থাৎ যেখানে লোক-জনের গতি-বিধি

৪০॥ বামেন পাণিনা শিশ্নং ধৃত্বোত্তিষ্ঠেৎ প্রযত্নবান্। অথো মৃদং সমাদদ্যাজ্জন্তুকর্ক্করবর্জ্জিতাম্ ॥ ৪১॥ বিহায় মূষকোৎখাতাং চোচ্ছিষ্টাং কেশসঙ্কুলাম্। গুহ্যে দদ্যান্মৃদং চৈকাং প্রক্ষাল্য চাম্বুনা ততঃ॥ ৪২॥ পুনর্ব্বামকরেণেতি পঞ্চধা ক্ষালয়েদ্গুদম্। একৈকপাদয়োর্দদ্যাত্তিস্রঃ পাণ্যোর্দ্দস্তথা ॥ ৪৩॥ ইত্থং শৌচং গৃহী কুর্য্যাদ্গন্ধলেপক্ষয়াবধি। ক্রমাদ্দ্বিগুণ্যতঃ কুর্য্যাদ্‌ব্রহ্মচর্য্যাদিষু ত্রিষু॥ ৪৪॥ দিবাবিহিতশৌচাচ্চ রাত্রাবর্দ্ধং সমাচরেৎ। পরগ্রামে তদর্দ্ধং চ পথি তস্যার্দ্ধমেব চ॥ ৪৫॥ তদর্দ্ধং রোগিণাং চাপি সুস্থে নূনং ন কারয়েৎ। অপি সর্ব্বনদীতোয়ৈর্ম্মৃৎকূটৈশ্চাপ্যগোপমৈঃ ॥ ৪৬॥ আপাতমাচরেচ্ছৌচং ভাবদুষ্টো ন শুদ্ধিভাক্। আর্দ্রধাত্রীফলোন্মানা মৃদঃ শৌচে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৪৭॥ সর্ব্বাশ্চাহুতয়োঽপ্যেবং গ্রাসাশ্চান্দ্রায়ণেঽপি চ। প্রাগাস্য উদগাস্যো বা সূপবিষ্টঃ শুচৌ ভুবি॥ ৪৮॥ উপস্পৃশেদ্বিহীনাভিস্তুষাঙ্গারাস্থিভস্মভিঃ। অতিস্বচ্ছাভিরদ্ভিশ্চ যাবদ্ধৃদ্গাভিরত্বরঃ॥ ৪৯॥ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মতীর্থেন দৃষ্টিপূতাভিরাচমেৎ। কণ্ঠগাভির্নৃপঃ শুধ্যেত্তালুগাভিস্তথোরুজঃ॥ ৫০॥ স্ত্রীশূদ্রাবাথ সংস্পর্শমাত্রেণাপি বিশুদ্ধ্যতঃ। শিরঃ শব্দং সকণ্ঠং বা জলে মুক্তশিখোঽপি বা॥ ৫১॥ অক্ষালিতপদদ্বন্দ্ব আচান্তোঽপ্যশুচির্ম্মতঃ। ত্রিঃ পীত্বাম্বু বিশুদ্ধ্যর্থং ততঃ খানি বিশোধয়েৎ॥ ৫২॥ অঙ্গুষ্ঠমূলদেশেন হ্যধরৌষ্ঠৌ পরিমৃজেৎ। স্পৃষ্ট্বা জলেন হৃদয়ং সমস্তাভিঃ শিরঃ স্পৃশেৎ॥ ৫৩॥ অঙ্গুল্যগ্রৈস্তথা স্কন্ধৌ সাম্বু সর্ব্বত্র সংস্পৃশেৎ। আচান্তঃ পুনরাচামেৎ কৃত্বা রথ্যোপসর্পণম্॥ ৫৪॥ স্নাত্বা ভুক্ত্বা পয়ঃ পীত্বা প্রারম্ভে শুভকর্ম্মণাম্। সুপ্ত্বা বাসঃ পরীধায় দৃষ্ট্বা তথাপ্যমঙ্গলম্॥ ৫৫॥ প্রমাদাদশুচি স্মৃত্বা দ্বিরাচান্তঃ শুচির্ভবেৎ। দন্তধাবনং প্রকুর্ব্বীত যথোক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রতঃ। আচান্তোঽপ্যশুচির্যস্মাদকৃত্বা

আছে, এই সকল স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিতে নাই। মলমূত্র পরিত্যাগ করিবার সময়, দিক্ জ্যোতির্মণ্ডল, নভস্তল, ও মল দর্শন করিবে না। মলমূত্র পরিত্যাগের পর বামহস্ত দ্বারা সযত্নে শিশ্ন ধারণ করিয়া উত্থিত হইবে। অনন্তর খোলা-কাঁকর বিহীন মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে। মূষিকোৎখাত, উচ্ছিষ্ট স্থানস্থিত এবং কেশসঙ্কুল মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে না। গুহ্যে একবার মাত্র মৃত্তিকা প্রদান করিয়া তাহা জল দ্বারা ধৌত করিবে। মলদ্বারে বাম কর দ্বারা পাঁচবার মৃত্তিকা প্রদান করিয়া তাহা জল-ক্ষালিত করিবে। পাদদ্বয়ে এক একবার এবং হস্তদ্বয়ে তিন তিন বার মৃত্তিকা প্রদান করিতে হয়। গৃহী ব্যক্তি যাবৎ দুর্গন্ধ নাশ ও বিষ্ঠালেপ ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ শৌচক্রিয়া করিবে। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়ে ক্রমান্বয়ে গৃহিশৌচের দ্বিগুণ শৌচাচরণ করিবে। দিবাবিহিত শৌচ হইতে রাত্রিশৌচ অর্দ্ধাচরণ বিহিত, পরগ্রামে তদর্দ্ধ, পথে তদর্দ্ধ, এবং রোগাবস্থায় তদর্দ্ধ করিবে। সুস্থাবস্থায় শৌচের ন্যূনাচরণ করিবে না। যদি সর্ব্ববিধ নদীজল বা পর্ব্বতপ্রমাণ মৃত্তিকাস্তূপ লইয়াও শৌচাচরণ করা হয়, তথাচ ভাবদুষ্ট ব্যক্তি কখনই শুদ্ধিভাজন হইবে না, বলা বাহুল্য, আর্দ্র ধাত্রীফল পরিমাণ মৃত্তিকাই শৌচকার্য্যে বিহিত। চান্দ্রায়ণ ব্যাপারে শুদ্ধস্থানে প্রাগাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া সম্যক্ উপবেশনপূর্ব্বক এইরূপে সর্ব্ব প্রকার আহুতি ও গ্রাস সকল দান করিতে হয়। তুষ, অঙ্গার, অস্থি, ও ভস্মহীন অতিস্বচ্ছ জল যাবৎ হৃদয়গত হয়, তাবৎ পর্যন্ত অব্যগ্রভাবে তদ্দ্বারা আচমন করিবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতীর্থে দৃষ্টিপূত জল দ্বারা আচমন করিবেন। রাজা কণ্ঠগামী জলদ্বারা শুদ্ধ হইবেন। বৈশ্য তালুগামী জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। স্ত্রী এবং শূদ্র জলস্পর্শমাত্রেই শুদ্ধি লাভ করিবে। যদি জলমধ্যে মুক্তশিখ অবস্থায় থাকে, অথবা পাদযুগ যদি অপ্রক্ষালিত হয়, এরূপ অবস্থায় আচমন করিলেও তাহাকে অশুচি বলিয়া জানিবে। আত্মশুদ্ধির জন্য তিনবার জলপান করিয়া পরে স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শুদ্ধি সাধন করিবে। অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ দ্বারা অধর ওষ্ঠদ্বয় পরিমার্জ্জন করিবে। জলদ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিয়া পরে সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারায় শিরস্পর্শ করিবে। অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ দ্বারা উভয় স্কন্ধে স্পর্শ করিয়া পরে ঐ সকল সজল অঙ্গুলি দ্বারা শরীরের সর্ব্বত্রই স্পর্শ করিবে। আচমন করিয়া পথপর্য্যটন করিলে পুনরায় আচমন করিবে। স্নান, ভোজন, জলপান, শুভকর্ম্মের আরম্ভ, শয়ন, বস্ত্রপরিধান, অথবা অমঙ্গল দর্শন, এই সকল কার্য্যের পরও আচমন করিতে হয়। ৩৮—৫৫। প্রমাদবশত অশুচিস্মরণে দুইবার আচমন করিয়া শুচি হইতে হইবে। আচমন করিলেও যদি দন্তধাবন না করা হয়, তবে

দন্তধাবনম্ ॥ ৫৬ ॥ প্রতিপদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যাং রবিবাসরে। দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগে দহেদাসপ্তমং কুলম্ ॥ ৫৭ ॥ অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং নিষিদ্ধে বাথ বাসরে। গণ্ডূষা দ্বাদশ গ্রাহ্যা মুখস্য পরিশুদ্ধয়ে ॥ ৫৮ ॥ কনিষ্ঠাগ্রপরীমাণং সত্বচং নির্ব্রণাকৃজম্। দ্বাদশাঙ্গুলমানং চ সার্দ্রং স্যাদ্দন্তধাবনম্ ॥ ৫৯ ॥ একৈকাঙ্গুলমানং তচ্চর্ব্বয়েদ্দন্তধাবনম্। প্রাতঃ স্নানং চরিত্বা চ শুদ্ধ্যে তীর্থে বিশেষতঃ ॥ প্রাতঃ স্নানাদ্যতঃ শুদ্ধ্যেৎ কায়োঽয়ং মলিনঃ সদা। যন্মলং নবভিশ্ছিদ্রৈঃ স্রবত্যেব দিবানিশম্ ॥ ৬১ ॥ উৎসাহমেধাসৌভাগ্যরূপসম্পৎপ্রবর্দ্ধকম্। প্রাজাপত্যসমং প্রাহুস্তন্মহাঘবিনাশকৃৎ ॥ ৬২ ॥ প্রাতঃ স্নানং হরেৎ পাপমলক্ষ্মীং গ্লানিমেব চ। অশুচিত্বং চ দুঃস্বপ্নং তুষ্টিং পুষ্টিং প্রযচ্ছতি ॥ ৬৩ ॥ নোপসর্পন্তি বৈ দুষ্টাঃ প্রাতঃস্নায়িজনং ক্বচিৎ। দৃষ্টাদৃষ্টফলং যস্মাৎ প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ ॥ ৬৪ ॥ প্রসঙ্গতঃ স্নানবিধিং প্রবক্ষ্যামি নৃপোত্তমাঃ। বিধিস্নানং যতঃ প্রাহুঃ স্নানাচ্ছতগুণোত্তরম্ ॥ ৬৫ ॥ বিশুদ্ধাং মৃদমাদায় বর্হিস্তিলগোময়ম্। শুচৌ দেশে পরিস্থাপ্য হ্যাচম্য স্নানমাচরেৎ ॥ ৬৬ ॥ উপগ্রহী বদ্ধশিখো জলমধ্যে সমাবিশেৎ। স্বশাখোক্ত-বিধানেন স্নানং কুর্য্যাদ্যথাবিধি ॥ ৬৭ ॥ স্নাত্বৈবং বস্ত্রমাপীড্য গৃহীয়াদ্ধৌতবাসসী। আচম্য চ ততঃ কুর্য্যাৎ প্রাতঃসন্ধ্যাং কুশান্বিতঃ ॥ ৬৮ ॥ প্রাণায়ামাংশ্চরদ্ বিপ্রো নিয়ম্য মানসং দৃঢ়ম্। অহোরাত্রকৃতৈঃ পাপৈর্মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৬৯ ॥ দশ দ্বাদশসঙ্খ্যা বা প্রাণায়ামাঃ কৃতা যদি। নিয়ম্য মানসং তেন তদা তপ্তং মহত্তপঃ ॥ ৭০ ॥ সব্যাহৃতিপ্রণবকাঃ প্রাণায়ামাস্তু ষোড়শ। অপি ভ্রূণহনং মাসাৎ পুনন্ত্যহরহঃকৃতাঃ ॥ ৭১ ॥ যথা পার্থিবধাতূনাং দহ্যন্তে ধমনান্মলাঃ। তথেন্দ্রিয়ৈঃ কৃতা দোষা জ্বাল্যন্তে প্রাণসংযমাৎ ॥ ৭২ ॥ একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামঃ পরং তপঃ। গায়ত্র্যাস্তু পরং নাস্তি পাবনঞ্চ নৃপোত্তম ॥ ৭৩ ॥ কর্ম্মণা মনসা বাচা যদ্রাত্রৌ কুরুতে হ্যঘম্। উত্তিষ্ঠন্ পূর্ব্বসন্ধ্যায়াং প্রাণায়ামৈর্বিশোধয়েৎ ॥ ৭৪ ॥ যদহ্না কুরুতেপাপং মনো-

অশুচি হইয়া থাকে; এজন্য ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে, যথাবিধি দন্তধাবন করা কর্ত্তব্য। প্রতিপৎ, অমাবস্যায়, ষষ্ঠী নবমী এবং রবিবারে দন্তের সহিত কাষ্ঠসংযোগ করিলে দন্তধাবনকর্ত্তার সপ্তকুল দগ্ধ হয়। দন্তকাষ্ঠ না পাইলে অথবা নিষিদ্ধ দিন উপস্থিত হইলে মুখশুদ্ধির নিমিত্ত দ্বাদশ গণ্ডূষ জল গ্রহণীয়। দন্তকাষ্ঠ ত্বক্‌সমন্বিত, নিব্রণ, ও অভঙ্গ হইবে। উহার দৈর্ঘ্য দ্বাদশঅঙ্গুলি এবং স্থূলতার মান কনিষ্ঠাঙ্গুলির সমান। দন্তকাষ্ঠ সকল এক অঙ্গুলি পরিমাণ চর্ব্বণ করিবে। শুদ্ধির নিমিত্ত প্রাতঃস্নান করিবে। তীর্থে প্রাতঃস্নান বিশেষ প্রশস্ত। যে হেতু প্রাতঃস্নান হইতে শুদ্ধি লাভ করা যায়, অতএব মলিন ব্যক্তির প্রত্যহ প্রাতঃস্নান কর্ত্তব্য। দেহের নব ছিদ্র দিয়া রাত্রি দিন যে মল পরিস্রুত হয়, প্রাতঃস্নানে তাহা প্রক্ষালিত হইয়া যায়। ইহাতে উৎসাহ, মেধা, সৌভাগ্য, রূপ, ও সম্পদ্ বৃদ্ধি পায়। পণ্ডিতগণ বলেন,—এই মহাপাপহরে প্রাতঃস্নান প্রজাপত ব্রতেরে সমান। প্রাতস্নানে পাপ, অলক্ষ্মী গ্লানি অশুচিত্ব ও দুঃস্বপ্ন নষ্ট হয় এবং তুষ্টি পুষ্টি হইয়া থাকে। দুষ্টগণ প্রাতঃস্নায়ী লোকের নিকট কদাচ যাইতে পারে না। প্রাতঃস্নান হইতে দৃষ্টাদৃষ্ট ফল জন্মিয়া থাকে। অতএব প্রাতঃস্নান আচরণ করিবে। হে নৃপোত্তমগণ! আমি প্রসঙ্গক্রমে স্নানবিধি বলিতেছি, বিধিপূর্ব্বক স্নান সাধারণ স্নান হইতে শতগুণ অধিক ফলদায়ক। ইহাই বিধিজ্ঞগণের মত। বিশুদ্ধ মৃত্তিকা কুশ তিল ও গোময় লইয়া শুচিদেশে স্থাপনপূর্ব্বক আচমনান্তে স্নান করিতে হয়। বদ্ধশিখ হইয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিবে; পরে স্বশাখোক্ত বিধানে যথাবিধি স্নান করিবে। এই রূপে স্নান করিয়া বস্ত্রনিষ্পীড়ন পূর্ব্বক শুদ্ধ বস্ত্রযুগ্ম পরিধান করিবে। অনন্তর আচমনান্তে কুশযুক্ত হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। যে বিপ্র সুদৃঢ়-ভাবে চিত্তসংযম করিয়া প্রাণায়াম করেন, তিনি অহোরাত্রকৃত পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়া থাকেন। চিত্তসংযম পূর্ব্বক যিনি দশ বা দ্বাদশ-সংখ্যক প্রাণায়াম করেন; তাঁহার মহাতপস্যাই করা হয়। ব্যাহৃতি ও প্রণব সহ ষোড়শবার প্রাণা-য়াম একমাস পর্য্যন্ত অহরহ অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতে ভ্রূণহা ব্যক্তি পবিত্র হইয়া থাকে। ৫৬—৭১। যেমন অগ্নিসংযোগে পার্থিব ধাতুসমূহের মল দগ্ধ হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়কৃত দোষ সকলও একমাত্র প্রাণায়াম হইতেই ভস্মসাৎ হইয়া যায়। ওঙ্কারই পরমব্রহ্ম; এবং প্রাণায়ামই পরম তপস্যা। হে নৃপোত্তম! গায়ত্রী হইতে পরম পবিত্র আর কিছুই নাই। কর্ম্ম, মন, ও বাক্যদ্বারা রাত্রিকালে যে পাপ করা হয়, প্রভাতে

বাক্কায়কর্ম্মভিঃ। আসীনঃ পশ্চিমাং সন্ধ্যাং প্রাণায়ামৈর্ব্যপোহতি। পশ্চিমাস্তু সমাসীনো মলং হন্তি দিবাকৃতম্॥ ৭৫॥ নোপতিষ্ঠেত্তু যঃ পূর্ব্বং নোপাস্তে যস্তু পশ্চিমাম্। স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্দ্বিজকর্ম্মণঃ॥ ৭৬॥ অপাং সমীপমাসাদ্য নিত্যকর্ম্ম সমাচরেৎ। তত্র আচমনং কুর্য্যাদ্যথাবিধ্যনুপূর্ব্বশঃ॥ ৭৭॥ আপো হি ষ্ঠেতি তিসৃভির্ম্মার্জ্জনন্তু ততশ্চরেৎ। ভূমৌ শিরসি চাকাশ আকাশে ভুবি মস্তকে॥৭৮॥ মস্তকে চ তথাকাশে ভূমৌ চ নবধা ক্ষিপেৎ। ভূমিশব্দেন চরণাবাকাশং হৃদয়ং স্মৃতম্। শিরস্তেব শিরঃশব্দো মার্জ্জনং তৈরুদাহৃতম্॥ ৭৯॥ বারুণাদপি চাগ্নেয়াদ্বায়ব্যাদপি চেন্দ্রতঃ। মন্ত্রস্নানাদপি পরং ব্রাহ্মং স্নানমিদং পরম্। ব্রাহ্মস্নানেন যঃ স্নাতঃ স বাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ॥ ৮০॥ সর্ব্বত্র চার্হতামেতি দেবপূজাদিকর্ম্মণি। নক্তন্দিনং নিমজ্জ্যাপ্সু কৈবর্ত্তাঃ কিমু পাবনাঃ॥ ৮১॥ শতশোহপি তথা স্নাত্বা ন শুদ্ধা ভাবদূষিতাঃ। অন্তঃকরণশুদ্ধাংশ্চ তান্ বিভূতিঃ পবিত্রয়েৎ॥ ৮২॥ কিং পাবনাঃ প্রকীর্ত্ত্যন্তে রাসভা ভস্মধূসরাঃ। স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু মলৈঃ সর্ব্বৈর্বিবর্জ্জিতঃ॥ ৮৩॥ তেন ক্রতুশতৈরিষ্টং চেতো যস্যেহ নির্ম্মলম্। তদেব নির্ম্মলং চেতো যথা স্যাত্তন্মুনে শৃণু॥ ৮৪॥ বিশ্বেশশ্চেৎ প্রসন্নঃ স্যাত্তদা স্যান্নান্যথা ক্বচিৎ। তস্মাচ্চেতোবিশুদ্ধ্যর্থং কাশীনাথং সমাশ্রয়েৎ॥ ৮৫॥ ইদং শরীরমুৎসৃজ্য পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি। দ্রুপদান্তং ততো জপ্ত্বা জলমাদায় পাণিনা ৮৬॥ কুর্য্যাদৃতঞ্চ মন্ত্রেণ বিধিজ্ঞস্ত্বঘমর্ষণম্। নিমজ্জ্যাপ্সু চ যো বিপ্রস্ত্রিঃপঠেদ্‌ঘমর্ষণম্॥ ৮৭॥ জলে বাপি স্থলে বাপি যঃ কুর্য্যাদঘমর্ষণম্। তস্যাঘৌঘো বিনশ্যেত যথা সূর্য্যোদয়ে তমঃ॥৮৮॥ গায়ত্রীং শিরসা হীনাং মহাব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্। প্রণবাদ্যাং জপংস্তিষ্ঠন্ ক্ষিপেদম্ভোহঞ্জলিত্রয়ম্॥ ৮৯॥ তেন বজ্রোদকেনাশু মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ। সূর্য্যতেজঃপ্রলোপন্তে শৈলা ইব বিবস্বতঃ॥ ৯০॥ সহায়ার্থঞ্চ সূর্য্যস্য যো দ্বিজো নাঞ্জলিত্রয়ম্। ক্ষিপেন্মন্দেহনাশায় সোহপি মন্দেহতাং ব্রজেৎ॥ ৯১॥ প্রাত-

---

উঠিয়া প্রাতঃসন্ধ্যায় প্রাণায়াম করিলেই সেই পাপ হইতে শুদ্ধিলাভ করা যায়। দিবসে মনঃ, বাক্য, কায় ও কর্ম্মদ্বারা যে পাপ করা হয়, সায়ংসন্ধ্যার উপাসনায় প্রাণায়াম দ্বারাই সে পাপ নষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি পশ্চিমসন্ধ্যার উপাসনা করে, তাহার দিবাকৃত মল নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি পূর্ব্ব বা পশ্চিম সন্ধ্যোপাসনা করে না, তাহাকে সমস্ত দ্বিজকর্ম্ম হইতে শূদ্রের ন্যায় বহিষ্কৃত করাই কর্ত্তব্য। জলসমীপে গিয়া নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিতে হয়। জলদ্বারা যথাবিধি আচমন করিবে। পরে "আপো হিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ে তিনবার মার্জ্জন করিবে। ভূতলে, মস্তকে, আকাশে, এবং আকাশে, ভূতলে ও মস্তকে পুনরপি মস্তকে, আকাশে ও ভূতলে এইরূপে তিন তিনবার করিয়া সমষ্টিতে নয়বার মার্জ্জন করিবে। ভূমি শব্দে চরণদ্বয়, আকাশ শব্দে হৃদয়, এবং শিরঃশব্দে মস্তক। মন্ত্র দ্বারা এই সকল স্থানেরই মার্জ্জন বিহিত হইয়াছে। ইহার নাম পরমব্রাহ্ম স্নান; ইহা বারুণ, আগ্নেয়, বায়ব্য, ও ঐন্দ্র মন্ত্র স্নান হইতেও পরম পবিত্র। যে ব্যক্তি এই ব্রাহ্মস্নানে স্নাত হয়, তাহার বাহ্য এবং আভ্যন্তর সমস্তই শুচি হইয়া থাকে। এইরূপ স্নানে দেবপূজাদি কর্ম্মে সর্ব্বত্রই যোগ্যতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা ভাবদুষ্ট ব্যক্তি, তাহারা শত শত বার স্নান করিলেও শুদ্ধ হইতে পারে না। দেখ, কৈবর্ত্তগণ রাত্রিদিন জলমগ্ন হইয়াও কি পবিত্র হইয়া থাকে? যাহারা চিত্তশুদ্ধি-সম্পন্ন, বিভূতি তাহাদিগকেই পবিত্র করিয়া থাকে। অন্যথা গর্দ্দভগণও ভস্মধূসর বটে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগকে কি পবিত্র বলা হয়? যাহার চিত্ত নির্ম্মল, সে সর্ব্বতীর্থেই স্নাত, সর্ব্বমল হইতেই বর্জ্জিত এবং তাহা দ্বারাই শতযজ্ঞ অনুষ্ঠিত। হে মুনে! যাহাতে চিত্ত নির্ম্মল হয়। এক্ষণে তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বিশ্বেশ্বর যদি প্রসন্ন হন, তবেই তাহা হইতে পারে, অন্যথা চিত্তশুদ্ধি হওয়া অসম্ভব। অতএব চিত্তশুদ্ধির জন্য কাশীনাথেরই আশ্রয় লইতে হয়। তাঁহার আশ্রয় লইলে এদেহ পরিত্যাগ করিয়া নর পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহা হৌক, অনন্তর "দ্রুপদাদিব" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া বিধিজ্ঞ ব্যক্তি হস্তে জল লইয়া 'ঋতঞ্চ' ইত্যাদি মন্ত্রে অঘমর্ষণ করিবেন। যে বিপ্রজন জলে মগ্ন হইয়া তিনবার অথবা জলে কিংবা স্থলে থাকিয়াই অঘমর্ষণ করেন, সূর্য্যোদয়ে তমোরাশির ন্যায় তাঁহার পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়।৭২ ৮৮। অনন্তর প্রণবাদি মহাব্যাহৃতিপূর্ব্বিকা গায়ত্রী জপ করিতে করিতে তিনবার জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। শৈলগণ যেমন সূর্য্যের তেজোরোধ করে, তেমনি মন্দেহ নামক কতকগুলি রাক্ষস সূর্য্যতেজ লোপ করিয়া

স্তাবন্নক্ষত্রপংক্তিদৈর্যাবৎ সূর্য্যস্য দর্শনম্। উপবিষ্টো জপেৎ সায়মৃক্ষাণামাবিলোকনাৎ ॥ কাললোপো ন কর্ত্তব্যো দ্বিজেন স্বহিতেপ্সুনা। অর্দ্ধোদয়াস্তসময়ে তস্মাদ্বজ্রোদকং ক্ষিপেৎ ॥ ৯৩ ॥ বিধিনাপি কৃতা সন্ধ্যা কালাতীতাকলা ভবেৎ। অয়মেব হি দৃষ্টান্তো বন্ধ্যাস্ত্রীমৈথুনং যথা ॥ ৯৪ ॥ জলে বামকরং কৃত্বা যা সন্ধ্যাচরিতা দ্বিজৈঃ। বৃষলী সা পরিজ্ঞেয়া রক্ষোগণমুদাবহা ॥ ৯৫ ॥ উপস্থানং ততঃ কুর্য্যাচ্ছাখোক্তবিধিনা ততঃ। সহস্রকৃত্বো গায়ত্র্যাঃ শত কৃত্বোঽথবা পুনঃ ॥ ৯৬ ॥ দশকৃত্বোঽথ দেব্যৈ চ কুর্য্যাৎ সৌরীমুপস্থিতিম্। সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাম্ ॥ ৯৭ ॥ গায়ত্রীং যো জপেদ্বিপ্রো ন স পাপৈঃ প্রলিপ্যতে। রক্তচন্দনমিশ্রাভিরদ্ভিশ্চ কুসুমৈঃ কুশৈঃ ॥ ৯৮। বেদোক্তৈরাগমোক্তৈর্ব্বা মন্ত্রৈরর্ঘং প্রদাপয়েৎ। অর্চ্চিতঃ সবিতা যেন তেন ত্রৈলোক্যমর্চ্চিতম্ ॥ ৯৯ ॥ অর্চ্চিতঃ সবিতা দত্তে সুতান্ পশুবসূনি চ। ব্যাধীন হরেদ্দদাত্যায়ুঃ পূরয়েদ্বাঞ্ছিতান্যপি ॥ ১০০ ॥ অয়ং হি রুদ্র আদিত্যো হরিরেষ দিবাকরঃ। রবির্হিরণ্যরূপোঽসৌ ত্রয়ীরূপোঽয়মর্য্যমা ॥ ১০১ ॥ ততস্ত তর্পণং কুর্য্যাৎ স্বশাখোক্তবিধানতঃ। ব্রহ্মাদীনখিলান্ দেবান্মরীচ্যাদীংস্তথা মুনীন্ ॥ ১০২ ॥ চন্দনাগুরুকর্পূরগন্ধবৎ কুসমৈরপি। তর্পয়েচ্ছুচিভিস্তোয়ৈস্তৃপ্যন্ত্বিতি সমুচ্চরেৎ ॥ ১০৩ ॥ সনকাদীন্মনুষ্যাংশ্চ নিবীতী তর্পয়েদ্যবৈঃ। অঙ্গুষ্ঠদ্বয়মধ্যে তু কৃত্বা দর্ভানৃজূন্ দ্বিজঃ ॥ ১০৪ ॥ কব্যবাড়নলাদীংশ্চ পিতৄন্ দিব্যান্ প্রতর্পয়েৎ। প্রাচীনাবীতিকো দর্ভৈর্দ্বিগুণৈস্তিলমিশ্রিতৈঃ ॥ ১০৫ ॥ রবৌ শুক্লে ত্রয়োদশ্যাং সপ্তম্যাং নিশি সন্ধ্যয়োঃ। শ্রেয়োঽর্থী ব্রাহ্মণো জাতু ন কুর্য্যাত্তিলতর্পণম্ ॥ ১০৬ ॥ যদি কুর্য্যাত্ততঃ কুর্য্যাচ্ছুক্লৈরেব তিলৈঃ কৃতী। চতুর্দ্দশ যমান পশ্চাত্তর্পয়েন্নাম উচ্চরন্ ॥ ১০৭ ॥ ততঃ স্বগোত্রমুচ্চার্য্য তর্পয়েৎ স্বান্ পিতৄন্মুদা। সব্যজান্বনিপাতেন পিতৃতীর্থেন বাগ্যতঃ ॥ ১০৮ ॥ একৈকমঞ্জলিং দেবা দ্বৌ দ্বৌ তু সনকাদিকাঃ। পিতরস্ত্রীন

থাকে। উল্লিখিত বজ্রোদক দ্বারা ঐ সকল রাক্ষস বিনষ্ট হয়। যে দ্বিজ সূর্য্যের সহায়ার্থ মন্দেহগণের নাশের জন্য অঞ্জলিত্রয় না প্রদান করেন, তিনিও মন্দেহ হইয়া থাকেন। প্রাতঃকালে জপ করিতে করিতে সূর্য্যদর্শন পর্য্যন্ত অবস্থান করিবে এবং সায়ংকালে নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত উপবিষ্ট হইয়া জপ করিবে। আত্মহিতৈষী দ্বিজ কালাতিক্রম করিবেন না। অর্দ্ধোদয় ও অর্দ্ধাস্তকালেই বজ্রোদক ক্ষেপণ করিবেন। বিধিপূর্ব্বক সন্ধ্যা করিলেও কালাতিপাতে তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। এস্থলে বন্ধ্যা স্ত্রীমৈথুনই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। দ্বিজগণ বাম কর জলে রাখিয়া যে সন্ধ্যাচরণ করেন, ঐ সন্ধ্যা রাক্ষসপ্রীতি-জননী বৃষলী বলিয়াই বিজ্ঞেয়া। অনন্তর স্ব স্ব শাখা-নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে সূর্য্যোপস্থান করিবে। সহস্র, শত কিম্বা দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া সূর্য্যোপস্থান করিতে হয়। যে বিপ্র সহস্র, শত বা ন্যূনপক্ষে দশবার গায়ত্রী জপ করেন, তিনি আর কদাচ পাপলিপ্ত হন না। অনন্তর রক্তচন্দনাক্ত জল, কুশ ও কুসুম দ্বারা বেদ বা আগমোক্ত মন্ত্রানুসারে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবে। যিনি সূর্য্যকে অর্চ্চনা করেন, এই নিখিল ত্রৈলোক্যই তৎকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হয়। সূর্য্য অর্চ্চিত হইয়া পুত্র, পশু ও বসু দান করেন; ব্যাধি হরণ করেন, আয়ু দান করেন; এমন কি সর্ব্বাভীষ্টই প্রদান করিয়া থাকেন। আদিত্যই রুদ্র, দিবাকরই হরি, রবিই হিরণ্যগর্ভ এবং অর্য্যমাই ত্রয়ীরূপ। অনন্তর স্ব স্ব শাখাবিহিত বিধি অনুসারে ব্রহ্মাদি নিখিল দেব ও মরীচ্যাদি মুনিগণকে তর্পণ করিবে। চন্দন, অগুরু, কর্পূর ও গন্ধযুক্ত কুসুম এবং পবিত্র জলদ্বারা তর্পণ করিতে হয়। তর্পণে 'তৃপ্যন্তু' এই বাক্য শেষে উচ্চারণ করিবে। দ্বিজ নিবীতী হইয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে সরলভাবে কুশস্থাপনপূর্ব্বক যব দ্বারা সনকাদি ঋষি ও মনুষ্যাদিগকে তর্পণ করিবেন। প্রাচীনাবীতী হইয়া তিলমিশ্রিত দ্বিগুণ দর্ভযোগে কব্যবাট্ ও অনলাদি দিব্য পিতৃগণকে তর্পণ করিতে হয়। রবিবার, শুক্লাত্রয়োদশী, সপ্তমী তিথি, রাত্রি এবং উভয় সন্ধ্যায় কল্যাণার্থী ব্রাহ্মণ কদাচ তিলতর্পণ করিবেন না। যদি করিতে হয়, তবে শুক্ল তিলদ্বারাই তর্পণ কার্য্য করিবেন। অনন্তর চতুর্দ্দশ যমকে নামোচ্চারণপূর্ব্বক তর্পণ করিতে হয়। পরে স্বীয় গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক স্ব স্ব পিতৃপুরুষদিগকে ভক্তিভাবে তর্পণ করিবে। তর্পণকালে সব্যজানু পাতিত করিয়া বাগ্যতভাবে পিতৃতীর্থ দ্বারা তর্পণ করা কর্ত্তব্য। ৮৯—১০৮। দেবগণকে এক এক অঞ্জলি, সনকাদি ঋষিকে দুই দুই অঞ্জলি, পিতৃ-

প্রবাহন্তি স্ত্রিয় একৈকমঞ্জলিম্॥ ১০৯॥ অঙ্গুল্যগ্রেণ বৈ দৈবমার্ষমঙ্গুলিমূলগম্। ব্রাহ্মমঙ্গুষ্ঠমূলে তু পাণিমধ্যে প্রজাপতেঃ॥ ১১০॥ মধ্যেঽঙ্গুষ্ঠপ্রদেশিন্যোঃ পিত্র্যং তীর্থং প্রচক্ষতে। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ॥ ১১১॥ তৃপ্যন্তু সর্ব্বে পিতরো মাতৃমাতামহাদয়ঃ। অন্যে চ মন্ত্রাঃ প্রোক্তা যে বেদোক্তাঃ পুরাণসম্ভবাঃ॥ ১১২॥ সাঙ্গঞ্চ তর্পণং কুর্য্যাৎ পিতৃণাঞ্চ সুখপ্রদম্। অগ্নিকার্য্যং ততঃ কৃত্বা বেদাভ্যাসং ততশ্চরেৎ॥ ১১৩॥ শ্রুত্যভ্যাসঃ পঞ্চধা স্যাৎ স্বীকারোঽর্থবিচারণম্। অভ্যাসশ্চ তপশ্চাপি শিষ্যেভ্যঃ প্রতিপাদনম্॥ ১১৪॥ লব্ধস্য প্রতিপালার্থমলব্ধস্য চ লব্ধয়ে। প্রাতঃকৃত্যমিদং প্রোক্তং দ্বিজাতীনাং নৃপোত্তম॥ ১১৫॥ অথবা প্রাতরুত্থায় কৃত্বাবশ্যকমেব চ। শৌচাচমনমাদায় ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্॥ ১১৬॥ বিশোধ্য সর্ব্বগাত্রাণি প্রাতঃসন্ধ্যাং সমাচরেৎ। বেদার্থানধিগচ্ছেদ্বৈ শাস্ত্রাণি বিবিধান্যপি॥ ১১৭॥ অধ্যাপয়েচ্ছুচীন্ শিষ্যান্ হিতান্মেধাসমন্বিতান্। উপেয়াদীশ্বরং চাপি যোগক্ষেমাদিসিদ্ধয়ে॥ ১৮॥ ততো মধ্যাহ্ন-সিদ্ধ্যর্থং পূর্ব্বোক্তং স্নানমাচরেৎ। স্নাত্বা মাধ্যাহ্নিকীং সন্ধ্যামুপাসীত বিচক্ষণঃ॥ ১১৯॥ দেবতাং পরিপূজ্যাথ নৈমিত্তিকং বিধিং চরেৎ। পবনাগ্নিং সমুজ্জ্বাল্য বৈশ্বদেবং সমাচরেৎ॥ ১২০॥ নিষ্পাবান্ কোদ্রবান্মাষান্ কলাপাংশ্চণকাংস্ত্যজেৎ। তৈলপক্কমপক্কান্নং সর্ব্বং লবণযুক্ ত্যজেৎ॥ ১২১॥ আঢক্যন্নং মসূরান্নং বর্ত্তুলধান্যসম্ভবম্। ভুক্তশেষং পর্য্যুষিতং বৈশ্বদেবে বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১২২॥ দর্ভপাণিঃ সমাচম্য প্রাণায়ামং বিধায় চ। পৃথোদিবীতি মন্ত্রেণ পর্য্যুক্ষণমথাচরেৎ॥ ১২৩॥ প্রদক্ষিণঞ্চ পর্য্যুক্ষ্য দ্বিঃ পরীস্তীর্য্য বৈ কুশান্। রাপোর্দ্ধি-দেবমন্ত্রেণ কুর্য্যাদ্বহ্নিং স্বসম্মুখে॥ ১২৪॥ বৈশ্বানরং সমভ্যর্চ্চ্য গন্ধপুষ্পাক্ষতৈস্তথা। স্বশাখোক্তপ্রকারেণ হোমং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥ ১২৫॥ অধ্বগঃ ক্ষীণবৃত্তিশ্চ বিদ্যার্থী গুরুপোষকঃ। যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ ষড়েতে ধর্ম্মভিক্ষকাঃ॥ ১২৬॥ অতিথিঃ পান্থিকো জ্ঞেয়োঽনূচানঃ শ্রুতিপারগঃ। মান্যাবেতৌ গৃহস্থানাং ব্রহ্মলোকমভীপ্সতাম্॥ ১২৭॥ অপি শ্বপাকে শুনি বা নৈবান্নং নিষ্ফলং ভবেৎ। অন্নার্থিনি সমায়াতে

লোকদিগকে তিন তিন অঞ্জলি এবং স্ত্রীলোকদিগকে এক এক অঞ্জলি তর্পণ জল প্রদান করিতে হয়। তাঁহারা এইরূপই ব্যাখ্যা করেন। অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দৈব, অঙ্গুলীমূল আর্ষ, অঙ্গুষ্ঠমূল ব্রাহ্ম, পাণিমধ্য প্রাজাপত্য, এবং অঙ্গুষ্ঠ ও প্রদেশিনীর মধ্যদেশ পিতৃতীর্থ বলিয়া উল্লিখিত। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত দেবর্ষি-পিতৃমানব ও মাতৃমাতামহাদি নিখিল পিতৃলোক সকলেই তৃপ্তিলাভ করুন। এই মন্ত্র এবং অন্যান্য বেদ-পুরাণসম্ভব যে সকল মন্ত্র আছে, এতৎসমুদয় দ্বারাই পিতৃলোকদিগের সুখপ্রদ সম্পূর্ণ তর্পণ করিবে। পরে অগ্নিকার্য্য করিয়া বেদাভ্যাস করিবে। বেদাভ্যাস পাঁচপ্রকার; যথা—স্বীকার, অর্থবিচার, অভ্যাস, তপস্যা, ও শিষ্যাধ্যাপন। হে নৃপোত্তম! লব্ধ বস্তুর প্রতিপালন, ও অলব্ধ বস্তুর লাভের নিমিত্ত এই আমি দ্বিজাতিগণের প্রাতঃকৃত্য কীর্ত্তন করিলাম। অথবা প্রভাতে উঠিয়া অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক শৌচ ও আচমন করিয়া দন্তধাবন করিবে। পরে সর্ব্ব গাত্র বিশোধিত করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। বেদার্থ অবগত হইবে; বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে; মেধাবী সৎস্বভাবসম্পন্ন পবিত্রাত্মা শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইবে। পরে যোগক্ষেমাদি নির্ব্বাহ করিবার জন্য কোন ঐশ্বর্য্যশালীর নিকট গমন করিবে। ১০৯—১১৮। অনন্তর মধ্যাহ্ন-কৃত্য সম্পাদনের জন্য পূর্ব্বোক্তরূপে স্নান করিবে। স্নানান্তে বিচক্ষণ ব্যক্তি মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা উপাসনা করিবেন। পরে দেবপূজান্তে নৈমিত্তিক কার্য্য করিবেন এবং পবনাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া বৈশ্বদেব বিধি নির্ব্বাহ করিবেন। এই বৈশ্বদেব কার্য্যে নিষ্পাব, কোদ্রব, মাষ, কলাপ, চণক, তৈলপক্ক, বা অপক্ক অথবা আঢ়কী অন্ন, মসূরান্ন, বর্ত্তুলধান্যজাত অন্ন, এবং ভুক্তশেষ বা পর্য্যুষিত অন্ন ও সমস্ত লবণাক্ত বস্তু পরিত্যাগ করিবে। পরে দর্ভপাণি হইয়া আচমন ও প্রাণায়ামপূর্ব্বক 'পৃথো দিবি' ইত্যাদি মন্ত্রে পর্য্যুক্ষণ করিতে হইবে। অনন্তর প্রদক্ষিণ ও দুইবার পর্য্যুক্ষণ করিয়া কুশাস্তরণপূর্ব্বক 'রাপোর্দ্ধি' ইত্যাদি মন্ত্রে স্বীয় সম্মুখে বহ্নিস্থাপন করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি গন্ধ পুষ্প ও অক্ষতদ্বারা বৈশ্বানরকে অর্চ্চনা করিয়া স্বশাখোক্ত বিধি অনুসারে হোম করিবেন। অধ্বগ, ক্ষীণবৃত্তি, বিদ্যার্থী, গুরুপোষক, যতি ও ব্রহ্মচারী, এই ছয়জন ধর্ম্মভিক্ষুক। পথিক অতিথি এবং শ্রুতিপারগই অনূচান; ব্রহ্মলোকলিপ্সু গৃহস্থগণ এই দুই ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মাননা করিবেন। শ্বপাক বা

পাত্রাপাত্রং ন চিন্তয়েৎ॥ ১২৮॥ শুনাঞ্চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিণাম্। কাকানাঞ্চ কৃমীনাঞ্চ বহিরন্নং কিরেদ্ভুবি॥ ২৯॥ ঐন্দ্রবারুণবায়ব্যাঃ যাম্যা বৈ নৈর্ঋতাশ্চ যে। প্রতিগৃহ্ণন্ত্বিমং পিণ্ডং কাকা ভূমৌ ময়ার্পিতম্॥ ১৩০॥ ইত্থং ভূতবলিং কৃত্বা কালং গোদোহমাত্রকম্। প্রতীক্ষ্যাতিথি-মায়াতং বিশেদ্ভোজ্যগৃহং ততঃ॥ ৩১॥ অদত্ত্বা বায়সবলিং নিত্যশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ। নিত্যশ্রাদ্ধে স্বসামর্থ্যাৎ ত্রীন্ দ্বাবেকমথাপি বা॥ ৩২॥ ভোজয়েৎ পিতৃযজ্ঞার্থং দদ্যাদুদ্ধৃত্য বারি চ। নিত্যশ্রাদ্ধং দৈবহীনং নিয়মাদিবিবর্জ্জিতম্॥ ৩৩॥ দক্ষিণারহিতং হ্যেতদ্দাতৃভোক্তৃস্বতৃপ্তিকৃৎ। পিতৃযজ্ঞং বিধায়েত্থং স্বস্থবুদ্ধিরনাতুরঃ॥ ৩৪॥ অদুষ্টাসনমধ্যাস্য ভুঞ্জীত শিশুভিঃ সহ। সুগন্ধিঃ সুমনাঃ স্রগ্বী শুচিবাসো-দ্বয়ান্বিতঃ॥ ৩৫॥ প্রাগাস্য উদগাস্যো বা ভুঞ্জীত পিতৃসেবিতম্। বিধায়ান্নমনগ্নং তত্পরিষ্টাদধস্তথা॥ ৩৬॥ আপোশানবিধানেন কৃত্বাশ্নীয়াৎ সুধীর্দ্বিজঃ॥ ভূমৌ বলিত্রয়ং কুর্য্যোদপো দদ্যাদ্বদোপরি॥ ৩৭॥ সকৃচ্চাপ উপস্পৃশ্য প্রাণাদ্যাহুতিপঞ্চকম্। দদ্যা-জ্জঠরকুণ্ডাগ্নৌ দর্ভপাণিঃ প্রসন্নধীঃ॥ ৩৮॥ দর্ভ-পাণিস্তু যো ভুঙ্ক্তে তস্য দোষো ন বিদ্যতে॥ কেশকীটাদিসংভূতস্তদশ্নীয়াৎ সদর্ভকঃ॥ ৩৯॥ ততো মৌনেন ভুঞ্জীত ন কুর্য্যাদ্দন্তঘর্ষণম্। প্রক্ষালিত-ব্যহস্তস্য দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠমূলতঃ॥ ১৪০॥ রৌরবেহপুণ্য-নিলয়ে অধোলোকনিবাসিনাম্। উচ্ছিষ্টোদকমিচ্ছুনা-মক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্॥ ৪১॥ পুনরাচম্য মেধাবী শুচির্ভূত্বা প্রযত্নতঃ। মুখশুদ্ধিং ততঃ কৃত্বা পুরাণশ্রবণাদিভিঃ॥ ৪২॥ অতিবাহ্য দিবাশেষং ততঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ॥ গৃহেষু প্রাকৃতা সন্ধ্যা গোষ্ঠে দশগুণা স্মৃতা॥ ৪৩॥ নদ্যামযুতসংখ্যা স্যাদনন্তা শিবসন্নিধৌ। অনৃতং মদ্যগন্ধঞ্চ দিবামৈথুনমেব চ। পুনাতি বৃষলস্নানং সন্ধ্যা বহিরুপাসিতা॥ ১৪৪॥ উদ্দেশতঃ সমাখ্যাত এষ নিত্যতনো বিধিঃ। ইত্থং সমাচরন্ বিপ্রো নাবসীদতি কর্হিচিৎ॥ ১৪৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সদাচারবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ॥ ৫

কুক্কুর, যাহাকেই অন্ন দেওয়া যায়, সে দান নিষ্ফল হয় না। অন্নার্থী হইয়া সমাগত হইলে পাত্রাপাত্র বিচার করিবে না। কুক্কুর, পতিত ব্যক্তি, শ্বপচ ও পাপরোগী এবং কাক ও কৃমিদিগের জন্য গৃহ-বহির্ভাগে ভূতলে অন্ন রাখিয়া দিবে। বলিবে,—ঐন্দ্র, বারুণ, বায়ব্য যাম্য ও নৈঋত দিক্‌স্থিত কাকগণ ঐ মৎপ্রদত্ত পিণ্ড প্রতিগ্রহ করুন। এইরূপে ভূতবলি প্রদানপূর্ব্বক একটী গোদোহন হইতে পারে, এতটুকু কাল অতিথি-আগমনের প্রতীক্ষায় থাকিয়া পরে ভোজনাগারে প্রবেশ করিবে। বায়সবলি না দিয়া নিত্য শ্রাদ্ধ করিবে। নিত্য শ্রাদ্ধে নিজের সামর্থ্যানুসারে তিন, দুই, অথবা একটীমাত্র ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। পিতৃযজ্ঞার্থ জলদান করিবে। নিত্য শ্রাদ্ধে দৈব নাই, নিয়মাদি নাই বা দক্ষিণা নাই। এই শ্রাদ্ধ—দাতা এবং ভোক্তার তৃপ্তিকর। স্থিরবুদ্ধি অনাতুর ব্যক্তি এই-রূপে পিতৃযজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া অদুষ্ট আসনে উপ-বেশন-পূর্ব্বক শিশুগণসহ ভোজন করিবে। সুগন্ধি, সুবাসা, মাল্যমণ্ডিত ও পবিত্র বস্ত্রযুগ্মধারী দ্বিজাতি প্রাগাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া পিতৃসেবিত অন্নভোজন করিবেন। সুধী দ্বিজ অন্ন প্রস্তুত করিয়া নিম্নে ও উপরে ঢাকিয়া রাখিবে, পরে আপোশন বিধানে আবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক ভক্ষণ করিবে। ভূতলে বলিত্রয় স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি জলদান করিবে। পরে একবার আচমন করিয়া প্রাণাদি পঞ্চককে জঠর-কুণ্ডানলে পঞ্চাহুতি প্রদান করিবে। দর্ভপাণি হইয়া প্রসন্নমনে এই কার্য্য করিতে হয়। যে ব্যক্তি দর্ভ-পাণি হইয়া ভোজন করে, তাহার কোনই কেশ-কীটাদি-সম্ভূত দোষ থাকিতে পারে না। অতএব সদর্ভ হইয়াই ভোজন করা কর্ত্তব্য। ভোজনে মৌনী হইতে হইবে। ভোজনান্তে দন্ত ঘর্ষণ করিবে না। হস্ত প্রক্ষালনকালে বলিবে,—পাপ-নিলয় রৌরবে যে সকল উচ্ছিষ্টোদকলিপ্সু, অধোলোকবাসী আছে, ইহা তাহাদিগের নিকট অক্ষয়রূপে উপস্থিত হোক। এই বলিয়া দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠের মূলভাগ দ্বারা উচ্ছিষ্টদান করিবে। অনন্তর মেধাবী ব্যক্তি পুনরায় আচমনান্তে শুচি হইয়া সযত্নে মুখশুদ্ধি করিবেন। পরে পুরাণ-শ্রবণাদি দ্বারা অবশিষ্ট দিনভাগ যাপনপূর্ব্বক অব-শেষে সায়ংসন্ধ্যা করিবেন। গৃহে যে সন্ধ্যা করা হয়, তাহা প্রাকৃত সন্ধ্যা; ইহা গোষ্ঠে গৃহাপেক্ষা দশগুণ, নদীতীরে অযুতসংখ্যক এবং শিবসন্নিধানে করিলে অনন্তফলজনক হয়। বহির্দ্দেশে সন্ধ্যা উপাসনা করিলে উহা অনৃত, মদ্যগন্ধ, দিবা-মৈথুন ও শূদ্রস্নানও পবিত্র করিয়া থাকে। আমি নিত্যক্রিয়াবিধি এই সংক্ষেপে ব্যাখ্যা

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। উপকারায় সাধূনাং গৃহস্থাশ্রমবাসিনাম্। যথা চ ক্রিয়তে ধর্ম্মো যথাবৎ কথয়ামি তে॥ ১॥ বৎস গার্হস্থ্যমাস্থায় নরঃ সর্ব্বমিদং জগৎ॥ পুষ্ণাতি তেন লোকাংশ্চ স জয়ত্যভিবাঞ্ছিতান্॥ ২॥ পিতরো মুনয়ো দেবা ভূতানি মনুজাস্তথা। কৃমিকীটপতঙ্গাশ্চ বয়াংসি পিতরোঽসুরাঃ॥ ৩॥ গৃহস্থমুপজীবন্তি ততস্তৃপ্তিং প্রয়ান্তি চ। মুখং বাস্য নিরীক্ষন্তে অপো নো দাস্যতীতি চ॥ ৪॥ সর্ব্বস্যাধারভূতা যে বৎস ধেনুস্ত্রয়ীময়ী। অস্যাং প্রতিষ্ঠিতং বিশ্বং বিশ্বহেতুশ্চ যা মতা॥ ৫॥ ঋক্‌পৃষ্ঠাসৌ যজুঃসন্ধ্যা সামকুক্ষিপয়োধরা। ইষ্টাপূর্ত্তবিষাণা চ সাধুসূক্ততনূরুহা॥ ৬॥ শান্তিপুষ্টিশকৃন্মূত্রা বর্ণপাদপ্রতিষ্ঠিতা। উপজীব্যমানা জগতাং পদক্রমজটাঘনৈঃ॥ ৭॥ স্বাহাকারস্বধাকারৌ বষট্‌কারশ্চ পুত্রক। হন্তকারস্তথৈবান্যস্তস্যাঃ স্তনচতুষ্টয়ম্॥ ৮॥ স্বাহাকারস্তনং দেবাঃ পিতরশ্চ স্বধাময়ম্। মুনয়শ্চ বষট্‌কারং দেবভূতসুরেশ্বরাঃ॥ ৯॥ হন্তকারং মনুষ্যাশ্চ পিবন্তি সততং স্তনম্। এবমধ্যাপয়েদেব বেদানাং প্রত্যহং ত্রয়ীম্॥ ১০॥ তেষামুচ্ছেদকর্ত্তা যঃ পুরুষোঽনন্তপাপকৃৎ। স তমস্যন্ধতামিস্রে নরকে হি নিমজ্জতি॥ ১১॥ যস্ত্বেনাং মানবো ধেনুং স্বর্ব্বৎসৈরমরাদিভিঃ। পূজয়ত্যুচিতে কালে স স্বর্গায়োপপদ্যতে॥ ১২॥ তস্মাৎ পুত্র মনুষ্যেণ দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ। ভূতানি চানুদিবসং পোষ্যাণি স্বতনুর্যথা॥ ১৩॥ তস্মাৎ স্নাতঃ শুচির্ভূত্বা দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্। যজ্ঞস্যান্তে তথৈবাগ্নিঃ কালে কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ॥ ১৪॥ সুমনোগন্ধপুষ্পৈশ্চ দেবানভ্যর্চ্চ্য মানবঃ। ততোঽগ্নেস্তর্পণং কুর্য্যাদদ্যাচ্চাপি বলীংস্তথা॥ ১৫॥ নক্তঞ্চরেভ্যো ভূতেভ্যো বালিমাকাশতো হরেৎ। পিতৄণাং নির্ব্বপেত্তদ্বদ্দক্ষিণাভিমুখস্ততঃ॥ ১৬॥ গৃহস্থস্তৎপরো ভূত্বা সুসমাহিতমানসঃ। ততস্তোয়মুপাদায় তেষ্বেবার্পণ-

---

করিলাম। এইরূপ নিত্যক্রিয়া আচরণ করিলে ব্রাহ্মণ কদাচ অবসন্ন হইবার নহেন। ১১৯—১৪৫।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—গৃহাশ্রমবাসী সাধুগণের উপকারের জন্য তাঁহাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম আমি যথাবৎ কীর্ত্তন করিতেছি। হে বৎস! নর গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এই সমস্ত জগৎ পোষণ করে এবং সেই ধর্ম্ম দ্বারাই বাঞ্ছিত লোকসকল জয় করিয়া থাকে। পিতৃ, দেব, মুনি, মনুজ ও অন্যান্য ভূতবৃন্দ, কৃমি, কীট, পতঙ্গ, বায়স, অসুর, সকলেই জীবিকার্থ গৃহস্থকে আশ্রয় করে এবং গৃহস্থের নিকটে সকলেই তৃপ্ত হইয়া থাকেন। এমন কি, আমাদিগকে জলদান করিবে, এই আকাঙ্ক্ষায় অনেকে গৃহস্থের মুখ নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। হে বৎস! ত্রয়ীময়ী ধেনু সকলেরই আধারভূত; উহাতেই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত এবং উহাই বিশ্বের হেতু। ঋগ্বেদ উহার পৃষ্ঠ, যজুঃ সন্ধি, সাম কুক্ষি ও স্তন, ইষ্টাপূর্ত্ত বিষাণ, উত্তমসূক্ত সকল রোমরাজি, শান্তি ও পুষ্টি পুরীষ ও মূত্র এবং বর্ণ উহার পাদপ্রতিষ্ঠা। পদক্রম প্রভৃতি দ্বারা উহা সকলেরই উপজীব্যমানা। হে সুত! স্বাহাকার, স্বধাকার, বষট্‌কার ও হন্তকার, সেই ত্রয়ী-ধেনুর স্তনচতুষ্টয়। দেবগণ উহার স্বাহাকার, পিতৃগণ স্বধাময়, মুনিগণ বষট্‌কার এবং দেব, ভূত, সুরেশ্বর ও মনুষ্যগণ উহার হন্তকার স্তন সতত পান করিয়া থাকেন। প্রত্যহ এইরূপ বেদত্রয়ী অধ্যয়ন করাইতে হয়। যে পুরুষ ঐ বেদসমূহের উচ্ছেদকর্ত্তা, তাহার অনন্ত পাপ হয়। সে ঘোর অন্ধতামিস্র নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। ১—১১। যে ব্যক্তি স্বর্গীয় বৎসস্বরূপ অমরাদির সহিত এই ধেনুকে যথাকালে পূজা করে, তাহার স্বর্গলাভ হয়। অতএব হে পুত্র! মনুষ্য সর্ব্বদা দেব ঋষি পিতৃ ও মানবদিগকে পূজা করিবে এবং অনুদিন স্বীয় তনুর ন্যায় ভূতসমূহকে পোষণ করিবে। তৎপরে স্নানপূর্ব্বক শুচি হইয়া দেব, ঋষি ও পিতৃতর্পণ করিবে। অনন্তর ব্রহ্মযজ্ঞের অবসানে মানব যথাকালে সমাহিত হইয়া জল এবং সুরম্য গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা দেবার্চ্চনা-পূর্ব্বক অগ্নিতর্পণ করিবে। পরে বলি প্রদান করিবে। নক্তঞ্চর ভূতদিগকে আকাশে বলি সমর্পণ করিতে হয়। অনন্তর গৃহস্থ সুসমাহিতমনে একাগ্রতার সহিত দক্ষিণাভিমুখী হইয়া পিতৃপুরুষদিগকে বলি নির্ব্বাপণ করিবে। পরে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি জল লইয়া দেবগণের নাম উল্লেখপূর্ব্বক

সৎক্রিয়াম্॥ ১৭॥ স্থানেষু নিক্ষিপেৎ প্রাজ্ঞো. নাম্না তু দিশ্চ দেবতাঃ। এবং বলিং গৃহে দত্বা গৃহে গৃহপতিঃ শুচিঃ॥ ১৮॥ আচম্য চ ততঃ কুর্য্যাৎ প্রাজ্ঞো দ্বারাবলোকনম্। মুহূর্ত্তস্যাষ্টমং ভাগমুদীক্ষেতাতিথিং ততঃ॥ ১৯॥ অতিথিং তত্র সম্প্রাপ্তমর্ঘ্যপাদ্যোদকেন চ। বুভুক্ষুমাগতং শ্রান্তং যাচমানমকিঞ্চনম্॥ ২০॥ ব্রাহ্মণং প্রাহুরাতিথিং সম্পূজ্য শক্তিতো বুধৈঃ। ন পৃচ্ছেত্তত্রাচরণং স্বাধ্যায়ং চাপি পণ্ডিতঃ॥২১॥ শোভনাশোভনাকারং তং মন্যেত প্রজাপতিম্। অনিত্যং হি স্থিতো যস্মাত্তস্মাদতিথিরুচ্যতে॥ ২২॥ তস্মৈ দত্বা তু যো ভুঙ্‌ক্তে স তু ভুঙ্‌ক্তেঽমৃতংনরঃ। অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে॥ ২৩॥ স দত্বা দুষ্কৃতং তস্মৈ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি। অপি বা শাকদানেন যদ্বা তোয়প্রদানতঃ। পূজয়েত্তং নরঃ শক্ত্যা তেনৈবাতো বিমুচ্যতে॥ ২৪॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। বিবাহা ব্রাহ্মদৈবার্ষাঃ প্রাজাপত্যাসুরৌ তথা। গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চাপি পৈশাচোঽষ্টম উচ্যতে॥ ২৫॥ এতেষাং চ বিধিং ব্রূহি তথা কার্য্যং চ তত্ত্বতঃ। গৃহস্থানাং তথা ধর্ম্মান্ ব্রূহি মে ত্বং বিশেষতঃ॥ ২৬॥ পরাশর উবাচ। স ব্রাহ্মো বরমাহূয় যত্র কন্যা স্বলঙ্কৃতা। দীয়তে তৎসুতঃ পূয়াৎ পুরুষানেকবিংশতিম্॥ ২৭॥ যজ্ঞস্থায়ার্ত্বিজে দৈবস্তজ্জঃ পাতি চতুর্দ্দশ। বরাদাদায় গোদ্বন্দ্বমার্ষস্তজ্জঃ পুনাতি ষট্॥ ২৮॥ সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মং প্রাজাপত্যঃ স ঈরিতঃ। বরবধ্বোঃ স্বেচ্ছয়া চ গান্ধর্বোঽন্যোন্যমৈত্রতঃ। প্রসহ্য কন্যাহরণাদ্রাক্ষসো নিন্দিতঃ সতাম্॥ ২৯॥ ছলেন কন্যাহরণাৎ পৈশাচো গর্হিতোঽষ্টমঃ। প্রায়ঃ ক্ষত্রবিশোরুক্তা গান্ধর্বাসুররাক্ষসাঃ॥ ৩০॥ অষ্টমস্ত্বেষ পাপিষ্ঠঃ পাপিষ্ঠানাঞ্চ সম্ভবঃ। সবর্ণয়া করো গ্রাহ্যো ধার্য্যঃ ক্ষত্রিয়য়া শরঃ॥ ৩১॥ প্রতোদো বৈশ্যয়া ধার্য্যো বাসোঽন্তঃ শূদ্রয়া তথা। অসবর্ণা স্বেষ বিধিঃ স্মৃতো

সেই সেই স্থানে অর্পণ-সৎকার নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে গৃহস্থ শুচি হইয়া স্বগৃহে বলিদানপূর্ব্বক আচমনান্তে দ্বারাবলোকন করিবে। পরে এক মুহূর্ত্তের অষ্টমভাগ কাল অতিথির জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। অনন্তর শ্রান্ত প্রার্থী নিঃস্ব অতিথি বুভুক্ষু হইয়া সমাগত হইলে তাহাকে অর্ঘ্য এবং উদক দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। বুধগণ ব্রাহ্মণকেই অতিথি বলিয়া থাকেন এবং সেই অতিথিকেই তাঁহার শক্তি অনুসারে পূজা করেন। পণ্ডিত ব্যক্তি অতিথির আচার এবং স্বাধ্যায় সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন করিবেন না। অতিথি শোভন বা অশোভনাকার হউন, তাঁহাকেই প্রজাপতি বলিয়া মনে করিবেন। যে হেতু অনিত্যস্থায়ী, এইজন্যই তাঁহার নাম অতিথি। সেই অতিথিকে ভোজনার্পণ করিয়া যে নর ভোজন করে, সে অমৃতভোজনই করিয়া থাকে। অতিথি যাহার গৃহ হইতে ভগ্নাশ হইয়া চলিয়া যান, তাহাকে স্বীয় দুষ্কৃত প্রদানপূর্ব্বক তিনি তাহার পুণ্য লইয়া প্রস্থান করেন। মানব শাক, কিম্বা জলদান দ্বারা অতিথিকে যথাশক্তি অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে অর্চ্চনা করিলেই তাহার মুক্তি হইবে। যুধিষ্ঠির কহিলেন,- বিবাহ অষ্ট প্রকার বলিয়া উক্ত; যথা—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, ও পৈশাচ, এই অষ্টবিধ বিবাহের বিধি এবং যথাযথ কার্য্য আমার নিকট ব্যক্ত করুন। বিশেষতঃ গৃহস্থগণের যে সকল ধর্ম্ম, তাহাও আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। পরাশর কহিলেন,—যাহাতে বরকে আহ্বান করিয়া অলঙ্কৃতা কন্যা সম্প্রদান করা হয়, তাহারই নাম ব্রাহ্মবিবাহ। এই বিধি অনুসারে বিবাহিতা কন্যার গর্ভজাত সন্তান একবিংশতি পুরুষ পবিত্র করিয়া থাকে। ১২—২৭। যজ্ঞনিষ্ঠ ঋত্বিক্‌কে যে কন্যা দান করা হয়, তাহার নাম দৈব বিবাহ। এই বিবাহের সন্তান চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করে। বরের নিকট হইতে দুইটী গাভী লইয়া যে কন্যা দান করা হয়, তাহার নাম আর্ষ বিবাহ। এই বিবাহের সন্তান ষট্‌পুরুষ পবিত্র করে। বর-বধূ উভয়ে মিলিয়া একত্র ধর্ম্মাচরণই প্রাজাপত্য বিবাহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। বর ও বধূর পরস্পর মিত্রতা বশতঃ স্বেচ্ছায় যে বিবাহ নিষ্পন্ন হয়, তাহার নাম গান্ধর্ব্ব। বলপূর্ব্বক কন্যাহরণের নামই রাক্ষস বিবাহ। এই বিবাহ সাধুসমাজে নিন্দনীয়। ছলপূর্ব্বক কন্যাহরণের নাম পৈশাচ-বিবাহ। এই শেষোক্ত বিবাহও গর্হিত। গান্ধর্ব্ব, আসুর, ও রাক্ষস বিবাহ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির মধ্যেই প্রায়শঃ বিহিত। কিন্তু এই অষ্টম পৈশাচ বিবাহ পাপিষ্ঠ। এ বিবাহে পাপিষ্ঠদিগেরই উদ্ভব হয়। সবর্ণা ক্ষত্রিয়া পাণিগ্রহণকালে শর ধারণ করিবেন। এইরূপে বৈশ্যা প্রতোদ এবং শূদ্রা বস্ত্রান্ত ভাগ ধারণ করিবে

দৃষ্টশ্চ বেদনে ॥ ৩২ ॥ সবর্ণাভিস্তু সর্ব্বাভিঃ পাণিগ্রাহ্য-স্ত্বয়ং বিধিঃ। ধর্ম্ম্যে বিবাহে জায়ন্তে ধর্ম্মাঃ পুত্রাঃ শতায়ুষঃ ॥ ৩৩ ॥ অধর্ম্ম্যাদ্ধর্ম্মরহিতা মন্দভাগ্যধনায়ুষঃ। ঋতুকালাভিগমনে ধর্ম্মোঽয়ং গৃহিণঃ পরঃ ॥ ৩৪ ॥ স্ত্রীণাং বরমনুস্মৃত্য যথাকাম্যথবা ভবেৎ। দিবা-ভিগমনং পুংসামনায়ুষ্যং পরং মতম্ ॥ ৩৫ ॥ শ্রাদ্ধাহঃ সর্ব্বপর্ব্বাণি ন গন্তব্যানি ধীমতা। তত্র গচ্ছন্ স্ত্রিয়ং মোহাদ্ধর্ম্মাৎ প্রচ্যবতে পরাৎ ॥ ৩৬ ॥ ঋতুকালাভি-গামী যঃ স্বাদারনিরতশ্চ যঃ। স সদা ব্রহ্মচারী হি বিজ্ঞেয়ঃ স গৃহাশ্রমী ॥ ৩৭ ॥ আর্ষে বিবাহে গোদ্বন্দ্বং যদুক্তং তত্র শস্যতে। শুল্কমণ্বপি কন্যায়াঃ কন্যাবিক্রয়পাপকৃৎ ॥ ৩৮ ॥ অপত্যবিক্রয়াৎ কল্পং বসেদ্বিট্‌কৃমিভোজনে। অতো নাণ্বপি কন্যায়া উপজীব্যং নরৈর্দ্ধনম্ ॥ ৩৯ ॥ তত্র তুষ্টা মহালক্ষ্মীর্নিবসেদ্দানবারিণা। বাণিজ্যং নীচসেবা চ বেদানধ্যয়নং তথা ॥ ৪০ ॥ কুবিবাহঃ ক্রিয়ালোপঃ কুলে পতনহেতবঃ। কুর্য্যাদ্বৈবাহিকে চাগ্নৌ গৃহ্যকর্ম্মান্বহং গৃহী ॥ ৪১ ॥ পঞ্চযজ্ঞক্রিয়াং চাপি পক্তিং দৈনন্দিনীমপি। গৃহস্থাশ্রমিণঃ পঞ্চসূনাকর্ম্ম দিনেদিনে ॥ ৪২ ॥ কুণ্ডনী পেষণী চুল্লী হ্যুদকুম্ভী তু মার্জ্জনী। তাসাঞ্চ পঞ্চসূনানাং নিরাকরণহেতবঃ। ক্রতবঃ পঞ্চ নির্দ্দিষ্টা গৃহিশ্রেয়োঽভিবর্দ্ধনাঃ ॥ ৪৩ ॥ পঠনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ স্যাত্তর্পণঞ্চ পিতৃক্রতুঃ। হোমো দৈবো বলির্ভৌত আতিথ্যং নৃক্রতুঃ ক্রমাৎ ॥ ৪৪ ॥ বৈশ্বদেবান্তরে প্রাপ্তঃ সূর্য্যোঢ়ো বাতিথিঃ স্মৃতঃ। অতিথের্য়াদিতোঽপ্যেতে ভোজ্যা নাত্র বিচারণা ॥ ৪৫ ॥ পিতৃদেবমনুষ্যেভ্যো দত্ত্বাশ্নাত্যমৃতং গৃহী। অদত্ত্বান্নঞ্চ যো ভুঙ্ক্তে কেবলং স্বোদরম্ভরিঃ ॥ ৪৬ ॥ বৈশ্বদেবেন যে হীনা আতিথ্যেন বিবর্জ্জিতাঃ। সর্ব্বে তে বৃষলা জ্ঞেয়াঃ প্রাপ্তবেদা অপি দ্বিজাঃ ॥ ৪৭ ॥ অকৃত্বা বৈশ্বদেবন্তু ভুঞ্জন্তে যে দ্বিজাধমাঃ। ইহ লোকেঽন্নহীনাঃ স্যুঃ কাকযোনিং ব্রজন্ত্যথো ॥ ৪৮ ॥ বেদোক্তং বিদিতং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ। যদি কুর্য্যাদ্‌যথাশক্তি প্রাপ্নুয়াৎ সদ্গতিং পরাম্ ॥ ৪৯ ॥

স্মৃতিশাস্ত্রে অসবর্ণা বিষয়েই এই বিধি নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু সবর্ণা সমস্ত কন্যাই পাণিগ্রহণ করিবে। ইহাই শাস্ত্রবিধি। ধর্ম্ম্য বিবাহে শতবর্ষজীবী ধার্ম্মিক পুত্র সকল উৎপন্ন হয়। আর অধর্ম্ম্য বিবাহে অধার্ম্মিক মন্দভাগ্য নির্ধন ও অল্পায়ু পুত্র জন্মিয়া থাকে। যথাকালে দারাভিগমনই গৃহিগণের পরমধর্ম্ম। অথবা স্ত্রীগণের কামনা স্মরণপূর্ব্বক যথেচ্ছ কামসেবী হইবে। দিবাভাগে স্ত্রীগমন করিলে তাহা পুরুষের আয়ুঃক্ষয়কর হইয়া থাকে। ধীমান্ ব্যক্তিগণ শ্রাদ্ধাহে ও পর্ব্বদিবসে স্ত্রীগমন করিবেন না। এই সকল দিবসে যদি তাঁহারা মোহবশতঃ স্ত্রীগমন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ঋতুকালাভিগামী ও সদারনিরত, তাঁহাকেই গৃহাশ্রমী ব্রহ্মচারী বলা যায়। আর্ষ বিবাহে যে গোযুগল দানের কথা বলা হইল, তাহা উক্ত বিবাহেই প্রশস্ত। কন্যার অণুপরিমিত শুল্কগ্রহণ করিলেও তাহা কন্যাবিক্রয়-জনিত পাপ উৎপাদন করে। আর অপত্য-বিক্রয়-জনিত পাপে মানব কল্পকাল বিট্‌কৃমিভোজন-নরকে বাস করিয়া থাকে। অতএব নরগণ কন্যাদান করিয়া অণুপরিমিত ধনও গ্রহণ করিবে না। ধন না লইয়া কন্যাদান করিলে মহালক্ষ্মী তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং বিষ্ণুসহ তদ্‌গৃহে বাস করেন। বাণিজ্য, নীচসেবা, বেদানধ্যয়ন, কুবিবাহ, ও ক্রিয়ালোপ, কুলে এই সকল হইলে পতনের হেতু হইয়া থাকে। গৃহস্থ অনুদিন বৈবাহিক বহ্নিতে সগৃহোক্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন এবং পঞ্চযজ্ঞ ও প্রতিবাসরীয় পাকক্রিয়া করিবেন। গৃহস্থাশ্রমীদিগের দিন দিন পঞ্চসূনা কর্ম্ম হইয়া থাকে; যথা— কুণ্ডনী, পেষণী, চুল্লী, উদকুম্ভী ও মার্জ্জনী। পঞ্চযজ্ঞ এই পঞ্চসূনার নিরাকরণের হেতু বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট এবং ইহা গৃহীদিগের মঙ্গলবর্দ্ধক। তদ্‌যথা—ব্রহ্মযজ্ঞ পঠন, পিতৃক্রতু তর্পণ, দৈব হোম, ভৌত বলি, নৃক্রতু আতিথ্য। বৈশ্বদেব কর্ম্মান্তে আগত ব্যক্তিকে সূর্য্যোঢ় অতিথি বলে। অতিথিভোজনের পূর্ব্বে দেব-পিতৃপ্রভৃতিকে ভোজন করান উচিত। এ বিষয়ে বিতর্ক উচিত নহে। ২৮—৪৫। গৃহী ব্যক্তি পিতৃ-দেব-মনুষ্যকে অন্নদান করিয়া পরে অমৃতময় অন্ন ভোজন করিবেন। যে গৃহী পিতৃদেবাদিকে ভোজন না করাইয়া ভোজন করে, সে কেবল উদরম্ভরি। যে ব্যক্তি বৈশ্বদেবহীন ও আতিথ্য-বর্জ্জিত, সে অধীতবেদ হইলেও শূদ্র বলিয়াই বিজ্ঞেয়। যে দ্বিজাধম বৈশ্বদেব কর্ম্ম না করিয়া ভোজন করে, সে ইহলোকে অন্নহীন হইয়া কাকযোনিতে গমন করিয়া থাকে। জনগণ অতন্দ্রিতভাবে বেদবিহিত কর্ম্ম যথাশক্তি আচরণ করিবে। এরূপ করিলে তাহারা সদ্গতি লাভ

ষষ্ঠ্যষ্টম্যোর্ব্বসেৎ পাপং তৈলে মাংসে সদৈব হি। চতুর্দ্দশ্যাং পঞ্চদশ্যাং তথৈব চ ক্ষুরে ভগে॥ ৫০॥ উদয়ন্তং ন বীক্ষেত নাস্তং যন্তং ন মস্তকে। ন রাহুগোপসৃষ্টঞ্চ নাশুদ্ধং বীক্ষয়েদ্রবিম্॥ ৫১॥ ন বীক্ষেতাত্মনো রূপমপ্সু ধাবেন্ন কর্দ্দমে। ন নগ্নাং স্ত্রিয়মীক্ষেত ন নগ্নো জলমাবিশেৎ॥ ৫২॥ দেবতায়তনং বিপ্রং ধেনুং মধু মৃদং তথা। জাতিবৃদ্ধং-বয়োবৃদ্ধং বিদ্যাবৃদ্ধং তথৈব চ॥ ৫৩॥ অশ্বত্থং চৈত্য-বৃক্ষঞ্চ গুরুং জলভৃতং ঘটম্। সিদ্ধান্নং দধি সিদ্ধার্থং গচ্ছন্ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্॥ ৫৪॥ রজস্বলাং ন সেবেত নাশ্নীয়াৎ সহ ভার্য্যয়া। একবাসা ন ভুঞ্জীত ন ভুঞ্জী-তোৎকটাসনে॥ ৫৫॥ নাশুচিং স্ত্রিয়মীক্ষেত তেজ-স্কামো দ্বিজোত্তমঃ। অসন্তর্প্য পিতৄন্ দেবান্নাদ্যাদন্নঞ্চ কুত্রচিৎ॥ ৫৬॥ পক্বান্নঞ্চাপি নো মাংসং দীর্ঘকালং জিজীবিষুঃ। ন মূত্রণং ব্রজে কুর্য্যান্ন বল্মীকে ন ভস্মনি॥ ৫৭॥ ন গর্ত্তেষু সসত্ত্বেষু ন তিষ্ঠন্ন ব্রজ-ন্নপি। ব্রাহ্মণং সূর্য্যমগ্নিঞ্চ চন্দ্রঋক্ষগুরূনপি॥ ৫৮॥ অভিপশ্যন্ন কুর্ব্বীত মলমূত্রবিসর্জ্জনম্। মুখেনোপ-ধমেন্নাগ্নিং নগ্নাং নেক্ষেত যোষিতম্॥ ৫৯॥ নাঙ্ঘ্রী প্রতাপয়েদগ্নৌ ন বস্তু অশুচি ক্ষিপেৎ। প্রাণি-হিংসাং ন কুর্ব্বীত নাশ্নীয়াৎ সন্ধ্যয়োর্দ্বয়োঃ॥ ৬০॥ ন সংবিশেচ্চ সন্ধ্যায়াং প্রাতঃ সায়ং কচিদ্বুধঃ। নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং নেন্দ্রচাপং প্রদর্শয়েৎ॥ ৬১॥ নৈকঃ সুপ্যাৎ কচিচ্ছূন্যে ন শয়ানং প্রবোধয়েৎ। পন্থানং নৈকলো যায়ান্ন বার্য্যঞ্জলিনা পিবেৎ॥ ৬২॥ ন দিবোদ্ধৃতসারঞ্চ ভক্ষয়েদ্দধি নো নিশি। স্ত্রী-ধর্ম্মিণীং নাভিবদেন্নাদ্যাদাতৃপ্তি রাত্রিষু॥ ৬৩॥ তৌর্য্যত্রিকপ্রিয়ো ন স্যাৎ কাংস্যে পাদৌ ন ধাবয়েৎ। শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরশ্রাদ্ধে যোঽশ্নীয়াজ্জ্ঞানবর্জ্জিতঃ॥৬৪॥ দাতুঃ শ্রাদ্ধফলং নাস্তি ভোক্তা কিল্বিষভুগ্ভবেৎ। ন ধারয়েদন্যভুক্তং বাসশ্চোপানহাবপি॥ ৬৫॥ ন ভিন্নভাজনেঽশ্নীয়ান্নাসীতাগ্ন্যাদিদূষিতে। আরো-হণং গবাং পৃষ্ঠে প্রেতধূমং সরিত্তটম্॥ ৬৬॥ বালা-তপং দিবাস্বাপং ত্যজেদ্দীর্ঘং জিজীবিষুঃ। স্নাত্বা ন মার্জ্জয়েদ্গাত্রং বিসৃজেন্ন শিখাং পথি॥ ৬৭॥ হস্তৌ শিরো ন ধুনুয়ান্নাকর্ষেদাসনং পদা। করেণ

করিয়া থাকে। ষষ্ঠীতে তৈলে, অষ্টমীতে মাংসে, চতুর্দ্দশীতে ক্ষুরে এবং পূর্ণিমায় ভগে সর্ব্বদাই পাপ বাস করিয়া থাকে। উদয়কালীন, অস্তগমন-কালীন, মস্তকোপরিস্থিত রাহুগ্রস্ত ও অশুদ্ধ সূর্য্যকে দর্শন করিতে নাই। জলে আপনার রূপ দর্শন করিতে নাই; কর্দ্দমে ধাবিত হইতে নাই; নগ্না স্ত্রী দর্শন করিতে নাই; এবং নগ্নাবস্থায় জলপ্রবেশ করিতে নাই। দেবতায়তন, বিপ্র, ধেনু, মধু, মৃত্তিকা, জাতিবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, বিদ্যাবৃদ্ধ, অশ্বত্থ, চৈত্যবৃক্ষ, গুরু, জলপূর্ণ ঘট, সিদ্ধান্ন, দধি ও সিদ্ধার্থ, গমনকালে ইহা-দিগকে প্রদক্ষিণ করিতে হয়। তেজস্কামী দ্বিজোত্তমগণ রজস্বলা স্ত্রী সেবা করিবেন না; ভার্য্যার সহিত, একবাসা হইয়া বা উৎকট আসনে উপবেশন-পূর্ব্বক ভোজন করিবেন না; অশুচি স্ত্রী দর্শন করিবেন না, দেব ও পিতৃগণকে তর্পিত না করিয়া ভোজন করিবেন না, আয়ুষ্কামী ব্যক্তিগণ দীর্ঘকাল মাংস ও পক্বান্ন ভোজন করিবেন না। জনগণ পথে, বল্মীকে, ভস্মে, সসত্ত্ব গর্ত্তে দাঁড়াইয়া, বা চলিতে চলিতে প্রস্রাব পরিত্যাগ করিবে না। ব্রাহ্মণ, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, ও গুরুকে দর্শন করিতে করিতে জনগণ মলমূত্র বিসর্জ্জন করিবে না। অগ্নিতে ফুঁক্ দিতে নাই; নগ্নাবস্থায় স্থিত স্ত্রীলো-ককে দর্শন করিতে নাই; অগ্নিতে পাদ উদ্যত করিতে বা তাহাতে অশুচি বস্তু ক্ষেপণ করিতে নাই, প্রাণিহিংসা করা উচিত নহে। উভয় সন্ধ্যায় ভোজন বা শয়ন করিতে নাই। স্তনপানরত গরুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। ইন্দ্রধনু দেখাইবে না। একাকী শূন্য স্থানে শয়ন করিবে না। সুপ্ত ব্যক্তিকে জাগাইবে না। একাকী পথভ্রমণ করিবে না। অঞ্জলি করিয়া জলপান করিবে না। দিবাকালের উদ্ধৃতসার দধি ভক্ষণ করিবে না এবং রাত্রিতেও দধিভোজন করিবে না। রজস্বলা স্ত্রীকে অভিবাদন করিবে না। রাত্রিতে তৃপ্তি শেষ করিয়া আহার করিবে না। নৃত্য গীত ও বাদ্যপ্রিয় হইবে না। কাংস্যময় পাত্রে পাদস্পর্শ করাইবে না। যে অজ্ঞান ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিয়া পরশ্রাদ্ধীয় বস্তু আহার করে, সে দাতারও শ্রাদ্ধফল হয় না এবং ভোক্তাও পাপভাগী হইয়া থাকে। অন্যের ব্যবহার্য্য বস্ত্র এবং পাদুকা ব্যবহার করিবে না। ভগ্ন পাত্রে আহার করিবে না। অগ্ন্যাদি-দূষিত স্থানে উপবেশন করিবে না। দীর্ঘজীবনেচ্ছু ব্যক্তি গোপৃষ্ঠে আরোহণ, প্রেতধূম, নদীতট, বালাতপ, ও দিবাস্বপ্ন পরিত্যাগ করিবে। স্নান করিয়া গাত্র মার্জ্জন করিবে না এবং পথে যাইতে যাইতে শিখা উন্মোচন করিবে না। করযুগ, এবং

নো মৃজেদ্দগাত্রং স্নানবস্ত্রেণ বা পুনঃ॥ ৬৮॥ শুনোচ্ছিষ্টঃ ভবেদ্গাত্রং পুনঃ স্নানেন শুধ্যতি। নোৎপাটয়েল্লোমনখং দশনেন কদাচন॥ ৬৯॥ করজৈঃ করজচ্ছেদং বিবর্জ্জয়েৎ শুভায় তু। যদায়ত্যাং ত্যজেত্তন্ন কুর্য্যাৎ কর্ম্ম প্রযত্নতঃ॥ ৭০॥ অদ্বারেণ ন গন্তব্যং স্ববেশ্মাপি কদাচন। ক্রীড়েন্নাক্ষৈঃ সহাসীত ন ধর্ম্মঘ্নৈর্ন রোগিভিঃ॥ ৭১॥ ন শয়ীত কচিন্নগ্নঃ পাণৌ ভুঞ্জীত নৈব চ। আর্দ্রপাদকরাস্যোহশ্নন্ দীর্ঘকালং স জীবতি॥ ৭২॥ সংবিশেন্নার্দ্রচরণো নোচ্ছিষ্টঃ কচিদাব্রজেৎ। শয়নস্থো ন চাশ্নীয়ান্ন পিবেচ্চ জলং দ্বিজঃ॥ ৭৩॥ সোপানৎকো নোপবিশেন্ন জলং চোত্থিতঃ পিবেৎ। সর্ব্বমম্লময়ং নাদ্যাদারোগ্যস্যাভিলাষুকঃ॥ ৭৪॥ ন নিরীক্ষেত বিণ্মূত্রে নোচ্ছিষ্টঃ সংস্পৃশেচ্ছিরঃ। নাধিতিষ্ঠেত্তুষাঙ্গারভস্মকেশকপালিকাঃ॥ ৭৫॥ পতিতৈঃ সহ সংবাসঃ পতনায়ৈব জায়তে। দদ্যাদ্দর্ভাসনং মঞ্চং ন শূদ্রায় কদাচন॥ ৭৬॥ ব্রাহ্মণ্যাদ্ধীয়তে বিপ্রঃ শূদ্রো

মস্তক কম্পিত করিবে না, পদ দ্বারা আসন আকর্ষণ করিবে না। কর দ্বারা অথবা স্নানবস্ত্র দ্বারা গাত্রমার্জ্জন করা অবৈধ। কুকুরোচ্ছিষ্ট দেহ পুনরায় স্নান দ্বারাই শুদ্ধ হয়। দন্ত দ্বারা কদাচ লোম ও নখ উৎপাটন করিবে না। নিজের হিতের জন্য নখদ্বারা নখচ্ছেদ বর্জ্জন করিবে। যাহা উত্তরকালে. বর্জ্জনীয়, বর্ত্তমানে বিশেষ যত্নের সহিত সে কর্ম্ম করিবে না। কদাচ নিজগৃহেও অদ্বার দিয়া গমন করিবে না। অক্ষের সহিত ক্রীড়া করিবে না এবং ধর্ম্মঘ্ন ও রোগীদিগের সহিত একাসনে বসিবে না। কদাচ নগ্ন হইয়া শয়ন করিবে না। অথবা হস্তে করিয়া খাইবে না। কর চরণ ও মুখ জলার্দ্র থাকিতে আহার করিবে; করিলে দীর্ঘকাল বাঁচিবে। আর্দ্রপাদে শুইবে না। উচ্ছিষ্ট হইয়া কোথাও যাইবে না। ব্রাহ্মণে শুইয়া শুইয়া খাইবে না বা জলপানও করিবে না। চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিয়া উপবেশন করিবে না এবং দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জল খাইবে না। আরোগ্যকামী ব্যক্তি ভোজনে সমস্ত অম্লময় বস্তু পরিত্যাগ করিবে। বিষ্ঠা মূত্র নিরীক্ষণ করিবে না। উচ্ছিষ্ট অবস্থায় শিরঃস্পর্শ করিবে না। তুষ, অঙ্গার, ভস্ম, কেশ, ও কঙ্কালোপরি অধিষ্ঠান করিবে না। পতিতের সহিত বাস, পতনেরই হেতু হয়। শূদ্রকে কদাচ আসন বা মঞ্চ দান

ধর্ম্মাচ্চ হীয়তে। ধর্ম্মোপদেশঃ শূদ্রাণাং স্বশ্রেয়ঃ প্রতিঘাতয়েৎ॥ ৭৭॥ দ্বিজশুশ্রূষণং ধর্ম্মঃ শূদ্রাণাং হি পরো মতঃ। কণ্ডূয়নং হি শিরসঃ পাণিভ্যাং ন শুভং মতম্॥ ৭৮॥ আদিশেদ্বৈদিকং মন্ত্রং ন শূদ্রায় কদাচন। ব্রাহ্মণ্যাদ্ধীয়তে বিপ্রঃ শূদ্রো ধর্ম্মাচ্চ হীয়তে॥ ৭৯॥ আতাড়নং করাভ্যাঞ্চ ক্রোশনং কেশলুঞ্চনম্। অশাস্ত্রবর্ত্তনং ভূয়ো লুব্ধাৎ কৃত্বা প্রতিগ্রহম্॥ ৮০॥ ব্রাহ্মণঃ স চ বৈ যাতি নরকানেকবিংশতিম্। অকালমেঘস্তনিতে বর্ষর্ত্তৌ পাংশুবর্ষণে॥ ৮১॥ মহাবালধ্বনৌ রাত্রাবনধ্যায়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। উল্কাপাতে চ ভূকম্পে দিগ্দাহে মধ্যরাত্রিষু॥ ৮২॥ সন্ধ্যয়োর্ব্বষলোপান্তে রাজ্যহারে চ সূতকে। দশাষ্টকাসু ভূতায়াং শ্রাদ্ধাহে প্রতিপদ্যপি॥ ৮৩॥ পূর্ণিমায়াং তথাষ্টম্যাং বিড়ুবরে রাষ্ট্রবিপ্লবে। উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে কল্পাদিষু যুগাদিষু॥ ৮৪॥ আরণ্যকমধীত্যাপি বাণসাম্নোরপি ধ্বনৌ। অনধ্যায়েষু চৈতেষু চাধীয়ীত ন বৈ কচিৎ॥ ৮৫॥ ভূতাষ্টম্যোঃ পঞ্চদশ্যোর্ব্রহ্মচারী সদা ভবেৎ। অনায়ুষ্যকরং চেহ পরদারোপসর্পণম্। তস্মাত্তদ্-

করিবে না; করিলে বিপ্র ব্রাহ্মণ্য হইতে এবং শূদ্র তাহার স্বধর্ম্ম হইতে হীন হইয়া থাকে। শূদ্রদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিলে তাহাদের নিজ মঙ্গলই প্রতিহত হয়। শূদ্রদিগের দ্বিজশুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম। উভয় হস্তে শিরঃকণ্ডূয়ন শুভাবহ নহে। শূদ্র ব্যক্তিকে কদাচ বৈদিক মন্ত্র শিক্ষা দিবে না; দিলে বিপ্র ব্রহ্মণ্য হইতে এবং শূদ্র তাহার স্বধর্ম্ম হইতে হীন হইয়া থাকে। ৪৬—৭৯। করযুগ দ্বারা বিশেষরূপ তাড়ন, ক্রোশন, কেশলুঞ্চন, অশাস্ত্রবর্ত্তিতা এবং লুব্ধের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ,এই সকল করিয়া ব্রাহ্মণ একবিংশতি নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে। আকালিক মেঘগর্জ্জন, বর্ষা ঋতু, পাংশুবৃষ্টি ও রাত্রিতে মহাবালধ্বনি হইলে সেই সেই দিন অনধ্যায় বলিয়া কীর্ত্তিত। উল্কাপাত, ভূমিকম্প, মধ্যরাত্রি, দিক্‌দাহ, উভয়সন্ধ্যা, শূদ্রসান্নিধ্য, রাজ্যাপহরণ, সন্তানোৎপত্তি, দশবিধ অষ্টকা, চতুর্দ্দশী, শ্রাদ্ধাহ, প্রতিপদ, পূর্ণিমা, অষ্টমী, বিড়ম্বর, রাষ্ট্রবিপ্লব, উপাকর্ম্ম, উৎসর্গ, কল্পাদি, যুগাদি, এবং আরণ্যক অধ্যয়ন সমাপ্তি, এবং বাণ ও সামধ্বনি হইলে অনধ্যায় হইয়া থাকে। ঐ সকল অনধ্যায় দিবসে কদাচ অধ্যয়ন করিবে না। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা, এই সকল দিনে সর্ব্বদা

রতন্ত্যাজ্যং বৈরিণাং চোপসেবনম্ ॥৮৬॥ পূর্ব্বর্দ্ধিভিঃ পরিত্যক্তমাত্মানং নাবমানয়েৎ। সদোদ্যমবতাং যস্মাচ্ছ্রিয়ো বিদ্যা ন দুর্লভাঃ॥ ৮৭॥ সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মো বিধীয়তে॥ ৮৮॥ বাচোবেগং মনোবেগং জিহ্বাবেগঞ্চ বর্জ্জয়েৎ। গুহ্যজান্যপি লোমানি তৎস্পর্শাদদশুচির্ভবেৎ॥ ৮৯॥ পাদ-ধৌতোদকং মূত্রমুচ্ছিষ্টান্যুদকানি চ। নিষ্ঠীবনঞ্চ শ্লেষ্মাণং গৃহাদ্দূরং বিনিক্ষিপেৎ॥ ৯০॥ অহর্নিশং শ্রুতের্জাপ্যাচ্ছৌচাচারনিষেবণাৎ। অদ্রোহবত্যা বুদ্ধ্যা চ পূর্ব্বজন্ম স্মরেদ্দ্বিজঃ॥ ৯১॥ বৃদ্ধান্ প্রযত্নাদ্বন্দেত দদ্যাত্তেষাং স্বমাসনম্। বিনম্রকন্ধরো ভূয়াদনুযায়াত্ততশ্চ তান্॥ ৯২॥ শ্রুতিভূদেবদেবানাং নৃপসাধুতপস্বিনাম্। পতিব্রতানাং নারীণাং নিন্দাং কুর্য্যান্ন কর্হিচিৎ॥ ৯৩॥ উদ্ধৃত্য পঞ্চমৃৎপিণ্ডান্ স্নায়াৎ পরজলাশয়ে। শ্রদ্ধয়া পাত্রমাসাদ্য যৎকিঞ্চিদ্দীয়তে বসু॥ ৯৪॥ দেশে কালে চ বিধিনা তদানন্ত্যায় কল্পতে। ভূপ্রদো মণ্ডলাধীশঃ সর্ব্বত্র সুখিতো-ঽন্নদঃ॥ ৯৫॥ তোয়দাতা সুরূপঃ স্যাৎ পুষ্টশ্চান্নপ্রদো ভবেৎ। প্রদীপদো নির্ম্মলাক্ষো গোদাতার্য্যম-লোকভাক্॥ ৯৬॥ স্বর্ণদাতা চ দীর্ঘায়ুস্তিলদঃ স্যাচ্চ সুপ্রজঃ। বেশ্মদোঽত্যুচ্চসৌধেশো বস্ত্রদ-শ্চন্দ্রলোকভাক্॥ ৯৭॥ হয়প্রদো দিব্যদেহো লক্ষ্মীবান্ বৃষভপ্রদঃ। সুভার্য্যঃ শিবিকাদাতা সুপর্য্যঙ্কপ্রদোঽপি চ॥ ৯৮॥ শ্রদ্ধয়া প্রতিগৃহ্ণাতি শ্রদ্ধয়া যঃ প্রযচ্ছতি। স্বর্গিণৌ তাবুভৌ স্যাতাং পততোঽশ্রদ্ধয়া হ্যধঃ॥ ৯৯॥ অনৃতেন ক্ষরেদ্যজ্ঞ-স্তপো বিস্ময়তঃ ক্ষরেৎ। ক্ষরেৎ কীর্ত্তির্ব্বিনা দানমায়ুর্ব্বিপ্রাপমানতঃ॥ ১০০॥ গন্ধং পুষ্পং কুশা গাবঃ শাকং মাংসং পয়ো দধি। মণিমৎস্যগৃহং ধান্যং গ্রাহ্যমেতদুপস্থিতম্॥ ১০১॥ মধূদকং ফলং মূলমেধাংস্যভয়দক্ষিণা। অভ্যুদ্যতানি গ্রাহ্যাণি হ্যেতান্যপি নিকৃষ্টতঃ॥ ১০২॥ দাসনাপিতগোপাল-কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ। ভোজ্যান্নাঃ শূদ্রবর্গেঽমী তথাত্মনিবেদকঃ॥ ১০৩॥ ইত্থমাচারধর্ম্মোঽয়ং

ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিবে। নতুবা ঐ ঐ দিনে পরদারসঙ্গ করিলে আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব সেই শত্রুস্বরূপিণী রমণীদিগের সে। দূর হইতেই বর্জ্জন করিবে। নিজে পূর্ব্বসমৃদ্ধি হইতে পরিত্যক্ত হইলেও নিজেকে কখনই অ মানিত মনে করিবে না। কেননা, নিয়ত উদ্যমশালীদিগের লক্ষ্মী এবং বিদ্যা কদাচ দুর্লভ নহে। সত্য বলিবে; প্রিয় লিবে; অথচ সত্য অপ্রিয় বলিবে না এবং প্রিয় হইলেও কদাচ মিথ্যা বলা উচিত নহে। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। বাক্য-বেগ, মনোবেগ ও জিহ্বাবেগ বর্জ্জন করিবে। গুহ্যস্থানজাত লোমও স্পর্শ করিলে অশুচি হইতে হয়। পাদপ্রক্ষালন জল, মূত্র, উচ্ছিষ্ট, উদক, নিষ্ঠী ন ও শ্লেষ্মা, এই সকল বস্তু গৃহ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিবে। দিবারাত্র শ্রুতিজপ-শৌচাচার সেবা ও আদ্রোহবতী বুদ্ধি উপার্জ্জন করিলে দ্বিজ জাতিস্মর হইয়া থাকেন। জনগণ বৃদ্ধব্যক্তির বন্দনা, তাঁহাদিগকে নিজ আসন দান, তাঁহা-দের নিকট মস্তকাবনতি, ও তাঁহাদের অনুগমন করিবেন। শ্রুতি, ভূদেব, দেবতা, নৃপ, সাধু, তপস্বী ও পতিব্রতা নারীদিগের কদাপি নিন্দা করিবে না। পঞ্চ মৃৎপিণ্ড উদ্ধৃত করিয়া পরজলাশয়ে স্নান করিবে। যোগ্য ব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক যাহা কিছু ধন দান করিবে। উপযুক্ত দেশ কাল ও বিধি প্রাপ্ত হইলে ঐ দান আনন্ত্যে উপনীত হয়। ভূমিদাতা ব্যক্তি মাণ্ডলাধীপ ও অন্ন-দাতা ব্যক্তি সর্ব্বত্র সুখী হইয়া থাকে। তোয়দাতা ব্যক্তি সুরূপ, অন্নদাতা সুপুষ্ট, প্রদীপদাতা নির্ম্মলাক্ষ, গোদাতা সূর্য্যলোকবাসী, স্বর্ণদাতা দীর্ঘায়ু, তিল-দাতা সুপ্রজ, গৃহদাতা প্রসাদাধিকারী, বস্ত্রদাতা চন্দ্রলোকগামী, হয়প্রদ দিব্যদেহ, বৃষভপ্রদ লক্ষ্মী-বান্ এবং শিবিকা ও পর্য্যঙ্কদাতা ব্যক্তি সুভার্য্য হইয়া থাকে।৮০-৯৮। শ্রদ্ধাসহকারে দান ও প্রতিগ্রহ করিলে দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উভয়েই স্বর্গ গমন করিয়া থাকে আর অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান ও প্রতিগ্রহ করিলে উভয়েই অধঃপতিত হয়। অনৃত হেতু যজ্ঞ, বিস্ময়হেতু তপস্যা, অদানহেতু কীর্ত্তি, এবং বিপ্রাবমান হেতু পরমায়ু ক্ষয় হইয়া থাকে। গন্ধ, পুষ্প, কুশ, গো, শাক, মাংস, দুগ্ধ, দধি, মণি, মৎস, গৃহ ও ধান্য, এসকল উপস্থিত হইলে কদাচ ছাড়িবে না। মধু, জল, ফল, মূল, কাষ্ঠ, অভয়-দক্ষিণা, এই সকল অভ্যুদিত বস্তু নিকৃষ্টের নিকট হইতেও গ্রহণ করিবে। দাস নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র, ও অর্দ্ধসীরী এবং আত্মনিবেদক ব্যক্তি শূদ্রবর্গে ইহারা পরস্পর ভোজ্যান্ন। হে যুধিষ্ঠির!

ধর্ম্মারণ্যনিবাসিনাম্। শ্রুতিস্মৃত্যুক্তধর্ম্মোঽয়ং যুধিষ্ঠির নিবেদিতঃ॥ ১০৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সদাচারলক্ষণবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। সম্প্রাপ্য ধর্ম্মবাপ্যাঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃতর্পণম্। তৃপ্তিং প্রয়ান্তি পিতরো যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ১॥ পিতরশ্চাত্র পূজ্যাশ্চ স্বর্গতা যে চ পূর্ব্বজাঃ। পিণ্ডাংশ্চ নির্ব্বপেত্তেসাং প্রাপ্যেমাং মুক্তিদায়িকাম্॥ ২॥ ত্রেতায়াং পঞ্চদিবসৈর্দ্বাপরে ত্রিদিনেন তু। একচিত্তেন যো বিপ্রাঃ পিণ্ডং দদ্যাৎ কলৌ যুগে॥ ৩॥ লোলুপা মানবা লোকে সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে। পরদাররতা লোকাঃ স্ত্রিয়োঽতিচপলাঃ পুনঃ॥ ৪॥ পরদ্রোহরতাঃ সর্ব্বে নরনারীনপুংসকাঃ। পরনিন্দাপরা নিত্যং পরচ্ছিদ্রোপদর্শকাঃ॥ ৫॥ পরোদ্বেগকরা নূনং কলহা মিত্রভেদিনঃ। সর্ব্বে তে শুদ্ধতাং যান্তি কাজেশাঃ স্বয়মব্রুবন্॥ ৬॥ এতদুক্তং মহাভাগ ধর্ম্মারণ্যস্য বর্ণনম্। ফলং চৈবাত্র সর্ব্বং হি যদুক্তং শূলপাণিনা॥ ৭॥ বাঙ্মনঃকায়শুদ্ধাশ্চ পরদারপরাঙ্মুখাঃ। অদ্রোহাশ্চ সমাঃ ক্রুদ্ধা মাতাপিতৃপরায়ণাঃ॥ ৮॥ অলোল্যা লোভরহিতা দানধর্ম্মপরায়ণাঃ। আস্তিকাশ্চৈব ধর্ম্মজ্ঞাঃ স্বামিভক্তিরতাশ্চ যে॥ ৯॥ পতিব্রতা তু যা নারী পতিশুশ্রূষণে রতা। অহিংসকা অতিথেয়াঃ স্বধর্ম্মনিরতাঃ সদা॥ ১০॥ শৌনক উবাচ॥ শৃণু সূত মহাভাগ সর্ব্বধর্ম্মবিদাংবর গৃহস্থানাং সদাচারঃ শ্রুতশ্চ ত্বন্মুখান্ময়া॥ ১১॥ এবং মমেপ্সিতং মেঽদ্য তৎ কথয়স্ব সূতজ। পতিব্রতানাং সর্ব্বাসাং লক্ষণং কীদৃশং বদ॥ ১২॥ সূত উবাচ। পতিব্রতা গৃহে যস্য সফলং তস্য জীবনম্। যস্যাঙ্গচ্ছায়া তুল্যা যৎকথা পুণ্যকারিণী॥ ১৩॥ পতিব্রতাস্বরুন্ধত্যা সাবিত্র্যাপ্যনসূয়য়া। শাণ্ডিল্যা চৈব সত্যা চ লক্ষ্ম্যা চ শতরূপয়া॥ ১৪॥ মেনয়াচ সুনীত্যা চ সংজ্ঞয়া স্বাহয়া সমাঃ। পতিব্রতানাং ধর্ম্মা হি মুনিনা চ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ১৬॥ ভুঙক্তে ভুক্তে স্বামিনি চ তিষ্ঠতি ত্বনুতিষ্ঠতি। বিনিদ্রিতে

ধর্ম্মারণ্যবাসীদিগের ঐরূপ শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত আচারধর্ম্ম কথিত হইল। ৯৯—১০৪।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬

সপ্তম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—যে ব্যক্তি ধর্ম্মবাপী প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে পিতৃতর্পণ করে, তাহার পিতৃগণ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকারকাল পর্য্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। এই মুক্তিদায়িনী বাপীতে স্বর্গগত পূর্ব্বজ পিতৃগণের পূজা এবং তাহাদের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিতে হয়। এই তীর্থে ত্রেতায় পাঁচ দিন, দ্বাপরে তিন দিন এবং কলিযুগে একদিন মাত্র পিণ্ড প্রদান করিলেই পিণ্ডপ্রদানের তাবৎ ফল লব্ধ হইয়া থাকে। কলিযুগের মানবগণ স্বভাবতই লোলুপ, ও পরদাররত হয়। নারীগণও অতিচপলা হইয়া থাকে। নর নারী নপুংসক সকলেই পরদ্রোহরত, পরনিন্দাপর, পরচ্ছিদ্রান্বেষী, পরোদ্বেগকর, কলহপ্রিয় ও মিত্রভেদী হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত তীর্থের সেবা করিলে ইহারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ইহা স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বলিয়াছেন। ১—৬। হে মহাভাগ! এই আমি ধর্ম্মারণ্যের কথা কীর্ত্তন করিলাম। ইহার ফলশ্রুতি-যাহা শূলপাণি কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন ধর্ম্মারণ্যবিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ বা শ্রবণ করিলে মানব বাঙ্মনঃকায়শুদ্ধ, পরদারপরাঙ্মুখ, অদ্রোহী, সমভাবাপন্ন, অক্রোধী মাতা-পিতৃপরায়ণ, নির্লোভ অলোলুপ, দানধর্ম্মপরায়ণ, আস্তিক, ধার্ম্মিক ও প্রভুভক্ত হয় এবং নারীগণ পতিব্রতা, হিংসাবর্জ্জিতা, অতিথিসেবানিরতা ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠা হইয়া থাকে। শৌনক বলিলেন,—হে মহাভাগ সূত! আপনাকে বলি শ্রবণ করুন,—আমরাতো আপনার মুখে গৃহস্থদিগের সদাচার শ্রবণ করিয়াছি; অধুনা আমাদের জানিবার বিষয় এই যে, পতিব্রতাদিগের লক্ষণ কীদৃশ? ইহাই আপনি আমাদিগের নিকট বলুন। সূত বলিলেন,—পতিব্রতা যাহার গৃহে বিরাজ করে, তাহার জীবন সফল। পতিব্রতার কথাও তাহার অঙ্গচ্ছায়াতুল্যা এবং পুণ্যকারিণী। অরুন্ধতী, সাবিত্রী, অনসূয়া, শাণ্ডিলী, সত্যা, লক্ষ্মী, শতরূপা, মেনা, সুনীতি, সংজ্ঞা, ও স্বাহা, পতিব্রতা ইঁহাদেরই তুল্যা। মুনিগণ পতিব্রতা ধর্ম্ম এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, স্বামী ভোজন করিলে তাঁহারা ভোজন করিবেন এবং স্বামী দণ্ডায়মান হইলে, তাঁহারাও তাঁহার পশ্চাৎ দণ্ডায়মানা

ষা নিদ্রাতি প্রথমং পরিবুধ্যতি ॥ ১৬ ॥ অনলঙ্কৃত-মাত্মানং দেশান্তে ভর্ত্তরি স্থিতে। কার্য্যার্থং প্রোষিতে কাপি সর্ব্বমণ্ডনবর্জ্জিতা ॥ ১৭ ॥ ভর্ত্তুর্নাম ন গৃহ্লাতি হ্যায়ুষোহস্য হি বৃদ্ধয়ে। পুরুষান্তরনামাপি ন গৃহ্লাতি কদাচন ॥ ১৮ ॥ আক্রুষ্টাপি চ নাক্রোশেত্তাড়িতাপি প্রসীদতি। ইদং কুরু কৃতং স্বামিন্মন্যতামিতি বক্তি চ ॥ ১৯ ॥ আহূতা গৃহকার্য্যাণি ত্যক্ত্বা গচ্ছতি সত্বরম্। কিমর্থং ব্যাহৃতা নাথ স প্রসাদো বিধীয়তাম্ ॥ ২০ ॥ ন চিরং তিষ্ঠতি দ্বারি ন দ্বারমুপসেবতে। অদাতব্যং স্বয়ং কিঞ্চিৎ কস্মৈচিন্ন দদাত্যপি ॥ ২১ ॥ পূজোপকরণং সর্ব্বমনুক্তা সাধয়েৎ স্বয়ম্। নিয়মোদকবর্হীংষি যত্র পুষ্পাক্ষতাদিকম্ ॥ ২২ ॥ প্রতীক্ষমাণা চ বরং যথাকালোচিতং হি যৎ। তদুপস্থাপয়েৎ সর্ব্বমনুদ্বিগ্নাতিহৃষ্টবৎ ॥ ২৩ সেবতে ভর্ত্তুরুচ্ছিষ্টমিষ্টমন্নং ফলাদিকম্। দূরতো বর্জ্জয়েদেষা সমাজোৎসবদর্শনম্ ॥ ২৪ ॥ ন গচ্ছে-ত্তীর্থযাত্রাদিবিবাহপ্রেক্ষণাদিষু। সুখসুপ্তং সুখাসীনং রমমাণং যদৃচ্ছয়া ॥২৫॥ অন্তরায়েঽপি কার্য্যেষু পতিং নোত্থাপয়েৎ ক্বচিৎ। স্ত্রীধর্ম্মিণী ত্রিরাত্রন্তু স্বমুখং নৈব দর্শয়েৎ ॥ ২৬ ॥ স্ববাক্যং শ্রাবয়েন্নাপি যাবৎ স্নাত্বা ন শুধ্যতি। সুস্নাতা ভর্ত্তৃবদনমীক্ষেতান্যস্য ন ক্বচিৎ। অথবা মনসি ধ্যাত্বা পতিং ভানুং বিলোকয়েৎ ॥ ২৭ ॥ হরিদ্রাং কুঙ্কুমং চৈব সিন্দূরং কজ্জলং তথা। কূর্পাসকঞ্চ তাম্বূলং মাঙ্গল্যাভরণং শুভম্ ॥ ২৮ ॥ কেশসংস্কারকং চৈব করকর্ণাদিভূষণম্। ভর্ত্তুরা-য়ুষ্যমিচ্ছন্তী দূরয়েন্ন পতিব্রতা ॥ ২৯ ॥ ভর্ত্তুর্বিদ্বে-ষিণীং নারীং নৈষা সম্ভাষতে ক্বচিৎ। নৈকাকিনী ক্বচিদ্ভূয়ান্ন নগ্না স্নাতি চ ক্বচিৎ ॥ ৩০ ॥ নোলূখলে ন মুসলে ন বর্দ্ধন্যাং দৃষদ্যপি। ন যন্ত্রকে ন দেহল্যাং সতী চোপবিশেৎ ক্বচিৎ ॥ ৩০ ॥ বিনা ব্যবায়সময়াৎ প্রাগলভ্যং ন ক্বচিচ্চরেৎ। যত্রযত্র রুচির্ভর্ত্তুস্তত্র প্রেমবতী সদা ॥ ৩২ ॥ ইদমেব ব্রতং স্ত্রীণাময়মেব

হইবেন। স্বামীর বিনিদ্র অবস্থায় তাঁহারা নিদ্রা যাইবেন; আর স্বামীর নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহারা জাগরিত থাকিবেন। স্বামী দেশান্তরিত হইলে তাঁহারা অনলঙ্কৃত অবস্থায় থাকিবেন। স্বামী কোন কার্য্যের জন্য কোথাও প্রোষিত হইলেও তাঁহারা অলঙ্কার বর্জ্জন করিবেন। পরমায়ু বৃদ্ধির নিমিত্ত তাঁহারা স্বামীর নাম উচ্চারণ করিবেন না এবং পরপুরুষের নাম তাঁহারা কদাপি গ্রহণ করিবেন না। তাঁহারা স্বামী কর্ত্তৃক আক্রুষ্টা হইলেও কোন আক্রোশ করিবেন না। যদি স্বামী কর্ত্তৃক তাড়িতা হন, তাহা হইলেও তাঁহারা প্রসন্না থাকিবেন। স্বামী, ইহা কর বলিলে তাঁহারা বলিবেন। হে স্বামিন্! ইহা করিয়াছি দেখুন। স্বামী আহ্বান করিলে তাঁহারা গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবেন,—হে স্বামিন্! কিজন্য আহ্বান করিয়াছেন; কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া অনুগৃহীত করুন। তাঁহারা দ্বারে অধিক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবেন না এবং বারম্বার দ্বারদেশে গমন করিবেন না। অদাতব্য কিঞ্চিৎ বস্তুও কদাপি কাহাকেও দিবেন না। তাঁহাদিগকে না বলিলেও তাঁহারা স্বয়ং পূজোপকরণ বস্তু প্রস্তুত করিবেন। নিয়মোদক, কুশ ও পুষ্পাক্ষতাদি এই সকল বস্তু তাঁহারা অনুদ্বিগ্ন হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিয়া আহরণ করিবেন। তাঁহারা ফলাদি যাহা কিছু ইষ্ট অন্ন ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট করিয়া ভোজন করিবেন অর্থাৎ অগ্রে ভর্ত্তাকে না খাওয়াইয়া খাইবেন না। তাঁহারা সমাজোৎসব দর্শন দূর হইতে বর্জ্জন করিবেন। কদাপি তাঁহারা তীর্থযাত্রা করিবেন না এবং বিবাহ দর্শন করিতে যাইবেন না। কখনও তাঁহারা সুখসুপ্ত, সুখাসীন ও যদৃচ্ছা রমমাণ পতিকে কার্য্যে অন্তরায় থাকিলেও উত্থাপিত করিবেন না। তাঁহারা স্ত্রীধর্ম্মিণী হইয়া ত্রিরাত্র যাবৎ ভর্ত্তাকে মুখ দেখাইবেন না এবং কথাও শুনাইবেন না। পরে ঋতুস্নাতা হইয়া তাঁহারা অন্য কাহারও মুখদর্শন না করিয়া স্বামীর মুখ দর্শন করিবেন। অথবা স্বামীকে মনে মনে চিন্তা করিয়া সূর্য্য দর্শন করিবেন।১৭—২৭। হরিদ্রা,কুঙ্কুম, সিন্দূর,কজ্জল, কূর্পাসক, তাম্বুল শুভ মাঙ্গল্য আভরণ, কেশসংস্কার দ্রব্য ও কর-কর্ণাদিভূষণ, এই সমস্ত বস্তু তাঁহারা ভর্ত্তার আয়ুষ্কামনায় ধারণ করিবেন, কদাচ পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহারা ভর্ত্তৃবিদ্বেষিণী নারীর সহিত কথোপকথন করিবেন না পতিব্রতা রমণীগণ কুত্রাপি একাকিনী থাকিবেন না। এবং নগ্নাবস্থায় স্নান করিবেন না। তাঁহারা উলূখল, মুষল বর্দ্ধনী পাষাণ যন্ত্র ও দেহলীতে (বারাণ্ডায় বা চৌকাঠে) উপবেশন করিবেন না। ব্যবায় সময় (স্বামিসহবাস সময়) ব্যতিরেকে তাঁহারা স্বামী সহ প্রগলভতাচরণ করিবেন না। যাহাতে যাহাতে ভর্ত্তার রুচি, তাহাতে তাহাতেই পতিব্রতা অনুরাগিণী হইবেন।

পরো বৃষঃ। ইয়মেব চ পূজা চ ভর্ত্তুর্ব্বাক্যং ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৩৩ ॥ ক্লীবং বা দুরবস্থং বা ব্যাধিতং বৃদ্ধমেব বা। সুস্থিরং দুঃস্থিরং বাপি পতিমেকং ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৩৪ ॥ সর্পির্লবণহিঙ্গ্বাদিক্ষয়েঽপি চ পতিব্রতা। পতিং নাস্তীতি ন ব্রূয়াদায়সীষু ন ভোজয়েৎ ॥ ৩৫ ॥ তীর্থস্নানার্থিনী চৈব পতিপাদোদকং পিবেৎ। শঙ্করাদপি বা বিষ্ণোঃ পতিরেবাধিকঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৬ ॥ ব্রতোপবাসনিয়মং পতিমুল্লঙ্ঘ্য যা চরেৎ। আয়ুষ্যং হরতে ভর্ত্তুর্ম্মৃতা নিরয়মৃচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥ উক্তা প্রত্যুত্তরং দদ্যান্নারী যা ক্রোধতৎপরা। সহসা জায়তে গ্রামে শৃগালী নির্জ্জনে বনে ॥ ৩৮ ॥ স্ত্রীণাং হি পরমশ্চৈকো নিয়মঃ সমুদাহৃতঃ। অভ্যর্চ্চ্য চরণৌ ভর্ত্তুর্ভোক্তব্যং কৃতনিশ্চয়া ॥ ৩৯ ॥ উচ্চাসনং ন সেবেত ন ব্রজেৎ পরবেশ্মসু। তত্র পারুষ্যবাক্যানি ব্রূয়ান্নৈব কদাচন ॥ ৪০ ॥ গুরূণাং সন্নিধৌ বাপি নোচ্চৈরুচ্চৈর্ন বাহয়েৎ ॥ ৪১ ॥ যা ভর্ত্তারং পরিত্যজ্য রহশ্চরতি দুর্ম্মতিঃ। উলূকী জায়তে ক্রূরা বৃক্ষকোটরশায়িনী ॥ ৪২ ॥ তাড়িতা তাড়য়েচ্চেত্তং সা ব্যাঘ্রী বৃষদংশিকা। কটাক্ষয়তি যান্যং বৈ কেকরাক্ষী তু সা ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥ যা ভর্ত্তারং পরিত্যজ্য মিষ্টমশ্নাতি কেবলম্। গ্রামে সা শূকরী ভূয়াদ্বল্গুলী বাথ বিড়্ভুজা ॥ ৪৪ ॥ হুং ত্বং কৃত্বাপ্রিয়ং ব্রূতে মূকা সা জায়তে খলু। যা সপত্নীং সদের্ষ্যেত দুর্ভগা সা পুনঃপুনঃ। দৃষ্টিং বিলুপ্য ভর্ত্তুর্যা কঞ্চিদন্যং সমীক্ষতে ॥ ৪৫ ॥ কাণা চ বিমুখা বাপি কুরূপাপি চ জায়তে। বাহ্যাদায়ান্তমালোক্য ত্বরিতা চ জলাসনৈঃ। তাম্বূলৈর্ব্ব্যজনৈশ্চৈব পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥ ৪৬ ॥ তথৈব চারুবচনৈঃ স্বেদসন্নোদনৈঃ পরৈঃ। যা প্রিয়ং প্রীণয়েৎ প্রীতা ত্রিলোকী প্রীণিতা তয়া। মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ ॥ ৪৭ ॥ অমিতস্য হি দাতারং ভর্ত্তারং কা ন পূজয়েৎ। ভর্ত্তা দেবো গুরুর্ভর্ত্তা ধর্ম্মতীর্থব্রতানি

ইহাই হইল,—পতিব্রতার ব্রত, ধর্ম্ম, ও পূজা। কদাপি তাঁহারা স্বামি-বাক্য লঙ্ঘন করিবেন না। পতি ক্লীব, দুরবস্থ, ব্যাধিত, বৃদ্ধ, সুস্থির, দুঃস্থির, যাহাই হউন, পতিব্রতা কদাচ কোন বিষয়ে তাঁহাকে লঙ্ঘন করিবেন না। অর্থাৎ সর্ব্বরকমে তাঁহার অনুকূলা থাকিবেন। ঘৃত, লবণ, হিঙ্গু প্রভৃতি দ্রব্য ফুরাইয়া গেলেও পতিব্রতা কদাপি তাহা পতিকে নাই বলিবেন না এবং লৌহময় পাত্র দ্বারা পতিকে কদাচ পরিবেশন করিবেন না। পতিব্রতা স্ত্রী তীর্থস্নানার্থিনী হইয়া পতি-পাদোদক পান করিবেন। শঙ্কর এবং বিষ্ণু হইতেও পতি স্ত্রীলোকের পূজ্য। যে স্ত্রী পতিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ব্রতোপবাস-নিয়মাদি আচরণ করে, সেই স্ত্রী পতির আয়ুঃক্ষয় করে এবং জীবনান্তে তাহার নরকে গতি হয়। যে নারী পতিবাক্যে ক্রোধপরায়ণা হইয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করে, সে জীবনান্তে গ্রামে কুক্কুরী ও অরণ্যে শৃগালী হয়। স্ত্রীদিগের এক পরমধর্ম্ম এই যে, তাঁহারা স্বামীর চরণযুগল* পূজা করিয়া ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করিবেন। সাধ্বী স্ত্রীগণ উচ্চাসনে উপবেশন করিবেন না, পরগৃহে বেড়াইতে যাইবেন না, এবং কদাচ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। তাঁহারা গুরুজন-সন্নিধানে উচ্চভাষণ করিবেন না এবং গুরুজনকে আহ্বান করিবেন না। যে দুর্ম্মতি স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া নিন্দনীয় আচরণ করে, সে বৃক্ষকোটরবাসিনী, ক্রূরা উলূকী হয়।২৮—৪২।কোন স্ত্রী যদি পতি কর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়া তাঁহাকে তাড়িত করে, তাহা হইলে বৃষদংশিকা ব্যাঘ্রী হয়। যে স্ত্রী পরপুরুষের প্রতি কটাক্ষপাত করে, সে কেকরাক্ষী হইয়া থাকে। যে নারী ভর্ত্তাকে নিবেদন না করিয়া মিষ্ট ভোজ্য ভক্ষণ করে, সে বিষ্ঠাভোজিনী গ্রাম্যশূকরী হয়। 'হু', ত্বং, অর্থাৎ 'হ্যাঁ, তুই,' এই প্রকার নীচভাষা উচ্চারণ করিয়া যে স্ত্রী পতীকে অপ্রিয় বাক্য বলে, সে নিশ্চয়ই জীবনান্তে মূক (বোবা) হয়। যে নারী সপত্নীকে সর্ব্বদা ঈর্ষ্যা করে, সে পুনঃপুন দুর্ভগা হইয়া থাকে। ভর্ত্তার অজ্ঞাতসারে যে অন্য পুরুষ দর্শন করে, সে কাণা, বিমুখা, বা কুরূপা হইয়া জন্মে। সাধ্বী স্ত্রী পতিকে বাহির হইতে আসিতে দেখিয়াই ত্বরিতপদে জল, আসন, তাম্বূল, ব্যজন, পাদসংবাহন (পা টিপিয়া দেওয়া), মনোহরবাক্য, ও স্বেদাপনোদনদ্বারা (ঘাম মুছাইয়া দেওয়া) ইত্যাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রীণিত করিবেন। স্বামীকে প্রীত করিতে পারিলেই নারীগণের জগৎকে প্রীত করা হয়। পিতা, ভ্রাতা ও সুত, ইহারা মিত বস্তু প্রদান করেন, আর স্বামী অমিত বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন; অতএব কোন্ স্ত্রী না তাদৃশ স্বামীর পূজা করিবেন? ভর্ত্তাই স্ত্রীলোকের গুরু, এবং ভর্ত্তাই তাহার ধর্ম্ম, তীর্থ, ও ব্রত-

চ। তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য পতিমেকং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৪৮ ॥ জীবহীনো যথা দেহী ক্ষণাদশুচিতাং ব্রজেৎ। ভর্ত্তৃহীনা তথা যোষিৎ সুস্নাতাপ্যশুচিঃ সদা ॥ ৪৯ ॥ অমঙ্গলেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো বিধবা স্যাদমঙ্গলা। বিধবাদর্শনাৎ সিদ্ধিঃ ক্বাপি জাতু ন জায়তে ॥ ৫০ ॥ বিহায় মাতরং চৈকাং সর্ব্বা মঙ্গলবর্জ্জিতাঃ। তদাশিষমপি প্রাজ্ঞস্ত্যজেদাশীবিষোপমাম্ ॥ ৫১ ॥ কন্যাবিবাহসময়ে বাচয়েয়ুরিতি দ্বিজাঃ। ভর্ত্তুঃ সহচরী ভূয়াজ্জীবতোঽজীবতোঽপি বা ॥ ৫২ ॥ অনুব্রজন্তী ভর্ত্তারং গৃহাৎ পিতৃবনং মুদা। পদেপদেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৫৩ ॥ ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ। এবমুৎক্রম্য দূতেভ্যঃ পতিং স্বর্গং ব্রজেৎ সতী ॥ ৫৪ ॥ যমদূতাঃ পলায়ন্তে তামালোক্য পতিব্রতাম্। তপনস্তপ্যতে নূনং দহনোঽপি চ দহ্যতে ॥ ৫৫ ॥ কম্পতে সর্ব্বতেজাংসি দৃষ্ট্বা পাতিব্রতং মহঃ। যাবৎস্বলোমসংখ্যাস্তি তাবৎকোট্যযুতানি চ ॥ ৫৬ ॥ ভর্ত্রা স্বর্গসুখং ভুঙ্ক্তে রমমাণা পতিব্রতা। ধন্যা সা জননী লোকে ধন্যোঽসৌ জনকঃ পুনঃ ॥ ৫৭ ॥ ধন্যঃ স চ পতিঃ শ্রীমান্ যেষাং গেহে পতিব্রতা। পিতৃবংশ্যা মাতৃবংশ্যাঃ পতিবংশ্যাস্ত্রয়স্ত্রয়ঃ। পতিব্রতায়াঃ পুণ্যেন স্বর্গসৌখ্যানি ভুঞ্জতে ॥ ৫৮ ॥ শীলভঙ্গেন দুর্বৃত্তাঃ পাতয়ন্তি কুলত্রয়ম্। পিতুর্মাতুস্তথা পত্যুরিহামুত্র চ দুঃখিতাঃ ॥ ৫৯ ॥ পতিব্রতায়াশ্চরণো যত্রযত্র স্পৃশেদ্ভুবম্। সা তীর্থভূমির্মান্যেতি নাত্র ভারোঽস্তি পাবনঃ ॥ ৬০ ॥ বিভ্যৎপতিব্রতাস্পর্শং কুরুতে ভানুমানপি। সোমো গন্ধর্ব্ব এবাপি স্বপাবিত্র্যায় নান্যথা ॥ ৬১ ॥ আপঃ পতিব্রতাস্পর্শমভিলষ্যন্তি সর্ব্বদা। গায়ত্র্যাঘবিনাশো নো পাতিব্রত্যেন সাঘনুৎ ॥ ৬২ ॥ গৃহে গৃহে ন„কিং নার্য্যো রূপলাবণ্যগর্ব্বিতাঃ। পরং বিশ্বেশভক্ত্যৈব লভ্যতে স্ত্রী পতিব্রতা ॥ ৬৩ ॥ ভার্য্যা মূলং গৃহস্থস্য ভার্য্যা মূলং সুখস্য চ। ভার্য্যা ধর্ম্মফলায়ৈব ভার্য্যা সন্তানবৃদ্ধয়ে ॥ ৬৪ ॥ পরলোকস্ত্বয়ং লোকো জীয়তে ভার্য্যয়া দ্বয়ম্। দেবপিত্রতিথীনাঞ্চ তৃপ্তিঃ স্যাদ্ভার্য্যয়া গৃহে। গৃহস্থঃ স তু বিজ্ঞেয়ো গৃহে যস্য পতিব্রতা ॥ ৬৫ ॥

নিয়ম, অতএব সমস্ত ত্যাগ করিয়া একমাত্র পতির সেবা করিবে। জীবহীন দেহী যেমন ক্ষণমধ্যেই অশুচিত্ব প্রাপ্ত হয়, ভর্ত্তৃহীনা নারীও তেমনই সুস্নাতা হইয়াও অশুচি হইয়া থাকে। বিধবা সমস্ত অমঙ্গল হইতেই অমঙ্গলা। সুতরাং বিধবা দর্শনে কদাচ কোথাও সিদ্ধিলাভ ঘটে না। একমাত্র মাতা ব্যতীত সমস্ত বিধবাই মঙ্গলবর্জ্জিতা; সুতরাং প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আশীবিষের ন্যায় তদীয় আশীর্ব্বাদও পরিত্যাগ করিবেন। দ্বিজগণ কন্যার বিবাহসময়ে তাহাকে এইরূপ বলিবেন যে, স্বামী জীবিত বা মৃত হৌক, সর্ব্বদাই তাঁহার সহচরী হইবে। যে নারী সম্পদ্ হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে স্বামীর অনুগমন করে, তাহার পদে পদে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়। ব্যালগ্রাহী জন যেমন বিল হইতে ব্যালোদ্ধার করে, তেমনি সতীনারী যমদূত হইতে পতিকে উদ্ধার করিয়া স্বর্গগমন করে। সেই পতিব্রতাকে দেখিয়া যমদূতেরা পলায়ন করে; তপন পরিতপ্ত হন; দহনও দগ্ধ হইয়া থাকেন। এমন কি পতিব্রতার তেজ দেখিয়া সমস্ত তেজই কম্পিত হয়। নিজের লোমসংখ্যা যত, পতিব্রতা তত কোটি বর্ষ পর্য্যন্ত ভর্ত্তাসহ রমণ করত স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া থাকে। যাহাদের গৃহে পতিব্রতা রমণী অবস্থান করেন, সে গৃহের জনক-জননীকে ধন্যবাদ এবং সেই পতিব্রতার শ্রীমান্ পতিও ধন্যবাদার্হ। পতিব্রতার পুণ্যবলে পিতৃ, মাতৃ ও পতিবংশীয় তিন তিন পুরুষ স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকেন।৪৩—৫৮। দুর্ব্বৃত্ত রমণীরা স্বীয় শীলভঙ্গে পিতৃ, মাতৃ, ও পতিকুল পাতিত করিয়া থাকে এবং ইহ পরকালে দুঃখ ভোগ করে। পতিব্রতার চরণ যথায় যথায় ভূমিস্পর্শ করে, সেই সেই ভূমি তীর্থভূমিরূপে মান্য হইয়া থাকে। সূর্য্যও ভীত হইয়া পতিব্রতাকে স্পর্শ করিয়া থাকেন। চন্দ্র, গন্ধর্ব্ব, এবং বরুণ ইঁহারাও স্ব স্ব পবিত্রতার জন্য সর্ব্বদা পতিব্রতার স্পর্শ লাভে অভিলাষী হইয়া থাকেন। গায়ত্রী দ্বারা আমাদের পাপ নাশ হয়; পরন্তু রমণী পাতিব্রত্য দ্বারাই পাপনাশিনী হইয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহেই কি রূপলাবণ্য-গর্ব্বিত রমণীমূর্ত্তি নাই; আছে—কিন্তু বিশ্বেশ-দেবের প্রতি ভক্তিবশেই পতিব্রতা নারী লব্ধ হইয়া থাকে। ভার্য্যা গৃহস্থের মূল, ভার্য্যা সুখের মূল, ভার্য্যা ধর্ম্মফলের নিদান এবং ভার্য্যাই সন্তানবৃদ্ধির কারণ। ইহলোক এবং পরলোক ভার্য্যার-দ্বারাই জয় করা যায়। ভার্য্যাদ্বারাই গৃহস্থের গৃহে দেব পিতৃ ও অতিথিগণের তৃপ্তি হইয়া থাকে। যাহার গৃহে পতিব্রতা নারী, তাহাকেই

যথা গঙ্গাবগাহেন শরীরং পাবনং ভবেৎ। তথা পতিব্রতাং দৃষ্ট্বা সদনং পাবনং ভবেৎ ॥ ৬৬ ॥ পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিম্। তস্মাদ্‌-ভূশয়নং কার্য্যং পতিসৌখ্যসমীহয়া ॥ ৬৭ ॥ নৈবাঙ্গোদ্বর্ত্তনং কার্য্যং স্ত্রিয়া বিধবয়া ক্বচিৎ। গন্ধদ্রব্যস্য সম্ভোগো নৈব কার্য্যস্তয়া ক্বচিৎ ॥ ৬৮ ॥ তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ। তৎপিতুস্তৎপিতুশ্চাপি নামগোত্রাদিপূর্ব্বকম্ ॥ ৬৯ ॥ বিষ্ণোঃ সম্পূজনং কার্য্যং পতিবুদ্ধ্যা ন চান্যথা। পতিমেব সদা ধ্যায়েদ্বিষ্ণুরূপধরং হরিম্ ॥ ৭০ ॥ যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যদ্‌যৎপত্যুঃ সমীহিতম্। তত্তদ্গুণবতে দেয়ং পতিপ্রীণনকাম্যয়া ॥ ৭১ ॥ বৈশাখে কার্ত্তিকে মাসে বিশেষনিয়মাংশ্চরেৎ। স্নানং দানং তীর্থযাত্রাং পুরাণশ্রবণং মুহুঃ ॥ ৭২ ॥ বৈশাখে জলকুম্ভাশ্চ কার্ত্তিকে ঘৃতদীপিকাঃ। মাঘে ধান্যতিলোৎসর্গঃ স্বর্গলোকে বিশিষ্যতে ॥ ৭৩ ॥ প্রপা কার্য্যা চ বৈশাখে দেবে দেয়া গলন্তিকা। উশীরং ব্যজনং ছত্রং সূক্ষ্মবাসাংসি চন্দনম্ ॥ ৭৪ ॥ সকর্পূরং চ তাম্বূলং পুষ্পদানং তথৈব চ। জলপাত্রাণ্যনেকানি তথা পুষ্পগৃহাণি চ ॥ ৭৫ ॥ পানানি চ বিচিত্রাণি দ্রাক্ষারম্ভাফলানি চ। দেয়ানি দ্বিজমুখ্যেভ্যঃ পতির্মে প্রীয়তামিতি ॥ ৭৬ ॥ ঊর্জ্জে যবান্নমশ্নীয়াদেকান্নমথবা পুনঃ। বৃন্তাকং সূরণং চৈব শূকশিম্বীং চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৭৭ ॥ কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েত্তৈলং কাংস্যং চাপি বিবর্জ্জয়েৎ। কার্ত্তিকে মৌননিয়মে চারুঘণ্টাং প্রদাপয়েৎ ॥ ৭৮ ॥ পত্রভোজী কাংস্যপাত্রং ঘৃতপূর্ণং প্রযচ্ছতি। ভূমিশয্যাব্রতে দেয়া শয্যা শ্লক্ষ্ণা সতূলিকা ॥ ৭৯ ॥ ফলত্যাগে ফলং দেয়ং রসত্যাগে চ তদ্রসঃ। ধান্যত্যাগে চ তদ্ধান্যমথবা শালয়ঃ স্মৃতাঃ। ধেনুং দদ্যাৎ প্রযত্নেন সালঙ্কারাং সকাঞ্চনম্ ॥ ৮০ ॥ একতঃ সর্ব্বদানানি দীপদানং তথৈকতঃ। কার্ত্তিকে দীপদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৮১ ॥ ইত্যাদিবিধবানাং চ নিয়মাঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ। তেষাং ফলমিদং রাজন্নান্যেষাং চ কদাচন ॥ ৮২ ॥ ধর্ম্মবাপীং সমাসাদ্য দানং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ। কোটিধা বর্দ্ধতে নিত্যং ব্রহ্মণো বচনং যথা ॥ ৮৩ ॥ তিলধেনুং চ যো

গৃহস্থ বলা যায়। যেমন গঙ্গাবগাহনে শরীর পবিত্র হয়, তেমনি পতিব্রতাকে দেখিলে গৃহ পবিত্র হইয়া থাকে। বিধবা নারী পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলে তাহার মৃত পতি পাতিত হইয়া থাকে, অতএব পতিসৌখ্য-কামনায় বিধবা স্ত্রী ভূ-শয্যাতেই শয়ন করিবে। বিধবা কখন অঙ্গোদ্বর্ত্তন বা গন্ধদ্রব্য সম্ভোগ করিবে না। কুশ, তিল, জল দ্বারা প্রত্যহই পতির তর্পণ করিবে। পতির পিতা এবং তৎপিতারও নাম গোত্রাদির উল্লেখপূর্ব্বক তর্পণ করিবে। পতিজ্ঞানে সর্ব্বদা বিষ্ণুর সেবা করিবে, অন্যথা জ্ঞানে নহে। সর্ব্বদা পতিরূপেই বিষ্ণুরূপী হরিকে ধ্যান করিবে। সংসারে পতির যাহা যাহা ইষ্টতম, এবং যাহা যাহা বহুমত ছিল, পতির প্রীতিকামনায় সেই সেই দ্রব্য গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। বিধবা নারী বৈশাখ ও কার্ত্তিকমাসে বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করিবে। স্নান, দান তীর্থযাত্রা এবং পুরাণশ্রবণ এই সকল কার্য্য ঐ দুইমাসে পুনঃপুন করিবে। বৈশাখে জলকুম্ভ, কার্ত্তিকে ঘৃতপ্রদীপ, মাঘে তিল ধান্য উৎসর্গ করিবে। বৈশাখে জলছত্র প্রতিষ্ঠা করিবে, জলকুম্ভ উৎসর্গ করিবে এবং উশীর, ব্যজন, ছত্র, সূক্ষ্মবস্ত্র, চন্দন, কর্পূরাক্ত তাম্বূল, পুষ্প, জলপাত্র, বহুল ধারাগৃহ, পুষ্পগৃহ, বিচিত্র পানীয় এবং দ্রাক্ষা-রম্ভাদি নানা ফল, দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগকে দান করিবে। দানকালে বলিবে—পতি আমার প্রীত হউন।৫৯—৭৬। বিধবা কার্ত্তিক মাসে যবান্ন খাইবে; অথবা এক পাক অন্নাহার করিবে; বৃন্তাক, সূরণ এবং শূকশিম্বী বর্জ্জন করিবে, কার্ত্তিকে কাংস্য এবং তৈল বিধবার পক্ষে বর্জ্জনীয়। ঐ মাসে মৌনাবলম্বনে চারু ঘণ্টা প্রদান করিবে। পত্রভোজী ব্যক্তি ঘৃতপূর্ণ কাংস্যপাত্র ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ভূমি শয্যাব্রতে সতূলিকা কোমল শয্যা প্রদান করিবে। এইরূপে ব্রহ্মচর্য্যব্রতে ফলত্যাগে ফল, রসত্যাগে রস, এবং ধান্যত্যাগে ধান্য দান অথবা শালি দান করা কর্ত্তব্য, যত্নপূর্ব্বক স্বর্ণালঙ্কারশালিনী ধেনু দান করিবে। এক দিকে সমস্ত দান, অন্যদিকে দীপ দান, বিশেষতঃ কার্ত্তিকে দীপ দানে যে ফল হয়, অন্য সমস্ত দানে তাহার ষোড়শাংশের একাংশ ফলও হয় না। বিধবাদিগের এই সকল নিয়ম কীর্ত্তিত হইল। হে রাজন্! ঐ সকল নিয়মনিষ্ঠদিগেরই তত্তৎ ফল হয়, অন্যের কখনই হয় না। বিচক্ষণ ব্যক্তি ধর্ম্মবাপীতে উপস্থিত হইয়া দান করিবেন। তাঁহার এই দান কোটিগুণ হইয়া নিত্য বৃদ্ধি পাইবে। ইহাই ব্রহ্মার বচন। ধর্ম্মে

দদ্যাদ্ধর্ম্মেশ্বরপুরঃ স্থিতঃ। তিলসংখ্যানি বর্ষাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ৮৪॥ ধর্ম্মক্ষেত্রে তু সম্প্রাপ্য শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ। তস্য সংবৎসরং যাবত্তৃপ্তাঃ স্যুঃ পিতরো ধ্রুবম্॥ ৮৫॥ যে চান্যে পূর্ব্বজাঃ স্বর্গে যে চান্যে নরকৌকসঃ। যে চ তির্য্যক্‌ত্বমাপন্না যে চ ভূতাদিসংস্থিতাঃ॥ ৮৬॥ তান্ সর্ব্বান্ ধর্ম্মকূপে বৈ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্‌যথাবিধি। অত্র প্রকিরণং যত্তু মনুষ্যৈঃ ক্রিয়তে ভুবি। তেন তে তৃপ্তিমায়ান্তি যে পিশাচত্বমাগতাঃ॥ ৮৭॥ যেষাং তু স্নানবস্ত্রোত্থং ভূমৌ পততি পুত্রক। তেন যে তরুতাং প্রাপ্তাস্তেষাং তৃপ্তিঃ প্রজায়তে॥ ৮৮॥ যা বৈ যবানাং কণিকাঃ পতন্তি ধরণীতলে। তাভিরাপ্যায়নং তেষাং যে তু দেবত্বমাগতাঃ॥ ৮৯॥ উদ্ধৃতেষ্বথ পিণ্ডেষু যাবন্ন কণিকা ভুবি। তাভিরাপ্যায়নং তেষাং যে চ পাতালমাগতাঃ॥ ৯০॥ যে বা বর্ণাশ্রমাচারক্রিয়ালোপা হ্যসংস্কৃতাঃ। বিপন্নাস্তে ভবন্ত্যত্র সম্মার্জ্জনজলাশিনঃ॥

শ্বরের সমীপে থাকিয়া যে ব্যক্তি তিল ধেনু দান করে, তিলসংখ্যার অনুপাতে তত বর্ষ তাহার স্বর্গ সুখে বসতি হয়। ধর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অতন্দ্রিত ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে। এইরূপ শ্রাদ্ধের ফলে তাহার পিতৃ-পুরুষগণ সংবৎসর যাবৎ নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত হইবে। যে সকল পূর্ব্ব পুরুষ স্বর্গে বা নরকে বাস করিতেছে, যাহারা তির্য্যগ্‌যোনি বা ভূতাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, ধর্ম্মকূপে তাহাদের সকলের উদ্দেশেই যথাবিধি শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। মনুষ্যগণ অত্রত্য ভূভাগে যে কিছু প্রকিরণ করে, সেই কার্য্যের ফলে তদীয় পিশাচত্বপ্রাপ্ত পিতৃগণ তৃপ্ত হইয়া থাকে। হে বৎস! তীর্থসেবীদিগের স্নানবস্ত্রোত্থিত যে জল অত্রত্য ভূভাগে পতিত হয়, তাহা দ্বারা তদীয় তরুতাপ্রাপ্ত পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তি হইয়া থাকে। যে সকল পিতৃপুরুষ দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, অত্রত্য ভূতলপতিত যবকণিকাসমূহে তাঁহাদের পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে। পিণ্ড সকল উদ্ধৃত হইলে যে কিছু যবকণা এখানকার ভূমিপৃষ্ঠে পড়িয়া থাকে, সেই সকল কণিকা দ্বারা পাতাল গত পিতৃলোকের পরিতৃপ্তি হয়। যে সকল মৃত ব্যক্তির জীবদ্দশায় বর্ণাশ্রমোচিত আচার ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং যাহারা অসংস্কৃত অবস্থায় মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে, তাহারাই এই তীর্থভূমির সম্মার্জ্জনজল পান করিয়া থাকে। এ স্থানে

৯১॥ ভুক্তা বাচমানং যচ্চ জলং পততি ভূতলে। ব্রাহ্মণানাং তথৈবান্তে তেন তৃপ্তিং প্রয়ান্তি বৈ॥ ৯২॥ এবং যো যজমানশ্চ যচ্চ তেষাং দ্বিজন্মনাম্। কচিজ্জলান্নবিক্ষেপঃ শুচিরস্পৃষ্ট এব চ॥ ৯৩॥ যে চান্যে নরকে জাতাস্তত্র যোঽন্যতরং গতাঃ। প্রয়ান্ত্যাপ্যায়নং বৎস সম্যক্ শ্রাদ্ধক্রিয়াবতাম্॥ ৯৪॥ অন্যায়োপার্জ্জিতৈর্দ্রব্যৈঃ শ্রাদ্ধং যৎ ক্রিয়তে নরৈঃ। তৃপ্যন্তি তেন চণ্ডালপুক্কসাদিষু যোনিষু॥ ৯৫॥ এবমাপ্যায়িতা বৎস তেন চানেকবান্ধবাঃ। শ্রাদ্ধং কর্ত্তুমশক্তিশ্চেচ্ছাকৈরপি হি জায়তে॥ ৯৬॥ তস্মাৎ শ্রাদ্ধং নরো ভক্ত্যা শাকৈরপি যথাবিধি। কুরুতে কুর্ব্বতঃ শ্রাদ্ধং কুলং ক্বচিন্ন সীদতি॥ ৯৭॥ পাপং যদি কৃতং সর্ব্বং পাপং চ বর্দ্ধতে ধ্রুবম্। কুর্ব্বাণো নরকে ঘোরে পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯৮॥ যথা পুণ্যং তথা পাপং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্। তৎসর্ব্বং বর্দ্ধতে নূনং ধর্ম্মারণ্যে নৃপোত্তম॥ ৯৯॥ কামিকং কামদং দেবং যোগিনাং মুক্তিদায়কম্। সিদ্ধানাং সিদ্ধিদং প্রোক্তং ধর্ম্মারণ্যং তু সর্ব্বদা॥ ১০০

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মাচারবর্ণনং নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭

ব্রাহ্মণদিগের যে আচমন জল পতিত হয়, তাহা পান করিয়া অন্যান্য অবস্থাপ্রাপ্ত পিতৃপুরুষ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে এই তীর্থের যে কোন স্থানে যজমান বা তদীয় পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের নিক্ষিপ্ত জল বা অন্ন শুচি ও অস্পৃষ্ট হয়। বৎস! যাহারা এখানে যথাবিধি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, তাহাদের পিতৃপুরুষগণ নরকস্থ হউক বা অন্য যোনিগত হউক, ঐ জলান্ন দ্বারা তাহারা তৃপ্ত হইয়া থাকে। নরগণ অন্যায়োপার্জ্জিত দ্রব্য দ্বারা যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, সেই শ্রাদ্ধের ফলে তদীয় চণ্ডাল ও পুক্কসাদিযোনিগত পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হয়। বৎস! এইরূপে তাহা দ্বারা তদীয় বহু বান্ধবই তৃপ্তিলাভ করে। এখানে শ্রাদ্ধ করিতে অক্ষম হইলে শাক দ্বারাও উক্ত ফল লব্ধ হইয়া থাকে। অতএব নর ভক্তির সহিত শাক দ্বারাই যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধকর্ত্তার কুল কদাচ অবসন্ন হয় না। পাপ যদি করা হয়, তবে তাহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ঐ পাপকর্ত্তা নিশ্চয়ই নরকে পতিত হয়। পাপ ও পুণ্য এ উভয়ই একরূপ অবস্থাপন্ন। হে নৃপবর! পাপ পুণ্য বা শুভাশুভ কর্ম্ম সকলই এই ধর্ম্মারণ্যে-

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ। ধর্ম্মারণ্যকথাং পুণ্যাং শ্রুত্বা তৃপ্তির্ন মে বিভো। যদা যদা কথয়সি তদা প্রোৎসহতে মনঃ। অতঃ পরং কিমভবৎ পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ১ ॥ ব্যাস উবাচ। শৃণু পার্থ মহাপুণ্যাং কথাং স্কন্দপুরাণজাম্। স্থাণুনোক্তাং চ স্কন্দায় ধর্ম্মারণ্যোদ্ভবাং শুভাম্ ॥ ২ ॥ সর্ব্বতীর্থস্য ফলদা সর্ব্বোপদ্রবনাশিনীম্। কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্‌গুরুম্। পঞ্চবক্ত্রং দশভুজং ত্রিনেত্রং শূলপাণিনম্ ॥ ৩ ॥ কপালখট্টাঙ্গকরং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্। গণৈঃ পরিবৃতং তত্র সুরাসুরনমস্কৃতম্ ॥ ৪ ॥ নানারূপগুণৈর্গীতং নারদপ্রমুখৈর্যুতম্। গন্ধর্ব্বৈশ্চাপ্সরোভিশ্চ সেবিতং তমুমাপতিম্। তত্রস্থং চ মহাদেবং প্রণিপত্যাব্রবীৎ সুতঃ ॥ ৫ ॥ স্কন্দ

অনুষ্ঠিত হইলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই ধর্ম্মারণ্য কামিক, কামদ, যোগিজনের মুক্তিপ্রদ এবং সিদ্ধগণের সিদ্ধিপ্রদ বলিয়াই সতত সমুল্লিখিত।৭৭—১০০

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে বিভো! ধর্ম্মারণ্যের পুণ্য কথা শুনিয়া-শুনিয়া আমার আর তৃপ্তিশেষ হইতেছে না; আপনি উহা যখন যখনই বলেন, তখন তখনই মন প্রোৎসাহিত হইয়া উঠে। যাহা হউক, অতঃপর কি হইল, বলুন; শুনিবার জন্য বড়ই আমার কৌতূহল হইতেছে। ব্যাস বলিলেন,—হে পার্থ! স্কন্দ-পুরাণীয় মহাপুণ্য কথা শ্রবণ কর। এ কথা ধর্ম্মারণ্যসংক্রান্ত শুভ কথা; দেবদেব স্থাণু ইহার বক্তা। ইহা সর্ব্বতীর্থফলপ্রদা এবং সর্ব্বোপদ্রবহরণে সমর্থা। একদা দেবদেব জগদ্‌গুরু কৈলাসশিখরে সমাসীন; তিনি পঞ্চবক্ত্র, দশভুজ, ত্রিনেত্র ও শূলপাণি; তাঁহার হস্তে কপাল ও খট্টাঙ্গ; তিনি নাগযজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেছেন, গণসমূহ দ্বারা পরিবৃত আছেন; সুরাসুরগণ তাঁহাকে নমস্কার করিতেছেন; বিবিধরূপ গুণের উল্লেখ করিয়া তদীয় চরিত গীত হইতেছে; নারদপ্রমুখ মহর্ষি তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছেন; গন্ধর্ব্ব-অপ্সরোগণ তাঁহার সেবা করিতেছেন; তিনি উমাপতি দেবদেব; তাঁহার পুত্র স্কন্দ তাঁহাকে

উবাচ। স্বামিন্নিন্দ্রাদয়ো দেবা ব্রহ্মাদ্যাশ্চৈব সর্ব্বশঃ। তব দ্বারে সমায়াতাস্ত্বদ্দর্শনৈকলালসাঃ। কিমাজ্ঞাপয়সে দেব করবাণি তবাগ্রতঃ ॥ ৬ ॥ ব্যাস উবাচ। স্কন্দস্য বচনং শ্রুত্বা আসনাদুত্থিতো হরঃ। বৃষভং ন সমারূঢ়ো গন্তুকামোঽভবত্তদা ॥ ৭ ॥ গন্তুকামং শিবং দৃষ্ট্বা স্কন্দো বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৮ ॥ স্কন্দ উবাচ। কিং কার্য্যং দেবদেবানাং যত্ত্বমাহূয়সে ত্বরম্। বৃষং ত্যক্ত্বা কৃপাসিন্ধো কৃপাস্তি যদি মে বদ ॥ ৯ ॥ দেবদানবযুদ্ধং বা কিং কার্য্যং বা মহত্তরম্ ॥ ১০ ॥ শিব উবাচ। শৃণুষ্বৈকাগ্রমনসা যেনাহং ব্যগ্রচেতসঃ। অস্তি স্থানং মহাপুণ্যং ধর্ম্মারণ্যং চ ভূতলে ॥ ১১ ॥ তত্রাপি গন্তুকামোঽহং দেবৈঃ সহ ষড়ানন ॥ ১২ ॥ স্কন্দ উবাচ। তত্র গত্বা মহাদেব কিং করিষ্যসি সাম্প্রতম্। তন্মে ব্রূহি জগন্নাথ কৃত্যং সর্ব্বমশেষতঃ ॥ ১৩ ॥ শিব উবাচ। শ্রূয়তাং বচনং পুত্র মনসোহ্লাদকারণম্। আদিতঃ সর্ব্ববৃত্তানাং সৃষ্টিস্থিতিকরং মহৎ ॥ ১৪ ॥ পরন্তু

প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে স্বামিন্! আপনার দর্শনলাভলালসায় ইন্দ্রাদি ও ব্রহ্মাদি দেবগণ দ্বারদেশে সমুপস্থিত; অতএব হে দেব! আপনার কি আজ্ঞা হয়; আপনার কোন আদেশ পালন করিব? ব্যাস বলিলেন,—স্কন্দের কথা শুনিয়া হর আসন হইতে উত্থিত হইলেন। তিনি বৃষভেও আরোহণ করিলেন না, সেই অবস্থাতেই গমনে সমুদ্যত হইলেন। শিবকে যাইতে দেখিয়া স্কন্দ কহিলেন,—দেব! দেবগণের প্রয়োজন কি? কেন এত সত্বর আপনাকে তাঁহারা আহ্বান করিতেছেন? হে কৃপাসিন্ধো! আপনি সত্বর হইয়া বৃষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। যদি মৎপ্রতি আপনার কৃপা থাকে, তবে এই সত্বরতার কারণ আমায় বলুন। তবে কি দেবদানব-যুদ্ধ বা অন্য কোন মহত্তরকার্য্য উপস্থিত হইয়াছে? ১-১০। শিব কহিলেন,—আমি যে জন্য ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছি, তুমি একাগ্রমনে তাহা শ্রবণ কর। ভূতলে ধর্ম্মারণ্য নামে এক মহাপুণ্য স্থান আছে। হে ষড়ানন! আমি দেবগণসহ সেইখানে যাইতেই সমুৎসুক হইয়াছি। স্কন্দ কহিলেন, মহাদেব! আপনি তথায় গিয়া সম্প্রতি কি করিবেন, আমার নিকট সেই কার্য্য অশেষরূপে কীর্ত্তন করুন। শিব কহিলেন,—পুত্র! তুমি মনঃপ্রীতিকর বাক্য শ্রবণ কর। প্রথমে সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিস্থিতিকর মহৎ কার্য্য উপস্থিত হয়; পরন্তু যখন প্রলয় ঘটে, তখন সমস্তই তমসা-

প্রলয়ে জাতে সর্ব্বতস্তমসা বৃতম্। আসীদেকং তদা ব্রহ্ম নির্গুণং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৫ ॥ নির্ম্মিতং বৈ গুণৈরাদৌ মহদ্দ্রব্যং প্রচক্ষ্যতে ॥ ১৬ ॥ মহাকল্পে চ সম্প্রাপ্তে চরাচরে ক্ষয়ং গতে। জলরূপী জগন্নাথো রমমাণস্তু লীলয়া ॥১৭॥ চিরকালে গতে সোঽপি পৃথিব্যাদিসুতত্ত্বকৈঃ। বৃক্ষমুৎপাদয়ামাস যুতশাখামনোরমম্ ॥ ১৮ ॥ ফলৈর্ব্বিশালৈরাকীর্ণং স্কন্ধকাণ্ডাদিশোভিতম্। ফলৌঘাঢ্যো জটাযুক্তো ন্যগ্রোধো বিটপো মহান্ ॥ ১৯ ॥ বালভাবং ততঃ কৃত্বা বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ। শেতেঽসৌ বটপত্রেষু বিশ্বনির্ম্মাতুমুৎসুকঃ ॥ ২০ ॥ স নাভিকমলে বিষ্ণো র্জাতো ব্রহ্মা হি লোককৃৎ। সর্ব্বং জলময়ং পশ্যন্নানাকারমরূপকম্ ॥ ২১ ॥ তং দৃষ্ট্বা সহসোদ্বেগাদ্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। ইদমাহ তদা পুত্র কিং করোমীতি নিশ্চিতম্ ॥ ২২ ॥খে জজ্ঞান ততো বাণী দৈবাৎ সা চাশরীরিণী। তপস্তপ বিধে ধাতর্যথা মে দর্শনং ভবেৎ ॥ ২৩ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। প্রাতপ্যত তপো ঘোর পরমং দুষ্কর মহৎ ॥ ২৭ ॥ প্রহসন্ স তদা বালরূপেণ কমলাপতিঃ। উবাচ মধুরাং বাচং কৃপালুর্ব্বাললীলয়া ॥২৫॥ শ্রীবিষ্ণুরুবাচ। পুত্র ত্বং বিধিনা চাদ্য কুরু ব্রহ্মাণ্ডগোলকে। পাতালং ভূতলং চৈব সিন্ধুসাগরকাননম্ ॥ ২৬ ॥ বৃক্ষাশ্চ গিরয়ো নদ্যো দ্বিপদাঃ পশবস্তথা। পক্ষিণশ্চৈব গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধা যক্ষাশ্চ রাক্ষসাঃ ॥ ২৭ ॥ শ্বাপদাদ্যাশ্চ যে জীবাশ্চতুরাশীতিযোনয়ঃ। উদ্ভিজ্জা স্বেদজাশ্চৈব জরায়ুজাস্তথাণ্ডজাঃ ॥ ২৮ ॥ একবিংশতিলক্ষাণি একৈকস্য চ যোনয়ঃ। কুরু ত্বং সকলং চাশু ইত্যুক্তান্তরধীয়ত। ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং যথোদিতম্ ॥ ২৯ ॥ যস্মিন্ পিতামহো জজ্ঞে প্রভুরেকঃ প্রজাপতিঃ। স্থাণুঃ সুরগুরুর্ভানুঃ প্রচেতাঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩০
দক্ষো দক্ষপুত্রাস্তথা সপ্তর্ষয়শ্চ যে। ততঃ প্রজানাং পতয়ঃ প্রাভবন্নেকবিংশতিঃ ॥ ৩১ ॥ পুরুষশ্চাপ্রমেয়শ্চ এবং বংশ্যর্ষয়ো বিদুঃ। বিশ্বেদেবাস্তথাদিত্যা বসবশ্চাশ্বিনাবপি ॥ ৩২ ॥ যক্ষাঃ পিশাচাঃ সাধ্যাশ্চ পিতরো গুহ্যকাস্তথা। ততঃ প্রসূতা বিদ্বাংসো হ্যষ্টৌ ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ ॥ ৩৩ ॥ রাজর্ষয়শ্চ বহবঃ সর্ব্বে সমুদিতা গুণৈঃ। দ্যৌরাপঃ পৃথিবী বায়ুরন্তরিক্ষং দিশস্তথা ॥ ৩৪ ॥ সংবৎসরার্ত্তবো মাসাঃ পক্ষা-

চ্ছন্ন হইয়া যায়। সে কালে সর্ববীজভূত নির্গুণ ব্রহ্মবস্তু মাত্র বিরাজ করেন। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাত্মক মহৎ তদীয় গুণ দ্বারাই অগ্রে নির্ম্মিত হইয়া থাকে; ইহাই বুধগণের মত। যাহা হউক, যখন মহাকল্পের আবির্ভাবে নিখিল চরাচর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, তখন জলরূপী জগন্নাথ মাত্র লীলাক্রমে বিহার করিতে থাকেন। বহুকাল অতীত হইলে তিনি ক্ষিতি প্রভৃতি তত্ত্বসমষ্টি দ্বারা এক অযুত শাখাশোভিত বৃহৎ বৃক্ষ উৎপাদন করেন। ঐ বৃক্ষ বিশাল ফলসমূহে সমাকীর্ণ স্কন্ধ-কাণ্ডাদি দ্বারা মণ্ডিত হয়। উহা ফলরাশি ও জটাঘটায় বেষ্টিত হইয়া মহান্ বটবিটপী নামে নিরূপিত হইয়া থাকে। অনন্তর বাসুদেব জনার্দ্দন বালভাব অবলম্বনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বিশ্বসৃষ্টি বাসনায় সমুৎসুক হইয়া বট-পত্রোপরি শয়ন করেন। লোককর্ত্তা ব্রহ্মা তদীয় নাভিকমলে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি দেখেন—তখন সকলই জলময় এবং নানাকার হইয়াও নিরাকার। তদ্দর্শনে লোকপিতামহ ব্রহ্মা উদ্বেগভরে বলিলেন,—এক্ষণে কি করিব? এই কথা বলিবামাত্র আকাশে এক অশরীরিণী বাণী প্রাদুর্ভূত হইল। বাণী বলিল,—হে বিধে! 'তপস্তপ', তাহাতেই আমার দর্শনলাভ ঘটিবে। পিতামহ ব্রহ্মা তৎশ্রবণে কঠোর তপস্যা করিলেন। সে তপস্যা এত কঠোর—এত মহৎ যে, অন্যের পক্ষে অতীব দুষ্কর।১১-২৭। তখন কৃপালু কমলাপতি বালরূপে হাস্য করিয়া বাললীলাসহকারে মধুর বাক্যে বলিলেন,—হে পুত্র! তুমি অদ্য বিধিপূর্ব্বক সরিৎসাগরকাননশালী ভূতলপাতালাত্মক ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল নির্ম্মাণ কর। বৃক্ষ, গিরি, নদী, দ্বিপদ, পশু, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, যক্ষ, রাক্ষস এবং শ্বাপদাদি চতুরশীতি লক্ষ জীবযোনি, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, জরায়ুজ ও অণ্ডজভেদে প্রত্যেকে একবিংশতি লক্ষ যোনিগত জীবজাতি—এই সকলই তুমি সত্বর সৃষ্টি কর। এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। কথানুসারে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সমস্তই নির্ম্মিত হইল। একমাত্র প্রভু প্রজাপতি পিতামহ এই সময় প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন স্থাণু সুরগুরু ভানু ও প্রচেতা প্রভৃতি পরমেষ্ঠিগণ এবং দক্ষ, দক্ষপুত্র সপ্তর্ষিগণ ও অপ্রমেয় পুরুষ সমষ্টিতে এই একবিংশতি প্রজাপতি উদ্ভূত হইলেন। বিশ্বদেব, আদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমারযুগল, যক্ষ, পিশাচ, সাধ্য, পিতৃগণ, গুহ্যকগণ এবং অষ্ট অমলচেতা সুধী ব্রহ্মর্ষি ও সর্ব্বগুণান্বিত বহু রাজর্ষি উৎপন্ন হইলেন। স্বর্গ, জল, পৃথ্বী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, দিক্‌সকল, সম্বৎসর, ঋতু-

হোরাত্রয়ঃ ক্রমাৎ। কলাকাষ্ঠামুহূর্ত্তাদিনিমেষাদি-লবাস্তথা ॥ ৩৫ ॥ গ্রহচক্রং সনক্ষত্রং যুগা মন্বন্তরাদয়ঃ। যচ্চান্যদপি তৎসর্ব্বং সম্ভূতং লোকসাক্ষিকম্ ॥ ৩৬ ॥ যদিদং দৃশ্যতে চক্রং কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমম্। পুনঃ সংক্ষিপ্যতে পুত্র জগৎপ্রাপ্তে যুগক্ষয়ে ॥ ৩৭ ॥ যথর্ত্তা-বৃতুলিঙ্গানি নামরূপাণি পর্য্যয়ে। দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথাবৎস যুগাদিকম্ ॥৩৮॥ শিব উবাচ। অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্। ব্রহ্মণশ্চ তথা পুত্র বংশস্যৈবানুকীর্ত্তনম্ ॥ ৩৯ ॥ ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রা বিদিতাঃ ষণ্মহর্ষয়ঃ। মরীচি-রত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ॥ ৪০ ॥ মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রঃ কশ্যপাচ্চরমাঃ প্রজাঃ। প্রজজ্ঞিরে মহা-ভাগা দক্ষকন্যাস্ত্রয়োদশ ॥ ৪১ ॥ অদিতির্দ্দিতির্দ্দনুঃ কালা দনায়ুঃ সিংহিকা তথা। ক্রোধা প্রোবা বসিষ্ঠা চ বিনতা কপিলা তথা ॥ ৪২ ॥ কণ্ডুশ্চৈব সুনেত্রা চ কশ্যপায় দদৌ তদা। অদিত্যাং দ্বাদশাদিত্যাঃ সঞ্জাতা হি শুভাননাঃ ॥ ৪৩ ॥ সূর্য্যাদ্বৈ ধর্ম্মরাড় জজ্ঞে তেনেদং নির্ম্মিতং পুরা। ধর্ম্মেণ নির্ম্মিতং দৃষ্ট্বা ধর্ম্মারণ্যমনুত্তমম্। ধর্ম্মারণ্যমিতি প্রোক্তং ময়া স্কন্দ পুণ্যদম্ ॥ ৪৪ ॥ স্কন্দ উবাচ। ধর্ম্মারণ্যস্য চাখ্যানং পরমং পাবনং তথা। শ্রোতুমিচ্ছামি তৎসর্ব্বং কথয়স্ব মহেশ্বর ॥ ৪৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবা অন্বযুর্ব্রহ্মণা সহ। অহং বৈ তত্র যাস্যামি ক্ষেত্রং পাপনিসূদনম্ ॥ ৪৬ ॥ স্কন্দ উবাচ। অহমপ্যাগমিষ্যামি তং দ্রষ্টুং শশিশেখর ॥ ৪৭ ॥ সূত উবাচ। ততঃ স্কন্দস্তথা রুদ্রঃ সূর্য্য-শ্চৈবানিলোঽনলঃ। সিদ্ধাশ্চৈব সগন্ধর্ব্বাস্তথৈবাপ্সরসঃ শুভাঃ ॥ ৪৮ ॥ পিশাচা গুহ্যকাঃ সর্ব্ব ইন্দ্রো বরুণ এব চ। নাগাঃ সর্ব্বাঃ সমাজগ্মুঃ শুক্রো বাচস্পতিস্তথা ॥ ৪৯ ॥ গ্রহাঃ সর্ব্বে সনক্ষত্রা বসবোঽষ্টৌ ধ্রুবাদয়ঃ। অন্তরিক্ষচরা সর্ব্বে যে চান্যে নগবাসিনঃ ॥ ৫০ ॥ ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠং পরয়া মুদা। মন্ত্রণার্থং তদা ব্রহ্মা বিষ্ণবেঽমিততেজসে ॥ ৫১ ॥ গত্বা তস্মিংশ্চ বৈকুণ্ঠে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। ধ্যাত্বা মুহূর্ত্ত-মাচষ্ট বিষ্ণুং প্রতি সুহর্ষিতঃ ॥ ৫২ ॥ ব্রহ্মোবাচ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো কৃপালো পরমেশ্বর। স্রষ্টা ত্বং চৈব হর্ত্তা ত্বং ত্বমেব জগতঃ পিতা ॥ ৫৩ ॥ নমস্তে বিষ্ণবে সৌম্য নমস্তে গরুড়ধ্বজ। নমস্তে

মাস-পক্ষ ও অহোরাত্র ক্রমশ এই সকল প্রকাশ পাইল। কলাকাষ্ঠা-মুহূর্ত্ত-নিমেষ ও লবাদি, গ্রহচক্র, নক্ষত্রচক্র, যুগ, মন্বন্তর সকল, এবং লোকসাক্ষিক অন্যান্য সমস্তই সমুৎপন্ন হইল। এই চরাচরাত্মক যে কিছু জগৎচক্র দেখা যাইতেছে, হে পুত্র! এই সমস্তই যুগক্ষয়ে পুনরায় সংহৃত হইয়া থাকে। বৎস! একবার যে সকল ঋতুচিহ্ন দেখা যায়, প্রতি-বর্ষীয় সেই সেই ঋতুতে যেমন সেই সেই ঋতুচিহ্নই প্রকট হইয়া থাকে, যুগাদি সৃষ্টিও সেইরূপই; ইহা ক্ষয়ের পূর্ব্বে যেমন ছিল, ক্ষয়ের পর পুনরভ্যুদয়েও সেইরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে। শিব কহিলেন,—বৎস! অতঃপর আমি শুভ পৌরাণিকী কথা ও ব্রহ্মার বংশবিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি। ব্রহ্মার মানসপুত্র ছয়জন—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু। মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপ হইতেই নিখিল প্রজাসৃষ্টি। দক্ষের মহাভাগ্যবতী ত্রয়োদশ কন্যা উৎপন্ন হয়—অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রোবা, বশিষ্ঠা, বিনতা, কপিলা, কণ্ডু ও সুনেত্রা; এই ত্রয়োদশ দক্ষকন্যা কশ্যপের করে প্রদত্ত হইয়াছিল। অদিতি হইতে উজ্জ্বলবদন দ্বাদশাদিত্যের আবির্ভাব হয়। সূর্য্য হইতে ধর্ম্মরাজ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিই পূর্ব্বে এই ধর্ম্মারণ্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই উত্তম ধর্ম্মারণ্য ধর্ম্ম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইল দেখিয়া—হে স্কন্দ! এই স্থানকে আমি পুণ্যপ্রদ ধর্ম্মারণ্যনামেই অভিহিত করিয়াছি। ২৮—৪৪। স্কন্দ কহিলেন—ধর্ম্মারণ্যের পরম পবিত্র আখ্যান আমি শুনিতে ইচ্ছা করি; অতএব হে মহেশ্বর! আপনি সে সকল আমার নিকট প্রকাশ করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবই ব্রহ্মার অনুগমন করিয়াছেন। আমিও সেই পাপহর ক্ষেত্রে গমন করিব। স্কন্দ কহি-লেন,—হে শশিশেখর! আমিও তাহা দেখিবার জন্য আগমন করিব। সূত কহিলেন—অনন্তর স্কন্দ, রুদ্র, সূর্য্য, অনল, অনিল, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, শুভ অপ্সরা, পিশাচ, গুহ্যক, ইন্দ্র, বরুণ, নাগ, শুক্র, বৃহস্পতি, গ্রহগণ, নক্ষত্রগণ, অষ্টবসু ধ্রুবাদি, সমস্ত অন্তরীক্ষ-চর, নিখিল নগবাসী এবং ব্রহ্মাদি সমুদায় সুরসমাজ, সকলেই মিলিত হইয়া পরম হর্ষসহকারে মন্ত্রণার্থ বৈকুণ্ঠে গেলেন। বৈকুণ্ঠে গিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা অমিততেজা বিষ্ণুকে মুহূর্ত্ত মাত্র ধ্যান করিয়া পরে প্রহর্ষভরে তাঁহাকে বলিলেন,—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ! হে মহাভুজ, কৃপানিধে, পরমেশ্বর! আপনিই এ জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা। হে সৌম্য! হে

কমলাকান্ত নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে ॥ ৫৪ ॥ নমস্তে মৎস্যরূপায় বিশ্বরূপায় বৈ নমঃ। নমস্তে দৈন্যনাশায় ভক্তানামভয়ায় চ ॥ ৫৫ ॥ কংসঘ্নায় নমস্তেঽস্ত বলদৈত্যজিতে নমঃ। ব্রহ্মণৈবং স্তুতশ্চাসীৎ-প্রত্যক্ষোঽসৌ জনার্দ্দনঃ ॥ ৫৬ ॥ পীতাম্বরো ঘন-শ্যামো নাগারিকৃতবাহনঃ। চতুর্ভুজো মহাতেজাঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৫৭ ॥ স্তূয়মানঃ সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ স দেবোঽমিতবিক্রমঃ। বিদ্যাধরৈস্তথা নাগৈঃ স্তূয়মানশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৫৮ ॥ উত্তস্থৌ স তদা দেবো ভাস্করামিতদীপ্তিমান্। কোটিরত্নপ্রভাভাস্বন্মুকুটাদি-বিভূষিতঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মারণ্যমাহাত্ম্যে বিষ্ণুসমাগমো-নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। শ্রূয়তাং রাজশার্দ্দূল পুণ্য-মাখ্যানমুত্তমম্। স্তূয়মানো জগন্নাথ ইদং বচন-মব্রবীৎ ॥ ১ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। কিমর্থমাগতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাদ্যাঃ সুরসত্তমাঃ। পৃথিব্যাং কুশলং কচ্চিৎকুতো বো ভয়মাগতম্ ॥ ২ ॥ ততঃ প্রোবাচ বৈ হৃষ্টো ব্রহ্মা তং কেশবং বচঃ। ন ভয়ং বিদ্যতেঽস্মাকং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ৩ ॥ একবিজ্ঞাপনার্থায় আগতোঽহং তবান্তিকে। তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি তদেতচ্ছৃণু মে বচঃ ॥ ৪ ॥ পরং তু পূর্ব্বং ধর্ম্মেণ স্থাপিতং তীর্থমুত্তমম্। তদ্দ্রষ্টুকামোঽহং দেব ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন ॥ ৫ ॥ তত্র ত্বং দেবদেবেশ গমনে কুরু মানসম্। যথা সত্তীর্থতাং যাতি ধর্ম্মারণ্যমনুত্তমম্ ॥ ৬ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। সাধু সাধু মহাভাগ ত্বর্য্যতাং তত্র মা চিরম্। মমাপি চিত্তং তত্রৈব তদ্দর্শনেঽস্তি লালসম্ ॥ ৭ ॥ ব্যাস উবাচ। তার্ক্ষ্যমারুহ্য গোবিন্দস্তত্রাগাচ্ছীঘ্রমেব হি। ততো ধর্ম্মেণ তে দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সর্ষিগণাস্তথা ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যা দৃষ্ট্বা দূরান্মুমোদ চ। ধর্ম্ম-রাজোঽপি তান্ দৃষ্ট্বা দেবান্ বিষ্ণুপুরোগমান্ ॥ ৯ ॥ আগতঃ স্বাশ্রমাত্তত্র পূজাং প্রগৃহ্য তৎপুরঃ। আস-নাদুত্থিতঃ শীঘ্রং সপর্য্যাদ্যং প্রগৃহ্য চ। একৈকস্য চকারাথ পূজাং চৈব পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১০ ॥ চকার

গরুড়ধ্বজ! তোমাকে নমস্কার। হে কমলাকান্ত! তুমি ব্রহ্মরূপী, তোমাকে নমস্কার। তুমি মৎস্যরূপ ও বিশ্বরূপ! তোমাকে পুনঃপুন নমস্কার। তুমি দৈত্য-নাশক ও ভক্তবর্গের অভয়প্রদ, তোমাকে নমস্কার। তুমি কংসঘাতী, তুমি বলদৈত্যজয়ী, তোমাকে বারং-বার নমস্কার করি। ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলে জনার্দ্দন প্রত্যক্ষতঃ আবির্ভূত হইলেন। তিনি পীতাম্বর, ঘনশ্যাম, গরুড়বাহন, চতুর্ভুজ, মহাতেজা ও শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্ম-ধারী। সেই অমিতবিক্রম দেব সমস্ত সুর এবং বিদ্যাধর ও নাগগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া উত্থিত হইলেন। তাঁহার তাৎকালিক আকৃতি ভাস্করবৎ অমিত দীপ্তিশালিনী হইল। তিনি কোটি কোটি রত্নপ্রভায় সমুদ্ভাসিত মুকুটাদি দ্বারা বিভূষিত হইতেছিলেন। ৪৫—৫৯।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—নৃপবর! উত্তম পুণ্যাখ্যান শ্রবণ কর। জগন্নাথ তৎকালে স্তূয়মান হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—হে ব্রহ্মাদি সুরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? পৃথিবীর কুশল তো? তোমাদের ভয় উপস্থিতি হইল কি হইতে? তখন ব্রহ্মা হৃষ্টচিত্তে কেশবকে কহি-লেন,—এই চরাচরাত্মক ত্রৈলোক্যে আমাদের আর উপস্থিত কোনই ভয় নাই; পরন্তু একটা বিষয় নিবেদন করিবার নিমিত্ত আপনার নিকট আসি-য়াছি। এক্ষণে তাহাই বলিতেছি, আপনি মদীয় বাক্য শ্রবণ করুন। ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্ম এক উত্তম তীর্থ স্থাপন করিয়াছেন। হে দেব! হে জনার্দ্দন! আপনার প্রসাদে অধুনা আমরা তাহাই দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছি। হে দেবদেবেশ! আপনি সেখানে যাইতে সম্মতি করুন। যাহাতে সেই অনুত্তম ধর্ম্মারণ্য সত্তীর্থমধ্যে পরিগণিত হয়, আপনি এক্ষণে তাহাই করিয়া দিন।১—৬। বিষ্ণু কহিলেন,—হে মহাভাগ! সাধু সাধু, সত্বর হউন; বিলম্ব করিবেন না। আমারও চিত্ত সেই তীর্থদর্শনে সমুৎসুক আছে। ব্যাস বলিলেন—অনন্তর গোবিন্দ গরুড়ে আরোহণ-পূর্ব্বক সত্বর সেই স্থানে গমন করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ,ঋষিগণ এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ প্রভৃতিকে দূর হইতে দেখিয়া ধর্ম্ম মুদিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ বিষ্ণুপ্রমুখ দেববৃন্দকে দেখিয়া পূজোপকরণ গ্রহণ-পূর্ব্বক আশ্রম হইতে তাঁহাদের সম্মুখে আগমন করিলেন। তিনি উত্থিত হইয়া পরে সপর্য্যাদি

পূজাং বিধিবত্তেষাং তত্রার্কনন্দনঃ। আসনেষূপবেশ্যাথ পূজাং কৃত্বা গরীয়সীম্ ॥ ১১ ॥ যম উবাচ। তীর্থরূপমিদং ক্ষেত্রং প্রসাদাদ্দেবকৌস্তুভ। ত্বত্তোষবিধিনা চাদ্য কৃপয়া চ শিবস্য চ ॥ ১২ ॥ অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ। অদ্য মে সফলং স্থানং কাজেশানাং সমাগমাৎ ॥ ১৩ ॥ ব্যাস উবাচ। এবং স্তুতস্তদা বিষ্ণুঃ প্রোবাচ মধুরং বচঃ। তুষ্টোঽস্মি ধর্মরাজেন্দ্র অহং স্তোত্রেণ তে বিভো। ১৪ ॥ কিঞ্চিৎ প্রার্থয় মত্তোঽহং করোমি তব বাঞ্ছিতম্। যত্তেঽহস্ত্যভীপ্সিতং তুভ্যং তদ্দদামি ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥ যম উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ বাঞ্ছিতং কুরুষে যদি। ধর্ম্মারণ্যে মহাপুণ্যে ঋষীণামাশ্রমান্ কুরু ॥ ১৬ ॥ বসন্তি বাড়বা যত্র যজন্তি চৈব যাজ্ঞিকাঃ। বেদনির্ঘোষসংযুক্তং ভাতি তত্তীর্থমুত্তমম্ ॥ ১৭ ॥ অব্রাহ্মণমিদং তীর্থং পীড়য়িষ্যন্তি জন্তবঃ। তস্মাত্ত্বং বাড়বাঞ্চৈরে সমানয় ঋষীন্ বহূন্। ধর্ম্মারণ্যং যথা ভাতি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ১৭ ॥ ততো বিষ্ণুঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রশীর্ষঃ সহস্রপাৎ। সহস্রশস্তদা রূপং কৃতবান্ ধর্ম্মবৎসলঃ। যস্মিন্ স্থানে চ যে বিপ্রাঃ সদাচারাঃ শুভব্রতাঃ ॥ ১৯ ॥ অশেষধর্ম্মকুশলাঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ। তপোজ্ঞানে মহাখ্যাতা ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণাঃ। স্থাপিতা ঋষয়ঃ সর্ব্বে সহস্রাণাষ্টাদশৈব তু ॥ ২০ ॥ নানাদেশাৎ সমানীয় স্থাপিতাস্তত্র তৈঃ সুরৈঃ। আশ্রমাংশ্চ বহুংস্তত্র কাজেশৈরপি নির্ম্মিতান ॥ ২১ ॥ ধর্ম্মোপদেশাৎ কৃষ্ণেণ ব্রহ্মণা চ শিবেন চ। স্বে স্বে স্থানে যথাযোগ্যে স্থাপয়ামাস কেশবঃ ॥ ২২ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কস্মিন বংশে সমুৎপন্না ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। স্থাপিতাঃ সপরীবারাঃ পুত্রপৌত্রসমাবৃতাঃ। শিষ্যৈশ্চ বহুভির্যুক্তা অগ্নিহোত্রপরায়ণাঃ। তেষাং স্থানানি নামানি যথাবচ্চ বদস্ব মে ॥ ২৩ ॥ ব্যাস উবাচ। শ্রূয়তাং নৃপশার্দূল ধর্ম্মারণ্যনিবাসিনাম্ ॥ ২৪ ॥ মহাত্মনাং ব্রাহ্মণানামৃষীণামূর্দ্ধরেতসাম্। তেষাং বৈ পুত্রপৌত্রাণাং নামানি চ বদাম্যহম্ ॥ ২৫ ॥ চতুর্ব্বিংশতিগোত্রাণি দ্বিজানাং পাণ্ডবর্ষভ। তেষাং শাখাঃ প্রশাখাশ্চ পুত্রপৌত্রা-

লইয়া এক এক জনকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পূজা করলেন। এইরূপে অর্কনন্দন সমাগত সকলেরই যথাবিধি পূজা করিলেন এবং মহতী পূজা করিয়া সকলকেই আসনে উপবেশন করাইলেন। পরে যম বলিলেন,—হে দেবকৌস্তুভ! আপনার প্রসাদে এই ক্ষেত্র তীর্থরূপে পরিণত হইল। আপনার সন্তোষ এবং শিবের কৃপাবলেই অদ্য ইহার পূত খ্যাতি প্রথিত হইল। অদ্য ব্রহ্মার, বিষ্ণুর ও মহেশ্বরের আগমনে আমার জন্ম, তপস্যা ও স্থান সফল হইল। ব্যাস বলিলেন,—ভগবান বিষ্ণু উক্তরূপে স্তুত হইয়া মধুরবাক্যে বলিলেন,—হে বিভো ধর্ম্মরাজেন্দ্র! আমি আপনার স্তবে তুষ্ট হইয়াছি। আপনি আমার নিকট অভিমত বর প্রার্থনা করুন; আমি নিশ্চয়ই আপনাকে তাহা প্রদান করিব। যম বলিলেন,—হে দেবেশ! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া আমার বাঞ্ছিত বর প্রদান করেন, তাহা হইলে আপনি এই পুণ্য ধর্ম্মারণ্যে ঋষিগণের আশ্রম করিয়া দিন। ঐ আশ্রমসমূহে সর্ব্বদা বহ্নি বিরাজিত থাকিবে এবং যাজ্ঞিকগণ যাগ করিবেন। বেদনাদে নিনাদিত হইয়া এই উত্তম তীর্থ শোভিত হইবে। এই স্থানে ব্রাহ্মণ নাই বলিয়া জন্তুগণ উহা সর্ব্বদা নিপীড়িত করে। হে সৌরে! অতএব আপনি সাগ্নিক ঋষিগণকে এই স্থানে আনয়ন করুন। তাঁহাদের আগমনে এই স্থান পরিশোভিত হইবে।৭—১৭। অনন্তর ধর্ম্মবৎসল ভগবান বিষ্ণু সহস্র চক্ষু, সহস্র মস্তক, সহস্র চরণ এবং সহস্র সহস্র রূপ ধারণ করিয়া যেখানে যত সদাচার শুভব্রত, অশেষ ধর্ম্মকুশল, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, তপোনিরত, জ্ঞানবান, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদিগকে নানাদেশ হইতে আনয়ন করিয়া ঐ স্থানে স্থাপন করিলেন। আনীত ব্রাহ্মণগণ সংখ্যায় অষ্টাদশ সহস্র ছিলেন। অতঃপর ভগবান বিষ্ণু ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও নিজের নিমিত্ত যথাযোগ্য স্থানে—উত্তম উত্তম আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভগবন্ ব্যাসদেব! ঐ অগ্নিহোত্রপরায়ণ বহু শিষ্যসমন্বিত, পুত্রপৌত্র-সমাবৃত, বেদপারগ সপরিবার স্থাপিত ব্রাহ্মণগণ কোন্ কোন্ স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের নাম কি? এই সকল আপনি আমার নিকট যথাযথ কীর্ত্তন করুন। ব্যাসদেব বলিলেন,—হে নৃপশার্দ্দূল। আমি ধর্ম্মারণ্যনিবাসী মহাত্মা ব্রাহ্মণ ও ঊর্দ্ধরেতা ঋষিগণের এবং তাঁহাদিগের পুত্রপৌত্রাদির নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে পাণ্ডবর্ষভ! ঐ দ্বিজগণের চতুর্ব্বিংশতি প্রকার গোত্র। তাঁহাদের শাখা প্রশাখারূপে শত শত সহস্র সহস্র পুত্র পৌত্রাদি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। অধুনা আমি আপনার নিকট উক্ত চতুর্ব্বিংশতি প্রকার প্রধান গোত্রের

দয়স্তথা॥ ২৬॥ জজ্ঞিরে বহবঃ পুত্রাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ। চতুর্ব্বিংশতিমুখ্যানাং নামানি প্রবদামি তে। দ্বিজানামৃষয়ঃ প্রোক্তাঃ প্রবরাণি তথা শৃণু॥ ২৭॥ ভারদ্বাজস্তথা বৎসঃ কৌশিকঃ কুশ এব চ। শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপশ্চৈব গৌতমশ্ছান্দনস্তথা॥ ২৮॥ জাতুকর্ণ্যস্তথা বৎসো বসিষ্ঠো ধারণস্তথা। আত্রেয়ো ভাণ্ডিলশ্চৈব লৌকিকাশ্চ ইতঃ পরম্॥ ২৯॥ কৃষ্ণায়নোপমন্যুশ্চ গার্গ্যমুদ্গলমৌষকাঃ। পুণ্যাসনঃ পরাশরঃ কৌণ্ডিন্যশ্চ ততঃ পরম্॥ ৩০॥ তথা গান্ধাসনশ্চৈব প্রবরাণি চতুর্ব্বিংশতিঃ। জামদগ্ন্যস্য গোত্রস্য প্রবরাঃ পঞ্চ এব হি॥ ৩১॥ ভার্গবশ্চ্যবনাপ্নুবানৌর্ব্বশ্চ জমদগ্নিকঃ। পঞ্চৈতে প্রবরা রাজন্ বিখ্যাতা লোকবিশ্রুতাঃ॥ ৩২॥ এবং গোত্রসমুৎপন্না বাড়বা বেদপারগাঃ। দ্বিজপূজাক্রিয়াযুক্তা নানাক্রতুক্রিয়াপরাঃ॥ ৩৩॥ গুণেন সংহিতা আসন্ ষট্কর্ম্মনিরতাশ্চ যে। এবংবিধা মহাভাগা নানাদেশভবা দ্বিজাঃ॥ ৩৪॥ ভামেবসং তৃতীয়ঞ্চ প্রবরাঃ পঞ্চ এব হি। ভার্গবচ্যবনাপ্নুবানৌর্ব্বজামদগ্ন্যসংযুতাঃ। আত্রেয়োঽর্চ্চনানসশ্চ শ্যাবাশ্বেতি তৃতীয়কঃ॥ ৩৫॥ অস্মিন্ গোত্রে ভবা বিপ্রা দুষ্টাঃ কুটিলগামিনঃ। ধনিনো ধর্ম্মনিষ্ঠাশ্চ বেদবেদাঙ্গপারগাঃ॥ ৩৬॥ দানভোগরতাঃ সর্ব্বে শ্রৌতস্মার্ত্তেষু সম্মতাঃ। মাণ্ডব্যগোত্রে বিজ্ঞেয়াঃ প্রবরৈঃ পঞ্চভির্যুতাঃ॥ ৩৭॥ ভার্গবশ্চ্যবনোঽত্রিশ্চাপ্নুবানৌর্ব্বস্তথৈব চ। অস্মিন্ গোত্রে ভবা বিপ্রাঃ শ্রুতিস্মৃতিপরায়ণাঃ॥ ৩৮॥ রোগিণো লোভিনো দুষ্টা যজনে যাজনে রতাঃ। ব্রহ্মক্রিয়াপরাঃ সর্ব্বে মাণ্ডব্যাঃ কুরুসত্তম॥ ৩৯॥ গার্গ্যস্য গোত্রে যে জাতাস্তেষাং তু প্রবরাস্ত্রয়ঃ। অঙ্গিরাশ্চাম্বরীবশ্চ যৌবনাশ্বস্তৃতীয়কঃ॥ ৪০॥ অস্মিন্ গোত্রে সমুৎপন্নাঃ সদ্বৃত্তাঃ সত্যভাষিণঃ। শান্তাশ্চ ভিন্নবর্ণাশ্চ নির্দ্ধনাশ্চ কুচৈলিনঃ॥ ৪১॥ সঙ্গবাৎসল্যযুক্তাশ্চ বেদশাস্ত্রেষু নিশ্চলাঃ। বৎসগোত্রে দ্বিজা ভূপ প্রবরাঃ পঞ্চএবহি। ভার্গবশ্চ্যবনাপ্নুবানৌর্ব্বশ্চ জমদগ্নিকঃ। এভিস্তু পঞ্চবিখ্যাতা দ্বিজা ব্রহ্মস্বরূপিণঃ॥ ৪৩॥ শান্তা দান্তাঃ সুশীলাশ্চ ধর্ম্মপুত্রৈঃ সুসংযুতাঃ। বেদাধ্যয়নহীনাশ্চ কুশলাঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥ ৪৪॥ সুরূপাশ্চ সদাচারাঃ সর্ব্বধর্ম্মেষু নিষ্ঠিতাঃ। দানধর্ম্মে রতাঃ সর্ব্বে অন্নদা জলদা দ্বিজাঃ॥ ৪৫॥ দয়ালবঃ সুশীলাশ্চ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। কাশ্যপা ব্রাহ্মণা রাজন্ প্রবরত্রয়সংযুতাঃ॥ ৪৬॥ কাশ্যপশ্চাপবৎসারো নৈধ্রুবশ্চ তৃতীয়কঃ। বেদজ্ঞা গৌরবর্ণাশ্চ নৈষ্ঠিকা যজ্ঞ-

---

নাম কীর্ত্তন করিতেছি; যে যে ঋষি দ্বিজগণের প্রবর বলিয়া কথিত, আমি তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। ভরদ্বাজ, বৎস, কৌশিক, কুশ, শাণ্ডিল্য কাশ্যপ, গৌতম, ছন্দন, জাতুকর্ণ্য, বৎস, বশিষ্ঠ, ধারণ, আত্রেয়, ভাণ্ডিল, লৌকিক, কৃষ্ণায়ন, উপমন্যু, গর্গ্য, মুদ্গল, মৌষক, পুণ্যাসন, পরাশর, কৌণ্ডিন্য ও গান্ধাসন, এই চতুর্ব্বিংশতি প্রবর। জামদগ্ন্য গোত্রের পাঁচটি প্রবর; যথা,—ভার্গব, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নিক। হে রাজন্! এই পঞ্চ প্রবর লোকবিখ্যাত। এই সকল গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ বেদপারগ দ্বিজপূজা ও নানা যজ্ঞক্রিয়ানিরত, গুণান্বিত ও ষট্কর্ম্মশালী। এবম্বিধ মহাভাগ দ্বিজগণ নানাদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। এই ব্রাহ্মণগণ—ভার্গব, চ্যবন, অপ্নুবান ঔর্ব্ব ও জামদগ্ন্য এই পঞ্চ প্রবরশালী, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আত্রেয়, অর্চ্চনানস ও শ্যাবাশ্ব এই তিন প্রবর; এই প্রবরত্রয়সম্পন্ন গোত্রে যে সকল বিপ্র উৎপন্ন, তাঁহারা সকলেই দুষ্টবুদ্ধি, কুটিলপথাবলম্বী, ধনী, ধর্ম্মিষ্ঠ, বেদবেদাঙ্গপারগ, দানভোগরত এবং সকলেই শ্রৌত ও স্মার্ত্তমতানুযায়ী। মাণ্ডব্যগোত্রীয় বিপ্রগণ পঞ্চ প্রবরশালী; এই পঞ্চ প্রবর যথা—ভার্গব, চ্যবন, অত্রি আপ্নুবান ও ঔর্ব্ব। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এই মাণ্ডব্য গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ শ্রুতিস্মৃতিপরায়ণ, রোগী, লোভী, দুষ্ট, যজন যাজনে নিরত ও ব্রহ্মক্রিয়াতৎপর।৮—৩৯। গার্গ্য গোত্রজাত ব্রাহ্মণগণের তিন প্রবর; যথা—অঙ্গিরা অম্বরীষ ও যৌবনাশ্ব। এই গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ সদ্বৃত্তিশালী, সত্যভাষী, শান্ত, ভিন্নবর্ণান্বিত, কুচেলধারী, সঙ্গ ও বাৎসল্যযুক্ত, এবং বেদশাস্ত্রে স্থিরমতি। হে ভূপ! বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের পঞ্চ প্রবর, যথা—ভার্গব, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জামদগ্ন্য। এই গোত্রোৎপন্ন পঞ্চ প্রবরশালী ব্রাহ্মণগণ সকলেই ব্রহ্মস্বরূপী; ইহারা শান্ত, দান্ত, সুশীল, ধর্ম্মিষ্ঠ ও পুত্রবান্, পরন্তু বেদাধ্যয়নহীন হইয়াও সর্ব্বকর্ম্মদক্ষ; অপিচ এ বংশের বিপ্রগণ সকলেই সুরূপ, সদাচারনিষ্ঠ, সর্ব্বধর্ম্মতৎপর, দানধর্ম্মরত, অন্নদাতা, জলপ্রদাতা, দয়ালু, সুশীল ও সর্ব্বভূতহিতেরত। হে রাজন্! কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের তিন প্রবর; যথা—কশ্যপ, আপবৎসার ও নিধ্রুব। এই সকল

কারকাঃ ॥ ৪৭ ॥ প্রিয়বাসা মহাদক্ষা গুরুভক্তিরতাঃ সদা। প্রতিষ্ঠমানবন্তশ্চ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪৮ ॥ যজন্তে চ মহাযজ্ঞান্ কাশ্যপেয়া দ্বিজাতয়ঃ। ধারীণসগোত্রজাশ্চ প্রবরৈস্ত্রিভিরন্বিতাঃ ॥৪৯॥ অগস্তি-দর্ব্বিশ্বেতাশ্ব দধ্যবাহনসংজ্ঞকাঃ। অস্মিন গোত্রে চ যে জাতা ধর্ম্মকর্ম্মসমাশ্রিতাঃ ॥ ৫০ ॥ কর্ম্মক্রুরাশ্চ তে সর্ব্বে তথৈবোদরিণস্তু তে। লম্ব-কর্ণা মহাদংষ্ট্রা দ্বিজা ধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৫১ ॥ ক্রোধিনো দ্বেষিণশ্চৈব সর্ব্বসত্ত্বভয়ঙ্করাঃ। লৌগাক্ষসোদ্ভবা যে বৈ বাড়বাঃ সত্যসংশ্রিতাঃ ॥ ৫২ ॥ প্রবরাশ্চ ত্রয়স্তেষাং তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপকাঃ। কশ্যপশ্চৈব বৎসশ্চ বসিষ্ঠশ্চ তৃতীয়কঃ ॥ ৫৩ ॥ সদাচারাস্তু বিখ্যাতা বৈষ্ণবা বহুবৃত্তয়ঃ। রোমভির্বহুভির্ব্যাপ্তাঃ কৃষ্ণবর্ণাস্তু বাড়বাঃ ॥ ৫৪ ॥ শ্রান্তা দান্তাঃ সুশীলাশ্চ স্বদার-নিরতাঃ সদা। কুশিকসগোত্রে যে জাতাঃ প্রবরৈস্ত্রিভিরন্বিতাঃ ॥ ৫৫ ॥ বিশ্বামিত্রো দেবরাত ঔদলশ্চ ত্রয়শ্চ যে। অস্মিন্ গোত্রে তু যে জাতা দুর্ব্বলা দীনমানসাঃ ॥ ৫৬ ॥ অসত্যভাষিণো বিপ্রাঃ সুরূপা নৃপসত্তমাঃ। সর্ব্ববিদ্যাকুশলিনো ব্রাহ্মণা ব্রহ্মসত্তমাঃ ॥ ৫৭ ॥ উপমন্যুসগোত্রেয়াঃ প্রবর-ত্রয়সংযুতাঃ। বসিষ্ঠশ্চ ভরদ্বাজস্ত্বিন্দ্রপ্রমদ এব বা ॥ ৫৮ ॥ অস্মিন্ গোত্রে তু যে বিপ্রাঃ ক্রূরাঃ কুটিলগামিনঃ। দূষণা দ্বেষিণস্তুচ্ছাঃ সর্ব্ব-সংগ্রহতৎপরাঃ ॥ ৫৯ ॥ কলহোৎপাদনে দক্ষা ধনিনো মানিনস্তথা। সর্ব্বদৈব প্রদুষ্টাশ্চ দুষ্টসঙ্গরতাস্তথা ॥ ৬০ ॥ রোগিণো দুর্ব্বলাশ্চৈব বৃত্ত্যুপকল্প-বর্জ্জিতাঃ। বাৎস্যগোত্রে ভবা বিপ্রাঃ প্রবরৈঃ পঞ্চভির্বৃতাঃ ॥ ৬১ ॥ ভার্গবচ্যাবনাপ্নুবানৌর্ব্বশ্চ জমদগ্নিকঃ। অস্মিন্ গোত্রে ভবা বিপ্রাঃ স্থূলাশ্চ বহুবুদ্ধয়ঃ ॥ ৬২ ॥ সর্ব্বকর্ম্মরতাশ্চৈব সর্ব্বধর্ম্মেষু নিশ্চলাঃ। বেদশাস্ত্রনিপুণা যজনে যাজনে রতাঃ ॥ ৬৩ ॥ সদাচারাঃ সুরূপাশ্চ বুদ্ধিতো দীর্ঘদর্শিনঃ। বাৎস্যায়নসগোত্রেয়াঃ প্রবরৈঃ পঞ্চভির্বৃতাঃ ॥ ৬৪ ॥ ভার্গবচ্যাবনাপ্নুবানৌর্ব্বশ্চ জমদগ্নিকঃ। পূর্ব্বোক্তাঃ প্রবরাশ্চাস্য কথিতাস্তব ভারত ॥ ৬৫ ॥ অস্মিন গোত্রে তু যে জাতা পাকযজ্ঞারতাঃ সদা। লোভিনঃ ক্রোধিনশ্চৈব প্রজায়ন্তে বহুপ্রজাঃ ॥ ৬৬ ॥ স্নানদানাদিনিরতাঃ সর্ব্বদাশ্চ জিতেন্দ্রিয়াঃ। বাপীকূপ-তড়াগানাং কর্ত্তারশ্চ সহস্রশঃ। ব্রতশীলা গুণজ্ঞাশ্চ মূর্খা বেদবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৬৭ ॥ কৌশিকবংশে যে জাতাঃ প্রবরত্রয়সংযুতাঃ। বিশ্বামিত্রোঽঘমর্ষী চ কৌশিকশ্চ তৃতীয়কঃ ॥ ৬৮ ॥ অস্মিন্ গোত্রে চ যে

ব্রাহ্মণ গৌরবর্ণ, বেদজ্ঞ, নৈষ্ঠিক যজ্ঞকারক, প্রিয়বাস, মহাদক্ষ, সতত গুরুভক্তিযুক্ত, প্রতিষ্ঠা ও মানসম্পন্ন এবং সর্ব্বভূতহিতে নিরত। কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা প্রধান প্রধান যজ্ঞের সম্পাদক। ধারীণ-সগোত্রীয় বিপ্রগণ প্রবরত্রয়ে অন্বিত। সেই তিন প্রবর যথা,—অগস্তি দর্ব্বিশ্বেতাশ্ব ও দধ্যবাহন। এই গোত্রজাত দ্বিজগণ ধর্ম্মকর্ম্মনিষ্ঠ, কর্ম্মক্রুর, ঔদরিক, লম্বকর্ণ, মহাদ্রংষ্ট্রাশালী, ধনাঢ্য, ক্রোধী, দ্বেষী ও সর্ব্ব প্রাণীর ভয়ঙ্কর। লৌগাক্ষের সমান গোত্রোৎ-পন্ন বিপ্রগণ সত্যনিষ্ঠ; ইঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপ তিন প্রবর বিখ্যাত; যথা—কশ্যপ, বৎস ও বশিষ্ঠ। এই প্রবরত্রয়শালী দ্বিজগণ সদাচারনিরত, বিখ্যাত বিষ্ণু-ভক্ত, বহুবিধ বৃত্তিযুক্ত, বহু রোমরাজি দ্বারা পরি-ব্যাপ্ত, কৃষ্ণবর্ণশালী, শান্ত, দান্ত, সুশীল ও সতত স্বদারনিরত। কুশিকগোত্রে যে সকল ব্রাহ্মণের জন্ম, তাঁহাদের তিন প্রবর বিখ্যাত; যথা—বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও ঔদল। এই গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণেরা দুর্ব্বল, হীনচিত্ত, অসত্যবাদী, সুরূপ, সর্ব্ববিদ্যাশালী ও ব্রহ্মসত্তম। উপমন্যুগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ তিন-প্রবরশালী। তাঁহাদের প্রবরত্রয়, যথা—বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ ও ইন্দ্রপ্রমদ। এই গোত্রজাত ব্রাহ্মণেরা ক্রূর, কুটিলপথাবলম্বী, দূষণ, দ্বেষপরায়ণ, তুচ্ছ, সর্ব্বসংগ্রহতৎপর, কলহোৎপাদনে দক্ষ, ধনী, মানী, সদা দুষ্টস্বভাব, দুষ্টসংসর্গরত, রোগী, দুর্ব্বল ও বৃত্তি-বর্জ্জিত। বাৎস্যগোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণগণের পঞ্চপ্রবর; যথা—ভার্গব, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জামদগ্ন্য। এই গোত্রজাত ব্রাহ্মণেরা স্থূল, বহুবুদ্ধিশালী, সর্ব্বকর্ম্মনিরত, সর্ব্বধর্ম্মে স্থিরচিত্ত, বেদশাস্ত্রে সুনিপুণ, যজন-যাজনে নিরত, সদাচারশালী, সুরূপ, ও বুদ্ধিগুণে দীর্ঘদর্শী। বাৎস্যায়নগোত্রীয় ব্রাহ্মণ-গণের পঞ্চপ্রবর; যথা—ভার্গব, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব, জামদগ্ন্য। হে ভারত! এই পঞ্চপ্রবরের কথা পূর্ব্বে তোমার নিকট উক্ত হইয়াছে। এই গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণেরা সকলেই সতত পাকযজ্ঞরত, লোভী, ক্রোধী, বহুপ্রজাশালী, স্নান-দান-নিরত, সর্ব্ববস্তুপ্রদ, জিতেন্দ্রিয়, সহস্র সহস্র বাপী-কূপ ও তড়াগপ্রণেতা, ব্রতশীল, গুণজ্ঞ, মূর্খ ও বেদবর্জ্জিত। যে সকল প্রবরত্রয়শালী ব্রাহ্মণ কৌশিকান্বয়ে জন্মিয়া-ছেন, তাঁহাদের তিনপ্রবর যথা—বিশ্বামিত্র, অঘমর্ষী ও কৌশিক। এই গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণেরা সকলেই

জাতা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবেদিনঃ। শান্তা দান্তাঃ সুশীলাশ্চ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৬৯ ॥ অপুত্রিণস্তথা রুক্ষাস্তেজোহীনা দ্বিজোত্তমাঃ। ভারদ্বাজসগোত্রেয়াঃ প্রবরৈঃ পঞ্চভির্যুতাঃ ॥ ৭০ ॥ অঙ্গিরসো বার্হস্পত্যো ভারদ্বাজশ্চ সৈন্যসঃ। গার্গ্যশ্চৈবেতি বিজ্ঞেয়াঃ প্রবরাঃ পঞ্চ এব চ ॥ ৭১। অস্মিন্ গোত্রে চ যে জাতা বাড়বা ধনিনঃ শুভাঃ। বস্ত্রালঙ্করণোপেতা দ্বিজভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ৭২ ॥ ব্রহ্মভোজ্যপরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণাঃ। কাশ্যপগোত্রে যে জাতাঃ প্রবরত্রয়সংযুতাঃ ॥ ৭৩ ॥ কাশ্যপশ্চাপবৎসারো রৈভ্যোতি বিশ্রুতাত্রয়ঃ। অস্মিন্ গোত্রে ভবা বিপ্রা রক্তাক্ষাঃ ক্রূরদৃষ্টয়ঃ ॥ ৭৪ ॥ জিহ্বালৌল্যরতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে তে পারমার্গিনঃ। নির্ধনা রোগিণশ্চৈতে তস্করানৃতভাষিণঃ ॥ ৭৫ ॥ শাস্ত্রার্থবেদিনঃ সর্ব্বে বেদস্মৃতিবিবর্জ্জিতাঃ। শুনকেষু চ যে জাতা বিপ্রা ধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৭৬ ॥ তপস্বিনো যোগিনশ্চ বেদবেদাঙ্গপারগাঃ। সাধবশ্চ সদাচারা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ৭৭ ॥ হ্রস্বকায়া ভিন্নবর্ণা বহুরোমা দ্বিজোত্তমাঃ। দয়ালাঃ সরলাঃ শান্তা ব্রহ্মভোজ্যপরায়ণাঃ ॥ ৭৮ ॥ শৌনকসেষু যে জাতাঃ প্রবরত্রয়সংযুতাঃ। ভার্গবশৌনহোত্রেতি গার্ৎস্যপ্রমদ ইতি ত্রয়ঃ ॥ ৭৯ ॥ অস্মিন্ বংশে সমুৎপন্না বাড়বা দুঃসহা নৃপ। মহোৎকটা মহাকায়াঃ প্রলম্বাশ্চ মদোদ্ধতাঃ ॥ ৮০ ॥ ক্লেশরূপাঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ। বহুভুজো মানিনো দক্ষা রাগদ্বেষোপবর্জ্জিতাঃ ॥ ৮১ ॥ সুবস্ত্রভূষারূপা বৈ ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ। বসিষ্ঠগোত্রে যে জাতাঃ প্রবরত্রয়সংযুতাঃ ॥ ৮২ ॥ বসিষ্ঠো ভারদ্বাজশ্চ ইন্দ্রপ্রমদ এব চ। অস্মিন্ গোত্রে ভবা বিপ্রা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ॥ ৮৩ ॥ যাজ্ঞিকা যজ্ঞশীলাশ্চ সুস্বরাঃ সুখিনস্তথা। দ্বেষিণো ধনবন্তশ্চ পুত্রিণো গুণিনস্তথা ॥ ৮৪ ॥ বিশালহৃদয়া রাজন্ শূরাঃ শত্রুনিবর্হণাঃ। গৌতমসগোত্রে যে জাতাঃ প্রবরাঃ পঞ্চ এব হি ॥ ৮৫ ॥ কৌৎসগার্গ্যোমবাহাশ্চ অসিতো দেবলস্তথা। অস্মিন্ গোত্রে চ যে জাতা বিপ্রাঃ পরমপাবনাঃ ॥ ৮৬ ॥ পরোপকারিণঃ সর্ব্বে শ্রুতিস্মৃতিপরায়ণাঃ। বকাসনাশ্চ কুটিলাশ্ছদ্মবৃত্তিপরাস্তথা ॥ ৮৭ ॥ নানাশাস্ত্রার্থনিপুণা নানাভরণভূষিতাঃ। বৃক্ষাদিকর্ম্মকুশলা দীর্ঘরোষাশ্চ রোগিণঃ ॥ ৮৮ ॥ আঙ্গিরসগোত্রে যে জাতাঃ প্রবরত্রয়সংযুতাঃ। আঙ্গিরসোঽম্বরীষশ্চ যৌবনাশ্বস্তৃতীয়কঃ ॥ ৮৯ ॥ অস্মিন্ গোত্রে চ যে জাতাঃ সত্যসম্ভাষিণস্তথা। জিতেন্দ্রিয়াঃ সুরূপাশ্চ অল্পাহারাঃ শুভাননাঃ ॥ ৯০ ॥

ব্রহ্মবিৎ, শান্ত, দান্ত, সুশীল, সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ, অপুত্রক, রুক্ষস্বভাব ও তেজোহীন। ভারদ্বাজসগোত্রীয় বিপ্রগণ পঞ্চপ্রবরশালী। তাঁহাদের প্রবর, যথা—আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাজ, সৈন্যস ও গার্গ্য। এই গোত্রজাত ব্রাহ্মণেরা ধনী, সুন্দর, বস্ত্রালঙ্কারমণ্ডিত, দ্বিজভক্তিপরায়ণ, ব্রাহ্মণভোজনে নিরত ও সর্ব্বধর্ম্মনিষ্ঠ। কাশ্যপগোত্রে যে সকল প্রবরত্রয়শালী ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের তিন প্রবর যথা—কাশ্যপ, আপবৎসার ও রৈভ্য। এই গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণেরা রক্তাক্ষ, ক্রূরদৃষ্টি, জিহ্বালৌল্যরত, পরমার্থতৎপর, নির্ধন, রোগী, তস্কর ও অনৃতভাষী; ইঁহারা সকলেই শাস্ত্রার্থবেদী হইয়াও বেদ ও স্মৃতিবর্জ্জিত। শুনকবংশে যে সকল বিপ্র জন্মিয়াছেন, তাঁহারা ধ্যাননিষ্ঠ, তপস্বী, যোগী, বেদবেদাঙ্গপারগ, সাধু, সদাচারশালী, বিষ্ণুভক্তিরত, হ্রস্বকায়, ভিন্নবর্ণ, বহুরোমসম্পন্ন, দ্বিজোত্তম, দয়ালু, সরলপ্রকৃতি, শান্ত ও ব্রাহ্মণভোজনে তৎপর। শৌনকসগোত্রে যে সকল প্রবরত্রয়শালী ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের তিন প্রবর, যথা—ভার্গব,শৌনহোত্র ও গার্ৎস্যপ্রমদ। হে নৃপ! এই বংশোৎপন্ন ব্রাহ্মণেরা দুঃসহ, মহোৎকট, মহাকায়, প্রলম্ব, মদোদ্ধত, ক্লেশরূপ, কৃষ্ণবর্ণ, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, বহুভোজী, মানী, কর্ম্মদক্ষ, রাগদ্বেষবর্জ্জিত, সুবস্ত্র, শোভনালঙ্কারসম্পন্ন ও ব্রহ্মবাদী। বশিষ্ঠগোত্রজাত ব্রাহ্মণগণের তিন প্রবর যথা—বশিষ্ঠ-ভরদ্বাজ ও ইন্দ্রপ্রমদ। এই গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণেরা বেদবেদাঙ্গপারগ, যাজ্ঞিক, যজ্ঞশীল, সুস্বর, সুখী, দ্বেষী, ধনী, পুত্রশালী, গুণী, বিশালবক্ষ, শূর ও শত্রুসূদন। গৌতমগোত্রজাত পঞ্চপ্রবরান্বিত ব্রাহ্মণগণের প্রবরপঞ্চক যথা—কৌৎস, গার্গ্য, উপবাহ, অসিত ও দেবল। এই গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণেরা পরম পাবন, পরোপকারী, শ্রুতিস্মৃতিপরায়ণ, বকাসন, কুটিল, ছদ্মবৃত্তিনিষ্ঠ, নানাশাস্ত্রার্থে সুনিপুণ, নানাভরণে ভূষিত, বৃক্ষাদিকর্ম্মে কুশল, দীর্ঘরোষশালী ও রোগী। আঙ্গিরসগোত্রে উৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ প্রবরত্রয়শালী; তাঁহাদের তিনপ্রবর যথা,—আঙ্গিরস, অম্বরীষ ও যৌবনাশ্ব।৫৭—৮৯। এই গোত্রজাত ব্রাহ্মণেরা সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সুরূপ,

মহাব্রতাঃ পুরাণজ্ঞা মহাদানপরায়ণাঃ। নির্দ্বেষিণো লোভযুতা বেদাধ্যয়নতৎপরাঃ॥ ৯১ ॥ দীর্ঘদর্শি-মহাতেজোমহামায়াবিমোহিতাঃ। শাণ্ডিল্যসগোত্রে যে প্রবরত্রসংযুতাঃ॥ ৯২ ॥ অসিতো দেবলশ্চৈব শাণ্ডিল্যস্ত তৃতীয়কঃ। অস্মিন্ গোত্রে মহাভাগাঃ কুব্জাশ্চ দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৯৩ ॥ নেত্ররোগী মহাতুষ্টা মহাত্যাগা অনায়ুষঃ। কলহোৎপাদনে দক্ষাঃ সর্ব্বসংগ্রহতৎপরাঃ ॥ ৯৪ ॥ মলিনা মানিনশ্চৈব জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদাঃ। আত্রেয়সগোত্রে যে জাতাঃ পঞ্চপ্রবরসংযুতাঃ॥ ৯৫ ॥ আত্রেয়োহর্চ্চনানসশ্যাবাশ্বোহঙ্গির সোহত্রিশ্চ। অস্মিন্ বংশে চ যে জাতা দ্বিজাস্তে সূর্য্যবর্চ্চসঃ॥ ৯৬ ॥ চন্দ্রবচ্ছীতলাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মারণ্যে ব্যবস্থিতাঃ। সদাচারা মহাদক্ষাঃ শ্রুতিশাস্ত্রপরায়ণাঃ॥ ৯৭ ॥ যাজ্ঞিকাশ্চ শুভাচারাঃ সত্যশৌচপরায়ণাঃ। ধর্ম্মজ্ঞা দানশীলাশ্চ নির্ম্মলাশ্চ মহোৎসুকাঃ॥ ৯৮ ॥ তপঃস্বাধ্যায়নিরতা ন্যায়ধর্ম্মপরায়ণাঃ॥ ৯৯ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কথয়স্ব মহাবাহো ধর্ম্মারণ্যকথামৃতম্। যৎ শ্রুত্বা মুচ্যতে পাপাদ্ঘোরাদ্-ব্রহ্মবধাদপি॥ ১০০ ॥ ব্যাস উবাচ। শৃণু রাজন প্রবক্ষ্যামি কথমেতাং সুদুর্ল্লভাম্॥ ১০১ ॥ যক্ষরক্ষঃ-পিশাচাদ্যা উদ্বেজয়ন্তি বাড়বান্। জৃম্ভকো নাম যক্ষোহভূদ্ধর্ম্মারণ্যসমীপতঃ॥ ১০২ ॥ উদ্বেজয়তি নিত্যং স ধর্ম্মারণ্যনিবাসিনঃ। ততস্তৈশ্চ দ্বিজাগ্র্যৈস্তু দেবেভ্যো বিনিবেদিতম্॥ ১০৩॥ যক্ষরক্ষাদিনা চৈব পরিভূতা বয়ং সুরাঃ। ত্যক্ষ্যামোহদ্য বরং স্থানং তত্তয়ান্নাত্র সংশয়ঃ॥ ১০৪ ॥ ততো দেবৈঃ সগন্ধর্ব্বৈঃ স্থাপিতাস্তত্র ভূমিষু। সিদ্ধাশ্চ বরযোগিন্যঃ শ্রীমাতৃপ্রভৃতয়স্তথা॥ ১০৫॥ রক্ষণার্থং হি বিপ্রাণাং লোকানাং হিতকাম্যয়া। গোত্রান্ প্রতি তথৈকৈকা স্থাপিতা যোগিনী তদা॥ ১০৬॥ যস্য গোত্রস্য যা শক্তী রক্ষণে পালনে ক্ষমা। সা তস্য কুলদেবীতি সাক্ষাত্তত্র বভূব হ॥ ১০৭ ॥ শ্রীমাতা তারণী দেবী আশাপূরী চ গোত্রপা। ইচ্ছার্ত্তিনাশিনী চৈব পিপ্পলী বিকারবশা॥ ১০৮॥ জগন্মাতা মহামাতা সিদ্ধা ভট্টারিকা তথা। কদম্বা বিকরা মীঠা সুপর্ণা বসুজা তথা॥ ১০৯ ॥ মাতঙ্গী চ মহাদেবী বাণী চ মুকুটেশ্বরী। ভদ্রী চৈব মহাশক্তিঃ সংহারী চ মহাবলা॥ ১১০ ॥ চামুণ্ডা চ মহাদেবী ইত্যেতা গোত্রমাতরঃ। ব্রহ্মবিষ্ণু-

---

অল্পাহারপর, শুভানন, মহাব্রতশালী, পুরাণজ্ঞ, মহাদানপরায়ণ, দ্বেষবর্জ্জিত, লোভী, বেদাধ্যয়নতৎপর, দীর্ঘদর্শী, মহাতেজা ও মহামায়ামোহিত। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের তিন প্রবর; যথা—অসিত, দেবল, শাণ্ডিল্য। এই গোত্রোৎপন্ন মহাভাগ ব্রাহ্মণেরা কুব্জ, নেত্ররোগী, মহাতুষ্ট, মহাত্যাগী, অল্পায়ু, কলহোৎপাদনে দক্ষ, সর্ব্বগ্রাহী, মলিন, মানী ও জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদ। আত্রেয়সগোত্রে যেসকল ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, তাঁহাদের পঞ্চপ্রবর; যথা—আত্রেয়, অর্চ্চনানস, শ্যাবাস্য, অঙ্গিরা ও অত্রি। এই বংশোৎপন্ন দ্বিজগণ সূর্য্যবর্চ্চা, চন্দ্রতুল্য শীতল, সকলেই ধর্ম্মারণ্যবাসী, এবং সকলেই সদাচারশীল, মহাদক্ষ, শ্রুতিশাস্ত্রপরায়ণ, যাজ্ঞিক, শুভাচার, সত্যশৌচনিষ্ঠ, ধর্ম্মজ্ঞ, দানশীল, নির্ম্মল, মহোৎসুক, তপঃস্বাধ্যায়নিরত ও ন্যায়ধর্ম্মনিষ্ঠ। যুধিষ্ঠির কহিলেন,— হে মহাবাহো! অমৃতময় ধর্ম্মারণ্য কথা বলুন—যাহা শুনিলে ঘোর-ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতেও মুক্ত হওয়া যায়। ব্যাস বলিলেন,—রাজন্! সেই দুর্লভ কথা শ্রবণ করুন, বলিতেছি। যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচ প্রভৃতিরা ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগকে উদ্বেজিত করিত। ধর্ম্মারণ্যের সমীপে জৃম্ভকনামে এক যক্ষ ছিল। সে নিত্যই ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগকে উৎপীড়িত করিত। একদা বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ দেবগণের নিকট তাঁহাদের বিঘ্নের কথা নিবেদন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—হে সুরগণ! যক্ষ-রাক্ষসেরা আমাদিগকে অভিভূত করিতেছে। তাহাদিগের ভয়ে আমাদিগকে অধুনা স্থানত্যাগ করিতে হইবে নিশ্চিতই। ৯০—১০৪। অনন্তর দেব ও গন্ধর্ব্বগণ, লোকহিতার্থ ও ব্রাহ্মণদিগের রক্ষার নিমিত্ত সেই স্থানে সিদ্ধগণ, প্রধান প্রধান যোগিনীগণ ও মাতৃকা-প্রভৃতিকে স্থাপন করিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণগণের প্রতিগোত্রেই এক এক জন যোগিনী স্থাপিতা হইলেন। যে শক্তি যে গোত্রের বা কুলের রক্ষণে-পালনে সক্ষমা, সেই শক্তিই তাহার কুলদেবীরূপে সাক্ষাৎ আবির্ভূতা হইয়া রহিলেন। সেই সকল শক্তির নাম যথা—শ্রীমাতা, তারণী, আশাপুরী, গোত্রপা, ইচ্ছা, আর্ত্তিনাশিনী, পিপ্পলী, বিকারবশা, জগন্মাতা, মহামাতা, সিদ্ধা, ভট্টারিকা, কদম্বা, বিকরা, মীঠা, সুপর্ণা, বসুজা, মাতঙ্গী, মহাদেবী, বাণী মুকুটেশ্বরী, ভদ্রী, মহাশক্তিসংহারী, মহাবলা, চামুণ্ডা ও মহাদেবী, এই শক্তিসমষ্টি গোত্রমাতা নামে

মহেশাদ্যৈঃ স্থাপিতাস্তত্র রক্ষণে॥ ১১১॥ তাঃ পূজয়ন্তি বিপ্রেন্দ্রাঃ স্বধর্ম্মনিরতাঃ সদা। ততঃ প্রভৃতি যোগিন্যঃ স্বে স্বে কালে সুরক্ষিতাঃ॥ ১১২॥ বাড়বাঃ স্বস্থতাং জগ্মুঃ পুত্রপৌত্রৈঃ সমাবৃতাঃ। ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা হর্ষনির্ভরমানসাঃ। বিমানবরমারূঢ়া জগ্মুর্নাকেহমৃতাশনাঃ॥ ১১৩॥ গতে বর্ষশতে রাজন্ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। স্মৃত্বা তু ধর্ম্মারণ্যস্য প্রেক্ষণার্থং কুতূহলাৎ॥ ১১৪॥ সমাজগ্মুস্তদা রাজন্ প্রভাতে উদিতে রবৌ। বিমানবরমারুহ্য অপ্সরোগণসেবিতাঃ॥ ১১৫॥ গন্ধর্ব্বৈর্গীয়মানাস্তে স্তূয়মানাঃ প্রবোধকৈঃ। তত্র স্থানে দ্বিজা রাজন্ সমিৎপুষ্পকুশান্ বহূন্॥ ১১৬॥ আশ্রমাংস্তান পরিত্যজ্য গতাঃ সর্ব্বে দিশো দশ। তমাশ্রমপদং দৃষ্ট্বা শূন্যং চৈব মহেশ্বরঃ॥ ১১৭॥ উবাচ বাক্যং ধর্ম্মজ্ঞো বাড়বান্ ক্লিশতে বিভো। শুশ্রূষার্থং হি শুশ্রূষূন্ কল্পয়েদিতি মে মতিঃ॥ ১১৮॥ শ্রুত্বা তু বচনং শম্ভোর্দ্দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। সত্যং সত্যমিতি প্রোচ্য ব্রহ্মাণমিদমব্রবীৎ॥ ১১৯॥ ভো ভো ব্রহ্মন্ দ্বিজাতীনাং শুশ্রূষার্থং প্রকল্পয়। সৃষ্টির্হি শাশ্বতী বাদ্য দ্বিজোঘোহপি সুখী ভবেৎ। বিষ্ণোর্ব্বাক্যমতিশ্রুত্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥ ১২০॥ সংস্মরন্ কামধেনুং বৈ স্মরণেনৈব তৎক্ষণে। অগতা তত্র সা ধেনুর্ধর্ম্মারণ্যে পবিত্রকে॥ ১২১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মারণ্যমাহাত্ম্যে গোত্রপ্রবরগোত্রদেবকথনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। শৃণু রাজন্ যথাবৃত্তং ধর্ম্মারণ্যে শুভং মতম্। যদিদং কথয়িষ্যামি অশেষাঘৌঘনাশনম্॥ ১॥ অজেশেন তদা রাজন্ প্রেরিতেন স্বয়ম্ভুবা। কামধেনুঃ সমাহূতা কথয়ামাস তাং প্রতি॥ ২॥ বিপ্রেভ্যোঽনুচরান্ দেহি একৈকস্মৈ দ্বিজাতয়ে। দ্বৌ দ্বৌ শুদ্ধাত্মকৌ চৈবং দেহি মাতঃ প্রসীদ মে॥ ৩॥ তথেত্যুক্ত্বা মহাধেনুঃ ক্ষীরেণোল্লেখয়দ্ধরাম্। হুঙ্কারাত্তস্য নিষ্ক্রান্তাঃ শিখাসূত্রধরা নরাঃ॥ ৪॥ ষট্‌ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি বণিজশ্চ মহাবলাঃ।

কীর্ত্তিতা। সেই স্থানের ব্রাহ্মণদিগের রক্ষার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশাদি দেবগণ উঁহাদিগকে স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ দ্বিজগণ সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে পূজা করেন। তদবধি যোগিনীগণ স্বস্বকালে সুরক্ষিত হইয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব পুত্র পৌত্রাদিসহ পরমসুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন অমৃতাশী দেব ও গন্ধর্ব্বগণ হর্ষনির্ভরমানসে স্ব স্ব বিমানবরে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। হে রাজন্! পরে শতবর্ষ অতীত হইলে একদা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ধর্ম্মারণ্যভূমি স্মরণ করিয়া ঔৎসুক্যবশে তাহা দেখিবার জন্য আগমন করিলেন। প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইবামাত্র তাঁহারা স্ব স্ব বিমানে আরোহণপূর্ব্বক অপ্সরোগণ দ্বারা সেবিত ও গন্ধর্ব্ববন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া সমাগত হইলেন। এদিকে ধর্ম্মারণ্যবাসী দ্বিজগণ প্রভূত সমিৎ, কুশ ও পুষ্পাহরণের জন্য স্ব স্ব আশ্রমসমূহ পরিত্যাগ করিয়া নানা দিকে গমন করিয়াছিলেন। তখন ধর্ম্মজ্ঞ মহেশ্বর সেই আশ্রমপদ শূন্য দেখিয়া জনার্দ্দনকে বলিলেন,—হে বিভো! অত্রত্য ব্রাহ্মণগণ ক্লেশভোগ করিতেছেন। অতএব আমার মতে ইহাঁদের শুশ্রূষার জন্য শুশ্রূষাকারী লোকদিগকে সৃজন করা কর্ত্তব্য। শম্ভুর বাক্য শুনিয়া দেবদেব জনার্দ্দন বলিলেন,—সত্য সত্যই ইহা উত্তম প্রস্তাব। এই বলিয়া তিনি ব্রহ্মাকে বলিলেন—ভো ভো ব্রহ্মন্! আপনি দ্বিজাতিগণের শুশ্রূষার জন্য লোকসৃষ্টি করুন, এই সৃষ্টি নিত্য হউক এবং দ্বিজসমূহ সুখী হউন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর বাক্য শুনিয়া কামধেনুকে স্মরণ করিলেন; স্মরণমাত্র কামধেনু তৎক্ষণাৎ সেই পবিত্র ধর্ম্মারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১০৫—১২১।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯

দশম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে রাজন্! পূর্ব্বে ধর্ম্মারণ্যে যে শুভ ঘটনা হইয়াছিল, সেই অশেষপাপহর বৃত্তান্ত বলিতেছি। হে নৃপ! কেশব ও শিব-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কামধেনুকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন,—অত্রত্য ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে অনুচর প্রদান কর। হে মাতঃ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ঐ সকল ব্রাহ্মণকে দুই দুই জন শুদ্ধাত্মক অনুচর প্রদান কর। কামধেনু 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীয় ক্ষীর দ্বারা ধরা প্লাবিত করিলেন। তাঁহার হুঙ্কারমাত্র কতিপয় শিখাসূত্র-

সোপবীতা মহাদক্ষাঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ॥ ৫॥ দ্বিজভক্তিসমাযুক্তা ব্রহ্মণ্যাস্তে তপোহন্বিতাঃ। পুরাণজ্ঞাঃ সদাচারা ধার্ম্মিকা ব্রহ্মভোজকাঃ॥ ৬॥ স্বর্গে দেবাঃ প্রশংসন্তি ধর্ম্মারণ্যনিবাসিনঃ। তপোহধ্যয়নদানেষু সর্ব্বকালেহপ্যতীন্দ্রিয়াঃ॥ ৭॥ একৈকস্মৈ দ্বিজায়ৈব দত্তং জাতু চরদ্বয়ম্। বাড়বস্য চ যদ্গোত্রং পুরা প্রোক্তং মহীপতে॥ ৮॥ পরস্পরঞ্চ তদ্গোত্রং তস্য চানুচরস্য চ। ইতি কৃত্বা ব্যবস্থাঞ্চ ন্যবসংস্তত্র ভূমিষু॥ ৯॥ ততশ্চ শিষ্যতা দেবৈর্দ্দত্তা চানুচরান্ ভুবি। ব্রহ্মণা কথিতং সর্ব্বং তেষামনুহিতায় বৈ॥ ১০॥ কুরুধ্বং বচনং চৈষাং দদধ্বঞ্চ যদিচ্ছিতম্। সমিৎপুষ্পকুশাদীনি আনয়ধ্বং দিনে-দিনে॥ ১১॥ অনুজ্ঞয়ৈষাং বর্ত্তধ্বং মাবজ্ঞাং কুরুত কর্হিচিৎ। জাতকং নামকরণং তথান্নপ্রাশনং শুভম্॥ ১২॥ ক্ষৌরং চৈবোপনয়নং মহানাম্ন্যাদিকং তথা। ক্রিয়াকর্ম্মাদিকং যচ্চ ব্রতং দানোপবাসকম্। ১৩॥ অনুজ্ঞয়ৈষাং কর্ত্তব্যং কাজেশা ইদমব্রুবন।

অনুজ্ঞয়া বিনৈষাং যঃ কার্য্যমারভতে যদি॥ ১৪॥ দর্শং বা শ্রাদ্ধকার্য্যং বা শুভং বা যদি বাশুভম্। দারিদ্র্যং পুত্রশোকঞ্চ কীর্ত্তিনাশং তথৈব চ॥ ১৫॥ রোগৈর্নিপীড্যতে নিত্যং ন কচিৎ সুখমাপ্নুয়ুঃ। তথেতি চ ততো দেবাঃ শক্রাদ্যাঃ সুরসত্তমাঃ॥ ১৬॥ স্তুতিং কুর্ব্বন্তি তে সর্ব্বে কামধেনোঃ পুরঃ স্থিতাঃ কৃতকৃত্যাস্তদা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥ ১৭॥ ত্বং মাতা সর্ব্বদেবানাং ত্বঞ্চ যজ্ঞস্য কারণম্। ত্বং তীর্থং সর্ব্বতীর্থানাং নমস্তেহস্তু সদানঘে॥ ১৮॥ শশিসূর্য্যারুণা যস্যা ললাটে বৃষভধ্বজঃ। সরস্বতী চ হুঙ্কারে সর্ব্বে নাগাশ্চ কম্বলে॥ ১৯॥ ক্ষুরপৃষ্ঠে চ গন্ধর্ব্বা বেদাশ্চত্বার এব চ। মুখাগ্রে সর্ব্বতীর্থানি স্থাবরাণি চরাণি চ॥ ২০॥ এবংবিধৈশ্চবহুশো বচনৈস্তোষিতা চ সা। সুপ্রসন্না তদা ধেনুঃ কিং করোমীতি চাব্রবীৎ॥ ২১॥ দেবা ঊচুঃ। সৃষ্টাঃ সর্ব্বে ত্বয়া মাতর্দ্দেব্যোত্তেহনুচরাঃ শুভাঃ। ত্বৎপ্রসাদান্মহাভাগে ব্রাহ্মণাঃ সুখিনোহভবন॥ ২২॥ ততোহসৌ সুরভী রাজন্ গতা নাকংয শস্বিনী।

ধর নর প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ নরগণের সংখ্যা ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র। তাহারা বণিক্‌বৃত্তিপরায়ণ, মহাবল, উপবীতধারী, মহাদক্ষ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, দ্বিজভক্তিযুক্ত, ব্রহ্মণ্য, তপোনিষ্ঠ, পুরাণজ্ঞ, সদাচারনিষ্ঠ, ধার্ম্মিক ও ব্রাহ্মণভোজনে তৎপর। স্বর্গবাসী দেবগণ ধর্ম্মারণ্যবাসীদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহারা তপস্যা, অধ্যয়ন ও দানব্যাপারে নিয়ত ও সর্ব্বকালেই অতীন্দ্রিয়। তখন ধর্ম্মারণ্যস্থ প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে দুই দুই অনুচর প্রদত্ত হইল। হে মহীপতে! তথাকার ব্রাহ্মণগণের যে যে গোত্র পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের অনুচরগণেরও পরস্পর সেই সেই গোত্র হইল। ব্রাহ্মণেরা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া সেই ধর্ম্মারণ্য ভূভাগে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগণ সেই অনুচরদিগকে ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের শিষ্য করিয়া দিলেন। তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগের হিতের জন্য ব্রহ্মা সেই অনুচরদিগকে বলিলেন,—তোমরা এই সকল ব্রাহ্মণের বাক্য পালন কর, ইঁহাদের ইষ্টসাধন কর; প্রতিদিন ইঁহাদিগের জন্য সমিৎ, কুশ ও পুষ্পাহরণ কর এবং ইঁহাদের আজ্ঞানুসারে চলিতে থাক; কদাচ ইঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিও না। জাতকর্ম্ম, নামকরণ, শুভ-অন্নপ্রাশন, চূড়া, উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন, এবং ব্রত, দান ও উপবাসাদি ক্রিয়াকর্ম্ম সমস্তই তোমরা এই ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞানুসারে করিবে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এইরূপ ব্যবস্থার কথাই কহিলেন। তাঁহারা আরও বলিলেন,—এই সকল ব্রাহ্মণের অনুমতি ব্যতীত যে ব্যক্তি দর্শ বা শ্রাদ্ধকার্য্য অথবা অন্যান্য শুভাশুভ যে কোন কর্ম্ম আরম্ভ করিবে, তাহার দারিদ্র্য, পুত্রশোক, ও কীর্ত্তিনাশ হইবে। তাদৃশ লোকেরা সর্ব্বদাই রোগপীড়িত হইয়া কুত্রাপি সুখ লাভ করিতে পারিবে না। ইন্দ্রাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ এই ব্যবস্থায় 'তথাস্তু' বলিয়া পরে সকলেই কামধেনুর অগ্রবর্ত্তী হইলেন এবং তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্ম বিষ্ণু, ও মহেশ্বরদেবও কৃতকৃত্য হইয়া এই স্তুতিকার্য্যে যোগদান করিলেন। তখন সকলেই বলিলেন,—হে অনঘে! তুমি সর্ব্বদেবতার মাতা, যজ্ঞের কারণস্বরূপা, এবং সমস্ততীর্থের তীর্থভূতা; তোমাকে সর্ব্বদা আমাদের নমস্কার। মা, তোমার ললাটে শশী, সূর্য্য, অরুণ ও বৃষধ্বজ, হুঙ্কারে সরস্বতী, গলকম্বলে নাগগণ, ক্ষুরপৃষ্ঠে গন্ধর্ব্বগণ, ও চতুর্ব্বেদ এবং মুখাগ্রে চরাচর নিখিল তীর্থ বিরাজমান। এই প্রকার বহুবিধ স্তবে তুষ্ট হইয়া সেই কামধেনু সুপ্রসন্না হইলেন এবং বলিলেন,—আমি এক্ষণে আর কি কার্য্য করিব? ১--২১। দেবগণ কহিলেন,—হে দেবি মাতঃ! তুমি সমস্ত শুভ অনুচরদিগকে সৃজন করিয়াছ। হে মহাভাগে! তোমার প্রসাদে ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণেরা সুখী হইয়াছেন। অনন্তর হে রাজন্

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যাস্তত্রৈবান্তরধুস্ততঃ ॥ ২৩ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। অভার্য্যাস্তে মহাতেজা গোজা অনুচরাস্তথা। উদ্বাহিতাঃ কথং ব্রহ্মন্ সুতাস্তেষাং কদাভবন্ ॥ ২৪ ॥ ব্যাস উবাচ। পরিগ্রহার্থং বৈ তেষাং রুদ্রেণ চ যমেন চ। গন্ধর্ব্বকন্যা আহৃত্য দারাস্তত্রোপকল্পিতাঃ ॥ ২৫ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কো বা গন্ধর্ব্বরাজাসৌ কিন্নামা কুত্র বা স্থিতঃ। কিয়ন্মাত্রাস্তস্য কন্যাঃ কিমাচারা ব্রবীহি মে ॥ ২৬ ॥ ব্যাস উবাচ। বিশ্বাবসুরিতি খ্যাতো গন্ধর্ব্বাধিপতির্নৃপ। ষষ্টিকন্যাসহস্রাণি আসতে তস্য বেশ্মনি ॥ ২৭ ॥ অন্তরিক্ষে গৃহং তস্য গন্ধর্ব্বনগরং শুভম্। যৌবনস্থাঃ সুরূপাশ্চ কন্যা গন্ধর্ব্বজাঃ শুভাঃ ॥ ২৮ ॥ রুদ্রস্যানুচরৌ রাজন্নন্দী ভৃঙ্গঃ শুভাননৌ। পূর্ব্বদৃষ্টাশ্চ তাঃ কন্যাঃ কথয়ামাসতুঃ শিবম্ ॥ ২৯ ॥ দৃষ্টাঃ পুরা মহাদেব গন্ধর্ব্বনগরে বিভো। বিশ্বাবসুগৃহে কন্যা অসংখ্যাতাঃ সহস্রশঃ ॥ ৩০ ॥ তা আনীয় বলাদেব গোভৃতেভ্যঃ প্রযচ্ছ ভো। এবং শ্রুত্বা ততো দেবস্ত্রিপুরঘ্নঃ সদাশিবঃ ॥ ৩১ ॥ প্রেষয়ামাস দূতং তু বিজয়ং নাম ভারত। স তত্র গত্বা যত্রাস্তে বিশ্বাবসুররিন্দমঃ ॥ ৩২ ॥ উবাচ বচনঞ্চৈব পথ্যং চৈব শিবেরিতম্। ধর্ম্মারণ্যে মহাভাগ কাজেশেন বিনির্ম্মিতাঃ ॥ ৩৩ ॥ স্থাপিতা বাড়বাস্তত্র বেদবেদাঙ্গপারগাঃ। তেষাং বৈ পরিচর্য্যার্থং কামধেনুশ্চ প্রার্থিতা ॥ ৩৪ ॥ তয়া কৃতাঃ শুভাচারা বণিজস্তে হ্যয়োনিজাঃ। ষট্‌ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি কুমারাস্তে মহাবলাঃ ॥ ৩৫ ॥ শিবেন প্রেষিতোঽহং বৈ ত্বৎসমীপমুপাগতঃ। কন্যার্থং হি মহাভাগ দেহিদেহীত্যুবাচ হ ॥ ৩৬ ॥ গন্ধর্ব্ব উবাচ। দেবানাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং গন্ধর্বাণাং মহামতে। পরিত্যজ্য কথং লোকে মানুষাণাং দদামি বৈ ॥ ৩৭ ॥ শ্রুত্বা তু বচনং তস্য নিবৃত্তো বিজয়স্তদা কথয়ামাস তৎসর্ব্বং গন্ধর্ব্বচরিতং মহৎ ॥ ৩৮ ॥ ব্যাস উবাচ। ততঃ কোপসমাবিষ্টো ভগবাল্লোঁকশঙ্করঃ। বৃষভে চ সমারূঢ়ঃ শূলহস্তঃ সদাশিবঃ ॥ ৩৯ ॥ ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যৈঃ সহস্রৈরাবৃতঃ প্রভুঃ। ততো দেবাস্তথা নাগা ভূতবেতালখেচরাঃ ॥ ৪০ ॥ ক্রোধেন

সেই সুরভী স্বর্গে গমন করিলেন। পরে ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশাদি দেবশ্রেষ্ঠগণও অন্তর্হিত হইলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন! সেই সুরভি-জনিত ব্রাহ্মণানুচরগণ ভার্য্যাহীন ছিলেন। তাঁহারা কিরূপে বিবাহ করিলেন এবং তাঁহাদের পুত্রাদিই বা কবে হইল? ব্যাস বলিলেন, তাঁহাদের পরিগ্রহের জন্য রুদ্র এবং যম গন্ধর্ব্বকন্যাদিগকে আনয়ন করিয়া ভার্য্যারূপে কল্পনা করিয়া দিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—কে সেই গন্ধর্ব্বরাজ? কি নাম, কোথায় তাঁহার অবস্থান? তাঁহার কন্যা কিয়ৎসংখ্যক এবং তাহারা কিরূপ শীলাচারসম্পন্ন? এই সকল কথা ব্যক্ত করুন। ব্যাস বলিলেন,—হে নৃপ! বিশ্বাবসু নামে এক গন্ধর্ব্বাধিপতি ছিলেন। তাঁহার গৃহে ষষ্টি সহস্র কন্যা ছিল। সেই গন্ধর্ব্বপতির গৃহ অন্তরীক্ষে, সে গন্ধর্ব্বনগর অতি সুন্দর। গন্ধর্ব্ব-জাত কন্যাগণ সকলেই যুবতী, সুন্দরী ও শুভাকৃতি। হে রাজন্! একদা শিবানুচর শুভানন নন্দী, ভৃঙ্গী, সেই কন্যাদিগকে দেখিতে পাইয়া সেই সংবাদ শিব-সমীপে বিজ্ঞাপন করিল; বলিল,—হে মহাদেব। গন্ধর্ব্বনগরস্থ বিশ্বাবসুর গৃহে অনেকসহস্র কন্যা দেখিয়া আসিয়াছি। আপনি তাহাদিগকে সবলে আনিয়া কামধেনুজাত সেই অনুচরদিগকে প্রদান করুন। ত্রিপুরহর সদাশিব তাহাদের নিকট এই সংবাদ পাইয়া—হে ভারত! বিজয় নামক তদীয় জনৈক দূতকে তথায় প্রেরণ করিলেন। যথায় অরিন্দম বিশ্বাবসু ছিলেন, সেই দূত সেইস্থানে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে শিবোক্ত হিতবাক্য বলিতে লাগিল; বলিল,—হে মহাভাগ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ধর্ম্মারণ্যে বহু বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণদিগকে স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিচর্য্যার জন্য কামধেনুর নিকট প্রার্থনা করা হয়। তিনি ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র অযোনিজ বণিককে সদাচারসম্পন্ন করিয়া উৎপাদন করিয়াছেন। সেই সকল মহাবল বণিক্ এখনও দারপরিগ্রহ করেন নাই। হে মহাভাগ! শিব আমাকে ভবৎসমীপে ভবদীয় কন্যাগণের প্রার্থনার্থ পাঠাইয়া দিয়াছেন; অতএব আপনি আপনার কন্যাগণকে দান করুন। গন্ধর্ব্ব কহিলেন,—হে মহামতে! সমস্ত দেব ও সমস্তগন্ধর্ব্বদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যলোকে এই সকল কন্যাদান করি কিরূপে? তাঁহার এই কথা শুনিয়া বিজয় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক গন্ধর্ব্ব-ঘটিত সমস্ত কথাই শিবের নিকট নিবেদন করিল।২২-৩৮। ব্যাস বলিলেন,—তৎশ্রবণে ভগবান্ লোকশঙ্কর কোপাবিষ্ট হইলেন এবং শূলহস্তে বৃষভে আরোহণ করিলেন। ভূত, প্রেত ও পিশাচাদিরা তাঁহাকে আসিয়া বেষ্টন করিল। তখন সহস্র সহস্র দেব, নাগ,

মহতাবিষ্টাঃ সমাজগ্মুঃ সহস্রশঃ। হাহাকারো মহানাসীত্তস্মিন্ সৈন্যে বিসর্পতি ॥ ৪১ ॥ প্রকম্পিতা ধরা দেবী দিশাপালা ভয়াতুরাঃ। ঘোরা বাতাস্তদা-শান্তাঃ শব্দং কুর্ব্বন্তি দিগগজাঃ ॥৪২॥ ব্যাস উবাচ। তদাগতং মহাসৈন্যং দৃষ্ট্বা ভয়বিলোলিতম্। গন্ধর্ব্ব-নগরাৎ সর্ব্বে বিনেশুস্তে দিশো দশ ॥ ৪৩ ॥ গন্ধর্ব্বরাজো নগরং ত্যক্ত্বা মেরুং গতো নৃপ। তাঃ কন্যা যৌবনোপেতা রূপৌদার্য্যসমন্বিতাঃ ॥ ৪৪ ॥ গৃহীত্বা প্রদদৌ সর্ব্বা বণিগ্‌ভ্যশ্চ তদা নৃপ। বেদোক্তেন বিধানেন তথা বৈ দেবসন্নিধৌ ॥৪৫॥ আজ্যভাগং তদা দত্ত্বা গন্ধর্ব্বায় গবাত্মজাঃ। দেবানাং পূর্ব্বজানাং চ সূর্য্যচন্দ্রমসোস্তথা ॥ ৪৬ ॥ যমায় মৃত্যবে চৈব আজ্যভাগং তদা দদুঃ। দত্ত্বাজ্যভাগান্ বিধিবদ্বব্রিরে চ শুভব্রতাঃ ॥ ৪৭ ॥ ততঃ প্রভৃতি গান্ধর্ব্ববিবাহে সমুপস্থিতে। আজ্যভাগং প্রগৃহ্ণন্তি অদ্যাপি সর্ব্বতো ভৃশম্ ॥ ৪৮ ॥ ষট্‌ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি কুমারা যন্ত্রাবেদয়ন্। তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৪৯ ॥ অতএব হি তাঃ সর্ব্বা দাসত্বে হি বিনির্ম্মিতাঃ। ক্ষত্রিয়াশ্চ মহাবীরা কিঙ্করত্বে হি নির্ম্মিতাঃ ॥ ৫০ ॥ ততো দেবাস্তদা রাজন্নগ্মুঃ সর্ব্বে যথাতথা। গতে দেবে দ্বিজাঃ সর্ব্বে স্থানেঽস্মিন্নিব-সন্তি তে ॥ ৫১ ॥ পুত্রপৌত্রযুতা রাজন্নিবসন্ত্য-কুতোভয়াঃ। পঠন্তি বেদান্ বেদজ্ঞাঃ কচিচ্ছাস্ত্রার্থ-মুদ্দিরন্ ॥ ৫২ ॥ কেচিদ্বিষ্ণুং জপন্তীহ শিবং কেচিজ্জপন্তি হি। ব্রহ্মাণং চ জপন্ত্যেকে যমসূক্তং হি কেচন ॥ ৫৩ ॥ যজন্তি যাজকাশ্চৈব অগ্নিহোত্র-মুপাসতে। স্বাহাকারস্বধাকারবষট্‌কারৈশ্চ সুব্রত ॥ ৫৪ ॥ শব্দৈরাপূর্য্যতে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। বণিজশ্চ মহাদক্ষা দ্বিজশুশ্রূষণোৎসুকাঃ ॥ ৫৫ ॥ ধর্ম্মারণ্যে শুভে দিব্যে তে বসন্তি সুনিষ্ঠিতাঃ। অন্নপানাদিকং সর্ব্বং সমিৎকুশফলাদিকম্ ॥ ৫৬ ॥ আপূরয়ন্ দ্বিজাতীনাং বণিজস্তে গবাত্মজাঃ ॥ ৫৭ ॥ পুষ্পোপহারনিচয়ং স্নানবস্ত্রাদিধাবনম্। উপলাদি-কনির্ম্মাণং মার্জ্জনাদিশুভাক্রিয়াঃ ॥ ৫৮ ॥ বণিক্‌স্ত্রিয়ঃ প্রকুর্ব্বন্তি কণ্ডনং পেষণাদিকম্। শুশ্রূষন্তি চ

ভূত, বেতাল ও খেচর মহাক্রোধে অন্বিত হইয়া সমাগত হইলেন। সেই সেনা-সন্নিবেশ হইলে মহান্ হাহাকার উত্থিত হইল। ধরা কম্পিত হইল। দিক্‌পালগণ ভীত হইলেন। অশান্ত ঘোর পবন প্রাদুর্ভূত হইল এবং দিগগজগণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। ব্যাস বলিলেন—সেই মহা-সৈন্য সমাগত দেখিয়া গন্ধর্ব্বগণ ভীত চকিত-ভাবে গন্ধর্ব্বনগর হইতে দশদিকে পলায়ন করিল। হে নৃপ! স্বয়ং গন্ধর্ব্বরাজও স্বীয় নগর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মেরুগিরির আশ্রয় লইলেন। তখন সেই সকল রূপ-যৌবন-শালিনী গন্ধর্ব্বকন্যাকে আনয়ন করিয়া মহেশ্বর ধর্ম্মারণ্যবাসী বণিকদিগকে দান করিলেন। এই দানকার্য্য দেবসন্নিধানে বেদোক্ত বিধি অনুসারেই সম্পন্ন হইল। বণিক্‌গণ তখন গন্ধর্ব্বরাজকে আজ্যভাগ অর্পণ করিয়া সূর্য্য, চন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের সমক্ষে যম ও মৃত্যুকে আজ্য-ভাগ প্রদান করিলেন। সেই শুভব্রত বণিকেরা এইরূপে বিবিধ আজ্যভাগ অর্পণ করিয়া বিধি-পূর্ব্বক সেই সকল কন্যাকে গ্রহণ করিলেন। সেই হইতে অদ্য পর্য্যন্ত গান্ধর্ব্ববিবাহ উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্ত দেবগণই আজ্যভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। উল্লিখিত ষট্‌ত্রিংশ সহস্র কামধেনুজাত কুমারেরাই ঐরূপ আজ্যভাগ প্রথম নিবেদন করেন। তাঁহাদের শত শত সহস্র সহস্র পুত্র পৌত্র জন্ম গ্রহণ করে। ৩৯-৪৯। ঐ সকল গন্ধর্ব্বকন্যা দাস্য কার্য্যের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল, এতদ্ভিন্ন অনেক মহা-বীর ক্ষত্রিয়ও ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের ভৃত্য-কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্ত উৎপাদিত হইয়াছিল। হে রাজন্! সেইরূপ বিবাহ ঘটনার পর সমাগত দেবগণ যথাযথ স্থানে প্রস্থান করিলেন। দেব-গণ চলিয়া গেলে সেই সকল দ্বিজগণ তথায় পুত্র-পৌত্রসমবেত হইয়া অকুতোভয়ে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কোন কোন বেদজ্ঞ ব্যক্তি বেদ পাঠ, কেহ শাস্ত্রালোচনা, কেহ কেহ বিষ্ণুমন্ত্র জপ, কেহ কেহ শিবমন্ত্র জপ, কেহ কেহ ব্রহ্মমন্ত্র জপ, কেহ কেহ যমসূক্ত পাঠ, কেহ কেহ দেবার্চ্চনা, এবং কেহ কেহ বা অগ্নিহোত্র উপাসনা করিতে লাগিলেন। হে সুব্রত! সেই স্থানের স্বাহাকার, স্বধাকার ও বষট্‌কার শব্দে সচরাচর ত্রৈলোক্য পরিপূরিত হইতে লাগিল। মহাদক্ষ বণিক্‌গণ দ্বিজশুশ্রূষণায় তৎপর হইয়া শুভ ধর্ম্মারণ্যে সুস্থভাবে বাস করিতে লাগিলেন। সেই কামধেনুজাত বণিক্‌গণ অন্ন, পান, সমিৎ, কুশ এবং ফল পুষ্পাদি আহরণ পূর্ব্বক অহরহ দ্বিজাতিগণের আশ্রমসমূহ আপূরিত করিতে লাগিলেন। বণিক্‌পত্নীগণ পুষ্পোপহার সকল, স্নানান্তে বস্ত্রাদি ধাবন, উপলাদি নির্ম্মাণ, মার্জ্জনাদি শুভক্রিয়া, কণ্ডন এবং পেষণাদি কার্য্য

তান্ বিপ্রান্ কাজেশবচনেন হি ॥ ৫৯ ॥ স্বস্থা জাতাস্তদা সর্ব্বে দ্বিজা হর্ষপরায়ণাঃ। কাজেশাদী-ন্নুপাসন্তে দিবারাত্রৌ হি সন্ধ্যয়োঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মারণ্যমাহাত্ম্যে বণিক্‌পরিগ্রহ-বর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ। অতঃ পরং কিমভবদ্‌ব্রবীতু দ্বিজসত্তম। ত্বদ্বচনামৃতং পীত্বা তৃপ্তির্নাস্তি মম প্রভো ॥ ১ ॥ ব্যাস উবাচ। অথ কিঞ্চিদ্গতে কালে যুগান্তসময়ে সতি। ত্রেতাদৌ লোলজিহ্বাখ্য অভবদ্রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ২ ॥ তেন বিদ্রাবিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। জিত্বা স সকলাল্লোকান্ ধর্ম্মারণ্যে সমাগতঃ ॥ ৩ ॥ তদ্দৃষ্ট্বা সকলং পুণ্যং রম্যং দ্বিজনিষেবিতম্। ব্রহ্মদ্বেষাচ্চ তেনৈব দাহিতং চ পুরং শুভম্ ॥ ৪ ॥ দহ্যমানং পুরং দৃষ্ট্বা প্রনষ্টা দ্বিজসত্তমাঃ। যথাগতং প্রজগ্মুস্তে ধর্ম্মারণ্যনিবাসিনঃ ॥ ৫ ॥ শ্রীমাতাদ্যাস্তদা দেব্যঃ কোপিতা রাক্ষসেন বৈ। ঘাতয়ন্ত্যেব শব্দেন তর্জ্জয়িত্বা চ রাক্ষসম্ ॥ ৬ ॥ সমুচ্ছ্রিতাস্তদা দেব্যঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ। ত্রিশূলবরধারিণ্যঃ শঙ্খচক্র-গদাধরাঃ ॥ ৭ ॥ কমণ্ডলুধরাঃ কাশ্চিৎ কশাখড়্গধরাঃ পরাঃ। পাশাঙ্কুশধরা কাশ্চিৎ খড়্গখেটকধারিণী ॥ ৮ ॥ কাচিৎ পরশুহস্তা চ দিব্যায়ুধধরা পরা। নানা-ভরণভূষাঢ্যা নানারত্নাভিশোভিতা ॥ ৯ ॥ রাক্ষসানাং বিনাশায় ব্রাহ্মণানাং হিতায় চ। আজগ্মুস্তত্র যত্রাস্তে লোলজিহ্বো হি রাক্ষসঃ ॥ ১০ ॥ মহাদংষ্ট্রো মহাকায়ো বিবৃতজিহ্বো ভয়ঙ্করঃ। দৃষ্ট্বা তু রাক্ষসো ঘোরং সিংহনাদমথাকরোৎ ॥ ১১ ॥ তেন নাদেন মহতা ত্রাসিতং ভুবনত্রয়ম্। আপূরিতা দিশঃ সর্ব্বাঃ ক্ষুভিতানেকসাগরাঃ ॥ ১২ ॥ কোলাহলো মহানাসীদ্ধর্ম্মারণ্যে তদা নৃপ। তচ্ছ্রুত্বা বাসবেনাথ প্রেষিতো নলকূবরঃ ॥ ১৩ ॥ কিমিদং পশ্য গত্বা

করিতে লাগিল। এইরূপে তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বচনে ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তখন দ্বিজগণ সকলেই হর্ষাবিষ্ট হইয়া দিবারাত্র উভয় সন্ধ্যায় ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। ৫০—৬০।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,— হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অতঃপর কি হইয়াছিল, বলুন। আপনার বচনসুধা পান করিয়া করিয়া আমার আর তৃপ্তিশেষ হই-তেছে না। ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর কিয়ৎ-কাল অতীত হইলে যুগান্তকাল উপস্থিত হইল। তখন ত্রেতাযুগের প্রথমাবস্থা। ঐ সময়ে লোল-জিহ্ব নামে এক রাক্ষসপতি জন্মগ্রহণ করিল। এই সচরাচর নিখিল ত্রৈলোক্যই তৎকালে তাহার প্রভাবে উপদ্রুত হইতে লাগিল। ঐ রাক্ষসরাজ সমস্ত লোক জয় করিয়া অবশেষে ধর্ম্মারণ্যে আগমন করিল। তথায় আসিয়া সে সেই দ্বিজগণ-সেবিত পূত রমণীয় পুরী দর্শনে ব্রাহ্মণগণের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ তাহা দগ্ধ করাইয়া ফেলিল। পুরী দগ্ধ হইল দেখিয়া ধর্ম্মারণ্যবাসী দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ পলা-য়নপূর্ব্বক এক এক দিকে গমন করিলেন। তখন সেই শ্রীমাতা প্রভৃতি দেবীগণ রাক্ষসের ব্যবহারে কুপিত হইলেন এবং সশব্দে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া রাক্ষসের নিধন সাধনে উদ্যত হইলেন। ১-৬। তখন শত শত সহস্র দেবী প্রাদুর্ভূত হইয়া রাক্ষসগণের বিনাশ ও ব্রাহ্মণগণের হিতের নিমিত্ত যথায় সেই লোলজিহ্ব রাক্ষস ছিল, তথায় আগমন করিলেন। তাহাদের কেহ কেহ ত্রিশূল, কেহ কেহ শঙ্খ, চক্র, ও গদা, কেহ কেহ কমণ্ডলু, কেহ কেহ, কশা ও খড়্গ, কেহ কেহ পাশ ও অঙ্কুশ, কেহ কেহ খড়্গ ও খেটক, কেহ কেহ, পরশু, কেহ দিব্য দিব্য আয়ুধ ধারণ করিলেন এবং কেহ কেহ নানাভরণে ভূষিত ও কেহ কেহ নানা রত্নে উপশোভিত হইতে লাগিলেন। তখন সেই মহাদংষ্ট্র, মহাকায়, ভীষণ-রাক্ষস লোলজিহ্ব সেই সকল দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া ঘোর সিংহনাদ করিল। সেই মহানাদে ভুবনত্রয় ত্রাসিত হইল। দিক্ সকল আপূরিত হইল এবং সাগর সকল ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। হে নৃপ! তৎ-কালে ধর্ম্মারণ্যে একটা মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। তৎশ্রবণে স্বর্গের ইন্দ্র নলকূবরনামক চর প্রেরণ করিলেন; বলিয়া দিলেন,—ভূতল হইতে এই যে কোলাহল উত্থিত হইল, ইহার কারণ

ত্বং দৃষ্ট্বা মহৎ নিবেদয়। তত্তস্য বচনং শ্রুত্বা গতো বৈ নলকূবরঃ ॥ ১৪ ॥ দৃষ্ট্বা তত্র মহাযুদ্ধং শ্রীমাতালোলজিহ্বয়োঃ। যথাদৃষ্টং যথাজাতং শক্রাগ্রে স স্তবেদয়ৎ ॥ ১৫ ॥ উদ্বেজয়তি লোকাংস্ত্রীন্ ধর্ম্মারণ্যমিতো গতঃ। তচ্ছ্রুত্বা বাসবো বিষ্ণুং নিবেদ্য ক্ষিতিমাগতম্ ॥ ১৬ ॥ দাহিতং তৎপুরং রম্যং দেবানামপি দুর্লভম্। ন দৃষ্ট্বা বাড়বাস্তত্র গতাঃ সর্ব্বে দিশো দশ ॥ ১৭ ॥ শ্রীমাতা যোগিনী তত্র কুরুতে যুদ্ধমুত্তমম্। হাহাভূতা প্রজা সর্ব্বা ইতশ্চেতশ্চ ধাবতি ॥ ১৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বাসুদেবো হি গৃহীত্বা চ সুদর্শনম্। সত্যলোকাত্তদা রাজন্ সমাগচ্ছন্মহীতলে ॥ ১৯ ॥ ধর্ম্মারণ্যং ততো গত্বা তচ্চক্রং প্রমুমোচ হ। লোলজিহ্বস্তদা রক্ষো মূর্চ্ছিতো নিপপাত হ ॥ ২০ ॥ ত্রিশূলেন ততো ভিন্নঃ শক্তিভিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ। হন্যমানস্তদা রক্ষঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা দিবং গতঃ ॥ ২১ ॥ ততো দেবাঃ

কি? তাহা জানিয়া আসিয়া আমায় বিজ্ঞাপন কর। তাঁহার সেই আদেশ পাইয়া নলকূবর ভূতলে অবতীর্ণ হইল এবং তথায় শ্রীমাতা ও লোলজিহ্ব রাক্ষসের ঘোর যুদ্ধ দর্শন করিল। সে যাহা দেখিল, যাহা ঘটিয়াছিল, সকলই গিয়া তখন ইন্দ্রের নিকট নিবেদন করিল; বলিল,—সেই রাক্ষস এখান হইতে অগ্রে লোকত্রয়, অবশেষে ধর্ম্মারণ্য উদ্বেজিত করিতেছে। তৎশ্রবণে বাসব বিষ্ণুর নিকট সেই সকল কথা নিবেদন করিয়া পরে ক্ষিতিতলে অবতরণ করিলেন; আসিয়া দেখিলেন,—সেই দেবদুর্লভ সুন্দর ধর্ম্মারণ্যপুর দগ্ধ হইয়াছে; তথাকার ব্রাহ্মণগণকে সেখানে আর দেখা যাইতেছে না; তাঁহারা যে যে দিকে হয় পলায়ন করিয়াছেন। একমাত্র শ্রীমাতা যোগিনী দেবী যুদ্ধ করিতেছেন, প্রজাগণ হাহাকার করিয়া ইতস্তত পলায়ন করিতেছে। হে রাজন্! বাসুদেব ও এই সংবাদ পাইয়া স্বীয় সুদর্শন চক্র গ্রহণপূর্ব্বক সত্যলোক হইতে মনুষ্যলোকে আগমন করিলেন। অনন্তর তিনি ধর্ম্মারণ্যে উপস্থিত হইয়া স্বীয় চক্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন লোলজিহ্ব রাক্ষস মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। এইবার শক্তিগণ সমবেত হইয়া ত্রিশূল দ্বারা সক্রোধে সেই মূর্চ্ছিত রাক্ষসকে বিদারণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ এইরূপে হন্যমান হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ স্বর্গারোহণ করিল। তখন দেব,

সগন্ধর্ব্বা হর্ষনির্ভরমানসাঃ। তুষ্টুবুস্তং জগন্নাথং সত্যলোকাৎ সমাগতম্ ॥ ২২ ॥ উৎসবং তৎ সমালোক্য বিষ্ণুর্ব্বচনমব্রবীৎ। ক্ব চ তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে ঋষীণামাশ্রমাঃ পুনঃ ॥ ২৩ ॥ ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ইতস্ততঃ পলায়িতান্। সংশোধ্য তরসা রাজন্ ব্রাহ্মণানিদমব্রুবন্ ॥ ২৪ ॥ শ্রূয়তাং নো বচো বিপ্রা নিহতো রাক্ষসাধমঃ। বাসুদেবেন দেবেন চক্রেণ নিরকৃন্তত ॥ ২৫ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বাড়বাঃ সর্ব্বে প্রহর্ষোৎফুল্ললোচনাঃ। সমাজগ্মুস্তদা রাজন্ স্বস্বস্থানে সমাবিশন্ ॥ ২৬ ॥ শ্রীকান্তায় তদা রাজন্ বাক্যমুক্তং মনোরম্। যস্মাত্ত্বং সত্যলোকাচ্চ আগতোঽসি জগৎপ্রভুঃ। স্থাপিতঞ্চ পুরঞ্চেদং হিতায় চ দ্বিজাত্মনাম্ ॥ ২৭ ॥ সত্যমন্দিরমিতি খ্যাতং তদা লোকে ভবিষ্যতি। কৃতে যুগে ধর্ম্মারণ্যং ত্রেতায়াং সত্যমন্দিরম্ ॥ ২৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বাসুদেবেন তথেতি প্রতিপদ্য চ। ততস্তে বাড়বাঃ সর্ব্বে পুত্রপৌত্রসমন্বিতাঃ ॥ ২৯ ॥ সপত্নীকাঃ সানুচরা যথাপূর্ব্বং ন্যবাৎসিষুঃ। তপোযজ্ঞক্রিয়াদ্যেষু বর্ত্তন্তে-

ও গন্ধর্ব্বগণ হর্ষনির্ভর মনে সেই সত্যলোকাগত জগন্নাথকে স্তব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তাৎকালিক উৎসব দেখিয়া বলিলেন,—কোথায় সেই ব্রাহ্মণগণ? আর ঋষিদিগের সেই সকল আশ্রমই বা কোথায়? অনন্তর দেব-গন্ধর্ব্বগণ সেই পলায়িত ব্রাহ্মণগণকে ইতস্তত অনুসন্ধান করিয়া কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! আমাদের কথা শ্রবণ করুন।—সেই রাক্ষসাধম নিহত হইয়াছে। দেবদেব বাসুদেবই তাহাকে চক্রপ্রহারে নিধন করিয়াছেন ১৭—২৫। রাজন্! তৎশ্রবণে ব্রাহ্মণেরা সকলেই তখন হর্ষোৎফুল্লনেত্রে পুনরায় স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন; আসিয়া শ্রীপতিকে এই মনোরম বাক্য বলিলেন যে, হে দেব! আপনি জগতের প্রভু; আপনি যখন সত্যলোক হইতে আসিয়া দ্বিজগণের হিতের নিমিত্ত এই পুরী পুনরায় স্থাপন করিয়াছেন, তখন জগতে ইহা 'সত্যমন্দিরনামে' প্রখ্যাত হইবে। সত্যযুগে ধর্ম্মারণ্য আর ত্রেতাযুগে সত্যমন্দির এই দুই নাম প্রচলিত হইবে। বাসুদেব তৎশ্রবণে 'তথাস্তু' বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব-পত্নী-পুত্র পৌত্র ও অনুচর সহচরগণে পরিবৃত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মারণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তপস্যা, যজ্ঞক্রিয়া ও অধ্যয়নাদি ব্যাপারে

হধ্যয়নাদিষু ॥ ৩০ ॥ এবং তে সর্ব্বমাখ্যাতং ধর্ম্মা বৈ সত্যমন্দিরে ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মারণ্যমাহাত্ম্যে সত্যমন্দিরসংস্থাপন বর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। ততো দেবৈর্নৃপশ্রেষ্ঠ রক্ষার্থং সত্যমন্দিরম্। স্থাপিতং তত্তদাদ্যেব সত্যাভিখ্যা হি সা পুরী ॥ ১ ॥ পূর্ব্বং ধর্ম্মেশ্বরো দেবো দক্ষিণেন গণাধিপঃ। পশ্চিমে স্থাপিতো ভানুরুত্তরে চ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ২ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। গণেশঃ স্থাপিতঃ কেন কস্মাৎ স্থাপিতবানসৌ। কিন্নামাসৌ মহাভাগ তন্মে কথয় মাচিরম্ ॥ ৩ ॥ ব্যাস উবাচ। অধুনাহং প্রবক্ষ্যামি গণেশোৎপত্তিকারণম্ ॥ ৪ ॥ সময়ে মিলিতাঃ সর্ব্বে দেবতা মাতরস্তথা। ধর্ম্মারণ্যে মহারাজ স্থাপিতশ্চাগুকাসুতঃ ॥ ৫ ॥ আদৌ দেবৈর্নৃপশ্রেষ্ঠ ভূমৌ বৈ সত্যযোষিতাম্। প্রাকারশ্চাভবত্তত্র পতাকাধ্বজশোভিতঃ ॥ ৬ ॥ ব্রাহ্মণায়তনে তত্র প্রাকারমণ্ডলান্তরে। তন্মধ্যে রচিতং পীঠমষ্টকাভিঃ সুশোভিতম্ ॥ ৭ ॥ প্রতোল্যশ্চ চতস্রো বৈ শুদ্ধা এব সতোরণাঃ। পূর্ব্বে ধর্ম্মেশ্বরো দেবো দক্ষিণে গণনায়কঃ ॥ ৮ ॥ পশ্চিমে স্থাপিতো ভানুরুত্তরে চ স্বয়ম্ভুবঃ। ধর্ম্মেশ্বরোৎপত্তিরুক্তমাখ্যাতং তত্ত্বাগ্রতঃ ॥ ৯ ॥ অধুনাহং প্রবক্ষ্যামি গণেশোৎপত্তিহেতুকম্। কদাচিৎপার্ব্বতী গাত্রোদ্বর্ত্তনং কৃতবত্যভূৎ ॥১০ ॥ মলং তজ্জনিতং দৃষ্ট্বা হস্তে ধৃত্বা স্বগাত্রজম্। প্রতিমাঞ্চ ততঃ কৃত্বা সুরূপাঞ্চ দদর্শ হ ॥ ১১ ॥ জীবং তস্যাঞ্চ সঞ্চার্য্য উদতিষ্ঠত্তদগ্রতঃ। মাতরং স তদোবাচ কিং করোমি তবাজ্ঞয়া ॥ ১২ ॥ পার্ব্বত্যুবাচ। যাবৎ স্নানং করিষ্যামি তাবত্ত্বং দ্বারি তিষ্ঠ মে। আয়ুধানি চ সর্ব্বাণি পরশ্বাদীনি যানি তু ॥ ১৩ ॥ ত্বয়ি তিষ্ঠতি মদ্দ্বারে কোঽপি বিঘ্নং করোতু ন। এবমুক্তো মহাদেব্যা দ্বারেঽতিষ্ঠৎ স সায়ুধঃ ॥ ১৪ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবো মহাদেবো জগাম হ। আভ্যন্তরে প্রবেষ্টুঞ্চ মতিং দধ্রে মহেশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥ দ্বারস্থেন গণেশেন

লিপ্ত রহিলেন। রাজন্! এই তোমার নিকট সত্যমন্দিরের সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলাম।২৬—৩১

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! অনন্তর দেবগণ সেই সত্যমন্দিরের রক্ষার জন্য পূর্ব্বে ধর্ম্মেশ্বর, দক্ষিণে গণাধিপ, পশ্চিমে ভানু ও উত্তরে স্বয়ম্ভুকে স্থাপন করিলেন। তখন হইতে, ঐ সত্যাভিখ্যা পুরী প্রথিত হইল। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে মহাভাগ! কে কি নিমিত্ত গণেশকে স্থাপন করিলেন? সেই গণেশ কোন্ বিশেষ নামেই বা প্রথিত হইলেন? তাহা আমার নিকট অচিরে প্রকাশ করিয়া বলুন। ব্যাস বলিলেন,— অধুনা আমি গণেশোৎপত্তির কারণ বলিতেছি। মহারাজ! যে সময়ে ধর্ম্মারণ্যে শ্রীমাতা প্রভৃতি যোগিনী ও সর্ব্বদেবতা মিলিত হইয়াছিলেন, চণ্ডিকানন্দন গণপতি দেবগণ কর্ত্তৃক তখনই স্থাপিত হন। নৃপবর! প্রথমে সত্যমন্দিরবাসী যোষিদ্‌গণের সমক্ষে ধ্বজপতাকাশোভিত এক প্রাকার উত্থিত হয়। সেই প্রাকারমণ্ডলের মধ্যে ব্রাহ্মণায়তনে একটা ইষ্টকাচিত পীঠিকা বিরচিত ও সুশোভিত হইয়াছিল। উহার চারিটা প্রতোলী, সকলগুলিই সুরম্য ও তোরণান্বিত। তন্মধ্যে পূর্ব্বে ধর্ম্মেশ্বরদেব, দক্ষিণে গণনায়ক, পশ্চিমে ভানু, এবং উত্তরে স্বয়ম্ভু স্থাপিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মেশ্বরের উৎপত্তিবার্ত্তা পূর্ব্বেই তোমার নিকট আখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে গণেশোৎপত্তির হেতু বলিতেছি। একদা পার্ব্বতী স্বীয় গাত্রোদ্বর্ত্তন করেন, তাহাতে গাত্র হইতে কিঞ্চিৎ মল উৎপন্ন হয়। তিনি সেই মল দর্শনে তাহা হস্তে লইয়া একটী প্রতিমা প্রস্তুত করেন; আর দেখেন যে, প্রতিমাটী সুন্দর হইয়াছে। তদ্দর্শনে পার্ব্বতী তাহাতে জীবসঞ্চার করিয়াছিলেন। প্রতিমা তখন তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান হইল এবং মাতাকে বলিল,—আজ্ঞা করুন; আমি আপনার কি কার্য্য করিব?১—১২। পার্ব্বতী কহিলেন,—আমি যতক্ষণ স্নান করি, তাবৎ তুমি দ্বারদেশে অবস্থান কর। এই সকল পরশু প্রভৃতি আয়ুধ রহিল। তুমি দ্বারে থাক, কেহই যেন বিঘ্নাচরণ না করে। মহাদেবী এই কথা কহিলে, তিনি আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক দ্বারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অভ্যন্তরে যাইবার জন্য মহেশের মতি

প্রবেশোঽদায়ি তস্য ন। ততঃ ক্রুদ্ধো মহাদেবঃ পরস্পরমযুদ্ধ্যত ॥১৬॥ যুদ্ধং কৃত্বা ততশ্চোভৌ পরস্পরবধৈষিণৌ। পরশুং জঘ্নিবান্ দেবললাটে পরমে শুভম্ ॥ ১৭ ॥ ততো দেবো মহাদেবঃ শূলমুদ্যম্য চাহনৎ। শিরশ্চিচ্ছেদ শূলেন তদ্ভূমৌ নিপপাত হ ॥ ১৮ ॥ তং দৃষ্ট্বা পতিতং পুত্রং পার্ব্বতী প্ররুরোদ হ ॥ হাহাকারো মহানাসীত্তদা তত্র নিপাতিতে ॥ ১৯ ॥ পার্ব্বতীং বিকলাং দৃষ্ট্বা দেবোদেবো মহেশ্বরঃ। চিন্তয়ামাস দেবোঽপি কিং কৃতং বা মুধা ময়া ॥ ২০ ॥ এতস্মিন্নন্তরে তত্র গজাসুরমপশ্যত। তং দৃষ্ট্বা চ মহাদৈত্যং সর্ব্বলোকৈকপূজিতঃ ॥ ২১ ॥ জঘ্নিবাংস্তচ্ছিরো গৃহ্য পার্ব্বত্যা কৃতমর্ভকম্। উত্তস্থৌ সগণস্তত্র মহাদেবস্য সন্নিধৌ ॥ ২২ ॥ ততো নাম চকারাস্য গজানন ইতি স্ফুটম্। সুরাঃ সর্ব্বে চ সংপৃক্তা হর্ষিতা মুনয়স্তথা ॥ ৩২ ॥ স্তবস্তি স্তুতিভিঃ শশ্বৎকুটুম্বকুশলঙ্করম্। বিক্রীণাতি কুটুম্বং যো মোদকার্থং সমর্চ্চকে ॥ ২৪ ॥ দক্ষিণস্যাং প্রতোল্যাং তমেকদন্তঞ্চ পীবরম্। আর্চ্চয়চ্চ মহাদেবং স্বয়ম্ভূঃ সুরপূজিতম্ ॥ ২৫ ॥ জটিলং বামনং চৈব নাগযজ্ঞোপবীতকম্। ত্র্যক্ষং চৈব মহাকায়ং করধ্বজকুঠারকম্ ॥ ২৬ ॥ দধানং কমলং হস্তে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্। রক্ষণায় চ লোকানাং নগরাদ্দক্ষিণাশ্রিতম্ ॥ ২৭ ॥ সুপ্রসন্নং গণাধ্যক্ষং সিদ্ধিবুদ্ধিনমস্কৃতম্। সিন্দূরাভং সুরশ্রেষ্ঠং তীব্রাঙ্কুশধরং শুভম্ ॥ ২৮ ॥ শতপুণ্যৈঃ শুভৈঃ পুষ্পৈরর্চ্চিতং হ্যমরাধিপঃ। প্রণম্য চ মহাভক্ত্যা তুষ্টুবুস্তং সুরাস্ততঃ ॥ ২৯ ॥ দেবা উচুঃ। নমস্তেঽস্তু সুরেশায় গণানাং পতয়ে নমঃ। গজানন নমস্তুভ্যং মহাদেবাধিদৈবত ॥ ৩০ ॥ ভক্তিপ্রিয়ায় দেবায় গণাধ্যক্ষ নমোঽস্তু তে। ইত্যেবৈশ্চ শুভৈঃ স্তোত্রৈঃ স্তূয়মানো গণাধিপঃ। সুপ্রীতশ্চ গণাধ্যক্ষঃ তদাসৌ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩১ ॥ গণাধ্যক্ষ উবাচ। তুষ্টোঽহং বো সুরা ব্রূত বাঞ্ছিতঞ্চ দদামি বঃ ॥৩২ ॥ দেবা উচুঃ। ত্বমত্রস্থো মহাভাগ কুরু কার্য্যঞ্চ নঃ

হইল। তিনি তথায় গমন করিলেন। কিন্তু দ্বারস্থ গণেশ তাঁহাকে প্রবেশপথ প্রদান করিলেন না। তখন মহাদেব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পরস্পর যুদ্ধারম্ভ করিলেন। যুদ্ধ করিয়া উভয়ে উভয়ের বধৈষী হইলেন। ইতিমধ্যে মহাদেবের প্রশস্ত ললাটে গণেশ পরশু প্রহার করিলেন। তখন মহাদেব তাঁহার শূল উদ্যত করিয়া তৎপ্রতি নিক্ষেপ করিলেন। শূলাঘাতে গণেশের মস্তক ছিন্ন হইল। তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। পুত্রকে পতিত দেখিয়া পার্ব্বতী রোদন করিতে লাগিলেন। গণেশের পতনে তখন একটা মহান্ হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল। পার্ব্বতীকে বিহ্বল দেখিয়া দেবদেব মহেশ্বর চিন্তা করিলেন—আমি এক্ষণে কি অনর্থ ঘটাইলাম? ইত্যবকাশে তিনি গজাসুরকে দেখিতে পাইলেন। সর্ব্বলোকের একমাত্র পূজিত মহাদেব সেই মহাদৈত্যকে দেখিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলেন এবং সেই মস্তক যোজনা করিয়া পার্ব্বতী-সুতকে উজ্জীবিত করিয়া দিলেন। তখন সেই গণেশ মহাদেবের সমক্ষে উত্থিত হইলেন। অনন্তর মহাদেব তাঁহার 'গজানন' এই অনুগতার্থ নাম রক্ষা করিলেন। এই ব্যাপারে সুরগণ ও মুনিগণ সকলেই সম্মিলিত ও হৃষ্ট হইয়া বিবিধ স্তুতিবাক্যে সেই কুটুম্বকুশলকর গণেশকে স্তব করিতে লাগিলেন। যিনি মোদক দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া পূজিত ব্যক্তির কুটুম্ব বৃদ্ধি করিয়া দেন, সেই একদন্ত স্থূলকলেবর দেবদেব গণেশকে দক্ষিণপ্রতোলীতে স্বয়ং স্বয়ম্ভু অর্চ্চনা করেন। সেই দেব জটিল, খর্ব্বাঙ্গ, নাগযোজ্ঞপবীতধারী, ত্রিনয়ন, মহাকায়, হস্তে ধ্বজকুঠার-কমলধারী, সর্ব্ববিঘ্নহর, লোকরক্ষার্থ নগরের দক্ষিণদিকে অবস্থিত, সুপ্রসন্ন, গণাধ্যক্ষ, সিদ্ধি-বুদ্ধি-নমস্কৃত, সিন্দূরাভ, সুরশ্রেষ্ঠ, তীব্র অঙ্কুশধর, শুভদর্শন, ও প্রফুল্ল শতপুষ্প দ্বারা অর্চ্চিত। অমরাধিপ এবং অন্যান্য সুরগণ মহাভক্তিযোগে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পরে স্তব করিতে লাগিলেন। ১৬—২৯। দেবগণ কহিলেন—হে গজানন! হে মহাদেবাধিদৈবত! আপনি সুরেশ ও গণেশ্বর, আপনাকে বারম্বার নমস্কার করি, হে গণাধ্যক্ষ! আপনি ভক্তিপ্রিয় দেব, আপনাকে নমস্কার। ইত্যাদি বিবিধ শুভস্তবে স্তূয়মান হইয়া গণাধিপতি সুপ্রীত হইলেন এবং দেবগণকে তখন বলিতে লাগিলেন। গণাধ্যক্ষ কহিলেন—হে সুরগণ! আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমাদের অভীষ্ট কি, তাহা বল; আমি প্রদান করিব। দেবগণ কহিলেন,—হে মহাভাগ! আপনি এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমাদের কার্য্য নির্ব্বাহ করুন।

প্রভো। ধর্ম্মারণ্যে চ বিপ্রাণাং বণিগ্‌জন-নিবাসিনাম্ ॥ ৩৩ ॥ ব্রহ্মচর্য্যাদিযুক্তানাং ধার্ম্মিকাণাং গণেশ্বর। বর্ণাশ্রমেতরাণাঞ্চ রক্ষিতা ভব সর্ব্বদা ॥ ৩৪ ॥ ত্বৎপ্রসাদান্মহাভাগ ধনসৌখ্যযুতা দ্বিজাঃ। ভবন্তু সর্ব্বেসততং বণিজশ্চ মহাবলাঃ ॥ ৩৫ ॥ রক্ষিতব্যাস্ত্বয়া দেব যাবচ্চন্দ্রার্কমেদিনী। এবমস্ত্বিতি সোঽব্রবীদ্‌গণনাথো মহেশ্বরঃ ॥ ৩৬ ॥ দেবাশ্চ হর্ষমাপন্নাঃ পূজয়ন্তি গণাধিপম্। ততো দেবা মুদা যুক্তাঃ পুষ্পধূপাদিতর্পণৈঃ ॥ ৩৭ ॥ যে চান্যে মনুজা লোকে নির্ব্বিঘ্নার্থঞ্চ পূজয়ন্ ॥ ৩৮ ॥ বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু পূর্ব্বমারাধিতো ভবেৎ। ধর্ম্মারণ্যোদ্ভবানাঞ্চ প্রসন্নো ভব সর্ব্বদা ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গণেশপ্রস্থাপনাবর্ণ নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। শম্ভোশ্চ পশ্চিমে ভাগে স্থাপিতঃ কশ্যপাত্মজঃ। তত্রাস্তি তন্মহাভাগ রবিক্ষেত্রং তদুচ্যতে ॥ ১ ॥ তত্রোৎপন্নৌ মহাদিব্যৌ রূপযৌবনসংযুতৌ। নাসত্যাবশ্বিনৌ দেবৌ বিখ্যাতৌ গদনাশনৌ ॥ ২ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। পিতামহ মহাভাগ কথয়স্ব প্রসাদতঃ। উৎপত্তিরশ্বিনোশ্চৈব মৃত্যুলোকে চ তৎকথম্ ॥ ৩ ॥ রবিলোকাৎ কথং সূর্য্যো ধরায়ামবতারিতঃ। এতৎসর্ব্বং প্রযত্নেন কথয়স্ব প্রসাদতঃ ॥ ৪ ॥ যচ্ছ্রুত্বা হি মহাভাগ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫ ॥ ব্যাস উবাচ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া ভূপ উর্দ্ধলোককথানকম্। যচ্ছ্রুত্বা নরশার্দ্দূল সর্ব্বরোগাৎ প্রমুচ্যতে। বিশ্বকর্ম্মসুতা সংজ্ঞা অংশুমদ্রবিণা বৃতা ॥ ৬ ॥ সূর্য্যং দৃষ্ট্বা সদা সংজ্ঞা স্বাক্ষিসংযমনং ব্যধাৎ। যতস্ততঃ সরোষোঽর্কঃ সংজ্ঞাং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭ ॥ সূর্য্য উবাচ ॥ ময়ি দৃষ্টে সদা যস্মাৎ কুরুষে স্বাক্ষিসংযমম্। তস্মাজ্জনিষ্যতে মূঢ়ে প্রজাসংযমনো যমঃ ॥ ৮ ॥ ততঃ সা চপলং দেবী দদর্শ চ ভয়াকুলম্। বিলোলিতদৃশং দৃষ্ট্বা পুনরাহ চ তাং রবিঃ ॥ ৯ ॥ যস্মাদ্বিলোলিতা

হে গণেশ্বর! এই ধর্ম্মারণ্যে যে সকল বণিক্‌বিপ্র, ব্রহ্মচর্য্যাদিসম্পন্ন ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ এবং বর্ণাশ্রমেতর অন্যান্য যে সকল লোক বাস করিতেছে, আপনি সর্ব্বদা তাহাদের রক্ষাকর্ত্তা হউন। হে মহাভাগ! আপনার প্রসাদে অত্রত্য ব্রাহ্মণগণ এবং মহাবল বণিক্‌গণ সতত ধনাঢ্য ও সুখসম্পন্ন হউক। যতদিন চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথ্বী আছেন, তত দিন আপনি ইহাদিগকে রক্ষা করিবেন। মহেশ্বর গণনাথ দেবগণের কথার প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—'তথাস্তু'। তখন দেবগণ হৃষ্ট হইয়া পুষ্প ও ধূপাদি দ্বারা গণাধিনাথকে পূজা করিলেন। এইরূপে অন্যান্য লোকও রিপুবিনাশের জন্য তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। বিবাহ এবং যজ্ঞোৎসবাদি ব্যাপারে গণপতি সর্ব্বাগ্রেই অর্চ্চিত হন। এই বিধানে ধর্ম্মারণ্যবাসীদিগের প্রতি গণনাথ সর্ব্বদা প্রসন্ন হইয়া রহিলেন। ৩০—৩৯।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে মহাভাগ! শম্ভুর পশ্চিমভাগে কশ্যপনন্দন সূর্য্য স্থাপিত হইয়াছিলেন। এজন্য তথায় যে ক্ষেত্র আছে; তাহা রবিক্ষেত্র নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। সেই ক্ষেত্রেই বিখ্যাত রোগচিকিৎসক রূপযৌবনশালী অশ্বিনীকুমারদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে মহাভাগ! পিতামহ! আপনি প্রসন্ন হইয়া বলুন—এই মর্ত্ত্যধামে সেই দুই অমরপ্রবর অশ্বিনীকুমারের উৎপত্তি হইল কিরূপে? সূর্য্যই বা কিরূপে স্বীয় লোক হইতে ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট বলুন। হে মহাভাগ! উহা শ্রবণে সর্ব্বপাপ হইতেই মুক্তিলাভ হইবে। ১—৫। ব্যাস বলিলেন,—হে ভূপ! তুমি এই স্বর্গলোকঘটিত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ; অতএব তোমার ইহা উত্তম প্রশ্ন। হে নরবর! ইহা শ্রবণে লোক সর্ব্বরোগ হইতেই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে অংশুমালী রবি বিশ্বকর্ম্মনন্দিনী সংজ্ঞার পাণিপীড়ন করেন। কিন্তু সংজ্ঞা সূর্য্যকে দেখিয়াই স্বীয় চক্ষু নিমীলন করিলেন। এই জন্য সূর্য্য রোষপরবশ হইয়া সংজ্ঞাকে বলিলেন—অয়ি মূঢ়ে! তুমি আমাকে দেখিলেই সর্ব্বদা চক্ষুঃসংযম করিয়া থাক। এই নিমিত্ত তোমার গর্ভে প্রজাসংযমকারী যম জন্ম গ্রহণ করিবে। অনন্তর দেবী সংজ্ঞা ভয়ব্যাকুলিতভাবে চঞ্চলনয়নে রবির দিকে তাকাই-

দৃষ্টির্ময়ি দৃষ্টে ত্বয়াধুনা। তস্মাদ্বিলোলিতাং সংজ্ঞে তনয়াং প্রসবিষ্যসি ॥১০॥ ব্যাস উবাচ। ততস্তস্যান্ত সঞ্জজ্ঞে ভর্ত্তৃশাপেন তেন বৈ। যমশ্চ যমুনা যেয়ং বিখ্যাতা সুমহানদী ॥ ১১ ॥ সা চ সংজ্ঞা রবেস্তেজো মহদ্দুঃখেন ভামিনী। অসহন্তীব সা চিত্তে চিন্তয়ামাস বৈ তদা ॥ ১২ ॥ কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি ক্ব গতায়াশ্চ নির্ব্বৃতিঃ। ভবেন্মম কথং ভর্ত্তুঃ কোপমর্কস্য নশ্যতি ॥ ১৩ ॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য বহুধা প্রজাপতিসুতা তদা। সাধু মেনে মহাভাগা পিতৃসংশ্রয়মাপ সা ॥ ১৪ ॥ ততঃ পিতৃগৃহং গন্তুং কৃতবুদ্ধির্যশস্বিনী। ছায়ামাহূয়াত্মনস্তু সা দেবী দয়িতা রবেঃ ॥ ১৫ ॥ তাঞ্চোবাচ ত্বয়া স্থেয়মত্র ভানোর্যথা ময়া। তথা সম্যগপত্যেষু বর্ত্তিতব্যং তথা রবৌ ॥ ১৬ ॥ দুষ্টমপি ন বাচ্যস্তে যথা বহুমতং মম। সৈবাস্মি সংজ্ঞাহমিতি বাচ্যমেবং ত্বয়ানঘে ॥ ১৭ ॥ ছায়াসংজ্ঞোবাচ আকেশগ্রহণাচ্চাহমাশাপাচ্চ বচস্তথা। করিষ্যে কথয়িষ্যামি যাবৎ কেশাপকর্ষণাৎ ॥ ১৮ ॥ ইত্যুক্তা সা তদা দেবী জগাম ভবনং পিতুঃ। দদর্শ তত্র ত্বষ্টারং তপসা ধূতকিল্বিষম্ ॥ ১৯ ॥ বহুমানাচ্চ তেনাপি পূজিতা বিশ্বকর্ম্মণা। তস্থৌ পিতৃগৃহে সা তু কিঞ্চিৎ কালমনিন্দিতা ॥ ২০ ॥ ততঃ প্রাহ স ধর্ম্মজ্ঞঃ পিতা নাতিচিরোষিতাম্। বিশ্বকর্ম্মা সুতাং প্রেম্ণা বহুমানপুরঃসরম্ ॥ ২১ ॥ ত্বাং তু মে পশ্যতো বৎসে দিনানি সুবহূন্যপি। মুহূর্ত্তেন সমানি স্যুঃ কিন্তু ধর্ম্মো বিলোপ্যতে ॥ ২২ ॥ বান্ধবেষু চিরং বাসো ন নারীণাং যশস্করঃ। মনোরথো বান্ধবানাং ভার্য্যা পতিগৃহে স্থিতা ॥ ২৩ ॥ সা ত্বং ত্রৈলোক্যনাথেন ভর্ত্রা সূর্য্যেণ সঙ্গতা। পিতুর্গৃহে চিরং কালং বস্তুং নার্হসি পুত্রিকে ॥ ২৪ ॥ অতো ভর্ত্তৃগৃহং গচ্ছ দৃষ্টোঽহং পূজিতা চ মে। পুনরাগমনং কার্য্যং দর্শনায় শুভেক্ষণে ॥ ২৫ ॥ ব্যাস উবাচ। ইত্যুক্তা সা তদা ক্ষিপ্রং তথেত্যুক্তা চ বৈ মুনে।

লেন। রবি পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, যে হেতু আমাকে দেখিয়াই তুমি অধুনা চঞ্চলনেত্রে দৃষ্টিপাত করিলে, এইজন্য হে সংজ্ঞে! তুমি এক চঞ্চলস্বভাবা তনয়া প্রসব করিবে। ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর ভর্ত্তার শাপে সংজ্ঞার গর্ভে যম এবং বিখ্যাত মহানদী যমুনা জন্ম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সংজ্ঞার নিকট ভর্ত্তার তেজ একান্তই অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি মহাদুঃখে পড়িয়া মনে মনে তখন ভাবিতে লাগিলেন,—আমি কি করিব, কোথায় যাইব? কোথায় গিয়া নির্ব্বৃতি লাভ করিব? আমার ভর্ত্তার ক্রোধ কিরূপে নষ্ট হইবে? মহাভাগা প্রজাপতি-দুহিতা এইরূপে তখন বহু চিন্তা করিয়া পিতৃগৃহে গমনই শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করিলেন এবং প্রকৃতপক্ষেও তাহাই করিতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর যশস্বিনী রবিপ্রিয়া সংজ্ঞাদেবী পিতৃগৃহগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বীয় ছায়াকে আহ্বান করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন,—তুমি আমার ন্যায় এই ভানুগৃহে অবস্থান কর। পতি রবি এবং সমস্ত অপত্যদিগের উপর সম্যক্ ব্যবহার করিও। আমার এই যে অভিমত কার্য্য, ইহা দুষ্ট হইলেও ব্যক্ত করিবে না। হে অনঘে! আমিই সেই সংজ্ঞা, তুমি এই কথাই পতির নিকট প্রকাশ করিবে। ছায়া-সংজ্ঞা কহিলেন,—পতি যতক্ষণ আমার কেশগ্রহণ না করিবেন বা আমায় শাপদানে উদ্যত না হইবেন, ততক্ষণ আমি তোমার কথামত কার্য্য করিব। ছায়া এই কথা কহিলে, সংজ্ঞা পিত্রালয়ে পলাইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া তপঃপূত-দেহ পিতাকে দর্শন করিলেন। ৬—১৯। পিতা বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে বহুমানপুরঃসর পূজা করিলেন। সেই অনিন্দিতা সংজ্ঞা তদবধি কিয়ৎকাল পিতৃগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ পিতা বিশ্বকর্ম্মা একদা সেই নাতিচিরোষিতা দুহিতাকে বহুমানপূর্ব্বক বলিলেন,—বৎসে! তোমাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া দর্শন করিলেও স্নেহবশতঃ সে কাল আমার নিকট মুহূর্ত্তের ন্যায় বোধ হয়। কিন্তু এরূপ দীর্ঘকালাবস্থানে ধর্ম্ম লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। বান্ধবগণের গৃহে দীর্ঘকাল বসবাস নারীগণের পক্ষে যশস্কর নহে। ভার্য্যা পতিগৃহে থাকে, ইহাই তদীয় বান্ধবগণের মনোরথ; বিশেষতঃ তুমি ত্রিলোকপতি ভর্ত্তা সূর্য্যের সহিত সঙ্গত হইয়াছ; অতএব হে পুত্রিকে! পিতৃগৃহে অধিকদিন বাস করা তোমার পক্ষে উচিত হয় না। তাই বলিতেছি, তুমি এখন ভর্ত্তার গৃহেই যাও। আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে; আমি তোমাকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়াছি। হে শুভাননে! তুমি দর্শনার্থ পুনর্ব্বার সময়মত আগমন করিও। ব্যাস বলিলেন,—বিশ্বকর্ম্মা এই কথা কহিলে সংজ্ঞা তখন 'তথাস্তু' বলিয়া

পূজয়িত্বা তু পিতরং সা জগামোত্তরান্ কুরূন্॥ ২৬॥ সূর্য্যতাপমনিচ্ছন্তী তেজসস্তস্য বিভ্যতী। তপশ্চচার তত্রাপি বড়বারূপধারিণী॥ ২৭॥ সংজ্ঞামিত্যেব মন্বানো দ্বিতীয়ায়াং দিবস্পতিঃ। জনয়ামাস তনয়ৌ কন্যাং চৈকাং মনোরমাম্॥ ২৮॥ ছায়া স্বতনয়েম্বেব যথা প্রেম্ণাধ্যবর্ত্তত। তথা ন সংজ্ঞাকন্যায়াং পুত্রয়োশ্চাপ্যবর্ত্তত। লালনাসু চ ভোজ্যেষু বিশেষমনুবাসরম্॥ ২৯॥ মনুস্তৎ ক্ষান্তবানস্যা যমস্তস্যা ন চাক্ষমৎ। তাড়নায় ততঃ কোপাৎ পাদস্তেন সমুদ্যতঃ। তস্যাঃ পুনঃ ক্ষান্তমনা ন তু দেহে ন্যপাতয়ৎ॥ ৩০॥ ততঃ শশাপ তং কোপাচ্ছায়াসংজ্ঞা যমং নৃপ। কিঞ্চিৎ প্রস্ফুরমাণোষ্ঠী বিচলৎপাণিপল্লবা॥ ৩১॥ পত্ন্যাং পিতুর্ময়ি যদি পাদমুদ্যচ্ছসে বলাৎ। ভুবি তস্মাদয়ং পাদস্তবাদ্যৈব ভবিষ্যতি॥ ৩২॥ ইত্যাকর্ণ্য যমঃ শাপং মাতর্য্যতিবিশঙ্কিতঃ। অভ্যেত্য পিতরং প্রাহ প্রণিপাতপুরঃসরম্॥ ৩৩॥ তাতৈতন্মহদাশ্চর্য্যমদৃষ্টমিতি চ কচিৎ। মাতাবাৎসল্যরূপেণ শাপং পুত্রে প্রযচ্ছতি॥ ৩৪॥ যথা মাতা মমাচষ্ট নেয়ং মাতা তথা মম। নির্গুণেষ্বপি পুত্রেষু ন মাতা নির্গুণা ভবেৎ॥ ৩৫॥ যমস্যৈতদ্বচঃ শ্রুত্বা ভগবাংস্তিমিরাপহঃ। ছায়াসংজ্ঞামথাহূয় পপ্রচ্ছ ক গতেতি চ॥ ৩৬॥ সা চাহ তনয়া ত্বষ্টুরহং সংজ্ঞা বিভাবসো। পত্নী তব ত্বয়াপত্যান্যেতানি জনিতানি মে॥ ৩৭॥ ইত্থং বিবস্বতস্তাস্তু বহুশঃ পৃচ্ছতো যদা। নাচচক্ষে তদা ক্রুদ্ধো ভাস্বাংস্তাং শপ্তুমুদ্যতঃ॥ ৩৮॥ ততঃ সা কথয়ামাস যথাবৃত্তং বিবস্বতে। বিদিতার্থশ্চ ভগবান্ জগাম ত্বষ্টুরালয়ম্॥ ৩৯॥ ততঃ সম্পূজয়ামাস ত্বষ্টা ত্রৈলোক্যপূজিতম্। ভাস্বন্ কিং রহিতা শক্ত্যা নিজগেহমুপাগতঃ॥ ৪০॥ সংজ্ঞাং পপ্রচ্ছ তং তস্মৈ কথয়ামাস তত্ত্ববিৎ। আগতা সেহ মে বেশ্ম ভবতঃ প্রেষিতা রবে॥ ৪১॥ দিবাকরঃ সমাধিস্থো বড়বারূপধারিণীম্। তপশ্চরন্তীং দদৃশে উত্তরেষু কুরুম্বথ॥

পিতাকে বন্দনাপূর্ব্বক উত্তরকুরুদেশে গমন করিলেন। তিনি সূর্য্যের তাপভোগে অনিচ্ছুক এবং তদীয় তেজ হইতে ভীতা হইয়া বড়বারূপ ধারণপূর্ব্বক সেই উত্তর কুরুদেশে তপস্যা করিতে লাগিলেন। এদিকে দিবাকর ছায়াকেই সংজ্ঞা বোধে তাঁহার গর্ভে দুই পুত্র ও এক মনোরমা কন্যা উৎপাদন করিলেন। কিন্তু ছায়া নিজের সন্তানগুলির উপর স্নেহ যেরূপ প্রদর্শন করিতেন, সংজ্ঞার সন্তানদিগের উপর সেরূপ সস্নেহ ব্যবহার করিতে লাগিলেন না। মনু তাঁহার সে অসমান-ব্যবহার সহ্য করিলেন; কিন্তু যমের তাহা সহ্য হইল না। তিনি ছায়াকে প্রহার করিবার নিমিত্ত স্বীয় পদ উত্তোলন করিলেন মাত্র; পরন্তু ক্ষমা গুণে সে পদ তাঁহার গাত্রে পাতিত করিলেন না তখন ছায়া কোপবশে যমকে অভিশাপ দিলেন। অভিশাপবাক্য উচ্চারণ করিবার কালে তাঁহার ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ স্ফুরিত হইল এবং পাণিপল্লব বিচলিত হইল। তিনি বলিলেন,—আমি তোর পিতার পত্নী; আমাকে প্রহার করিবার নিমিত্ত তুই যখন পাদোত্তোলন করিয়াছিস্, তখন তোর ঐ পদ অদ্যই ভূতলে পতিত হইবে। যম সেই শাপবাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত শঙ্কিতভাবে পিতার নিকট গমনান্তে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন,—তাত! অদ্য মহা আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছে। এরূপ ব্যাপার কুত্রাপি দেখা যায় না যে, বাৎসল্যরূপিণী মাতা পুত্রের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিয়া থাকেন। মাতা আমাকে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এ মাতা আমার প্রকৃত মাতা নহেন। পুত্র নির্গুণ হইলেও মাতা কখনই নির্গুণা হন না। ২০—৩৫। পুত্রের এই কথা শুনিয়া তিমিরারি ছায়া-সংজ্ঞাকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—সংজ্ঞা কোথায় গিয়াছে? ছায়া কহিল,—হে বিভাবসো! আমিই তো ত্বষ্টার তনয়া সেই সংজ্ঞা। আমিই আপনার পত্নী; আমাতেই আপনি এই সকল অপত্য উৎপাদন করিয়াছেন। কিন্তু বিবস্বান্ সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া তাঁহার নিকট বহুবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যখন ছায়া কিছুতেই প্রকৃত কথা ব্যক্ত করিল না, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপদানে সমুদ্যত হইলেন। এই সময় ছায়া তাঁহার নিকট প্রকৃত ঘটনা বলিল। বিবস্বান্ প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিয়া বিশ্বকর্ম্মার আলয়ে গমন করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা ত্রিলোকপতি সূর্য্যকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভাস্বন্! আপনি কেন শক্তিশূন্য হইয়া মদ্গৃহে আগমন করিলেন? অনন্তর সূর্য্য ত্বষ্টার নিকট সংজ্ঞার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তত্ত্বজ্ঞ ত্বষ্টা বলিলেন,—রবে! সেই সংজ্ঞা আমারই গৃহে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে আপনার পার্শ্বে পাঠাইয়াছি। তখন দিবাকর

৪২॥ অসহমানা সূর্য্যস্য তেজস্তেনাতিপীড়িতা। বহ্ন্যাভনিজরূপঞ্চ ছায়ারূপং বিমুচ্য চ॥ ৪৩॥ ধর্ম্মারণ্যে সমাগত্য তপস্তেপে সুদুষ্করম্। ছায়াপুত্রং শনিং দৃষ্ট্বা যমং চাস্যাঞ্চ ভূপতে॥ ৪৪॥ তদৈব বিস্মিতঃ সূর্য্যো দুষ্টপুত্রৌ সমীক্ষ্য চ। জ্ঞাতুং দধ্যৌ ক্ষণং ধ্যাত্বা বিদিত্বা তচ্চ কারণম্॥ ৪৫॥ মৎপ্রভাঝ্যাদগ্ধদেহা সা তপস্তেপে পতিব্রতা। যেন মাং তেজসা সহ্যং দ্রষ্টুং নৈব শশাক হ॥ ৪৬॥ পঞ্চাশদ্বায়নেঽতীতে গত্বা কা তপ আচরৎ। প্রদ্যোতনো বিচার্য্যৈবং গত্বা শীঘ্রং মনোজবঃ॥ ৪৭॥ ধর্ম্মারণ্যে বরে পুণ্যে, যত্র সংজ্ঞাস্থিতা তপঃ। আগতং তং রবিং দৃষ্ট্বা বড়বা সমজায়ত॥ ৪৮॥ সূর্য্যপত্নী সদা সংজ্ঞা সূর্য্যশ্চাশ্বস্ততোঽভবৎ। তাভ্যাং সহাভূৎ সংযোগো ঘ্রাণে লিঙ্গং নিবেশ্য চ॥ ৪৯॥ তদা তৌ চ সমুৎপন্নৌ যুগলাবশ্বিনৌ ভুবি। প্রাদুর্ভূতং জলং তত্র দক্ষিণেন খুরেণ চ॥ ৫০ বিদলিতে ভূমিভাগে তত্র কুণ্ডং সমুদ্ভবৌ। দ্বিতীয়ং তু পুনঃ কুণ্ডং পশ্চার্দ্ধচরণোদ্ভবম্॥ ৫১॥ উত্তরবাহিন্যাঃ কাশ্যাঃ কুরুক্ষেত্রাদি বৈ তথা। গঙ্গাপুরী সমফলং কুণ্ডেঽত্র মুনিনোদিতম্॥ ৫২॥ তৎফলং সমবাপ্নোতি তত্র কুণ্ডে ন সংশয়ঃ। স্নানং বিধায় তত্রৈব সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৫৩॥ ন পুনর্জ্জায়তে দেহঃ কুষ্ঠাদিব্যাধিপীড়িতঃ। এতত্তে কথিতং ভূপ দস্রাংশোৎপত্তিকারণম্॥ ৫৪॥ তদা ব্রহ্মাদয়ো দেবা আগতাস্তত্র ভূপতে। দত্বা সংজ্ঞাবরং শুভ্রং চিন্তিতাদধিকং হি তৈঃ॥ ৫৫॥ স্থাপয়িত্বা রবিং তত্র বকুলাখ্যবনাধিপম্। আনর্চ্চুস্তে তদা সংজ্ঞা পূর্ব্বরূপাভবত্তদা॥ ৫৬॥ স্থাপিতা তত্র রাজ্ঞী চ কুমারৌ যুগলৌ তদা। এতত্তীর্থফলং বক্ষ্যে শৃণু রাজন্ মহামতে॥ ৫৭॥ আদিস্থানং কুরুশ্রেষ্ঠ দেবৈরপি সুদুর্লভম্। রবিকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা শ্রদ্ধাযুক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৫৮॥ তারয়েৎ স পিতৄন্ সর্ব্বান্ মহানরকগানপি। শ্রদ্ধয়া যঃ পিবেত্তোয়ং

সমাধিস্থ হইয়া দেখিলেন,—সংজ্ঞা উত্তর কুরুদেশে বড়বারূপে তপস্যা করিতেছেন। সূর্য্যের তেজ তাঁহার নিকট অসহ্য হইয়াছে। তিনি সে তেজে পীড়িত হইয়া নিজের বহ্নিপ্রভ-রূপ ও ছায়ারূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মারণ্যে উপস্থিত হন এবং অনন্তসাধ্য তপশ্চর্য্যা করিতে থাকেন। হে ভূপতে! সূর্য্য যখন ছায়াপুত্র শনি ও সংজ্ঞানন্দন যমের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখনই বিস্মিত হইয়া কারণজিজ্ঞাসায় ক্ষণকাল ধ্যানস্থ ছিলেন এবং ধ্যানবলে সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন,—তাঁহার উগ্র অংশুতেজে দগ্ধদেহা পতিব্রতা সংজ্ঞা তপশ্চর্য্যায় নিবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি আমার তেজোময় দেহ দেখিতে বা তাহার তেজ সহ্য করিতে একান্তই অক্ষমা। নতুবা পঞ্চাশৎবর্ষ অতীত হইয়া গেলেও কোন্ রমণী তপস্যা করিয়া থাকে? বিভাকর এবম্বিধ বিচারালোচনা করিয়া মনোবেগে সত্বর গমনপূর্ব্বক পবিত্র ধর্ম্মারণ্যে উপস্থিত হইলেন। সংজ্ঞা সেইস্থানেই তপস্যা করিতেছিলেন। রবিকে সমাগত দেখিয়া সূর্য্যভার্য্যা তখন এক বড়বা হইলেন এবং সূর্য্যও অশ্বরূপ ধারণ করিলেন। তখন তাঁহাদের উভয়ের সংযোগ ঘটিল। সূর্য্যরূপী অশ্ব বড়বারূপিণী সংজ্ঞার নাসিকাবিবরে লিঙ্গ নিবেশিত করিলেন। সেই সংযোগের ফলে তখন অশ্বিনীকুমারযুগল ভূতলে উৎপন্ন হইলেন। অশ্বের দক্ষিণ খুর দ্বারা [illegible] হওয়ায় তথায় জল উত্থিত হইল এবং সেই জল এক কুণ্ডাকারে প্রতিভাত হইতে লাগিল। অশ্বের পশ্চার্দ্ধের চরণঘাতে আরও এক কুণ্ড উত্থিত হইল। মুনিগণের মতে কাশীর উত্তরবাহিনী গঙ্গা ও কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থসেবায় যে ফল হয়, এই কুণ্ডে স্নান করিলে নর সেই ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কুণ্ডে স্নান করিয়া লোক সর্ব্বপাপ হইতেই মুক্ত হয়। এবং স্নানকারীর দেহ আর কদাচ কুষ্ঠাদি ব্যাধি দ্বারা পরিপীড়িত হয় না। হে ভূপ! এই আমি তোমার নিকট অশ্বিনীকুমারযুগলের উৎপত্তি নিদান ব্যক্ত করিলাম। ৩৬—৫৪। হে ভূপতে! তৎকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সংজ্ঞাকে আকাঙ্ক্ষিত বিষয়েরও অধিক বর প্রদান করিলেন এবং তথায় রবিকে বকুল-বনের অধিপতিরূপে স্থাপন করিয়া পূজা করিলেন। সংজ্ঞা তখন পূর্ব্বরূপ ধারণ করিলেন। তৎকালে রাজ্ঞী সংজ্ঞা এবং তাঁহার সেই পুত্রযুগলও ধর্ম্মারণ্যে স্থাপিত হইলেন! হে রাজন্, মহামতে! এক্ষণে এই তীর্থফলের বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আদিত্যস্থান দেবগণেরও দুর্লভ। শ্রদ্ধাযুক্ত জিতেন্দ্রিয় নর রবিকুণ্ডে স্নান করিয়া তদীয় মহানরকগামী পিতৃপুরুষদিগকেও উদ্ধার করিয়া থাকে। [illegible]

সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ॥ ৫৯॥ স্বল্পং বাপি বহু বাপি সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ। সপ্তম্যাং রবিবারেণ গ্রহণং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ॥ ৬০॥ রবিকুণ্ডে চ যে স্নাতা ন তে বৈ গর্ভগামিনঃ। সংক্রান্তৌ চ ব্যতীপাতে বৈধৃতেষু চ পর্ব্বসু॥ ৬১॥ পূর্ণমাস্যামমাবাস্যাং চতুর্দ্দশ্যাং সিতাসিতে। রবিকুণ্ডে চ যঃ স্নাতঃ ক্রতুকোটিফলং লভেৎ॥ ৬২॥ পূজয়েদ্বকুলার্কঞ্চ একচিত্তেন মানবঃ। স যাতি পরমং ধাম স যাবত্তপতে রবিঃ॥ ৬৩॥ তস্য লক্ষ্মীঃ স্থিরা নূনং লভতে সন্ততিং সুখম্। অরিবর্গঃ ক্ষয়ং যাতি প্রসাদাচ্চ দিবস্পতেঃ॥ ৬৪॥ নাগ্নের্ভয়ং হি তস্য স্যান্ন ব্যাঘ্রান্ন চ দন্তিনঃ। নচ সর্পভয়ং ক্বাপি ভূতপ্রেতাদিভির্ন হি॥ ৬৫॥ বালগ্রহাশ্চ সর্ব্বেঽপি রেবতী বৃদ্ধরেবতী। তে সর্ব্বে নাশমায়ান্তি বকুলার্ক নমোঽস্তু তে॥ ৬৬॥ গাবস্তস্য বিবর্দ্ধন্তে ধনং ধান্যং তথৈব চ। অবিচ্ছেদো ভবেদ্বংশো বকুলার্কে নমস্কৃতে॥ ৬৭॥ কাকবন্ধ্যা চ যা নারী অনপত্যা মৃতপ্রজা। বন্ধ্যা বিরূপিতা চৈব বিষকন্যাশ্চ যাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৬৮॥ এবং দোষৈঃ প্রমুচ্যন্তে স্নাত্বা কুণ্ডে চ ভূপতে। সৌভাগ্যস্ত্রীসুতাংশ্চৈব রূপং চাপ্নোতি সর্ব্বশঃ॥ ৬৯॥ ব্যাধিগ্রস্তোঽপি যো মর্ত্ত্যঃ ষণ্মাসাচ্চৈব মানবঃ। রবিকুণ্ডে চ সুস্নাতঃ সর্ব্বরোগাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৭০॥ নীলোৎসর্গবধিং যস্তু রবিক্ষেত্রে করোতি বৈ। পিতরস্তৃপ্তিমায়ান্তি যাবদাভূতসংপ্লবম্॥ ৭১॥ কন্যাদানঞ্চ যঃ কুর্য্যাদস্মিন্ ক্ষেত্রে চ পুত্রক। উদ্বাহপরি-পূতাত্মা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ৭২॥ ধেনুদানঞ্চ শয্যাঞ্চ বিক্রমঞ্চ হয়ং তথা। দাসীমহিষীঘণ্টাশ্চ তিলং কাঞ্চনসংযুতম্॥ ৭৩॥ ধেনুং তিলময়ীং দদ্যাদস্মিন্ ক্ষেত্রে চ ভারত। উপানহৌ চ ছত্রঞ্চ শীতত্রাণাদিকং তথা॥ ৭৪॥ লক্ষহোমং তথা রুদ্রং রুদ্রাতিরুদ্রমেব চ। তস্মিন্ স্থানে য যৎকিঞ্চিদ্দদাতি শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ ৭৫॥ একৈকস্য ফলং তাত বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বতঃ। দানেন লভতে ভোগানিহ লোকে পরত্র চ॥ ৭৬॥ রাজ্যঞ্চ লভতে মর্ত্ত্যঃ কৃতোদ্বাহস্তু মানুষাঃ। জায়াতো ধর্ম্মকামার্থাঃ প্রাপ্যন্তে

সহিত ঐ কুণ্ডের জল পান করে, তাহার কৃত কার্য্য স্বল্প বা বহু হউক, তাহা কোটিগুণ হইয়া থাকে। রবিবার সপ্তমীদিনে অথবা চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণকালে যাহারা রবিকুণ্ডে স্নান করে, তাহারা আর গর্ভশায়ী হয় না। সংক্রান্তি, ব্যতীপাত, বৈধৃতি অথবা পূর্ণিমা, উভয়পক্ষের চতুর্দ্দশী এবং অন্যান্য পর্ব্বদিনে যে ব্যক্তি রবিকুণ্ডে স্নান করে, তাহার কোটি কোটি যজ্ঞফল লব্ধ হইয়া থাকে। যে মানব একাগ্রচিত্তে বকুলার্কের অর্চ্চনা করে, রবির অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত তাহার পরম ধামে বসতি হইয়া থাকে। তাহার স্থিরা লক্ষ্মী লাভ হয় এবং নিশ্চয়ই সুখ ও সন্ততিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অপিচ দিবাপতির প্রসাদে তাহার অরিবর্গ ক্ষয় পাইয়া যায়। অগ্নি, ব্যাঘ্র বা অপর কোন দন্তী অথবা সর্প এবং ভূতপ্রেতাদি হইতে তাহার কোনই ভয় থাকে না। সমস্ত বালগ্রহ, রেবতী বা বৃদ্ধরেবতী, সকলই নষ্ট হইয়া যায়। হে বালার্ক! এহেন শক্তিমান্ তোমাকে আমার নমস্কার। যে ব্যক্তি বালার্ককে নমস্কার করে, তাহার গো-ধন-ধান্য এই সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং বংশ অবিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। হে ভূপতে! যে সকল নারী কাকবন্ধ্যা, অনপত্যা, মৃতবৎসা, বন্ধ্যা, বিরূপিতা বা বিষকন্যা, তাহারাও এই কুণ্ডে স্নান করিয়া স্ব স্ব দোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। মানব রবিকুণ্ডস্নানে সৌভাগ্য, স্ত্রী, পুত্র এবং রূপ লাভ করে। ৫৫—৬৯। মানবব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ষণ্মাস যাবৎ রবিকুণ্ডে সম্যক্ স্নান করিলে সর্ব্বরোগ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি রবিক্ষেত্রে নীল বৃষ উৎসর্গ করে, এ জগতের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তদীয় পিতৃপুরুষগণ তৃপ্ত হইয়া থাকেন। বৎস! এই রবিক্ষেত্রে আসিয়া যে কন্যাদান করে, সে, সেই দানের ফলে পূতদেহ হইয়া ব্রহ্মলোকে বিহার করিয়া থাকে। হে ভারত! ধেনু, শয্যা, বিক্রম, অশ্ব, দাসী, মহিষী, ঘণ্টা, তিল, কাঞ্চন, এবং তিলধেনু এই সমস্ত এই ক্ষেত্রে দান করা বিধেয়। অপিচ পাদুকাযুগল, ছত্র এবং শীতবস্ত্রাদিও এ ক্ষেত্রে দান করিতে হয়। এখানে লক্ষ হোম করিবে। রুদ্রসূক্ত এবং রুদ্রাতিরুদ্র মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। বৎস! এখানে শ্রদ্ধার সহিত যে কিছু দান করা হয়, তাহার এক একটী দানের ফল যথাযথ বলিতেছি, শ্রবণ কর। দান দ্বারাই লোক ইহ-পরকালে ভোগ সকল লাভ করিয়া থাকে; এমন কি রাজ্য পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। মনুষ্যগণ এস্থানে কৃতোদ্বাহ হইলে পত্নী হইতে ধর্ম্মকামার্থ নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখানে

নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৭ ॥ পূজায়া লভতে সৌখ্যং ভবেজ্জন্মনি জন্মনি। সপ্তম্যাং রবিযুক্তায়াং বকুলার্কং স্মরেত্তু যঃ ॥ ৭৮ ॥ জ্বরাদেঃ শত্রুতশ্চৈব ব্যাধেস্তস্য ভয়ং নহি ॥ ৭৯ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। বকুলার্কেতি বৈ নাম কথং জাতং রবের্মুনে। এতন্মে বদতাং শ্রেষ্ঠ তত্ত্বমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৮০ ॥ ব্যাস উবাচ। যদা সংজ্ঞাঞ্চ রাজেন্দ্র সূর্য্যার্থং চৈকচেতসা। তেপে বকুলবৃক্ষাধঃ পত্যুস্তেজঃপ্রশান্তয়ে ॥ ৮১ ॥ প্রাদুর্ভাবং রবের্দৃষ্ট্বা বড়বা সমজায়ত। অত্যন্তং গোপতিঃ শান্তো বকুলস্য সমীপতঃ ॥ ৮২ ॥ সুষুবে চ তদা রাজ্ঞী সুতৌ দিব্যৌ মনোহরৌ। তেনাস্য প্রথিতং নাম বকুলার্কেতি বৈ রবেঃ ॥ ৮৩ ॥ যস্তত্র কুরুতে স্নানং ব্যাধিস্তস্য ন পীড়য়েৎ। ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৪ ॥ বণ্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি মোক্ষঞ্চ লভতে নরঃ। এতদুক্তং মহারাজ বকুলার্কস্য বৈভবম্ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মারণ্যোপাখ্যানে বকুলার্কমাহাত্ম্যকথনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

যুধিষ্ঠির উবাচ। কৃপাসিন্ধো মহাভাগ সর্ব্বব্যাপিন্ সুরেশ্বর। কদা হ্যত্র তপস্তপ্তং বিষ্ণুনামিততেজসা ॥ ১ ॥ স্কন্দায় কথিতং চৈব শর্ব্বেণ চ মহাত্মনা। আনুপূর্ব্ব্যেণ সর্ব্বং হি কথয়স্ব ত্বমেব হি ॥ ২ ॥ ব্যাস উবাচ। শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মারণ্যে নৃপোত্তম। একদাত্র তপস্তপ্তং বিষ্ণুনামিততেজসা ॥ ৩ ॥ স্কন্দ উবাচ। কথং দেবসরো নাম পম্পা চম্পা গয়া তথা। বারাণস্যধিকা চৈব কথমশ্বমুখো হরিঃ ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ। অত্র নারায়ণো দেবস্তপস্তেপে সুদুষ্করম্। দিব্যবর্ষশতং ত্রীণি জাতঃ সুষ্ঠাননশ্চ সঃ ॥ ৫ ॥ তপস্তেপে মহাবিষ্ণুঃ সুরূপার্থঞ্চ পুত্রক। বাজিমুখো হরিস্তত্র সিদ্ধস্থানে মহাদ্ভুতে ॥ ৬ ॥ স্কন্দ উবাচ। কারণং ব্রূহি নোঽদ্য ত্বমশ্বাননঃ কথং হরিঃ। মহারিপোশ্চ হন্তা চ দেবদেবো জগৎপতিঃ ॥ ৭ ॥ যস্য নাম্না মহাভাগ পাতকানি বহূন্যপি। বিলীয়ন্তে তু বেগেন তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥ ৮ ॥ শ্রূয়ন্তে যস্য কর্ম্মাণি

পূজা করিলে যে সৌখ্য লাভ হয়, তাহা জন্মে জন্মে ভোগ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সপ্তমীতিথিযুক্ত রবিবারে বকুলার্ক দেবকে স্মরণ করে, জ্বরাদি ব্যাধি বা কোন শত্রু হইতে তাহার ভয় থাকে না। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে মুনে! রবির বকুলার্ক নাম কিরূপে হইল? হে বাগ্মিবর! এই তত্ত্ব আমার নিকট প্রকাশ করুন। ব্যাস বলিলেন,—রাজেন্দ্র! সংজ্ঞা যখন পতির তেজঃপ্রশান্তির নিমিত্ত বকুলবৃক্ষের অধোভাগে থাকিয়া একাগ্রচিত্তে তপস্যা করেন, এবং যৎকালে রবির প্রাদুর্ভাব দেখিয়া বড়বামূর্ত্তি ধারণ করেন, তখন অতি তীব্ররশ্মিশালী রবি শান্তভাবে বকুলবৃক্ষের সমীপে অবস্থান করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী সংজ্ঞা সেই স্থানেই দিব্য মনোরম সুতদ্বয় প্রসব করিয়াছিলেন। সেইজন্যই রবির বকুলার্ক নাম প্রথিত হইয়াছিল। যে ব্যক্তি সেখানে স্নান করে, কোন ব্যাধিই তাহাকে আর পীড়িত করিতে পারে না। সে ব্যক্তি ধর্ম্ম অর্থ ও কাম লাভ করে; নিশ্চিতই। এমন কি, নর ষণ্মাসের পর সিদ্ধি ও মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। মহারাজ! এই আমি বকুলার্কের বৈভব কীর্ত্তন করিলাম। ৭০—৮৫।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে কৃপাসিন্ধো! হে সর্ব্বব্যাপিন্! হে মহাভাগ, সুরেশ্বর! অমিততেজা বিষ্ণু কবে ঐ স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন? মহাত্মা শর্ব্ব স্কন্দের নিকট এবিষয়ে কিরূপ কথা কহিয়াছিলেন? এতৎসমস্ত আমার নিকট আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। ব্যাস বলিলেন,—হে বৎস, নৃপশ্রেষ্ঠ! শ্রবণ কর, বলিতেছি। একদা অমিততেজা বিষ্ণু এই ধর্ম্মারণ্যেই তপস্যা করিয়াছিলেন। স্কন্দ জিজ্ঞাসা করেন, দেবসরোবর পম্পা, চম্পা ও গয়া কিরূপে বারাণসী অপেক্ষা অধিক হইল? এবং হরিই বা অশ্বমুখ হইলেন কিরূপে? ঈশ্বর কহিলেন—নারায়ণদেব এই স্থানে দিব্যত্রিশত বৎসর পর্য্যন্ত সুদুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন; সেই তপস্যার ফলেই তিনি পরে সুষ্ঠু আনন প্রাপ্ত হন। বৎস! মহাবিষ্ণু অশ্বমুখ হইলে, পরে সুরূপ লাভের জন্যই এই সিদ্ধ-স্থানে তপস্যা করেন। ১—৬। স্কন্দ কহিলেন,—হরি অশ্বানন হইলেন কেন? তাহার কারণ বলুন। সেই দেবদেব জগৎপতি মহারিপুর হন্তা; হে মহাভাগ! তাঁহার নামে প্রভূত মহাপাতকও সূর্য্যোদয়ে তমোরাশির ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। হে দেবদেব!

অদ্ভুতাস্তদ্ভুতানি বৈ। সর্ব্বেষামেব জীবানাং কারণং পরমেশ্বরঃ॥ ৯॥ প্রাণরূপেণ যো দেবো হয়রূপঃ কথং ভবেৎ। সর্ব্বেষামপি তন্ত্রাণামেকরূপঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১০॥ ভক্তিগম্যো ধর্ম্মভাজাং সুখরূপঃ সদা শুচিঃ। গুণাতীতোহপি নিত্যোহসৌ সর্ব্বগো নির্গুণস্তথা॥ ১১॥ স্রষ্টাসৌ পালকো হন্তা অব্যক্তঃ সর্ব্বদেহিনাম্। অনুকূলো মহাতেজাঃ কস্মাদশ্বমুখোহভবৎ॥ ১২॥ যস্য রোমোদ্ভবা দেবা বৃক্ষাদ্যাঃ পন্নগা নগাঃ। কল্পে কল্পে জগৎ সর্ব্বং জায়তে যস্য দেহতঃ॥ ১৩॥ স এব বিশ্বপ্রভবঃ স এবাত্যন্ত-কারণম্। যেনানীতাঃ পুনর্ব্বিদ্যা যজ্ঞাশ্চ প্রলয়ং গতাঃ॥ ১৪॥ ঘাতিতো দুষ্টদৈত্যোহসৌ বেদার্থং কৃত উদ্যমঃ। এবমাসীন্মহাবিষ্ণুঃ কথমশ্বমুখোহভবৎ॥ ১৫॥ রত্নগর্ভা ধৃতা যেন পৃষ্ঠদেশে চ লীলয়া। কৃত্যা ব্যবস্থিতং সর্ব্বং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্॥ ১৬॥ স দেবো বিশ্বরূপো বৈ কথং বাজিমুখোহভবৎ। হিরণ্যাক্ষস্য হন্তা যো রূপং কৃত্বা বরাহজম্॥ ১৭॥ সুপবিত্রং মহাতেজাঃ প্রবিশ্য জলসাগরে। উদ্ধৃতা চ মহী সর্ব্বা সসাগর-মহীধরা॥ ১৮॥ উদ্ধৃতা চ মহী নূনং দংষ্ট্রাগ্রে যেন লীলয়া। কৃত্বা রূপং বরাহঞ্চ কপিলং শোকনাশনম্। স দেবঃ কথমীশানো হয়গ্রীবত্বমাগতঃ॥১৯॥ প্রহ্লাদার্থে স চেশানো রূপং কৃত্বা ভয়াবহম্॥ ২০॥ নারসিংহং মহাদেবং সর্ব্বদুষ্টনিবারণম্। পর্ব্বতাগ্নি-সমুদ্রস্থং ররক্ষ ভক্তসত্তমম্॥ ২১॥ হিরণ্যকশিপুং দুষ্টং জঘান রজনীমুখে। ইন্দ্রাসনে চ সংস্থাপ্য প্রহ্লাদস্য সুখপ্রদম্॥ ২২॥ প্রহ্লাদার্থে চ বৈ নূনং নৃসিংহত্বমুপাগতঃ। বিরোচনসুতস্যাগ্রে যাচকোহসৌ ভবেত্তদা॥ ২৩॥ যজ্ঞে চৈবাশ্বমেধে বৈ বলিনা যঃ সমর্চ্চিতঃ। হৃতা বসুমতী তস্য ত্রিপদীকৃত-রোদসী॥ ২৪॥ বিশ্বরূপেণ বৈ যেন পাতালে ক্ষপিতো বলিঃ। ত্রিঃসপ্তবারং যেনৈব ক্ষত্রিয়ানবনীতলে॥ ২৫॥ হত্বাদদাচ্চ বিপ্রেভ্যো মহীমতি-মহোজসা। ঘাতিতো হৈহয়ো রাজা যেনৈব জননী হতা॥ ২৬॥ যেন বৈ শিশুনোর্ব্ব্যাং হি ঘাতিতা দুষ্টচারিণী। রাক্ষসী তাড়কা নাম্নী কৌশিকস্য প্রসাদতঃ॥ ২৭॥ বিশ্বামিত্রস্য যজ্ঞে তু যেন লীলা-

শুনা যায় যাঁহার সর্ব্বকর্ম্ম অতীব অদ্ভুত; যিনি প্রাণরূপে সর্ব্বজীবের কারণ পরমেশ্বর দেব; তিনি কিরূপে হয়রূপী হইলেন? সর্ব্বতন্ত্রেই যাঁহাকে একরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়। যিনি ধার্ম্মিকদিগের ভক্তিগম্য, সুখময়, সদাশুচি, গুণাতীত, নিত্য, সর্ব্বগ, নির্গুণ, সৃষ্টিকর্ত্তা, পালক, হন্তা, অব্যক্ত, সর্ব্বদেহীর প্রতি অনুকূল ও মহাতেজা, তিনি কিরূপে অশ্বমুখ হইলেন? যাহার রোমকূপ হইতে দেব, পন্নগ, নগ ও বৃক্ষাদি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, কল্পে কল্পে যাঁহার দেহ হইতেই এই নিখিল জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই দেবদেব হরিই বিশ্বপ্রভব এবং তিনিই বিশ্বধ্বংসের কারণ; যিনি প্রলয়প্রাপ্ত বিদ্যা ও যজ্ঞসকল পুনরায় আনয়ন করিয়াছিলেন, যাঁহার হস্তে দুষ্টদৈত্য নিহত হইয়াছিল, এবং বেদোদ্ধারের নিমিত্ত যিনি উদ্যম করিয়াছিলেন, এবম্ভূত মহাবিষ্ণু কিরূপে অশ্বমুখ হইয়াছিলেন? যিনি লীলাক্রমে স্বীয় পৃষ্ঠে রত্নগর্ভা ধরণীকে ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহা দ্বারা এই নিখিল চরাচর জগৎ বিধিপূর্ব্বক ব্যবস্থিত হইয়াছে, সেই বিশ্বরূপী দেব কিরূপে অশ্বমুখ হইলেন? যিনি সুপবিত্র বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষের হন্তা, যে মহাত্মা সাগরসলিলে প্রবেশ করিয়া সশৈলসাগরা ধরিত্রীর উদ্ধারকর্ত্তা, যিনি বরাহবপু ধারণ করিয়া লীলাক্রমেই স্বীয় দংষ্ট্রাগ্রে পৃথিবীর উদ্ধর্ত্তা, এবং যিনি শোকহর কপিলকলেবর পরিগ্রহীতা, সেই দেব ঈশ্বর কিরূপে হয়গ্রীবরূপে প্রথিত হইলেন? ৭—১৯। সেই দেব প্রহ্লাদের নিমিত্ত সর্ব্বদুষ্টহর ভয়াবহ নারসিংহরূপ ধারণ করিয়া পর্ব্বত, অগ্নি ও সমুদ্রগর্ভস্থ স্বীয় ভক্তবরকে রক্ষা ও প্রদোষকালে হিরণ্যকশিপুর সংহার সাধন করিয়াছিলেন, প্রহ্লাদের সুখসম্বিধানের জন্য তাহাকে যিনি ইন্দ্রাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন; বস্তুতঃ প্রহ্লাদের নিমিত্তই যাঁহার নৃসিংহমূর্ত্তি পরিগ্রহ; যিনি বলির অগ্রে যাচক হইয়া গিয়াছিলেন, বলি তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞে যাঁহাকেই সর্ব্বাধিক অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, যিনি ত্রিপদাক্রমণে বলির নিকট হইতে পৃথ্বী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই লোকত্রয় হরণ করিয়াছিলেন, যিনি বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া বলিকে পাতালে প্রবেশিত করিয়াছিলেন, যিনি পৃথিবীতলস্থ ক্ষত্রিয়দিগকে একবিংশতিবার নিহত করিয়া স্বীয় অত্যধিক তেজস্বিতাবলে বিপ্রগণকে মহী দান করিয়াছিলেন, যিনি হৈহয়রাজার ও পিত্রাদেশে স্বীয় জননীর হত্যা সাধন করিয়াছিলেন, যিনি শৈশব অবস্থাতেই কৌশিকের প্রসাদে দুষ্টচারিণী রাক্ষসী তাড়কার সংহার বিধান করেন, লীলাক্রমে নর-কলেবর ধারণ করিয়া যিনি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষার্থ

নূদেহিনা। চতুর্দ্দশসহস্রাণি ঘাতিতা রাক্ষসা বলাৎ ॥ ২৮ ॥ হতা শূর্পণখা যেন ত্রিশিরাশ্চ নিপাতিতঃ। সুগ্রীবং বালিনং হত্বা সুগ্রীবেণ সহায়বান্ ॥ ২৯ ॥ কৃত্বা সেতুং সমুদ্রস্য রণে হত্বা দশাননম্। ধর্ম্মারণ্যং সমাসাদ্য ব্রাহ্মণানবপূজয়ৎ ॥ ৩০ ॥ শাসনং দ্বিজবর্য্যেভ্যো দত্বা গ্রামান্ বহূংস্তথা। স্নাত্বা চৈব ধর্ম্মবাপ্যাং সুদানান্যদদাদ্গবাম্ ॥ ৩১ ॥ সাধূনাং পালনং কৃত্বা নিগ্রহায় দুরাত্মনাম্। এবমন্যানি কর্ম্মাণি শ্রুতানি চ ধরাতলে ॥ ৩২ ॥ স দেবো লীলয়া কৃত্বা কথং চাশ্বমুখোঽভবৎ। যো জাতো যাদবে বংশে পূতনাশকট্যাদিকম্ ॥ ৩৩ ॥ অরিষ্টদৈত্যঃ কেশী চ বৃকাসুরবকাসুরৌ। শকটাসুরো মহাসুরতৃণাবর্ত্তশ্চ ধেনুকঃ ॥ ২৪ ॥ মল্লশ্চৈব তথা কংসো জরাসন্ধস্তথৈব চ। কালযবনস্য হন্তা চ কথং বৈ স হয়াননঃ। তারকাসুরং রণে জিত্বা অযুতষট্‌পুরং তথা ॥ ৩৫ ॥ কন্যাশ্চোদ্বাহিতা যেন সহস্রাণি চ ষড়্‌দশ। অমানুষাণি কৃত্বেত্থং কথং সোঽশ্বমুখোঽভবৎ ॥ ৩৬ ॥ ত্রাতা যঃ সর্ব্বভক্তানাং হন্তা সর্ব্বদুরাত্মনাম্। ধর্ম্মস্থাপনকৃৎ সোঽপি কল্কির্বিষ্ণুপদে স্থিতঃ ॥ ৩৭ ॥ এতদ্বৈ মহদাশ্চর্য্যং ভবতা যৎপ্রকাশিতম্। এতদাচক্ষ্ব মে সর্ব্বং কারণং ত্রিপুরান্তকঃ ॥ ৩৮ ॥ শ্রীরুদ্র উবাচ। সাধু পৃষ্টং মহাবাহো কারণং তস্য বচ্ম্যহম্। হয়গ্রীবস্য কৃষ্ণস্য শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ ॥ ৩৯ ॥ ব্যাস উবাচ। পুরা দেবৈঃ সমারব্ধো যজ্ঞো নূনং ধরাতলে। বেদমন্ত্রৈরাহ্বয়িতুং সর্ব্বে রুদ্রপুরোগমাঃ ॥ ৪০ ॥ বৈকুণ্ঠে চ গতাঃ সর্ব্বে ক্ষীরাব্ধৌ চ নিজালয়ে। পাতালেঽপি পুনর্গত্বা ন বিদুঃ কৃষ্ণদর্শনম্ ॥ ৪১ ॥ মোহাবিষ্টাস্ততঃ সর্ব্বে ইতশ্চেতশ্চ ধাবিতাঃ। নৈব দৃষ্টস্তদা তৈস্তু ব্রহ্মরূপো জনার্দ্দনঃ ॥ ৪২ ॥ বিচারয়ন্তি তে সর্ব্বে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ। ক্ব গতোঽসৌ মহাবিষ্ণুঃ কেনোপায়েন দৃশ্যতে ॥ ৪৩ ॥ প্রণম্য শিরসা দেবং বাগীশং প্রোচুরাদরাৎ। দেবদেব মহাবিষ্ণুং কথয়স্ব প্রসাদতঃ ॥ ৪৪ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ। ন জানে কেন কার্য্যেণ যোগারূঢ়ো মহাত্মবান্। যোগরূপোঽভবদ্বিষ্ণুর্যোগীশো হরিরচ্যুতঃ ॥ ৪৫ ॥

চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে সবলে সংহার করিয়াছিলেন; যাঁহার প্রযোজকতায় শূর্পণখা লাঞ্ছিত হইয়াছিল, সেই সূত্রে ত্রিশিরা রাক্ষস যাঁহার হস্তে নিহত হয়, যিনি সুগ্রীবাগ্রজ বালিকে হত্যা করিয়া সুগ্রীবসহ সখ্য স্থাপনপূর্ব্বক সমুদ্রে সেতুবন্ধন ও সমরে দশাননকে নিহত করিয়াছিলেন, যিনি ধর্ম্মারণ্যে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিয়াছিলেন, এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগকে শাসন ও বহুগ্রাম প্রদানপূর্ব্বক ধর্ম্মবাপীতে স্নান করিয়া গোদানাদি বহুশ্রেষ্ঠ দানান্তে দুষ্টদলের দমন ও শিষ্টবর্গের পালন করিয়াছিলেন, ধরাতলে এইরূপ এবং অন্যান্য আরও বহু কৃতি-খ্যাতি যাঁহার পরিশ্রুত হওয়া যায়, সেই দেব লীলাক্রমে কিরূপে হয়গ্রীব হইলেন? যিনি যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পূতনা, শকটাসুর, অরিষ্ট দৈত্য, কেশী, বৃক, বক, মহাসুর তৃণাবর্ত্ত, ধেনুক, মল্লগণ এবং অবশেষে কংস ও কালযবনকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তিনি কিরূপে অশ্বানন হইলেন? যিনি রণে তারকাসুরকে জয় করিয়া ছয় অযুত নগর অধিকার করিয়াছিলেন, ষোড়শ সহস্র কন্যার যিনি পাণিপীড়ন করেন, এই সকল অমানুষিক কার্য্যের যিনি কর্ত্তা, তিনি কিরূপে অশ্বমুখ হইলেন? যিনি ভক্তমণ্ডলীর ত্রাণকর্ত্তা, সমস্ত দুর্ব্বৃত্তগণের সংহর্ত্তা এবং কল্কিরূপে সনাতন ধর্ম্মের ব্যবস্থাপনকর্ত্তা, সেই দেব বিষ্ণুর বিষয়ে আপনি ইহা এক মহৎ আশ্চর্য্য কথারই অবতারণা করিয়াছেন। হে ত্রিপুরান্তক! ইহার কারণ কি, তাহা আদ্যোপান্ত আমার নিকট প্রকাশ করুন।২০—৩৮। শ্রীরুদ্র কহিলেন,—হে মহাভুজ! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, শ্রীকৃষ্ণ যে জন্য হয়গ্রীব হইয়াছিলেন, তাহার কারণ আমি বলিতেছি, তুমি একাগ্রমনে শ্রবণ কর। ব্যাস বলিলেন,—পূর্ব্বে দেবগণ মর্ত্ত্যধামে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞোপলক্ষে বেদমন্ত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিবার জন্য রুদ্রপ্রমুখ দেবগণ বৈকুণ্ঠে, ক্ষীরসাগরে এবং সর্ব্বশেষে পাতালে পর্য্যন্ত গমন করিলেন; কিন্তু কুত্রাপি তাঁহারা কৃষ্ণদর্শন পাইলেন না। তখন মোহাবিষ্ট সুরগণ ইতস্ততঃ ধাবিত হইলেন। পরন্তু ব্রহ্মরূপী জনার্দ্দনের সাক্ষাৎলাভ কোথাও তাঁহাদের ঘটিল না। তখন ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন,—মহাবিষ্ণু কোথায় গেলেন? কি উপায়ে তাঁহার সাক্ষাৎলাভ ঘটিবে? অনন্তর তাঁহারা মস্তক দ্বারা বাগীশকে প্রণাম করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—গুরুদেব! অনুগ্রহ করিয়া বলুন, মহাবিষ্ণু কোথায় আছেন? বৃহস্পতি কহিলেন,—মহাত্মা হরি যোগারূঢ় হইয়া আছেন। কেন এভাবে রহিয়াছেন, তাহা

ক্ষণং ধ্যাত্বা স্বমাত্মানং ধিষণ-খ্যাপিতো হরিঃ। তত্র সর্ব্বে গতা দেবা যত্র দেবো জগৎপতিঃ ॥ ৪৬ ॥ তদা দৃষ্টো মহাবিষ্ণুধ্যানস্থোঽসৌ জনার্দ্দনঃ। ধ্যাত্বা কৃত্যসমাকারং সশরং দৈত্যসূদনম্ ॥ ৪৭ ॥ সমাস্থানং ততো দৃষ্ট্বা বোধোপায়ং প্রচক্রমে। আহু স্তাংশ্চ তদা বম্রো্যা ধনুর্গুণং প্রযত্নতঃ। ছেৎস্যন্তি চেত্তচ্ছব্দেন প্রবুধ্যেত হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৮ ॥ দেবা ঊচুঃ। গুণভক্ষং কুরুধ্বং বৈ যেনাসৌ বুধ্যতে হরিঃ ক্রতুবর্ত্তিনো বয়ং বম্র্যঃ প্রভুং বিজ্ঞাপয়ামহে ॥ ৪৯ ॥ বম্র্য ঊচুঃ। নিদ্রাভঙ্গং কথাচ্ছেদং দম্পত্যোর্মৈত্র-ভেদনম্। শিশুমাতৃবিভেদং বা কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ ॥ ৫০ ॥ যোগারূঢ়ো জগন্নাথঃ সমাধিস্থো মহাবলঃ। তস্য শ্রীজগদীশস্য বিঘ্নং নৈব তু কুর্ম্মহে ॥ ৫১ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ভবতাং সর্ব্বভক্ষত্বং দেবকার্য্যং ক্রিয়েত চেৎ। কর্ত্তব্যঞ্চ ততো বম্র্যো যজ্ঞসিদ্ধির্যথা ভবেৎ ॥ বম্রীশা সা তদা বৎস পুনরেবমুবাচ হ ॥ ৫২ ॥ বম্র্যুবাচ। দুঃখসাধ্যো জগন্নাথো প্রলয়ানলসন্নিভঃ। কথং বা বোধ্যতাং ব্রহ্মন্নস্মাভিঃ সুরপূজিতঃ ॥ ৫৩ ॥ নৈব যজ্ঞেন মে কার্য্যং সুরৈশ্চৈব তথৈব চ। সর্ব্বেষু যজ্ঞকার্য্যেষু ভাগং দদতু মে সুরাঃ ॥ ৫৪ ॥ দেবা ঊচুঃ প্রদাস্যামো বয়ং বম্র্যৈ ভাগং যজ্ঞেষু সর্ব্বদা যজ্ঞায় দত্তমস্মাভিঃ কুরুষ্বৈবং বচো হি নঃ ॥ ৫৫ তথেতি বিধিনাপ্যুক্তং বম্রী চোদ্যমমাশ্রিতা গুণভক্ষাদিকং কর্ম্ম তয়া সর্ব্বং কৃতং নৃপ ॥ ৫৬ যুধিষ্ঠির উবাচ ॥ অস্য বা বোধনে দেবা গুণভঙ্গে সমাধিষু। এতদাশ্চর্য্যং বিপ্রর্ষে সত্যং সত্যবতী-সুত ॥ ৫৭ ॥ ব্যাস উবাচ। ব্যগ্রচিত্তাঃ সুরাঃ সর্ব্বে আকৃষ্টং হরিকার্ম্মুকম্। ন জানে কেন কার্য্যেণ বিষ্ণুমায়াবিমোহিতাঃ ॥ ৫৮ ॥ মুদিতাস্তাঃ প্রমুঞ্চন্তি বল্মীকং চাগ্রতো হরেঃ। কোটিপার্শ্বে ততো নীতং বল্মীকং পর্ব্বতোপমম্ ॥ ৫৯ ॥ গুণে চ ভক্ষিতে তস্মিংস্তৎক্ষণাদেব দূষিতে। জ্যাঘাতকোটিভিঃ সার্দ্ধং

আমি জানি না। তিনি বিষ্ণু অচ্যুত যোগেশ্বর হইয়াও যোগরূপেই অবস্থান করিতেছেন। ক্ষণধ্যানান্তে গীষ্পতি এইরূপে হরির সংবাদ প্রকাশ করিলেন। তখন দেবগণ সকলে মিলিয়া সেই জগৎপতির অব-স্থিতিস্থানে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, মহাবিষ্ণু জনার্দ্দন ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। তাঁহার আকৃতি কার্য্যক্ষম, তিনি শরাসন-হস্তে দৈত্যসূদন-বেশে সম্যক্ অবস্থান করিতেছেন। দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে এই অবস্থায় দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ তাঁহার ধ্যান করিলেন; পরে তদীয় প্রবোধোপায় অবলম্বন করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময় কতকগুলি কীট তাঁহাদিগকে কহিল,—যদি তোমরা সযত্নে ইহাঁর ধনুর্গুণ ছেদন করিতে পার, তাহা হইলে সেই শব্দে হরি স্বয়ংই প্রবুদ্ধ হইবেন। দেবগণ কহিলেন,—হরি যাহাতে প্রবুদ্ধ হইতে পারেন, এনিমিত্ত তোমরাই ঐ ধনুর্গুণ ভক্ষণ কর। হে কীটগণ! আমরা যজ্ঞার্থী হইয়া আমাদের ঐ প্রভুকে বিজ্ঞাপন করিতে আসিয়াছি। কীটগণ কহিল,—নিদ্রাভঙ্গ, দম্পতীর কথাচ্ছেদ, মিত্রতা-ভেদন এবং মাতা ও শিশুসন্তানের বিচ্ছেদ ঘটাইলে নরকে নিমগ্ন হইতে হয়। এই মহাবল জগন্নাথ যোগারূঢ় হইয়া সমাধিস্থ হইয়াছেন, ইহাঁর এই সমাধির বিঘ্নবিধান কিছু-তেই আমরা করিতে পারিব না। ব্রহ্মা কহিলেন,—তোমরা যদি দেবকার্য্য সম্পাদন কর, তাহা হইলে সর্ব্ববস্তু ভোজনেই তোমাদের যোগ্যতা হইবে। অতএব কীটগণ! দেবগণের যজ্ঞসিদ্ধির জন্য তোমাদের এ কার্য্য করাই এক্ষণে কর্ত্তব্য। বৎস! তখন এক প্রধানা কীট-কামিনী ব্রহ্মার কথার উত্তরে পুনর্ব্বার কহিল,—ব্রহ্মন্! এই জগন্নাথ প্রলয়ানলবৎ দুর্দ্ধর্ষ; সুরগণও ইহাঁর পূজা করিয়া থাকেন; অতএব কিরূপেই বা ইহাঁকে প্রবোধিত করিতে পারিব? যাহা হউক যজ্ঞদ্বারা আমার প্রয়োজন নাই, সুরগণের সাহায্যেও কার্য্য নাই। আমি এইমাত্র চাই,—হে সুরগণ! সমস্ত যজ্ঞে আমার ভাগ প্রদান করুন। দেবগণ কহিলেন, আমরা সর্ব্বদা সর্ব্বযজ্ঞেই তোমাকে ভাগ প্রদান করিব, তুমি আমাদের কথা-মত কার্য্য কর। ব্রহ্মাও তাহাই বলিলেন। হে নৃপ! তখন কীট-কামিনী উৎসাহিত হইয়া গুণভক্ষণাদি কর্ম্ম সমাধা করিল।৩৯—৫৬। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে বিপ্রবর, সত্যবতীসুত! দেবগণ মহাবিষ্ণুর বোধনের জন্য তদীয় সমাধি-অবস্থায় ধনুর্গুণ-ছেদন-ব্যাপারে এই যাহা করিলেন, তাহা নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যজনক। ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর সুরগণ সকলেই ব্যগ্রচিত্তে হরিকার্ম্মুক আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু জানি না, কি যেন বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত হইয়া তাঁহারা মুদিতমনে হরির অগ্রভাগ হইতে ধনুকোটিদ্বারা বল্মীক মৃত্তিকা সকল সরাইয়া ফেলিলেন। পর্ব্বতপ্রমাণ বল্মীকস্তূপ অপসারিত হইল। এদিকে ধনুর্গুণ ভক্ষিত তৎক্ষণাৎ দূষিত হইয়াছিল, কাজেই জ্যাঘাতে

শীর্ষং ছিত্ত্বা দিবং গতম্॥ ৬০॥ গতে শীর্ষে চ তে দেবা ভৃশমুদ্বিগ্নমানসাঃ। ধাবন্তি সর্ব্বতঃ সর্ব্বে শির আলোকনায় তে॥ ৬১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিষ্ণুশিরোনাশো নাম
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। ন পশ্যন্তি তদা শীর্ষং ব্রহ্মাদ্যাশ্চ সুরাস্তদা। কিং কুর্ম্ম ইতি হেতুক্ত্বা গ্লানিনস্তে ব্যচিন্তয়ন্॥ ১॥ উবাচ বিশ্বকর্ম্মাণং তদা ব্রহ্মা সুরান্বিতঃ॥ ২॥ ব্রহ্মোবাচ। বিশ্বকর্ম্মংস্ত্বমেবাসি কার্য্যকর্ত্তা সদা বিভো। শীঘ্রমেব কুরু ত্বং বৈ চক্রং সান্দ্রঞ্চ ধন্বিনঃ॥ ৩॥ নমস্কৃত্য তদা তস্মৈ স্তুতোঽসৌ দেববর্দ্ধকিঃ। উবাচ পরয়া ভক্ত্যা ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্॥ ৩॥ যজ্ঞকার্য্যং নিবৃত্ত্যাশু বদন্তি বিবিধাঃ সুরাঃ॥ ৪॥ যজ্ঞভাগবিহীনং মাং কিং পুনর্ব্বচ্মি তেঽগ্রতঃ। যজ্ঞভাগমহং দেব লভেয়ৈবং সুরৈঃ সহ॥ ৫॥ ব্রহ্মোবাচ। দাস্যামি সর্ব্বযজ্ঞেষু বিভাগং সুরবর্দ্ধকে। সোমে ত্বং প্রথমং বীর পূজ্যসে শ্রুতিকোবিদৈঃ॥ ৬॥ তদ্বিষ্ণোশ্চ শিরস্তাবৎ সন্ধৎস্বামরবর্দ্ধক। বিশ্বকর্ম্মাব্রবীদ্দেবানানায়ধ্বং শিরস্ত্বিতি॥ ৭॥ তন্নাস্তীতি সুরাঃ সর্ব্বে বদন্তি নৃপসত্তম। মধ্যাহ্নে তু সমুত্থতে রথস্থো দিবি চাংশুমান্॥ ৮॥ দৃষ্টং তদা সুরৈঃ সর্ব্বৈ রথাদশ্বমথানয়ন্। ছিত্ত্বা শীর্ষং মহীপাল কবন্ধাজ্জিনো হরেঃ॥ ৯॥ কবন্ধে যোজয়ামাস বিশ্বকর্ম্মাতিচাতুরঃ। দৃষ্ট্বা তং দেবদেবেশং সুরাঃ স্তুতিমকুর্ব্বত॥ ১০॥ দেবা ঊচুঃ। নমস্তেঽস্তু জগদ্বীজ নমস্তে কমলাপতে। নমস্তেঽস্তু সুরেশান নমস্তে কমলেক্ষণ॥ ১১॥ ত্বং স্থিতিঃ সর্ব্বভূতানাং ত্বমেব শরণং সতাম্। ত্বং হন্তা সর্ব্বদুষ্টানাং হয়গ্রীব নমোঽস্তু তে॥ ১২॥ ত্বমোঙ্কারো বষট্কারঃ স্বাহা স্বধা চতুর্ব্বিধা। আদ্যন্তঞ্চ সুরেশান ত্বমেব শরণং সদা॥ ১৩॥ যজ্ঞো যজ্ঞপতির্যজ্বা দ্রব্যং হোতা

মহাবিষ্ণুর মস্তকচ্ছেদন করিয়া তৎকোটিসহ স্বর্গপথে প্রস্থান করিল। বিষ্ণুশির স্বর্গের দিকে চলিয়া গেলে দেবগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহারা সকলেই সেই শির অবলোকনের জন্ম সর্ব্বদিকে ধাবিত হইলেন। ৫৭—৬১।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—তখন ব্রহ্মাদি সুরগণ বহুচেষ্টা করিয়াও সেই বিষ্ণুশীর্ষ দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তাঁহারা গ্লানী হইয়াও 'হায় হায় কি করিব' বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন সুরগণপরিবৃত ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মাকে কহিলেন,—হে বিশ্বকর্ম্মন্! তুমিই সর্ব্বদা কার্য্য-কর্ত্তা, অতএব এই ধনুর্দ্ধারী বিষ্ণু-দেহের যোগ্য মুখ সত্বর তুমি নির্ম্মাণ কর। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া নমস্কারপূর্ব্বক পরমভক্তি সহকারে কমলযোনিকে কহিলেন,—এই দেবগণ বলিতেছেন, ইহাঁরা যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনার্থই ব্যগ্র আছেন। কিন্তু আমি যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত; সুতরাং আপনার নিকট এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিব কি? হে দেব! আমি দেবগণ সহ যজ্ঞভাগ লাভে অভিলাষী হইয়াছি। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে সুরশিল্পিন্! সর্ব্বযজ্ঞেই তোমার ভাগপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করিলাম। হে বীর! শ্রুতিবিদ্‌গণ সোমযাগে তোমাকে অগ্রে পূজা করিবেন। অতএব তুমি বিষ্ণুর মস্তক যোজনা কর। তখন বিশ্বকর্ম্মা দেবগণকে বলিলেন,—আপনারা মস্তক আনয়ন করুন। নৃপবর! তদুত্তরে দেবগণ বলিলেন,—না, তাহা নাই। তখন মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, অংশুমালী স্বীয় রথে আরোহণ করিয়া আকাশপথে ধাবিত হইতেছেন। দেবগণ তদ্দর্শনে তাঁহার রথ হইতে অশ্ব আনয়ন করিলেন। হে মহীপাল! অতি চতুর বিশ্বকর্ম্মা তখন সেই সূর্য্যাশ্বের মস্তক ছেদন করিয়া হরির কবন্ধে যোজনা করিয়া দিলেন। সুরগণ তখন সেই দেবদেবকে দেখিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন।১-১০। দেবগণ কহিলেন,—হে জগদ্বীজ! হে কমলাপতে! তোমাকে বারবার নমস্কার। হে সুরেশান! হে কমলাক্ষ! তোমাকে আমরা নমস্কার করি। তুমি সর্ব্বভূতের স্থিতি, সাধুগণের রক্ষক, ও সর্ব্ব দুষ্টজনের হন্তা, হে হয়গ্রীব! তোমাকে আমাদের নমস্কার! তুমি ওঙ্কার, বষট্কার, স্বাহা, স্বধা। হে সুরেশান! তুমিই আদি এবং তুমিই সর্ব্ব-আশ্রয়। তুমি যজ্ঞ, যজ্ঞপতি, যজ্বা, দ্রব্য,

হুতস্তথা। ত্বদর্থং হূয়তে দেব ত্বমেব শরণং সখা॥ ১৪॥ কালঃ করালরূপস্ত্বং ত্বং বার্কঃ শীতদীধিতিঃ। ত্বমগ্নির্বরুণশ্চৈব ত্বঞ্চ কালক্ষয়ঙ্করঃ॥ ১৫॥ গুণত্রয়ং ত্বমেবেহ গুণহীনস্ত্বমেব হি। গুণানামলয়স্ত্বঞ্চ গোপ্তা সর্ব্বেষু জন্তুষু॥ ১৬॥ স্ত্রীপুংসোশ্চ দ্বিধা ত্বঞ্চ পশুপক্ষ্যাদিমানবৈঃ। চতুর্ব্বিধং কুলং ত্বং হি চতুরাশীতিলক্ষণঃ॥ ১৭॥ দিনান্তশ্চৈব পক্ষান্তো মাসান্তো হায়নং যুগম্। কল্পান্তশ্চ মহান্তশ্চ কালান্তস্ত্বঞ্চ বৈ হরে॥ ১৮॥ এবংবিধৈর্মহাদিব্যৈঃ স্তূয়মানঃ সুরৈর্নৃপ। সন্তুষ্টঃ প্রাহ সর্ব্বেষাং দেবানাং পুরতঃ প্রভুঃ॥ ১৯॥ শ্রীভগবানুবাচ। কিমর্থমিহ সম্প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে দেবগণা ভুবি। কিমেতৎ কারণং দেবাঃ কিং নু দৈত্যপ্রপীড়িতাঃ॥২০॥ দেবা উচুঃ। ন দৈত্যস্য ভয়ং জাতং যজ্ঞকর্ম্মোৎসুকা বয়ম্। ত্বদ্দর্শনপরাঃ সর্ব্বে পর্য্যামো বৈ দিশো দশ॥ ২১॥ ত্বন্মায়ামোহিতাঃ সর্ব্বে ব্যগ্রচিত্তা ভয়াতুরাঃ। যোগারূঢ়স্বরূপঞ্চ দৃষ্টং তেঽস্মাভিরুত্তমম্॥ ২২॥ বম্রী চ নোদিতাস্মাভির্জাগরায় তবেশ্বর। ততশ্চাপূর্ব্বমভবচ্ছিরশ্ছিন্নং বভূব তে॥ ২৩॥ সূর্য্যাশ্বশীর্ষমানীয় বিশ্বকর্ম্মাতিচাতুরঃ। সমধত্ত শিরো বিষ্ণো হয়গ্রীবোঽস্ততঃ প্রভো॥ ২৪॥ বিষ্ণুরুবাচ। তুষ্টোঽহং নাকিনঃ সর্ব্বে দদামি বরমীপ্সিতম্। হয়গ্রীবোঽস্ম্যহং জাতো দেবদেবো জগৎপতিঃ॥ ২৫॥ ন রৌদ্রং ন বিরূপঞ্চ সুরৈরপি চ সেবিতম্। জাতোঽহং বরদো দেবা হয়াননেতি তোষিতঃ॥ ২৬॥ ব্যাস উবাচ। কৃতে সত্রে ততো বেধা ধীমান্ সন্তুষ্টচেতসা। যজ্ঞভাগং ততো দত্ত্বা বম্রীভ্যো বিশ্বকর্ম্মণে॥ ২৭॥ যজ্ঞান্তে চ সুরশ্রেষ্ঠং নমস্কৃত্য দিবং যযৌ। এতচ্চ কারণং বিদ্ধি হয়াননো যতো হরিঃ॥ ২৮॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। যেনাক্রান্তা মহী সর্ব্বা ক্রমেণৈকেন তত্ত্বতঃ। বিবরে বিবরে রোম্নাং বর্ত্তন্তে চ পৃথক্ পৃথক্॥২৯॥ ব্রহ্মাণ্ডানি সহস্রাণি দৃশ্যন্তে চ মহাত্মতে। ন বেত্তি বেদো যৎপারং শীর্ষঘাতো হি বৈ কথম্॥ ৩০॥ ব্যাস উবাচ। শৃণু ত্বং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্। ঈশ্বরস্য চরিত্রং হি নৈব বেত্তি চরাচরে॥ ৩১॥ একদা ব্রহ্মসভায়াং গতা দেবাঃ

হোতা ও হুত; হে দেব! তোমার নিমিত্তই হোম করা হয়। তুমিই আশ্রয়দাতা এবং সখা; তুমি কাল, করালাকার, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম; তুমিই ত্রিগুণ এবং গুণাতীত। তুমি গুণালয় ও সর্ব্বপ্রাণীর পালক; তুমিই স্ত্রী-পুরুষভাব এবং তুমিই পশু, পক্ষী ও মানবাদি ভেদে চতুরশীতি লক্ষণ চতুর্ব্বিধ কুল। অপিচ, দিনান্ত,পক্ষান্ত, মাসান্ত, হায়ন, যুগ, কল্পান্ত এবং কালান্ত এ সকল তুমিই। হে নৃপ! এবম্বিধ মহাদিব্য স্তব দ্বারা সুরগণ হরির স্তব করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বদেবের সমক্ষে বলিলেন,—হে দেবগণ! আপনারা কি নিমিত্ত এই ভূতলে আগমন করিয়াছেন? আপনাদের আগমনকারণ কি? আপনারা কি দৈত্যগণ দ্বারা প্রপীড়িত হইয়াছেন? দেবগণ কহিলেন,—দৈত্য হইতে আমাদের ভয় উপস্থিত হয় নাই। আমরা যজ্ঞকর্ম্মে সমুৎসুক হইয়া আপনার দর্শন-লালসায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছি। আমরা সকলে আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া ব্যগ্রচিত্ত ও ভয়াতুর হইয়াছিলাম। অতঃপর আপনার উত্তম যোগস্থ স্বরূপ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল; হে ঈশ্বর! আপনার প্রবোধের জন্য আমরা একটা কীট প্রেরণ করিয়াছিলাম; তাহার পরই এই আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল যে, আপনার মস্তক ছিন্ন হইয়া গেল। অনন্তর অতি চতুর বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যাশ্বের মস্তক আনয়নপূর্ব্বক তাহাই আপনার দেহে শিরোরূপে সংযোজিত করিলেন। হে প্রভো, বিষ্ণো! এই জন্যই আপনি এক্ষণে হয়গ্রীব হইয়াছেন।১১—২৪। বিষ্ণু বলিলেন,—দেব সকল! আমি তুষ্ট হইয়াছি; তোমাদিগকে অভীষ্ট বর প্রদান করিতেছি। এখন আমি এই হয়গ্রীবরূপেই দেবদেব জগদীশ্বর হইলাম। আমার এ রূপ না রৌদ্র, না বিরূপ; সুরগণও ইহার সেবা করিয়াছেন। অতএব দেবগণ! আমি হয়াননরূপে তোষিত হইয়া আপনাদের প্রতি বরদানে উদ্যত হইয়াছি। ব্যাস বলিলেন,—অতঃপর দেবগণের যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। ব্রহ্মা সন্তুষ্টচিত্তে কীটদিগকে ও বিশ্বকর্ম্মাকে যজ্ঞভাগ প্রদানপূর্ব্বক যজ্ঞান্তে সুরশ্রেষ্ঠকে নমস্কার করিয়া স্বর্গে গেলেন। হরি যে হয়ানন হইয়াছিলেন, ইহা তাহার কারণ জানিবে। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে মহাপ্রভ! যিনি একমাত্র পদাক্রমণে সমস্ত মহী আক্রমণ করিয়াছিলেন, যাঁহার রোমরাজির প্রতিবিবরে সহস্র সহস্র বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থান দেখা যায়, বেদ যাঁহার মহিমার সীমায় অনভিজ্ঞ, তাঁহার শীর্ষচ্ছেদ হইল, এ কিরূপ কথা? ব্যাস বলিলেন,—পাণ্ডবপ্রবর! শুভ পৌরাণিকী কথা শ্রবণ কর। ঈশ্বরের চরিত্রচর্য্যা এ চরাচরে

সবাসবাঃ। ভূর্লোকাদ্যাশ্চ সর্ব্বে হি স্থাবরাণি চরাণি চ॥ ৩২॥ দেবা ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্ব্বে নমস্কর্ত্তুং পিতামহম্। বিষ্ণুরপ্যাগতস্তত্র সভায়াং মন্ত্রকারণাৎ॥ ৩৩॥ ব্রহ্মা চাপি বিগর্ব্বিষ্ঠ উবাচেদং বচস্তদা। ভো ভো দেবাঃ শৃণুধ্বং কস্ত্রয়াণাং কারণং মহৎ॥ ৩৪॥ সত্যং ব্রুবন্তু বৈ দেবা ব্রহ্মেশবিষ্ণুমধ্যতঃ। তাং বাচং চ সমাকর্ণ্য দেবা বিস্ময়মাগতাঃ॥ ৩৫॥ উচুশ্চৈব ততো দেবা ন জানীমো বয়ং সুরাঃ। ব্রহ্মপত্নী তদোবাচ বিষ্ণুং প্রতি সুরেশ্বরম্। ত্রয়াণামপি দেবানাং মহান্তং চ বদস্ব মে॥ ৩৬॥ বিষ্ণুরুবাচ। বিষ্ণুমায়াবলেনৈব মোহিতং ভুবনত্রয়ম্। ততো ব্রহ্মোবাচ চেদং ন ত্বং জানাসি ভো বিভো॥ ২৭॥ নৈব মুহ্যন্তি তে মায়াবলেন নৈবমেব চ। বিষ্ণুরুবাচ। গর্ব্বহিংসাপরো দেবো জগদ্ভর্ত্তা জগৎপ্রভুঃ॥ ৩৮॥ জ্যেষ্ঠং ত্বাং ন বিদুঃ সর্ব্বে বিষ্ণুমায়াবৃতাঃ খিলাঃ। ততো ব্রহ্মা স রোষেণ ক্রুদ্ধঃ প্রস্ফুরিতাননঃ॥ ৩৯॥ উবাচ বচনং কোপাদ্ধে বিষ্ণো শৃণু মে বচঃ। যেন বক্ত্রেণ সভায়াং বচনং সমুদীরিতম্॥ ৪০॥ তচ্ছীর্ষং পতিতাদাশু চাল্পকালেন বৈ পুনঃ। ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং সেন্দ্রাঃ সর্ষিপুরোগমাঃ॥ ৪১॥ ব্রহ্মাণং ক্ষময়ামাসুর্বিষ্ণুং প্রতি সুরোত্তমাঃ। বিষ্ণুশ্চ তদ্বচঃ শ্রুত্বা সত্যসত্যং ভবিষ্যতি॥ ৪২॥ ততো বিষ্ণুর্মহাতেজাস্তীর্থস্যোৎপাদনেন চ। তপস্তেপে তু বৈ তত্র ধর্ম্মারণ্যে সুরেশ্বরঃ। অশ্বশীর্ষং মুখং দৃষ্ট্বা হয়গ্রীবো জনার্দ্দনঃ॥ ৪৩॥ তপস্তেপে মহাভাগ বিধিনা সহ ভারত। ন শক্যং কেনচিৎ কর্ত্তুমাত্মনাত্মৈব তুষ্টবান্॥ ৪৪॥ ব্রহ্মাপি তপসা যুক্তস্তেপে বর্ষশতত্রয়ম্। তিষ্ঠন্নেব পুরো বিষ্ণোর্বিষ্ণুমায়াবিমোহিতঃ॥ ৪৫॥ যস্তার্থমবদত্তুষ্টো দেবদেবো জগৎপতিঃ। ব্রহ্মংস্তে মুক্ততাদ্যাস্তি মম মায়াপ্যদুঃসহা॥ ৪৬॥ ততো লব্ধবরো ব্রহ্মা হৃষ্টচিত্তো জনার্দ্দনঃ। উবাচ মধুরাং বাচং সর্ব্বেষাং হিতকারণাৎ॥ ৪৭॥ অত্রাভবন্মহাক্ষেত্রং পুণ্যং পাপপ্রণাশনম্। বিধিবিষ্ণুময়ং চৈতদ্ভবত্বেতন্ন সংশয়ঃ॥ ৪৮॥ তীর্থস্য মহিমা রাজন্ হয়শীর্ষস্তদা

কেহই জানে না। একদা ইন্দ্রাদি দেবগণ, ভূর্লোকাদি লোক সকল এবং চরাচর সমস্ত জীবজগৎই ব্রহ্মসভায় সমাসীন; দেবগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ, সকলেই পিতামহকে নমস্কার করিতেছেন, এই সময় মন্ত্রণার্থ বিষ্ণু সে সভায় আগমন করিলেন তখন ব্রহ্মা বিশেষ গর্ব্বিতভাবে বলিলেন,—ভো ভো দেবসমাজ! আপনারা শ্রবণ করুন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ, এই দেবত্রয়ের মধ্যে কে মহৎকারণ, তাহা আপনারা সত্য করিয়া বলুন। দেবগণ সেই বাক্য শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং বলিলেন,—না, আমরা এ রহস্য জানি না। তখন ব্রহ্মপত্নী সুরবর বিষ্ণুর প্রতি বলিলেন,—উল্লিখিত দেবত্রয়ের মধ্যে কে প্রধান, তাহা আপনি আমায় বলুন। বিষ্ণু বলিলেন,—এই ত্রিভুবন বিষ্ণুমায়াবলেই বিমোহিত। ব্রহ্মা বলিলেন,—বিভো! না,—এরূপ কখনই নহে। আপনি এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। আপনার মায়াবলে এ সকল বিমোহিত নহে, কখনই এরূপ হইতে পারে না। বিষ্ণু বলিলেন,—আপনি দেব জগৎপ্রভু, জগদ্ভর্ত্তা; কিন্তু গর্ব্ব ও হিংসাপরতন্ত্র হইয়া—যিনি জ্যেষ্ঠ, তাঁহাকে জানিতেছেন না। বস্তুত সকলই বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত। অনন্তর ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া রোষভরে স্ফুরিতবদনে বলিলেন,—হে বিষ্ণো! আমার কথা শুন। তুমি যে মুখ দিয়া এই সভামধ্যে আমায় এরূপ কথা কহিলে, সেই মুখযুক্ত ঐ শীর্ষ তোমার অল্পকালমধ্যেই ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইবে। এই কথার পর ইন্দ্রাদি দেব ও দেবর্ষিগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন। ২৫—৪১। তখন সুরশ্রেষ্ঠগণ সকলে মিলিয়া ব্রহ্মা দ্বারা বিষ্ণুর প্রতি ক্ষমা প্রকাশ করাইলেন। বিষ্ণু ব্রহ্মার সেই বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—আপনার কথা নিশ্চয়ই সত্য হইবে। অনন্তর মহাতেজা বিষ্ণু তীর্থোৎপাদনের জন্য ধর্ম্মারণ্যে গিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। হে মহাভাগ, ভরতবংশধর! হয়গ্রীব জনার্দ্দন নিজের অশ্বশীর্ষ অবলোকন করিয়াও ব্রহ্মার সহিত একযোগে তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ তপস্যা করেন, তাহা অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য। সে তপস্যায় তিনি আপনি আপনা হইতে তুষ্ট হইয়াছিলেন, ব্রহ্মাও তপস্যাসক্ত হইয়া তিনশত বর্ষ যাবৎ বিষ্ণুর সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক তদীয় মায়ায় বিমোহিত হইয়া তপস্যা করেন। পরে দেবদেব জগৎপতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দান করিলেন—হে ব্রহ্মন্! অদ্য আপনার মুক্তাবস্থা হইল এবং আমার মায়াবলও আপনার উপর হইতে অপসারিত হইয়া গেল। অনন্তর ব্রহ্মা লব্ধবর হইলে হৃষ্টচিত্ত জনার্দ্দন সকলের হিতের নিমিত্ত মধুর—বাক্যে বলিলেন,—এই স্থানে এক পাপহর পুণ্য মহাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। এ ক্ষেত্র বিধিবিষ্ণুময়,

হয়িঃ। শুভাননো হি সঞ্জাতঃ পূর্ব্বৈর্বৈবাননেন তু ॥৪৯॥ কন্দর্পকোটিলাবণ্যো জাতঃ কৃষ্ণস্তদা নৃপ। ব্রহ্মাপি তপসা যুক্তো দিব্যং বর্ষশতত্রয়ম্ ॥ ৫০ ॥ সাবিত্র্যা চ কৃতং যত্র বিষ্ণুমায়া ন বাধতে। মায়য়া তু কৃতং শীর্ষং পঞ্চমং শার্দ্দূলস্য বা ॥৫১॥ ধর্ম্মারণ্যে কৃতং রম্যং হরেণ চ্ছেদিতং পুরা। তস্মৈ দত্ত্বা বরং বিষ্ণুর্জগামাদর্শনং ততঃ ॥ ৫২ ॥ স্থাপয়িত্বা বিধিস্তত্র তীর্থং চৈব ত্রিলোচনম্। মুক্তেশং নাম দেবস্য মোক্ষতীর্থমরিন্দম ॥ ৫৩ ॥ গতঃ সোঽপি সুরশ্রেষ্ঠঃ স্বস্থানং সুরসেবিতম্। তত্র প্রেতা দিবং যান্তি তর্পণেন প্রতর্পিতাঃ ॥ ৫৪ ॥ অশ্বমেধফলং স্নানে পানে গোদানজং ফলম্। পুষ্করাদ্যানি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা ॥ ৫৫ ॥ স্নানার্থমত্রাগচ্ছন্তি দেবতাঃ পিতরস্তথা। কার্ত্তিক্যাং কৃত্তিকাযোগে মুক্তেশং পূজয়েত্তু যঃ ॥ ৫৬ ॥ স্নাত্বা দেব সরে রম্যে নত্বা দেবং জনার্দ্দনম্। যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫৭ ॥ ভুক্ত্বা ভোগান্ যথাকামং বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি। অপুত্রা কাকবন্ধ্যা চ মৃতবৎসা মৃতপ্রজা ॥ ৫৮ ॥ একাম্বরেণ সুস্নাতৌ পতিপত্ন্যৌ যথাবিধি। তদ্দোষং নাশয়েন্নূনং প্রজাপ্তিপ্রতিবন্ধকম্ ॥ ৫৯ ॥ মোক্ষেশ্বরপ্রসাদেন পুত্রপৌত্রাদি বর্দ্ধয়েৎ। দদ্যাদ্বৈকেন চিত্তেন ফলানি সত্যসংযুতা ॥ ৬০ ॥ নিধায় বংশপাত্রেঽপি নারী দোষাৎ প্রমুচ্যতে প্রাপ্নুবন্তি চ দেবাশ্চ অগ্নিষ্টোমফলং নৃপ ॥ ৬১ ॥ বেধা হরিহরশ্চৈব তপ্যন্তে পরমং তপঃ। ধর্ম্মারণ্যে ত্রিসন্ধ্যং চ স্নাত্বা দেবসরস্তথ ॥ ৬২ ॥ তত্র মোক্ষেশ্বরঃ শম্ভুঃ স্থাপিতো বৈ ততঃ সুরৈঃ। তত্র সাঙ্গং জপং কৃত্বা ন ভূয়ঃ স্তনপো ভবেৎ ॥ ৬৩ ॥ এবং ক্ষেত্রং মহারাজ প্রসিদ্ধং ভুবনত্রয়ে। যস্তত্র কুরুতে শ্রাদ্ধং পিতৄণাং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ ৬৪ ॥ উদ্ধরেৎ সপ্ত গোত্রাণি কুলমেকোত্তরং শতম্। দেবসরো মহারম্যং নানাপুষ্পৈঃ সমন্বিতম্। শ্যামং সকল-কল্লোলৈর্ব্বিবিধৈর্জলজন্তুভিঃ ॥ ৬৫ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণুমহে-

সন্দেহ নাই। হে রাজন্! সেই তীর্থের এমনই মহিমা যে, হয়শীর্ষ হরি তখন পূর্ব্ববৎ শুভানন হইলেন। কৃষ্ণ তখন কোটি কোটি কন্দর্পের কান্তি ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা তথায় দিব্য তিনশত বর্ষ পর্য্যন্ত সাবিত্রীর সহিত একযোগে তপস্যা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুমায়া তাঁহাকে আর বাধা প্রদান করে নাই। যে মুখ দ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণুকে শাপ দিয়াছিলেন, বিষ্ণুমায়ায় তাঁহার সে মুখ শার্দ্দূলের মুখের ন্যায় হইয়াছিল। ব্রহ্মার উহা পঞ্চম মুখ বলিয়া বিখ্যাত হয়। কিন্তু দেবদেব হর পুরাকালে তাঁহার ঐ মুখ ছেদন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মারণ্যে তপস্যাকালীন ব্রহ্মার মুখ রম্য হয়। বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বর দিয়া অন্তর্দ্ধান করেন। তখন বিধি সেই ধর্ম্মারণ্যে ত্রিলোচন, মুক্তেশ ও মোক্ষতীর্থ নামে তিনটী দেবতীর্থ স্থাপন করেন। হে অরিন্দম! ঐ সকল তীর্থপ্রতিষ্ঠার পর সেই সুরবর সুর-সেবিত স্বীয় বাসস্থানে গমন করেন। ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠিত সেই সকল তীর্থে তর্পণ করিলে, প্রেতগণ তৃপ্ত হইয়া স্বর্গগমন করে। তথায় স্নানে অশ্বমেধফল এবং পানে গোদানজন্য ফল হইয়া থাকে। পুষ্করাদি সমস্ত তীর্থ, গঙ্গাদি পুণ্য সরিৎসকল, দেবগণ এবং পিতৃগণ, সকলেই স্নানার্থ ঐ তীর্থে আগমন করিয়া থাকেন। কার্ত্তিক মাসের কৃত্তিকানক্ষত্রান্বিত দিনে যে ব্যক্তি মুক্তেশের পূজা করে, এবং দেবসরোবরে স্নান করিয়া যে জন জনার্দ্দনকে ভক্তিভাবে নমস্কার করে, তাহার সর্ব্বপাপ হইতেই মোচন হইয়া থাকে। সে বহুবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করে। কোন নারী অপুত্রা, কাকবন্ধ্যা, মৃতবৎসা বা মৃতপ্রজা হইলে পতিসহ একবস্ত্রে এই তীর্থে যথাবিধি স্নান করিবে। এইরূপ করিলেই তাহার পুত্রপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক দোষ নিশ্চয় নষ্ট হইবে। ৪২—৫৯। অত্রত্য মোক্ষেশ্বরের প্রসাদে পুত্র-পৌত্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে সত্যনিষ্ঠা নারী একচিত্তে বংশপাত্রে করিয়া মোক্ষেশ্বরকে নানাফল প্রদান করে, তাহার দোষ নিবৃত্তি হয়। এরূপ কার্য্যে দেবগণও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকেন। হে নৃপ! ব্রহ্মা, হরি, হর, তিন দেবই ত্রিসন্ধ্যা দেবসরোবরে স্নান করিয়া এই ধর্ম্মারণ্যে মহাতপস্যা করিয়াছিলেন। অত্রত্য মোক্ষেশ্বরনামক শিবকে সুরগণ স্থাপন করেন। ধর্ম্মারণ্যে থাকিয়া সম্পূর্ণভাবে জপসাধন করিলে কাহাকেই আর জননীর স্তন্য পান করিতে হয় না। মহারাজ! এইরূপে এই ত্রিভুবনে ধর্ম্মারণ্য ক্ষেত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তথায় শ্রাদ্ধ করে, সে সপ্ত গোত্র—এমন কি একাধিক শতকুল পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়া থাকে। এখানে দেবসর নামে এক মহারম্য সরোবর আছে। উহা নানা পুষ্পে

শাদ্যৈঃ সেবিতং সুরমানুষৈঃ। সিদ্ধৈর্যক্ষৈশ্চ মুনিভিঃ সেবিতং সর্ব্বতঃ শুভম্‌॥ ৬৬॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কীদৃশং তৎসরঃ খ্যাতং তস্মিন্‌ স্থানে দ্বিজোত্তম। তস্য রূপং প্রকারং চ কথয়স্ব যথাতথম্‌॥ ৬৭॥ ব্যাস উবাচ। সাধুসাধু মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। যস্য সঙ্কীর্ত্তনান্নূনং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৬৮॥ অতিস্বচ্ছতরং শীতং গঙ্গোদকসমপ্রভম্‌। পবিত্রং মধুরং স্বাদু জলং তস্য নৃপোত্তম॥ ৬৯॥ মহাবিশালং গম্ভীরং দেবখাতং মনোরমম্‌। লহর্য্যাদিভিগম্ভীরৈঃ ফেনাবর্ত্তসমাকুলম্‌ ॥ ৭০॥ ঝষমণ্ডূককমঠৈর্মকরৈশ্চ সমাকুলম্‌। শঙ্খশুক্ত্যাদিভির্যুক্তং রাজহংসৈঃ সুশোভিতম্‌॥ ৭১॥ বটপ্লক্ষৈঃ সমাযুক্তমশ্বত্থৈশ্চ বেষ্টিতম্‌। চক্রবাকসমোপেতং বকসারসটিট্টিভৈঃ॥৭২॥ কমনীয়প্রগন্ধাচ্ছচ্ছত্রপত্রৈঃ সুশোভিতম্‌। সেব্যমানং দ্বিজৈঃ সর্ব্বৈঃ সারসাদ্যৈঃ সুশোভিতম্‌॥৭৩॥ সদেবৈর্ম্মুনিভিশ্চৈব বিপ্রৈর্ম্মর্ত্ত্যৈশ্চ ভূমিপ। সেবিতং দুঃখহং চৈব সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্‌॥ ৭৪॥ অনাদিনিধনোদস্তং সেবিতং সিদ্ধমণ্ডলৈঃ স্নানাদিভিঃ সর্ব্বদৈব তৎসরো নৃপসত্তম॥ ৭৫॥ বিধিনা কুরুতে যস্তু নীলোৎসর্গং চ তত্তটে। প্রেতা নৈব কুলে তস্য যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ৭৬॥ কন্যাদানং চ যে কুর্য্যুর্ব্বিধিনা তত্র ভূপতে। তে তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মলোকে যাবদাভূতসংপ্লবম্‌॥৭৭॥ মহিষীং গৃহদাসীং চ সুরভীং সুতসংযুতাম্‌। হেম বিদ্যাং তথা ভূমিং রথাংশ্চ গজবাসসী॥ ৭৮॥ দদাতি শ্রদ্ধয়া তত্র সোঽক্ষয়ং স্বর্গমশ্নুতে। দেবখাতস্য মাহাত্ম্যং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ। দীর্ঘমায়ুস্তথা সৌখ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭৯॥ যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা নারী বা হিদমদ্ভুতম্‌। কুলে তস্য ভবেৎক্ষেমঃ কল্পান্তেঽপি যুধিষ্ঠির॥ ৮০॥ এতৎ সর্ব্বং মায়াখ্যাতং হয়গ্রীবস্য কারণম্‌। প্রভাসস্তস্য তীর্থস্য সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে॥৮১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হয়গ্রীবস্যাখ্যানবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

বিভূষিত কহ্লারদলে শ্যামাভ এবং বিবিধ জলজন্তুসমূহে পরিপূর্ণ; সুর নর সকলেই এমন কি, বিধি-বিষ্ণু-মহেশ্বরও উহার সেবা করেন। সিদ্ধ, যক্ষ, মুনি, ইঁহারাও সতত ঐ শুভ সরোবরের সেবাপরায়ণ। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে দ্বিজবর! সেই ধর্ম্মারণ্যে ঐ যে সরোবর আছে, উহা কি প্রকার? তাহার আকার প্রকার আমার নিকট যথাযথ বর্ণন করুন। ব্যাস বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ, ধর্ম্মনন্দন, যুধিষ্ঠির! সাধু সাধু! উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, উহার কীর্ত্তনে নর নিশ্চয়ই সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। সেই সরোবরের জল অতি স্বচ্ছ, অতি শীত, গঙ্গোদক তুল্য পবিত্র, মধুর ও সুস্বাদ। উহা বহু বিস্তৃত, গম্ভীর ও মনোরম দেবখাত; উহাতে কত শত তরঙ্গলহরী সমুত্থিত হইতেছে। ফেনপুঞ্জ ও জলভ্রমাদি দ্বারা উহা সমকুল রহিয়াছে। মীন, মণ্ডূক, কমঠ, ও মকরাদি জলচরগণ উহার অভ্যন্তরে বিচরণ করিতেছে; উহা শঙ্খ ও শুক্তি দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং রাজহংসাদি বিহঙ্গকুলে সুশোভিত; উহার তীরে বট, প্লক্ষ, অশ্বত্থ ও আম্রবৃক্ষ সকল বিরাজিত; চক্রবাক, বক, সারস ও টিট্টিভাদি নানা পক্ষিদ্বারা উহার তীরভূমি পরিবৃত। উহাতে কত শত শতপত্র প্রস্ফুটিত আছে। তাহারা কমনীয়, সুগন্ধ ও অতীব উজ্জ্বল; সারসাদি সর্ব্ববিধ পক্ষীই উহার সেবায়ত। দেব, মুনি ও মর্ত্ত্যবাসী ব্রাহ্মণগণ উহার জলে স্নান-পানাদি কার্য্য সমাধা করেন। ঐ সরোবর সর্ব্বদুঃখহর, ও সর্ব্বপাপনাশন! উহার আদি নাই, অন্ত নাই। সিদ্ধসম্প্রদায় সর্ব্বদাই উহাতে স্নানাদি কার্য্য সমাধা করেন। হে নৃপবর! যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক উহার তটে নীল বৃষ উৎসর্গ করে, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তাহার কুলে কেহই প্রেতাবস্থায় থাকে না। হে ভূপতে! যাহারা ঐ সরোবরতীরে বৈধভাবে কন্যা দান করে, তাহারা আপ্রলয় ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মহিষী, গৃহদাসী, সবৎসা সুরভী, স্বর্ণ, বিদ্যা, ভূমি, রথ, গজ, বস্ত্র, এই সকল বস্তু শ্রদ্ধা সহকারে তথায় দান করে, তাহার অক্ষয় স্বর্গ হয়। যে জন শিবসন্নিধানে ঐ দেবখাতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে, তাহার দীর্ঘায়ু ও সৌখ্য লাভ হয়, সন্দেহ নাই। যে নর কিম্বা নারী ভক্তিভরে এই অপূর্ব্ব সরোবরবিবরণ শ্রবণ করে, হে যুধিষ্ঠির! কল্পান্তেও তাহার কুলে কুশল হইয়া থাকে। এই আমি বিষ্ণুর হয়গ্রীবত্ব হইবার কারণ সকলই বর্ণন করিলাম এবং সর্ব্বপাপ অপনোদনের নিমিত্ত তাহার তীর্থেরও বৈভব কীর্ত্তিত হইল। ৬০—৮১।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়।

যুধিষ্ঠির উবাচ। রক্ষসাং চৈব দৈত্যানাং যক্ষাণামথ পক্ষিণাম্। ভয়নাশায় কাজেশৈর্দ্ধর্ম্মারণ্যনিবাসিনাম্ ॥ ১ ॥ শক্তীঃ সংস্থাপিতা নূনং নানারূপা হ্যনেকশঃ। তাসাং স্থানানি নামানি যথারূপাণি মে বদ ॥ ২ ॥ ব্যাস উবাচ। শৃণু পার্থ মহাবাহো ধর্ম্মমূর্ত্তে নৃপোত্তম। স্থানে বৈ স্থাপিতা শক্তিঃ কাজেশৈশ্চৈব গোত্রপা ॥৩॥ শ্রীমাতা মদারিকায়াং শান্তা নন্দাপুরে বরে। রক্ষার্থং দ্বিজমুখ্যানাং চতুর্দ্দিক্ষু স্থিতাশ্চ তাঃ ॥ ৪ ॥ যুক্তাশ্চৈব সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ স্বস্বস্থানে নৃপোত্তম। বনমধ্যে স্থিতাঃ সর্ব্বা দ্বিজানাং রক্ষণায় বৈ ॥ ৫ ॥ সা বভূব মহারাজ সাবিত্রীতি প্রথা শিবা। অসুরাণাং বধার্থায় জ্ঞানজা স্থাপিতা সুরৈঃ ॥ ৬ ॥ গায়ত্রী পক্ষিণী দেবী ছত্রজা দ্বারবাসিনী। শীহোরী চুটসংজ্ঞা যা পিপ্পলাশাপুরী তথা। অন্যাশ্চ বহ্বশ্চৈব স্থাপিতা ভয়রক্ষণে ॥ ৭ ॥ প্রতীচ্যোদীচ্যাং যাম্যাং বৈ বিবুধৈঃ স্থাপিতা হি সা। নানায়ুধধরা সা চ নানাভরণভূষিতা ॥ ৮ ॥ নানাবাহনমারূঢ়া নানারূপধরা চ সা। নানাকোপসমাযুক্তা নানাভয়বিনাশিনী ॥ ৯ ॥ স্থাপ্যা মাতর্যথাস্থানে যথাযোগ্যা দিশোদিশ। গরুড়েন সমারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী ॥ ১০ ॥ সিংহারূঢ়া শুদ্ধরূপা বারুণী পানদর্পিতা। খড়্গখেটক-বাণাঢ্যৈঃ করৈর্ভাতি শুভাননা ॥ ১১ ॥ রক্তবস্ত্রাবৃতা চৈব পীনোন্নতপয়োধরা। উদ্যদাদিত্যবিম্বাভা মদাঘূর্ণিতলোচনা ॥ ১২ ॥ এবমেষা মহাদিব্যা কাজেশৈঃ স্থাপিতা তদা। রক্ষার্থং সর্ব্বজন্তুনাং সত্যমন্দিরবাসিনাম্ ॥১৩॥ সা দেবী নৃপশার্দ্দূল স্তুতা সম্পূজিতা সহ। দদাতি সকলান্ কামান্ বাঞ্ছিতা-ন্নৃপসত্তম ॥ ১৪ ॥ ধর্ম্মারণ্যাৎ পশ্চিমতঃ স্থাপিতা ছত্রজা শুভা। তত্রস্থা রক্ষতে বিপ্রান্ কিয়চ্ছক্তিসমন্বিতা ॥ ১৫ ॥ ভৈরবং রূপমাস্থায় রাক্ষসানাং বধায় চ। ধারয়ন্ত্যায়ুধানীত্থং বিপ্রাণামভয়ায় চ ॥ ১৬ ॥ সরশ্চকার তস্যাগ্রে উত্তমং জল-পূরিতম্। সরস্যস্মিন্মহাভাগ কৃত্বা স্নানাদিতর্পণম্ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির বলিলেন—দৈত্য, যক্ষ, রাক্ষস ও পক্ষী হইতে ধর্ম্মারণ্যবাসীদিগের ভয় না হইবার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, এই দেবত্রয় তথায় বিবিধ রূপ-ধারিণী বহু শক্তি স্থাপন করিয়াছেন। আপনি এক্ষণে তাঁহাদিগের স্থান, নাম ও রূপ আমার নিকট বলুন। ব্যাস বলিলেন,—হে মহাভুজ, ধর্ম্মমূর্ত্তিধারিন্, পার্থ! বলিতেছি, সে সকল শ্রবণ কর। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব কর্ত্তৃক ধর্ম্মারণ্যে গোত্র-রক্ষিণী বহু শক্তি স্থাপিত হইয়াছিল। মদারিকায় শ্রীমাতা এবং শ্রেষ্ঠ নন্দাপুরে শান্তা দেবী অবস্থিতা। নৃপবর! তত্রত্য দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের রক্ষার জন্য সুর-সমূহপরিবৃত শক্তিগণ চতুর্দ্দিকে স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিতেছেন। দ্বিজগণের রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বশক্তিই বনমধ্যে বিরাজিতা। মহারাজ! সেই শিবা সাবিত্রী —যিনি জ্ঞানজা নামে অতি বিখ্যাতা, সুরগণ অসুরবিনাশের জন্য তাঁহাকেও তথায় স্থাপন করেন। এইরূপে গায়ত্রী, পক্ষিণী, ছত্রজা, দ্বার-বাসিনী, শীহোরী, চুটসংজ্ঞা, পিপ্পলী ও আশাপুরী এই সকল এবং অন্যান্য আরও বহু শক্তি তথায় ভয়নিবারণার্থ স্থাপিতা হইয়াছেন। প্রতীচী, এবং অবাচী এই তিন দিকেই সুরগণ শক্তিপ্রতিষ্ঠা করেন। সেই শক্তি নানায়ুধধরা, নানাভরণমণ্ডিতা, নানাবাহনসমারূঢ়া, নানারূপ-ধরা, নানাকোপান্বিতা, ও নানাভয়বিনাশিনী। সেই মাতৃস্বরূপিণী শক্তি যথাস্থানে যথাযোগ্যরূপে দশ দিকেই স্থাপিতা। তিনি ক্বচিৎ গরুড়ারূঢ়া, ক্বচিৎ ত্রিশূলবরধারিণী, ক্বচিৎ সিংহারূঢ়া, ক্বচিৎ শুদ্ধস্বরূপিণী; আবার কখন তিনি বারুণীপান-দর্পিতা, খড়্গখেটকবাণ-ধরা, কখন প্রসন্নবদনা, ক্বচিৎ রক্তবস্ত্রাবৃতা, পীনোন্নতপয়োধরা, উদ্যদাদিত্য-বিম্বসন্নিভা ও মদাঘূর্ণিতনয়না। ১—১২। সেই মহা-দিব্যা শক্তি এবম্বিধ রূপেই অন্বিতা, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব —এইরূপেই তাঁহাকে তখন সত্যমন্দিরবাসী সর্ব্ব প্রাণীর রক্ষার নিমিত্ত স্থাপন করেন। নৃপবর! ঐ শক্তি দেবী পূজিতা হইয়া সর্ব্ববিধ বাঞ্ছিত ফলই প্রদান করিয়া থাকেন। ধর্ম্মারণ্যের পশ্চিম ভাগে ছত্রজানাম্নী শুভা শক্তি স্থাপিতা আছেন। তিনি তথায় থাকিয়া কিয়ন্মাত্র শক্তি ধারণ করিয়াই অত্রত্য ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিতেছেন। রাক্ষস-দিগের বধের জন্য তিনিই ভৈরবরূপ ধারণ করেন এবং ব্রাহ্মণগণের শান্তিরক্ষার্থ আয়ুধ-হস্তে বিরাজ করিয়া থাকেন। তাঁহার সম্মুখে এক জলপূর্ণ উত্তম সরোবর নির্ম্মিত আছে। হে মহাভাগ!

১৭॥ পিণ্ডদানাদিকং সর্ব্বমক্ষয়ং চৈব জায়তে। ভূমৌ ক্ষিপ্ত্বাঞ্জলীন্ দিব্যান্ ধূপদীপাদিকং সদা॥ ১৮॥ তস্য নো বাধতে ব্যাধিঃ শত্রূণাং নাশ এব চ। বলিদানাদিকং তত্র কুর্য্যাদ্ভূয়ঃ স্বশক্তিতঃ॥ ১৯। শত্রবো নাশমায়ান্তি ধনং ধান্যং বিবর্দ্ধতে। আনন্দা স্থাপিতা রাজন্ শক্ত্যাংশা চ মনোরমা॥ ২০॥ রক্ষণার্থং দ্বিজাতীনাং মাহাত্ম্যং শৃণু ভূপতে। শুক্লাম্বরধরা দিব্যা হেমভূষণভূষিতা॥ ২১॥ সিংহারূঢ়া চতুর্হস্তা শশাঙ্ককৃতশেখরা। মুক্তাহারলতোপেতা পীতোন্নতপয়োধরা॥ ২২॥ অক্ষমালাসিহস্তা চ গুণতোমরধারিণী। দিব্যগন্ধবরাধারা দিব্যমালাবিভূষিতা॥ ২৩॥ সাত্ত্বিকী শক্তিরানন্দা স্থিতা তস্মিন্ পুরে পুরা। পূজয়েত্তাং চ বৈ রাজন্ কর্পূরালক্তচন্দনৈঃ॥ ২৪॥ ভোজয়েৎ পায়সৈঃ শুভ্রৈর্মধ্বাজ্যসিতয়া সহ। ভবান্যাঃ প্রীতয়ে রাজন্ কুমার্য্যাঃ পূজনং তথা॥ ২৫॥ তত্র জপ্তং হুতং দত্তং ধ্যাতঞ্চ নৃপসত্তম। তৎসর্ব্বং চাক্ষয়ং তত্র জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৬॥ ত্রিগুণে ত্রিগুণা বৃদ্ধিস্তস্মিন্ স্থানে নৃপোত্তম। সাধকস্য ভবেন্নূনং ধনদারাদিসম্পদঃ॥ ২৭॥ ন হানির্ন চ রোগশ্চ ন শত্রুর্ন চ দুষ্কৃতম্। গাবস্তস্য বিবর্দ্ধন্তে ধনধান্যাদিসঙ্কুলম্॥ ২৮॥ ন শাকিন্যা ভয়ং তস্য ন চ রাজ্ঞশ্চ বৈরিণঃ। নচ ব্যাধিভয়ঞ্চৈব সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ॥ ২৯॥ বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশাস্যৈব ভাসন্তে পঠিতা ইব। সূর্য্যবদ্দ্যোততে ভূমাবানন্দমাশ্রিতো নরঃ॥ ৩০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মারণ্যমাহাত্ম্যে আনন্দাস্থাপনবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

সেই সরোবরে স্নান তর্পণাদি করিয়া পিণ্ডদানাদি করিলে সমস্ত কার্য্যই অক্ষয় হইয়া থাকে। ভূতলে দেবীর উদ্দেশে অঞ্জলি দানপূর্ব্বক ধূপ-দীপাদি অর্পণ করিতে হয়। এইরূপ করিলে তাহার ব্যাধি-পীড়া বা শত্রুভয় থাকে না। নিজের শক্তি অনুসারে তথায় বলিদানাদি কার্য্যও করিবে। এই কার্য্যের ফলে তাহার শত্রুনাশ ও ধনধান্যবৃদ্ধি অবশ্যই হইবে। রাজন্! দ্বিজগণের রক্ষার্থ আনন্দা নামে এক মনোরমা অংশশক্তি তথায় স্থাপিতা আছেন। তাঁহার মহাত্ম্য শ্রবণ করুন। তিনি দিব্যাকৃতি, শুক্লাম্বরপরিধানা, হেমভূষণভূষিতা, সিংহারূঢ়া, চতুর্হস্তা, চন্দ্রমৌলি, মুক্তাহারমণ্ডিতা ও পীনোন্নতপয়োধরা; তিনি হস্তে অক্ষমালা, অসি, গুণ ও তোমর ধারণ করিতেছেন। তাঁহার বক্ষস্থল দিব্য মালায় মণ্ডিত; তিনি দিব্য গন্ধে সমুদ্ভাসিত। সেই আনন্দা দেবী সাত্ত্বিকী শক্তি। তিনি সেই পুরে ঐরূপে অবস্থান করিতেছেন। রাজন্! কর্পূর ও রক্তচন্দনাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হয়। মধু, আজ্য ও শর্করা সহ শুভ্র পায়স দ্বারা সেই ভবানী দেবীর প্রীত্যর্থে কুমারীদিগকে পূজান্তে ভোজন করাইতে হয়। নৃপবর! তথায় জপ হোম দান ধ্যান যাহা কিছু করা যায়, সকলই অক্ষয় হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। নৃপবর! সেই ত্রিগুণাত্মক স্থানে এই সকল কার্য্য করিলে সাধকের ধনাদি সম্পদ্ ত্রিগুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তাহার কোনই হানি হয় না বা রোগ শত্রু ও পাপভয় থাকে না। তাহার গোসকল বর্দ্ধিত হয় এবং গৃহ ধনধান্যে পূর্ণ হয়। শাকিনী, রাজা, শত্রু বা ব্যাধি হইতে তাহার কোনই ভয় থাকে না; সে সর্ব্বত্রই বিজয়ী হইয়া থাকে। তাহার চতুর্দ্দশ বিদ্যা অধীতবৎ প্রতিভাত হয়। সে নর আনন্দিত হইয়া ভূমণ্ডলে সূর্য্যবৎ বিরাজ করিতে থাকে। ১৩—৩০।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬

সপ্তদশোঽধ্যায়

ব্যাস উবাচ। দক্ষিণে স্থাপিতা রাজন্ শান্তা দেবী মহাবলা। সা বিচিত্রাম্বরধরা বনমালাবিভূষিতা॥ ১॥ তামসী সা মহারাজ মধুকৈটভনাশিনী। বিষ্ণুনা তত্র বৈ ন্যস্তা শিবপত্নী নৃপোত্তম॥ ২॥ সা চৈবাষ্টভুজা রম্যা মেঘশ্যামা মনোরমা। কৃষ্ণাম্বরধরা দেবী ব্যাঘ্রবাহনসংস্থিতা॥ ৩॥ দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা দিব্যা-

সপ্তদশ অধ্যায়

ব্যাস বলিলেন,—রাজন্! ধর্ম্মারণ্যের দক্ষিণ দিকে মহাবলা শান্তা দেবী স্থাপিতা আছেন। তিনি বিচিত্রাম্বরধরা, বনমালাবিভূষণা, মধুকৈটভনাশিনী, তামসী শক্তি। মহারাজ! সাক্ষাৎ বিষ্ণু সেই শিবসীমন্তিনীকে তথায় স্থাপন করিয়াছেন। তিনি অষ্টভুজা, রম্যা, মেঘবৎ শ্যামবর্ণা, কৃষ্ণাম্বরধরা, ব্যাঘ্রবাহনে সমাসীনা, দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা ও

ভরণভূষিতা। ঘণ্টাত্রিশূলাক্ষমালাকমণ্ডলুধরা শুভা॥ ৪॥ অলঙ্কৃতভুজা দেবী সর্ব্বদেবনমস্কৃতা। ধনং ধান্যং সুতান্ ভোগান্ স্বভক্তেভ্যঃ প্রযচ্ছতি॥ ৫॥ পূজয়েৎ কমলৈর্দিব্যৈঃ কর্পূরাগুরুচন্দনৈঃ। তদুদ্দেশেন তত্রৈব পূজয়েদ্দ্বিজসত্তমান্॥ ৬॥ কুমারীর্ভোজয়েদন্নৈর্বিবিধৈর্ভক্তিভাবতঃ। ধূপৈর্দীপৈঃ ফলৈ রম্যৈঃ পূজয়েচ্চ সুরাদিভিঃ॥ ৭॥ মাংসৈশ্চ বিবিধৈর্দিব্যৈরথ বা ধান্যপিষ্টজৈঃ। অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ধান্যৈঃ পায়সৈর্বটকৈস্তথা॥ ৮॥ ওদনৈঃ কৃশরাপূপৈঃ পূজয়েৎ সুসমাহিতঃ। স্তুতিপাঠেন তত্রৈব শক্তিস্তোত্রৈর্মনোহরৈঃ॥ ৯॥ রিপবস্তস্য নশ্যন্তি সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ। রণে রাজকুলে দ্যূতে লভতে জয়মঙ্গলম্॥ ১০॥ সৌম্যা শান্তা মহারাজ স্থাপিতা কুলমাতৃকা। শ্রীমাতা সা প্রসিদ্ধা চ মাহাত্ম্যং শৃণু ভূপতে॥ ১১॥ কুলমাতা মহাশক্তিস্তত্রাস্তে নৃপসত্তম। কুমারী ব্রহ্মপুত্রী সা রক্ষার্থং বিধিনা কৃতা॥ ১২॥ স্থানমাতা চ সা দেবী শ্রীমাতা সাভিধানতঃ॥ ত্রিরূপা সা দ্বিজাতীনাং নির্ম্মিতা রক্ষণায় চ॥ ১৩॥ কমণ্ডলুধরা দেবী ঘণ্টাভরণভূষিতা। অক্ষমালাযুতা রাজন্ শুভা সা শুভরূপিণী॥ ১৪॥ কুমারী চাদিমাতা চ স্থানত্রাণকরাপি চ। দৈত্যঘ্নী কামদা চৈব মহামোহবিনাশিনী॥ ১৫॥ ভক্তিগম্যা চ সা দেবী কুমারী ব্রহ্মণঃ সুতা। রক্তাম্বরধরা সাধুরক্তচন্দনচর্চ্চিতা॥ ১৬॥ রক্তমাল্যা দশভুজা পঞ্চবক্ত্রা সুরেশ্বরী। চন্দ্রাবতংসিকা মাতা সুরাসুরনমস্কৃতা॥ ১৭॥ সাক্ষাৎ সরস্বতীরূপা রক্ষার্থং বিধিনা কৃতা ওঁকারা সা মহাপুণ্যা কাজেশেন বিনির্ম্মিতা॥ ১৮॥ ঋষিভিঃ সিদ্ধযক্ষাদিসুরপন্নগমানবৈঃ। প্রাণম্যাঙ্ঘ্রিযুগা তেভ্যো দদাতি মনসেপ্সিতম্॥ ১৯॥ পালয়ন্তী চ সংস্থানং দ্বিজাতীনাং হিতায় বৈ। যথৌরসান্ সুতান্মাতা পালয়ন্তীহ সদ্গুণৈঃ॥ ২০॥ অথ পালয়তী দেবী শ্রীমাতা কুলদেবতা। উপদ্রবাণি সর্ব্বাণি নাশয়েৎ সততং স্তুতা॥ ২১॥ সর্ব্ববিঘ্নোপশমনী শ্রীমাতা স্মরণেন হি। বিবাহে চোপবীতে চ সীমন্তে শুভকর্ম্মণি॥ ২২॥ সর্ব্বেষু

দিব্যাভরণভূষিতা; তাঁহার হস্তে ঘণ্টা ত্রিশূল অক্ষমালা ও কমণ্ডলু; তদীয় ভুজসমূহ সমলঙ্কৃত এবং তিনি সর্ব্বদেবের নমস্কৃত। সেই দেবী স্বীয় ভক্তদিগকে ধন, ধান্য, পুত্র ও ভোগ সকল প্রদান করিয়া থাকেন। দিব্য কমল, কর্পূর ও অগুরুচন্দনাদিদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিতে হয়। তাঁহার প্রীতি উদ্দেশে সেইস্থানেই দ্বিজবরদিগকে অর্চ্চনা করিতে হয়। ভক্তির সহিত বিবিধ অন্ন দ্বারা কুমারীদিগকে ভোজন করাইতে হয়, এবং ধূপ, দীপ, রম্য ফল, নানাবিধ মাংস অথবা ধান্যপিষ্টজাত দিব্য সুরাদি; এই সকল এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পায়স, বটক, ওদনও, কৃশরাপূপ দ্বারা সমাহিতভাবে সেই দেবীর পূজা করিতে হয়। পূজান্তে নানাবিধ মনোহর শক্তিস্তোত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য। এইরূপভাবে পূজা করিলে পূজকের রিপুকুল নষ্ট হয় এবং তিনি সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া থাকেন। রণে, রাজকুলে ও দ্যূতে সর্ব্বত্রই তাঁহার জয়-মঙ্গল লাভ হয়। মহারাজ! সৌম্যরূপিণী শান্তা কুলমাতৃকারূপেই স্থাপিতা। হে ভূপতে! যে শক্তি শ্রীমাতা নামে প্রসিদ্ধা, তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। নৃপবর! ঐ মহাশক্তি কুলমাতৃরূপে তথায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি কুমারী, ব্রহ্মপুত্রী; ব্রাহ্মণদিগের রক্ষার জন্যই তিনি ব্রহ্মা কর্তৃক তথায় স্থাপিত হইয়াছেন। হে ভূপতে! ঐ দেবীই নামভেদে স্থানমাতা ও শ্রীমাতা। দ্বিজগণের রক্ষার্থ ইনি ত্রিবিধরূপে স্থাপিতা। এই দেবী কমণ্ডলুধরা, ঘণ্টাভরণভূষিতা, অক্ষমালান্বিতা, শুভদা, শুভরূপিণী আদিমাতা, কুমারী, স্থানত্রাণকরী, দৈত্যনাশিনী, কামদায়িনী, মহামোহনাশিনী, ভক্তিগম্যা, ব্রহ্মনন্দিনী। ইনি রক্তাম্বর ধারণ করেন, উত্তম রক্তচন্দনে চর্চ্চিতা আছেন। ইনি রক্তমাল্যা, দশভুজা, পঞ্চবক্ত্রা, সুরেশ্বরী, চন্দ্রাবতংসধারিণী, লোকমাতা, সুরাসুর-নমস্কৃতা সাক্ষাৎ সরস্বতীরূপা; এই মহাপুণ্যা ওঙ্কাররূপা শক্তি দেবীকে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—লোকরক্ষার্থই ধর্ম্মারণ্যে স্থাপন করিয়াছেন। ১—১৮। ঋষি, সিদ্ধ, যক্ষ সুর, অসুর, পন্নগ ও মানবগণ ইঁহার অঙ্ঘ্রিযুগলে প্রণাম করেন। ইনি তাঁহাদিগকে মনোভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। মাতা যেমন স্বীয় পুত্রদিগকে পালন করেন, তেমনি ইনি দ্বিজাতিগণের হিতের জন্য স্বস্থান রক্ষা করিতেছেন। সেই কুলদেবতা শ্রীমাতা স্তুতা হইয়া পালনকার্য্যে নিযুক্ত হইলে সতত সর্ব্বোপদ্রব নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীমাতাকে স্মরণ করিলেও তিনি সর্ব্ববিঘ্ন উপশমিত করিয়া থাকেন। বিবাহ, উপনয়ন, ও সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি

শুভকার্য্যেষু শ্রীমাতা পূজ্যতে সদা। যথা লম্বোদরং দেবং পূজয়িত্বা সমারভেৎ॥ ২৩॥ কার্য্যং শুভং সর্ব্বমপি শ্রীমাতরং তথা নৃপ। যৎ কিঞ্চিদ্‌ভোজনং তত্র ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছতি॥ ২৪॥ অথবা বিনিবেদ্যঞ্চ ক্রিয়তে যৎপরম্পরম্। অনিবেদ্যঞ্চ তাং রাজন্ কুর্ব্বাণো বিঘ্নমেষ্যতি॥ ২৫॥ তস্মাত্তস্যৈ নিবেদ্যাথ ততঃ কর্ম্ম সমারভেৎ। তদ্বরেণাখিলং কর্ম্ম অবিঘ্নেন হি সিধ্যতি। হেমন্তে শিশিরে প্রাপ্তে পূজয়েদ্ধর্ম্মপুত্রিকাম্॥ ২৬॥ হেমপত্রে সমালিখ্য রাজতে বাথ কারয়েৎ। পাদুকাঞ্চোত্তমাং রাজন্ শ্রীমাতায়ৈ নিবেদয়েৎ॥ ২৭॥ স্নাত্বা চৈব শুচির্ভূত্বা তিলামলকমিশ্রিতৈঃ। বাসোভিঃ সুমনোভিশ্চ দুকূলৈঃ সুমনোহরৈঃ॥ ২৮॥ লেপয়েচ্চন্দনৈঃ শুভ্রৈঃ কুঙ্কুমৈঃ সিন্দূরাসকৈঃ। কর্পূরাগুরুকস্তূরীমিশ্রিতৈঃ কর্দ্দমৈস্তথা॥ ২৯॥ কর্ণিকারৈশ্চ কহ্লারৈঃ করবীরৈঃ সিতারুণৈঃ। চম্পকৈঃ কেতকীভিশ্চ জপাকুসুমকৈস্তথা॥ ৩০॥ যক্ষকর্দ্দমকৈশ্চৈব বিল্বপত্রৈরখণ্ডিতৈঃ। পালাশজাতিপুষ্পৈশ্চ বটকৈর্মাষসম্ভবৈঃ। পূপভক্ষাদিদালীভিস্তোষয়েচ্ছাকসঞ্চয়ৈঃ॥ ৩১॥ ধূপদীপাদিপূর্ব্বন্তু পূজয়েজ্জগদম্বিকাম্। তদ্ভিন্নৈব কুমারীর্বৈ বিপ্রানপি চ ভোজয়েৎ। পায়সৈর্ঘৃতযুক্তৈশ্চ শর্করামিশ্রিতৈর্নৃপ॥ ৩২॥ পক্বান্নৈর্মোদকাদ্যৈশ্চ তর্পয়েদ্ভক্তিভাবতঃ। তর্প্যমাণে দ্বিজৈকস্মিন্ সহস্রফলমশ্নুতে॥ ৩৩॥ দৈত্যানাং ঘাতকং স্তোত্রং বাচয়েচ্চ পুনঃপুনঃ। একাগ্রমানসো ভূত্বা শ্রীমাতরং স্তবীত যঃ॥ ৩৪॥ তস্য তুষ্টা বরং দদ্যাৎ স্নাপিতা পূজিতা স্তুতা। অনিষ্টানি চ সর্ব্বাণি নাশয়েদ্ধর্ম্মপুত্রিকা॥ ৩৫॥ অপুত্রো লভতে পুত্রান্নির্দ্ধনো ধনবান্ ভবেৎ। রাজ্যার্থী লভতে রাজ্যং বিদ্যার্থী লভতে চ তাম্॥ ৩৬॥ শ্রিয়োর্থী লভতে লক্ষ্মীং ভার্য্যার্থী লভতে চ তাম্। প্রসাদাচ্চ সরস্বত্যা লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩৭॥ অন্তে চ পরমং স্থানং যৎ সুরৈরপি দুর্লভম্। প্রাপ্নোতি পুরুষো নিত্যং সরস্বত্যাঃ প্রসাদতঃ॥ ৩৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীমাতামহাত্ম্যবর্ণনং নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭

শুভকর্ম্মে এবং অন্যান্য ভক্তকার্য্যে সর্ব্বদাই শ্রীমাতা দেবী পূজিতা হন। হে নৃপ! যেমন লম্বোদর দেবকে পূজা করিয়া সমস্ত কর্ম্মের আরম্ভ, তেমনি শ্রীমাতা দেবীকেও পূজা করিয়া সর্ব্ব শুভকর্ম্মের সূচনা। তথায় ব্রাহ্মণদিগকে যে কিছু ভোজ্য প্রদান করা হয় অথবা যাহা কিছু দ্রব্য পরম্পর নিবেদন করা হয়, তাহা শ্রীমাতা দেবীকে নিবেদন করিয়া না দিলে বিঘ্ন হইয়া থাকে। অতএব অগ্রে তাঁহাকে নিবেদন করিয়া দিয়া, পরে কর্ম্মারম্ভ করিবে। তাঁহার বরে সমস্ত কর্ম্মই নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া থাকে। হেমন্তে ও শিশিরকালে হেমপত্রে বা রাজত পত্রে মূর্ত্তি সমুৎকীর্ণ করিয়া সেই ধর্ম্মনন্দিনীর পূজা করিতে হয়। রাজন! শ্রীমাতা দেবীকে উত্তম পাদুকা নিবেদন করিয়া দিতে হয়। স্নানান্তে শুচি হইয়া তিল ও আমলকমিশ্রিত মনোহর পুষ্প ও দুকূল দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া শুভ্র চন্দন, কুঙ্কুম, সিন্দূর এবং কর্পূর, অগুরু ও কস্তূরীমিশ্রিত কর্দ্দম দ্বারা তদঙ্গ লেপন করিবে। অনন্তর কর্ণিকার, কহ্লার, সিত ও অরুণবর্ণ করবীর, চম্পক, কেতকী ও জবাকুসুম, যক্ষকর্দ্দম, অখণ্ডিত বিল্বপত্র, পলাশ ও জাতিপুষ্প এবং বটক, পূপ, বিবিধ অন্ন ও শাকসমূহ দ্বারা তাঁহার সন্তোষ বিধান করিবে। পরে ধূপদীপাদি দ্বারা সেই জগদম্বিকার পূজা করিবে। তাঁহার সহিত অভিন্ন জ্ঞানে কুমারীদিগকে ও ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। ঘৃত ও শর্করাযুক্ত পায়স, পক্বান্ন ও মোদকাদি দ্বারা ভক্তির সহিত তাঁহাদিগকে তৃপ্ত করিবে। এইরূপে একজন ব্রাহ্মণও পরিতৃপ্ত হইলে সহস্রগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। পরে দৈত্যঘ্ন স্তোত্র সকল পুনঃপুনঃ পাঠ করিবে। যে ব্যক্তি একাগ্রমনে শ্রীমাতা দেবীর স্তব করে, স্নাপিত, পূজিত ও স্তুত হইয়া ঐ দেবী তাহাকে সসন্তোষে বরদান করিয়া থাকেন। সেই ধর্ম্মনন্দিনীদেবী তাহার সমস্ত অনিষ্ট নিবারণ করেন। তত্রত্য সরস্বতী দেবীর প্রসাদে অপুত্র পুত্র, ধনার্থী ধন, রাজ্যার্থী রাজ্য, বিদ্যার্থী বিদ্যা, লক্ষ্মীলাভার্থী লক্ষ্মী এবং ভার্য্যার্থী ভার্য্যালাভ করে; এবিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। অপিচ ঐ সরস্বতী দেবীর অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি অন্তে এরূপ পরমোত্তম নিত্যধাম প্রাপ্ত হয়, যাহা সুরগণেরও সুদুর্লভ। ১৯—৩৯।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র উবাচ। শৃণু স্কন্দ মহাপ্রাজ্ঞ হৃদ্ভুতং যৎকৃতং ময়া। ধর্ম্মারণ্যে মহাদুষ্টো দৈত্যঃ কর্ণাটকাভিধঃ॥ ১॥ নিভৃতং হি সমাগত্য দম্পত্যোর্ব্বিঘ্নমাচরৎ। তং দৃষ্ট্বা তদ্ভয়াল্লোকঃ প্রদুদ্রাব নিরন্তরম্॥ ২॥ ত্যক্ত্বা স্থানং গতাঃ সর্ব্বে বণিজো বাড়বাদয়ঃ। মাতঙ্গীরূপমাস্থায় শ্রীমাত্রা স্বনয়া স্মৃত॥ ৩॥ হতঃ কর্ণাটকো নাম রাক্ষসো দ্বিজঘাতকঃ। তদা সর্ব্বেঽপি বৈ বিপ্রা হৃষ্টাস্তে তেন কর্ম্মণা॥ ৪॥ স্তুবন্তি পূজয়ন্তি স্ম বণিজো ভক্তিতৎপরাঃ। বর্ষে বর্ষে প্রকুর্ব্বন্তি শ্রীমাতাপূজনং শুভম্॥ ৫॥ শুভকার্য্যেষু সর্ব্বেষু প্রথমং পূজয়েত্তু তাম্। ন স বিঘ্নং প্রপদ্যেত তদাপ্রভৃতি পুত্রক॥ ৬॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কোঽসৌ দুষ্টো মহাদৈত্যঃ কস্মিন্ বংশে সমুদ্ভবঃ। কিং কিং তেন কৃতং তাত সর্ব্বং কথয় সুব্রত॥ ৭॥ ব্যাস উবাচ। শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি কর্ণাটকবিচেষ্টিতম্। দেবানাং দানবানাং যো দুঃসহো বীর্য্যদর্পিতঃ॥ ৮॥ দুষ্টকর্ম্মা দুরাচারো মহারাষ্ট্রো মহাভুজঃ। জিত্বা স সকলাল্লোকাংস্ত্রৈলোক্যে চ গতাগতঃ॥ ৯॥ যত্র দেবাশ্চ ঋষয়স্তত্র গত্বা মহাসুরঃ। ছদ্মনা বা বলেনৈব বিঘ্নং প্রকুরুতে নৃপ॥ ১০॥ ন বেদাধ্যয়নং লোকে ভবেত্তস্য ভয়েন চ। কুর্ব্বতে বাড়বা দেবা ন চ সন্ধ্যাদ্যুপাসনম্॥ ১১॥ ন ক্রতুর্বর্ত্ততে তত্র ন চৈব সুরপূজনম্। দেশেদেশে চ সর্ব্বত্র গ্রামেগ্রামে পুরেপুরে॥ ১২॥ তীর্থেতীর্থে চ সর্ব্বত্র বিঘ্নং প্রকুরুতেঽসুরঃ। পরন্তু শক্যতে নৈব ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশিতুম্॥ ১৩॥ ভয়াচ্ছক্ত্যাশ্চশ্রীমাতু দানবো বিক্লবস্তদা। কেনোপায়েন তত্রৈব গম্যতে স্থিতি চিন্তয়ন্॥ ১৫॥ বিঘ্নং করিষ্যে হি কথং ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্। বেদাধ্যয়নকর্তৃণাং যজ্ঞে কর্ম্মাধিবিতিষ্ঠতাম্॥ ১৫॥ বেদাধ্যয়নজং শব্দং শ্রুত্বা দূরাৎ স দানবঃ। বিব্যথে স যথা রাজন্ বজ্রাহত ইব দ্বিপঃ॥ ১৬॥ নিঃশ্বাসানুমুচে রোষাদ্দন্তৈর্দন্তাংশ্চ ঘর্ষয়ন্। দশমানো নিজাবোষ্ঠৌ পেষয়ংশ্চ করাবুভৌ॥ ১৭॥ উন্মত্তবদ্বিচরত ইতশ্চেতশ্চ মারিষ। সন্নিপাতস্য দোষেণ যথা ভবতি মানবঃ॥ ১৮॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

রুদ্র কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ, স্কন্দ! আমি যে অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ধর্ম্মারণ্যে কর্ণাট নামে এক মহাদুষ্ট দৈত্য ছিল। ঐ দৈত্য নিভৃতভাবে আগমন করিয়া দম্পতির বিঘ্নাচরণ করিত। তাহাকে দেখিয়া তাহার ভয়ে লোকসকল নিয়তই পলায়ন করিত। ধর্ম্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণ ও বণিক্‌গণ সকলেই স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক দৈত্যভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। তখন শ্রীমাতাদেবী মাতঙ্গীরূপে সেই দ্বিজঘাতক কর্ণাট রাক্ষসকে নিহত করিলেন। তাঁহার সেই কার্য্যে বিপ্রগণ ও অন্যান্য সকলেই হৃষ্ট হইলেন। বণিক্‌গণ ভক্তিতৎপর হইয়া তাঁহাকে পূজা ও স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা প্রতিবর্ষেই শ্রীমাতাদেবীর শুভ পূজা করিয়া আসিতেছেন। সমস্ত শুভ কার্য্যেই অগ্রে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। হে তাত! শ্রীমাতাদেবীর পূজক ব্যক্তি সেই হইতে আর কখনই বিঘ্নদর্শন করেন নাই। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—কে সেই দুষ্ট মহাদৈত্য! কোন্ বংশে তাহার উদ্ভব? হে সুব্রত! সেই দৈত্য কি কি কর্ম্ম করিয়াছিল? সে সকল আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ব্যাস বলিলেন,—রাজন্! শ্রবণ কর, আমি কর্ণাট দৈত্যের বিবরণ বলিতেছি। ঐ দৈত্য বীর্য্যবলে গর্ব্বিত হইয়া দেবদানবগণের দুঃসহ হইয়াছিল। ১—৮। সে দুষ্টকর্ম্মা, দুরাচার ও মহাভুজ ছিল। মহাসুর কর্ণাট সকল লোক জয় করিয়া ত্রৈলোক্যে গতায়াত করিত। হে নৃপ! যেখানে দেবঋষিগণ থাকিতেন, ঐ অসুর সেই স্থানে ছলে কিম্বা বলে গমন করিয়া তাঁহাদের বিঘ্নাচরণ করিত। তাহার ভয়ে জগতে বেদাধ্যয়ন বিলুপ্ত হইয়াছিল। দেব ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আর সন্ধ্যোপাসনা ছিল না। কোন যজ্ঞ বা দেবার্চ্চনা কেহই করিত না। দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, তীর্থে তীর্থে, সর্ব্বত্রই ঐ অসুর বিঘ্নাচরণ করিত; কিন্তু ধর্ম্মারণ্যে তাহার প্রবেশাধিকার ছিল না। ঐ দানব শ্রীমাতার ভয়ে একান্ত বিক্লব ছিল। সে ভাবিল, আমি কিরূপে কি উপায়ে ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ করি, সেখানে গিয়া কিরূপেই বা মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের বিঘ্নাচরণ করি। রাজন্! সেই দানব দূর হইতে বেদাধ্যয়নকারী যজ্ঞকর্ম্মরত দ্বিজগণের বেদাধ্যয়নজন্য শব্দ শ্রবণ করিয়া বজ্রাহত গজের ন্যায় নিয়তই ব্যথিত হইত; সে রোষবশে নিশ্বাস ফেলিত, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিত, নিজ অধরোষ্ঠ দংশন করিত, স্বীয় করযুগল পেষণ করিত, এবং ইতস্ততঃ

তথৈব দানবো ঘোরো ধর্ম্মারণ্যসমীপগঃ। ভ্রমতে দহতে চৈব দূরাদেব ভয়ান্বিতঃ॥ ১৯॥ বিবাহকালে বিপ্রাণাং রূপং কৃত্বা দ্বিজন্মনঃ। তত্রাগত্য দুরাধর্ষো নীত্বা দাম্পত্যমুত্তমম্॥ ২০॥ উৎপপাত মহীপৃষ্ঠাদ্-গগনে সোঽসুরাধমঃ। স্বয়ঞ্চ রমতে পাপো দ্বেষাজ্জাতিস্বভাবতঃ॥ ২১॥ এবঞ্চ বহুশঃ সোঽথ ধর্ম্মারণ্যাচ্চ দম্পতী। গৃহীত্বা কুরুতে পাপং দেবানামপি দুঃসহম্॥ ২২॥ বিঘ্নং করোতি দুষ্টো-ঽসৌ দম্পত্যোঃ সততং ভুবি। মহাঘোরতরং কর্ম্ম কুর্ব্বংস্তস্মিন্ পুরে বরে॥ ২৩॥ ততোদ্বিগ্না দ্বিজাঃ সর্ব্বে পলায়ন্তে দিশো দশ। গতাঃ সর্ব্বে ভূমিদেবাস্ত্যক্ত্বা স্থানং মনোরমম্॥ ২৪॥ যত্রযত্র মহাতীর্থং তত্রতত্র গতা দ্বিজাঃ। উদ্বসং তৎপুরং জাতং তস্মিন্ কালে নৃপোত্তম॥ ২৫॥ ন বেদাধ্যয়নং তত্র ন চ যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে। মনুজাস্তত্র তিষ্ঠন্তি ন কর্ণাটভয়ার্দ্দিতাঃ॥ ২৬॥ দ্বিজাঃ সর্ব্বে ততো রাজন্ বণিজশ্চ মহাযশাঃ। একত্র মিলিতাঃ সর্ব্বে বক্তুং মন্ত্রং যথোচিতম্॥ ২৭॥ কর্ণাটস্য বধোপায়ং মন্ত্রয়ন্তি দ্বিজর্ষভাঃ। বিচার্য্যমাণে তৈর্দৈবাদ্বাগ্-জাতা চাশরীরিণী॥ ২৮॥ আরাধয়ত শ্রীমাতাং সর্ব্বদুঃখাপহারিণীম্। সর্ব্বদৈত্যক্ষয়করীং সর্ব্বো-পদ্রবনাশনীম্॥ ২৯॥ তচ্ছ্রুত্বা বাড়বাঃ সর্ব্বে হর্ষ-ব্যাকুললোচনাঃ। শ্রীমাতাস্তু সমাগত্য গৃহীত্বা বলিমুত্তমম্॥ ৩০॥ মধু ক্ষীরং দধি ঘৃতং শর্করা পঞ্চধারয়া। ধূপং দীপং তথা চৈব চন্দনং কুসুমানি চ॥ ৩১॥ ফলানি বিবিধান্যেব গৃহীত্বা বাড়বা নৃপ। ধান্যস্য বিবিধং রাজন্ ভক্তাপূপা ঘৃতাচিতাঃ॥ ৩২॥ কুল্মাষা বটকাশ্চৈব পায়সং ঘৃতমিশ্রিতম্। সোহালিকা দীপিকাশ্চ সার্দ্রাশ্চ বটকাস্তথা॥ ৩৩॥ রাজিকাভিশ্চ সংলিপ্তা নবচ্ছিদ্রসমন্বিতাঃ। চন্দ্র-বিম্বপ্রতীকাশা মণ্ডকাস্তত্র কল্পিতাঃ॥ ৩৪॥ পঞ্চামৃতেন স্নপনং কৃত্বা গন্ধোদকেন চ। ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈস্তোষয়ামাসুরীশ্বরীম্॥ ৩৫॥ নীরাজনৈঃ সকর্পূরৈঃ পুষ্পৈর্দীপৈঃ সুচন্দনৈঃ। শ্রীমাতা তোষিতা রাজন্ সর্ব্বোপদ্রবনাশনী॥ ৩৬॥ শ্রীমাতা চ

উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিতে থাকিত। সান্নিপাত-দোষে মানুষ যেরূপ হয়, ধর্ম্মারণ্যসমীপস্থ সেই ভীষণ দানবেরও সেই অবস্থাই হইয়াছিল। সে ধর্ম্মারণ্যসমীপে ভ্রমণ করিত, অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইত, কিন্তু সেখানে প্রবেশ করিতে দূর হইতেই ভীত হইত। একদা ব্রাহ্মণগণের বিবাহকালে ঐ দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া তথায় প্রবেশ করে এবং দম্পতিকে হরণ করিয়া মহীপৃষ্ঠ হইতে গগনাঙ্গনে উৎপতিত হয়। ঐ অসুরাধম পাপী কর্ণাট বিদ্বেষ ও স্বীয় জাতিস্বভাবের অনুসরণ-পূর্ব্বক এইরূপে দম্পতিদিগকে লইয়া গিয়া নিজেই রমণ করিত। এইরূপে একদিন একটীমাত্র দম্পতির হরণ নয়; সে ধর্ম্মারণ্য হইতে ঐরূপে বহু দিন বহু দম্পতি হরণ করিয়া তদুপরি পাপাচরণ করিতে লাগিল। তাহার সেই পাপক্রিয়া দেবগণেরও অসহ্য হইয়া উঠিল। সেই দুষ্ট এইরূপে দম্পতির উপর সতত বিঘ্নাচরণ করিতে লাগিল। সে,আরও অনেক ঘোরতর কর্ম্ম সেই পুরে আচরণ করিল। তখন দ্বিজগণ উদ্বিগ্ন হইয়া দশদিকে পলায়ন করিলেন; ভূদেবগণ একে একে সকলেই স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। যেখানে যেখানে মহাতীর্থ ছিল, তাঁহারা সেই সেই স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগি-লেন। নৃপবর! তৎকালে সেই ধর্ম্মারণ্যপুর উদ্বাস্ত হইয়া গেল। বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞকর্ম্ম কিছুই তথায় হইতে লাগিল না। কর্ণাটের ভয়ে সেখানে কোন প্রাণীই তিষ্ঠিয়া রহিল না! রাজন্! তখন দ্বিজগণ ও মহাযশা বণিক্গণ সকলেই একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। যখন দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ কর্ণাটের বধোপায় আলোচনা করেন, তখনই এক অশরীরিণী বাণী প্রাদুর্ভূত হইয়া বলিল,—তোমরা সকলে মিলিয়া শ্রীমাতা দেবীর আরাধনা কর। তিনি সর্ব্বদুঃখহারিণী সর্ব্ব দৈত্য-ক্ষয়করী ও সর্ব্বোপদ্রবনাশিনী। তৎ-শ্রবণে ব্রাহ্মণেরা হর্ষব্যাকুল নয়নে উত্তম বলি গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীমাতার নিকট আগমন করিলেন এবং মধু, ক্ষীর, দধি, ঘৃত, শর্করা, ধূপ, দীপ, চন্দন, বিবিধ কুসুম, ফল ও অন্যান্য উপকরণ আনয়ন করিলেন। হে নৃপ! এতদ্ভিন্ন তাঁহা-দের চেষ্টায় বিবিধ ধান্য, ঘৃতাচিত ভক্ত, অপূপ, কুল্মাষ, বটক, ঘৃতমিশ্রিত পায়স, দীপিকা, আর্দ্রক সহবটক এবং রাজিকালিপ্ত নবচ্ছিদ্রময় চন্দ্রবিম্ববৎ প্রকাশমান মস্তক সকল কল্পিত হইল। পরে ব্রাহ্ম-ণেরা পঞ্চামৃত ও গন্ধোদক দ্বারা দেবীর স্নান করা-ইলেন এবং ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা তাঁহার পরি-তোষ বিধান করিলেন।১৯—৩৫। রাজন্! কর্পূরযুক্ত নীরাজন, পুষ্প, দীপ ও উত্তম চন্দন দ্বারা সেই সর্ব্বোপদ্রবনাশিনী শ্রীমাতা দেবী পরিতুষ্টা হইলেন।

জগন্মাতা ব্রাহ্মী সৌম্যা বরপ্রদা। রূপত্রয়ং সমাস্থায় পালয়েৎ সা জগত্রয়ম্॥ ৩৭॥ ত্রয়ীরূপেণ ধর্ম্মাত্মন্ রক্ষতে সত্যমন্দিরম্। জিতেন্দ্রিয়া জিতাত্মানো মিলিতাস্তে দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৩৮॥ তৈঃ সর্ব্বৈরর্চ্চিতা মাতা চন্দনাদ্যেন তোষিতা। স্তুতিমারেভিরে তত্র বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ। একচিত্তেন ভাবেন ব্রহ্মপুত্র্যাঃ পুরঃ স্থিতাঃ॥ ৩৯॥ বিপ্রা উচুঃ। নমস্তে ব্রহ্মপুত্র্যৈ নমস্তে ব্রহ্মচারিণি। নমস্তে জগতাং মাতর্নমস্তে সর্ব্বগে সদা॥ ৪০॥ ক্ষুন্নিদ্রা ত্বং তৃষা ত্বং চ ক্রোধতন্দ্রাদয়স্তথা। ত্বং শান্তিস্ত্বং রতিশ্চৈব ত্বং জয়া বিজয়া তথা॥ ৪১॥ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যৈস্ত্বং প্রপন্না সুরেশ্বরি। সাবিত্রী শ্রীরুমা চৈব ত্বং চ মাতা ব্যবস্থিতা॥ ৪২॥ ব্রহ্মবিষ্ণু সুরেশানাস্তদাধারে ব্যবস্থিতাঃ। নমস্তুভ্যং জগন্মাতর্ধৃতিপুষ্টিস্বরূপিণি॥ ৪৩॥ রতিঃ ক্রোধা মহামায়া চ্ছায়া জ্যোতিঃস্বরূপিণি সৃষ্টিস্থিত্যন্তকৃদ্দেবি কার্য্যকারণদা সদা॥ ৪৪॥ ধরা তেজস্তথা বায়ুঃ সলিলাকাশমেব চ। নমস্তেঽস্তু মহাবিদ্যে মহাজ্ঞানময়েঽনঘে॥ ৪৫॥ হ্রীঙ্কারী দেবরূপা ত্বং ক্লীঙ্কারী ত্বং মহাদ্যুতে। আদিমধ্যাবসানা ত্বং ত্রাহি চাস্মান্মহাভয়াৎ॥ ৪৫॥ মহাপাপো হি দুষ্টাত্মা দৈত্যোঽয়ং বাধতেঽধুনা। ত্রাণরূপা ত্বমেকা চ অস্মাকং কুলদেবতা॥ ৪৭॥ ত্রাহিত্রাহি মহাদেবি রক্ষরক্ষ মহেশ্বরি। হনহন দানবং দুষ্টং দ্বিজানাং বিঘ্নকারকম্॥ ৪৮॥ এবং স্তুতা তদা দেবী মহামায়া দ্বিজন্মভিঃ। কর্ণাটস্য বধার্থায় দ্বিজাতীনাং হিতায় চ। প্রত্যক্ষা সাত্তবক্তত্র বরং ক্রহীত্যুবাচ হ॥ ৪৯॥ শ্রীমাতোবাচ। কেন বৈ ত্রাসিতা বিপ্রাঃ কেন বোদ্বেজিতাঃ পুনঃ। তস্যাহং কুপিতা বিপ্রা নয়িষ্যে যমসাদনম্॥ ৫০॥ ক্ষীণায়ুষং নরং বিত্ত যেন যূয়ং নিপীড়িতাঃ। দদামি বো দ্বিজাতিভ্যো যথেষ্টং বক্তুমর্হথ॥ ৫১॥ ভক্ত্যা হি ভবতাং বিপ্রাঃ করিষ্যে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫২॥ দ্বিজা উচুঃ। কর্ণাটাখ্যো মহারৌদ্রো দানবো

জগন্মাতা শ্রীমাতা দেবী ব্রাহ্মী, সৌম্যা ও বরপ্রদা—এই রূপত্রয় অবলম্বন করিয়া ত্রিজগৎ পালন করেন। হে ধর্ম্মাত্মন্! তিনি ত্রয়ীরূপে সত্যমন্দির পালন করিয়া থাকেন। ধর্ম্মারণ্যের দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সকলেই জিতেন্দ্রিয় ও জিতাত্মা; তাঁহারা মিলিতভাবে দেবীর অর্চ্চনা করিলেন। তাঁহাদের অর্চ্চনায় এবং চন্দনাদিনিবেদনে দেবী তোষিতা হইলেন। তখন বাক্য, মন, কায় ও কর্ম্ম দ্বারা একচিত্তে একভাবে ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মপুত্রী শ্রীমাতা দেবীর সম্মুখে থাকিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। বিপ্রগণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মচারিণি! আপনি, ব্রহ্মপুত্রী, আপনাকে নমস্কার। হে সর্ব্বব্যাপিনি জগদম্বিকে! আপনাকে নমস্কার করি। মাতঃ! তুমি ক্ষুধা, তুমি নিদ্রা, তুমি তৃষা, তুমি ক্রোধ, তুমি তন্দ্রা, তুমি শান্তি, তুমি রতি, তুমি জয়া, তুমি বিজয়া। হে সুরেশ্বরি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তোমারই শরণ লইয়া থাকেন। সাবিত্রী, শ্রী, উমা ও মাতা—এই সকল তোমারই নাম। তুমিই সকল রূপে বিরাজমানা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সুরেশ্বরগণ তোমারই আধারে অবস্থিত। হে মাতঃ! হে ধৃতি ও পুষ্টিরূপিণি। জগদম্বিকে! তোমাকে আমার নমস্কার। তুমি রতি, ক্রোধা, মহামায়া, ছায়া ও জ্যোতিঃস্বরূপা। হে দেবি! তুমিই কার্য্যকারণজননী এবং এ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তকারিণী। ধরা, তেজ, বায়ু, জল, আকাশ—এই সকল ভূত তুমিই। হে মহাবিদ্যে! হে মহাজ্ঞানময়ে, অনঘে! তোমাকে নমস্কার করি। হে মহাদ্যুতে! তুমি হ্রীঙ্কারী দেবরূপিণী ও ক্লীঙ্কারী; তুমিই আদি মধ্য ও অবসান; আমাদিগকে মহাভয় হইতে তুমি পরিত্রাণ কর। ৩৬—৪৫। এই মহাপাপী দুষ্টাত্মা দৈত্য আমাদিগকে অধুনা উৎপীড়িত করিতেছে, মা, তুমি আমাদের কুলদেবতা; অতএব একমাত্র তুমিই আমাদের ত্রাণকর্ত্রী। হে মহাদেবি, মহেশ্বরি'! আমাদিগকে ত্রাণ কর, ত্রাণ কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর। দ্বিজাতিগণের বিঘ্নকারক দুষ্টদানবকে বধ কর, বধ কর। মহামায়া মহাদেবী এইরূপে দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক অভিষ্টুত হইয়া কর্ণাটের বধ ও দ্বিজগণের হিতনিমিত্ত প্রত্যক্ষতঃ প্রাদুর্ভূত হইলেন এবং বলিলেন,—তোমরা বর গ্রহণ কর। শ্রীমাতা কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! কে তোমাদিগকে ত্রাসিত বা উদ্বেজিত করিয়াছে? আমি তাহার প্রতি কুপিত হইয়াছি; তাহাকে যমভবনে প্রেরণ করিব। যে তোমাদের উৎপীড়নকর্ত্তা, তাহাকে তোমরা ক্ষীণায়ু বলিয়াই অবধারণ কর। আমি তোমাদিগকে যথেষ্ট বর প্রদানে উদ্যত হইয়াছি; তোমরা বল, আমি কি বর প্রদান   হে বিপ্রগণ! আমি তোমাদের ভক্তিবলে আকৃষ্ট হইয়া নিশ্চয় সেই বরই প্রদান করিব দ্বিজগণ কহিলেন,—মদগর্ব্বিত

মাদগর্ব্বিতঃ। বিঘ্নং প্রকুরুতে নিত্যং সত্য মন্দির-বাসিনাম্॥ ৫৩॥ ব্রাহ্মণান্ সত্যশীলাংশ্চ বেদাধ্যয়নতৎপরান্। দ্বেষাদ্দ্বেষ্টি দ্বেষণস্তান্নি—ত্যমেব মহামতে। বেদবিদ্বেষণো দুষ্টো ঘাতয়ৈনং মহাদ্যুতে॥ ৫৪॥ ব্যাস উবাচ। তথেত্যুক্তা তু সা দেবী প্রহস্ত কুলদেবতা। বধোপায়ং বিচিন্ত্যাস্থ ভক্তানাং রক্ষণায় বৈ॥৫৫॥ ততঃ কোপপরা জাতা শ্রীমাতা নৃপসত্তম। কোপেন ভ্রূকুটীং কৃত্বা রক্তনেত্রান্তলোচনা॥ ৫৬॥ কোপেন মহতাবিষ্টা বসন্তী পাবকং যথা। মহাজ্বালা মুখান্নেত্রান্নাসাকর্ণাচ্চ ভারত॥ ৫৭॥ তত্তেজসা সমুদ্ভূতা মাতঙ্গী কামরূপিণী। কালী করালবদনা দুর্দ্দর্শবদনোজ্জ্বলা॥৫৮॥ রক্তমাল্যাম্বরধরা মদাঘূর্ণিত-লোচনা। ন্যগ্রোধস্য সমীপে সা শ্রীমাতা সংশ্রিতা তদা॥ ৫৯॥ অষ্টাদশভুজা সা তু শুভা মাতা সুশোভনা। ধনুর্ব্বাণধরা দেবী খড়্গখেটকধারিণী॥ ৬০॥ কুঠারং ক্ষুরিকাং বিভ্রস্ত্রিশূলং পানপাত্রকম্। গদাং সর্পং চ পরিঘং পিনাকং চৈব পাশকম্॥ ৬১॥ অক্ষমালাধরা রাজন্ মদ্যকুম্ভানুধারিণী। শক্তিং চ মুষলং চোগ্রং কর্ত্তরীং খর্পরং তথা॥ ৬২॥ কণ্টকাঢ্যাং চ বদরীং বিভ্রতী তু মহাননা। তত্রাভব-মহাযুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্॥ ৬৩॥ মাতঙ্গ্যাঃ সহ কর্ণাটদানবেন নৃপোত্তম॥ ৬৪॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কথং যুদ্ধং সমভবৎ কথং চৈবাপবর্ত্তত। জিতং কেনৈব ধর্ম্মজ্ঞ তন্মমাচক্ষ মারিষ॥ ৬৫॥ ব্যাস উবাচ। একদা শৃণু রাজেন্দ্র যজ্জাতং দৈত্যসঙ্গরে। তৎসর্ব্বং কথয়াম্যাশু যথাবৃত্তং হি তৎপুরা॥ ৬৬॥ প্রনষ্টযোষা যে বিপ্রা বণিজশ্চৈব ভারত। চৈত্রমাসে তু সম্প্রাপ্তে ধর্ম্মারণ্যে নৃপোত্তম॥ ৬৭॥ গৌরী-মুদ্বাহয়ামাসুর্বিপ্রাস্তে সংশিতব্রতাঃ। স্বস্থানং সুশুভং জ্ঞাত্বা তীর্থরাজং তথোত্তমম্॥ ৬৮॥ বিবাহং তত্র কুর্ব্বন্তো মিলিতাস্তে দ্বিজোত্তমাঃ। কোটিকন্যা-কুলং তত্র একত্রাসীন্মহোৎসবে। ধর্ম্মা-রণ্যে মহাপ্রাজ্ঞ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥ ৬৯॥ চতুর্থ্যামপররাত্রেঽভ্যন্তরতোঽগ্নিমাদধুঃ। আসনং ব্রহ্মণে দত্বা অগ্নিং কৃত্বা প্রদক্ষিণম্॥ ৭০॥ স্থালী-পাকঞ্চ কৃত্বাথ কৃত্বা বেদীঃ শুভাস্তদা। চতুর্হস্তাঃ

মহারৌদ্র কর্ণাট নামক দানব সত্য মন্দিরবাসী-দিগের উপর নিত্যই বিঘ্নাচরণ করিতেছে। সেই ব্রাহ্মণদ্বেষী মহাসুর দ্বেষবশতঃ সত্যশীল, বেদাধ্যয়নতৎপর ব্রাহ্মণদিগের প্রতি নিত্যই দ্বেষ করিতেছে। হে মহাদ্যুতে! তুমি সেই বেদ-বিদ্বেষী দুষ্ট দৈত্যের সংহার সাধন কর। ব্যাস বলিলেন,—সেই দেবী কুলদেবতা 'তথাস্তু' বলিয়া হাস্য-পূর্ব্বক ভক্তরক্ষার্থ দৈত্যের বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে নৃপবর! অনন্তর শ্রীমাতা দেবী কুপিতা হইলেন। কোপ-ভরে তাঁহার নয়ন রক্তাভ হইল। তিনি ভ্রূকুটী করিলেন, মহাকোপে আবিষ্ট হইলেন, যেন পাবকমধ্যেই বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ, নেত্র, নাসা ও কর্ণ-বিবর হইতে মহাজ্বালামালা নির্গত হইতে লাগিল; তখন তাঁহার তেজ হইতে কামরূপিণী মাতঙ্গী প্রাদু-ভূতা হইলেন। তিনি কালী, করালবদনা, দুর্দ্দর্শ-দর্শনোজ্জ্বলা, রক্তমাল্যও রক্ত-বসনপরিধানা, এবং মদাবেশে ঘূর্ণিত-নয়না। দেবী শ্রীমাতা তখন ন্যগ্রোধ সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার অষ্ট-ভুজ; তিনি শুভাবহা সুশোভনা, ধনুর্ব্বাণধরা এবং খড়্গ ও খেটকধারিণী। তিনি কুঠার, ক্ষুরিকা, ত্রিশূল, পানপাত্র, গদা, সর্প, পরিঘ, পিনাক ও পাশ ধারণ করিতেছেন। রাজন্! সেই দেবীর হস্তে অক্ষমালা, মদ্যকুম্ভ, শক্তি, উগ্র মুষল, কর্ত্তরী, খর্পর, ও কণ্ট-কান্বিতা বদরী বিরাজমান। তৎকালে সেই মাতঙ্গী দেবীর সহিত কর্ণাট দানবের লোমহর্ষণ মহাতুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—কিরূপে যুদ্ধ হইল? কিরূপে কে পলায়ন করিল? এবং কেই বা জয়ী হইল? হে ধর্ম্মজ্ঞ! তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন। ১৬—৬৫। ব্যাস বলিলেন,—রাজন্! পুরা-কালে সেই দৈত্যযুদ্ধে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তোমার নিকট যথাযথ বলিতেছি, শ্রবণ কর। নৃপবর! একদা চৈত্রমাসে ধর্ম্মারণ্যস্থ বহু বিপ্র ও বণিকের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। তাই তাঁহারা নিজের বাসস্থানই অত্যুত্তম তীর্থ জ্ঞান করিয়া সেইখানেই সংশিতব্রত ভাবে গৌরী কন্যার পাণিপীড়নে উদ্যত হইলেন। বিবাহ করি-বার জন্য বহু দ্বিজবরই মিলিত হইলেন। সেই বিবাহমহোৎসবে ধর্ম্মারণ্যেই প্রায় কোটি-সংখ্যক কন্যার একত্র সমাবেশ হইল। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি ইহা সত্যই বলিতেছি। পরে চতুর্থীতিথিযুক্ত দিবসের শেষরাত্রে বরকন্যা-গণের মধ্যস্থলে অগ্নিস্থাপন করা হইল। ব্রহ্মাসন কল্পনা করিয়া অগ্নিপ্রদক্ষিণ কার্য্য সমাধা হইল। অনন্তর চরুপাক করিয়া চতুর্হস্তমিত

সকলসা নাগপাশসমন্বিতাঃ ॥ ৭১ ॥ বেদমন্ত্রেণ শুভ্রেণ মন্ত্রয়ন্তে ততো দ্বিজাঃ। চরতাং দম্পতীনাং হি পরিবেশ্চ যথোচিতম্ ॥ ৭২ ॥ ব্রহ্মণা সহিতাস্তত্র বাড়বাস্তে সুহর্ষিতাঃ। কুর্ব্বতে বেদনির্ঘোষং তারস্বরনিনাদিতম্ ॥ ৭৩ ॥ তেন শব্দেন মহতা কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ ॥ তং শ্রুত্বা দানবো ঘোরো বেদধ্বনিং দ্বিজেরিতম্ ॥ ৭৪ ॥ উৎপপাতাসনাত্তূর্ণং সসৈন্যো গতচেতনঃ। ধাবতঃ সর্ব্বভৃত্যাস্তং যে চান্যে তানুবাচ সঃ ॥ ৭৫ ॥ শ্রূয়তাং কুত্র শব্দোঽয়ং বাড়বানাং সমুত্থিতঃ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দৈত্যেয়াঃ সত্বরং যযুঃ ॥ ৭৬ ॥ বিভ্রান্তচেতসঃ সর্ব্বে ইতশ্চেতশ্চ ধাবিতাঃ। ধর্ম্মারণ্যে গতাঃ কেচিত্তত্র দৃষ্টা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৭৭ ॥ উদ্গিরন্তো হি নিগমান্ বিবাহসময়ে নৃপ। সর্ব্বং নিবেদয়ামাসুঃ কর্ণাটায় দুরাত্মনে ॥ ৭৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বা রক্ততাম্রাক্ষো দ্বিজদ্বিট্ কোপপূরিতঃ। অভ্যধাবন্মহাভাগ যত্র তে দম্পতী নৃপ ॥ ৭৯ ॥ খমাশ্রিত্য তদা দৈত্যমায়াং কুর্ব্বন স রাক্ষসঃ। অহরদ্দম্পতীন্ রাজন্ সর্ব্বালঙ্কারসংযুতান্ ॥ ৮০ ॥ ততস্তে বাড়বাঃ সর্ব্বে সঙ্গতা ভুবনেশ্বরীম্। বুম্বারবং প্রকুর্ব্বাণাস্ত্রাহি ত্রাহীতি চোচিরে ॥ ৮১ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বিশ্বজননী মাতঙ্গী ভুবনেশ্বরী। সিংহনাদং প্রকুর্ব্বাণা ত্রিশূলবরধারিণী ॥ ৮২ ॥ ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দেবকর্ণাটয়োস্তথা। ঋষীণাং পশ্যতাং তত্র বণিজাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্ ॥ ৮৩ ॥ পশ্যতামভবদ্যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্। অস্ত্রৈশ্চিচ্ছেদ মাতঙ্গী মদবিহ্বলিতং রিপুম্ ॥ ৮৪ ॥ সোঽপি দৈত্যস্ততস্তস্যা বাণেনৈকেন বক্ষসি। অসাবপি ত্রিশূলেন ঘাতিতঃ কশ্মলং গতঃ ॥ ৮৫ ॥ মুষ্টিভিশ্চৈব তাং দেবীং সোঽপি তাড়য়তেঽসুরঃ। সোঽপি দেব্যা ততঃ শীঘ্রং নাগপাশেন যন্ত্রিতঃ ॥ ৮৬ ॥ ততস্তেনৈব দৈত্যেন গরুড়াস্ত্রং সমাদধে। তয়া নারায়ণাস্ত্রং তু সন্দধে শরপাতনম্ ॥ ৮৭ ॥ এবমন্যোন্যমাক্রুধ্য যুধ্যমানৌ জয়েচ্ছয়া। ততঃপরিঘমাদায় আয়সং দৈত্যপুঙ্গবঃ ॥ ৮৮ ॥ মাতঙ্গীং প্রতি সংক্রুদ্ধো জঘান পরবীরহা। দেবী ক্রুদ্ধা মুষ্টিপাতৈশ্চূর্ণয়ামাস দানবম্ ॥ ৮৯ ॥ তেন মুষ্টিপ্রহারেণ মূর্চ্ছিতো নিপপাত হ। ততশ্চ সহসোত্থায় শক্তিং

শুভবেদী সকল প্রস্তুত করা হইল। ঐ সকল বেদীর উপর কলস ও নাগপাশাদি রক্ষিত হইল। অনন্তর দ্বিজগণ বিশুদ্ধ বেদমন্ত্র সকল উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তখন দম্পতিগণ যথাবিধি বেদীর উপরিভাগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ব্রহ্মসহ ব্রাহ্মণগণ এইবার প্রহৃষ্ট হইয়া তারস্বরে বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেই মহাশব্দে সমগ্র আকাশ আপূরিত হইল। ভীষণ দানব দ্বিজকণ্ঠোত্থিত সেই বেদধ্বনি শুনিয়া সসৈন্যে হতজ্ঞানের ন্যায় স্বীয় আসন হইতে সত্বর উত্থিত হইল। তাহার ভৃত্যবর্গও সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হইতে লাগিল। তখন সেই দানব তাহাদিগকে কহিল,—ওহে আমার ভৃত্যগণ! তোমরা শ্রবণ কর, কোথা হইতে ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনি হইতেছে? তাহার কথায় দৈত্যগণ সত্বর বিভ্রান্তচিত্তে ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। তাহারা বহুস্থান ঘুরিয়া অবশেষে ধর্ম্মারণ্যে গিয়া দেখিল, দ্বিজগণ বিবাহসময়ে বেদপাঠ করিতেছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া গিয়া তাহারা দুর্বৃত্ত দৈত্য কর্ণাটের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। দ্বিজদ্বেষী কর্ণাট তৎশ্রবণে কোপপূর্ণ হইল; তাহার নয়ন রোষবশে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। হে মহাভাগ! অনন্তর তাহারা একযোগে সেই সকল দম্পতির প্রতি ধাবিত হইল। দৈত্যপতি আকাশে উঠিয়া দানবী মায়া বিস্তারপূর্ব্বক সেই সর্ব্বালঙ্কারসম্পন্ন দম্পতিদিগকে হরণ করিল। তাহার পর ব্রাহ্মণেরা সকলেই ভুবনেশ্বরীদেবীর নিকটে গিয়া বুম্বারব করিতে করিতে বলিলেন,—মাতঃ! ত্রাহি ত্রাহি। ৬৬—৮১। তৎশ্রবণে বিশ্বজননী ভুবনেশ্বরী মাতঙ্গী সিংহনাদ করিয়া ত্রিশূল ধারণ করিলেন। তখন দেবী ও কর্ণাটের মধ্যে বিষম যুদ্ধ বাধিল। ঋষি, বিপ্র, বণিক্ সকলেই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইল। তখন মাতঙ্গীদেবী অস্ত্রদ্বারা মদগর্ব্বিত দৈত্যকে আহত করিলেন। সেই দৈত্য একটী বাণে তাঁহার বক্ষস্থলে আঘাত করিল। দেবী ত্রিশূল নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে আহত হইয়া দৈত্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অসুর সেই অবস্থায়ও মুষ্টিপ্রহারে দেবীকে তাড়না করিল। দেবী তাহাকে সত্বর নাগপাশে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ফেলিলেন। দৈত্য তখন গরুড়াস্ত্র গ্রহণ করিল। দেবী তাহার প্রতিষেধক নারায়ণাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। এইরূপে দেবী ও দৈত্য উভয়েই জিগীষাবশতঃ পরস্পর বিবিধ অস্ত্র আবিষ্কার করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দৈত্যবর এক লৌহপরিঘ লইয়া ক্রুদ্ধভাবে মাতঙ্গীর প্রতি ধাবিত হইল। দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া দানবের প্রতি মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। দানব সেই মুষ্টি-

ধৃত্বা করে মুদা॥ ৯০॥ শতঘ্নীং পাতয়ামাস তস্যা উপরি দানবঃ। শক্তিং চিচ্ছেদ সা দেবী মাতঙ্গী চ শুভাননা॥ ৯১॥ অট্টহাসোচ্চৈস্তু সা সুভ্রুঃ শতঘ্নীং বজ্রসন্নিভা। এবমন্যোন্যশস্ত্রৌঘৈরর্দ্দয়ন্তৌ পরস্পরম্॥ ৯২॥ ততস্ত্রিশূলেন হতো হৃদয়ে নিপপাত হ। মূর্চ্ছাং বিহায় দৈত্যোঽসৌ মায়াং কৃত্বা চ রাক্ষসীম্॥ ৯৩॥ পশ্যতাং তত্র তেষান্তু হৃদৃশ্যো-হভূন্মহাসুরঃ। পপৌ পানং ততো দেবী অট্টহাসারুণ-লোচনা॥ ৯৪। সর্ব্বত্রগং তং সা দেবী ত্রৈলোক্যে সচরাচরে॥ ৯৫॥ ক যাস্যতীতি ব্রূতে সা ব্রুহি ত্বং সাম্প্রতং হি মে। কর্ণাটক মহাদুষ্ট এহি শীঘ্রং হি যুধ্যতাম্॥ ৯৬॥ ততোঽভবন্মহাযুদ্ধং দারুণঞ্চ ভয়ানকম্। পপৌ দেবী তু মৈরেয়ং বধার্গং সুমহাবলা॥ ৯৭॥ মাতঙ্গী চ ততঃ ক্রুদ্ধা বক্ত্রে চিক্ষেপ দানবম্। ততোঽপি দানবো রৌদ্রো নাসারন্ধ্রেণ নির্গতঃ॥ ৯৮॥ যুধ্যতে স পুনর্দ্দৈত্যঃ কর্ণাটো মদপুরিতঃ। ততো দেবী প্রকুপিতা মাতঙ্গী মদপুরিতা॥ ৯৯॥ দশনৈর্মথয়িত্বা চ চর্ব্বয়িত্বা পুনঃপুনঃ। শবাস্থিমেদসা যুক্তং মজ্জামাংসাদিপুরিতম্॥ ১০০॥ নখরোমাভিসংযুক্তং প্রক্ষিপ্য চোদরেঽসুরম্। করেকেণ মুখং রুদ্ধং করেণৈকেন নাসিকাম্॥১০॥ ততো মহাবলো দৈত্যঃ কর্ণরন্ধ্রেণ নির্গতঃ। ততস্তয়া মহাদেব্যা নাম চক্রে তদা ভুবি॥ ১০২॥ কর্ণরন্ধ্রপ্রসূতোঽয়ং কর্ণাটেতি বিদুর্বুধাঃ। পুনর্যুদ্ধার্থমায়াতো দৈত্যো হি বলদর্পিতঃ॥ ১০৩॥ গর্জ্জমানোঽসুরস্তত্র সায়ুধো যুধি সংস্থিতঃ। তং দৃষ্ট্বা দুঃসহং দৈত্যং বিমৃশ্য চ পুনঃপুনঃ॥১০৪॥ বধোপায়ং হি মাতঙ্গী চিন্তয়ামাস ভারত। যদা চিন্তয়তে দেবী মাতঙ্গী মদপুরিতা॥ ১০৫॥ মায়ারূপং সমাস্থায় কর্ণাটঃ কুসুমায়ুধঃ। গৌরশ্চাম্বুজপত্রাক্ষস্তথা ষোড়শবার্ষিকঃ॥ ১০৬॥ অভ্যেত্য দেবীং ব্রূতে স্ম মাং ত্বং বরয় শোভনে॥ ১০৭॥ শ্রীমাতোবাচ। সাধু চেদং ত্বয়া প্রোক্তং দৈত্যরাজ সুনিশ্চিতম্। রূপেণ সদৃশো নান্যো বিদ্যতে ভুবনত্রয়ে॥ ০৮॥ প্রতিজ্ঞা মে কৃতা পূর্ব্বং

প্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল এবং কিঞ্চিৎ পরে সহসা উত্থিত হইয়া করে শতঘ্নী শক্তি ধারণপূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিল। দেবী মাতঙ্গী হসিতবদনে সে শক্তি ছেদন করিলেন। তাঁহার বজ্রসারময় দেহ; শতঘ্নী সে দেহের কিছুই করিতে সক্ষম হইল না; তিনি তখন উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবী ও দৈত্য উভয়ের মধ্যে পরস্পর অস্ত্রশস্ত্রপ্রহার চলিতে লাগিল। দেবী অতঃপর ত্রিশূল দ্বারা দৈত্যহৃদয়ে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতেই দৈত্য ভূপতিত হইল। দৈত্য মূর্চ্ছিত হইয়াছিল; কিন্তু পরক্ষণেই মূর্চ্ছা হইতে মুক্ত হইয়া রাক্ষসীমায়া অবলম্বনপূর্ব্বক দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষেই সেই মহাসুর অদৃশ্য হইয়া গেল। দেবী এইবার মদ্যপানে মনোনিবেশ করিয়া অরুণ-নয়নে হাসিতে লাগিলেন। দেবী তখন এই সচরাচর ত্রৈলোক্যের সর্ব্বত্রই সেই অসুরকে যাইতে দেখিয়া বলিলেন,—ওহে মহাদুষ্ট কর্ণাট! কোথায় যাইবে? কে তোমায় রক্ষা করিবে, বল? তুমি শীঘ্র আইস, যুদ্ধ কর। দেবীর এই কথার পর তখন আবার দারুণ ভীষণ মহাযুদ্ধ আরব্ধ হইল। মহাবলা দেবী আবার অসুরবধের জন্ত মৈরেয় মদ্যপান করিলেন। মাতঙ্গী এইবার ক্রুদ্ধা হইয়া দানবকে স্বীয় বক্ত্রে নিক্ষেপ করিলেন। ভীষণ দানব তাঁহার নাসারন্ধ্র দিয়া নির্গত হইয়া গেল। তখন মদপুরিত কর্ণাট দৈত্য পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করিল। অনন্তর মদপূর্ণা মাতঙ্গী কুপিতা হইলেন। তিনি দন্তদ্বারা মথিত ও পুনঃপুনঃ চর্ব্বিত করিয়া অস্থি, মেদ, মজ্জা, মাংস, নখর ও রোমসমন্বিত অসুরকে নিজোদরে নিক্ষেপ করত স্বীয় মুখ-নাসিকা রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবল দৈত্য তাঁহার কর্ণরন্ধ্র দিয়া নির্গত হইল। তখন দেবী তাহার নামকরণ করিলেন। ৮২—১০২। ঐ অসুর তাঁহার কর্ণরন্ধ্রদিয়া নির্গত হইয়াছিল বলিয়া দেবীকৃত নামানুসারে অভিজ্ঞগণ তাহাকে কর্ণাট নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলদর্পিত দৈত্য আবার যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। সে আয়ুধহস্তে যুদ্ধস্থলে গর্জ্জন করিতে লাগিল। হে ভারত! মাতঙ্গীদেবী সেই দুর্দ্ধর্ষ অসুরকে দেখিয়া পুনঃপুনঃ তদীয় বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। মদাপুরিতা দেবী যখন ঐরূপ চিন্তামগ্ন হইলেন, তখন কর্ণাটাসুর মায়াবলে কুসুমায়ুধ-মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার গৌর বর্ণ, নয়ন অম্বুজদলনিভ এবং বয়ঃক্রম ষোড়শবার্ষিক; সে দেবীর সম্মুখে আসিয়া বলিল,—হে শুভাননে! তুমি আমায় বরণ কর। শ্রীমাতা কহিলেন,—দৈত্যরাজ! তুমি নিশ্চয়ই উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ। তোমার তুল্যরূপী অন্ত কেহই ত্রিভুবনে নাই। কিন্তু অসুরবর!

কৃতা কিমসুরোত্তম। মমাগ্রজা শুভা শ্যামা বিবাহে বিপ্রকাঙ্ক্ষিণী ॥ ১০৯ ॥ পিত্রা মে স্থাপিতা দৈত্য রক্ষার্থং হি দ্বিজন্মনাম্। কেবলং শ্যামলাঙ্গী সা সর্ব্বলোকহিতাবহা ॥ ১১০ ॥ ন কশ্চিদ্বরয়েৎ কন্যামিত্যুক্তা স্থাপিতা তু সা। কথয়াশু তব শুভং ক্রমোপায়ং কথং শুভম্ ॥ ১১১ ॥ ভগিনী মেঽস্তি দৈত্যেন্দ্র শ্যামলা হ্যপরিগ্রহা। তবার্থং রক্ষিতা শূর তাঞ্চ পূর্ব্বেণ চোদ্বহ ॥ ১১২ ॥ স পিতা তাং মহাবীর দাস্যতে বৈ শুভামিমাম্। গচ্ছ ত্বং ব্রিয়তাং হ্যেব শ্যামলা কোপসংযুতা ॥ ১১৩ ॥ ততঃ কর্ণাটকঃ ক্রুদ্ধো গৃহীত্বা শক্তিমূর্জ্জিতাম্। অভ্যধাবত দুষ্টাত্মা শ্যামলানিধনেচ্ছয়া ॥ ১১৪ ॥ আগতঞ্চাসুরং দৃষ্ট্বা শ্যামলা সুমহামনাঃ। বিবাহার্থং পরং জ্ঞাত্বাভিপ্রায়ং দুষ্টচেতসঃ ॥ ১১৫ ॥ মহাযুদ্ধমভূত্তত্র শ্যামলাসুরবর্য্যয়োঃ। মাসত্রয়ং ততো

আমি পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা তুমি শুনিয়াছ কি? আমার এক শ্যামাঙ্গী জ্যেষ্ঠা ভগিনী আছেন; তিনি কোন বিপ্রকে বিবাহ করিতে চাহেন। আমার পিতা তাঁহাকে ব্রাহ্মণদিগের রক্ষার্থই স্থাপন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বলোকের হিতজননী; কিন্তু দোষের মধ্যে শ্যামাঙ্গী, তাই কেহই সে কন্যার পাণিপীড়নে সম্মত নহে; এইজন্য পিত; তাঁহাকে বিপ্ররক্ষার্থ স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে এই সংবাদ শুনিয়া তুমি বল দেখি কিরূপে তাঁহার শুভবিবাহের শুভ উপায় হইতে পারে? দৈত্যেন্দ্র! আমার সেই জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্যামলাঙ্গী বলিয়া অদ্যাপি অপরিগ্রহা আছেন। হে শূর! তোমার জন্যই তাঁহাকে রক্ষা করা হইয়াছে; অতএব আমার পাণিপীড়নের পূর্ব্বে তাঁহাকেই তুমি অগ্রে বিবাহ কর। হে মহাবীর! পিতা আমার, তোমার হস্তেই সেই শোভনা ভগিনীকে সম্প্রদান করিবেন। তাই বলিতেছি, তুমি যাও—সেই শ্যামলা, কোপনস্বভাবা কন্যাকে গিয়া বরণ কর। অনন্তর দুষ্টাত্মা দৈত্য ক্রুদ্ধ হইল এবং প্রখর শক্তি গ্রহণ করিয়া শ্যামলার বধসাধনার্থ তদভিমুখে ধাবিত হইল। মনস্বিনী শ্যামলা অসুরকে আসিতে দেখিয়া বুঝিলেন,—সেই দুষ্টচেষ্ট অসুর মাতঙ্গীকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছে। ইহা বুঝিয়া তিনি যুদ্ধারম্ভ করিলেন। শ্যামলা ও সেই মহাসুরের তখন মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল।

রাজংশ্চাভবত্তুমুলং ক্ষিতৌ ॥ ১১৬ ॥ মাঘে কৃষ্ণতৃতীয়ায়াং ধর্ম্মারণ্যে মহারণে। মধ্যাহ্নসময়ে ভূপ কর্ণাটাখ্যো নিপাতিতঃ ॥ ১১৭ ॥ কার্ণাটিঃ পতিতস্তত্র যত্র দেব্যা নিপাতিতঃ। তচ্ছৈলশৃঙ্গপ্রতিমং পপাত শির উত্তমম্ ॥ ১১৮ ॥ চচাল সকলা পৃথ্বী সাব্ধিদ্বীপা সপর্ব্বতা। ততো বিপ্রাঃ প্রহৃষ্টাস্তে জয় মাতরুদৈরয়ন্ ॥ ১১৯ ॥ জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ। ততোৎসবং প্রকুর্ব্বন্তো গীতং নৃত্যং শুভপ্রদম্ ॥ ১২০ ॥ পায়সৈর্বটকৈশ্চৈব নৈবেদ্যৈর্মোদকৈস্তথা। তুষ্টবুঃ শুভবাণ্যা তে স্থানে মোটেরকে বরে ॥ ১২১ ॥ শ্রীমাতা পূজিতা সা চ সুতসৌখ্যধনপ্রদা। মহোৎসবে চ সম্প্রাপ্তে মাতঙ্গীপূজনং হিতম্ ॥ ১২২ ॥ যেঽর্চ্চয়ন্তি স্থাপয়িত্বা ধনপুত্রার্থসিদ্ধয়ে। সুখং কীর্ত্তিং তথায়ুষ্যং যশঃ পুণ্যং সমাপ্নুয়ুঃ ॥ ২৩ ॥ ব্যাধয়ো নাশমায়ান্তি চাদিত্যাদ্যা গ্রহাঃ শুভাঃ। ভূতবেতালশাকিন্যো জম্ভাদ্যাঃ পীড়য়ন্তি ন ॥ ১২৪ ॥ ন জায়তে তথা ক্বাপি প্রেতাদীনাং প্রপীড়নম্।

রাজন্! এই যুদ্ধ তিনমাস ধরিয়া তুমুলভাবে চলিল। ১০৩—১১৬। অনন্তর মাঘ মাসে কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে ধর্ম্মারণ্যস্থ সমরক্ষেত্রে দিবা দুই প্রহরের সময় কর্ণাট অসুর নিপাতিত হইল। দেবী যেখানে তাহাকে নিপাতিত করিলেন, কর্ণাটপক্ষীয় সৈন্যবর্গ এবং তদীয় গিরিশৃঙ্গপ্রতিম প্রকাণ্ড মস্তকও সেই স্থানেই পতিত হইল। সেই মস্তকপতনে শৈল-সাগর-দ্বীপমালিনী সমগ্রা পৃথ্বী কম্পিতা হইল। বিপ্রগণ 'জয় মা!' বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন! গন্ধর্ব্বপতিগণ গান ধরিলেন! অপ্সরারা নৃত্য করিতে লাগিল। ধর্ম্মারণ্যের মধ্যবর্ত্তী মোটেরকনামক উত্তম স্থানে ব্রাহ্মণেরা নৃত্যগীতাদি দ্বারা উৎসব করিতে লাগিলেন এবং পায়স, বটক, নৈবেদ্য,মোদক,ও শুভ স্তোত্রাবলী দ্বারা সুখ-সন্তান-ধনদায়িনী শ্রীমাতা দেবীর পূজা ও স্তুতি করিলেন। কোনরূপ মহোৎসব উপস্থিত হইলে, যাঁহারা ধন-পুত্রসিদ্ধির নিমিত্ত মাতঙ্গী-দেবীকে স্থাপনা করিয়া অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের সুখ, আয়ু, যশ, পুণ্য ও কীর্ত্তিখ্যাতি লাভ হইয়া থাকে; ব্যাধি সকল নাশ পায়; আদিত্যাদি গ্রহগণ শুভসূচক হন; ভূত-বেতাল-শাকিনী ও জম্ভাদি দৈত্য তাহাদিগের পীড়া উৎপাদন করিতে পারে না এবং কোথাও কোন

ততো বিপ্রাঃ প্রহৃষ্টাশ্চ স্তুতিং কর্ত্তুং সমুদ্যতাঃ॥ ১২৫॥ শ্রীমাতাঞ্চৈব শক্তীশ্চ মাতঙ্গীমস্তবংস্তদা। শ্যামলাঞ্চ মহাদেবীং হর্ষেণ মহতা যুতাঃ॥ ১২৬॥ বিপ্রা উচুঃ। মাতস্ত্বমেবমস্মাকং রক্ষিকা স্থানকে ভব। দম্পতীনাং হিতার্থায় যথা নোদ্বিজতে দ্বিজাঃ॥ ১২৭॥ মাতঙ্গ্যুবাচ। তুষ্টাহং বো মহাভাগাঃ স্তবেনানেন বো দ্বিজাঃ। বরয়ধ্বং বরং যদ্বো মনসা সমভীপ্সিতম্॥ ১২৮॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। দাস্যামহে বলিং দেবি যস্তে মনসি বর্ত্ততে। অস্মাকং চৈব দম্পত্যো রক্ষার্থন্তং স্থিরা ভব॥ ২৯॥ দেব্যুবাচ। স্বস্থাঃ সন্তু দ্বিজাঃ সর্ব্বে ন চ পীড়া ভবিষ্যতি। ময়ি স্থিতায়াং দুর্দ্ধর্ষা দৈত্যা যেঽন্যে চ রাক্ষসাঃ॥ ১৩০॥ শাকিনীভূতপ্রেতাশ্চ জন্তাদ্যাশ্চ গ্রহাস্তথা। শাকিন্যাদিগ্রহাশ্চৈব সর্পা ব্যাঘ্রাদয়স্তথা॥ ১৩১॥ পীড়য়িষ্যন্তি ন ক্বাপি স্থিতায়াং ময়ি শাসনে। মহোৎসবং যঃ কুরুতে বিবাহে সমুপস্থিতে॥ ১৩২॥ দম্পত্যোশ্চ হিতার্থং হি পূজয়েন্মাং সদা নরঃ। তস্যাহং সকলাং বাধাং নাশয়িষ্যাম্যসংশয়ম্॥ ১৩৩॥ নাধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব ন ক্লেশো ন চ সম্ভ্রমঃ। প্রাপ্যতে পরমং সৌখ্যং যশঃ পুণ্যং ধনং সদা। নাকালে মরণং তস্য বাতপিত্তাদিকং নহি॥ ১৩৪॥ বিপ্রা উচুঃ। কেন বা বিধিনা পূজা নৈবেদ্যং কীদৃশং ভবেৎ। ধূপঞ্চ কীদৃশং মাতঃ কথং পূজাং প্রকল্পয়েৎ॥ ১৩৫॥ শ্রীদেব্যুবাচ। শ্রূয়তাং মে বচো বিপ্রা পত্রে চৈব হিরণ্ময়ে। লিখিত্বা পূজয়েদ্যস্তু চিরায়ুর্দম্পতী ভবেৎ॥ ১৩৬॥ অথবা রাজতে পত্রে কাংস্যপত্রেঽথবা পুনঃ। অষ্টাদশভুজা দেবী চন্দনেন বিচর্চ্চিতা॥ ১৩৭। শূর্পং শরৈঃ করে খানং পদ্মং তু পরমং পুনঃ। কর্ত্তরীং কারয়েদেকাং তূণীরং চ ধনুঃষি চ॥ ১৩৮॥ চর্ম্ম পাশং মুদগরং চ কাংসালং তোমরং তথা॥ শঙ্খং চক্রং গদাং শুভ্রাং মুষলং পরিঘং শুভম্। ১৩৯॥ খট্বাঙ্গং বদরীঞ্চৈব অঙ্কুশঞ্চ মনোরমম্। অষ্টাদশায়ুধৈরেভিঃ সংযুতা ভুবনেশ্বরী॥ ১৪০॥ লিখেৎ সকুণ্ডলাং দেবীং বাহুনূপুরভূষিতাম্। কেয়ূরমুক্তাপদ্মৈশ্চ মুণ্ডমালাভিরন্বিতাম্॥ ১৪১॥ মাতৃকাক্ষরপরিবৃতামঙ্গুলীয়কসংযুতাম্। নানাভরণশোভাঢ্যাং লিখিত্বা ভুবনে-

প্রেতপীড়াও তাহাদের ঘটে না। অনন্তর বিপ্রগণ প্রফুল্ল হইয়া স্তুতি করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহারা শ্রীমাতা মাতঙ্গী, মহাদেবী, শ্যামলা এবং অন্যান্য শক্তিগণের স্তব করিলেন। বিপ্রগণ হর্ষভরে বলিলেন,—মা, তুমি এইরূপেই আমাদের রক্ষাকর্ত্রী হইয়া দম্পতিদিগের হিত ও দ্বিজগণের নিরুদ্বেগের জন্য এই স্থানেই অবস্থান কর। মাতঙ্গী বলিলেন, হে মহাভাগ দ্বিজগণ! আমি তোমাদের স্তবে তুষ্ট হইয়াছি। তোমরা মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে দেবি! আপনার রুচি অনুসারে আমরা আপনাকে বলি প্রদান করিব। আপনি আমাদের দম্পতিদিগের রক্ষার জন্য এইস্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করুন। দেবী কহিলেন,—দ্বিজগণ সকলেই স্বস্থ হউন, তাঁহাদের কখনই পীড়া হইবে না। আমি এস্থানে রক্ষাকর্ত্রীরূপে অবস্থান করিলে আমার শাসনে দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য, রাক্ষস, শাকিনী, ভূত, প্রেত, জন্তাদি অসুর, গ্রহগণ, শাকিনী বা অন্যগ্রহ, সর্প কিম্বা ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু ইহাদের কোন কিছু হইতেই তোমাদের কখন কোনরূপ উৎপাত উপদ্রব ঘটিবে না। বিবাহমহোৎসব উপস্থিত হইলে, দম্পতির হিতের নিমিত্ত যে নর আমার অর্চ্চনা করিবে, তাহার আমি সর্ব্ববাধা বিনাশ করিব নিশ্চয়ই। না আধি, না ব্যাধি; না ক্লেশ, না সম্ভ্রম, কিছুই তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। সে, পরম সুখ, যশ, পুণ্য ও ধন সর্ব্বদা লাভ করিবে। অকালে তাহার মরণ হইবে না; এবং বাতপিত্তাদির প্রকোপে তাহার অনিষ্ট ঘটিবে না। বিপ্রগণ কহিলেন,—মাতঃ! কোন্ বিধি অনুসারে আপনার পূজা হইবে? এবং নৈবেদ্য, ধূপ ও পূজাপ্রণালীই বা কিরূপ কল্পনা করা যাইবে? ১১৭—১৩৫। শ্রীদেবী কহিলেন,—হে বিপ্রগণ। শ্রবণ করুন। হিরণ্ময় পাত্রে আমার মূর্ত্তি উল্লেখনপূর্ব্বক পূজা করিলে, দম্পতি চিরায়ু হইবে। অথবা রাজত কিংবা কাংস্য পাত্রেও মদীয় মূর্ত্তি প্রস্তুত করা যাইবে। আমার অষ্টাদশ ভুজ, অঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত, হস্তে শর, শূর্প, খা, ও পরম পদ্ম; এতদ্ভিন্ন একটী কর্ত্তরী, তূণীর, ধনুঃ, চর্ম্ম, পাশ, মুদ্গর, কাংসাল, তোমর, শঙ্খ, চক্র, শুভ্র গদা, মুষল, শুভ পরিঘ, খট্বাঙ্গ, বদরী ও মনোরম অঙ্কুশ; এই অষ্টাদশ আয়ুধ দ্বারা অন্বিত মদীয় ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি লিখিত হইবে। উহা কুণ্ডল, নূপুর, কেয়ূর, মুক্তা, পদ্ম ও মুণ্ডমালা দ্বারা মণ্ডিত হইবে। ঐ মূর্ত্তি মাতৃকাক্ষরে পরিবৃত এবং উহার অঙ্গুলিসমূহে অঙ্গুরীয় সকল যোজনা করিবে। হে দ্বিজবরগণ! এই-

খণ্ডীম্ ॥ ১৪২ ॥ মাতঙ্গীমিতি বিখ্যাতাং প্রতিষ্ঠার্থং দ্বিজোত্তমাঃ। চন্দনেন চ হৃদ্যেন পুষ্পৈশ্চৈব প্রপূজয়েৎ ॥ ১৪৩ ॥ যক্ষকর্দ্দমমানীয় মাতঙ্গীং পূজয়েৎ সুধীঃ। ঘৃতেন বোধয়েদ্দীপং সপ্তবর্ত্তি-যুতং শুভম্ ॥১৪৪॥ ধূপয়েদ্গুগ্গুলেনাথ সাজ্যেনাতি-সুগন্ধিনা। নারিকেলেন শুভ্রেণ দদ্যাদর্ঘ্যঞ্চ দম্পতী ॥ ১৪৫ ॥ প্রদক্ষিণাঃ প্রকুর্ব্বীত চতুরঃ সুমনোরমম্। বস্ত্রাংশুকং গুণ্ঠয়িত্বা অগ্রে কৃত্বা চ দম্পতী ॥ ১৪৬ ॥ প্রোক্ষিণীকৃত্য মাতঙ্গ্যাঃ প্রাশ্য মাধ্বীকমুত্তমম্। গীতবাদিত্রনির্ঘোষৈর্ম্মাতঙ্গীং পূজয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৪৭ ॥ সুবাসিনীস্তু তদ্রূপা মাতঙ্গীসম্ভবা ইতি। নৃত্যন্তৌ দম্পতী চাগ্রে সর্ব্বোপদ্রবশান্তয়ে ॥ ১৪৮ ॥ নৈবেদ্যং বিবিধান্নেন অষ্টাদশবিধং শুভম্। বটকাপূপিকাঃ শুভ্রাঃ ক্ষীরং শর্করয়া যুতম্ ॥ ১৪৯ ॥ বল্লাকরং বরং যুপা ক্ষিপ্তকুল্মাষকং তথা। সোহা-লিকা ভিন্নবটা লাপ্সিকা পদ্মচূর্ণকম্ ॥ ১৫০ ॥ শৈবেয়া বিমলাস্তত্র পর্পটাঃ শালকাদয়ঃ। পূরণং তস্য মাষস্য কুর্য্যাৎ শুভ্রং মনোরমম্ ॥১৫১॥ রাজমাষাঃ সুপচিতাঃ কল্পয়েত্তত্র দম্পতী। ফেণিকা রোপিকাস্তত্র কুর্য্যা-চ্চৈব মনোরমাঃ ॥ ১৫২ ॥ এতান্যষ্টাদশান্নানি পক্বা-ন্নানি প্রকল্পয়েৎ। আজ্যশর্করাযুক্তানি যুক্তানি শাকসঞ্চয়ৈঃ ॥ ১৫৩ ॥ রাত্রৌ জাগরণং কার্য্যং সুবা-সিনীঞ্চ পূজয়েৎ। মুখাবলোকনং চান্যো কুর্ব্বী-য়াতাঞ্চ দম্পতী ॥ ১৫৪ ॥ পরস্পরং হি কুর্ব্বীত উৎ-পাতপরিশান্তয়ে। এবংবিধং ময়াখ্যাতং মাতঙ্গী-পূজনং শুভম্ ॥ ১৫৫ ॥ ন পূজয়তি যো মূঢ়স্তস্য বিঘ্নং করোতি সা। দম্পত্যোর্ম্মরণং চাথ ধননাশং মহা-ভয়ম্ ॥ ১৫৬ ॥ ক্লেশং রোগং তথা বহ্নেঃ প্রাদুর্ভাবং প্রপশ্যতি। এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্রা মাতঙ্গীং পূজয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৫৭ ॥ দম্পতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং দ্বিজাতীনাঞ্চ শাসনে। বণিজাঞ্চ মহাদেবী নির্ব্বিঘ্নং কুরুতে সদা ॥ ১৫৮ ॥ তথেতি চৈব তৈরুক্তে পুনর্বচনমব্র-বীৎ। শ্রূয়তাং ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে বিবাহাদিমহোৎ-সবম্ ॥ ১৫৯ ॥ মদীয়বচনং শ্রুত্বা তথা কুরুত বৈ বিধিম্। বিবাহকালে সম্প্রাপ্তে দম্পত্যোঃ সৌখ্য-হেতবে ॥ ১৬০ ॥ নির্ব্বিঘ্নার্থং তু কর্ত্তব্যং নিজৈশ্চ সহ সেবকৈঃ। অঞ্জনং নয়নে কুর্য্যাৎ সম্বন্ধিনাঞ্চ

রূপে নানাভরণভূষিত ভুবনেশীমূর্ত্তি উল্লেখনপূর্ব্বক মাতঙ্গী আখ্যায় প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া হৃদ্য চন্দন ও বিবিধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। সুধী ব্যক্তি যক্ষকর্দ্দম সংগ্রহ করিয়া, মাতঙ্গীর অর্চ্চনা করিবেন। সপ্তবর্ত্তিযুত শুভ ঘৃতপ্রদীপ দ্বারা দেবীর বোধন করিবে, সাজ্য সুগন্ধি গুগ্গুল দ্বারা তাঁহাকে ধূপিত করিবে এবং শুভ্র নারিকেল দ্বারা অর্ঘ্য দান করিবে। অনন্তর পূজক নবদম্পতিকে লইয়া চারিবার তাঁহাকে সুন্দরভাবে প্রদক্ষিণ করিবে এবং প্রদক্ষিণকালে চন্দ্রাংশুক দ্বারা দম্পতিকে অবগুণ্ঠিত করাইয়া অগ্রে অগ্রে প্রেরণ করিবে। সুধী ব্যক্তি মাতঙ্গীর প্রদক্ষিণ ব্যাপারের পর উত্তম মাধ্বীক পান করিয়া গীত ও বাদিত্রনির্ঘোষে তাঁহাকে পূজা করিবে। সুবাসিনীগণ মাতঙ্গীর অঙ্গ সম্ভবা ও তৎস্বরূপিণী; তাঁহাদিগকেও পূজা করিবে। দম্পতি সর্ব্বোপদ্রব শান্তির জন্য মাতঙ্গীর সম্মুখে নৃত্য করিবে। বিবিধ প্রকার অন্ন দ্বারা অষ্টাদশ বিধ শুভ নৈবেদ্য নিবেদন করিতে হইবে। শুভ বটকা, পূপিকা, শর্করাযুত ক্ষীর, বল্লাকর, বর, যুপা, কুল্মাষক, সোহালিকা, লাপ্সিকা পদ্মচূর্ণ, সুবিমল শৈবেয়, পর্পট, ও মাষমিশ্রিত শালকাদি দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিবে। দম্পতি দেবীর উদ্দেশে সুপক্ব রাজমাষ সকল প্রদান করিবে। মনোরম ফেণিকা ও রাপিকা প্রস্তুত করিয়া দিবে। এই অষ্টাদশবিধ পক্বান্ন নিবেদন করিবে। এই সকল অন্ন আজ্য ও শর্করামিশ্রিত এবং শাক-সঞ্চয়ে সংযুক্ত করিয়া দিবে। রাত্রিতে জাগরণ করিবে, সুবাসিনীকে পূজা করিবে। দম্পতি উৎপাতশান্তির নিমিত্ত স্বতমধ্যে পরস্পর মুখাব-লোকন করিবে। এই আমি এইরূপে শুভমাতঙ্গী-পূজার বিধি কীর্ত্তন করিলাম। ১৩৬—১৫৫। যে মূঢ় পূজা না করে, তাহার তিনি বিঘ্নাচরণ করিয়া থাকেন। দম্পতির মৃত্যু, ধননাশ, মহাভয়, ক্লেশ, রোগ ও অগ্ন্যুৎপাত এই সকলই সে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! এই কারণেই সুধী ব্যক্তি মাতঙ্গীর পূজা করিবেন। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে থাকিলে সেই মহাদেবী সমস্ত দম্পতি, সমস্ত দ্বিজাতি ও সমস্ত বণিগ্বৃত্তি ব্যক্তির কার্য্য সকল নির্ব্বিঘ্ন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া 'তথাস্তু' বলিলে, পুনরায় দেবী তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! শ্রবণ করুন। আমার বাক্য শুনিয়া তদনুসারে বিবাহাদি মহোৎসব-ব্যাপার সমাধা করুন। বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, দম্পতির সুখসন্নিধান ও নির্ব্বিঘ্নতার জন্য নিজ ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে ঐরূপ পূজা কার্য্য

সর্ব্বশঃ ॥ ১৬১ ॥ ভ্রূমধ্যাত্তু সমাকৃতি। বিন্দুন্তু কারয়েদ্বিপ্রাস্তস্তোপরি মনোহরম্ ॥ ১৬২ ॥ এবং কৃতে তদা বিপ্রাঃ শান্তির্ভবতি নান্যথা। পুত্রবৃদ্ধিকরং চৈতত্তিলকং চার্দ্ধবিম্বকম্। সর্ব্ববিঘ্নহরং সর্ব্বদোঃস্থ্যব্যাধিবিনাশনম্ ॥ ১৬৩ ॥ ব্যাস উবাচ। ততঃ শান্তাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা ধর্ম্মারণ্যে নরাধিপ। প্রসাদাচ্চৈব মাতঙ্গ্যা দেব্যা বৈ সত্যমন্দিরে ॥ ১৬৪ ॥ ততো হৃষ্টহৃদা বিপ্রাঃ পুপূজুস্তে বিধেঃ সুতাম্। মাতঙ্গ্যাশ্চ প্রকর্ত্তব্যং বর্ষেবর্ষে চ পূজনম্ ॥ ১৬৫ ॥ মাঘাসিতে তৃতীয়ায়াং ভক্ষ্যভোজ্যাদিভিস্তথা। কর্ণাটস্য তথোৎপত্তিঃ পুনর্জ্জাতা তু ভূতলে ॥ ১৬৬ ॥ ভয়াচ্চৈব হি তৎস্থানং ত্যক্ত্বা যাম্যমগাত্ততঃ। গচ্ছমানস্তদা দৈত্যো যক্ষরূপো হ্যভাষত ॥ ১৬৭ ॥ শ্রূয়তাং ভো দ্বিজাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মারণ্যনিবাসিনঃ। বণিজশ্চ মহচ্চেদং মদ্বাক্যং পরিপাল্যতাম্ ॥ ৬৮ ॥ মাঘমাসে হি মৎপ্রীত্যা নির্ব্বিঘ্নার্থং সদা ভুবি। ত্রিদলেন চ ধান্যেন মূলকেন বিশেষতঃ ॥ ১৬৯ ॥ তিলতৈলেন বা কুর্য্যাৎ পুরুষো নিয়তব্রতঃ। একাশনং হি কুরুতে যক্ষপ্রীত্যৈ নিরন্তরম্ ॥ ১৭০ ॥ আবালযৌবনেনৈব বৃদ্ধেনাপীহ সর্ব্বদা। বর্ষে বর্ষে প্রকর্ত্তব্যং যক্ষণো ব্রতমুত্তমম্ ॥ ৭১ ॥ যস্মিন্ গৃহে হি যাবচ্চ পুরুষাকাররূপিণঃ। তস্যাহ্বয়ং প্রকুর্য্যুস্ত একভক্তরতাঃ সদা ॥ ১৭২ ॥ বালস্যার্থে তু জননী কুরুতে ব্রতমুত্তমম্। পিতা বাপ্যথবা ভ্রাতা যন্নিমিত্তং ব্রতং চরেৎ ॥ ১৭৩ ॥ ন চ তস্য ভয়ং কাপি ন ব্যাধির্নচ বন্ধনম্। ভর্ত্তুর্নিমিত্তে স্ত্রী কুর্য্যাদশক্তে হ্যিতরেণ চ ॥ ১৭৪ ॥ এবং সমাদিশন্ দৈত্যঃ সত্যমন্দিরমুৎসৃজন্। গতোঽহসৌ যাম্যদিগ্‌ভাগ উদধেস্তীর উত্তমে ॥ ১৭৫ ॥ বিপুলং দেহমাসাদ্য কর্ণাটঃ স নরাধিপ। স্বনাম্না চৈব তং দেশং স্থাপয়ামাস চোত্তমম্ ॥ ১৭৬ ॥ যস্মিংশ্চ সর্ব্ববস্তূনি ধনধান্যানি ভূরিশঃ। কর্ণাটদেশং তং রাজন্ পরিবার্য্য চিরং স্থিতঃ ॥ ১৭৭ ॥ ধর্ম্মারণ্যকথাং পুণ্যাং কথিতাং নরসত্তম। শ্রীমাতুশ্চৈব মাহাত্ম্যং শৃণ্বন্তি শ্রাবয়ন্তি যে ॥ ১৭৮ ॥ তেষাং কুলে কদাচিত্তু অরিষ্টং নৈব জায়তে। অপুত্রো লভতে পুত্রান্

সম্পাদনের পর সকলেই স্ব স্ব সুহৃৎ-সম্বন্ধীদিগের সহিত নয়নে অঞ্জন ধারণ করিবে। ভ্রূমধ্য হইতে উপরিভাগে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তিলক ধারণ ও তদুপরি এক একটী মনোরম বিন্দু বিরচন করিবে। বিপ্রগণ! এইরূপ করিলে শান্তি হইবে, অন্যথা শান্তিসম্ভাবনা নাই। এই অর্দ্ধবিম্বক তিলক পুত্রবৃদ্ধিকর, সর্ব্ববিঘ্নহর, এবং সর্ব্বদুঃখ ও সর্ব্বব্যাধিবিনাশক। ব্যাস বলিলেন,—হে নরাধিপ! মাতঙ্গী দেবীর প্রসাদে তখন হইতে ধর্ম্মারণ্যস্থ প্রজাবর্গ নিরুপদ্রব ও শান্ত হইল। অনন্তর হৃষ্টচিত্ত বিপ্রগণ বিধিসুতার পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে বর্ষে বর্ষে ভোক্ষ্য ভোজ্যাদি দ্বারা মাতঙ্গীদেবীর পূজা করিতে হয়। মাতঙ্গীনিহত সেই কর্ণাট অসুরের ভূতলে পুনরায় উৎপত্তি হইয়াছিল। সে ভয়ে ধর্ম্মারণ্য স্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে পলায়ন করিয়াছিল। যাইবার সময় সেই দৈত্য যক্ষরূপ ধারণপূর্ব্বক দ্বিজগণকে বলিয়াছিল,—হে ধর্ম্মারণ্যবাসি-দ্বিজগণ! শ্রবণ করুন; আর হে বণিকৃগণ! আপনারাও আমার বাক্য পালন করুন। নিয়তব্রত মানব আমার প্রীতি ও নির্ব্বিঘ্ন সিদ্ধিকামনায় মাঘমাসে ত্রিদল, ধান্য, মূলক ও তিলতৈল দ্বারা যক্ষব্রত আচরণ করিবে। এই ব্রতে যক্ষপ্রীত্যর্থ একাহার করা কর্ত্তব্য। ১৫৬—১৭০। বালক বৃদ্ধ যুবক সকলেরই এই ব্রত সতত অবলম্বনীয়। এই উত্তম যক্ষব্রত বর্ষে বর্ষেই করা কর্ত্তব্য। যে গৃহে যত পুরুষ আছে, সকলেই একভক্তাশী হইয়া ঐ দিন যক্ষকে আহ্বান করিবে। জননী স্বীয় শিশুসন্তানের কল্যাণার্থ এই উত্তম ব্রত করিবেন। পিতা অথবা ভ্রাতা যাহার নিমিত্তই এই ব্রতাচরণ করিবেন, তাহার কদাচ ভয়, ব্যাধি বা বন্ধন ঘটিবে না। স্ত্রী নিজ ভর্ত্তার হিতার্থ এই ব্রত করিবেন, অশক্তপক্ষে অন্য দ্বারা করাইবেন। সেই দৈত্য এইরূপ উপদেশ দিয়া সত্যমন্দির পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণ সাগরের উত্তম তীরে গমন করিল। হে নৃপ! ঐ কর্ণাট অতঃপর বিশিষ্ট দেহ পরিগ্রহ করিয়া স্বীয় নামানুসারে এক উত্তম দেশের প্রতিষ্ঠা করিল। যথায় সর্ব্ববস্তু ও ধনধান্য প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই কর্ণাটদেশেই গিয়া ঐ অসুর দীর্ঘ দিনের জন্য বাস করিতে লাগিল। হে নরবর! এই আমি পুণ্য ধর্ম্মারণ্যকথা কহিলাম। শ্রীমাতা দেবীর মাহাত্ম্য যে ব্যক্তি শুনে বা শুনায়, তাহার কুলে কখন অনিষ্টপাত হয় না। শ্রীমাতার প্রসাদে অপুত্র পুত্র এবং ধন-

ধনহীনস্তু সম্পদঃ। আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং শ্রীমাতুশ্চ প্রসাদতঃ ॥ ১৭৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মাতঙ্গীকর্ণাটকোপাখ্যানবর্ণনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। ইন্দ্রসরে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা চেন্দ্রেশ্বরং শিবম্। সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কেন চাদৌ নির্ম্মিতং তত্তীর্থং সর্ব্বোত্তমোত্তমম্। যথাবদ্বর্ণয় ত্বং মে ভগবন্ দ্বিজসত্তম ॥ ২ ॥ ব্যাস উবাচ। ইন্দ্রেণৈব মহারাজ তপস্তপ্তং সুদুষ্করম্। গ্রামাদুত্তর-দিগ্ভাগে শতবর্ষাণি তত্রবৈ ॥ ৩ ॥ শিবোদ্দেশং মহাঘোরমেকাঙ্গুষ্ঠেন ভারত। ঊর্দ্ধবাহুর্ম্মহাতেজাঃ সূর্য্যস্যাভিমুখোঽভবৎ ॥ ৪ ॥ বৃত্রস্য বধতো জাতং যৎপাপং তস্য মুক্তয়ে। একাগ্রঃ প্রযতো ভূত্বা শিবস্যারাধনে রতঃ ॥৫॥ তপসা চ তদা শম্ভুস্তোষিতঃ শশিশেখরঃ। তত্রাজগাম জটিলো ভস্মাঙ্গো বৃষভধ্বজঃ ॥৬॥ খট্বাঙ্গী পঞ্চবক্ত্রশ্চ দশবাহুস্ত্রিলোচনঃ। গঙ্গাধরো বৃষারূঢ়ো ভূতপ্রেতাদিবেষ্টিতঃ ॥ ৭ ॥ সুপ্রসন্নঃ সুরশ্রেষ্ঠঃ কৃপালুর্ব্বরদায়কঃ। তদা হৃষ্টমনা দেবো দেবেন্দ্রমিদমুচিবান্ ॥ ৮ ॥ হর উবাচ। যত্ত্বং যাচয়সে দেব তদহং প্রদদামি তে ॥ ৯ ॥ ইন্দ্র উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ কৃপাসিন্ধো মহেশ্বর। ব্রহ্মহত্যা হি মাং দেব উদ্বেজয়তি নিত্যশঃ ॥ ১০ ॥ বৃত্রাসুরস্য হননে জাতং পাপং সুরোত্তম। তৎপাপং নাশয় বিভো মম দুঃখপ্রদং সদা ॥ ১১ ॥ হর উবাচ। ধর্ম্মারণ্যে সুরপতে ব্রহ্মহত্যা ন পীড়য়েৎ। হত্যা গবাং দ্বিজাতীনাং বালস্য যোষিতামপি ॥ ১২ ॥ বচনান্মম দেবেন্দ্র ব্রহ্মণঃ কেশবস্য চ। যমস্য বচনাজ্জিজ্ঞো হত্যা নৈবাত্র তিষ্ঠতি। প্রবিশ্য ত্বং মহারাজ অতোঽত্র স্নানমাচর ॥ ১৩ ॥ ইন্দ্র উবাচ। যদি ত্বং মম তুষ্টোঽসি কৃপাসিন্ধো মহেশ্বর। মন্নাম্না চ মহাদেব স্থাপিতো ভব শঙ্কর ॥ ১৪ ॥ তথেত্যুক্ত্বা মহাদেবঃ সুপ্রসন্নো হরস্তদা। দর্শয়ামাস তত্রৈব

হীন ব্যক্তি সম্পদ্, আয়ু, আরোগ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৭১—১৭৯।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—নর ইন্দ্রসরে স্নান করিয়া ও ইন্দ্রেশ্বর শিব সন্দর্শন করিয়া সপ্তজন্মসঞ্চিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—সেই সর্ব্বোত্তম তীর্থ কে অগ্রে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন? হে দ্বিজবর, ভগবন্! আমার নিকট উহা যথাবৎ বর্ণন করুন। ব্যাস বলিলেন,—মহারাজ! বৃত্রকে বধ করিয়া ইন্দ্র যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা অপনোদনের জন্য তিনি একাঙ্গুষ্ঠে ভর করিয়া শিবোদ্দেশে শত বর্ষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মারণ্যের উত্তর দিগ্‌ভাগে অবস্থানপূর্ব্বক অতি ঘোর দুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন। হে ভারত! মহাতেজা ইন্দ্র প্রযত ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্যাভিমুখে একাগ্র ভাবে শিবারাধনায় নিরত হইলে, শশিশেখর শম্ভু তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া সেইস্থানে আবির্ভূত হইলেন। তিনি জটাধারী, ভস্মভূষিত, বৃষধ্বজ, খট্বাঙ্গধারী, পঞ্চবক্ত্র, দশবাহু, ত্রিনেত্র, গঙ্গাধর, ভূতপ্রেতাদিপরিবৃত, সুপ্রসন্ন, সুরশ্রেষ্ঠ, কৃপালু ও বরপ্রদরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া হৃষ্টমনে দেবেন্দ্রকে বলিলেন,—দেব! যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তোমাকে তাহাই প্রদান করিব। ইন্দ্র কহিলেন,—হে কৃপাসাগর, পরমেশ্বর! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে বৃত্রাসুরের নিধন-জন্য আমার যে পাপ জন্মিয়াছে, এবং যাহার জন্য ব্রহ্মহত্যা আমায় নিত্যই উদ্বেজিত করিতেছে, হে বিভো! আপনি আমার সেই দুঃখপ্রদ পাপ প্রশমিত করিয়া দিন।১—১১। হর কহিলেন,—হে সুরপতে! ধর্ম্মারণ্যে ব্রহ্মহত্যা তোমার পীড়া জন্মাইতে পারিবে না। হে দেবেন্দ্র! গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী ও বালকহত্যাও তথায় আমার, ব্রহ্মার, কেশবের এবং যমের বাক্যানুসারে তিষ্ঠিতে পারে না। অতএব হে দেবরাজ! তুমি সেইস্থানে প্রবেশ করিয়া স্নানাচরণ কর। ইন্দ্র কহিলেন,—হে কৃপাসিন্ধো, মহেশ্বর! আপনি যদি মৎপ্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আমার নামানুসারে আপনি হেথায় প্রতিষ্ঠাপন্ন হউন। হে শঙ্কর! হে মহাদেব, ভবদেব! ইহাই আমার প্রার্থনা। প্রসন্নরূপী মহাদেব হর ইন্দ্রের সেই বাক্যে 'তথাস্তু' বলিলেন এবং সেইস্থানেই

লিঙ্গং পাপপ্রণাশনম্॥ ১৫॥ কূর্ম্মপৃষ্ঠাৎ সমুৎপদ্য আত্মযোগেন শম্ভুনা। স্থিতস্তত্রৈব শ্রীকণ্ঠঃ কালত্রয়বিদো বিদুঃ॥ ১৬॥ বৃত্রহত্যাসমুদ্ভ্রস্তদেবরাজস্য সন্নিধৌ। ইন্দ্রেশ্বরস্তদা তত্র ধর্ম্মারণ্যে স্থিতো নৃপ॥ ১৭॥ সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং লোকানাং হিতকাম্যয়া। ইন্দ্রেশ্বরস্তু রাজেন্দ্র পুষ্পধূপাদিকৈঃ সদা॥ ১৮॥ পূজয়েচ্চ নরো ভক্ত্যা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং মাঘমাসে বিশেষতঃ॥ ১৯॥ সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং শিবলোকে মহীয়তে। নীলোৎসর্গন্তু যো মর্ত্ত্যঃ করোতি চ তদগ্রতঃ॥ ২০॥ উদ্ধরেৎ সপ্ত গোত্রাণি কুলমেকোত্তরং শতম্। সাঙ্গরুদ্রজপং যস্তু চতুর্দ্দশ্যাং করোতি বৈ॥ ২১॥ সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা লভতে পরমং পদম্॥ ২২॥ সৌবর্ণনয়নং কৃত্বা মধ্যে রত্নসমন্বিতম্। যো দদাতি দ্বিজাতিভ্য ইন্দ্রতীর্থে তথোত্তমে॥ ২৩॥ অন্ধতা ন ভবেত্তস্য জন্মানি ষষ্টিসঙ্খ্যয়া। নির্ম্মলত্বং সদা তেষাং নয়নেষু প্রজায়তে। মহারোগাস্তথা চান্যে স্নাত্বা যান্তি তদগ্রতঃ॥ ২৪॥ পূজিতে চৈকচিত্তেন সর্ব্বরোগাৎ প্রমুচ্যতে। স্নাত্বা কুণ্ডে নরো যস্তু সন্তর্পয়তি যঃ পিতৄন্॥ ২৫॥ তস্য তৃপ্তাঃ সদা ভূপ পিতরশ্চ পিতামহাঃ। যে বৈ গ্রস্তা মহারোগৈঃ কুষ্ঠাদ্যৈশ্চৈব দেহিনঃ॥ ২৬॥ স্নানমাত্রেণ সংশুদ্ধা দিব্যদেহা ভবন্তি তে। জরাদিকষ্টমাপন্না নরাঃ স্বাত্মহিতায় বৈ॥ ২৭॥ স্নানমাত্রেণ সংশুদ্ধা দিব্যদেহা ভবন্তি তে। স্নাত্বা চ পূজয়েদ্দেবং মুচ্যতে জরবন্ধনাৎ॥ ২৮॥ একাহিকং দ্ব্যাহিকং চ চাতুর্থং বা তৃতীয়কম্। চ মাসপক্ষাদিকং জরম্॥ ২৯॥ ইন্দ্রেশ্বরপ্রসাদাচ্চ নশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। বিজয়ো জায়তে নূনং সত্যং সত্যং চ ভূপতে॥ ৩০॥ বন্ধ্যা চ দুর্ভাগা নারী কাকবন্ধ্যা মৃতপ্রজা। মৃতবৎসা মহাদুষ্টা স্নাত্বা কুণ্ডে শিবাগ্রতঃ। পূজয়েদেকচিত্তেন স্নানমাত্রেণ শুধ্যতি॥ ৩১॥ এবংবিধাংশ্চ বহুশো বরান্ দত্ত্বা পিনাকধৃক্। গতোঽসৌ স্বপুরং পার্থ সেব্যমানঃ সুরাসুরৈঃ॥ ৩২॥ ততঃ শক্রো মহাতেজা গতো বৈ স্বপুরং প্রতি। জয়ন্তেনাপি তত্রৈব স্থাপিতং লিঙ্গমুত্তমম্॥ ৩৩॥ জয়ন্তস্য হরস্তুষ্ট-

---

স্বীয় পাপহর লিঙ্গ প্রদর্শন করিলেন। ত্রিকালদর্শী সাধুগণ বলেন—,শম্ভু আত্মযোগে কূর্ম্মপৃষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়া শ্রীকণ্ঠরূপে সেই স্থানে বৃত্রহত্যাভীত ইন্দ্রের সমীপে লিঙ্গাকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে শিব ইন্দ্রেশ্বর নামে তৎকালে লোকের নিখিল পাপনাশ ও হিতের নিমিত্ত সেই ধর্ম্মারণ্যে অবস্থিত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! নর ভক্তিপূর্ব্বক পুষ্প-ধূপাদি দ্বারা ইন্দ্রেশ্বরের পূজা করিলে, সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। বিশেষতঃ মাঘমাসের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে সর্ব্বপাপবিশুদ্ধির জন্য পূজা করিলে, নর শিবলোকে বিহার করিয়া থাকে। যে মানব ইন্দ্রেশ্বরের সম্মুখে নীলবৃষ উৎসর্গ করে, তাহার সপ্ত গোত্র ও একাধিকশত কুল উদ্ধার পাইয়া থাকে। যে জন চতুর্দ্দশীদিনে সাঙ্গ রুদ্রজপ করে, তাহার আত্মা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়; সে পরমপদ লাভ করিয়া থাকে। যে নর উত্তম ইন্দ্রতীর্থে রত্নগর্ভ হেম-নয়ন নির্ম্মাণ করিয়া দ্বিজগণকে প্রদান করে, ষষ্টি জন্মেও তাহার অন্ধতা হয় না। তাদৃশ মানবগণের নয়নে সর্ব্বদাই প্রসন্ন ভাবের বিকাশ হইয়া থাকে। ইন্দ্রেশ্বরের অগ্রে স্নান করিলে মহারোগ এবং অন্যান্য রোগ প্রশমিত হয়। একাগ্রচিত্তে পূজা করিলে সর্ব্বরোগ হইতেই মুক্তি ঘটে। যে নর তত্রত্য কুণ্ডে স্নান করিয়া পিতৃপুরুষদিগকে তর্পণ করে, হে নৃপ! তাহার পিতা ও পিতামহগণ সর্ব্বদাই তৃপ্ত হইয়া থাকেন। যে সকল দেহী কুষ্ঠাদি মহারোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহারা সেখানে স্নানমাত্রেই সংশুদ্ধ ও দিব্যদেহ হইয়া থাকে। জরাদি-ব্যাধিক্লেশাপন্ন নরগণ স্বীয় হিতের জন্য তথায় স্নানমাত্রেই শুদ্ধ ও দিব্যদেহ হয়। তত্রত্য কুণ্ডে স্নান করিয়া দেবদেবকে পূজা করিলে জরবন্ধন হইতে মুক্তি হইয়া থাকে। একাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থিক, পাক্ষিক, মাসিক প্রভৃতি বিষম জরপীড়া ইন্দ্রেশ্বরের প্রসাদে নাশ পাইয়া থাকে; সংশয় নাই। মানব এখানে নিশ্চয়ই বিজয় হয়, একথা ধ্রুব সত্য। নারী—বন্ধ্যা, দুর্ভগা, কাকবন্ধ্যা, মৃতবৎসা বা মহাদোষগ্রস্তা, যাহাই হউক, শিবাগ্রস্থিত কুণ্ডে স্নান করিলে এবং স্নানান্তে একচিত্তে শিবকে পূজা করিলে, সর্ব্বদোষ হইতে মুক্ত হইবে। হে পার্থ! পিনাকপাণি এই প্রকার বহুবর প্রদানপূর্ব্বক সুরাসুরগণকর্ত্তৃক সেবিত হইয়া স্বীয় ধামে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মহাতেজা ইন্দ্রও স্বীয় পুরে প্রয়াণ করিলেন। পরবর্ত্তী কালে ইন্দ্রনন্দন জয়ন্ত-

স্তম্মি লিঙ্গে স্বতঃ সদা। ত্রিকালং পুত্রসংযুক্তঃ পুজনার্থং সুরেশ্বর ॥ ৩৪ ॥ আয়াতি চ মহাবাহো ত্যক্ত্বা স্থানং স্বকং হি বৈ। এতৎ সর্ব্বং সমাখ্যাতং সর্ব্বসৌখ্যপ্রদায়কম্ ॥ ৩৫ ॥ ইন্দ্রেশ্বরে তু যৎপুণ্যং জয়ন্তেশস্য পূজনাৎ। তদেবাপ্নোতি রাজেন্দ্র সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥ স্নাত্বা কুণ্ডে মহারাজ সম্পূজ্যৈকাগ্রমানসঃ। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা ইন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৩৭ ॥ যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি জয়ন্তেশপ্রসাদতঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ইন্দ্রেশ্বরজয়ন্তেশ্বরমহিমবর্ণনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শিবতীর্থমনুত্তমম্। যত্রাসৌ শঙ্করো দেবঃ পুনর্জন্মধরোঽভবৎ ॥ ১ ॥ কীলিতো দেবদেবেশঃ শঙ্করশ্চ

কর্ত্তৃকও তথায় এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। হর স্বত হইয়া জয়ন্তের প্রতি তুষ্ট হন এবং সেই লিঙ্গে অধিষ্ঠান করেন। হে মহাভুজ! সুরেশ্বর স্বীয় স্থান পরিত্যাগ করিয়া পুত্রের সহিত ত্রিসন্ধ্যা শিবপূজার্থ সেই স্থানে আগমন করেন। এই আমি সর্ব্বসৌখ্যপ্রদ সমস্ত বৃত্তান্তই তোমার নিকট বলিলাম। হে রাজেন্দ্র! ইন্দ্রেশ্বরের পূজায় যে ফল, জয়ন্তেশের পূজাতেও সেই সমগ্র ফলই মানব নিশ্চয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা আমি সত্য সত্যই বলিলাম। মহারাজ! একাগ্রমনে ইন্দ্রসর কুণ্ডে স্নানান্তে ইন্দ্রেশ্বরের পূজা করিলে, মানব সর্ব্বপাপ হইতে বিশুদ্ধ হইয়া অন্তে ইন্দ্রলোকে বিহার করিয়া থাকে। এই বিবরণ যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি হয়। জয়ন্তেশের প্রসাদে তাহার কোন কাম্যই অপ্রাপ্য থাকে না। ১২—৩৮।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯।

বিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—দেব মহেশ্বর যেখানে পুনর্জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অতঃপর সেই অনুত্তম শিবতীর্থের বিবরণ বলিতেছি। হে মহাভাগ! কোন

ত্রিলোচনঃ। গিরিজয়া মহাভাগ পাতিতো ভূমিমণ্ডলে ॥ ২ ॥ ছলিতো মুহ্যমানস্তু দিবারাত্রিং ন বেত্তি চ। পুংস্ত্রীনপুংসকাশ্চৈব জড়ীভূতাস্ত্রিলোচনে ॥ ৩ ॥ কল্পান্তমিব সঞ্জাতং তদা তস্মিংশ্চ কীলিতে। পার্ব্বত্যা সহসা তস্য কৃতং কীলনকং তদা ॥ ৪ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। এতদাশ্চর্য্যমতুলং বচনং যত্ত্বয়োদিতম্। যো গুরুঃ সর্ব্বদেবানাং যোগিনাং চৈব সর্ব্বদা ॥ ৫ ॥ পর্ব্বত্যা কীলিতঃ কস্মান্নষ্টবৃত্তিঃ শিবঃ কথম্। কারণং কথ্যতাং তত্র পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৬ ॥ ব্যাস উবাচ। মন্ত্রৌঘা বিবিধা রাজন্ শঙ্করেণ প্রকাশিতাঃ। পার্ব্বত্যগ্রে মহারাজ অথর্ব্বণোপবেদজাঃ ॥ ৭ ॥ শাকিনী ডাকিনা চৈব কাকিনী হাকিনী তথা। রাকিণী লাকিনী হ্যেতাঃ ষড়্ভেদাস্তত্র কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮ ॥ বীজান্যুদ্ধৃত্য বৈ তাভ্যো মালা চৈকবৃতা কৃতা। শম্ভুনা কথিতা চৈব পার্ব্বত্যগ্রে নৃপোত্তম ॥ ৯ ॥ শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ। প্রকাশিতাস্ত্বয়া নাথ ভেদা হ্যেতে

সময়ে গিরিনন্দিনী দেবদেবেশ ত্রিলোচন শঙ্করকে কোনও কারণে জড়ীভূত করিয়াছিলেন। গিরিজাদেবীর তাদৃশ ছলনায় দেব ত্রিলোচন তখন মোহাচ্ছন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হন; এমন কি তখন তাঁহার দিবারাত্রিজ্ঞানও ছিল না। শঙ্করের তাদৃশ জড়তা ঘটিলে সমগ্র জগৎ তখন কল্পান্তকালবৎ ব্যাকুল হইয়া পড়িল;—কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি ক্লীব,—সকলেই জড়তাক্রান্ত হইল। পার্ব্বতী দেবী সহসা শঙ্করের তাদৃশ দশা ঘটাইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—আপনি যে কথা কহিলেন, ইহা তো অতীব আশ্চর্য্য! যিনি সকল কালেই নিখিল যোগিজনের এবং সমগ্র সুরবর্গের গুরু, গিরিজা-দেবী সেই শিবকে কি জন্য জড়ীভূত করিয়াছিলেন? আর কিরূপেই বা সেই শঙ্করের বৃত্তিনিচয় বিনষ্ট হইয়াছিল? আপনি ইহার কারণ বলুন; এ বিষয়ে আমার অতীব কৌতূহল জন্মিয়াছে। ব্যাস কহিলেন,—রাজন্! পূর্ব্বে শঙ্কর পার্ব্বতীর নিকট অথর্ব্ববেদজ ও উপবেদজ বিবিধ মন্ত্র সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! সেই সকল মন্ত্রের অধিদেবতা ষড়্বিধ; যথা,—শাকিনী, ডাকিনী, কাকিনী, হাকিনী, রাকিণী ও লাকিনী। হে নৃপসত্তম! ভগবান্ শম্ভু ইহাঁদিগের বীজ সকল মালাকারে উদ্ধার করিয়া গিরিজাকে উপদেশ করেন। ১—৯। শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন,—হে নাথ! আপনি তো

ষড়েব হি। ষড়্বিধাঃ শক্তয়ো নাথ অগম্যা যোগ-মালিনীঃ। ষড়্বিধোক্তং ত্বয়ৈকেন কূটাৎ কৃতং বদস্ব মাম্॥ ১০॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। অপ্রকাশো মহাদেবি দেবাসুরৈস্তু মানবৈঃ॥ ১১॥ তেনৈব কষ্টা ভবতি মন্ত্রোদ্ধারঃ কৃতস্তু সা। সাধয়েৎ সা মহাদুষ্টা শাকিনী প্রমদানঘে॥ ১২॥ পার্ব্বত্যুবাচ। নমস্তে সর্ব্বরূপায় নমস্তে বৃষভধ্বজ। জটিলেশ নমস্তভ্যং নীলকণ্ঠ নমোঽস্তু তে॥ ১৩॥ কৃপাসিন্ধো। নমস্তভ্যং নমস্তে কালরূপিণে। এতৈশ্চ বহুভির্ব্বাক্যৈঃ কোমলৈঃ করুণানিধিম্॥ ১৪॥ তোষয়িত্বাদ্রিতনয়া দণ্ডবৎপ্রণিপত্য চ। জগ্রাহ পাদযুগলং তাং প্রোবাচ দয়াপরঃ॥ ১৫॥ কিমর্থং স্তুয়সে ভদ্রে যাচ্যতাং মনসীপ্সিতম্॥ ১৬॥ পার্ব্বত্যুবাচ। সমাহারঞ্চ সধ্যানং কথয়স্ব সবিস্তরম্। অসন্দেহমশেষঞ্চ যদ্যহং বল্লভা তব॥ ১৭॥ শ্রীরুদ্র উবাচ। ন প্রকাশ্যং ত্বয়া দেবি। সমাহারোদ্ভবং ফলম্। সর্ব্বং তত্ত্বমহং বক্ষ্যে মন্ত্রকূটাদ্যমেব হি॥ ১৮॥ মায়াবীজন্তু সর্ব্বেষাং কূটানাং হি বরাননে। সর্ব্বেষাং মধ্যমো বর্ণো বিন্দুনাদাদিশোভিতঃ॥ ১৯॥ বহ্নিবীজং সবাতঞ্চ কূর্ম্মবীজসমন্বিতম্। আদিত্যপ্রভবং বীজং শক্তিবীজোদ্ভবং সদা॥ ২০॥ এতৎ কূটং চাদ্যবীজং দ্বিতীয়ঞ্চ বিভোর্ম্মতম্। তৃতীয়ং চাগ্নিবীজন্তু সংযুক্তং বিন্দুনেন্দুনা॥ ২১॥ চতুর্থং যুক্তং শেষেণ ব্রহ্মবীজমৃষিস্তথা। পঞ্চমং কালবীজঞ্চ ষষ্ঠং পার্থিববীজকম্॥ ২২॥ সপ্তমে চাষ্টমে বাহ্নং নৃসিংহেন সমন্বিতম্। নবমে দ্বিতীয়মেকঞ্চ দশমে চাষ্টকূটকম্॥ ২৩॥ বিপরীতং তয়োর্বীজং রুদ্রাখ্যেঽম্বরচারিণি। চতুর্দ্দশে চ তুর্য্যার্থ পৃথ্বীবীজেন সংযুতম্। কূটাঃ শেষাক্ষরাঃ কেচিদ্রক্ষিতা মেনকাত্মজে॥ ২৪॥ সা পপাত যদোর্ব্ব্যাং হি শিবপত্নী তদা নৃপ॥ ২৫॥ হরেণাশ্বাসিতা তত্র প্রহসংস্ত্রিপুরান্তকঃ। ভদ্রে যস্মাত্ত্বয়া পন্নং জম্বশক্তির্ভবিষ্যতি॥ ২৬॥ মারণে মোহনে বশ্যে আকর্ষণে চ ক্ষোভণে। যংযং কাময়তে

ষড়্বিধ শক্তিভেদ প্রকাশ করিলেন; পরন্তু উক্ত দুর্জ্ঞেয় ও একমাত্র যোগসাধনসাধ্য ষট্‌শক্তির মন্ত্রকূট আমার নিকট বিশদ ভাবে ব্যক্ত করুন। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—অনঘে, পার্ব্বতি! শাকিনী দেবী মদমত্তা ও অতীব দুষ্টা; এজন্য উক্ত মন্ত্রকূট আমি দেব-দানব-মানবাদির নিকট প্রকাশ করি নাই; কারণ, উক্ত মন্ত্রকূট অবগত হইয়া যদি তাঁহার সাধন না করে, তবে তিনি অনিষ্ট সঙ্ঘটন করিতে পারেন। পার্ব্বতী কহিলেন,—হে সর্ব্বরূপ! আপনাকে নমস্কার। হে বৃষভধ্বজ! আপনাকে নমস্কার। হে জটিলেশ! আপনাকে নমস্কার। হে নীলকণ্ঠ! আপনাকে নমস্কার। হে কৃপাসিন্ধো! আপনাকে নমস্কার। আপনি কালরূপী; আমি আপনাকে নমস্কার করি। গিরিনন্দিনী এইরূপ বিবিধ মধুর বাক্যে স্তুতি করিয়া সেই করুণানিধান ত্রিলোচনের সন্তোষসাধনপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তদীয় পাদযুগল ধারণ করিলেন। ভগবান্ শঙ্কর তখন কৃপাপরবশ হইয়া কহিলেন,—ভদ্রে! তুমি কি জন্য স্তব করিতেছ? তোমার যাহা অভিলাষ প্রার্থনা কর। পার্ব্বতী কহিলেন,—আমি যদি আপনার প্রিয়পাত্রী হই; তবে আপনি নিঃসন্দেহরূপে সবিস্তরে ধ্যান সমাহারাদি সহ উক্ত শক্তিগণের সাধন-বিধান কীর্ত্তন করুন। ১০—১৭। শ্রীরুদ্র কহিলেন,—হে দেবি! আমি তোমাকে মন্ত্রকূটাদি সমস্ত তত্ত্ব কথাই বলিতেছি; তুমি এই সমাহার ফল কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। অয়ি বরাননে! সমস্ত কূটেরই মধ্যম বর্ণ মায়াবীজ বলিয়া অবগত হও। উহা বিন্দুনাদাদি দ্বারা বিভূষিত হইবে। অগ্নিবীজ, বায়ুবীজ, কূর্ম্মবীজ, সূর্য্যবীজ ও শক্তিবীজ,—এইগুলি আদ্যকূট বলিয়া জানিবে। প্রাসদবীজই দ্বিতীয় কূট। চন্দ্রবিন্দুযুক্ত বহ্নিবীজই তৃতীয় কূট। ব্রহ্মবীজ চতুর্থ কূট। কালবীজ পঞ্চম কূট। পৃথ্বীবীজ ষষ্ঠকূট। হব্যবাহবীজ সপ্তমকূট। নৃসিংহবীজ অষ্টমকূট। প্রাসাদবীজ নবমকূট। প্রথমোক্ত অষ্টবীজই দশমকূট। বিলোমপঠিত উক্ত অষ্টবীজই একাদশকূট। তৎসহ প্রথমবীজ যোগ করিলে দ্বাদশকূট হয়। অনুলোমক্রমে ব্রহ্মবীজ ও পৃথ্বীবীজ ত্রয়োদশকূট এবং বিলোমক্রমে উহাই চতুর্দ্দশকূট হয়। অয়ি মেনকাতনয়ে! অবশিষ্ট কয়একটী কূটাক্ষর তোমার নিকট গোপন করিয়া রাখিলাম। ১৮—২৪। হে রাজন্! শিবসীমন্তিনী দেবী তখন শম্ভুর এই কথা শুনিয়া অভিমানবশে সকোপে ভূতলশায়িনী হইলেন। তদ্দর্শনে ত্রিপুরহর শঙ্কর সহাস্যমুখে তাঁহাকে মধুরবাক্যে আশ্বাস দান করিয়া কহিলেন,—ভদ্রে! তুমি দুঃখিত হইও

নূনং তত্তৎসিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ২৭ ॥ কূটশেষাস্ততো বীরাঃ প্রোক্তাস্তস্যৈ তু শম্ভুনা। উবাচ চ কৃপাসিন্ধুঃ সাধয়স্ব যথাবিধি ॥ ২৮ ॥ ইতি শ্রুত্বা তদা দেবী হৃষ্টচিত্তা শুচিস্মিতা। কৈলাসাত্তু হরস্তত্র ধর্ম্মারণ্যং গতো ভূশম্ ॥ ২৯ ॥ জ্ঞাত্বা দেবী যযৌ তত্র যত্রাসৌ বৃষভধ্বজঃ। তৎক্ষণাৎ পতিতো ভূমৌ ধর্ম্মারণ্যে নৃপোত্তমঃ ॥ ৩০ ॥ জটা চন্দ্রোরগাঃ শূলং বৃষভাদ্যায়ুধানি বৈ। মুণ্ডমালা চ কৌপীনং কপালং ব্রহ্মণস্তু বৈ। গণাশ্চ সর্ব্বত্র ভূতপ্রেতা দিশো দশ ॥ ৩১ ॥ বিসংজ্ঞঞ্চ স্বমাত্মানং জ্ঞাত্বা দেবো মহেশ্বরঃ। পঞ্চকূটান্ সমুৎপাদ্য তস্মাত্তদঘমূলনে ॥ ৩২ ॥ স্বেদজাস্তু সমুৎপন্না গণাঃ কূটাদয়স্তথা। সাধকাস্তে মহারাজ জপহোমপরায়ণাঃ ॥ ৩৩ ॥ প্রেতাসনাস্তু তে সর্ব্বে কালকূটোপরি স্থিতাঃ। কথয়ন্তি স্বমাত্মানং যেন মোক্ষঃ পিনাকিনঃ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ কষ্টসমাবিষ্টা গৌরী বহ্নিভয়াতুরা ॥ ৩৫ ॥ সভাজিতঃ শিবস্তৈশ্চ গৌরী হ্রীণা হ্যধোমুখী। তপস্তেপে চ তত্রস্থা শঙ্করাদেশকারিণী ॥ ৩৬ ॥ পঞ্চাগ্নিসেবনং কৃত্বা ধূম্রপানমধোমুখী। কূটাক্ষরৈঃ স্তবস্তৈস্তু তোষিতো বৃষভধ্বজঃ ॥ ৩৭ ॥ ধরাক্ষেত্রমিদং রাজন্ পাপঘ্নং সর্ব্বকামদম্। দেবমজ্জনকং শুভ্রং স্থানকেঽস্মিন্ বিরাজতে ॥ ৩৮ ॥ আশ্বিনে কৃষ্ণপক্ষে চ চতুর্দ্দশ্যা দিনে নৃপ। তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৯ ॥ পূজয়িত্বা চ দেবেশমুপোষ্য চ বিধানতঃ। শাকিনী ডাকিনী চৈব বেতালাঃ পিতরো গ্রহাঃ ॥ ৪০ ॥ গ্রহা ধিষ্ণ্যা ন পীড্যন্তে সত্যং সত্যং বদামি তে। সাঙ্গং রুদ্রজপং তত্র কৃত্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪১ ॥ নশ্যন্তি ত্রিবিধা রোগাঃ সত্যং সত্যঞ্চ ভূপতে। এতৎ

না। আমি তোমাকে যাহা উপদেশ দিলাম, ইহাতেই তুমি মারণ, মোহন, বশীকরণ, আকর্ষণ, ক্ষোভণাদি কার্য্য করিতে পারিবে। তুমি যাহা যাহা কামনা করিবে, তৎসমস্তই উক্ত মন্ত্রপ্রয়োগে সুসিদ্ধ হইবে। তবে, আমি তোমাকে অবশিষ্ট কূটাক্ষর উপদেশ করি নাই বলিয়া, তুমি যে, সহসা এমন ব্যাকুলতা প্রকটিত করিলে এজন্য এই সকল কার্য্যসাধনে তোমার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভবনা। যাহা হউক, আমি তোমাকে সেই অবশিষ্ট কূটাক্ষরও বলিতেছি। এই বলিয়া মহেশ্বর, দেবীকে অবশিষ্ট কূটাক্ষরও উপদেশ করিলেন। সেগুলি সমস্তই বীরমন্ত্র। কৃপাসিন্ধু শঙ্কর অতঃপর দেবীকে কহিলেন যে, এক্ষণে তুমি যথাবিধি উক্ত মন্ত্র সকলের সাধন কর। দেবী শঙ্করের নিকট এই প্রকার উপদেশ লাভ করিয়া কিঞ্চিৎ দুরভিসন্ধিযুক্তা হইলেন এবং তজ্জন্য ঈষৎ হাস্য করিলেন। অতঃপর ভগবান্ শঙ্কর কৈলাসপর্ব্বত হইতে ধর্ম্মারণ্যে প্রস্থান করিলেন। পার্ব্বতী দেবী তাহা জানিতে পারিয়া স্বীয় মন্ত্রশক্তি-পরীক্ষার্থ সহসা সেই ধর্ম্মারণ্যে গমন করিলেন। তিনি সেখানে যাইয়াই মন্ত্রপ্রয়োগ করিলেন; তাহাতে ভগবান্ শঙ্কর সহসা হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জটা, চন্দ্র, সর্প, শূল, অন্যান্য আয়ুধ, মুণ্ডমালা, কৌপীন, ব্রহ্মকপাল, বাহন-বৃষ,—সমস্তই ভূতললুণ্ঠিত হইতে লাগিল। পার্ষদ ভূত-প্রেতগণও দশদিকে পলায়ন করিল। মহেশ্বর তখন আপনার তাদৃশ সংজ্ঞাশূন্যতা ও দুরবস্থা বুঝিতে পারিয়া তৎপ্রতিকারার্থ স্বীয় স্বেদ হইতে কতিপয় গণ এবং পঞ্চকূটমন্ত্রদেবতা উৎপাদন করিলেন। হে মহারাজ! ইঁহারা সকলেই কালকূটজ্বালা-মধ্যগত-শবোপরি সমারূঢ় এবং সকলেই জপ-হোম-তৎপর, সাধক। ইঁহারা তখন আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক আনুগত্যসহকারে শঙ্করকে দেবীর মন্ত্রশক্তি হইতে পরিত্রাণের উপায় কহিতে লাগিলেন।২৫—৩৪। গিরিজা দেবী এই ব্যাপার দেখিয়া লজ্জাবশে অধোমুখী এবং সেই কালকূটানলভয়ে ব্যথিতা হইলেন। পরে তিনি শঙ্করের আদেশানুসারে সেইস্থানেই পঞ্চাগ্নিমধ্যগত হইয়া অধোমুখে ধূমপান-সহকারে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই কূট-মন্ত্রদেবতাগণ তখন শঙ্করকে বিবিধ স্তুতি-বচনে সন্তোষিত করিলেন। রাজন্! এই ধরাক্ষেত্র পাপনিচয়ের বিনাশক এবং সর্ব্বকামদায়ক। সেই স্থানেই বিশুদ্ধ দেবমজ্জনক তীর্থ বিরাজমান। হে নরনাথ! আশ্বিন মাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীদিনে তথায় স্নানপান করিলে মানব সর্ব্বপাতক হইতে বিমুক্ত হয়। ঐদিন উপবাসপূর্ব্বক সেখানে দেবদেব শঙ্করকে যথাবিধি পূজা করিলে, মানব কদাচ শাকিনী, ডাকিনী বেতাল, প্রেতযোনি, গ্রহ, কিম্বা বাস্তগ্রহাদিদ্বারা পীড়িত হয় না। ইহা আমি আপনাকে সত্য সত্যই বলিতেছি। সেখানে অঙ্গের সহিত রুদ্রজপ কর্ম্ম করিলে মনুষ্য পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হয়; আর তাহার শারীর, আগন্তু ও মানস—এই ত্রিবিধ রোগই বিনষ্ট হইয়া যায়।

সর্ব্বং ময়। খ্যাতং দেবমজ্জনকে শৃণু। ৪২। অশ্বমেধসহস্রেণ কৃতেন ভূরিদক্ষিণৈঃ। তৎফলং সমবাপ্নোতি শ্রোতা শ্রাবয়িতা নরঃ। ৪৩। অপুত্রো লভতে পুত্রান্নির্ধনো ধনমাপ্নুয়াৎ। আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। ৪৪। মনোবাক্কায়জনিতং পাতকং ত্রিবিধঞ্চ যৎ। তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি স্মরণাৎ কীর্ত্তনাদপি। ৪৫। ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং সুখসন্তানদায়কম্। মাহাত্ম্যং শৃণুয়াদ্বৎস সর্ব্বসৌখ্যান্বিতো ভবেৎ। ৪৬। সর্ব্বতীর্থেষু যৎপুণ্যং সর্ব্বদানেষু যৎফলম্। সর্ব্বযজ্ঞেষু যৎপুণ্যং জায়তে শ্রবণাদপি। ৪৭।

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মারণ্যক্ষেত্রবর্ণনং নাম
বিংশোঽধ্যায়ঃ।২০।

[একবিংশোঽধ্যায়ঃ।]

ব্যাস উবাচ। তয়া চোৎপাদিতা রাজন্ শরীরাৎ কুলদেবতাঃ। ভট্টারিকা তথা ছত্রা ওবিকা জ্ঞানজা তথা। ১। ভদ্রকালী চ মাহেশী সিংহোরী ধনমর্দ্দিনী। গাত্রা শান্তা শেষদেবী বারাহী ভদ্রযোগিনী। ২। যোগেশ্বরী মোহলজ্জা কুলেশী শকুলাচিতা। তারণী কনকানন্দা চামুণ্ডা চ সুরেশ্বরী। ৩। দারভট্টারিকেত্যাদ্যা প্রত্যেকা শতধা পুনঃ উৎপন্নাঃ শক্তয়স্তস্মিন্নানারূপাবিতাঃ শুভাঃ। অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি প্রবারণ্যথ দেবতাঃ।৪। ঔপমন্যবসগোত্রস্য গোত্রদেবী গাত্রা প্রবরা বসিষ্ঠ-ভরদ্বাজেন্দ্রপ্রমদাঃ। ৫। [কাশ্যপগোত্রস্য গোত্রদেবী জ্ঞানজা প্রবরাঃ কাশ্যপাবৎসাররৈভ্যাঃ।৬। মাণ্ডব্যসগোত্রস্য গোত্রদেবী দারভট্টারিকা প্রবরা ভার্গবচ্যবনাত্র্যৌর্ব্বজমদগ্নয়ঃ। ৭। কুশিকসগোত্রস্য গোত্রদেবী মোহলজ্জা প্রবরা বিশ্বামিত্রদেবরাতোদ্দালকাঃ। ৮। শৌনকসগোত্রস্য গোত্রদেবী শান্তা প্রবরা ভার্গবাণৈনহোত্রগার্ৎসমদাঃ। ৯। কৃষ্ণাত্রেয়সগোত্রস্য গোত্রদেবী ভদ্রযোগিনী প্রবরা আত্রেয়ার্চ্চনানসশ্যাবাশ্বাঃ। ১০। গার্গ্যায়ণসগোত্রস্য গোত্রদেবী শান্তা প্রবরা ভার্গবচ্যবনাপ্লুবদৌর্ব্বজমদগ্নয়ঃ। ১১। গার্গায়ণসগোত্রগোত্রদেবী জ্ঞানজা প্রবরাঃ কাশ্যপাবৎসারশাণ্ডিল্যাসিতদেবলাঃ। ১২।

আমি ইহাও আপনাকে সত্য সত্যই বলিলাম। হে ভূপাল! এইতো আমি আপনার জিজ্ঞাসিত সকলই কহিলাম। দেবমজ্জনক তীর্থের কথাও বলিয়াছি। এই পুণ্য উপাখ্যানের শ্রোতা ও বক্তা প্রভূত-দক্ষিণাযুক্ত [সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়;] আয়ু,আরোগ্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে এবং সে অপুত্র হইলে পুত্রবান্ ও নির্ধন হইলে ধনী হইয়া থাকে। হে রাজন্। ইহার কীর্ত্তনে বা স্মরণেও বাক্যমনঃ-কায়জ ত্রিবিধ পাতক বিনষ্ট হয়। বৎস! এই মাহাত্ম্য বিবরণ প্রভৃত সুখবিধায়ক, আয়ুর্বর্দ্ধক, ধন্যতাসাধক ও যশস্কর; ইহার শ্রবণে মনুষ্য সর্ব্বসুখভাজন হইতে পারে। হে নরনাথ! ইহা শ্রবণ করিলে মানব, সর্ব্বতীর্থের, সর্ব্বদানের ও সর্ব্বযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ৩৫—৪৭।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

একবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে রাজন্! দেবী শঙ্করী, নিজ শরীর হইতে কতিপয় কুলদেবতা উৎপাদন করেন। তাহাদিগের নাম যথা,—ভট্টারিকা, ছত্রা, ওবিকা, জ্ঞানজা, ভদ্রকালী, মাহেশী, সিংহোরী, ধনমর্দ্দিনী, গাত্রা, শান্তা, শেষদেবী, বারাহী, ভদ্রযোগিনী, যোগেশ্বরী, মোহলজ্জা, কুলেশী, শকুলাচিতা, তারণী, কনকানন্দা, চামুণ্ডা, সুরেশ্বরী, দারভট্টারিকা ইত্যাদি। ইহাদিগের প্রত্যেকেরই আবার শত শত মূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। এই সমস্ত শক্তি নানাকারা এবং শুভবিধায়িনী। অতঃপর আমি প্রবর সকল এবং তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের কীর্ত্তন করিতেছি।১—৪। উপমন্যব-সগোত্রাদিগের গোত্রদেবী—গাত্রা, প্রবর—বসিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, ও ইন্দ্রপ্রমদ। কশ্যপসগোত্রদিগের গোত্রদেবী—জ্ঞানজা, প্রবর—কাশ্যপ, অবৎসার, ও রৈভ্য। মাণ্ডব্যসগোত্রদিগের গোত্রদেবী—দারভট্টারিকা; প্রবর—ভার্গব, চ্যবন, অত্রি, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি। কুশিকসগোত্রদিগের গোত্রদেবী—মোহলজ্জা, প্রবর—বিশ্বামিত্র, দেবরাত, ও উদ্দালক। শৌনকসগোত্রদিগের গোত্রদেবী—শান্তা; প্রবর—ভার্গবাণ, ঐণহোত্র, ও গার্ৎসমদ। কৃষ্ণাত্রেয়সগোত্রদিগের গোত্রদেবী—ভদ্রযোগিনী, প্রবর—আত্রেয়, অর্চ্চনানস, ও শ্যাবাশ্ব। গার্গ্যায়ণসগোত্রদিগের গোত্রদেবী—শান্তা, প্রবর—ভার্গব, চ্যবন, আপ্লুবান্, ঔর্ব্ব, ও জমদগ্নি। গার্গ্যায়ণসগোত্রদিগের

গাঙ্গেয়সগোত্রগোত্রদেবী শান্তা প্রবরা গার্গ্য-শঙ্খ-লিখিতাঃ ॥ ১৩ ॥ পৈঙ্গ্যসগোত্রগোত্রদেবী শেষদেবী প্রবরা আঙ্গিরসাম্বরীষযৌবনাশ্বাঃ ॥ ১৪ ॥ বৎসসগোত্রগোত্রদেবী জ্ঞানজা প্রবরা ভার্গবচ্যবনাপ্নুবদৌর্ব্বপুরোধসঃ ॥ ১৫ ॥ বাৎসসগোত্রগোত্রদেবী জ্ঞানজা প্রবরা ভার্গবচ্যবনাপ্নুবদৌর্ব্বপুরোধসঃ ॥১৫॥ বাৎস্যসগোত্রস্য গোত্রদেবী হোরী প্রবরা ভার্গবচ্যবনাবপ্নুবদৌর্ব্বপুরোধসঃ ॥ ১৭ ॥ শ্যামায়নসগোত্রস্য গোত্রদেবী সিংহোরী প্রবরা ভার্গবচ্যবনাপ্নুবদৌর্ব্বজমদগ্নয়ঃ ॥ ১৮ ॥ ধারণসগোত্রস্য গোত্রদেবী ছত্রা প্রবরা অগস্ত্যদার্ব্বচ্যুতদধ্যবাহনাঃ ॥ ১৯ ॥ কাশ্যপগোত্রস্য গোত্রদেবী চামুণ্ডা প্রবরাঃ কাশ্যপাবৎসারনৈধ্রুবাঃ ॥ ২০ ॥ ভরদ্বাজসগোত্রস্য গোত্রদেবী তারণী প্রবরা আঙ্গিরসবার্হস্পত্যভারদ্বাজাঃ ॥ ২১ ॥ মাণ্ডব্যসগোত্রস্য গোত্রদেবী তরিণী প্রবরা বৎসসবাৎস্যবাৎস্যায়নাঃ ॥ ২২ ॥ সামান্যলৌগাক্ষসগোত্রস্য গোত্রদেবী ভদ্রযোগিনী প্রবরা কাশ্যপবশিষ্ঠাবৎসারাঃ ॥ ২৩ ॥ কৌশিকসগোত্রস্য গোত্রদেবী তারণী প্রবরা বিশ্বামিত্রাথর্ব্বভারদ্বাজাঃ ॥ ২৪ ॥ সামান্য প্রবরাঃ পৈঙ্গ্যসভরদ্বাজৌ সমানপ্রবরৌ ॥ ২৪ ॥ লৌগাক্ষসগার্গ্যায়ণস কাশ্যপকশ্যপাঃ সমানপ্রবরাঃ ॥ ২৫ ॥ কৌশিককুশিকসাঃ সমানপ্রবরাঃ ॥ ২৬ ॥ ঔপমন্যুলৌগাক্ষসৌ সমানপ্রবরৌ ॥ ২৭ ॥ যাবতাং প্রবরেষ্বেকো বিশ্বামিত্রোঽনুবর্ত্ততে । ন তাবতাং সগোত্রত্বাদ্বিবাহঃ স্যাৎ পরস্পরম্ ॥২৮॥ ত্যজেৎ সমানপ্রবরাং সগোত্রাং মাতুঃ সপিণ্ডামচিকিৎস্যরোগাম্ । অজাতলোম্নীং চ তথান্যপূর্ব্বাং সুতেন হীনস্য সুতাং সুকৃষ্ণাম্ ॥২৯॥ এক এব ঋষির্যত্র প্রবরেষনুবর্ত্ততে । তাবৎ সমানগোত্রত্বমৃতে ভৃগ্বঙ্গিরোগণাৎ ॥ ৩০ ॥ পঞ্চসু ত্রিষু সামান্যাদবিবাহস্ত্রিষু দ্বয়োঃ । ভৃগ্বঙ্গিরোগণেষ্বেবং শেষেষ্বেকোঽপি বারয়েৎ ॥ ৩১ ॥ সমানগোত্রপ্রবরাং কন্যামূঢ়োপগম্য চ । তস্যামুৎপাদ্য চাণ্ডালংব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে ॥৩২॥ কাত্যায়নঃ ॥ পরিণীয় সগোত্রান্তু সমানপ্রবরাং তথা । ত্যাগং কৃত্বা দ্বিজস্তস্যাস্ততশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৩৩ ॥ উৎসৃজ্য

গোত্রদেবী—জ্ঞানজা ; প্রবর—কাশ্যপ, অবৎসার, শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল। গাঙ্গেয়সগোত্রদিগের গোত্রদেবী—শান্তা ; প্রবর—গার্গ্য, শঙ্খ, ও লিখিত। পৈঙ্গ্যসগোত্রদিগের গোত্রদেবী—শেষদেবী ; প্রবর—আঙ্গিরস, আম্বরীষ ও যৌবনাশ্ব। বৎসসগোত্রদিগের গোত্রদেবী,—জ্ঞানজা ; প্রবর—ভার্গব, চ্যবন, অপ্নুবান, ঔর্ব, পুরোধা। বাৎসসগোত্রদিগের গোত্রদেবী—জ্ঞানজা ; প্রবর—ভার্গব, চ্যবন, আপ্নুবান্ ঔর্ব্ব, ও পুরোধা। বাৎস্যসগোত্রদিগের গোত্রদেবী—সিংহোরী ; প্রবর—ভার্গব, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও পুরোধা। শ্যামায়নসগোত্রদিগের গোত্রদেবী—সিংহোরী ; প্রবর—ভার্গব, চ্যবন, আপ্নুবান্ ঔর্ব্ব, ও জমদগ্নি। ধারণসগোত্রদিগের গোত্রদেবী—ছত্রা ; প্রবর—অগস্ত্য, দার্ব্বচ্যুত, ও দধ্যবাহন। কাশ্যপসগোত্রদিগের গোত্রদেবী—চামুণ্ডা ; প্রবর—কাশ্যপ, অবৎসার, ও নৈধ্রুব। ভরদ্বাজসগোত্রদিগের গোত্রদেবী—তারণী ; প্রবর—আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ও ভরদ্বাজ। মাণ্ডব্যসগোত্রদিগের গোত্রদেবী—তারণী, প্রবর—বৎসস, বাৎস্যস, ও বাৎস্যায়নস। সাধারণ লোগাক্ষিসগোত্রদিগের গোত্রদেবী—ভদ্রযোগিনী ; প্রবর—কাশ্যপ, বসিষ্ঠ, ও অবৎসার। কৌশিকসগোত্রদিগের গোত্রদেবী—তারণী ; প্রবর—বিশ্বামিত্র, অথর্ব্বা, ও ভরদ্বাজ। ৫—২৪। এক্ষণে সামান্যপ্রবর সকল বলিতেছি। পৈঙ্গ্যস ও ভরদ্বাজ সমানপ্রবরবিশিষ্ট। লোগাক্ষস, গার্গ্যায়ণস, কাশ্যপ, ও কশ্যপ সমানপ্রবরযুক্ত। কৌশিক ও কুশিকস পরস্পর সমানপ্রবর। ঔপমন্যু ও লোগাক্ষস সমানপ্রবর। যাহাদিগের প্রবরে বিশ্বামিত্র আছেন, তাহাদিগের পরস্পর সগোত্রত্ব-নিবন্ধন বিবাহ হইতে পারে না। সমানপ্রবরা, সগোত্রা, মাতৃসপিণ্ডা, অচিকিৎস্য-রোগান্বিতা, অজাতলোমা, অন্যপূর্ব্বা, অতিকৃষ্ণবর্ণা এবং ভ্রাতৃহীনা কন্যাকে পরিণয় করিবে না। যাহাদিগের প্রবরে একই ঋষি বিদ্যমান, তাহারা পরস্পর সগোত্র-পদবাচ্য ; পরন্তু এ নিয়ম ভৃগু ও অঙ্গিরোগণের পক্ষে নহে। তাঁহাদিগের নিয়ম এই যে, পঞ্চপ্রবর মধ্যে তিন প্রবরের, এবং তিনপ্রবরে দুইপ্রবরের ঐক্য হইলে বিবাহ নিষিদ্ধ হইবে। অপরাপর গোত্রের একটী প্রবরের ঐক্য হইলেও বিবাহ নিষিদ্ধ। সমানগোত্রপ্রবরা কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে সন্তানোৎপাদন করিলে সেই সন্তান চণ্ডাল বলিয়া গণ্য হয়, এবং তৎপিতা ব্রাহ্মণ্যভ্রষ্ট হইয়া থাকে। কাত্যায়ন বলিয়াছেন,—দ্বিজ যদি সগোত্রা বা সমানপ্রবরা কন্যাকে বিবাহ করে, তবে তাহাকে পরি-

তাং ততো ভার্য্যাং মাতৃবৎ পরিপালয়েৎ ॥ ৩৪ ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীমসমানার্ষগোত্রজাম্। পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা ॥ ৩৫ ॥ অসমানপ্রবরৈর্ব্বিবাহ ইতি গৌতমঃ ॥ ৩৬ ॥ যদ্যেকং প্রবরং ভিন্নং মাতৃগোত্রবরস্য চ। তত্রোদ্বাহো ন কর্ত্তব্যঃ সা কন্যা ভগিনী ভবৎ ॥ ৩৭ ॥ দ্বারাগ্নিহোত্রসংযোগং কুরুতে যোঽগ্রজে স্থিতে। পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্ব্বজঃ ॥ ৩৮ ॥ সদা পৌনর্ভবা কন্যা বর্জ্জনীয়া কুলাধমা। বাচা দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা ॥ ৩৯ ॥ উদকস্পর্শিতা যাচ যাচ পাণিগৃহীতকা। অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনর্ভূঃ প্রসবা চ যা। ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহতে কুলমগ্নিবৎ ॥ ৪০ ॥ অথাবটঙ্কাঃ কথ্যন্তে গোত্র, পাত্র, দাত্র, ত্রাশযত্র, লড়কাত্র, মণ্ডকীয়াত্র, বিড়লাত্র, রহিলা, ভাদিল, বালুয়া, পোকীয়া, বাকীয়া মকালা, লাড়য়া, মাণবেদা, কালীয়া, তালী, বেলীয়া, পান্থলগুীয়া, মূড়া, পীতুলা, ধিগমঘ, ভূতপাদবাদী, হোকোয়া, সেবাদ্দত, বপার, বথার, সাধকা, বহুধিয়া ॥ ৪১ ॥ মাতুলস্য সুতামূঢ়া মাতৃগোত্রাং তথৈব চ। সমানপ্রবরাং চৈব ত্যক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীমাতাকথিতনামগোত্রপ্রবরকৃতদেবীবটঙ্ককথনং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ। স্থানবাসিন্যো যোগিন্যঃ কাজেশেন বিনির্ম্মিতাঃ। কস্মিন্ স্থানে হি কা দেব্যঃ কীদৃশ্যস্তা বদস্ব মে ॥ ১ ॥ ব্যাস উবাচ। সম্রজ্ঞোঽসি কুলীনোঽসি সাধু পৃষ্টং ত্বয়ানঘ। কথয়িষ্যাম্যহং সর্ব্বমখিলেন যুধিষ্ঠির ॥ ২ ॥ নানাভরণভূষাঢ্যা নানারত্নোপশোভিতাঃ। নানাবসনসংবীতা নানায়ুধসমন্বিতাঃ ॥ ৩ ॥ নানাবাহনসংযুক্তা নানাস্বরনিনাদিনীঃ। ভয়নাশায় বিপ্রাণাং কাজেশেন

ত্যাগান্তে চান্দ্রায়ণ করিবে; আর সেই কন্যাকে মাতৃবৎ প্রতিপালন করিবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—রোগহীনা, ভ্রাতৃমতী, অসমানগোত্রা, অসমানপ্রবরা, এবং পিতৃপক্ষের সপ্তম পুরুষ ও মাতৃপক্ষের পঞ্চমপুরুষের পরবর্ত্তিনী কন্যাকেই বিবাহ করিবে। ইহাই গৌতম মুনির মত। প্রবরের পার্থক্য থাকিলেও কন্যা যদি মাতৃসগোত্রা হয়, তবে তাহাকে বিবাহ করিবে না; সেই কন্যা ধর্ম্মতঃ ভগিনী হইয়া থাকে। অগ্রজ ভ্রাতা বর্ত্তমানে যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র গ্রহণ বা বিবাহকার্য্য করে, তাহাকে পরিবেত্তা এবং সেই অগ্রজ ভ্রাতাকে পরিবেত্তি বলে। পুনর্ভূ (একবার বিবাহিতা) কন্যা কুলের অপকর্ষবিধায়িনী; অতএব তাহাকে সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে। অপর বরের উদ্দেশে যে কন্যা বাগ্‌দত্তা, মনোদত্তা, জলস্পর্শপূর্ব্বক (বাক্য করিয়া) দত্তা, এবং যাহার কৌতুকমঙ্গল (গাত্রহরিদ্রাদি) করা হইয়াছে, যাহার পাণিগ্রহণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, যাহার বৈবাহিক অগ্নিকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে, যাহার একবার বিবাহকার্য্য হইয়াছে, আর যাহার সন্তান জন্মিয়াছে, কাশ্যপমুনি বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত কন্যা বিবাহ করিলে ইহারা অগ্নির ন্যায় সমগ্র কুল দগ্ধ করিয়া থাকে। ২৫—৪০। অতঃপর অবটঙ্ক সকল বলিতেছি। যথা—গোত্র, পাত্র, দাত্র, ত্রাশযত্র, লড়কাত্র, মণ্ডকীয়াত্র, বিড়লাত্র, রহিলা, ভাদিল, বালুয়া, পোকীয়া, বাকীয়া, মকালা, লাড়য়া, মাণবেদা, কালীয়া, তালী, বেলীয়া, পানলগুীয়া, মূড়া, পীতুলা, ধিগমঘ, ভূতপাদবাদী, হোকোয়া, সেবাদ্দত, বথার, বপার, সাধক, ও বহুধিয়া। মাতুলকন্যা, মাতৃগোত্রা কিম্বা সমানপ্রবরা কন্যাকে বিবাহ করিলে, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। ৪১।৪২।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, যোগিনীগণকে বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; পরন্তু কোন্‌স্থানে কোন্ দেবী বাস করেন? আর আকৃতিই বা কাহার কি প্রকার? এক্ষণে আমাকে তাহাই বলুন। ব্যাস কহিলেন,—হে অনঘ যুধিষ্ঠির! তুমি কুলীন এবং সর্ব্ববার্ত্তাভিজ্ঞ; তুমি অতি সাধু প্রশ্ন করিয়াছ; আমি তাহা সমস্তই তোমাকে বলিতেছি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, বিপ্রগণের ভয়বিনাশার্থ সেই দেবীগণকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই দেবীগণ নানা আভরণে ভূষিত, নানারত্নে উপশোভিত, নানাবসনধারিণী, নানাআয়ুধশালিনী, নানাবাহনবতী এবং নানাস্বরে

বিনির্ম্মিতাঃ ॥ ৪ ॥ প্রাচ্যাং যাম্যামুদীচ্যাঞ্চ প্রতীচ্যাং স্থাপিতা হি তাঃ। আগ্নেয্যাং নৈঋর্তে দেশে বায়ব্যেশানয়োস্তথা ॥ ৫ ॥ আশাপুরী চ গাত্রয়ী ছত্রায়ী জ্ঞানজা তথা। পিপ্পলাদ্যা তথা শান্তা সিদ্ধা ভট্টারিকা তথা ॥ ৬ ॥ কদম্বা বিকটা মীঠা স্বপর্ণা বসুজা তথা। মাতঙ্গী চ মহাদেবী বারাহী মুকুটেশ্বরী ॥৭॥ ভদ্রা চৈব মহাশক্তিঃ সিংহোরী চ মহাবলা। এতাশ্চান্যাশ্চ বহবঃ কথিতুং নৈব শক্যতে। নানারূপধরা দেব্যো নানাবেষসমাশ্রিতাঃ ॥ ৮ ॥ স্থানাদুত্তরদিগ্‌ভাগে আশাপূর্ণাসমীপতঃ ॥ ৯ ॥ পূর্ব্বে তু বিদ্যতে দেবী আনন্দানন্দদায়িনী। বসন্তী চোত্তরে দেব্যো নানারূপধরা মুদা ॥ ১০ ॥ ইষ্টান্ কামান্ দদাত্যেতা জলদানেন তর্পিতাঃ। স্থানে নৈঋর্তিদিগ্‌ভাগে শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী ॥ ১১ ॥ সিংহোপরি সমাসীনা চতুর্হস্তা বরপ্রদা। ভট্টারী চ মহাশক্তিঃ পুনস্তত্রৈব তিষ্ঠতি ॥ ১২ ॥ সংস্তুতা পূজিতা ভক্ত্যা ভক্তানাং ভয়নাশিনী। স্থানাত্তু সপ্তমে ক্রোশে ক্ষেমলাভা ব্যবস্থিতা ॥ ১৩ ॥ সা বিলেপময়ী পূজ্যা চিন্তিতা সিদ্ধিদায়িনী। পূর্ব্বস্যাং দিশি লোকৈশ্চ বলিদানেন তর্পিতা। পরিবারেণ সংযুক্তা ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী ॥১৪॥ অচিন্ত্যরূপচরিতা সর্ব্বশত্রুবিনাশিনী। সান্ধ্যায়াস্ত্রিষু কালেষু প্রত্যক্ষৈব্যহি দৃশ্যতে ॥ ১৫ ॥ স্থানাত্তু সপ্তমে ক্রোশে দক্ষিণে বিন্ধ্যবাসিনী। সায়ুধা রূপসম্পন্না ভক্তানাং ভয়হারিণী ॥ ১৬ ॥ পশ্চিমে নিম্বজা দেবী তাবদ্ভূমিসমাশ্রিতা। মহাবলা সা দৃষ্টাপি নয়নানন্দদায়িনী ॥ ১৭ ॥ স্থানাদুত্তরদিগ্‌ভাগে তাবদ্ভূমিসমাশ্রিতা। শক্তির্বহুসুবর্ণাখ্যা পূজিতা সা সুবর্ণদা ॥ ১৮ ॥ স্থানাদ্বায়ব্যকোণে চ ক্রোশমাত্রমিতে শ্রিতা। ক্ষেত্রধরা মহাদেবী সময়ে ছাগধারিণী ॥ ১৯ ॥ পুর্য্যাদুত্তরদিগ্‌ভাগে ক্রোশমাত্রে তু কর্ণিকা। সর্ব্বোপকারনিরতা স্থানোপদ্রবনাশনী ॥ ২০ ॥ স্থানান্নৈঋর্তিদিগ্‌ভাগে ব্রহ্মাণীপ্রমুখাস্তথা। নানারূপধরা দেব্যো বিদ্যন্তে জলমাতরঃ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দেবতাস্থাপনং নাম
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

নিনাদকারিণী। পূর্ব্ব দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদিকে এবং আগ্নেয়, নৈঋর্ত, বায়ব্য ও ঈশানকোণে তাঁহারা বিরাজিতা। আশাপুরী, গাত্রায়ী, পুত্রায়ী, জ্ঞানজা, পিপ্পলাদ্যা, শান্তা, সিদ্ধা, ভট্টারিকা, কদম্বা, বিকটা, মীঠা, সুপর্ণা, বসুজা, মাতঙ্গী, মহাদেবী, বারাহী, মুকুটেশ্বরী, ভদ্রা, মহাশক্তি, সিংহোরী, মহাবলা, ইহারা এবং আরও অনেকদেবী ঐসকল দিকে বর্ত্তমানা; সকলের নাম বলিয়া উঠিতে পারা যায় না। ইহাঁরা নানারূপা ও নানাবেশা। ১—৮। পুরীস্থানের উত্তরদিকে অল্পদূরে আশাপূর্ণাদেবী বিরাজমানা। পুরীর পূর্ব্বদিকে আনন্দানন্দদায়িনী বাস করেন। উত্তরদিকে আরও নানারূপধরা বহুদেবী বিরাজমানা; জলদান করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া সানন্দচিত্তে বাঞ্ছিত কামনা সকল পূরণ করেন। নৈঋর্তকোণে শান্তিবিধায়িনী শান্তাদেবী বর্ত্তমানা; তিনি সিংহসমাসীনা, চতুর্ভুজা, এবং বরদায়িনী। সেই স্থানেই ভট্টারী মহাশক্তি অবস্থিতা; তিনি ভক্তিসহকারে পূজিতা ও স্তুতা হইয়া ভক্তগণের ভয় নিবারণ করেন। পুরীস্থানের পূর্ব্বদিকে সপ্তম ক্রোশান্তরে ক্ষেমলাভাদেবী সপরিবারে বিরাজিতা; বিলেপনময়ী তদীয় মূর্ত্তির অর্চ্চনাপূর্ব্বক বলিদান দ্বারা সন্তোষসাধন করিলে সাধককে তিনি ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করেন এবং তদীয় মূর্ত্তির চিন্তা করিলেও সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহার রূপ ও চরিত্র সাধারণ মানবের চিন্তাতীত; তিনি সর্ব্বশত্রু সংহার করিয়া থাকেন। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ং—এই তিন সন্ধ্যাকালেই তদীয় মহিমা প্রত্যক্ষগোচর হয়। পুরীস্থানের দক্ষিণে সপ্তমক্রোশান্তে বিন্ধ্যবাসিনীদেবী বিরাজিতা। তিনি সুরূপা, সায়ুধা, ও ভক্তগণের ভয়হারিণী। পুরীর পশ্চিমেও সপ্তক্রোশান্তরে মহাবলা নিম্বজাদেবী বর্ত্তমানা। তাঁহার দর্শন নয়নানন্দবিধায়ক। পুরীর উত্তরদিকে সপ্তক্রোশান্তরে বহুসুবর্ণা নামে শক্তি অবস্থিতা। তিনি সাধককে বহু সুবর্ণ প্রদান করেন। পুরীস্থানের বায়ুকোণে একক্রোশান্তরে মৃগধারিণী মহাদেবী ক্ষেত্রধরা বিরাজিতা। পুরীস্থানের উত্তরদিকে একক্রোশান্তরে কর্ণিকাদেবী প্রতিষ্ঠিতা; তিনি সকলেরই উপকারবিধায়িনী ও স্থানোপদ্রবনাশিনী। সেই পুরস্থানের নৈঋর্তকোণে ব্রহ্মাণীপ্রমুখা নানারূপা জলমাতা দেবীগণ বিরাজ করিতেছেন। ৯—২১।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়।

ব্যাস উবাচ। অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা যৎ-কৃতং পুরা। তৎসর্ব্বং কথয়াম্যদ্য শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ॥ ১॥ দেবানাং দানবানাং চ বৈরাদ্যুদ্ধং বভূব হ। তস্মিন্ যুদ্ধে মহাতুষ্টে দেবাঃ সংক্লিষ্টমানসাঃ॥ ২॥ বভূবুস্তত্র সোদ্বেগা ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ॥ ৩॥ দেবা উচুঃ। ব্রহ্মন্ কেন প্রকারেণ দৈত্যানাং বধমেব চ। করোম্যদ্য উপায়ং হি কথ্যতাং শীঘ্রমেব মে॥ ৪॥ ব্রহ্মোবাচ। ময়া হি শঙ্করেণৈব বিষ্ণুনা হি তথা পুরা। যমস্ত তপসা তুষ্টৈর্ধর্ম্মারণ্যং বিনির্ম্মিতম্॥ ৫॥ তত্র যদ্দীয়তে দানং যজ্ঞং বা তপ উত্তমম্। তৎসর্ব্বং কোটিগুণিতং ভবেদিতি ন সংশয়ঃ॥ ৬॥ পাপং বা যদি বা পুণ্যং সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ তস্মাদ্দৈত্যৈর্ন ধর্ষিতং কদাচিদপি ভো সুরাঃ॥ ৭॥ শ্রুত্বা তু ব্রহ্মণো বাক্যং দেবাঃ সর্ব্বে সবিস্ময়াঃ। ব্রহ্মাণং ত্বগ্রতঃ কৃত্বা ধর্ম্মারণ্যমুপাযযুঃ॥ ৮॥ সত্রং তত্র সমারভ্য সহস্রাব্দমনুত্তমম্। বৃহস্পত্যাচার্য্যং চাঙ্গিরসং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ॥ ৯॥ অত্রিং চ কশ্যপং চৈব হোতা কৃত্বা মহামতিঃ। জমদগ্নিং গৌতমং চ অধ্বর্য্যুত্বং স্ববেদয়ন্॥ ১০॥ ভরদ্বাজং বসিষ্ঠং তু প্রত্যধ্বর্য্যুত্বমাদিশন্। নারদং চৈব বাল্মীকিং নোদনায়াকরোত্তদা॥ ১১॥ ব্রহ্মাসনে চ ব্রহ্মাণং স্থাপয়ামাসুরাদরাৎ। ক্রোশচতুষ্কমাত্রাং চ বেদিং কৃত্বা সুরৈস্ততঃ॥ ১২॥ দ্বিজাঃ সর্ব্বে সমাহূতা যজ্ঞস্যার্থে হি জাপকাঃ। ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বান্ বৈ বেদানুদ্দিারয়ন্তি যে॥ ১৩॥ গণনাথং শম্ভুসুতং কার্ত্তিকেয়ং তথৈব চ। ইন্দ্রং বজ্রধরং চৈব জয়ন্তং চন্দ্রসূনুকম্॥ ১৪॥ চত্বারো দ্বারপালাশ্চ দেবাঃ শূরা বিনির্ম্মিতাঃ। ততো রাক্ষোঘ্নমন্ত্রেণ হূয়তে হব্যবাহনঃ॥ ১৫॥ তিলাশ্চ যবমিশ্রাংশ্চ মধ্বাজ্যেন চ মিশ্রিতান্। জুহুবুস্তে তদা দেবা বেদমন্ত্রৈর্নরেশ্বর॥ ১৬॥ আঘারাবাজ্যভাগৌ চ হুত্বা চৈব ততঃ পরম্। দ্রাক্ষেক্ষুপুগনারিঙ্গজম্বীরং বীজপূরকম্॥ ১৭॥ উত্তরতো নালিকেলং দাড়িমং চ যথাক্রমম্। মধ্বাজ্যং পয়সা যুক্তং কৃশরশর্করায়ুতম্॥ ১৮॥ তণ্ডুলৈঃ শতপত্রৈশ্চ যজ্ঞে বাচং নিয়ম্য চ। বিচিন্ত্য চ মহাভাগাঃ কৃত্বা যজ্ঞং সদক্ষিণম্॥ ১৯॥ উত্তমং চ শুভং স্তোমং কৃত্বা হর্ষমুপাযযুঃ। অবারিতান্নমদ-

---

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—অতঃপর আমি, ভগবান্ ব্রহ্মা যাহা পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, একাগ্র-মনে শ্রবণ কর। একদা বৈরবশত দেবদানবের মহৎ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। দেবগণ যুদ্ধে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলেন,—হে ব্রহ্মন্! কিরূপে আমরা দৈত্যদিগের বধ-সাধন করিব, আপনি আমাদিগকে তাহার উপায় বলিয়া দিন। ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি, শঙ্কর ও বিষ্ণু আমরা সকলে যমের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ধর্ম্মারণ্য নির্ম্মাণ করিয়াছি। ঐ ধর্ম্মারণ্যে দান, যজ্ঞ ও তপ যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্তই কোটিগুণিত ফলদায়ক হইয়া থাকে; ইহাতে কোন সংশয় নাই। পাপ বা পুণ্য যাহাই কৃত হোক না কেন, তথায় তাহার কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে। অতএব হে সুরগণ! তথায় গেলে দৈত্যগণ তোমাদের ধর্ষণা করিতে পারিবে না। ব্রহ্মবাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ সকলেই সবিস্ময়ে ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ধর্ম্মারণ্যে গমন করিলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা সহস্র বৎসর-ব্যাপী এক সত্র আরম্ভ করিলেন। অঙ্গিরা ও মার্কণ্ডেয় সেই যজ্ঞে আচার্য্যকার্য্যে বৃত হইলেন। অত্রি ও কাশ্যপ হোতা, জমদগ্নি ও গৌতম অধ্বর্য্যু, ভরদ্বাজ ও বসিষ্ঠ প্রত্যধ্বর্য্যু এবং নারদ ও বাল্মীকি নোদনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সুরগণ সাদরে ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাসনে উপবেশিত করিলেন। ক্রোশ-চতুষ্টয়পরিমিত যজ্ঞবেদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। যজ্ঞার্থে জাপক বিপ্রগণ আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আসিয়া ঋক্,যজুঃ,সাম ও অথর্ব্ববেদ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ১—১৩। শম্ভুপুত্র গণনাথ ও কার্ত্তিকেয়, বজ্রধর ইন্দ্র, এবং চন্দ্রসূনু জয়ন্ত এই চারিজন বলবান্ সুরদ্বারপাল নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর রক্ষোঘ্ন মন্ত্রে বহ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইল। দেবগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যব, মধু ও আজ্য-মিশ্রিত তিল হোম করিতে লাগিলেন। অনন্তর আঘার ও আজ্যভাগ দ্বারা হোম করিয়া তাঁহারা দ্রাক্ষা, ইক্ষু, পূগ, নারিঙ্গ, জম্বীর ও বীজপূরক, এবং উত্তরতঃ নারিকেল ও দাড়িম এই সকল ফল, যথাক্রমে মধু, আজ্য, দুগ্ধ, কৃশর, তণ্ডুল ও শতপত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া মৌনভাবে বহ্নিকে ধ্যান করত যথাক্রমে হোম করিতে লাগিলেন। পরে দক্ষিণা প্রদত্ত হইল। এই-ভাবে তাঁহারা সেই শ্রেষ্ঠ মঙ্গলময় যজ্ঞ সম্পন্ন

দন্ দীনান্ধকৃপণেষ্বপি ॥ ২০ ॥ ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষেণ দত্তমন্নং যথেপ্সিতম্। পায়সং শর্করাযুক্তং সাজ্যপাকসমন্বিতম্ ॥ ২১ ॥ মণ্ডকা বটকাঃ পূপাস্তথা বৈ বেষ্টিকাঃ শুভাঃ। সহস্রমোদকাশ্চাপি ফেণিকা ঘুর্ঘুরাদয়ঃ ॥ ২২ ॥ ওদনশ্চ তথা দালী আঢ়কীসম্ভবা শুভা। তথা বৈ মুদ্গদালী চ পর্পটা বটিকা তথা ॥ ২৩ ॥ প্রলেহ্যানি বিচিত্রাণি যুক্তান্ত্র্যষণসঙ্কয়ৈঃ। কুল্মাষা বেল্লকাশ্চৈব কোমলা বালকাঃ শুভাঃ ॥ ২৪ ॥ কর্কটিকাশ্চার্দ্রযুতা মরিচেন সমন্বিতাঃ। এবংবিধানি চান্নানি শাকানি বিবিধানি চ ॥ ২৫ ॥ ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ সর্ব্বান ধর্ম্মারণ্যনিবাসিনঃ। অষ্টাদশসহস্রাণি সপুত্রাংশ্চ তদা নৃপ ॥ ২৬ ॥ প্রতিদিনং তদা দেব ভোজয়ন্তি স্ম বাড়বান্। এবং বর্ষসহস্রং বৈ কৃত্বা যজ্ঞং তদাময়াঃ ॥ ২৭ ॥ কৃত্বা দৈত্যবধং রাজন্নির্ভয়ত্বমবাপ্নুয়ুঃ। স্বর্গং জগ্মুস্তে সহসা দেবাঃ সর্ব্বে মরুদ্গণাঃ ॥ ২৮ ॥ তথৈবাপ্সরসঃ সর্ব্বা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। কৈলাসশিখরং রম্যং বৈকুণ্ঠং বিষ্ণুবল্লভম্ ॥ ২৯ ॥ ব্রহ্মলোকং মহাপুণ্যং প্রাপ্য সর্ব্বে দিবৌকসঃ। পরং হর্ষমুপাজগ্মুঃ প্রাপ্য নন্দনমুত্তমম্ ॥ ৩০ ॥ স্বে স্বে স্থানে স্থিরীভূত্বা তস্থুঃ সর্ব্বে হি নির্ভয়াঃ ॥ ৩১ ॥ ততঃ কালেন মহতা কৃতাখ্যযুগপর্য্যয়ে। লোহাসুরো মদোন্মত্তো ব্রহ্মবেষধরঃ সদা ॥ ৩২ ॥ আগত্য সর্ব্বান্ বিপ্রাংশ্চ ধর্ষয়েদ্ধর্ম্মবিত্তমান্। শূদ্রাংশ্চ বণিজশ্চৈব দণ্ডঘাতেন তাড়য়েৎ ॥ ৩৩ ॥ বিধ্বংসয়েচ্চ যজ্ঞাদীন্ হোমদ্রব্যাণি ভক্ষয়েৎ। বেদিকা দীর্ঘিকা দৃষ্ট্বা কশ্মলেন প্রদূষয়েৎ ॥ ৩৪ ॥ মূত্রোৎসর্গপুরীষেণ দূষয়েৎ পুণ্যভূমিকাঃ। গহনেন তথা রাজন্ স্ত্রিয়ো দূষয়তে হি সঃ ॥ ৩৫ ॥ ততস্তে বাড়বাঃ সর্ব্বে লোহাসুরভয়াতুরাঃ। প্রনষ্টাঃ সপরীবারা গতাস্তে বৈ দিশো দশ ॥ ৩৬ ॥ বণিজস্তে ভয়োদ্বিগ্না বিপ্রানন্বযমুর্নৃপ। মহাভয়েন সম্ভীতা দূরং গত্বা বিমুক্ত চ ॥ ৩৭ ॥ সহ শূদ্রৈর্দ্বিজৈঃ সর্ব্ব একীভূত্বা গতাস্তদা। মুক্তারণ্যং পুণ্যতমং নির্জ্জনং হি যযুশ্চ তে ॥ ৩৮ ॥ নিবাসং কারয়ামাসুর্নাতিদূরে নরেশ্বর ॥ বজ্জিঙ্নাম্না হি তদ্গ্রামং বাসয়ামাসুরেব তে ॥ ৩৯ ॥ লোহাসুরভয়াদ্রাজন্ বিপ্রনাম্না বিনির্ম্মিতম্। শম্ভুনা বণিজা যস্মাত্তস্মাত্তন্নামধারণম্ ॥ ৪০ ॥ শম্ভুগ্রামমিতি

করিয়া হৃষ্ট হইলেন। দীন, অন্ধ ও অনাথদিগকে অবারিতভাবে দেবগণ অন্নদান করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষভাবে যথেপ্সিত অন্ন অর্পিত হইল। শর্করা ও ঘৃত সমন্বিত পায়স, মণ্ডকা, বটকা, পূপ, উত্তম বেষ্টিকা, সহস্র মোদক, ফেণিকা, ঘুর্ঘুরাদি, ওদন, আঢ়কীসম্ভূত উত্তম উত্তম দালী, মুদ্গদালী, পর্পটী, বটিকা, ত্র্যষণান্বিত বিচিত্র প্রলেহ্য সকল, কোমল কুল্মাষ, বেল্লক, উত্তম বালকা এবং আর্দ্রক ও মরিচান্বিত কর্কটিকা, এবম্বিধ বহু অন্ন ও বিবিধ শাকাদি দ্রব্য—ধর্ম্মারণ্যবাসী অষ্টাদশসহস্র সপুত্রক ব্রাহ্মণদিগকে তদবধি দেবগণ প্রত্যহ ভোজন করাইতে লাগিলেন। এইরূপে বর্ষসহস্র যাবৎ সুরগণ যজ্ঞ করিলেন। হে রাজন্! তাঁহারা যজ্ঞান্তে দৈত্যগণকে বধ করিয়া নির্ভয় হইলেন এবং সকলে মিলিয়া পুনরায় স্বর্গধামে গমন করিলেন। অপ্সরোগণ যথাস্থানে প্রস্থান করিল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ইহাঁরা যথাক্রমে স্ব স্ব পূত, প্রিয় ও রম্য নিকেতন—ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ ও কৈলাসশিখরে উপস্থিত হইয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। দেবগণ সকলেই স্ব স্ব স্থানে স্থিরীভূত হইয়া নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে সত্যযুগের অবসানে একদা মদোন্মত্ত লোহাসুর ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তত্রত্য ধর্ম্মবিত্তম সমস্ত ব্রাহ্মণ, বণিক্ ও শূদ্রদিগকে দণ্ডাঘাতে তাড়িত করিতে লাগিল; যজ্ঞাদি ধ্বংস করিয়া ফেলিল, হোমদ্রব্য সকল খাইতে লাগিল বেদিকা ও দীর্ঘিকাদি দেখিয়া মলপ্রক্ষেপে দূষিত করিল, যত কিছু পুণ্যভূমি ছিল, সে সকল মূত্র ও পুরীষোৎসর্গ করিয়া দূষিত করিল; রাজন্! অধিক কি বলিব ঐ অসুর নির্জ্জনে লইয়া গিয়া তত্রত্য স্ত্রীলোকদিগকেও দূষিত করিতে লাগিল। অনন্তর ধর্ম্মারণ্যস্থ বিপ্রগণ লোহাসুরভয়ে কাতর হইয়া সপরিবারে দশদিকে পলায়ন করিলেন। বণিক্গণ ভয়োদ্বিগ্ন হইয়া ব্রাহ্মণগণের অনুসরণ করিল। শূদ্রগণও তাঁহাদের সহিত আসিয়া মিলিত হইল। ফলে, তাঁহারা মহাভয়ে ভীত হইয়া পরস্পর পরামর্শপূর্ব্বক একযোগে স্ব স্ব বাসভূমি পরিহারান্তে কোন এক দূরবর্ত্তী পুণ্যতম বিজন অরণ্যেপ্সিয়া আশ্রয় লইলেন।১৪—৩৮। হে নরেশ্বর! তাঁহারা ধর্ম্মারণ্যের অনতি দূরেই বাসস্থাপন করিলেন। তাঁহাদের অধ্যুষিত গ্রামের নাম ছিল বজ্জিঙ্। সম্প্রতি লোহাসুরের ভয়ে ঐ গ্রাম বিপ্রনামে নির্ম্মিত হইল। শম্ভুনামক অনেক বণিক্ ঐ গ্রামের নির্ম্মাণকর্ত্তা;

খ্যাতং লোকে বিখ্যাতিমাগতম্। অথ কেচিদ্ভয়ান্নষ্টা বণিজঃ প্রথমং তদা॥ ৪১॥ তে নাতিদূরে গত্বা বৈ মণ্ডলং চক্রুরুত্তমম্। বিপ্রাগমনকাঙ্ক্ষান্তে তত্র বাসমকল্পয়ন্॥ ৪২॥ মণ্ডলেতি চ নাম্না বৈ গ্রামং কৃত্বা হ্যবীবসন্। বিপ্রসার্থপরিভ্রষ্টাঃ কেচিত্তু বণিজস্তদা॥ ৪৩॥ অন্যমার্গে গতা যে বৈ লোহাসুর-ভয়ার্দ্দিতাঃ। ধর্ম্মারণ্যান্নাতিদূরে গত্বা চিন্তামুপাযযুঃ॥ ৪৪॥ কস্মিন্ মার্গে বয়ং প্রাপ্তা কস্মিন্ প্রাপ্তা দ্বিজাতয়ঃ। ইতি চিন্তাং পরাং প্রাপ্তা বাসং তত্র হ্যকারয়ন্॥ ৪৫॥ অন্যমার্গে গতা যস্মাত্তস্মাত্তন্নামসম্ভবম্ গ্রামং নিবাসয়ামাসুরড়ালজ্ঞমিতি ক্ষিতৌ॥ ৪৬॥ যস্মিন গ্রামে নিবাসী যো যৎসংজ্ঞশ্চ বণিগ্‌ভবেৎ। তস্য গ্রামস্য তন্নাম হ্যভবৎ পৃথিবীপতে ॥ ৪৭ বণিজশ্চ তথা বিপ্রা মোহং প্রাপ্তা ভয়ার্দ্দিতাঃ তস্মান্মোহেতি. সংজ্ঞাস্তে রাজন্ সর্ব্বে নিরক্রবন্॥ ৪৮॥ এবং প্রনশনং নষ্টাস্তে গতাশ্চ দিশো দশ। ধর্ম্মারণ্যে ন তিষ্ঠন্তি বাড়বা বণিজোঽপি বা॥ ৪৯॥ উদ্বসং হি তদা জাতং ধর্ম্মারণ্যং চ দুর্লভম্। ভূষণং সর্ব্বতীর্থানি কৃতং লোহাসুরেণ তৎ॥ ৫০॥ নষ্টদ্বিজং নষ্টতীর্থং স্থানং কৃত্বা হি দানবঃ। পরাং মুদমবাপ্যৈব জগাম স্বালয়ং ততঃ॥ ৫১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জাতিভেদবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। এতত্তীর্থস্য মাহাত্ম্যং ময়া প্রোক্তং তবাগ্রতঃ। অনেকপূর্ব্বজন্মোত্থপাতকঘ্নং মহীপতে॥১ স্থানানামুত্তমং স্থানং পরং স্বস্ত্যয়নং মহৎ। স্কন্দস্যাগ্রে পুরা প্রোক্তং মহারুদ্রেণ ধীমতা॥ ২॥ ত্বং পার্থ তত্র স্নাত্বা হি মোক্ষ্যসে সর্ব্বপাতকাৎ। তচ্ছ্রুত্বা ব্যাসবাক্যং হি ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ॥ ৩॥ ধর্ম্মাত্মজস্তদা তাত ধর্ম্মারণ্যং সমাবিশৎ। মহাপাতক-

---

তাহার তাহারই নামানুসারে উহা জগতে শম্ভুগ্রাম নামেও বিখ্যাতি লাভ করিলেন। অনন্তর কতিপয় বণিক্—যাহারা ভয়ে প্রথমেই পলাইয়া গিয়াছিল, তাহারা ধর্ম্মারণ্যের অনতিদূরে গিয়া মণ্ডলাকারে অবস্থান করে এবং ব্রাহ্মণগণের আগমনাকাঙ্ক্ষায় সেইখানেই বাস করিতে থাকে। তাহাদের ঐ গ্রাম মণ্ডল নামে পরিচিত হয়। তাহারা সেই মণ্ডলগ্রামেই বাস করে। কতিপয় বণিক্ বিপ্রদল হইতে বিভ্রষ্ট হইয়া লোহাসুরের ভয়ে অন্যপথে পলায়ন করিয়াছিল। তাঁহারা ধর্ম্মারণ্য হইতে অনতিদূরে গিয়া চিন্তা করিতে লাগিল,—আমরা কোন্ পথে আসিলাম? ব্রাহ্মণগণই বা কোথায় গেলেন? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহারা সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিল। এই সকল বণিক্ অন্য পথে গিয়া অন্য গ্রামে বাস করিয়াছিল, এইজন্য তাহাদের অধ্যুষিত গ্রামের নাম হয় অড়ালজ্ঞ। এইরূপে অন্যান্য বণিক্‌দিগের মধ্যে যে বণিক্ যে গ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিল, তাহারই নামানুসারে সেই গ্রামের নামনিরুক্তি হইয়াছিল। রাজন্! সমস্ত বণিক্ এবং সমস্ত বিপ্রই তৎকালে ভয়ার্দ্দিত হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহারা সকলেই তখন হইতে 'মোহ' এই নামে লোকসমাজে পরিচিত হইতে থাকেন। এইরূপে ধর্ম্মারণ্যস্থ সকলেই একেবারে অদৃশ্য হইলেন, —পলাইয়া গিয়া দশ দিকের আশ্রয় লইলেন; কোন বণিক্ বা ব্রাহ্মণ কেহই আর ধর্ম্মারণ্যে রহিলেন না। তৎকালে সেই সুদুর্লভ ধর্ম্মারণ্য একেবারেই জনমানবের বাসবিহীন হইয়া পড়িল। এককালে যাহা সর্ব্বতীর্থের ভূষণ ছিল, লোহাসুরের উপদ্রবে এখন তাহা ঐরূপ অবস্থাপন্নই হইল। দানব সে স্থান নষ্টদ্বিজ ও নষ্টতীর্থ করিয়া পরম প্রীতি সহকারে নিজালয়ে প্রস্থান করিল।৩৯—৫১।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

ব্যাস বলিলেন,—মহীপতে! এই তীর্থের মহাত্ম্য আমি তোমার নিকট বলিয়াছি। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহুজন্মার্জ্জিত পাতকরাশির বিনাশক। ইহা স্থানসমূহের মধ্যে উত্তম স্থান; এবং ইহা পরম মহৎ স্বস্ত্যয়নস্বরূপ। পূর্ব্বে ধীমান্ মহারুদ্রই স্কন্দের নিকট একথা প্রকাশ করিয়াছেন। পার্থ! তুমি তথায় গিয়া স্নান করিলে সর্ব্বপাতক হইতেই মুক্ত হইবে। শিষ্টপালননিষ্ঠ ধর্ম্মাত্মজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্যাসের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন মহাপাতক-

নাশায় সাধুপালনতৎপরঃ ॥ ৪ ॥ বিগাহ্য তত্র তীর্থানি দেবতায়তনানি চ। ইষ্টাপূর্ত্তাদিকং সর্ব্বং কৃতং তেন যথেপ্সিতম্ ॥৫ ॥ ততঃ পাপবিনির্ম্মুক্তঃ পুনর্গত্বা স্বকং পুরম্। ইন্দ্রপ্রস্থং মহাসেন শশাস বসুধাতলম্ ॥ ৬ ॥ ইদং হি স্থানমাসাদ্য যে শৃণ্বন্তি নরোত্তমাঃ। তেষাং ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥ ভুক্ত্বা ভোগান্ পার্থিবাংশ্চ পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়ুঃ। শ্রাদ্ধকালে চ সম্প্রাপ্তে যে পঠন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৮ ॥ উদ্ধৃতাঃ পিতরস্তেন্তু যাবচ্চন্দ্রার্ক-মেদিনী। দ্বাপরে চ যুগে ভূত্বা ব্যাসেনোক্তং মহাত্মনা ॥ ৯ ॥ বারিমাত্রে ধর্ম্মবাপ্যাং গয়াশ্রাদ্ধ-ফলং লভেৎ। অত্রাগতস্য মর্ত্ত্যস্য পাপং যমপদে স্থিতম্ ॥ ১০ ॥ কথিতং ধর্ম্মপুত্রেণ লোকানাং হিতকাম্যয়া। বিনা অন্নৈর্ব্বিনা দর্ভৈর্ব্বিনা চাসনমেব বা ॥ ১১ ॥ তোয়েন নাশমায়াতি কোটিজন্মকৃতং ত্বঘম্। সহস্রমুরুশৃঙ্গীণাং ধেনূনাং কুরুজাঙ্গলে। দত্ত্বা সূর্য্যগ্রহে পুণ্যং ধর্ম্মবাপ্যাঞ্চ তর্পণাৎ ॥ ১২ ॥ এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং ধর্ম্মারণ্যস্য চেষ্টিতম্। যচ্ছ্রুত্বা ব্রহ্মহা গোঘ্নো মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ১৩ ॥ একাবিংশতিবারৈস্তু গয়ায়াং পিণ্ডপাতনে। তৎফলং সমবাপ্নোতি সকৃদস্মিন্ শুভে সতি ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মারণ্যতীর্থমাহাত্ম্যপ্রভাবকথনং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি তীর্থ-মাহাত্ম্যমুত্তমম্। ধর্ম্মারণ্যে যথানীতা সত্যলোকাৎ সরস্বতী ॥ ১ ॥ মার্কণ্ডেয়ং সুখাসীনং মহামুনিনিষেবিতম্। তরুণাদিত্যসঙ্কাশং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদম্ ॥ ২ সর্ব্বতীর্থময়ং দিব্যমৃষীণাং প্রবরং দ্বিজম্। আসনস্থং সমাযুক্তং ধন্যং পূজ্যং দৃঢ়ব্রতম্ ॥ ৩ ॥ যোগাত্মানং পরং শান্তং কমণ্ডলুধরং বিভুম্। অক্ষসূত্রধরং শান্তং তথা কল্পান্তবাসিনম্ ॥ ৪ ॥ অক্ষোভ্যং জ্ঞানিনং স্বস্থং পিতামহসমদ্যুতিম্। এবং দৃষ্ট্বা সমাধিস্থং প্রহর্ষোৎফুল্ললোচনম্ ॥ ৫ ॥ প্রণম্য স্তুতিভির্যুক্ত্যা মার্কণ্ডং মুনয়োঽব্রুবন্। ভগবন্নৈমিষারণ্যে সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে ॥ ৬ ॥ ত্বয়াবতারিতা

নাশার্থ ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি নিখিলতীর্থে অবগাহন ও সমস্ত দেবায়তনে ইষ্ট পূর্ত্তাদি বহুলকার্য্য যথেষ্ট সম্পাদন করিলেন। অনন্তর তাঁহার পাপক্ষয় হইল। তিনি পুনরায় স্বীয়পুরী ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া বসুধাতল শাসন করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ এই ধর্ম্মারণ্য স্থানে আসিয়া যে সকল নরশ্রেষ্ঠ ইহার মাহাত্ম্য-কথা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের ভোগ-মোক্ষ নিশ্চয়ই হয়। তাঁহারা সমস্ত পার্থিব ভোগ উপভোগ-পূর্ব্বক পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে সকল দ্বিজাতি শ্রাদ্ধকালে ইহা পাঠ করেন, আচন্দ্র-সূর্য্য-বসুধা, তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ উদ্ধার পাইয়া সুখে বাস করিতে থাকেন। দ্বাপরযুগে মহাত্মা ব্যাস বলিয়াছেন,—ধর্ম্মবাপীর বারিমাত্রেই লোকে গয়াশ্রাদ্ধ-ফললাভ করিবে। অত্রাগত মর্ত্ত্যজনের পাপ যমপদেই লীন হইয়া যায়। লোকদিগের হিতকামনায় সাক্ষাৎ ধর্ম্মপুত্র বলিয়াছেন, অন্ন, দর্ভ, কিম্বা আসন বিনাও একমাত্র ধর্ম্মবাপীর তোয় দ্বারাই কোটিজন্মকৃত পাপ প্রনষ্ট হয়। সূর্য্য-গ্রহণকালে কুরুক্ষেত্রে সহস্র উন্নতশৃঙ্গী ধেনুদান করিয়া যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, একমাত্র ধর্ম্মবাপীজলে তর্পণ করিলেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই আমি আপনাদের নিকট ধর্ম্মারণ্যের বিবরণ বলিলাম, ইহা শ্রবণে গোঘ্ন এবং ব্রহ্মঘ্ন ব্যক্তিও সর্ব্বপাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়। একবিংশতিবার গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদানে যে ফল হয়, এই ধর্ম্মারণ্যের মাহাত্ম্যবার্ত্তা একবার শ্রবণেই সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১১৪।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—আমি আরও একটী উত্তম তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। সত্যলোক হইতে সরস্বতী যেরূপে ধর্ম্মারণ্যে অবতারিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই আমার বক্তব্য বিষয়। একদা মহামুনিজনসেবিত মহামুনি মার্কণ্ডেয় সুখাসীন; তিনি তরুণতরণি-সন্নিভ, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, দিব্যসর্ব্বতীর্থস্বরূপ, ঋষিগণের প্রবর, পূজ্য, ধন্য, দৃঢ়ব্রত, যোগময়, পরম শান্ত, কমণ্ডলুধর, বিভু, অক্ষসূত্র- সমন্বিত, কল্পান্তজীবী, অক্ষোভ্য, জ্ঞানী, স্বস্থ এবং ব্রহ্মসমপ্রভ। মুনিগণ তাঁহাকে সমাধিনিষ্ঠ দেখিয়া হর্ষোৎফুল্লনয়নে প্রণিপাত ও ভক্তিপূর্ব্বক বলিলেন,—ভগবন্!

ব্রহ্মনদী বা ব্রহ্মণঃ সুতা। তথা কৃতঞ্চ তত্রৈব গঙ্গাবতরণং ক্ষিতৌ॥ ৮ ॥ গীয়মানে কুলপতেঃ শৌনকস্য মুনেঃ পুরঃ॥ সূতেন মুনিনা খ্যাত-মস্তেষামপি শৃণ্বতাম্॥ ৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বা মহদাখ্যান-মস্মাকং হৃদি সংস্থিতম্। পাপঘ্নী পুণ্যজননী প্রাণিনাং দর্শনাদপি॥ ৯ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ধর্ম্মারণ্যে ময়া বিপ্রাঃ সত্যলোকাৎ সরস্বতী। সমানীতা সুরেখাদ্রৌ শরণ্যা শরণার্থিনাম্॥ ১০ ভাদ্রপদে সিতে পক্ষে দ্বাদশী পুণ্যসংযুতা। তত্র দ্বারাবতীতীর্থে মুনিগন্ধর্ব্বসেবিতে॥ ১১ ॥ তস্মিন্ দিনে চ তত্তীর্থে পিণ্ডদানাদি কারয়েৎ। তৎফলং সমবাপ্নোতি পিতৄণাং দত্তমক্ষয়ম্॥ ১২ ॥ মহদাখ্যান-মখিলং পাপঘ্নং পুণ্যদঞ্চ যৎ। পবিত্রং যৎ পবিত্রাণাং মহাপাতকনাশনম্॥ ১৩॥ সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যং পুণ্যং সারস্বতং জলম্। ঊর্দ্ধং কিং দিবি যৎপুণ্যং প্রভাসান্তে ব্যবস্থিতম্॥ ১৪॥ সারস্বতজলং নৃণাং ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি। সরস্বত্যাং নরাঃ স্নাত্বা সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ। পশ্চাৎ পিণ্ডপ্রদাতারো ন ভবন্তি স্তনন্ধয়াঃ॥ ১৫॥ যথা কামদুধা গাবো ভবন্তীষ্টফলপ্রদাঃ। তথা স্বর্গাপবর্গৈকহেতুভূতা সরস্বতী॥ ১৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মারণ্যমাহাত্ম্যে সরস্বতীমাহাত্ম্য-বর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫॥

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। মার্কণ্ডেয়োদ্ঘাটিতং বৈ স্বর্গদ্বার-মপাবৃতম্। তত্র যে দেহসন্ত্যাগং কুর্ব্বন্তি ফলকাঙ্ক্ষয়া॥ ১॥ লভন্তে তৎফলং হন্তে বিষ্ণোঃ সাযুজ্যমাপ্নুয়ুঃ। অতঃ কিং বহুনোক্তেন দ্বারবত্যাং সদা নরৈঃ॥ ২॥ দেহত্যাগঃ প্রকর্ত্তব্যো বিষ্ণুলোক-জিগীষয়া। অনাশকে জলে বাগ্নৌ যে চ সন্তি নরোত্তমাঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা যান্তি বিষ্ণোঃ পুরীং সদা॥ ৩॥ অন্যোঽপি ব্যাধিরহিতো গচ্ছেদনশনং তু যঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি বিষ্ণোঃ পুরীং নরঃ॥ ৪॥ শতবর্ষসহস্রাণাং বসেদন্তে দিবি দ্বিজঃ।

আপনি যে ব্রহ্মনন্দিনী নদীকে অবতারিত করিয়াছিলেন এবং সেইরূপে ক্ষিতিতলে যে গঙ্গাবতারণ করা হয়, তাহা আমাদের এবং অন্যান্য শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট নৈমিষীয় দ্বাদশবার্ষিক সত্রে কুলপতি শৌনকের সাক্ষাতে সূত মুনি বর্ণন করিয়াছেন। সেই মহৎ আখ্যান আমাদের হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ ভবদানীত ঐ নদী পাপঘ্নী এবং দর্শনমাত্রেই প্রাণিগণের পুণ্যজননী। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—বিপ্রগণ! আমি সত্যলোক হইতে সরস্বতীকে ধর্ম্মারণ্যে আনয়ন করিয়াছি। ঐ সরস্বতী শরণার্থীদিগের শরণ্য; উহাঁকে ধর্ম্মারণ্যস্থ সুরেখ পর্ব্বতেই অবতারণ করা হইয়াছিল। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় পুণ্য দ্বাদশীতিথিতে মুনি-গন্ধর্ব্ব-সেবিত দ্বারাবতী তীর্থে পিণ্ডদানাদি করিলে যে ফল হয়, ঐ দিনে সরস্বতী তীর্থে পিণ্ডদানাদি করণেও সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে পিতৃগণকে দত্ত বস্তু অক্ষয় হইয়া থাকে। এই সরস্বতীর অবতারণের মহদাখ্যান পাপঘ্ন, পুণ্যপ্রদ, পবিত্র হইতেও পবিত্র ও মহাপাতকহর। সারস্বত জল সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্য ও পবিত্র। ঊর্দ্ধে দেবলোকে যে পুণ্য জল ছিল, তাহা ভূতলে প্রভাসান্তে ব্যবস্থিত হইয়াছে। সারস্বত জল নরগণের ব্রহ্মহত্যাও ব্যাহত করিয়া থাকে। নরগণ সরস্বতীতে স্নান করিয়া পিতৃদেবগণকে তর্পণপূর্ব্বক পরে পিণ্ড প্রদান করিলে, আর কখনই তাহাদিগকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যেমন কামধেনু সকল ইষ্ট ফলদায়িনী, তেমনি স্বর্গাপবর্গের হেতুভূতা সরস্বতীও ইষ্টফলদাত্রী। ১—১৬।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—মার্কণ্ডেয় সরস্বতীরূপ স্বর্গদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। তথায় যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষায় দেহত্যাগ করে, তাহাদের ফল প্রাপ্তি হয়—অন্তে তাহারা বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ করে। অতএব এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব? বিষ্ণুলোক-জিগীষায় নরগণ নিয়ত দ্বারাবতীতে দেহত্যাগ করিবে। অনাশকে জলে বা অগ্নিতে যে সকল নরোত্তম অবস্থান করেন, তাঁহারা সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বদা বিষ্ণুপুরেই প্রয়াণ করিয়া থাকেন। অন্য কোন নীরোগ ব্যক্তিও অনশনে গমন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুপুরে গমন করে। দ্বিজব্যক্তি অনশনে গমন করলে অন্তে শতসহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত স্বর্গস্থানে বাস

ব্রাহ্মণেভ্যঃ পরং নাস্তি পবিত্রং পাবনং ভুবি ॥ ৫ ॥ উপবাসৈস্তথা তুল্যং তপঃ কর্ম্ম ন বিদ্যতে। নাস্তি বেদাৎ পরং শাস্ত্রং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ ॥ ৬ ॥ ন ধর্ম্মাৎ পরমস্তীহ তপো নানশনাৎ পরম্। স্নাত্বা যঃ কুরুতেহত্রাপি শ্রাদ্ধং পিণ্ডোদকক্রিয়াম্ ॥ ৭ ॥ তৃপ্যন্তি পিতরস্তস্য যাবদ্‌ব্রহ্মদিবানিশম্। তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা কেশবং যস্তু পূজয়েৎ ॥ ৮ ॥ স মুক্তঃপাতকৈঃ সর্ব্বৈর্বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ। তীর্থানামুত্তমং তীর্থং যত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ৯ ॥ হরতে সকলং পাপং তস্মিংস্তীর্থে স্থিতস্য সঃ। মুক্তিদং মোক্ষকামাণাং ধনদং চ ধনার্থিনাম্। আয়ুর্দ্দং সুখদং চৈব সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১০ ॥ কিমন্যেনাত্র তীর্থেন যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ। স্বয়ং বসতি নিত্যং হি সর্ব্বেষামনুকম্পয়া ॥ ১১ ॥ তত্র যদ্দীয়তে কিঞ্চিদ্দানং শ্রদ্ধাসমন্বিতম্। অক্ষয়ং তদ্ভবেৎ সর্ব্বমিহ লোকে পরত্র চ ॥ ১২ ॥ যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভিশ্চ যৎফলং প্রাপ্যতে বুধৈঃ। তদত্র স্নানমাত্রেণ শূদ্রৈরপি সুসেবকৈঃ ॥ ১৩ ॥ তত্র শ্রাদ্ধং চ যঃ কুর্য্যাদেকাদশ্যামুপোষিতঃ। স পিতৃনুদ্ধরেৎ সর্ব্বা কেভ্যো ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥ অক্ষয্যাং তৃপ্তিমাপ্নোতি পরমাত্মা জনার্দ্দনঃ। দীয়তেহত্র যদুদ্দিশ্য তদক্ষয়মুদাহৃতম্ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দ্বারিকামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষড়্‌বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। তত্র তস্য সমীপস্থং মার্কণ্ডেনোপলক্ষিতম্। তীর্থং গোবৎসসংজ্ঞস্তু সর্ব্বত্র ভুবি সংশ্রুতম্ ॥ ১ ॥ তত্রাবতীর্য্য গোবৎসস্বরূপেণাম্বিকাপতিঃ। স্বয়ম্ভুলিঙ্গরূপেণ সংস্থিতো জগতাং পতিঃ ॥ ২ ॥ আসীদ্বলাহকো নাম রুদ্রভক্তো মহাবলঃ। আখেটকসমাযুক্তো নৃপঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ৩ ॥ মৃগযূথে স্থিতং দৃষ্ট্বা গোবৎসং তৎপদাতিনা। উক্তো রাজা ময়া দৃষ্টং কৌতুকং নৃপসত্তম ॥ ৪ ॥ গোবৎসো মৃগযূথস্য দৃষ্টো মধ্যস্থিতো ময়া। তেষামেবানুরক্তোহসৌ জনন্যা রহিতস্তথা ॥ ৫ ॥ দ্রষ্টুন্তু কৌতুকং

করিয়া থাকেন। ভূতলে যেমন ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা পবিত্র বস্তু নাই, বেদাপেক্ষা পরম শাস্ত্র নাই, মাতৃতুল্য গুরু নাই, উপবাসের সমান তপঃসাধনা নাই, এবং ধর্ম্মের তুল্যও পরম তপস্যা নাই, এইরূপ অনশন অপেক্ষাও পরম স্থান আর নাই। যে ব্যক্তি এখানে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডোদকাদি ক্রিয়া করে, ব্রহ্মার এক অহোরাত্র পর্য্যন্ত তাহার পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন। যে নর ঐ তীর্থে স্নান করিয়া কেশবের পূজা করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যথায় হরি সন্নিহিত, সেই তীর্থই উত্তম তীর্থ। ঐ অনশন-তীর্থে অবস্থিত ব্যক্তির নিখিল পাপ সেই হরিই হরণ কারয়া থাকেন। এই তীর্থ মুমুক্ষুদিগের মুক্তিপ্রদ, ও ধনার্থীদিগের ধনপ্রদ! ইহা আয়ুষ্প্রদ, সুখদ, ও সর্ব্বকামফলপ্রদ। যেখানে দেব জনার্দ্দন সকলের অনুকম্পার্থ নিত্য স্বয়ং বাস করেন, তাহার মাহাত্ম্য খ্যাপনে তীর্থান্তরের আর উল্লেখ করিব কি? তথায় শ্রদ্ধা সহকারে যে কিছু বস্তু প্রদত্ত হয়, ইহপর লোকে তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হন, সুসেবক শূদ্রগণও অত্র স্নানমাত্রে সেই ফললাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি একাদশী দিনে উপবাস করিয়া তথায় শ্রাদ্ধ করে, সে নরকনিচয় হইতে তাহার পিতৃপুরুষগণকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করিয়া থাকে। পরমাত্মা জনার্দ্দন হেথায় অক্ষয্য তৃপ্তিলাভ করেন। এখানে যাহার উদ্দেশে যে কিছু বস্তু প্রদান করা হয়, তাহাই অক্ষয্য বলিয়া উদাহৃত হইয়া থাকে। ১—১৫।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—সেই অনশন তীর্থের সমীপে মার্কণ্ডেয়োপলক্ষিত আরও এক তীর্থ আছে, উহার নাম গোবৎসতীর্থ, উহা ভূতলবিশ্রুত। অম্বিকাপতি জগদীশ্বর তথায় গোবৎসরূপে অবতীর্ণ হইয়া পশ্চাৎ স্বয়ম্ভু লিঙ্গরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলাহক নামে এক রুদ্রভক্ত, পরপুরবিজয়ী মৃগয়াসক্ত মহাবল রাজা ছিলেন। মৃগয়াকালে তাঁহার এক অনুচর মৃগযূথমধ্যে একটী গোবৎস দেখিয়া রাজাকে বলিল,—নৃপবর! একটী কৌতুকব্যাপার প্রত্যক্ষ হইল। দেখিলাম মৃগযূথমধ্যে একটী গোবৎস অবস্থান করিতেছে। সম্ভবতঃ বৎসটীর জননী নাই; সেই

রাজা তং পদাতিং পুনঃ স্থিতম্। উবাচ দর্শয়স্বেতি গোবৎসঞ্চ সমাবিশৎ॥ ৬॥ গত্বাটবীং তদা রাজ্ঞো দর্শিতঃ স পদাতিনা। পদাতির্ভিমৃগানীকং দুদ্রাব ত্রাসিতং যদা॥ ৭॥ পীলুগুল্মং প্রতি গতং গোবৎসঃ প্রস্থিতস্তদা। রাজা তদ্ধরণাকাঙ্ক্ষো প্রাবিশদ্‌-গুল্মমাদরাৎ॥ ৮॥ তত্র স্থিতং স গোবৎসমপশ্য-ন্নৃপতিঃ স্বয়ম্। যাবদ্গৃহ্লাতি তং তাবল্লিঙ্গং জাতং সমুজ্জ্বলম্॥ ৯॥ তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতো রাজা কিমেত-দিত্যচিন্তয়ৎ। যাবচ্চিন্তয়তে হেবং দেহং ত্যক্ত্বা দিবং গতঃ॥ ১০॥ অত্রান্তরে গগনতলে সমন্ততঃ শ্রূয়তে সুরজয়কারগর্জ্জিতম্। পপাত পুষ্পবৃষ্টির-ম্বরাদ্রাজা গতঃ শিবভুবনঞ্চ তৎক্ষণাৎ॥ ১১॥ তাবৎপশ্যতি তন্নাভ্যং গোবৎসং বালকং স্থিতম্। নূনমেষ মহাদেবো বৎসরূপী মহেশ্বরঃ॥ ১২॥ তমানেতুং সমুদ্যুক্তো রাজা তমুজ্জহার চ॥ তদা তদ্দেবলিঙ্গং তু নোত্তিষ্ঠতি কথঞ্চন। তদা দেবাঃ সহানেন প্রার্থয়ামাসুরীশ্বরম্॥ ১৩॥ দেবা ঊচুঃ। ভগবন্ সর্ব্বদেবেশ স্থাতব্যং ভবতা বিভো। শুক্লেন লিঙ্গরূপেণ সর্ব্বলোকহিতৈষিণা॥ ১৪॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। স্থাস্যাম্যহং সদৈবাত্র লিঙ্গরূপেণ দেবতাঃ। যস্মাদ্ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণপক্ষে কুহূদিনে॥ ১৫॥ তথা তদ্দিবসে তত্র স্নানং কৃত্বা বিধানতঃ। লিঙ্গং যে পূজয়িষ্যন্তি ন তেষাং বিদ্যতে ভয়ম্॥ ১৬॥ ঋতে চ পিণ্ডদানেন পূর্ব্বজাঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। রৌরবে নরকে ঘোরে কুম্ভীপাকে চ যে গতাঃ॥ ১৭॥ অনেকনরকস্থাশ্চ তির্য্যগ্‌যোনিগতাশ্চ যে। সকৃৎ-পিণ্ডপ্রদানেন স্যাত্তেষামক্ষয়া গতিঃ॥ ১৮॥ ততো বলাহকো রাজা সর্ব্বদেবসমন্বিতঃ। স্থাপয়া-মাস তল্লিঙ্গং সর্ব্বদেবসমীপতঃ॥ ১৯॥ চকার বহুদানানি লোকানাং হিতকাম্যয়া। যাবদর্চ্চয়তে হেবং রুদ্রোঽপি স্বয়মাগতঃ॥ ২১॥ রুদ্র উবাচ। অস্যাং রাত্রৌ তু মনুজাঃ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতাঃ। যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি দেবেশং তেষাং পুণ্যমনন্তকম্॥ ২ ॥ জাগরং যে করিষ্যন্তি গীতশাস্ত্রপুরঃসরম্। উদ্ধরি-ষ্যন্তি তে মর্ত্ত্যাঃ কুলমেকোত্তরং শতম্॥ ২২॥

জন্যই সে মৃগযুথের অনুরক্ত হইয়াছে। রাজা তখন সেই কৌতুকব্যাপার দেখিবার জন্য সম্মুখস্থ পদা-তিকে বলিলেন,—কৈ আমাকে সেই গোবৎস দেখাইয়া দাও। অনন্তর রাজা অটবীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনুচর তাঁহাকে সেই ব্যাপার দেখাইয়া দিল। পদাতিগণের আগমনে মৃগযুথ ত্রাসিত হইয়া পলায়ন করিল। তখন তন্মধ্যস্থ গোবৎস সম্মুখস্থ এক পীলুগুল্মের নিকটবর্ত্তী হইল। রাজা তাহাকে ধরিবার অভিপ্রায়ে সেই গুল্মমধ্যে ব্যগ্রভাবে প্রবেশ করিলেন। নৃপতি তত্রস্থ গোবৎসকে দেখিলেন,—দেখিয়া যেমন তাহাকে গ্রহণ করিলেন, অমনি এক উজ্জ্বল লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল! রাজা তাহা দেখিয়া সবিস্ময়ে ভাবিলেন—এ কি, কি হইল! রাজা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গেলেন। অত্রান্তরে গগনতলে সুরগণের জয়-জয়কার ধ্বনি শ্রুত হইল। অম্বর হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। রাজা তৎক্ষণাৎ শিবভবনে গমন করিলেন। যাইবার কালে দেখিলেন—গোবৎ-সটী লিঙ্গের নাভিদেশে রহিয়াছে। তখন ভাবিলেন নিশ্চয়ই ইনি বৎসরূপী মহেশ্বর মহাদেব; ভাবিয়া রাজা তাঁহাকে আনয়নে উদ্‌যোগ করিলেন। ধরিয়া টানিলেন; কিন্তু সেই লিঙ্গ কিছুতেই উত্থিত হইলেন না। তখন দেবগণ রাজার সহিত আসিয়া ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিলেন—ভগবন্, সর্ব্বদেবে-শ্বর! আপনি সর্ব্বলোকের হিতৈষণায় এই শুভ্র-লিঙ্গরূপে এই স্থানেই অবস্থান করুন। ১—১৪। মহাদেব কহিলেন,—দেবগণ! আমি এই স্থানে সর্ব্ব-দাই লিঙ্গরূপে অবস্থান করিব। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ-পক্ষীয় কুহূদিনে এই স্থানে আমার অবস্থান হইল বলিয়া যে ব্যক্তি ঐ দিনে বিধিমত স্নান-পূর্ব্বক আমার এই লিঙ্গ পূজা করিবে, তাহার আর কোনই ভয় থাকিবে না। পিণ্ডদানের অভাবে যে সকল পূর্ব্বপুরুষ বহুকাল যাবৎ রৌরবে, ঘোর কুম্ভীপাকনরকে, কিম্বা অন্যান্য বহু নরকে নিমগ্ন হইয়াছেন অথবা যাহারা তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিয়াছে, এইস্থানে একবার মাত্র পিণ্ড প্রদা-নেই তাহাদের অক্ষয় গতি হইবে। অনন্তর বলা-হক রাজা দেবগণ সমভিব্যহারে অন্যান্য দেবগণের সম্মুখে সেই লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। এই উপলক্ষে লোকোপকারার্থ তিনি বহু দান করিলেন। পরে রাজা যখন লিঙ্গের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন, তখন স্বয়ং রুদ্রদেব আসিয়া কহিলেন,—এই রাত্রিতে যে সকল লোক শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিত হইয়া দেব-দেবকে পূজা করিবে, তাহাদের অনন্ত পুণ্য হইবে। যাহারা সঙ্গীতবিধিপুরঃসর এই রাত্রি জাগরণ করিবে, তাহারা তাহাদের একাধিক শত কুলের

তাবদ্গর্জ্জন্তি তীর্থানি নৈমিষং পুষ্করং গয়া। প্রয়াগঞ্চ প্রভাসঞ্চ দ্বারকা মথুরার্ব্বুদঃ॥ ২৩॥ যাবন্ন দৃশ্যতে লিঙ্গং গোবৎসং পরমাদ্ভুতম্। যদা হি কুরুতে ভাবং গোবৎসগমনং প্রতি॥ ২৪॥ স্ববংশজাস্তদা সর্ব্বে নৃত্যন্তি হর্ষিতা ধ্রুবম্॥ ২৫॥ সূত উবাচ। যচ্চান্যদদ্ভুতং তত্র বৃত্তান্তং শৃণুত দ্বিজাঃ। যেন বৈ শ্রুতমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ॥ ২৬॥ যদা বৈ স্থাপিতং লিঙ্গং সর্ব্বদেবৈঃ পুরাতনম্। বিষ্ণোঃ প্রতিষ্ঠানগুণাৎ সর্ব্বেষাঞ্চ দিবৌকসাম্॥ ২৭॥ অণুমাত্রপ্রমাণেন প্রত্যহং সমবর্দ্ধত। ততস্তে মনুজা দেবা ভীতাস্তং শরণং যযুঃ॥ ২৮॥ দেবা ঊচুঃ। বৃদ্ধিং সংহর দেবেশ লোকানাং স্বস্তি তদ্ভবেৎ। এবমুক্তে ততো লিঙ্গাদ্বাগুবাচাশরীরিণী॥ শিববাণ্যুবাচ। হে লোকা মা ভয়ং বোঽস্তু উপায়ঃ শ্রূয়তামায়ম্॥ কঞ্চিচ্চণ্ডালমানীয় মৎপুরঃ স্থাপ্যতাং ধ্রুবম্॥৩০॥ চণ্ডালাংশ্চ সমানীয় দধুর্দ্দেবস্য তে পুরঃ। তথাপি তস্য বৃদ্ধিস্তু নৈব নির্ব্বর্ত্ততে পুনঃ॥ ৩১॥ বাগুবাচ। কর্ম্মণা যস্তু চণ্ডালঃ সোঽগ্রে মে স্থাপ্যতাং জনাঃ। তচ্ছ্রুত্বা মহদাশ্চর্য্যং মতিং চক্রুর্ব্বিলোচনে॥ ৩২॥ মার্গমাণাস্তদা তে তু গ্রামাণি চ পুরাণি চ। কঞ্চিৎ কর্ম্মরতং পাপং দদৃশু-র্ব্রাহ্মণব্রুবম্॥ ৩৩॥ বৃষভান্ ভারসংযুক্তান্মধ্যাহ্নে-ঽ হয়ন্তু সঃ। ক্ষুত্তৃট্শ্রমপরীতাংশ্চ দুর্ব্বলান্ ক্রূর-মানসঃ॥ ৩৪॥ অস্নাত্বাপি পর্য্যুষিতং ভক্ষয়ন্তহ বৈ দ্বিজাঃ। তং সমাদায় দেবেশং জগ্মুর্য্যত্র জগদ্গুরুঃ॥ ৩৫॥ দেবালয়াগ্রভূমৌ তং স্থাপয়া-মানসুরাদৃতাঃ। ভস্মীবভূব সহসা গোবৎসাগ্রে নিরূপিতঃ॥ ৩৬॥ চণ্ডালস্থল ইত্যেষ প্রসিদ্ধো-ঽসৌভবৎক্ষিতৌ। তত্র স্থিতৈর্ন চাদ্যাপি প্রাসাদো দৃশ্যতে হি সঃ॥ ৩৭॥ তদাপ্রভৃতি তল্লিঙ্গং সাম্যভাবমুপাগতম্। ধৌতপাপ্মা গতস্তীর্থং দ্বিজো লিঙ্গনিরীক্ষণাৎ॥ ৩৮॥ প্রত্যহং পূজয়ামাস গোবৎসং গতকিল্বিষঃ। বিশেষাৎ কৃষ্ণপক্ষস্য চতুর্দ্দশ্যাং সমাগতঃ॥ ৩৯॥ এতত্তদদ্ভুতং তস্য

উদ্ধারসাধনে সক্ষম হইবে। নৈমিষ, পুষ্কর, গয়া, প্রভাস, প্রয়াগ, দ্বারকা, মথুরা ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি তীর্থ তাবৎকালই গর্জ্জন করিবে, যাবৎ না এই পরমাদ্ভুত গোবৎস লিঙ্গ লোচন-পথে পতিত হইবে। মানব যখন গোবৎসতীর্থ গমনের অভিপ্রায় করিবে, তখনই তাহার স্ববংশীয়গণ হৃষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে থাকিবেন। সূত কহিলেন,—দ্বিজগণ! সেখানে আরও যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণমাত্রেই সমস্ত পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যৎকালে সর্ব্বদেব একযোগে সেই পুরাতন লিঙ্গ স্থাপন করিলেন, তখন বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবগণের প্রতিষ্ঠাগুণে সেই লিঙ্গ প্রত্যহ অণুপরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সুরনরগণ ভীত হইয়া লিঙ্গের শরণাপন্ন হইলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে দেবেশ! আপনার এই বৃদ্ধি উপসংহৃত করুন, লোকদিগের স্বস্তি হউক। তাঁহারা এই কথা কহিলে লিঙ্গ হইতে এক অশরীরিণী বাণী সমুত্থিত হইল। সেই শিববাণী বলিল,—লোক-সকল! তোমাদের ভয় নাই। এবিষয়ে এক উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমরা কোন এক চণ্ডালকে আনিয়া আমার সম্মুখে স্থাপন কর। তৎশ্রবণে তাঁহারা এক চণ্ডালকে আনিয়া তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন। তথাচ সেই লিঙ্গের বৃদ্ধি হইতে লাগিল; সে বৃদ্ধির বিরাম হইল না। ১৫—৩১। তখন সেই অশরীরিণী বাণী আবার বলিল,—হে জনগণ! যে ব্যক্তি কর্ম্মদ্বারা চণ্ডাল হইয়াছে, তাহাকেই আমার সম্মুখে আনিয়া স্থাপন কর। লোক সকল সেই মহা-শ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিয়া ত্রিলোচনের প্রতি মন নিবিষ্ট করিল এবং গ্রাম ও নগরাদি অন্বেষণ করিয়া এক কর্ম্মপাপী ব্রাহ্মণাধমকে দেখিতে পাইল। দেখিল,—সেই ক্রূরমতি ব্রাহ্মণাধম মধ্যাহ্নকালে কতকগুলি বৃষভের উপর বিষম ভার চাপাইয়াছে, বৃষভগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে, এই অবস্থায় তাহাদিগকে সে চালনা করিতেছে। ঐ ব্রাহ্মণ ব্রত বা স্নান না করিয়াই পর্য্যুষিত বস্তু ভোজন করিতেছে। হে দ্বিজগণ! লোকসকল তাদৃশ ব্রাহ্মণব্রুবকে লইয়া দেবদেব জগৎপিতার নিকট গমন করিল এবং গিয়া তাহাকে সাদরে দেবালয়ের সম্মুখস্থ ভূভাগে স্থাপন করিল। যেমন স্থাপন করা হইল, অমনি সেই গোবৎসলিঙ্গের অগ্রভাগস্থ প্রাসাদ ভস্মীভূত হইয়া গেল। তখন হইতে ক্ষিতিতলে ঐ স্থান চণ্ডালস্থল নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিল। তত্রস্থ জনগণ আজ পর্য্যন্তও সেই প্রাসাদ প্রত্যক্ষ করিতে পারে নাই। সেই হইতে পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গ সাম্যভাব প্রাপ্ত হইল। দ্বিজাধম লিঙ্গদর্শন ও তীর্থসেবা করিয়া নিষ্পাপ হইল এবং প্রত্যহ বিশুদ্ধদেহে গোবৎসলিঙ্গের পূজা করিতে লাগিল। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতিথিতে তাঁহার বিশেষ পূজারই ব্যবস্থা

দেবস্ত চ ত্রিশূলিনঃ। শৃণুয়াদ্‌যো নরো ভক্ত্যা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৪০॥ সূত উবাচ। গোবৎসমিতি বিখ্যাতং নরাণাং পুণ্যদং পরম্। অনেকজন্মপাপঘ্নং মার্কণ্ডেয়েন ভাষিতম্॥ ৪১॥ তত্র তীর্থে সকৃৎস্নানং রুদ্রলোকপ্রদং নৃণাম্। পাপদেহ-বিশুদ্ধ্যর্থং পাপেনোপহতাত্মনাম্॥৪২॥ কূপে তর্পণতশ্চৈব শ্রাদ্ধতশ্চৈব তৃপ্ততা। ভাদ্রপদে বিশেষেণ পক্ষান্তে ভবেৎ কলৌ॥ ৪৩॥ একবিংশতিবারাংস্ত গয়ায়াং তর্পণে কৃতে। পিতৄণাং পরমা তৃপ্তিঃ সকৃদ্বৈ গাঙ্গকূপকে॥ ৪৪॥ তস্মিন্ গোবৎসসামীপ্যে তিষ্ঠতে গঙ্গকূপকঃ তস্মিংস্তিলোদকেনাপি সদ্গতিং যান্তি তর্পিতাঃ॥ ৪৫॥ পিতরো নরকাদ্বাপি সুপুণ্যেন সুমেধসা। গোপ্রদানং প্রশংসন্তি তস্মিং-স্তীর্থে মুনীশ্বরাঃ॥ ৪৬॥ বিপ্রায় স্বর্ণদানং তু রুদ্র-লোকে নয়েন্নরম্। সরস্বতীশিবক্ষেত্রে গঙ্গা চ গঙ্গকূপকে॥ ৪৭॥ একস্থমেতত্রিতয়ং স্বর্গাপবর্গ-কারণম্। সেবিতং চর্ষিভিঃ সিদ্ধৈস্তীর্থং সর্ব্বত্র বিশ্রুতম্॥৪৮॥পীলুযুগ্মং স্থিতং তত্র তত্তীর্থং মুনিসেবিতম্।

হইল। দেবদেব ত্রিশূলপাণির এই অদ্ভুতবৃত্তান্ত যে নর ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতেই মুক্ত হয়। সূত কহিলেন,—বিখ্যাত গোবৎসলিঙ্গ নরগণের পরম পুণ্যপ্রদ। মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন,—উহা অনেকজন্মার্জ্জিত পাপ-রাশির বিনাশক। ঐ গোবৎস তীর্থে একবার মাত্র মজ্জনেই পাপোপহতচিত্ত নরগণের রুদ্রলোক লাভ হয়। অত্রত্য গঙ্গাকূপে তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের তৃপ্তি জন্মে। বিশেষতঃ কলিকালে ভাদ্রমাসের পক্ষান্তে ঐ সকল কার্য্য বিশেষ তৃপ্তি-প্রদ। গয়াক্ষেত্রে একবিংশতিবার তর্পণ করিলে পিতৃগণের যে পরম তৃপ্তি হয়, অত্রত্য গঙ্গাকূপে একবার তর্পণেই তাদৃশ তৃপ্তি ঘটে। গোবৎস-লিঙ্গের সমীপেই গঙ্গাকূপ অবস্থিত। তথায় পুণ্যাত্মা সুধী ব্যক্তি তিলতর্পণ করিলেও তদীয় পিতৃগণ তর্পিত হন এবং নরকনিবাস হইতে সদ্গতি লাভ করিয়া থাকেন। ঐ তীর্থে মুনীশ্বরগণ গোদানের বিশেষ প্রশংসা করেন। তথায় বিপ্রগণকে স্বর্ণদান করিলে, দাতা রুদ্রলোকে উপনীত হইয়া থাকে। শিবক্ষেত্রে সরস্বতী ও শিব এবং গঙ্গা-কূপে গঙ্গা বিরাজ করিতেছেন। এই দেবতা-ত্রয়ের একত্রাবস্থান স্বর্গ ও অপবর্গের কারণ। এই সর্ব্বত্রবিশ্রুত তীর্থ সিদ্ধ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক

স্নানাৎ স্বর্গপ্রদঞ্চৈব পানাৎ পাপবিশুদ্ধিদম্॥ ৪৯॥ কীর্ত্তনাৎ পুণ্যজননং সেবনান্মুক্তিদং পরম্। তদ্বৈ পশ্যন্তি যে ভক্ত্যা ব্রহ্মহা যদি মাতৃহা॥ ৫০॥ বাল-ঘাতী চ গোঘ্নশ্চ যে চ স্ত্রীশূদ্রঘাতকাঃ। গরদাশ্চাগ্নি-দাশ্চৈব গুরুদ্রোহরতাশ্চ যে॥ ৫১॥ তপস্বি-নিন্দকাশ্চৈব কূটসাক্ষ্যং করোতি যঃ। বক্তা চ পর-দোষস্য পরস্য গুণলোপকঃ॥ ৫২॥ সর্ব্বপাপময়ো-ঽপ্যত্র মুচ্যতে লিঙ্গদর্শনাৎ॥ ৫৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মারণ্যমাহাত্ম্যে বলাহকো-পাখ্যানবর্ণনং নাম সপ্তবিংশো-ঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। গোবৎসান্নৈর্ঋতে ভাগে দৃশ্যতে লোহযষ্টিকা। স্বয়ম্ভূলিঙ্গরূপেণ রুদ্রস্তত্র স্থিতঃ স্বয়ম্। শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। মোক্ষতীর্থে সর-স্বত্যা নভস্যে চন্দ্রসংক্ষয়ে। বিপ্রান্ সম্পূজ্য বিধি-বত্তেভ্যো দত্বা চ দক্ষিণাম্॥ ১॥ একবিংশতি-

সেবিত। এখানে দুইটী পীলু বৃক্ষ বিদ্যমান। এই পবিত্র তীর্থ নিত্য মুনিগণনিষেবিত। এখানে স্নানে স্বর্গ হয়, ঐ তীর্থোদক পানে পাপশুদ্ধি হয়, ইহার কথা কীর্ত্তনে পুণ্য হয় এবং ইহা সেবনে মুক্তি হইয়া থাকে। যাহারা ঐ তীর্থ ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করে, তাহারা মাতৃহা, বালঘাতী, গোঘ্ন, স্ত্রীশূদ্রঘাতী, বিষপ্রদ, গুরুদ্রোহরত, তপস্বিজন-নিন্দক, কূটসাক্ষ্যদাতা, পরদোষপ্রখ্যাপনকর্ত্তা অথবা পরের গুণ-লোপকর্ত্তা যাহাই হউক, যেরূপ পাপই করুক কিম্বা সর্ব্ববিধ পাপাচারীই হউক, অত্রত্য লিঙ্গ দর্শনমাত্রেই মুক্ত হইয়া থাকে। ৩২—৫৩।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ব্যাস বলিলেন,—গোবৎস তীর্থের নৈর্ঋত-ভাগে লোহযষ্টিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথায় স্বয়ং রুদ্র স্বয়ম্ভূ লিঙ্গরূপে অবস্থিত। মার্কণ্ডেয় কহি-লেন,—মোক্ষতীর্থে—সরস্বতীর তীরে শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে যথাবিধি পূজা করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। গয়াক্ষেত্রে একবিংশতি-

বারাংস্তু ভক্ত্যা পিণ্ডস্য যৎফলম্। গয়ায়াং প্রাপ্যতে পুংসাং ধ্রুবং তদিহ তর্পণাৎ॥ ২॥ লোহযষ্ট্যাং কৃতে শ্রাদ্ধে নভস্যে চন্দ্রসংক্ষয়ে। প্রেতযোনিবিনির্ম্মুক্তাঃ ক্রীড়ন্তি পিতরো দিবি॥ ৩॥ অপি নঃ সন্তুলে ভূয়াদ্‌যো বৈ দদ্যাত্তিলোদকম্। পিণ্ডং বাপ্যুদকং বাপি প্রেতপক্ষে বিধূদয়ে॥ ৪॥ লোহযষ্ট্যামমাবস্যাং কার্য্যং ভাদ্রপদে জনৈঃ। শ্রাদ্ধং বৈ মুনয়ঃ প্রাহুঃ পিতরো যদি বল্লভাঃ॥ ৫॥ ক্ষীরেণ তু তিলৈঃ শ্বৈতৈঃ স্নাত্বা সারস্বতে জলে। পিতৄংস্তর্পয়তে যস্তু তৃপ্তাস্তৎপিতরো ধ্রুবম্॥ ৬॥ তত্র শ্রাদ্ধানি কুর্ব্বীত সক্তুভিঃ পয়সা সহ। অমাবাস্যাদিনং প্রাপ্য পিতৄণাং মোক্ষমিচ্ছকৈঃ॥ ৭॥ রুদ্রতীর্থে ততো ধেনুং দদ্যাদ্বস্ত্রাদিভূষিতাম্। বিষ্ণুতীর্থে হিরণ্যঞ্চ প্রদদ্যান্মোক্ষমিচ্ছুকঃ॥ ৮॥ গয়ায়াং পিতৃরূপেণ স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ। তং ধ্যাত্বা পুণ্ডরীকাক্ষং মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াৎ॥ ৯॥ প্রার্থয়েত্তত্র গত্বা তং দেবদেবং জনার্দ্দনম্। আগতোঽস্মি গয়াং দেব পিতৃভ্যঃ পিণ্ডদিৎসয়া। এষ পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দ্দন॥ ১০॥ পরলোকগতেভ্যশ্চ ত্বং হি দাতা ভবিষ্যসি। অনেনৈব চ মন্ত্রেণ তত্র দদ্যাদ্ধরেঃকরে॥ ১১॥ চন্দ্রে ক্ষীণে চতুর্দ্দশ্যাং নভস্যে পিণ্ডমাহরেৎ। পিতৄণামক্ষয়া তৃপ্তির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ১২॥ একবিংশতিবারাংশ্চ গয়ায়াং পিণ্ডপাতনৈঃ। ভক্ত্যা তৃপ্তিমবাপ্নোতি লোহযষ্ট্যাং পিতৃতর্পণে॥ ১৩॥ বারিদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি সুখমক্ষয্যমত্র হি। ফলপ্রদঃ সুতান্ ভক্তানারোগ্যমভয়প্রদঃ॥ ১৪॥ বিত্তং ন্যায়ার্জ্জিতং দত্তং স্বল্পং তত্র মহাফলম্। স্নানেনাপি হি তত্তীর্থে রুদ্রস্যানুচরো ভবেৎ॥ ১৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মারণ্যমাহাত্ম্যে সংক্ষেপতস্তীর্থ-মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥২৮॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অতঃপরং শৃণুধ্বং হি লোহাসুরবিচেষ্টিতম্। বলেঃ পুত্রশতস্যাপি কথয়িষ্যামি বিশ্রুতম্॥ ১॥ যদা তৌ ভ্রাতরৌ বৃদ্ধৌ প্রাপতুঃ স্থান-

---

বার ভক্তিপূর্ব্বক পিণ্ড দান করিলে যে ফল হয়, এখানে তর্পণ করিলে তাহাই নিশ্চয় হইয়া থাকে। শ্রাবণমাসের কৃষ্ণপক্ষে লোহযষ্টি ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করিলে, শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃপুরুষেরা প্রেতযোনি হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। পিতৃগণ ভাবিতে থাকেন—আমাদের কুলে কি এমন কেহ জন্মিবে, যে ব্যক্তি প্রেতপক্ষের প্রতিপদ্ হইতেই এই স্থানে আমাদিগকে তিলোদক ও পিণ্ডাদি প্রদান করিবে? বস্তুতঃ পিতৃগণকে যদি প্রীত করিতে হয়, তবে ভাদ্রী অমাবস্যায় লোহযষ্টিতে শ্রাদ্ধ করা জনগণের কর্ত্তব্য, ইহাই মুনিগণের অভিমত। সরস্বতীর জলে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি ক্ষীর ও শ্বেত তিল দ্বারা পিতৃগণকে তর্পণ করে, তাহার পিতৃপুরুষেরা নিশ্চয়ই তৃপ্ত হইয়া থাকেন। পিতৃগণের মোক্ষেচ্ছায় ঐ স্থানে অমাবস্যাদিনে শক্তু ও দুগ্ধ দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হয়। অনন্তর নর রুদ্রতীর্থে বস্ত্রাদিমণ্ডিতা গাভীদান করিবে। মুমুক্ষু ব্যক্তি বিষ্ণুতীর্থে হিরণ্য দান করিবে। গয়াক্ষেত্রে জনার্দ্দন স্বয়ং পিতৃরূপে বিরাজিত। সেই পুণ্ডরীকাক্ষকে ধ্যান করিলে নর ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হয়। তথায় গিয়া সেই দেবদেব জনার্দ্দনকে প্রার্থনা করিবে,—হে দেব! আমি পিতৃগণকে পিণ্ড প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে গয়ায় আসিয়াছি। জনার্দ্দন! এই তোমার হস্তে সেই পিণ্ড প্রদান করিলাম। মদীয় পরলোকগত পিতৃগণকে তুমিই ইহা প্রদান করিবে। এইরূপ মন্ত্রবাক্যে হরির করে পিণ্ডার্পণ করা কর্ত্তব্য। শ্রাবণের ক্ষীণচন্দ্রা চতুর্দ্দশীতে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডার্পণ করিবে। তাহাতে তাঁহাদের অক্ষয়া তৃপ্তি হইবে। এইরূপে একবিংশতিবার গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডপাতনে পিতৃগণের যাদৃশ তৃপ্তি হয়, পূর্ব্বোক্ত লোহযষ্টিতে ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃতর্পণ করিলে সেইরূপই পিতৃতৃপ্তি হইয়া থাকে। ঐ তীর্থে বারিদাতা—তৃপ্তি ও অক্ষয়সুখ, ফলদাতা—অনুরক্ত পুত্র এবং অভয়দাতা—আরোগ্য লাভ করে। হেথায় ন্যায়ার্জ্জিত বিত্ত অল্পমাত্র অর্পণ করিলেও মহাফল হয় এবং স্নান করিলে রুদ্রানুচর হইয়া থাকে। ১—১৫।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অতঃপর লোহাসুরের চরিত্র শ্রবণ করুন। বলির শতপুত্রমধ্যে এই অসুর যেরূপে বিখ্যাত হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি। যে

মুত্তমম্। তদাপ্রভৃতি বৈরাগ্যং দৈত্যো লোহাসুরে দধৌ ॥ ২ ॥ কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি তপসে স্থানমুত্তমম্। যস্ত পারং ন জানন্তি দেবতা মুনয়ো নরাঃ ॥ ৩ ॥ কো ময়ারাধ্যতাং দেবো হৃদি চিন্তয়তে ভৃশম্। ইতি চিন্তয়তস্তস্ত মতির্জ্জাতা মহাত্মনঃ ॥ ৪ ॥ দধৌ গঙ্গাং স্বশীর্ষেণ পুষ্পবন্তৌ চ নেত্রয়োঃ। হৃদা নারায়ণং দেবং ব্রহ্মাণং কটিমণ্ডলে ॥ ৫ ॥ ইন্দ্রাদ্যা দেবতাঃ সর্ব্বে যদ্দেহে প্রতিবিম্বিতাঃ। প্রপশ্যন্তি তদাত্মানং ভাস্করঃ সলিলে যথা ॥ ৬ ॥ তমেবারাধয়িষ্যামি নিরঞ্জনমকল্মষঃ। এবং কৃত্বা মতিং দৈত্যস্তপস্তেপে সুদুষ্করম্। ভীতো জন্মভয়াদ্ঘোরাদ্দুষ্করং যন্মহাত্মভিঃ ॥ ৭ ॥ অম্বুভক্ষো বায়ুভক্ষঃ শীর্ণপর্ণাশনস্তথা। দিব্যং বর্ষশতং সাগ্রং যদা তেপে মহত্তপঃ। ততস্তুতোষ ভগবাংস্ত্রিশূলবরধারকঃ ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। বরং বৃণীষ ভদ্রন্তে মনসা যদভীপ্সিতম্। লোহাসুরময়াদেয়ং তব নাস্তি তপোবলাৎ ॥ ৯ ॥ ইত্যুক্তো দানবস্তত্র শঙ্করাগ্রে বচোঽব্রবীৎ ॥ ১০ ॥ লোহাসুর উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ বরমেকং বৃণোম্যহম্। শরীরস্থাজরস্বঞ্চ মা মৃত্যোরপি মে ভয়ম্ ॥ ১১ ॥ জন্মন্তস্মিন্ প্রভো ভূয়াৎ স্থাতব্যং হৃদয়ে মম। এবমস্ত শিবঃ প্রাহ তত্র তং দানবেশ্বরম্ ॥ ১২ ॥ শর্ব্বলব্ধবরো দৈবাৎ পুনস্তেপে মহত্তপঃ। রম্যে সরস্বতীতীরে তরণায় ভবার্ণবাৎ ॥ ১৩ ॥ বৎসরাণাং সহস্রাণি প্রযুতান্যর্ব্বুদানি চ। শক্রতে ভগবানিন্দ্রো ভীতস্তস্য তপোবলাৎ ॥ ১৪ ॥ মা মে পদচ্যুতির্ভূয়াদ্দৈত্যাল্লোহাসুরাৎ ক্বচিৎ। মঘবান্ গুপ্তরূপেণ সমেতাশ্রমকাননম্ ॥ ১৫ ॥ তপোভঙ্গং প্রকুরুতে কম্পায়িত্বা মহাসুরম্। তাড়য়ন্তি শরীরে তং মুষ্টিভিস্তীক্ষ্ণকর্কশৈঃ ॥ ১৬ ॥ অথ তেন চ দৈত্যেন ধ্যানমুৎসৃজ্য বীক্ষিতম্। ইন্দ্রেণ তৎকৃতং সর্ব্বং তপোবলবিনাশনম্ ॥ ১৭ ॥ তস্য তৈরভবদ্যুদ্ধমিন্দ্রাদ্যৈরথ কর্কশৈঃ। একস্য বহুভিঃ সার্দ্ধং দেবাস্তে তেন সংযুগে ॥ ১৮ ॥ রুধিরা-

---

কালে ঐ অসুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় উত্তমস্থান প্রাপ্ত হইলেন, সেই সময় হইতেই লোহাসুর বৈরাগ্যাবলম্বন করিল। তাহার চিন্তা হইল,—আমি কি করিব? কোথায় গিয়া তপস্যার উত্তম স্থান প্রাপ্ত হইব? দেব, মুনি, নর, যাঁহার অন্তজ্ঞানে অক্ষম, আমি এহেন কোন্ দেবতার আরাধনা করিব? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই মহাত্মার বুদ্ধি হইল;—যিনি স্বীয় মস্তকে গঙ্গাকে ধারণ করেন, যাঁহার নয়নে দিবাকর ও নিশাকর, হৃদয়ে নারায়ণ, কটিমণ্ডলে ব্রহ্মা এবং দেহে ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রতিবিম্বিত হইয়া সলিলে ভাস্কর-কৃত আত্মর্শনের ন্যায় যে আত্মপুরুষকে দর্শন করিয়া থাকেন, আমি বিশুদ্ধভাবে সেই নিরঞ্জন দেবকেই আরাধনা করি। সেই দৈত্য এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া দুষ্কর তপস্যায় নিবিষ্ট হইল। সে পুনর্জন্মে ভীত হইয়া এমন কঠোর তপশ্চরণ করিতে লাগিল, যাহা মহাত্মগণেরও অসাধ্য। ঐ অসুর অম্বুভক্ষ, বায়ুভক্ষ, এবং কখন বা শীর্ণপর্ণাশী হইয়া ঐ ভাবে দিব্য শতবর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যা করিল। তৎপরে ভগবান্ ত্রিশূলপাণি শঙ্কর তাহার প্রতি প্রীত হইলেন। তিনি বলিলেন,—লোহাসুর! তোমার মঙ্গল হউক; মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, তোমার তপোবলে তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। শঙ্কর এইকথা কহিলে লোহাসুর তৎসমীপে বলিল,—দেবেশ! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, আমার শরীরে যেন জরা না আইসে, মৃত্যুভয় যেন আমার থাকে না, আর—হে প্রভো! এ জন্মে আমার এই হৃদয়ক্ষেত্রেই আপনি চিরবিরাজ করিবেন। শিব তখন সেই দানবপ্রবরের প্রার্থনায় তথাস্তু বলিলেন।১—১২। অনন্তর দৈত্যবর শঙ্করের নিকট লব্ধবর হইয়াও ঘটনাক্রমে পুনরায় পুনর্ভব-নিবৃত্তির জন্য রম্য সরস্বতীতীরে মহাতপস্যা করিতে লাগিল। এবারের এই তপস্যায় তাহার সহস্র সহস্র অযুত অর্ব্বুদ বৎসর অতীত হইল। ভগবান্ ইন্দ্র তাহার তপঃপ্রভাবে ভীত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—দৈত্য লোহাসুর হইতে হয়তো বা একদিন আমার পদচ্যুতি ঘটিবে। এই ভাবিয়া মঘবা গুপ্তরূপে দৈত্যের আশ্রমকাননে প্রবেশ করিলেন; দৈত্যবরের দেহ কাঁপাইয়া তাহার তপোভঙ্গের চেষ্টা করিলেন, এবং তীক্ষ্ণ কর্কশ মুষ্ট্যাঘাতে দৈত্যের দেহ আহত করিতে লাগিলেন। অনন্তর দৈত্য ধ্যানভঙ্গান্তে চক্ষু চাহিয়া দেখিল,—সেই সেই তপোবিঘ্নকারক সমস্ত কার্য্য ইন্দ্র আসিয়া করিলেন। তখন ইন্দ্রাদি রণকর্কশ দেবগণের সহিত লোহাসুরের যুদ্ধ বাধিল। সে যুদ্ধে লোহাসুর একাকী; আর দেবতা বহুসংখ্যক; তথাচ লোহাসুরের প্রহারে দেবগণ রুধিরার্দ্র-

ক্লিন্নদেহা বৈ প্রহারৈর্জ্জর্জরীকৃতাঃ। কেশবং শরণং প্রাপ্তা ত্রাহি ত্রাহীতি ভাষিণঃ॥ ১৯॥ সূত উবাচ। দেবানাং বাক্যমাকর্ণ্য বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ। যুযুধে কেশবস্তেন যুদ্ধে বর্ষশতং কিল॥ ২০॥ ততো নারায়ণং তত্র জিগায় স বরোর্জ্জিতঃ। অথ নারায়ণো দেবো জিতো লোহাসুরেণ তু॥ ২১॥ মন্ত্রয়ামাস রুদ্রেণ ব্রহ্মণা চ পুনঃপুনঃ। মীমাংসিত্বা ত্রয়ো দেবাঃ পুনর্যুদ্ধসমুদ্যমম্॥ ২২॥ লোহাসুরস্য দৈত্যস্য বপুদৃ ষ্টা পুনর্নবম্। মহদাসীৎ পুনর্যুদ্ধং দৈত্যকেশবয়োস্ততঃ॥ ২৩॥ ন মমার যদা দৈত্যো বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। তরসা তং কেশবোঽপি পাতয়ামাস ভূতলে॥ ২৪॥ উত্তানং পতিতং দৃষ্ট্বা পিনাকী পরমেশ্বরঃ। দধার হৃদয়ে তস্য স্বরূপং রূপবর্জ্জিতঃ॥ ২৫॥ কণ্ঠে তস্থৌ ততো ব্রহ্মা তস্য লোহাসুরস্য চ। চরণৌ পীড়য়ামাস স্বস্থিত্যা পুরুষোত্তমঃ॥ ২৬॥ অথ দৈত্যঃ সমুত্তস্থৌ ভৃশং বদ্ধোঽপি ভূতলে। দৃষ্ট্বোত্থিতং ততো দৈত্যং পাতয়ন্তং সুরোত্তমান্॥ ২৭॥ উবাচ দিব্যয়া বাচা বিরিঞ্চিঃ কমলাসনঃ॥ ২৮॥ ব্রহ্মোবাচ। লোহাসুর সদা রক্ষ বাচো ধর্ম্মমভীক্ষশঃ। ত্বয়া যৎ প্রার্থিতং রুদ্রাত্তদেব সমুপস্থিতম্॥ ২৯॥ অহং বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রয়োঽমী সুরসত্তমাঃ। ত্বদ্দেহমুপবেক্ষ্যামো যাবদাভূতসংপ্লবম্॥ ৩০॥ দানবেশ শিবপ্রাপ্তির্ভাবভক্ত্যৈব জায়তে। শিবং চালয়িতুং বুদ্ধিঃ কথং তব ভবিষ্যতি॥ ৩১॥ অচলাংশ্চালয়েদ্‌যস্তু প্রাসাদান্ ব্রাহ্মণান্ সুরান্। অচিরেণৈব কালেন পাতকৈনৈব লিপ্যতে॥ ৩২॥ শ্মশানবৎ-পরিত্যাজ্যঃ সত্যধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ। সত্যবাগসি ভদ্রং তে মা বিচালয় দেবতাঃ॥ ৩৩॥ যেন যাতাস্ত পিতরো যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। তেন মার্গেণ গতব্যং ন চোল্লঘ্যা হি সতাং গতিঃ॥ ৩৪॥ দানবেশ পিতা তে হি দদৌ লোকত্রয়ং হরেঃ। বাক্‌পাশবদ্ধঃ পাতালে রাজ্যং চক্রে মহীপতিঃ॥ ৩৫॥ তথা ত্বমসি বাক্‌পাশাচ্ছিবভক্তি সমন্বিতঃ। ভূতলে তিষ্ঠ দৈত্যেন্দ্র মাবাগ্বৈকল্যমাপ্নুহি॥ ৩৬॥ বয়াংস্তে

দেহ ও প্রহারে প্রহারে জর্জ্জরীকৃত হইলেন। এই অবস্থায় দেবগণ 'ত্রাহি ত্রাহি' রবে কেশবের শরণ গ্রহণ করিলেন। সূত কহিলেন,—দেবগণের বাক্য শুনিয়া বাসুদেব জনার্দ্দন শতবর্ষ যাবৎ সেই অসুরের সহিত যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু বরগর্ব্বিত লোহাসুর অবশেষে নারায়ণকে জয় করিল। অসুরজিত নারায়ণ অনন্তর রুদ্র ও ব্রহ্মার সহিত পুনঃপুনঃ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রণায় দেবত্রয় লোহাসুরের নবকলেবর দর্শনে স্থির করিলেন,—পুনরায় যুদ্ধোদ্‌যোগ করাই কর্ত্তব্য। তাহাই হইল, কেশব ও লোহাসুরে পুনরায় মহাযুদ্ধ চলিতে লাগিল। প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুর হস্তে এবারও লোহাসুরের মৃত্যু ঘটিল না; বরং সে, কেশবকেই সবলে ভূতলে পাতিত করিল। কেশবকে উত্তানভাবে পতিত দেখিয়া পিনাকপাণি পরমেশ্বর রূপবর্জ্জিত হইয়াও তখন অসুরের হৃদয়ে গিয়া স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মা তাহার কণ্ঠে গিয়া রহিলেন এবং কেশব তদীয় চরণদ্বয়ে থাকিয়া তাহার পীড়া উৎপাদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর লোহাসুর দেবত্রয়ের অধিষ্ঠানে ভূতলে বিশেষরূপে বদ্ধ হইয়াও উত্থিত হইল। কমলাসন বিরিঞ্চি দেখিলেন,—দৈত্য উত্থিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের তিনজনকে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি দিব্য বাক্যে বলিলেন,—'ওহে লোহাসুর! আমার বাক্য বিশেষতঃ ধর্ম্ম রক্ষা কর। তুমি পূর্ব্বে রুদ্রের নিকট যাহা চাহিয়াছিলে, এক্ষণে তাহাই উপস্থিত হইয়াছে। ১৩—২৯। আমি, বিষ্ণু, রুদ্র এই তিন সুরশ্রেষ্ঠই তোমার দেহে আপ্রলয় কাল উপবেশন করিব, হে দানবেশ্বর! শিবসম্প্রাপ্তি ভবভক্তি দ্বারাই হইয়া থাকে। অতএব শিবকে চালিত করিবার মতি তোমার কেন হইল? যে ব্যক্তি অচল, প্রাসাদ, ব্রাহ্মণ ও সুরসকল পরি চালিত করে, সে অচিরকালমধ্যেই পাতকে লিপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সত্যধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত, সে তো শ্মশানবৎ পরিত্যাজ্য। তুমি সত্যবাদী পুরুষ, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি দেবতাদিগকে চালিত করিও না। যে পথে পিতৃপিতামহগণ প্রয়াণ করিয়াছেন, সেই পথেই চলিতে হয়; সৎপদ্ধতি উল্লঙ্ঘন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। হে দানবপ্রবর! তোমার পিতা হরিকে ত্রিলোক দান করিয়া গিয়াছেন এবং বাক্য-পাশে আবদ্ধ হইয়া অদ্যাপি পাতালতলে মহীপতিপদে অবস্থানপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতেছেন। তোমার সেই পিতার ন্যায় তুমিও বাক্য-পাশে শিবভক্তিযুক্ত হইয়াছে, অতএব হে দৈত্যেন্দ্র! ভূতলেই অবস্থান কর; কদাচ স্বীয় বাক্যবৈকল্য করিও না। আমরা তোমাকে বর

চ প্রদাস্যামো মা বিচাল্যা হি দেবতাঃ॥ ৩৭॥ ব্যাস উবাচ। তচ্ছ্রুত্বা ব্রহ্মণো বাক্যং সন্তুষ্টো দানবেশ্বরঃ। প্রাহ প্রসন্নয়া বাচা ব্রহ্মাণং কেশবং হরম্॥ ৩৮॥ লোহাসুর উবাচ। বাক্‌পাশবদ্ধস্তিষ্ঠামি ন পুনর্ভবতাং বলে। ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রয়োঽমী সুরসত্তমাঃ॥ ৩৯॥ স্বাস্তন্তি চেচ্ছরীরে মে কিং ন লব্ধং ময়া ততঃ। ইদং কলেবরং মে হি সমারূঢ়ং ত্রিভিঃ সুরৈঃ॥ ৪০॥ ভূম্যাং ভবতু বিখ্যাতং মৎপ্রভাবাৎ সুরোত্তমাঃ॥ ৪১॥ লোহাসুরস্য বাক্যেন হর্ষিতা স্ত্রিদশাস্ত্রয়ঃ। দদুঃ প্রত্যুত্তরং তস্মৈ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥ ৪২॥ সত্যবাক্‌পাশতো দৈত্যো ন সত্যাচ্চলিতো যতঃ। তেন সত্যেন সন্তুষ্টা দাস্যামস্তে মনীপ্সিতম্॥ ৪৩॥ ব্রহ্মোবাচ। যথা স্নানং ব্রহ্মজ্ঞানং দেহত্যাগো গয়াতলে। ধর্ম্মারণ্যে তথা দৈত্য ধর্ম্মেশ্বরপুরঃস্থিতে॥ ৪৪॥ কূপে তর্পণকং শ্রাদ্ধং শংসন্তি পিতরো দিবি। সন্তুষ্টাঃ পিণ্ডদানেন গয়ায়াং পিতরো যথা॥ ৪৫॥ বাঞ্ছন্তি তর্পণং কূপে ধর্ম্মারণ্যে বিশুদ্ধয়ে। দানবেন্দ্র শরীরং তু তীর্থং তব ভবিষ্যতি॥ ৪৬॥ একবিংশতিবারাংস্তু গয়ায়াং তর্পণে কৃতে। পিতৄণাং যা পরা তৃপ্তির্জায়তে দানবাধিপ॥ ৪৭॥ ধর্ম্মেশ্বরপুরস্তাৎ সা ত্বেকদা পিতৃতর্পণাৎ। স্যাদ্বৈ দশগুণা তৃপ্তিঃ সত্যমেব ন সংশয়ঃ॥ ৪৮॥ পিতৄণাং পিণ্ডদানেন অক্ষয্যা তৃপ্তিরস্তিহ। শিবরূপান্তরালে বৈ ধর্ম্মারণ্যে ধরাতলে॥ ৪৯॥ শ্রদ্ধয়ৈব হি কর্ত্তব্যাঃ শ্রাদ্ধপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ। তথান্তরালে চাস্মাকং শ্রাদ্ধপিণ্ডৌ বিশেষতঃ॥ ৫০॥ তথা শরীরে কাপি স্তাং চিন্তা সত্যোঽসি সুব্রত। ত্রিষু লোকেষু দুষ্প্রাপং সত্যং তে দিবি সংস্থিতম্॥ ৫১॥ অস্মদ্বাক্যেন সত্যেন তত্তথাসুরসত্তম। গয়াসমধিকং তীর্থং তব জাতং ধরাতলে॥ ৫২॥ অস্মাকং স্থিতিরব্যগ্রা তব দেহে ন সংশয়ঃ। সত্যপাশেন বদ্ধাঃ স্ম দৃঢ়মেব ত্বয়ানঘ॥ ৫৩॥ বিষ্ণুরুবাচ। গয়াপ্রয়াগকস্যাপি ফলং সমধিকং স্মৃতম্। চতুর্দ্দশ্যামমাবাস্যাং লোহযষ্ট্যাং পিণ্ডদানতঃ॥ ৫৪॥ বলিপুত্রস্য সত্যেন মহতী

প্রদান করিব; সুতরাং তুমি আর দেবগণকে স্থানভ্রষ্ট করিও না। ব্যাস বলিলেন,—দানবেশ্বর ব্রহ্মার সেই বাক্য শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং প্রসন্নবাক্যে ব্রহ্মাকে কেশবকে এবং হরকে কহিল,—আমি বাক্য-পাশে আবদ্ধ হইয়াই রহিয়াছি; পরন্তু আপনাদের প্রভাবে আমি এ অবস্থায় রহি নাই। যাহা হউক, যদি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই তিন প্রধান দেব আমার দেহে অবস্থান করেন, তবে আর আমার কি না লব্ধ হইল? হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আমার এই কলেবর,—ইহাতে দেবত্রয় অধিষ্ঠিত; ইহা এই অবস্থাতেই আমার প্রভাবে ভূতলে প্রখ্যাতি লাভ করুক। লোহাসুরের বাক্যে দেবত্রয় হৃষ্ট হইলেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—তিনজনেই একযোগে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—দৈত্য! সত্যবাক্য-পাশে আবদ্ধ হইয়া তুমি যে সত্যধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলে না, এই সত্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া আমরা তোমাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—দৈত্য! গয়াক্ষেত্রে যেমন স্নান, ব্রহ্মজ্ঞান ও ঔর্দ্ধদেহিকক্রিয়া প্রশস্ত, এই ধর্ম্মারণ্যে ধর্ম্মেশ্বরের সম্মুখেও ঐ সকল কার্য্য তেমনই প্রশস্তিজনক। গয়াস্থিত কূপে শ্রাদ্ধ-তর্পণ যেমন পিতৃগণের আকাঙ্ক্ষিত, তথায় পিণ্ডদানে পিতৃপুরুষেরা যেমন পরিতৃপ্ত হইয়া স্বর্গবাস করেন, এই ধর্ম্মারণ্যের কূপেও বিশুদ্ধির নিমিত্ত পিতৃগণ ঐরূপই শ্রাদ্ধতর্পণ বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। হে দানবেন্দ্র! তোমার এই শরীরই তীর্থরূপে পরিণত হইবে।৩০—৪৬। হে দানবেশ! গয়ায় একবিংশতিবার তর্পণ করিলে পিতৃগণের যে পরমতৃপ্তি হয়, এই ধর্ম্মেশ্বরের সম্মুখে একবারমাত্র তর্পণেই তদপেক্ষা দশগুণ তৃপ্তি হইবে, একথা সত্যই, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এখানে পিণ্ডদানে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হয়। ধরাতলে এই ধর্ম্মারণ্য শিবরূপের অন্তরালে অবস্থিত; এখানে শ্রাদ্ধ, পিণ্ড ও তর্পণ ক্রিয়াদি শ্রদ্ধাসহকারেই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ধর্ম্মারণ্যে আমাদের অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবের অন্তরাল প্রদেশে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডপ্রদান একান্তই বিধেয়। অতএব হে সুব্রত! শরীরে তোমার চিন্তা কি? তুমি সত্য পুরুষ; ত্রিলোকদুর্লভ সত্য তোমার স্বর্গে সঞ্চিত রহিল; হে অসুরবর! আমাদের বাক্যের সত্যতাবলে উহা ঐরূপই হইবে, অপিচ ধরাতলে তোমার এই তীর্থ গয়াধিকমাহাত্ম্য-মণ্ডিত হইল। আমাদের তোমার দেহে নিঃসংশয়ে অবিচল স্থিতি ঘটিল। হে অনঘ! তুমি আমাদিগকে সত্যপাশে দৃঢ়রূপেই বন্ধন করিলে। বিষ্ণু বলিলেন,—চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যায় লোহযষ্টিতে পিণ্ডদান করিলে, গয়া এবং প্রয়াগ অপেক্ষাও

তৃপ্তিরত্র হি। মা কুরুষাত্র সন্দেহং তব দেহে স্থিতা স্বয়ম্ ॥ ৫৫ ॥ সরস্বতী পুণ্যতোয়া ব্রহ্মলোকাৎ প্রযাত্যুত। প্লাবয়িষ্যন্তি দেহাঙ্গং ময়া সহ সুসঙ্গতা ॥ ৫৬ ॥ যথা বৈ দ্বারকাবাসো দেবস্তত্র মহেশ্বরঃ। বিরিঞ্চির্যত্র তীর্থানি ত্রীণ্যেতানি ধরাতলে ॥ ৫৭ ॥ ভবিষ্যন্তি চ পাতালে স্বর্গলোকে যমক্ষয়ে। বিখ্যাতাস্তুসুরশ্রেষ্ঠ পিতৄণাং তৃপ্তিহেতবে ॥ ৫৮ ॥ অথান্তৎ সম্প্রবক্ষ্যামি গাথাং পিতৃকৃতাং পরাম্। আজ্ঞারূপাং হি পুত্রাণাং তং শৃণুষ্ব মমানঘ ॥ ৫৯ ॥ পিতর উচুঃ। শঙ্করস্যাগ্রতঃ স্থানং রুদ্রলোকপ্রদং নৃণাম্। পাপদেহবিশুদ্ধ্যর্থং পাপেনোপহতাত্মনাম্ ॥ ৬০ ॥ তস্মিংস্তিলোদকেনাপি স্বর্গতিং যান্তি তর্পিতাঃ। পিতরো নরকাদ্বাপি সুপুত্রেণ সুমেধসা ॥ ৬১ ॥ গোপ্রদানং প্রশংসন্তি তত্রৈব পিতৃমুক্তয়ে। পিত্রাদিকান্ সমুদ্দিশ্য দৃষ্ট্বা রুদ্রং চ কেশবম্ ॥ ৬২ ॥ তিলপিণ্যাকপিণ্ডেন তৃপ্তিং যাস্যামহে পরাম্। চতুর্দ্দশ্যামমাবাস্যাং তথা চ পিতৃতর্পণম্ ॥ ৬৩ ॥ অজ্ঞাতগোত্রজন্মানস্তেভ্যঃ পিণ্ডাংস্তু নির্ব্বপেৎ। তেহপি যান্তি দিবং সর্ব্বে পিণ্ডে দত্ত ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৬৪ ॥ সর্ব্বকার্য্যাণি সন্ত্যজ্য মানবৈঃ পুণ্যমীপ্সুভিঃ। প্রাপ্তে ভাদ্রপদে মাসে গন্তব্যা লোহযষ্টিকা। অজ্ঞাতগোত্রনাম্না তু পিণ্ডমন্ত্রমিমং শৃণু ॥ ৬৫ ॥ পিতৃবংশে মৃতা যে চ মাতৃবংশে তথৈব চ। অতীতগোত্রজাস্তেভ্যঃ পিণ্ডোহয়মুপতিষ্ঠতু ॥ ৬৬ ॥ বিষ্ণুরুবাচ। অনেনৈব তু মন্ত্রেণ মমাগ্রেহসুরসত্তম। ক্ষীণে চন্দ্রে চতুর্দ্দশ্যাং নভস্যে পিণ্ডমাহরেৎ ॥ ৬৭ ॥ পিতৄণামক্ষয়া তৃপ্তির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। তিলপিণ্যাকপিণ্ডেন পিতরো মোক্ষমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৬৮ ॥ ঋণত্রয়বিনির্মুক্তা মানবা জগতীতলে। ভবিষ্যন্তি ন সন্দেহো লোহযষ্ট্যাং তিলতর্পণে ॥ ৬৯ ॥ স্নাত্বা যঃ কুরুতে চাত্র পিতৃপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ। পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি যাবদ্‌ব্রহ্মদিবানিশম্ ॥ ৭০ ॥ অমাবাস্যাদিনং প্রাপ্য মাসি ভাদ্রপদে নরঃ। ব্রহ্মণো যষ্টিকায়াং তু যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃতর্পণম্ ॥ ৭১ ॥ পিতরস্তস্য তৃপ্তাঃ স্যুর্যাবদাভূতসংপ্লবম্। তেষাং প্রসন্নো ভগবানাদিদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৭২ ॥ অস্য তীর্থস্য যাত্রায়াং

অধিক ফল হইবে। বলিনন্দনের সত্য নিষ্ঠায় এখানে পিতৃলোকের মহাতৃপ্তি হইবে। দৈত্য! তুমি সন্দেহ করিও না, তোমার দেহে স্বয়ং সরস্বতী বিরাজিতা হইবেন; সেই পুণ্যতোয়া সরিদ্বরা ব্রহ্মলোক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমার সহিত একযোগে তোমার দেহ প্লাবিত করিবেন। যেখানে দ্বারকাপতি, সেইখানেই মাহেশ্বর এবং সেইখানেই ব্রহ্মা। ধরাতলে এই ত্রিদেবাধিষ্ঠিত তিনটী তীর্থ প্রখ্যাত, তন্মধ্যে একটী পাতালে, অপরটী স্বর্গে, অন্যটী যমপুরে। হে অসুরবর! এই তীর্থত্রয়ই পিতৃগণের তৃপ্তিজনক বলিয়া কীর্ত্তিত। হে অনঘ! এ সম্বন্ধে আমি পুত্রগণের প্রতি পিতৃলোকের আদেশস্বরূপ অপর এক পিতৃগাথা কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। পিতৃগণ বলিয়াছেন; শঙ্করের সমীপবর্ত্তী স্থান পাপোপহতচিত্ত নরগণের পাপদেহের শুদ্ধিহেতু, রুদ্রলোকপ্রদ; সেখানে পিতৃগণ তিলোদক দ্বারাও তর্পিত হইয়া সদ্‌গতি লাভ করেন। পিতৃমুক্তির জন্য তথায় গোপ্রদানও প্রশস্ত। ঐ স্থানে রুদ্র ও কেশবের সাক্ষাতে পিতৃগণের উদ্দেশে তিলপিণ্যাক-পিণ্ড প্রদান করিলে আমরা পরম তৃপ্ত হইব। চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যায় তথায় পিতৃতর্পণ এবং যাহারা অজ্ঞাতগোত্রজন্মা, তাহাদের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান কর্ত্তব্য। ৪৭—৬৪। এইরূপ পিণ্ডপ্রদানে তাহারাও সকলে স্বর্গে যায়, ইহাই শ্রুতির অনুশাসন। অতএব সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যপ্রার্থী মানবেরা ভাদ্রমাসে লোহযষ্টিকায় গমন করিবে। যাহাদের গোত্র এবং নাম অপরিজ্ঞাত, তাহাদিগকে পিণ্ড প্রদান করিবার মন্ত্র যথা—পিতৃবংশে কিম্বা যাহারা মাতৃবংশে জন্মিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, সেই সকল অতীতগোত্রীয়দিগের তৃপ্ত্যর্থ এই পিণ্ড উপকল্পিত হউক। বিষ্ণু বলিলেন,—এই মন্ত্র দ্বারাই আমার অগ্রে শ্রাবণের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে পিণ্ডনির্ব্বপণ করিতে হয়। ইহাতে পিতৃগণের অক্ষয়া তৃপ্তি হইবে নিশ্চিতই। তিলপিণ্যাকপিণ্ড দ্বারা পিতৃগণ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। লোহযষ্টিতে তিলতর্পণ করিলে, মানবগণ ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হয়, সন্দেহ নাই। এখানে স্নানান্তে পিতৃপিণ্ডোদক ক্রিয়া করিলে মানবগণের পিতৃপুরুষগণ ব্রহ্মার এক অহোরাত্র যাবৎ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। ভাদ্রমাসের অমাবস্যায় ব্রহ্মতীর্থ যষ্টিকায় যে নর পিতৃ-তর্পণ করে, তদীয় পিতৃগণ আপ্রলয় পরিতৃপ্ত থাকেন এবং ভগবান্ আদিদেব মহেশ্বর তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হন।

মতির্যেষাং ভবিষ্যতি। গোক্ষীরেণ তিলৈঃ শ্বেতৈঃ স্নাত্বা সারস্বতে জলে ॥ ৭৩॥ তর্পয়েদক্ষয়া তৃপ্তিঃ পিতৃণাং তস্য জায়তে। শ্রাদ্ধং চৈব প্রকুর্ব্বীত শক্তুভিঃ পয়সা সহ ॥ ৭৪॥ অমাবাস্যাদিনং প্রাপ্য পিতৃণাং মোদমিচ্ছুকঃ। রুদ্রতীর্থে ততো ধেনুং দদ্যাদ্বস্ত্রাণি যমতীর্থকে ॥ ৭৫॥ বিষ্ণুতীর্থে হিরণ্যঞ্চ পিতৃণাং মোক্ষমিচ্ছুকঃ। বিনাক্ষতৈর্ব্বিনা দর্ভৈর্ব্বিনা চাসনমেব চ। বারিমাত্রাল্লোহযষ্ট্যাং গয়াশ্রাদ্ধফলং লভেৎ॥ ৭৬॥ সূত উবাচ। এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রা লোহাসুরবিচেষ্টিতম্। যচ্ছ্রুত্বা ব্রহ্মহা গোঘ্নো মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ৭৭॥ একবিংশতিবারন্তু গয়ায়াং পিণ্ডপাতনে। তৎফলং সমবাপ্নোতি সকৃদস্মিন্ শ্রুতে সতি॥ ৭৮॥ চতুঃকোটির্দ্বিলক্ষঞ্চ সহস্রং শতমেব চ। ধেনবস্তেন দত্তাঃ স্যুর্ম্মাহাত্ম্যং শৃণুয়াত্তু যঃ॥ ৭৯॥

ইতি শ্রীস্কান্দে লোহাসুরমাহাত্ম্যসম্পূর্ত্তির্নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। পুরা ত্রেতাযুগে প্রাপ্তে বৈষ্ণবাংশো রঘূদ্বহঃ। সূর্য্যবংশে সমুৎপন্নো রামো রাজীবলোচনঃ॥ ১॥ স রামো লক্ষ্মণশ্চৈব কাকপক্ষধরাবুভৌ। তাতস্য বচনাত্তৌ তু বিশ্বামিত্রমনুব্রতৌ॥ ২॥ যজ্ঞসংরক্ষণার্থায় রাজ্ঞা দত্তৌ কুমারকৌ। ধনুঃশরধরৌ বীরৌ পিতুর্ব্বচনপালকৌ॥ পথি প্রব্রজতো যাবত্তাড়কা নাম রাক্ষসী। তাবদাগম্য পুরতস্তস্থৌ বৈ বিঘ্নকারণাৎ॥ ৪॥ ঋষেরনুজ্ঞয়া রামস্তাড়কাং সমঘাতয়ৎ। প্রাদিশচ্চ ধনুর্ব্বেদবিদ্যাং রামায় গাধিজঃ॥ ৫॥ তস্য পাদতলস্পর্শাচ্ছিলা বাসবযোগতঃ। অহল্যা গৌতমবধূঃ পুনর্জাতা স্বরূপিণী॥ ৬॥ বিশ্বামিত্রস্য যজ্ঞে তু সম্প্রবৃত্তে রঘূত্তমঃ। মারীচঞ্চ সুবাহুঞ্চ জঘান পরমেষুভিঃ॥ ৭॥ ঈশ্বরস্য ধনুর্ভগ্নং জনকস্য গৃহে স্থিতম্। রামঃ পঞ্চদশে বর্ষে ষড়্বর্ষাং চৈব মৈথিলীম্॥ ৮॥ উপযেমে তদা রাজন্ রম্যাং সীতাময়োনিজাম্। কৃতকৃত্যস্তদা জাতঃ সীতাং

এই তীর্থযাত্রায় যাহাদের মতি হইবে এবং যাহারা গোক্ষীর ও শ্বেত তিল দ্বারা সারস্বত জলে স্নানপূর্ব্বক পিতৃতর্পণ করিবে, তাহাদের পিতৃপুরুষগণের অক্ষয়া তৃপ্তি হইবে। পিতৃলোকের প্রীতিকামী মানব শক্তু ও দুগ্ধ দ্বারা অমাবস্যায় এখানে শ্রাদ্ধ করিবে। পিতৃগণের মুক্তিপ্রার্থী নর রুদ্রতীর্থে ধেনু, যমতীর্থে বস্ত্র এবং বিষ্ণুতীর্থে হিরণ্য দান করিবে। অক্ষত, দর্ভ বা আসন, এ সকল বস্তু না হইলেও একমাত্র বারি দ্বারাই লোহযষ্টিতে গয়াশ্রাদ্ধফল লব্ধ হইয়া থাকে। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদের নিকট লোহাসুরের কার্য্যাবলী বর্ণন করিলাম, ইহা শ্রবণে ব্রহ্মঘ্ন এবং গোঘ্ন ব্যক্তিও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। একবিংশতিবার গয়ায় পিণ্ডদান করিলে যে ফল হয়, ইহা একবার মাত্র শ্রবণেও সেই ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই মাহাত্ম্যগ্রন্থ শ্রবণ করে, তাহার চারিকোটি দুইলক্ষ একসহস্র একশত ধেনুদানের ফল লাভ হয়। ৬৫—৭৯।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯।

ত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে বিষ্ণুর অংশাবতার রঘুকুলধুরন্ধর রাজীবলোচন রাম সূর্য্যবংশে আবির্ভূত হন। রামের অনুজ লক্ষ্মণ। রাম-লক্ষ্মণ উভয়েই কাকপক্ষধর। পিতার আদেশে তাঁহারা উভয় ভ্রাতাই বিশ্বামিত্রের অনুগমন করেন। রাজা দশরথ বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষার্থই তাঁহার করে কুমারদ্বয়কে অর্পণ করেন। পিতার নিদেশবর্ত্তী উভয় রঘুবীরই যখন শরধনু ধারণ করিয়া পথে যাইতে লাগিলেন, তখন তাড়কা রাক্ষসী বিঘ্নাচরণার্থ তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ঋষির আদেশে রাম তাড়কাকে নিহত করিলেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে ধনুর্ব্বেদ-বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। গৌতমবধূ অহল্যা বাসবের সংসর্গ করিয়া পতির শাপে পাষাণ হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে এক্ষণে তিনি স্বীয় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন।১—৬। অনন্তর বিশ্বামিত্রের যজ্ঞারম্ভ হইলে রঘুবর রাম মারীচ ও সুবাহুকে তীক্ষ্ণ শরক্ষেপে আহত করিলেন। রামের বয়স এই সময় পঞ্চদশবর্ষ। তিনি এই বয়সেই জনকগৃহস্থিত হরধনু ভঙ্গ করিয়া ষড়্বর্ষবয়স্কা মৈথিলীর পাণিগ্রহণ করিলেন। রাজন্! রাম অযোনিজা

সম্প্রাপ্য রাঘবঃ ॥ ৯ ॥ অযোধ্যামগমন্মার্গে জামদগ্ন্যমবেক্ষ্য চ। সংগ্রামোঽভূত্তদা রাজন্ দেবানামপি দুঃসহঃ ॥ ১০ ॥ ততো রামং পরাজিত্য সীতয়া গৃহমাগতঃ। ততো দ্বাদশবর্ষাণি রেমে রামস্তয়া সহ ॥ ১১ ॥ সপ্তবিংশতিমে বর্ষে যৌবরাজ্যপ্রদায়কম্। রাজানমথ কৈকেয়ী বরদ্বয়মযাচত ॥ ১২ ॥ তয়োরেকেন রামস্তু সসীতঃ সহলক্ষ্মণঃ। জটাধরঃ প্রব্রজতাং বর্ষাণীহ চতুর্দ্দশ ॥ ১৩ ॥ ভরতস্তু দ্বিতীয়েন যৌবরাজ্যাধিপোঽস্তু মে। মন্থরাবচনামূঢ়া বরমেতমযাচত ॥ ১৪ ॥ ত্রিজানকীলক্ষ্মণসখং রামং প্রাব্রাজয়ন্নৃপঃ। ত্রিরাত্রমুদকাহারশ্চতুর্থেঽহ্নি ফলাশনঃ ॥ ১৫ ॥ পঞ্চমে চিত্রকূটে তু রামো বাসমকল্পয়ৎ। তদা দশরথঃ স্বর্গং গতো রাম ইতি ব্রুবন্ ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মশাপস্তু সফলং কৃত্বা স্বর্গং জগাম কিম্। ততো ভরতশত্রুঘ্নৌ চিত্রকূটে সমাগতৌ ॥ ১৭ ॥ স্বর্গতং পিতরং রাজন্ রামায় বিনিবেদ্য চ। সান্ত্বনং ভরতস্যাস্য কৃত্বা নির্বর্ত্তনং প্রতি ॥ ১৮ ॥ ততো ভরতশত্রুঘ্নৌ নন্দিগ্রামং সমাগতৌ। পাদুকাপূজনরতৌ তত্র রাজ্যধরাবুভৌ ॥ ১৯ ॥ অত্রিং দৃষ্ট্বা মহাত্মানং দণ্ডকারণ্যমাগমৎ। রক্ষোগণবধারম্ভে বিরাধে বিনিপাতিতে ॥ ২০ অর্দ্ধত্রয়োদশে বর্ষে পঞ্চবট্যামুবাস হ। ততো বিরূপয়ামাস শূর্পণখাং নিশাচরীম্। বনে বিচরতস্তস্য জানকীসহিতস্য চ ॥ ২ ॥ আগতো রাক্ষসো ঘোরঃ সীতাপহরণায় সঃ। ততো মাঘাসিতাষ্টম্যাং মুহূর্ত্তে বৃন্দসংজ্ঞকে ॥ ২২ ॥ রাঘবাভ্যাং বিনা সীতাং জহার দশকন্ধরঃ। মারীচস্যাশ্রমং গত্বা মৃগরূপেণ তেন চ ॥ ২৩ ॥ নীত্বা দূরং রাঘবঞ্চ লক্ষ্মণেন সমন্বিতম্। ততো রামো জঘানাশু মারীচং মৃগরূপিণম্ ॥ ২৪ ॥ পুনঃ প্রাপ্যাশ্রমং রামো বিনা সীতাং দদর্শ হ। তত্রৈব ম্রিয়মাণা সা চক্রন্দ কুররী যথা ॥ ২৫ ॥ রামরামেতি মাং রক্ষ রক্ষ

সীতাকে বিবাহ করিয়া আত্মাকে কৃতকৃত্য বলিয়া মনে করিলেন। পরে অযোধ্যাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। পথে জামদগ্ন্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল; যুদ্ধ হইল। সে যুদ্ধ দেবগণের পক্ষেও দুঃসহ হইয়াছিল। রাজন্! অনন্তর রাম পরশুরামকে পরাস্ত করিয়া সীতার সহিত গৃহে আসিলেন। দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত তৎসহ রমণ করিলেন। রাজা দশরথ রামের সপ্তবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে উদ্যত হইলেন। তদীয় অন্যতম মহিষী কৈকেয়ী তাঁহার নিকট দুইটী বর প্রার্থনা করিলেন। একবরে—সীতা ও লক্ষ্মণ সহ জটাধারী হইয়া রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস, দ্বিতীয়বরে—ভরতের যৌবরাজ্যের আধিপত্য। বস্তুতঃ মন্থরার প্ররোচনাক্রমেই কৈকেয়ী এইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। রাজা নিরুপায় হইয়া জানকী ও লক্ষ্মণ সহ রামচন্দ্রকে প্রব্রাজিত করিলেন। তাঁহারা তিনরাত্র উদকাহার করিয়া চতুর্থদিনে ফলাহার করিলেন। অনন্তর পঞ্চম দিনে চিত্রকূটে উপনীত হইয়া রামচন্দ্র বাস কল্পনা করিলেন। তখন দশরথ "হা রাম" রবে আক্ষেপ করিয়া স্বর্গে গেলেন। তাঁহার উপর পূর্ব্বতন এক ব্রহ্মশাপ ছিল, তিনি তাহা সফল করিয়া স্বর্গধামে উপনীত হইলেন। অনন্তর ভরত এবং শত্রুঘ্ন চিত্রকূটে আসিলেন, আসিয়া রামের নিকট পিতার স্বর্গপ্রাপ্তির বিষয় নিবেদন করিলেন রাম তখন ভরতকে সান্ত্বনা দান-পূর্ব্বক তাঁহাকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া দিলেন। পরে ভরত ও শত্রুঘ্ন নন্দিগ্রামে আগমন করিলেন। সেখানে আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণপূর্ব্বক রামচন্দ্রের পাদুকাপূজায় তৎপর হইলেন। অনন্তর মহাত্মা অত্রির সহিত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল। তিনি দণ্ডকারণ্যে আসিলেন। ৭—১৯। তাঁহার হস্তে রাক্ষসগণের সংহারের সূচনা হইল। বিরাধ রাক্ষস বিনিপাতিত হইল। এইরূপে রাম সার্দ্ধ ত্রয়োদশ বর্ষ পঞ্চবটীতে বাস করিলেন। অনন্তর নিশাচরী শূর্পণখা বিরূপিতা হইল। রাম এই ভাবে জানকীর সহিত বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা সীতাহরণের জন্য ভয়ঙ্কর নিশাচর দশানন আগমন করিল। পরে মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে বৃন্দনামক মুহূর্ত্তে রাম-লক্ষ্মণবিরহিতা সীতাকে দশস্কন্ধ হরণ করিয়া লইল। সীতাহরণের পূর্ব্বে রাবণ মারীচের আশ্রমে গিয়াছিল। রাবণের আজ্ঞাধীন মারীচ স্বর্ণমৃগরূপ ধরিয়া রাঘবকে, অবশেষে লক্ষ্মণকেও আশ্রম হইতে দূরে লইয়া গিয়াছিল। অনন্তর রাম মৃগরূপী মারীচকে নিহত করেন। পরে রামচন্দ্র আশ্রমে আইসেন; আসিয়া দেখেন—সীতা নাই। এদিকে ম্রিয়মাণা সীতা কুররীর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; বলিতে লাগিলেন,—হে রাম! ওহে রাম! রাক্ষসে আমায় হরণ করিতেছে, রক্ষা কর, রক্ষা কর। যেমন

মাং রক্ষসা হৃতাম্। যথা শ্যেনঃ ক্ষুধাযুক্তঃ ক্রন্দন্তীং বর্ত্তিকাং নয়েৎ॥ ২৬॥ তথা কামবশং প্রাপ্তো রাক্ষসো জনকাত্মজাম্। নয়ত্যেষ জনকজাং তৎ শ্রুত্বা পক্ষিরাট্ তদা॥ ২৭॥ যুযুধে রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন হতোঽপতৎ। মাঘাসিতনবম্যান্তু বসন্তীং রাবণালয়ে॥ ২৮॥ মার্গমাণৌ তদা তৌ তু ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ২৯॥ জটায়ুষস্তু দৃষ্টৈব জ্ঞাত্বা রাক্ষসসংহৃতাম্। সীতাং জ্ঞাত্বা ততঃ পক্ষী সংস্কৃতস্তেন ভক্তিতঃ॥ ৩০॥ অগ্রতঃ প্রযযৌ রামো লক্ষ্মণস্তৎপদানুগঃ। পম্পাভ্যাসমনুপ্রাপ্য শবরীমনুগৃহ্য চ॥ ৩১॥ তজ্জলং সমুপস্পৃশ্য হনুমদ্দর্শনং কৃতম্। ততো রামো হনুমতা সহ সখ্যং চকার হ॥ ৩২॥ ততঃ সুগ্রীবমভ্যেত্য অহনদ্বালিবানরম্। প্রেষিতা রামদেবেন হনুমৎপ্রমুখাঃ প্রিয়াম্॥৩৩॥ অঙ্গুলীয়কমাদায় বায়ুসূনুস্তদা গতঃ। সম্পাতির্দশমে মাসি আচখ্যৌ বানরায় তাম্॥ ৩৪॥ ততস্তদ্বচনাদব্ধিং পুপ্লুবে শতযোজনম্। হনুমান্নিশি

ক্ষুধিত শ্যেনপক্ষী বর্ত্তিকা হরণ করে, তেমনি এই কামাতুর রাক্ষস জনকনন্দিনীকে হরিয়া লইতেছে। ইহা বুঝিতে পারিয়া আর জানকীর ক্রন্দন শুনিয়া পক্ষিরাজ জটায়ু তখন রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; অবশেষে রাবণহস্তে নিহত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় নবমীদিনে সীতা রাবণালয়ে গিয়া বাস করিলেন। এদিকে রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয় সীতার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া একস্থানে জটায়ুকে দেখিলেন; তাহার নিকট রাবণহৃতা সীতার সংবাদ পাইলেন; পরে ভক্তিপূর্ব্বক তদীয় শব দেহের সৎকার করিলেন। সেখান হইতে রাম অগ্রে অগ্রে চলিলেন; লক্ষ্মণ তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন। পরে পম্পা সরোবরের নিকট গিয়া শবরীকে কৃতার্থ করিলেন এবং পম্পার জল স্পর্শ করিলেন। পম্পার কিয়দ্দূরে হনুমানের সহিত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল। হনুমান্ ও সুগ্রীবের সহিত সখ্য হইল। অনন্তর সুগ্রীবকে লইয়া তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালি বানরকে রাম নিহত করিলেন। পরে প্রিয়ার অন্বেষণজন্য হনুমৎপ্রমুখ বানরবাহিনীকে প্রেরণ করিলেন। হনুমান্ অভিজ্ঞানস্বরূপ রামের অঙ্গুরীয় লইয়া প্রস্থান করিলেন। দশম মাসে সম্পাতি, বানরদিগের নিকট সীতার অবস্থিতিস্থানের সংবাদ জানাইলেন।

তস্যাং তু লঙ্কায়াং পরিতোঽচিনোৎ॥ ৩৫॥ তদ্রাত্রিশেষে সীতায়া দর্শনন্তু হনূমতঃ। দ্বাদশ্যাং শিংশপাবৃক্ষে হনুমান্ পর্য্যবস্থিতঃ॥ ৩৬॥ তস্যাং নিশায়াং জানক্যা বিশ্বাসায়াহ সৎকথাম্। অক্ষাদিভিস্ত্রয়োদশ্যাং ততো যুদ্ধমবর্ত্তত॥ ৩৭॥ ব্রহ্মাস্ত্রেণ ত্রয়োদশ্যাং বদ্ধঃ শক্রজিতা কপিঃ। দারুণানি চ রুক্ষাণি বাক্যানি রাক্ষসাধিপম্॥ ৩৮॥ অব্রবীদ্বায়ুসূনুস্তং বদ্ধো ব্রহ্মাস্ত্রসংযুতঃ। বহ্নিনা পুচ্ছযুক্তেন লঙ্কায়া দহনং কৃতম্॥ ৩৯॥ পূর্ণিমায়াং মহেন্দ্রাদ্রৌ পুনরাগমনং কপেঃ। মার্গশীর্ষপ্রতিপদঃ পঞ্চভিঃ পথি বাসরৈঃ॥ ৪০॥ পুনরাগত্য বর্ষেঽহ্নি ধ্বস্তং মধুবনং কিল। সপ্তম্যাং প্রত্যভিজ্ঞানদানং সর্ব্বনিবেদনম্॥ ৪১॥ মণিপ্রদানং সীতায়াঃ সর্ব্বং রামায় শংসয়ৎ। অষ্টম্যুত্তরফাল্গুন্যাং মুহূর্ত্তে বিজয়াভিধে॥ ৪২॥ মধ্যং প্রাপ্তে সহস্রাংশৌ

তাঁহার সংবাদে বিশ্বাস করিয়া হনুমান্ শতযোজনব্যাপী সাগর পার হইলেন। পরে রাত্রিযোগে লঙ্কায় গিয়া লঙ্কার সর্ব্বত্র সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ২০—৩৫। রাত্রিশেষ হইয়া আসিল, এই সময়ে তিনি সীতার সাক্ষাৎ পাইলেন। সেই দিন দ্বাদশী তিথি ছিল; হনুমান্ সেই দিনেই শিংশপা বৃক্ষে আশ্রয় লইলেন এবং রাত্রি সত্ত্বেই সীতার বিশ্বাসোৎপাদনের জন্য তাঁহার নিকট অনেক গোপনীয় কথা কহিলেন। অনন্তর ত্রয়োদশীদিনে অক্ষাদি রাক্ষসের সহিত হনুমানের যুদ্ধ হইল। ইন্দ্রজিৎ সেই দিনেই হনুমানকে ব্রহ্মাস্ত্রে বন্ধন করিল। ব্রহ্মাস্ত্রবদ্ধ বায়ুনন্দন অতঃপর রাক্ষসাধিপতিকে অনেক তীক্ষ্ণ রুক্ষবাক্য বলিলেন। তাহার ফলে রাবণ ক্রুদ্ধ হইল এবং হনুমানের পুচ্ছে অগ্নিসংযোগ করাইল। হনুমান্ সেই পুচ্ছাগ্নি লঙ্কা দগ্ধ করিয়া পূর্ণিমার দিন পুনরায় মহেন্দ্রাচলে ফিরিয়া আসিলেন। অগ্রহায়ণের প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচদিন তাঁহার পথে কাটিয়া গেল। অবশেষে দ্বিতীয়বর্ষের প্রথমদিন পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মধুবন বিধ্বস্ত করিলেন। সপ্তম দিন রামচন্দ্রকে সীতাপ্রদত্ত প্রত্যভিজ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক সীতাসংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করা হইল। সীতা যে মণি প্রদান করিয়াছিলেন, হনুমান্ তাহা রামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন এবং সীতাদিষ্ট সমস্ত বার্ত্তা বলিলেন। অনন্তর অষ্টমীতিথি, উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্র, ও বিজয়নামক মুহূর্ত্ত উপস্থিত

প্রস্থানং রাঘবস্ত চ। রামঃ কৃত্বা প্রতিজ্ঞাং হি প্রয়াতুং দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ৪৩ ॥ তীর্ত্বাহং সাগরমপি হনিষ্যে রাক্ষসেশ্বরম্। দক্ষিণাশাং প্রয়াতস্ত সুগ্রীবোঽথাভবৎ সখা ॥ ৪৪ ॥ বাসরৈঃ সপ্তভিঃ সিন্ধোস্তীরে সৈন্তনিবেশনম্। পৌষশুক্লপ্রতিপদস্তৃতীয়াং যাবদম্বুধৌ। উপস্থানং সসৈন্তস্ত রাঘবস্ত বভূব হ ॥ ৪৫ ॥ বিভীষণশ্চতুর্থ্যাস্ত রামেণ সহ সঙ্গতঃ। সমুদ্রতরণার্থায় পঞ্চম্যাং মন্ত্র উদ্যতে ॥ ৪৬ ॥ প্রায়োপবেশনং চক্রে রামো দিনচতুষ্টয়ম্। সমুদ্রাদ্বরলাভশ্চ সহোপায়প্রদর্শনঃ ॥৪৭॥ সেতোর্দ্দশম্যামারম্ভস্ত্রয়োদশ্যাং সমাপনম্। চতুর্দ্দশ্যাং সুবেলাদ্রৌ রামঃ সেনাং ন্যবেশয়ৎ ॥ ৪৮ ॥ পূর্ণমাস্যা দ্বিতীয়ায়াং ত্রিদিনৈঃ সৈন্ততারণম্। তীর্ত্বা তোয়নিধিং রামঃ শূরবানরসৈন্তবান্ ॥ ৪৯ ॥ রুরোধ চ পুরীং লঙ্কাং সীতার্থং শুভলক্ষণঃ। তৃতীয়াদিদশম্যন্তং নিবেশশ্চ দিনাষ্টকঃ ॥ ৫০ ॥ শুকসারণয়োস্তত্র প্রাপ্তিরেকাদশীদিনে। পৌষাসিতে চ দ্বাদশ্যাং সৈন্তসংখ্যানমেব চ ॥ ৫১ ॥ শার্দ্দূলেন কপীন্দ্রাণাং সরোসারোপবর্ণনম্। ত্রয়োদশ্যাদ্যমান্তে চ লঙ্কায়াং দিবসৈস্ত্রিভিঃ ॥ ৫২ ॥ রাবণঃ সৈন্তসঙ্খ্যানং রণোৎসাহং তদাকরোৎ। প্রযযাবঙ্গদো দৌত্যে মাঘশুক্লাদ্যবাসরে ॥ ৫৩ ॥ সীতায়াশ্চ তদা ভর্ত্তুর্মায়ামূর্দ্ধাদিদর্শনম্। মাঘশুক্লদ্বিতীয়ায়াং দিনৈঃ সপ্তভিরষ্টমীম্ ॥ ৫৪ ॥ রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ যুদ্ধমাসীচ্চ সঙ্কুলম্। মাঘশুক্লনবম্যাস্ত রাত্রাবিন্দ্রজিতা রণে ॥ ৫৫ ॥ রামলক্ষ্মণয়োর্নাগপাশবন্ধঃ কৃতঃ কিল। আকুলেষু কপীশেষু হতাশেষু চ সর্ব্বশঃ ॥ ৫৬ ॥ বায়ূপদেশাদ্গরুড়ং সম্মার রাঘবস্তদা। নাগপাশবিমোক্ষার্থং দশম্যাং গরুড়োঽভ্যগাৎ ॥ ৫৭ ॥ অবহারো মাঘশুক্লস্যৈকাদশ্যাং দিনদ্বয়ম্। দ্বাদশ্যামাঞ্জনেয়েন ধূম্রাক্ষস্য বধঃ কৃতঃ ॥ ৫৮ ॥ ত্রয়োদশ্যাস্ত তেনৈব নিহতোঽকম্পনো রণে। মায়াসীতাং দর্শয়িত্বা রামায় দশকন্ধরঃ ॥ ৫৯ ॥ত্রাসয়া-

হইলে দিবাকর যখন দিবসের মধ্যভাগে উপনীত হইলেন; রামচন্দ্র তখন লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাম প্রতিজ্ঞা করিয়া বানরবাহিনী সহ দক্ষিণদিকে অভিযান করিতে লাগিলেন; তাঁহার প্রতিজ্ঞা এই যে, আমি সাগরপার হইয়া রাক্ষসপতিকে নিহত করিব। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। সখা সুগ্রীব তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন। পথে ছয়দিন অতীত হইল; সপ্তম দিনে রামচন্দ্র সিন্ধুতীরে গিয়া সৈন্তসমাবেশ করিলেন। পৌষমাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ্ হইতে তৃতীয়া পর্য্যন্ত তিনদিন যাবৎ রামচন্দ্র, সসৈন্তে সিন্ধুতীরে অবস্থান করেন। চতুর্থদিন বিভীষণ আসিয়া রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন। পঞ্চমীর দিন সমুদ্রলঙ্ঘনার্থ মন্ত্রণা ও উদ্‌যোগআয়োজন চলিতে লাগিল। সেইদিন হইতে চারিদিন পর্য্যন্ত রাম প্রায়োপবেশন করিয়া রহিলেন। পরে সমুদ্র হইতে বরলাভ হইল, সমুদ্র তাঁহার বন্ধনোপায় বলিয়া দিলেন। দশমীর দিন সেতুবন্ধন আরম্ভ হইল, ত্রয়োদশীর দিন তাহার সমাপ্তি ঘটিল। চতুর্দ্দশীতে রামচন্দ্র লঙ্কাসন্নিকটে সুবেলাচলে গিয়া সৈন্যসমাবেশ করিলেন। পূর্ণিমা হইতে দ্বিতীয়া পর্য্যন্ত তিনদিন ক্রমাগত, সমুদ্রের পরপার হইতে সৈন্যসমাগম হইল। রামচন্দ্র বীর বানরবাহিনীসহ সমুদ্রপার হইয়া সীতার উদ্ধারার্থ লঙ্কাপুরী অবরুদ্ধ করিলেন। তৃতীয়া হইতে দশমী যাবৎ আটদিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত অবরোধব্যাপার চলিল। ৩৬—৫০। একাদশীদিনে শুক ও সারণের সমাগম হইল। অনন্তর পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বাদশীদিনে শার্দ্দূলনামক রাক্ষস, রাক্ষসেন্দ্র রাবণের নিকট রামসৈন্যের সংখ্যা নিরূপণ এবং কপিসেনাপতিগণের বলাবল বর্ণন করিলে। অনন্তর রাবণ ত্রয়োদশীতে আরম্ভ করিয়া তিন দিবস পর্য্যন্ত নিজের সৈন্তসংখ্যা করিয়া সৈন্তদিগকে রণোৎসাহিত করিল। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের প্রথমদিনে অঙ্গদ রাবণের নিকট দূত হইয়া গেলেন। পরে রাক্ষসেরা রামচন্দ্রকে সীতার মায়ামুণ্ড প্রদর্শন করাইল। মাঘের শুক্লদ্বিতীয়া হইতে অষ্টমী পর্য্যন্ত সাতদিন ধরিয়া ক্রমাগত রাক্ষসে-বানরে তুমুল যুদ্ধ হইল। মাঘের শুক্লনবমীর রাত্রিযোগে ইন্দ্রজিৎ রামচন্দ্রকে যুদ্ধস্থলে নাগপাশে বন্ধন করিল। তখনি সমস্ত কপিসেনানী ব্যাকুল ও হতাশ হইয়া পড়িলেন। রামচন্দ্র বায়ুর উপদেশে গরুড়কে স্মরণ করিলেন। দশমীর দিন গরুড় রাম-লক্ষ্মণের পাশমোক্ষণের জন্ত আগমন করিল। দশমী ও একাদশী এই দুই দিন যুদ্ধ বন্ধ থাকিল। দ্বাদশীর দিন হনূমান্ ধূম্রাক্ষকে বধ করিলেন। পরদিন ত্রয়োদশীতে ঐ হনূমানের হস্তেই রণে অকম্পন নিহত হইল অনন্তর দশানন রামচন্দ্রকে মায়াসীতা প্রদর্শন

মাস চ তদা সর্ব্বান্ সৈন্যগতানপি । মাঘশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং যাবৎ কৃষ্ণাদিবাসরম্ ॥ ৬০ ॥ ত্রিদিনেন প্রহস্তস্য নীলেন বিহিতো বধঃ। মাঘকৃষ্ণদ্বিতীয়ায়াশ্চতুর্থ্যন্তং ত্রিভির্দিনৈঃ ॥ ৬১ ॥ রামেণ তুমুলে যুদ্ধে রাবণো দ্রাবিতো রণাৎ। পঞ্চম্যা অষ্টমীং যাবদ্রাবণেন প্রবোধিতঃ ॥ ৬২ ॥ কুম্ভকর্ণস্তদা চক্রেঽভ্যবহারং চতুর্দ্দিনম্ । কুম্ভকর্ণোঽকরোদ্দ্ধং নবম্যাদিচতুর্দ্দিনৈঃ ৬৩ ॥ রামেণ নিহতোঃ যুদ্ধে বহুবানরভক্ষকঃ। অমাবাস্যাদিনে শোকাভ্যবহারো বভূব হ ॥ ৬৪ ॥ ফাল্গুনপ্রতিপদাদৌ চতুর্থ্যন্তৈশ্চতুর্দিনৈঃ। নরান্তক-প্রভৃতয়ো নিহতাঃ পঞ্চ রাক্ষসাঃ ॥ ৬৫ ॥ পঞ্চম্যাঃ সপ্তমী যাবদতিকায়বধস্ত্র্যহাৎ। অষ্টম্যা দ্বাদশীং যাবন্নিহতৌ দিনপঞ্চকাৎ ॥ ৬৬ ॥ নিকুম্ভকুম্ভৌ দ্বাবেতৌ মকরাক্ষশ্চতুর্দিনৈঃ। ফাল্গুনাসিতদ্বিতীয়ায়া দিনে বৈ শক্রজিজ্জিতঃ ॥ ৬৭ ॥ তৃতীয়াদৌ সপ্তম্যন্ত-দিনপঞ্চকমেব চ ওষধ্যানয়বৈয়গ্র্যাদবহারো বভূব হ ॥ ৬৮ ॥ অষ্টম্যাং রাবণো মায়ামৈথিলীং হতবান কুধীঃ। শোকাবেগাত্তদা রামশ্চক্রে সৈন্যাবধারণম্ ॥

৬৯ ॥ ততস্ত্রয়োদশীং যাবদ্দিনৈঃ পঞ্চভিরিন্দ্রজিৎ। লক্ষ্মণেন হতো যুদ্ধে বিখ্যাতবলপৌরুষঃ ॥ ৭০ ॥ চতুর্দ্দশ্যাং দশগ্রীবো দীক্ষামাপাবহারতঃ। অমাবাস্যা-দিনে প্রাগাদ্যুদ্ধায় দশকন্ধরঃ ॥ ৭১ ॥ চৈত্রশুক্ল-প্রতিপদঃ পঞ্চমীদিনপঞ্চকে। রাবণো যুধ্যমানো-ঽভূৎ প্রচুরো রক্ষসাং বধঃ ॥ ৭২ ॥ চৈত্রশুক্লা-ষ্টমীং যাবৎ স্যন্দনাশ্বাদিসূদনম্। চৈত্রশুক্লনবম্যান্তু সৌমিত্রেঃ শক্তিভেদনে ॥ ৭৩ ॥ কোপাবিষ্টেন রামেণ দ্রাবিতো দশকন্ধরঃ। বিভীষণোপ-দেশেন হনুমদ্যুদ্ধমেব চ ॥ ৭৪ ॥ দ্রোণাদ্রেরোষধীং নেতুং লক্ষ্মণার্থমুপাগতঃ। বিশল্যান্তু সমাদায় লক্ষ্মণং তামপায়য়ৎ ॥ ৭৫ ॥ দশম্যামবহারোঽভূদ্রাত্রৌ যুদ্ধন্তু রক্ষসাম্। একাদশ্যান্তু রামায় রথো মাতলি-সারথিঃ ॥ ৭৬ ॥ প্রাপ্তো যুদ্ধায় দ্বাদশ্যাং যাবৎ কৃষ্ণাং চতুর্দ্দশীম্। অষ্টাদশদিনে রামো রাবণং দ্বৈরথে-ঽবধীৎ ॥ ৭৭ ॥ সংস্কারা রাবণাদীনামমাবাস্যাদিনে-ঽভবন্। সংগ্রামে তুমুলে জাতে রামো জয়মবাপ্ত-বান ॥ ৭৮ ॥ মাঘশুক্লদ্বিতীয়াদিচৈত্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশীম্।

করাইয়া তাঁহাকে এবং তৎপক্ষীয় সমস্ত সৈন্যকে ত্রাসিত করিল। মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর দিন হইতে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ পর্য্যন্ত তিনদিনের যুদ্ধে নীল প্রহস্তকে সমরে সংহার করিল। মাঘের কৃষ্ণদ্বিতীয়া হইতে চতুর্থী পর্য্যন্ত তিনদিনের তুমুল যুদ্ধে রাম রাবণকে সমরক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিলেন। পঞ্চমী হইতে অষ্টমী পর্য্যন্ত চারি-দিনের চেষ্টায় রাবণ কুম্ভকর্ণকে প্রবোধিত করিল। কুম্ভকর্ণ জাগিয়া চারিদিন পর্য্যন্ত আহার করিল। পরে নবম্যাদি দিনচতুষ্টয় যাবৎ যুদ্ধ করিল। যুদ্ধে বহু বানর ভক্ষণ করিল। অবশেষে রাম কুম্ভকর্ণকে নিহত করিলেন। আমাবস্যা-দিনে লঙ্কাবাসী শোকমগ্ন হইল। ফাল্গুনের প্রতিপৎ হইতে দিনচতুষ্টয়ের যুদ্ধে নরান্তক প্রভৃতি পঞ্চ রাক্ষস নিহত হইল। পঞ্চমী হইতে সপ্তমী যাবৎ তিনদিনের যুদ্ধে অতিকায়ের প্রাণবিয়োগ হইল। অষ্টমী হইতে দ্বাদশী যাবৎ পাঁচদিনের যুদ্ধে নিকুম্ভ ও কুম্ভ এবং চারিদিনের যুদ্ধে মকরাক্ষ নিহত হইল। ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বিতীয়ার দিন ইন্দ্রজিৎ রামচন্দ্রকে পরাজিত করিল। তৃতীয়াদি সপ্তম্যন্ত পাঁচ দিন পর্য্যন্ত ওষধি আনয়নের ব্যগ্র-তায় যুদ্ধ স্থগিত রহিল। দুর্ব্বুদ্ধি রাবণ অষ্টমীর দিন মায়াসীতার শিরশ্ছেদ করিল। রাম শোকা-বেগে সৈন্যদিগকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। ৫১—৬৯। অনন্তর ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত পাঁচদিনের যুদ্ধে লক্ষ্মণ বিখ্যাতবলবীর্য্য ইন্দ্রজিৎকে নিহত করিলেন। চতুর্দ্দশীর দিন দশগ্রীব যুদ্ধ হইতে স্থগিত রহিল। অমাবস্যাদিনে দশানন যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। চৈত্র-শুক্লপ্রতিপৎ হইতে পঞ্চমী পর্য্যন্ত পাঁচ দিন রাবণ ক্রমাগত যুদ্ধ করিল। যুদ্ধে প্রচুর রাক্ষসসৈন্য নিপাতিত হইল। চৈত্রশুক্লাষ্টমী যাবৎ অসংখ্য রথাশ্বাদির সংহারকার্য্য চলিল। শুক্লনবমীর দিন লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে আহত হইলেন। কোপাবিষ্ট রাম দশাননকে সমর হইতে বিতাড়িত করিলেন। বিভীষণের উপদেশে হনূমান্ যুদ্ধান্তে লক্ষ্মণের নিমিত্ত দ্রোণাচলে ঔষধানয়নে যাত্রা করিলেন। পরে সেস্থান হইতে বিশল্যা আনয়ন-পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে পান করাইলেন। দশমীদিনের দিবাভাগে যুদ্ধ স্থগিত রহিল; কিন্তু রাত্রিকালে রাক্ষসদিগের ঘোর যুদ্ধ চলিল। একাদশীতে ইন্দ্রসারথি মাতলি রামের জন্য রথ লইয়া আসি-লেন। দ্বাদশী হইতে কৃষ্ণচতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত অষ্টাদশ দিন যাবৎ রাম-রাবণের সংগ্রাম চলিল। অনন্তর রাম দ্বৈরথ যুদ্ধে রাবণকে বধ করিলেন। অমাবস্যা-দিনে রাবণাদির সংস্কারকার্য্য হইল। তুমুল সংগ্রামে রামচন্দ্রই জয়ী হইলেন। মাঘ-

সপ্তাশীতিদিনান্যেবং মধ্যে পঞ্চদশাহকম্ ॥ ৭৯ ॥ যুদ্ধাবহারঃ সংগ্রামো দ্বাসপ্ততিদিনান্যভূৎ। বৈশাখাদিতিথৌ রাম উবাস রণভূমিষু। অভিষিক্তো দ্বিতীয়ায়াং লঙ্কারাজ্যে বিভীষণঃ ॥ ৮০ ॥ সীতাশুদ্ধিস্তৃতীয়ায়াং দেবেভ্যো বরলম্ভনম্। দশরথস্যাগমনং তত্র চৈবানুমোদনম্ ॥ ৮১ ॥ হত্বা ত্বরেণ লঙ্কেশং লক্ষ্মণস্যাগ্রজো বিভুঃ। গৃহীত্বা জানকীং পুণ্যাং দুঃখিতাং রাক্ষসেন তু ॥ ৮২ ॥ আদায় পরয়া প্রীত্যা জানকীং স ন্যবর্ত্তত। বৈশাখস্য চতুর্থ্যান্তু রামঃ পুষ্পকমাশ্রিতঃ ॥ ৮৩ ॥ বিহায়সা নিবৃত্তস্তু ভূয়োঽযোধ্যাং পুরীং প্রতি। পূর্ণে চতুর্দ্দশে বর্ষে পঞ্চম্যাং মাধবস্য চ ॥ ৮৪ ॥ ভারদ্বাজাশ্রমে রামঃ সগণঃ সমুপাবিশৎ। নন্দিগ্রামে তু ষষ্ঠ্যাং স পুষ্পকেণ সমাগতঃ ॥ ৮৫ ॥ সপ্তম্যামভিষিক্তোঽসৌ ভূয়োঽযোধ্যাং রঘূদ্বহঃ। দশাহাধিকমাসাংশ্চ চতুর্দ্দশ হি মৈথিলী ॥ ৮৬ ॥ উবাস রামরহিতা রাবণস্য নিবেশনে। দ্বাচত্বারিংশকে বর্ষে রামো রাজ্যমকারয়ৎ ॥ ৮৭ ॥ সীতায়াস্তু ত্রয়স্ত্রিংশদ্বর্ষাণি তু তদাভবন্। স চতুর্দ্দশবর্ষান্তে প্রবিষ্টঃ স্বাং পুরীং প্রভুঃ ॥ ৮৮ ॥ অযোধ্যাং নাম মুদিতো রামো রাবণদর্পহা। ভ্রাতৃভিঃ সহিতস্তত্র রামো রাজ্যমকারয়ৎ ॥ ৮৯ ॥ দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ। রামো রাজ্যং পালয়িত্বা জগাম ত্রিদিবালয়ম্ ॥ ৯০ ॥ রামরাজ্যে তদা লোকা হর্ষনির্ভরমানসাঃ। বভূবুর্ধনধান্যাঢ্যাঃ পুত্রপৌত্রযুতা নরাঃ ॥ ৯১ ॥ কামবর্ষী চ পর্জ্জন্যঃ শস্যানি গুণবন্তি চ। গাবস্তু ঘটদোহিন্যঃ পাদপাশ্চ সদাফলাঃ ॥ ৯২ ॥ নাধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব রামরাজ্যে নরাধিপ। নার্য্যঃ পতিব্রতাশ্চাসন্ পিতৃভক্তিপরা নরাঃ ॥ ৯৩ ॥ দ্বিজা বেদপরা নিত্যং ক্ষত্রিয়া দ্বিজসেবিনঃ। কুর্ব্বতে বৈশ্যবর্ণাশ্চ ভক্তিং দ্বিজগবাং সদা ॥ ৯৪ ॥ ন যোনিসঙ্করশ্চাসীত্তত্র নাচারসঙ্করঃ। ন বন্ধ্যা দুর্ভগা নারী কাকবন্ধ্যা মৃতপ্রজা ॥ ৯৫ ॥ বিধবা নৈব কাপ্যাসীৎ সভর্ত্তৃকা ন লপ্যতে। নাবজ্ঞাং কুর্ব্বতে কেঽপি মাতাপিত্রোর্গুরোস্তথা ॥ ৯৬ ॥ ন চ

মাসের শুক্লদ্বিতীয়া হইতে চৈত্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশী যাবৎ সমষ্টিতে সপ্তাশীতি দিবস যুদ্ধ হয়। মধ্যে পঞ্চদশ দিন যুদ্ধ স্থগিত ছিল। তদ্ব্যতীত দ্বাসপ্ততি দিন অবিরাম সংগ্রাম হইয়াছিল। বৈশাখের আদিতিথিতে রাম বিশ্রামার্থ রণাঙ্গনে অবস্থান করেন। দ্বিতীয়ার দিন তিনি বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তৃতীয়ায় সীতাশুদ্ধি, দেবগণের নিকট বরলাভ, দশরথের আগমন, এবং সীতাগ্রহণে তাঁহার অনুমোদন, এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। এইরূপে লক্ষ্মণাগ্রজ রাম সত্বর লঙ্কাপতিকে নিহত করিয়া রাক্ষসদুঃখিতা পূতচরিতা সীতাকে গ্রহণপূর্ব্বক পরম প্রীতিসহকারে লঙ্কা হইতে প্রত্যাগত হইলেন। বৈশাখের চতুর্থী তিথিতে রাম পুষ্পকারোহণে আকাশপথে পুনর্ব্বার অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অনন্তর চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হইল। চৈত্রপঞ্চমীর দিন রাম সগণ সমভিব্যাহারে ভরদ্বাজাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ষষ্ঠীর দিন পুষ্পকযোগে নন্দিগ্রামে আসিলেন। অনন্তর সপ্তমীর দিন রঘুকুলধুরন্ধর রাম পুনর্ব্বার অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। চৌদ্দ মাস দশদিন পর্য্যন্ত সীতা রাম-বিরহিতা হইয়া রাবণালয়ে বাস করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র দ্বাচত্বারিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন। এই সময় সীতার বয়স হইয়াছিল, ত্রয়স্ত্রিংশৎ বর্ষ। চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসের পর রাম রাবণের দর্প চূর্ণ করিয়া মুদিতমনে স্বীয় পুরী অযোধ্যায় প্রবেশ করেন; সেখানে আসিয়া তিনি ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন।৭০—৮৯। রাম সমষ্টিতে একাদশ সহস্র বর্ষ রাজ্য পালন করিয়া পরে স্বর্গারোহণ করেন। রাম-রাজ্যের তদানীন্তন লোক সকল হর্ষনির্ভরচিত্ত, ধন-ধান্যসম্পন্ন ও পুত্র-পৌত্রযুক্ত হইয়াছিল। পর্জ্জন্য কামবর্ষী, শস্য সকল গুণাঢ্য, গোগণ ঘটোঘ্নী ও পাদপরাজি সদাফলশালী ছিল। হে নরাধিপ! রামরাজ্যে কাহারও আধি-ব্যাধি ছিল না। নারীগণ পতিব্রতা ও নরগণ পিতৃভক্ত ছিল। দ্বিজগণ নিত্য বেদপরায়ণ, ক্ষত্রিয়গণ দ্বিজসেবী এবং বৈশ্যগণ দ্বিজ ও গোজাতির প্রতি নিত্য ভক্তি-যুক্ত ছিলেন। তৎকালে যোনিসঙ্কর বা আচারসঙ্কর ছিল না। কোন নারীই বন্ধ্যা, দুর্ভগা, কাকবন্ধ্যা, মৃতবৎসা বা বিধবা ছিল না। নারীগণ পুত্র-পৌত্রাদিসুখ অনুভব করিতে করিতে সৌভাগ্যভাগিনী হইয়া পতির অগ্রে অনায়াসেই মরিত, তাই তাহাদের কাহাকেও সে জন্য বিলাপ করিতে হইত না। তখন মাতা পিতা বা

বাক্যং হি বৃদ্ধানামুল্লঙ্ঘয়তি পুণ্যকৃৎ। ন ভূমিহরণং তত্র পরনারীপরাঙ্মুখাঃ ॥ ৯৭ ॥ নাপবাদপরো লোকো ন দরিদ্রো ন রোগভাক্। ন স্তেয়ো দ্যূতকারী চ মৈরেয়ী পাপিনো নহি ॥ ৯৮ ॥ ন হেমহারী ব্রহ্মঘ্নো ন চৈব গুরুতল্পগঃ। ন স্ত্রীঘ্নো ন চ বালঘ্নো ন চৈবানৃতভাষণঃ ॥ ৯৯ ॥ ন বৃত্তিলোপকশ্চাসীৎ কূটসাক্ষী ন চৈব হি। ন শঠো ন কৃতঘ্নশ্চ মলিনো নৈব দৃশ্যতে ॥ ১০০ ॥ সদা সর্ব্বত্র পূজ্যন্তে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। নাবৈষ্ণবোঽব্রতী রাজন্ রামরাজ্যেঽতিবিশ্রুতে ॥ ১০১ ॥ রাজ্যং প্রকুর্ব্বতস্তস্য পুরোধা বদতাং বরঃ। বসিষ্ঠো মুনিভিঃ সার্দ্ধং কৃত্বা তীর্থান্যনেকশঃ ॥ ১০২ ॥ আজগাম ব্রহ্মপুত্রো মহাভাগস্তপোনিধিঃ। রামস্তং পূজয়ামাস মুনিভি সহিতং গুরুম্ ॥ ১০৩ ॥ অভ্যুত্থানার্ঘ্যপাদৈশ্চ মধুপর্কাদিপূজয়া। পপ্রচ্ছ কুশলং রামং বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১০৪ ॥ রাজ্যে চাশ্বে গজে কোশে দেশে সভ্রাতৃভৃত্যয়োঃ। কুশলং বর্ত্ততে রাম ইতি পৃষ্টে মুনেস্তদা ॥ ১০৫ ॥ রাম উবাচ। সর্ব্বত্র কুশলং মেঽদ্য প্রসাদাত্তবতঃ সদা। পপ্রচ্ছ কুশলং রামো বসিষ্ঠং মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১০৬ ॥ সর্ব্বতঃ কুশলী ত্বং হি ভার্য্যাপুত্রসমন্বিতঃ। স সর্ব্বং কথয়ামাস যথা তীর্থান্যশেষতঃ ॥ ১০৭ ॥ সেবিতানি ধরাপৃষ্ঠে ক্ষেত্রাণ্যায়তনানি চ। রামায় কথয়ামাস সর্ব্বত্র কুশলং তদা ॥ ১০৮ ॥ ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো রামো রাজীবলোচনঃ। পপ্রচ্ছ তীর্থমাহাত্ম্যং যত্তীর্থেষূত্তমোত্তমম্ ॥ ১০৯ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রামচরিত্রবর্ণনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরাম উবাচ। ভগবন্ যানি তীর্থানি সেবিতানি ত্বয়া বিভো। এতেষাং পরমংতীর্থং তন্মমাচক্ষ্ব মানদ ॥ ১ ॥ ময়া তু সীতাহরণে নিহতা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ। তৎপাপস্য বিশুদ্ধ্যর্থং বদ তীর্থোত্তমোত্তমম্ ॥২॥ বসিষ্ঠ

গুরুর কেহই অবজ্ঞা করিত না। কোন পুণ্যকারী ব্যক্তিই বৃদ্ধগণের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিতেন না। কেহই কাহারও ভূমি হরণ করিত না, সকলেই পরদারপরাঙ্মুখ ছিল। কোন লোকই পরনিন্দারত, দরিদ্র, রোগী, স্তেয়ী, দ্যূতকারী, মদ্যপায়ী, পাপী, হেমহারী, ব্রহ্মঘ্ন, গুরুতল্পরত, স্ত্রীঘাতী, বালঘাতী, অসত্যবাদী, বৃত্তিলোপকারী, কূটসাক্ষী, শঠ, কৃতঘ্ন বা মলিন ছিল না। বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ সদা সর্ব্বত্রই পূজিত হইতেন। রাজন্! রামের সেই বিশ্ববিশ্রুত রাজ্যশাসনসময়ে কেহ অবৈষ্ণব বা অব্রতী ছিলেন না। একদা রাম রাজ্যশাসনে ব্যাপৃত ছিলেন। এমন সময়ে বাগ্মিবর ব্রহ্মনন্দন পুরোহিত বশিষ্ঠ অন্যান্য মুনিগণসমভিব্যাহারে বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া রামসমীপে আগমন করিলেন। রাম মুনিগণসহ গুরু বশিষ্ঠদেবকে অভ্যুত্থান, অর্ঘ্য, পাদ্য ও মধুপর্কাদি দ্বারা পূজা করিলেন। মুনিবর বশিষ্ঠ রামের নিকট কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, বলিলেন,—রাম! তোমার রাজ্যের—তোমার অশ্ব, গজ, কোষ, দেশ, ভ্রাতা, ভৃত্য প্রভৃতির কুশল তো? মুনিবর এইরূপ কুশল প্রশ্ন করিলে রামচন্দ্র কহিলেন,—গুরুদেব! ভবৎপ্রসাদে আমার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল জানিবেন। এই বলিয়া রাম মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের নিকট কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিলেন,—মুনে! ভার্য্যাপুত্রসহ আপনার সমস্তই কুশল তো? তখন বশিষ্ঠ রামের নিকট তাঁহার সার্ব্বত্রিক কুশলসংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন এবং এই ভূমণ্ডলের যে সকল তীর্থ ক্ষেত্র ও পুণ্যায়তন তিনি সেবা করিয়া আসিয়াছেন, সে সকলও রামকে তিনি স্বীয় কুশলজ্ঞাপনপ্রসঙ্গে বলিলেন। অনন্তর রাজীবলোচন রাম বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বশিষ্ঠসমীপে উত্তমোত্তম তীর্থমাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিলেন। ৯০—১০৯।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০।

এক ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীরাম কহিলেন,—হে মানদ, ভগবন্! আপনি যে সকল তীর্থের সেবা করিয়াছেন, তন্মধ্যে যাহা পরমোত্তম তীর্থ, তাহাই আমার নিকট ব্যক্ত করুন। আমি সীতাহরণে ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক ব্রহ্মরাক্ষসকে নিহত করিয়াছি। সেই পাপ হইতে শুদ্ধিলাভের জন্য যাহা তীর্থসমূহের মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট তীর্থ, তাহারই বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি,

উবাচ। গঙ্গা চ নর্ম্মদা তাপী যমুনা চ সরস্বতী। গণ্ডকী গোমতী পূর্ণা এতা নদ্যঃ সুপাবনাঃ॥ ২॥ এতাসাং নর্ম্মদা শ্রেষ্ঠা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী। দহতে কিল্বিষং সর্ব্বং দর্শনাদেব রাঘব॥ ৪॥ দৃষ্ট্বা জন্মশতং পাপং গত্বা জন্মশতত্রয়ম্। স্নাত্বা জন্মসহস্রঞ্চ হন্তি রেবা কলৌ যুগে॥ ৫॥ নর্ম্মদা-তীরমাশ্রিত্য শাকমূলফলৈরপি॥ একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটিভোজফলং লভেৎ॥ ৬॥ গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রুয়াদ্‌যোজনানাং শতৈরপি। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৭॥ ফাল্গুনান্তে কুহূং প্রাপ্য তথা প্রৌষ্ঠপদেঽসিতে। পক্ষেগঙ্গামধি প্রাপ্য স্নানঞ্চ পিতৃতর্পণম্॥ ৮॥ কুরুতে পিণ্ডদানানি সোঽক্ষয়ং ফলমশনুতে। শুচৌ মাসে চ সম্প্রাপ্তে স্নানং তাপ্যাং করোতি যঃ॥ ৯॥ চতুরশীতিনরকান্ন পশ্যতি নরো নৃপ। তপত্যাঃ স্মরণে রাম মহাপাতকিনামপি॥ ১০॥ উদ্ধ-রেৎ সপ্তগোত্রাণি কুলমেকোত্তরং শতম্। যমুনায়াং নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১১॥ মহাপাতক-যুক্তোঽপি স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্। কার্ত্তিক্যাং কৃত্তিকাযোগে সরস্বত্যাং নিমজ্জয়েৎ॥১২॥ গচ্ছেৎ স গরুড়ারূঢ়ঃ স্তূয়মানঃ সুরোত্তমৈঃ। স্নাত্বা যঃ কার্ত্তিকে মাসি যত্র প্রাচী সরস্বতী॥ ১৩॥ প্রাচী-মাধবমাস্তূয় স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্। গণ্ডকী-পুণ্যতীর্থে হি স্নানং যঃ কুরুতে নরঃ॥ ১৪॥ শালগ্রামশিলামর্চ্চ্য ন ভূয়ঃ স্তনপো ভবেৎ। গোমতীজলকল্লোলৈর্ম্মজ্জয়েৎ কৃষ্ণসন্নিধৌ॥ ১৫॥ চতুর্ভুজো নরো ভূত্বা বৈকুণ্ঠে মোদতে চিরম্। চর্ম্মণ্বতীং নমস্কৃত্য অপঃ স্পৃশতি যো নরঃ॥ ১৬॥ স তারয়তি পূর্ব্বজান্ দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্ দ্বয়োশ্চ সঙ্গমং দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা বা সাগরধ্বনিম্॥ ১৭॥ ব্রহ্মহত্যাযুতো বাপি পূতো গচ্ছেৎ পরাং গতিম্। মাঘমাসে প্রয়াগে তু মজ্জনং কুরুতে নরঃ॥ ১৮॥ ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা অন্তে বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ। প্রভাসে যে নরা রাম ত্রিরাত্রং ব্রহ্মচারিণঃ॥ ১৯॥ যমলোকং ন পশ্যেয়ুঃ কুম্ভীপাকাদিকং তথা। নৈমিষারণ্যবাসী যো নরো দেবত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ২০॥ দেবানামালয়ং যস্মাত্তদেব ভুবি দুর্লভম্। কুরুক্ষেত্রে নরো রাম

আপনি বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন,—গঙ্গা, নর্ম্মদা, তাপী, যমুনা, সরস্বতী, গণ্ডকী ও গোমতী প্রভৃতি নদীনিচয় অতি পবিত্র। ইহাদের মধ্যে নর্ম্মদা শ্রেষ্ঠ। ত্রিপথগামিনী গঙ্গা দর্শনমাত্রেই নিখিল পাপ নাশ করেন। কলিযুগে রেবার দর্শনমাত্রে শত জন্মের, তথায় গমনে ত্রিশত জন্মের এবং স্নানে সহস্রজন্মের পাপ নষ্ট হয়। নর্ম্মদাতীরে গিয়া শাক, মূল, ও ফল দ্বারাও একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে, কোটিব্রাহ্মণভোজনের ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি শত যোজন দূর হইতেও 'গঙ্গা গঙ্গা' শব্দ উচ্চারণ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। ফাল্গুনের শেষ অমাবাস্যায় অথবা ভাদ্রকৃষ্ণপক্ষে যে ব্যক্তি গঙ্গায় গিয়া স্নান, তর্পণ ও পিণ্ডদানাদি করে; তাহার অক্ষয়ফলপ্রাপ্তি হয়। আষাঢ়-মাসে তাপী নদীতে যে ব্যক্তি স্নান করে, তাহাকে অন্ত কালে চতুরশীতি নরক দর্শন করিতে হয় না। হে রাম! তাপীর স্মরণে মহাপাতকী-দিগেরও সপ্তগোত্র এবং একাধিক শত কুল উদ্ধার পাইয়া থাকে। নর যমুনায় স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়,—মহাপাতকযুক্ত হইলেও তাহার পরম গতিলাভ হইয়া থাকে। কার্ত্তিকে কৃত্তিকা-নক্ষত্রের যোগে সরস্বতীতে অবগাহন করিবে এই অবগাহনের ফলে নর অন্তে সুরগণকর্ত্তৃক মান ও গরুড়ারূঢ় হইয়া গমন করে। কার্ত্তিকমাসে প্রাচী সরস্বতীতে স্নান করিয়া প্রাচীমাধবকে স্তব করিলে, নর পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে নর গণ্ডকীর পুণ্যতীর্থে স্নান করিয়া তত্রত্য শালগ্রাম-শিলার অর্চ্চনা করে, তাহাকে পুনরায় আর স্তন্যপায়ী হইতে হয় না। যে ব্যক্তি কৃষ্ণসমীপে গোমতীর জলকল্লোলে মগ্ন হয়, সে চতুর্ভুজ হইয়া বৈকুণ্ঠধামে চিরবিরাজ করে। চর্ম্মণ্বতীকে নমস্কার করিয়া যে নর তাহার জল স্পর্শ করে, সে দশপূর্ব্ব ও দশাবর পুরুষ উদ্ধার করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি উক্ত উভয়ের সঙ্গম দর্শন বা সাগরধ্বনি শ্রবণ করে, সে অযুত ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইলেও পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে নর মাঘে প্রয়াগে স্নান করে, তাহার ইহলোকে সুখভোগ এবং অন্তে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। রামচন্দ্র! প্রভাসক্ষেত্রে ত্রিরাত্র ব্রহ্মচারি-অবস্থায় থাকিলে, যমলোক বা কুম্ভী-পাকাদি নরক দর্শন করিতে হয় না। নৈমিষারণ্যের অধিবাসী নর দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। উহা দেবগণের আবাস বলিয়া ভূতলে দুর্লভ স্থান। হে রাম! কুরু-

গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ২১ ॥ হেমদানাচ্চ রাজেন্দ্র ন ভূয়ঃ স্তনপো ভবেৎ। শ্রীস্থলে দর্শনং কৃত্বা নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ২২ ॥ সর্ব্বদুঃখবিনাশে চ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে। কাঞ্চনীং স্পর্শয়েদ্‌যো গাং মানবো ভুবি রাঘব ॥ ২৩ ॥ সর্ব্বকামদুঘাবামমৃষিলোকং স গচ্ছতি। উজ্জয়িন্যাং তু বৈশাখে শিপ্রায়াং স্নানমাচরেৎ ॥২৪॥ মোচয়েদ্রৌরবাদ্‌ঘোরাৎ পূর্ব্বজাংশ্চ সহস্রশঃ। সিন্ধুস্নানং নরো রাম প্রকরোতি দিনত্রয়ম্ ॥ ২৫ ॥ সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা কৈলাসে মোদতে নরঃ। কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা কোটীশ্বরং শিবম্ ॥ ২৬ ॥ ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈর্লিপ্যতে ন চ স ক্বচিৎ। অজ্ঞানামপি জন্তূনাং মহামেধ্যে তু গচ্ছতাম্ ॥ ২৭ ॥ পাদোদ্ভূতং পয়ঃ পীত্বা সর্ব্বপাপং প্রণশ্যতি। বেদবত্যাং নরো যস্তু স্নাতি সূর্য্যোদয়ে শুভে ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বরোগাৎ প্রমুচ্যেত পরং সুখমবাপ্নুয়াৎ। তীর্থানি রাম সর্ব্বত্র স্নানপানাবগাহনৈঃ ॥ ২৯ ॥ নাশয়ন্তি মনুষ্যাণাং সর্ব্বপাপানি লীলয়া। তীর্থানাং পরমং তীর্থং ধর্ম্মারণ্যং প্রচক্ষতে ॥ ৩০ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যৈর্যদাদৌ সংস্থাপিতং পুরা। অরণ্যানাঞ্চ সর্ব্বেষাং তীর্থানাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৩১ ॥ ধর্ম্মারণ্যাৎ পরং নাস্তি ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্। স্বর্গে দেবাঃ প্রশংসন্তি ধর্ম্মারণ্যনিবাসিনঃ ॥ ৩২ ॥ তে পুণ্যাস্তে পুণ্যকৃতো যে বসন্তি কলৌ নরাঃ। ধর্ম্মারণ্যে রামদেব সর্ব্বকিল্বিষনাশনে ॥ ৩৩ ॥ ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি সর্ব্বস্তেয়কৃতানি চ। পরদারপ্রসঙ্গাদি অভক্ষ্যভক্ষণাদি বৈ ॥ ৩৪ ॥ অগম্যাগমনাদ্যানি অস্পর্শস্পর্শনাদি চ। ভস্মীভবন্তি লোকানাং ধর্ম্মারণ্যাবগাহনাৎ ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মঘ্নশ্চ কৃতঘ্নশ্চ বালঘ্নোঽনৃতভাষণঃ। স্ত্রীগোঘ্নশ্চৈব গ্রামঘ্নো ধর্ম্মারণ্যে বিমুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥ নাতঃ পরং পাবনং হি পাপিনাং প্রাণিনাং ভুবি স্বর্গ্যং যশস্যমায়ুষ্যং বাঞ্ছিতার্থপ্রদং শুভম্ ॥ ৩৭ ॥ কামিনাং কামদং ক্ষেত্রং যতীনাং মুক্তিদায়কম্। সিদ্ধানাং সিদ্ধিদং প্রোক্তং ধর্ম্মারণ্যং যুগে যুগে ॥ ৩৮ ॥ ব্রহ্মোবাচ ॥ বসিষ্ঠবচনং শ্রুত্বা রামো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ। পরং হর্ষমনুপ্রাপ্য হৃদয়ানন্দকারকম্ ॥ ৩৯ ॥

ক্ষেত্রে চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণকালে যে নর হেম দান করে, হে রাজেন্দ্র! তাহাকে আর স্তন্যপায়ী হইতে হয় না। নর সর্ব্বদুঃখহর শ্রীস্থলে দেবদর্শন করিয়া পাপমুক্ত হয় এবং অন্তে বিষ্ণুলোকে বিহার করিয়া থাকে। হে রাঘব! যে মানব ভূতলে কাঞ্চনী ধেনু দান করে, সর্ব্বকামপ্রদ ঋষিলোক তাহার লাভ হইয়া থাকে। মানব বৈশাখ মাসে উজ্জয়িনীস্থ শিপ্রাসলিলে স্নান করিবে। এইরূপ স্নানের ফলে তাহার সহস্র সহস্র পূর্ব্ব পুরুষ ঘোর রৌরবনরক হইতে উদ্ধার পাইবে। হে রাম! যে ব্যক্তি দিনত্রয় সিন্ধুসলিলে স্নান করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে বিশুদ্ধ হইয়া কৈলাসে বিহার করিয়া থাকে। নর কোটিতীর্থে স্নান করিয়া, কোটীশ্বর শিবকে সন্দর্শন করিলে কদাচ ব্রহ্মহত্যাদি পাপে লিপ্ত হয় না। রাম! যে সকল অজ্ঞ লোক অতি অপবিত্র স্থানে গমন করে, পাদোদ্ভূত জলপান করিলে তাহাদের কোন পাপই থাকে না। শুভ সূর্য্যোদয়ে যে নর বেদবতীর জলে স্নান করে, তাহার সর্ব্বরোগ হইতে মুক্তি ঘটে; সে পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রাম! স্নানে পানে ও অবগাহনে তীর্থ সকল সর্ব্বত্রই অবলীলাক্রমে মনুষ্যগণের সর্ব্বপাপ প্রশমিত করিয়া থাকে। তীর্থসমূহের মধ্যে ধর্ম্মারণ্যই পরম তীর্থ। পুরাকালে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব সর্ব্বাগ্রে এই তীর্থ স্থাপন করিয়াছিলেন। সমস্ত অরণ্যের বিশেষতঃ সমস্ত তীর্থের মধ্যে ধর্ম্মারণ্য অপেক্ষা ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ পরম তীর্থ আর নাই, ধর্ম্মারণ্যবাসীদিগকে স্বর্গের সুরগণও প্রশংসা করিয়া থাকেন।১—৩২। হে রাম! কলিকালে সেই সকল লোকই পুণ্যাত্মা এবং তাহারাই পুণ্যকর্ত্তা, যাহারা সর্ব্বপাপহর ধর্ম্মারণ্যে বাস করিয়া থাকে। ব্রহ্মহত্যাদি পাপ, নিখিলস্তেয়পাপ, পরদারগমনপাপ, অভক্ষ্য-ভক্ষণাদি পাপ, অগম্যা-গমন জন্য পাপ এবং অস্পৃশ্য-স্পর্শনাদি যে কিছু পাপ—ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ মাত্র সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া থাকে। ব্রহ্মঘ্ন, কৃতঘ্ন, বালঘ্ন, স্ত্রীঘ্ন, গোঘ্ন, গ্রামঘ্ন কিম্বা মিথ্যাভাষী, এ সকল লোকের এই ধর্ম্মারণ্যেই মুক্তি হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মারণ্য অপেক্ষা পাপী প্রাণীদিগের পাবন স্থান আর নাই। ইহা স্বর্গ্য, যশস্য, আয়ুষ্য এবং বাঞ্ছিত-ফলপ্রদ। ধর্ম্মারণ্যক্ষেত্র কামিগণের কামদ ও যতিগণের মুক্তিদ এবং যুগে যুগে সিদ্ধগণের সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া উল্লিখিত। ব্রহ্মা বলিলেন,—ধার্ম্মিকপ্রবর রাম, বশিষ্ঠের বাক্য শুনিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন। তাঁহার

প্রোৎফুল্লহৃদয়ো রামো রোমাঞ্চিততনূরুহঃ। গমনায় মতিং চক্রে ধর্ম্মারণ্যে শুভব্রতঃ ॥ ৪০ ॥ যস্মিন্ কীটপতঙ্গাদিমানুষাঃ পশবস্তথা। ত্রিরাত্রসেবনেনৈব মুচ্যন্তে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৪১ ॥ কুশস্থলী যথা কাশী শূলপাণিশ্চ ভৈরবঃ। যথা বৈ মুক্তিদো রাম ধর্ম্মারণ্যং তথোত্তমম্ ॥ ৪২ ॥ ততো রামো মহেম্বাসো মুদা পরময়া যুতঃ। প্রস্থিতস্তীর্থযাত্রায়াং সীতয়া ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ৪৩ ॥ অনুজগ্মুস্তদা রামং হনুমাংশ্চ কপীশ্বরঃ। কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ মুদান্বিতা ॥ ৪৪ ॥ লক্ষ্মণো লক্ষণোপেতো ভরতশ্চ মহামতিঃ। শত্রুঘ্নঃ সৈন্যসহিতোঽপ্যযোধ্যাবাসিনস্তথা ॥ ৪৫ ॥ প্রকৃতয়ো নরব্যাঘ্র ধর্ম্মারণ্যে বিনির্যযুঃ। অনুজগ্মুস্তদা রামং মুদা পরময়া যুতাঃ ॥ ৪৬ ॥ তীর্থযাত্রাবিধিং কর্ত্তুং গৃহাৎ প্রচলিতো নৃপঃ। বসিষ্ঠং স্বকুলাচার্য্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ৪৭ ॥ শ্রীরাম উবাচ। এতদাশ্চর্য্যমতুলং কিমাদি দ্বারকাভবৎ। কিয়ৎকালসমুৎসন্না বসিষ্ঠেদং বদস্ব মে ॥ ৪৮ ॥

বসিষ্ঠ উবাচ। ন জানামি মহারাজ কিয়ৎকালাদভূদিদম্। লোমশো জাম্ববাংশ্চৈব জানাতীতি চ কারণম্ ॥ ৪৯ ॥ শরীরে যৎকৃতং পাপং নানাজন্মান্তরেষ্বপি। প্রায়শ্চিত্তং হি সর্ব্বেষামেতৎ ক্ষেত্রং পরং স্মৃতম্ ॥ ৫০ ॥ শ্রুত্বেতি বচনং তস্য রামো জ্ঞানবতাং বরঃ। গন্তুং কৃতমতিস্তীর্থং যাত্রাবিধিমথাচরৎ ॥ ৫১ ॥ বসিষ্ঠং চাগ্রতঃ কৃত্বা মহামাণ্ডলিকৈর্নৃপৈঃ। পুনশ্চরবিধিং কৃত্বা প্রস্থিতশ্চোত্তরাং দিশম্ ॥ বসিষ্ঠং চাগ্রতঃ কৃত্বা প্রতস্থে পশ্চিমাং দিশম্। গ্রামাদ্‌গ্রামমতিক্রম্য দেশাদ্দেশং বনাদ্বনম্ ॥ ৫৩ ॥ বিমুচ্য নির্যযৌ রামঃ সসৈন্যঃ সপরিচ্ছদঃ। গজবাজিসহস্রৌঘৈ রথৈর্যানৈশ্চ কোটিভিঃ ॥ ৫৪ ॥ শিবিকাভিশ্চাসঙ্খ্যাভিঃ প্রযযৌ রাঘবস্তদা। গজারূঢ়ঃ প্রপশ্যংশ্চ দেশান্ বিবিধসোহৃদান্ ॥ ৫৫ ॥ শ্বেতাতপত্রং বিধৃত্য চামরেণ শুভেন চ। বীজিতশ্চ জনৌঘেন রামস্তত্র সমভ্যগাৎ ॥ ৫৬ ॥ বাদিত্রাণাং স্বনৈর্ঘোরৈর্নৃত্যগীতপুরঃসরৈঃ। স্তূয়মানোঽপি স্তুতৈশ্চ যযৌ রামো

হৃদয়ে আনন্দ উপজিল, রোমরাজি পুলকিত হইল, হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি শুভব্রতে নিরত হইয়া ধর্ম্মারণ্যগমনে মনস্থ করিলেন। ধর্ম্মারণ্য এমনই পুণ্যভূমি, তথায় কীট, পতঙ্গ, নর ও পশু প্রভৃতিও ত্রিরাত্র বাসে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। কুশস্থলী, কাশী ও শূলপাণি ভৈরব, এই সকল যেমন মুক্তিদ উত্তম স্থান, এই ধর্ম্মারণ্যও তেমনই। অনন্তর মহাশরশরাসনধারী রাম পরম প্রমুদিত হইয়া সীতা ও ভ্রাতৃগণসহ তীর্থযাত্রা করিলেন। কপিপ্রবর হনূমান; মুদিতা কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী, সুলক্ষণ লক্ষ্মণ, মহামতি ভরত, সৈন্যসহ শত্রুঘ্ন এবং অন্যান্য অযোধ্যাপুরবাসী প্রকৃতিপুঞ্জ—রামের অনুগমন করিলেন। হে নরবর! অনুযাত্রিগণ সকলেই পরম প্রীতিযুক্ত; সকলেই ধর্ম্মারণ্যাভিমুখে প্রস্থিত। নৃপ রামচন্দ্র তীর্থযাত্রাবিধি সমাধার জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া স্বীয় কুলাচার্য্য বশিষ্ঠের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—গুরো, বশিষ্ঠ! ইহাই পরম আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই ধর্ম্মারণ্যভূমিই কি আদি দ্বারকা ছিল? কতকাল হইতে এই অরণ্যভূমি উৎপন্ন হইয়াছে? ইহা আমার নিকট* বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন,—মহারাজ! ইহা কতকাল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে,

তাহা আমি জানি না; সম্ভবতঃ লোমশ কি জাম্ববান্ ইঁহাদের এ বিষয় বিদিত আছে। আমি জানি, নানাজন্মে শরীরে যতই পাপ অর্জ্জিত থাকুক, এই ক্ষেত্র তাহার সকলগুলিরই পরম প্রায়শ্চিত্তস্থল।৩৩—৫০। জ্ঞানিপ্রবর রাম তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তীর্থগমনে সঙ্কল্পপূর্ব্বক যাত্রাবিধি সমাধা করিলেন। পরে বশিষ্ঠদেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মহামাণ্ডলিক-নৃপগণ-সমভিব্যাহারে তীর্থযাত্রা করিলেন। পুনর্ব্বার চর প্রেরিত হইল। তিনি প্রথমে উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠপুরঃসর পশ্চিমদিকে চলিলেন। গ্রাম হইতে গ্রামান্তর, দেশ হইতে দেশান্তর এবং বন হইতে বনান্তর অতিক্রম করিয়া সসৈন্যে সপরিচ্ছদে রামচন্দ্র নির্গত হইতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র গজ-বাজী, কোটি কোটি রথ, যান এবং সংখ্যাতীত শিবিকা চলিল। রামচন্দ্র এক বিশিষ্ট গজে আরোহণ করিয়া বিবিধ মনোহর দেশ দর্শন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতাতপত্র বিধৃত হইল। তিনি শুভ চামর দ্বারা বীজিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে স্বজনমণ্ডলীসহ রাম তীর্থযাত্রা করিলেন। তাঁহার গমনকালে বহু বাদিত্রধ্বনি ও বিবিধ নৃত্য-গীত হইতে লাগিল। বন্দি-

মুদান্বিতঃ ॥ ৫৭ ॥ দশমেহহনি সম্প্রাপ্তং ধর্ম্মারণ্যমনুত্তমম্। অদূরে হি ততো রামো দৃষ্ট্বা মাণ্ডলিকং পুরম্ ॥ ৫৮ ॥ তত্র স্থিত্বা সসৈন্যস্ত উবাস নিশি তাং পুরীম্। শ্রুত্বা তু নির্জ্জনং ক্ষেত্রমুদ্বসং চ ভয়ানকম্ ॥ ৫৯ ॥ ব্যাঘ্রসিংহাকুলং তত্র যক্ষরাক্ষসসেবিতম্। শ্রুত্বা জনমুখাদ্রামো ধর্ম্মারণ্যমরণ্যকম্। তচ্ছ্রুত্বা রামদেবস্তু ন চিন্তা ক্রিয়তামিতি ॥ ৬০ ॥ তত্রস্থান্ বণিজঃ শূরান্ দক্ষান্ স্বব্যবসায়কে ॥ ৬১ ॥ সমর্থান্ হি মহাকায়ান্মহাবলপরাক্রমান্। সমাহূয় তদা কালে বাক্যমেতদথাব্রবীৎ ॥ ৬২ ॥ শিবিকাং সুসুবর্ণাং মে শীঘ্রং বাহয়তাচিরম্। যথা ক্ষণেন চৈকেন ধর্ম্মারণ্যং ব্রজাম্যহম্ ॥ ৬৩ ॥ তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে। এবং তে বণিজঃ সর্ব্বে রামেণ প্রেরিতাস্তদা ॥ ৬৪ ॥ তথ্যেত্যুক্ত্বা চ তে সর্ব্বে উহুস্তচ্ছিবিকাং তদা। ক্ষেত্রমধ্যে যদা রামঃ প্রবিষ্টঃ সহসৈনিকঃ ॥ ৬৫ ॥ তদ্‌যানস্য গতির্ম্মন্দা সঞ্জাতা কিল ভারত। মন্দশব্দানি বাদ্যানি মাতঙ্গা মন্দগামিনঃ ॥ ৬৬ ॥ হয়াশ্চ তাদৃশা জাতা রামো বিস্ময়মাগতঃ। গুরুং পপ্রচ্ছ বিনয়াদ্বশিষ্ঠং মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ৬৭ ॥ কিমেতন্মন্দগতয়শ্চিত্রং হৃদি মুনীশ্বর। ত্রিকালজ্ঞো মুনিঃ প্রাহ ধর্ম্মক্ষেত্রমুপাগতম্ ॥ ৬৮ ॥ তীর্থে পুরাতনে রাম পাদচারেণ গম্যতে। এবং কৃতে ততঃ পশ্চাৎ সৈন্যসৌখ্যং ভবিষ্যতি ॥ ৬৯ ॥ পাদচারী ততো রামঃ সৈন্যেন সহ সংযুতঃ। মধুবাসনকে গ্রামে প্রাপ্তঃ পরমভাবনঃ ॥ ৭০ ॥ গুরুণা চোক্তমার্গেণ মাতৃণাং পূজনং কৃতম্। নানোপহারৈর্ব্বিবিধৈঃ প্রতিষ্ঠাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৭১ ॥ ততো রামো হরিক্ষেত্রং সুবর্ণাদক্ষিণে তটে। নিরীক্ষ্য যজ্ঞযোগ্যাশ্চ ভূমীর্ব্বৈ বহুশস্তথা ॥ ৭২ ॥ কৃতকৃত্যং তদাত্মানং মেনে রামো রঘূদ্বহঃ। ধর্ম্মস্থানং নিরীক্ষ্যাথ সুবর্ণাক্ষোত্তরে তটে ॥ ৭৩ ॥ সৈন্যসজ্ঞং সমুত্তীর্য্য বভ্রাম ক্ষেত্রমধ্যতঃ। তত্র তীর্থেষু সর্ব্বেষু দেবতায়তনেষু চ ॥ ৭৪ ॥ যথোক্তানি চ কর্ম্মাণি রামশ্চক্রে বিধানতঃ। শ্রাদ্ধানি বিধিবচ্চক্রে শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ ॥ ৭৫ ॥ স্থাপয়ামাস রামেশং তথা রামেশ্বরং পুনঃ। স্থানে বায়ুপ্রদেশে তু সুবর্ণো-

বৃন্দ তাঁহার স্তব করিতে করিতে চলিল। রাম এইভাবে প্রফুল্লচিত্তে চলিলেন। ক্রমে দশমদিনে তিনি ধর্ম্মারণ্যে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রামচন্দ্র অদূরে মাণ্ডলিক পুর অবলোকন করিয়া সসৈন্যে সেই পুরেই সে রাত্রি বাস করিলেন। সেখানে থাকিয়া রামচন্দ্র লোকমুখে শুনিলেন,—নির্জ্জন ক্ষেত্র ধর্ম্মারণ্যে বাস করা বড়ই ভয়ঙ্কর ব্যাপার; ঐক্ষেত্র সিংহ-ব্যাঘ্রে সমাকুলিত ও যক্ষ-রাক্ষসে পরিব্যাপ্ত। রামদেব ধর্ম্মারণ্যের এই ভীষণতার কথা শুনিয়া কোনই চিন্তা করিলেন না, তত্রত্য বলবান্ বণিক্‌দিগকে ও কর্ম্মক্ষম শূদ্রজাতিকে এবং অন্যান্য মহাকায় মহাবল-পরাক্রম লোকদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—তোমরা শীঘ্র আমার সুবর্ণময়ী শিবিকা বহন কর, যেন আমি ক্ষণমধ্যেই ধর্ম্মারণ্যে গমন করিতে পারি। সেখানে স্নানে-পানে সর্ব্বপাপ হইতেই মুক্ত হওয়া যাইবে। তখন বণিক্‌গণ রামের প্রেরণায় 'তথাস্তু' বলিয়া সকলেই শিবিকা বহন করিল। অনন্তর রাম যখন সসৈন্যে ক্ষেত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন সহসা তাঁহার যানগতি মন্দ হইয়া গেল। সঙ্গের বাদ্যসকল মন্দশব্দ, মাতঙ্গসকল মন্দগামী এবং অশ্বসকলও মন্দগতি হইল। রামচন্দ্র এই ব্যাপারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন, হইয়া বিনয়পূর্ব্বক কুলগুরু মুনিবর বশিষ্ঠকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিলেন,—মুনীন্দ্র! এইরূপ গতিমান্দ্য ও শব্দমান্দ্য কেন হইল, ইহা আমার অন্তরে বড়ই বিস্ময়ের বিষয় হইয়াছে। তখন ত্রিকালজ্ঞ মুনি বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! এই ধর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছি। প্রাচীন তীর্থমাত্রে পাদচারে গমনই প্রশস্ত। আমার মনে হয়, সেইরূপ করিলে পশ্চাৎ সৈন্যপীড়া নষ্ট হইবে। অনন্তর রাম পদব্রজে চলিলেন, সৈন্যগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ক্রমে তিনি মধুবাসনক নামক গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে আসিয়া রাম বশিষ্ঠনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে নানাবিধ উপহার দ্বারা প্রতিষ্ঠাবিধি সমাধাপূর্ব্বক মাতৃমণ্ডলীর পূজা করিলেন।৫০—৭১। অনন্তর রঘুবর সুবর্ণা নদীর দক্ষিণ তটে রম্য হরিক্ষেত্র ও যজ্ঞযোগ্য বহুভূমি নিরীক্ষণ করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। ধর্ম্মস্থান দেখিয়া সুবর্ণাক্ষার উত্তর তটে সৈন্যসমূহ সমুত্তারিত করত ক্ষেত্রমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে সমস্ত তীর্থে ও দেবায়তনে যথাবিধি কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিলেন। তিনি সেখানে শ্রদ্ধার সহিত যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিলেন, রামেশ ও কামেশ নামে শিবলিঙ্গদ্বয় স্থাপন

ভয়তস্তটে ॥ ৭৬ ॥ কৃত্বৈবং কৃতকৃত্যোঽভূদ্রামো দশরথাত্মজঃ । কৃত্বা সর্ব্ববিধিঞ্চৈব সভায়াং সমুপাবিশৎ ॥ ৭৭ ॥ তাং নিশাং স নদীতীরে সুষ্বাপ রঘুনন্দনঃ । ততোঽর্দ্ধরাত্রে সঞ্জাতে রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ৭৮ ॥ জাগৃতশ্চ তদা কাল একাকী ধর্ম্মবৎসলঃ । অশ্রৌষীচ্চ ক্ষণে তস্মিন্ রামো নারীবিরোদনম্ ॥ ৭৯ ॥ নিশায়াং করুণৈর্বাক্যৈ রুদন্তীং কুররীমিব । চারৈর্বিলোকয়ামাস রামস্তামতিসম্ভ্রমাৎ ॥ ৮০ ॥ দৃষ্ট্বাতিবিহ্বলাং নারীং ক্রন্দন্তীং করুণৈঃ স্বরৈঃ । পৃষ্টা সা দুঃখিতা নারী রামদূতৈস্তদানঘ ॥ ৮১ ॥ দূতা উচুঃ । কাসি ত্বং সুভগে নারি দেবী বা দানবী নু কিম্ । কেন বা ত্রাসিতাসি ত্বং মুষ্টং কেন ধনং তব ॥ ৮২ ॥ বিকলা দারুণাঙ্ক্রন্দানুদ্গিরন্তী মুহুর্মুহুঃ । কথয়স্ব যথাতথ্যং রামো রাজাভিপৃচ্ছতি ॥ ৮৩ ॥ তয়োক্তং স্বামিনং দূতাঃ প্রেষয়ধ্বং মমান্তিকম্ । যথাহং মানসং দুঃখং শান্ত্যৈ তস্মৈ নিবেদয়ে ॥ ৮৪ ॥ তথেত্যুক্ত্বা ততো দূতা রামমাগত্য চাব্রুবন্ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দূতাগমনং নামৈক-
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ । ততশ্চ রামদূতাস্তে নত্বা রামমথাব্রুবন্ । রামরাম মহাবাহো বরনারী শুভাননা ॥১ সুবস্ত্রভূষাভরণাং মৃদুবাক্যপরায়ণাম্ । একাকিনীং ক্রন্দমানাং দৃষ্ট্বা তাং বিস্মিতা বয়ম্ ॥ ২ ॥ সমীপবর্ত্তিনো ভূত্বা পৃষ্টা সা সুরসুন্দরী । কা ত্বং দেবি বরারোহে দেবী বা দানবী নু কিম্ ॥ ৩ ॥ রামঃ পৃচ্ছতি দেবি ত্বাং ব্রূহি সর্ব্বং যথাতথম্ । তৎ শ্রুত্বা বচনং রামা সোবাচ মধুরং বচঃ ॥ ৪ ॥ রামং প্রেষয়ত ভদ্রং বো মম দুঃখাপহং পরম্ ॥ ৫ ॥ তদাকর্ণ্য ততো রামঃ সম্ভ্রমাত্বরিতো যযৌ । দৃষ্ট্বা তাং দুঃখসন্তপ্তাং স্বয়ং দুঃখমবাপ সঃ । উবাচ বচনং রাম কৃতাঞ্জলিপুটস্তদা ॥ ৬ ॥ শ্রীরাম উবাচ । কা ত্বং শুভে কস্য পরিগ্রহো

করিলেন; পবনাধিষ্ঠিত প্রদেশে সুবর্ণার উভয় তটে এইরূপে যথাবিধি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া দশরথনন্দন কৃতকৃত্য হইলেন। অতঃপর সর্ব্বকার্য্যের অবসানে তিনি সভা করিয়া তথায় উপবেশন করিলেন। সে রাত্রি রঘুনন্দন সেই নদীর তীরেই যাপন করিলেন। অনন্তর অর্দ্ধরাত্রে রাজীবলোচন রাম জাগ্রত হইয়া একাকী অদূরে এক নারীকণ্ঠের রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। ঐ নারী সেই নিশার্দ্ধে করুণকণ্ঠে কুররীর ন্যায় রোদন করিতেছিল। রাম তৎশ্রবণে অতি সম্ভ্রমের সহিত কতিপয় দূত প্রেরণ করিলেন। হে অনঘ! প্রেরিত রামদূতগণ সেই বিহ্বলা দুঃখার্ত্তা মহিলাকে করুণস্বরে রোদন করিতে দেখিয়া [illegible]সা করিল,—হে সুভগে! কে তুমি নারী —দেবী না দানবী? কেন তুমি ত্রাসিত হইয়াছ? কে তোমার ধন হরণ করিয়াছে? তাই তুমি বিকলভাবে মুহুর্মুহুঃ দারুণ চীৎকার করিতেছ? রাজা স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিতেছেন; অতএব তুমি যথাযথ ব্যক্ত কর। সেই নারী তখন উত্তর করিল,—দূতগণ! তোমরা তোমাদের প্রভুকে গিয়া এইস্থানে আমার নিকটে প্রেরণ কর। আমি আমার মনের দুঃখ তাঁহার নিকটেই নিবেদন করিব। রামদূতগণ তখন 'তথাস্তু' বলিয়া রামসমীপে আগমনপূর্ব্বক সেই কথা নিবেদন করিল। ৭২—৮৫।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর সেই রামদূতগণ রামসমীপে আসিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক বলিল,—হে রাম! হে মহাভুজ রাম! সেই সুন্দর-বসন-ভূষণধারিণী, মৃদুমধুরবাদিনী, শুভাননা, বরবর্ণিনীকে একাকিনী ক্রন্দন করিতে দেখিয়া আমরা সবিস্ময়ে তাহার সমীপবর্ত্তী হইলাম এবং সেই সুরসুন্দরীকে জিজ্ঞাসিলাম, অয়ি-দেবি, বরারোহে! কে তুমি, দানবী না দেবী? রামচন্দ্র তোমায় জিজ্ঞাসিতেছেন; অতএব তুমি যথাযথ পরিচয় বল। সেই কথা শুনিয়া রমণী মধুর বাক্যে বলিলেন,—তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা তোমাদের প্রভু সেই দুঃখহারী রামকে আমার নিকট প্রেরণ কর। রামচন্দ্র দূতমুখে ঐ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সসম্ভ্রমে সত্বর সেই রমণীসমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে দুঃখিতা দেখিয়া নিজেও দুঃখিত হইলেন। অনন্তর রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—কে তুমি? শুভে! কাহার ললনা? কে তোমায়

বা কেনাবধূতা বিজনে নিরস্তা। মুষ্টং ধনং কেন চ তাবকীনমাচক্ষ মাতঃ সকলং মমাগ্রে॥ ৭॥ ইত্যুক্ত্বা চাতিদুঃখার্ত্তো রামো মতিমতাং বরঃ। প্রণামং দণ্ডবচ্চক্রে চক্রপাণিরিবাপরঃ॥ ৮॥ তয়াভিবন্দিতো রামঃ প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ। তুষ্টয়া পরয়া প্রীত্যা স্তুতো মধুরয়া গিরা॥ ৯॥ পরমাত্মন্ পরেশান দুঃখহারিন্ সনাতন। যদর্থমবতারস্তে তচ্চ কার্য্যং ত্বয়া কৃতম্॥ ১০॥ রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ শক্রজিৎপ্রমুখাস্তথা। খরদূষণত্রিশিরোমারীচাক্ষকুমারকাঃ॥ ১১॥ অসংখ্যা নির্জ্জিতা রৌদ্রা রাক্ষসাঃ সমরাঙ্গণে॥ ১২॥ কিং বচ্মি লোকেশ সুকীর্ত্তিমদ্য তে বেধাস্বদীয়াঙ্গজপদ্মসম্ভবঃ। বিশ্বং নিবিষ্টঞ্চ তনৌ দদর্শ বটস্য পত্রে হি যথা বটো মতঃ॥ ১৩॥ ধন্যো দশরথো লোকে কৌশল্যা জননী তব। যয়োর্জ্জাতোঽসি গোবিন্দ জগদীশ পরঃ পুমান্॥ ১৪॥ ধন্যঞ্চ তৎকুলং রাম যত্র ত্বমাগতঃ স্বয়ম্। ধন্যাযোধ্যা পুরী রাম ধন্যো লোকস্তদাশ্রয়ঃ॥ ১৫॥ ধন্যঃ সোঽপি হি বাল্মীকির্যেন রামায়ণং কৃতম্। কবিনা বিপ্রমুখ্যেভ্য আত্মবুদ্ধ্যা হ্যনাগতম্॥ ১৬॥ ত্বত্তোঽভবৎ কুলং চেদং ত্বয়া দেব সুপাবিতম্॥ ১৭॥ নরপতিরিতি লোকৈঃ স্মর্য্যতে বৈষ্ণবাংশঃ স্বয়মসি রমণীয়ৈস্ত্বং গুণৈর্বিষ্ণুরেব। কিমপি ভুবনকার্য্যং যদ্বিচিন্ত্যাবতীর্য্য তদিহ ঘটয়তস্তে বৎস নির্ব্বিঘ্নমস্তু॥ ১৮॥ ত্বয়া বাচাথ রামং হি ত্বয়ি নাথে নু সাম্প্রতম্। শূন্যা বর্ত্তে চিরং কালং যথা দোষস্তথৈব হি॥ ১৯॥ ধর্ম্মারণ্যস্য ক্ষেত্রস্য বিদ্ধি মামধিদেবতাম্। বর্ষাণি দ্বাদশৈহৈব জাতানি দুঃখিতাস্ম্যহম্॥ ২০॥ নির্জ্জনত্বং মমাদ্য ত্বমুদ্ধরস্ব মহামতে। লোহাসুরভয়াদ্রাম বিপ্রাঃ সর্ব্বে দিশো দশ॥ ২১॥ গতাশ্চ বণিজঃ সর্ব্বে যথাস্থানং সুদুঃখিতাঃ। স দৈত্যো ঘাতিতো রাম দেবৈঃ সুরভয়ঙ্করঃ॥ ২২॥ আক্রম্যাত্র মহামায়ো দুরাধর্ষো দুরত্যয়ঃ। ন তে জনাঃ সমায়াস্তি তস্তয়াদতিশঙ্কিতাঃ॥ ২৩॥ অদ্য বৈ দ্বাদশ সমাঃ

প্রত্যাখ্যাত করিয়া এই বিজনে বিসর্জ্জন দিয়াছে? হে মাতঃ! কেহ কি তোমার ধনাপহরণ করিয়াছে? তুমি এসকল আমার নিকট ব্যক্ত কর। মতিমৎপ্রবর রাম এই কথা কহিয়া অতি দুঃখিতভাবে দ্বিতীয় চক্রপাণির ন্যায় তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তখন সেই রমণীও রামচন্দ্রকে অভিবাদনপুরঃসর সন্তুষ্টচিত্তে পরম প্রীতিভরে মধুর বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—হে পরমাত্মন্! হে পরেশ! হে দুঃখহারিন্ সনাতন! যে জন্য তোমার অবতার, তাহা তুমি সম্পাদন করিয়াছ; রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, খর, দূষণ, ত্রিশিরা, মারীচ ও অক্ষয়কুমারপ্রমুখ অসংখ্য রৌদ্র রাক্ষস তোমার নিকট সমরে নির্জ্জিত হইয়াছে। হে লোকেশ! তোমার সুকীর্ত্তির কথা কি বলিব? স্বয়ং বিধাতাই তোমার নাভিপদ্ম হইতে সমুদ্ভূত। হে ব্রহ্মন্! সেই অবস্থায় উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মা দেখিয়াছিলেন,—তুমি বটপত্রে ভাসিতেছ; তোমার তনুতে বিশ্ব নিবিষ্ট রহিয়াছে। হে গোবিন্দ, জগদীশ! তোমার সেই জনকজননী দশরথ ও কৌশল্যা ধন্য,—যাহাদের পুত্ররূপে পরম পুরুষ তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে রাম। ধন্য সেই কুল—যে কুলে তুমি স্বয়ং আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছ। অধিক কি হে রাম! সেই অযোধ্যাপুরী, সেই পুরীর অধিবাসী এবং যিনি আত্মবোধে ভবিষ্য রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই কবি বাল্মীকি মুনিও ধন্য। হে দেব! তোমা হইতেই এই রঘুকুল পবিত্র হইয়াছে। ১—১৭। তুমি বৈষ্ণবাংশ, লোকে তোমায় নরপতি বলিয়া জানে; তুমি নিজেও রমণীয় গুণগ্রামে সাক্ষাৎ বিষ্ণু বৈ আর কেহই নহ। তুমি জগতের কোন কার্য্যসাধনের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছ এবং তাহাই সম্পাদন করিতেছ। হে বৎস! তোমার কার্য্য নির্ব্বিঘ্ন হউক। সেই রমণী রামচন্দ্রকে এই সকল বাক্যে স্তব করিয়া অবশেষে কহিলেন,—রাম! তুমি নাথ বর্ত্তমানে আমি চিরকাল শূন্যভাবে অবস্থান করিতেছি; এ দোষ তোমারই। যাহা হউক, দেব! আমাকে এই ধর্ম্মারণ্যক্ষেত্রের অধিদেবতা বলিয়াই জানিবেন। অদ্য দ্বাদশ বর্ষ হইল, আমি এখানে দুঃখিতভাবেই কাল কাটাইতেছি। হে মহামতে! আমার এই নির্জ্জনত্ব তুমি অপনয়ন কর। রাম! লোহাসুরের ভয়ে অত্রত্য বিপ্রগণ নানাদিকে পলায়ন করিয়াছেন। এখানকার বণিক্‌গণও দুঃখিত হইয়া স্ব স্ব অভীষ্ট স্থানে চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু দেবগণ সেই দেবভয়ঙ্কর দৈত্যকে আক্রমণ করিয়া এইস্থানে বিনাশ করিয়াছেন। সেই দৈত্য মায়াবী দুর্দ্ধর্ষ ও দুরাক্রম্য ছিল। এই স্থান হইতে পলায়িত লোক সকল অদ্যাপি তাহার ভয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে না; সেই জন্য অদ্য দ্বাদশ বর্ষ

শূন্যাগারমনাথবৎ। যস্মাচ্চ দীর্ঘিকায়াং মে স্নান-দানোদ্যতো জনঃ। ২৪। রাম তস্যাং দীর্ঘিকায়াং নিপতন্তি চ শূকরাঃ। যত্রাঙ্গনা ভর্তৃসুতা জলক্রীড়া-পরায়ণাঃ। ২৫। চিক্রীড়ুস্তত্র মহিষা নিপতন্তি জলাশয়ে। যত্র স্থানে সুপুষ্পাণাং প্রকরঃ প্রচুরো-হভবৎ। ২৬। তত্রুদ্ধং কণ্টকৈর্বৃক্ষৈঃ সিংহব্যাঘ্র-সমাকুলৈঃ। সঞ্চিক্রীড়ুঃ কুমারাশ্চ যস্যাং ভূমৌ নিরন্তরম্। ২৭। কুমার্য্যশ্চিত্রকাণাঞ্চ তত্র ক্রীড়ন্তি হর্ষিতাঃ। অকুর্ব্বন্ বাড়বা যত্র বেদগানং নিরন্তরম্। ২৮। শিবানাং তত্র ফেৎকারাঃ শ্রূয়ন্তেহতিভয়ঙ্করাঃ। যত্র ধূমোহগ্নিহোত্রাণাং দৃশ্যতে বৈ গৃহেগৃহে। ২৯। তত্র দাবাঃ সধূমাশ্চ দৃশ্যন্তেহত্যুল্বণা ভৃশম্। নৃত্যন্তে নর্ত্তকা যত্র হর্ষিতা হি দ্বিজাগ্রতঃ। ৩০। তত্রৈব ভূতবেতালা প্রেতা নৃত্যন্তি মোহিতাঃ। নৃপা যত্র সভায়াস্ত ন্যষীদন্মন্ত্রতৎপরাঃ। ৩১। তস্মিন্ স্থানে নিষীদন্তি গবয়া ঋক্ষ শল্লকাঃ। আবাসা যত্র দৃশ্যন্তে দ্বিজানাং বাণিজাং তথা। ৩২। কুট্টিম-প্রতিমা রাম দৃশ্যন্তেহত্র বিলানি বৈ। কোটরাণীহ বৃক্ষাণাং গবাক্ষাণীহ সর্ব্বতঃ। ৩৩। চতুষ্কা যজ্ঞবেদির্হি সোচ্ছ্রায়া হ্যভবৎ পুরা। তেহত্র বল্মীকনিচয়ৈর্দৃশ্যন্তে পরিবেষ্টিতাঃ। ৩৪। এবংবিধং নিবাসং মে বিদ্ধি রাম নৃপোত্তম। শূন্যন্ত সর্ব্বতো যস্মান্নিবাসায় দ্বিজা গতাঃ। ৩৫। তেন মে সুমহদ্দুঃখং তস্মাত্রাহি নরেশ্বর। এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাম উবাচ বদতাং বরঃ। ৩৬। শ্রীরাম উবাচ। ন জানে তাবকান্ বিপ্রাংশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমাশ্রিতান্। ন তেষাং বেদ্ম্যহং সংখ্যাং নামগোত্রে দ্বিজন্মনাম্। ৩৭। যথা জাতির্যথা গোত্রং যাথাতথ্যং নিবেদয়। তত আনীয় তান্ সর্ব্বান্ স্বস্থানে বাসয়াম্যহম্। ৩৮। শ্রীমাতোবাচ। ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশৈশ্চ স্থাপিতা যে নরেশ্বর। অষ্টাদশ সহস্রাণি ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। ৩৯। ত্রয়ীবিদ্যাসু বিখ্যাতা লোকেহস্মিন্নমিতদ্যুতে। চতুঃষষ্টিকগোত্রাণাং বাড়বা যে প্রতিষ্ঠিতাঃ। ৪০। শ্রীমাতাদাত্রয়ীবিদ্যাং লোকে সর্ব্বে দ্বিজোত্তমাঃ। ষট্‌ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি বৈশ্যধর্ম্মপরায়ণাঃ। ৪১। আর্য্যবৃত্তাস্ত বিজ্ঞেয়া দ্বিজশুশ্রূষণে রতাঃ। বকুলার্কো নৃপো যত্র সংজ্ঞয়া

যাবৎ আমি শূন্যাগারে অনাথার ন্যায় অবস্থান করিতেছি। যে দীর্ঘিকায় লোক সকল স্নান-দানে নিরত হইত, এখন সেখানে বন্য শূকরপাল আসিয়া অবগাহন করিতেছে! যথায় সভর্তৃকা অঙ্গনারা জলক্রীড়া করিত, সে জলাশয়ে মহিষগণ আসিয়া পতিত হইতেছে। যেখানে প্রচুর পুষ্পরাশি ছিল, সিংহশার্দ্দূলসমাকুল কণ্টকীবৃক্ষে সে স্থান আধুনা রুদ্ধ হইয়াছে! যথায় কুমারগণ নিয়ত কেলি করিতেন, এখন সেখানে একজাতীয় হিংস্র পশু সহর্ষে বিচরণ করিতেছে। যেখানে ব্রাহ্মণেরা বেদধ্বনি করিতেন, এখন তথায় শিবাগণের অতি ভীষণ অশিব ফেৎকাররব পরিশ্রুত হইতেছে। যথায় গৃহে গৃহে অগ্নিহোত্রিগণের হোমধূম দেখা যাইত, এখন তথায় অত্যুৎকট সধূম দাবানল লক্ষিত হইতেছে। যেখানে নর্ত্তকেরা হৃষ্ট হইয়া দ্বিজগণের সমক্ষে নৃত্য করিত, অদ্য সেই থানেই ভূত-প্রেত-বেতালদল নৃত্য করিতেছে। যে স্থানে মন্ত্রিগণ সহ নরপতিগণ সভা করিয়া উপবেশন করিতেন, এখন সেই স্থানেই গবয়-ভল্লুকাদি ভীষণ [হিংস্রগণ] বাস করিতেছে। হে রাম! যেখানে দ্বিজ ও বণিক্‌গণের শত শত কুট্টিমপ্রতিম আবাস অবলোকিত হইত, অদ্য সেখানে গভীর বিল ও গবাক্ষবৎ বৃক্ষ-কোটর সকল দেখা যাইতেছে। যথায় চতুরস্র সোচ্ছ্রায় যজ্ঞবেদি ছিল, আজ সেই সকল স্থান বল্মীকস্তূপে সমাকীর্ণ হইয়াছে। ১৮—৩৪। হে নৃপবর রাম! জানিবে—আমার আবাসস্থল এখন এইরূপই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্বিজগণ বাসের জন্য অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন, তাই এস্থান সর্ব্বতোভাবে শূন্য হইয়াছে। এই জন্যই বড় দুঃখ উপস্থিত। হে নরেশ্বর! আপনি আমায় সেই দুঃখ হইতে ত্রাণ করুন। বাগ্মিবর রাম এই কথা শুনিয়া কহিলেন,—আমি ভো অত্রত্য ব্রাহ্মণদিগকে জানি না; তাঁহাদের নাম গোত্র বা সংখ্যাও আমার বিদিত নাই। তাঁহাদের জাতি-গোত্রের বিবরণ আপনি যথাযথরূপে নিবেদন করুন। পরে আমি তাঁহাদিগকে আনাইয়া স্ব স্ব স্থানে বাস করাইব। শ্রীমাতা দেবী কহিলেন,—হে নরেশ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ এই স্থানে অষ্টাদশসহস্র বেদপারগ ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়াছিলেন। হে অমিতপ্রভ! সেই ব্রাহ্মণেরা এ জগতে সকলেই ত্রয়ীবিদ্যায় বিখ্যাতিলাভ করেন। সেই প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণেরা চতুঃষষ্টিগোত্রে বিভক্ত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে ত্রয়ী বিদ্যা দান করিয়াছিলাম। এতদ্‌-ভিন্ন ষট্‌ত্রিংশৎসহস্র ধার্ম্মিক বৈশ্য এখানে বাস করিতেন। তাঁহারা আর্য্যবৃত্ত ও দ্বিজ শুশ্রূষণে

সহ রাজতে ॥ ৪২ ॥ কুমারাবশ্বিনৌ দেবৌ ধনদো ব্যয়পূরকঃ। অধিষ্ঠাত্রী হ্যহং রাম নাম্না ভট্টারিকা স্মৃতা ॥ ৪৩ ॥ শ্রীসূত উবাচ। স্থানাচারাশ্চ যে কেচিৎ কুলাচারাস্তথৈব চ। শ্রীমাত্রা কথিতং সর্ব্বং রামস্যাগ্রে পুরাতনম্ ॥ ৪৪ ॥ তস্যাস্ত বচনং শ্রুত্বা রামো মুদমবাপ হ। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং হি ভাষিতং ত্বয়া ॥ ৪৫ ॥ যস্মাৎ সত্যং ত্বয়া প্রোক্তং তন্নাম্না নগরং শুভম্। বাসয়ামি জগন্মাতঃ সত্যমন্দিরমেব চ ॥ ৪৬ ॥ ত্রৈলোক্যে খ্যাতিমাপ্নোতু সত্যমন্দিরমুত্তমম্ ॥ ৪৭ ॥ এতদুক্ত্বা ততো রামঃ সহস্রশতসংখ্যয়া। স্বভৃত্যান্ প্রেষয়ামাস বিপ্রানয়নহেতবে ॥ ৪৮ ॥ যস্মিন্ দেশে প্রদেশে বা বনে বা সারিতস্তটে। পর্য্যন্তে বা যথা স্থানে গ্রামে বা তত্র-তত্র চ ॥ ৪৯ ॥ ধর্ম্মারণ্যনিবাসাশ্চ যাত যত্র দ্বিজোত্তমাঃ। অর্ঘ্যপাদ্যৈঃ প্রপূজয়িত্বা শীঘ্রমানতাত্র তান্ ॥ ৫০ ॥ অহমত্র তদা ভোক্ষ্যে যদা দ্রক্ষ্যে দ্বিজোত্তমান্ ॥ ৫১ ॥ বিমান্য চ দ্বিজানেতানাগমিষ্যতি যো নরঃ। স মে বধ্যশ্চ দণ্ড্যশ্চ নির্ব্বাস্যো বিষয়াদ্বহিঃ ॥ ৫২ ॥ তচ্ছ্রুত্বা দারুণং বাক্যং দুঃসহং দুষ্প্রধর্ষণম্। রামাজ্ঞাকারিণো দূতা গতাঃ সর্ব্বে দিশো দশ ॥৫৩॥ শোধিতা বাড়বাঃ সর্ব্বে লব্ধাঃ সর্ব্বে সুহর্ষিতাঃ। যথোক্তেন বিধানেন অর্ঘ্যপাদ্যেরপূজয়ন্ ॥ ৫৪ ॥ স্তুতিং চক্রুশ্চ বিধিবদ্বিনয়াচারপূর্ব্বকম্। আমন্ত্র্য চ দ্বিজান্ সর্ব্বান্ রামবাক্যং প্রকাশয়ন্ ॥ ৫৫ ॥ ততস্তে বাড়বাঃ সর্ব্বে দ্বিজাঃ সেবকসংযুতাঃ। গমনায়োদ্যতাঃ সর্ব্বে বেদশাস্ত্রপরায়ণাঃ ॥ ৫৬ ॥ আগতা রামপার্শ্বঞ্চ বহুমানপুরঃসরাঃ। সমাগতান্ দ্বিজান্ দৃষ্ট্বা রোমাঞ্চিততনূরুহঃ ॥ ৫৭ ॥ কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মেনে দাশরথির্নৃপঃ। স সম্ভ্রমাৎ সমুত্থায় পদাতিঃ প্রযযৌ পুরঃ ॥ ৫৮ ॥ করসম্পুটকং কৃত্বা হর্ষাশ্রু প্রতিমুঞ্চয়ন্। জানুভ্যামবনিং গত্বা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫৯ ॥ বিপ্রপ্রসাদাৎ কমলাবরোঽহং বিপ্রপ্রসাদাদ্ধরণীধরোঽহম্। বিপ্রপ্রসাদাজ্জগতীপতিশ্চ বিপ্রপ্রসাদান্মম রামনাম ॥৬০॥ ইত্যেবমুক্তা রামেণ বাড়বাস্তে প্রহর্ষিতাঃ। জয়া-

---

নিরত। এখানে রাজা বকুলার্ক সংজ্ঞাসহ বিহার করিয়াছিলেন। দেব অশ্বিনীকুমারযুগল এইখানেই জন্মগ্রহণ করেন। স্বয়ং কুবের এখানকার ব্যয়নির্ব্বাহক ছিলেন। হে রাম! আমি ভট্টারিকা নামে এই স্থানের অধিদেবতা ছিলাম। সূত কহিলেন,—এইরূপে শ্রীমাতা দেবী তত্রত্য প্রাচীন যে কিছু স্থানাচার ও কুলাচার, সকলই রামের নিকট কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহার সেই সকল কথা শুনিয়া রামচন্দ্র মুদিত হইলেন; বলিলেন,—দেবি! তুমি সত্য সত্য এবং সত্যই বলিয়াছ; যে হেতু সত্য বাক্য বলিলে, এই জন্য হে জগন্মাতঃ! এই শুভ নগর আমি আবার স্থাপন করিব এবং ইহা সত্যমন্দির নামে প্রথিত হইবে। ত্রিলোকে এ নগর উত্তম সত্যমন্দির-খ্যাতিই লাভ করিবে। রামচন্দ্র এই কথা কহিয়া স্বীয় শত সহস্র ভৃত্যকে বিপ্রবর্গের অনয়নার্থ প্রেরণ করিলেন; বলিলেন,—যে দেশে, যে প্রদেশে, যে বনে, যে নদীতটে, বা যে যে গ্রামে নগরে অথবা অন্য যে কোন স্থানে ধর্ম্মারণ্যবাসী দ্বিজবরগণ গিয়া বাস স্থাপন করিয়াছেন, তোমরা সেই সেই স্থানে গমন করিয়া অর্ঘ্যপাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্ব্বক শীঘ্র তাঁহাদিগকে আনয়ন কর। আমি যৎকালে এখানে সেই সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠকে দেখিব, তখনই আহার করিব; তৎপূর্ব্বে অন্ন গ্রহণ করিব না। যে ব্যক্তি ঐ সকল দ্বিজকে বিমানিত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, সে আমার দণ্ডনীয়, দেশ হইতে নির্ব্বাস্য, এমন কি বধ্য পর্য্যন্ত হইবে। রামের সেই দারুণ দুঃসহ কঠোর আদেশ শ্রবণ করিয়া রামাজ্ঞাকারী দূতগণ দশদিকে প্রস্থান করিল। অনন্তর তাহারা দূরদেশে গিয়া সেই সকল ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইল এবং অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া যথাবিধি তাঁহাদিগকে অর্ঘ্যপাদ্যাদি দ্বারা পূজা ও বিনীতাচার প্রদর্শনপূর্ব্বক অনেক স্তব-স্তুতি করিল। অনন্তর দূতগণ সমগ্র দ্বিজমণ্ডলীকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক রামবাক্য নিবেদন করিল।৩৫—৫৫। তখন সেই সকল বেদশাস্ত্রনিষ্ঠ দ্বিজগণ স্ব স্ব ভৃত্য-সমভিব্যাহারে সকলেই গমনোদ্যত হইলেন। ক্রমে তাঁহারা বহুমানিত হইয়া রামসমীপে আগমন করিলেন। সমাগত দ্বিজগণকে দেখিয়া দাশরথি রাম রোমাঞ্চিত-কলেবরে আত্মাকে কৃতকৃত্য বলিয়া মনে করিলেন এবং সসম্ভ্রমে সমুত্থিত হইয়া পাদচারে তাঁহাদের সমীপে গমন করিলেন। পরে তিনি অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক হর্ষাশ্রুপুতনয়নে উভয় জানু দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—বিপ্রপ্রসাদে আমি কমলাপতি, বিপ্রপ্রসাদে আমি ধরণীধর, বিপ্রপ্রসাদে আমি জগতীপতি এবং বিপ্রপ্রসাদেই আমার রাম নাম।

শীর্ভিঃ প্রপূজ্যাথ দীর্ঘায়ুরিতি চাব্রুবন॥ ৬১॥ আবর্জ্জিতাস্তে রামেণ পাদ্যার্ঘ্যবিষ্টরাদিভিঃ। স্তুতিং চকার বিপ্রাণাং দণ্ডবৎ প্রণিপত্য চ॥ ৬২॥ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিত্বা চক্রে পাদাভিবন্দনম্। আসনানি বিচিত্রাণি হৈমান্যাভরণানি চ॥ ৬৩॥ সমর্পয়ামাস ততো রামো দশরথাত্মজঃ। অঙ্গুলীয়কবাসাংসি উপবীতানি কর্ণকান্॥ ৬৪॥ প্রদদৌ বিপ্রমুখ্যেভ্যো নানাবর্ণাশ্চ ধেনবঃ। একৈকশতসংখ্যাকা ঘটোধ্নীশ্চ সবৎসকাঃ॥ ৬৫॥ সবস্ত্রাবদ্ধঘণ্টাশ্চ হেমশৃঙ্গবিভূষিতাঃ। রূপ্যখুরাস্তাম্রপৃষ্ঠীঃ কাংস্যপাত্রসমন্বিতাঃ॥ ৬৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সত্যমন্দিরস্থাপনবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

রাম উবাচ। জীর্ণোদ্ধারং করিষ্যামি শ্রীমাতুর্ব্বচনাদহম্। আজ্ঞা প্রদীয়তাং মহ্যং যথা দানং দদামি বঃ॥ ১॥ পাত্রে দানং প্রদাতব্যং কৃত্বা যজ্ঞবরং দ্বিজাঃ। নাপাত্রে দীয়তে কিঞ্চিদত্তং ন তু সুখাবহম্॥ ২॥ সুপাত্রং নৌরিব সদা তারয়েদুভয়োরপি। লোহপিণ্ডোপমং জ্ঞেয়ং কুপাত্রং ভঞ্জনাত্মকম্॥ ৩॥ জাতিমাত্রেণ বিপ্রত্বং জায়তে ন হি ভো দ্বিজাঃ। ক্রিয়া বলবতী লোকে ক্রিয়াহীনে কুতঃ ফলম্॥ ৪॥ পূজ্যাস্তস্মাৎ পূজ্যতমা ব্রাহ্মণাঃ সত্যবাদিনঃ। যজ্ঞকার্য্যে সমুৎপন্নে কৃপাং কুর্ব্বন্তু সর্ব্বদা॥ ৫॥ ব্রহ্মোবাচ। ততস্তু মিলিতাঃ সর্ব্বে বিমৃশ্য চ পরস্পরম্। কেচিদূচুস্তদা রামং বয়ং শিলোঞ্ছজীবিকাঃ॥ ৬॥ সন্তোষং পরমাস্থায় স্থিতা ধর্ম্মপরায়ণাঃ। প্রতিগ্রহপ্রয়োগেণ ন চাস্মাকং প্রয়োজনম্॥ ৭॥ দশসূনাসমশ্চক্রী দশচক্রিসমো ধ্বজঃ। দশধ্বজসমা বেশ্যা দশবেশ্যাসমো নৃপঃ॥ ৮॥ রাজপ্রতিগ্রহো ঘোরো রাম সত্যং ন সংশয়ঃ। তস্মাদ্বয়ং ন চেচ্ছামঃ প্রতিগ্রহং ভয়াবহম্॥ ৯॥ একাহিকা দ্বিজাঃ কেচিৎ কেচিৎ স্বামৃতবৃত্তয়ঃ। কুম্ভীধান্যা দ্বিজাঃ কেচিৎ কেচিৎ ষট্‌কর্ম্মতৎপরাঃ।

রাম এইরূপ বলিলে, ব্রাহ্মণেরা প্রহৃষ্ট হইলেন এবং জয়াশীর্ব্বাদে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া তদীয় দীর্ঘায়ুষ্ট্ব প্রার্থনা করিলেন। রাম তাঁহাদিগকে পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা সৎকার করিলেন। তাঁহারা অতীব প্রীত হইলেন। অনন্তর রাম দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের স্তব করিলেন, কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থানপূর্ব্বক পাদবন্দনা করিলেন এবং বিচিত্র আসন ও হৈমাভরণ সকল দান করিয়া তাঁহাদের পূজা করিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি অঙ্গুরীয়, বস্ত্র, উপবীত, কর্ণভূষণ এবং নানা বর্ণবিশিষ্ট ধেনু সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে অর্পণ করিলেন; রাম তৎকালে প্রত্যেক বিপ্রকেই এক একশত ধেনু দান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত সেই সকল ধেনুই ঘটোধ্নী, সবৎসা, সবস্ত্রা, ঘণ্টাযুতা, হেমশৃঙ্গমণ্ডিতা, রূপ্যখুরা, তাম্রপৃষ্ঠী ও কাংস্যপাত্রযুতা ছিল।৫৬—৬৬।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩২।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—আমি শ্রীমাতার বচনানুসারে জীর্ণোদ্ধার করিব। অতএব আপনাদিগকে কিরূপ দান প্রদান করিব? তৎসম্বন্ধে আমায় আজ্ঞা করুন। হে দ্বিজগণ! আমি যজ্ঞ করিয়া সৎপাত্রে দান করিতে চাই। অপাত্রে কিছুই দিব না; সেরূপ দানে মঙ্গল কিছুই নাই। সুপাত্র নৌকার ন্যায় দাতা গৃহীতা উভয়কেই উদ্ধার করিয়া থাকে। কুপাত্র মাত্রেই ভঞ্জনাত্মক ও লৌহপিণ্ডসম। হে দ্বিজগণ! জাতিমাত্রেই বিপ্রত্ব হয় না; দ্বিজত্বপ্রতিষ্ঠায় ক্রিয়াই লোকে বলবতী। ক্রিয়াহীনে ফল কোথায়? অতএব সত্যবাদী পূজ্যতম ব্রাহ্মণগণই পূজনীয়। আমার এই প্রারব্ধ যজ্ঞকার্য্যে তাঁহারা আমায় কৃপা করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়া পরস্পর পরামর্শ করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন,—রাম! আমরা শিলোঞ্ছজীবী; পরম সন্তোষ অবলম্বনপূর্ব্বক আমরা ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়াই রহিয়াছি। আমাদের আর প্রতিগ্রহ প্রয়োগে প্রয়োজন নাই। চক্রী দশসূনাসম, ধ্বজ দশচক্রিতুল্য, বেশ্যা দশধ্বজসদৃশী, আর রাজা—দশবেশ্যাসমান, অর্থাৎ ইহারা উত্তরোত্তর পাপীয়ান্; সুতরাং রাজপ্রতিগ্রহ নিশ্চয়ই ভয়াবহ। অতএব হে রাম! আমরা সেই ভয়াবহ প্রতিগ্রহ লইতে ইচ্ছা করি না।১—৯।অপর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ কেহ একাহিক, কেহ কেহ অমৃতজীবী, কেহ কেহ কুম্ভীধান্যজীবী; কেহ কেহ ষট্‌কর্ম্মনিরত, কেহ কেহ

১০॥ ত্রিমূর্ত্তিস্থাপিতাঃ সর্ব্বে পৃথগ্‌ভাবাঃ পৃথগ্‌গুণাঃ। কেচিদেবং বদন্তি স্ম ত্রিমূর্ত্ত্যাজ্ঞাং বিনা বয়ম্॥ ১১ ॥ প্রতিগ্রহস্য স্বীকারং কথং কুর্য্যাম হ দ্বিজাঃ। ন তাম্বূলং স্ত্রীকৃতং নো হ্যদ্মো দানেন ভাষিতম্॥ ১২॥ বিমৃশ্য স তদা রামো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং সস্মার গুরুণা সহ॥ ১৩॥ স্মৃতমাত্রাস্ততো দেবাস্তং দেশং সমুপাগমন্। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশবিমানাবলিসংবৃতাঃ॥১৪॥ রামেণ তে যথান্যায়ং পূজিতাঃ পরয়া মুদা। নিবেদিতং তু তৎ সর্ব্বং রামেণাতিসুবুদ্ধিনা॥ ১৫॥ অধিদেব্যা বচনতো জীর্ণোদ্ধারং করোম্যহম্। ধর্ম্মারণ্যে হরিক্ষেত্রে ধর্ম্মকূপসমীপতঃ॥ ১৬॥ ততস্তে বাড়বাঃ সর্ব্বে ত্রিমূর্ত্তীঃ প্রণিপত্য চ। মহতা হর্ষবৃন্দেন পূর্ণাঃ প্রাপ্তমনোরথাঃ॥ ১৭॥ অর্ঘ্যপাদ্যাদিবিধিনা শ্রদ্ধয়া তানপূজয়ন্। ক্ষণং বিশ্রম্য তে দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ॥ ১৮॥ ঊচূ রামং মহাশক্তিং বিনয়াৎ কৃতসম্পুটম্॥১৯॥ দেবা ঊচুঃ। দেবদ্রুহস্ত্বয়া রাম যে হতা রাবণাদয়ঃ। তেন তুষ্টা বয়ং সর্ব্বে ভানুবংশবিভূষণ॥ ২০॥ উদ্ধরস্ব মহাস্থানং মহতীং কীর্ত্তিমাপ্নুহি॥ ২১॥ লব্ধা সা তেষামাজ্ঞাং তু প্রীতো দশরথাত্মজঃ। জীর্ণোদ্ধারেঽনন্তগুণং ফলমিচ্ছন্নিলাপতিঃ॥ ২২॥ দেবানাং সন্নিধৌ তেষাং কার্য্যারম্ভমথাকরোৎ। স্থণ্ডিলং পূর্ব্বতঃ কৃত্বা মহাগিরিসমং শুভম্॥ ২৩॥ তস্যোপরি বহিঃশালা গৃহশালা হ্যনেকশঃ। ব্রহ্মশালাশ্চ বহুশো নির্ম্মমে শোভনাকৃতীঃ॥ ২৪॥ নিধানৈশ্চ সমাযুক্তা গৃহোপকরণৈর্বৃতাঃ। সুবর্ণকোটিসম্পূর্ণা রসবস্ত্রাদিপূরিতাঃ॥ ২৫॥ ধনধান্যসমৃদ্ধাশ্চ সর্ব্বধাতুযুতাস্তথা। এতৎ সর্ব্বং কারয়িত্বা ব্রাহ্মণেভ্যস্তদা দদৌ॥ ২৬॥ একৈকশে দশ দশ দদৌ ধেনূঃ পয়স্বিনীঃ। চত্বারিংশচ্ছতং প্রাদাদ্‌গ্রামাণাং চতুরাধিকম্॥ ২৭॥ ত্রৈবিদ্যদ্বিজবিপ্রেভ্যো রামো দশরথাত্মজঃ। কাজেশেন ত্রয়েণৈব স্থাপিতা দ্বিজসত্তমাঃ॥ ২৮॥ তস্মাত্রয়ীবিদ্য-ইতি খ্যাতির্লোকে বভূব হ। এবংবিধং দ্বিজেভ্যঃ স দত্ত্বা দানং মহাদ্ভুতম্॥ ২৯॥ আত্মানঞ্চাপি

ত্রিমূর্ত্তি—ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব কর্ত্তৃক স্থাপিত। সেই ব্রাহ্মণগণ সকলেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবযুক্ত ও পৃথক্ পৃথক্ গুণশালী। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কহিলেন,—আমরা ত্রিমূর্ত্তির আজ্ঞা ব্যতীত কিরূপে প্রতিগ্রহ স্বীকার করি? বলিতে কি, স্ত্রীলোকেরা দানরূপে উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে যদি একটী তাম্বূলও প্রদান করে, তথাচ তাহা আমরা ভক্ষণ করি না। তখন রামচন্দ্র মহাত্মা বশিষ্ঠের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রেই সেই দেবত্রয় কোটিসূর্য্যবিনিন্দী বিমানসমূহে আরোহণপূর্ব্বক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাম তখন পরম প্রীতিসহকারে যথারীতি তাঁহাদিগের পূজা করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সকল কথাই কহিতে লাগিলেন। ধীমান্ রাম বলিলেন,—এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীমাতার বচনানুসারে এই হরিক্ষেত্র ধর্ম্মারণ্যে ধর্ম্মকূপের সমীপে জীর্ণোদ্ধারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। রাম দেবত্রয়-সমীপে এইরূপ নিবেদন করিতেছেন, ইতিমধ্যে তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ সকলেই ত্রিমূর্ত্তির সমীপে প্রণিপাতপূর্ব্বক মহাহৃষ্ট হইলেন। তাঁহাদের সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ হইয়া গেল! তাঁহারা পরম শ্রদ্ধা সহকারে অর্ঘ্যপাদ্যাদি দ্বারা ত্রিমূর্ত্তির পূজা করিলেন তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া মহাশক্তিশালী বিনয়বদ্ধাঞ্জলি রামচন্দ্রকে বলিলেন, —হে ভানুবংশভূষণ, রাম! আপনি যে দেবদ্বেষী রাবণাদিকে নিহত করিয়াছেন, তাহাতেই আমরা তুষ্ট হইয়াছি। সম্প্রতি এই মহাস্থানের উদ্ধার সাধন করুন; মহাকীর্ত্তি হইবে। দশরথনন্দন মহীপতি রাম, তাঁহাদের আজ্ঞা লাভ করিয়া প্রীত হইলেন। অনন্তর তিনি জীর্ণোদ্ধার করিয়া অনন্ত ফলকামনায় দেবগণসন্নিধানে কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি মহাগিরিতুল্য শুভ স্থণ্ডিল প্রস্তুত করিয়া তদুপরি বিবিধ বহিঃশালা, গৃহশালা ও অনেকবিধ সুন্দর সুন্দর ব্রহ্মশালা নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার নির্ম্মিত সেই সকল শালা বিবিধ গৃহোপকরণে আবৃত, কোটি কোটি সুবর্ণসম্ভারে পরিপূর্ণ, রস ও বসনাদি দ্বারা পূরিত, ধন-ধান্য দ্বারা সমৃদ্ধ এবং সর্ব্ববিধ ধাতুসমূহে সমাচিত। রাম এই সকল আয়োজন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন। ১০—২৬। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক ত্রৈবিদ্য দ্বিজখ্যাতি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে দশ দশটী পয়স্বিনী ধেনু ও চতুরধিক চতুঃসহস্র গ্রাম তিনি দান করেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই দেবত্রয় যে সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠকে স্থাপন করিয়াছিলেন, জগতে তাঁহাদের ত্রৈবিদ্য-খ্যাতি হইয়াছিল। নরেশ্বর রাম আত্ম

মেনে স কৃতকৃত্যং নরেশ্বরঃ। ব্রহ্মণা স্থাপিতাঃ পূর্ব্বং বিষ্ণুনা শঙ্করেণ যে ॥ ৩০ ॥ তে পূজিতা রাঘবেণ জীর্ণোদ্ধারে কৃতে সতি। ষট্ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি গোভুজা যে বণিগ্বরাঃ ॥ ৩১ ॥ শুশ্রূষার্থং প্রদত্তা বৈ দেবৈর্হরিহরাদিভিঃ। সন্তুষ্টেন তু শর্ব্বেণ তেভ্যো দত্তং তু চেতনম্ ॥ ৩২ ॥ শ্বেতাশ্চামরৌ দত্তৌ খড়্গং দত্তং সুনির্ম্মলম্। তদা প্রবোধিতাস্তে চ দ্বিজশুশ্রূষণায় বৈ ॥ ৩৩ ॥ বিবাহাদৌ সদা ভাব্যং চামরৈর্ম্মঙ্গলং বরম্। খড়্গং শুভং তদা ধার্য্যং মম চিহ্নং করে স্থিতম্ ॥ ৩৪ ॥ গুরুপূজা সদা কার্য্যা কুলদেব্যাঃ পুনঃপুনঃ। বৃদ্ধ্যাগমেষু প্রাপ্তেষু বৃদ্ধিদায়কদক্ষিণা ॥ ৩৫ ॥ একাদশ্যাং শনের্ব্বারে দানং দেয়ং দ্বিজন্মনে। প্রদেয়ং বালবৃদ্ধেভ্যো মম রামস্য শাসনাৎ ॥ ৩৬ ॥ মণ্ডলেষু চ যে শুদ্ধা বণিগ্‌বৃত্তিরতাঃ পরাঃ। সপাদলক্ষাস্তে দত্তা রামশাসনপালকাঃ ॥ ৩৭ ॥ মাণ্ডলীকাশ্চ তে জ্ঞেয়া রাজানো মণ্ডলেশ্বরাঃ। দ্বিজশুশ্রূষণে দত্তা রামেণ বণিজাং নরাঃ ॥ ৩৮ ॥ চামরদ্বিতয়ং রামো দত্তবান্ খড়্গমেব চ। কুলস্য স্বামিনং সূর্য্যং প্রতিষ্ঠাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩৯ ॥ ব্রহ্মাণং স্থাপয়ামাস চতুর্ব্বেদসমন্বিতম্। শ্রীমাতরং মহাশক্তিং শূন্যস্বামিহরিং তথা ॥ ৪০ ॥ বিঘ্নাপধ্বংসনার্থায় দক্ষিণদ্বারসংস্থিতম্। গণং সংস্থাপয়ামাস তথান্যাংশ্চৈব দেবতাঃ ॥ ৪১ ॥ কারিতাস্তেন বীরেণ প্রাসাদাঃ সপ্তভূমিকাঃ। যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে কার্য্যং শুভং মাঙ্গল্যরূপকম্ ॥ ৪২ ॥ পুত্রে জাতে জাতকে বান্নাশনে মুণ্ডনেঽপি বা। লক্ষহোমে কোটিহোমে তথা যজ্ঞক্রিয়াসু চ ॥ ৪৩ ॥ বাস্তুপূজাগ্রহশান্ত্যোঃ প্রাপ্তে চৈব মহোৎসবে। যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে দানং দ্রব্যং বা ধান্যমুত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥ বস্ত্রং বা ধেনবো বাথ হেমরূপ্যং তথৈব চ। বিপ্রাণামথ শূদ্রাণাং দীননাথান্ধকেষু চ ॥ ৪৫ ॥ প্রথমং বকুলার্কস্য শ্রীমাতুশ্চৈব মানবঃ। ভাগং দদ্যাচ্চ নির্ব্বিঘ্নকার্য্যসিদ্ধ্যৈ নিরন্তরম্ ॥ ৪৬ ॥ বচনং মে সমুল্লঙ্ঘ্য কুরুতে যোঽন্যথা নরঃ। তস্য তৎকর্ম্মণো বিঘ্নং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ এবমুক্ত্বা ততো রামঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। দেবানামথ বাপীশ্চ প্রাকারাংশ্চ সুশোভনান্ ॥ ৪৮ ॥ দুর্গোপকরণৈর্যুক্তান

দ্বিজগণকেই ঐরূপ সুপ্রচুর দান প্রদান করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। রঘুনাথ, জীর্ণোদ্ধার করিতে গিয়া ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবস্থাপিত ষট্ত্রিংশৎ সহস্র ধর্ম্মারণ্যবাসী বণিক্‌শ্রেষ্ঠকে সৎকার করিলেন। হরি-হর-বিরিঞ্চি ইহাদিগকেই তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগের শুশ্রূষার্থ অর্পণ করিয়াছিলেন। শর্ব্ব সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বে উহাদিগকেই জ্ঞান দান করেন। এক্ষণে রাম তাহাদিগকে দুইটী শ্বেত চামর ও সুনির্ম্মল খড়্গ প্রদান করেন। তখনও উঁহারা দ্বিজগণের শুশ্রূষার্থ রামচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইল। রাম বলিলেন,—বিবাহাদিতে তোমরা সর্ব্বদা চামর ধারণ করিবে। ইহাতে পরম মঙ্গল হইবে। আমার প্রদত্ত চিহ্ন এই খড়্গ তোমরা সর্ব্বদা করে ধারণ করিবে। গুরুর ও কুলদেবীর পূজা পুনঃ পুনঃ তোমরা করিবে। আভ্যুদয়িক ব্যাপার উপস্থিত হইলে বৃদ্ধিজনক দক্ষিণা দান করিবে। শনিবার একাদশী তিথি হইলে দ্বিজজাতিকে দান করিবে। আমার শাসনে এই দান বালবৃদ্ধ সকলকেই দিবে। মণ্ডল মধ্যে যে পঞ্চবিংশতি সহস্র শুদ্ধাচার বণিক্ ছিল, তাহারা তখন রামাজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হইল। উল্লিখিতরূপে মণ্ডলের যাহারা অধীশ্বর হইয়া থাকেন, তাহারাই মাণ্ডলিকা রাজা বলিয়া বিজ্ঞেয় হন। রাম সেই মণ্ডলস্থ সমস্ত বণিককেই দ্বিজশুশ্রূষার্থ নিয়োগ করিলেন। তিনি বণিক্‌দিগকে দুইটি চামর ও একখানি খড়্গ দিলেন। কুলস্বামী সূর্য্যদেবকে যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করিলেন। চতুর্ব্বেদান্বিত ব্রহ্মাকে, মহাশক্তি শ্রীমাতাকে ও শূন্যস্বামী হরিকে স্থাপন করিলেন। এতদ্ভিন্ন বিঘ্নবিনাশার্থ দ্বারে গণেশ ও অন্যান্য দেবতার প্রতিষ্ঠা করিলেন। ২৭—৪১। রামচন্দ্রের আদেশে তথায় সপ্তভূমিক প্রাসাদ সকল নির্ম্মিত হইল। তিনি বলিলেন,—যে কিছু শুভ মাঙ্গল্য কার্য্য করা হউক, পুত্রজনন, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, লক্ষহোম, কোটিহোম, যজ্ঞক্রিয়া, বাস্তুপূজা, গ্রহশান্তি বা অন্য যে কোন মহোৎসবই হউক, এবং ঐ সকল কার্য্যে ধান্যাদি উত্তম দ্রব্য, বস্ত্র, ধেনু, হেমরূপ্য, যে কিছু দ্রব্য দীন, অনাথ, অন্ধ, বিপ্র বা শূদ্রদিগকে প্রদত্ত হউক, মানব বকুলার্ক ও শ্রীমাতাকে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যসম্পাদনার্থ অগ্রে তাহার ভাগ প্রদান করিবে। যে মানব আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া ইহার অন্যথাচরণ করিবে, তাহার সেই কর্ম্মে বিঘ্ন নিশ্চয়ই হইবে। রাম এই কথা কহিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে দেবপ্রীত্যর্থ বিবিধ বাপী, দুর্গোপকরণময়

প্রতোলীশ্চ সুবিস্তৃতাঃ। নির্ম্মমে চৈব কুণ্ডানি সরাংসি সরসীস্তথা ॥ ৪৯ ॥ ধর্ম্মবাপীশ্চ কূপাংশ্চ তথান্যান্ দেবনির্ম্মিতান্। এতৎসর্ব্বঞ্চ বিস্তার্য্য ধর্ম্মারণ্যে মনোরমে ॥ ৫০ ॥ দদৌ ত্রৈবিদ্যমুখ্যেভ্যঃ শ্রদ্ধয়া পরয়া পুনঃ। তাম্রপট্টস্থিতং রামশাসনং লোপয়েত্তু যঃ ॥ ৫১ ॥ পূর্ব্বজাস্তস্য নরকে পতন্ত্যগ্রে ন সন্ততিঃ। বায়ুপুত্রং সমাহূয় ততো রামোঽব্রবী-দ্বচঃ ॥ ৫২ ॥ বায়ুপুত্র মহাবীর তব পূজা ভবিষ্যতি। অস্য ক্ষেত্রস্য রক্ষায়ৈ ত্বমত্র স্থিতিমাচর ॥ ৫৩ ॥ আঞ্জনেয়স্তু তদ্বাক্যং প্রণম্য শিরসাদধৌ। জীর্ণোদ্ধারং তদা কৃত্বা কৃতকৃত্যো বভূব হ ॥ ৫৪ শ্রীমাতরং তদাভ্যর্চ্চ্য প্রসন্নেনান্তরাত্মনা। শ্রীমাতরং নমস্কৃত্য তীর্থান্যন্যানি রাঘবঃ ॥ ৫৫ ॥ তেঽপি দেবাঃ স্বকং স্থানং যযুর্ব্রহ্মপুরোগমাঃ ॥৫৬॥ দত্বাশিষং তু রামায় বাঞ্ছিতং তে ভবিষ্যতি। রম্যং কৃতং ত্বয়া রাম বিপ্রাণাং স্থাপনাদিকম্ ॥ ৫৭ ॥ অস্মাকমপি বাৎসল্যং কৃতং পুণ্যবতা ত্বয়া। ইতি স্তুবন্তস্তে দেবাঃ স্বানি স্থানানি ভেজিরে ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীরামচন্দ্রস্য পুরপ্রত্যাগমনবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

সুশোভন প্রাকার, সুবিস্তৃত প্রতোলী, নানা কুণ্ড, সরোবর, সরসী, ধর্ম্মবাপী, এবং দেবনির্ম্মিত অপরাপর বহু কূপ নির্ম্মাণ করিয়া মনোরম ধর্ম্মারণ্যে ত্রৈবিদ্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে পরম শ্রদ্ধার সহিত প্রদান করিলেন। রাম তখন তাম্রফলকে করিয়া যে সকল দানপত্র লিখিয়া দিলেন, তাহা যে ব্যক্তি লোপ করিবে, তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ ভীষণ নরকে নিপতিত হইবে; তাহার বংশ লোপ পাইবে। যাহা হউক, অনন্তর রামচন্দ্র বায়ুপুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—হে মহাবীর বায়ুনন্দন! এখানে তোমার পূজা হইবে। তুমি এই ক্ষেত্রের রক্ষার জন্য অবস্থান কর। অনন্তর অঞ্জনানন্দন প্রণামান্তে রামবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। এইরূপে রাম তখন জীর্ণোদ্ধার করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন। তৎকালে তিনি প্রসন্নান্তরে শ্রীমাতাকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে এবং অন্যান্য দেবতাকে নমস্কার করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন; যাইবার সময় তাঁহারা রামচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন,—তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। হে রাম! তুমি বিপ্রস্থাপনাদি করিয়া উত্তম কার্য্যই করিয়াছ। পুণ্যবান্ তুমি, আমাদেরও বাৎসল্যলাভের কার্য্য তোমা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপে প্রশংসা করিতে করিতে সেই সকল দেব স্ব স্ব স্থানে প্রয়াণ করিলেন। ৪২—৫৮

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। এবং রামেণ ধর্ম্মজ্ঞ জীর্ণোদ্ধারঃ পুরা কৃতঃ। দ্বিজানাং চ হিতার্থায় শ্রীমাতুর্বচনেন চ ॥ ১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কীদৃশং শাসনং ব্রহ্মন্ রামেণ লিখিতং পুরা। কথয়স্ব প্রসাদেন ত্রেতায়াং সত্যমন্দিরে ॥ ২ ॥ ব্যাস উবাচ। ধর্ম্মারণ্যে বরে দিব্যে বকুলার্কে স্বধিষ্ঠিতে। শুষ্কস্বামিনি বিপ্রেন্দ্রে স্থিতে নারায়ণে প্রভৌ ॥ ৩ ॥ রক্ষণাধিপতৌ দেবে সর্ব্বজ্ঞে গণনায়কে। ভবসাগরমগ্নানাং তারিণী যত্র যোগিনী ॥ ৪ ॥ শাসনং তত্র রামস্য রাঘবস্য চ নামতঃ। শৃণু তাম্রাশ্রয়ং তত্র লিখিতং ধর্ম্মশাস্ত্রতঃ ॥ ৫ ॥ মহাশ্রয়করং তচ্চ হ্যনেকযুগসংস্থিতম্। সর্ব্বো ধাতুঃ ক্ষয়ং যাতি সুবর্ণং ক্ষয়মেতি চ ॥ ৬ ॥ প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে পুত্র দ্বিজশাসনমক্ষয়ম্। অবিনাশে হি তাম্রস্য কারণং তত্র বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! রামচন্দ্র তার বচনানুসারে ব্রাহ্মণগণের হিতের নিমিত্ত এইরূপে জীর্ণোদ্ধার করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বকালে রাম সত্যমন্দিরে কিপ্রকার শাসনপত্র লিখিয়াছিলেন? অনুগ্রহ করিয়া ব্যক্ত করুন। ব্যাস বলিলেন,—যথায় বকুলার্ক অধিষ্ঠিত, শুষ্কস্বামী প্রভু নারায়ণ বিরাজিত, সর্ব্বজ্ঞ গণনায়ক রক্ষাধিপত্যে নিযুক্ত এবং যোগিনী যথায় ভবাম্বুধিমগ্ন জীবগণের তারিণীরূপে সদা সন্নিহিত, সেই দিব্য ধর্ম্মারণ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে রামচন্দ্রের নামাঙ্কিত যে তাম্রপট্টস্থ শাসনপত্র লিখিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। ঐ শাসনপত্র আশ্চর্য্যজনক এবং বহু যুগ হইতে অবস্থিত। বৎস! সমস্ত ধাতুই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; এবং সুবর্ণেরও ক্ষয় হইয়া থাকে; কিন্তু ধর্ম্মারণ্যস্থ দ্বিজগণের রামচন্দ্রপ্রদত্ত সেই শাসনপত্র অদ্যাপি প্রত্যক্ষ দেখা যায়। ঐ তাম্র-

বেদোক্তং সকলং যস্মাদ্বিষ্ণুরেব হি কথ্যতে। পুরাণেষু চ বেদেষু ধর্ম্মশাস্ত্রেষু ভারত ॥ ৮ ॥ সর্ব্বত্র গীয়তে বিষ্ণুর্নানাভাবসমাশ্রয়ঃ। নানাদেশেষু ধর্ম্মেষু নানাধর্ম্মনিষেবিভিঃ ॥ ৯ ॥ নানাভেদৈস্তু সর্ব্বত্র বিষ্ণুরেবেতি চিন্ত্যতে। অবতীর্ণঃ স বৈ সাক্ষাৎ পুরাণপুরুষোত্তমঃ ॥ ১০ ॥ দেববৈরিবিনাশায় ধর্ম্মসংরক্ষণায় চ। তেনেদং শাসনং দত্তমবিনাশাত্মকং স্মৃত ॥ ১১ ॥ যস্য প্রতাপাদৃষদস্তারিতা জলমধ্যতঃ। বানরৈর্বেষ্টিতা লঙ্কা হেলয়া রাক্ষসা হতাঃ ॥ ১২ ॥ মুনিপুত্রং মৃতং রামো যমলোকাদুপানয়ৎ। দুন্দুভির্নিহতো যেন কবন্ধোঽভিহতস্তথা ॥ ১৩ ॥ নিহতা তাড়কা চৈব সপ্ততালা বিভেদিতাঃ। খরশ্চ দূষণশ্চৈব ত্রিশিরাশ্চ মহাসুরঃ ॥ ১৪ ॥ চতুর্দ্দশসহস্রাণি জবেন নিহতা রণে। তেনেদং শাসনং দত্তমক্ষয়ং ন কথং ভবেৎ ॥ ১৫ ॥ স্ববংশবর্ণনং তত্র লিখিত্বা স্বয়মেব তু। দেশকালাদিকং সর্ব্বং লিলেখ বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৬ ॥ স্বমুদ্রাচিহ্নিতং তত্র ত্রৈবিদ্যেভ্যস্তথা দদৌ। চতুশ্চত্বারিংশবর্ষো রামো দশরথাত্মজঃ ॥ ১৭ ॥ তস্মিন্ কালে মহাশ্চর্য্যং সম্ভূতং কিল ভারত। তত্র স্বর্ণোপমং চাপি রৌপ্যোপমমথাপি চ ॥ ১৮ ॥ উবাহ সলিলং তীর্থে দেবর্ষিপিতৃতৃপ্তিদম্। স্ববংশনায়কস্যাগ্রে সূর্য্যেণ কৃতমেব তৎ ॥ ১৯ ॥ তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং রামো বিষ্ণুং প্রপূজ্য চ। রামলেখবিচিত্রৈস্তু লিখিতং ধর্ম্মশাসনম্ ॥ ২০ ॥ যদ্দৃষ্ট্বাথ দ্বিজাঃ সর্ব্বে সংসারভয়বন্ধনম্। কুর্ব্বতে নৈব যস্মাচ্চ তস্মাদখিলরক্ষকম্ ॥ ২১ ॥ যে পাপিষ্ঠা দুরাচারা মিত্রদ্রোহরতাশ্চ যে। তেষাং প্রবোধনার্থায় প্রসিদ্ধমকরোৎ পুরা ॥ ২২ ॥ রামলেখবিচিত্রৈস্তু বিচিত্রে তাম্রপট্টকে। বাক্যানীমানি শ্রূয়ন্তে শাসনে কিল নারদ ॥ ২৩ ॥ আস্ফোটয়ন্তি পিতরঃ কথয়ন্তি পিতামহাঃ। ভূমিদোঽস্মৎকুলে জাতঃ সোঽস্মান্ সন্তারয়িষ্যতি ॥ ২৪ ॥ বহুভির্বহুধা দত্তা রাজভিঃ পৃথিবী প্রিয়ম্। যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলম্ ॥ ২৫ ॥ ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে বসতি

পট্টের অবিনশ্বরতাসম্বন্ধে কারণ এই যে,সমস্ত বেদবাক্যই সাক্ষাৎ বিষ্ণু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। হে ভারত! *বেদ, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, সর্ব্বত্রই সেই নানাভাবময় বিষ্ণুই গীত হইয়া থাকেন।* নানাধর্ম্মসেবী ভিন্ন ভিন্ন *উপাসকসম্প্রদায় নানাদেশে* নানা ধর্ম্মে বিষ্ণুকেই চিন্তা করেন। সেই সাক্ষাৎ পুরাণপুরুষ বিষ্ণুই সুরবৈরিবিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মস্থাপনের নিমিত্ত রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই সাক্ষাৎ বিষ্ণু-অবতার রাম স্বয়ং যে শাসনপত্র প্রদান করেন, তাহা অবিনশ্বর হইবার পক্ষে আর কথা কি আছে? যাঁহার প্রতাপে জলমধ্যে উপল সকল ভাসিয়াছিল, বানরেরা লঙ্কানগরী অবরুদ্ধ করিয়াছিল, অনায়াসেই রাক্ষসকুল বিনষ্ট হইয়াছিল, যিনি যমলোক হইতে মৃত মুনিকুমারকে আনয়ন করিয়াছিলেন, দুন্দুভি ও কবন্ধ যাঁহার প্রভাবে নিহত হইয়াছিল, যাঁহার শরে রাক্ষসী তাড়কা প্রাণ হারাইয়াছিল, সপ্ততাল ভিন্ন হইয়াছিল, খর-দূষণ-ত্রিশিরা ও অন্যান্য চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সমরাঙ্গনে গতাসু হইয়া শয়ন করিয়াছিল, তিনি নিজেই ঐ শাসনপত্র দিয়াছিলেন; সুতরাং তাহা অক্ষয় হইবে না কেন? রামচন্দ্র সেই তাম্রশাসনে স্বীয় বংশবিবরণ লিখিয়া যথাবিধি দেশকালাদির উল্লেখ করিয়াছিলেন। পরে স্বীয় মুদ্রাচিহ্নিত করিয়া তাহা ত্রৈবিদ্য বিপ্রগণকে প্রদান করেন। উক্ত শাসনপত্রপ্রদানকালে দাশরথি রাম চতুশ্চত্বারিংশৎ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন।১—১৭। হে ভারত! সেই কালে তাঁহার দান কার্য্য বড়ই বিস্ময়াবহ হইয়াছিল। সূর্য্য তখন স্বীয় বংশনায়কের সমক্ষে সেই ধর্ম্মারণ্যে এক তীর্থ নির্ম্মাণ করেন। ঐ তীর্থ দেব-ঋষি ও পিতৃতৃপ্তিদ স্বর্ণ ও রৌপ্যোপম জল বহন করিতে লাগিল। রাম সেই আশ্চর্য্যব্যাপার দেখিয়া তথায় বিষ্ণুর অর্চ্চনাপূর্ব্বক ধর্ম্মশাসন লিপিবদ্ধ করেন। দ্বিজগণ সেই লিপি দেখিয়া সংসারবন্ধনে আর ভয় করেন না; অতএব ঐ ধর্ম্মশাসন অখিল লোকের রক্ষক। যাহারা পাপিষ্ঠ, দুরাচার ও মিত্রদ্রোহী, তাহাদের সুমতির জন্য প্রসিদ্ধ উক্তিসকলও উহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। হে নারদ! শুনা যায়, সেই রামলিখিত বিচিত্র অপূর্ব্ব তাম্রপট্টে এই সকল বাক্য লিখিত আছে যে, পিতৃপিতামহগণ সাক্ষেপে বলিয়া থাকেন, আমাদের কুলে যদি কোন ভূমিদাতা জন্মগ্রহন করে, তবে সে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে! বহু রাজা বহু প্রকারে এই পৃথিবী দান করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু যিনি যখন ভূস্বামী হইয়াছেন, তাঁহারই তখন দানফল হইয়াছে। ভূমিদাতা ষষ্টি সহস্র বর্ষ স্বর্গে বাস করেন।

ভূমিদঃ। আচ্ছেত্তা চানুমন্তা চ তাবেব নরকং ব্রজেৎ ॥ ২৬ ॥ সন্দংশৈশ্ছিদ্যমানস্তু মুদ্গরৈর্ব্বিনিহত্য চ। পাশৈঃ সুবধ্যমানস্তু রোরবীতি মহাস্বরম্ ॥ ২৭ ॥ তাড্যমানঃ শিরে দণ্ডৈঃ সমালিঙ্গ্য বিভাবসুম্। ক্ষুরিকয়া ছিদ্যমানো রোরবীতি মহাস্বনম্ ॥ ২৮ ॥ যমদূতৈর্ম্মহাঘোরৈর্ব্রহ্মবৃত্তিবিলোপকঃ। এবংবিধৈর্ম্মহাদুষ্টৈঃ পীড্যন্তে তে মহাগণৈঃ ॥ ২৯ ॥ ততস্তির্য্যক্ক্রমাপ্নোতি যোনিং বা রাক্ষসীং শুনীম্। ব্যালীং শৃগালীং পৈশাচীং মহাভূতভয়ঙ্করীম্ ॥ ৩০ ॥ ভূমেরঙ্গুলহর্ত্তা হি স কথং পাপমাচরেৎ। ভূমেরঙ্গুলদাতা চ স কথং পুণ্যমাচরেৎ ॥ ৩১ ॥ অশ্বমেধসহস্রাণাং রাজসূয়শতস্য চ। কন্যাশতপ্রদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি ভূমিদঃ ॥ ৩২ ॥ আয়ুর্যশঃ সুখং প্রজ্ঞা ধর্ম্মো ধান্যং ধনং জয়ঃ। সন্তানং বর্দ্ধতে নিত্যং ভূমিদঃ সুখমশ্নুতে ॥ ৩৩ ॥ ভূমেরঙ্গুলমেকন্তু যে হরন্তি খলা নরাঃ। বিন্ধ্যাটবীষতোয়াসু শুষ্ককোটরবাসিনঃ। কৃষ্ণসর্পাঃ প্রজায়ন্তে দত্তদায়াপহারকাঃ ॥ ৩৪ ॥ তড়াগানাং সহস্রেণ অশ্বমেধশতেন বা। গবাং কোটিপ্রদানেন ভূমিহর্ত্তা বিশুধ্যতি ॥ ৩৫ ॥ যানীহ দত্তানি পুনর্দ্ধনানি দানানি ধর্ম্মার্থযশস্করাণি। ঔদার্য্যতো বিপ্রনিবেদিতানি কো নাম সাধুঃ পুনরাদদীত ॥ ৩৬ ॥ চলদলদললীলাচঞ্চলে জীবলোকে তৃণলবলঘুসারে সর্ব্বসংসারসৌখ্যে। অপহরতি দুরাশঃ শাসনং ব্রাহ্মণানাং নরকগহনগর্ত্তাবর্ত্তপাতোৎসুকো যঃ ॥ ৩৭ ॥ যে পান্তি মহীভুজঃ ক্ষিতিমিমাং যাস্যন্তি ভুক্ত্বাখিলাং, নো যাতা ন তু যাতি যাস্যতি ন বা কেনাপি সার্দ্ধং ধরা। যৎকিঞ্চিদ্ভুবি তদ্বিনাশি সকলং কীর্ত্তিঃ পরং স্থায়িনী, ত্বেবং বৈ বসুধাপি যৈরুপকৃতা লোপ্যা ন সৎকীর্ত্তয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ একৈব ভগিনী লোকে সর্ব্বেষামেব ভূভুজাম্। ন ভোজ্যা ন করগ্রাহ্যা বিপ্রদত্তা বসুন্ধরা ॥ ৩৯ ॥ দত্বা ভূমিং ভাবিনঃ পার্থিবেশান্ ভূয়োভূয়ো যাচতে রামচন্দ্রঃ।

প্রদত্ত ভূমির আহর্ত্তা এবং আহরণে অনুমোদনকর্ত্তা উভয়েরই নরকে বাস হয়। সেখানে ব্রহ্মবৃত্তি-লোপকারী ব্যক্তিকে যমদূতেরা সন্দংশ দ্বারা চ্যাবিত, মুদ্গর দ্বারা নিহত এবং পাশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে; তদবস্থায় সে উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে থাকে। যমদূতেরা তাহাকে বহ্নিমধ্যে পাতিতকরে, দণ্ড দ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করে এবং ক্ষুর দ্বারা অঙ্গ কর্ত্তন করিতে থাকে। এই অবস্থায় পতিত হইয়া তাহাকে কেবল উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে হয়। এইরূপে মহাদুষ্ট মহাগণকর্ত্তৃক ভূমিহর্ত্তা পীড়িত হইয়া থাকে। পরে তির্য্যক্-যোনি, রাক্ষসী যোনি এবং শুনীযোনি প্রাপ্ত হয়। অপিচ ব্যালী, শৃগালী ও মহাভূতভয়ঙ্করী পৈশাচী যোনি পর্য্যন্ত তাহার লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রদত্ত ভূমির অঙ্গুলিমাত্র স্থান হরণ করে, সে আর কিরূপে কি পাপ আচরণ করিবে? অর্থাৎ তার আর পাপ করিবার বাকী কিছুই থাকে না, আর যিনি অঙ্গুলিমাত্র ভূমিও দান করেন, তিনি আর কিরূপে পুণ্যাচরণ করিবেন? অর্থাৎ পুণ্যানুষ্ঠানের তাঁহার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সহস্র অশ্বমেধ, শত বাজপেয় এবং শত কন্যাদানের ফল—ভূমিদাতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভূমিদাতার আয়ু, যশ, সুখ, প্রজ্ঞা, ধর্ম্ম, ধান্য, ধন, জয়, সন্তান, সকলই বর্দ্ধিত হয়, তিনি নিত্য সুখলাভ করিয়া থাকেন। প্রদত্ত ভূমির অঙ্গুলিমাত্রও যে সকল খলস্বভাব নর হরণ করে, নির্জ্জন বিন্ধ্যাটবীর শুষ্ক কোটরে তাহারা কৃষ্ণসর্প হইয়া বাস করিয়া থাকে। যাহারা দান করিয়া আবার হরণ করিয়া লয়, তাহাদেরও ঐ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ১৮—৩৪। ভূমিহর্ত্তালোক—সহস্র তড়াগ, শত অশ্বমেধ এবং কোটি গোপ্রদান করিয়া বিশুদ্ধ হয়। ধর্ম্ম, অর্থ ও যশের নিমিত্ত যে সকল ধন ও অন্যান্য দানদ্রব্য উদারতার সহিত ব্রাহ্মণকে নিবেদন করা হয়, কোন্ সাধু ব্যক্তি তাহা পুনরায় গ্রহণ করিয়া থাকেন? এই জীবলোক চলপত্রের পত্র-লীলার ন্যায় চঞ্চল এবং এই সংসারের সর্ব্বসুখ তৃণখণ্ডের ন্যায় অসার; এ অবস্থায় নরক-গহনগর্ত্তের আবর্ত্তে পতনোৎসুক দুর্ব্বুদ্ধি লোকই ব্রাহ্মণশাসন অপহরণ করিয়া থাকে। যে সকল মহীপতি এই ক্ষিতিপালন করেন, তাঁহারা ইহা ভোগ করিয়াই চলিয়া যাইবেন। তাঁহাদের কাহারও সহিতই এই ধরা যায় নাই, যায় না বা যাইবে না। এ ভূতলে যাহা কিছু আছে, সকলই বিনশ্বর; একমাত্র কীর্ত্তিই চিরস্থায়িনী; সুতরাং বসুধাপতিগণ কদাচ সৎকীর্ত্তি লোপ করিবেন না। বিপ্রসাৎকৃত বসুন্ধরাই এ জগতে মহীপতিগণের একমাত্র ভগিনী; সুতরাং তাহা কখনই তাঁহাদের ভোগযোগ্যা বা করগ্রাহ্যা

সামান্যোহয়ং ধর্ম্মসেতুর্নৃপাণাং যে যে কালে পালনীয়ো ভবন্তিঃ॥ ৪০॥ অস্মিন্ বংশে ক্ষিতৌ কোহপি রাজা যদি ভবিষ্যতি। তস্যাহং করলগ্নোহস্মি মদত্তং যদি পাল্যতে॥ ৪১॥ লিখিত্বা শাসনং রামশ্চাতুর্ব্বেদ্যদ্বিজোত্তমান্। সম্পূজ্য প্রদদৌ ধীমান্ বসিষ্ঠস্য চ সন্নিধৌ॥ ৪২॥ তে বাড়বা গৃহীত্বা তং পট্টং রামাজ্ঞয়া শুভম্। তাম্রং হৈমাক্ষরযুতং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মবিভূষণম্॥ ৪৩॥ পূজার্থং ভক্তিকামার্থাস্তদ্রক্ষণমকুর্ব্বত। চন্দনেন চ দিব্যেন পুষ্পেণ চ সুগন্ধিনা॥ ৪৪॥ তথা সুবর্ণপুষ্পেণ রূপ্যপুষ্পেণ বা পুনঃ। অহন্যহনি পূজান্তে কুর্ব্বতে বাড়বাঃ শুভাম্॥ ৪৫॥ তদগ্রে দীপকঞ্চৈব ঘৃতেন বিমলেন হি। সপ্তবর্ত্তিযুতং রাজন্নর্ঘ্যং প্রকুর্ব্বতে দ্বিজাঃ॥ ৪৬॥ নৈবেদ্যং কুর্ব্বতে নিত্যং ভক্তিপূর্ব্বং দ্বিজোত্তমাঃ। রামরামেতি রামেতি মন্ত্রমপ্যুচ্চরন্তি হি॥ ৪৭॥ অশনে শয়নে পানে গমনে চোপবেশনে। সুখে বাপ্যথবা দুঃখে রামচন্দ্রং সমুচ্চরেৎ॥ ৪৮॥ ন তস্য দুঃখদৌর্ভাগ্যং নাধিব্যাধিভয়ং ভবেৎ। আয়ুঃ শ্রিয়ং বলং তস্য বর্দ্ধয়ন্তি দিনে দিনে॥ ৪৯॥ রামেতি নাম্না মুচ্যেত পাপাদ্বৈ দারুণাদপি। নরকং নহি গচ্ছেত গতিং প্রাপ্নোতি শাশ্বতীম্॥ ৫০॥ ব্যাস উবাচ। ইতি কৃত্বা ততো রামঃ কৃতকৃত্যমমন্যত। প্রদক্ষিণীকৃত্য তদা প্রণম্য চ দ্বিজান্ বহূন্॥ ৫১॥ দত্ত্বা দানং ভূরিতরং গবাশ্বমহিষীরথম্। ততঃ সর্ব্বান্ দ্বিজাংস্তাংশ্চ বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ৫২॥ অত্রৈব স্থীয়তাং সর্ব্বৈর্যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। যাবন্মেরুর্ম্মহীপৃষ্ঠে সাগরাঃ সপ্ত এব চ॥ ৫৩॥ তাবদত্রৈব স্থাতব্যং ভবদ্ভির্হি ন সংশয়ঃ। যদাহি শাসনং বিপ্রা ন মন্যন্তে নৃপা ভুবি॥ ৫৪॥ অথবা বণিজঃ শূরা মদমায়াবিমোহিতাঃ। মদাজ্ঞাং ন প্রকুর্ব্বন্তি মন্যন্তে বা ন তে জনাঃ॥ ৫৫॥ তদা বৈ বায়ুপুত্রস্য স্মরণং ক্রিয়তাং দ্বিজাঃ। স্মৃতমাত্রো হনূমান্ বৈ সমাগত্য করিষ্যতি॥ ৫৬॥ সহসা ভস্ম তান্ সত্যং বচনান্মে ন সংশয়ঃ। য ইদং শাসনং রম্যং পালয়িষ্যতি ভূপতিঃ॥ ৫৭॥ বায়ুপুত্রঃ সদা তস্য সৌখ্যমৃদ্ধিং প্রদাস্যতি। দদাতি পুত্রান্ পৌত্রাংশ্চ সাধ্বীঃ পত্নীঃ

নহে। আমি রামচন্দ্র ভূমি দান করিয়া ভাবী ভূপতিগণের নিকট ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা যেন স্ব স্ব অধিকারকালে এই সাধারণ ধর্ম্মসেতু পালন করেন। এই বংশে যদি কেহ ক্ষিতিপতি হন, আর তিনি যদি এই মৎপ্রদত্ত শাসন পালন করেন, তবে আমি তাঁহার করতলগত হইয়া থাকিব। রামচন্দ্র এইরূপে বশিষ্ঠের সাক্ষাতে শাসনপত্র লিখিয়া চতুর্ব্বেদাবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে সসম্মানে দান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ রামের আজ্ঞাক্রমে সেই শাসনপট্ট গ্রহণ করিলেন। ঐ তাম্রশাসন হেমাক্ষরময়, ধর্ম্ম্য এবং ধর্ম্মবিভূষণ। ব্রাহ্মণগণ ভক্তি ও ইষ্টসাদ্ধিতৎপর হইয়া ঐ শাসনপট্ট রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রত্যহ দিব্য চন্দন, সুগন্ধি কুসুম, রৌপ্যপুষ্প ও সুবর্ণপুষ্পদ্বারা তাহার পূজা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! দ্বিজগণ সপ্তবর্ত্তিযুত বিমল ঘৃতপ্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া অর্ঘ্যদান এবং ভক্তিপূর্ব্বক নৈবেদ্য দান করিতে লাগিলেন, আর 'রাম রাম রাম' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শয়ন, অশন, পান, গমন, উপবেশন, সুখ বা দুঃখ সমস্ত অবস্থাতেই রামনাম তাঁহাদের উচ্চার্য্য হইল। রামনামে দুঃখ, দৌর্ভাগ্য, বা আধিব্যাধি-ভয় থাকে না; পরন্তু দিনে দিনে আয়ু, শ্রী ও বল বর্দ্ধিত হইতে থাকে। রামনামে দারুণ পাপ হইতেও মুক্তিলাভ হয়; নরকে যাইতে হয় না; পরন্তু অন্তে উত্তম গতিলাভ হইয়া থাকে। ৩৫—৫০। ব্যাস বলিলেন,—রামচন্দ্র এইরূপ করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ মনে করিলেন এবং বহুদ্বিজকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্ব্বক গো, অশ্ব, মহিষী ও রথ প্রভৃতি প্রভূত দান করিলেন। অনন্তর তিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত সেই সকল ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—রবিশশীর স্থিতিকাল পর্য্যন্ত আপনারা এইস্থানেই বাস করুন। এই মহীপৃষ্ঠে যতকাল মেরু ও সপ্ত সাগর বিদ্যমান থাকিবে, আপনারা ততকাল যাবৎ নিশ্চয়ই এই স্থানে নিরাপদে থাকিতে পারিবেন। ভূতলের যদি কোন রাজা কখন আমার শাসন অগ্রাহ্য করেন অথবা বলবান্ বণিক্‌সমাজ মদমায়ায় বিমোহিত হইয়া আমার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক আপনাদিগকে অবজ্ঞা করেন, তাহা হইলে তখন আপনারা বায়ুনন্দনের স্মরণ করিবেন। তিনি স্মরণমাত্রে সমাগত হইয়া সহসা তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করিবেন। আমার কথায় ইহার অন্যথা হইবে না। যে ভূপতি মৎপ্রদত্ত রম্যশাসন পালন করিবেন, বায়ুপুত্র তাঁহার সুখ বর্দ্ধিত করিয়া দিবেন। পুত্র, পৌত্র, সাধ্বী পত্নী,

যশো জয়ম্॥ ৫৮॥ ইত্যেবং কথয়িত্বা চ হনুমন্তং প্রবোধ্য চ। নিবর্ত্তিতো রামদেবঃ সসৈন্যঃ সপরিচ্ছদঃ॥ ৫৯॥ বাদিত্রাণাং স্বনৈর্ব্বিবিধৈঃ সূচ্যমান-শুভাগমঃ। শ্বেতাতপত্রযুক্তোঽসৌ চামরৈর্ব্বীজিতো নরৈঃ। অযোধ্যাং নগরীং প্রাপ্য চিরং রাজ্যং চকার হ॥ ৬০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীরামেণ ব্রাহ্মণেভ্যঃ শাসন-পট্টপ্রদানবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশো-ঽধ্যায়ঃ॥ ৩৪॥

পঞ্চস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ভগবন্ দেবদেবেশ সৃষ্টি-সংহারকারক। গুণাতীতো গুণৈর্যুক্তো মুক্তীনাং সাধনং পরম্॥ ১॥ সংস্থাপ্য দেবভবনং বিধি-বদ্দ্বিজসত্তমান্। কিং চক্রে রঘুনাথস্তু ভূয়োঽযোধ্যাং গতস্তদা॥ ২॥ স্বস্থানে ব্রাহ্মণাস্তত্র কানি কর্ম্মাণি চক্রিরে। ব্রহ্মোবাচ। ইষ্টাপূর্ত্তরতাঃ শান্তাঃ প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখাঃ॥ ৩॥ রাজ্যং চক্রুর্ব্বনস্যাস্য পুরোধা দ্বিজসত্তমঃ। উবাচ রামপুরতস্তীর্থমাহাত্ম্য-মুত্তমম্॥ ৪॥ প্রয়াগস্য চ মাহাত্ম্যং ত্রিবেণীফল-মুত্তমম্। প্রায়গতীর্থমহিমা শুক্লতীর্থস্য চৈব হি॥ ৫॥ সিদ্ধক্ষেত্রস্য কাশ্যাশ্চ গঙ্গায়া মহিমা তথা। বসিষ্ঠঃ কথয়ামাস তীর্থান্যন্যানি নারদ॥ ৬॥ ধর্ম্মারণ্য-সুবর্ণায়া হরিক্ষেত্রস্য তস্য চ। স্নানদানাদিকং সর্ব্বং বারাণস্যা যবাধিকম্॥ ৭॥ এতচ্ছ্রুত্বা রামদেবঃ স চমৎকৃতমানসঃ। ধর্ম্মারণ্যে পুনর্যাত্রাং কর্ত্তুকামঃ সমভ্যগাৎ॥ ৮॥ সীতয়া সহ ধর্ম্মজ্ঞো গুরুসৈন্য-পুরঃসরঃ। লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা ভরতেন সহায়বান্॥ ৯॥ শত্রুঘ্নেন পরিবৃতো গত্বা মোহেরকে পুরে। তত্র গত্বা বসিষ্ঠস্তু পৃচ্ছতেঽসৌ মহামনাঃ॥ ১০॥ রাম উবাচ। ধর্ম্মারণ্যে মহাক্ষেত্রে কিং কর্ত্তব্যং দ্বিজোত্তম। দানং বা নিয়মো বাথ স্নানং বা তপ উত্তমম্॥ ১১॥ ধ্যানং বাথ ক্রতুং বাথ হোমং বা জপমুত্তমম্॥ ১২॥ যেন বৈ ক্রিয়মাণেন তীর্থেঽস্মিন্ দ্বিজসত্তম। ব্রহ্মহত্যাদিপাপেভ্যো মুচ্যতে তদ্-ব্রবীহি মে॥ ১৩॥ বসিষ্ঠ উবাচ। যজ্ঞং কুরু

যশ ও জয় সকলই তিনি প্রদান করিবেন। রাম এই কথা শুনিয়া হনুমান্‌কে সেই সেই বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। অনন্তর তিনি সসৈন্যে সপরিচ্ছদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বাদিত্রনিঃস্বনে তদীয় শুভাগমনবার্ত্তা সূচিত হইল। তিনি শ্বেতাতপত্রে অন্বিত হইলেন। নরগণ চামরদ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিল। এইভাবে তিনি অযোধ্যানগরে উপনীত হইয়া বহুকাল রাজত্ব করিলেন। ৫৯—৬০।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

নারদ কহিলেন,—হে ভগবন্, দেবদেব! হে সৃষ্টিসংহারকারক! যিনি গুণাতীত গুণময় পুরুষ,—সর্ব্ববিধ মুক্তির পরম কারণ, সেই রঘুনাথ ধর্ম্মারণ্যে যথাবিধি দেবভবন ও দ্বিজসত্তমগণকে স্থাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া কি করিলেন? তিনি যে ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিলেন, তাঁহারাই বা স্বস্থানে কি কি কর্ম্ম করিতে লাগিলেন? ব্রহ্মা বলিলেন,—ধর্ম্মারণ্যের ব্রাহ্মণগণ প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ, শান্তচিত্ত ও ইষ্টাপূর্ত্তকার্য্যে তৎপর হইয়া সেই অরণ্যে আধিপত্য করিতে লাগিলেন। এদিকে কুলপুরোহিত দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ রামসমীপে উত্তম তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নারদ! বশিষ্ঠ রামের নিকট তৎকালে প্রয়াগতীর্থ, ত্রিবেণী, শুক্লতীর্থ, সিদ্ধক্ষেত্র, কাশী ও গঙ্গার মাহাত্ম্য এবং অন্যান্য তীর্থফল ও ধর্ম্মারণ্যস্থ সুবর্ণার তীরবর্ত্তী হরিক্ষেত্রের মহিমা, প্রকাশ করিলেন। অপিচ এই শেষোক্তক্ষেত্রে স্নান দানাদি করিলে বারাণসী অপেক্ষা যবমাত্র অধিক ফললাভ হয়, এ কথাও তিনি কহিলেন। রামচন্দ্র তৎশ্রবণে চমৎকৃত হইলেন এবং ধর্ম্মারণ্যে পুনরায় যাত্রা করিবার উদ্‌যোগ করিলেন। সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, ধর্ম্মজ্ঞ গুরু বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য অনেক সৈন্যসামন্ত তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মহামনা রাম ইঁহাদিগের সহিত মোহেরকপুরে উপনীত হইয়া বশিষ্ঠ-সমীপে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১—১০। রাম কহিলেন,—গুরো! মহাক্ষেত্র ধর্ম্মারণ্যে আসিয়া দান, নিয়ম, স্নান, উত্তম তপস্যা, ধ্যান, যজ্ঞ, হোম কিম্বা জপ কি কর্ত্তব্য? এই সমুদায়ের মধ্যে এতীর্থে কি কার্য্য করিলেই বা ব্রহ্ম-হত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা

মহাভাগ ধর্ম্মারণ্যে স্বমুত্তমম্। দিনেদিনে কোটি-গুণং যাবদ্বর্ষশতং ভবেৎ ॥ ১৪ ॥ তচ্ছ্রুত্বা চৈব গুরুতো যজ্ঞারম্ভং চকার সঃ। তস্মিন্নবসরে সীতা রামং ব্যজ্ঞাপয়ন্মুদা ॥ ১৫ ॥ স্বামিন্ পূর্ব্বং ত্বয়া বিপ্রা বৃতা যে বেদপারগাঃ। ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশেন নির্ম্মিতা যে পুরা দ্বিজাঃ ॥ ১৬ ॥ কৃতে ত্রেতাযুগে চৈব ধর্ম্মারণ্যনিবাসিনঃ। বিপ্রাংস্তান্ বৈ বৃণুষ ত্বং তৈরেব সাধকোঽধ্বরঃ ॥ ১৭ ॥ তৎ শ্রুত্বা রামদেবেন অহুতা ব্রাহ্মণাস্তদা। স্থাপিতাশ্চ যথাপূর্ব্বমস্মিন্মোহে-রকে পুরে ॥ ১৮ ॥ তৈস্তষ্টাদশসংখ্যাকৈস্ত্রৈবিদ্যৈ-র্ম্মেহিবাড়বৈঃ। যজ্ঞং চকার বিবিধবস্তৈরেবায়ত-বুদ্ধিভিঃ ॥ ১৯ ॥ কুশিকঃ কৌশিকো বৎস উপমন্যুশ্চ কাশ্যপঃ। কৃষ্ণাত্রেয়ো ভরদ্বাজো ধারিণঃ শৌনকো বরঃ ॥ ২০ ॥ মাণ্ডব্যো ভার্গবঃ পৈঙ্গ্যো বাৎস্যো লৌগাক্ষ এব চ। গাঙ্গায়নোঽথ গাঙ্গেয়ঃ শুনকঃ শৌনকস্তথা ॥ ২১ ॥ ব্রহ্মোবাচ। এভির্বিপ্রৈঃ ক্রতুং রামঃ সমাপ্য বিধিবন্নৃপঃ। চকারাবভৃথং রামো বিপ্রান্ সম্পূজ্য ভক্তিতঃ ॥ ২২ ॥ যজ্ঞান্তে সীতয়া রামো বিজ্ঞপ্তঃ সুবিনীতয়া। অস্যাধ্বরস্য সম্পত্তৌ দক্ষিণাং দেহি সুব্রত ॥ ২৩ ॥ মন্নাম্না চ পুরং তত্র স্থাপ্যতাং শীঘ্রমেব চ। সীতায়া বচনং শ্রুত্বা তথা চক্রে নৃপোত্তমঃ ॥ ২৪ ॥ তেষাঞ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ স্থান-মেকং সুনির্ভয়ম্। দত্তং রামেণ সীতায়াঃ সন্তোষায় মহীভৃতা ॥ ২৫ ॥ সীতাপুরমিতি খ্যাতং নাম চক্রে তদা কিল। তস্যাধিদেব্যৌ বর্ত্তেতে শান্তা চৈব সুমঙ্গলা ॥ ২৬ ॥ মোহেরকস্য পুরতো গ্রামদ্বাদ-শকং পুরঃ। দদৌ বিপ্রায় বিদুষে সমুত্থায় প্রহৃ-ষ্টিতঃ ॥ ২৭ ॥ তীর্থান্তরং জগামাশু কাশ্যপীসরিত-স্তটে। বাড়বাঃ কেঽপি নীতাস্তে রামেণ সহ ধর্ম্মবিৎ ॥ ২৮ ॥ ধর্ম্মালয়ে গতঃ সদ্যো যত্র মালা কমণ্ডলুঃ। পুরা ধর্ম্মেণ সুমহৎ কৃতং যত্র তপো মুনে ॥ ২৯ ॥ তদারভ্য সুবিখ্যাতং ধর্ম্মালয়মিতি শ্রুতম্। দদৌ দাশরথিস্তত্র মহাদানানি ষোড়শ ॥৩০॥ যে পঞ্চাশত্তদা গ্রামাঃ সীতাপুরসমন্বিতাঃ। সত্য-মন্দির-পর্য্যন্তা রঘুনাথেন বৈ তদা ॥ ৩১ ॥ সীতায়া

আমার নিকট বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন—মহা-ভাগ! তুমি এই ধর্ম্মারণ্যে উত্তম যজ্ঞানুষ্ঠান কর। এই স্থানে যজ্ঞ করিলে শতবর্ষ পর্য্যন্ত দিনে দিনে কোটিগুণ ফল লাভ হইবে। গুরুর নিকট এই উপদেশ পাইয়া রাম তথায় যজ্ঞারম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে সীতা রামের নিকট নিবেদন করি-লেন,—স্বামিন্! আপনি পূর্ব্বে যে সকল বেদ-পারগ ব্রাহ্মণকে বরণ করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব যাঁহাদিগকে উৎপাদন করেন, সেই সমস্ত সত্য ও ত্রেতাযুগপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকেই এই কার্য্যে এক্ষণে বরণ করুন। তাঁহাদের দ্বারাই যজ্ঞ কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে। রাম তৎশ্রবণে সেই সকল ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া মোহেরকপুরে যথাপূর্ব্ব স্থাপন করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের মধ্য হইতে অষ্টাদশ জন ত্রৈবিদ্য মোহিব্রাহ্মণ দ্বারা রামচন্দ্র যথাবিধি যজ্ঞকার্য্য সমাধা করাইলেন। এই ব্রাহ্মণগণ সকলেই প্রশস্তবুদ্ধি; ইঁহাদের নাম—কুশিক, কৌশিক, বৎস, উপমন্যু, কাশ্যপ, কৃষ্ণা-ত্রেয়, ভরদ্বাজ, ধারিণ, বৃদ্ধ শৌনক, মাণ্ডব্য, ভার্গব, পৈঙ্গ্য, বাৎস্য, লৌগাক্ষ, গাঙ্গায়ন, গাঙ্গেয়, শুনক ও শৌনক। ব্রহ্মা বলিলেন;—ভূপতি রাম এই সকল ব্রাহ্মণ দ্বারা যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন এবং যজ্ঞান্তে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া অবভৃথ-স্নান করিলেন। এই সময় সীতা সুবিনীতভাবে বলিলেন,—হে সুব্রত! এই যজ্ঞের সম্পূর্ণতার জন্য এই ব্রাহ্মণদিগকে যথা-যোগ্য দক্ষিণা দান করুন এবং সত্বর আমার নামে একটী পুরী স্থাপন করুন। সীতার বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্র তাহাই করিলেন। মহীপতি রাম সীতার সন্তোষার্থ এবং সেই সকল ব্রাহ্মণের নির্ভয়ে অবস্থানের জন্য একটী স্থান দান করিলেন। ঐ স্থান সীতাপুর নামে বিখ্যাত হইল। শান্তা ও সুমঙ্গলা-নাম্নী দেবীদ্বয় সীতাপুরের অধি-দেবতা হইয়া রহিলেন। পরে রামচন্দ্র হৃষ্টচিত্তে মোহেরকপুরের সম্মুখস্থ দ্বাদশ গ্রাম একজন বিদ্বান বিপ্রকে দান করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ রাম কাশ্যপী নদীর তটে তীর্থান্তরে গমন করি-লেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে কতিপয় ব্রাহ্মণও তথায় নীত হইলেন। রাম এক্ষণে যে তীর্থে গমন করিলেন, উহার নাম ধর্ম্মালয়। এইখানে থাকিয়া পূর্ব্বে মালা ও কমণ্ডলুও সদ্য সদ্য ধর্ম্ম-লোকে গমন করিয়াছিল এবং সাক্ষাৎ ধর্ম্ম পূর্ব্বে এখানে ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। এইজন্য তদবধি এস্থান ধর্ম্মালয় নামে বিখ্যাত হইয়াছে। দাশরথি রাম এস্থানে আসিয়া ষোড়শটী মহাদান করিলেন।১১—৩০। সীতাপুরের সংলগ্ন সত্যমন্দির পর্য্যন্ত যে পঞ্চাশৎ গ্রাম ছিল, সীতার বাক্যে এবং

বচনাত্তত্র গুরুবাক্যেণ চৈব হি। আত্মনো বংশবৃদ্ধ্যর্থং দ্বিজেভ্যোহদাদ্রঘূত্তমঃ॥ ৩২॥ অষ্টাদশসহস্রাণাং দ্বিজানামভবৎ কুলম্। বাৎস্যায়ন উপমন্যুর্জ্জাতুকর্ণ্যোহথ পিঙ্গলঃ॥ ৩৩॥ ভারদ্বাজস্তথা বৎসঃ কৌশিকঃ কুশ এব চ। শাণ্ডিল্যঃ কশ্যপশ্চৈব গৌতমশ্ছান্দনস্তথা॥ ৩৪॥ কৃষ্ণাত্রেয়স্তথা বৎসো বসিষ্ঠো ধারণস্তথা। ভাণ্ডিলশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো যৌবনাশ্বস্ততঃপরম্॥ ৩৫॥ কৃষ্ণায়নোপমন্যু চ গার্গ্য-মুদ্গলমৌখকাঃ। পুশিঃ পরাশরশ্চৈব কৌণ্ডিন্যশ্চ ততঃ পরম্॥ ৩৬॥ পঞ্চপঞ্চাশদ্গ্রামাণাং নামান্যেবং যথা-ক্রমম্। সীতাপুরং শ্রীক্ষেত্রঞ্চ মুষলী মুদ্গলী তথা॥ ৩৭॥ জ্যেষ্ঠলা শ্রেয়স্থানঞ্চ দস্তালী বটপত্রকা। রাজঃ পুরং কৃষ্ণবাটং দেহং লোহং চলস্থলম্॥ ৩৮॥ কোহেচং চন্দনক্ষেত্রং থলং চ হস্তিনাপুরম্। কর্পটং কন্নজহ্নবী বনোড়কনকাবলী॥ ৩৯॥ মোহোধং শমোহোরলী গোবিন্দনং থলত্যজম্। চারণসিদ্ধং সোদ্গীত্রাভাজ্যজং বটমালিকা॥ ৪০॥ গোধরং মারণজঞ্চৈব মাত্রমধ্যঞ্চ মাতরম্। বলবতী গন্ধবতী ঈয়াম্নী চ রাজ্যজম্॥ ৪১॥ রূপাবলী বহুধনং ছত্রীটং বংশজং তথা। জায়াসংরণং গোতিকী চ চিত্রলেখং তথৈব চ॥ ৪২॥ তুন্দাবলী হংসাবলী চ বৈহোলং চৈল্লজং তথা। নালাবলী আসাবলী সুহালী কামতঃ পরম্॥ ৪৩॥ রামেণ পঞ্চপঞ্চাশদ্গ্রামাণি বসনায় চ। স্বয়ং নির্ম্মায় দত্তানি দ্বিজেভ্যস্তেভ্য এব চ॥ ৪৪॥ তেষাং শুশ্রূষণার্থায় বৈশ্যান্ রামো ন্যবেশয়ৎ। ষট্‌ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি শূদ্রাংস্তেভ্যশ্চতুর্গুণান্॥ ৪৫॥ তেভ্যো দত্তানি দানানি গবাশ্ববসনানি চ। হিরণ্যং রজতং তাম্রং শ্রদ্ধয়া পরয়া মুদা॥ ৪৬॥ নারদ উবাচ। অষ্টাদশসহস্রাস্তে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। কথন্তে ব্যভজন্ গ্রামান্ গ্রামোৎপন্নং তথা বসু। বস্ত্রাদ্যং তন্মে কথয় সুব্রত॥ ৪৭॥ ব্রহ্মোবাচ। যজ্ঞান্তে দক্ষিণা যাবৎ সর্ত্বিগ্‌ভিঃ স্বকৃতা সুত। মহাদানাদিকং সর্ব্বং তেভ্য এব সমর্পিতম্॥ ৪৮॥ গ্রামাঃ সাধারণা দত্তা মহাস্থানানি বৈ তদা। যে বসন্তি চ যত্রৈব তানি তেষাং ভবন্তি হি॥ ৪৯॥ বশিষ্ঠবচনাত্তত্র গ্রামাস্তে বিপ্রসাৎকৃতাঃ। রঘূদ্বহেন ধীরেণ নোদ্বসন্তি যথা দ্বিজাঃ॥ ৫০॥ ধান্তং তেষাং প্রদত্তং হি বিপ্রাণাং চামিতং বসু। কৃতাঞ্জলি-

---

গুরুর অনুমোদনে রঘুনাথ রাম নিজের বংশ-বৃদ্ধির জন্য সেই সকল গ্রাম তখন ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। তথায় যে সকল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা সমষ্টিতে অষ্টাদশ সহস্র। অনন্তর রামচন্দ্র—বাৎসায়ন, উপমন্যু, জাতুকর্ণ্য, পিঙ্গল, ভরদ্বাজ, বৎস, কৌশিক, কুশ, শাণ্ডিল্য, কশ্যপ, গৌতম, ছান্দন, কৃষ্ণাত্রেয়, বৎস, বশিষ্ঠ, ধারণ, ভাণ্ডিল্য, যৌবনাশ্ব, কৃষ্ণায়ন, গার্গ্য, মুদ্গল, মৌখক, পুশি, পারাশর ও কৌণ্ডিন্য এই সকল ঋষির বাসের জন্য পঞ্চপঞ্চাশৎ গ্রাম দান করেন। সেই রামপ্রদত্ত গ্রামসমূহের নাম, যথা—সীতাপুর, শ্রীক্ষেত্র, মুলী, মুদ্গলী, জ্যেষ্ঠলা, শ্রেয়স্থান, দস্তালী, বটপত্রকা, রাজপুর, কৃষ্ণবাট, দেহ, লোহ, চলস্থান, কোহেচ, চন্দনক্ষেত্র, হল, হস্তিনাপুর, কর্পট, কন্নজাহ্নবী, বনোড়, কনকনাবলী, মোহোধ, শমোহোরলী, গোবিন্দন, থলত্যজ, চারণসিদ্ধ, সোদ্গীত্রাভাজ্যজ, বটমালিকা, গোধর, মারণজ, মাত্রমধ্য, মাতা, বলবতী, গন্ধবতী, ঈয়াম্নী, রাজ্যজ, রূপাবলী, বহুধন, ছত্রীট, বংশজ, জায়া-সংরণ, গোতিকী, চিত্রলেখ, তুন্দাবলী, হংসাবলী, বৈহোল, চৈল্লজ, নালাবলী, আসাবলী, এবং সুহালী। এই সকল গ্রাম স্বয়ং প্রস্তুত করাইয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণদিগকে রামচন্দ্র দান করিলেন। পরে ঐ সকল ব্রাহ্মণের শুশ্রূষার জন্য ষট্‌ত্রিংশৎ-সহস্র বৈশ্য ও তৎচতুর্গুণ শূদ্রও তথায় সন্নিবেশিত করিলেন। এতদ্ভিন্ন গো, অশ্ব, বস্ত্র, হিরণ্য, রজত, এবং তাম্র এই সকল দ্রব্য পরম শ্রদ্ধায় সহিত রাম তাঁহাদিগকে দান করিলেন। নারদ কহিলেন,—ঐ স্থানে অষ্টাদশ সহস্র বেদপারগ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা কিরূপে রামপ্রদত্ত গ্রাম সকল, গ্রামোৎপন্ন অর্থ, এবং বস্ত্র ও ভূষণাদি ভাগ করিয়া লইতেন, তাহা আমার নিকট বলুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—পুত্র! যজ্ঞান্তে যে দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ঋত্বিক্‌গণ ভাগ করিয়া লইলেন এবং মহাদানাদি যে কিছু দান করা হইয়াছিল, তাহাও তাঁহাদিগকেই অর্পণ করা হয়। কিন্তু গ্রাম ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান সকল সাধারণকেই প্রদত্ত হইয়াছিল। যাঁহারা যে গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহারাই সেই গ্রামের অধিস্বামী হইলেন। ধীরচেতা রঘুনাথ বশিষ্ঠের বাক্যানুসারেই ঐ সকল গ্রাম ব্রাহ্মণ-সাৎ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা যাহাতে উদ্বাস্ত না হন, তিনি তাহারই ব্যবস্থা

ততো রামো ব্রাহ্মণানিদমব্রবীৎ ॥ ৫১ ॥ যথা কৃতযুগে বিপ্রাস্ত্রেতায়াঞ্চ যথা পুরা। তথা চাদ্যৈব বর্ত্তব্যং মম রাজ্যে ন সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥ যৎকিঞ্চিদ্ধনধান্যং বা যানং বা বসনানি বা। মণয়ঃ কাঞ্চনাদীংশ্চ হেমাদীংশ্চ তথা বসু ॥ ৫৩ ॥ তাম্রাদ্যং রজতাদীংশ্চ প্রার্থয়ধ্বং মমাধুনা। অধুনা বা ভবিষ্যে বাভ্যর্থনীয়ং যথোচিতম্ ॥ ৫৪ ॥ প্রেষণীয়ং বাচিকং মে সর্ব্বদা দ্বিজসত্তমাঃ। যং যং কামং প্রার্থয়ধ্বং তং তং দাস্যাম্যহং বিভো ॥ ৫৫ ॥ ততো রামঃ সেবকাদীনাদরাৎ প্রত্যভাষত। বিপ্রাজ্ঞা নোল্লঙ্ঘনীয়া সেবনীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ৫৬ ॥ যং যং কামং প্রার্থয়ন্তে কারয়ধ্বং ততস্ততঃ। এবং নত্বা চ বিপ্রাণাং সেবনং কুরুতে তু যঃ ॥ ৫৭ ॥ স শূদ্রঃ স্বর্গমাপ্নোতি ধনবান্ পুত্রবান্ ভবেৎ। অন্যথা নির্দ্ধনত্বং হি লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ যবনো ম্লেচ্ছজাতীয়ো দৈত্যো বা রাক্ষসোঽপি বা। যোঽত্র বিঘ্নং করোত্যেব ভস্মীভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৫৯ ॥ ব্রহ্মোবাচ। ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য দ্বিজান্ রামোঽতিহর্ষিতঃ। প্রস্থানাভিমুখো বিপ্রৈরাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ ॥ ৬০ ॥ আসীমান্তমনুব্রজ্য স্নেহব্যাকুললোচনাঃ। দ্বিজাঃ সর্ব্বে বিনির্বৃত্তা ধর্ম্মারণ্যে বিমোহিতাঃ ॥ ৬১ ॥ এবং কৃত্বা ততো রামঃ প্রতস্থে স্বাং পুরীং প্রতি। কাশ্যপাশ্চৈব গর্গাশ্চ কৃতকৃত্যা দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৬২ ॥ গুর্ব্বাসনসমাবিষ্টাঃ সভার্য্যা সসুহৃৎসুতাঃ। রাজধানীং তদা প্রাপ রামোঽযোধ্যাং গুণান্বিতাম্ ॥ ৬৩ ॥ দৃষ্ট্বা প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে লোকাঃ শ্রীরঘুনন্দনম্। ততো রামঃ স ধর্ম্মাত্মা প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ৬৪ ॥ সীতয়া সহ ধর্ম্মাত্মা রাজ্যং কুর্ব্বংস্তদা সুখীঃ। জানক্যাং গর্ভমাধত্ত রবিবংশোদ্ভবায় চ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীরামচন্দ্রকৃতধর্ম্মারণ্যতীর্থক্ষেত্রজীর্ণোদ্ধারবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৫॥

করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন রাম তাঁহাদিগকে অপরিমিত ধান্য ও ধন প্রদান করিলেন। অনন্তর রাম কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন,—পূর্ব্বে সত্যকালে ও ত্রেতার প্রারম্ভে আপনারা যেরূপ এস্থানে বাস করিয়াছিলেন, অদ্য হইতে আমার রাজ্যেও আপনারা সেইরূপে বাস করুন। যে কিছু ধন, ধান্য, ফল, বসন, মণি, কাঞ্চনাদি, কিম্বা তাম্র ও রজতাদি আপনাদের প্রয়োজন হয়, আপনারা অধুনা তাহা যথেষ্ট চাহিয়া লউন। এখনই প্রয়োজন হউক, বা ভবিষ্যতেই হউক, যথোচিত সামগ্রী আপনারা আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইবেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমার নিকট আপনারা সর্ব্বদাই সংবাদ প্রেরণ করিবেন। যে যে যজ্ঞ আপনাদের কাম্য হয়, জানাইবেন, আমি তাহার উপকরণ সমস্তই দান করিব। অনন্তর রাম ভৃত্যবর্গকে বলিলেন,—তোমরা ব্রাহ্মণদিগের আজ্ঞা কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। ইহাদের অভিপ্রায়ানুসারে সমস্ত কার্য্যই সযত্নে সম্পাদন করিবে। এইরূপে নত হইয়া যে শূদ্র ব্রাহ্মণদিগের সেবা করিবে, অন্তে তাহার স্বর্গ এবং ইহকালে ধন পুত্র লাভ হইবে। ইহার অন্যথাচরণে নিশ্চয়ই সে দারিদ্র্য লাভ করিবে। যবন হউক, ম্লেচ্ছজাতীয় হউক অথবা দৈত্য কিম্বা রাক্ষস হউক, যে এখানে বিঘ্নাচরণ করিবে, সে-ই তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর রাম অত্যন্ত হৃষ্টভাবে দ্বিজগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন। দ্বিজগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত করিলেন এবং স্নেহাকুলনয়নে সীমান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিয়া সকলেই পুনরায় শোকাচ্ছন্নভাবে ধর্ম্মারণ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রামচন্দ্র এইরূপ করিয়া স্বীয় পুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। দৃঢ়ব্রত কশ্যপ ও গর্গবংশীয়গণ কৃত্যকৃত্য হইয়া ভার্য্যা ও সুহৃদ্‌গণ সমভিব্যাহারে গুরুর আসনে সমাসীন হইলেন। রাম তাঁহার সুসমৃদ্ধ অযোধ্যা পুরে আগমন করিলেন। তৎকালে রঘুনন্দনকে দেখিয়া প্রকৃতিপুঞ্জ প্রমুদিত হইল! অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাম প্রজাপালনে তৎপর হইয়া সীতা সহ মুদিতমনে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। পরে কিয়দ্দিন মধ্যেই সূর্য্যবংশ-বিস্তারের নিমিত্ত রামচন্দ্র জানকীর গর্ভাধান করিলেন।৫১—৬৫।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। অতঃ পরং কিমভবত্তন্মে কথয় সুব্রত। পূর্ব্বং চ তদশেষেণ শংস মে বদতাংবর॥ ১॥ স্থিরীভূতং চ তৎস্থানং কিয়ৎকালং বদস্ব মে। কেন বৈ রক্ষ্যমাণং চ কস্যাজ্ঞা বর্ত্ততে প্রভো॥ ২॥ ব্রহ্মোবাচ। ত্রেতাতো দ্বাপরান্তং চ যাবৎ কলিসমাগমঃ। তাবৎ সংরক্ষণে চৈকো হনূমান্ পবনাত্মজঃ॥ ৩॥ সমর্থো নান্যথা কোঽপি বিনা হনুমতা সুত। লঙ্কা বিধ্বংসিতা যেন রাক্ষসাঃ প্রবলা হতাঃ॥ ৪॥ স এব রক্ষতে তত্র রামাদেশেন পুত্রক। দ্বিজস্যাজ্ঞা প্রবর্ত্তেত শ্রীমাতায়াস্তথৈব চ॥ ৫॥ দিনেদিনে প্রহর্ষোঽভূজ্জনানাং তত্র বাসিনাম্। পঠন্তি স্ম দ্বিজাস্তত্র ঋগ্‌যজুঃসামলক্ষণান্॥ ৬ অথর্ব্বণমপি তত্র পঠন্তি স্ম দিবানিশম্ বেদনির্ঘোষজঃ শব্দস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে॥ ৭॥ উৎসবাস্তত্র জায়ন্তে গ্রামেগ্রামে পুরেপুরে। নানা যজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তন্তে নানাধর্ম্মসমাশ্রিতাঃ॥ ৮॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কদাপি তস্য স্থানস্য ভঙ্গো জাতোঽথ বা নবা। দৈত্যৈর্জ্জিতং কদা স্থানমথবা রাক্ষসৈঃ॥ ৯॥ ব্যাস উবাচ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া রাজন্ ধর্ম্মজ্ঞস্ত্বং সদা শুচিঃ। আদৌ কলিযুগে প্রাপ্তে যদ্বৃত্তং তচ্ছৃণুষ ভোঃ॥ ১০॥ লোকানাং চ হিতার্থায় কামায় চ সুখায় চ। যজ্ঞং চ কথয়িষ্যামি তৎসর্ব্বং শৃণু ভূপতে॥ ১১॥ ইদানীং চ কলৌ প্রাপ্ত আমো নাম্না বভুব হ। কান্যকুব্জাধিপঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মজ্ঞো নীতিতৎপরঃ॥ ১২॥ শান্তো দান্তঃ সুশীলশ্চ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ। দ্বাপরান্তে নৃপশ্রেষ্ঠ অনাগতে কলৌ যুগে॥ ১৩॥ ভয়াৎ কলের্বিশেষেণ অধর্ম্মস্য ভয়াদিভিঃ। সর্ব্বে দেবাঃ ক্ষিতিং ত্যক্ত্বা নৈমিষারণ্যমাশ্রিতাঃ॥১৪॥ রামোঽপি সেতুবন্ধং হি সসহায়ো গতো নৃপ॥ ১৫॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কীদৃশং হি কলৌ প্রাপ্তে ভয়ং লোকে সুদুস্তরম্। যস্মিন্ সুরৈঃ পরিত্যক্তা রত্নগর্ভা বসুন্ধরা॥ ১৬॥ ব্যাস উবাচ। শৃণুষ কলিধর্ম্মাংস্ত্বং ভবিষ্যন্তি যথা নৃপ। অসত্যবাদিনো লোকাঃ সাধুনিন্দাপরা[illegible]ঃ॥ ১৭॥ দস্যুকর্ম্মরতাঃ সর্ব্বে

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে বদতাংবর সুব্রত! অতঃপর কি হইল? পূর্ব্বেই বা কি হইয়াছিল? কাহার রক্ষকতায় কত কাল ঐ স্থান স্থিরীভূত ছিল? সেখানে কাহার আজ্ঞাই বা প্রতিপালিত হইয়াছিল? এতৎসমস্ত অশেষরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—ত্রেতাযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া কলির সমাপন পর্য্যন্ত দ্বাপরান্তকাল যাবৎ একমাত্র পবননন্দন হনুমান্‌ই ঐ স্থানের রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। হে সুত! হনুমান্ ব্যতীত আর কেহই তাহার রক্ষায় সক্ষম হইতেন না। যিনি লঙ্কানগরী ধ্বংস করিয়াছেন, প্রবল রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়াছেন, সেই হনুমান্ নিজেই রামাদেশে তথাকার রক্ষাভার গ্রহণ করেন। দেবী শ্রীমাতা এবং তত্রত্য দ্বিজগণেরই আজ্ঞা তথায় অপ্রতিহত। তথাকার অধিবাসীদিগের দিনদিনই হর্ষবৃদ্ধি হইতেছিল। তথায় দ্বিজগণ অহরহ ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব বেদ অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তাঁহাদের কণ্ঠোত্থিত বেদপাঠধ্বনিতে চরাচর ত্রৈলোক্য প্রতিধ্বনিত হইত। তথায় গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে নানাধর্ম্মাশ্রিত কত উৎসব এবং কতই না বিবিধ যজ্ঞ সমাহিত হইত। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিলেন—ঋষে! ঐ স্থানের ধ্বংস কদাচ হইয়াছিল কি না? দৈত্য বা দুষ্ট রাক্ষসেরা কখন ঐ পুণ্যস্থান জয় করিয়াছিল কি? ব্যাস বলিলেন,—রাজন্! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। বুঝিলাম, তুমিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ এবং তুমিই প্রকৃত পুণ্যাত্মা। শ্রবণ কর। কলিযুগের প্রারম্ভে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, এবং যেরূপ যজ্ঞ হইয়াছিল, তাহাই বলিতেছি। লোকের হিতকাম ও সুখসমৃদ্ধির জন্যই আমি এই সকল কথা বলিব। হে ভূপতে! তুমি এক্ষণে সমস্তই একে একে শ্রবণ কর। নৃপবর! দ্বাপরের শেষাবস্থা! কলির সমাগম তখনও সম্পূর্ণ ঘটে নাই। এমন সময়ে কান্যকুব্জে আম নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শ্রীমান্ ধর্ম্মজ্ঞ নীতিনিপুণ, শান্ত, দান্ত, সুশীল ও সত্যধর্ম্মনিষ্ঠ। এই সময় সমস্ত দেব কলিভয়ে বিশেষতঃ অধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া ক্ষিতির অন্যান্য স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক নৈমিষারণ্যের আশ্রয় লইয়াছিলেন। এদিকে রামচন্দ্রও স্বগণ সমভিব্যাহারে সেতুবন্ধে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। [illegible]র কহিলেন,—কলিকালে জগতে কীদৃশ দুস্তর ভ[illegible] উপস্থিত হয়—যাহার জন্য সুরগণ রত্নগর্ভা বসুন্ধরাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন? ১—১৬। ব্যাস বলিলেন,—হে নৃপ! ভবিষ্যতে যে সকল কলিধর্ম্ম হইবে, তাহা তুমি শ্রবণ কর। কলিকালে লোক

পিতৃভক্তিবিবর্জিতাঃ। স্বগোত্রদারাভিরতা লৌল্য-ধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মবিদ্বেষিণঃ সর্ব্বে পরস্পরবিরোধিনঃ। শরণাগতহন্তারো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ১৯ ॥ বৈশ্যাচাররতা বিপ্রা বেদভ্রষ্টাশ্চ মানিনঃ। ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে সন্ধ্যালোপকরা দ্বিজাঃ ॥ ২০ ॥ শান্তৌ শূরা ভয়ে দীনাঃ শ্রাদ্ধতর্পণ-বর্জ্জিতাঃ। অসুরাচারনিরতা বিষ্ণুভক্তিবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ২১ ॥ পরবিত্তাভিলাষাশ্চ উৎকোচগ্রহণে রতাঃ। অস্নাতভোজিনো বিপ্রাঃ ক্ষত্রিয়া রণবর্জ্জিতাঃ ॥ ২২ ॥ ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে মলিনা দুষ্টবুদ্ধয়ঃ। মদ্যপান-রতাঃ সর্ব্বেঽপ্যযাজ্যানাং হি যাজকাঃ ॥ ২৩ ॥ ভর্ত্তৃদ্বেষকরা রামাঃ পিতৃদ্বেষকরাঃ সুতাঃ। ভ্রাতৃদ্বেষ-করাঃ ক্ষুদ্রা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥২৪॥ গবাবিক্রয়িণস্তে বৈ ব্রাহ্মণা বিত্ততৎপরাঃ। গাবো দুগ্ধং ন দুহ্যন্তে সম্প্রাপ্তে হি কলৌ যুগে ॥ ২৫ ॥ ফলন্তে নৈব বৃক্ষাশ্চ কদাচিদপি ভারত। কন্যাবিক্রয়-কর্ত্তারো গোজাবিক্রয়কারকাঃ ॥ ২৬ ॥ বিষবিক্রয়-কর্ত্তারো রসবিক্রয়কারকাঃ। বেদবিক্রয়কর্ত্তারো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ২৭ ॥ নারী গর্ভং সমাধত্তে হায়নৈকাদশেন হি। একাদশ্যুপবাসস্য বিরতাঃ সর্ব্বতো জনাঃ ॥ ২৮ ॥ ন তীর্থসেবনরতা ভবিষ্যন্তি চ বাড়বাঃ। বহ্বাহারা ভবিষ্যন্তি বহুনিদ্রাসমাকুলাঃ ॥ ২৯ ॥ জিহ্মবৃত্তিপরাঃ সর্ব্বে বেদনিন্দাপরায়ণাঃ। যতিনিন্দাপরাশ্চৈব ছদ্মকারাঃ পরস্পরম্ ॥ ৩০ ॥ স্পর্শদোষভয়ং নৈব ভবিষ্যতি কলৌ যুগে। ক্ষত্রিয়া রাজ্যহীনাশ্চ ম্লেচ্ছো রাজা ভবিষ্যতি ॥ ৩১ ॥ বিশ্বাসঘাতিনঃ সর্ব্বে গুরুদ্রোহরতাস্তথা। মিত্রদ্রোহ-রতা রাজন্ শিশ্নোদরপরায়ণাঃ ॥ ৩২ ॥ একবর্ণা ভবিষ্যন্তি বর্ণাশ্চত্বার এব চ। কলৌ প্রাপ্তে মহারাজ নান্যথা বচনং মম ॥ ৩৩ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা গুরোরেব কান্যকুব্জাধিপো বলী। রাজ্যং প্রকুরুতে তত্র আমো নাম্না হি ভূতলে ॥ ৩৪ ॥ সার্ব্বভৌম-ত্বমাপন্নঃ প্রজাপালনতৎপরঃ। প্রজানাং কলিনা তত্র পাপে বুদ্ধিরজায়ত ॥ ৩৫ ॥ বৈষ্ণবং ধর্ম্মমুৎসৃজ্য বৌদ্ধধর্ম্মমুপাগতাঃ। প্রজাস্তমনুবর্ত্তিন্যঃ ক্ষপণৈঃ প্রতিবোধিতাঃ ॥ ৩৬ ॥ তস্য রাজ্ঞো মহাদেবী মামানাম্নাতিবিশ্রুতা। গর্ভং দধার সা রাজ্ঞো

সকল অসত্যবাদী, সাধুগণের নিন্দাপরায়ণ, দস্যু-কর্ম্মে নিরত, পিতৃভক্তিবিবর্জ্জিত, স্বগোত্রীয় পরস্ত্রীতে অভিরত, কপট-ধ্যাননিষ্ঠ, ব্রহ্মদ্বেষী, পরস্পর বিরোধকারী ও শরণাগতঘাতী হইবে। সম্মানিত বিপ্রগণ বেদভ্রষ্ট হইয়া বৈশ্যাচার রত হইবেন। দ্বিজগণ সন্ধ্যাবন্দনাবর্জ্জিত হইবেন। লোক সকল শান্তিতে শূর ও ভয়ে আর্ত্ত হইবে। শ্রাদ্ধতর্পণাদি ক্রিয়া লোপ পাইবে। লোক সকল আসুরিক আচারে অনুরক্ত হইবে, বিষ্ণুভক্তিবর্জ্জিত হইবে, পরবিত্তে লোভী হইবে, উৎকোচ গ্রহণে রত হইবে। বিপ্রগণ স্নান না করিয়াই ভোজন করিবেন। ক্ষত্রিয়গণ সমরে বিমুখ হইবে। কলিতে প্রায় সকল লোকই পাপী ও দুষ্টবুদ্ধি হইবে, মদ্যপানে আসক্ত হইবে, সকলেই অযাজ্য যাজন করিবে, স্ত্রীগণ পতিদ্বেষিনী হইবে, পুত্রগণ পিতৃদ্বেষী এবং ভ্রাতৃগণ ভ্রাতৃদ্বেষী হইবে। কলিতে লোক ক্ষুদ্রচিত্ত হইবে। ব্রাহ্মণেরা বিত্তার্জ্জনে তৎপর হইয়া গব্য বিক্রয় করিবে। গোগণ যথাযথ দুগ্ধদান করিবে না। হে ভারত! বৃক্ষগণ যথারীতি ফল-প্রদ হইবে না। ব্রাহ্মণে কন্যা, গো, অজা, বিষ, রস ও বেদ বিক্রয় করিবে। একাদশবর্ষে নারী গর্ভবতী হইবে। নরগণ একাদশীর উপবাস করিবে না। ব্রাহ্মণগণ তীর্থসেবায় নিরত হইবে না। তাহারা বহু আহার করিবে, অত্যন্ত নিদ্রাসেবী হইবে, কুটিলব্যবহারে তৎ-পর হইবে, বেদনিন্দায় নিরত হইবে, যতি-গণের নিন্দা করিবে এবং পরস্পর কপট ব্যবহার করিতে থাকিবে। কলিযুগে স্পর্শদোষ-ভয় থাকিবে না। ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যহীন এবং ম্লেচ্ছগণ রাজা হইবে। লোক বিশ্বাসঘাতী, গুরুদ্রোহী, মিত্রদ্রোহী ও শিশ্নোদরপরায়ণ হইবে। চতুর্ব্বর্ণই ক্রমে একবর্ণ হইয়া যাইবে। কলি আসিলে এই এই সকল ঘটিবে; আমার কথা অন্যথা হইবে না।১৭—৩৩। বলবান্ কান্যকুব্জাধি-পতি গুরুর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া ভূতলে রাজ্য করিতে লাগিলেন। তিনি প্রজাপালনে তৎপর হইয়া ক্রমে সার্ব্বভৌম নরপতি হইলেন। কিন্তু কলির আক্রমণে তাঁহার প্রজাগণের বুদ্ধি পাপাক্রান্ত হইল। তাহারা বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় লইল। প্রজাগণ সেই ধর্ম্মেরই অনুবর্ত্তন করিল; ক্ষপণকেরা তাহাদের উপদেশক হইল। সেই রাজার প্রখ্যাতকীর্ত্তি মামা-নাম্নী মহাদেবী রাজ্ঞী হইতে গর্ভধারণ করিলেন।

সর্ব্বলক্ষণসংযুতা॥ ৩৭॥ সম্পূর্ণে দশমে মাসি জাতা তস্যাঃ সুরূপিণী। দুহিতা সময়ে রাজ্ঞ্যাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননা॥ ৩৮॥ রত্নগঙ্গেতি নাম্না সা মণিমাণিক্যভূষিতা। একদা দৈবযোগেন দেশান্তরাদুপাগতঃ॥ ৩৯॥ নাম্না চৈবেন্দ্রসূরির্ব্বৈ দেশেঽস্মিন্ কান্যকুব্জকে। ষোড়শাব্দা চ সা কন্যা নোপনীতা নৃপাত্মজা॥ ৪০॥ দাস্যান্তরেণ মিলিত ইন্দ্রসূরিশ্চ জীবিকঃ। শাবরীং মন্ত্রবিদ্যাং চ কথয়ামাস ভারত॥ ৪১॥ একচিত্তাভবৎ সা তু শূলিকর্ম্মবিমোহিতা। ততঃ সা মোহমাপন্না তত্তদ্বাক্যপরায়ণা॥৪২॥ ক্ষপণৈর্ব্বোধিতা বৎস জৈনধর্ম্মপরায়ণা। ব্রহ্মাবর্ত্তাধিপতয়ে কুম্ভীপালায় ধীমতে॥ ৪৩॥ রত্নগঙ্গাং মহাদেবীং দদৌ তামিতি বিক্রমী। মোহেরকং দদৌ তস্মৈ বিবাহে দৈবমোহিতঃ॥ ৪৪॥ ধর্ম্মারণ্যং সমাগত্য রাজধানী কৃতা তদা। দেবাংশ্চ স্থাপয়ামাস জৈনধর্ম্মপ্রণীতকান্॥ ৪৫॥ সর্ব্বে বর্ণাস্তথাভূতা জৈনধর্ম্মসমাশ্রিতাঃ। ব্রাহ্মণা নৈব পূজ্যন্তে ন চ শান্তিকপৌষ্টিকম্॥ ৪৬॥ ন দদাতি কশ্চিৎ দানমেবং কালঃ প্রবর্ত্ততে। লব্ধশাসনক বিপ্রা লুপ্তস্বাম্যা অহর্নিশম্॥ ৪৭॥ সমাকুলিতচিত্তাস্তে নৃপমামং সমাযযুঃ। কান্যকুব্জস্থিতং শূরং পাষণ্ডৈঃ পরিবেষ্টিতম্॥ ৪৮॥ কান্যকুব্জপুরং প্রাপ্য কতিভির্বাসরৈর্নৃপ। গঙ্গোপকণ্ঠে ন্যবসন্ শ্রান্তাস্তে মোঢ়বাড়বাঃ॥ ৪৯॥ চারৈশ্চ কথিতাস্তে চ নৃপস্যাগ্রে সমাগতাঃ প্রাতরাকারিতা বিপ্রা আগতা নৃপসংসদি॥ ৫০॥ প্রত্যুত্থানাভিবাদাদীন্ন চক্রে সাদরং নৃপঃ। তিষ্ঠতো ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বান্ পর্য্যপৃচ্ছদসৌ ততঃ॥ ৫১॥ কিমর্থমাগতা বিপ্রাঃ কিং স্বিৎকার্য্যং ব্রুবন্তু তৎ॥ ৫২॥ বিপ্রা ঊচুঃ। ধর্ম্মারণ্যাদিহায়াতাস্ত্বৎসমীপং নরাধিপ॥ রাজংস্তব সুতায়াস্তু ভর্ত্তা কুমারপালকঃ॥ ৫৩॥ তেন প্রলুপ্তং বিপ্রাণাং শাসনং মহদদ্ভুতম্। বর্ত্ততা জৈনধর্ম্মেণ প্রেরিতেনেন্দ্রসূরিণা॥ ৫৪॥ রাজোবাচ। কেন বৈ শাসিতাঃ যূয়মস্মিন্ মোহেরকে পুরে।

ক্রমে সমস্ত গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। সম্পূর্ণ দশমমাসে তাঁহার এক পরমা সুন্দরী পূর্ণচন্দ্রনিভাননা কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। কন্যার নাম হইল,- রত্নগঙ্গা। রত্নগঙ্গা সর্ব্বদাই মণিমাণিক্যে ভূষিত হইয়া থাকিত। একদা দৈবক্রমে ইন্দ্রসূরিনামক এক বৈদেশিক যুবক কান্যকুব্জে আগমন করিল। এই সময় রাজকুমারীর বয়স ষোড়শবর্ষ; এখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই। ইন্দ্রসূরি, রাজান্তঃপুরের এক দাসীর সহিত মিলিত হইল এবং তাহার সাহায্যে রাজকুমারীর নিকট শাম্বরী মন্ত্রবিদ্যা প্রকাশ করিল। রাজকুমারী সে বিদ্যায় মোহিতা হইয়া তাহাতেই একনিষ্ঠা হইলেন। তিনি মোহাপন্ন হইয়া ইন্দ্রসূরির কথামত কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। বৎস! ক্ষপণকেরা তাঁহাকে উপদেশ দিল। তিনি জৈনধর্ম্মে আস্থাশালিনী হইলেন। পরাক্রান্ত কান্যকুব্জরাজ, ব্রহ্মবর্ত্তাধিপতি কুম্ভীপালের করে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিলেন। দৈবমোহিত কান্যকুব্জরাজ জামাতাকে মোহেরক দেশ এই বিবাহের যৌতুক দিলেন। এই সূত্রে কুম্ভীপাল ধর্ম্মারণ্যে আসিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন। জৈনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বহুদেবগণের মূর্ত্তিও তাঁহা দ্বারা স্থাপিত হইল। তত্রত্য সকল বর্ণই তখন জৈনধর্ম্মাবলম্বী হইল। সে কালে পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগের আর সমাদর রহিল না, শান্তিক বা পৌষ্টিক ক্রিয়াও কুত্রাপি অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল না। কাল এমনই কঠোর হইল যে, কেহই তখন দানকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল না। তথাকার বিপ্রগণ লব্ধশাসন হইলেও দিন দিন তাঁহাদের প্রভুত্ব লুপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহারা সমাকুল চিত্তে নরপতি আমের নিকট যাত্রা করিলেন। পরাক্রান্ত আমরাজা কান্যকুব্জেই ছিলেন। কিন্তু সেখানেও পাষণ্ডগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছিল। ধর্ম্মারণ্যস্থ ব্রাহ্মণেরা কিয়দ্দিন পরে কান্যকুব্জে আসিয়া শ্রান্তদেহে গঙ্গার উপকণ্ঠে বাস করিলেন। চারগণ ব্রাহ্মণদিগের আগমনবার্ত্তা রাজাকে নিবেদন করিল। পরদিন ব্রাহ্মণেরা রাজসভায় আহূত হইলেন। ব্রাহ্মণেরা রাজার আহ্বানে সভায় গেলেন, কিন্তু রাজা প্রত্যুত্থান বা অভিবাদনাদি দ্বারা তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। অগত্যা ব্রাহ্মণেরা উপবেশন করিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন—বিপ্রগণ আপনারা কিজন্য আগমন করিয়াছেন? আপনাদের প্রয়োজন কি? তাহা আমায় বলুন।৩৮—৫২। বিপ্রগণ! কহিলেন,—রাজন! আমরা ধর্ম্মারণ্য হইতে আপনার নিকট আসিয়াছি। সম্প্রতি কুমারপাল আপনার জামাতা হইয়াছেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! তিনি ইন্দ্রসূরির প্রেরণায় জৈনধর্ম্মগ্রহণপূর্ব্বক বিপ্রগণের অধিকার বিলুপ্ত করিয়াছেন। রাজা

এতদ্ধি বাড়বাঃ সর্ব্বং ক্রূত বৃত্তং যথাতথম্ ॥ ৫৫ ॥ বিপ্রা উচুঃ। কাজেশৈঃ স্থাপিতা পূর্ব্বং ধর্ম্মরাজেন ধীমতা। কৃতা চাত্র শুভে স্থানে রামেণ চ ততঃ পুরী ॥ ৫৬ ॥ শাসনং রামচন্দ্রস্য দৃষ্টান্যৈশ্চৈব রাজভিঃ। পালিতং ধর্ম্মতো হ্যত্র শাসনং নৃপসত্তম ॥ ৫৭ ॥ ইদানীং তব জামাতা বিপ্রান্ পালয়তে ন হি। তচ্ছ্রুত্বা বিপ্রবাক্যং তু রাজা বিপ্রানথাব্রবীৎ ॥ ৫৮ ॥ যান্তু শীঘ্রং হি ভো বিপ্রাঃ কথয়ন্তু মমাজ্ঞয়া। রাজ্ঞে কুমারপালায় দেহি ত্বং ব্রাহ্মণালয়ম্ ॥ ৫৯ ॥ শ্রুত্বা বাক্যং ততো বিপ্রাঃ পরং হর্ষমুপাগতাঃ। জগ্মুস্ততোঽতিমুদিতা বাক্যং তত্র নিবেদিতম্ ॥ ৬০ ॥ শ্বশুরস্যবচঃ শ্রুত্বা রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ৬১॥ কুমারপাল উবাচ। রামস্য শাসনং বিপ্রাঃ পালয়িষ্যাম্যহং নহি। ত্যজামি ব্রাহ্মণান্ যজ্ঞে পশুহিংসাপরায়ণান্। তস্মাদ্ধি হিংসকানাং তু ন মে ভক্তির্ভবেদ্দ্বিজাঃ ॥৬২॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। কথং পাষণ্ডধর্ম্মেণ লুপ্তশাসনকো ভবান্। পালয়স্ব নৃপশ্রেষ্ঠ মা স্ম পাপে মনঃ কৃথাঃ ॥ ৬৩ ॥ রাজোবাচ। অহিংসা পরমো ধর্ম্মো অহিংসা চ পরং তপঃ। অহিংসা পরমং জ্ঞানমহিংসা পরমং ফলম্ ॥ ৬৪ ॥ তৃণেষু চৈব বৃক্ষেষু পতঙ্গেষু নরেষু চ। কীটেষু মৎকুণাদ্যেষু অজাশ্বেষু গজেষু চ ॥ ৬৫ ॥ লূতাসু চৈব সর্পেষু মহিষ্যাদিষু বৈ তথা। জন্তবঃ সদৃশা বিপ্রাঃ সূক্ষ্মেষু চ মহৎসু চ ॥ ৬৬ ॥ কথং যূয়ং প্রবর্ত্তধ্বে বিপ্রা হিংসাপরায়ণাঃ। তচ্ছ্রুত্বা বজ্রতুল্যং হি বচনং চ দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৬৭ ॥ প্রত্যূচুর্ব্বাড়বাঃ সর্ব্বে ক্রোধরক্তেক্ষণা দৃশা ॥ ৬৮ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ সত্যমেতত্ত্বয়োদিতম্। পরং তথাপি ধর্ম্মোঽস্তি শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ ॥ ৬৯ ॥ যা বেদবিহিতা হিংসা সা ন হিংসেতি নির্ণয়ঃ। শস্ত্রেণাহন্যতে যচ্চ পীড়া জন্তুষু জায়তে ॥ ৭০ ॥ স এবাধর্ম্ম এবাস্তি লোকে ধর্ম্মবিদাং বর। বেদমন্ত্রৈর্বিহন্যন্তে বিনা শস্ত্রেণ জন্তবঃ ॥ ৭১ ॥ জন্তুপীড়াকরা নৈব সা হিংসা সুখদায়িনী। পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্ ॥ ৭২ ॥ বেদোদিতাং বিধায়াপি হিংসাং পাপৈর্ন লিপ্যতে। বিপ্রাণাং বচনং শ্রুত্বা পুনর্বচনমব্রবীৎ ॥ ৭৩ ॥ রাজোবাচ। ব্রহ্মাদীনাং পরং ক্ষেত্রং ধর্ম্মারণ্যমনুত্তমম্। ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যা নেদানীমত্র সন্তি তে ॥ ৭৪ ॥ ন ধর্ম্মো বিদ্যতে বাত্র উক্তো রামঃ

কহিলেন,—বিপ্রগণ! ঐ মোহেরক পুরে কে আপনাদিগকে স্থাপন করিয়াছেন? তাহা আপনারা যথাযথ বলুন। বিপ্রগণ বলিলেন,—নৃপবর! ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আমাদিগকে পূর্ব্বে ঐ স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি আপনার জামাতা আমাদিগকে পালন করিতেছেন না। রাজা বিপ্রগণের সেই কথা শুনিয়া কহিলেন,—বিপ্রগণ! আপনারা শীঘ্র গিয়া রাজা কুমারপালকে এই কথা বলুন যে, তিনি যেন আমার আদেশে আপনাদিগকে আশ্রয় দান করেন। বিপ্রগণ রাজার বাক্য শুনিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন এবং অত্যন্ত মুদিত হইয়া গমন করিলেন,—গিয়া রাজার আদেশ কুমারপালকে জানাইলেন। শ্বশুরের আদেশবাক্য শুনিয়া রাজা কুমারপাল বলিলেন,—আমি রামের শাসন গ্রাহ্য করিব না। ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞে পশুহিংসা করে, আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব। হে দ্বিজগণ! হিংসকদিগের প্রতি আমার কদাচ ভক্তি হইবে না। ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—আপনি পাষণ্ড-ধর্ম্ম দ্বারা কেন আমাদিগের শাসন লোপ করিতেছেন? হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমাদিগকে পালন করুন; কদাচ পাপে মনোনিবেশ করিবেন না। রাজা কহিলেন,—অহিংসা পরম ধর্ম্ম, অহিংসা পরম তপ, অহিংসা পরম জ্ঞান এবং অহিংসাই পরম ফল। তৃণ, বৃক্ষ, পতঙ্গ, নর, কীট, মৎকুণ, অজা, অশ্ব, গজ, লূতা, সর্প ও মহিষাদি সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ জন্তুই সমান; সুতরাং কিরূপে তোমরা হিংসাপরায়ণ হও? বিপ্রগণ সেই বজ্রতুল্য বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধরক্তনয়নে প্রত্যুত্তর করিলেন; বলিলেন,—অহিংসাই পরমধর্ম্ম, এ কথা আপনি সত্যই বলিয়াছেন। তথাচ পরমধর্ম্ম আছে, একাগ্রমনে শ্রবণ করুন। আপনি জানিবেন, যাহা বেদবিহিত হিংসা, তাহা হিংসাই নহে। শাস্ত্র দ্বারা আঘাত করিলেই জন্তুগণের পীড়া হইয়া থাকে। সেইরূপ পীড়াপ্রদানই অধর্ম্ম; পরন্তু শস্ত্র ব্যতীত বেদমন্ত্র দ্বারাই জন্তুগণ আহত হয়। ৬৩—৭১। এইরূপ হিংসা জীবগণের পীড়াদায়ক নহে; বরং ইহাতে তাহাদের সুখই হইয়া থাকে। পরোপকারমাত্রেই পুণ্য আর পরপীড়নেই পাপ; বেদোদিত হিংসা করিয়া পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। বিপ্রগণের বাক্য শুনিয়া রাজা পুনর্ব্বার বলিলেন,—এই অনুত্তম ধর্ম্মারণ্য ব্রহ্মাদি দেবগণের পরম ক্ষেত্র। কিন্তু তাঁহারা তো এখন অবিদ্যমান।

স মানুষঃ। ক বাপি লম্বপুচ্ছোঽসৌ যো যুক্তো রক্ষণায় বঃ ॥ ৭৫ ॥ শাসনং চেন্ন দৃষ্টং বো নৈব তৎপালয়াম্যহম্। দ্বিজাঃ কোপসমাবিষ্টা দত্তঃ প্রত্যুত্তরং তদা ॥ ৭৬ ॥ দ্বিজা উচুঃ। রে মূঢ ত্বং কথং বেত্থং ভাষসে মদলোলুপঃ। স দৈত্যানাং বিনাশায় ধর্ম্মসংরক্ষণায় চ ॥ ৭৭ ॥ রামশ্চতুর্ভুজঃ সাক্ষান্মানুষত্বং গতো ভুবি। অগতীনাঞ্চ গতিদঃ স বৈ ধর্ম্মপরায়ণঃ। দয়ালুশ্চ কৃপালুশ্চ জন্তূনাং পরিপালকঃ ॥ ৭৮ ॥ রাজোবাচ। কুতোঽদ্য বর্ত্ততে রামঃ পুত্রো বৈ বায়ুনন্দনঃ। ভ্রষ্টাভ্রমিব তে সর্ব্বে ক রামো হনুমানিতি ॥ ৭৯ ॥ পরন্তু রামো হনুমান্ যদি বর্ত্তেত সর্ব্বতঃ। ইদানীং বিপ্রসাহায্যে আগমিষ্যতি মে মতিঃ ॥ ৮০ ॥ দর্শয়ধ্বং হনুমন্তং রামং বা লক্ষ্মণং তথা। যদ্যস্তি প্রত্যয়ঃ কশ্চিৎ স নো বিপ্রাঃ প্রদর্শ্যতাম্ ॥ ৮১ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। উক্তং তৈ রামদেবেন দূতং কৃত্বাঞ্জনীসুতম্। চতুশ্চত্বারিংশদধিকং দত্তং গ্রামশতং নৃপ ॥ ৮২ ॥ পুনরাগত্য স্থানেঽস্মিন্ দত্তা গ্রামাস্ত্রয়োদশ। কাশ্যপ্যাং চৈব গঙ্গায়াং মহাদানানি ষোড়শ ॥ ৮৩ ॥ দত্তানি বিপ্রমুখ্যেভ্যো দত্তা গ্রামাঃ সুশোভনাঃ। পুনঃ সঙ্কল্পিতা বীর ষট্পঞ্চাশকসংখ্যয়া ॥ ৮৪ ॥ ষট্‌ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি গোভুজা জজ্ঞিরে বরাঃ। সপাদলক্ষা বণিজো দত্তা মাণ্ডলিকাভিধাঃ ॥ ৮৫ ॥ তেনোক্তং বাড়বাঃ সর্ব্বে দর্শয়ধ্বং হি মারুতিম্। যস্যাভিজ্ঞানমাত্রেণ স্থিতিং পূর্ব্বাং দদাম্যহম্ ॥ ৮৬ ॥ বিপ্রবাক্যং করিষ্যামি প্রত্যয়ো দর্শ্যতে যদি। ততঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি বেদধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৮৭ ॥ অন্যথা জৈনধর্ম্মেণ বর্ত্তয়ধ্বং হি সর্ব্বশঃ। নৃপবাক্যং তু তে শ্রুত্বা স্বেস্বে স্থানে সমাগতাঃ ॥ ৮৮ ॥ বাড়বাঃ খিন্নমনসঃ ক্রোধেনাঙ্কীকৃতা ভুবি। নিশ্বাসানুঞ্চমানাস্তে হাহেতি প্রবদন্তি চ ॥ ৮৯ ॥ দন্তান্ প্রাঘর্ষয়ন্ সর্ব্বাণ্যপীড়ংশ্চ করৈঃ করান্। পরস্পরং ভাষমাণাঃ কথং কুর্ম্মো বয়ং স্থিতঃ ॥ ৯০ ॥ মিলিত্বা বাড়বাঃ সর্ব্বে চক্রুস্তে মন্ত্রমুত্তমম্। রামবাক্যং হৃদি ধ্যাত্বা

সেই ধর্ম্মও এখানে নাই। রামের কথা কহিতেছ, সে তো একজন মানুষ! আর যে একটা লম্বপুচ্ছ জীব তোমাদের রক্ষণের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল, সে-ই বা এখন কোথায়? যাহা হউক, আমি যখন তোমাদের শাসনপত্র দেখি নাই, তখন তাহা পালন করিতে প্রস্তুত নহি। ইহা শুনিয়া দ্বিজগণ কোপাবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—রে মূঢ়! তুমি মদগর্ব্বিত হইয়া কেন এরূপ কথা উচ্চারণ করিতেছ? রাম সাক্ষাৎ চতুর্ভুজ বিষ্ণু; তিনি দৈত্যকুলের বিনাশ ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি অগতির গতি, ধর্ম্মতৎপর, দয়ালু, কৃপালু এবং সর্ব্বজীবের পরিপালক। রাজা কহিলেন,—কোথায় এখন রাম, আর কোথায়ই বা সেই বায়ুনন্দন! ভ্রষ্ট অভ্রখণ্ডের ন্যায় রাম-হনুমান্ সমস্তই এখন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! পরন্তু যদি বল যে, সেই রাম-হনুমান্ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তাহা হইলে মনে করি, এক্ষণে তাহারা বিপ্রগণের সাহায্যার্থ নিশ্চয়ই আগমন করিবে; অতএব দেখাও দেখি—রাম, লক্ষ্মণ বা হনুমান্‌কে! যদি তোমাদের কোন প্রত্যয় থাকে, তবে বিপ্রগণ! এখনই তাহাদিগকে প্রদর্শন করাও। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন,—রামদেব অঞ্জনানন্দন হনুমান্‌কে দূত নির্ব্বাচন করিয়া বলিয়াছিলেন, চারিসহস্র চারিশত গ্রাম ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত হইল। তিনি পুনরায় এস্থানে আসিয়া ত্রয়োদশ গ্রাম দান করেন। কাশ্যপী এবং গঙ্গার তীরে ষোড়শ মহাদান করিয়া প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলেন, হে বীর! তিনি পুনর্ব্বার সঙ্কল্প করিয়া ষট্‌পঞ্চাশৎসংখ্যক সুশোভন গ্রাম দান করেন। কামধেনু হইতে সমুৎপন্ন ষট্‌ত্রিংশৎসহস্র শ্রেষ্ঠ বণিক্ উৎপন্ন হন। তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চবিংশতিসহস্র বণিককে মাণ্ডলিক আখ্যা প্রদান করেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপে অমূল বৃত্তান্ত বলিয়া যাইতেছেন, ইতিমধ্যে সেই রাজা বলিলেন,—তবে আপনারা সেই মারুতিকেই প্রদর্শন করান, তাহার অভিজ্ঞান মাত্রেই আমি আপনাদের পূর্ব্বস্থান প্রদান করিব। সত্যই বলিতেছি, যদি আপনারা কোন বিশ্বাস্য বিষয় প্রদর্শন করাইতে পারেন তাহা হইলে আপনাদেরই বাক্য পালন করিব এবং তাহা হইলে সকলেই বেদধর্ম্মে নিরত হইবে। আর ইহার বৈপরীত্যে আপনাদের সকলকেই জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইবে। রাজার বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহাদের মন ক্ষুব্ধ হইল। তাঁহারা ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন এবং এক একবার হাহাকার করিয়া নিশ্বাস মোচন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা দন্তে দন্তঘর্ষণ ও করে কর নিপীড়ন করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—এখন আমরা কিরূপে কি করিব? এই

ধ্যাত্বা চৈবাঞ্জনীসুতম্॥ ৯১॥ দ্বিজমেলাপকং চক্রুর্বালা বৃদ্ধতমা অপি। তেষাং বৃদ্ধতমো বিপ্রো বাক্যমূচে শুভং তদা॥ ৯২॥ চতুঃষষ্টিশ্চ গোত্রাণামস্মাকং যে দ্বিসপ্ততিঃ। স্বস্বগোত্রস্থাবটঙ্কা একঃ-গ্রামাভিভাষিণঃ॥৯৩॥ প্রয়াতু স্বস্ববর্গস্থ একো হ্যেকো দ্বিজঃ সুধীঃ। রামেশ্বরং সেতুবন্ধং হনুমাংস্তত্র বিদ্যতে॥ ৯৪॥ সর্ব্বে প্রয়ান্ত তত্রৈব রামপার্শ্বে নিরাময়াঃ। নিরাহারা-জিতক্রোধা মায়য়া বর্জ্জিতাঃ পুনঃ॥ ৯৫॥ একাগ্রমানসাঃ সর্ব্বে স্তুত্বা ধ্যাত্বা জগত্তম্। ততো দাশরথী রামো দয়াং কৃত্বা দ্বিজন্মনু॥ ৯৬॥ শাসনঞ্চ প্রদাস্যতি অচলঞ্চ যুগেযুগে। মহতা তপসা তুষ্টঃ প্রদাস্যতি সমীহিতম্॥ ৯৭॥ যস্য বর্গস্য যো বিপ্রো ন প্রয়াস্যতি তত্র বৈ। স চান্দ্রবর্গাৎ পরিত্যাজ্যঃ স্থানধর্ম্মান্ন সংশয়ঃ॥ ৯৮॥ বণিগ্‌বৃত্তে ন সম্বন্ধে ন বিবাহে কদাচন। গ্রামবৃত্তে ন সম্বন্ধঃ সর্ব্বস্থানে বহিষ্কৃতাঃ॥ ৯৯॥ সভাবাক্যঞ্চ তচ্ছ্রুত্বা তন্মধ্যে বাড়বঃ শুচিঃ। বাগ্মী দক্ষঃ সুশব্দশ্চ ত্রিরবৈঃ শ্রাবয়ন্ দ্বিজান্॥ ১০০॥ প্রতিবাক্যং দত্তবতালং তিষ্ঠন্নেতদ্বচোঽব্রবীৎ। অসত্যবাদিনাং যচ্চ পাতকং পরনিন্দকে। পরদারাভিগমনে পরদ্রোহরতে নরে॥ ১০১॥ মদ্যপেষু চ যৎপাপং যৎপাপং হেমহারিষু। তৎপাপঞ্চ ভবেত্তস্য গমনে যঃ পরাঙ্মুখঃ। অথ কিং বহুনোক্তেন যান্ত সত্যং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১০২॥ তচ্ছ্রুত্বা দারুণং বাক্যং গমনায় মনো দধে। গচ্ছতস্তান্ দ্বিজান্ শ্রুত্বা রাজা কুমারপালকঃ॥ ১০৩॥ সমাহূয় কৃষেঃ কর্ম্ম ভিক্ষাটনমথাপি বা। নানাগোত্রেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রাপয়িষ্যে ন সংশয়ঃ॥ ১০৪॥ তচ্ছ্রুত্বা ব্যথিতাঃ সর্ব্বে কিং ভবিষ্যত্যতঃ পরম্। তথা ত্রীণি সহস্রাণি প্রবন্ধং চক্রিরে তদা॥ ১০৫॥ গমিষ্যামো বয়ং সর্ব্বে রামং প্রতি ন সংশয়ঃ। হস্তাক্ষরপ্রদানং বৈ অন্যোন্যং তু কৃতং দ্বিজৈঃ॥ ১০৬॥ কৃতাঞ্জলিপুটা বিপ্রা বাক্যমেতদথাব্রুবন্। নষ্টেঽত্র ত্রয়ী বিদ্যা ত্রয়ীমূর্ত্তিঃ প্রকুপ্যতি॥ ১০৭॥ তস্মাত্ত-

বলিয়া সকলেই মিলিত হইলেন এবং পরস্পর উত্তম মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা—বালক, বৃদ্ধ সকলেই রামবাক্য এবং অঞ্জনানন্দনকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সম্মিলনে যোগদান করিলেন। মিলিত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধতম, তিনি তখন এই শুভবাক্য বলিলেন যে, আমরা সমষ্টিতে চতুঃষষ্টিগোত্রে বিভক্ত, বহু গ্রামে বাস করিলেও অবণ্টক অবস্থায় আমরা একই গ্রামের লোক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। আমাদের প্রত্যেক গোত্রের এক একজন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ এ সময়ে রামেশ্বর সেতুবন্ধে প্রয়াণ করুন। সেখানে হনুমান্ বিদ্যমান আছেন। সকলেই সেই রামপার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হউন। তথায় থাকিয়া নিরাময়, নিরাহার, জিতক্রোধ ও অকপটভাবে একাগ্রমনে সকলেই ধ্যান ও স্তব করিয়া সেই রামচন্দ্রকে ডাকিতে থাকুন। এইরূপ করিলে দাশরথি রাম দয়া করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে শাসনপত্র প্রদান করিবেন, উহা যুগে যুগে অচল হইবে। তিনি মহাতপস্যায় তুষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই অভীষ্টদান করিবেন। যে কুলের যে নির্ব্বাচিত বিপ্র এই কার্য্যে তথায় প্রয়াণ করিবেন না, তিনি স্থানধর্ম্মক্রমে নিশ্চয়ই সেই কুল হইতে পরিত্যক্ত হইবেন। কি বাণিজ্য, কি বিবাহ, কি গ্রাম্যসম্বন্ধ, তাঁহার সহিত কিছুই রাখা হইবে না। সভার সেই বাক্য শুনিয়া তন্মধ্যস্থ জনৈক পুণ্যাত্মা বক্তৃতাপটু ব্রাহ্মণ দণ্ডায়মান হইয়া মধুরশব্দে তিনবার সভাস্থ অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে শুনাইয়া করতাল প্রদানপূর্ব্বক এই প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিলেন যে, অসত্যবাক্যে, পরনিন্দায়, পরদারগমনে, পরদ্রোহাচরণে, মদ্যপানে এবং স্বর্ণস্তেয়ে যে পাপ হয়, যিনি এই কার্য্যে সেতুবন্ধগমনে পরাঙ্মুখ হইবেন, তাঁহারও সেই পাপ হইবে। আর অধিক বলিয়া কি হইবে, সত্যই আপনারা সেই স্থানে প্রয়াণ করুন।৮৯—১০২। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সেই দারুণবাক্য শুনিয়া সকলেই সেতুবন্ধগমনে সঙ্কল্প করিলেন। এদিকে রাজা কুমারপাল শুনিলেন—ব্রাহ্মণেরা সেতুবন্ধগমনে উদ্যত হইয়াছেন। তৎশ্রবণে তিনি তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—আমি তোমাদের নানাগোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগকে কৃষিকর্ম্ম এবং ভিক্ষাটন গ্রহণ করাইব; নিশ্চয়ই। এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা ব্যথিত হইলেন। ভাবিলেন,—অতঃপর আরও কি হইবে, কি জানি? এই ভাবিয়া তখন তিনসহস্র ব্রাহ্মণ একযোগে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—আমরা রামের নিকট নিশ্চয়ই যাইব। এই বলিয়া সেই দ্বিজগণ পরস্পর স্ব স্ব হস্তাক্ষর প্রদান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে এই বাক্য বলিলেন যে,—এখানে ত্রয়ীবিদ্যা নষ্ট হইবে

ত্রৈব গন্তব্যমষ্টাদশসহস্রকৈঃ। ততঃ স বণিজঃ সর্ব্বান্ সমাহূয় চ গোভুজান্॥ ১০৮॥ বাক্যমুচে নৃপশ্রেষ্ঠো বারয়ধ্বং দ্বিজানিতি॥ ১০৯॥ ব্যাস উবাচ। ন জৈনধর্ম্মে যে লিপ্তা গোভুজা বণিগুত্তমাঃ। বৃত্তিভঙ্গভয়াত্তত্র মৌনমেব সমাচরন॥ ১১০॥ বারয়াম কথং বিপ্রান্ বহ্নিরূপান্ দহন্তি তে। শাপাগ্নিনা নরপতে দ্বিজা মৃত্যুপরায়ণাঃ॥ ১১১॥ অড়ালয়েষু যে জাতাঃ শূদ্রা আহূয় তান্নৃপঃ। নিবার্য্যতামিতি প্রাহ বাড়বা গমনোদ্যতাঃ॥ ১১২॥ তেষাং মধ্যে কতিপয়া জৈনধর্ম্মসমাশ্রিতাঃ। গতা বাড়বপুঙ্গেষু রাজাদেশান্নিবারণে॥ ১১৩॥ কেচিচ্ছূদ্রা ঊচুঃ। ক রামো লক্ষ্মণোপেতঃ কঃ চ বায়ুসুতো বলী। বর্ত্তমানেন কালেন বক্তব্যং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ১১৪॥ ব্যাঘ্রসিংহাকুলে দুর্গে বনে বনগজাশ্রিতে। পরিত্যজ্য প্রিয়ান্ প্রাণান্ পুত্রান দারান্নিকেতনান্॥ ১১৫॥ কিমর্থং গম্যতে বিপ্রা রাজ্যে বৈ দুষ্টশাসনে। তচ্ছ্রুত্বা বাড়বাঃ কেচিদ্বাক্যেন মনসা স্মরন্॥ ১১৬॥ পঞ্চদশ সহস্রান্তে বাড়বা নৃপসত্তমাৎ। ভয়াল্লোভাচ্চ দানাচ্চ তৎসর্ব্বং ভবতামিতি॥ ১১৭॥ বৃত্ত্যোপকল্পনেনৈব করিষ্যামঃ কদাচন। কৃষিকর্ম্ম করিষ্যামো ভিক্ষাটনমথাপি বা॥ ১১৮॥ ততশ্চ তে পঞ্চদশসহস্রা দ্বিজসত্তমাঃ। দারুণং বাক্যমুচুস্তান্ যান্ত চান্যে যথোচিতম্॥ ১১৯॥ শাসনং ভবতামস্তু রামদত্তং ন সংশয়ঃ॥ ১২০॥ ত্রয়ীবিদ্যাস্তু বিখ্যাতাঃ সর্ব্বে বাড়বপুঙ্গবাঃ। সহস্রাণি চ ত্রীণ্যেব ত্রৈবিদ্যা অভবন্ ধ্রুবম্॥ ১২১॥ রাজোবাচ। চতুর্থাংশেন রাজ্যস্য কিঞ্চিদ্দত্তা বসুন্ধরা। তস্মাচ্চতুর্ব্বিধেতোবং জ্ঞাতিবন্ধমতঃ পরম্॥ ১২২॥ চ্যবনো দাস্যতে কন্যাং যূয়ং কন্যামবাপ্নুত। ন বৃত্তির্ন চ সম্বন্ধো ভবতাং স্যাৎ কদাপি বা॥ ১২৩॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ত্রয়ীবিদ্যাশ্চ বাড়বাঃ। স্বেস্বে স্থানে গতাঃ সর্ব্বে সঙ্কেতাদনিবৃত্ত্য চ॥ ১২৪॥ পঞ্চদশ

এবং ত্রয়ীমূর্ত্তি কুপিত হইবেন। সুতরাং আমরা অষ্টাদশসহস্র ব্রাহ্মণই একযোগে সেই স্থানে গমন করিব। অনন্তর সেই রাজা গোভুজাখ্য সমস্ত বণিক্‌কে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—তোমরা দ্বিজগণকে সেতুবন্ধযাত্রা হইতে নিবারণ কর। ব্যাস বলিলেন,—বণিক্‌গণ তখনও জৈনধর্ম্মে আসক্ত হয় নাই; তাই তাহারা বৃত্তিভঙ্গভয়ে সে কার্য্যে মৌনী রহিল; প্রকাশ্যে বলিল,—নরপতে! আমরা কিরূপে সেই বহ্নিরূপী ব্রাহ্মণদিগকে নিবারণ করিব; তাঁহারা যে শাপাগ্নিদ্বারা আমাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন! ঐ দ্বিজগণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মপরায়ণ। অনন্তর নরপতি অড়ালয়োৎপন্ন শূদ্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—তোমরা গমনোদ্যত ব্রাহ্মণদিগকে নিবারণ কর। এই শূদ্রগণের মধ্যে কতকগুলি শূদ্র জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। তাহারাই তখন রাজাদেশে ব্রাহ্মণদিগকে নিবারণ করিতে গেল। কতিপয় শূদ্র বলিল,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই বর্ত্তমানকালে কোথায় রাম কোথায় লক্ষ্মণ এবং কোথাই বা সেই বলবান্ বায়ুনন্দন? বিপ্রগণ! এই সিংহ-ব্যাঘ্র-বন্যগজ-সঙ্কুল দুর্গম বনে প্রাণোপম প্রিয়-পুত্রকলত্র ও গৃহক্ষেত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া কোথায় কোন্ দুষ্টরাজার শাসিতদেশে কি জন্য গমন করিতেছ? সেই কথা শুনিয়া কিয়ৎসংখ্যক ব্রাহ্মণ মনে মনে সে বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই প্রস্থানোদ্যত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পঞ্চদশ সহস্র ব্রাহ্মণ রাজশ্রেষ্ঠ হইতে ভয়ে লোভে ও দানে বাধ্য হইয়া স্থির করিলেন, 'রাজার নির্দ্দেশমত সমস্ত কার্য্যই হউক। রাজা যদি কখন বৃত্তিকল্পনা করিয়া দেন, তদনুসারেই কার্য্য করিব, তাহা, কৃষিকর্ম্ম বা ভিক্ষাটন, যাহাই হউক, আপত্তি নাই,—করিব। এই বলিয়া পঞ্চদশসহস্র ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে দুঃখের সহিত বলিলেন,—অন্যে যাঁহারা যেরূপ উচিত মনে করেন, গমন করুন, এই রামদত্ত শাসনাধিকার তোমাদেরই হউক। ১০৩—১২০। বহু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠই ত্রৈবিদ্য আখ্যায় অভিহিত ত্রৈবিদ্যগণের সমষ্টিসংখ্যা তিন সহস্র। রাজা চতুর্ব্বিদ্যগণের উদ্দেশে কহিলেন যে, 'রাজ্যের চতুর্থাংশস্বরূপ কিঞ্চিৎ ভূমি আপনাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে; অতএব এখন হইতে আপনারা চতুর্ব্বিধ সংজ্ঞায় অন্বিত হইবেন; জ্ঞাতিগণ মধ্যে আপনাদিগের এই বিশিষ্ট মর্য্যাদা নির্দ্দিষ্ট হইল। চ্যবনগোত্রীয়গণ আপনাদিগকে কন্যা দান করিবেন; আপনারা তাঁহাদিগের নিকট কন্যা প্রাপ্ত হইবেন। এই বলিয়া রাজা পুনরায় ত্রয়ীবিদ্যগণের উদ্দেশে কহিলেন যে, আপনারা আমার কথা না শুনিয়া যাইতেছেন বলিয়া অতঃপর আর আপনাদিগের বৃত্তি কিম্বা আপনাদিগের সহিত কোনও সম্বন্ধও থাকিবে না। ত্রয়ীবিদ্য দ্বিজগণ রাজার এই কথা শুনিয়া সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

সহস্রাণি ততস্তু দ্বিজপুঙ্গবাঃ। যথাগতং গতাঃ সর্ব্বে চাতুর্ব্বিদ্যা দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১২৫॥ তদ্দিনে অতিবাহ্যাথ চিন্তাবিষ্টেন চেতসা। বার্য্যমাণাঃ স্বপুত্রৈশ্চ দারৈশ্চ বিনয়ান্বিতৈঃ॥ ১২৬॥ একাগ্রমানসাঃ সর্ব্বে ন নিদ্রামুপলেভিরে। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় মায়াং ত্যক্ত্বা হি লৌকিকীম্॥ ১২৭॥ পরিত্যজ্য প্রিয়ান্ পুত্রান্ দারান্ সনিলয়ানপি। গ্রামোপান্তেষু মিলিতাঃ সর্ব্বে বাড়বপুঙ্গবাঃ॥ ১২৮॥ সহস্রাণি তদা ত্রীণি কৃতনিত্যাহ্নিকক্রিয়াঃ। বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাং দত্বা সম্পূজ্য কুলমাতরম্॥১২৯॥ বিঘ্নসঙ্ঘবিনাশায় দক্ষিণদ্বারসংস্থিতঃ। সিন্দূরপুষ্পমালাভিঃ পূজিতো গণনায়কঃ॥ ১৩০॥ পূজিতো বকুলস্বামী সূর্য্যঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ। আদরাচ্চ মহাশক্তিঃ শ্রীমাতা পূজিতা তথা॥ ১৩১॥ শান্তাং চৈব নমস্কৃত্য জ্ঞানজাং গোত্রমাতরম্। গমনেনোদ্যমানাস্তে পরং হর্ষমুপাযযুঃ॥ ১৩২॥ চাতুর্ব্বিদ্যা দ্বিজাশ্চৈব পুনরামন্ত্র্য তান্ প্রতি। পপ্রচ্ছুশ্চ মুহুঃ সর্ব্বং সমাগমনকারণম্॥ ১৩৩॥ বিপ্রা ঊচুঃ। ন গন্তব্যং ভবদ্ভির্ব্বৈ গত্বা বায়াস্তু সত্বরাঃ॥ ১৩৪॥ যথা রামপ্রদত্তং হি উপকল্পয়সেহচিরাৎ। শ্রুত্বা পুনরথোচুস্তে চাতুর্ব্বিদ্যা দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১৩৫॥ ন স্থানেন দ্বিজৈর্ব্বাপি ন চ বৃত্ত্যাং কথঞ্চন। বয়ং নৈবাগমিষ্যামঃ কথনীয়ং ন বৈ পুনঃ॥ ১৩৬॥ রঘূদ্বহেন দত্তা বৈ বৃত্তির্ব্বো দ্বিজসত্তমাঃ। তাং বৃত্তিং প্রতি যাস্যামো জপহোমার্চ্চনাদিভিঃ॥ ১৩৭॥ তে পঞ্চদশসাহস্রাঃ পুনস্তানূচুরাদরাৎ। অস্মাভিরত্র স্থাতব্যমগ্নিসেবার্থতৎপরৈঃ॥ ১৩৮॥ যুষ্মাভিস্তত্র গন্তব্যং সর্ব্বেষাং কার্য্যসিদ্ধয়ে। অন্যোন্যং সর্ব্বসাহায্যা বৃত্তিং যাম ন সংশয়ঃ॥ ১৩৯॥ ত্যক্তস্বকীয়বচনা বৃত্তিহীনা ভবিষ্যথ। ততস্তন্মধ্যতঃ কশ্চিচ্চাতুর্ব্বিদ্য উবাচ হ॥ ১৪০॥ চাতুর্ব্বিদ্য উবাচ। পূর্ব্বং হি বৃত্তিমস্মাকং রামো বৈ দত্তবান্ দ্বিজাঃ। চাতুর্ব্বিদ্যা মহাসত্বাঃ

চতুর্ব্বিদ্যগণের সঙ্কেতানুসারেই তাঁহারা রাজার কথায় নিবৃত্ত না হইয়া এরূপ করিলেন। অতঃপর পঞ্চদশসহস্র চাতুর্ব্বিদ্য দ্বিজোত্তমেরাও নিজ নিজ স্থানে প্রতিগমন করিলেন। ত্রয়ীবিদ্য ত্রিসহস্র ব্রাহ্মণ, কর্ত্তব্য বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হইয়া চিন্তাকুল মনে সেই দিবস কোনমতে অতিবাহিত করিলেন। রাত্রিতে তাঁহাদিগের কাহারও নিদ্রা হইল না। নিজ নিজ পত্নী-পুত্রগণ সবিনয়ে তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ বারণ করিতে থাকিলেও তাঁহারা স্ব স্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া সেই তিনসহস্র ব্রাহ্মণ নিত্যাহ্নিক কৃত্য সমাধান ও বিপ্রজনে দক্ষিণা প্রদানান্তে কুলমাতার পূজাপূর্ব্বক লৌকিকী মায়া বিসর্জ্জন দিয়া প্রিয় স্ত্রীপুত্র গৃহাদি পরিহার করিয়া সকলেই গ্রামপ্রান্তে যাইয়া মিলিত হইলেন। পরে তাঁহারা বিঘ্নসমূহ নিবারণার্থ নগরের দক্ষিণ দ্বারে যাইয়া সিন্দূর-পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা গণনায়কের অর্চ্চনান্তে সর্ব্বার্থ-সাধক বকুলস্বামী সূর্য্যমূর্ত্তির পূজাপূর্ব্বক সাদরে মহাশক্তি শ্রীমাতাকে অর্চ্চনা করিয়া শান্তা গোত্রমাতা জ্ঞানজাকেও নমস্কার করিলেন। তাঁহারা ইঙ্গিতে সকলের গমন বিষয়ক অভিপ্রায় বুঝিয়া তখন অতীব হৃষ্ট হইয়া উঠিলেন। ১২১-১৩২। তখন আবার চাতুর্ব্বিদ্য দ্বিজগণ মিলিত হইয়া আমন্ত্রণপূর্ব্বক ত্রয়ীবিদ্যদিগকে এরূপভাবে মিলিত হইবার কারণ বারম্বার জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। ত্রয়ীবিদ্যগণ তাঁহাদিগকে কহিলেন যে, আপনাদিগের সেখানে যাইবার আবশ্যকতা নাই; কিম্বা আপনারা একবার যাইয়া পুনরায় সত্বর এখানে প্রত্যাগমন করিতে পারেন। রামচন্দ্র যে আমাদিগকে ঐ স্থান প্রদান করিয়াছেন, অচিরকাল মধ্যেই তদ্বিষয়ক প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে হইবে। ইহা শুনিয়া পুনরায় চাতুর্ব্বিদ্য দ্বিজোত্তমগণ কহিলেন যে, স্থানের জন্য, বৃত্তির জন্য কিম্বা ব্রাহ্মণ জাতিগণের জন্য,—কোন কারণেই আপনাদিগের সঙ্গে যাওয়া আবশ্যক হইলেও আমরা যাইব না; আপনারা তজ্জন্য আমাদিগকে আর কিছু বলিবেন না। হে দ্বিজগণ! রঘুকুলধুরন্ধর রামচন্দ্র আপনাদিগকে যে বৃত্তি দিয়াছিলেন, আমরা জপ-হোমার্চ্চনাদি দ্বারা সেই বৃত্তি যাহাতে রক্ষিত হয়, সর্ব্বথা তাহাই করিব। সেই পঞ্চদশ সহস্র চতুর্ব্বিদ্য ব্রাহ্মণ, পুনরায় আদরসহকারে কহিলেন যে, অগ্নিসেবা নির্ব্বাহের জন্য আমরা এখানেই থাকিব; আর আপনারা আমাদিগের সকলেরই কার্য্য সাধনোদ্দেশে সেখানে যাউন। আমরা এই ভাবে পরস্পর সাহায্য দ্বারা বৃত্তি ভোগ করিব; ইহাতে কোনও সংশয় নাই। কিন্তু আপনারা যদি স্ব স্ব বাক্যের অন্যথাচরণ করেন, তবে বৃত্তিচ্যুত হইবেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহাদিগের মধ্য হইতে কোনও চাতুর্ব্বিদ্য দ্বিজ কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বে

স্বধর্ম্মপ্রতিপালকাঃ ॥ ১৪১ ॥ যাজনাধ্যয়নাযুক্তাঃ কাজেশেন বিনির্ম্মিতাঃ। দানং দত্বা তু রামেণ উক্তং হি ভবতাং পুনঃ ॥ ১৪২ ॥ স্থানং ত্যক্ত্বা ন গন্তব্যমিত্থং হি নিয়মঃ কৃতঃ। আপৎকালে তু স্মর্ত্তব্যো বায়ুপুত্রো মহাবলঃ ॥ ১৪৩ ॥ ইতি রামেণ পূর্ব্বং হি যে স্থানে স্থাপিতাস্তদা। রামবাক্যমন্যথা তৎ কৃত্বা গচ্ছেৎ কথং পুনঃ ॥ ১৪৪ ॥ তস্মাদ্যুয়ান বয়ং ক্রমো গচ্ছতঃ কার্য্যসিদ্ধয়ে। ভবতাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং বয়ং হোমার্চ্চনাদিভিঃ ॥ ১৪৫ ॥ ঝটিতি কার্য্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ। ইতি বাক্যং ততঃ শ্রুত্বা তে দ্বিজা গমনং প্রতি ॥ ১৪৬ ॥ প্রস্থানঞ্চ বিধায়াদৌ গমনায় মনো দধুঃ। ত্রিসাহস্রাস্তদা তস্মাৎ প্রস্থিতা দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৪৭ ॥ দেশাদ্দেশান্তরং গত্বা বনাচ্চৈব বনান্তরম্। তীর্থে তীর্থে কৃতশ্রাদ্ধাঃ সুসন্তর্পিতপূর্ব্বজাঃ ॥১৪৮ ॥ ধ্যায়ন্তো রামরামেতি হনুমন্তেতি বৈ পুনঃ। একাশনাঃ সদাচারা দ্বিজা জগ্মুঃ শনৈঃশনৈঃ ॥ ১৪৯ ॥ ত্যক্তপ্রতিগ্রহাঃ শান্তাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ। তে গত্বা দূরমধ্বানং হনুমদ্দর্শনার্থিনঃ ॥ ১৫০ ॥ সন্ধ্যামুপাসতে নিত্যং ত্রিকালং চৈকমানসাঃ। এবং তু গচ্ছতাং তেষাং শকুনা অভবন্ শুভা ॥ ১৫১ এবং তু গচ্ছতাং তেষাং পাথেয়ং ত্রুটিতং তদা শ্রান্তা গ্লানিং গতাঃ সর্ব্বে পদং পরমমাশ্রিতাঃ ॥১৫২ ক্রামন্ত্যা কিয়তীং ভূমিং পদং গন্তুং ন তু ক্ষমাঃ মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা দৃঢীকৃত্য স্বমানসম্ ॥ ১৫৩ হনুমন্তমদৃষ্ট্বৈব ন যাস্যামো বয়ং গৃহান্। ত্রৈবিদ্যাস্ত গতাস্তত্র যত্র রামেশ্বরো হরিঃ ॥ ৫৪ ॥ দৃঢ়ব্রতাঃ সত্যপরাঃ কন্দমূলফলাশনাঃ। ধ্যায়ন্তো রামরামেতি হনুমন্তেতি বৈ পুনঃ ॥ ১৫৫ ॥ গৃহীত্বা নিয়মং তেঽপি ত্যক্ত্বা চান্নং তথোদকম্। তৃষার্ত্তাশ্চ ক্ষুধার্ত্তাশ্চ যযুর্ব্রতপরায়ণাঃ ॥ ১৫৬ ॥ এবং তু ক্লিশ্যমানানাং দ্বিজানাং ভক্তভাজনঃ। উদ্বিগ্নমানসো রামো হনূমন্তমথাব্রবীৎ ॥ ১৫৭ ॥ শীঘ্রং গচ্ছ দ্বিজার্থে ত্বং

শ্রীরামচন্দ্র আমাদিগকে বৃত্তি দান করিয়াছেন। আমরা চাতুর্ব্বিদ্য, মহাসত্বশালী, স্বধর্ম্মপ্রতিপালক ও যাজনাধ্যয়ননিরত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবই আমাদিগকে এইভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। রাম আপনাদিগকে ভূমিদান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আপনারা এই স্থান ত্যাগ করিয়া কদাচ অন্যত্র যাইবেন না। আপনারা যেন এই নিয়ম প্রতিপালন করেন। আপৎকালে মহাবল বায়ুপুত্রকে স্মরণ করিবেন। রাম এই কথা বলিয়াই আপনাদিগকে এখানে স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে সেই রামবাক্য লঙ্ঘন করিয়া স্থানান্তরে যাওয়া যায় কিরূপে? সেই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, আপনারা কার্য্যসাধনার্থ প্রস্থান করুন; আর আমরা এখানে থাকিয়াই কার্য্যসাধনার্থ জপহোমার্চ্চনাদি কার্য্যানুষ্ঠান করি। এরূপ করিলে অবিলম্বেই অভীষ্ট কার্য্যসিদ্ধি ঘটিবে। সত্য সত্যই বলিতেছি; ইহাতে কোন সংশয় নাই। ত্রিসহস্র ত্রয়ীবিদ্যদ্বিজ এই কথা শুনিয়া গমনবিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া প্রস্থানোচিত কৃত্যসমাধানান্তে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা ক্রমশঃ এক-দেশ হইতে দেশান্তরে, বন হইতে বনান্তরে, যাইতে যাইতে পথে তীর্থে তীর্থে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা পিতৃগণের সন্তোষ সাধন করত একাহারে সদাচারে নিয়ত মনে মনে রামের ও হনুমানের স্মরণ করিতে করিতে শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে লাগিলেন। সেই প্রতিগ্রহত্যাগী, শান্ত সত্যব্রতপরায়ণ দ্বিজগণ এরূপভাবে পথগমনকালেও বিহিত কালত্রয়ে যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনা করিতে বাধা করিতেন না। এই ভাবে বহুপথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা হনুমানের দর্শনাভিলাষী হইয়া সোৎসাহে অগ্রসর হইতে থাকিলে ক্রমশঃ তাঁহারা শুভসূচক লক্ষণ সকল নয়নগোচর করিতে লাগিলেন।১৩৩—১৫১। তাঁহারা এইরূপ অগ্রসর হইতে থাকিলে ক্রমে তাঁহাদিগের পাথেয় ফুরাইল। তথাপি তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন; পরন্তু কিয়দ্দূর যাইয়া নিতান্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। আর পদমাত্র-গমনেও তাঁহাদিগের শক্তি রহিল না। তখন সেই পরমেশ্বর হরি রামচন্দ্রের দর্শনার্থে প্রস্থিত দৃঢ়ব্রত সত্যপরায়ণ ত্রৈবিদ্যগণ দৃঢ়তা অবলম্বনপূর্ব্বক মনে মনে "আমরা হনুমানকে না দেখিয়া কদাচ গৃহে প্রতিগমন করিব না।" এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া কন্দ-মূল-ফল দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করত অন্ন-জল পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লেশ সহ্য করিয়াও মনে মনে "রাম! রাম!" "হনুমান্!" ইত্যাদিরূপে রামকে ও হনুমানকে স্মরণ করিতে করিতে সেই নিয়মনিষ্ঠ ত্রয়ীবিদ্য মুনিগণ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ রামচন্দ্র, সেই দ্বিজগণের এবম্বিধ কঠোরতায় উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া হনুমান্‌কে কহিলেন,—

পবনাত্মজ ধর্ম্মবিৎ। ক্লিশ্যন্তে বাড়বাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মারণ্যনিবাসিনঃ॥ ১৫৮॥ দহ্যতে মানসং মেঽদ্য নান্যথা শান্তিরস্তি মে। বিপ্রাণাং দুঃখকর্ত্তা চ শাস্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৫৯॥ যেন বৈ দুঃখিতা বিপ্রাস্তেনাহং দুঃখিতঃ কপে। যাহি শীঘ্রং হি মাং ত্যক্ত্বা বিপ্রাণাং পরিপালনে॥ ১৬০॥ রামস্য বচনং শ্রুত্বা নমস্কৃত্য চ রাঘবম্। কৃপয়া পরয়াবিষ্টঃ প্রাদুরাসীদ্ধরীশ্বরঃ॥ ১৬১॥ বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপেণ পরীক্ষার্থং দ্বিজন্মনাম্। উবাচ পরয়া ভক্ত্যা ব্রাহ্মণান্ শ্রমকর্শিতান্॥ ১৬২॥ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা করান্মুক্ত্বা কমণ্ডলুম্। সর্ব্বান্ প্রত্যভিবাদ্যাথ বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ১৬৩॥ কুতঃ স্থানাদিহ প্রাপ্তা গন্তুকামাশ্চ বৈ কুতঃ। কিমর্থং বৈ ভবন্তিশ্চ গম্যতে দারুণং বনম্॥ ১৬৪॥ বিপ্রা ঊচুঃ। ধর্ম্মারণ্যাৎ সমায়াতা নিজদুঃখং নিবেদিতুম্। রামস্য দর্শনার্থং হি গন্তুকামা বয়ং দ্বিজাঃ॥ ১৬৫॥ সেতুবন্ধং মহাতীর্থং সর্ব্বকামপ্রদায়কম্। নিয়মস্থাঃ ক্ষীণদেহা রামং দ্রষ্টুং সমুৎসুকাঃ॥ ১৬৬॥ যত্র রামেশ্বরো দেবঃ সাক্ষাদ্বায়ুসুতঃ কপিঃ। তচ্ছ্রুত্বা স দ্বিজঃ প্রাহ ক্ব রামঃ ক্ব চ বায়ুজঃ॥ ১৬৭॥ ক্ব সেতুবন্ধরামেশো দূরাদ্দূরতরো দ্বিজাঃ। ব্যাঘ্রসিংহাকুলং চোগ্রং বনং ঘোরতরং মহৎ॥ ১৬৮॥ গত্বা যস্মান্ন বর্ত্তন্তে তদুগ্রমনুজীবিনঃ। নিবর্ত্তধ্বং মহাভাগা যদি কার্য্যং হি মদ্বচঃ॥ ১৬৯॥ অথবা গম্যতাং বিপ্রাশ্চিরঞ্জীব সুখী ভব। বৃদ্ধস্য বাক্যং তচ্ছ্রুত্বা বাড়বাশ্চৈকমানসাঃ॥ ১৭০॥ বিপ্র গচ্ছামহে সর্ব্বে রামপার্শ্বমসংশয়ম্। ম্রিয়েত যদি মার্গেঽস্মিন্ রামলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৭১॥ জীবন্ বৃত্তিমবাপ্নোতি রামাদেব ন সংশয়ঃ। অন্যথা শরণং নাস্তি অস্মাকং রাঘবং বিনা॥ ১৭২॥ ইত্যুক্ত্বা নির্গতাঃ সর্ব্বে রামদর্শনতৎপরাঃ। দিনাস্তমতিবাহ্যাথ প্রভাতে বিমলে পুনঃ॥ ১৭৩॥ হনুমান্ ব্রহ্মরূপী স বৃদ্ধঃ পূর্ব্বগুণা-

---

ওহে ধর্ম্মবিৎ পবননন্দন! ধর্ম্মারণ্যনিবাসী দ্বিজগণ বড়ই ক্লেশ পাইতেছেন। তজ্জন্য আমার চিত্তে দারুণ সন্তাপ জন্মিয়াছে। অতএব তুমি শীঘ্র সেই দ্বিজগণের জন্য যাও; যাইয়া যে ব্যক্তি এই বিপ্রগণের দুঃখদাতা, তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান কর। এ বিষয়ে কোন সংশয় করিও না। নচেৎ আমার চিত্তের সন্তাপশান্তি হইবে না। হে বানর! যে ব্যক্তি বিপ্রগণের পীড়া জন্মাইয়াছে, তৎকর্ত্তৃক আমিই পীড়িত হইতেছি; জানিও। অতএব তুমি আমার নিকট হইতে সত্বর সেই বিপ্রগণকে রক্ষা করিবার জন্য যাও। কপিবর হনুমান, রামচন্দ্রের আদেশবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক পরমকরুণাপ্লুতচিত্তে প্রস্থান করিলেন। তিনি সেই ত্রয়ীবিদ্য দ্বিজগণের ভক্তিপরীক্ষার্থ বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপে কমণ্ডলুকরে সেই শ্রান্ত-ক্লান্ত দ্বিজগণসমীপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ত্রয়ীবিদ্য দ্বিজগণ তাঁহাকে দেখিয়া অভিবাদন করিলেন; তিনিও তখন করস্থ কমণ্ডলু ভূতলে রাখিয়া সকলকেই প্রত্যভিবাদন করিয়া কহিলেন,—আপনারা কোন্ স্থান হইতে এখানে আসিয়াছেন? কোন্ স্থানেই বা যাইতে অভিলাষী? আর কিজন্যই বা এই দারুণ বনে যাইতেছেন? ১৫২—১৬৪। বিপ্রগণ কহিলেন, আমরা ব্রাহ্মণ;—ধর্ম্মারণ্য হইতে আসিয়াছি। আমরা শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনার্থী; নিজদুঃখ নিবেদনার্থ সর্ব্বকামদায়ক সেতুবন্ধ মহাতীর্থে তাঁহার নিকট যাইতে অভিলাষী। যেখানে দেব পরমেশ্বর রামচন্দ্র এবং বায়ুনন্দন হনুমান্ সাক্ষাৎ বিরাজমান, আমরা রামদর্শনার্থ উৎসুকচিত্তে সেই সেতুবন্ধে যাইবার জন্য নিয়ম গ্রহণ করিয়াছি; পরন্তু পথক্লেশে আমাদিগের দেহ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। এই কথা শুনিয়া সেই বৃদ্ধব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! কোথায় বা রাম! কোথায় বা হনুমান্! আর সেতুবন্ধ-রামেশ্বরই বা কোথায়!—তাহাতো দূরদূরান্তরে। এই বনপথ ব্যাঘ্রসিংহাকুল, অতিভীষণ; এই বিশাল ঘোরবনে যাত্রা করিলে কেহই আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না। সুতরাং হে মহাভাগগণ! যদি আমার কথা শুনেন, যদি জীবনে অভিলাষ থাকে, তবে আপনারা নিবৃত্ত হউন। আর যদি নিতান্তই যাইতে চাহেন, তবে যাউন; আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপনারা চিরজীবী, সুখী হউন। বৃদ্ধব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া সেই দৃঢ়চিত্ত ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—হে বিপ্র! আমরা নিশ্চয়ই রামসমীপে যাইব; এজন্য যদি পথে মৃত্যুও হয়, ক্ষতি নাই; রামলোক লাভ করিব। আর জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই রামের নিকট বৃত্তি প্রাপ্ত হইব; বস্তুতঃ সেই রামচন্দ্র ব্যতীত আমাদিগের অন্য অবলম্বন নাই। ১৬৫—১৭২। সেই দ্বিজগণ এই বলিয়া সকলেই প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত যাইয়া একস্থানে রাত্রিযাপনপূর্ব্বক

দ্বিজঃ। কমণ্ডলুধরো ধীমানভিবাদনতৎপরঃ ॥১৭৪॥ কুত্রস্থানাদিহ প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে যূয়ং হি বাড়বাঃ। কুত্রাস্তি বা মহালাভো বিবাহোৎসব এব বা ॥ ১৭৮ ॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বাড়বা বিস্ময়ং গতাঃ। প্রণামপূর্ব্বাং বিজ্ঞপ্তিং কথয়ামাসুরাদৃতাঃ ॥ ১৭৬ ॥ অস্মাকন্তু পুরা বৃত্তং মহদাশ্চর্য্যকারকম্। ভূমিদেব শৃণুষ ত্বং দয়ালুর্দৃশ্যসে যতঃ ॥ ১৭৭ ॥ আদৌ সৃষ্টিসমারম্ভে স্থাপিতা কেশবেন চ। শিবেন ব্রহ্মণা চৈব ত্রিমূর্ত্তি-স্থাপিতা বয়ম্ ॥ ১৭৮ ॥ শ্রীরামেণ ততঃ পশ্চাৎ জীর্ণোদ্ধারেণ স্থাপিতাঃ। গ্রামাণাং বেতনং দত্তং হরিরাজেন চাদরাৎ ॥ ১৭৯ ॥ চতুশ্চত্বারিংশদধিক-চতুঃশতমিতাত্মনাম্। গ্রামাস্ত্রয়োদশার্দ্ধার্থং সীতাপুর-সমন্বিতাঃ ॥ ১৮০ ॥ ষট্‌ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি বণিজো দ্বিজপালনে। গোভূজসংজ্ঞাস্তে শূদ্রাস্তেভ্যঃ সপাদ-লক্ষকাঃ ॥ ১৮১ ॥ তে চ জাতাস্ত্রিধা তাত গোভূজা-ড়ালজাস্তথা। মাণ্ডলীয়াস্তথা চৈতে ত্রিবিধাশ্চ মনোরমাঃ ॥ ১৮২ ॥ বৃত্ত্যর্থং তেন দত্তা বৈ হ্যনর্ঘ্যা রত্নকোটয়ঃ। তদা তেঽমী চ গোভূজা মাণ্ডলীয়া অড়ালজাঃ ॥ ১৮৩ ॥ অধুনা বাড়বশ্রেষ্ঠ আমো নাম মহীপতিঃ। শাসনং রামচন্দ্রস্য ন মানয়তি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৮৪ ॥ জামাতা তস্য দুষ্টো বৈ নাম্না কুমারপালকঃ। পাষণ্ডৈর্বেষ্টিতো নিত্যং কলিধর্ম্মেণ সম্মতঃ ॥ ১৮৫ ॥ ইন্দ্রসূত্রেণ জৈনেন প্রেরিতো বৌদ্ধধর্ম্মিণা। শাসনং তেন লুপ্তং হি রামদত্তং ন সংশয়ঃ ॥ ১৮৬ ॥ বাণিজ-স্তাদৃশাঃ কেঽপি তন্মনস্কা বভূবিরে। নিষেধয়ন্তি রামন্তে হনুমন্তং মহামতিম্ ॥ ১৮৭ ॥ প্রত্যয়ন্তু বিনা বিপ্রা ন দাস্যামীতি নিশ্চিতম্। তং জ্ঞাত্বা তু ইমে বিপ্রা রামং শরণমাযযুঃ ॥ ১৮৮ ॥ হনুমন্তং মহাবীরং রামশাসনপালকম্। তস্মাদ্গচ্ছামহে সর্ব্বে রামং প্রতি মহামতে ॥ ১৮৯ ॥ আঞ্জনেয়ো যদস্মাকং ন দাস্যতি সমীহিতম্। অনাহারব্রতেনৈব প্রাণাং-স্ত্যক্ষ্যামহে বয়ম্ ॥ ১৯০ ॥ অস্মাভিস্তে বিশেষেণ

পরদিন বিমল প্রভাতকালে পুনরায় যাত্রা করিলেন। তখন আবার ধীমান্ হনুমান্ পূর্ব্ববৎ বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপে কমণ্ডলুহস্তে তাঁহাদিগের সমীপস্থ হইয়া অভিবাদন-পূর্ব্বক কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! আপনারা সকলে কোথা হইতে আসিতেছেন? কোথাও কোনও মহালাভের সম্ভাবনা আছে না কি? না, কোথায়ও বিবাহোৎসব আছে? বৃদ্ধব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া দ্বিজগণ বিস্মিতচিত্তে প্রণামপূর্ব্বক সাগ্রহে নিজ বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন; কহিলেন,—হে বিপ্র! আপনাকে দেখিয়া দয়ালু বলিয়া বোধ হইতেছে; অতএব আপনি শুনুন; আমাদিগের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অতীব বিস্ময়কর। সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা—ইঁহারা তিন জনেই আমাদিগকে স্থাপন করেন। আমরা সেই ত্রিমূর্ত্তিস্থাপিত ব্রাহ্মণ। তারপর শ্রীরামচন্দ্র জীর্ণোদ্ধারসময়ে আমাদিগের বিশেষ সুব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার আদেশানু-সারে কপিরাজ হনুমান্ আমাদিগকে সাদরে বেতন-স্বরূপ প্রভূত ধন, সীতাপুর এবং ত্রয়োদশখানি গ্রাম প্রদান করেন। তখন আমরা সংখ্যায় চারিশত চতুশ্চত্বারিংশৎ জন ছিলাম। আমা-দিগের পরিপালনার্থ ষট্‌ত্রিংশৎসহস্র বণিক্-বৃত্ত্যবলম্বী শূদ্রও নিযুক্ত হইয়াছিল; তাহাদিগকে কোটিরত্ন প্রদত্ত হইয়াছিল; সেই রত্নদ্বারা তাহারা নিজ বৃত্তি ও বিপ্রগণের বৃত্তি প্রতিপালন করিবে; এইরূপই নিয়ম করা হইয়াছিল। সেই শূদ্রগণ গোভুজ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। উহারা একণে গোভুজ, অড়ালজ ও মাণ্ডলীয়, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, এবং সংখ্যায়ও সপাদ লক্ষ হইয়াছে। ১৭৩—১৮৩। হে দ্বিজবর! অধুনা সেই শূদ্রগণের রাজা আম নামে বিখ্যাত। সেই দুর্ম্মতি রাজা শ্রীরামচন্দ্রের শাসন অমান্য করিতেছে। তাহার জামাতার নাম কুমার-পাল। সে অতি দুর্জ্জন, এবং নিয়ত পাষণ্ড পরিজনে পরিবেষ্টিত থাকিয়া কলিধর্ম্মেরই অনু-মোদন করে। সেই কুমারপাল নিশ্চয়ই বৌদ্ধধর্ম্মী; জৈন-মতাবলম্বী ইন্দ্রসূরির প্রেরণায় শ্রীরাম-চন্দ্রের অনুশাসন সর্ব্বথা অমান্য করিতেছে। বণিক্‌দিগের মধ্যে অনেকেই তদীয় মতানুবর্ত্তী হইয়াছে এবং শ্রীরামকে ও মহামতি হনুমান্‌কে অগ্রাহ্য করিতেছে। তাহারা বলে যে, হে বিপ্রগণ! কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ না পাইলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদিগকে বৃত্তি দিব না। তাহাদিগের এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া এই ব্রাহ্মণগণ শ্রীরামের ও রামশাসনপালক মহাবীর হনুমানের শরণাপন্ন হইয়াছেন। হে মহামতে! সেই জন্যই আমরা সকলে রামের নিকট যাইতেছি। যদি অঞ্জনাতনয় হনূমান্ আমাদিগের কামনা পূরণ না করেন, তবে আমরা অনাহার-ব্রতে প্রাণ পরিহার করিব। আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন বলিয়া আমরা বিশেষরূপে

কথিতং পরিপৃচ্ছতে। স্নেহভাবং বিচিন্ত্যাশু নিজমূর্ত্তিং প্রকাশয় ॥ ১৯১ ॥ হনুমানুবাচ। প্রাপ্তে কলিযুগে বিপ্রা ক দেবদর্শনং ভবেৎ। নিবর্ত্তধ্বং হি বিপ্রেন্দ্রা যদীচ্ছথ সুখং মহৎ ॥ ১৯২ ॥ ব্যাঘ্র সিংহাকুলে শূন্যে বনে বনগজাশ্রিতে। বহ্নদাব-সমাবিষ্টে প্রবেষ্টুং নৈব শক্যতে ॥ ১৯৩ ॥ বিপ্রা উচুঃ। অতীতে দিবসে বিপ্র একঃ কথিত-বানিদম্। অদ্যৈব ত্বং সমাগম্য এবমেব প্রভা-ষসে ॥ ১৯৪ ॥ কস্ত্বং বাড়বরূপেণ রামো বাপ্যথ বায়ুজঃ। সত্যং কথয় নঃ স্বামিন্ দয়াং কৃত্বা মহা-দ্বিজ ॥ ১৯৫ ॥ ব্যাস উবাচ। হনুমান্ কথয়ামাস গোপিতং যদ্দ্বিজাগ্রতঃ। স্বরূপং প্রকটীকৃত্য লাঙ্গুলং দর্শয়ন্মহৎ ॥ ১৯৬ ॥ হনুমানুবাচ। হনু-মানিত্যহং বিপ্রা বুধ্যধ্বং নিশ্চিতা হি মাম্ ॥ ১৯৭ ॥ অয়মম্ভোনিধিঃ সাক্ষাৎ সেতুবন্ধো মনোরমঃ। অয়ং রামেশ্বরো দেবো গর্ভবাসাবিনাশকৃৎ ॥ ১৯৮ ॥ ইয়ন্তু নগরী শ্রেষ্ঠা লঙ্কা নামেতি বিশ্রুতা। যত্র সীতা ময়া প্রাপ্তা রামশোকাপহারিণী ॥ ১৯৯ ॥ তর্জ্জন্যগ্রে দ্বিজশ্রেষ্ঠা অগম্যা মাং বিনা পরৈঃ। সা সুবর্ণময়ী ভাতি যস্যাং রাজ্যো বিভীষণঃ ॥ ২০০ ॥ স্থাপিতো রামদেবেন সেয়ং লঙ্কা মহাপুরী। নিয়মস্থৈঃ সাধু-বৃন্দৈস্তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গতঃ ॥ ২০১ ॥ আনীয় গঙ্গা-সলিলং রামেশমাভষিচ্য চ। ক্ষিপ্তা এতে মহা-ভারা দৃশ্যন্তে সাগরান্তরে ॥ ২০২ ॥ নিষ্পাপাস্তেন সঞ্জাতাঃ সাধবস্তে দৃঢ়ব্রতাঃ। নূনং পুণ্যোদয়ে বৃদ্ধিঃ পাপে হানিশ্চ জায়তে ॥ ২০৩ ॥ স্থানভ্রষ্টাঃ কৃতাঃ পূর্ব্বং চাতুর্ব্বিদ্যা দ্বিজাতয়ঃ। জীর্ণোদ্ধারেণ রামেণ স্থাপিতাঃ পুনরেব হি। পূর্ব্বজন্মনি ভো বিপ্রা হরপূজা কৃতা ময়া ॥ ২০৪ ॥ সাম্প্রতং নিশ্চলা ভক্তির্ভবৎস্বেব হি দৃশ্যতে। তেন পুণ্যপ্রভাবেণ তুষ্টো দাস্যামি বো বরম্ ॥ ২০৫ ॥ ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সুভাগ্যোঽহং ধরাতলে। অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্ ॥ ২০৬ ॥

সকল কথাই কহিলাম। এক্ষণে আপনি আমা-দিগের প্রতি স্বকীয় স্নেহভাব চিন্তা করিয়া নিজ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলুন। হনূমান্ কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! কলিযুগ উপস্থিত; এ কালে দেবদর্শন ঘটিবে কিরূপে? হে বিপ্রেন্দ্রগণ! আপনারা যদি সুখাভিলাষ করেন, তবে প্রতিনিবৃত্ত হউন। এই বন সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণে সমাকুল, বন্য হস্তীদিগের আশ্রয়স্থল, বহুলদাবাগ্নি দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং সর্ব্বথা আশ্রয়হীন। ইহাতে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। বিপ্রগণ কহিলেন,—গত দিবসেও আপনারই মত একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া এই কথাই কহিয়াছিলেন; আর আপনিও আজি এই কথাই কহিতেছেন; হে দ্বিজবর! বিপ্ররূপী আপনি কে?—রামচন্দ্র?—না হনূমান্? হে প্রভো! দয়া করিয়া আমাদিগকে সত্য পরিচয় প্রদান করুন।১৮৪-১৯৫। ব্যাস কহিলেন,—এই কথা শুনিয়া হনূমান্ সেই দ্বিজগণের নিকট আর পূর্ব্ববৎ আত্মগোপন করিলেন না; তিনি স্বরূপ প্রকটন করিলেন,—সেই দ্বিজগণকে স্বীয় সুবিশাল লাঙ্গুল দেখাইলেন। হনূমান্ কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! আপনারা নিশ্চিতরূপে আমাকেই হনূমান্ বলিয়া অবগত হউন। এই বলিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন,—হে দ্বিজবরগণ! আমার এই তর্জ্জনীর অগ্রভাগে দেখুন,—ঐ সমুদ্র, ঐ সেতুবন্ধ, আর ঐ গর্ভবাসবিনাশী রামেশ্বর দেব সাক্ষাৎ বিরাজমান। ঐ দেখুন, লঙ্কা নামে প্রসিদ্ধা শ্রেষ্ঠা নগরী। ঐ নগরীতেই আমি রামশোকহারিণী সীতাদেবীকে দেখিতে পাইয়া-ছিলাম। এই যে সুবর্ণময়ী মহাপুরী লঙ্কা শোভা পাইতেছে, ইহা আমা ব্যতীত অপর সাধারণের অগম্যা। দেব রামচন্দ্র ইহার রাজত্বে বিভীষণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নিয়মপরায়ণ সাধুগণ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে যাইয়া গঙ্গাজল আনয়নপূর্ব্বক তদ্দ্বারা রামেশ্বরকে অভিষিক্ত করিয়া যে মহাভার সকল নিক্ষেপ করিয়াছেন, এই দেখুন রামেশ্বর-সমীপে সাগরমধ্যে সে সকল দেখা যাইতেছে। এই কার্য্যের ফলে সেই সমস্ত দৃঢ়ব্রত সাধুগণ পাপহীন হইয়াছেন। আপনারা নিশ্চয় জানিবেন যে, পুণ্যের ফলে বৃদ্ধি এবং পাপের ফলে হানি ঘটিয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বে চতুর্ব্বিদ্য দ্বিজগণ স্থানভ্রষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু রাম, জীর্ণোদ্ধারসময়ে পুনরায় তাঁহাদিগকে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। হে বিপ্রগণ! আমি পূর্ব্বজন্মে হরপূজা করিয়াছিলাম; তাহারই ফলে দেখিতেছি সম্প্রতি আমার আপনাদিগের প্রতি অবিচলা ভক্তি রহিয়াছে। আমার তাদৃশ পুণ্যপ্রভাব আছে বলিয়াই আমি এক্ষণে সন্তুষ্টমনে আপনা-দিগকে বরদান করিব। ধরণীতলে আমি ধন্য, ভাগ্যবান্ ও কৃতকৃত্য হইলাম; অদ্য আমার

যদহং ব্রাহ্মণানাঞ্চ প্রাপ্তবাংশ্চরণান্তিকম্ ॥ ২০৭ ॥ ব্যাস উবাচ। দৃষ্ট্বৈব হনুমন্তং তে পুলকাঞ্চিত-বিগ্রহাঃ। সগদ্গদমথোচুস্তে বাক্যং বাক্যবিশা-রদাঃ ॥ ২০৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ধর্ম্মারণ্যমাহাত্ম্যে হনুমৎসমাগমো নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে প্রত্যূচুঃ পবনাত্মজম্। অধুনা সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্ ॥ ১ ॥ অদ্য নো মূঢ়লোকানাং ধন্যো ধর্ম্মশ্চ বৈ গৃহাঃ। ধন্যা চ সফলা পৃথ্বী যজ্ঞধর্ম্মা হ্যনেকশঃ ॥ ২ ॥ নমঃ শ্রীরামভক্তায় অক্ষবিধ্বং-সনায় চ। নমো রক্ষঃপুরীদাহকারিণে বজ্র-ধারিণে ॥ ৩ ॥ জানকীহৃদয়ত্রাণকারিণে করুণাত্মনে। সীতাবিরহতপ্তস্য শ্রীরামস্য প্রিয়ায় চ ॥ ৪ ॥ নমোঽস্তু তে মহাবীর রক্ষ অস্মজ্জতঃ ক্ষিতৌ।

জন্ম সফল ও জীবন সার্থক হইল;—যে হেতু এতাদৃশ ব্রাহ্মণগণের চরণসান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্যাস কহিলেন,—সেই বাক্যবিশারদ ত্রয়ীবিদ্য দ্বিজ-গণ, হনুমান্‌কে দেখিয়া পুলকিতকায়ে গদ্গদবাক্যে তখন হনুমান্‌কে প্রত্যুত্তর করিলেন। ১৯৬—২০৮।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩৬॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—অতঃপর সেই ত্রয়ীবিদ্য ব্রাহ্মণগণ পবননন্দনকে কহিলেন,—এক্ষণে আমা-দিগের জন্ম সফল এবং জীবন সার্থক হইল। এই মূঢ় জনগণের ধর্ম্ম ও গৃহ অদ্য ধন্য হইল; আর সমগ্রা পৃথিবী এবং যজ্ঞাদি বিবিধ ধর্ম্মও ধন্য হইল। আপনি শ্রীরামভক্ত ও অক্ষরাক্ষস-বিধ্বংসী, আপনাকে নমস্কার। আপনি রাক্ষস-পুরীদাহকারী, জানকীর মনোদুঃখহারী, বজ্র-প্রহারসহিষ্ণু ও করুণাময়াত্মা; আপনাকে নমস্কার। আপনি সীতাবিরহতপ্ত শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়পাত্র, আপনাকে নমস্কার। হে মহাবীর! আমরা ভূতলে নিতান্ত বিপদাপন্ন; আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি ব্রাহ্মণগণকে দেববৎ সম্মান

নমো ব্রাহ্মণদেবায় বায়ুপুত্রায় তে নমঃ ॥ ৫ ॥ নমোঽস্তু রামভক্তায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। নমোঽস্তু রুদ্ররূপায় কৃষ্ণবক্ত্রায় তে নমঃ ॥ ৬ ॥ অঞ্জনীসূনবে নিত্যং সর্ব্বব্যাধিহরায় চ। নাগযজ্ঞোপবীতায় প্রবলায় নমোঽস্তু তে ॥ ৭ ॥ স্বয়ং সমুদ্রতীর্ণায় সেতু-বন্ধনকারিণে ॥ ৮ ॥ ব্যাস উবাচ। স্তোত্রেণৈবা-মুনা তুষ্টো বায়ুপুত্রোঽব্রবীদ্বচঃ। বৃণুধ্বং হি বরং বিপ্রা যদ্বো মনসি রোচতে ॥ ৯ ॥ বিপ্রা উচুঃ ॥ যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ রামাজ্ঞাপালক প্রভো। স্বরূপং দর্শয়াদ্য লঙ্কায়াং যৎকৃতং হরে ॥ ১০ ॥ তথা বিধ্বংসয়াদ্য ত্বং রাজানং পাপকারিণম্। দুষ্টং কুমারপালং হি আমং চৈব ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥ বৃত্তিলোপফলং সদ্যঃ প্রাপ্নুয়াৎ তথা কুরু। প্রতীত্যর্থং মহাবাহো কিং বিলম্বং বদস্ব নঃ ॥ ১২ ॥ হায় চিত্তেন দত্তেন স রাজা পুণ্যভাগ্‌ভবেৎ।

করেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি বায়ুপুত্র, আপনাকে নমস্কার। আপনি রামভক্ত, গো-গণের হিতকারী ও ব্রাহ্মণবর্গের মঙ্গলসাধক; আপনাকে নমস্কার। আপনি রুদ্ররূপী, আপনাকে নমস্কার। আপনি কৃষ্ণমুখ, আপনাকে নমস্কার। আপনি অঞ্জনানন্দন ও নিয়ত সর্ব্বব্যাধিনাশক; আপনাকে নমস্কার। আপনি নাগযজ্ঞোপবীত-ধারী ও প্রবল, আপনাকে নমস্কার। আপনি অপরের সাহায্য ব্যতীত সমুদ্র পার হইয়াছিলেন এবং সেতুবন্ধন করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। ব্যাস কহিলেন,—ব্রাহ্মণগণের এইরূপ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বায়ুপুত্র হনুমান্ কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! আপনাদিগের যাহা অভিলাষ, আমার নিকট সেই বর গ্রহণ করুন। বিপ্রগণ কহিলেন,—হে রামাজ্ঞাপালক, প্রভো, দেবেশ্বর! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আপনি লঙ্কায় যে রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, হে কপিবর! আমাদিগকে অদ্য সেই রূপ প্রদর্শন করুন। আর আপনি সেই রাক্ষসগণের ন্যায় দুষ্ট পাপিষ্ঠ রাজা আমকে ও কুমারপালকে সংহার করুন। এবিষয়ে কোনও সংশয় করিবেন না। হে মহাবাহো! আপনা-দিগের অস্তিত্ব বিষয়ে সেই দুর্জ্জনগণের প্রতীতি নিমিত্ত উহারা যাহাতে সদ্যই বৃত্তিচ্ছেদের ফল প্রাপ্ত হয়, আপনি তাহাই করুন। এবিষয়ে আর বিলম্বে ফল কি? যদি কিছু কারণ থাকে, বলুন। হে বীর! এবিষয়ে আপনি মনোযোগ করিলে

প্রত্যয়ে দর্শিতে বীর শাসনং পালয়িষ্যতি ॥ ১৩ ॥ ত্রয়ীধর্ম্মঃ পৃথিব্যাং তু বিস্তারং প্রাপয়িষ্যতি। ধর্ম্মধীর মহাবীর স্বরূপং দর্শয়স্ব নঃ॥ ১৪ ॥ হনুমানুবাচ। মৎস্বরূপং মহাকায়ং ন চক্ষুর্ব্বিষয়ং কলৌ। তেজোরাশিময়ং দিব্যমিতি জানন্তু বাড়বাঃ॥ ১৫ ॥ তথাপি পরয়া ভক্ত্যা প্রসন্নোঽহং স্তবাদিভিঃ। বসনান্তরিতং রূপং দর্শয়িষ্যামি পশ্যত ॥ ১৬ ॥ এবমুক্তাস্তদা বিপ্রাঃ সর্ব্বকার্য্যসমুৎসুকাঃ। মহারূপং মহাকায়ং মহাপুচ্ছসমাকুলম্ ॥ ১৭ ॥ দৃষ্ট্বা দিব্যস্বরূপং তং হনুমন্তং জহর্ষিরে। কথঞ্চিদ্ধৈর্য্যমালম্ব্য বিপ্রাঃ প্রোচুঃ শনৈঃ শনৈঃ॥ ১৮ ॥ যথোক্তং তু পুরাণেষু তত্তথৈব হি দৃশ্যতে। উবাচ স হি তান্ সর্ব্বাংশ্চক্ষুঃ প্রচ্ছাদ্য সংস্থিতান্ ॥ ১৯ ॥ ফলানীমানি গৃহ্ণীধ্বং ভক্ষণার্থমৃষীশ্বরাঃ। এভিস্তু ভক্ষিতৈর্বিপ্রা হৃতিতৃপ্তির্ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥ ধর্ম্মারণ্যং বিনা চাদ্য ক্ষুধা বঃ শাম্যতি ধ্রুবম্ ॥ ২১ ॥ ব্যাস উবাচ। ক্ষুধাক্রান্তৈস্তদা বিপ্রৈঃ কৃতং বৈ ফলভক্ষণম্। অমৃতপ্রাশনমিব তৃপ্তিস্তেষামজায়ত ॥ ২২ ॥ ন তৃষা নৈব ক্ষুচ্চৈব বিপ্রাঃ সংক্লিষ্টমানসাঃ। অতবন্ সহসা রাজন্ বিস্ময়াবিষ্টচেতসঃ॥ ২৩ ॥ ততঃ প্রাহাঞ্জনীপুত্রঃ সম্প্রাপ্তে হি কলৌ দ্বিজাঃ। নাগমিষ্যাম্যহং তত্র মুক্ত্বা রামেশ্বরং শিবম্ ॥ ২৪ ॥ অভিজ্ঞানং ময়া দত্তং গৃহীত্বা তত্র গচ্ছত। তথ্যমেতৎ প্রতীয়েত তস্য রাজ্ঞো ন সংশয়ঃ॥ ২৫ ॥ ইত্যুক্ত্বা বাহুমুদ্ধৃত্য ভুজয়োরুভয়োরপি। পৃথগ্রোমাণি সংগৃহ্য চকার পুটিকাদ্বয়ম্ ॥ ২৬ ॥ ভূর্জ্জপত্রেণ সংবেষ্ট্য তে অদাদ্বিপ্রকক্ষয়োঃ। বামে তু বামকক্ষোত্থাং দক্ষিণোত্থাস্ত দক্ষিণে॥ ২৭ ॥ কামদাং রামভক্তস্য অন্যেষাং ক্ষয়কারিণীম্। উবাচ চ যদা রাজা ক্রতে চিহ্নং প্রদীয়তাম্ ॥ ২৮ ॥ তদা প্রদীয়তাং শীঘ্রং বামকক্ষোদ্ভবা পুটী। অথবা তস্য রাজ্ঞস্তু দ্বারে তু পুটিকাং ক্ষিপ ॥ ২৯ ॥ জ্বালয়তি চ তৎসৈন্যং গৃহং কোষং তথৈব চ। মহিষ্যঃ পুত্রকাঃ সর্ব্বং জ্বলমানং

সেই রাজাও পুণ্যভাজনই হইবে; আপনি আপনার অস্তিত্ব বিষয়ে তাহার বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলে, সে অবশ্যই আপনার আদেশ পালন করিবে। পৃথিবীতে ত্রয়ীধর্ম্মের যাহাতে বিস্তার হয়, পুনরায় সে তাহাই করিবে। হে ধর্ম্মধীর, মহাবীর! আমাদিগকে এক্ষণে আপনি আপনার স্বরূপ প্রদর্শন করুন।১—১৪। হনুমান্ কহিলেন,—এই কলিকালে মদীয় তেজোরাজিময় দিব্য বিশাল-রূপ, কাহারই নয়নগোচর করিবার সামর্থ্য নাই। হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা ইহা অবগত হউন। তথাপি আপনাদের ভক্তি-স্তুতি দ্বারা প্রসন্ন হইয়াছি বলিয়া বসনাবৃত করিয়া সেইরূপ দেখাইতেছি; আপনারা দেখুন। এই বলিয়া হনুমান্ তাঁহাদিগকে বসনাবৃত রূপ প্রদর্শন করিলেন। সেই ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বকার্য্যেই সমুৎসুক; তাঁহারা হনুমানের সেই দিব্য-স্বরূপ মহালাঙ্গুলযুক্ত সুবিশাল দেহ দেখিয়া অতীব হৃষ্ট হইলেন;—কোনমতে ধৈর্য্যধারণ করিয়া শনৈঃশনৈঃ কহিলেন,—পুরাণে যেমন উক্ত আছে, আপনার রূপ সেইরূপই দেখিতেছি। এই বলিয়া তাঁহারা চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন। তখন হনুমান্ তাঁহাদিগকে কহিলেন,—হে ঋষিবরগণ! এই ফলগুলি আপনারা ভক্ষণার্থ গ্রহণ করুন; এগুলি ভক্ষণ করিলে পরম তৃপ্তিলাভ হয়। আপনারা ধর্ম্মারণ্যে না থাকিলেও এখানে এই ফলভক্ষণে আপনাদিগের নিশ্চয়ই ক্ষুধাশান্তি হইবে। ব্যাস কহিলেন,—তখন সেই ক্ষুধাক্রান্ত শ্রান্তক্লান্ত বিপ্রগণ সেই ফল ভক্ষণ করিলেন। তাহাতে তাঁহাদিগের অমৃতভোজনবৎ পরম পরিতৃপ্তি হইল; তাঁহাদিগের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরীভূত হইল। তাঁহারা সহসা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। অতঃপর হনুমান্ তাঁহাদিগকে কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে আমি রামেশ্বর শিবকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইব না। আমি একটী অভিজ্ঞান দিতেছি, তাহা লইয়া আপনারা গমন করুন; ইহা দেখিলেই সেই রাজার অন্তরে বিশ্বাস জন্মিবে; সংশয় নাই। এই বলিয়া বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক কক্ষতল হইতে পৃথক্ পৃথক্ কতিপয় রোম উৎপাটন করিলেন এবং বর্ত্তুল গুটিকাকার করিয়া ভূর্জ্জপত্রদ্বারা সেই গুটিকা বেষ্টনপূর্ব্বক এক ব্রাহ্মণের কক্ষে ধারণ করাইয়া দিলেন। বামকক্ষলোমজা গুটিকা বামকক্ষে এবং দক্ষিণকক্ষজা গুটিকা দক্ষিণ কক্ষে ধারণ করাইলেন। সেই গুটিকা রামভক্তের কামসাধিনী ও অপরের ক্ষয়কারিণী। হনুমান্ এইভাবে গুটিকা ধারণ করাইয়া সেই ব্রাহ্মণকে কহিলেন যে, রাজা যখন চিহ্ন দেখিতে চাহিবেন,—তখন অবিলম্বে বামকক্ষজা গুটিকা তাঁহাকে প্রদান করিবেন। অথবা তদীয় দ্বারদেশে এই গুটিকা ক্ষেপণ করিবেন; তাহাতে সহসা তদীয় সৈন্য, কোষ, পুরী, মহিষী,

ভবিষ্যতি ॥ ৩০ ॥ যদা তু বৃত্তিং গ্রামাংশ্চ বণিজানাং বলিং তথা। পূর্ব্বং স্থিতন্তু যৎ কিঞ্চিত্তত্তদাস্তিতি বাড়বাঃ ॥ ৩১ ॥ লিখিত্বা নিশ্চয়ং কৃত্বাপ্যথ দদ্যাৎ স পূর্ব্ববৎ। করসম্পুটকং কৃত্বা প্রণমেচ্চ যদা নৃপঃ ॥ ৩২ ॥ সম্প্রাপ্য চ পুরা বৃত্তিং রামদত্তাং দ্বিজোত্তমাঃ। ততো দক্ষিণকক্ষাস্থকেশানাং পুটিকা দ্বিয়ম্ ॥ ৩৩ ॥ প্রক্ষিপ্যতাং তদা সৈন্যং পুরাবচ্চ ভবিষ্যতি। গৃহাণি চ তথা কোষঃ পুত্রপৌত্রাদয়স্তথা ॥ ৩৪ ॥ বহ্নিনা মুচ্যমানাস্তে দৃশ্যন্তে তৎক্ষণাদিতি। শ্রুত্বামৃতময়ং বাক্যং হনুমন্তোদিতং পরম্ ॥৩৫ অলভন্ত মুদং বিপ্রা ননৃতুঃ প্রজগুর্ভৃশম্। জয়ং চোদৈরয়ন্ কেহপি প্রহসন্তি পরস্পরম্ ॥ ৩৬ ॥ পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গাঃ স্তুবন্তি চ মুহুর্মুহুঃ। পুচ্ছং তস্য চ সংগৃহ্য চুচুম্বুঃ কেচিদুৎসুকাঃ ॥৩৭॥ ব্রূতেহন্যো মম যত্নেন কার্য্যং নিয়তমেব হি। অন্যো ব্রূতে মহাভাগ ময়েদং কৃতমিত্যুত ॥ ৩৮ ॥ ততঃ প্রোবাচ হনুমাংস্ত্রিরাত্রং স্থীয়তামিহ। রামতীর্থস্য চ ফলং যথা প্রাপ্স্যথ বাড়বাঃ ॥ ৩৯ ॥ তথেত্যুক্ত্বাথ তে বিপ্রা ব্রহ্মযজ্ঞং প্রচক্রিরে। ব্রহ্মঘোষেণ মহতা তদ্বনং বধিরং কৃতম্ ॥ ৪০ ॥ স্থিত্বা ত্রিরাত্রং তে বিপ্রা গমনে কৃতবুদ্ধয়ঃ। রাত্রৌ হনুমতোহগ্রে ত ইদমূচুঃ সুভক্তিতঃ ॥ ৪১ ॥ ব্রাহ্মণা ঊচুঃ। বয়ং প্রাতর্গমিষ্যামো ধর্ম্মারণ্যং সুনির্ম্মলম্। ন বিস্মার্য্যা বয়ং তাত ক্ষম্যতাং ক্ষম্যতামিতি ॥ ৪২ ॥ ততো বায়ুসুতো রাজন্ পর্ব্বতান্মহতীং শিলাম্। বৃহতীং চ চতুঃশালাং দশযোজনমায়তীম্ ॥ ৪৩ ॥ আস্তীর্য্য প্রাহ তান্ বিপ্রান্ শিলায়াং দ্বিজসত্তমাঃ। রক্ষ্যমাণা ময়া বিপ্রাঃ শয়ীধ্বং বিগতজ্বরাঃ ॥ ৪৪ ॥ ইতি শ্রুত্বা ততঃ সর্ব্বে নিদ্রামাপুঃ সুখপ্রদাম্। এবং তে কৃতকৃত্যাস্তু ভূত্বা সুপ্তা নিশামুখে ॥ ৪৫ ॥ কৃপালুঃ স চ রুদ্রাত্মা রামশাসনপালকঃ। রক্ষণার্থং হি বিপ্রাণামতিষ্ঠচ্চ ধরাতলে ॥ ৪৬ ॥ ব্যাস উবাচ। অর্দ্ধরাত্রে তু সম্প্রাপ্তে সর্ব্বে নিদ্রামুপাগতাঃ। তাতং সম্প্রার্থয়ামাস কৃতানুগ্রহকো ভবান্ ॥ ৪৭ ॥

পুত্র,—সকলই জলিয়া উঠিবে। ১৫—৩০। সেই রাজা যখন আপনাদিগের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বৃত্তি, গ্রাম, বণিকৃভাগাদি সমস্ত, লেখ্যপত্রে শপথাদি দ্বারা নিরূপিত করিয়া দিবে, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণিপাত করিবে, হে দ্বিজোত্তমগণ! তখন আপনারা সেই রামদত্ত পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বৃত্তিসকল লাভ করিয়া দক্ষিণকক্ষজ গুটিকা নিক্ষেপ করিবেন; তাহা হইলেই সৈন্য, ভবন, কোষ, পত্নী, পুত্র-পৌত্রাদি সমস্তই তৎক্ষণাৎ বহ্নিদাহ হইতে পরিত্রাণ পাইবে; পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইবে। ত্রয়ীবিদ্য দ্বিজগণ, হনুমানের এই অমৃতময় বচন শ্রবণে পরম আনন্দিত হইয়া নৃত্য-গীত আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ জয়ধ্বনি উচ্চারণ এবং পরস্পরে হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ পুলকাঙ্কিত-কায়ে মুহুর্মুহু হনুমান্‌কে স্তব করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ তদীয় পুচ্ছ গ্রহণ করিয়া ঔৎসুক্য-সহকারে চুম্বন করিতে লাগিলেন। কেহ কহিলেন, এই হনুমানের যে দর্শনলাভ ঘটিল, ইহা আমার যত্নেই সিদ্ধ হইয়াছে। অপর কেহ কহিলেন যে, হে মহাভাগ! একার্য্য আমাদ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে। অনন্তর হনুমান্ কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! আপনারা যাহাতে রামতীর্থের ফল লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য বলিতেছি,—এখানেই আপনারা ত্রিরাত্র বাস করুন। সেই ব্রাহ্মণগণ 'তথাস্তু' বলিয়া সে কথায় অনুমোদনপূর্ব্বক ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহাদিগের বেদপাঠধ্বনিতে সেই বন এমন ভাবে নিনাদিত হইল যে, শব্দান্তর আর শ্রুতিগোচর হইল না। ৩১—৪০। সেই ব্রাহ্মণগণ সেখানে ত্রিরাত্র বাস করিয়া পরে স্বদেশ-গমনে অভিলাষী হইয়া রাত্রিকালে ভক্তিভরে হনুমানের অগ্রে তদ্বিষয় নিবেদন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—আমরা প্রাতঃকালে সুনির্ম্মল ধর্ম্মারণ্যে যাইব; হে তাত! আমাদিগকে বিস্মৃত হইবেন না; ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। রাজন্! বায়ুনন্দন অতঃপর নিকটস্থ পর্ব্বত হইতে একখানি দশযোজনবিস্তৃত, সুবৃহৎ, চতুষ্কোণ প্রস্তর আনিয়া অস্তরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তমগণ! আপনারা এই প্রস্তরোপরি শয়ন করিয়া শ্রান্তি অপনোদন করুন। আমি আপনাদিগকে রক্ষা করিব। এই কথা শুনিয়া সেই কৃতকৃত্য বিপ্রগণ সকলেই তখন প্রথম রাত্রে সেই প্রস্তরোপরি শয়নপূর্ব্বক নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। রামাদেশপালক রুদ্রাবতার দয়ালু হনুমান্ ভূতলে থাকিয়াই তাঁহাদিগের রক্ষাবিধান করিতে লাগিলেন। ব্যাস কহিলেন,—ক্রমে অর্দ্ধরাত্রিকালে সকলেই যখন নিদ্রিত, তখন হনুমান্ স্বীয় পিতার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, হে সমীরণ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই দ্বিজগণকে ইহা-

সমীরণ দ্বিজানেতান্ স্থানং স্বং প্রাপয়স্ব ভোঃ। ততো নিদ্রাভিভূতাংস্তান্ বায়ুপুত্রপ্রণোদিতঃ॥ ৪৮॥ সমুদ্ধৃত্য শিলাং তাং তু পিতা পুত্রেণ ভারত। বিশিষ্টো যাপয়ামাস স্বস্থানং দ্বিজসত্তমান ॥ ৪৯॥ ষড়্ভির্মাসৈশ্চ যঃ পন্থা অতিক্রান্তো দ্বিজাতিভিঃ। ত্রিভিরেব মুহূর্ত্তৈস্তু ধর্ম্মারণ্যমবাপ্তবান ॥ ৫০॥ ভ্রমমাণাং শিলাং জ্ঞাত্বা বিপ্র একো দ্বিজাগ্রণীঃ। বাৎস্যগোত্রসমুৎপন্নো লোকান্ সঙ্গীতবান্ কলম্॥ ৫১॥ গীতানি গায়নোক্তানি শ্রুত্বা বিস্ময়মাযযুঃ। প্রভাতে সুপ্রসন্নে তু উত্তিষ্ঠন্ পরস্পরম্॥ ৫২॥ উচুস্তে বিস্মিতাঃ সর্ব্বে স্বপ্নোঽয়ং বাথ বিভ্রমঃ। সসম্ভ্রমাঃ সমুত্থায় দদৃশুঃ সত্যমন্দিরম্ ॥ ৫৩॥ অন্তর্বুদ্ধ্যা সমালোক্য প্রভাবো বায়ুজস্য চ। শ্রুত্বা বেদধ্বনিং বিপ্রাঃ পরং হর্ষমুপাগতাঃ ॥ ৫৪॥ গ্রামীণাশ্চ ততো লোকা দৃষ্ট্বা তু মহতীং শিলাম্। অদ্ভুতং মেনিরে সর্ব্বে কিমিদং কিমিদং স্থিতি ॥ ৫৫॥ গৃহেগৃহে হি তে লোকাঃ প্রবদন্তি তথাদ্ভুতম্। ব্রাহ্মণৈঃ পূর্য্যমাণা সা শিলা চ মহতী শুভা ॥ ৫৬। অশুভা বা শুভা বাপি ন জানীমো বয়ং কিল। স বদন্তে ততো লোকাঃ পরস্পরমিদং বচঃ॥ ৫৭॥ ব্যাস উবাচ। ততো দ্বিজানাং তে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চৈব সমাগতাঃ। উচুস্তে দিষ্ট্যা ভো বিপ্রা আগতাঃ পথিকা দ্বিজাঃ॥ ৫৮॥ তে তু সন্তুষ্টমনসা সমুগাঃ প্রযযুর্মুদা। প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পরিরম্ভণকং তথা॥ ৫৯॥ আঘ্রাণকাদীংশ্চ কৃত্বা যথাযোগ্যং প্রপূজ্য চ। সর্ব্বং বিস্তার্য্য কথিতং শীঘ্রমাগমমাত্মনঃ॥ ৬০॥ ততঃ সম্পূজ্য তান্ সর্ব্বান্ গন্ধতাম্বুলকুসুমৈঃ। শান্তিপাঠং পঠন্তস্তে হৃষ্টা নিজগৃহান্ যযুঃ॥ ৬১॥ আনন্দায়া মহাপীঠে প্রাতঃ পান্থাঃ সমুত্থিতাঃ। দদৃশুস্তে মহাস্থানং সোৎকণ্ঠা হর্ষপূরিতাঃ॥ ৬২॥ আশ্চর্য্যং পরমং প্রাপুঃ কিমেতৎস্থানমুত্তমম্। অয়ন্তু দক্ষিণদ্বারে শান্তিপাঠোঽত্র পঠ্যতে॥ ৬৩॥ গৃহা রম্যাঃ প্রদৃশ্যন্তে শচীপতিগৃহোপমাঃ। প্রাসাদাঃ কুলমাতৄণাং দৃশ্যন্তে

দিগের বাসস্থান ধর্ম্মারণ্যক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দিন। হে ভারত! তখন পুত্রকর্ত্তৃক তাদৃশভাবে প্রার্থিত হইয়া পিতা সমীরণ সেই প্রস্তরফলক উত্তোলনপূর্ব্বক তদধিষ্ঠিত নিদ্রাভিভূত দ্বিজবরগণকে লইয়া যাইয়া স্বস্থানে ধর্ম্মারণ্যে স্থাপন করিলেন। সেই দ্বিজগণ, ছয়মাসে যে পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন, তিনি মুহূর্ত্তেই সেই পথ অতিক্রম করিয়া পুনরায় ধর্ম্মারণ্য প্রাপ্ত হইলেন। বায়ুবেগে যখন সেই সুমহৎ শিলাখণ্ড ঘুরিতে ঘুরিতে ধর্ম্মারণ্যের দিকে যাইতেছিল, তখন বাৎস্যগোত্রীয় জনৈক ব্রাহ্মণ লোকতৃপ্তিকর কলস্বরে গান করিতে লাগিলেন। গায়কজনগীত সেই মধুর সঙ্গীত শ্রবণে সকলেই বিস্ময়প্রাপ্ত হইলেন। পরে প্রভাতকালে দশদিক্ সুপ্রসন্ন হইলে দ্বিজগণ প্রবুদ্ধ হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং পরস্পর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, ইহা কি স্বপ্ন দেখিতেছি?—না আমাদিগের ভ্রম জন্মিয়াছে?—এই বলিয়া তাঁহারা উত্থিত হইয়া সত্যমন্দির নেত্রগোচর করিলেন। তখন তাঁহারা মনে মনে বিচারবিতর্ক করিয়া বুঝিলেন যে, ইহা সেই বায়ুতনয়েরই প্রভাব। দ্বিজগণ তখন বেদধ্বনি শ্রবণে পরম হর্ষিত হইলেন। গ্রামবাসী জনগণ সেই মহতী শিলাদর্শনে বিস্মিতমনে "একি? একি?" বলিয়া গৃহে গৃহে এই অদ্ভুত ব্যাপারের আলোচনা করিতে লাগিল। পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, সেই মহতী শিলা, ব্রাহ্মণপূর্ণা; উহা শুভা কি অশুভা, আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।৪১—৫৭।ব্যাস কহিলেন,—অতঃপর ত্রয়ীবিদ্যগণের পুত্রপৌত্রাদি পরিজনগণ আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহারা বলিল,—হে বিপ্রগণ! কি ভাগ্য! পথিক দ্বিজগণ আজি আসিয়াছেন। এই বলিয়া তাহারা প্রফুল্লমুখে হৃষ্টচিত্তে ত্রয়ীবিদ্যগণের নিকটবর্ত্তী হইল। ত্রয়ীবিদ্যগণ তখন প্রত্যুত্থান অভিবাদন আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণাদি দ্বারা তাহাদিগকে যথাযোগ্য সৎকৃত করিয়া আপনাদিগের সত্বরপ্রত্যাবর্ত্তনের বিবরণ সমস্ত সবিস্তর কহিলেন। তারপর পরিজনগণ হৃষ্টচিত্তে গন্ধ-তাম্বূল-কুসুমাদি-দানে অর্চ্চনান্তে শান্তিপাঠ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে নিজ নিজ ভবনে লইয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে সেই পান্থগণ আনন্দামহাপীঠে যাইয়া মিলিত হইলেন। তাঁহারা হর্ষপূর্ণমনে ঔৎসুক্যসহকারে সেই মহাস্থান পরিদর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত হইয়া পরস্পর জল্পনা করিতে লাগিলেন যে, এই উত্তম স্থানটী কোন্ স্থান? এই তো দক্ষিণ দ্বার; এখানেইতো শান্তিপাঠ হইয়া থাকে। ঐ তো সুরেন্দ্রভবনসম কতকগুলি মনোরম ভবন নয়নগোচর হইতেছে। ঐ তো কুলমাতৃগণের বহ্নিসম

চাগ্নিশোভনাঃ ॥ ৬৪ ॥ এবং ব্রুবৎসু বিপ্রেষু মহাশক্তিপ্রপূজনে। আগতো ব্রাহ্মণোঽপশ্যত্তত্র বিপ্রবৃন্দকম্ ॥ ৬৫ ॥ হর্ষিতো ধাবিতস্তত্র যত্র বিপ্রাঃ সভাসদঃ। উবাচ দিষ্ট্যা ভো বিপ্রা হ্যাগতাঃ পথিকা দ্বিজাঃ ॥ ৬৬ ॥ প্রত্যুত্তস্থুস্ততো বিপ্রাঃ পূজাং গৃহ্য সমাগতাঃ। প্রত্যুত্থানাভিবাদৌ চাকুর্ব্বংস্তে চ পরস্পরম্ ॥ ৬৭ ॥ তে তে সম্পূজ্য বেগাত্তু যথাযোগ্যং যথাবিধি। হনূমীশ্বরস্য যদ্বৃত্তং বিপ্রাগ্রে সম্প্রকাশিতম্ ॥ ৬৮ ॥ পথিকানাং বচঃ শ্রুত্বা হর্ষপূর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ। শান্তিপাঠং পঠন্তস্তে হৃষ্টা নিজগৃহান্ যযুঃ ॥ ৬৯ ॥ বিমৃশ্য মিলিতাঃ প্রাতর্জ্জ্যোতির্ব্বিদ্ভিঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় কান্যকুব্জং গতা দ্বিজাঃ ॥ ৭০ ॥ দোলাভির্ব্বাহিতাঃ কেচিৎ কেচিদশ্বৈ রথৈস্তথা। কেচিত্তু শিবিকারূঢ়া নানাবাহনগাশ্চ তে ॥ ৭১ ॥ তৎপুরং তু সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ শোভনে তটে। অকুর্ব্বন্ বসতিং ধীরাঃ স্নানদানাদি কর্ম্ম চ ॥ ৭২ ॥ চরেণ কেনাচচ্চৃষ্টাঃ কথিতা নৃপসন্নিধৌ। অশ্বাশ্চ বহুশো দোলা রথাশ্চ বহুশো বৃষাঃ ॥ ৭৩ ॥ বিপ্রাণামিহ দৃশ্যন্তে ধর্ম্মারণ্যনিবাসিনাম্। নূনং তে চ সমায়াতা নৃপেণোক্তং মমাগ্রতঃ ॥ ৭৪ ॥ অভিজ্ঞাপয় যে পূর্ব্বং প্রেরিতাঃ কপিসন্নিধৌ ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রাহ্মণানাং প্রত্যাগমনবর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

সমুজ্জ্বল প্রাসাদসকল দেখা যাইতেছে। তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে মহাশক্তিপূজার্থ পূজক ব্রাহ্মণ আসিয়া সেই দ্বিজমণ্ডলীদর্শনে হর্ষিত হইয়া সভাসদ্ বিপ্রগণকে এই সংবাদ বলিবার জন্য ধাবিত হইল। সে সেখানে গিয়া কহিল যে, হে বিপ্রগণ! কি ভাগ্য! আজি পথিক দ্বিজগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সভাসদ্গণ এই সংবাদ শুনিয়া অবিলম্বে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অভ্যর্থনাযোগ্য দ্রব্যসম্ভার লইয়া আসলেন; পরে তাঁহারা পরস্পর সত্বর প্রত্যুত্থান ও অভিবাদনাদি দ্বারা যথাবিধি যথাযোগ্য সৎকার করিলেন। পান্থ ত্রয়ীবিদ্গণ হনুমানের বিবরণ সমস্তই প্রকাশ করিলেন। পান্থগণের কথা শুনিয়া দ্বিজোত্তমগণ সানন্দমনে শান্তি পাঠ করিতে করিতে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিলেন। অতঃপর দ্বিজগণ জ্যোতির্ব্বিদগণের সহিত বিচারপূর্ব্বক শুভক্ষণ স্থির করিয়া ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া কান্যকুব্জে যাত্রা করিলেন। কেহ দোলায়, কেহ অশ্বে, কেহ রথে, কেহ শিবিকায়, কেহ কেহ অপরাপর নানা বাহনে আরোহণপূর্ব্বক কান্যকুব্জে উপনীত হইলেন। সেই ধীর দ্বিজবরগণ গঙ্গাতীরে বাসস্থান নিরূপণ করিয়া স্নান-দানাদি করিতে লাগিলেন। তখন কোনও রাজকীয় চর যাইয়া রাজাকে সেই সংবাদ নিবেদন করিল; কহিল,—ধর্ম্মারণ্যবাসী দ্বিজগণের অনেকানেক অশ্ব, দোলা, রথাদি এখানে দেখিতে পাইতেছি, সুতরাং তাঁহারা নিশ্চয় আসিয়াছেন। রাজা কহিলেন,—ইতি পূর্ব্বে উহারাই বানরসমীপে প্রেরিত হইয়াছিল, অতএব উহাদিগকে অভিজ্ঞান প্রদর্শনার্থ আমার অগ্রে লইয়া আইস। ৫৮—৭৫।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭।

অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতপূর্ব্বাহ্নিকক্রিয়াঃ। শুভবস্ত্রপরীধানাঃ কলহস্তাঃ পৃথকপৃথক্ ॥ ১ ॥ রত্নাঙ্গদাঢ্যদোর্দ্দণ্ডা অঙ্গুলীয়কভূষিতাঃ। কর্ণাভরণসংযুক্তাঃ সমাজগ্মুঃ প্রহর্ষিতাঃ ॥ ২ ॥ রাজদ্বারং তু সম্প্রাপ্য সন্তস্থুর্ব্রহ্মবাদিনঃ। তান্ দৃষ্ট্বা রাজপুত্রস্তু ঈষৎ প্রহসিতো বলী ॥ ৩ ॥ রামং চ হনুমন্তং চ গত্বা বিপ্রাঃ সমাগতাঃ। শ্রূয়তাং মন্ত্রিণঃ সর্ব্বে দৃশ্যন্তো দ্বিজসত্তমান্ ॥ ৪ ॥ এতদুক্ত্বা তু বচনং তূষ্ণীং ভূত্বা স্থিতো নৃপঃ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—সেই ব্রহ্মবাদী দ্বিজগণ পরদিন বিমল প্রভাতকালে পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমাধানান্তে শুভ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বাহুতে রত্নাঙ্গদ, কর্ণে কর্ণাভরণ ও অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় ধারণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বিবিধ কলহস্তে হৃষ্টচিত্তে রাজদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলবান্ রাজপুত্র তাঁহাদিগকে দেখিয়া স্মিতমুখে কহিলেন,—দ্বিজগণ! আপনারা রামের ও হনুমানের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন? মন্ত্রিগণ! আপনারা সকলেই শুনুন, আর ইঁহাদিগকে দেখুন। রাজা এইমাত্র বলিয়া মৌন-

ততো দ্বিত্রা দ্বিজাঃ সর্ব্বে উপবিষ্টাঃ ক্রমাত্ততঃ॥ ৫॥ ক্ষেমং পপ্রচ্ছুর্নৃপতিং হস্তিরথপদাতিষু। ততঃ প্রোবাচ নৃপতির্বিপ্রান্ প্রতি মহামনাঃ॥ ৬॥ অরিহস্তপ্রসাদেন সর্ব্বত্র কুশলং মম। সা জিহ্বা যা জিনং স্তৌতি তৌ করৌ যৌ জিনার্চ্চনৌ॥ ৭॥ সা দৃষ্টির্যা জিনে লীনা তন্মনো যজ্জিনে রতম্। দয়া সর্ব্বত্র কর্ত্তব্যা জীবাত্মা পূজ্যতে সদা॥ ৮॥ যোগশালা হি গন্তব্যা কর্ত্তব্যং গুরুবন্দনম্। নচকারং মহামন্ত্রং জপিতব্যমহর্নিশম্॥ ৯॥ পঞ্চবর্ণঃ হি কর্ত্তব্যং দাতব্যং শ্রমণে সদা। শ্রুত্বা বাক্যং ততো বিপ্রাস্তস্য দন্তানপীড়য়ন্॥ ১০॥ বিমুচ্য দীর্ঘনিশ্বাসমূচুস্তে নৃপতিং প্রতি। রামেণ কথিতং রাজন্ ধীমতা চ হনূমতা॥ ১১॥ দীয়তাং বিপ্রবৃত্তিশ্চ ধর্ম্মিষ্ঠোঽসি ধরাতলে। জায়তে তব দত্তা স্যাম্মদত্তা নৈব নৈব চ॥১২॥ রক্ষস্ব রামবাক্যং ত্বং যৎকৃত্বা ত্বং সুখী ভব॥ ১৩॥ রাজোবাচ। যত্র রামহনূমন্তৌ যান্তু সর্ব্বেঽপি তত্র বৈ। রামো দাস্যতি সর্ব্বস্বং কিং প্রাপ্তা ইহ বৈ দ্বিজাঃ॥ ১৪॥ ন দাস্যামি ন দাস্যামি একাং চৈব বরাটিকাম্। ন গ্রামং নৈব বৃত্তিঞ্চ গচ্ছধ্বং যত্র রোচতে॥ ১৫॥ তচ্ছ্রুত্বা দারুণং বাক্যং দ্বিজাঃ কোপাকুলান্তদা। সহস্ব রামকোপং হি সাম্প্রতঞ্চ হনূমতঃ॥ ১৬॥ ইত্যুক্ত্বা হনূমদ্দত্তা বামকক্ষোদ্ভবা পুটী। প্রক্ষিপ্তা চাস্য নিলয়ে ব্যাবৃত্তা দ্বিজসত্তমাঃ॥ ১৭॥ গতে তদা বিপ্রসঙ্ঘে জ্বালমালাকুলং ত্বভূৎ। অগ্নিজ্বালাকুলং সর্ব্বং সঞ্জাতং চৈব তত্র হি॥ ১৮॥ দহ্যন্তে রাজবস্তূনি ছত্রাণি চামরাণি চ। কোষাগারাণি সর্ব্বাণি আয়ুধাগারমেব চ॥ ১৯॥ মহিষ্যো রাজপুত্রাশ্চ গজা অশ্বা হ্যনেকশঃ। বিমানানি চ দহ্যন্তে দহ্যন্তে বাহনানি চ॥ ২০॥ শিবিকাশ্চ বিচিত্রা বৈ রথাশ্চৈব সহস্রশঃ। সর্ব্বত্র দহ্যমানঞ্চ দৃষ্ট্বা রাজাপি বিব্যথে॥ ২১॥ ন কোঽপি ত্রাতা তস্যাস্তি মানবা ভয়বিক্লবাঃ। ন মন্ত্রযন্ত্রৈর্ব্বহ্নিঃ স সাধ্যতে ন চ মূলিকৈঃ॥ ২২॥ কৌটিল্যকোটিনাশী চ যত্র রামঃ প্রকুপ্যতে। তত্র

বন্দন করিলেন। অনন্তর দ্বিজগণ যথাক্রমে উপবেশন করিয়া রাজাকে কুশল প্রশ্ন করিলেন, এবং তদীয় রাজ্যাঙ্গ-পদাতি-হয়-রথ-মাতঙ্গাদিরও মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহামনা নৃপতি তদুত্তরে সেই বিপ্রগণকে কহিলেন যে, অরিহন্তের প্রসাদে আমার সর্ব্বত্রই কুশল। যে জিহ্বা জিনের স্তুতিবাদ করে, তাহাই জিহ্বা; যে হস্ত জিনের অর্চ্চনায় ব্যাপৃত, তাহাই হস্ত; জিনদেবে যাহা সংলগ্ন, সেই নয়নই নয়ন; আর জিনদেবের প্রতি যাহা আসক্ত, সেই মনই প্রকৃত মন। সর্ব্বভূতে দয়া করা কর্ত্তব্য; জীবাত্মা সতত পূজনীয়; যোগাশ্রমে যাওয়া বিধেয়; গুরুবন্দনাও করণীয়। আর দিবারাত্রই নকার-চকারাত্মক মহামন্ত্র জপ করা প্রশস্ত! বিশেষতঃ শ্রমণজনে দান এবং পঞ্চবর্ণবিধান পালন করা সতত বিহিত। বিপ্রগণ রাজার এই সকল কথা শুনিয়া দন্তে দন্ত নিষ্পীড়নপূর্ব্বক দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রাজাকে কহিলেন,—মহারাজ! রাম এবং ধীমান্ হনুমান আপনাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, তুমি ধরাতলে ধর্ম্মিষ্ঠ হও, বিপ্রবৃত্তি প্রদান কর; এরূপ করিলে সেই বৃত্তি যে, তুমিই দিয়াছ, লোকে এই কথাই প্রসিদ্ধ হইবে; উহা যে আমি দিয়াছি, এরূপ কথা কোনমতেই প্রতিপন্ন হইবে না। অতএব তুমি রামের বাক্য রক্ষা কর, ইহা করিলে তুমি সুখী হইবে। ১—১৩। রাজা কহিলেন,—ওহে দ্বিজগণ! রাম আর হনুমান যেখানে তোমরা সকলেও সেইখানে যাও, রামই তোমাদিগকে যথাসর্ব্বস্ব দিবেন; এখানে আসিয়াছ কেন? আমি দিব না; না গ্রাম, না বৃত্তি, এমন কি একটী কপর্দ্দকও দিব না। তোমরা যথা ইচ্ছা, যাইতে পার। এই দারুণ কথা শুনিয়া দ্বিজগণ কোপাকুলিত চিত্তে কহিলেন,—তবে এখন রামের ও হনুমানের কোপ-প্রভাব সহ্য কর। দ্বিজসত্তমগণ এই বলিয়া হনূমদ্দত্ত বামকক্ষজ গুটিকা সেই রাজপুরে প্রক্ষেপ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিপ্রগণও প্রস্থান করিলেন; এদিকে রাজপুরীও তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠিল।—সমস্তই জ্বালামালায় আকুল হইয়া পড়িল। ছত্রচামরাদি রাজকীয় দ্রব্যসম্ভার, কোষাগার, অস্ত্রাগার, রাজমহিষী, রাজপুত্র, গজাশ্বাদি অনেকানেক বাহন, সহস্র সহস্র বিমান, শিবিকা ও রথাদি দগ্ধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাজা অতীব ব্যথিত হইলেন। মানবগণ সকলেই বহ্নিভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল; কেহই সেই বহ্নি হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় করিতে পারিল না। সেই বহ্নি মন্ত্রে যন্ত্রে বা মূলপ্রয়োগে নিবারণীয় নহে। কৌটিল্যকোটিসংহারী রামচন্দ্র যেখানে কোপ-প্রকাশ

সর্ব্বে প্রণশুন্তি কিং তৎকুমারপালকঃ ॥ ২৩ ॥ সর্ব্বং তজ্জ্বলিতং দৃষ্ট্বা নগ্নক্ষপণকাস্তদা । ধৃত্বা করেণ পাত্রাণি নীত্বা দণ্ডান্ শুভানপি ॥ ২৪ ॥ রক্ত-কম্বলিকা গৃহ্য বেপমানা মুহুর্ম্মুহুঃ । অন্নুপানহিকাশ্চৈব নষ্টাঃ সর্ব্বে দিশো দশ ॥ ২৫ ॥ কোলাহলং প্রকু-র্ব্বাণাঃ পলায়ধ্বমিতি ব্রুবন্ । দাহিতা বিপ্রমুখ্যৈশ্চ বয়ং সর্ব্বে ন সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥ কেচিচ্চ ভগ্নপাত্রাস্তে ভগ্নদণ্ডাস্তথাপরে । প্রনষ্টাশ্চ বিবস্ত্রাস্তে বীতরাগমিতি ব্রুবন্ ॥ ২৭ ॥ অর্হন্তমেব কেচিচ্চ পলায়নপরা-য়ণাঃ । ততো বায়ুঃ সমভবদ্বহ্নিমান্দোলয়ন্নিব ॥ ২৮ ॥ প্রেষিতো বৈ হনুমতা বিপ্রাণাং প্রিয়কাম্যয়া । ধাবন্ স নৃপতিঃ পশ্চাদিতশ্চেতশ্চ বৈ তদা ॥ ২৯ ॥ পদাতি-রেকঃ প্ররুদন্ ক বিপ্রা ইতিজল্পকঃ । লোকাচ্ছ্রুত্বা ততো রাজা গতস্তত্র যতো দ্বিজাঃ ॥ ৩০ ॥ গত্বা তু সহসা রাজন্ গৃহীত্বা চরণৌ তদা । বিপ্রাণাং নৃপতি-র্ভূমৌ মূর্চ্ছিতো ন্যপতত্তদা ॥ ৩১ ॥ উবাচ বচনং রাজা বিপ্রান্ বিনয়তৎপরঃ । জপন্ দাশরথিং রামং রামরামেতি বৈ পুনঃ ॥ ৩২ ॥ তস্য দাসস্য দাসোঽহং রামস্য চ দ্বিজস্য চ । অজ্ঞানতিমিরান্ধেন জাতো-ঽস্ম্যন্ধো হি সম্প্রতি ॥ ৩৩ ॥ অঞ্জনঞ্চ ময়া লব্ধং রামনামমহৌষধম্ । রামং মুক্ত্বা হি যে মর্ত্ত্যা হ্যন্যং দেবমুপাসতে । দহ্যন্তে তেঽগ্নিনা স্বামিন্ যথাহং মূঢ়চেতনঃ ॥ ৩৪ ॥ হরির্ভাগীরথী বিপ্রা বিপ্রা ভাগীরথী হরিঃ । ভাগীরথী হরির্বিপ্রাঃ সারমেকং জগত্রয়ে ॥ ৩৫ ॥ স্বর্গস্য চৈব সোপানং বিপ্রা ভাগীরথী হরিঃ । রামনামমহারজ্জ্বা বৈকুণ্ঠং যেন নীয়তে ॥ ৩৬ ॥ ইত্যেবং প্রণমন্ রাজা প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ । বহ্নিঃ প্রশাম্যতাং বিপ্রাঃ শাসনং বো দদাম্যহম্ ॥ ৩৭ ॥ দাসোঽস্মি সাম্প্রতং বিপ্রা ন মে বাগন্যথা ভবেৎ । যৎপাপং ব্রহ্মহত্যায়াঃ পরদারাভিগামিনাম্ ॥ ৩৮ ॥ যৎ পাপং মদ্যপানাঞ্চ স্বুবর্ণস্তেয়িনাং তথা । যৎ পাপং গুরুঘাতানাং তৎ পাপং বা ভবেন্মম ॥ ৩৯ ॥ যং যং চিন্তয়তে কামং তং তং দাস্যাম্যহং পুনঃ । বিপ্রভক্তিঃ সদা কার্য্যা রামভক্তিস্তথৈব চ ॥ ৪০ ॥ অন্যথা করণীয়ং মে ন কদাচিদ্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪১ ॥ ব্যাস উবাচ । তস্মি-

---

করেন, সেখানে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়; সামান্য কুমারপালের কথা কি? নগ্ন ক্ষপণকগণ সমস্ত জ্বলিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া এক হস্তে পাত্র অপর হস্তে শুভ দণ্ড ধারণপূর্ব্বক রক্তকম্বল লইয়া নগ্নপদে মুহুর্ম্মুহুঃ কম্পিতকায়ে কোলা-হলসহকারে "পলায়ন কর, পলায়ন কর, নিশ্চয়ই আমরা দ্বিজগণকর্ত্তৃক দগ্ধীভূত হইলাম" এই কথা বলিতে বলিতে পলায়ন করিতে লাগিল। কাহারও পাত্র ভগ্ন এবং কাহারও বা দণ্ড খণ্ডিত হইয়া গেল। তাহারা কেহ বা "বীতরাগ" ইত্যাদি বচনাবৃত্তি ও জিনের নামোচ্চারণ করিতে করিতে পলায়নপরায়ণ হইল। অতঃপর বিপ্রবর্গের হিতকামনায় হনূমান্‌কর্ত্তৃক প্রেষিত পবনদেব সবেগে সেখানে প্রবাহিত হইয়া সেই দারুণ-বহ্নিকে আন্দোলিত করিতে লাগিলেন। তখন সেই রাজা রোদনসহকারে "বিপ্রগণ কোথায়?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে একাকী পদব্রজে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিলেন। পরে দ্বিজগণ যেখানে ছিলেন, লোকমুখে শুনিয়া তথায় যাইয়া সহসা তাঁহাদিগের চরণযুগল ধারণপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। অনন্তর সংজ্ঞা-লাভান্তে মুহুর্ম্মুহু "রাম, রাম" রবে দাশরথি রামচন্দ্রের নাম জপ সহকারে সবিনয়ে সেই বিপ্রগণকে কহিলেন,—আমি সেই রামের ও ব্রাহ্মণগণের দাসের দাস। আমি অজ্ঞানান্ধতমসে অন্ধ হইয়াছিলাম, পরন্তু সম্প্রতি রামনামরূপ অঞ্জন-মহৌষধ লাভ করিলাম। প্রভো! যে সকল মনুষ্য রামকে পরিত্যাগ করিয়া অপরদেবতার উপাসনা করে, সেই সমস্ত মূঢ়চেতন মানব নিশ্চয়ই আমার ন্যায় অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়। ১৪—৩৪। ভগবান্ হরিই গঙ্গা ও বিপ্রস্বরূপ; বিপ্রই গঙ্গা ও হরিস্বরূপ; আর গঙ্গাই হরি ও বিপ্রস্বরূপ। বস্তুতঃ ত্রিজগতে ইঁহারাই সার এবং এই বিপ্র, গঙ্গা ও হরিই স্বর্গের সোপানস্বরূপ; যেহেতু ইঁহারা রামনামরূপ মহারজ্জুদ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে লইয়া যান। রাজা এইরূপ স্তুতিবাদ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! বহ্নি প্রশমিত করিয়া দিউন, আপনাদিগের বৃত্তি আমি প্রদান করিব। হে দ্বিজগণ! সম্প্রতি আমি আপনাদিগের দাস হইয়াছি; আমার বাক্য অন্যথা হইবে না। পরদারগমন, মদ্যপান, সুবর্ণহরণ, ব্রহ্মহত্যা এবং গুরুহত্যা করিলে যে পাতক হয়, আমার এই বাক্যের অন্যথা হইলে আমিও যেন সেই পাপে পাপী হই। আপনারা যাহা যাহা অভিলাষ করেন, তৎসমস্তই আমি প্রদান করিব। সর্ব্বদাই বিপ্রে ও রামে ভক্তি করা কর্ত্তব্য। হে দ্বিজোত্তমগণ!

ষবসরে বিপ্রা জাতা ভূপ দয়ালবঃ। অস্তা যা পুটিকা চাসীৎ সা দত্তা শাপশান্তয়ে ॥ ৪২ ॥ জীবিতৈস্তৈব তৎসৈন্যং জাতং ক্ষিপ্তেষু রোমসু। দিশঃ প্রসন্নাঃ সঞ্জাতাঃ শান্তা দিগ্ জনিতস্বনাঃ ॥ ৪৩ ॥ প্রজা স্বস্থাভবংস্তত্র হর্ষনির্ভরমানসা। অবতস্থে যথাপূর্ব্বং পুত্রপৌত্রাদিকং তথা ॥ ৪৪ ॥ বিপ্রাজ্ঞাকারিণো লোকাঃ সঞ্জাতাশ্চ যথা পুরা। বিষ্ণুধর্ম্মং পরিত্যজ্য নান্যং জানন্তি তে ধ্রুবম্ ॥ ৪৫ ॥ নবীনং শাসনং কৃত্বা পূর্ব্ববদ্বিধিপূর্ব্বকম্। নিষ্কাসিতাস্ত পাষণ্ডাঃ কৃতশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ ॥ ৪৬ ॥ বেদবাহ্যাঃ প্রনষ্টাস্তে উত্তমাধমমধ্যমাঃ। ষট্‌ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি যেহভূবন্ গোভুজাঃ পুরা ॥ ৪৭ ॥ তেষাং মধ্যাত্তু সঞ্জাতা অড়বীজা বণিগ্‌জনাঃ। শুশ্রূষার্থং ব্রাহ্মণানাং রাজ্ঞা সর্ব্বে নিরূপিতাঃ ॥ ৪৮ ॥ সদাচারাঃ সুনিপুণা দেবব্রাহ্মণপূজকাঃ। ত্যক্তা পাষণ্ডমার্গস্তু বিষ্ণুভক্তিপরাস্ত তে ॥ ৪৯ ॥ জাহ্নবীতীরমাসাদ্য ত্রৈবিদ্যেভ্যো দদৌ নৃপঃ। শাসনন্তু যদা দত্তং তেষাং বৈ ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৫০ ॥ স্থানধর্ম্মাৎ প্রচলিতা বাড়বাস্তে সমাগতাঃ। নৃপো বিজ্ঞাপিতো বিপ্রৈস্ত্রৈবিদ্যৈরেবং ক্লেশকারিভিঃ ॥ ৫১ ॥ যে ত্যক্তবাচো বিপ্রেন্দ্রাস্তাংস্ত্বংসাধয় ভূপতে। পরস্পরং বিবাদাস্ত সঞ্জাতা দত্তবৃত্তয়ে ॥ ৫২ ॥ ন্যায়প্রদর্শনার্থঞ্চ কারিতাস্ত সভাসদঃ। হস্তাক্ষরেষু দৃষ্টেষু পৃথক্ পৃথক্ প্রপাদিতম্ ॥ ৫৩ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা ততো রাজা তুলাদানং চকার হ। দীয়মানে তদা দানে চাতুর্ব্বিদ্যা বভাষিরে ॥ ৫৪ ॥ অস্মাভির্হারিতা জাতিঃ কথং কুর্ম্মঃ প্রতিগ্রহম্। নিবারিতাস্ত তে সর্ব্বে স্থানামোহেরকা দ্বিজাঃ ॥ ৫৫ ॥ দশপঞ্চ সহস্রাণি বেদবেদাঙ্গপারগাঃ। ততস্তেন তদা রাজন্ রাজ্ঞা রামানুবর্ত্তিনা ॥ ৫৬ ॥ আহূতা বাড়বাংস্তাংস্ত জাতিভেদং চকার সঃ। ত্রয়ীবিদ্যা বাড়বা যে সেতুবন্ধং প্রতি প্রভুম্ ॥ ৫৭ ॥ গতাস্তে বৃত্তিভাজঃ স্যুর্নাস্তে বৃত্ত্যভিভাগিনঃ। তত্র নৈব গতা যে বৈ চাতুর্ব্বিদ্যাস্ত-

---

আমি এ কথার কদাচ অন্যথাচরণ করিব না। ৩৫—৪১। ব্যাস কহিলেন,—হে রাজন্! বিপ্রগণ তখন সদয় হইয়া বিপদ্‌বারণার্থ দক্ষিণকক্ষরোমজা গুটিকা লইয়া নিক্ষেপ করিলেন। তাহার ফলে তৎক্ষণাৎ রাজার সৈন্য-পরিজনাদি সমস্তই পুনর্জীবনলাভ করিল; দিক্‌সকল সুপ্রকাশ হইল; দিকে দিকে যে নির্ঘাত-ধ্বনি হইতেছিল, তাহাও প্রশান্ত হইয়া গেল; পুত্র-পৌত্রাদি পরিজনগণ সকলেই সুস্থ হইয়া পরম সন্তুষ্ট মনে রহিল। সমস্ত লোকই পূর্ব্ববৎ বিপ্রাদেশপালক হইল। বিষ্ণুধর্ম্ম ব্যতীত অপর ধর্ম্মে তাহাদিগের আর আস্থা রহিল না। রাজ্যে নূতন শাসন-বিধান প্রবর্ত্তিত হইল; তাহার ফলে অসৎশাস্ত্ররত পাষণ্ডগণ নির্ব্বাসিত হইয়া গেল। রাজ্যমধ্যে উত্তম মধ্যম অধম—কোন বেদবিরোধী প্রজাই রহিল না। পূর্ব্বে যে ষট্‌ত্রিংশৎসহস্র গোভুজ বণিকের কথা বলিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা অড়বীজনামে প্রসিদ্ধ, রাজাদেশে তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষাকর্ম্মে নিযুক্ত হইল। তাহারা সদাচারপরায়ণ, দেবব্রাহ্মণভক্তিমান্ ও সুনিপুণ; তাহারা পাষণ্ডপথ ছাড়ি বিষ্ণুভক্ত হইল। অতঃপর রাজা ভক্তি-সহকারে জাহ্নবী-তীরে যাইয়া ত্রৈবিদ্যগণকে বৃত্তিসম্বন্ধীয় শাসন-লিপি প্রদান করিলেন। রাজা যখন তাহা দান করেন, চতুর্বিদ্যগণ তখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাঁরা পূর্ব্বে রামসমীপে যাইতে স্বীকৃত হইয়াও পরে যান নাই। তদ্দর্শনে কঠোর-ক্লেশকারী ত্রৈবিদ্যগণ রাজাকে কহিলেন যে, রাজন্! যে বিপ্রেন্দ্রগণ নিজ বাক্য প্রতিপালন করেন নাই, তাঁহাদিগকে বহিস্কৃত করিয়া দিউন। তাঁহারা এই কথা বলিলে বৃত্তি লইয়া উভয় পক্ষে তুমুল বাদ উপস্থিত হইল। ৪২—৫২। পরে যুক্তিপূর্ব্বক সুমীমাংসার্থ সভাসদ্ নির্ব্বাচন করা হইল। তাহাতে লেখ্যপত্রাদির হস্তাক্ষরের সবিশেষ পার্থক্যদর্শনে মীমাংসা বিষয়ে সন্দেহঘটায় রাজা তজ্জন্য তুলাদান করিলেন। তাহাতে চাতুর্ব্বিদ্যগণ পরাজিত হইলেন। তখন রাজা শাসন-লিপি-প্রদানে সমুদ্যত হইলে, চাতুর্বিদ্যগণ কহিলেন,—আমরা বিবাদে পরাজিত—স্বসমাজচ্যুত হইয়াছি; আমরা কিরূপে উহা প্রতিগ্রহ করিব? এই কথা বলিলে সেই মোহেরকবাসী বেদবেদাঙ্গপারদর্শী পঞ্চদশসহস্র চাতুর্ব্বিদ্য ব্রাহ্মণ তখন রাজানুচরগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অতঃপর রামভক্ত রাজা তখন এমন একটী কার্য্য করিলেন, যাহাতে সেই বিপ্রগণের মধ্যে পরস্পর জাতিবিরোধ ঘটিল। তিনি ত্রৈবিদ্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, যে যাঁহারা সেতুবন্ধে প্রভু রামের নিকট গিয়াছিলেন, কেবলমাত্র সেই ত্রৈবিদ্যগণই বৃত্তিভাগী হইবেন; আর যাঁহারা সেখানে যান নাই, সেই চাতুর্ব্বিদ্য-

রাগতাঃ ॥ ৫৮ ॥ বণিগ্‌ভির্ন চ সম্বন্ধো ন বিবাহশ্চ তৈঃ সহ। গ্রামবৃত্তৌ ন সম্বন্ধো জাতিভেদে কৃতে সতি ॥ ৫৯ ॥ দ্বিজভক্তিপরাঃ শূদ্রাঃ যে পাষণ্ডৈর্ন লোপিতাঃ। জৈনধর্ম্মাৎপরাবৃত্তাস্তে গোভুজাস্তথোত্তমাঃ ॥৬০॥ যে চ পাষণ্ডনিরতা রামশাসনলোপকাঃ। সর্ব্বে বিপ্রাস্তথা শূদ্রা প্রতিবন্ধেন যোজিতাঃ ॥ ৬১ ॥ সত্যপ্রতিজ্ঞাং কুর্ব্বাণাস্তত্রস্থাঃ সুখিনোঽভবন্। চাতুর্ব্বিদ্যা বহির্গ্রামে রাজ্ঞা তেন নিবাসিতাঃ ॥ ৬২ ॥ যথা রামো ন কুপ্যেত তথা কার্য্যং ময়া ধ্রুবম্। পরাঙ্মুখা যে রামস্য সন্মুখানুগতাঃ কিল ॥ ৬৩ ॥ চাতুর্ব্বিদ্যাস্তে বিজ্ঞেয়া বৃত্তিবাহ্যাঃ কৃতাস্তদা। কৃতকৃত্যস্তদা জাতো রাজা কুমারপালকঃ ॥ ৬৪ ॥ বিপ্রাণাং পুরতঃ প্রাহ প্রশ্রয়েণ বচস্তদা। গ্রামবৃত্তির্ন মে লুপ্তা এতদ্বৈ দেবনির্ম্মিতম্ ॥ ৬৫ ॥ স্বয়ং কৃতাপরাধানাং দোষো কস্য ন দীয়তে। যথা বনে কাষ্ঠঘর্ষাদ্বহ্নিঃ স্যাদ্দৈবযোগতঃ ॥ ৬৬ ॥ ভবদ্ভিস্তু পণঃ প্রোক্তো হ্যভিজ্ঞানস্য হেতবে। রামস্য শাসনং কৃত্বা বায়ুপুত্রস্য হেতবে ॥ ৬৭ ॥ ব্যাবৃত্তা বাড়বা স্বয়ং স দোষঃ কস্য দীয়তে। অবসানে হরিং স্মৃত্বা মহাপাপযুতোঽপি বা ॥ ৬৮ ॥ বিষ্ণুলোকং ব্রজত্যাশু সংশয়স্তু কথং ভবেৎ। মহৎপুণ্যোদয়ে নৃণাং বুদ্ধিঃ শ্রেয়সি জায়তে ॥ ৬৯ ॥ পাপস্যোদয়কালে চ বিপরীতা হি সা ভবেৎ। সকৃৎপালয়তে যস্তু ধর্ম্মেণৈতজ্জগত্রয়ম্ ॥ ৭০ ॥ যোঽন্তরাত্মা চ ভূতানাং সংশয়স্তত্র নো হিতঃ। ইন্দ্রাদয়োঽমরাঃ সর্ব্বে সনকাদ্যাস্তপোধনাঃ ॥ ৭১ ॥ মুক্ত্যর্থমর্চ্চয়ন্তীহ স শয়স্তত্র নো হিতঃ। সহস্রনাম তত্তুল্যং রামনামেতি গীয়তে ॥ ৭২ ॥ তস্মিন্ননিশ্চয়ং কৃত্বা কথং সিদ্ধির্ভবেদিহ। মম জন্মকৃতাৎ পুণ্যাদভিজ্ঞানং দদৌ হরিঃ ॥ ৭৩ ॥ পাষণ্ডাদ্যৎকৃতং পাপং মৃষ্টং তদ্বঃ প্রণামতঃ। প্রসীদন্তু ভবন্তশ্চ ত্যক্ত্বা ক্রোধং মমাধুনা ॥ ৭৪ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। রাজন্ ধর্ম্মো

গণ বৃত্তি পাইবেন না। এইরূপ জাতিভেদ ঘটিলে পর ত্রয়ীবিদ্যগণের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ রহিত হইয়া গেল। এমন কি বণিক্‌দিগের সহিতও চাতুর্ব্বিদ্যগণের কোনও সম্বন্ধ রহিল না। চাতুর্ব্বিদ্যগণের গ্রাম্যবৃত্তিও বন্ধ হইল। যে গোভুজ শূদ্রগণ পাষণ্ডমত গ্রহণ না করিয়া—জৈনধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া দ্বিজে ভক্তিমান্ ছিল, তাহারা গোভুজমধ্যে উত্তমশ্রেণীতে অধিষ্ঠিত হইল; আর যাহারা পাষণ্ডমত গ্রহণ করিয়া রামের শাসনলোপ করিয়াছিল, সেই সমস্ত শূদ্র দ্বিজগণ সমাজে প্রতিবদ্ধ হইল। সকল প্রজাই সেখানে সত্যপ্রতিজ্ঞা করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল। রাজা চাতুর্ব্বিদ্যগণকে গ্রামের বহির্ভাগে নির্ব্বাসিত করিলেন। তিনি "রাম যাহাতে কুপিত না হন, আমার তাহাই কর্ত্তব্য" এইরূপ ধারণাবশে, যাহারা বস্তুতঃ রামের ভক্ত নহে, পরন্তু বৃত্তি পাইবার আশায় মাত্র রামভক্তি দেখাইয়া বৃত্তি লইতে আসিয়াছিলেন, সেই চাতুর্ব্বিদ্যগণকে তখন তিনি বৃত্তিচ্যুত করিলেন। রাজা কুমারপাল তখন আপনাকে কৃতকৃত্যবোধে সবিনয়ে সমস্ত বিপ্রগণের সম্মুখে কহিলেন,—আমি গ্রামবৃত্তি লোপ করি নাই; ঐ বৃত্তি দেববিহিত। তবে নিজেরা অপরাধ করিলে কে তাহাদিগকে দোষী না বলিবে? বনমধ্যে দৈববশে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ জন্য যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, আপনাদিগের ব্যবহারের দোষে তদ্রূপই হইয়াছে। আপনারা রামচন্দ্রের ও হনূমানের নিকট যাইয়া তাঁহাদিগের শাসনবিষয়ক অভিজ্ঞান আনিয়া দেখাইবেন, এইরূপ পণ করিয়াছিলেন, পরন্তু হে দ্বিজগণ! তজ্জন্য যাত্রা করিয়াও প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং তদ্বিষয়ে কাহার দোষ দিব? মহাপাপী ব্যক্তিও অন্তকালে হরিকে স্মরণ করিয়া অবিলম্বে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়; এ বিষয়ে আপনাদিগের সংশয় হইল কিজন্য? জনগণের বুদ্ধি মহাপুণ্যোদয়-কালে শুভবিষয়িণী হয়, কিন্তু পাপোদয়কালে তাহার বৈপরীত্য ঘটে। যিনি একবার মাত্র স্পন্দনে ধর্ম্মদ্বারা এই ত্রিজগৎপালন করিতেছেন, যিনি ভূতবর্গের অন্তরাত্মা, সেই পরমেশ্বরে সংশয় করা হিতকর নহে। ইন্দ্রাদি সমস্ত অমরবর্গ, এবং সনকাদি তপোধনগণ, মুক্তিকামনায় যাঁহার অর্চ্চনা করেন, সেই পরমেশ্বরে সংশয় করা হিতকর নহে। যে রামনাম, সহস্রনামের তুল্য ফলদায়ক বলিয়া গীত হয়, সেই রামের প্রতি অবিশ্বাস করিলে ইহলোকে কি প্রকারে সিদ্ধি লাভ হইতে পারে? আমার জন্মজন্মকৃত পুণ্য-পুঞ্জফলে হরি অভিজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। পাষণ্ডমতানুবর্ত্তনে আমার যে পাপ হইয়াছিল, আপনাদিগকে যে প্রণাম করিতেছি, তাহার মহিমায় সেই পাপ অপনীত হইল; আপনারা এক্ষণে আমার প্রতি ক্রোধ পরিহার করিয়া প্রসন্ন

বিলুপ্তস্তে প্রাপিতানাং তথা পুনঃ। অবশ্যম্ভাবিনো ভাবা ভবন্তি মহতামপি॥ ৭৫॥ নগ্নত্বং নীলকণ্ঠস্য মহাহিশয়নং হরেঃ। এতদ্দৈবকৃতং সর্ব্বং প্রভুর্যঃ সুখদুঃখয়োঃ॥ ৭৬॥ সত্যপ্রতিজ্ঞাস্ত্রৈবিদ্যা ভজন্তু গ্রামশাসনম্। অস্মাকন্তু পরং দেহি স্থানং যত্র বসামহে॥ ৭৭॥ তেষান্তু বচনং শ্রুত্বা সুখমিচ্ছুর্দ্বিজন্মনাম্। তেষাং স্থানন্তু দত্তং বৈ সুখবাসন্তু নামতঃ॥ ৭৮॥ হিরণ্যং পুষ্পবাসাংসি গাবঃ কামদুঘা নৃপ। স্বর্ণালঙ্করণং সর্ব্বং নানাবস্তুচয়ং তথা॥ ৭৯॥ শ্রদ্ধয়া পরয়া দত্বা মুদং লেভে নরাধিপঃ। ত্রয়ীবিদ্যাস্ত তে জ্ঞেয়াঃ স্থাপিতা যে ত্রিমূর্ত্তিভিঃ॥ ৮০॥ চতুর্থেনৈব ভূপেন স্থাপিতাঃ সুখবাসনে। তে বভুবুর্দ্বিজশ্রেষ্ঠাশ্চাতুর্ব্বিদ্যাঃ কলৌ যুগে॥ ৮১॥ চাতুর্ব্বিদ্যাশ্চ তে সর্ব্বে ধর্ম্মারণ্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ। বেদোক্তা আশিষো দত্বা তস্মৈ রাজ্ঞে মহাত্মনে॥ ৮২॥ রথৈরশ্বৈরুহ্যমানাঃ কৃতকৃত্যা দ্বিজাতয়ঃ। মহৎপ্রমোদযুক্তাস্তে প্রাপুর্ম্মোহেরকং মহৎ॥ ৮৩ পৌষশুক্লত্রয়োদশ্যাং লব্ধং শাসনকং দ্বিজৈঃ। বলিপ্রদানন্তু কৃতমুদ্দিশ্য কুলদেবতাম্॥ ৮৪॥ বর্ষে বর্ষে প্রকর্ত্তব্যং বলিদানং যথাবিধি। কার্য্যঞ্চ মঙ্গলস্নানং পুরুষেণ মহাত্মনা॥ ৮৫॥ গীতং নৃত্যং তথা বাদ্যং কুর্ব্বীত তদ্দিনে ধ্রুবম্। তন্মাসে তদ্দিনে নৈব বৃত্তিনাশো ভবেদ্‌যথা॥ ৮৬॥ দৈবাদতীতকালে চেৎ বৃদ্ধিরাপদ্যতে যদা। তদা প্রথমতঃ কৃত্বা পশ্চাদ্বৃদ্ধির্বিধীয়তে॥ ৮৭॥ যে চ ভিন্নপ্রপাপ্রায়াস্ত্রৈবিদ্যা মোঢ়বংশজাঃ। তথা চাতুর্ব্বেদিনশ্চ কুর্ব্বন্তি গোত্রপূজনম্॥ ৮৮॥ বর্ষমধ্যে প্রকুর্ব্বীত তথা সুপ্তে জনার্দ্দনে। পৌষে চ লুপ্তং কৃত্বা চ শ্রৌতং স্মার্ত্তং করোতি যঃ॥ ৮৯॥ তত্র ক্রোধসমাবিষ্টা নিঘ্নন্তি কুলদেবতাঃ। বিবাহোৎসবকালে চ মৌঞ্জীবন্ধাদিকর্ম্মণি॥ ৯০॥ মুহূর্ত্তং গণনাথস্য ততঃ প্রভৃতি শোভনম্॥ ৯১॥ নির্ব্বাসিতাস্ত যে বিপ্রা আমরাজ্ঞা স্বশাসনাৎ। পঞ্চদশসহস্রাণি যযুস্তে সুখবাসকম্॥ ৯২॥ পঞ্চপঞ্চাশতো গ্রামান্ দদৌ

হউন।৫৩—৭৪। চাতুর্ব্বিদ্য ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—রাজন্! আমাদিগের প্রতি এরূপ কঠোর বিধান করিলে আপনার ধর্ম্মলোপ ঘটিবে; আমাদিগের যে এমন দশা হইল, এ সকলই দৈবকৃত; দৈবই সুখ-দুঃখের বিধাতা। দেখুন,—অবশ্যম্ভাবিনী ঘটনা মহদ্ব্যক্তিগণেরও ঘটিয়া থাকে; যেমন—নীলকণ্ঠের নগ্নত্ব, আর হরির মহাসর্পশয্যায় শয়ন। যাহা হউক, ত্রৈবিদ্যগণ সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া রামশাসন প্রাপ্ত হউন; পরন্তু আমাদিগকে বাস করিতে পারি এমন স্থান প্রদান করুন। রাজা তখন সেই চাতুর্ব্বিদ্যগণের কথা শুনিয়া তাঁহাদিগের সুখবিধানকামনায় পরম শ্রদ্ধাসহকারে তাহাদিগকে 'সুখবাস' নামে বাসস্থান, এবং স্বর্ণ, পুষ্প, বসন, স্বর্ণভূষণ, কামদুঘা ধেনু এবং অপর বিবিধ দ্রব্যনিচয় দান করিয়া প্রমুদিত হইলেন। যাঁহারা ত্রিমূর্ত্তি কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিলেন, এই কলিকালে তাঁহারাই ত্রৈবিদ্য নামে, এবং যে দ্বিজবরগণ চতুর্থ নৃপতি কর্ত্তৃক "সুখবাস" নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহারাই চাতুর্ব্বিদ্য বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন। অতঃপর চাতুর্ব্বিদ্যগণ সেই মহাত্মা রাজাকে বেদোক্ত আশীর্ব্বাদ প্রদানান্তে কৃতকৃত্যজ্ঞানে সানন্দমনে অশ্ব-রথাদিরোহণে ধর্ম্মারণ্যে যাইয়া মোহেরকাখ্য মহৎ স্থানে উপস্থিত হইলেন। পৌষ মাসের শুক্লত্রয়োদশীতে দ্বিজগণ রাজদত্ত শাসন-লিপি প্রাপ্ত হন। সেই দিনই তাঁহারা কুলদেবতার উদ্দেশে বলি প্রদান করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসরই উক্ত দিবসে মহাত্মা জনগণের পক্ষে যথাবিধি বলিদান ও মাঙ্গলিক স্নান করা কর্ত্তব্য। ঐ দিন নৃত্য-গীত-বাদ্যাদিও করিবে। এরূপ করিলে কদাচ বৃত্তিনাশ হয় না। কোনও বৃদ্ধিকাল উপস্থিত হইলে কিম্বা কোনও বৃদ্ধিকার্য্য কোন দৈবক্রমে বাধ হইলে প্রথমতঃ উক্ত বিধানে কুলদেবীকে অর্চ্চনা করিয়া পশ্চাৎ সেই বৃদ্ধিকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। ভগ্ন পানীয়শালার ন্যায় যে সকল মোঢ়বংশজ ত্রৈবিদ্য এবং চাতুর্ব্বিদ্য ব্রাহ্মণ গোত্রদেবীর অর্চ্চনাকারী, তাঁহারা তৎকার্য্য এক বৎসরের মধ্যেই বিশেষতঃ জনার্দ্দন সুপ্ত হইলে নির্ব্বাহ করিবেন। যে ব্যক্তি শ্রুতি-স্মৃতিমত উপেক্ষা করিয়া পৌষমাসে কুলদেবীকে বলি প্রদান না করে, কুলদেবী রুষ্ট হইয়া তাহার অনিষ্ট সাধন করেন। বিবাহাদি উৎসবকার্য্য এবং উপনয়নাদি মাঙ্গল্য কার্য্যে প্রথম মুহূর্ত্তকাল গণপতির অর্চ্চনার্থ নির্দ্দিষ্ট; সেই সময়ে গণপতির অর্চ্চনা করিলে তৎপরবর্ত্তী কাল শুভকর হইয়া থাকে। আম রাজার শাসনে যে পঞ্চদশসহস্র চাতুর্ব্বিদ্য ব্রাহ্মণ নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা 'সুখবাস' নামক স্থানে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

গ্রামঃ পুরা স্বয়ম্। তত্রস্থা বণিজশ্চৈব তেষাং বৃত্তিমকল্পয়ন্॥ ৯৩॥ অড়ালজা মাণ্ডলীয়া গোভুজাশ্চ পবিত্রকাঃ। ব্রাহ্মণানাং বৃত্তিদাস্তে ব্রহ্মসেবাসু তৎপরাঃ॥ ৯৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মণানাং শাসনবৃত্তিপ্রাপ্তিবর্ণনং নামা-অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৮॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়।

ব্রহ্মোবাচ। শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি রহস্যং পরমং মতম্। এতে ব্রহ্মবিদঃ প্রোক্তাশ্চাতুর্ব্বিদ্যা মহা-দ্বিজাঃ॥ ১॥ স্বাধ্যায়াশ্চ বষট্কারাঃ স্বধাকারাশ্চ নিত্যশঃ। রামাজ্ঞাপালকাশ্চৈব হনুমদ্ভক্তিতৎপরাঃ॥ ২॥ একদা তু ততো দেবা ব্রহ্মাণং সমুপাগতাঃ। ব্রাহ্মণান্ দ্রষ্টুকামাস্তে ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমাঃ॥ ৩॥ তান্ দেবানাগতান্ দৃষ্ট্বা স্বস্থানাচ্চলিতাস্ত তে। অর্ঘপাদ্যং পুরস্কৃত্য মধুপর্কং তথৈব চ॥ ৪॥ পূজয়িত্বা ততো বিপ্রা দেবান্ ব্রহ্মপুরোগমান্। ব্রহ্মাগ্রে উপবিষ্টাস্তে বেদানুচ্চারয়ন্তি হি॥ ৫॥ সংহিতাঞ্চ পদং চৈব ক্রমং ঘনং তথৈব চ। উচ্চৈঃ-স্বরেণ কুর্ব্বীত ঋচামৃগ্বেদসংহিতাম্॥ ৬॥ সামগাশ্চ প্রকুর্ব্বন্তি স্তোত্রাণি বিবিধানি চ। শাস্ত্রাণি চ তথা যাজ্যা পুরোঽনুবাক্যাস্তথা॥ ৭॥ চতুরক্ষরং পরং চৈব চতুরক্ষরমেব চ। দ্ব্যক্ষরঞ্চ তথা পঞ্চাক্ষরং দ্ব্যক্ষরমেব চ। এতদ্যজ্ঞস্বরূপঞ্চ যো জপেজ্জ্ঞান-পূর্ব্বকম্॥ ৮॥ অন্তে ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্। একাগ্রমনসাঃ সর্ব্বে বেদপাঠরতা দ্বিজাঃ॥ ৯॥ তেষামঙ্গনদেশেষু কণ্ডূয়ন্তে কচান্মৃগাঃ। ব্রাহ্মণা বেদমাতাঞ্চ জপন্তি বিধিপূর্ব্বকম্॥ ১০॥ হস্তে ধৃতাংশ্চ তৈর্দ্দর্ভান্ ভক্ষন্তে মৃগপোতকাঃ। নির্ব্বৈরং তং তদা দৃষ্ট্বা আশ্রমং গৃহমেধিনাম্॥ ১১॥ তুতুষুঃ পরমং দেবা উচুস্তে চ পরস্পরম্। ত্রেতাযুগ-মিদানীঞ্চ সর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণাঃ॥ ১২॥ কলির্দুষ্টস্তথা প্রোক্তঃ কিং করিষ্যতি পাপকঃ॥ ১৩॥ চাতুর্ব্বিদ্যান্ সমাহূয় উচুস্তে ত্রয় এব চ। বৃত্ত্যর্থং ভবতাং চৈব ত্রৈবিদ্যানাং তথৈব চ। বিভাগং বঃ প্রদাস্যামো

পূর্ব্বে রামচন্দ্র স্বয়ং পঞ্চপঞ্চাশৎসংখ্যক গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন; তত্রত্য বণিকৃগণই সেই দ্বিজ-গণের বৃত্তি কল্পনা করিতেন। এক্ষণেও অড়ালজ, মাণ্ডলীয় ও গোভুজ নামে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত প্রখ্যাত পবিত্র বণিক্‌গণ, ব্রাহ্মণগণের বৃত্তিপ্রদ ও ব্রাহ্মণসেবায় তৎপর হইয়া রহিল।৭৫—৯৪

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৮।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—বৎস! পরম রহস্য শ্রবণ কর। এই চাতুর্ব্বিদ্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সকলেই ব্রহ্মজ্ঞ। স্বাধ্যায় বষট্কার ও স্বধাকারে নিত্যই ইহারা নিরত, ইহারা হনুমানের প্রতি ভক্তিতৎপর ও রামাজ্ঞাপালক। একদা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-প্রমুখ দেবগণ এই সকল ব্রাহ্মণকে দেখিবার জন্য আগমন করেন; ব্রহ্মাদি দেবগণকে আসিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব স্থান হইতে উত্থিত হইয়া অর্ঘ্য, পাদ্য ও মধুপর্ক দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করিলেন এবং ব্রহ্মার সম্মুখে উপবেশন করিয়া তাঁহারা বেদগান করিতে লাগি-লেন। ঋগ্বেদিগণ পদক্রমানুসারে উচ্চৈঃস্বরে ঋগ্বেদ সংহিতা পাঠ করিলেন এবং সামগ ব্রাহ্ম-ণেরা বিবিধ স্তোত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বিবিধ শাস্ত্র ও বেদবাক্য তখন উচ্চারিত হইতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন চতুরক্ষর,—'যজামহে' অস্তু চতুরক্ষর—'অস্তু শ্রৌষট্'দ্ব্যক্ষর—'যজে', পঞ্চাক্ষর 'যে যজামহে' দ্ব্যক্ষর—'বৌষট্' এই পঞ্চবিধ অধ্বর্য্যুসমুচ্চারণীয় যজ্ঞসাময়িক বাক্য সকলও সমুচ্চারিত হইল। এই শেষোক্ত যজ্ঞস্বরূপ মন্ত্র যিনি জ্ঞানপূর্ব্বক জপ করেন, অন্তে তাঁহার ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তি হয়, এ কথা আমি সত্য সত্যই বলিলাম। যাহা হউক, তৎকালে দ্বিজগণ একাগ্রমনে বেদ-পাঠে নিরত হইলেন। তাঁহাদের অঙ্গনচারী মৃগগণ শিরঃকণ্ডূয়ন করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা বিধিপূর্ব্বক বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিতে লাগি-লেন। তাঁহাদের কেহ কেহ হস্তে করিয়া দর্ভধারণ করিলেন, আর মৃগশাবকেরা তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে গৃহমেধী ব্রাহ্মণগণের সেই হিংসাবর্জ্জিত আশ্রম দেখিয়া দেবগণ যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—এক্ষণে ত্রেতাযুগ, সকলেই ইহাঁরা ধর্ম্মপরায়ণ; সুতরাং দুষ্টস্বভাব পাপ কলি আসিয়াই বা ইহাঁ-দিগের কি করিবে?১—১৩। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—সেই সকল চাতুর্ব্বিদ্য ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! তোমাদের এবং ত্রৈবিদ্য দ্বিজগণের বৃত্তিবিধানের জন্য আমরা ভাগ নির্দ্দেশ

যথাবৎপ্রতিপাল্যতাম্ ॥ ১৪ ॥ যে বণিজঃ পুরা প্রোক্তাঃ ষট্‌ত্রিংশচ্চ সহস্রকাঃ। ত্রিসহস্রাস্ত ত্রৈবিদ্যা দশপঞ্চসহস্রকাঃ ॥ ১৫ ॥ চাতুর্ব্বিদ্যাস্তথা প্রোক্তা অন্যোন্যং বৃত্তিমাশ্রিতাঃ। সত্রিভাগাস্ত ত্রৈবিদ্যাশ্চতুর্ভাগাস্ত চাত্রিণঃ ॥ ১৬ ॥ বণিজাং গৃহমাগত্য পৌরোহিত্যস্ত নিত্যশঃ। ভাগং বিভজ্য সম্প্রাপুঃ কাজেশেন বিনির্ম্মিতাঃ ॥ ১৭ ॥ পরস্পরং নঃ বিবাহশ্চাতুর্ব্বিদ্যত্রিবিদ্যয়োঃ। চাতুর্ব্বিদ্যা ময়া প্রোক্তাস্ত্রিবিদ্যাস্ত তথৈব চ ॥ ১৮ ॥ ত্রৈবিভাগেন ত্রৈবিদ্যাশ্চতুর্ভাগেন চাত্রিণঃ। এবং জ্ঞাতিবিভাগস্ত কাজশেন বিনির্ম্মিতঃ ॥ ১৯ ॥ কৃতকৃত্যাস্ত তে বিপ্রাঃ প্রণেমুস্তান্ সুরোত্তমান্। বৃত্তিং দত্বা ততো দেবাঃ স্বস্থানঞ্চ প্রতস্থিরে ॥ ২০ ॥ পঞ্চপঞ্চাশদ্‌-গ্রামাণাং তে দ্বিজাশ্চ নিবাসিনঃ। চতুর্ব্বিদ্যাস্ত তে প্রোক্তাস্তদাদি তু ত্রিবিদ্যকাঃ ॥ ২১ ॥ চাতুর্ব্বিদ্যস্ত গোত্রাণি দশপঞ্চ তথৈব চ। ভারদ্বাজস্তথা বৎসঃ কৌশিকঃ কুশ এব ॥ ২২ ॥ শাণ্ডিল্যঃ

করিয়া দিতেছি, আমাদের কৃত এই নির্দ্দেশ তোমরা যথাযথ প্রতিপালন করিবে। পূর্ব্বে ষট্‌ত্রিংশৎ-সহস্র বণিক্, ত্রিসহস্র ত্রৈবিদ্য এবং পঞ্চদশ সহস্র চাতুর্ব্বিদ্য ব্রাহ্মণের কথা বলা হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণেরা পরস্পর পরস্পরের নিকট বৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। ত্রৈবিদ্য ও চাতুর্ব্বিদ্য বিপ্রগণ বণিক্‌গণের গৃহে পৌরোহিত্য করিয়া যথাক্রমে ত্রিভাগ ও চতুর্ভাগ বৃত্তি গ্রহণ করিবেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নির্দ্দেশানুসারে তাঁহারা ঐরূপেই অংশ বিভাগ করিয়া লইতে লাগিলেন। চাতুর্ব্বিদ্য ও ত্রৈবিদ্যের মধ্যে পরস্পর বিবাহসম্বন্ধ নিষিদ্ধ হইল। এইরূপে চাতুর্ব্বিদ্য ও ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের কথা কহিলাম। ত্রৈবিদ্যগণ ত্রিভাগ ও চাতুর্ব্বিদ্যগণ চতুর্ভাগ লইয়াই কাল যাপন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এইরূপই জ্ঞাতিবিভাগ করেন। এই ব্যবহারে কৃত্যকৃত্য হইয়া তত্রত্য বিপ্রগণ সেই সুরশ্রেষ্ঠ-গণকে প্রণাম করিলেন। দেবগণ তাঁহাদের বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন হইতে চাতুর্ব্বিদ্য ও ত্রৈবিদ্যগণ পঞ্চপঞ্চাশৎ গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানকার চাতুর্ব্বিদ্য ব্রাহ্মণগণ পঞ্চদশ গোত্রে বিভক্ত; সেই সকল গোত্রের নাম যথা—ভারদ্বাজ, বৎস, কৌশিক,

কশ্যপশ্চৈব গৌতমশ্ছান্দনস্তথা। জাতুকর্ণ্যস্তথা কুন্তো বশিষ্ঠো ধারণস্তথা ॥ ২৩ ॥ আত্রেয়ো মাণ্ডিলশ্চৈব লৌগাক্ষশ্চ ততঃ পরম্। স্বস্থানানাঞ্চ নামানি প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বশঃ ॥ ২৪ ॥ সীতাপুরঞ্চ শ্রীক্ষেত্রং মগোড়ী চ তথা স্মৃতা। জ্যেষ্ঠলোজস্তথা চৈব শেরথা চ ততঃ পরম্ ॥ ২৫ ॥ ছেদে তালী-বনোড়ী চ গোব্যন্দলী তথৈব চ। কণ্টাচোবলী চৈবাথ কোহেচং চন্দনস্তথা ॥ ২৬ ॥ থলগ্রামশ্চ সোহঞ্চ হাথঞ্জং কপড়বাণকম্। ব্রজনুহোরী বনোড়ী চ কীণাং বগোলং দৃণস্তথা ॥ ২৭ ॥ থলজা চারণং সিদ্ধা ভালজাশ্চ ততঃ পরম্। মহোবী আয়িয়া মলীয়া গোধরীয়ামতঃ পরম্ ॥ ২৮ ॥ বাঠসুহালী তথা চৈব মাণজা সানদীয়াস্তথা। আনন্দীয়া পাটড়ীয়া টীকোলীয়া ততঃ পরম্ ॥ ২৯ ॥ গম্ভী ধণীয়া মাত্রা চ নাতমোরাস্তথৈব চ। বলোলা রাস্ত্যজাশ্চৈব রূপোলা বোধনী চ বৈ ॥ ৩০ ॥ ছত্রোটা অলুয়েবা চ বাসতড়ীয়ামতঃ পরম্। জাবাষণা গোতীয়া চ চরণীয়া তৃধীয়াস্তথা ॥ ৩১ ॥ হালোলা বৈহোলা চ অসালা নালাড়াস্তথা। দেহোলা সৌহাসীয়া চ সংহালীয়াস্তথৈব চ ॥ ৩২ ॥ স্বস্থানং পঞ্চপঞ্চাশদ্‌গ্রামা এতে হ্যনুক্রমাৎ। দত্তা রামেণ বিধিবৎকৃত্বা বিপ্রেভ্য এব চ ॥ ৩৪ ॥ অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি স্বস্থানস্থ চ গোত্রজান্। তথা হি প্রবরাংশ্চৈব

কুশ, শাণ্ডিল্য, কশ্যপ, গৌতম, ছান্দন, জাতুকর্ণ্য, কুন্ত, বশিষ্ঠ, ধারণ, আত্রেয়, মাণ্ডিল ও লৌগাক্ষ। এক্ষণে তাঁহাদের স্ব স্ব স্থানের নাম বলিতেছি। সীতাপুর, শ্রীক্ষেত্র, মগোড়ী, জ্যেষ্ঠলোজ, শেরথা, ছেদে, তালী, বনোড়ী গোব্যন্দলী, কণ্টাচোবলী, কোহেচ, চন্দন, থলগ্রাম, সোহ, হাথঞ্জ, কপড়-বাণক, ব্রজনুহোরী, বনোড়ী কীণা, বগোল দৃণ, থলজা, চারণ, সিদ্ধা, ভালজা, মহোবী, আয়িয়া, মলীয়া, গোধরী, বাঠসুহালী, মাণজা, সানদীয়া, আনন্দীয়া, পাটড়ীয়া, টীকোলীয়া, গম্ভী, ধণীয়া, মাত্রা, নাতমোরা, বলোলা, রাস্ত্যজা, রূপোলা, বোধনী, ছত্রোটা, অলুয়েবা, বাসতড়ী, জাবাষণা, গোতীয়া, চরণীয়া, তৃধীয়া, হালালা, বৈহোলা, অসালা, নালাড়া, দেহোলা, সৌহাসীয়া ও হংসালীয়া এই পঞ্চপঞ্চাশৎ গ্রাম যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদশগোত্রীয় ব্রাহ্মণের বাসস্থান। রামচন্দ্র যথাবিধি ব্রাহ্মণদিগকে এই সকল গ্রাম দান করিয়াছিলেন ।১৪—৩৪। অতঃপর কোন্ কোন স্থানে কোন্ কোন্ গোত্র ও প্রবরশালী

যথাবধিবিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩৪ ॥ জ্ঞাত্বা তু গোত্রদেবীঞ্চ তথা প্রবরমেব চ। স্বস্থানং জায়তে চৈব দ্বিজাঃ স্বস্থানবাসিনঃ ॥ ৩৫ ॥ নারদ উবাচ। কথঞ্চ জায়তে গোত্রং কথং তু জায়তে কুলম্। কথং বা জায়তে দেবী তদ্বদস্ব যথার্থতঃ ॥ ৩৬ ॥ ব্রহ্মোবাচ। সীতাপুরং তু প্রথমং প্রবরদ্বয়মেব চ। কুশবৎসৌ তথা চাত্র ময়া তে পরিকীর্ত্তিতৌ ॥ ৩৭ ॥ শ্রীক্ষেত্রে দ্বিতীয়ং চৈব গোত্রাণাং ত্রয়মেব চ। ছান্দনসস্তথা বৎসস্তৃতীয়ং কুশমেব চ ॥ ৩৮ ॥ তৃতীয়ং মুদ্গলং চৈব কুশভারদ্বাজমেব চ। শোহলী চ চতুর্থং বৈ কুশপ্রবরমেব চ ॥৩৯॥ জ্যেষ্ঠলা পঞ্চমশ্চৈব বৎসকুশৌ প্রকীর্ত্তিতৌ। শ্রেয়স্থানং হি ষষ্ঠং বৈ ভারদ্বাজঃ কুশস্তথা ॥ ৪০ ॥ দস্তালী সপ্তমং চৈব ভারদ্বাজঃ কুশস্তথা। বটস্থানমষ্টমঞ্চ নিবোধ সুতসত্তম ॥ ৪১ ॥ তত্র গোত্রং কুশং কুৎসং ভারদ্বাজং তথৈব চ। রাজ্ঞঃ পুরং নবমঞ্চ ভারদ্বাজপ্রবরমেব চ ॥ ৪২ ॥ কৃষ্ণবাটং দশমং চৈব কুশপ্রবরমেব চ। দহলোড়মেকাদশং বৎসপ্রবরমেব হি ॥ ৪৩ ॥ চেখলীদ্বাদশং পৌককুশপ্রবরমেব চ ॥ ৪৪ ॥ চাঞ্চোদখে দেহলোড়ী আত্রেয়শ্চ বৎসকুৎসকশ্চৈব। ভারদ্বাজীকোণায়া চ ভারদ্বাজগোলক্ষণাকুশস্তথা ॥ ৪৫ ॥ থলত্যজাদ্বয়ে চৈব কুশধারণমেব চ। নারণসিদ্ধা চ স্বস্থানং কুৎসং গোত্রং প্রকীর্ত্তিতম্। ৪৬ ॥ ভালজ্জাকুৎসবৎসৌ চ মোহবীয়া কুশস্তথা। ঈয়াম্লীয়া শাণ্ডিলশ্চ গোধরীপাত্রমেব চ ॥ ৪৭ ॥ আনন্দীয়া দ্বে চৈব ভারদ্বাজশাণ্ডিলশ্চৈব পাটভীয়া কুশমেব চ ॥ ৪৮ ॥ বাংসভীয়াশ্চৈব জাম্বা কৌৎসমনা বৎস আত্রেয়ৌ গীতা আকুশগৌতমৌ ॥৪৯॥ চরণীয়া ভারদ্বাজঃ দ্বধীয়াধরাণসা হি অহো সোম্রামাণ্ডিল্যস্তথা ॥ ৫০ ॥ বৈলোলা হুশশ্চৈবা অসালা কুশশ্চৈব ধারণা চ দ্বিতীয়কম্ ॥ নালোলা বৎস ধারণীয়া চ দেলোলা কুৎসমেব চ। সোহাসীয়া ভারদ্বাজকুশবৎসমেব চ ॥ ৫২ ॥ সুহালীয়া বৎসং বৈ প্রোক্তং গোত্রাণি যথাক্রমম্। ময়া প্রোক্তানি চৈবাত্র স্বস্থানানি যথাক্রমম্ ॥ ৫৩ ॥ শীতবাড়িয়া যে প্রোক্তাঃ কুশো বৎসস্তথৈব চ। বিশ্বামিত্রো দেবরাতস্তৃতীয়ো দলমেব চ ॥ ৫৪ ॥ ভার্গবচ্যবনাপ্লুবদৌর্বজমদগ্নিরেব হি। বচার্দ্ধশেষাবুটলা গোত্রদেব্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫৫ ॥ শ্রীক্ষেত্রং

ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাহাই বলিতেছি। গোত্র-প্রবর, গোত্রদেবী এবং স্ব স্ব বাসস্থান অবগত হইলে, দ্বিজগণ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানের অধিবাসী বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবেন। নারদ কহিলেন,—কিরূপে গোত্র, কুল ও কুলদেবী পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা যথাযথ বলুন। প্রথম স্থান সীতাপুর; এখানে কুশ ও বৎস এই দুই প্রবরযুক্ত দ্বিজগণ বাস করেন, এ কথা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি। দ্বিতীয় শ্রীক্ষেত্র স্থান; এখানকার ব্রাহ্মণেরা ছান্দনস, বৎস ও কুশ এই তিন গোত্রে বিভক্ত। এইরূপে তৃতীয় মুদ্গল; এখানে দুইগোত্র—কুশ ও ভরদ্বাজ। চতুর্থ সুহোলী; অত্রত্য বিপ্রগণ কুশাখ্য এক প্রবর-বিশিষ্ট। পঞ্চম জ্যেষ্ঠলা; এখানে কুশ ও বৎস-গোত্র প্রখ্যাত। ষষ্ঠ শ্রেয়স্থান; এখানে ভরদ্বাজ ও কুশ দুইগোত্র বিদ্যমান। সপ্তম দস্তালী; এখানে ভরদ্বাজ ও কুশ এই দুই গোত্র। এক্ষণে অষ্টম বটস্থানের কথা শ্রবণ কর। এখানে কুশ, কুৎস ও ভরদ্বাজ এই তিন গোত্র প্রখ্যাত। নবম রাজপুর; অত্রত্য ব্রাহ্মণগণ ভারদ্বাজপ্রবর। দশম কৃষ্ণবাট; এখানকার বিপ্রগণ কুশপ্রবর। একাদশ দহলোড়; প্রবর বৎস। দ্বাদশ চেখলী; পৌক ও কুশ প্রবর। চাঞ্চোদখে দেহোলোড়ী নামে আত্রেয়, বৎস ও কুশ-গোত্রীয়গণ অবস্থিত। ভারদ্বাজী ও কোণায়া নামে ভারদ্বাজ লোগাক্ষ ও কুশগোত্রীয়গণ; থল ও ত্যজা এই দুই স্থানে কুশধারণ গোত্রীয়গণ; নারণসিদ্ধা নামে কুৎসগোত্রীয়গণ; ভালজ্জা নামে কুশ ও বৎস-গোত্রীয়গণ; মোহোকী নামে কুশগোত্রীয়গণ; ঈয়াম্লীয়া ও গোধরী পাত্রনামক শাণ্ডিল্যগোত্রীয়গণ; আনন্দীয়া নামে ভরদ্বাজ ও শাণ্ডিল্য-গোত্রীয়গণ; পাটডায়নামে কুশগোত্রীয়গণ; বাংসভীয়া, জাম্বা ও কৌৎসমণা নামে বৎস, আত্রেয়, কুশ ও গৌতমগোত্রীয়গণ; চরণীয়ানামক ভরদ্বাজ-গোত্রীয়গণ; দ্বধীয়া নামে ধারণগোত্রীয়গণ; এইরূপে হিঅহো নামে মাণ্ডব্য; বৈলোলা, কুশ ও অসালা নামে কুশ ও ধারণ; নালোলা নামে বৎস ও ধারণ; দেলেলা নামে কুৎস; সোহাসীয়া নামে ভারদ্বাজ, কুশ ও বৎস; এবং সুহালীয়া নামে বৎস গোত্রীয়গণ বিখ্যাত। এই আমি যথাক্রমে ব্রাহ্মণদিগের স্বস্থানসমূহের নামাদি কীর্ত্তন করিলাম।৩৫—৫৩। যাহারা শীতবাড়ীয়া নামে অভিহিত, তাঁহারা কুশ ও বৎসগোত্র। বিশ্বামিত্র, দেবরাত, ও উদল এবং ভার্গব, চ্যবন, আপ্লুবান্, ঔর্ব্ব ও

দ্বিতীয়ং প্রোক্তং গোত্রদ্বিতয়মেব চ। ছান্দনসস্তথা বৎসং দেবী দ্বিতয়মেব চ ॥ ৫৬ ॥ আঙ্গিরসাম্বরী-ষশ্চ যৌবনাশ্বস্তথৈব চ। ভৃগুচ্যবন আপ্নুবানৌর্ব্ব-জমদগ্নিমেব চ ॥ ৫৭ ॥ দেবী ভট্টারিকা প্রোক্তা দ্বিতীয়া] পেশলা তথা। এতদ্বংশোদ্ভবা যে চ শৃণু তান্ মুনিসত্তম ॥ ৫৮ ॥ সক্রোধনাঃ সদাচারাঃ শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়াপরাঃ। পঞ্চযজ্ঞরতা নিত্যং সম্বন্ধেন সমাশ্রিতাঃ। ঋতজ্ঞাঃ ক্রতুজাশ্চৈব তে সর্ব্বে নৃপ-সত্তমাঃ ॥ ৫৯ ॥ তৃতীয়ং মগোড়ো আ বৈ গোত্র-দ্বিতয়মেব চ। ভারদ্বাজস্তথা কুৎসং দেবী-দ্বিতয়-মেব চ ॥ ৬০ ॥ আঙ্গিরসবার্হস্পত্যভারদ্বাজস্তথৈব চ। বিশ্বামিত্রদেবরাতৌ প্রবরত্রয়মেব চ ॥ ৬১ ॥ শেবলা বুধলা প্রোক্তাধারশান্তিস্তথৈব চ। অস্মিন্ গ্রামে চ যে জাতা ব্রাহ্মণাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ৬২ ॥ দ্বিজপূজাক্রিয়াযুক্তা নানাযজ্ঞক্রিয়াপরাঃ। অস্মিন্ গোত্রে সমুৎপন্না দ্বিজাঃ সর্ব্বে মুনীশ্বরাঃ ॥ ৬৩ ॥ চতুর্থং শীহোলিয়াগ্রামং গোত্রদ্বিতয়মেব চ। বিশ্বা-মিত্রদেবরাতস্তৃতীয়োদলমেব চ ॥ ৬৪ ॥ দেবী চচায়ী বৈ তেষাং গোত্রদেবী প্রকীর্ত্তিতা। অস্মিন্ গোত্রে তু যে জাতা দুর্ব্বলা দীনমানসাঃ ॥ ৬৫ ॥ অসত্যভাষিণো বিপ্রা লোভিনো নৃপসত্তম। সর্ব্ব-বিদ্যাপ্রবীণাশ্চ ব্রাহ্মণা ব্রহ্মসত্তম ॥ ৬৬ ॥ জ্যেষ্ঠ-লোজা পঞ্চমঞ্চ স্বস্থানং প্রতিকীর্ত্তিতম্ । বৎসশীয়া কুৎসশীয়া প্রবরদ্বিতয়ং স্মৃতম্ ॥ ৬৩ ॥ আবরিবৃবাপ্রো যৌবনাশ্বভৃগুচ্যবন আপ্লুবদৌর্ব্বজমদগ্নি-স্তথৈব হি ॥ ৬৮ ॥ চচায়ী বৎসগোত্রস্য শান্তা চ কুৎসগোত্রজা। এতৈস্ত্রিভিঃ পঞ্চভিশ্চ দ্বিজা ব্রহ্মস্বরূপিণঃ ॥ ৬৯ ॥ শান্তা দান্তাঃ সুশীলাশ্চ ধন-পুত্রৈশ্চ সংযুতাঃ। বেদাধ্যয়নহীনাশ্চ কুশলাঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৭০ ॥ সুরূপাশ্চ সদাচারাঃ সর্ব্বধর্ম্মেষু নিষ্ঠিতাঃ। দানধর্ম্মরতাঃ সর্ব্বে অত্রজা জলদা দ্বিজাঃ ॥ ৭১ ॥ শেরথাগ্রামেষু বৈ জাতাঃ প্রবরদ্বয়সংযুতাঃ। কুশভারদ্বাজাশ্চৈব দেবীদ্বয়ং তথৈব চ ॥ ৭২ ॥ বিশ্বামিত্রো দেবরাতস্তৃতীয়োদল এব চ। আঙ্গিরস-বার্হস্পত্যভারদ্বাজাস্তথৈব চ ॥ ৭৩ ॥ কমলা চ মহালক্ষ্মীর্দ্বিতীয়া যক্ষিণী তথা। অস্মিন্ গোত্রে চ যে জাতাঃ শ্রৌতস্মার্ত্তরতা বুধাঃ ॥ ৭৪ ॥ বেদাধ্যয়ন-

---

জমদগ্নি যথাক্রমে তাঁহাদের ঐ তিন ও পঞ্চপ্রবর। বচার্দ্ধশেষা ও বুটলা ইঁহারা গোত্রদেবী বলিয়া কীর্ত্তিত। এই সকল প্রথম গোত্রেরই বিবরণ বলা হইল। দ্বিতীয় স্থান শ্রীক্ষেত্র; এখানে দুই গোত্র—ছান্দন ও বৎস এবং গোত্রদেবী দুই জন; প্রবর—আঙ্গিরস, অম্বরীষ, যৌবনাশ্ব, ভৃগু, চ্যবন ও আপ্নুবান্। পূর্ব্বোক্ত দেবীদ্বয়ের নাম ভট্টারিকা ও পেশলা। হে মুনিসত্তম! এক্ষণে এই সকল গোত্রীয়দিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ইঁহারা ক্রোধনস্বভাব, সদাচারনিষ্ঠ, শ্রৌত ও স্মার্ত্তক্রিয়ায় তৎপর, পঞ্চযজ্ঞরত, নিয়ত কুটুম্বপরিবৃত, ঋতজ্ঞ ও ক্রতুজাত। ইঁহারা সকলেই শ্রেষ্ঠ নরপালক। এই দ্বিতীয় গোত্র উল্লিখিত হইল। তৃতীয় স্থান মগোড়োয়া; এখানে ভরদ্বাজ ও কুৎস এই দুই গোত্র; গোত্রদেবী দুই জন। এখানে আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও ভারদ্বাজ এবং বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও ঔদল যথাক্রমে এই তিন তিন প্রবর। পূর্ব্বোক্ত দেবীদ্বয়ের নাম শেবলা ও বুধলা; এতদ্ভিন্ন আরও এক দেবী আছেন, তাঁহার নাম আধার-শান্তি। এই গ্রামোৎপন্ন ব্রাহ্মণেরা সত্যবাদী, দ্বিজপূজায় তৎপর এবং নানা যজ্ঞক্রিয়ায় নিরত। এই দুই গোত্রোৎপন্ন দ্বিজগণ সকলেই শ্রেষ্ঠ মুনি। এই তৃতীয় গোত্রের কথা বলা হইল। চতুর্থ শিহোলীয়া গ্রাম; এখানে পূর্ব্বোক্ত দুই গোত্র; প্রবর—বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও ঔদল। এখান-কার গোত্রদেবীর নাম চচায়ী। এই গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণেরা দুর্ব্বল, দীনচিত্ত, অসত্যভাষী ও লোভী, অথচ ইঁহারাই সর্ব্ববিদ্যায় প্রবীণ ব্রাহ্মণ। এই ত চতুর্থ স্থানের বিবরণ। পঞ্চম স্থানে জ্যেষ্ঠলোজা; এখানে দুইপ্রবর; বাৎসশীয়া ও কুৎশীয়া ব্রাহ্মণের বাস। আর বিবৃবাপ্র ভেদে তিন প্রবর এবং যৌবনাশ্ব, ভৃগু, চ্যবন, অপ্নোর্ব্ব ও জামদগ্ন্য এই পঞ্চ প্রবরশালী বিপ্রগণ এখানে বিরাজমান। বৎস গোত্রের দেবী চচায়ী আর কুৎসগোত্রের দেবী শান্তা, অত্রত্য তিন ও পঞ্চপ্রবরশালী দ্বিজগণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। ইঁহারা শান্ত, দান্ত, সুশীল, ধনপুত্রসম্পন্ন, বেদাধ্যয়নবর্জ্জিত, সর্ব্বকর্ম্মকুশল, সুরূপ, সদাচারনিষ্ঠ, সর্ব্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ও দান-ধর্ম্মে নিরত। অত্রত্য সমস্ত বিপ্রই জলদাতা! এই পঞ্চম স্থানের বৃত্তান্ত বলা হইল।৫৪—৭৯। শেরথা গ্রামে সমুৎপন্ন বিপ্রগণ দুই গোত্রবিশিষ্ট। উক্ত গোত্রদ্বয় যথা—কুশ ও ভরদ্বাজ যথাক্রমে প্রবর যথা—বিশ্বামিত্র দেবরাত ও ঔদল এবং আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ও ভরদ্বাজ। ইঁহাদের গোত্রদেবীর নাম—মহালক্ষ্মী, কমলা এবং যক্ষিণী। এই গোত্রোৎপন্ন

শীলাশ্চ তাপসাশ্চারিমর্দ্দনাঃ। ক্রোধিণো লোভিনো তুষ্টা যজনে যাজনে রতাঃ। ব্রহ্মক্রিয়াপরাঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণাস্তে ময়োদিতাঃ॥ ৭৫॥ দন্তালীয়া ভারদ্বাজ-কুৎসশায়াস্তথৈব চ। আঙ্গিরসবার্হস্পত্যভারদ্বাজা-স্তথৈব চ॥ ৭৬॥ দেবী চ যক্ষিণী প্রোক্তা দ্বিতীয়া কর্ম্মলা তথা। অস্মিন্ গোত্রে চ যে জাতা বাড়বা ধনিনঃ শুভাঃ॥ ৭৭॥ বস্ত্রালঙ্কারণোপেতা দ্বিজ-ভক্তিপরায়ণাঃ। ব্রহ্মভোজ্যপরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণাঃ। বড়োভ্রীয়াম্বয়ে জাতাশ্চত্বারঃ প্রবরাঃ স্মৃতাঃ। কুশঃ কুৎসশ্চ বৎসশ্চ ভারদ্বাজস্তথৈব চ॥ ৭৯॥ তৎপ্রবরাণস্তং বক্ষ্যে তথা গোত্রাণ্যনুক্রমাৎ। বিশ্বামিত্রো দেবরাতস্তৃতীয়ৌদল এব চ॥ ৮০॥ আঙ্গিরসাম্বরীষশ্চ যৌবনাশ্বস্তৃতীয়কঃ। ভার্গব-শ্চ্যাবনাপ্লুবানৌর্ব্বজমদগ্নিস্তথৈব চ॥ ৮১॥ আঙ্গিরস-বার্হস্পত্যভারদ্বাজাস্তথৈব চ। কর্ম্মলা ক্ষেমলা চৈব ধারভট্টারিকা তথা॥ ৮২॥ চতুর্থী ক্ষেমলা প্রোক্তা গোত্রমাতা অনুক্রমাৎ। অস্মিন্ গোত্রে তু যে জাতাঃ পঞ্চযজ্ঞরতাঃ সদা॥ ৮৩॥ লোভিনঃ ক্রোধিনশ্চৈব প্রজায়ন্তে বহুপ্রজাঃ। স্নানদানাদি-নিরতাঃ সদা বিনির্জ্জিতেন্দ্রিয়াঃ॥ ৮৪॥ বাপী-কূপতড়াগানাং কর্ত্তারশ্চ সহস্রশঃ। ব্রতশীলা গুণজ্ঞাশ্চ মূর্খা বেদবিবর্জ্জিতাঃ॥ ৮৫॥ গোদনীয়াভিধে গ্রামে গোত্রৌ দ্বৌ তত্র সংস্থিতৌ। বৎসগোত্রং প্রথমকং ভারদ্বাজং দ্বিতীয়কম্॥ ৮৬॥ ভৃগুচ্যবনাপ্লুবানৌর্ব-পুরোধসমেব চ। শীহরী প্রথমা জ্ঞেয়া দ্বিতীয়া যক্ষিণী তথা॥ ৮৭॥ অস্মিন্ গোত্রোদ্ভবা বিপ্রা ধনধান্যসমন্বিতাঃ। সামর্ষা লৌল্যহীনাশ্চ দ্বেষিণঃ কুটিলাস্তথা॥ ৮৮॥ হিংসিনো ধনলুব্ধাশ্চ ময়া প্রোক্তাস্ত ভূপতে॥ ৮৯॥ কণ্টবাড়ীয়া গ্রামে বিপ্রাঃ কুশগোত্রসমুদ্ভবাঃ। প্রবরং তস্য বক্ষ্যামি শৃণু ত্বঞ্চ নৃপোত্তম॥ ৯০॥ বিশ্বামিত্রো দেবরাত উদলশ্চ ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ। চচায়ী দেবী সা প্রোক্তা শৃণু ত্বং নৃপসত্তম॥ ৯১॥ যজন্তে ক্রতুভিস্তত্র হৃষ্ট-চিত্তৈকমানসাঃ। সর্ব্ববিদ্যাসু কুশলা ব্রাহ্মণাঃ সত্য-বাদিনঃ॥ ৯২॥ বেথলোয়া ময়া প্রোক্তা কুৎসবংশে সমুদ্ভবাঃ। প্রবরত্রয়সংযুক্তাঃ শৃণু ত্বং চ নৃপোত্তম॥ ৯৩॥ বিশ্বামিত্রো দেবরাতৌদলশ্চেতি ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ। চচায়ী দেবী তেষাং বৈ কুলরক্ষাকরী স্মৃতা॥ ৯৪॥ ব্রাহ্মণাশ্চ মহাত্মানঃ সত্ত্ববন্তো গুণান্বিতাঃ। তপস্বি-যোগিনশ্চৈব বেদবেদাঙ্গপারগাঃ॥ ৯৫॥ সাধবশ্চ সদাচারা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণাঃ। স্নানসন্ধ্যাপরা নিত্যং

বুধগণ সকলেই বেদাধ্যায়নশীল, তাপস, শত্রুসূদন, ক্রোধী, লোভী, তুষ্টপ্রকৃতি, যজনযাজনে নিরত ও ব্রহ্মক্রিয়ায় তৎপর। এই ষষ্ঠ স্থানের বিবরণ। দন্তালীয় দ্বিজগণ ভরদ্বাজ ও কুৎসশায়। ইঁহারা আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও ভারদ্বাজ প্রবরসম্পন্ন। ইঁহাদের গোত্রদেবী দুইজন যক্ষিণী ও কর্ম্মলা। এই গোত্রোৎপন্ন বিপ্রগণ ধনী, সুন্দর, বস্ত্রালঙ্কার-সম্পন্ন, দ্বিজভক্তিরত, ব্রহ্মভোজ্যপরায়ণ এবং সকলেই ধর্ম্মনিষ্ঠ। এই সপ্তম স্থান। এক্ষণে অষ্টম স্থানের কথা বলা যাইতেছে। বড়োভ্রীয়াম্বয়ে সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে চারি বংশ শ্রেষ্ঠ যথা—কুশ, কুৎস, বৎস ও ভরদ্বাজ। যথাক্রমে উঁহাদের প্রবর সকল কীর্ত্তন করিতেছি। যথা—বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও ঔদল; আঙ্গিরস, অম্বরীষ ও যৌব-নাশ্ব, ভার্গব, চ্যবন, আপ্লুবান্, ও জমদগ্নি; এবং আঙ্গিরস বার্হস্পত্য ও ভরদ্বাজ। ইহাদের গোত্রমাতা দেবী চারিজন; যথা—কর্ম্মলা, ক্ষেমলা, ধারভট্টারিকা ও ক্ষেমলা। অত্রজাত বিপ্রগণ পঞ্চযজ্ঞরত, লোভপরতন্ত্র, ক্রোধী, বহুপ্রজাশালী, স্নানদানাদি-রত, জিতেন্দ্রিয়, সহস্র সহস্র বাপী-কূপ ও তড়াগকর্ত্তা; ব্রতশীল, গুণজ্ঞ, মূর্খ ও বেদ-বর্জ্জিত। এই অষ্টম স্থান উক্ত হইল। গোদনীয়া-নামক গ্রামে দুই গোত্র—বৎস ও ভরদ্বাজ ভৃগু, চ্যবন, আপ্লুবান, ঔর্ব্ব ও পুরোধা এই কয় প্রবর। ইঁহাদের গোত্রদেবীদ্বয়ের নাম—শীহোরী ও যক্ষিণী। এই গোত্রোৎপন্ন বিপ্রগণ ধনধান্য-সম্পন্ন, সামর্ষ, লৌল্যহীন, বিদ্বেষী, কুটিল, হিংসা-শীল ও ধনলুব্ধ; হে ভূপতে! এই আমি নবম স্থানের বিবরণ বলিলাম। কাণ্ডবীয়া গ্রামের ব্রাহ্মণগণ কুশগোত্রজাত। হে নৃপবর! তাঁহাদিগের প্রবর বলিতেছি শ্রবণ করুন। বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও ঔদল এই তিন প্রবর। ইঁহাদের গোত্রদেবী চচায়ী। হে নৃপ! এক্ষণে ইঁহাদের অন্য বিবরণ শ্রবণ করুন। ৭২—৯১। ইঁহারা যজ্ঞযাজী, হৃষ্টচিত্ত, একাগ্রমনা, সর্ব্ববিদ্যায় কুশল ও সত্যবাদী, এই দশম স্থান উক্ত হইল। নৃপবর! শ্রবণ করুন; মদুক্ত বেথলোয়া-ব্রাহ্মণেরা কুৎস-বংশে সমুদ্ভূত। তাঁহাদের তিন প্রবর—বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও ঔদল। কুলরক্ষাকরী দেবীর নাম চচায়ী। এই বংশোৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ মহাত্মা, সত্ত্বসম্পন্ন, গুণাঢ্য, তপস্বী, যোগী, বেদবেদাঙ্গপরায়ণ, সাধু, সদাচারশীল,

ব্রহ্মভোজ্যপরায়ণাঃ। ৯৬। অস্মিন্ বংশে ময়া প্রোক্তাঃ শৃণু বক্ষ্য অতঃপরম্। ৯৭। দেহলোড়ীয়া যে প্রোক্তাঃ কুৎসপ্রবরসংযুতাঃ। আঙ্গিরস আম্বরীষো যুবনাশ্বস্তৃতীয়কঃ। ৯৮। গোত্রদেবী ময়া প্রোক্তা শ্রীশেষত্বর্ব্বলেতি চ। কুৎসবংশে চ যে জাতাঃ সদ্বৃত্তাঃ সত্যভাষিণঃ। ৯৯। বেদাধ্যয়নশীলাশ্চ পরচ্ছিদ্রৈকদর্শিনঃ। সামর্ষা লৌল্যতো হীনা দ্বেষিণঃ কুটিলাস্তথা। ১০০। হিংসিনো ধনলুব্ধাশ্চ যে চ কুৎসসমুদ্ভবাঃ। ১০১। কোহেচে ব্রাহ্মণাঃ প্রোক্তা গোত্রত্রিতয়সংযুতাঃ। ভারদ্বাজস্তথা বৎসস্তৃতীয়ঃ কুশ এব চ। ১০২। প্রবরাণ্যহং তথা বক্ষ্যে যথা গোত্রক্রমেণ হি। ভার্গবচ্যবনাপ্নুবানৌর্ব্বজমদগ্নিস্তথৈব চ। ১০৩। কুশপ্রবরঃ তৃতীয়স্ত প্রবরত্রয়মেব চ। বিশ্বামিত্রো দেবরাতস্তৃতীয়োদলমেব চ। ১০৪। যক্ষিণী প্রথমা প্রোক্তা দ্বিতীয়া শীহরী তথা। তৃতীয়া চচায়ী প্রোক্তা যথাস্বক্রমগোত্রজা। ১০৫। অস্মিন্ গোত্রে ভবা বিপ্রাঃ শ্রৌতস্মার্ত্তরতা বুধাঃ। বেদাধ্যয়নশীলাশ্চ তাপসাশ্চারিমর্দ্দনাঃ। ১০৬। রোষিণো লোভিনো দুষ্টা যজনে যাজনে রতাঃ। ব্রহ্মকর্ম্মপরাঃ সর্ব্বে ময়া প্রোক্তা দ্বিজোত্তমাঃ। ১০৭। ছান্দনখেড়ে যে জাতা ভারদ্বাজসমুদ্ভবাঃ। আঙ্গিরসো বার্হস্পত্যস্তৃতীয়ো ভারদ্বাজস্তথা। ১০৮। যক্ষিণী চাপি বৈ দেবী প্রোক্তা ব্যাসেন ধীমতা। ভারদ্বাজাশ্চ যে জাতা দ্বিজা ব্রহ্মস্বরূপিণঃ। ১০৯। শান্তা দান্তাঃ সুশীলাশ্চ ধনপুত্রসমন্বিতাঃ। ধর্ম্মারণ্যে দ্বিজাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ক্রতুকর্ম্মণি কোবিদাঃ। ১১০। গুরুভক্তিরতাঃ সর্ব্বে ভাসয়ন্তি স্বকং কুলম্। ১১১। ধলগ্রামে চ যে জাতা ভারদ্বাজসমুদ্ভবাঃ। আঙ্গিরসো বার্হস্পত্যো ভারদ্বাজস্তৃতীয়কঃ। ১২। অস্মিন্ গোত্রে চ যে জাতা বাড়বা ধনিনঃ শুভাঃ। বস্ত্রালঙ্করণোপেতা দ্বিজভক্তিপরায়ণাঃ। ১১৩। ব্রহ্মভোজ্যপরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণাঃ। গোত্রদেবী ময়া খ্যাতা যক্ষিণী নাম রক্ষিণী। ১১৪। মোয়ুত্রীয়াশ্চ যে জাতা দ্বৌ গোত্রৌ তত্র কীর্ত্তিতৌ। ভারদ্বাজঃ কশ্যপশ্চ দেবীদ্বিতয়মেব চ। ১১৫। চামুণ্ডা যক্ষিণী চৈব দেবী চাত্র প্রকীর্ত্তিতা। কশ্যপাবৎসারশ্চৈব নৈধ্রুবশ্চ তৃতীয়কঃ। ১১৬। আঙ্গিরসো বার্হস্পত্যো ভারদ্বাজস্তৃতীয়কঃ। প্রিয়বাক্যা মহাদক্ষা গুরুভক্তি

বিষ্ণুভক্তিতৎপর, স্নান ও সন্ধ্যানিরত এবং নিত্য নিত্য ব্রাহ্মণভোজনে অনুরক্ত। এইবংশীয় ব্রাহ্মণদিগের কথা আমি বলিলাম। অতঃপর অন্য-বংশীয়দিগের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই একাদশ স্থান নিরূপিত হইল। দেহলোড়ীয়া ব্রাহ্মণগণ কুৎসবংশীয়; ইহাঁদের তিন প্রবর—আঙ্গিরস, অম্বরীষ ও যুবনাশ্ব। ইহাঁদের গোত্রদেবী শ্রীশেষ-দুর্ব্বলা। কুৎসবংশজাত ব্রাহ্মণেরা সত্যবাদী, সদাচারশীল, বেদধ্যয়নশীল, পরচ্ছিদ্রৈকদর্শী, অমর্ষসম্পন্ন, লৌল্যহীন, বিদ্বেষী, কুটিল, হিংসাধর্ম্মী ও ধনলোভী। এই দ্বাদশ স্থান উক্ত হইল। কোহেচ স্থানে যে সকল ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা ভরদ্বাজ, বৎস ও কুশ এই তিন গোত্রে বিভক্ত। তাঁহাদের গোত্রক্রমানুযায়ী প্রবর সকল বলিতেছি। প্রথম—ভার্গব, চ্যবন ও অপ্নুবান্; দ্বিতীয়—ঔর্ব্ব, জমদগ্নি ও কুশ এবং তৃতীয়—বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও ঔদল। ইহাদের মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্রের দেবী যক্ষিণী, বৎসগোত্রের শীহোরী এবং কুশগোত্রের দেবী চচাই। এই সকল গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ শ্রৌতস্মার্ত্তরত, বিদ্বান্, বেদাধ্যয়নশীল, তাপস, অরিন্দম, ক্রোধী, লোভী, দুষ্টপ্রকৃতি, যজন-যাজনে নিরত, ব্রহ্মকর্ম্মতৎপর এবং সকলেই দ্বিজোত্তম। এই ত্রয়োদশ স্থান বলা হইল। ছান্দনখেড়ে সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ ভারদ্বাজবংশীয়। ইহাঁদের তিন প্রবর—আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও ভরদ্বাজ। ধীমান্ ব্যাস বলিয়াছেন—এই গোত্রের দেবী যক্ষিণী, অত্রত্য ভরদ্বাজ দ্বিজগণ ব্রহ্মস্বরূপ, শান্ত, দান্ত, সুশীল, ধনপুত্রযুত; ধর্ম্মারণ্যে ইহাঁরাই ক্রতুকর্ম্মকোবিদ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং ইহারা সকলেই গুরুভক্ত ও স্বস্বকুলের প্রদীপ। এই চতুর্দ্দশ স্থান উক্ত হইল। ৯২-১১১। ধলগ্রামের ব্রাহ্মণেরা ভরদ্বাজগোত্রীয়; ইহাঁদের তিন প্রবর,—আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও ভরদ্বাজ। এই গোত্রজাত ব্রাহ্মণেরা ধনী, সুন্দর, বস্ত্রালঙ্কারযুত, দ্বিজভক্তিরত, ব্রহ্মভোজ্য-পরায়ণ, এবং সকলেই ধর্ম্মনিষ্ঠ। ইহাঁদের কুলরক্ষাকারিণী দেবীর নাম—যক্ষিণী। এই পঞ্চদশ স্থান বলা হইল। মোয়ুত্রীয়া ব্রাহ্মণগণ দুই গোত্রে বিভক্ত; গোত্র, যথা,—ভরদ্বাজ ও কাশ্যপ। এই দুই গোত্রের দুই দেবী,—চামুণ্ডা ও যক্ষিণী। কাশ্যপ গোত্রের তিন প্রবর,—কাশ্যপ, অবৎসার ও নৈধ্রুব। ভরদ্বাজগোত্রের তিন প্রবর,—আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও ভরদ্বাজ।

রতাঃ সদা ॥ ১১৭ ॥ সদা প্রতিষ্ঠাবন্তশ্চ সর্ব্বভূত-হিতে রতাঃ। যজন্তি তে মহাযজ্ঞান্ কাশ্যপা যে দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১১৮ ॥ সর্ব্বেষাং যাজনকরা যাজ্ঞিকাঃ পরমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৯ ॥ হাথীজনে চ যে জাতা বৎসা ভারদ্বাজাস্তথা। জ্ঞানজা যক্ষিণী চৈব গোত্রদেব্যৌ প্রকীর্ত্তিতে ॥ ১২০ ॥ অস্মিন্ গোত্রে চ যে জাতাঃ পঞ্চযজ্ঞরতাঃ সদা। লোভিনঃ ক্রোধিনশ্চৈব প্রজ্ঞাবন্তো বহুশ্রুতাঃ ॥ ২১ ॥ স্নান-দানাদিনিরতা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণাঃ। ব্রতশীলা গুণজ্ঞানমূর্খা বেদবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ১২২ ॥ কপড়ানজা ব্রাহ্মণাস্ত ভারদ্বাজাঃ কুশাস্তথা। দেবী চ যক্ষিণী প্রোক্তা দ্বিতীয়া চচায়ী তথা ॥ ১২৩ ॥ আঙ্গিরসবার্হস্পত্যৌ ভারদ্বাজস্তৃতীয়কঃ। বিশ্বামিত্রো দেবরাত-স্তৃতীয়োদলমেব চ ॥ ১২৪ ॥ অস্মিন্ গোত্রে চ যে জাতাঃ সত্যবাদিজিতব্রতাঃ। জিতেন্দ্রিয়াঃ সুরূপাশ্চ অল্পাহারাঃ শুভাননাঃ ॥ ১২৫ ॥ সদোদ্যতাঃ পুরাণজ্ঞা মহাদানপরায়ণাঃ। নির্দ্বেষিণো লোভযুতা বেদাধ্যয়নতৎপরাঃ ॥ ১২৬ ॥ দীর্ঘদর্শিনো মহাতেজা মহামায়াবিমোহিতাঃ ॥ ১২৭ ॥ জহোরী বাড়বাঃ প্রোক্তাঃ কুশপ্রবরসংযুতাঃ। বিশ্বামিত্রো দেবরাতস্তৃতীয়োদল এব চ ॥ ১২৮ ॥ তারণী চ মহামায়া গোত্রদেবী প্রকীর্ত্তিতা। অস্মিন্ বংশে সমুৎপন্না বাড়বা দুঃসহা নৃপ ॥ ১২৯ ॥ মহোৎকটা মহাকায়াঃ প্রলম্বাশ্চ মহোদ্ধতাঃ। ক্লেশরূপাঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ১৩০ ॥ বহুভুগ্‌ধনিনো দক্ষা দ্বেষপাপবিবর্জ্জিতাঃ। সুবস্ত্রভূষা বৈরূপা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১৩১ ॥ বনোড়ীয়াশ্চ যে জাতা গোত্রাণাং ত্রয়মেব চ। কুশকুৎসৌ চ প্রবরৌ তৃতীয়ো ভারদ্বাজস্তথা ॥ ১৩২ ॥ বিশ্বামিত্রো দেবরাতস্তৃতীয়োদলমেব চ। আঙ্গিরস আম্বরীষো যুবনাশ্বস্তৃতীয়কঃ ॥ ১৩৩ ॥ আঙ্গিরসবার্হস্পত্যভারদ্বাজস্তথৈব চ। শেখলা প্রথমা প্রোক্তা তথা শান্তা দ্বিতীয়কা ॥ ১৩৪ ॥ তৃতীয়া ধারশান্তিশ্চ গোত্রদেব্যো হ্যনুক্রমাৎ। অস্মিন্ গোত্রে তু যে জাতা দুর্ব্বলা দীনমানসাঃ ॥ ১৩৫ ॥ অসত্যভাষিণো বিপ্রা লোভিনো নৃপসত্তম। সর্ব্ববিদ্যাকুশলিনো ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥ ১৩৬ ॥ কীণাবাচনকং স্থানং যদেকাধিকবিংশতি। ভারদ্বাজাশ্চ বিপ্রেন্দ্রাঃ কথিতা ব্রাহ্মণাঃ শুভাঃ ॥ ৩৭ ॥ আঙ্গিরসবার্হস্পত্যভারদ্বাজা-

উক্ত উভয়গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরাই প্রিয়বাদী, মহাদক্ষ, গুরুভক্তিরত, প্রতিষ্ঠাশালী ও সর্ব্বভূতহিতৈষী। কাশ্যপ দ্বিজগণ মহাযজ্ঞযাজী, যাজ্ঞিক এবং সকলের যাজনকারী। এই ষোড়শ স্থান উক্ত হইল। হাথীজনে যে সকল ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা বৎস ও ভরদ্বাজ এই দুই গোত্রে বিভক্ত। বৎসগোত্রের দেবী জ্ঞানজা আর ভরদ্বাজ গোত্রের দেবী যক্ষিণী। এই গোত্রোৎপন্ন দ্বিজগণ পঞ্চযজ্ঞনিরত, সর্ব্বদা লোভপরতন্ত্র, ক্রোধী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, বহুশ্রুত, স্নান-দানাদিরত, বিষ্ণুভক্ত, ব্রতশীল, গুণজ্ঞানমূঢ় ও বেদবর্জ্জিত। এই সপ্তদশ স্থান বর্ণিত হইল। কপড়াণ-জাত ব্রাহ্মণেরা ভরদ্বাজ ও কুশ এই দুই গোত্রে বিভক্ত। ইহাদের গোত্রদেবী যথাক্রমে যক্ষিণী ও চচায়ী। প্রথমোক্ত গোত্রের তিন প্রবর,—আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও ভরদ্বাজ এবং শেষোক্ত গোত্রের তিন প্রবর,—বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও ঔদল। এই দুই গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণেরা সত্যবাদী, জিতব্রত, জিতেন্দ্রিয়, সুরূপ, মিতাহার, শুভানন, সদা উদ্যমশীল, পুরাণজ্ঞ, মহাদানতৎপর, বিদ্বেষবর্জ্জিত, হইল। জহোরী গ্রামের ব্রাহ্মণেরা কুশ-বংশজাত। ইহাঁদের তিন প্রবর,—বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও ঔদল। মহামায়া তারণী ইহাঁদের গোত্রদেবী। হে নৃপ! এই বংশোৎপন্ন বিপ্রগণ দুঃসহ, মহোৎকট, মহাকায়, প্রলম্ব, মহোদ্ধত, ক্লেশমূর্ত্তি, কৃষ্ণবর্ণ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, বহুভোজী, ধনী, দক্ষ, দ্বেষ ও পাপবর্জ্জিত, সুবস্ত্র-ভূষণ, বিরূপ ও ব্রহ্মবাদী। এই উনবিংশতি স্থান বলা হইল। বনোড়ীয়া ব্রাহ্মণগণ কুশ, কুৎস ও ভরদ্বাজ এই তিন গোত্রে বিভক্ত। ইহাঁদের এক এক গোত্রে তিন তিন প্রবর, যথা,—বিশ্বামিত্র দেবরাত ও ঔদল; আঙ্গিরস, আম্বরীষ ও যুবনাশ্ব এবং আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও ভরদ্বাজ। প্রথমোক্ত গোত্রের দেবী শেখলা, দ্বিতীয় গোত্রের দেবী শান্তা এবং শেষোক্ত গোত্রের দেবী ধারশান্তি। এই সকল গোত্রোৎপন্ন বিপ্রগণ দুর্ব্বল, দীনচিত্ত, অসত্যভাষী, লোভ-পরতন্ত্র, সর্ব্ববিদ্যায় সুদক্ষ ও ব্রহ্মবিৎশ্রেষ্ঠ। এই বিংশতিতম স্থান নির্দ্দেশ করা হইল ।১১২—১৩৬। একবিংশতিতম স্থানের নাম

স্তথৈব চ। যক্ষিণী চ তথা দেবী গোত্রদেবী প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৩৮ ॥ অস্মিন্ গোত্রে চ যে জাতা বাড়বা ধনিনঃ শুভাঃ। বস্ত্রালঙ্কারণোপেতা দ্বিজভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ১৩৯ ॥ ব্রহ্মভোজ্যপরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ১৪০ ॥ গোবিন্দনা চ স্বস্থানে যে জাতা ব্রহ্মসত্তমাঃ। কুশগোত্রঞ্চ বৈ প্রোক্তং প্রবরত্রয়মেব চ ॥ ১৪১ ॥ বিশ্বামিত্রো দেবরাতৌদলপ্রবরমেব চ। চচায়ী চ মহাদেবী গোত্রদেবী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৪২ ॥ অস্মিন্ গোত্রে চ যে জাতা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবেদিনঃ। যজন্তে ক্রতুভিস্তত্র হৃষ্টচিত্তৈকমানসাঃ ॥ ১৪৩ ॥ সর্ব্ববিদ্যাসু কুশলা ব্রহ্মণ্যা ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥ ১৪৪ ॥ থলত্যজা হি বিপ্রেন্দ্রা দ্বৌ গোত্রৌ চাপ্যধিষ্ঠিতৌ। ধারণং সকুশং চৈব গোত্রদ্বিতয়মেব চ ॥ ১৪৫ ॥ অগস্ত্যো দার্ঢ্যচ্যুতশ্চ রথ্যবাহনমেব। বিশ্বামিত্রো দেবরাতস্তৃতীয়োদল এব চ ॥ ১৪৬ ॥ দেবী চ ছত্রজা প্রোক্তা দ্বিতীয়া থলজা তথা। ধারণসগোত্রে যে জাতা ব্রহ্মণ্যা ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥ ১৪৭ ॥ ত্রিপ্রবরাশ্চৈব বিখ্যাতা সত্ত্ববন্তো গুণান্বিতাঃ। তদন্বয়ে চ যে জাতা ধর্ম্মকর্ম্মস ।শ্রিতাঃ ॥ ১৪৮ ॥ ধনিনো জ্ঞাননিষ্ঠাশ্চ তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু। ত্রয়োবিংশং প্রোক্তমেতৎস্থানং মোঢ়কজাতিনাম্ ॥ ১৪৯ ॥ বারণসিদ্ধাশ্চ যে প্রোক্তা ব্রাহ্মণা জ্ঞানবিত্তমাঃ। অস্মিন্ গোত্রে চ যে বিপ্রাঃ সত্যবাদিজিতব্রতাঃ ॥ ১৫০ ॥ জিতেন্দ্রিয়াঃ সুরূপাশ্চ অল্পাহারাঃ শুভাননাঃ। সদোদ্যতাঃ পুরাণজ্ঞা মহাদানপরায়ণাঃ ॥ ১৫১ ॥ নির্দ্বেষিণোঽহলোভযুতা বেদাধ্যয়নতৎপরাঃ। দীর্ঘদর্শিনো মহাতেজা মহামায়াবিমোহিতাঃ ॥ ১৫২ ॥ চতুর্ব্বিশতিতমং প্রোক্তং স্বস্থানং পরমং মতম্ ॥ ১৫৩ ॥ ভালজাশ্চাত্র বৈ প্রোক্তা ব্রাহ্মণাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ১৫৪ ॥ বৎসগোত্রং কুশং চৈব গোত্রদ্বিতয়মেব চ। তেষাং প্রবরাণ্যহং বক্ষ্যে পঞ্চত্রিতয়মেব চ। ভৃগুশ্চ্যবনাপ্নুবানৌর্ব্বজমদগ্নিস্তথৈব চ ॥ ১৫৫ ॥ আঙ্গিরসেম্বেরীষশ্চ যৌবনাশ্বস্তৃতীয়কঃ। শান্তা চ শেষলা চাত্র দেবীদ্বিতয়মেব চ ॥ ১৫৬ ॥ অস্মিন্ বংশে সমুৎপন্না সদ্বৃত্তাঃ সত্যভাষিণঃ। শান্তাশ্চ ভিন্নবর্ণাশ্চ নির্ধনাশ্চ কুচৈলিনঃ ॥ ১৫৭ ॥ সগর্ব্বা লৌল্যযুক্তাশ্চ বেদশাস্ত্রেষু নিশ্চলাঃ। পঞ্চবিংশতিমং প্রোক্তং স্বস্থানং মোঢ়জাতিনাম্ ॥ ১৫৮ ॥ মহোবীয়াশ্চ যে সন্তি ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবিত্তমাঃ। [একমেব চ বৈ গোত্রং কুশসংজ্ঞং পবিত্রকম্ ॥ ১৫৯ ॥ বিশ্বা-

---

আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও ভারদ্বাজ। গোত্রদেবীর নাম যক্ষিণী। এই গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণেরা সকলেই ধনী, সুন্দর, বস্ত্রালঙ্কারযুত, দ্বিজভক্তিতৎপর, ব্রহ্মভোজ্য-পরায়ণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। এই একবিংশতি স্থান নিরূপিত হইল। গোবিন্দনা নামক স্বস্থানে যে সকল ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহারা কুশগোত্রে বিখ্যাত। ইহাঁদের তিন প্রবর,—বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও ঔদল। ইহাঁদের গোত্রদেবী মহাদেবী চচায়ী। এই গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মবেদী, ক্রতুযাজী, হৃষ্টচিত্ত, একাগ্রমনা, সর্ব্ববিদ্যায় সুনিপুণ, ব্রহ্মণ্য ও ব্রহ্মবিৎশ্রেষ্ঠ। এই দ্বাবিংশতি স্থান। থলত্যজবাসী বিপ্রগণ ধারণ ও কুশ এই দুই গোত্রে বিভক্ত। উহাদের তিন তিন প্রবর যথা—অগস্ত্য, দার্ঢ্যচ্যুত ও রথ্যবাহন এবং বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও ঔদল; ইহাঁদের গোত্রদেবী যথাক্রমে ছত্রজা ও থলজা। ধারণগোত্রের ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মণ্য, ও ব্রহ্মবিত্তম, ত্রিপ্রবরশালী, সত্ত্ববান্, ও গুণবান্। ইহাদের বংশে যাঁহারাই জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্মনিষ্ঠ, ধনী এবং তপস্যা ও যজ্ঞপ্রিয় অভিজ্ঞ। মোঢ়কজাতিদিগের এই ত্রয়োবিংশতি স্থান উক্ত হইল। বারণসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানিপ্রবর; ইহাঁদের গোত্রে যাঁহারা উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা সত্যবাদী, চরিতব্রত, জিতেন্দ্রিয়, সুরূপ, অল্পাহার, শুভানন, সদা উদ্যমশীল, পুরাণজ্ঞ, মহাদানতৎপর, বিদ্বেষবর্জ্জিত, নির্লোভ, বেদাধ্যয়নতৎপর, দীর্ঘদর্শী, মহাতেজা ও মহামায়াবিমোহিত। এই চতুর্ব্বিংশতিতম পরম স্বস্থান বলিয়া নিরূপিত। ভালজ ব্রাহ্মণগণ সত্যবাদী নামে বিখ্যাত। ইহাঁরা বৎস ও কুশ এই দুই গোত্রে বিভক্ত। ইহাঁদের যথাক্রমে পঞ্চ ও তিন প্রবর বলা যাইতেছে। পঞ্চ প্রবর যথা—ভৃগু, চ্যবন, আপ্লুবান্, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি এবং তিনপ্রবর—আঙ্গিরস, অম্বরীষ ও যৌবনাশ্ব। এই দুই গোত্রের দেবীদ্বয়ের নাম—যথাক্রমে শান্তা ও শোষলা। এই বংশজাত বিপ্রগণ সদ্বৃত্ত, সত্যবাদী, শান্ত, ভিন্নবর্ণ, নির্দ্ধন, কুটিল, গর্ব্বিত, লৌল্যযুক্ত, ও বেদশাস্ত্রে একনিষ্ঠ। মোঢ়জাতিদিগের এই পঞ্চবিংশতিতম স্বস্থান উল্লিখিত হইল।১৩৭—১৫৮। মহোটীয়া ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মবিত্তম বলিয়া বিখ্যাত। ইহাঁরা একই মাত্র পবিত্র কুশগোত্রীয়। ইহাঁদের তিন প্রবর—

মিত্রো দেবরাতস্তথৌদল এব চ। দেবী চচায়ী চৈবাত্র রক্ষারূপা ব্যবস্থিতা॥ ১৬০॥ অস্মিন্ গোত্রে চ যে জাতাঃ সত্যবাদিজিতেন্দ্রিয়াঃ। সত্যব্রতাঃ স্বরূপাশ্চ অল্পাহারাঃ শুভাননাঃ॥ ১৬১॥ দয়ালবঃ কৃপালবঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। ষড়্‌বিংশতিতমং প্রোক্তং স্বস্থানং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ১৬২॥ রামেণ সংস্তুতাশ্চৈব সানুজেন তথৈব চ॥ ১৬৩॥ তিয়াশ্রিয়ামথো বক্ষ্যে স্বস্থানং সপ্তবিংশকম্। অস্মিন্ স্থানে চ যে জাতা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ॥ ১৬৪॥ শাণ্ডিল্যগোত্রং চৈবাত্র কথিতং বেদসত্তমৈঃ। পঞ্চপ্রবরমথো প্রোক্তং জ্ঞানজা চাত্র দেবতা॥ ১৬৫॥ কাশ্যপাবৎসারশ্চৈব শাণ্ডিল্যোসিত এব চ। পঞ্চমো দেবলশ্চৈব প্রবরাণি তথা ক্রমাৎ। জ্ঞানজা চ তথা দেবী কথিতা স্থানদেবতা॥ ১৬৬॥ অস্মিন্ বংশে চ যে জাতাস্তে দ্বিজাঃ সূর্য্যবর্চ্চসঃ। চন্দ্রবচ্ছীতলাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মারণ্যে ব্যবস্থিতাঃ॥ ১৬৭॥ সদাচারা মহারাজ বেদশাস্ত্রপরায়ণাঃ। যাজ্ঞিকাশ্চ শুভাচারাঃ সত্যশৌচপরায়ণাঃ॥ ১৬৮॥ ধর্ম্মজ্ঞা দানশীলাশ্চ নির্ম্মলা হি মদোৎসুকাঃ। তপঃস্বাধ্যায়নিরতা ন্যায়ধর্ম্মপরায়ণাঃ॥ সপ্তবিংশতিমং স্থানং কথিতং ব্রহ্মবিত্তমৈঃ॥ ১৬৯॥ গোধরীয়াশ্চ যে জাতা ব্রাহ্মণা জ্ঞানসত্তমাঃ। গোত্রত্রয়মথো বক্ষ্যে যথা চৈবাপ্যনুক্রমাৎ॥ ১৭০॥ প্রথমং ধারণসং চৈব জাতুকর্ণং দ্বিতীয়কম্। তৃতীয়ং কৌশিকং চৈব যথা চৈবাপ্যনুক্রমাৎ॥ ১৭১॥ ধারণসগোত্রে যে জাতাঃ প্রবরৈস্ত্রিভিঃ সংযুতাঃ। অগস্তিশ্চ দার্ঢ্যচ্যুত ইধ্মবাহনসংজ্ঞকঃ॥ ১৭২॥ বসিষ্ঠশ্চ তথাত্রেয়ো জাতুকর্ণ্যস্তৃতীয়কঃ। বিশ্বামিত্রো মাধুচ্ছন্দস অঘমর্ষণস্তৃতীয়কঃ॥ ১৭৩॥ মহাবলা চ মালেয়া দ্বিতীয়া চৈব যক্ষিণী। তৃতীয়া চ মহাযোগী গোত্রদেব্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ১৭৪॥ অস্মিন্ বংশে চ যে জাতা ব্রাহ্মণাঃ সত্যবাদিনঃ। অলোল্যাশ্চ মহাযজ্ঞা বেদাজ্ঞাপ্রতিপালকাঃ॥ ১৭৫॥ বাটস্থহালে যে জাতা গোত্রত্রিতয়মেব চ। ধারণং প্রথমং জ্ঞেয়ং বৎসসংজ্ঞং দ্বিতীয়কম্॥ ১৭৬॥ তৃতীয়ং কুৎসসংজ্ঞং চ গোত্রদেব্যস্তথৈব চ। প্রথমং ধারণসগোত্রং প্রবরত্রয়মেব চ॥ ১৭৭॥ অগস্তিদার্ঢ্যচ্যুতশ্চৈব ইধ্মবাহন এব চ। দ্বিতীয়ং বৎসসংজ্ঞং হি প্রবরাণি চ পঞ্চ বৈ॥ ১৭৮॥ ভৃগুচ্যবনাপ্নুবানৌর্বজমদগ্নিস্তথৈব চ। তৃতীয়ং কুৎসসংজ্ঞং হি প্রবরত্রয়মেব চ॥ ১৭৯॥ আঙ্গিরসাম্বরীষৌ চ যৌবনাশ্বস্তৃতীয়কঃ। দেবী চ ছত্রজা চৈব দ্বিতীয়া শেষলা তথা॥ ১৮০॥ জ্ঞানজা চৈব দেবী চ

বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও ঔদল। চচায়ীনাম্নী দেবী ইঁহাদের রক্ষয়িত্রীরূপে অবস্থিত। এই গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণেরা সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, সত্যব্রত, স্বরূপ, মিতাহার, শুভানন, দয়ালু, কৃপালু ও সর্ব্বভূতহিতে নিরত। ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণদিগের এই ষড়্‌বিংশতিতম স্থান বর্ণিত হইল। সানুজ রামচন্দ্র ইঁহাদিগের স্তব করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিয়াশ্রিয়ানামক সপ্তবিংশতিতম স্বস্থানবিবরণ বলিতেছি। এই স্থানে যে সকল বিপ্র উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা বেদপারগ; বুধগণ বলেন—এই স্থানের বিপ্রগণ একমাত্র শাণ্ডিল্যগোত্রীয়। ইঁহাদের পঞ্চ প্রবর; গোত্রদেবীর নাম জ্ঞানজা। প্রবরপঞ্চক যথা—কাশ্যপ, আবৎসর, শাণ্ডিল্য, অসিত ও দেবল। ইঁহাদের স্থানদেবতা জ্ঞানজা দেবী; একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। এই বংশোৎপন্ন বিপ্রগণ সূর্য্যসম-তেজস্বী, সত্য ও শৌচপরায়ণ, ধর্ম্মজ্ঞ, দানশীল, নির্ম্মল, মদোৎসুক; তপঃস্বাধ্যায়নিরত ও ন্যায়ধর্ম্মনিষ্ঠ। ব্রহ্মবিত্তমগণ এই সপ্তবিংশতি স্থান নিরূপণ করিয়াছেন। গোধরীয় ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের গোত্রত্রয়ের বিবরণ যথাক্রমে বলা যাইতেছে। যথা—প্রথম ধারণস, দ্বিতীয় জাতুকর্ণ এবং তৃতীয় কৌশিক। ধারণসগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা তিন প্রবরবিশিষ্ট; প্রবরত্রয় যথা—অগস্তি, দার্ঢ্যচ্যুত, ও ইধ্মবাহন। জাতুকর্ণগোত্রের প্রবরত্রয়—বশিষ্ঠ, আত্রেয় ও জাতুকর্ণ। কৌশিকগোত্রের প্রবরত্রয়—বিশ্বামিত্র, মধুচ্ছন্দস ও অঘমর্ষণ। মহাবলা মালেয়া, যক্ষিণী ও মহাযোগী, ইঁহারা যথাক্রমে ঐ সকল গোত্রের দেবী। এই বংশজাত ব্রাহ্মণগণ সত্যবাদী,অলোল্য, মহাযজ্ঞরত ও বেদবাক্যপ্রতিপালক। এই অষ্টাবিংশ স্থান বর্ণিত হইল। ১৫৯-১৭৫। বাটস্থহালে যাঁহারা জন্মিয়াছেন, তাঁহারা তিনগোত্রে বিভক্ত। উক্ত গোত্রত্রয় যথা—ধারণ, বৎস ও কুৎস। এই তিনগোত্রেরই তিন দেবী বিখ্যাত। ধারণগোত্রে তিন প্রবর, যথা—অগস্তি, দার্ঢ্যচ্যুত, ও ইধ্মবাহন; বৎস গোত্রে পঞ্চপ্রবর; যথা—ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান, ঔর্ব্ব ও জমদগ্নি; কুৎসগোত্রে তিন প্রবর—আঙ্গিরস, অম্বরীষ ও যৌবনাশ্ব। ছত্রজা, শেষলা ও জ্ঞানজা এই দেবীত্রয় যথাক্রমে উক্ত গোত্রত্রয়ের

গোত্রদেব্যো হ্যনুক্রমাৎ। অস্মিন্ গোত্রে চ যে বিপ্রাঃ সত্যবাদিজিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১৮১ ॥ স্বরূপা-শ্চাল্পাহারাশ্চ মহাদানপরায়ণাঃ। নির্দ্বেষিণো লোভযুতা বেদাধ্যয়নতৎপরাঃ ॥ ১৮২ ॥ দীর্ঘদর্শিনো মহাতেজা মহোৎকাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ১৮৩ ॥ মাণজা চ মহাস্থানং গোত্রদ্বিতয়মেব চ। শাণ্ডিল্যশ্চ কুশশ্চৈব গোত্রদ্বয়মিতীরিতম্ ॥ ১৮৪ ॥ কাশ্যপোঽবৎসারশ্চ শাণ্ডিল্যোঽসিত এব চ। পঞ্চমো দেবলশ্চৈব একগোত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৮৫ ॥ জ্ঞানজা চ তথা দেবী কথিতা চাত্র সৈব চ। দ্বিতীয়ঞ্চ কুশং গোত্রং প্রবরত্রয়মেব চ। ১৮৬ ॥ বিশ্বামিত্রো দেবরাত-স্তৃতীয়োদলমেব চ। জ্ঞানদা চাত্র বৈ দেবী দ্বিতীয়া সম্প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৮৭ ॥ অস্মিন্ গোত্রে তু যে জাতা দুর্ব্বলা দীনমানসাঃ। অসত্যভাষিণো বিপ্রা লোভিনো নৃপসত্তম ॥ ১৮৮ ॥ সর্ব্ববিদ্যাকুশলিনো ব্রাহ্মণা ব্রহ্মসত্তমাঃ ॥ ১৮৯ ॥ মানদা চ পরং স্থানং পবিত্রং পরমং মতম্। কুশপ্রবরজা বিপ্রাস্তত্রস্থাঃ পাবনাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৯০ ॥ বিশ্বামিত্রো দেবরাতস্তৃতী-য়োদল এব চ। জ্ঞানজা চ মহাদেবী গোত্রদেবী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৯১ ॥ অস্মিন্ গোত্রে তু যে জাতা দুর্ব্বলা দীনমানসাঃ। অসত্যভাষিণো বিপ্রা লোভিনো নৃপসত্তম ॥ ১৯২ ॥ সর্ব্ববিদ্যাকুশলিনো ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥ ১৯৩ ॥ আনন্দীয়া চ সংস্থানং গোত্রদ্বিতয়মেব চ। ভারদ্বাজং নাম চৈকং শাণ্ডি-ল্যঞ্চ দ্বিতীয়কম্ ॥ ১৯৪ ॥ আঙ্গিরসো বার্হস্পত্যো ভারদ্বাজস্তৃতীয়কঃ। চচায়ী চাত্র যা দেবী গোত্রদেবী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৯৫ ॥ কাশ্যপাবৎসারশ্চ শাণ্ডিল্যো-ঽসিত এব চ। পঞ্চমো দেবলশ্চৈব প্রবরাণি যথা-ক্রমম্ ॥ ১৯৬ ॥ জ্ঞানজা চ তথা দেবী কথিতা গোত্রদেবতা। অস্মিন্ গোত্রে চ যে জাতা নির্লোভাঃ শুদ্ধমানসাঃ ॥ ১৯৭ ॥ যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥ ১৯৮ ॥ পাটড়ীয়া পরং স্থানং পবিত্রং পরিকীর্ত্তিতম্। কুশগোত্রং ভবেদত্র প্রবর-ত্রয়সংযুতম্ ॥ ১৯৯ ॥ বিশ্বামিত্রো দেবরাতস্তৃতী-য়োদলমেব হি। অস্মিন্ গোত্রে চ যে জাতা বেদ-শাস্ত্রপরায়ণাঃ ॥ ২০০ ॥ মদোদ্ধুরাশ্চ তে বিপ্রা ন্যায়মার্গপ্রবর্ত্তকাঃ ॥ ২০১ ॥ টীকোলিয়া পরং স্থানং কুশগোত্রং তথৈব চ। বিশ্বামিত্রো দেবরাতস্তৃতীয়ো-দলমেব চ ॥ ২০২ ॥ চচায়ী চাত্র বৈ দেবী গোত্র-দেবী প্রকীর্ত্তিতা। অস্মিন্ গোত্রে ভবা বিপ্রাঃ শ্রুতিস্মৃতিপরায়ণাঃ ॥ ২০৩ ॥ যোগিণো লোভিনো

দেবী। এই গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ সত্যবাদী, জিতে-ন্দ্রিয়, সুরূপ, অল্পাহার, মহাদানপরায়ণ, দ্বেষবর্জ্জিত, লোভী, বেদাধ্যয়নতৎপর, দীর্ঘদর্শী, মহাতেজা ও মহোৎকণ্ঠিত। এই ঊনত্রিংশ স্থান কথিত হইল। মানজা একটী মহাস্থান। এখানে দুই গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বাস করেন। সেই দুই গোত্রের নাম শাণ্ডিল্য এবং কুশ। এতন্মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্রে পঞ্চ প্রবর যথা—কাশ্যপ, অবৎসার, শাণ্ডিল্য, অসিত ও দেবল। জ্ঞানজানাম্নী দেবী এই গোত্রের রক্ষা-কর্ত্রী দেবী। এখানকার দ্বিতীয় কুশগোত্র। এই গোত্রে তিন প্রবর—বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও ঔদল। এই শেষোক্ত গোত্রের রক্ষাকর্ত্রী জ্ঞানজা দেবী। এই দুই গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ দুর্ব্বল, দীনচিত্ত, অসত্যভাষী, লোভী, সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী ও ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ। এই ত্রিংশ স্থানের বৃত্তান্ত বলা হইল। মানদানামক স্থান পরমপবিত্র। এখানে একমাত্র কুশগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ বাস করেন। এই ব্রাহ্মণগণ শুভস্বভাব। ইঁহাদের তিন প্রবর—বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও ঔদল। মহাদেবী জ্ঞানজা ইঁহাদের গোত্রদেবী বলিয়া কীর্ত্তিত। এই গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ দুর্ব্বল, দীনচিত্ত, অসত্যভাষী, লোভী, সর্ব্ববিদ্যায় কুশলী ও ব্রহ্মবিত্তম। এই একত্রিংশ স্থান উক্ত হইল। আনন্দনীয়ানামক স্থানের অধিবাসী বিপ্রগণ ভরদ্বাজ ও শাণ্ডিল্য এই দুই গোত্রে বিভক্ত। ভরদ্বাজগোত্রীয়গণের তিন প্রবর,—আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ও ভারদ্বাজ। ইঁহাদের গোত্রদেবী চচায়ী। অত্রত্য শাণ্ডিল্য গোত্রীয়গণ পঞ্চপ্রবরশালী; প্রবর যথা,—কাশ্যপ, অবৎসার শাণ্ডিল্য, অসিত ও দেবল। জ্ঞানজা-নাম্নী দেবী ইঁহাদের গোত্রদেবতা। এই গোত্রোৎ-পন্ন ব্রাহ্মণেরা নির্লোভ, শুদ্ধচিত্ত, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট ও ব্রহ্মবিত্তম। এই দ্বাত্রিংশ স্থান বলা হইল।১৭৬-১৯৮। পাটড়ীয়ানামক স্থান পরম পবিত্র। এখানে প্রবরত্রয়শালী কুশগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বাস। উক্ত ব্রাহ্মণগণের প্রবর যথা—বিশ্বামিত্র,দেব-রাত ও ঔদল। এই গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ বেদশাস্ত্র-পরায়ণ, মদোদ্ধত, ও ন্যায়মার্গে নিরত। এই ত্রয়স্ত্রিংশ স্থান বর্ণিত হইল। টীকোনিয়া একটী উত্তম স্থান। এখানে বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও ঔদল প্রবরশালী একমাত্র কুশগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণেরই বাস। ইঁহাদের গোত্রদেবীর নাম চচায়ী। এই

দুষ্টা যজনে যাজনে রতাঃ। ব্রহ্মক্রিয়াপরাঃ সর্ব্বে মোঢ়াঃ প্রোক্তা ময়াত্র বৈ॥ ২০৪॥ গমীধানীয়ং পরমং স্থানং প্রোক্তং বৈ পঞ্চত্রিংশকম্। গোত্রং ধারণসঙ্কৈব দেবী চাত্র মহাবলা॥ ২০৫॥ অগস্তি-দার্ঢ্চ্যুত ইধ্মবাহনসংজ্ঞকাঃ। অস্মিন্ বংশে চ যে জাতা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মতৎপরাঃ॥ ২০৬॥ অলৌল্যাশ্চ মহাপ্রাজ্ঞা বেদাজ্ঞাপ্রতিপালকাঃ॥ ২০৬॥ মাত্রা চ পরমং স্থানং পবিত্রং সর্ব্বদেহিনাম্। কুশগোত্রং পবিত্রঞ্চ পরমং চাত্র ধিষ্ঠিতম্॥ ২০৮॥ বিশ্বামিত্রো দেবরাতো দলশ্চৈব তৃতীয়কঃ। জ্ঞানদা চ মহাদেবী সর্ব্বলোকৈকরক্ষিণী॥ ২০৯॥ অস্মিন্ বংশে সমুদ্ভূতা ব্রাহ্মণা দেবতৎপরাঃ। স্বাধ্যায়বষট্কারা বেদশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ॥ ২১০। নাতমোরা পরং স্থানং পবিত্রং পরমং শুভম্। কুশগোত্রঞ্চ তত্রাস্তি প্রবরত্রয়সংযুতম্॥ ২১১॥ বিশ্বামিত্রো দেবরাতস্তৃতীয়োদলমেব চ। জ্ঞানজা চাত্র বৈ দেবী গোত্রদেবী প্রকীর্ত্তিতা॥ ২১২॥ অস্মিন্ বংশে ভবা যে চ ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবিত্তমাঃ। ধর্ম্মজ্ঞাঃ সত্যবক্তারো ব্রতদানপরায়ণাঃ॥ ২১৩॥ বলোলা চ মহাস্থানং পবিত্রং পরমাদ্ভুতম্। কুশগোত্রং সমাখ্যাতং প্রবরত্রয়মেব চ॥ ২১৪॥ পূর্ব্বোক্তং প্রবরঞ্চৈব দেবী চৈবাত্র মানদা। বংশেঽস্মিন্ পরমাঃ প্রোক্তাঃ কাক্ষেশেন বিনির্ম্মিতাঃ॥ ২১৫॥ অসত্যভাষিণো বিপ্রা লোভিনো নৃপসত্তম। সর্ব্ববিদ্যাকুশলিনো ব্রাহ্মণা ব্রহ্মসত্তমাঃ॥ ২১৬॥ রাজ্যজা চ মহাস্থানং লৌগাক্ষা-প্রবরং তথা। কাশ্যপাবৎসারবাশিষ্ঠং প্রবরত্রয়মেব চ॥ ২১৭॥ ভদ্রা চ যোগিনী চৈব গোত্রদেবী প্রকীর্ত্তিতা। অস্মিন্ বংশে সমুদ্ভূতা ব্রাহ্মণা বেদতৎপরাঃ॥ ২১৮॥ নিত্যস্নাননিত্যহোমনিত্যদানপরায়ণাঃ। নিত্যধর্ম্মরতাশ্চৈব নিত্যনৈমিত্তিতৎপরাঃ॥ ২১৯॥ রূপোলা পরমং স্থানং পবিত্রমতিপুণ্যদম্। অস্মিন্ গোত্রত্রয়ে চৈব দেবীত্রিতয়মেব চ॥ ২২০॥ প্রথমং কুৎসবৎসাখ্যো ভারদ্বাজস্তৃতীয়কঃ। আঙ্গিরসোঽম্বরীষশ্চ যৌবনাশ্বস্তৃতীয়কঃ॥ ২২১॥ ভৃগুচ্যবনাপ্নুবানৌর্ব্বজগদগ্নিস্তথৈব চ

গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ শ্রুতিস্মৃতি-পরায়ণ। ইহাঁরা রোগী, লোভী, দুষ্ট, যজনযাজনে নিরত ও ব্রহ্মক্রিয়ায় তৎপর। এই আমি সমস্ত মোঢ় বিপ্রগণের বৃত্তান্ত বলিলাম। এই তো চতুস্ত্রিংশ স্থান উক্ত হইল। পঞ্চত্রিংশ স্থানের নাম গমীধানীয়। ইহাও একটি পরম স্থান। এখানে ধারণকগোত্রীয়-গণের বাস। এখানকার গোত্রদেবীর নাম মহাবলা। অত্রত্য ব্রাহ্মণগণের তিন প্রবর—অগস্তি, দার্ঢ্চ্যুত ও ইধ্মবাহন। এই বংশজাত ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মতৎপর, অলোল্য, মহাপ্রাজ্ঞ ও বেদাজ্ঞাপ্রতিপালক। এই পঞ্চত্রিংশ স্থানের কথা উক্ত হইল। মাত্রানামক পরম স্থান সকল দেহীরই পবিত্রতাজনক। এখানে পরম পবিত্র কুশগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ বাস করেন। ইহাঁদের তিনপ্রবর—বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও ঔদল। সর্ব্বলোকৈকরক্ষিণী মহাদেবী জ্ঞানজা ইহাঁদের গোত্রদেবী। এই বংশে উৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ দেবসেবানিরত,স্বাধ্যায় ও বষট্কারান্বিত এবং বেদসম্মত শাস্ত্রপ্রবর্ত্তক। এই ষট্‌ত্রিংশ স্থান বর্ণিত হইল। নাতমোরানামক স্থান পরম পবিত্র ও পরম সুন্দর। এখানে প্রবরত্রয়ান্বিত কুশগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা বাস করেন। তাঁহাদের প্রবরত্রয় যথা—বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও ঔদল। জ্ঞানজা দেবী ইহাঁদের গোত্রদেবী। এই বংশীয় ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মবিত্তম, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবক্তা, ব্রত ও দানপরায়ণ। এই সপ্তত্রিংশ স্থান বিবৃত হইল। বলোলানামক মহাস্থান পবিত্র ও পরম অদ্ভুত। এস্থানেও পূর্ব্বোক্ত প্রবরত্রয়ান্বিত কুশগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বাস। মানদানাম্নী দেবী ইহাঁদের গোত্রদেবী। সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবই ইহাঁদিগকে এই বংশে উৎপাদন করেন। নৃপবর! এই বংশীয় ব্রাহ্মণগণ অসত্যবাদী, লোভী, সর্ব্ববিদ্যায় সুকুশল ও ব্রহ্মবিত্তম। এই অষ্টত্রিংশ স্থান নির্নীত হইল। রাজ্যজা একটী মহাস্থান; তত্রত্য ব্রাহ্মণেরা লৌগাক্ষগোত্র ও তিন প্রবরশালী। ইহাঁদের তিন প্রবর যথা—কাশ্যপ, অবৎসার ও বশিষ্ঠ। ভদ্রা যোগিনী ইহাঁদের গোত্রদেবী বলিয়া কীর্ত্তিত। এই বংশোৎপন্ন বিপ্রগণ বেদতৎপর, নিত্য স্নান নিত্য হোম ও নিত্য দানপরায়ণ, নিত্য ধর্ম্মনিরত এবং নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যে তৎপর। এই উনচত্বারিংশ স্থান বর্ণিত হইল।১৯৯—২১৯। রূপোলা একটী পরম স্থান; ইহা পবিত্র এবং পুণ্যপ্রদ। এই স্থানে কুৎস, বৎস ও ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বাস। এই তিন গোত্রের তিন দেবী প্রখ্যাত। ইহাঁদের মধ্যে কুৎস গোত্রে তিন প্রবর—আঙ্গিরস, অম্বরীষ ও যৌবনাশ্ব। বৎস গোত্রের পঞ্চ প্রবর—ভৃগু, চ্যবন,

আঙ্গিরসবার্হস্পত্যভারদ্বাজাস্তথৈব চ ॥ ২২২ ॥ ক্ষেমলা চৈব বৈ দেবী ধারভট্টারিকা তথা। তৃতীয়া ক্ষেমলা প্রোক্তা গোত্রমাতা হ্যনুক্রমাৎ ॥ ২২৩ ॥ অস্মিন্ গোত্রে চ যে জাতা পঞ্চযজ্ঞরতাঃ সদা। লোভিনঃ ক্রোধিনশ্চৈব প্রজায়স্তে বহুপ্রজাঃ ॥ ২২৪ ॥ স্নানদানাদিনিরতাঃ সদা চ বিজিতেন্দ্রিয়াঃ। বাপী-কূপতড়াগানাং কর্তারশ্চ সহস্রশঃ ॥ ২২৫ ॥ বোধনী পরমং স্থানং পবিত্রং পাপনাশনম্। কুশঞ্চ কৌশিকং চৈব গোত্রদ্বিতয়মেব চ ॥ ২২৬ ॥ বিশ্বামিত্রশ্চ প্রথমো দেবরাতোদলেতি চ। বিশ্বামিত্রাঘমর্ষণকৌশিকেতি তথৈব চ। ২২৭ ॥ যক্ষিণী প্রথমা চৈব দ্বিতীয়া তারণী তথা। অস্মিন্ গোত্রে তু যে জাতা দুর্বলা দীনমানসাঃ ॥ ২২৮ ॥ অসত্যভাষিণো বিপ্রা লোভিনো নৃপসত্তম। সর্ববিদ্যাকুশলিনো ব্রাহ্মণা ব্রহ্মসত্তমাঃ ॥ ২২৯ ॥ ছত্রোটা চ পরং স্থানং সর্ব-লোকৈকপূজিতম্। কুশগোত্রং সমাখ্যাতং প্রবর-ত্রয়মেব হি ॥ ২৩০ ॥ বিশ্বামিত্রো দেবরাতস্তৃতীয়ো দলমেব বৈ। চচায়ী চাত্র বৈ দেবী গোত্রদেবী প্রকীর্তিতা ॥ ২৩১ ॥ অস্মিন বংশে ভবাশ্চৈব বেদশাস্ত্রপরায়ণাঃ। মহোদয়াশ্চ তে বিপ্রা ন্যায়মার্গ-প্রবর্তকাঃ ॥ ২৩২ ॥ থল এবাত্র সংস্থানং ত্রয়শ্চত্বা-রিংশমেব হি। বৎসগোত্রোদ্ভবা বিপ্রাঃ কৃষিকর্ম-প্রবর্তকাঃ ॥ ২৩৩ ॥ গোত্রজা জ্ঞানজা দেবী প্রবরাঃ পঞ্চ এব হি। ভার্গবচ্যবনাপ্লুবানৌর্বজামদগ্ন্যেতি চৈব হি ॥ ২৩৪ ॥ অস্মিন্ গোত্রে ভবা বিপ্রাঃ শ্রৌতাগ্নিমুনিষেবকাঃ। বেদাধ্যয়নশীলাশ্চ তাপসা-শ্চারিমর্দনাঃ ॥ ২৩৫ ॥ রোষিণো লোভিনো হৃষ্টা যাজনে যাজনে রতাঃ। সর্বভূতদয়াবিষ্টাস্তথা পরোপ-কারিণঃ ॥ ২৩৬ ॥ বাসন্তড্যাঞ্চ বিপ্রাণাং কুশগোত্র-মুদাহৃতম্। বিশ্বামিত্রো দেবারাতস্তৃতীয়োদলমেব হি ॥ ২৩৭॥ চচায়ী চাত্র বৈ দেবী গোত্রদেবী প্রকীর্তিতা। অস্মিন বংশে চ যে জা॰াঃ পূর্বোক্তা ব্রহ্মতৎপরাঃ ॥ ২৩৮ ॥ পরোপকারিণশ্চৈব পরচিন্তানুবর্তিনঃ। পরস্ব-বিমুখাশ্চৈব পরমার্গপ্রবর্তকাঃ ॥ ২৩৯ ॥ অতঃ পরঞ্চ সংস্থানং জাযাষণমুদাহৃতম্। গোত্রং বৈ বাৎস্ত-সংজ্ঞং তু গোত্রজা শীহোরী তথা। প্রবরাণি চ পঞ্চৈব ময়া তব প্রকাশিতম্ ॥ ২৪০ ॥ ভার্গবচ্যাবনা-প্লুবানৌর্বপুরোধসঃ স্মৃতঃ। অস্মিন্ বংশে চ যে জাতা বাড়বাঃ সুখবাসিনঃ। বিপ্রাঃ স্থূলাশ্চ জ্ঞাতারঃ

আপ্লুবান, ঔর্ব ও জমদগ্নি। ভরদ্বাজ গোত্রের তিন প্রবর—আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও ভারদ্বাজ। ক্ষেমলা ধারভট্টারিকা ও ক্ষেমলা এই দেবীত্রয় যথাক্রমে এই তিন বংশীয় বিপ্রগণের গোত্র-মাতা। এই সকল গোত্রজাত ব্রাহ্মণেরা পঞ্চযজ্ঞ-রত, লোভী, ক্রোধী, বহুপ্রজ, স্নানদানাদিনিরত, সতত বিজিতেন্দ্রিয় এবং সহস্র সহস্র বাপী, কূপ-তড়াগের প্রতিষ্ঠাতা। এই চত্বারিংশ স্থান কথিত হইল। বোধনীনামক পরম স্থান পবিত্র এবং পাপহর। এখানে কুশ ও কৌশিকগোত্রীয় বিপ্র-গণের বাস। বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও ঔদল—কুশ-গোত্রের এই তিন প্রবর। কৌশিক গোত্রের তিন প্রবর, যথা—বিশ্বামিত্র, অঘমর্ষণ ও কৌশিক। যক্ষিণী এবং তারণী যথাক্রমে এই দুই গোত্রের দেবী। [এই গোত্রোৎপন্ন বিপ্রগণ দুর্বল, দীনচিত্ত, অসত্যভাষী, লোভী, সর্ববিদ্যাবিশারদ ও ব্রহ্ম-সত্তম। এই একচত্বারিংশ স্থান বলা হইল। ছত্রোটা পরমস্থান; ইহা সকল লোকেরই পূজিত-এখানে প্রবরত্রয়ান্বিত একমাত্র কুশগোত্রীয় বিপ্র-গণের বাস। ইহাদের তিন প্রবর—বিশ্বামিত্র দেবরাত ও ঔদল। গোত্রদেবী চচায়ী। এই বংশজাত বিপ্রগণ বেদশাস্ত্রপরায়ণ, মহোদয়শালী ও ন্যায়মার্গপ্রবর্তক। এই দ্বিচত্বারিংশ স্থান কীর্তিত হইল। এক্ষণে থলনামক ত্রিচত্বারিংশ স্থানের বিবরণ বলা যাইতেছে। এখানে বৎস-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বাস। এই গোত্রজাত বিপ্রগণ কৃষিকর্মের প্রবর্তক। ইহাদের গোত্রদেবী জ্ঞানজা, এবং প্রবরসংখ্যা পঞ্চ; প্রবর যথা—ভার্গব, চ্যবন, আপ্লুবান, ঔর্ব ও জামদগ্ন্য। এই গোত্রজাত বিপ্র-গণ শ্রৌতাগ্নিসেবক, বেদধ্যয়নশালী, তাপস, অরিন্দম, রোষশীল, লোভী, হৃষ্ট, যজন-যাজনে নিরত, সর্বভূতে দয়াবিষ্ট ও পরোপকারী। এই ত্রয়স্ত্রিংশ স্থান উক্ত হইল। বাসন্তড়ী স্থানের ব্রাহ্মণগণ কুশগোত্র বলিয়া পরিচিত। ইহাদের তিনপ্রবর—বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও ঔদল; দেবী চচায়ী ইহাদের গোত্রদেবী। এই বংশোৎপন্ন বিপ্রগণ ব্রহ্মতৎপর, পরোপকারী, পরচিন্তানুবর্তী, পরস্বপরাঙ্মুখ ও পরমার্গপ্রবর্তক। এই চতুস্ত্রিংশ স্থান বিবৃত হইল। ২২০—২৩৯। ইহার পরবর্তী স্থান জাযাষণনামে বিখ্যাত। এখানে বাৎস্তগোত্রীয় বিপ্র-গণের বাস। ইহাদের গোত্রদেবী শীহোরী। এই গোত্রের পঞ্চপ্রবর—ভার্গব, চ্যবন, আপ্লুবান্, ঔর্ব ও পুরোধা। এই প্রবরবিবরণ পূর্বেও তোমাকে

সর্ব্বকর্ম্মরতাশ্চ যে ॥ ২৪১ ॥ সর্ব্বে ধর্ম্মৈকবিশ্বাসাঃ সর্ব্বলোকৈকপূজিতাঃ। বেদশাস্ত্রার্থনিপুণা যজনে যাজনে রতাঃ ॥ ২৪২ ॥ সদাচারাঃ সুরূপাশ্চ তুন্দিলা দীর্ঘদর্শিনঃ। শীহোরী চাত্র বৈ দেবী কুলদেবী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৪৩ ॥ ষট্চত্বারিংশকং স্থানং মোটানাম্না প্রকাশিতম্। গোতীয়ানামসংজ্ঞা তু কুশগোত্রমিহাস্তি চ ॥ ২৪৪ ॥ বিশ্বামিত্রং প্রথমং চৈব দ্বিতীয়ং দেবরাতকম্। তৃতীয়মৌদলং চৈব প্রবরত্রিতয়ন্ত্বিদম্ ॥ ২৪৫ ॥ যক্ষিণী চাত্র বৈ দেবী রাক্ষসানাং প্রভঞ্জনী। অস্মিন্ বংশে চ যে জাতা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মতৎপরাঃ ॥ ২৪৬ ॥ ধর্ম্মে মতিপ্রবৃত্তাশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রেষু নিষ্ঠিতাঃ ॥ ২৪৭ ॥ সপ্তচত্বারিংশকঞ্চ সংস্থানং পরিকীর্ত্তিতম্। বরলীয়াখ্যসংস্থানং পবিত্রং পরমং মতম্ ॥ ২৪৮ ॥ ভারদ্বাজং তথা গোত্রং প্রবরাণি তথৈব চ। যক্ষিণী চাত্র বৈ দেবী কুলদেবী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৪৯ ॥ আঙ্গিরসং বার্হস্পত্যং ভারদ্বাজং তৃতীয়কম্। অস্মিন্ বংশে চ যে জাতাঃ ব্রাহ্মণা পূতমূর্ত্তয়ঃ ॥ ২৫০ ॥ যেষাং বাক্যোদকেনৈব শুধ্যন্তি পাপিনো নরাঃ ॥ ২৫১ ॥ দুধিয়াখ্যং পরং স্থানং গোত্রদ্বিতয়মেব চ। ধারণসং তথা গোত্রমাঙ্গিরসকমেব চ ॥ ২৫২ ॥ অগস্তিদার্ঢ্যচ্যুত ইধ্মবাহনসংজ্ঞকম্। ছত্রায়ী চ মহাদেবী দ্বিতীয়ং প্রবরং শৃণু ॥ ২৫৩ ॥ আঙ্গিরসাম্বরীষৌ চ যৌবনাশ্বস্তৃতীয়কঃ। জ্ঞানজা শেবলা চৈব জ্ঞানদা সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ২৫৪ ॥ অস্মিন্ বংশে সমুৎপন্না বাড়বা দুঃসহা নৃপ। মদোৎকটা মহাকায়াঃ প্রলম্বাশ্চ মদোদ্ধতাঃ ॥ ৫৫ ॥ ক্লেশরূপাঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ। বহুভুগ্ধনিনো দক্ষাঃ দ্বেষপাপবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ২৫৬ ॥ হাসালাসং প্রবক্ষ্যামি স্বস্থানং চাত্র সংস্কৃতম্। শাণ্ডিল্যগোত্রং চৈবাত্র প্রবরৈঃ পঞ্চভির্বৃতম্ ॥ ২৫৭ ॥ ভার্গবচ্যবনাপ্নুবানৌর্ব্বং বৈ জামদগ্ন্যকম্। যক্ষিণী চাত্র বৈ দেবী পবিত্রা পাপনাশিনী ॥ ২৫৮ ॥ অস্মিন্ বংশে চ যে জাতা ব্রাহ্মণাঃ স্থূলদেহিনঃ। লম্বোদরা লম্বকর্ণা লম্বহস্তা মহাদ্বিজাঃ ॥ ২৫৯ ॥ অরোগিণঃ সদা দেবাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ॥ ২৬০ ॥ বৈহালাখ্যঞ্চ সংস্থানং পঞ্চাশত্তমমেব হি। কুশগোত্রং তথা চৈব দেবী চাত্র মহাবলা ॥ ২৬১ ॥ অস্মিন্ গোত্রে ভবা বিপ্রা দুষ্টাঃ কুটিলগামিনঃ। ধনিনো ধর্ম্মনিষ্ঠাশ্চ

আমি বলিয়াছি। এই বংশোৎপন্ন বিপ্রগণ সুখবাসী, স্থূল, জ্ঞানী, সর্ব্বকর্ম্মনিরত, সকলেই ধর্ম্মবিশ্বাসী, সকলেই সর্ব্বলোকের পূজিত, বেদশাস্ত্রার্থে সুনিপুণ, যজনযাজনে নিরত, সুরূপ, তুন্দিল ও দীর্ঘদর্শী; শীহোরীনাম্নী দেবী ইহাঁদের কুলদেবী। এই পঞ্চ চত্বারিংশ স্থান বলা হইল। এক্ষণে মোটানামক ষট্চত্বারিংশ স্থানের কথা বলা যাইতেছে। অত্রত্য ব্রাহ্মণগণ গোতীয়া নামে অভিহিত। ইহাঁরা কুশগোত্র এবং তিনপ্রবরবিশিষ্ট। প্রবরত্রয় যথা—বিশ্বামিত্র, দেবরাত ও ঔদল। রাক্ষসনাশিনী যক্ষিণী ইহাঁদের গোত্রদেবী। এই বংশোৎপন্ন বিপ্রগণ ব্রহ্মতৎপর, ধর্ম্মপ্রবৃত্তিশালী, ও ধর্ম্মশাস্ত্রনিষ্ঠ। ষট্চত্বারিংশ স্থান বিবৃত হইল। এক্ষণে সপ্তচত্বারিংশ স্থানের কথা কীর্ত্তন করা যাইতেছে। বরলীয়াখ্য স্থান পরম পবিত্র। অত্রত্য ব্রাহ্মণগণ প্রবরত্রয়যুত ভরদ্বাজগোত্রীয়। ইহাঁদের কুলদেবীর নাম যক্ষিণী। প্রবরত্রয় যথা—আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও ভারদ্বাজ। এই বংশীয় ব্রাহ্মণগণ পূতদেহ; ইহাঁদের বাক্যোদক দ্বারাই পাপিগণ শুদ্ধিলাভ করে। এই সপ্তচত্বারিংশ স্থান বর্ণিত হইল। দুধীয়ানামক পরম স্থানে ধারণস ও আঙ্গিরসক এই উভয়গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বাস। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত গোত্রের তিন প্রবর যথা—অগস্তি, দার্ঢ্যচ্যুত ও ইধ্মবাহন। এই গোত্ররক্ষিণী দেবীর নাম মহাদেবী ছত্রায়ী। দ্বিতীয় গোত্রের প্রবরত্রয় শ্রবণ কর।—আঙ্গিরস, অম্বরীষ ও যৌবনাশ্ব। জ্ঞানদা ও শেবলাদেবী ইহাঁদের গোত্রদেবী। জ্ঞানজা সর্ব্বদেহীরই জ্ঞানদায়িনী। এই বংশোপন্ন বিপ্রগণ দুঃসহ, মদোৎকট, মহাকায়, প্রলম্ব, মদোদ্ধত, ক্লিষ্টমূর্ত্তি, কৃষ্ণবর্ণ, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, বহুভোজী, ধনী, দক্ষ, এবং দ্বেষ ও পাপবর্জ্জিত। এই অষ্টচত্বারিংশ স্থান বর্ণিত হইল। এক্ষণে হাসোলাসাখ্য প্রসিদ্ধ স্বস্থানের কথা বলিতেছি। এখানে পঞ্চপ্রবরশালী শাণ্ডিল্যগোত্রীয়গণের বাস। প্রবর যথা—ভার্গব, চ্যবন, আপ্নুবান্, ঔর্ব্ব ও জামদগ্ন্য। ইহাঁদের গোত্রদেবী পাপহারিণী পবিত্রা যক্ষিণী। এই বংশজাত ব্রাহ্মণগণ স্থূলদেহ, লম্বোদর, লম্বকর্ণ, লম্বহস্ত, মহাদ্বিজ, অরোগী, এবং সতত সত্যব্রত-পরায়ণ। এই উনপঞ্চাশত্তম স্থান উক্ত হইল। পঞ্চাশত্তম স্থানের নাম বৈহাল। অত্রত্য ব্রাহ্মণেরা কুশগোত্র। ইহাঁদের গোত্রদেবীর নাম মহাবলা। ২৪০—২৬০। এই বংশজাত বিপ্রগণ দুষ্ট, কুটিলগামী, ধনী, ধর্ম্মনিষ্ঠ,

বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ॥ ২৬২ ॥ দানভোগরতাঃ সর্ব্বে শ্রৌতে চ কৃতবুদ্ধয়ঃ ॥ ২৬৩ ॥ অসালা পরমং স্থানং প্রবরত্রয়মেব হি। কুশঞ্চ ধারণঞ্চৈব প্রবরাণি ক্রমেণ তু ॥ ২৬৪ ॥ বিশ্বামিত্রো দেবরাতো দেবলস্তু তৃতীয়কঃ। জ্ঞানজা চ তথা দেবী গোত্রদেবী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৬৫ ॥ নালোলা পরমং স্থানং দ্বিপঞ্চাশত্তমং কিল। বৎসগোত্রং তথা খ্যাতং দ্বিতীয়ং ধারণসং তথা ॥২৬৬॥ প্রবরাশ্চৈব পূর্ব্বোক্তা দেব্যুক্তা পূর্ব্বমেব হি। অস্মিন্ বংশে চ যে জাতাঃ পবিত্রাঃ পরমা মতাঃ ॥ ২৬৭ ॥ বহুনোক্তেন কিং বিপ্রাঃ সর্ব্ব এবাত্র সত্তমাঃ। সর্ব্বে শুদ্ধা মহাত্মানঃ সর্ব্বে কুলপরম্পরাঃ ॥ ২৬৮ ॥ দেহোলং পরমং স্থানং ব্রাহ্মণানাং পরন্তপ। কুশবংশোদ্ভবা বিপ্রাস্তত্র জাতা নৃসত্তম। পূর্ব্বোক্তপ্রবরাণ্যেব দেবী পূর্ব্বোদিতা ময়া ॥ ৬৯ ॥ তস্মিন্ গোত্রে দ্বিজা জাতাঃ পূর্ব্বোক্তগুণশালিনঃ ॥ ২৭০ ॥ সোহাসীয়াপুরং স্থানং গোত্রদ্বিতয়মেব হি। ভারদ্বাজস্তথা খ্যাতং গোত্রং বৎসং তথৈব চ ॥ ২৭১ ॥ যক্ষিণী জ্ঞানজা চৈব সিহোলী চ যথাক্রমম্। এতদ্বংশপরীক্ষা চ পূর্ব্বোক্তা নৃপসত্তম ॥ ২৭২ ॥ পঞ্চপঞ্চাশকং স্থানং প্রবক্ষ্যামি তবাধুনা। নাম্না সংহালিয়াস্থানং দত্তং রামেণ বৈ পুরা ॥ ২৭৩ ॥ তত্র বৈ কুৎসগোত্রস্থা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবর্চ্চসঃ। স্বধর্ম্মনিরতা নিত্যাঃ স্বকর্ম্মনিরতাশ্চ তে ॥ ২৭৪ ॥ আঙ্গিরসাম্বরীষৌ চ যৌবনাশ্বমতঃ পরম্। শান্তা চৈবাত্র বৈ দেবী শান্তিকর্ম্মণি শান্তিদা ॥ ২৭৫ ॥ এবং ময়া তে গোত্রাণি স্থানান্যপি তথৈব চ। প্রবরাণি তথৈবাত্র ব্রাহ্মণানাং পরন্তপ ॥ ২৭৬ ॥ অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি ত্রৈবিদ্যানাং পরন্তপ। স্বস্থানঞ্চ ময়া প্রোক্তং যথানুক্রমেণ তু ॥ ২৭৭ ॥ শীলয়াঃ প্রথমং স্থানং মণ্ডোরা চ দ্বিতীয়কম্। এবড়ী চ তৃতীয়ং হি গুন্দয়াণা চতুর্থকম্ ॥ ২৭৮ ॥ পঞ্চমং কল্যাণীয়া দেগামা ষষ্ঠকং তথা। নায়কপুরা সপ্তমঞ্চ ডলীয়া চাষ্টমং তথা ॥ ২৭৯ ॥ কড়োব্যা নবমং চৈব কোহাটোয়া দশমং তথা। হরড়ীয়ৈকাদশঞ্চৈব ভড়ুকীয়া দ্বাদশং তথা ॥ ২৮০ ॥ সম্প্রাণাবা তথা চাত্র কন্দরাবা প্রকীর্ত্তিতম্। বাসরোবা ত্রয়োদশং শরগুাবা চতুর্দ্দশম্ ॥১৮১॥ লোলাবণা পঞ্চদশং বারোলা ষোড়শং তথা। নাগলপুরা ময়া চাত্র উক্তং সপ্তদশং তথা ॥২৮২॥ ব্রহ্মোবাচ। চাতুর্ব্বিদ্যাস্ত যে বিপ্রা নাগতাঃ পুনরাগতাঃ। বসতিং তত্র

বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ, দানভোগরত এবং সকলেই শ্রৌতক্রিয়ায় তৎপর। এই পঞ্চাশত্তম স্থান ব্যাখ্যাত হইল। আশালী একটী পরম স্থান। এখানে কুশ ও ধারণগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বাস। তাঁহাদের প্রবর যথা,—বিশ্বামিত্র, দেবরাত, দেবল। দেবী জ্ঞানজা ইহাঁদের গোত্রদেবী বলিয়া উল্লিখিত। এই একপঞ্চাশত্তম স্থান বিবৃত হইল। দ্বিপঞ্চাশত্তম স্থানের নাম নালোলা। এখানে বৎস ও ধারণমতগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বাস। ইহাঁদের প্রবর এবং গোত্রদেবীর নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই বংশোৎপন্ন বিপ্রগণ পরম পবিত্র। অধিক কি বলিব ? এই বংশীয় সমস্ত ব্রাহ্মণই সাধুসত্তম, বিশুদ্ধ, মহাত্মা এবং সকলেই কুলপরম্পার অনুবর্ত্তী। হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণাধ্যুষিত দেহোল নামক স্থান পরম-পবিত্র। তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ কুশবংশোদ্ভব। তাঁহাদের দেবী এবং প্রবর পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ঐ গোত্রজাত দ্বিজগণ পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণের ন্যায় গুণশালী। ইহাই ত্রিপঞ্চাশ স্থানের বিবৃতি। সোহাসীয়াপুরস্থ ব্রাহ্মণগণ ভরদ্বাজ ও বাৎসগোত্রীয়। যক্ষিণী জ্ঞানজা ও সীহোলী দেবী যথাক্রমে উহাঁদের গোত্রদেবী। এই তিনবংশের লক্ষণ পূর্ব্বোক্তরূপে জ্ঞাতব্য। এই চতুঃপঞ্চাশ স্থান উল্লিখিত হইল। অধুনা তোমার নিকট পঞ্চপঞ্চাশ স্থানের কথা বলিতেছি। পূর্ব্বে রামচন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে সংহালীয়ানামক স্থান প্রদান করেন। তথায় ব্রহ্মতুল্যতেজা কুৎসগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের বাস। তাঁহারা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও নিত্য স্ব স্ব কর্ম্মনিরত তাঁহাদের তিন প্রবর—আঙ্গিরস, অম্বরীষ ও যৌবনাশ্ব। শান্তিকর্ম্মে শান্তিপ্রদ শান্তাদেবী তাঁহাদের গোত্রদেবী। ইহাই পঞ্চ-পঞ্চাশস্থানের বিবৃতি। হে পরন্তপ! এই আমি ব্রাহ্মণগণের গোত্র,স্থান ও প্রবর সকল কীর্ত্তন করিলাম ;২৬১—২৭৬। অতঃপর যথাক্রমে ত্রৈবিদ্যগণের স্বস্ব স্থানসংজ্ঞা বর্ণন করিতেছি। প্রথম স্থান শিলায়া, দ্বিতীয় মণ্ডরা, তৃতীয় এবড়ী, চতুর্থ গুন্দয়াণা, পঞ্চম কল্যাণীয়া, ষষ্ঠ দেগামা, সপ্তম নায়কপুরা, অষ্টম ডলীয়া, নবম কড়োব্যা, দশম পোহাটোয়া, একাদশ হরড়ীয়া, দ্বাদশ ভুড়ুকীয়া। এই স্থান সমপ্রাণাবা অথবা কন্দরাবা নামেও কীর্ত্তিত। ত্রয়োদশ বাসরোবা, চতুর্দ্দশ শরগুাবা, পঞ্চদশ লোলাসনা, ষোড়শ বারোলা, এবং সপ্তদশ স্থান নাগোলপুরা। ব্রহ্মা কহিলেন,—চাতুর্ব্বিদ্য ব্রাহ্মণগণ ত্রৈবিদ্যদিগের সহিত একযোগে গমন করিয়াও

রম্যে চ চক্রিরে তে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৮৩ ॥ চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাকরামশাসনলিপ্সয়া। হনূমন্তং প্রতি গতা ব্যাবৃত্তাঃ পুনরাগতাঃ ॥ ২৮৪ ॥ তেষাং দোষাৎ সমস্তাস্তে স্থানভ্রংশত্বমাগতাঃ। কিয়ৎকালে গতে তেষাং বিরোধঃ সমপদ্যত ॥ ২৮৫ ॥ ভিন্নাচারা ভিন্নভাষা বেশসংশয়মাগতাঃ। পঞ্চদশসহস্রাণি মধ্যে যে কে চ বাড়বাঃ ॥ ২৮৬ ॥ কৃষিকর্ম্মরতা আসন্ কেচিদ্‌যজ্ঞপরায়ণাঃ। কেচিন্মল্লাশ্চ সঞ্জাতাঃ কেচিদ্বৈ বেদপাঠকাঃ ॥ ২৮৭ ॥ আয়ুর্ব্বেদরতাঃ কেচিৎ কেচিদ্রজকযাজকাঃ। সন্ধ্যাস্নানপরাঃ কেচিন্নীলীকর্ত্তপ্রযাজকাঃ ॥ ২৮৮ ॥ তক্ষকদযাচনরতা- স্তন্তুবায়াদিযাজকাঃ। কলৌ প্রাপ্তে দ্বিজা ভ্রষ্টা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২৮৯ ॥ শূদ্রেষু জাতিভেদঃ স্যাৎ কলৌ প্রাপ্তে নরাধিপ। ভ্রষ্টাচারাঃ পরং জ্ঞাত্বা জ্ঞাতিবন্ধেন পীড়িতাঃ ॥২৯০॥ ভোজনাচ্ছাদনে রাজন্ পরিত্যক্তা নিজৈর্জনৈঃ। ন কোঽপি কন্যাং বিবহেৎ সংসর্গেণ কদাচন। ততস্তে বণিজো রাজংস্তৈলাকারাঃ কলৌ কিল ॥ ২৯১ ॥ কেচিচ্চ কলকারাশ্চ কেচিত্তণ্ডুলকারিণঃ। রাজপুত্রাশ্রিতাঃ কেচিন্নানাবর্ণসমাশ্রিতাঃ। কলৌ প্রাপ্তে তু বণিজো ভ্রষ্টাঃ কেঽপি মহীতলে ॥ ২৯২ ॥ তেষাং তু পৃথগাচারাঃ সম্বন্ধাশ্চ পৃথক্‌কৃতাঃ। সীতাপুরে চ বসতিঃ কেষাঞ্চিৎ সমজায়ত ॥ ২৯৩ ॥ সাভ্রমত্যাস্তটে কেচিদ্‌যত্র কুত্র ব্যবস্থিতাঃ। সীতাপুরাত্তু যে পূর্ব্বং ভয়ভীতাঃ সমাগতাঃ ॥ ২৯৪ ॥ সাভ্রমত্যুত্তরে কূলে শ্রীক্ষেত্রে যে ব্যবস্থিতাঃ। যদা তেষাং পদং স্থানং দত্তং বৈ সুখবাসকম্ ॥ ২৯৫ ॥ পুনস্তেঽপি গতাঃ সদ্যস্তস্মিন্ সীতাপুরে স্বয়ম্। পঞ্চপঞ্চাশদ্‌গ্রামাশ্চ দত্তাস্তু পুনরাগমে ॥ ২৯৬ ॥ রামেণ মোঢ়বিপ্রাণাং নিবাসাংস্তেষু চক্রিরে। বৃত্তিবাহ্যাস্তু যে বিপ্রা ধর্ম্মারণ্যান্তরস্থিতাঃ ॥ ২৯৭ ॥ নাস্মাকং বণিজাং বৃত্তৌ গ্রামবৃত্তৌ ন কিঞ্চন। প্রয়োজনং হি বিপ্রেন্দ্রা বাসোঽস্মাকং তু রোচতে ॥ ২৯৮॥ ইত্যুক্তে সমনুজ্ঞাতাস্ত্রৈবিদ্যৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ। তেষু গ্রামেষু তে বিপ্রাশ্চাতুর্ব্বিদ্যা দ্বিজোত্তমাঃ ॥

গেল না। সেই রম্য স্থানেই বাস করিতে লাগিল এবং রামদত্ত চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যক গ্রাম প্রাপ্তির প্রত্যাশায় হনুমানের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াও প্রত্যাগত হইয়াছিল। তাহারা তাহাদের নিজের দোষেই স্থানভ্রষ্ট হয়। কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। তাহারা ভিন্নাচার, ভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন বেশধারী হইয়া পড়িল। ঐ সকল ব্রাহ্মণ সংখ্যায় পঞ্চদশ সহস্র। কলির প্রারম্ভে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কৃষিকর্ম্মরত, কেহ যজ্ঞনিষ্ঠ, কেহ মল্লবিদ্যায় অভ্যস্ত, কেহ বেদাধ্যায়ী, কেহ কেহ আয়ুর্ব্বেদরত, কেহ কেহ রজকযাজক, কেহ সন্ধ্যা ও স্নানতৎপর, কেহ কেহ, রঙ্গকারযাজী কেহ কেহ তক্ষকর্ত্তা, কেহ কেহ যাচঞাপরায়ণ এবং কেহ কেহ তন্তুবায়- যাজক হইবেন। নৃপবর! কলিতে শূদ্রদিগের মধ্যে জাতিভেদ ঘটিবে। নিজেরা ভ্রষ্টাচার হইয়াও অপরকে ভ্রষ্টাচার জ্ঞানে সমাজবন্ধনে পীড়িত করিবে। ভোজনে এবং আচ্ছাদনব্যাপারে নিজ জনেরাই নিজ জনকে পরিত্যাগ করিবে। কেহই কখন সম্বন্ধানুসারে বিবাহ করিবে না, ফলে বিবাহে যথেচ্ছ মতই প্রচলিত হইবে। তৎকালে বণিক্- দিগের মধ্যেও ঐরূপ কালপ্রভাব লক্ষিত হইল। হে রাজন! তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কলিতে তৈলকার, কেহ কেহ স্বর্ণ ও রৌপ্যকার, কেহ তণ্ডুলকার, কেহ কেহ রাজপুত্রাশ্রিত এবং কেহ কেহ অপর নানবর্ণাশ্রিত হইল। কলিতে এইরূপে সেই বণিকগণের মধ্যে অনেকেই স্বস্ব বৃত্তি হইতে বিচ্যুত হইল। তাহাদের আচার ও সম্বন্ধ পৃথক্ হওয়ায় তাহারা সম্পূর্ণই পৃথক্ হইয়া পড়িল। বণিক্‌দিগের মধ্যে কেহ কেহ সীতাপুরে এবং কেহ কেহ বা সাভ্রমতীর তটের যে কোন স্থানে বাস করিতে লাগিল। কতক- গুলি বণিক্ ভয়ভীত হইয়া সীতাপুরের পূর্ব্বে সাভ্রমতীর উত্তরকূলে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিল; পরন্তু যখন তাহাদিগকে সুখভোগ্য বাস- স্থান প্রদত্ত হইল, তখন তাহারা সীতাপুরে পুনরায় বসবাস করিতে লাগিল। রামচন্দ্র পুনঃ প্রত্যাগত মোঢ়বিপ্রদিগকে পঞ্চপঞ্চাশৎ গ্রাম প্রদান করেন। তাঁহারা সেই গ্রামেই বাস করিয়াছিলেন। যে সকল বিপ্র বৃত্তিবাহ্য হইয়া ধর্ম্মারণ্যের অন্তত্র বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহারা ত্রৈবিদ্য দ্বিজগণকে জানাইয়াছিলেন যে, হে বিপ্রেন্দ্রগণ! বণিগ্‌বৃত্তি বা গ্রামবৃত্তিতে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা যে স্থানে বাস করিতেছি, সেই বাসস্থানই আমা- দের রুচিকর।২৭৭--২৯৮। তাহারা এই কথা কহিলে, ত্রৈবিদ্য বিপ্রবরগণ তাহাতেই অনুমোদন করেন। তখন চাতুর্ব্বিদ্য বিপ্রগণ আপনাদের মনোনীত

২৯৯॥ স্বকর্ম্মনিরতাঃ শান্তাঃ কৃষিকর্ম্মপরায়ণাঃ। ধর্ম্মারণ্যান্নাতিদূরে ধেনূঃ সঞ্চারয়ন্তি তে ॥ ৩০০॥ বহবস্তত্র গোপালা বভূবুর্দ্বিজবালকাঃ। চাতুর্ব্বিদ্যাস্তু শিশবস্তেষাং ধেনূরচারয়ন্। তেষাং ভোজনকামায় অন্নপানাদিসৎকৃতম্ ॥ ৩০১॥ অনয়ন্ বৈ যুবতয়ো বিধবা অপি বালকাঃ॥ ৩০২॥ কালেন কিয়তা রাজং-স্তেষাং প্রীতিরভূন্মিথঃ। গোপালা বুভুজুঃ প্রেম্ণা কুমার্য্যো দ্বিজবালিকাঃ॥ ৩০৩॥ জাতাঃ সগর্ভাস্তাঃ সর্ব্বা দৃষ্টাস্তৈর্দ্বিজসত্তমৈঃ। পরিত্যক্তাশ্চ সদনাদ্ধিক্-কৃতাঃ পাপকর্ম্মণা॥ ৩০৪॥ তেভ্যো জাতাঃ কুমারা যে কাতীভা গোলকাস্তথা। ধেনুজাস্তে ধরালোকে খ্যাতিং জগ্মুর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩০৫॥ বৃত্তিবাহ্যাস্তু তে বিপ্রা ভিক্ষাং কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ। অন্যচ্চ শ্রূয়তাং রাজংস্ত্রৈবিদ্যানাং দ্বিজন্মনাম্ ॥ ৩০৬॥ কুষ্ঠী কোঽপি তথা পঙ্গুর্মূর্খো বা বধিরোঽপি বা। কাণো বাপ্যথ কুব্জো বা বদ্ধবাগথবা পুনঃ॥ ৩০৭॥ অপ্রাপ্তকন্যকা হ্যেতে চাতুর্ব্বিদ্যান্ সমাশ্রিতাঃ। বিত্তেন মহতা রাজন্ সুতাস্তেষাং কুমারিকাঃ॥৩০৮॥ উদ্বাহিতাস্তদা রাজংস্তস্মাজ্জাতার্ভকাস্তু যে। ত্রিদলজাস্তে বিখ্যাতাঃ ক্ষিতিলোকেঽভবংস্ততঃ॥ ৩০৯॥ বৃত্তিং চক্রুর্ব্রাহ্মণাস্তেঽন্যোন্যং মিশ্রসমুদ্ভবাঃ। অন্যচ্চ শ্রূয়তাং রাজংস্ত্রৈবিদ্যানাং দ্বিজন্মনাম্॥৩১০॥ রামদত্তেন গ্রামেণ করগ্রহণহেতবে। একীভূয় দ্বিজৈঃ সর্ব্বৈর্গ্রামং প্রাদায় তং বলিম্॥ ৩১১॥ অর্দ্ধং নিবেদয়ামাসুরর্দ্ধং চৈববোপরক্ষিতম্। এতল্লব্ধং হি মত্বানাস্তে দ্বিজা লৌল্যভাগিনঃ॥ ৩১২॥ মহাস্থানগতা যে চ তে হি বিস্ময়মাযযুঃ। তন্মধ্যে কোঽপি বিপ্রস্তানুবাচ কুপিতো বচঃ॥ ৩১৩॥ বিপ্র উবাচ। অনৃতং চৈব ভাষন্তে লৌল্যেন মহতা বৃতাঃ। পুত্রপৌত্রবিনাশায় ব্রহ্মস্বেষতিলোলুপাঃ॥ ৩১৪॥ ন বিষং বিষমিত্যাহুর্ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে। বিষমেকাকিনং হন্তি ব্রহ্মস্বং পুত্রপৌত্রকম্॥ ৩১৫॥ ব্রহ্মস্বেন চ দগ্ধেষু পুত্রদারগৃহাদিষু। ন চৈব তেঽপি তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মস্বেন বিনাশিতাঃ॥ ৩১৬॥ ন নাকং

সেই সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তথায় থাকিয়া কেহ কেহ স্বকর্ম্মনিষ্ঠ, কেহ কেহ কর্ম্মগুণাবলম্বী এবং কেহ কেহ বা কৃষিকর্ম্মে তৎপর হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে বহু দ্বিজবালক গোপাল হইয়া ধর্ম্মারণ্যের অনতিদূরে ধেনু চরাইতে লাগিল। চাতুর্ব্বিদ্য বালকগণ আবার গোপালদিগের ধেনুচারণে যোগদান করিল। যুবতী বিধবাগণ ও বালিকাগণ তাহাদের ভোজনের জন্য অন্নপানাদি সৎকার গোচারণস্থলে পৌছাইয়া দিতে লাগিল। হে রাজন্! কিয়ৎকাল পরে তাহাদের মধ্যে পরস্পর প্রীতিসঞ্চার হইল। গোপালগণ প্রেমবশে দ্বিজকুমারীদিগকে ভোগ করিতে লাগিল। তাহাতে তাহারা গর্ভবতী হইল। দ্বিজপ্রধানগণ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তাহাদের ঐ পাচারণের জন্য ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। গোপালদিগের ঔরসে যে সকল কাতীভ ও গোলক সন্তান জন্মিল, তাহারা ধরামণ্ডলে ধেনুজনামে খ্যাতি লাভ করিল। ঐ সকল বৃত্তিবাহ্য বিপ্র নিত্য নিত্য ভিক্ষাটনে জীবন যাপন করিতে লাগিল। এক্ষণে ত্রৈবিদ্য বিপ্রগণের অপর বিবরণ শ্রবণ করুন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কুষ্ঠী, কেহ পঙ্গু, কেহ বধির, কেহ কাণ, কেহ কুব্জ এবং কেহ বা মুক হইল। তাহারা বিবাহার্থ কন্যা না পাইয়া চাতুর্ব্বিদ্য বিপ্রগণের আশ্রয় গ্রহণ করিল। হে রাজন্! অনন্তর প্রচুর বিত্তবিনিময়ে তাহাদের কন্যা আনিয়া ঐ সকল বিপ্র স্ব স্ব পুত্রদিগের সহিত বিবাহ দিতে লাগিলেন। এইরূপ বিবাহের ফলে যে সকল পুত্র জন্মিল, তাহারা ভূতলে ত্রিদলজ নামে খ্যাত হইল। সেই মিশ্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণ পরস্পর মিশ্রবৃত্তিই অবলম্বন করিল। হে রাজন্! ত্রৈবিদ্য বিপ্রগণের অপর এক বিবরণ শ্রবণ করুন। তাঁহারা রামপ্রদত্ত গ্রামের করগ্রহণের জন্য সম্মিলিত হইতেন এবং যে কর আদায় হইত, তাহার অর্দ্ধাংশের ভাগ অপর পক্ষকে প্রদান করিতেন এবং অপর অর্দ্ধাংশ নিজেরাই অগ্রে রাখিয়া দিতেন। ঈষৎপরিমাণ কর লব্ধ হয় মনে করিয়া মহাস্থানবাসী লোভপরতন্ত্র দ্বিজগণ বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন তাঁহাদের মধ্য হইতে কোন বিপ্র কুপিত হইয়া বলিলেন,—উহারা অত্যন্ত লোভবশে মিথ্যা কথা কহিতেছে। স্ব স্ব পুত্রপৌত্রদিগের নাশের জন্যই উহারা ব্রহ্মস্বে লোলুপ হইয়াছে। প্রকৃত বিষকে বিষ বলা হয় না; ব্রহ্মস্বই বিষ বলিয়া অভিহিত। বিষ মাত্র এক পুরুষকে বিনাশ করে; কিন্তু ব্রহ্মস্ব পুত্র-পৌত্রাদিকেও বিনাশ করিয়া থাকে। ২৯৯—৩১৫। ব্রহ্মস্ব দ্বারা পুত্র-দার-গৃহাদি দগ্ধ হইয়া যায়, তখন ব্রহ্মস্বহারীরাও তিষ্ঠিতে পারে না; বিনষ্ট হইয়া যায়।

লভতে সোঽথ সদা ব্রহ্মস্বহারকঃ। যদা বরাটিকাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য হরন্তি যে॥ ৩১৭॥ ততো জন্মত্রয়াণ্যেব হর্ত্তা নিরয়মাব্রজেৎ। পূর্ব্বজা নোপভুঞ্জন্তি তৎপ্রদত্তং জলং ক্বচিৎ॥ ৩১৮॥ ক্ষয়াহে নোপভুঞ্জন্তি তস্য পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ। সন্ততিং নৈব লভতে লভ্যমানা ন জীবতি॥ ৩১৯॥ যদি জীবতি দৈবাচ্চেদ্ভ্রষ্টাচারো ভবেদিতি॥ ৩২০॥ একাদশ-বিপ্রা ঊচুঃ। নাসত্যং ভাষিতং বিপ্রাঃ কথং দূষয়সে হি নঃ। অপরাধং বিনা কস্য কটূক্তির্যুজ্যতে কিল॥ ৩২১॥ তচ্ছ্রুত্বা তৈর্দ্বিজৈঃ পার্থ গ্রামগ্রাহয়িতা বণিক্। পরিপৃষ্টঃ স তৎসর্ব্বং কথয়ামাস কারণম্॥ ৩২২॥ বণিগ্ভিরেব মে দত্তো বলিশ্চ দ্বিজসত্তমাঃ। তৎসর্ব্বং শুদ্ধভাবেন কথিতস্তু দ্বিজন্মসু॥ ৩২৩॥ ততোঽর্দ্ধদলং জ্ঞাত্বা তে কুপিতা দ্বিজপুত্রকাঃ। বৃত্তের্ব্বহিষ্কৃতাস্তে বৈ একাদশ দ্বিজাস্ততঃ॥ ৩২৪॥ একাদশসমা জ্ঞাতির্বিখ্যাতা ভুবনত্রয়ে। ন তেষাং সহ সম্বন্ধো ন বিবাহশ্চ জায়তে॥ ৩২৫॥ একাদশসমা যে চ বহির্গ্রামে বসন্তি তে। এবং ভেদাঃ সমভবন্নানা মোঢ়দ্বিজন্মনাম্। যুগানুসারাৎকালেন জ্ঞাতীনাঞ্চ বৃষস্য বা॥ ৩২৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে জ্ঞাতিভেদবর্ণনং নামৈকোন-চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৯॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। জ্ঞাতিভেদে তু সঞ্জাতে তস্মিন মোহেরকে পুরে। ত্রৈবিদ্যৈঃ কিং কৃতং ব্রহ্মংস্তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ॥ ১॥ ব্রহ্মোবাচ। স্বস্থানে বাড়বা সর্ব্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ। অগ্নিহোত্রপরাঃ কেঽপি কেঽপি যজ্ঞপরায়ণাঃ॥ ২॥ কেঽপি চাগ্নিসমাধানাঃ কেঽপি স্মার্ত্তা নিরন্তরম্। পুরাণন্যায়বেত্তারো বেদবেদাঙ্গবাদিনঃ॥ ৩॥ সুখেন স্বান্ সদাচারান্ কুর্ব্বন্তো ব্রহ্মবাদিনঃ। এবং ধর্ম্মসমাচারান্ কুর্ব্বতাং কুশলাত্মনাম্॥ ৪॥ স্থানাচারান্ কুলাচারানধিদেব্যাশ্চ ভাষিতান্। ধর্ম্মশাস্ত্রস্থিতং সর্ব্বং কাজেশৈকদিতঞ্চ যৎ॥ ৫॥ পরম্পরাগতং ধর্ম্মমূচুস্তে বাড়বোত্তমাঃ॥

ব্রহ্মস্বহারকের স্বর্গগতি হয় না। যাহারা ব্রাহ্মণের বরাটিকা মাত্র হরণ করে, তাহারা জন্মত্রয় নিরয়মধ্যেই বাস করিয়া থাকে। তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা তৎপ্রদত্ত জল কদাচ উপভোগ করেন না। শ্রাদ্ধাহে তাহার দেয় পিণ্ডোদকাদিও পিতৃগণের উপভোগ্য নহে। সে সন্ততি লাভ করে না, করিলেও তাহা বাঁচিয়া থাকে না। যদি বা দৈবক্রমে বাঁচিয়া থাকে, তবে আচারভ্রষ্ট হয়। একাদশ বিপ্র বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! তোমরা যে এ সকল কথা মিথ্যা বলিতেছ, তা নয়। তবে আমাদিগের প্রতি কেন দোষারোপ করিতেছ? অপরাধ ব্যতীত কাহাকে কটূক্তি করা সঙ্গত নয়। হে পার্থ! তৎশ্রবণে দ্বিজগণ গ্রামগ্রাহয়িতা বণিকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। বণিক্ তাহার সকল কারণই ব্যক্ত করিল; বলিল,—বণিক্গণই আমাকে কর প্রদান করিয়াছে। হে দ্বিজবরগণ! ব্রাহ্মণদিগের এই সকল কথাই বিশদভাবে বলা হইয়াছে। অনন্তর দ্বিজপুত্রগণ সেই ঘটনা জানিয়া কুপিত হইলেন। তখন একাদশ বিপ্রদিগকে বৃত্তিবহিষ্কৃত করা হইল। ত্রিভুবনে তাঁহাদের একাদশসমা জ্ঞাতি বিখ্যাত লাভ করিল; তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ বা বিবাহ কিছুই হইতে লাগিল না, একাদশসমা জ্ঞাতিগণ গ্রামের বহির্ভাগে বাস করিতে লাগিল। এইরূপে যুগানুসারে মোঢ় দ্বিজগণের মধ্যে কালে জ্ঞাতি ও ধর্ম্মসম্বন্ধে নানা ভেদ হইল। ৩১৬—৩২৬।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৯।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—সেই মোহরকপুরে জ্ঞাতিভেদ উপস্থিত হইলে ত্রৈবিদ্যগণ কি করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। ব্রহ্মা কহিলেন,—সেই ব্রাহ্মণেরা হর্ষনির্ভরমনে স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া কেহ কেহ অগ্নিহোত্রপরায়ণ, কেহ কেহ যজ্ঞানুষ্ঠানতৎপর, কেহ কেহ হোমাদি ক্রিয়ানিষ্ঠ এবং কেহ কেহ বা স্মার্ত্তকার্য্যে নিরত রহিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় ব্রাহ্মণ পুরাণ ও ন্যায়শাস্ত্রবেত্তা এবং কেহ কেহ বেদবেদাঙ্গবাদী ছিলেন। সেই সকল ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ মনের সুখে সর্ব্বদা সদাচারপালনে তৎপর হইলেন। সেই মঙ্গলমূর্ত্তি বিপ্রগণ ধর্ম্মাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া স্থানাধিদেবীর নির্দ্দেশমত স্থানাচার ও কুলাচার সকল পালন করিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল উপ-

৬ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। উপাস্তে যশ্চ লিখিতং রক্তপাদন্ত বাড়বাঃ। জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠঃ স বিজ্ঞেয়ো বলির্দেয়স্ততঃ পরম্ ॥ ৭ ॥ রক্তচন্দনং প্রসাধ্যাথ প্রসিদ্ধং স্বকুলং তথা। কুঙ্কুমারক্তপাদৈস্তৈর্গন্ধপুষ্পাদিচর্চ্চিতৈঃ ॥৮॥ সম্ভূয় লিখিতং তচ্চ রক্তপাদং তদুচ্যতে। রামস্ত লেখ্যন্তে সর্ব্বে পূজয়ন্তু সমাহিতাঃ ॥ ৯ ॥ রামস্ত করমুদ্রাঞ্চ পূজয়ন্তু দ্বিজাঃ সদা। যেষাং দোষাঃ সদাচারে ব্যভিচারাদয়ো যদি ॥ ১০ ॥ তেষাং দণ্ডো বিধেয়স্ত য উক্তো বিধিবদ্দ্বিজৈঃ। চিহ্নং ন রামমুদ্রায়া যাবদ্দণ্ডং দদাতি ন ॥ ১১ ॥ বিনা দণ্ডপ্রদানেন মুদ্রাচিহ্নং ন ধার্য্যতে। মুদ্রাহস্তাশ্চ বিজ্ঞেয়া বাড়বা নৃপসত্তম ॥ ১২ ॥ পুত্রে জাতে পিতা দদাচ্ছ্রীমাত্রে তু বলিং সদা। পলানি বিংশতিঃ সর্পির্গুড়ঃ পঞ্চ-পলানি চ ॥ ১৩ ॥ কুঙ্কুমাদিভিরভ্যর্চ্চ্য জাতমাত্রঃ স্মৃতস্তদা। ষষ্ঠে চ দিবসে রাজন্ ষষ্ঠীং পূজয়তে সদা ॥ ১৪ ॥ দদ্যাত্তত্র বলিং সাজ্যং কুর্য্যাদ্ধি বলি-পঞ্চকম্। পঞ্চপ্রস্থান্ বলীন দদ্যাৎ সবস্ত্রান্ শ্রীফলৈ-র্যুতান্ ॥ ১৫ ॥ কুঙ্কুমাদিভিরভ্যর্চ্চ্য শ্রীমাত্রে ভক্তি-পূর্ব্বকম্। বিত্তশাঠ্যং ন কুর্ব্বীত কুলে সন্ততিবৃদ্ধয়ে ॥ ১৬ ॥ তদ্ধি চার্পয়িতা দ্রব্যং বৃদ্ধৌ যদর্পিতং পুনঃ। জন্মনোঽনন্তরং কার্য্যং জাতকর্ম্ম যথাবিধি ॥ ১৭ ॥ বিপ্রানুকীর্ত্তিতা যাত্র বৃত্তিঃ সাপি বিভজ্যতে। প্রথমা লভ্যমানা চ বৃত্তির্বৈ যাবতী পুনঃ ॥ ১৮ ॥ তস্যা বৃত্তেরর্দ্ধভাগো গোত্রদেব্যৈ তু কল্প্যতাম্। দ্বিগুণং বণিজাঞ্চৈব পুত্রে জাতে ভবেদিতি ॥ ১৯ ॥ মাণ্ডলীয়াশ্চ যে শূদ্রাস্তেষামর্ককরং দ্বিদম্। অড়ালজানাং ত্রিগুণং গোভুজানাং চতুর্গুণম্ ॥ ২০ ॥ ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বমস্তচ্চ শূদ্রজাতিষু। যস্ত দোষস্ত হত্যায়াঃ সমুদ্ভূতো বিধের্ব্বশাৎ ॥ ২১ ॥ দণ্ডস্ত বিধিবত্তস্য কর্ত্তব্যো বেদশাস্ত্রিভিঃ। অন্যায়ো ন্যায়বাদী স্যান্নির্দ্দোষে দোষদায়কঃ ॥ ২২ ॥ পঙ্‌ক্তি-ভেদস্য কর্ত্তা চ গোসহস্রবধঃ স্মৃতঃ। বৃত্তিভাগ-বিভজনং তথা ন্যায়বিচারণম্। শ্রীরামদূতকস্যাগ্রে

দেশ আছে এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব পূর্ব্বে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, সেই পরম্পরা-গত ধর্ম্মসম্বন্ধেই আলোচনা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! যিনি রক্তপাদ-সংজ্ঞক লেখ্যপত্রের উপাসনা করেন, তিনিই জ্ঞাতিগণপ্রধান বলিয়া গণ্য; তাঁহাকেই সসম্মানে বলিসকল প্রদান করা কর্ত্তব্য। প্রসিদ্ধ কুল-জাত মহাত্মারা গন্ধধূপাদি-চর্চ্চিত ও কুঙ্কুমারক্ত পদে একত্রিত হইয়া রক্তচন্দনানুলেপন দ্বারা লেখন-কর্ম্ম সমাপন করিলে সেই লেখ্যকে রক্তপাদ-সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। হে দ্বিজগণ! আপনারা সকলেই সমাহিত হইয়া সেই রামচন্দ্রের লেখ্যশাসনের অর্চ্চনা করুন, এবং সতত সেই রামের করমুদ্রার পূজা করুন। সদাচার পালনে যাহাদিগের দোষ ঘটিবে, কিম্বা যে ব্যক্তি ব্যভি-চারাদিকার্য্যে লিপ্ত হইবে, তাহাদিগকে দ্বিজগণ-নির্দ্দিষ্ট দণ্ড প্রদান করা বিধেয়। যে রামমুদ্রাচিহ্ন ধারণ না করিবে, তাহাকেও দণ্ড প্রদান করিতে হইবে; ফলতঃ দণ্ডপ্রদানবিধান প্রবর্ত্তিত না হইলে কেহই মুদ্রাচিহ্ন ধারণ করিবে না। হে নৃপবর! হস্তস্থ মুদ্রাচিহ্নই ব্রাহ্মণগণের অভিজ্ঞান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হউক। পুত্র জন্মিলে পিতা সকল সময়েই শ্রীমাতাকে বলিপ্রদান করিবে। জন্মমাত্রেই সেই সন্তানকে বিংশতিপল ঘৃত, পঞ্চপল গুড় এবং কুঙ্কুমাদি দ্বারা অভ্যর্চ্চিত করিবে। রাজন্! সকল কালেই পুত্রজন্মের ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠী দেবীকে পূজা করিয়া সঘৃত বলি প্রদান করিবে। বস্ত্র ও বিল্বফল-যুক্ত পঞ্চপ্রস্থ বলি সাজাইয়া কুঙ্কুমাদি দ্বারা শ্রীমাতাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনান্তে সেই বলি প্রদান করিবে। কুলের সন্ততিবৃদ্ধি নিমিত্ত এই কার্য্যে বিত্তশাঠ্য করিবে না। বৃদ্ধিকর্ম্মে যে সকল দ্রব্য দান করা হয় নাই, তাহাও এই সময়েই সেই শ্রীমাতাকে প্রদান করিতে হয়। সন্তান জন্মের পর যথাবিধি জাতকর্ম্মও সমাধা করিবে। ১—১৭। দ্বিজগণকীর্ত্তিত যে সমস্ত বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহারও বিভাগের উল্লেখ করিতেছি। প্রথমে যাহা কিছু বৃত্তিলাভ হইবে, তাহার অর্দ্ধভাগ গোত্রদেবীকে দিতে হইবে। এইরূপ পুত্রজন্মে বণিক্‌গণের দ্বিগুণ, মাণ্ডলীয় শূদ্রগণের দ্বাদশাংশ, অড়ালজগণের ত্রিগুণ এবং গোভুজগণের চতুর্গুণ বৃত্তি ব্যবস্থা হইল। এই তো শূদ্রগণের সাধারণ বিধান বলা হইল। এক্ষণে অপর বিধি সকলও বলিতেছি। বিধিবশে যে ব্যক্তি হত্যাদোষে দোষী বলিয়া নিরূপিত হইবে, বেদশাস্ত্রজ্ঞগণ তাহাকে যথাবিধি দণ্ড প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি অন্যায় কার্য্যকে ন্যায্য বলিবে, নির্দ্দোষ জনে দোষারোপ করিবে, কিম্বা পংক্তিভেদ ঘটাইবে, সে সহস্রগোহত্যা-পাপভাগী হইবে। বৃত্তিবিভাগ ও ন্যায্যান্যায্য-বিচারসম্বন্ধে মতভেদ ঘটিলে সেই শ্রীরামদূত হনু-

কর্ত্তব্যমিতি নিশ্চয়ঃ॥ ২৩॥ তস্য পূজাং প্রকুর্ব্বীত তদা কালেঽথবা সদা। তৈলেন লেপয়েত্তস্য দেহে বৈ বিঘ্নশান্তয়ে॥ ২৪॥ ধূপং দীপং ফলং দদ্যাৎ পুষ্পৈর্নানাবিধৈঃ কিল। পূজিতো হনুমানেব দদাতি তস্য বাঞ্ছিতম্॥২৫॥ প্রতিপুত্রন্তু তস্যাগ্রে কুর্য্যান্নান্যত্র কুত্রচিৎ। শ্রীমাতাবকুলস্বামিভাগধেয়ন্তু পূর্ব্বতঃ॥ পশ্চাৎ প্রতিগ্রহং বিপ্রৈঃ কর্ত্তব্যমিতি নিশ্চিতম্। সমাগমেষু বিপ্রাণাং ন্যায়ান্যায়বিনির্ণয়ে॥ ২৭॥ নির্ণয়ং হৃদয়ে ধৃত্বা তত্ৰস্থং শ্রাবয়েদ্দ্বিজান্। কেবলং ধর্ম্মবুদ্ধ্যা চ পক্ষপাতং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২৮॥ সর্ব্বেষাং সম্মতং কার্য্যং তদ্ধাবিকৃতমেব চ। আকারিতস্ততো বিপ্রঃ সভায়াং ভয়মেতি চেৎ॥ ২৯॥ ন তস্য বাক্যং শ্রোতব্যং নির্ণীতার্থ-নিবারণে। যস্য বর্জ্জনন্তু ক্রিয়তে মিলিত্বা সর্ব্ব-বাড়বৈঃ॥ ৩০॥ খানপানাদিকং সর্ব্বং কার্য্যং তেন বিবর্জ্জয়েৎ। তস্য কন্যা ন দাতব্যা তৎসংসর্গী চ তাদৃশঃ॥ ৩১॥ ততো দণ্ডং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বৈরেব দ্বিজোত্তমৈঃ। ভোজনং কন্যকাদানমিতি দাশ-রথের্ম্মতম্॥ ৩২॥ যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে পাপং লঘু স্থূলমথাপি বা। শুষ্কার্দ্রং বসতে চান্নে তস্মাদন্নং পরিত্যজেৎ॥ ৩৩॥ কুর্ব্বংস্তৎপাপভাগী স্যাত্তস্য দণ্ডো যথাবিধি। ন্যায়ং ন পশ্যতে যস্তু শক্তৌ সত্যাং সদা যতঃ॥ ৩৪॥ পাপভাগী স বিজ্ঞেয় ইতি সত্যং ন সংশয়ঃ। উৎকোচং যস্তু গৃহ্ণাতি পাপিনাং দুষ্টকর্ম্মিণাম্। সকলঞ্চ ভবেত্তস্য পাপং নৈবাত্র সংশয়ঃ॥ ৩৫॥ তস্যান্নং গৃহ্যতে নৈব কন্যাপি ন কদাচন। হিতমাচরতে যস্তু পুত্রাণামপি বৈ নরঃ॥ ৩৬॥ স এতান্নিয়মান্ সর্ব্বান্ পালয়েন্নাত্র সংশয়ঃ। এবং পত্রং লিখিত্বা তু বাড়বাস্তে প্রহ-র্ষিতাঃ॥ ৩৭॥ প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে যথা পাপং ন কুর্ব্বতে। ইতি জ্ঞাত্বা তু সর্ব্বে তে ন্যায়ধর্ম্মং প্রচক্রিরে॥ ৩৮॥ ব্যাস উবাচ। কলৌ প্রাপ্তে দ্বিজাঃ সর্ব্বে স্থানভ্রষ্টা যতস্ততঃ। পঙ্কমুৎকলং গ্রহীষ্যন্তি তথা স্যুঃ পক্ষপাতিনঃ॥ ৩৯॥ ভোক্ষ্যন্তে

মানের নিকটেই তাহা মীমাংসা করা যাইবে; ইহাই নিরূপিত রহিল। তৎকালে কিম্বা সদাকালেই তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। বিঘ্নশান্তির জন্য তৈলধারা তাঁহার অঙ্গলেপন করিবে। ধূপ, দীপ, ফল, এবং নানাবিধ পুষ্পাদি উপচারে পূজা করিলে সেই হনুমান্ প্রীত হইয়া পূজককে বাঞ্ছিত প্রদান করেন। প্রত্যেক পুত্রজন্মেই সেই হনুমানের এই-ভাবে অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য; অপর কাহারও অর্চ্চনা না করিলেও ক্ষতি নাই। বিপ্রগণের পক্ষে প্রথমতঃ শ্রীমাতার ও বকুলস্বামীর ভাগ রাখিয়া পরে প্রতি-গ্রহ করা কর্ত্তব্য। ন্যায়ান্যায়বিচার জন্য বিপ্র-গণের সমাজে যাহা ন্যায়ানুমত সিদ্ধান্ত, তাহাই অন্তরে দৃঢ় ধারণাপূর্ব্বক সভাস্থ দ্বিজগণকে কেবল মাত্র ধর্ম্মবুদ্ধিতে তাহা শুনাইবে; পরন্তু সর্ব্বদা পক্ষপাত পরিহার করিবে। অবিকৃত ভাবে সমস্ত ঘটনার যথাযথ আলোচনা করিয়া যাহা সকলের অনুমোদিত, তাহাই করিবে। কোন ব্রাহ্মণকে সভায় আহ্বান করিলে তিনি যদি ভীত হন, তবে সিদ্ধান্ত-নির্ণয় নিমিত্ত তাঁহার কথা শুনিবে না। সমস্ত বিপ্রগণ যাহাকে বর্জ্জন করেন, তাহার সহিত পান-ভোজনাদি সমস্ত ব্যবহার পরিহার করিবে। তাহাকে কন্যা দান করিবে না, যে ব্যক্তি তাহার সহিত সংস্রব রাখে, তাহাকেও তদ্বৎ বর্জ্জনীয় বলিয়াই জানিবে। দোষ নির্ণীত হইলে সেই দোষীকে বিপ্রগণ সকলে মিলিয়া ন্যায়ানুমত দণ্ড প্রদান করিবেন। পাপীর সহিত ভোজন ও কন্যাদানাদি কর্ম্ম বর্জ্জনীয়; ইহাই দাশরথির অভি-মত। ১৮—৩২। লঘু বা গুরু, শুষ্ক বা আর্দ্র, যত কিছু পাপ করা যায়, সমস্তই পাপীর অন্নে বাস করে। অতএব পাতকীর অন্ন সর্ব্বদা পরিহার্য্য। নচেৎ ভোজন ও কন্যাদানাদি কার্য্য করিলে সেই ব্যক্তিও তাদৃশ পাতকী হয়; সুতরাং সেও যথা-বিধি দণ্ডার্হ। শক্তিমান্ ব্যক্তি যদি ন্যায় উপেক্ষা করিয়া অন্যথাচরণ করে, তবে সে নিশ্চয়ই পাপভাগী হয়। ইহা সত্য বলিয়া জানিবে। যদি কেহ দুষ্টকর্ম্মা পাপীদিগের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করে, তবে সেই ব্যক্তি উক্তপাপীর ন্যায় পাপ-ভাগী হইয়া থাকে, সংশয় নাই। তাহার অন্ন বা কন্যা, সাধুসমাজের কদাচ গ্রাহ্য নহে। যিনি পুত্রাদি পরিজনগণের হিতকামনা করেন, তাঁহার পক্ষে এই সমস্ত নিয়ম অবশ্যপ্রতিপাল্য। এবিষয়ে কোনও সংশয় নাই। সেই ব্রাহ্মণগণ ঘোর কলি-যুগ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সকলেই যাহাতে পাপকর্ম্মে লিপ্ত না হয়, তন্নিমিত্ত বিবেচনাপূর্ব্বক এই নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া সহর্ষে তাহা লিপিবদ্ধ করিলেন। ব্যাস কহিলেন,—কলিযুগ উপস্থিত হইলে দ্বিজগণ সকলেই স্থানভ্রষ্ট হইয়া যেখানে-

ম্লেচ্ছকগ্রামান্ কোলাবিধ্বংসিভিঃ কিল। বেদভ্রষ্টাশ্চ তে বিপ্রা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৪০ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। দেশে দেশে গমিষ্যন্তি তে বিপ্রা বণিজস্তথা। কথং বৈ জ্ঞায়তে সর্ব্বৈঃ কেন চিহ্নেন মারিষ ॥ ৪১ ॥ যস্মিন্ গোত্রে সমুৎপন্না বাড়বা যে মহাবলাঃ ॥ ৪২ ॥ ব্যাস উবাচ। জ্ঞায়তে গোত্রসংজ্ঞাথ কেচিচ্চৈব পরাক্রমৈঃ। যস্য যস্য চ যৎ কর্ম্ম তস্য তস্যাবটঙ্ককঃ ॥ ৪৩ ॥ অবটঙ্কৈর্হি জ্ঞায়ন্তে নান্যথা জ্ঞায়তে ক্বচিৎ। গোত্রৈশ্চ প্রবরৈশ্চৈব অবটঙ্কৈর্নৃপাত্মজ ॥ ৪৪ ॥ জ্ঞায়ন্তে হি দ্বিজা রাজন্ মোঢ়ব্রাহ্মণসত্তমাঃ ॥ ৪৫ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। গোত্রৈশ্চ প্রবরৈশ্চৈব শ্রুতা এতে তবাননাৎ। কাং বা শাখামধীয়ানাস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ৪৬ ॥ ব্যাস উবাচ। জ্ঞায়ন্তে যত্রযত্রস্থা মাধ্যন্দিনীয়া মহাবলাঃ। কৌথমীঞ্চ সমাশ্রিত্য কেচিদ্বিপ্রা গুণান্বিতাঃ ॥ ৪৭ ॥ ঋগথর্ব্বণজা শাখা নষ্টা সা চ মহামতে।

সেখানে বাস করিবে এবং পক্ষপাতী হইয়া অনেক সময় পাপপক্ষই অবলম্বন করিবে। তাহারা কোলাবিধ্বংসিগণের সহিত মিলিতভাবে ম্লেচ্ছগ্রাম সকলই উপজীব্য করিয়া বাস করিতে থাকিবে। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—সেই সকল বিপ্র ও বণিক্‌গণ দেশে দেশে গমন করিবেন। কিন্তু সেই মহাবল বাড়ব ও বণিকগণ কোন্ কোন্ গোত্রে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা সকলে কিরূপে কোন্ চিহ্ন দ্বারা অবগত হইবে? ব্যাস কহিলেন,—কোন কোন সম্প্রদায়ের গোত্রসংজ্ঞা মাত্র পরাক্রম দ্বারাই জানা যায়। যাহার যাহার যেমন যেমন কর্ম্ম, তাহার তাহার সেইসেইরূপই অবটঙ্ক। অবটঙ্ক দ্বারাই দ্বিজগণকে অবগত হওয়া যায়, তদ্ভিন্ন জানিবার উপায় নাই। হে রাজন্! সাধুশ্রেষ্ঠ মোঢ় ব্রাহ্মণদিগকে গোত্র, প্রবর ও অবটঙ্ক এই তিনটী দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে পিতামহ! আপনার মুখে ধর্ম্মারণ্যস্থ দ্বিজগণের মধ্যে কাঁহারা কোন কোন গোত্র ও কোন্‌প্রবরবিশিষ্ট, তাহা আমি শুনিয়াছি। এক্ষণে ঐ দ্বিজগণ বেদের কি কি শাখা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা বলুন। ব্যাস বলিলেন,—জানি আমি; ধর্ম্মারণ্যের প্রায় যত্রতত্রই মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ী মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণগণ অবস্থিত। তবে উঁহাদের মধ্যে কতিপয় কৌথমীশাখাধ্যায়ী গুণী ব্রাহ্মণও আছেন। হে

এবং বৈ বর্ত্তমানাস্তে বাড়বা ধর্ম্মসত্তমাঃ ॥ ৪৮ ॥ ধর্ম্মারণ্যে মহাভাগাঃ পুত্রপৌত্রান্বিতাভবন্। শূদ্রাঃ সর্ব্বে মহাভাগাঃ পুত্রপৌত্রসমাবৃতাঃ ॥ ৪৯ ॥ ধর্ম্মারণ্যে মহাতীর্থে সর্ব্বে তে দ্বিজসেবকাঃ। অভবন্ রামভক্তাশ্চ রামাজ্ঞাং পালয়ন্তি চ ॥ ৫০ ॥ আজ্ঞামত্যাদরেণেহ হনূমস্তশ্চ বীর্য্যবান্। পালয়েৎ সোঽপি চেদানীং সম্প্রাপ্তে বৈ কলৌ যুগে ॥ ৫১ ॥ অদৃষ্টরূপী হনুমাংস্তত্র ভ্রমতি নিত্যশঃ। ত্রৈবিদ্যা বাড়বা যত্র চাতুর্ব্বিদ্যাস্তথৈব চ ॥ ৫২ ॥ সভায়ামুপবিষ্টা যেঽন্যায়াৎ পাপং প্রকুর্ব্বতে। জয়ো হি ন্যায়কর্ত্তৃণামজয়োঽন্যায়কারিণাম্ ॥ ৫৩ ॥ সাপরাধে যস্য পুত্রে তাতে ভ্রাতরি চাপি বা। পক্ষপাতং প্রকুর্ব্বীত তস্য কুপ্যতি বায়ুজঃ ॥ ৫৪ ॥ কুপিতো হনুমানেষ ধননাশং করোতি বৈ। পুত্রনাশং করোত্যেব ধামনাশং তথৈব চ ॥ ৫৫ ॥ সেবার্থং নির্ম্মিতঃ শূদ্রো ন বিপ্রান্ পরিসেবিতে। বৃত্তিং বা ন দদাত্যেব হনুমাংস্তস্য কুপ্যতি ॥ ৫৬ ॥ অর্থনাশং পুত্রনাশং স্থাননাশং মহাভয়ম্। কুরুতে বায়ুপুত্রো হি রামবাক্যমনুস্মরন্ ॥ ৫৭ ॥ যত্র কুত্র

মহামতে! সেখানে তখন ঋক্ ও অথর্ব্বশাখা বিলুপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে সেই ধর্ম্মসত্তম মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ সেই ধর্ম্মারণ্যে পুত্রপৌত্রান্বিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মহাভাগ শূদ্রগণও পুত্রপৌত্রান্বিত হইয়া মহাতীর্থ ধর্ম্মারণ্যে দ্বিজপূজকরূপে বাস করিতে লাগিল। ধর্ম্মারণ্যবাসীরা সকলেই রামভক্ত ও রামাজ্ঞাপ্রতিপালক হইল। ৩৩—৫০।রামের আজ্ঞানুমোদনে বীর্য্যবান্ হনুমান্‌ও ঐ স্থান সাদরে রক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই হনুমান্‌ই এই উপস্থিত কলিকালেও পালন করিতেছেন। তিনি অদৃশ্যরূপে সর্ব্বদাই তথায় ভ্রমণ করেন। ত্রৈবিদ্য ও চাতুর্ব্বিদ্য বিপ্রগণ সভা করিয়া উপবেশন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে যাঁহারা অন্যায়পূর্ব্বক পাপ করেন, সভার বিচারে তাঁহাদের পরাজয় হয় আর যাঁহারা ন্যায়পথানুবর্ত্তী তাঁহাদের জয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কৃতাপরাধ পুত্র, পিতা, বা ভ্রাতার পক্ষপাতী হয়, বায়ুপুত্র তৎপ্রতি কুপিত হইয়া থাকেন। হনুমান্ কুপিত হইয়া ধননাশ, পুত্রনাশ ও গৃহনাশ করেন। সেবার জন্য উৎপাদিত শূদ্র যদি বিপ্রসেবা না করে কিম্বা বৃত্তিদানে পরাঙ্মুখ হয়, তবে হনুমান্ তৎপ্রতি কুপিত হইয়া থাকেন। রামবাক্য স্মরণ করিয়া

স্থিতা বিপ্রাঃ শূদ্রা বা নৃপসত্তম। ন নির্দ্ধনা ভবেয়ুস্তে প্রসাদাদ্রাঘবস্য চ॥ ৫৮॥ যো মূঢ়শ্চাপ্যধর্ম্মাত্মা পাপপাষণ্ডমাশ্রিতঃ। নিজান্ বিপ্রান্ পরিত্যজ্য পরজ্ঞাতীংশ্চ মন্যতে॥ ৫৯॥ তস্য পূর্ব্বকৃতং পুণ্যং ভস্মীভবতি নান্যথা। অন্যেষাং দীয়তে দানং স্বল্পং বাপিযদি বা বহু॥ ৬০॥ যথা ভবতি বৈ পূর্ব্বং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈঃ কৃতম্। তস্য দেবা ন গৃহ্ণন্তি হব্যং কব্যঞ্চ পূর্ব্বজাঃ॥ ৬১॥ বঞ্চয়িত্বা নিজান্ বিপ্রানন্যেভ্যঃ প্রদদেত্তু যঃ। তস্য জন্মার্জ্জিতং পুণ্যং ভস্মীভবতি তৎক্ষণাৎ॥ ৬২॥ ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবৈশ্চৈব পূজিতা যে দ্বিজোত্তমাঃ। তেষাং যে বিমুখাঃ শূদ্রা রৌরবে নিবসন্তি তে॥ ৬৩॥ যো লৌল্যাচ্চ কুলাচারং গোত্রাচারং প্রলোপয়েৎ স্বাচারং যো ন কুর্ব্বীত কদাচিদ্বৈ বিমোহিতঃ॥ ৬৪॥ সর্ব্বনাশো ভবেত্তস্য ভস্মীভবতি তৎক্ষণাৎ। তস্মাৎ সর্ব্বৈঃ কুলাচারঃ স্থানাচারস্তথৈব চ॥ ৬৫॥ গোত্রাচারঃ পালনীয়ো যথাবিত্তানুসারতঃ। এবন্তে কথিতং রাজন্ ধর্ম্মারণ্যং পুরাতনম্॥ ৬৬॥ স্থাপিতং দেবদেবৈশ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ। ধর্ম্মারণ্যং কৃতযুগে ত্রেতায়াং সত্যমন্দিরম্। দ্বাপরে বেদভবনং কলৌ মোহেরকং স্মৃতম্॥ ৬৭॥ ব্রহ্মোবাচ। য ইদং শৃণুয়াৎ পুত্র শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ। ধর্ম্মারণ্যস্য মাহাত্ম্যং সর্ব্বকিল্বিষনাশনম্॥ ৬৮॥ মনোবাক্কায়-জনিতং পাতকং ত্রিবিধঞ্চ যৎ। তৎসর্ব্বং নাশ-মায়াতি শ্রবণাৎকীর্ত্তনাৎসকৃৎ॥ ৬৯॥ ধন্যং যশস্য-মায়ুষ্যং সুখসন্তানদায়কম্। মাহাত্ম্যং শৃণুয়াদ্বৎস সর্ব্বসৌখ্যাপ্তয়ে নরঃ॥ ৭০॥ সর্ব্বতীর্থেষু যৎপুণ্যং সর্ব্বক্ষেত্রেষু যৎ ফলম্। তৎফলং সমবাপ্নোতি ধর্ম্মারণ্যস্য সেবনাৎ॥ ৭১॥ নারদ উবাচ। ধর্ম্মা-রণ্যস্য মাহাত্ম্যং যচ্ছ্রুতং ত্বন্মুখাম্বুজাৎ। ধর্ম্মবাপ্যাং যত্র ধর্ম্মস্তপস্তেপে সুদুষ্করম্॥ ৭২॥ তস্য ক্ষেত্রস্য মহিমা ময়া ত্বত্তোঽবধারিতঃ। স্বস্তি তেঽস্তু গমি-ষ্যামি ধর্ম্মারণ্যদিদৃক্ষয়া॥ ৭৩॥ তব বাক্যজলৌঘেন পাবিতোঽহং চতুর্ম্মুখ॥ ৭৪॥ ব্যাস উবাচ। ইদমাখ্যানকং সর্ব্বং কথিতং পাণ্ডুনন্দন। যচ্ছ্রুত্বা গোসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ৭৫॥ অপুত্রো

বায়ুপুত্র তাহার অর্থ, পুত্র ও স্থান নাশ করেন, এবং মহাভয় উৎপাদন করিয়া থাকেন। হে নৃপবর! অত্রত্য বিপ্র বা শূদ্রগণ যে কোন স্থানেই থাকুন, রাঘবের প্রসাদে কুত্রাপি তাঁহারা নির্দ্ধন হইবেন না। যে অধর্ম্মসেবী মূঢ় পাপ পাষণ্ডমত আশ্রয় করিয়া স্বীয় জ্ঞাতিগোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পরজ্ঞাতিদিগকে সম্মান করে, তাহার পূর্ব্বকৃত পুণ্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। পূর্ব্বে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যে জন অপরাপর বিপ্রদিগকে অল্প বা বহু বস্তু দান করিবে, দেব ও পিতৃগণ তৎপ্রদত্ত হব্য কব্য কদাচ গ্রহণ করিবেন না। যে ব্যক্তি নিজ বিপ্রদিগকে বঞ্চনা করিয়া অপর সকলকে প্রদান করে, তাহার জন্মার্জ্জিত পুণ্য তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যে সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠকে পূজা করিয়াছেন, যে সমস্ত শূদ্র তাঁহাদের প্রতি বিমুখ হইবে, তাহারা রৌরবে বাস করিবে। যে জন লৌল্যবশতঃ কুলাচার ও গোত্রাচার লোপ করিবে, যে ব্যক্তি মোহবশতঃ কদাচ স্বীয় আচার প্রতিপালন করিবে না, তাহার সর্ব্বনাশ হইবে; সমস্ত ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। অতএব স্বীয় বিত্তানুসারে সকলেরই কুলাচার, স্থানাচার ও গোত্রাচার পালন করা কর্ত্তব্য। হে রাজন্! এই আমি দেবদেব ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব কর্ত্তৃক স্থাপিত পুরাতন ধর্ম্মারণ্যের কথা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এইস্থান সত্যযুগে ধর্ম্মারণ্য, ত্রেতায় সত্যমন্দির, দ্বাপরে বেদভবন এবং কলিতে মোহরকপুর বলিয়া বিখ্যাত।৫১—৬৭। ব্রহ্মা কহিলেন,—পুত্র! যে ব্যক্তি পরম শ্রদ্ধা সহকারে এই সর্ব্বপাপহর ধর্ম্মারণ্য-মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, বা কীর্ত্তন করে, তাহার মনোবাক্-কায়-সম্ভূত ত্রিবিধ পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই মাহাত্ম্য ধন্য, যশস্য, আয়ুষ্য ও সুখ-সন্তানদায়ক। ইহা শ্রবণ করিলে নর সর্ব্বসৌখ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বতীর্থে যে পুণ্য,—সর্ব্বক্ষেত্রে যে ফল, এই ধর্ম্মারণ্যসেবায় সেই পুণ্য—সেই ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। নারদ কহিলেন,—আমি আপনার মুখপঙ্কজনির্গতধর্ম্মারণ্য মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম; যে ধর্ম্মবাপীর তীরে স্বয়ং ধর্ম্ম তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই ক্ষেত্রমহিমাও আপনার নিকট আমি শুনিয়াছি। আপনার স্বস্তি হউক; আমি ধর্ম্মারণ্য দেখিবার জন্য গমন করিতেছি। হে চতুরানন! আপনার বাক্‌জলৌঘে আমি পাবিত হইয়াছি। ব্যাস বলিলেন,—হে পাণ্ডব! এই আখ্যান সমস্তই আমি কহিলাম। ইহা শ্রবণ করিয়া মানব সহস্র গোদানজন্য ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

লভতে পুত্রান্নির্দ্ধনো ধনবান্ ভবেৎ। রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥ ৭৬॥ বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যামুত্তমাং কর্ম্মসাধনাম্। তীর্থযাত্রাফলং তস্য কোটিকন্যাফলং লভেৎ॥ ৭৭॥ যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা নারী বাথ নরোত্তম। নিরয়ং নৈব পশ্যন্তি একোত্তরশতৈঃ সহ॥ ৭৮॥ শুভে দেশে নিবেশ্যাথ ক্ষৌমবস্ত্রাদিভিস্তথা। পুরাণপুস্তকং রাজন্ প্রযতঃ শিষ্টসম্মতঃ॥ ৭৯॥ অর্চ্চয়েচ্চ যথান্যায়ং গন্ধমাল্যৈঃ পৃথক্ পৃথক্। সমাপ্তৌ নৃপ গ্রন্থস্য বাচকস্যানুপূজনম্॥ ৮০॥ দানাদিভির্যথান্যায়ং সম্পূর্ণফলহেতবে। মুদ্রিকাং কুণ্ডলে চৈব ব্রহ্মসূত্রং হিরণ্ময়ম্॥ ৮১॥ বস্ত্রাণি চ বিচিত্রাণি গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ। দেববৎ পূজনং কৃত্বা গাঞ্চ দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্॥ ৮২॥ এবং বিধানতঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মারণ্যকথানকম্। ধর্ম্মারণ্যনিবাসস্য ফলমাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ ৮৩॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়ে ব্রহ্মখণ্ডে পূর্ব্বভাগে ধর্ম্মারণ্যনিবাসিব্যবস্থাবর্ণনপূর্ব্বকধর্ম্মারণ্যপুরাণশ্রবণমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪০॥

অপুত্র পুত্র এবং নির্ধন ব্যক্তি ধন প্রাপ্ত হয়, রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং বদ্ধ জন বন্ধন হইতে মুক্ত হয়; বিদ্যার্থী উত্তম বিদ্যা লাভ করে। ঐ ব্যক্তির তীর্থযাত্রাফল ও কোটি কন্যাদানের ফল লাভ হয়। হে নরোত্তম! যে নর বা নারী ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করে, সে, তাহার একাধিক শত পুরুষের সহিত নরক দর্শন করে না। হে রাজন্! এই পুরাণগ্রন্থ ক্ষৌমবস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক পবিত্র স্থানে রাখিয়া শিষ্টসম্মত ব্যক্তি প্রযতভাবে যথারীতি গন্ধ-মাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। গ্রন্থপাঠ সমাপ্ত হইলে সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্তির জন্য বিবিধ বস্তু দানপূর্ব্বক বাচককে পূজা করিবে। মুদ্রিকা, কুণ্ডলদ্বয়, হিরণ্ময় ব্রহ্মসূত্র, বিচিত্র বস্ত্র সকল, গন্ধ, মাল্য ও অনুলেপন প্রদান করিয়া বাচককে দেবতার ন্যায় অর্চ্চনা করিবে এবং পয়স্বিনী গাভী দান করিবে। এইরূপ বিধানে ধর্ম্মারণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া মানব ধর্ম্মারণ্যবাসের ফল নিশ্চয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৭৬—৮৩।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪০।

সমাপ্তমিদং ধর্ম্মারণ্যখণ্ডম্। ৩—২।

ব্রহ্মখণ্ডম্।

উত্তরখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

জ্যোতির্ম্মাত্রস্বরূপায় নির্ম্মলজ্ঞানচক্ষুষে। নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্ত্তয়ে॥ ১॥ ঋষয় উচুঃ। আখ্যাতং ভবতা সূত বিষ্ণোর্ম্মাহাত্ম্যমুত্তমম্। সমস্তাঘহরং পুণ্যং সমাসেন শ্রুতঞ্চ নঃ॥২॥ ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামো মাহাত্ম্যং ত্রিপুরদ্বিষঃ। তদ্ভক্তানাঞ্চ মাহাত্ম্যমশেষাঘহরং পরম্॥৩॥ তন্মন্ত্রাণাঞ্চ মাহাত্ম্যং তথৈব দ্বিজসত্তম। তৎকথায়াশ্চ তদ্ভক্তেঃ প্রভাবমনুবর্ণয়॥ ৪॥ সূত উবাচ। এতাবদেব মর্ত্ত্যানাং পরং শ্রেয়ঃ সনাতনম্। যদীশ্বরকথায়াং বৈ জাতা ভক্তিরহৈতুকী॥ ৫॥ অতস্তদ্ভক্তিলেশস্য মাহাত্ম্যং বর্ণ্যতে ময়া। অপি কল্পায়ুষা নালং বক্তুং বিস্তরতঃ কচিৎ॥ ৬॥ সর্ব্বেষামপি পুণ্যানাং সর্ব্বেষাং শ্রেয়সামপি। সর্ব্বেষামপি যজ্ঞানাং জপযজ্ঞঃ পরঃ স্মৃতঃ॥ ৭॥ তত্রাদৌ জপযজ্ঞস্য ফলং স্বস্ত্যয়নং মহৎ। শৈবং ষড়ক্ষরং দিব্যং মন্ত্রমাহুর্ম্মহর্ষয়ঃ॥ ৮॥ দেবানাং পরমো দেবো যথা বৈ ত্রিপুরান্তকঃ। মন্ত্রাণাং পরমো মন্ত্রস্তথা শৈবঃ ষড়ক্ষরঃ॥ ৯॥ এষ পঞ্চাক্ষরো মন্ত্রো জপ্তৄণাং মুক্তিদায়কঃ। সংসেব্যতে মুনিশ্রেষ্ঠৈরশেষৈঃ সিদ্ধিকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ১০॥ অস্যৈবাক্ষরমাহাত্ম্যং নালং বক্তুং চতুর্ম্মুখঃ। শ্রুতয়ো যত্র সিদ্ধান্তং গতাঃ পরমনির্বৃতাঃ॥ ১১॥ সর্ব্বজ্ঞঃ পরিপূর্ণশ্চ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ। স শিবো যত্র রমতে শৈবে পঞ্চাক্ষরে শুভে॥ ১২॥ এতেন মন্ত্ররাজেন সর্ব্বোপনিষদাত্মনা। লেভিরে মুনয়ঃ সর্ব্বে পরং ব্রহ্ম নিরাময়ম্॥ ১৩॥ নমস্কারেণ জীবত্বং শিবেঽত্র পরমাত্মনি। ঐক্যং গতমতো মন্ত্রঃ পরব্রহ্মময়ো হ্যসৌ॥ ১৪॥ ভবপাশনিবদ্ধানাং দেহিনাং হিতকাম্যয়া। আহোংনমঃ শিবায়েতি মন্ত্রমাদ্যং শিবঃ স্বয়ম্॥ ১৫॥ কিং তস্য বহুভির্ম্মন্ত্রৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং

প্রথম অধ্যায়।

জ্যোতিঃস্বরূপ, নির্ম্মল জ্ঞানচক্ষু, লিঙ্গমূর্ত্তি ব্রহ্মস্বরূপ শান্ত শিবকে নমস্কার। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! আপনি নিখিল পাপনাশন বিষ্ণুর উত্তম পুণ্য মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়াছেন; আমরা তাহা শ্রবণ করিয়াছি। ইদানীং শিবমাহাত্ম্য, অশেষ পাপনাশন শিবভক্ত-মাহাত্ম্য, শিবমন্ত্র-মাহাত্ম্য, শিবকথামাহাত্ম্য এবং শিবভক্তি-মাহাত্ম্য আমরা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; হে দ্বিজসত্তম! আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন,—এ সমস্তই মানবগণের পরম সনাতন শ্রেয়ঃসাধন; আপনাদের যদি ঈশ্বরকথায় স্বভাবতই ভক্তি জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি শিবভক্তি-লেশমাত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। এই শিবভক্তিমাহাত্ম্য কল্পায়ু ব্যক্তিও কখন বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করিতে সক্ষম নহে। সর্ব্বপ্রকার পুণ্য, সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ, এবং সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ হইতে একমাত্র জপযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। অতএব মহর্ষিগণ ঐ সকলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে জপযজ্ঞের ফল, মহৎ স্বস্ত্যয়ন এবং দিব্য শৈব ষড়ক্ষর মন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ত্রিপুরহর যেমন দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তদ্রূপ মন্ত্রসকলের মধ্যে শৈব ষড়ক্ষর মন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। নিখিল সিদ্ধিকামী মুনিশ্রেষ্ঠগণ জাপকদিগের মুক্তিদায়ক এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রই জপ করিয়া থাকেন। স্বয়ং চতুর্ম্মুখও মন্ত্রের অক্ষর-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সক্ষম নহেন। এই মন্ত্রে পরমনির্বৃত শ্রুতিসকল সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। এই পরম শুভদায়ক পঞ্চাক্ষর শৈবমন্ত্রেই সর্ব্বজ্ঞ পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দলক্ষণ সাক্ষাৎ শিব রমণ করিয়া থাকেন। মুনিগণ সকলে সর্ব্বোপনিষদাত্মক এই মন্ত্ররাজপ্রভাবে পরম নিরাময় ব্রহ্মলাভ করিয়াছেন। জীবগণ নমস্কার দ্বারা পরমাত্মা সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ এই মন্ত্রে একতা প্রাপ্ত হয়। অতএব ঐ মন্ত্র পরব্রহ্মস্বরূপ জানিবেন। ১—১৪। সংসারপাশবদ্ধ দেহিগণের হিতবিধানের নিমিত্তই ভগবান্ শিব স্বয়ংই "ওঁ নমঃ শিবায়" এই আদ্য মন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছে। যাহার হৃদয়ে "ওঁ নমঃ

তপোহধ্বরৈঃ। যস্তোংনমঃ শিবায়েতি মন্ত্রো হৃদয়গোচরঃ॥১৬॥ তাবদ্ভ্রমন্তি সংসারে দারুণে দুঃখসঙ্কুলে। যাবন্নোচ্চারয়ন্তীমং মন্ত্রং দেহভৃতঃ সকৃৎ॥ ১৭॥ মন্ত্রাধিরাজরাজোহয়ং সর্ব্ববেদান্তশেখরঃ। সর্ব্বজ্ঞাননিধানঞ্চ সোহয়ঞ্চৈব ষড়ক্ষরঃ॥ ১৮॥ কৈবল্যমার্গদীপোহয়মবিদ্যাসিন্ধুবাড়বঃ। মহাপাতকদাবাগ্নিঃ সোহয়ং মন্ত্রঃ ষড়ক্ষরঃ॥ ১৯॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রদো মন্ত্রঃ সোহয়ং পঞ্চাক্ষরঃ স্মৃতঃ। স্ত্রীভিঃ শূদ্রৈশ্চ সঙ্কীর্ণৈর্দ্ধার্য্যতে মুক্তিকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ২০॥ নাস্য দীক্ষা ন হোমশ্চ ন সংস্কারো ন তর্পণম্। ন কালো নোপদেশশ্চ সদা শুচিরয়ং মনুঃ॥ ২১॥ মহাপাতকবিচ্ছিত্ত্যৈ শিব ইত্যক্ষরদ্বয়ম্। অলং নমস্ক্রিয়াযুক্তো মুক্তয়ে পরিকল্পতে॥ ২২॥ উপদিষ্টঃ সদ্গুরুণা জপ্তঃ ক্ষেত্রে চ পাবনে। সদ্যো যথেপ্সিতাং সিদ্ধিং দদাতীতি কিমদ্ভুতম্॥ ২৩॥ অতঃ সদ্গুরুমাশ্রিত্য গ্রাহ্যোহয়ং মন্ত্রনায়কঃ। পুণ্যক্ষেত্রেষু জপ্তব্যঃ সদ্যঃ সিদ্ধিং প্রযচ্ছতি॥ ২৪॥ গুরবো নির্ম্মলাঃ শান্তাঃ সাধবো মিতভাষিণঃ। কামক্রোধবিনির্ম্মুক্তাঃ সদাচারা জিতেন্দ্রিয়াঃ॥ ২৫॥ এতৈঃ কারুণ্যতো দত্তো মন্ত্রঃ ক্ষিপ্রং প্রসিধ্যতি। ক্ষেত্রাণি জপযোগ্যানি সমাসাৎ কথয়াম্যহম্॥ ২৬॥ প্রয়াগং পুষ্করং রম্যং কেদারং সেতুবন্ধনম্। গোকর্ণং নৈমিষারণ্যং সদ্যঃ সিদ্ধিকরং নৃণাম্॥ ২৭॥ অত্রাপ্যনুবর্ণ্যতে সিদ্ধিরিতিহাসঃ পুরাতনঃ। অসকৃদ্ বা সকৃদ্বাপি শৃণ্বতাং মঙ্গলপ্রদঃ॥ ২৮॥ মথুরায়াং যদুশ্রেষ্ঠো দাশার্হ ইতি বিশ্রুতঃ। বভূব রাজা মতিমান্মহোৎসাহো মহাবলঃ॥ ২৮॥ শাস্ত্রজ্ঞো নয়বাক্ শূরো ধৈর্য্যবানমিতদ্যুতিঃ। অপ্রধৃষ্যঃ সুগম্ভীরঃ সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিতঃ॥ ৩০॥ মহারথো মহেষ্বাসো নানাশাস্ত্রার্থকোবিদঃ। বদান্যো রূপসম্পন্নো যুবা লক্ষণসংযুতঃ॥ ৩১॥ স কাশিরাজতনয়ামুপয়েমে বরাননাম্। কান্তাং কলাবতীং নাম রূপশীলগুণান্বিতাম্॥ ৩২॥ কৃতোদ্বাহঃ স রাজেন্দ্রঃ সম্প্রাপ্য নিজমন্দিরম্। রাত্রৌ তাং শয়নারূঢ়াং সঙ্গমায় সমাহ্বয়ৎ॥ ৩৩॥ সা স্বভর্ত্রা সমাহূতা বহুশঃ প্রার্থিতা সতী। ন ববন্ধ মনস্তস্মিন্ন চাগচ্ছত্তদন্তি-

শিবায়” এই মন্ত্র, বিরাজ করিতেছে, তাহার আর অধিক মন্ত্র, তীর্থ, তপ এবং যজ্ঞেরই বা প্রয়োজন কি? দেহী ব্যক্তি যাবৎকাল এই মন্ত্র একবার মাত্রও উচ্চারণ না করেন, তাবৎ কালই তিনি দুঃখসঙ্কুল এই দারুণ সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকেন এই মন্ত্র মন্ত্রাধিরাজ, সর্ব্ববেদান্তশেখর, সর্ব্বজ্ঞাননিধান, কৈবল্যমার্গের প্রদীপ এবং অবিদ্যাসিন্ধুর বাড়বাগ্নি; অতএব এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বপ্রদ বলিয়া কীর্ত্তিত। স্ত্রীজাতিই হউক, আর সঙ্কর জাতিই হউক, যে কোন জাতিই হউক না কেন, মুক্তকামী মাত্রেরই ইহা ধ্যেয়। এই মন্ত্রের দীক্ষা নাই, হোম নাই, সংস্কার নাই, তর্পণ নাই, শুদ্ধাশুদ্ধকাল নাই এবং উপদেশও নাই। ইহা সদাশুচি। মহাপাতকবিচ্ছেদের জন্য 'শিব' এই অক্ষরদ্বয়ই পর্য্যাপ্ত; আর ইহার সহিত নমস্কার যোগ করিলেই মন্ত্র হয়; এই মন্ত্র (শিবায় নমঃ) মুক্তি প্রদান করিতেও সক্ষম। সদ্গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া এই মন্ত্র যদি পবিত্রক্ষেত্রে জপ করা হয়, তাহা হইলে সদ্যই যে ঈপ্সিত সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে; ইহা আশ্চর্য্য জনক নহে। অতএব সদ্গুরুর নিকট হইতে এই উত্তম মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। ঐ মন্ত্র পুণ্যক্ষেত্রে জপ করিলে সদ্যই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। নিরহঙ্কার, শান্ত, সাধু, মিতভাষী, কামক্রোধ-বিনির্ম্মুক্ত, সদাচার ও জিতেন্দ্রিয় গুরু কৃপা করিয়া যদি এই মন্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে অচিরকালের মধ্যেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আমি সংক্ষেপে জপযোগ্য ক্ষেত্র উল্লেখ করিতেছি; যথা—প্রয়াগ, পুষ্কর, রম্য কেদার, সেতুবন্ধ, গোকর্ণ ও নৈমিষারণ্য। এই সকল স্থানে জপ করিলে মন্ত্র অচিরে সিদ্ধ হয়। এ বিষয়ে পৌরাণিকগণ এক ইতিহাস কীর্ত্তন করেন; তাহা একবার কিম্বা অনেকবার যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, তাহার মঙ্গল হয়। ১৫—২৮। মথুরানগরে দাশার্হ নামে বিখ্যাত এক অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন রাজা ছিলেন। তিনি সর্ব্ব যদুবংশীয়গণের শ্রেষ্ঠ, সাহসী, মহাবল, শাস্ত্রজ্ঞ, নীতিবিশারদ, বাক্‌শূর, ধৈর্য্যবান্, অমিতদ্যুতি, অপ্রধৃষ্য, সুগম্ভীর, সংগ্রামে অনিবর্ত্তী, মহারথ, মহেষ্বাস, সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, বদান্য, অসামান্য রূপসম্পন্ন, যুবা এবং সুলক্ষণ। তিনি বরাননা কাশীরাজ-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ঐ কন্যার নাম কলাবতী; তিনি কমনীয়াকৃতি ও রূপ-গুণশীলান্বিতা ছিলেন। সেই রাজকন্যার পাণিগ্রহণের পর ঐ রাজেন্দ্র সস্ত্রীক স্ব-ভবনে উপস্থিত হইয়া রাত্রিকালে শয্যাশায়িনী ঐ নবপরিণীতা কামিনীকে সুরতক্রীড়ার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন; কিন্তু ঐ সুন্দরী ভর্ত্তা

কম্‌ ॥ ৩৪ ॥ সঙ্গমায় যদাহূতা নাগতা নিজবল্লভা। বলাদাহর্তুকামস্তামুদতিষ্ঠন্মহীপতিঃ ॥ ৩৫ ॥ রাজ্ঞ্যুবাচ। মা মাং স্পৃশ মহারাজ কারণজ্ঞাং ব্রতে স্থিতাম্‌। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ বিজানাসি মা কার্ষীঃ সাহসং ময়ি ॥ ৩৬ ॥ ক্বচিৎপ্রিয়েণ ভুক্তং যদ্রোচতে তু মনীষিণাম্‌। দম্পত্যোঃ প্রীতিযোগেন সঙ্গমঃ প্রীতিবর্দ্ধনঃ ॥ ৩৭ ॥ প্রিয়ং যদা মে জায়েত তদা সঙ্গস্তু তে ময়ি। কা প্রীতিঃ কিং সুখং পুংসাং বলাদ্ভোগেন যোষিতাম্‌ ॥ ৩৮ ॥ অপ্রীতাং রোগিণীং নারীমন্তর্ব্বত্নীং ধৃতব্রতাম্‌। রজস্বলামকামাঞ্চ ন কামেত বলাৎ পুমান্‌ ॥ ৩৯ ॥ প্রীণনং লালনং পোষং রঞ্জনং মার্দ্দবং দয়াম্‌। কৃত্বা বধূমুপেয়াদ্‌-যুবতীং প্রেমবান্‌ পতিঃ। যুবতৌ কুসুমে চৈব বিধেয়ং সুখমিচ্ছতা ॥ ৪০ ॥ ইত্যুক্তোঽপি তয়া সাধ্ব্যা স রাজা স্মরবিহ্বলঃ। বলাদাকৃষ্য তাং হস্তে পরিরেভে রিরংসয়া ॥ ৪১ ॥ তাং স্পৃষ্টমাত্রাং সহসা তপ্তায়ঃপিণ্ডসন্নিভাম্‌। নির্দ্দহন্তীমিবাত্মানং তত্যাজ ভয়বিহ্বলঃ ॥ ৪২ ॥ রাজোবাচ। অহো সুমহদাশ্চর্য্যমিদং দৃষ্টং তব প্রিয়ে। কথমগ্নিসমং জাতং বপুঃ পল্লবকোমলম্‌ ॥ ৪৩ ॥ ইত্থং সুবিস্মিতো রাজা ভীতঃ সা রাজবল্লভা। প্রত্যুবাচ বিহস্যৈনং বিনয়েন শুচিস্মিতা ॥ ৪৪ ॥ রাজ্ঞ্যুবাচ। রাজন্‌ মম পুরা বাল্যে দুর্ব্বাসা মুনিপুঙ্গবঃ। শৈবীং পঞ্চাক্ষরীং বিদ্যাং কারুণ্যেনোপদিষ্টবান্‌ ॥ ৪৫ ॥ তেন মন্ত্রানুভাবেন মমাঙ্গং কলুষোজ্ঝিতম্‌। স্প্রষ্টুং ন শক্যতে পুম্ভিঃ সপাপৈর্দ্দৈববর্জ্জিতৈঃ ॥ ৪৬ ॥ ত্বয়া রাজন্‌ প্রকৃতিনা কুলটাগণিকাদয়ঃ। মদিরাস্বাদনিরতা নিষেব্যন্তে সদা স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ ন স্নানং ক্রিয়তে নিত্যং ন মন্ত্রো জাপ্যতে শুচি। নারাধ্যতে ত্বয়েশানঃ কথং মাং স্প্রষ্টুমর্হসি ॥ ৪৮ ॥ রাজোবাচ ॥ তাং সমাখ্যাহি সুশ্রোণি শৈবীং পঞ্চাক্ষরীং শুভাম্‌। বিদ্যা-

---

কর্ত্তৃক আহূতা ও প্রার্থিতা হইয়াও তাঁহার প্রার্থিত বিষয়ে মনোযোগ করিলেন না। ফলে সেই কামিনী ভর্ত্তার নিকট গমন করিলেন না। সুরতবিষয়ে আহূত হইয়া তাঁহার নিজবল্লভা যখন তাঁহার নিকটে গমন করিল না, তখন মহীপতি বলপূর্ব্বক সেই সুন্দরীকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইলেন। তখন রাজ্ঞী বলিলেন,—হে মহারাজ! আপনি আমাকে স্পর্শ করিবেন না। আমি ব্রতবলম্বন করিয়া আছি। ব্রতাচরণ সময়ে স্বামি-সঙ্গ করিতে নাই; আমি ইহা জ্ঞাত আছি। আপনি ধর্ম্মাধর্ম্ম জানেন; অতএব আমার প্রতি এরূপ সাহস করিবেন না। যে কর্ম্ম মনীষিগণের রুচিকর নহে, তাহা কি কখন প্রিয়জনের অনুষ্ঠেয় হইতে পারে? প্রিয় ও প্রিয়া, ইহাদের উভয়ের প্রীতি-যোগে যে সঙ্গম, তাহাই অতি প্রীতিবর্দ্ধন হয়। যখন আমার প্রিয় লাভ হইবে, তখন আপনার সহিত আমার সঙ্গ হইবে। বলপ্রয়োগে রমণী-সঙ্গ লাভ করিয়া পুরুষগণের প্রীতিই বা কি? আর সুখই বা কি হইয়া থাকে? অপ্রীতা, রোগিণী, অন্তর্ব্বত্নী, ধৃতব্রতা, রজস্বলা এবং অকামা রমণীকে পুরুষ কদাচ কামনা করিবে না। প্রীণন, লালন, পোষণ, রঞ্জন, মৃদুতা ও অনুকম্পান্বিত হইয়া প্রেমিক পতি যুবতী বধূর সমীপে গমন করিবে। যুবতী কুসুমের ন্যায়। সুতরাং কুসুম ব্যবহারবৎ যুবতীতেও কোমল ব্যবহারই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। সেই সাধ্বী সুন্দরী কর্ত্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইলেও রাজা স্মর-বিহ্বল হইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার হস্ত গ্রহণ করত সুরতাভিপ্রায়ে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহাকে স্পর্শ করিবামাত্র সহসা ঐ সুন্দরী তপ্ত লৌহপিণ্ডসন্নিভ হইয়া যেন তাঁহার আত্মাকে নিঃশেষিতরূপে দহন করিয়া ফেলিল। তখন তিনি ভয়বিহ্বল হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন এবং বলিলেন,—অয়ি প্রিয়ে! তোমার এ কি সুমহৎ আশ্চর্য্য দর্শন করিলাম। অহো, কিরূপে তোমার এই পল্লব-কোমল বপু অগ্নিময় হইল! রাজা এই ঘটনায় অত্যন্ত বিস্মিত ও ভীত হইলেন; কিন্তু শুচিস্মিতা রাজ-কন্যা ঈষৎ হাস্য করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন,—অয়ি নৃপ! পূর্ব্বে বাল্যকালে মুনি-পুঙ্গব দুর্ব্বাসা করুণা করিয়া আমাকে শৈবী পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র প্রদান করেন। সেই মন্ত্র-প্রভাবে আমার অঙ্গে পাপ স্পর্শিতে পারে না, এবং দৈববর্জ্জিত সপাপ পুরুষগণও আমাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না। হে রাজন্‌! আপনি কেবল স্বভাবতই মদিরাস্বাদনিরতা কুলটা গণিকাগণেরই সেবা করিয়াছেন। কিন্তু কখন নিত্য স্নানও করেন নাই; শুচি মন্ত্রও জপেন নাই; এবং কদাপি ঈশানেরও আরাধনা করেন নাই। আপনি কিরূপে আমায় স্পর্শ করিতে সক্ষম হইবেন? ২৯-৪৮। রাজা বলিলেন,—হে সুশ্রোণি! তুমি

বিধ্বস্তপাপোঽহং ত্বয়েচ্ছামি রতিং প্রিয়ে ॥ ৪৯ ॥ রাজ্ঞ্যুবাচ। নাহং তবোপদেশং বৈ কুর্য্যাং মম গুরুর্ভবান্। উপাতিষ্ঠ গুরুং রাজন্ গর্গং মন্ত্রং বিদাংবরম্ ॥ ৫০ ॥ সূত উবাচ। ইতি সম্ভাষমাণৌ তৌ দম্পতী গর্গসন্নিধিম্। প্রাপ্য তচ্চরণৌ মূর্দ্ধ্না ববন্দাতে কৃতাঞ্জলী ॥ ৫১ ॥ অথ রাজা গুরুং প্রীতমভিপূজ্য পুনঃপুনঃ। সমাচষ্ট বিনীতাত্মা রহস্যাত্মমনোরথম্ ॥ ৫২ ॥ রাজোবাচ। কৃতার্থং মাং কুরু গুরো সম্প্রাপ্তং করুণার্দ্রধীঃ। শৈবীং পঞ্চাক্ষরীং বিদ্যামুপদেষ্টুং ত্বমর্হসি ॥ ৫৩ অনাজ্ঞাতং যদাজ্ঞাতং যৎকৃতং রাজকর্ম্মণা তৎপাপং যেন শুধ্যেত তন্মন্ত্রং দেহি মে গুরো ॥ ৫৪ ॥ এবমভ্যর্থিতো রাজ্ঞা গর্গো ব্রাহ্মণপুঙ্গবঃ তৌ নিনায় মহাপুণ্যং কালিন্দ্যাস্তটমুত্তমম্ ॥ ৫৫ তত্র পুণ্যতরোর্ম্মূলে নিষণ্ণোঽথ গুরুঃ স্বয়ম্ পুণ্যতীর্থজলে স্নাতং রাজানং সমুপোষিতম্ ॥ ৫৬ ॥ প্রাঙ্মুখং চোপবেশ্যাথ নত্বা শিবপদাম্বুজম্। তন্মস্তকে করং ন্যস্য দদৌ মন্ত্রং শিবাত্মকম্ ॥ ৫৭ ॥ তন্মন্ত্রধারণাদেব তদ্গুরোর্হস্তসঙ্গমাৎ। নির্যযুস্তস্য বপুষো বায়সাঃ শতকোটয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ তে দগ্ধপক্ষাঃ ক্রোশন্তো নিপতন্তো মহীতলে। ভস্মীভূতাস্ততঃ সর্ব্বে দৃশ্যন্তে স্ম সহস্রশঃ ॥ ৫৯ ॥ দৃষ্ট্বা তদ্বায়সকুলং দহ্যমানং সুবিস্মিতৌ। রাজা চ রাজমহিষী তং গুরুং পর্য্যপৃচ্ছতাম্ ॥ ৬০ ॥ ভগবন্নিদমাশ্চর্য্যং কথং জাতং শরীরতঃ। বায়সানাং কুলং দৃষ্টং কিমেতৎ সাধু ভণ্যতাম্ ॥ ৬১ ॥ শ্রীগুরুরুবাচ। রাজন্ ভবসহস্রেষু ভবতা পরিধাবতা। সঞ্চিতানি দুরন্তানি সন্তি পাপান্যনেকশঃ ॥ ৬২ ॥ তেষু জন্মসহস্রেষু যানি পুণ্যানি সন্তি তে। তেষামাধিক্যতঃ ক্বাপি জায়তে পুণ্যযোনিষু ॥ ৬৩ ॥ তথা পাপীয়সীং যোনিং ক্বচিৎ পাপেন গচ্ছতি। সাম্যে পুণ্যান্তয়োশ্চৈব মানুষীং যোনিমাপ্তবান্ ॥ ৬৪ ॥ শৈবী পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা যদা তে হৃদয়ং গতা। অঘানাং কোটয়স্ততঃ কাকরূপেণ নির্গতাঃ ॥ ৬৫ ॥ কোটয়ো ব্রহ্মহত্যানামগম্যাগমকোটয়ঃ। স্বর্ণস্তেয়সুরাপান-

---

আমায় শৈবী পঞ্চাক্ষরী—শুভা বিদ্যা প্রদান কর। অয়ি প্রিয়ে! আমি ঐ বিদ্যাপ্রভাবে বিগতপাপ হইয়া তোমার সহিত রতি ইচ্ছা করি। রাজ্ঞী বলিলেন,—আমি আপনাকে ঐ বিদ্যা প্রদান করিতে সক্ষম নহি; যে হেতু আপনি আমার গুরু। আপনি আপনার গুরু মন্ত্রবিৎ শ্রেষ্ঠ গর্গকে আমন্ত্রণ করুন। সূত বলিলেন,—এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাঁহারা উভয়েই গর্গসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া অবনত-মস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন; করিয়া—প্রীত গুরুর পুনঃ পুনঃ অর্চ্চনাপূর্ব্বক বিনীতভাবে গুপ্ত রহস্য—আত্মমনোরথ নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন,—হে গুরো! আপনি করুণার্দ্রচিত্তে আপনার পাদ-মূল-প্রাপ্ত আমাকে কৃতার্থ করুন; আপনি আমাকে শৈবী পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা প্রদান করুন। আমি অজ্ঞানে, জ্ঞানে এবং রাজনীতির বশে যে সকল পাপ অর্জ্জন করিয়াছি, সেই সকল পাপ, আমার যাহাতে নষ্ট হয়, আপনি তাদৃশ মন্ত্র আমায় প্রদান করুন। ব্রাহ্মণপুঙ্গব গর্গ রাজা কর্ত্তৃক এইরূপ অভ্যর্থিত হইয়া নৃপদম্পতিকে মহা-পুণ্য রমণীয় কালিন্দীপুলিনে লইয়া গেলেন এবং ঐ স্থানে পবিত্র তরুতলে তিনি উপবিষ্ট হইয়া উপোষিত পুণ্যতীর্থ-জলে স্নাত রাজাকে প্রাঙ্মুখ-ভাবে উপবেশন করাইয়া শিবপদাম্বুজে নমস্কার করত নৃপমস্তকে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক ঐ শিবময় পঞ্চাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিলেন। গুরু মস্তকে হস্ত প্রদান করিলে তিনি যখন মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার শরীর হইতে শতকোটিসংখ্যক বায়স নিষ্ক্রান্ত হইল। ঐ সকল বায়স দগ্ধপক্ষ হইয়া রব করিতে করিতে মহীতটে পতিত হইতে লাগিল। ঐ সহস্র সহস্র বায়সকে ভস্মীভূত হইতে দেখা গেল। বায়স সকল দগ্ধ হইতে দেখিয়া রাজা ও রাজ্ঞী বিস্মিত হইলেন,—হইয়া গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! আমার শরীর হইতে একি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল? বায়সকুল শরীর হইতে নির্গত হইল। কি অদ্ভুত!—আপনি ইহার বিবরণ প্রকাশ করিয়া বলুন।৪৯—৬১। গুরু বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি জন্মসহস্রে আবর্ত্তিত হইয়া দুষ্পরিণাম বহুপাপ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ঐ সকল জন্মে আপনার যে সকল পুণ্য ছিল, ঐ পুণ্যের আধিক্য বশত আপনি কোন পুণ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐরূপ পাপ দ্বারা পাপীয়সী যোনি-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পাপ-পুণ্যের সাহায্যে মানুষী যোনি লাভ হয়। শৈবী পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র যখন আপনার হৃদ্গত হইল, তখন আপনার পাপরাশি আপনার শরীর হইতে পাপরূপে নির্গত হইল। কোটি ব্রহ্মহত্যা, কোটি অগম্যাগমন, স্বর্ণস্তেয়, সুরাপান,

ভ্রূণহত্যাদিকোটয়ঃ। ভবকোটিসহস্রেষু যেহস্তে পাতকরাশয়ঃ ॥ ৬৬ ॥ ক্ষণাত্তস্মীভবস্ত্যেব শৈবে পঞ্চাক্ষরে ধৃতে। আসংস্তবাদ্য রাজেন্দ্র দগ্ধাঃ পাতককোটয়ঃ ॥ ৬৭ ॥ অনয়া সহ পূতাত্মা বিহরস্ব যথাসুখম্। ইত্যাভাষ্য মুনিশ্রেষ্ঠস্তং মন্ত্রমুপদিশ্য চ ॥ ৬৮ ॥ তাভ্যাং বিস্মিতচিত্তাভ্যাং সহিতঃ স্বগৃহং যযৌ। গুরুবর্য্যমনুজ্ঞাপ্য মুদিতৌ তৌ চ দম্পতী ॥ ৬৯ ॥ ততঃ স্বভবনং প্রাপ্য রেজতুঃ স্ম মহাদ্যুতী। রাজা দৃঢ়ং সমাশ্লিষ্য পত্নীং চন্দনশীতলাম্। সন্তোষং পরমং লেভে নিঃস্বঃ প্রাপ্য যথা ধনম্ ॥ ৭০ ॥ অশেষবেদোপনিষৎপুরাণশাস্ত্রাবতংসোহয়মঘান্তকারী। পঞ্চাক্ষরস্যৈব মহাপ্রভাবো ময়া সমাসাৎ কথিতো বরিষ্ঠঃ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়ে ব্রহ্মখণ্ডে উত্তরখণ্ডে পঞ্চাক্ষরমন্ত্রমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অথান্যদপি বক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং ত্রিপুরদ্বিষঃ। শ্রুতমাত্রেণ যেনাশু ছিদ্যন্তে সর্ব্ব-সংশয়াঃ ॥ ১ ॥ অতঃ পরতরং নাস্তি কিঞ্চিৎ পাপবিশোধনম্। সর্ব্বানন্দকরং শ্রীমৎ সর্ব্বকামার্থ-সাধকম্ ॥২॥ দীর্ঘায়ুর্বিজয়ারোগ্যভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্। যদনন্যেন ভাবেন মহেশারাধনং পরম্ ॥ ৩ ॥ আর্দ্রাণামপি শুষ্কাণামল্পানাং মহতামপি। এতদেব বিনির্দ্দিষ্টং প্রায়শ্চিত্তমথোত্তমম্ ॥ ৪ ॥ সর্ব্বকালে-হপ্যভেদ্যানামঘানাং ক্ষয়কারণম্। মহামুনি-বিনির্দ্দিষ্টৈঃ প্রায়শ্চিত্তৈরথোত্তমৈঃ ॥ ৫ ॥ ইদমেব পরং শ্রেয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিনিশ্চিতম্। যদ্ভক্ত্যা পরমেশস্য পূজনং পরমোদয়ম্ ॥ ৬ ॥ জানতাজানতা বাপি যেন কেনাপি হেতুনা। যৎকিঞ্চিদপি দেবায় কৃতং কর্ম্ম বিমুক্তিদম্ ॥ ৭ ॥ মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামুপবাসো-হতিদুর্লভঃ। তত্রাপি দুর্লভং মন্যে রাত্রৌ জাগরণং নৃণাম্ ॥ ৮ ॥ অতীব দুর্লভং মন্যে শিবলিঙ্গস্য দর্শনম্। সুদুর্লভতরং মন্যে পূজনং পরমেশিতুঃ ॥ ভবকোটিশতোৎপন্নপুণ্যরাশিবিপাকতঃ। লভ্যতে

কোটি ব্রহ্মহত্যা এবং কোটিজন্মে যে সকল পাপ-রাশি অর্জ্জিত হয়, এই সকল পাপজনক কর্ম্ম, শৈব পঞ্চাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করিলে, ক্ষণকাল মধ্যেই দগ্ধ হইয়া যায়। হে রাজেন্দ্র! অদ্য আপনার পাতকরাশি নষ্ট হইয়া গেল। অধুনা আপনি এই রাজ্ঞীর সহিত যথাসুখে বিহার করুন। মুনি-শ্রেষ্ঠ, মন্ত্রদানান্তে এই কথা বলিয়া বিস্মিতচিত্ত দম্পতির সহিত স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে নৃপদম্পতিও গুরুবর্য্যের আদেশ গ্রহণ করিয়া মুদিতমনে স্বভবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। রাজা চন্দনশীতলা পত্নীকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া নিঃস্ব ব্যক্তি ধন প্রাপ্ত হইলে যেরূপ সন্তুষ্ট হয়, তদ্রূপ সন্তোষ লাভ করিলেন। নিখিল বেদ, উপনিষৎ ও পুরাণশাস্ত্রের শিরো-ভূষণ স্বরূপ তমোনাশক মহাপ্রভাব বরিষ্ঠ পঞ্চা-ক্ষর মন্ত্রের বৈভব, এই আমি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। ৬২ ৭১।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অধুনা আমি অন্যপ্রকার হর-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি,—যাহা শ্রবণ করিবা মাত্র সর্ব্ব সংশয় বিদূরিত হয়। ইহা অপেক্ষা পাপ-নাশক আর কিছুই নাই। ইহা সর্ব্বানন্দকর, শ্রীমৎ, সর্ব্বকামার্থসাধক, এবং দীর্ঘায়ু, বিজয়, আরোগ্য, ভুক্তি, ও মুক্তি ফলপ্রদ। শুষ্ক বা আর্দ্র, অল্প বা মহৎ যে পাপই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, একমাত্র অনন্যমনে পরম মহাদেবের আরাধনাই তাহার উত্তম প্রায়শ্চিত্ত। এই মন্ত্র সর্ব্বকাল অবিনাশী, পাপসমূহেরও ক্ষয়কারক; ইহা মহামুনি-বিনির্দ্দিষ্ট পরম প্রায়শ্চিত্ত। ইহা সর্ব্বশাস্ত্র-বিনিশ্চিত পরম শ্রেয়ঃ। ভক্তিপূর্ব্বক পরমেশ্বরের পূজা মানবের পরম অভ্যুদয়স্বরূপ। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যে কোন কারণে হউক, দেবদেব-উদ্দেশে যাহা কিছু প্রদান করা যায়, তৎসমস্তই মুক্তিপ্রদ হইয়া থাকে।১—৭। মাঘমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে উপবাস দুর্লভ; ঐ তিথিতে জাগরণ মানবগণের আরও অধিক দুর্লভ; শিবলিঙ্গের দর্শন অতীব দুর্লভ; পরমেশ্বরের পূজন আবার তাহা হইতেও দুর্লভতর। কোটিশত

বা পুনস্তত্র বিল্বপত্রার্চ্চনং বিভোঃ ॥ ১০ ॥ বর্ষাণামযুতং যেন স্নাতং গঙ্গাসরিজ্জলে। সকৃদ্বিল্বার্চ্চনেনৈব তৎফলং লভতে নরঃ ॥ ১১ ॥ যানি যানি তু পুণ্যানি লীনানীহ যুগেযুগে। মাঘেহসিতচতুর্দ্দশ্যাং তানি তিষ্ঠন্তি কৃৎস্নশঃ ॥ ১২ ॥ এতামেব প্রশংসন্তি লোকে ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ। মুনয়শ্চ বশিষ্ঠাদ্যা মাঘেহসিতচতুর্দ্দশীম্ ॥ ১৩ ॥ অত্রোপবাসঃ কেনাপি কৃতঃ ক্রতুশতাধিকঃ। রাত্রৌ জাগরণং পুণ্যং কল্পকোটিতপোহধিকম্ ॥ ১৪ ॥ একেন বিল্বপত্রেণ শিবলিঙ্গার্চ্চনং কৃতম্। ত্রৈলোক্যে তস্য পুণ্যস্য কো বা সাদৃশ্যমৰ্চ্ছতি ॥ ১৫ ॥ অত্রাপ্যুবর্ণ্যতে গাথা পুণ্যা পরমশোভনা। গোপনীয়াপি কারুণ্যদ্গৌতমেন প্রকাশিতা ॥ ১৬ ॥ ইক্ষ্বাকুবংশজঃ শ্রীমান্ রাজা পরমধার্ম্মিকঃ। আসীন্মিত্রসহো নাম শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বধনুর্ভৃতাম্ ॥ ১৭ ॥ স রাজা সকলাস্ত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রগঃ শ্রুতিপারগঃ। বীরোহত্যন্তবলোৎসাহো নিত্যোদ্যোগী দয়ানিধিঃ ॥ ১৮ ॥ পুণ্যানামিব সঙ্ঘাতস্তেজসামিব পঞ্জরঃ। আশ্চর্য্যাণামিব ক্ষেত্রং যস্য মূর্ত্তির্বিরাজতে ॥ ১৯ ॥ হৃদয়ং দয়য়াক্রান্তং শ্রিয়াক্রান্তং চ তদ্বপুঃ। চরণৌ যস্য সামন্তচূড়ামণিমরীচিভিঃ ॥ ২০ ॥ একদা মৃগয়াকেলিলোলুপঃ স মহীপতিঃ। বিবেশ গহ্বরং ঘোরং বলেন মহতাবৃতঃ ॥ ২১ ॥ তত্র বিব্যাধ বিশিখৈঃ শার্দ্দুলান্ গবয়ান্ মৃগান্। রুরূন্ বরাহান্ মহিষান্ মৃগেন্দ্রানপি ভূরিশঃ ॥ ২২ ॥ স রথী মৃগয়াসক্তো গহনং দংশিতশ্চরন্। কমপি জ্বলনাকারং নিজঘান নিশাচরম্ ॥ ২৩ ॥ তস্যানুজঃ শুচাবিষ্টো দৃষ্ট্বা দূরে তিরোহিতঃ। ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস চেতসা ॥ ২৪ ॥ নৃপেষ রাজা দুর্দ্ধর্ষো দেবানাং রক্ষসামপি। ছদ্মনৈ ব প্রজেতব্যো মম শত্রুর্ন চান্যথা ॥ ২৫ ॥ ইতি ব্যবসিতঃ পাপো রাক্ষসো মনুজাকৃতিঃ। আসসাদ নৃপশ্রেষ্ঠমুৎপাত ইব মূর্ত্তিমান ॥ ২৬ ॥ তং বিনম্রাকৃতিং দৃষ্ট্বা ভৃত্যতাং কর্ত্তুমাগতম্। চক্রে মহানসাধ্যক্ষমজ্ঞানাৎ স মহীপতিঃ ॥ ২৭ ॥ অথ তস্মিন্ বনে রাজা কিঞ্চিৎ কালং বিহৃত্য সঃ। নিবৃত্তো মৃগয়াং হিত্বা

জন্মজন্মজনিত পুণ্যরাশির ফলে মানব বিভুকে বিল্বপত্র দ্বারা অর্চ্চন করিতে সমর্থ হয়। অযুতবর্ষ গঙ্গাস্নান করিলে মানব যে ফললাভ করে, একমাত্র বিল্বপত্র দ্বারা বিভুর অর্চ্চনা করিলে মানবের সেই ফললাভ হয়। যুগে যুগে এই সংসারে যে সকল পুণ্য লুপ্ত হইয়াছে, মাঘমাসের অসিতপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে সেই সমুদয় পুণ্য বিরাজিত। ইহলোকে ব্রহ্মাদি সুরগণ ঐ চতুর্দ্দশীর প্রশংসা করিয়া থাকেন। বশিষ্ঠাদি মুনিগণও ঐ মাঘী অসিতা চতুর্দ্দশীর প্রশংসা করেন। এই চতুর্দ্দশীতে যে মানব উপবাস করে, সে ক্রতুশতাধিক ফল প্রাপ্ত হয়। রাত্রিতে জাগরণ করিলে তাহা অতিশয় পুণ্যজনক হয় এবং কল্পকোটিকাল তপস্যার ফলপ্রদ হইয়া থাকে। যদি কেহ একটী বিল্বপত্র দ্বারা শিবলিঙ্গার্চ্চন করে, তাহা হইলে তাহার পুণ্যের সমকক্ষ পুণ্য আর জগতে দেখা যায় না। এ বিষয়ে এক পরমশোভন পুণ্যগাথা কীর্ত্তিত হয়। এই গাথা গোপনীয় হইলেও করুণা করিয়া মহামুনি গৌতম তাহা প্রকাশ করেন; যথা—মিত্রসহনামক ইক্ষ্বাকু-কুল-সম্ভূত এক রাজা ছিলেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক, শ্রীমান্ এবং সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য। তিনি সর্ব্বশস্ত্রবিৎ, শাস্ত্রজ্ঞ, শ্রুতিপারগ, বীর, বলবান্, সাহসী, নিত্য উদ্যোগী এবং দয়ানিধি। পুণ্যসমূহের সঙ্ঘাতের ন্যায়, তেজ সকলের রাশির ন্যায় এবং আশ্চর্য্যসমূহের পাত্রের ন্যায় তাঁহার মূর্ত্তি বিরাজিত ছিল। তাঁহার হৃদয় দয়া কর্ত্তৃক, বপু শ্রী কর্ত্তৃক এবং চরণ সামন্ত-চূড়ামণি-মরীচি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ছিল। একদা ঐ মহীপতি মৃগয়ার্থী লইয়া মহাবল সমভিব্যাহারে ঘোর গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। রাজা ঘোর বনে প্রবেশ করিয়া বিশিখ দ্বারা শার্দ্দুল, বরাহ, মৃগ, রুরু, গবয়, মহিষ ও মৃগেন্দ্র প্রভৃতি বহুবিধ জন্তু নিহত করিলেন। তিনি মৃগয়াসক্ত হইয়া বনে বিচরণ করিতে করিতে এক ঘোরাকৃতি প্রজ্বলিতাকার নিশাচর নিহত করিলেন। তাহাতে ঐ নিশাচরের এক ভ্রাতা শোকাতুর হইয়া দূরে তিরোহিত অবস্থায় অবস্থান করিয়া নিহত ভ্রাতাকে দর্শনপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল,—এই রাজা দেবতা ও রাক্ষসদিগের দুর্দ্ধর্ষ; অতএব এই শত্রুকে আমি ছদ্মবেশে থাকিয়া জয় করিব; ইহার অন্যথা হইবে না। ৮—২৫। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই নিশাচর মনুষ্যাকার ধারণপূর্ব্বক মূর্ত্তিমান্ উৎপাতের ন্যায় হইয়া নৃপতির সন্নিহিত হইল। নৃপতি ঐ ছদ্মবেশধারী নিশাচরকে তথাগত বিনীত দেখিয়া মোহবশতঃ তাহাকে পাকশালার

স্বপুরীং পুনরায়যৌ ॥ ২৮ ॥ তস্য রাজেন্দ্রমুখ্যস্য মদয়ন্তীতিনামতঃ। দময়ন্তী নলস্যেব বিদিতা বল্লভা সতী ॥ ২৯ ॥ এতস্মিন্ সময়ে রাজা নিমন্ত্র্য মুনিপুঙ্গবম্। বশিষ্ঠং গৃহমানিন্যে সম্প্রাপ্তে পিতৃবাসরে ॥ ৩০ ॥ রক্ষসা সূদরূপেণ সম্মিশ্রিত-নরামিষম্। শাকামিষং পুরঃ ক্ষিপ্তং দৃষ্ট্বা গুরুরথাব্রবীৎ ॥ ৩১ ॥ ধিগ্‌ধিঙ্‌নরামিষং রাজং-স্ত্বয়ৈতচ্ছদ্মকারিণা। খলেনোপহৃতং মেঽদ্য অতো রক্ষো ভবিষ্যসি ॥ ৩২ ॥ রক্ষঃকৃতমবিজ্ঞায় শপ্তেবং স গুরুস্ততঃ। পুনর্ব্বিমৃশ্য তং শাপং চকার দ্বাদশাব্দিকম্ ॥ ৩৩ ॥ রাজাপি কোপিতঃ প্রাহ যদিদং মে ন চেষ্টিতম্। ন জ্ঞাতঞ্চ বৃথা শপ্তো গুরুস্ত্বৈব শপাম্যহম্ ॥ ৩৪ ॥ ইত্যপোঽঞ্জলিনাদায় গুরুং শপ্তুং সমুদ্যতঃ। পতিত্বা পাদয়োস্তস্য মদয়ন্তী ন্যবারয়ৎ ॥ ৩৫ ॥ ততো নিবৃত্তঃ শাপাচ্চ তস্যা বচনগৌরবাৎ। তত্যাজ পাদয়োরস্তঃ পাদৌ কল্মষতাং গতৌ ॥ ৩৬ ॥ কল্মষাঙ্ঘ্রিরিতি খ্যাতস্ততঃ প্রভৃতি পার্থিবঃ। বভূব গুরুশাপেন রাক্ষসো বনগোচরঃ ॥ ৩৭ ॥ স বিভ্রদ্রাক্ষসং রূপং ঘোরং কালান্তকোপমম্। চখাদ বিবিধান্ জন্তূন্মানুষাদীন্ বনেচরঃ ॥ ৩৮ ॥ স কদাচিদ্বনে ক্বাপি রমমাণৌ কিশোরকৌ। অপশ্যৎ-দন্তকাকারো নবোঢৌ মুনিদম্পতী ॥ ৩৯ ॥ রাক্ষসো মানুষাহারঃ কিশোরং মুনিনন্দনম্। জগ্ধুং জগ্রাহ শাপার্ত্তো ব্যাঘ্রো মৃগশিশুং যথা ॥ ৪০ ॥ রক্ষোগৃহীতং ভর্ত্তারং দৃষ্ট্বা ভীতাথ তৎপ্রিয়া। উবাচ করুণং বালা ক্রন্দন্তী ভৃশবেপিতা ॥ ৪১ ॥ ভো ভো মা মা কৃথাঃ পাপং সূর্য্যবংশযশোধর। মদয়ন্তীপতিস্ত্বং হি রাজেন্দ্রো ন তু রাক্ষসঃ ॥ ৪২ ॥ ন খাদ মম ভর্ত্তারং প্রাণাৎ প্রিয়তমং প্রভো। আর্ত্তানাং শরণার্ত্তানাং ত্বমেব হি যতো গতিঃ ॥ ৪৩ ॥ পাপানামিব সঙ্ঘাতৈঃ কিং মে দুষ্টৈর্জড়াসুভিঃ। দেহেন চাতিভারেণ

অধ্যক্ষ করিলেন। এই ভাবে রাজা কিছুকাল বনে বিচরণ করিয়া মৃগয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বপুরে প্রত্যাগত হইলেন। মদয়ন্তী নামে রাজার মহিষী ছিলেন। রাজা তাঁহাকে নলের দময়ন্তীর ন্যায় সতী বলিয়া জানিতেন। একদা পিতৃকৃত্য উপস্থিত হইলে রাজা মুনিপুঙ্গব গুরু বশিষ্ঠকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বভবনে আনয়ন করিলেন। পাচকরূপী রাক্ষস তখন নরামিষ-সংমিশ্রিত শাকামিষ তাঁহার ভোজনপাত্রে প্রদান করিল। বশিষ্ঠ মুনি তাহা দেখিয়া বলিলেন,—হে রাজন্! তোমাকে ধিক্, যে হেতু তুমি কপটতা অবলম্বনে আমায় নরমাংস উপ-হার প্রদান করিলে! অতএব তুমি রাক্ষস হইবে! এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া তিনি—এই অপরাধ রাক্ষসকৃত; রাজা ইহার কিছুই অবগত নহেন; ইহা পরে জানিয়া ঐ শাপ দ্বাদশ বৎসরের জন্য করিয়া দিলেন। রাজাও অকারণ শাপে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—এই ছলপ্রয়োগ আমার চেষ্টিত নহে, আমি ইহার কিছুই জানি না; অথচ এই ক্ষেত্রে ইনি আমায় শাপ প্রদান করিলেন; অতএব আমিও ইহাঁকে শাপ প্রদান করিব। এই বলিয়া রাজা জলাঞ্জলি গ্রহণপূর্ব্বক গুরুকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। তাহা দেখিয়া তদীয় মহিষী মদয়ন্তী সসম্ভ্রমে আসিয়া স্বামীর পদ-যুগলে পতিত হইলেন এবং রাজাকে শাপ প্রদান হইতে বিরত করিলেন। তিনি মহিষী কর্ত্তৃক এইরূপে নিবারিত হইয়া তাঁহার বচন-গৌরবে সেই শাপজল স্বীয় পাদদেশে পরিত্যাগ করিলেন; পাদদ্বয় কল্মষতা প্রাপ্ত হইল। ঐ দিন হইতেই তিনি কল্মাষপাদ নৃপতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গুরু-শাপে বনচর নিশাচররূপে পরিণত হইলেন। ঐ রাজা তখন কালান্তকোপম ঘোর নিশাচররূপ ধারণ করিয়া বনে বিচরণ করিতে করিতে বিবিধ জন্তু ও মানবদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। কদাচিৎ ঐ অন্তকাকৃতি রাক্ষসরূপী রাজা বনৈকদেশে রমমাণ নবপরিণীত এক কিশোর মুনিদম্পতিকে দেখিতে পাইল।—দেখিয়া শাপবশে মানুষাদ রাক্ষসরূপী রাজা তখন খাইবার জন্য ব্যাঘ্র যেমন মৃগশিশুকে ধারণ করে তদ্রূপ সেই কিশোর মুনিনন্দনকে ধরিয়া ফেলিল। ২৮-৪০। তখন ধৃত মুনিনন্দনের নবীনা কিশোরী পত্নী স্বামীকে রাক্ষসধৃত দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কান্দিতে কান্দিতে বলিল,—ওহে এরূপ পাপ কার্য্য করিও না, করিও না। তুমি সূর্য্যবংশের যশোধর, মদ-য়ন্তীর পতি এবং রাজেন্দ্র; তুমি রাক্ষস নহ। হে প্রভো! তুমি আমার প্রাণপ্রিয়তম ভর্ত্তাকে খাইয়া ফেলিও না; তোমরাই ত ভীত এবং শরণাগত ব্যক্তিদের রক্ষা করিয়া থাক। দেখ, তুমি যদি আমার ভর্ত্তাকে খাইয়া ফেল, তাহা হইলে পাপের বোঝার মত এই জড় নিন্দিত প্রাণ ও ভারভূত দেহ

বিনা ভর্ত্রা মহাত্মনা ॥ ৪৪ ॥ মলীমসেন পাপেন পাঞ্চভৌতেন কিং সুখম্। বালোঽয়ং বেদবিচ্ছান্ত-স্তপস্বী বহুশাস্ত্রবিৎ ॥ ৪৫ ॥ অতোঽস্য প্রাণ-দানেন জগদ্রক্ষা ত্বয়া কৃতা। কৃপাং কুরু মহারাজ বালায়াং ব্রাহ্মণস্ত্রিয়াম্ ॥ ৪৬ ॥ অনাথ-কৃপণার্ত্তেষু সঘৃণাঃ খলু সাধবঃ। ইত্থমভ্যর্থিতঃ সোঽপি পুরুষাদঃ স নির্ঘৃণঃ ॥ ৪৭ ॥ চখাদ শির উৎকৃত্য বিপ্রপুত্রং দুরাশয়ঃ। অথ সাধ্বী কৃশা দীনা বি৺প্য ভৃশদুঃখিতা ॥ ৪৮ ॥ আদৃত্য ভর্ত্তুর-স্থীনি চিতাং চক্রে তথোল্বণাম্। ভর্ত্তারমনুগচ্ছন্তী সংবিশন্তী হুতাশনম্ ॥ ৪৯ ॥ রাজানং রাক্ষসাকারং শাপাস্ত্রেণ জঘান তম্। রে রে পার্থিব পাপাত্মং-স্ত্বয়া মে ভক্ষিতঃ পতিঃ ॥ ৫০ ॥ অতঃ পতিব্রতা-য়াস্ত্বং শাপং ভুঙ্ক্ষ্ব যথোল্বণম্। অদ্যপ্রভৃতি নারীষু যদা ত্বমপি সঙ্গতঃ। তদা মৃতিস্তবেত্যুক্তা বিবেশ জ্বলনং সতী ॥ ৫১ ॥ সোঽপি রাজা গুরোঃ শাপ-মুপভুজ্য কৃতাবধিম্। পুনঃ স্বরূপমাদায় স্বগৃহং মুদিতো যযৌ ॥ ৫২ ॥ জ্ঞাত্বা বিপ্রসতীশাপং তৎ-পত্নী রতিলালসম্। পতিং নিবারয়ামাস বৈধব্যা দতিবিভ্যতী ॥ ৫৩ ॥ অনপত্যঃ স নির্ব্বিণ্ণো রাজ্যভোগেষু পার্থিবঃ। বিসৃজ্য সকলাং লক্ষ্মীং যযৌ ভূয়োঽপি কাননম্ ॥ ৫৪ ॥ সূর্য্যবংশপ্রতিষ্ঠিত্যৈ বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ। তস্যামুৎপাদয়ামাস মদয়ন্ত্যাং সুতোত্তমম্ ॥ ৫৫ ॥ বিসৃষ্টরাজ্যো রাজাপি বিচরন্ সকলাং মহীম্। আয়ান্তীং পৃষ্ঠতোঽপশ্যৎ পিশাচীং ঘোররূপিণীম্ ॥ ৫৬ ॥ সা হি মূর্ত্তিমতী ঘোরা ব্রহ্মহত্যা দুরত্যয়া। যদাসৌ শাপবিভ্রষ্টো মুনি-পুত্রমভক্ষয়ৎ ॥ ৫৭ ॥ তেনাত্মকর্ম্মণায়ান্তীং ব্রহ্মহত্যাং স পৃষ্ঠতঃ। বুবুধে মুনিবর্য্যাণামুপদেশেন ভূপতিঃ ॥ ৫৮ ॥ তস্যা নির্ব্বেশমিচ্ছন্ রাজা নির্ব্বিণ্ণমানসঃ। নানাক্ষেত্রাণি তীর্থানি চচার বহুবৎসরম্ ॥ ৫৯ ॥ যদা সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্নাত্বাপি চ মুহুর্মুহুঃ। ন নিবৃত্তা ব্রহ্মহত্যা মিথিলামাযযৌ তদা। বাহ্যোদ্যান-

লইয়া আমি কি করিব? এই পাপময় মলিন পাঞ্চভৌতিক দেহেই বা আমার কি সুখ হইবে? আমার স্বামী বালক, বেদবিৎ, শান্ত,তপস্বী—অনেক শাস্ত্র পড়িয়াছেন; এই জন্য তোমাকে বলি-তেছি, তুমি উহাঁর প্রাণরক্ষা করিয়া জগতের উপকার কর। মহারাজ! তুমি এই বালিকা ব্রাহ্মণকন্যাকে দয়া কর। দেখ, সাধু ব্যক্তিরা অনাথ কৃপণ ও আর্ত্ত ব্যক্তিগণকে দয়া করিয়া থাকেন। বালিকা এই প্রকার অনুনয়বিনয় করিলেও সেই দুরাশয় নির্ঘৃণ পুরুষখাদক রাক্ষস ব্রাহ্মণকুমারের মস্তকটী ছিন্ন করিয়া খাইয়া ফেলিল। তখন সেই সতী সাধ্বী অত্যন্ত দুঃখে দীনা কৃশা ও ম্রিয়মাণা হইয়া বিলাপ করিতে করিতে অনুরাগবশতঃ আদরসহকারে স্বামীর অস্থিগুলি সঞ্চয় করিয়া চিতা নির্ম্মাণ করিল। ব্রাহ্মণবালা ভর্ত্তার অনুগমন জন্য হুতাশনে প্রবেশ করিতে করিতে সেই রাক্ষসরূপী রাজাকে শাপাস্ত্রদ্বারা তীব্র প্রহার করিল। বলিল,—রে রে পাপাত্মা পার্থিব! তুই আমার পতিকে ভক্ষণ করিলি; অতএব পতিব্রতার এই তীব্র শাপ উপভোগ কর,—"আজ হইতে যখন, তুমি নারীতে সঙ্গত হইবে, তখনই তোমার মৃত্যু হইবে" এই বলিয়া সতী জলিত জলনে প্রবেশ করিলেন। ঐ রাক্ষসরূপী রাজা গুরুর শাপ উপভোগ করিয়া পরে শাপান্ত-কাল উপস্থিত হইলে পুনরায় স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া মুদিতমনে নিজালয়ে গমন করিলেন। কিন্তু গমন করিলে কি হয়; এদিকে মহিষী তখন বিপ্রসতীর শাপ অবগত হইয়া রতি-লালস পতিকে বৈধব্য-ভয়ে ভীত হইয়া নিবারণ করিলেন। সুতরাং অনপত্যতা বশত রাজা রাজ্যভোগে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় বনগমন করিলেন। অতঃপর সূর্য্যবংশের বংশরক্ষার জন্য মুনিসত্তম বশিষ্ঠ কল্মাষপাদ-মহিষী মদয়ন্তীতে উত্তম সুত উৎপাদন করিলেন।৪১-৫৫। রাজা কিন্তু এদিকে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সমগ্রা মহী বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐরূপ বিচরণ করিতে করিতে একদা পশ্চাদাগতা ঘোররূপিণী এক পিশাচীকে দর্শন করিলেন। ঐ পিশাচীই সেই ঘোরা দুরত্যয়া মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মহত্যা। যখন ঐ নৃপ স্বীয় গুরু বসিষ্ঠ-শাপে রাক্ষস হইয়া মুনিপুত্রকে ভক্ষণ করিয়া-ছিলেন, সেই হইতেই আত্মকর্ম্মফল-বশীভূতা ব্রহ্মহত্যা পিশাচীরূপে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে,—ইহা তিনি মুনিবর্য্যগণের উপদেশে বুঝিতে পারি-লেন। ঐ পিশাচীকে তখন তিনি অপসারিত করিবার নিমিত্ত নির্ব্বিণ্ণমানসে বহু বৎসর ব্যাপিয়া নানা তীর্থক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বহু তীর্থ-ক্ষেত্রে স্নানাদি করিলেও যখন ঐ পিশাচী ব্রহ্মহত্যা নিবৃত্ত হইল না, তখন তিনি মিথিলায় আগমন

গতস্তত্রাশ্চিন্তয়া পর্য্যর্দ্দিতঃ। ৬০। দদর্শ মুনিমায়ান্তং গৌতমং বিমলাশয়ম্। হুতাশনমিবাশেষতপস্বিজন-সেবিতম্। ৬১। বিবস্বন্তমিবাত্যন্তং ঘনদোষ-তমোনুদম্। শশাঙ্কমিব নিঃশঙ্কমবদাতগুণোদয়ম্ ৬২। মহেশ্বরমিব শ্রীমদ্দ্বিজরাজকলাধরম্। শান্তং শিষ্যগণোপেতং তপসামেকভাজনম্। ৬৩। উপসৃত্য স রাজেন্দ্রঃ প্রণনাম মুহুর্মুহুঃ। গৌতমোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো রাজানং রবিবংশজম্। ৬৪। অভিনন্দ্য মুনিঃ প্রীত্যা সস্মিতং সমভাষত। ৬৫। গৌতম উবাচ। কচ্চিত্তে কুশলং রাজন্ কচ্চিত্তে পদমব্যয়ম্। ৬৬। কুশলিন্যঃ প্রজাঃ কচ্চিদবরোধজনোঽপি বা। কিমর্থমিহ সম্প্রাপ্তো বিসৃজ্য সকলাং শ্রিয়ম্। ৬৭। কিঞ্চ ধ্যায়সি ভো রাজন্ দীর্ঘমুষ্ণং চ নিশ্বসন্। ৬৮। রাজোবাচ। সর্ব্বে কুশলিনো ব্রহ্মন্ বয়ং ত্বদনুকম্পয়া। রাজ্ঞামুত্তমবংশ্যানাং ব্রহ্মায়ত্তা হি সম্পদঃ। কিন্তু মাং বাধতে স্বেষা পিশাচী ঘোররূপিণী। ৬৯। অলক্ষিতা মদপরৈর্ভর্ৎসয়ন্তী পদে পদে। যয়য়া শাপ-দগ্ধেন কৃতমংহো সুদুস্ত্যয়ম্। ন শান্তির্জায়তে তস্য প্রায়শ্চিত্তসহস্রকৈঃ। ৭০। ইষ্টাশ্চ বিবিধা যজ্ঞাঃ কোষসর্ব্বস্বদক্ষিণাঃ। সরিৎসরাংসি স্নাতানি যানি পূজ্যানি ভূতলে। নিষেবিতানি সর্ব্বাণি ক্ষেত্রাণি ভ্রমতা ময়া। ৭১। জপ্তান্যখিলমন্ত্রাণি ধ্যাতাঃ সকলদেবতাঃ। মহাব্রতানি চীর্ণানি পর্ণমূলফলা-শিনা। ৭২। তানি সর্ব্বাণি কুর্ব্বন্তি স্বস্থং মাং ন কদাচন। অদ্য মে জন্মসাফল্যং সম্প্রাপ্তমিব লক্ষ্যতে। ৭৩। যতত্বদ্দর্শনাদেব মমাত্মানন্দ-ভাগভূৎ। অবিচ্ছন্নভতে ক্বাপি বর্ষপূগৈর্ম্মনো-রথম্। ৭৪। ইত্যেবং জনবাদোঽপি সম্প্রাপ্তো ময়ি সত্যতাম্। আজন্মসঞ্চিতানাং তু পুণ্যানামু-দয়োদয়ে। ৭৫। যন্তবান্ ভবভীতানাং ত্রাতা নয়নগোচরঃ। কস্মাদ্দেশাদিহায়াতো ভবান্ ভব-ভয়াপহঃ। ৭৫। দূরভ্রমণবিশ্রান্তং শঙ্কে স্বামিহ চাগতম্। দৃষ্টাশ্চর্য্যমিবাত্যর্থং মুদিতোঽসি মুখশ্রিয়া। ৭৭। আনন্দয়সি মে চেতঃ প্রেম্ণা সম্ভাষণাদিব।

করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি ভয়ানক চিন্তায় অর্দ্দিত হইলে তত্রত্য প্রান্তরস্থিত উদ্যানে বিচরণার্থ গমন করিলেন; দেখিলেন,—গৌতম মুনি আসিতেছেন। তিনি বিমলাশয়, হুতাশনকান্তি, অশেষতপস্বি-সেবিত, আদিত্যকল্প, ঘনদোষ-তমো-নুদ, নিঃশঙ্ক, শশাঙ্কের ন্যায় অবদাতগুণোদয় মহেশ্বরবৎ শ্রীমান্ দ্বিজরাজকলাধর, শান্ত, শিষ্য-গণোপেত এবং তপস্যার একমাত্র আধার। রাজা তাঁহার নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে বার বার নমস্কার করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ তখন ঐ সূর্য্যবংশীয় রাজেন্দ্রকে অভিনন্দিত করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে সস্মিতাননে সম্ভাষণ করিলেন; বলিলেন,—রাজন্ আপনার কুশল ত? আপনার রাজপদ ত অক্ষুণ্ণ আছে? আপনার প্রকৃতিপুঞ্জের ত কুশল? অবরোধ-বধূগণ ত নিরাময় আছেন? কিজন্য আপনি রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন? এবং কেনই বা আপনাকে দীর্ঘোষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চিন্তা করিতে দেখিতেছি? রাজা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার অনুগ্রহে এ দাস ও অপর সকলেই কুশলী জানিবেন। বিশুদ্ধ-বংশীয় রাজন্যগণের সম্পদ্ আপনাদেরই আয়ত্ত। পরন্তু আমায় অধুনা এই ঘোররূপিণী পিশাচী পীড়িত করিতেছে! সে আমায় যেন মদমত্ত হইয়া অলক্ষিতে পদে পদে ভর্ৎসনা করিতেছে। হায়! শাপদগ্ধ হইয়া আমি যে দুরপনেয় পাপ কার্য্য করি-তেছি, সহস্র প্রায়শ্চিত্তেও তাহার শান্তি হইতেছে না। কোশসর্ব্বস্ব ব্যয়ে দক্ষিণা প্রদান করিয়া বিবিধ যজ্ঞ করিলাম, এই ভূমণ্ডলে যাবতীয় সরিৎ-সরোবর পূজনীয়, সেই সমুদয়ে স্নান করিলাম; পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া নিখিল তীর্থ-ক্ষেত্রের সেবা করিলাম; কত মন্ত্র জপ করিলাম; কত দেবতার ধ্যান করিলাম; পর্ণমূলফলাশী হইয়া কত মহাব্রত আচরণ করিলাম; কিন্তু তথাপি কোন প্রকারে শান্তিলাভ করিতে পারিলাম না। অদ্য আমার জন্ম সফল বলিয়া মনে হইতেছে; আপ-নাকে দেখিয়া আমার মন আনন্দিত হইয়াছে; আমার আজন্ম-সঞ্চিত পুণোদয়ে "অনিচ্ছায়ও কচিৎ বর্ষপূগ দ্বারা মনোরথ লাভ করা যায়" এই জনাপবাদ আমার সত্য হইয়াছে। যে হেতু ভবভীত ব্যক্তির ত্রাণকর্ত্তা আপনি আমার নয়ন-গোচর হইয়াছেন। কোন্ স্থান হইতে অদ্য আপনি আমার এখানে আগমন করিয়াছেন? আপনি ভব-ভয়াপহ। ৫৬—৭৫। অত্যন্ত আশ্চর্য্য এই যে, মুখশ্রীতে আপনাকে আনন্দিত দেখিয়া আমি আপনাকে, দূরপথ হইতে এখানে আগমন করিয়া বিশ্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেছি। আপনি যেন প্রেম-সম্ভাষণে আমার চিত্ত আপ্যায়িত

অদ্য মে তব পাদাব্জশরণস্ত কৃতৈনসঃ। শান্তিং কুরু মহাভাগ যেনাহং সুখমাপ্নুয়াম্॥ ৭৮ ॥ ইতি তেন সমাদিষ্টো গৌতমঃ করুণানিধিঃ। সমাদিদেশ ঘোরাণামঘানাং সাধু নিষ্কৃতিম্॥ ৭৯॥ গৌতম উবাচ। সাধু রাজেন্দ্র ধন্যোহসি মহাঘেভ্যো ভয়ং ত্যজ॥৮০॥ শিবে ত্রাতরি ভক্তানাং ক ভয়ং শরণৈষিণাম্। শৃণু রাজন্ মহাভাগ ক্ষেত্রমস্ত্যৎ প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৮১ ॥ মহাপাতকসংহারি গোকর্ণাখ্যং মনোরমম্। যত্র স্থিতির্ন পাপানাং মহদ্ভ্যো মহতামপি॥ ৮২॥ স্মৃতো হ্যশেষপাপঘ্নো যত্র সান্নিহিতঃ শিবঃ। যথা কৈলাসশিখরে যথা মন্দারমূর্দ্ধনি॥ ৮৩॥ নিবাসো নিশ্চিতঃ শম্ভোস্তথা গোকর্ণমণ্ডলে। নাগ্নিনা ন শশাঙ্কেন ন তারাগ্রহনায়কৈঃ॥ ৮৪ ॥ তমো নিস্তীর্য্যতে সম্যগ্‌যথা সবিতৃদর্শনাৎ। তথৈব নেতরৈস্তীর্থৈর্ন চ ক্ষেত্রৈর্ম্মনোরমৈঃ॥ ৮৫॥ সদ্যঃ পাপবিশুদ্ধিঃ স্যাদ্‌যথা গোকর্ণদর্শনাৎ। অপি পাপশতং কৃত্বা ব্রহ্মহত্যাদি মানবঃ॥ ৮৬॥ সকৃৎ প্রবিশ্য গোকর্ণং ন বিভেতি হ্যঘাৎ ক্বচিৎ। তত্র সর্ব্বে মহাত্মানস্তপসা শান্তিমাগতাঃ॥ ৮৭॥ ইন্দ্রোপেন্দ্রবিরিঞ্চ্যাদ্যৈঃ সেব্যতে সিদ্ধিকাঙ্ক্ষিভিঃ। তত্রৈকেন দিনেনাপি যৎ কৃতং ব্রতমুত্তমম্॥ ৮৮॥ তদন্যত্রাব্দলক্ষেণ কৃতং ভবতি তৎসমম্। যত্রেন্দ্রব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিদেবানাং হিতকাম্যয়া॥ ৮৯। মহাবলাভিধানেন দেবঃ সন্নিহিতঃ স্বয়ম্। ঘোরেণ তপসা লব্ধং রাবণাখ্যেন রক্ষসা॥ ৯০॥ তল্লিঙ্গং স্থাপয়ামাস গোকর্ণে গণনায়কঃ। ইন্দ্রো ব্রহ্মা মুকুন্দশ্চ বিশ্বেদেবা মরুদ্গণাঃ॥ ৯১ ॥ আদিত্যা বসবো দস্রৌ শশাঙ্কশ্চ দিবাকরঃ। এতে বিমানগতয়ো দেবাস্তে সহ পার্ষদৈঃ॥ ৯২॥ পূর্ব্বদ্বারং নিষেবন্তে দেবদেবস্ত শূলিনঃ। যোহন্তো মৃত্যুঃ স্বয়ং সাক্ষাচ্চিত্রগুপ্তশ্চ পাবকঃ॥ ৯৩॥ পিতৃভিঃ সহ রুদ্রৈশ্চ দক্ষিণদ্বারমাশ্রিতঃ। বরুণঃ সরিতাং নাথো গঙ্গাদিসরিতাং গণৈঃ॥ ৯৪॥ আসেবতে মহাদেবং পশ্চিমদ্বারমাশ্রিতঃ। তথা বায়ুঃ কুবেরশ্চ দেবেশী ভদ্রকর্ণিকা॥ ৯৫॥ মাতৃভিশ্চণ্ডিকাদ্যাভিরুত্তরদ্বারমাশ্রিতা। বিশ্বাবসুশ্চিত্ররথশ্চিত্রসেনো মহাবলঃ॥ ৯৬॥ সহ গন্ধর্ব্ববর্গৈশ্চ পূজয়ন্তি মহাবলম্। রম্ভা

করিতেছেন। হে মহাভাগ! অদ্য আপনার এই শ্রীচরণ সরোজৈক-শরণ কৃতপাপ এই জনের সুখ বিধানে শান্তি করুন। করুণানিধি গৌতম রাজা কর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া তাঁহাকে নিদারুণ পাপরাশি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপদেশ প্রদান করিলেন; বলিলেন,—সাধু রাজেন্দ্র! আপনি ধন্য; আপনি মহাপাপের ভয় পরিত্যাগ করুন। শিব ত্রাণকর্ত্তা থাকিতে শরণৈষী ভক্তগণের ভয়ের কারণ কি আছে? হে মহাভাগ রাজন্! আপনি শ্রবণ করুন,—গোকর্ণ নামে এক মহাপাতকসংহারী মনোরম ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। যেখানে মহৎ হইতেও মহৎ অতি বড় মহাপাপেরও বিন্দুমাত্র অধিকার নাই। ঐ ক্ষেত্রে ভগবান্ শিব স্মৃত হইয়াও অশেষ পাপ বিনষ্ট করেন। যেমন কৈলাসশিখরে ও মন্দরমস্তকে দেবদেবের অধিষ্ঠান, তেমনি এই গোকর্ণেও তাঁহার সান্নিধ্য আছে। অগ্নিই বলুন, আর তারা-গ্রহনায়ক শশাঙ্কই বলুন, তমোনাশ করিতে যেমন সূর্য্যসদৃশ আর কেহই নাই, তেমনি যত মনোরম তীর্থক্ষেত্রের] কথাই বলুন না কেন, পাপ নাশ করিতে গোকর্ণের সমকক্ষ তীর্থ আর নাই। মানব ব্রহ্মহত্যাদি শত পাপ করিয়াও যদি একবার মাত্র গোকর্ণে প্রবেশ করে, তাহা হইলে আর তাহাকে কখন পাপের ভয় করিতে হয় না। তত্রত্য মহাত্মা ব্যক্তিগণ তপস্যা দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হন। ঐ তীর্থ, ইন্দ্রোপেন্দ্র-বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছে। ঐ তীর্থে একদিনের আচরিত ব্রত, অন্যতীর্থে লক্ষ বৎসর আচরিত ব্রতের সমান। ঐ তীর্থে দেবদেব স্বয়ং ইন্দ্র ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদের হিতকামনা করিয়া 'মহাবল' নামে সান্নিধ্য করিতেছেন। রাক্ষসরাজ রাবণ ঘোর তপস্যা করিয়া তাঁহার লিঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। ৭৬—৯০। ঐ লিঙ্গ গণনায়ক গোকর্ণে স্থাপন করেন। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, মুকুন্দ, বিশ্বদেব, মরুদ্‌গণ, আদিত্য, বসু, দস্র, শশাঙ্ক ও দিবাকর ইঁহারা সকলে সপার্ষদ বিমানারূঢ় হইয়া দেবদেব শূলীর পূর্ব্বদ্বার সেবা করেন। স্বয়ং মৃত্যু, সাক্ষাৎ চিত্রগুপ্ত ও পাবক, ইঁহারা পিতৃ ও রুদ্রগণের সহিত শূলীর দক্ষিণদ্বার আশ্রয় করিয়াছেন। বরুণ ও সরিৎপতি ইঁহারা গঙ্গাদি নদীগণের সহিত পশ্চিমদ্বার আশ্রয় করিয়া মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। বায়ু, কুবের ও দেবেশী ভদ্রকর্ণিকা, ইঁহারা চণ্ডিকাদি মাতৃকাগণের সহিত উত্তরদ্বার আশ্রয় করিয়াছেন। বিশ্বাবসু, চিত্ররথ ও মহাবল চিত্রসেন, ইঁহারা

ঘৃতাচী মেনা চ পূর্ব্বচিত্তিস্তিলোত্তমা ॥ ৯৭ ॥ নৃত্যন্তি পুরতঃ শম্ভোরুর্ব্বশ্যাদ্যাঃ সুরস্ত্রিয়ঃ। বসিষ্ঠঃ কশ্যপঃ কণ্বো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ॥ ৯৮ ॥ জৈমিনিশ্চ ভরদ্বাজো জাবালিঃ ক্রতুরঙ্গিরাঃ। এতে বয়ঞ্চ রাজেন্দ্র সর্ব্বে ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ ॥ ৯৯ ॥ দেবং মহাবলং ভক্ত্যা সমন্তাৎ পর্য্যুপাস্মহে। মরীচিনা সহাত্রিশ্চ দক্ষাদ্যাশ্চ মুনীশ্বরাঃ ॥ ১০০ ॥ সনকাদ্যা মহাত্মান উপবিষ্টা উপাসতে। তথৈব মুনয়ঃ সাধ্যা অজিনাম্বরধারিণঃ ॥ ১০১ ॥ দণ্ডিনো ব্রতমুণ্ডাশ্চ স্নাতকা ব্রহ্মচারিণঃ। ত্বগস্থিমাত্রাবয়বাস্তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ ॥ ১০২ ॥ সেবন্তে পরয়া ভক্ত্যা দেবদেবং পিনাকিনম্। তথা দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ পিতরঃ সিদ্ধচারণাঃ ॥ ১০৩ ॥ বিদ্যাধরাঃ কিম্পুরুষাঃ কিন্নরা গুহ্যকাঃ খগাঃ। নাগাঃ পিশাচা বেতালা দৈতেয়াশ্চ মহাবলাঃ ॥ ১০৪ ॥ নানাবিভবসম্পন্না নানাভূষণবাহনাঃ। বিমানৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈরগ্নিবর্ণৈঃ শশিপ্রভৈঃ ॥ ১০৫ ॥ বিদ্যুৎপুঞ্জনিভৈরন্যৈঃ সমন্তৎ পরিবারিতম্। প্রস্তুবন্তি প্রগায়ন্তি পঠন্তি প্রণমন্তি চ ॥ ১০৬ ॥ প্রনৃত্যন্তি প্রহৃষ্যন্তি গোকর্ণে পৃথিবীপতে। লভন্তেঽভীপ্সিতান্ কামান্রমন্তে চ যথাসুখম্ ॥ ১০৭ ॥ গোকর্ণসদৃশং ক্ষেত্রং নাস্তি ব্রহ্মাণ্ডগোলকে। তত্র ঘোরং তপস্তপ্তমগস্ত্যেন মহাত্মনা ॥ ১০৮ ॥ তথা সনৎকুমারেণ প্রিয়ব্রতসুতেনাপি। অগ্নিনা দেববর্য্যেণ কন্দর্পেণ চ পার্থিব ॥ ১০৯ ॥ তথা দেব্যা ভদ্রকাল্যা শিশুমারেণ ধীমতা। দুর্ম্মুখেণ ফণীন্দ্রেণ মণিনাগাহ্বয়েন চ ॥ ১১০ ॥ ইলাবর্ত্তাদিভির্নাগৈর্গরুড়েন বলীয়সা। রক্ষসা রাবণেনাপি কুম্ভকর্ণাহ্বয়েন তু ॥ ১১১ ॥ বিভীষণেন পুণ্যেন তপস্তপ্তং মহাত্মনা। এতে চান্যে চ গীর্ব্বাণাঃ সিদ্ধদানবমানবাঃ ॥ ১১২ ॥ গোকর্ণে দেবদেবেশং শিবমারাধ্য ভক্তিত। স্বনামাঙ্কানি লিঙ্গানি স্থাপয়িত্বা সহস্রশঃ। লেভিরে পরমাং সিদ্ধিং তথা তীর্থানি চক্রিরে ॥ ১১৩ ॥ অত্র স্থানানি সর্ব্বেষাং দেবানাং সন্তি পার্থিব ॥ ১১৪ ॥ বিষ্ণোশ্চ দেবদেবস্য ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। কার্ত্তিকেয়স্য বীরস্য গজবক্ত্রস্য চানঘ ॥ ১১৫ ॥ ধর্ম্মস্য ক্ষেত্রপালস্য দুর্গায়াশ্চ মহামতে। গোকর্ণে শিবলিঙ্গানি বিদ্যন্তে কোটিকোটিশঃ ॥ ১১৬ ॥ অসঙ্খ্যাতানি তীর্থানি তিষ্ঠন্তি চ পদেপদে। বহুনাত্র কিমুক্তেন গোকর্ণস্থানি পার্থিব ॥ ১১৭ ॥ সর্ব্বাণ্যশ্মানি লিঙ্গানি তীর্থান্যম্ভাংসি সর্ব্বশঃ। গোকর্ণে শিবলিঙ্গানাং তীর্থানামপি

গন্ধর্ব্বগণের সহিত মহাবল দেবদেবের পূজা করিয়া থাকেন। রম্ভা, ঘৃতাচী, মেনা, পূর্ব্বচিত্তি, তিলোত্তমা ও উর্ব্বশী আদি সুরনায়িকাগণ শম্ভুর সম্মুখে নৃত্য করিয়া থাকে। বসিষ্ঠ, কশ্যপ, কণ্ব, বিশ্বামিত্র, জৈমিনি, ভরদ্বাজ, জাবালি, ক্রতু, ও অঙ্গিরা প্রভৃতি আমরা সকলে মহাবল দেবদেবকে ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করিয়া থাকি। মরীচি, অত্রি, দক্ষাদি মুনীশ্বর, এবং মহাত্মা সনকাদি ঋষিগণ উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। মুনিগণ, সাধ্যগণ, অজিনাম্বরধারী দণ্ডিগণ, ব্রতমুণ্ডগণ, স্নাতকগণ, ও ব্রহ্মচারিগণ, ইহাঁরা সকলে তপস্যায় দেহকে অস্থি-চর্ম্মসার করিয়া সমস্ত পাপ দগ্ধ করত পরম ভক্তি সহকারে দেবদেব পিনাকীর সেবা করিয়া থাকেন। সগন্ধর্ব্ব দেব, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, বিদ্যাধরগণ, কিম্পুরুষগণ, কিন্নরগণ, গুহ্যকগণ, খগগণ, নাগগণ, পিশাচগণ, বেতালগণ, এবং মহাবল দৈত্যগণ, ইহাঁরা সকলে নানাবিভব, নানাভরণ, নানাবাহন, ও সূর্য্যসঙ্কাশ অগ্নিপ্রভ বা বিদ্যুৎপুঞ্জনিভ বিমানে সমারূঢ় হইয়া গোকর্ণক্ষেত্রে গিয়া স্তব, গীত, পাঠ, প্রণাম, নৃত্য ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং অভিলষিত লাভ ও সুখে যথেচ্ছ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এই ব্রহ্মাণ্ডগোলকে গোকর্ণসদৃশ ক্ষেত্র আর নাই। মহাত্মা অগস্ত্য ঐ ক্ষেত্রে ঘোর তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন। হে পার্থিব! ঐরূপ সনৎকুমার, প্রিয়ব্রতসুত, দেববর্য্য অগ্নি, দেবী ভদ্রকালী, শিশুমার, দুর্ম্মুখ, ফণীন্দ্র, মণিনাগ, ইলাবর্ত্তাদিনাগ, বলীয়ান্ গরুড়, রাক্ষসরাজ রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও ধার্ম্মিক বিভীষণ, এই সকল মহাত্মারা এবং আরও অন্যান্য দেবগণ, সিদ্ধ, দানব ও মানবগণ গোকর্ণে ভক্তিপূর্ব্বক দেবদেবের আরাধনা করিয়া স্বনামাঙ্কিত সহস্র সহস্র লিঙ্গ স্থাপনান্তে পরম সিদ্ধি লাভ ও বহু তীর্থ আবিষ্কার করেন। ৯৭—১১৩। হে রাজন্! এখানে বিষ্ণু, দেবদেব, ব্রহ্মা, কার্ত্তিকেয় গজানন, ধর্ম্ম, ক্ষেত্রপাল, ও দুর্গা প্রভৃতি নিখিল দেব দেবীর আবাসভবন আছে। গোকর্ণে কোটি কোটি শিবলিঙ্গ ও অসংখ্য তীর্থ বিরাজিত। হে নৃপ! অধিক আর কি বলিব? গোকর্ণে সকল প্রকার অশ্মময় লিঙ্গ ও বিমল জলপূর্ণ স্থান-তীর্থ বিদ্যমান

ত্থুরিশঃ॥ ১১৮॥ গীয়তে মহিমা রাজন্ পুরাণেষু মহর্ষিভিঃ। গোকর্ণে কোটিতীর্থঞ্চ তীর্থানাং মুখ্যতাং গতম্ ॥ ১১৯ ॥ সর্ব্বেষাং শিবলিঙ্গানাং সার্ব্বভৌমো মহাবলঃ। কৃতে মহাবলঃ শ্বেতস্ত্রেতায়ামতিলোহিতঃ ॥ ১২০ ॥ দ্বাপরে পীতবর্ণশ্চ কলৌ শ্যামো ভবিষ্যতি। আক্রান্তং সপ্তপাতালং কুর্ব্বন্নপি মহাবলঃ ॥ ১২১ ॥ প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে মৃদুতামুপযাস্যতি। পশ্চিমাম্বুধিতীরস্থং গোকর্ণক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ১২২ ॥ ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি দহতীতি কিমদ্ভুতম্। যে চাত্র ব্রহ্মহন্তারো যে চ কৃতঘ্নাঃ শঠাঃ॥ ১২৩॥ যে সর্ব্বগুণহীনাশ্চ পরদাররতাশ্চ যে। যে দুর্ব্বৃত্তা দুরাচারা দুঃশীলাঃ কৃপণাশ্চ যে॥ ১২৪॥ লুব্ধাঃ ক্রূরাঃ খলা মূঢ়াঃ স্তেনাশ্চৈবাতিকামিনঃ। তে সর্ব্বে প্রাপ্য গোকর্ণং স্নাত্বা তীর্থজলেষু চ ॥ ১২৫ ॥ দেবং মহাবলং দৃষ্ট্বা প্রায়াতাঃ শাঙ্করং পদম্। তত্র পুণ্যাসু তিথিষু পুণ্যর্ক্ষে পুণ্যবাসরে॥ ১২৬॥ যেঽর্চ্চয়ন্তি মহেশানং তে রুদ্রাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ। যদা কদাচিদ্গোকর্ণং যো বা কো বাপি মানবঃ॥ ১২৭॥ প্রবিশ্য পূজয়েদীশং স গচ্ছেদ্ব্রহ্মণঃ পদম্। রবীন্দুসৌম্যবারেষু যদা দর্শো ভবিষ্যতি॥ ১২৮॥ তদা জলনিধৌ স্নানং দানঞ্চ পিতৃতর্পণম্। শিবপূজা জপো হোমো ব্রতচর্য্যা দ্বিজার্চ্চনম্॥ ১২৯॥ যৎকিঞ্চিদ্বা কৃতং কর্ম্ম তদনন্তফলপ্রদম্। ব্যতীপাতাদিযোগেষু রবিসংক্রমণেষু চ॥ ১৩০॥ মহাপ্রদোষবেলাসু শিবপূজা বিমুক্তিদা। অথৈকাং তে প্রবক্ষ্যামি তিথিং পার্থিব মুক্তিদাম্॥ ১৩১॥ যস্যাং কিল মহাব্যাধো লেভে শম্ভোঃ পরং পদম্॥ মাঘমাসে মহাপুণ্যা যা সা কৃষ্ণচতুর্দ্দশী॥ ১৩২ ॥ শিবলিঙ্গং বিল্বপত্রং দুর্লভং হি চতুষ্টয়ম্। অহো বলবতী মায়া যয়া শৈবী মহাতিথিঃ॥ ১৩৩॥ নোপোষ্যতে জনৈর্মূঢ়ৈর্মহামূকৈরিব ত্রয়ী। উপবাসো জাগরণং সন্নিধিঃ পরমেশিতুঃ॥ ১৩৪ ॥ গোকর্ণং শিবলোকস্য নৃণাং সোপানপদ্ধতিঃ। শৃণু রাজন্নহমপি গোকর্ণাদধুনাগতঃ ॥ ১৩৫ ॥ উপাস্যৈনাং শিবতিথিং বিলোক্য চ মহোৎসবম্। অস্যাং শিবতিথৌ সর্ব্বে মহোৎসবদিদৃক্ষবঃ॥ ১৩৬॥ আগতাঃ সর্ব্বদেশেভ্যশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যা মহাজনাঃ। স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাশ্চ বালাশ্চ চতুরাশ্রমবাসিনঃ॥ ১৩৭॥ আগত্য

আছে। তত্রত্য বহু শিবলিঙ্গ ও বহু তীর্থের মহিমা মহর্ষিরা পুরাণে কীর্ত্তন করিয়াছেন। গোকর্ণে কোটি কোটি তীর্থশ্রেষ্ঠ তীর্থ বিরাজমান। ঐ স্থানে শিবলিঙ্গ সকলের মধ্যে মহাবল লিঙ্গই সার্ব্বভৌম। সত্যযুগে ঐ মহাবল লিঙ্গ শ্বেতবর্ণ, ত্রেতায় লোহিতবর্ণ, দ্বাপরে পীত, এবং কালতে শ্যামল হন। ঐ মহাবল লিঙ্গ সপ্ত পতাল আক্রমণ করিলেও ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হইলে মৃদুতা প্রাপ্ত হইবেন। এই গোকর্ণ তীর্থক্ষেত্র পশ্চিমসমুদ্রের কূলে অবস্থিত হইয়াও যে ব্রহ্মহত্যাদি পাপকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, ইহা আর কি অদ্ভুত কথা! ব্রহ্মহত্যা, কৃতদ্রোহী, শঠ, গুণহীন, পারদারিক-দুর্ব্বৃত্ত, দুরাচার, দুঃশীল, কৃপণ, লুব্ধ, ক্রূর, খল, মূঢ়, চোর, এবং অতিকামী ব্যক্তি, ইহারাও গোকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া তত্রত্য তীর্থজলে স্নান করিয়া দেব মহাবলকে দর্শন করত শঙ্করপদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পুণ্য তিথি, পুণ্য নক্ষত্র এবং পুণ্য দিনে এই ক্ষেত্রে মহেশের অর্চ্চনা করে, সেই ব্যক্তি রুদ্র হয়; এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। যে কোন সময়ে যে কোন মানব যদি গোকর্ণতীর্থে গমন করিয়া মহেশের পূজা করে, তাহা হইলে ঐ মানব ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে। রবি, সোম ও বুধবারে যদি অমাবস্যা হয়, তাহা হইলে ঐ অমাবস্যায় তত্রত্য জলনিধিতে স্নান, দান, পিতৃতর্পণ, শিবপূজা, জপ, হোম, ব্রতচর্য্যা ও দ্বিজার্চ্চন প্রভৃতি সমস্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্মই অনন্ত ফল-জনক হয়। ব্যতীপাতাদি যোগে, রবিসংক্রমণে, এবং মহাপ্রদোষকালে শিবপূজা মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে। হে পার্থিব! তোমাকে একটী মুক্তিদায়িনী তিথির কথা বলিতেছি—যে তিথিতে মহাব্যাধ শম্ভুর পরমপদ লাভ করিয়াছিল। মাঘমাসের মহাপুণ্যদায়িনী যে সেই কৃষ্ণচতুর্দ্দশী; ঐ তিথি, শিবলিঙ্গ, বিল্বপত্র, ও পূজনক্রম,—চতুষ্টয়, এই দুর্লভ; অহো বলবতী মায়া—যে মায়াপ্রভাবেই এই শৈবী মহাতিথিতে মূঢ়ব্যক্তিরাই মূকের ত্রয়ী উচ্চারণ না করার ন্যায় উপবাস,জাগরণ ও পরমেশের সমীপে অবস্থান করে না।১১৮—১৩৪। গোকর্ণ মানবদিগের শিবলোকে যাইবার সোপানপদ্ধতিস্বরূপ। হে রাজন্! আপনি শ্রবণ করুন,—আমি এখনই শিবচতুর্দ্দশীর উপাসনা করিয়া ও মহোৎসব দেখিয়া গোকর্ণ হইতে আসিতেছি। এই শিবচতুর্দ্দশীতে গোকর্ণে মহোৎসব দেখিবার জন্য বহুদেশ হইতে চতুরাশ্রমবাসী আবাল বৃদ্ধ-

দৃষ্ট্বা দেবেশং লেভিরে কৃতকৃত্যতাম্। অথাহমপ্যমী শিষ্যা ঋষয়শ্চ তথাপরে ॥ ১৩৮ ॥ রাজর্ষয়শ্চ রাজেন্দ্র সনকাদ্যাঃ সুরর্ষয়ঃ। স্নাত্বা সর্ব্বেষু তীর্থেষু সমুপাস্য মহাব্রতম্ ॥ ১৩৯ ॥ লব্ধা চ জন্মসাফল্যং প্রযাতাঃ সর্ব্বতোদিশম্। অমুনাদ্য নরেন্দ্রেণ জনকেন যিযক্ষুণা ॥ ১৪০ ॥ নিমন্ত্রিতোঽহং সম্প্রাপ্তো গোকর্ণাচ্ছিবমন্দিরাৎ। প্রত্যাগমং কিমপ্যত্র দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যমহং পথি। মহানন্দেন মনসা কৃতার্থোঽস্মি মহীপতে ॥ ১৪১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে গোকর্ণমহিমানুবর্ণনং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

বনিতা সকলেই আগমন করে এবং মহেশকে দর্শন করিয়া কৃতকৃত্যতা লাভ করে। হে রাজেন্দ্র! আমাদের শিষ্যগণ,অপরাপর ঋষি, রাজর্ষি, ও সনকাদি সুরর্ষি প্রভৃতি আমরা সকলে ঐ তীর্থে স্নান পূজাদি সমাধা করিয়া যে যার আপন আপন গন্তব্য পথে চলিয়াছি। আমি যিযক্ষু নরেন্দ্র জনক কর্ত্তৃক যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া গোকর্ণ শিবমন্দির হইতে এই আসিতেছি। আমি কোন আশ্চর্য্য মহোৎসব দেখিয়া পথে মহানন্দ-মনে আসিতেছি! মহীপতে! আমি কৃতার্থ হইয়াছি।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।২।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ। কিং দৃষ্টং ভবতা ব্রহ্মন্নাশ্চর্য্যং পথি কুত্র বা। তন্মমাখ্যাহি যেনাহং কৃতকৃত্যত্ব-মাপ্নুয়াম্ ॥ ১ ॥ গৌতম উবাচ। গোকর্ণাদহমাগচ্ছন্ কাপি দেশে বিশাম্পতে। জাতে মধ্যাহ্নসময়ে লব্ধবান্ বিমলং সরঃ ॥ ২ ॥ তত্রোপস্পৃশ্য সলিলং বিনীয় চ পথি শ্রমম্। সুস্নিগ্ধশীতলচ্ছায়ং ন্যগ্রোধং সমুপাশ্রয়ম্ ॥ ৩ ॥ অথাবিদূরে চাণ্ডালীং বৃদ্ধামন্ধাং কৃশাকৃতিম্। শুষ্যন্মুখীং নিরাহারাং বহুরোগ-নিপীড়িতাম্ ॥ ৪ ॥ কুষ্ঠব্রণপরীতাঙ্গীমুদ্যৎকৃমিকুলা-কুলাম্। পূয়শোণিতসংসক্তজরৎপটলসৎকটীম্ ॥ ৫ ॥ মহাযক্ষ্মগলস্থেন কণ্ঠসংরোধবিহ্বলাম্। বিনষ্ট-দন্তামব্যক্তাং বিলুঠন্তীং মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬ ॥ চণ্ডার্ক-কিরণস্পৃষ্টখরোষ্ণরজসাপ্লুতাম্। বিণ্মূত্রপূয়দিগ্ধাঙ্গী-মস্পৃশ্যগন্ধদুরাসদাম্ ॥ ৭ ॥ কফরোগবহুশ্বাসরুদ্ধনাড়ী-বহুব্যথাম্। বিধ্বস্তকেশাবয়বামপঙ্গং মরণো-ন্মুখীম্ ॥ ৮ ॥ তাদৃশ্বিধাঞ্চ তাং বীক্ষ্য কৃপয়াহং পরিপ্লুতঃ। প্রতীক্ষন্মরণং তস্যাঃ ক্ষণং তত্রৈব সংস্থিতঃ ॥ ৯ ॥ অথান্তরিক্ষপদবীং সিক্তমিব

তৃতীয় অধ্যায়।

রাজা বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি পথে আসিতে আসিতে কোন্ স্থানে কি আশ্চর্য্য দেখিয়াছেন, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন। গৌতম বলিলেন,—হে নৃপ! আমি গোকর্ণতীর্থ হইতে আসিতে আসিতে পথে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে সেই স্থানে এক বিমল সরোবর দেখিতে পাইলাম। ঐ সরোবরে আব-শ্যক মত জল ব্যবহার করত তত্রত্য ন্যগ্রোধ-বৃক্ষের সুস্নিগ্ধ সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া পথ-শ্রান্তি অপনীত করিলাম। দেখিলাম,—অনতিদূরে এক বৃদ্ধা অন্ধা কৃশাকৃতি বহুরোগগ্রস্তা চাণ্ডালী পতিত রহিয়াছে। অনাহারে তাহার মুখ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; কুষ্ঠ-জনিত ব্রণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত। ঐ সকল ব্রণ হইতে কৃমিকুল উত্থিত হইয়া তীব্র দংশনে তাহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। ব্রণপরিস্রুত পূয ও শোণিত-সংসিক্ত জরাজীর্ণ ছিন্ন বসনখানির ছিদ্র দিয়া তাহার কটি-দেশ দেখা যাইতেছে। মহাযক্ষ্মা তাহার গলদেশ আশ্রয় করায় তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে এবং তজ্জন্য সে অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার দাঁত নাই; এজন্য সে ব্যক্তভাবে কথা কহিতে পারিতেছে না। সে মৃত্তিকায় পতিত হইয়া মুহুর্মুহু লুণ্ঠিত হইতেছে। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণে অত্যন্ত রুক্ষ ও উষ্ণ রেণুকণা সকল তাহার সর্ব্বাঙ্গে লিপ্ত হইয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ঠা, মূত্র, পূয ও রক্ত লিপ্ত রহিয়াছে। দুর্গন্ধে তাহার নিকটে যাইবার যো নাই। কফরোগ ও ঘন ঘন শ্বাস হওয়ায় তাহার নাড়ী ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। তাহার কষ্টের অবধি নাই। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রমেই শিথিল হইয়া আসি-তেছে। সে মৃত্যুর জন্য পথ চাহিয়া রহিয়াছে। ঐ চাণ্ডালীকে এইরূপ কষ্ট পাইতে দেখিয়া কৃপাপরবশ হইয়া আমি সেইস্থানে ক্ষণকাল তাহার মরণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।১—৯। এমন সময়ে

রশ্মিভিঃ। দিব্যং বিমানমানীতমদ্রাক্ষং শিব-কিঙ্করৈঃ ॥ ১০ ॥ তস্মিন্ রবীন্দুবহ্নীনাং তেজসামিব পঞ্জরে। বিমানে সূর্য্যসঙ্কাশানপশ্যং শিবকিঙ্করান্ ॥ ১১ ॥ তে বৈ ত্রিশূলখট্টাঙ্গটঙ্কচর্ম্মাসিপাণয়ঃ। চন্দ্রার্দ্ধভূষণাঃ সান্দ্রচন্দ্রকুন্দোরুবর্চ্চসঃ ॥ ১২ ॥ কিরীট-কুণ্ডলভ্রাজন্মহাহিবলয়োজ্জ্বলাঃ। শিবানুগা ময়া দৃষ্টাশ্চত্বারঃ শুভলক্ষণাঃ ॥ ১২ ॥ তানাপতত আলোক্য বিমানস্থান্ সুবিস্মিতঃ। উপসৃত্যান্তিকে বেগাদপৃচ্ছং গগনে স্থিতান্ ॥ ১৪ ॥ নমো নমো বস্ত্রিদশোত্তমেভ্যস্ত্রিলোচনশ্রীচরণানুগেভ্যঃ। ত্রিলোক-রক্ষাবিধিমাবহদ্ভ্যস্ত্রিশূলচর্ম্মাসিগদাধরেভ্যঃ ॥ ১৫ ॥ বিদিতা হি ময়া যূয়ং মহেশ্বরপদানুগাঃ। ইয়ং বো লোকরক্ষার্থা গতিরাহো বিনোদজা ॥ ১৫ ॥ উত সর্ব্বজনাঘৌঘবিজয়ায় কৃতোদ্যমাঃ। ব্রূত কারুণ্যতো মহ্যং যস্মাদ্যূয়মিহাগতাঃ ॥ ১৭ ॥ শিবদূতা উচুঃ। এষাগ্রে দৃশ্যতে বৃদ্ধা চাণ্ডালী মরণোন্মুখী। এতামানেতুমায়াতাঃ সন্দিষ্টাঃ প্রভুণা বয়ম্ ॥ ১৮ ॥

দেখিলাম রশ্মিদ্বারা অন্তরিক্ষ পদবী উদ্ভাসিত করত শিব-কিঙ্করগণ দিব্য বিমান লইয়া আসিতেছে। ঐ বিমান দেখিলে মনে হয় যেন উহা চন্দ্র-সূর্য্য-বহ্নির তেজঃসংঘাত। ঐ বিমানে সূর্য্যসঙ্কাশ শিব-কিঙ্করগণকে দর্শন করিলাম। তাঁহারা হস্তে ত্রিশূল, খট্টাঙ্গ, টঙ্ক, চর্ম্ম ও অসি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা অর্দ্ধচন্দ্র-বিভূষিত, তাঁহাদের দীপ্তি সান্দ্র চন্দ্র ও কুন্দের ন্যায়। তাঁহারা কিরীট-কুণ্ডলবিশিষ্ট এবং মহাহি দ্বারা উজ্জ্বল বলয় নির্ম্মাণ করিয়া পরিধান করিয়াছে। সংখ্যায় তাঁহারা চারি-জন। ঐ শুভলক্ষণ শিবানুচরগণ দর্শনে বিস্মিত হইয়া গগনবিহারী ঐ বিমানস্থ শিবানুচরদিগকে অতিবেগে নিকটে আসিতে দেখিয়া সাশ্চর্য্যে বলিলাম,—তোমরা ত্রিদশোত্তম, ত্রিলোচন-চরণানুরাগী, ত্রিলোক-রক্ষাবিধায়ক ও ত্রিশূলচর্ম্মাসিগদাধারী; তোমাদিগকে নমস্কার। আমি জানি যে তোমরা মহেশ্বরপদানুগ। তোমা-দের এই লোকরক্ষা-কারিণী গতি বিনোদেরই নিমিত্ত, না—নিখিল লোকের পাপরাশিনাশের নিমিত্ত তোমরা আমায় কৃপা করিয়া বল, কি হেতু এখানে আসিয়াছ? শিবদূতগণ বলিল,—এই যে মরণোন্মুখী বৃদ্ধা চাণ্ডালী দেখা যাইতেছে, ইহাকে লইয়া যাইবার জন্য আমরা প্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এখানে আসিয়াছি। শিবদূতগণ

ইত্যুক্তে শিবদূতৈস্তৈরপৃচ্ছং পুনরপ্যহম্। বিস্ময়া-বিষ্টচিত্তস্তান্ কৃতাঞ্জলিরবস্থিতঃ ॥ ১৯ ॥ অহো পাপীয়সী ঘোরা চাণ্ডালী কথমর্হতি। দিব্যং বিমানমারোঢ়ুং শুনীবাধ্বরমণ্ডলম্ ॥ ২০ ॥ আজন্ম-তোঽশুচিপ্রায়াং পাপাং পাপানুগামিনীম্। কথমেনাং দুরাচারাং শিবলোকং নিনীষথ ॥ ২১ ॥ অস্যা নাস্তি শিবজ্ঞানং নাস্তি ঘোরতরং তপঃ। সত্যং নাস্তি দয়া নাস্তি কথমেনাং নিনীষথ ॥ ২২ ॥ পশুমাংস-কৃতাহারাং বারুণীপূরিতোদরাম্। জীবহিংসারতাং নিত্যং কথমেনাং নিনীষথ ॥ ২৩ ॥ ন চ পঞ্চাক্ষরী জপ্তা ন কৃতং শিবপূজনম্। ন ধ্যাতো ভগবান্ শম্ভুঃ কথমেনাং নিনীষথ ॥ ২৪ ॥ নোপোষিতা শিব-তিথির্ন কৃতং শিবপূজনম্। ভূতসৌহৃদং ন জানাতি ন চ বিল্বশিবার্পণম্। নেষ্টাপূর্ত্তাদিকং বাপি কথমেনাং নিনীষথ ॥ ২৫ ॥ ন চ স্নাতানি তীর্থানি ন দানানি কৃতানি চ। ন চ ব্রতানি চীর্ণানি কথমেনাং নিনীষথ ॥ ২৬ ॥ ঈক্ষণে পরিহর্ত্তব্যা কিমু সম্ভাষণাদিষু। সৎসঙ্গরহিতাং চণ্ডাং কথমেনাং

এই কথা বলিলে আমি পুনরপি বিস্মিতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কি আশ্চর্য্যের বিষয়—এই ঘোর পাপীয়সী চাণ্ডালী কুক্কুরীর যজ্ঞস্থলপ্রাপ্তির ন্যায় কিপ্রকারে এই বিমানে আরোহণ করিবার উপযুক্ত হইল! এই চাণ্ডালী জন্মাবধি অশুচিপ্রায়া, পাপিনী ও পাপানু-গামিনী। এই দুশ্চারিণীকে কি জন্য তোমরা শিব-লোকে লইয়া যাইতেছ? ইহার শিবজ্ঞান নাই, ঘোরতর তপস্যা নাই, সত্য নাই, দয়া নাই, কি জন্য তোমরা ইহাকে লইয়া যাইতেছ? এ পশুমাংস আহার করিত, বারুণীতে ইহার উদর পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, এ নিত্য জীবহিংসায় রত, কি জন্য ইহাকে লইয়া যাইতেছ? এ পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র জপ করে নাই, শিবপূজা করে নাই, শম্ভুর ধ্যান করে নাই, কি জন্য ইহাকে লইয়া যাইতেছ? এ শিবচতুর্দ্দশীতে উপবাস করে নাই, শিবপূজা করে নাই, ভূতসৌহৃদ্য জানে না, শিবকে বিল্বপত্র অর্পণ করে নাই এবং ইষ্টাপূর্ত্তাদিও করে নাই; কি জন্য ইহাকে লইয়া যাইতেছ? এ কখন তীর্থস্নান করে নাই, দান করে নাই, ব্রতাচরণ করে নাই, কি জন্য ইহাকে লইয়া যাই-তেছ? ১০—২৬। ইহাকে দর্শন করাও কর্ত্তব্য নহে, ইহার সহিত সম্ভাষণাদির আর কথা কি?

নিনীষথ ॥ ২৭ ॥ জন্মান্তরার্জ্জিতং কিঞ্চিদস্যাঃ সুকৃতমস্তি বা। তৎকথং কুষ্ঠরোগেণ কৃমিভিঃ পরিভূয়তে ॥ ২৮ ॥ অহো ঈশ্বরচর্য্যেয়ং দুর্বিভাব্যা শরীরিণাম্। পাপাত্মানোঽপি নীয়ন্তে কারুণ্যাৎ পরমং পদম্ ॥ ২৯ ॥ ইত্যুক্তাস্তে ময়া দূতা দেবদেবস্য শূলিনঃ। প্রত্যূচুর্ম্মামথ প্রীত্যা সর্ব্ব-সংশয়ভেদিনঃ ॥ ৩০ ॥ শিবদূতা উচুঃ। ব্রহ্মন্ সুমহদাশ্চর্য্যং শৃণু কৌতুহলং যদি। ইমামুদ্দিশ্য চাণ্ডালীং যদুক্তং ভবতাধুনা ॥ ৩১ ॥ আসীদিয়ং পূর্ব্বভবে কাচিদ্ব্রাহ্মণকন্যকা। সুমিত্রা নাম সম্পূর্ণ-সোমবিম্বসমাননা ॥ ৩২ ॥ উৎফুল্লমল্লিকাদামসুকু-মারাঙ্গলক্ষণা। কৈকেয়দ্বিজমুখ্যস্য কন্যচিত্তনয়া সতী ॥ ৩৩ ॥ তাং সর্ব্বলক্ষণোপেতাং রতের্মূর্ত্তিমিবাপরাম্। বর্দ্ধমানাং পিতুর্গেহে বীক্ষ্যাসন্ বিস্মিতা জনাঃ ॥ ৩৪ ॥ দিনেদিনে বর্দ্ধমানা বন্ধুভির্লালিতা ভৃশম্। সা শনৈর্যৌবনং ভেজে স্মরস্তেব মহাধনুঃ ॥ ৩৫ অথ সা বন্ধুবর্গৈশ্চ সমেতেন কুমারিকা। পিত্রা প্রদত্তা কস্মৈচিদ্বিধিনা দ্বিজসূনবে ॥ ৩৬ ॥ সা ভর্ত্তারমনুপ্রাপ্য নবযৌবনশালিনী। কঞ্চিৎ কালং শুভাচারা রেমে বন্ধুভিরাবৃতা ॥ ৩৭ ॥ অথ কালবশাত্তস্যাঃ পতিস্তীব্ররুজার্দ্দিতঃ। রূপযৌবন-কান্তোঽপি পঞ্চত্বমগমন্মুনে ॥ ৩৮ ॥ মৃতে ভর্ত্তরি দুঃখেন বিদগ্ধহৃদয়া সতী। উবাস কতিচিন্মাসান্ সুশীলা বিজিতেন্দ্রিয়া ॥ ৩৯ ॥ অথ যৌবনভারেণ জৃম্ভমাণেন নিত্যশঃ। বভূব হৃদয়ং তস্যাঃ কন্দর্পপরিকম্পিতম্ ॥ ৪০ ॥ সা গুপ্তা বন্ধুবর্গেণ শাসিতাপি মহোত্তমৈঃ। ন শশাক মনো রোদ্ধুং মদনাকৃষ্টমঙ্গনা ॥ ৪১ ॥ সা তীব্রমন্মথাবিষ্টা রূপযৌবনশালিনী। বিধবাপি বিশেষেণ জারমার্গ-রতাভবৎ ॥ ৪২ ॥ ন জ্ঞাতা কেনচিদপি জারিণীতি বিচক্ষণা। জুগুহাত্মদুরাচারং কঞ্চিৎ কালমসত্তমা ॥ ৪৩ ॥ তাং দোহদসমাক্রান্তাং ঘননীলমুখস্তনীম্। কালেন বন্ধুবর্গোঽপি বুবোধ বিটদূষিতাম্ ॥ ৪৪ ইতি ভীতো মহাক্লেশাচ্চিন্তাং লেভে দুরত্যয়াম্। স্ত্রিয়ঃ কামেন নশ্যন্তি ব্রাহ্মণা হীনসেবয়া ॥ ৪৫ ॥ রাজানো ব্রহ্মদণ্ডেন যতয়ো ভোগসংগ্রহাৎ।

সুতরাং এই সৎসঙ্গ-রহিতা প্রচণ্ডা বৃদ্ধকে কি জন্য লইয়া যাইতেছ? সম্ভবতঃ ইহার জন্মান্তরার্জ্জিত কিঞ্চিৎ সুকৃত ও নাই; থাকিলে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইবে কেন? কৃমিতেই বা কেন তাহা হইল ইহাকে দংশন করিবে? অহো ঈশ্বর-চর্য্যার কি আশ্চর্য্য মহিমা! যে ঈশ্বরচর্য্যা পাপাত্মা ব্যক্তিকেও পরম-পদে উপনীত করিতেছে। দেবদেব শূলীর দূত-গণ আমা কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাহারা আমার সর্ব্ব সংশয় দূর করিয়া এই কথা বলিল,—হে ব্রহ্মন্! আপনার যদি কৌতুহল থাকে, তবে এক অদ্ভুত কথা শ্রবণ করুন। আপনি যে চণ্ডালীকে উদ্দেশ করিয়া এই সকল কথা বলিলেন, সেই চণ্ডালী পূর্ব্ব জন্মে কোন ব্রাহ্মণকন্যা ছিল। ইহার নাম ছিল—সুমিত্রা। এই পূর্ণচন্দ্রনিভাননা উৎফুল্ল-মল্লিকাদামের ন্যায় সুকুমার অঙ্গ-সৌষ্ঠবে অতীব রমণীয়াকৃতি ছিল। এই চণ্ডালী কৈকেয়দেশবাসী জনৈক দ্বিজশ্রেষ্ঠের তনয়া ছিল। রতির অপর মূর্ত্তির ন্যায় এই সর্ব্বলক্ষণোপেতা সুন্দরীকে পিতৃগৃহে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইয়া-ছিল। সুন্দরী আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক পালিত হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। স্মরের মহা-ধনুর ন্যায় এই বালিকা ক্রমে যৌবনাধিরূঢ় হইল। তখন উহার বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক ঐ বালিকা বিধিপূর্ব্বক কোন দ্বিজতনয়ের করে সমর্পিত হইল। নব-যৌবন-শালিনী কামিনী অভিমত পতি লাভানন্তর আত্মীয়গণ-পরিবেষ্টিত হইয়া কিছুকাল মনের সুখে রমণ করিল। অনন্তর কালবশে উহার পতি দারুণ রোগে অভিভূত হইয়া পড়িল। হে মুনে! রূপ-যৌবন-সম্পন্ন হইয়াও সেই দ্বিজতনয় পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। ভর্ত্তাকে মৃত দেখিয়া ঐ সুন্দরী দুঃখে বিদগ্ধহৃদয়া হইয়া কিছুকাল সুশীলা ও জিতেন্দ্রিয়ার ন্যায় অবস্থান করত অবশেষে বিজৃম্ভমাণ যৌবন-ভরে কন্দর্প কর্ত্তৃক কম্পিতহৃদয়া হইল। তখন বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াও কামবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তীব্র মন্মথাবেশে রূপ-যৌবন-শালিনী ঐ সুন্দরী বিধবা হইয়াও জার-মার্গরতা হইল।২৭—৪২। কিছুদিন ঐ চতুরা রমণীকে জারনি-রতা বলিয়া কেহ জানিতে পারে নাই, সে আত্মভাব গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। পরে যখন সুন্দরী দোহদ-সমাক্রান্তা হইল, এবং তাহার স্তনমুখ ঘন ও নীলবর্ণ হইয়া উঠিল, তখন তাহার বন্ধুবর্গ সকলেই জানিতে পারিল যে, সে জার-দূষিত হইয়াছে। ইহা জানিয়া উহার বন্ধুবর্গ দুর্নিবার চিন্তাগ্রস্ত হইল। "স্ত্রীজাতি কামে নষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ

লীঢ়ং শুনা তথৈবান্নং সুরয়া বার্পিতং পয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ রূপং কুষ্ঠরুজাবিষ্টং কুলং নশ্যতি কুস্ত্রিয়া। ইতি সর্ব্বে সমালোচ্য সমেতাঃ পতিসোদরাঃ ॥ ৪৭ ॥ তত্যজুর্গোত্রতো দূরং গৃহীত্বা সকচগ্রহম্। সঘটোৎসর্গমুৎসৃষ্টা সা নারী সর্ব্ববন্ধুভিঃ ॥ ৪৮ ॥ বিচরন্তী চ শূদ্রেণ রমমাণা রতিপ্রিয়া। সা যযৌ স্ত্রী বহির্গ্রামাদ্দৃষ্টা শূদ্রেণ কেনচিৎ ॥ ৪৯ ॥ স তাং দৃষ্ট্বা বরারোহাং পীনোন্নতপয়োধরাম্। গৃহং নিনায় সাম্না চ বিধবাং শূদ্রনায়কঃ। সা নারী তস্য মহিষী ভূত্বা তেন দিবানিশম্ ॥ ৫০ ॥ রমমাণা কচিদ্দেশে ন্যবসদ্গৃহবল্লভা। তত্র সা পিশিতাহারা নিত্যমাপীতবারুণী ॥ ৫১ ॥ লেভে সুতং চ শূদ্রেণ রমমাণা রতিপ্রিয়া। কদাচিদ্ভর্ত্তরি কাপি যাতে পীতসুরা তু সা ॥ ৫২ ॥ ইয়েষ পিশিতাহারং মদিরামদবিহ্বলা। অথ মেষেষু বদ্ধেষু গোভিঃ সহ বহির্ব্রজে ॥ ৫৩ ॥ যযৌ কৃপাণমাদায় সা তমোহন্ধে নিশামুখে। অবিমৃশ্য মহাবেশান্মেষবুদ্ধ্যামিষপ্রিয়া ॥ ৫৪ ॥ একং জঘান গোবৎসং ক্রোশন্তং নিশি দুর্ভগা। নিহতং গৃহমানীয় জ্ঞাত্বা গোবৎসমঙ্গনা ॥ ৫৫ ॥ ভীতা শিবশিবেত্যাহ কেনচিৎ পুণ্যকর্ম্মণা। সা মুহূর্ত্তমিতি ধ্যাত্বা পিশিতাসবলালসা ॥ ৫৬ ॥ ছিত্ত্বা তমেব গোবৎসং চকারাহারমীপ্সিতম্। গোবৎসার্দ্ধশরীরেণ কৃতাহারাথ সা পুনঃ ॥ ৫৭ ॥ তদর্দ্ধদেহং নিক্ষিপ্য বহিশ্চুক্রোশ কৈতবাৎ। অহো ব্যাঘ্রেণ ভগ্নোহয়ং জঘ্নো গোবৎসকো ব্রজে ॥ ৫৮ ॥ ইতি তস্যাঃ সমাক্রন্দঃ সর্ব্বগেহেষু শুশ্রুবে। অথ সর্ব্বে শূদ্রজনাঃ সমাগম্যান্তিকে স্থিতাঃ ॥ ৫৯ ॥ হতং গোবৎসমালোক্য ব্যাঘ্রেণেতি শুচং যযুঃ। গতেষু তেষু সর্ব্বেষু ব্যুষ্টায়াং চ ততো নিশি। তদ্ভর্ত্তা গৃহমাগত্য দৃষ্টবান্ গৃহবিড়ম্বনম্ ॥ ৬০ ॥ এবং বহুতিথে কালে গতে সা শূদ্রবল্লভা ॥ ৬১ ॥ কালস্য বশমাপন্না জগাম যমমন্দিরম্। যমোঽপি

হীনসেবায় নষ্ট হয়, নৃপগণ ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা নষ্ট হন, যতিগণ ভোগসংগ্রহ দ্বারা নষ্ট হন, অন্ন কুক্কুর-লীঢ় হইয়া নষ্ট হয়, সুরামিশ্রণে দুগ্ধ নষ্ট হয়, কুষ্ঠ-রোগাবেশে রূপ নষ্ট হয়, এবং কু-স্ত্রী দ্বারা কুল নষ্ট হইয়া থাকে।” কামিনীর পতি-সোদরগণ সমবেত হইয়া এইরূপ আলোচনা করিয়া করগ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে কুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। ঐ রতিপ্রিয়া নারী তাহার বন্ধুগণ কর্ত্তৃক ঘটোৎসর্গ-পূর্ব্বক পরিত্যক্ত হইয়া জনৈক শূদ্রের সহিত রমণ করিতে করিতে ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া কোনও শূদ্র ঐ পীনোন্নত-পয়োধরা বরারোহা বিধবাকে প্রলোভন দিয়া স্বগৃহে লইয়া আসিল। সেখানে গিয়া সে তাহার মহিষী হইয়া তাহার সহিত দিবারাত্র রমণ করিতে লাগিল এবং এইরূপে গৃহবল্লভা হইয়া তথায় সে বাস করিতে লাগিল। ঐ শূদ্রের বাড়ীতে গিয়া কামিনী নিয়ত মদ্য-মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমে ঐ রতিপ্রিয়া কামিনী শূদ্রের সহিত রমণার্থী থাকিয়া তাহার ফলে এক পুত্র লাভ করিল। এক-দিন তাহার শূদ্রপতি কোন কার্য্য উপলক্ষে বাড়ী হইতে বহির্গত হইল, তখন ঐ কামিনী সুরাপান করিয়া মদিরামদে মত্ত হয় এবং তাহার মাংস ভক্ষণে ইচ্ছা হয়। তাহাদের বাহির বাড়ীর পশুশালায় গো ও মেষ একত্রই থাকিত। ঐ হতভাগিনী দুর্ভগা সন্ধ্যার অন্ধকারে কৃপাণহস্তে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই বিবেচনা না করিয়া পশুশালায় উপস্থিত হইয়া মত্ততা বশতঃ মেষ মনে করিয়া একটী গো-বৎসকে নিহত করে। ঐ সময় বৎসটী আর্ত্তনাদ করিয়াছিল। পরে নিহত গো-বৎসটী বাড়ীতে আনিয়া দেখিল যে, সে গোবৎস হনন করিয়াছে। তাহা দেখিয়া কোন পুণ্যের ফলে সে “শিবশিব” বলে। তাহার পর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া মাংস-ভক্ষণ-লালসায় ঐ গোবৎসকে ছেদন করিয়া ভক্ষণ করে। সেই হতভাগিনী দুর্ভাগা কামিনী ঐ বৎসের অর্দ্ধ মাংস উদরসাৎ করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ বাহিরে নিক্ষেপ করত ছল করিয়া এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল যে, হায় হায় হায়, আমাদের গোয়ালে বাঘ ঢুকিয়া বাছুর খাইয়া ফেলিল গো! তাহার এইরূপ চীৎকারশব্দ প্রতিবেশীদিগের শ্রুতিগোচর হইল। তাহাদের শ্রুতিগোচর হইবামাত্র তাহারা ঐ দুর্ভগার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নিহত গোবৎসকে দর্শন করিয়া “ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে” বলিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা সকলে চলিয়া গেল এবং রাত্রি প্রভাত হইলে তাহার শূদ্র ভর্ত্তা বাড়ীতে আসিয়া বাড়ীর সেই অবস্থা দর্শন করিল। ৪১—৬০। এইরূপে কিছুকাল অতি-বাহিত হইলে ঐ শূদ্র-বল্লভা কালের বশতাপন্ন হইয়া যম-মন্দিরে গমন করিল। যম তাহার ধর্ম্ম

ধর্ম্মমালোক্য তস্যাঃ কর্ম্ম চ পৌর্ব্বিকম্ ॥ ৬২ ॥ নির্ব্বর্ত্ত্য নিরয়াবাসাচ্চক্রে চণ্ডালজাতিকাম্। সাপি ভ্রষ্টা যমপুরাচ্চণ্ডালীগর্ভমাশ্রিতা ॥ ৬৩ ॥ ততো বভূব জাত্যন্ধা প্রশান্তাঙ্গারমেচকা। তৎপিতা কোঽপি চণ্ডালো দেশে কুত্রচিদাস্থিতঃ ॥ ৬৪ ॥ তাং তাদৃশীমপি সুতাং কৃপয়া পর্য্যপোষয়ৎ। অভোজ্যেন কদন্নেন শুনা লীঢ়েন পূতিনা ॥৬৫॥ অপেয়ৈশ্চ রসৈর্ম্মাত্রা পোষিতা সা দিনেদিনে। জাত্যন্ধা সাপি কালেন বাল্যে কুষ্ঠরুজার্দ্দিতা ॥ ৬৬ ॥ ঊঢ়া ন কেনচিদ্যাপি চাণ্ডালেনাতিদুর্ভগা। অতীতবাল্যে সা কালে বিধ্বস্তপিতৃমাতৃকা ॥৬৭॥ দুর্ভগেতি পরিত্যক্তা বন্ধুভিশ্চ সহোদরৈঃ। ততঃ ক্ষুধার্দ্দিতা দীনা শোচন্তী বিগতেক্ষণা ॥ ৬৮ ॥ গৃহীতযষ্টিঃ কৃচ্ছ্রেণ সঞ্চচাল সলোষ্টিকা। পত্তনেষ্বপি সর্ব্বেষু যাচমানা দিনেদিনে ॥ ৬৯ ॥ চাণ্ডালোচ্ছিষ্টপিণ্ডেন জঠরাগ্নিমতর্পয়ৎ। এবং কৃচ্ছ্রেণ মহতা নীত্বা সুবহুলং বয়ঃ ॥ ৭০ ॥ জরয়া গ্রস্তসর্ব্বাঙ্গী দুঃখমাপ দুরত্যয়ম্। নিরন্নপানবসনা সা কদাচিন্মহাজনান্ ॥ ৭১ ॥ আয়াস্যন্ত্যাং শিবতিথৌ গচ্ছতো বুবুধেঽধ্বগান্। তস্যাস্তু দেবযাত্রায়াং দেশদেশান্তযায়িনাম্ ॥ ৭২ ॥ বিপ্রাণাং সাগ্নিহোত্রাণাং সস্ত্রীকাণাং মহাত্মনাম্। রাজ্ঞাঞ্চ সাবরোধানাং সহস্তিরথবাজিনাম্ ॥ ৭৩ ॥ সপরীবারঘোষাণাং যানচ্ছত্রাদিশোভিনাম্। তথান্যেষাঞ্চ বিট্শূদ্রসঙ্কীর্ণানাং সহস্রশঃ ॥ ৭৪ ॥ হসতাং গায়তাং কাপি নৃত্যতামথ ধাবতাম্। জিঘ্রতাং পিবতাং কামাদ্গাচ্ছতাং প্রতিগর্জ্জতাম্ ॥ ৭৫ ॥ সম্প্রয়াণে মনুষ্যাণাং সম্ভ্রমঃ সুমহানভূৎ। ইতি সর্ব্বেষু গচ্ছৎসু গোকর্ণং শিবমন্দিরম্ ॥ ৭৬ ॥ পশ্যন্তি দিবিজাঃ সর্ব্বে বিমানস্থাঃ সকৌতুকাঃ। অথেয়মপি চাণ্ডালী বসনাশনতৃষ্ণয়া ॥ ৭৭ ॥ মহাজনান্ যাচয়িতুং চচাল চ শনৈঃ শনৈঃ। করাবলম্বেনান্যস্যাঃ প্রাগ্জন্মার্জ্জিতকর্ম্মণা। দিনৈঃ কতিপয়ৈর্যাতা গোকর্ণং ক্ষেত্রমাযযৌ ॥ ৭৮ ॥ ততোঽবিদূরে মার্গস্য নিষণ্ণা বিবৃতাঞ্জলিঃ। যাচমানা মুহুঃ পান্থান্ বভাষে কৃপণং বচঃ ॥ ৭৯ ॥ প্রাগ্জন্মার্জ্জিতপাপৌঘৈঃ পীড়িতায়াশ্চিরং মম। আহার-

ও প্রাক্তন কর্ম্ম দেখিয়া-শুনিয়া তাহাকে নরক-বাস হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়া চণ্ডালজাতি করিলেন। অনন্তর সে যমপুর হইতে ভ্রষ্ট হইয়া এক চাণ্ডালীর গর্ভে জন্ম লইল। সে জন্মান্ধ ও অঙ্গারমেচকা হইয়া জন্মিল। ইহার পিতা জনৈক চণ্ডাল কোন এক দেশে বাস করিত। সে স্নেহবশতঃ অভোজ্য, কদন্ন, কুকুরালীঢ় ও পূতিময় খাদ্য প্রদানে তাহার ঐ কন্যাকে পোষণ করিয়াছিল; তাহার মাতা তাহাকে অপেয় রস দ্বারা প্রতিপালন করে। সে বাল্য হইতে জাত্যন্ধ, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ও দুর্ভগা হওয়ায় কোন চণ্ডালজাতিই তাহাকে বিবাহ করে নাই। অনন্তর সে বাল্য অতিক্রম করিলে তাহার পিতামাতা পরলোকগত হইলে দুর্ভগা বলিয়া বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দীনভাবে ক্ষুধার জ্বালায় শোক প্রকাশ করিতে করিতে যষ্টি গ্রহণপূর্ব্বক বাহির হইল। সে প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া চাণ্ডালোচ্ছিষ্টপিণ্ডে জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে লাগিল। এইরূপে সে বহু বয়স অতিক্রম করত জরাগ্রস্ত হইয়া দুরত্যয় দুঃখ অনুভব করিতে লাগিল। কোন সময়ে ঐ নারী অন্নপানবসন-বর্জ্জিত হইয়া আগামিনী শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে বহু সজ্জন ব্যক্তি পথে চলিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিল। ঐ দেবযাত্রায় দেশ-দেশান্তর হইতে সাগ্নিহোত্র সস্ত্রীক মহাত্মা বিপ্রগণ, যান-ছত্রাদিশোভিত সপরিবার সহস্তি-রথবাজী সাবরোধ নৃপতিগণ, এবং অন্যান্য বিট্, শূদ্র ও সহস্র সহস্র সঙ্করজাতি, ইহারা সকলে কেহ হাসিতে হাসিতে, কেহ গাহিতে গাহিতে, কেহ নাচিতে নাচিতে, কেহ দৌড়িতে দৌড়িতে, কেহ আঘ্রাণ করিতে করিতে কেহ পান করিতে করিতে, কেহ কাম-কথা কহিতে কহিতে, কেহ বা গর্জ্জন করিতে করিতে গমন করিতেছে। তাহাদের গমনে একটা সুমহান্ কলকলধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এইরূপে সকলে গোকর্ণ-শিবমন্দিরে উপস্থিত হইতে থাকিলে দেবতাগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আকাশে বিমানারূঢ় থাকিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। এদিকে ঐ চাণ্ডালীও তখন অন্ন-বস্ত্র পাইবার আশয়ে মহাজনদিগের নিকট ভিক্ষা করিতে করিতে শনৈঃ শনৈঃ গোকর্ণে যাত্রা করিল। প্রাক্তন কর্ম্মের ফলে অন্য এক নারীর হস্ত ধারণ করিয়া কতিপয় দিবসের পর গোকর্ণে যাইয়া উপস্থিত হইল। ৬১—৭৮। সেখানে উপস্থিত হইয়া পথিপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া সে অঞ্জলি-প্রসারিত করত বারম্বার পথিক সকলের নিকট ভিক্ষা করিয়া দীনভাবে বলিতে লাগিল,—ওগো আমি পূর্ব্ব

মাত্রদানেন দয়াং কুরুত ভো জনাঃ॥ ৮০॥ ত্রাতারঃ পরমার্ত্তানাং দাতারঃ পরমাশিষাম্। কর্ত্তারো বহুপুণ্যানাং দয়াং কুরুত ভো জনাঃ॥ ৮১॥ বসনাশনহীনায়াং স্বপিতায়াং মহীতলে। মহাপাংশুনিমগ্নায়াং দয়াং কুরুত ভো জনাঃ॥ ৮২॥ মহাশীতাতপার্ত্তায়াং পীড়িতায়াং মহারুজা॥ অন্ধায়াং ময়ি বৃদ্ধায়াং দয়াং কুরুত ভো জনাঃ॥ ৮৩॥ চিরোপবাসদীপ্তায়াং জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনৈঃ। সন্দহ্যমানসর্ব্বাঙ্গ্যাং দয়াং কুরুত ভো জনাঃ॥ ৮৪॥ অনুপার্জ্জিতপুণ্যানাং জন্মান্তরশতেষ্বপি। পাপায়াং মন্দভাগ্যায়্যাং দয়াং কুরুত ভো জনাঃ ৮৫॥ এবমভ্যর্থয়ন্ত্যাস্ত চাণ্ডাল্যাঃ প্রসৃতেঽঞ্জলৌ। একঃ পুণ্যতমঃ পান্থঃ প্রাক্ষিপদ্বিল্বমঞ্জরীম্॥ ৮৬॥ তামঞ্জলৌ নিপতিতাং সা বিমৃশ্য পুনঃপুনঃ। অভক্ষ্যেত্যেব মত্বাথ দূরে প্রাক্ষিপদাতুরা॥ ৮৭॥ তস্যাঃ করেণ নির্ম্মুক্তা রাত্রৌ সা বিল্বমঞ্জরী। পপাত কস্যচিদ্দিষ্ট্যা শিবলিঙ্গস্য মস্তকে॥ ৮৮। সৈবং শিবচতুর্দ্দশ্যাং রাত্রৌ পান্থজনান্মুহুঃ। যাচমানাপি যৎকিঞ্চিন্ন লেভে দৈবযোগতঃ॥ ৮৯॥ ততোঽসিতানয়া রাত্রির্ভদ্রকাল্যাস্ত পৃষ্ঠতঃ। কিঞ্চিদুত্তরতঃ স্থানং তদর্দ্ধেনাতিদূরতঃ॥ ৯০॥ ততঃ প্রভাতে ভ্রষ্টাশা শোকেন মহতাপ্লুতা। শনৈর্নির্ব্ববৃতে দীনা স্বদেশায়ৈব কেবলা॥ ৯১॥ শ্রান্তা চিরোপবাসেন নিপতন্তী পদেপদে। ক্রন্দন্তী বহুরোগার্ত্তা বেপমানা ভৃশাতুরা॥ ৯২॥ দহ্যমানার্কতাপেন নগ্নদেহা সযষ্টিকা। অতীত্যৈতাবতীং ভূমিং নিপপাত বিচেতনা॥ ৯৩॥ অথ বিশ্বেশ্বরঃ শম্ভুঃ করুণামৃতবারিধিঃ। এনামানয়তেত্যস্মান্ যুযুজে সবিমানকান্॥ ৯৪॥ এষা প্রবৃত্তিশ্চাণ্ডাল্যাস্তবেহ পরিকীর্ত্তিতা। তথা সন্দর্শিতা শম্ভোঃ কৃপণেষু কৃপালুতা॥ ৯৫॥ কর্ম্মণঃ পরিপাকোত্থাং গতিং পশ্য মহামতে। অধমাপি পরং স্থানমারোহতি নিরাময়ম্॥ ৯৬॥ যদেতয়া পূর্ব্বভবে নান্নদানাদিকং কৃতম্। ক্ষুৎপিপাসাদিভিঃ ক্লেশৈস্তস্মাদিহ নিপী-

জন্মের পাপকর্ম্মের ফলে এইরূপ পীড়িত হইয়াছি, তোমরা দয়া করিয়া আমায় দুটী খাবার বস্তু দাও। তোমরা গরীবের মা-বাপ, আশীর্ব্বাদের দাতা, আর বহু পুণ্যের কর্ত্তা; তোমরা আমাকে দয়া কর। ওগো, তোমরা এই অন্ন-বস্ত্রহীন মৃত্তিকায় পতিত, ধূলি-ধূসরিত-গাত্র এই গরীবকে দয়া কর। দেখ, শীত ও রৌদ্রে আমি মহাকষ্ট পাইতেছি, এই মহারোগে আমি মরিয়া যাইতেছি, আমার চক্ষু নাই, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; তোমরা আমাকে দয়া কর গো। অনেকদিন উপোষ করায় আমার পোড়া পেটের আগুন যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ পোড়াইয়া ফেলিতেছে; ওগো তোমরা আমায় দয়া কর। আমি জন্মেও কখন কোন পুণ্য করি নাই, আমি অতি পাপী, আমি মন্দভাগিনী; ওগো তোমরা আমায় দয়া কর। ঐ দুঃখিনী চাণ্ডালী এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলে তাহার প্রসারিত করাঞ্জলিতে এক পুণ্যবান্ পান্থ একটী বিল্বমঞ্জরী নিক্ষেপ করিলেন। অঞ্জলি-নিপতিত ঐ বিল্বমঞ্জরী খাদ্য বস্তু মনে করিয়া বার বার তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া "খাদ্য দ্রব্য নহে" ইহা নিশ্চয় করিয়া অতিদুঃখে নিক্ষেপ করিল। রাত্রিকালে তন্নিক্ষিপ্ত ঐ বিল্ব-মঞ্জরী সৌভাগ্যবশতঃ এক শিবলিঙ্গের মস্তকে গিয়া নিপতিত হইল। ঐ চণ্ডালী দৈবযোগে সে দিন পান্থজনের নিকট ভিক্ষা করিয়াও খাদ্য দ্রব্য কিছুই পায় নাই; সুতরাং সে ঐ রাত্রি উপবাস থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেই রাত্রি সে ভদ্রকালীর পশ্চাতে কিঞ্চিৎ উত্তরভাগে তাহার অর্দ্ধপরিমাণ দূরে থাকিয়া রাত্রি যাপন করিল। অনন্তর পরদিবস প্রভাতে ঐ চণ্ডালী হতাশ হইয়া এবং মহৎ শোকে পরিপ্লুত হইয়া নগ্নকায়ে যষ্টি-অবলম্বনে ধীরে ধীরে দীনমনে নিজ দেশের প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিল। সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত হইয়া কিয়ৎপথ অতিক্রমপূর্ব্বক যাইয়া মূর্চ্ছিত হইতেছিল। অনন্তর করুণামৃত-বারিধি বিশ্বেশ্বর শম্ভু "এই চাণ্ডালীকে লইয়া আইস" এই বলিয়া ভৃত্যগণকে বিমান লইয়া তাহাকে আনিতে যাইতে আদেশ দিলেন। ৭৯—৯৪। এই আমি আপনার নিকট এই সেই চাণ্ডালীর কথা কীর্ত্তন করিলাম এবং কৃপণ ব্যক্তিতে শম্ভুর কৃপালুতা প্রদর্শন করিলাম। হে মহামতে! অধুনা ইহার কর্ম্মপরিপাকোক্ত গতি অবলোকন করুন। এই চণ্ডালী অধমা হইলেও শিবকৃপায় নিরাময় পরম স্থান প্রাপ্ত হইল। এ পূর্ব্বজন্মে অন্নদানাদি কোন সৎকর্ম্মই করে নাই। সেই জন্য এই চণ্ডালী এই জন্মে ক্ষুৎপিপাসাদি ক্লেশে নিপীড়িত হইল। আর এই

ভ্যতে ॥ ৯৭। যদেষা মদবেগান্ধা চক্রে পাপং মহোত্বণম্। কর্ম্মণা তেন জাত্যন্ধা বভূবাত্রৈব জন্মনি ॥ ৯৮ ॥ অপি বিজ্ঞায় গোবৎসং যদেষাভক্ষয়ৎ পুরা। কর্ম্মণা তেন চাণ্ডালী বভূবেহ বিগর্হিতা ॥ ৯৯ ॥ যদেষার্য্যপথং হিত্বা জারমার্গরতা পুরা। তেন পাপেন কেনাপি দুর্বৃত্তা দুর্ভগাপি বা ॥ ১০০ ॥ যদাস্নিগ্ধ্য মদাবিষ্টা জারেণ বিধবা পুরা। তেন পাপেন মহতা বহুকুষ্ঠব্রণান্বিতা ॥ ১০১ ॥ কামার্ত্তা যদিয়ং স্বৈরং শূদ্রেণ রমিতা পুরা। মহাসৃকপূয়কৃমিভিঃ পীড্যতে তেন পাপ্মনা ॥ ১০২ ॥ সুব্রতানি ন চীর্ণানি নেষ্টাপূর্ত্তাদিকং কৃতম্। সর্ব্বভোগবিহীনেয়ং দূয়তে তেন পাপ্মনা ॥ ১০৩ ॥ যদেতয়া পূর্ব্বভবে সুরা পীতা বিমূঢ়য়া। মহাযক্ষ্মার্ত্তিহৃচ্ছূলৈঃ পীড্যতে তেন পাপ্মনা ॥ ১০৪ ॥ অত্রৈব সর্ব্বমর্ত্ত্যেষু পাপচিহ্নানি কৃৎস্নশঃ। লক্ষ্যন্তে মুনিশার্দ্দূল সবিবেকৈর্মহাত্মভিঃ ১০৫ ॥ অত্র যে বহুরোগার্ত্তা যে পুত্রধনবর্জ্জিতাঃ ॥ ১০৬ ॥ যে চ দুর্লক্ষণক্লিষ্টা যাচকা বিগতক্রিয়াঃ। বাসোঽন্নপানশয়নভূষণাভ্যঞ্জনাদিভিঃ ॥ ১০৭ ॥ হীনা বিরূপা নির্ব্বিদ্যা বিকলাঙ্গাঃ কুভোজনাঃ। যে দুর্ভাগ্যা নিন্দিতাশ্চ যে চান্যে পরসেবকাঃ ॥ ১০৮ ॥ এতে পূর্ব্বভবে সর্ব্বে সুমহৎ পাপকারিণঃ। এবং বিমৃশ্য যত্নেন দৃষ্ট্বা লোকজনস্থিতিম্ ॥ ১০৯ ॥ বুধো ন কুরুতে পাপং যদি কুর্য্যাৎ স আত্মহা। দেহোঽয়ং মানুষো জন্তোর্ব্বহুকর্ম্মৈকভাজনম্ ॥ ১১০ সদা সৎকর্ম্ম সেবেত দুষ্কর্ম্ম সততং ত্যজেৎ। পুণ্যং সুখার্থী কুর্ব্বীত দুঃখার্থী পাপমাচরেৎ ॥ ১১১ ॥ দ্বয়োরেকতরে লোকে গৃহীতে কুশলো জনঃ। ইমং মানুষাশ্রিত্য দেহং পরমদুর্লভম্ ॥ ১১২ ॥ য আত্মহিতবান্ কশ্চিদ্দেবমেকং সমাশ্রয়েৎ। অথ পাপানি সর্ব্বাণি কুর্ব্বন্নপি সদা নরঃ। শিবমেকমতির্ধ্যায়েৎ স সন্তরতি পাতকম্ ॥ ১১৩ ॥ মৃতা পূর্ব্বভবে ত্বেষা যদা প্রাপ্তা যমালয়ে ॥ ১১৪ ॥ তদা বিতর্কঃ সুমহানাসীদ্‌যমসভাসদাম্। যদ্যপি ব্রাহ্মণী ত্বেষা সৎকুলাচারদূষিতা ॥ ১১৫ ॥ অতোঽস্যাভি-

চণ্ডালী যে মত্ততাবশে অতীব তীব্র পাপাচরণ করিয়াছিল, তাহারই ফলে এ জন্মে এ জন্মান্ধ হইয়াছে। আর এ যে জানিয়া-শুনিয়া গোবৎস ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহারই ফলে এজন্মে এ নিন্দিতা চণ্ডালযোনি লাভ করিয়াছে। আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া জারমার্গরত হইয়াছিল বলিয়া এ জন্মে এ দুর্ব্বৃত্তা ও দুর্ভগা হইয়াছে। এই চাণ্ডালী বিধবা অবস্থায় মদাবিষ্টা হইয়া উপপতিকে আলিঙ্গন করিয়াছিল বলিয়া তাহারই ফলে এজন্মে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছে। কামার্ত্তা হইয়া স্বেচ্ছাবশে শূদ্রের সহিত রমণ করিয়াছিল বলিয়া এ জন্মে ব্রণসম্ভব পূয রক্ত ও কীটাদিদ্বারা নিপীড়িত হইতেছে। এ পূর্ব্বজন্মে কদাপি উৎকৃষ্ট ব্রত বা ইষ্টাপূর্ত্তাদির আচরণ করে নাই; সেইজন্যই এ সর্ব্বভোগবিহীনা হইয়া এ জন্মে কষ্ট পাইতেছে। এই মূঢ়া পূর্ব্বজন্মে সুরাপান করিয়াছিল বলিয়া এ জন্মে মহাযক্ষ্মা ও হৃচ্ছূলরোগে আক্রান্ত হইয়াছে। হে মুনিশার্দ্দূল! বিবেকী মহাত্মগণ মর্ত্ত্যধামবাসী সকল জীবেই পাপচিহ্ন অবলোকন করিয়া থাকেন। এই জীবলোকে যাহারা বহু রোগার্ত্ত, পুত্রধনবর্জ্জিত, দুর্লক্ষণক্লিষ্ট, যাচক, নির্লজ্জ, বাস-অন্ন-পান-শয়ন-ভূষণ ও অভ্যঞ্জনাদি-বিহীন, বিরূপ, বিদ্যাহীন, বিকলাঙ্গ, কুৎসিত-ভোজী, দুর্ভাগ্য, নিন্দিত ও পরসেবক হয়, তাহাদিগকে পূর্ব্বজন্মের সুমহৎপাপী বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ লোক-স্থিতি দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনা করিয়া সকলেরই বুদ্ধিপূর্ব্বক পাপাচরণ পরিহার করা কর্ত্তব্য। যদি তাহা না করা হয়, তাহা হইলে আত্মহা হইতে হইবে। নিখিল প্রাণীর মধ্যে মানবগণের দেহই বহুকর্ম্মের আধার-স্বরূপ। সুতরাং সর্ব্বদা সকলেরই অসৎকর্ম্মের সেবা না করিয়া সৎকর্ম্মেরই সেবা করা উচিত। যিনি সুখ ইচ্ছা করিবেন, তিনি অবশ্যই পুণ্য করিবেন। আর যিনি দুঃখভোগ করিতে অভিলাষ করেন, তিনিই পাপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি পরম দুর্লভ মানুষ দেহ আশ্রয় করিয়া উক্ত বিধানদ্বয়ের মধ্যে একতর পুণ্যাচরণ অবলম্বন করে, সে কুশলী হয়। যে কেহ আত্মহিত ইচ্ছা করিবেন, তিনি একমাত্র দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। নর সর্ব্বদা সকল রকম পাপাচরণ করিয়াও যদি একমাত্র শিবপদতলে মন সমর্পণ করে, তাহা হইলে সে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ৯৪-১১৩। ঐ চণ্ডালী কালবশবর্ত্তিনী হইয়া যখন যমালয়ে উপনীত হইল, তখন তাহাকে দেখিয়া যম-সভাসদ্‌গণের মধ্যে এইরূপ সুমহান্ তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল যে, এই ব্রাহ্মণী জীবদ্দশায় সৎকুলাচার দূষিত করিয়াছিল,

বিকানীতা নিরয়ং যাতু বা ন বা। অনয়া সাধিতো বাল্যে পুণ্যলেশোঽস্তি বা ন বা ॥ ১১৬ ॥ অথাপি সুবিমৃশ্যৈবং ধার্য্যো দণ্ডোঽত্র নান্যথা। বহুজন্মসহস্রেষু কৃতপুণ্যবিপাকতঃ ॥ ১১৭ ॥ নৃণাং ব্রহ্মকুলে জন্ম লভ্যতে হি কথঞ্চন। অতোঽস্যাঃ পূর্ব্বপূর্ব্বেষু কৃতাঘং নাস্তি জন্মসু ॥ ১১৮ ॥ অন্যথা সৎকুলে জন্ম কথমেষা প্রপদ্যতে। অত্রৈব জন্মন্যনয়া কৃতমংহো দুরত্যয়ম্ ॥ ১১৯ ॥ অথাপি নরকাবাসং প্রায়শো নেয়মর্হতি। কিন্তু গোবৎসকং হত্বা বিমৃশ্যাগতসাধ্বসা ॥ ১২০ ॥ এষা শিবশিবেত্যাহ প্রাগ্‌জন্মার্জ্জিতকর্ম্মণা। যদেষা পাপবিচ্ছিত্ত্যৈ সকৃদপ্যকমঙ্গলম্ ॥ ১২১ ॥ শিবনাম বদেদ্ভক্ত্যা তর্হি গচ্ছেৎ পরং পদম্। একজন্মকৃতস্যাস্য দারুণস্যাপি যৎফলম্ ॥ ১২২ ॥ ক্রমেণানুভবন্ত্যেষা ভূত্বা চাণ্ডালজাতিকা। অস্মাদন্যতমঃ কো বা নরকোঽস্তি নৃণামিহ ॥ ১২৩ ॥ অনেকক্লেশসঙ্ঘাতৈর্যন্মুহুঃ পরিপীড়নম্। দুষ্কুলে জন্ম দারিদ্র্যং মহাব্যাধির্বিমূঢ়তা ॥ ১২৪ ॥ একৈক এব নরকঃ সর্ব্বে বা চাথ কিং পুনঃ। প্রাগ্‌জন্মপুণ্যভারেণ যন্নাম বিবশাব্রবীৎ ॥ ১২৫ ॥ তেনৈষাঽন্যভবে ভূরি পুণ্যমন্তে করিষ্যতি। তেন পুণ্যেন মহতা নিস্তীর্য্যাঘৌঘযাতনাঃ ॥ ১২৬ ॥ নীতা তৎপুরুষৈরন্তে প্রয়াস্যতি পরং পদম্। এতাদৃশানাং মর্ত্ত্যানাং শাস্তারো ন বয়ং ক্বচিৎ। বিচার্য্য স্বয়মেবেশো যদ্যুক্তং তৎকরোতু সঃ ॥ ১২৭ ॥ এবং বৈবস্বতপুরে সর্ব্বৈর্যমপুরোগমৈঃ। বিমৃশ্য চিত্রগুপ্তাদ্যৈরিয়ং মুক্তাপতদ্ভুবি ॥ ১২৮ ॥ আদৌ যদেষা শিবনাম নারী প্রমাদতো বাপ্যসতী জগাদ। তেনেহ ভূয়ঃ সুকৃতেন শম্ভোর্বিল্বাম্বুরারাধনপুণ্যমাপ ॥ ২৯ ॥ শ্রীগোকর্ণে শিবতিথাবুপোষ্য শিবমস্তকে। কৃত্বা জাগরণং হ্যেষা চক্রে বিল্বার্পণং নিশি ॥ ১৩০ ॥ অকামতঃ কৃতস্যাস্য পুণ্যস্যৈব চ যৎফলম্। অদ্যৈব

এক্ষণে ইহাকে আমরা এখানে আনয়ন করিয়াছি বটে; কিন্তু এ এখন নিরয়ে যাইবার উপযুক্ত কিনা? এই চণ্ডালী বালিকাবস্থায় কিঞ্চিন্মাত্র পুণ্য করিয়াছিল কি না? এই সকল বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া যদি এ দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে ইহাকে দণ্ডিত করা হইবে নচেৎ নহে। বহুজন্ম সহস্র ধরিয়া পুণ্য উপার্জ্জন করিলে সেই কৃত পুণ্যের ফলে কত কষ্ট অনুভবের পর মানব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব এই চণ্ডালী যখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিল, তখন ইহার সেই সেই জন্মের অনুষ্ঠিত পাপ নাই বলিয়াই ধরিতে হইতেছে; পাপই যদি থাকিবে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিবে কি প্রকারে? এই জন্মেই এ দুরত্যয় পাপাচরণ করিয়াছে। অতএব এ নরকবাসের যোগ্য নহে। আরও এক কারণ এই যে, গোবৎস হত্যা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনাপূর্ব্বক পাপভয়ে ভীত হইয়া পূর্ব্বজন্মের সুকৃতফলে এ "শিব শিব" বলিয়া উঠিয়াছিল। এ যদি পাপাপনোদনের জন্য ভক্তিপূর্ব্বক নিত্যমঙ্গলময় শিবনাম উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। ইহার একজন্ম-কৃত ব্যভিচাররূপ পাপের যে দারুণ ফল, তাহাই এ চণ্ডালযোনিপ্রাপ্ত হইয়া অনুভব করিতেছে। ইহার উপযুক্ত এই সকল কষ্ট অপেক্ষা আর অধিক ক্লেশদায়ক নরক কি হইতে পারে? এ অনেক ক্লেশসঙ্ঘাতদ্বারা বার বার পীড়িত হইয়াছে। দুষ্কুলে জন্ম, দারিদ্র্য ও মহাব্যাধিবিমূঢ়তা, এ গুলির এক একটীই নরকস্বরূপ; সমস্তগুলির কথা আর কি বলিব? প্রাক্তন জন্ম-পুণ্য-ফলে এ যে বিবশা হইয়া শিবনাম উচ্চারণ করিয়াছে, তাহারই ফলে এ পুনর্জ্জন্মে বহু পুণ্যভাগিনী হইবে এবং সেই মহৎপুণ্যাচরণ জন্যই পাপ-যাতনা হইতে মুক্তি লাভান্তে শিবদূত কর্ত্তৃক নীত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। আমরা কখনও এতাদৃশ মর্ত্ত্যবাসীদিগের শাস্তা নহি। স্বয়ং দেবদেব মহাদেব বিচার করিয়া ইহার সম্বন্ধে যাহা মনস্থ করিবেন, তিনি স্বয়ংই তাহা ইহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবেন। ১১৪—.২৭। বৈবস্বতপুরে কৃতান্তের সহিত চিত্রগুপ্তপ্রমুখ তৎপার্ষদগণ ঐ চাণ্ডালীর সম্বন্ধে এইরূপ বিচার-মীমাংসা শেষ করিয়া তাহাকে মোচন করিলেন। তখন সে কৃতান্ত-কবল হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া পুনরায় ভূতলে পতিত হইল। এই নারী অসতী হইলেও "এ ভ্রমক্রমেও শিবনাম উচ্চারণ করিয়াছিল" বলিয়া সেই পুণ্যের ফলেই এ বিল্বমঞ্জরী দিয়া শম্ভুর আরাধনা করার ফল লাভ করিয়াছে। এই নারী গোকর্ণতীর্থে যাইয়া সেখানে শিবচতুর্দ্দশীর উপবাসান্তে জাগরণ করিয়া রাত্রি-

ভোক্ষ্যতে সেয়ং পশ্যতস্তব নো মৃষা॥ ১৩১॥ গৌতম উবাচ। ইত্যুক্তা শিবদূতাস্তে তস্যাশ্চণ্ডাল-যোনিতঃ। জীবলেশং সমাকৃষ্য যুযুজুর্দিব্যতেজসা॥ ১৩২॥ তাং দিব্যদেহসংক্রান্তাং তেজোরাশি-সমুজ্জ্বলাম্। বিমানে স্থাপয়ামাসুঃ প্রীতাস্তে শিবকিঙ্করাঃ॥ ১৩৩॥ অথ সা পরমোদাররূপ-লাবণ্যশালিনী। দিব্যভূষণদীপ্তাঙ্গী দিব্যাম্বর-বিধারিণী॥ ১৩৪॥ দেহেন দিব্যগন্ধেন দিব্যতেজোবিকাশিনা। দিব্যামাল্যাবতংসেন বির-রাজ বিমানগা॥ ১৩৫॥ রত্নচ্ছত্রপতাকাদ্যৈর্গীত-বাদিত্রনিস্বনৈঃ। মধ্যে সা শিবদূতানাং মোদমানা বরাননা॥ ১৩৬॥ অনুভূতানি জন্মানি স্মৃত্বাস্মৃত্বা পুনঃপুনঃ। ভীতা ত্রস্তা দৃঢ়াশ্চর্য্যং দৃষ্ট্বা স্বপ্ন-মিবোত্থিতা॥ ১৩৭॥ কাহং কেহমী মহাসিদ্ধাঃ কোহয়ং লোকো মনোরমঃ। ক্ব গতং মে বপুঃ কষ্টং চণ্ডচাণ্ডালগোত্রজম্॥ ১৩৮॥ অহো সুমহদাশ্চর্য্যং দৃষ্টং মায়াবিলাসজম্। যন্মে ভবসহস্রেষু ভ্রান্তং-ভ্রান্তং পুনঃপুনঃ॥ ১৩৯॥ অহো ঈশ্বরপূজায়া মাহাত্ম্যং বিস্ময়াবহম্। পত্রমাত্রেণ সন্তুষ্টো যো দদাতি নিজং পদম্॥ ১৪০॥ ইতি তাং জাত-নির্ব্বেদাং স্মরন্তীং ভগবৎপদম্। দিব্যং বিমান-মারোপ্য তে মহেশ্বরকিঙ্করাঃ॥ ১৪১॥ আলো-কয়ৎসু সর্ব্বেষু লোকেশেষু সবিস্ময়ম্। আমহ্য তামথানিন্যুঃ পরমেশ্বরসন্নিধিম্॥ ১৪২॥ রাজন্ সুমহদাশ্চর্য্যমাখ্যাতং গিরিজাপতেঃ। মাহাত্ম্যং ভক্তিলেশস্য সর্ব্বাঘৌঘবিনাশনম্॥ ১৪৩॥ রাজো-বাচ। ভগবন্ পরমেশস্য কীদৃশো লোক উত্তমঃ তস্য মে লক্ষণং ব্রূহি যদ্যস্তি ময়ি তে দয়া॥ ১৪৪॥ গৌতম উবাচ। ব্রহ্মাদিসুরনাথানাং লোকেষ্বপি সুদুর্লভঃ। য আনন্দঃ সদা যত্র স লোকঃ পারমে-শ্বরঃ॥ ১৪৫॥ সর্ব্বাতিগমনং যত্র জ্যোতির্যত্র প্রতি-ষ্ঠিতম্। ক্বাপি নাস্তি তমোযোগঃ স লোকঃ পার-মেশ্বরঃ॥ ১৪৬॥ গুণবৃত্তিং বিনিস্তীর্য্য সম্প্রাপ্তা যত্র যোগিনঃ। ন পতেয়ুঃ পুনঃ সর্ব্বে স লোকঃ পারমেশ্বরঃ॥ ১৪৭॥ যত্র বাসং ন কুর্ব্বন্তি ক্রোধ-লোভমদাদয়ঃ। যত্রাবস্থা ন জন্মাদ্যাঃ স লোকঃ

কালে শিবমস্তকে বিল্বপত্র প্রদান করিয়াছিল! অনিচ্ছাবশতঃ কৃত হইলেও এই শিবপূজনের ফল, এ অদ্য তোমার সমক্ষেই ভোগ করিবে; ইহা মিথ্যা নহে। গৌতম বলিলেন,—সেই শিবদূতগণ এই কথা বলিয়া চণ্ডাল-দেহ হইতে তাহার জীবলেশ সমাকর্ষণ করিয়া তাহা দিব্যতেজের সহিত যুক্ত করিলেন এবং দিব্যদেহ-সমন্বিতা তেজোরাশিসমুজ্জ্বলা সেই চণ্ডালীকে বিমানে স্থাপন করিয়া শিবকিঙ্করগণ প্রীত হইলেন। তখন ঐ চণ্ডালী পরম উদার রূপ-লাবণ্য ধারণ করিল; তাহার সর্ব্বাঙ্গে ভূষণ এবং দিব্য বস্ত্র শোভিত হইল। সে দিব্যগন্ধময় দিব্য তেজোবিকাশী দিব্য-মাল্যাবতংস-মণ্ডিত দেহ-চ্ছটায় পরিশোভিত হইয়া বিমানবরে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। সেই বরাননা শিবদূতগণের মধ্যে বিরাজিতা হইয়া রত্নচ্ছত্র-পতাকা ও গীত-বাদিত্র-নিঃস্বনে মোদমানা হইল। স্বপ্নদর্শনান্তে সুপ্তোত্থিতার ন্যায় পুনঃপুনঃ পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে লাগিল। সে ভাবিল,—আমি কে? এই মহাসিদ্ধগণ কাহাঁরা? এই মনোরম লোকই বা কোন্ লোক? আমার তাদৃশ শরীর এবং চণ্ড চাণ্ডাল-গোত্রজ কষ্টই বা কোথায় গেল? অহো আমি মায়াবিজৃম্ভিত মহৎ আশ্চর্য্য দর্শন করিলাম। আশ্চর্য্য এই যে, আমি পুনঃপুনঃ সহস্র জন্মে ভ্রমণ করিলাম। আহা ঈশ্বরপূজার কি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য! যে ঈশ্বর পত্রমাত্রে সন্তুষ্ট হইয়া আমায় নিজ পদ প্রদান করিলেন! এইরূপে জাতনির্ব্বেদা ভগবৎ-পদ-স্মরণ-কারিণী ঐ চণ্ডালীকে মহেশ্বর-কিঙ্করগণ দিব্য বিমানে আরোপিত করিয়া তাহার যথোচিত সম্মানপুরঃসর তাহাকে মহেশ্বরসমীপে লইয়া গেল। তখন সকল লোক তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইল। হে রাজন্! এই আমি গিরিজা-পতির আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। দেবেশের ভক্তিকণার মাহাত্ম্য সর্ব্বপাপ-বিনাশন। ১২৮—১৪৩। রাজা কহিলেন,—হে ভগবন্! পরমেশের উত্তম লোক কীদৃশ? তাহার লক্ষণ আমাকে বলুন—যদি আপনি আমাকে দয়া করেন। গৌতম বলিলেন,—যাহা ব্রহ্মাদি সুরনাথ-গণের লোক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট,—যেখানে সর্ব্বদা আনন্দ বিরাজিত, সেই লোকই মাহেশ্বর লোক। যে লোক সর্ব্বলোকাতিশায়ী; যেখানে জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিত আছে, যেখানে কুত্রাপি তমোযোগ নাই; সেই লোকই পারমেশ্বর লোক। গুণবৃত্তি পরিহার করিয়া যোগী জন যেখানে গমন করেন, যেখানে কাহারও অবনতি নাই, সেই লোকই পারমেশ্বর।

পারমেশ্বরঃ ॥ ১৪৮ ॥ সর্ব্বেষাং নিগমানাঞ্চ যদেকং ক্ষেত্রমুচ্যতে। যস্মান্নাস্তি পরং বিত্তং তৎপদং পারমেশ্বরম্ ॥ ১৪৯ ॥ প্রত্যাহারাসনধ্যানপ্রাণসংযমনাদিভিঃ। যত্র যোগপথৈঃ প্রাপ্তুং যতন্তে যোগিনঃ সদা ॥ ১৫০ ॥ যত্র দেবঃ সদানন্দনির্ম্মলজ্ঞানরূপয়া। অস্তি দেব্যা সহ ক্রীড়ন্ স লোকঃ পারমেশ্বরঃ ॥ ১৫১ ॥ জন্মানেকসহস্রেষু সম্ভৃতৈঃ পুণ্যরাশিভিঃ। আরূঢ়াঃ পুরুষা নার্য্যঃ ক্রীড়ন্তে যত্র সঙ্গতাঃ ॥ ১৫২ ॥ তেজোরাশৌ সমালীনা দুর্ব্বিভাব্যে মনোরমে। অহোরাত্রাদিসংস্থানং ন বিদন্তি কদাচন ॥১৫৩॥ স লোকঃ পরমেশস্য দুর্লভো হি কুযোগিনঃ। এতদ্‌ভক্তিসুপূর্ণা যে তৈরেব প্রতিপদ্যতে ॥ ১৫৪ ॥ যে তৎকথাশ্রবণকীর্ত্তনজাতহর্ষা যে সর্ব্বভূতসুহৃদঃ প্রশমৈকনিষ্ঠাঃ। সংসারচক্রমতিবাহ্য নিরস্তমোহাস্তে শাঙ্করং পদমবাপ্য সুখং রমন্তে ॥ ১৫৫ ॥ তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র গোকর্ণং গিরিশালয়ম্। গত্বা প্রশমিতাঘৌঘঃ কৃতকৃত্যত্বমাপ্নুহি ॥ ১৫৬ ॥ তত্র সর্ব্বেষু কালেষু স্নাত্বাভ্যর্চ্চ্য মহাবলম্। কৃত্বা শিবচতুর্দ্দশ্যামুপবাসং সমাহিতঃ ॥ ১৫৭ ॥ কৃত্বা জাগরণং রাত্রৌ বিল্বৈরভ্যর্চ্চ্য শঙ্করম্। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শিবলোকমবাপ্স্যসি ॥ ১৫৮ এষ তে বিমলো রাজন্নুপদেশো ময়া কৃতঃ। স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি মিথিলাধিপতেঃ পুরীম্ ॥ ১৫৯ ॥ ইত্যামন্ত্র্য মুনিঃ প্রীত্যা গৌতমো মিথিলাং যযৌ। সোঽপি হৃষ্টমনা রাজা গোকর্ণং প্রত্যপদ্যত ॥ ১৬০ ॥ তত্র দৃষ্ট্বা মহাদেবং স্নাত্বাভ্যর্চ্চ্য মহাবলম্। নির্ধূতাশেষপাপৌঘো লেভে শম্ভোঃ পরং পদম্ ॥ ১৬১ ॥ য ইমাং শৃণুয়ান্নিত্যং কথাং শৈবীং মনোহরাম্। শ্রাবয়েদ্বা জনো ভক্ত্যা স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৬২ ॥ শ্রদ্দধানঃ সকৃদ্বাপি য ইমাং শৃণুয়াৎ কথাম্। ত্রিঃসপ্তকুলজৈঃ সার্দ্ধং শিবলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬৩ ॥ ইতি কথিতমশেষং শ্রেয়সামাদিবীজং ভবশতদুরিতঘ্নং ধ্বস্তমোহান্ধকারম্। চরিতমমরগেয়ং মন্মথারেরুদারং সততমপি নিষেব্যং স্বস্তিমদ্ভিশ্চ লোকৈঃ ॥ ১৬৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শিবচতুর্দ্দশীগোকর্ণ-
মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

যেখানে ক্রোধ, লোভ ও মদাদি বাস করিতে পায় না, যেখানে জন্মাদি অবস্থা নাই, তাহাই পারমেশ্বর লোক। যাহা সকল নিগমের একমাত্র ক্ষেত্র, যাহা হইতে পরম বিত্ত আর নাই, তাহাই পারমেশ্বর লোক যেখানে যোগিগণ সর্ব্বদা প্রত্যাহার আসন, ধ্যান, প্রাণসংযমন, দ্বারা যোগমার্গ প্রাপ্তির জন্য যত্নমান, যেখানে দেব মহেশ সদানন্দ-নির্ম্মল-জ্ঞানরূপা দেবীর সহিত ক্রীড়ারত, সেই লোকই পারমেশ্বর লোক। যেখানে বহু সহস্রজন্মানুষ্ঠিত পুণ্যরাশির ফলে পুরুষ ও নারী মিলিত হইয়া ক্রীড়া করে, অপিচ তাহারা যে স্থানের দুর্ব্বিভাব্য মনোরম তেজোরাশিতে বিলীন হইয়া দিনরাত্রির সংস্থান কদাচ জানিতে পারে না; সেই স্থানই পারমেশ্বর লোক। ঐ স্থান কুযোগিগণের দুর্লভ। যে ব্যক্তির এই স্থানের প্রতি ভক্তি আছে, সে-ই এই স্থান প্রাপ্ত হয়। যাহারা ঐ লোকের কথা শ্রবণে ও কীর্ত্তনে হৃষ্ট হয়, যাহারা সর্ব্বভূত-সুহৃদ, প্রশমৈকনিষ্ঠ, এবং সংসারচক্রকে অতিক্রম করিয়া মোহপরিশূন্য হইয়াছে, তাহারাই শঙ্করস্থান লাভ করিয়া সুখে ক্রীড়া করে। হে রাজেন্দ্র! আপনিও তেমনি গিরিশালয় গোকর্ণে গমনানন্তর পাপপরিশূন্য হইয়া কৃতকৃত্যতা প্রাপ্ত হইবেন। আপনি সেখানে সকল সময়ে স্নান, দেবার্চ্চন, সমাহিত হইয়া শিবচতুর্দ্দশীতে উপবাস, রাত্রিজাগরণ ও বিল্বপত্র দ্বারা শঙ্করের অর্চ্চনাপূর্ব্বক সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্ত হইয়া শিবলোক প্রাপ্ত হইবেন। হে রাজন্! এই আমি আপনাকে উত্তম উপদেশ প্রদান করিলাম; আপনার মঙ্গল হউক, আমি এখন মিথিলাধিপতির পুরে গমন করি। মুনিবর গৌতম প্রীত হইয়া রাজাকে এইরূপে আমন্ত্রিত করিয়া মিথিলায় গমন করিলেন। রাজাও আনন্দিতমনে গোকর্ণে গমন করিলেন। সেখানে মহাদেবকে দর্শন করিয়া মহাবলের অর্চ্চনা ও স্নানান্তে বিধুতপাপ হইয়া শম্ভুর পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই মনোরম শৈবী কথা যে নিত্য ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে, করায় সে পরম গতি লাভ করে। যে ব্যক্তি ইহা একবারও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণ করে, সে একবিংশতিকুলজাত পুরুষগণের সহিত শিবলোক প্রাপ্ত হয়। মঙ্গলনিদান, ভবশতদুরিতঘ্ন, মোহান্ধকারনাশী, অমরগীত এই মন্মথারিচরিত আমি সম্যক্ কীর্ত্তন করিলাম; মঙ্গলাভিলাষী জনগণ সতত ইহা শ্রবণ করিবে। ১৪৪—১৬৪।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।৩।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ভূয়োঽপি শিবমাহাত্ম্যং বক্ষ্যামি পরমাদ্ভুতম্। শৃণ্বতাং সর্ব্বপাপঘ্নং ভবপাশবিমোচনম্॥ ১॥ দুস্তরে দুরিতাম্ভোধৌ মজ্জতাং বিষয়াত্মনাম্। শিবপূজাং বিনা কশ্চিৎ প্লবো নাস্তি নিরূপিতঃ॥ ২॥ শিবপূজাং সদা কুর্য্যাদ্বুদ্ধিমানিহ মানবঃ। অশক্তশ্চেৎ কৃতাং পূজাং পশ্যেদ্ভক্তিবিনম্রধীঃ॥ ৩॥ অশ্রদ্ধয়াপি যঃ কুর্য্যাচ্ছিবপূজাং বিমুক্তিদাম্। পশ্যেদ্বা সোঽপি কালেন প্রয়াতি পরমং পদম্॥ ৪॥ আসীৎ কিরাতদেশেষু নাম্না রাজা বিমর্দ্দনঃ। শূরঃ পরমদুর্দ্ধর্ষো জিতশত্রুঃ প্রতাপবান্॥ ৫॥ সর্ব্বদা মৃগয়াসক্তঃ কৃপণো নির্ঘৃণো বলী। সর্ব্বমাংসাশনঃ ক্রূরঃ সর্ব্ববর্ণাঙ্গনাবৃতঃ॥ ৬॥ তথাপি কুরুতে শম্ভোঃ পূজাং নিত্যমতন্দ্রিতঃ। চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষেণ পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ॥ ৭॥ মহাবিভবসম্পন্নাং পূজাং কৃত্বা স মোদতে। হর্ষেণ মহতাবিষ্টো নৃত্যতি স্তৌতি গায়তি॥ ৮॥ তস্যৈবং বর্ত্তমানস্য নৃপতেঃ সর্ব্বভক্ষিণঃ। দুরাচারস্য মহিষী চেষ্টিতেনান্বতপ্যত॥ ৯॥ সা বৈ কুমুদ্বতী নাম রাজ্ঞী শীলগুণান্বিতা। একদা পতিমাসাদ্য রহস্যেতদপৃচ্ছত॥ ১০॥ এতত্তে চরিতং রাজন্মহদাশ্চর্য্যকারণম্। ক্ব তে মহান্ দুরাচারঃ ক্ব ভক্তিঃ পরমেশ্বরে॥ ১১॥ সর্ব্বদা সর্ব্বভক্ষস্ত্বং সর্ব্বস্ত্রীজনলালসঃ। সর্ব্বহিংসাপরঃ ক্রূরঃ কথং ভক্তিস্তবেশ্বরে॥ ১২॥ ইতি পৃষ্টঃ স ভূপালো বিমৃশ্য সুচিরং ততঃ। ত্রিকালজ্ঞঃ প্রহস্যৈনাং প্রোবাচ সুকুতূহলঃ॥ ১৩॥ রাজোবাচ। অহং পূর্ব্বভবে কশ্চিৎ সারমেয়ো বরাননে। পম্পানগরমাশ্রিত্য পর্য্যটামি সমন্ততঃ॥ ১৪॥ এবং কালেষু গচ্ছৎসু তত্রৈব নগরোত্তমে। কদাচিদাগতঃ সোঽহং মনোজ্ঞং শিবমন্দিরম্॥ ১৫॥ পূজায়াং বর্ত্তমানায়াং চতুর্দ্দশ্যাং মহাতিথৌ। অপশ্যমুৎসবং দূরাদ্বহির্দ্বারং সমাশ্রিতঃ॥ ১৬॥ অথাহং পরমক্রুদ্ধৈর্দণ্ডহস্তৈঃ প্রধাবিতঃ। তস্মাদ্দেশাদপক্রান্তঃ প্রাণরক্ষাপরায়ণঃ॥ ১৭॥ ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য মনোজ্ঞং শিবমন্দিরম্। দ্বারদেশং পুনঃ প্রাপ্য পুনশ্চৈব নিবারিতঃ॥ ১৮॥ পুনঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য তদেব শিবমন্দিরম্। বলিপিণ্ডাদিলোভেন পুন-

চতুর্থ অধ্যায়

সূত বলিলেন,—আমি পুনরায় ভব-পাশবিমোচন, সর্ব্বপাপঘ্ন, পরমাদ্ভুত শিব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। দুস্তর দুরিত-পারাবারে নিমগ্ন বিষয়ী ব্যক্তিগণের শিবপূজা ব্যতিরেকে অন্য আর কোন উদ্ধারের উপায় নিরূপিত নাই। বুদ্ধিমান্ মানব সর্ব্বদা শিবপূজা করিবে। স্বয়ং পূজা করিতে যদি অশক্ত হয়, তাহা হইলে, ভক্তিপূর্ব্বক অন্যের পূজা করা দেখিবে। শ্রদ্ধাহীন হইয়াও যদি কেহ বিমুক্তিদায়িনী শিবপূজা করে, অথবা অন্যের পূজা করা দর্শন করে তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি পরমপদ প্রাপ্ত হয়। কিরাতদেশে বিমর্দ্দন নামক এক রাজা ছিলেন। তিনি শূর, পরমদুর্দ্ধর্ষ, জিতশত্রু, বলবান্, সর্ব্বদা মৃগয়াসক্ত, কৃপণ, নির্ঘৃণ, বলী, সর্ব্বমাংসাশন, ক্রূর এবং সর্ব্ববর্ণাঙ্গনাবৃত ছিলেন। তথাচ তিনি নিত্য অতন্দ্রিতভাবে মহাদেবের পূজা করিতেন। বিশেষতঃ ইনি শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে খুব ধূম-ধামের সহিত পূজা করত অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া নৃত্য গীত ও স্তব করিতেন। সেই সর্ব্বভক্ষী দুরাচার রাজার কার্য্য-কলাপ দেখিয়া তাঁহার মহিষী অনুতপ্ত হইতেন। রাজমহিষীর নাম—কুমুদ্বতী; এই শীল-গুণান্বিতা রাজ্ঞী একদা পতিকে নির্জ্জনে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে রাজন্! আপনার চরিত অতি আশ্চর্য্যময়, কোথায় আপনার দুরাচার, আর কোথায় আপনার ঈশ্বরভক্তি! আপনি সর্ব্বদা সর্ব্বভক্ষ্য, সর্ব্বদা পরস্ত্রীলালস, হিংসা-পরায়ণ এবং ক্রূর। অতএব আপনার ঈশ্বরভক্তি কি প্রকার? অনন্তর ঐ ত্রিকালজ্ঞ ভূপাল এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কিয়ৎকাল বিবেচনাপূর্ব্বক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া হাসিয়া মহিষীকে বলিলেন,—অয়ি! বরাননে! আমি পূর্ব্ব জন্মে এক সারমেয় ছিলাম। তখন আমি পম্পানগরে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতাম। ঐ নগরে এইভাবে কিছুকাল গত হইলে কদাচিৎ আমি এক মনোরম শিবমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হই। ঐ সময় তথায় মহাতিথি চতুর্দ্দশীর উৎসব ছিল। আমি বহির্দ্বার আশ্রয় করিয়া তাহা দেখিতে লাগিলাম।১—১৬। অনন্তর আমি কোন দণ্ডহস্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক সক্রোধে তাড়িত হইয়া প্রাণভয়ে ঐ স্থান হইতে পলায়ন করিলাম এবং শিবমন্দির প্রদক্ষিণ করত পুনরায় আমি ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া মনোজ্ঞ দ্বারদেশে যাইয়া তাড়িত হইলাম। আবার আমি সেই স্থানে যাইয়া শিবমন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম, এবং বলি-পিণ্ডাদি

দ্বারমুপাগতঃ॥ ১৯॥ এবং পুনঃপুনস্তত্র কৃত্বা কৃত্বা প্রদক্ষিণাম্। দ্বারদেশে সমাসীনং নিজঘ্নু-র্নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ২০॥ স বিদ্ধগাত্রঃ সহসা শিবদ্বারি গতাসুকঃ। জাতোঽস্ম্যহং কুলে রাজ্ঞাং প্রভাবাচ্ছিবসন্নিধেঃ॥ ২১॥ দৃষ্টা চতুর্দ্দশীপূজাং দীপমালা বিলোকিতাঃ। তেন পুণ্যেন মহতা ত্রিকালজ্ঞোঽস্মি ভামিনি॥২২॥ প্রাগ্‌জন্মবাসনাভিশ্চ সর্ব্বভক্ষোঽস্মি নির্ঘৃণঃ। বিদুষামপি দুর্লঙ্ঘ্যা প্রকৃতির্বাসনাময়ী॥ ২৩॥ অতোঽহমর্চ্চয়ামীশং চতুর্দ্দশ্যাং জগদ্‌গুরুম্। ত্বমপি শ্রদ্ধয়া ভদ্রে ভজ দেবং পিনাকিনম্॥ ২৪॥ রাজ্ঞ্যুবাচ। ত্রিকালজ্ঞো-ঽসি রাজেন্দ্র প্রসাদাদ্গিরিজাপতেঃ। মৎপূর্ব্ব-জন্মচরিতং বক্তুমর্হসি তত্ত্বতঃ॥ ২৫॥ রাজোবাচ। ত্বন্তু পূর্ব্বভবে কাচিৎ কপোতী ব্যোমচারিণী। কাপি লব্ধবতী কিঞ্চিন্মাংসপিণ্ডং যদৃচ্ছয়া॥ ২৬॥ ত্বদ্-গৃহীতমথালোক্য গৃধ্রঃ কোঽপ্যামিষ' বলী। নিরামিষঃ স্বয়ং বেগাদভিদুদ্রাব ভীষণঃ॥ ২৭॥ ততস্তং বীক্ষ্য বিত্রস্তা বিদ্রুতাসি বরাননে। তেনানুযাতা ঘোরেণ মাংসপিণ্ডজিঘৃক্ষয়া॥ ২৮॥ দিষ্ট্যা শ্রীগিরিমাসাদ্য শ্রান্তা তত্র শিবালয়ম্। প্রদক্ষিণং পরিক্রম্য ধ্বজাগ্রে সমুপস্থিতা॥ ২৯॥ অথানুসৃত্য সহসা তীক্ষ্ণতুণ্ডো বিহঙ্গমঃ। ত্বাং নিহত্য নিপাত্যাধো মাংসমাদায় জগ্মিবান্॥৩০॥ প্রদক্ষিণপ্রক্রমণাদ্দেবদেবস্য শূলিনঃ তস্যাগ্রে মরণাচ্চৈব জাতাসীহ নৃপাঙ্গনা॥ ৩১॥ রাজ্ঞ্যুবাচ। শ্রুতং সর্ব্বমশেষেণ প্রাগ্‌জন্মচরিতং ময়া। জাতঞ্চ মহদাশ্চর্য্যং ভক্তিশ্চ মম চেতসি। অথান্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি ত্রিকালজ্ঞ মহামতে। ইদং শরীরমুৎসৃজ্য যাস্যাবঃ কাং গতিং পুনঃ॥ ৩২॥ রাজোবাচ। অতো ভবে জনিষ্যেঽহং দ্বিতীয়ে সৈন্ধবে নৃপঃ॥ ৩৩॥ সৃঞ্জয়েশসুতা ত্বং হি মামেব প্রতিপৎস্যসে। তৃতীয়ে তু ভবে রাজা সৌরাষ্ট্রে ভবিতাস্ম্যহম্॥ ৩৪॥ কলিঙ্গরাজতনয়া ত্বং মে পত্নী ভবিষ্যসি। চতুর্থে তু ভবিষ্যামি ভবে গান্ধারভূমিপঃ॥ ৩৫॥ মাগধী রাজতনয়া তত্র ত্বং মম গেহিনী। পঞ্চমেঽবন্তিনাথোঽহং ভবিষ্যামি

ভক্ষণ করিবার জন্য দ্বারদেশ আশ্রয় করিয়া রহি-লাম। এইরূপে আমি বারবার প্রদক্ষিণ করিতে করিতে একবার কতিপয় নিশিত শর দ্বারা বিদ্ধ-গাত্র ও আহত হইয়া সেই শিবদ্বারেই প্রাণ পরি-ত্যাগ করিলাম। তার পর আমি শিবসান্নিধ্য-বশতঃ রাজার কুলে জন্ম লইলাম। অপিচ আমি সেই শিবমন্দিরে চতুর্দ্দশীপূজা এবং দীপমালা দর্শন করিয়াছিলাম। অয়ি ভামিনি! এই পুণ্যেই আমি ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছি বটে, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের বাসনা দ্বারা আমি সর্ব্বভক্ষ্য ও নির্ঘৃণ হইয়াছি জানিবে। দেখ, বাসনাময়ী প্রকৃতি পণ্ডিতগণেরও দুর্লঙ্ঘ্য। এই জন্যই আমি চতুর্দ্দশী তিথিতে দেব-দেব জগদ্‌গুরুর অর্চ্চনা করিয়া থাকি। অয়ি ভদ্রে! তুমিও আমার সহিত দেবদেবের পূজায় মনঃ-সংযোগ কর। রাজ্ঞী বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র। আপনি গিরিজাপতির প্রসাদে ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছেন। অতএব আপনি আমার পূর্ব্বজন্মের বিবরণ তত্ত্বতঃ কীর্ত্তন করুন। রাজা বলিলেন,—তুমি পূর্ব্বজন্মে ব্যোমচারিণী এক কপোতী ছিলে। কোন স্থানে তুমি যদৃচ্ছাবশে একখণ্ড মাংসপিণ্ড লাভ করিয়া-ছিলে। ঐ সময় এক অপ্রাপ্তামিষ অতি ভীষণ বল-বান্ গৃধ্র ত্বদ্‌গৃহীত মাংসখণ্ড অবলোকন করিয়া তোমার প্রতি ধাবিত হয়। তাহা দেখিয়া তুমি অত্যন্ত ভীত, বিদ্রুত, ও আমিষ লোভে তৎকর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া সৌভাগ্যক্রমে শ্রীগিরি প্রাপ্ত হও। ঐ স্থানে তুমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়। পরে তুমি তত্রত্য শিবালয় প্রদক্ষিণ করিয়া ঐ শিবা-লয়ের ধ্বজাগ্রে উপবেশন কর। তখন ঐ ত্বদনুসরণকারী আমিষলোভী তীক্ষ্ণতুণ্ড গৃধ্র সহসা তোমায় আক্রমণপূর্ব্বক নিহত করে এবং ত্বন্মুখ-পরিভ্রষ্ট আমিষখণ্ড গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করে। তুমি দেবদেবের মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়াছিলে এবং তাঁহার সম্মুখে তোমার মৃত্যু হয়, এইজন্য নৃপাঙ্গনা হইয়া জন্মিয়াছ। ১৭—৩১। রাজ্ঞী বলি-লেন,—অনঘ! প্রাক্তন জন্ম-বিবরণ সমস্তই শ্রবণ করিলাম, শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম এবং আমার অন্তরে ভক্তির উদয় হইল। হে ত্রিকালজ্ঞ মহামতে! সম্প্রতি আমি অন্য বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি। আমরা উভয়ে এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া কোন্ গতি প্রাপ্ত হইব? রাজা বলিলেন,—আমি পরজন্মে সিন্ধুদেশীয় নরপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিব। আর তুমি সৃঞ্জয়রাজ-দুহিতা হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। তৃতীয় জন্মে আমি সৌরাষ্ট্রে রাজা হইয়া জন্মিব, আর তুমি কলিঙ্গ-রাজকন্যা হইয়া আমার পত্নী হইবে। চতুর্থ জন্মে আমি গান্ধারনৃপতি হইয়া জন্মিব; আর তুমি মগধেশ্বরের কন্যা হইয়া আমার গৃহিণী হইবে।

ভবান্তরে। ৩৬। দশার্হরাজতনয়া ত্বমেব মম বল্লভা। অস্মাজ্জন্মনি ষষ্ঠেঽহমানর্ত্তে ভবিতা নৃপঃ। ৩৭। যযাতিবংশজা কন্যা ভূত্বা মামেব যাস্যসি। পাণ্ড্যরাজকুমারোঽহং সপ্তমে ভবিতা ভবে। ৩৮। তত্র মৎসদৃশো নান্যো রূপৌদার্য্যগুণাদিভিঃ। সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো বলবান্ দৃঢ়বিক্রমঃ। ৩৯। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নঃ সর্ব্বলোকমনোরমঃ। পদ্মবর্ণ ইতি খ্যাতঃ পদ্মমিত্রসমদ্যুতিঃ। ৪০। ভবিতা ত্বঞ্চ বৈদর্ভী রূপেণাপ্রতিমা ভুবি। নাম্না বসুমতী খ্যাতা রূপাবয়বশোভিনী। ৪১। সর্ব্বরাজকুমারাণাং মনোনয়ননন্দিনী। সা ত্বং স্বয়ংবরে সর্ব্বান্ বিহায় নৃপনন্দনান্। ৪২। বরং প্রাপ্স্যসি মামেব দময়ন্তীব নৈষধম্। সোঽহং জিত্বা নৃপান্ সর্ব্বান্ প্রাপ্য ত্বাং বরবর্ণিনীম্। ৪৩। স্বরাষ্ট্রেষ্বোঽখিলান্ ভোগান্ ভোক্ষ্যে বর্ষগণান্ বহূন্। দৃষ্ট্বা চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্ব্বাজিমেধাদিভিঃ শুভৈঃ। ৪৪। সন্তর্প্য পিতৃদেবর্ষীন্ দানৈশ্চ দ্বিজসত্তমান্। সম্পূজ্য দেবদেবেশং শঙ্করং লোকশঙ্করম্। ৪৫। পুত্রে রাজ্যধুরং ন্যস্য গন্তাস্মি তপসে বনম্। তত্রাগস্ত্যান্মুনিবরাদ্ ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্য চ। ৪৬। ত্বয়া সহ গমিষ্যামি শিবস্য পরমং পদম্। চতুর্দ্দশ্যাং চতুর্দ্দশ্যামেবং সম্পূজ্য শঙ্করম্। ৪৭। সপ্তজন্মসু রাজত্বং ভবিষ্যতি বরাননে। ইত্যেতৎ সুকৃতং লব্ধং পূজাদর্শনমাত্রতঃ। ক্ব সারমেয়ো দুষ্টাত্মা ক্বেদৃশী বত সদ্গতিঃ। ৪৮। সূত উবাচ। ইত্যুক্তা নিজনাথেন সা রাজ্ঞী শুভলক্ষণা। ৪৯। পরং বিস্ময়মাপন্না পূজয়ামাস তং মুদা। সোঽপি রাজা তয়া সার্দ্ধং ভুক্ত্বা ভোগান যথেপ্সিতান্। ৫০। জগাম সপ্তজন্মান্তে শম্ভোস্তৎ পরমং পদম্। য এতচ্ছিবপূজায়া মাহাত্ম্যং পরমাদ্ভুতম্। শৃণুয়াৎ কীর্ত্তয়েদ্বাপি স গচ্ছেৎ পরমং পদম্। ৫১।

ইতি শ্রীস্কান্দে চতুর্দ্দশীমাহাত্ম্য বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। ৪।

পঞ্চম জন্মে আমি অবন্তীনাথ হইব, আর তুমি দাশার্হ-রাজতনয়ারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার বল্লভা হইবে। ষষ্ঠ জন্মে আমি আনর্ত্তদেশের রাজা হইব; আর তুমি যযাতিবংশীয় কন্যা হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে। সপ্তম জন্মে আমি পাণ্ড্যরাজকুমার হইব। ঐ সময় আমার মত রূপগুণশালী ব্যক্তি আর কেহ থাকিবে না। আমি সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ, বলবান্, দৃঢ়বিক্রম, সর্ব্ব-লক্ষণ-সম্পন্ন, সর্ব্বলোক-মনোরম ও আদিত্যসঙ্কাশ হইয়া পদ্মবর্ণ নামে বিখ্যাত হইব। আর তুমি বৈদর্ভী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। ঐজন্মে তুমি বসুমতী নামে বিখ্যাত হইবে। তোমার রূপ ও অঙ্গসৌষ্ঠব অতি রমণীয় হইবে। তুমি তোমার রূপে কত রাজকুমারের নয়ন-মন আপ্যায়িত করিবে। ঐ সময় তুমি স্বয়ংবরে সমাগত নৃপনন্দনগণকে উপেক্ষা করিয়া দময়ন্তীর নৈষধলাভের ন্যায় আমাকে বররূপে প্রাপ্ত হইবে। আমিও সর্ব্ব নরপতিকে জয় করিয়া তোমাকে লাভ করিব—করিয়া নিজরাজ্যে আগমন করত বহু-বর্ষসমষ্টি যাবৎ বিবিধ ভোগ উপভোগ করিব; বাজিমেধাদি বিবিধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিব; পিতৃ ও দেবর্ষিগণের তর্পণ করিয়া দানদ্বারা দ্বিজসত্তম-দিগের পূজা করিব এবং লোকশঙ্কর শঙ্করের পূজা করিয়া অবশেষে পুত্রে রাজ্যধুর ন্যস্ত করিয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত বনগমন করিব। বনগমন করিয়া আমরা মহামুনি অগস্ত্যের নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া উভয়ে শঙ্করের পরম পদ প্রাপ্ত হইব। হে বরাননে! প্রতি চতুর্দ্দশীতে শঙ্করার্চ্চনা করিয়া আমরা সপ্তজন্ম রাজত্ব করিব। শঙ্করের পূজা দর্শনমাত্রেই আমার এই প্রকার সুকৃত লাভ ঘটিয়াছিল। সেই দুষ্টাত্মা সারমেয়ই বা কোথায় আর ঈদৃশী সদ্গতিই বা কোথায়? সূত বলিলেন,—শুভলক্ষণা রাজ্ঞী নিজ নাথ কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া পরম বিস্ময়ে হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার পূজা করিলেন। রাজাও তাঁহার সহিত যথোচিত ভোগ উপভোগ করিয়া সপ্তজন্মান্তে উভয়ে শম্ভুর পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। যে ব্যক্তি এই শিবপূজার পরমাদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ ও কীর্ত্তন করে, সে পরমপদ লাভ করে। ৩২—৫১।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। শিবো গুরুঃ শিবো দেবঃ শিবো বন্ধুঃ শরীরিণাম্‌। শিব আত্মা শিবো জীবঃ শিবাদন্যন্ন কিঞ্চন ॥ ১ ॥ শিবমুদ্দিশ্য যৎকিঞ্চিদ্দত্তং জপ্তং হুতং কৃতম্‌। তদনন্তফলং প্রোক্তং সর্ব্বাগমবিনিশ্চিতম্‌ ॥ ২ ॥ ভক্ত্যা নিবেদিতং শম্ভোঃ পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্‌। অল্পাদল্পতরং বাপি তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৩ ॥ বিহায় সকলান্‌ ধর্ম্মান্‌ সকলাগমনিশ্চিতান্‌। শিবমেকং ভজেদ্যস্তু মুচ্যতে সর্ব্ববন্ধনাৎ ॥ ৪ ॥ যা প্রীতিরাত্মনঃ পুত্রে যা কলত্রে ধনেঽপি সা। কৃতা চেচ্ছিবপূজায়াং ত্রায়তীতি কিমদ্ভুতম্‌ ॥ ৫ ॥ তস্মাৎ কেচিন্মহাত্মানঃ সকলান্‌ বিষয়াসবান্‌। ত্যজন্তি শিবপূজার্থে স্বদেহমপি দুস্ত্যজম্‌ ॥ ৬ ॥ সা জিহ্বা যা শিবং স্তৌতি তন্মনো ধ্যায়তে শিবম্‌। তৌ কর্ণৌ তৎকথালোলৌ তৌ হস্তৌ তস্য পূজকৌ ॥ ৭ ॥ তে নেত্রে পশ্যতঃ পূজাং তচ্ছিরঃ প্রণতঃ শিবে। তৌ পাদৌ যৌ শিবক্ষেত্রং ভক্ত্যা পর্য্যটতঃ সদা ॥ ৮ ॥ যস্যেন্দ্রিয়াণি সর্ব্বাণি বর্ত্তন্তে শিবকর্ম্মসু। স নিস্তরতি সংসারং ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি ॥ ৯ ॥ শিবভক্তিযুতো মর্ত্ত্যশ্চাণ্ডালঃ পুক্কসোঽপি চ। নারী নরো বা ষণ্ঢো বা সদ্যো মুচ্যেত সংসৃতেঃ ॥ ১০ ॥ কিং কুলেন কিমাচারৈঃ কিং শীলেন গুণেন বা। ভক্তিলেশযুতঃ শম্ভোঃ স বন্দ্যঃ সর্ব্বদেহিনাম্‌ ॥ ১১ ॥ উজ্জয়িন্যামভূদ্রাজা চন্দ্রসেনসমাহ্বয়ঃ। জাতো মানবরূপেণ দ্বিতীয় ইব বাসবঃ ॥ ১২ ॥ তস্মিন্‌ পুরে মহাকালং বসন্তং পরমেশ্বরম্‌। সম্পূজয়ত্যসৌ ভক্ত্যা চন্দ্রসেনো নৃপোত্তমঃ ॥ ১৩ ॥ তস্যাভবৎ সখা রাজ্ঞঃ শিবপারিষদাগ্রণীঃ। মণিভদ্রো জিতাভদ্রঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ১৪ ॥ তস্যৈকদা মহীভর্ত্তুঃ প্রসন্নঃ শঙ্করানুগঃ। চিন্তামণিং দদৌ দিব্যং মণিভদ্রো মহামতিঃ ॥ ১৫ ॥ স মণিঃ কৌস্তুভ ইব দ্যোতমানোঽর্কসন্নিভঃ। দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ধ্যাতো বা নৃণাং যচ্ছতি চিন্তিতম্‌ ॥ ১৬ ॥ তস্য কান্তিলবস্পৃষ্টং

পঞ্চম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—শিবই শরীরীদিগের গুরু, শিবই দেবতা, শিবই বন্ধু, শিবই আত্মা এবং শিবই জীব; শিব হইতে আর অন্য কিছুই নাই। শিব-উদ্দেশে যাহা কিছু দান, জপ, ও হোম করা যায়, তৎসমস্তই অনন্ত ফলজনক হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বাগম-সুনিশ্চিত। ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল—যাহা কিছু অল্পাদপি অল্পতর বস্তু শিবকে নিবেদন করা যায়, তৎসমস্তই অসীম হইয়া থাকে। সর্ব্বাগম-বিনিশ্চিত নিখিল ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক যে ব্যক্তি মাত্র শিবের আরাধনা করে, সে সর্ব্ব বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। আপনার পুত্রে, কলত্রে ও ধনে যেরূপ প্রীতি হয়, যদি শিবপূজায় ঐরূপ প্রীতি রাখা যায়, তাহা হইলে মানব যে এ সংসার-ভয় হইতে ত্রাত হইবে, এ বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি আছে? অতএব মহাত্মা ব্যক্তিগণ সকল বিষয়-আসব পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল শিবপূজাতেই দুস্ত্যজ স্বদেহ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিবেন। তাহাকেই জিহ্বা বলা যায়,—যে জিহ্বা শিবের স্তব করে; তাহাকেই মন বলা যায়,—যে মন অনবরত শিবধ্যানে রত থাকে; তাহাকেই কর্ণ বলা যায়,—যে কর্ণ সর্ব্বদা শিবকথা শ্রবণেই লোলুপ হয়; তাহাই হস্ত,—যাহা শিবের পূজা করে; তাহাই নেত্র,—যাহা শিবপূজা দর্শন করে; সেই মস্তকই মস্তক,—যাহা নিত্য শিবপদে প্রণত হইয়া থাকে; তাহাকেই পদ বলা যায়,—যাহা সর্ব্বদা শিবক্ষেত্রে বিচরণ করে। যাহার ইন্দ্রিয়গ্রাম সর্ব্বদা শিবকর্ম্মে রত থাকে, সেই ব্যক্তি সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া ভুক্তি ও মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। শিবভক্তিযুক্ত মানব চণ্ডালই হউক আর পুক্কসই হউক, সে নর, নারী বা ষণ্ড হউক, নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। কুলেই বা প্রয়োজন কি? আচারেই বা প্রয়োজন কি? শীলেই বা প্রয়োজন কি? এবং গুণেই বা প্রয়োজন কি? যদি শম্ভুতে ভক্তি-কণামাত্র থাকে, তবে ইহাতেই সে সকল দেহীর পূজনীয় হইয়া থাকে।১—১১। চন্দ্রসেন নামে উজ্জয়িনী নগরে এক রাজা ছিলেন। তিনি মানবরূপী দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় ছিলেন। তাঁহার নগরে মহাকালনামক এক মহাদেব আছেন। রাজা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিতেন। সর্ব্বলোক-নমস্কৃত শিবপারিষদাগ্রণী মণিভদ্র রাজার সখা ছিলেন। তিনি একদিন রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দিব্য চিন্তামণি মণি প্রদান করিলেন। ঐ মণি কৌস্তুভের ন্যায় দ্যুতিমান্‌ ও অর্কসন্নিভ। উহা দৃষ্ট, শ্রুত বা ধ্যাত হইয়া নরগণের চিন্তিত বিষয় প্রদান করে।

কাংস্যং তাম্রময়স্তথা। পাষাণাদিকমন্যদ্বা সদ্যো ভবতি কাঞ্চনম্ ॥ ১৭ ॥ স তং চিন্তামণিং কণ্ঠে বিভ্রদ্রাজাসনং গতঃ। ররাজ রাজা দেবানাং মধ্যে ভানুরিব স্বয়ম্ ॥ ১৮ ॥ সদা চিন্তামণিগ্রীবং তং শ্রুত্বা রাজসত্তমম্। প্রবৃদ্ধতর্ষা রাজানঃ সর্ব্বে ক্ষুব্ধ-হৃদোঽভবন্ ॥ ১৯ ॥ স্নেহাৎ কেচিদ্‌যাচন্তং ধাষ্ট্র্যাৎ কেচন দুর্ম্মদাঃ। দৈবলব্ধমজানন্তো মণিং মৎ-সরিণো নৃপাঃ ॥ ২০ ॥ সর্ব্বেষাং ভূভৃতাং যাচ্ঞা যদা ব্যর্থীকৃতামুনা। রাজানঃ সর্ব্বদেশানাং সংরম্ভং চক্রিরে তদা ॥ ২১ ॥ সৌরাষ্ট্রাঃ কৈকয়াঃ শাল্বাঃ কলিঙ্গশকমদ্রকাঃ। পাঞ্চালাবন্তিসৌবীরা মাগধা মৎস্যসৃঞ্জয়াঃ ॥ ২২ ॥ এতে চান্যে চ রাজানঃ সহাশ্বরথকুঞ্জরাঃ। চন্দ্রসেনং মৃধে জেতুমুদ্যমং চক্রুরোজসা ॥ ২৩ ॥ তে তু সর্ব্বে সুসংরব্ধাঃ কম্প-য়ন্তো বসুন্ধরাম্। উজ্জয়িন্যাশ্চতুর্দ্বারং রুরুধুর্ব্বহু-সৈনিকাঃ ॥২৪॥ সংরুধ্যমানাং স্বপুরীং দৃষ্ট্বা রাজভি-রুদ্ধতৈঃ। চন্দ্রসেনো মহাকালং তমেব শরণং যযৌ ॥ ২৫ ॥ নির্ব্বিকল্পো নিরাহারঃ স রাজা দৃঢ়-নিশ্চয়ঃ। অর্চ্চয়ামাস গৌরীশং দিবা নক্তমনন্যধীঃ ॥ ২৬ ॥ এতস্মিন্নন্তরে গোপী কাচিত্তৎপুরবাসিনী। একপুত্রা ভর্ত্তৃহীনা তত্রৈবাসীচ্চিরন্তনা ॥ ২৭ ॥ সা পঞ্চহায়নং বালং বহন্তী গতভর্ত্তৃকা। রাজ্ঞা কৃতাং মহাপূজাং দদর্শ গিরিজাপতেঃ ॥ ২৮ ॥ সা দৃষ্ট্বা সর্ব্বমাশ্চর্য্যং শিবপূজামহোদয়ম্। প্রণিপত্য স্ব-শিবিরং পুনরেবাভ্যপদ্যত ॥ ২৯ ॥ এতৎ সর্ব্ব-মশেষেণ স দৃষ্ট্বা বল্লবীসুতঃ। কুতুহলেন বিদধে শিবপূজাং বিরক্তিদাম্ ॥ ৩০ ॥ আনীয় হৃদ্যং পাষাণং শূন্যে তু শিবিরোত্তমে। নাতিদূরে স্ব-শিবিরাচ্ছিবলিঙ্গমকল্পয়ৎ ॥ ৩১ ॥ যানি কানি চ পুষ্পাণি হস্তলভ্যানি চাত্মনঃ। আনীয় স্নাপ্য তল্লিঙ্গং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৩২ ॥ গন্ধালঙ্কার-বাসাংসি ধূপদীপাক্ষতাদিকম্। বিধায় কৃত্রিমৈর্দ্দিব্যৈ নৈবেদ্যং চাপ্যকল্পয়ৎ ॥ ৩৩ ॥ ভূয়োভূয়ঃ সমভ্যর্চ্চ্য পত্রৈঃ পুষ্পৈর্মনোরমৈঃ। নৃত্যঞ্চ বিবিধং কৃত্বা প্রণ-নাম পুনঃপুনঃ ॥ ৩৪ ॥ এবং পূজাং প্রকুর্ব্বাণং শিব-

---

তাহার কান্তি-কণা স্পৃষ্ট হইলে কাংস্য, পিত্তল, লৌহ, তাম্র, পাষাণাদি ও অন্যান্য বস্তু সদ্যই সুবর্ণ হইয়া থাকে। রাজা ঐ চিন্তামণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া রাজাসনে উপবিষ্ট হইলে তিনি দেবগণ-পরিবৃত আদিত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেন। রাজাকে সর্ব্বদা মণি-কণ্ঠ দেখিয়া অপরাপর রাজগণ ঈর্ষ্যান্বিত ক্ষুব্ধহৃদয় ও জাতক্রোধ হইলেন। মৎসরী নৃপগণ উহা দৈব-লব্ধ না জানিয়া কেহ কেহ স্নেহবশতঃ কেহ কেহ বা ধৃষ্টতা করিয়া নৃপতি চন্দ্রসেনের নিকট মণি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যখন রাজা যাচমান রাজগণের প্রার্থনা পূরণ করিলেন না, তখন রাজগণ সকলেই সংরম্ভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সৌরাষ্ট্র, কৈকয়, শাল্ব, কলিঙ্গ, শক, মদ্রক, পাঞ্চাল, অবন্তী, শৌবীর, মৎস্য ও সৃঞ্জয় রাজগণ এবং অন্যান্য আরও বহু রাজগণ হয়, হস্তী, রথ ও পদাতির সহিত আগমন করিয়া চন্দ্রসেননরপতিকে যুদ্ধে জয় করিবার নিমিত্ত সদস্তে উদ্যম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন ঐ অসংখ্য রাজগণের অসংখ্য বাহিনী সংরম্ভ সহকারে বসুন্ধরা কম্পান্বিত করিয়া উজ্জয়িনী নগরীর চতুর্দ্বার আক্রমণ করিল। উদ্ধত রাজগণ কর্ত্তৃক পুরী আক্রান্ত হইয়াছে দেখিয়া নরপতি চন্দ্রসেন তখন নির্ব্বিকল্প, নিরাহার ও দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া একমাত্র মহাকালে মনঃপ্রাণ অর্পণ করিয়া তাঁহাকেই শরণরূপে প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অনন্যমনে দিবারাত্র মহাকালের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক নগরবাসিনী পতিহীনা একপুত্রা গোপী তাহার পঞ্চমবর্ষীয় শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আসিয়া রাজকৃত শিবপূজা দর্শন করিতে লাগিল। সেই রমণী রাজকৃত আশ্চর্য্য মহনীয় পূজা দর্শন করিয়া প্রণতিপুরঃসর স্বভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইল। বল্লবীর পঞ্চমবর্ষীয় শিশু কিন্তু ঐ সমস্তই সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিল, সেও বাল-চাঞ্চল্য বশতঃ শিবপূজা করিতে আরম্ভ করিল। সে মনের মত পাষাণ খুঁজিয়া আনিয়া তাহাদের বাড়ীর নিকটেই একটী স্থান মনোনীত করিয়া ঐ স্থানে একটী শিবমন্দির কল্পনা করিল;—করিয়া, ঐ নির্জ্জন মন্দিরে সে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কল্পনা করিল। সে নিজের হস্ত-লভ্য যে কিছু ফুল তুলিয়া আনিয়া শিবলিঙ্গকে স্নান করাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিতে লাগিল। সে কৃত্রিম কল্পিত দ্রব্যে গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও অক্ষতাদি রচনা করিল। সে পুনঃপুনঃ মনের মত পত্র, পুষ্প, ফল ও জলাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বিবিধ ভঙ্গীতে নৃত্য করত বার বার প্রণাম করিতে লাগিল। ১২—৩৪। এইরূপে ঐ বালক অনন্যমনে পূজা করিতে

স্থানস্থমানসম্। সা পুত্রং প্রণয়াদ্গোপী ভোজনায় সমাহ্বয়ৎ ॥ ৩৬ ॥ মাত্রাহূতোঽপি বহুশঃ স পূজাসক্তমানসঃ। বালোঽপি ভোজনং নৈচ্ছত্তদা মাতা স্বয়ং যযৌ ॥ ৩৬ ॥ তং বিলোক্য শিবস্যাগ্রে নিষণ্ণং মীলিতেক্ষণম্। চকর্ষ পাণিং সংগৃহ্য কোপেন সমতাড়য়ৎ ॥ ৩৭ ॥ আকৃষ্টস্তাড়িতো বাপি নাগচ্ছৎ স্বসুতো যদা। তাং পূজাং নাশয়ামাস ক্ষিপ্ত্বা লিঙ্গং বিদূরতঃ ॥ ৩৮ ॥ হাহেতি রুদমানং তং নির্ভর্ৎস্য স্বসুতং তদা। পুনর্বিবেশ স্বগৃহং গোপী রোষসমন্বিতা ॥ ৩৯ ॥ মাত্রা বিনাশিতাং পূজাং দৃষ্ট্বা দেবস্য শূলিনঃ। দেবদেবেতি চুক্রোশ নিপপাত স বালকঃ ॥ ৪০ ॥ প্রনষ্টসংজ্ঞঃ সহসা বাষ্পপূরপরিপ্লুতঃ। লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্তেন চক্ষুষী উদমীলয়ৎ ॥ ৪১ ॥ ততো মণিস্তম্ভবিরাজমানং হিরণ্ময়দ্বারকপাটতোরণম্। মহার্হনীলামলবজ্রবেদিকং তদেব জাতং শিবিরং শিবালয়ম্ ॥ ৪২ ॥ সন্তপ্তহেমকলশৈর্বহুভির্বিচিত্রৈঃ প্রোদ্ভাসিতস্ফটিকসৌধতলাভিরামম্। রম্যঞ্চ তচ্ছিবপুরং বরপীঠমধ্যে লিঙ্গঞ্চ রত্নসহিতং স দদর্শ বালঃ ॥ ৪৩ ॥ স দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় ভীতবিস্মিতমানসঃ। নিমগ্ন ইব সন্তোষাৎ পরমানন্দসাগরে ॥ ৪৪ ॥ বিজ্ঞায় শিবপূজায়া মাহাত্ম্যং তৎপ্রভাবতঃ। ননাম দণ্ডবদ্ভূমৌ স্বমাতুরঘশান্তয়ে ॥ ৪৫ ॥ দেব ক্ষমস্ব দুরিতং মম মাতুরুমাপতে। মূঢ়ায়াস্ত্বামজানন্ত্যাঃ প্রসন্নো ভব শঙ্কর ॥ ৪৬ ॥ যদ্যস্তি ময়ি যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যং ত্বদ্ভক্তিসম্ভবম্। তেনাপি শিব মে মাতা তব কারুণ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৭ ॥ ইতি প্রসাদ্য গিরিশং ভূয়োভূয়ঃ প্রণম্য চ। সূর্য্যে চাস্তং গতে বালো নির্জ্জগাম শিবালয়াৎ ॥ ৪৮ ॥ অথাপশ্যৎ স্বশিবিরং পুরন্দরপুরোপমম্। সদ্যো হিরণ্ময়ীভূতং বিচিত্রবিভবোজ্জ্বলম্ ॥ ৪৯ ॥ সোঽন্তঃ প্রবিশ্য ভবনং মোদমানো নিশামুখে। মহামণিগণাকীর্ণং হেমরাশিসমুজ্জ্বলম্ ॥ ৫০ ॥ তত্রাপশ্যৎ স্বজননীং স্মরন্তীমকুতোভয়াম্। মহার্হরত্নপর্য্যঙ্কে সিতশয্যামধি-

থাকিলে, তাহার মাতা গোপী খাওয়াইবার নিমিত্ত তাহাকে সস্নেহে আহ্বান করিল। মাতা বহুবার আহ্বান করিলেও ঐ পূজাসক্ত বালক নিতান্ত শিশু হইয়াও পূজা পরিত্যাগ করিয়া ভোজন করিতে যাইল না। তাহা দেখিয়া তখন তাহার মাতা স্বয়ং ঐ স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহাকে শিবের সম্মুখে মুদিতনেত্রে উপবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে তাহার হাতে ধরিয়া টানিতে লাগিল ও কত তাড়না করিল; কিন্তু শিশু ঐরূপ আকৃষ্ট ও তাড়িত হইয়াও যখন কিছুতেই উঠিল না, তখন তাহার মাতা ঐ শিবলিঙ্গকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার পূজা নষ্ট করিয়া দিল। তাহা দেখিয়া বালক 'হা—হা' করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন মাতা ক্রোধান্বিতা হইয়া শিশুকে ভর্ৎসনা করিল এবং বাড়ীতে চলিয়া গেল। মাতা শিবপূজা ভাঙ্গিয়া দিলেন দেখিয়া শিশু 'দেব, দেব' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে নয়ন-জলে পরিপ্লুত হইয়া ভূমিতে পতিত ও সহসা মূর্চ্ছিত হইল! মুহূর্ত মধ্যে তাহার মূর্চ্ছা অপনীত হইলে সংজ্ঞালাভ করিয়া শিশু যেমন নয়ন উন্মীলন করিল, অমনি সে দেখিল যে, সেই স্থানেই এক সুদিব্য শিবমন্দির নির্ম্মিত রহিয়াছে। ঐ মন্দিরে মণিস্তম্ভ বিরাজিত; দ্বারকপাট, তোরণ,—সমস্তই উহার হিরণ্ময়; উহা মহামূল্য অমল নীলমণিময় বেদিকাবিশিষ্ট; বহু বিচিত্র সুতপ্ত হেমকলশসমূহ দ্বারা উহার স্ফটিকবদ্ধ কুট্টিমসমূহ সমুদ্ভাসিত ও অতীব মনোভিরাম হইয়াছে; এবং উহার শ্রেষ্ঠ পীঠমধ্যে রত্ন-খচিত এক লিঙ্গ আছে। শিশু তাহা দর্শন করিল; দেখিয়া সহসা উত্থিত হইয়া ভীত-বিস্মিত মানসে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া যেন আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। সে মাতার প্রভাবেই শিবপূজা মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারিয়াছিল বলিয়া তাঁহার কোপ-শান্তির নিমিত্ত সে স্বীয় মাতার চরণযুগলে দণ্ডবৎ পতিত হইল এবং মহাদেব উদ্দেশে মনে মনে বলিল,—হে দেব উমাপতে! তুমি আমার মাতার অপরাধ ক্ষমা কর। হে শঙ্কর! আমার মাতা পুত্রস্নেহে মুগ্ধ হইয়াই না জানিয়া ঐরূপ করিয়াছিলেন, আপনি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে শিব! আপনাকে ভক্তি করার জন্য যদি আমার কিঞ্চিৎমাত্রও পুণ্য থাকে, তাহা হইলে আমার ঐ পুণ্যবিনিময়ে মাতা আমার আপনার কারুণ্য লাভ করুন। ৩৫—৪৭। গিরিশকে এইরূপে প্রসাদিত করিয়া বালক সূর্য্য-অস্তগমনকালে শিবালয় হইতে নির্গত হইয়া নিজ ভবন,—পুরন্দরপুরোপম, হিরণ্ময়ীভূত এবং বিচিত্র বিভবোজ্জ্বল দর্শন করিল। বালক নিশামুখে মহামণিসমাকীর্ণ হেমরাশিসমুজ্জ্বল ভবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে শিবস্মরণকারিণী, অকুতোভয়া, মহামূল্য রত্ন-

শ্রিতাম্॥ ৫১॥ রত্নালঙ্কারদীপ্তাঙ্গীং দিব্যাম্বরবিরাজিনীম্। দিব্যলক্ষণসম্পন্নাং সাক্ষাৎ সুরবধূমিব॥ ৫২॥ জবেনোত্থাপয়া মাস সম্ভ্রমোৎফুল্ললোচনঃ। অম্ব জাগৃহি ভদ্রং তে পশ্যেদং মহদদ্ভুতম্॥ ৫৩॥ ইতি প্রবোধিতা গোপী স্বপুত্রেণ মহাত্মনা। ততোঽপশ্যৎ স্বজননী স্ময়ন্তী মুকুটোজ্জ্বলা॥ ৫৪॥ সসম্ভ্রমং সমুত্থায় তৎ সর্ব্বং প্রত্যবৈক্ষত। অপূর্ব্বমিব চাত্মানমপূর্ব্বমিব বালকম্॥ ৫৫॥ অপূর্ব্বং চ স্বসদনং দৃষ্ট্বাসীৎ সুখবিহ্বলা। শ্রুত্বা পুত্রমুখাৎ সর্ব্বং প্রসাদং গিরিজাপতেঃ॥ ৫৬॥ রাজ্ঞে বিজ্ঞাপয়ামাস যো ভজত্যনিশং শিবম্। স রাজা সহসাগত্য সমাপ্তনিয়মো নিশি॥ ৫৭॥ দদর্শ গোপিকাসূনোঃ প্রভাবং শিবতোষজম্। হিরণ্ময়ং শিবস্থানং লিঙ্গং মণিময়ং তথা॥ ৫৮॥ গোপবধ্বাশ্চ সদনং মাণিক্যবরকোজ্জ্বলম্। দৃষ্ট্বা মহীপতিঃ সর্ব্বং সামাত্যঃ সপুরোহিতঃ॥ ৫৯॥ মুহূর্ত্তং বিস্মিতধৃতিঃ পরমানন্দনির্ভরঃ। প্রেম্না বাষ্পজলং মুঞ্চন্ পরিরেভে তমর্ভকম্॥ ৬০॥ এবমত্যদ্ভুতাকারাচ্ছিবমাহাত্ম্যকীর্ত্তনাৎ। পৌরাণাং সম্ভ্রমাচ্চৈব সা রাত্রিঃ ক্ষণতামগাৎ॥ ৬১॥ অথ প্রভাতে যুদ্ধায় পুরং সংরুধ্য সংস্থিতাঃ। রাজানশ্চারবক্ত্রেভ্যঃ শুশ্রুবুঃ পরমাদ্ভুতম্॥ ৬২॥ তে ত্যক্তবৈরাঃ সহসা রাজানশ্চকিতা ভৃশম্। ন্যস্তশস্ত্রা নিবিবিশুশ্চন্দ্রসেনানুমোদিতাঃ॥ ৬৩॥ তাং প্রবিশ্য পুরীং রম্যাং মহাকালং প্রণম্য চ। তদ্গোপবনিতাগেহমাজগ্মুঃ সর্ব্বভূভৃতঃ॥ ৬৪॥ তে তত্র চন্দ্রসেনেন প্রত্যুদ্গম্যাভিপূজিতাঃ। মহার্হবিষ্টরগতাঃ প্রীত্যানন্দন্ সুবিস্মিতাঃ॥ ৬৫॥ গোপসূনোঃ প্রসাদায় প্রাদুর্ভূতং শিবালয়ম্। লিঙ্গঞ্চ বীক্ষ্য সুমহচ্ছিবে চক্রুঃ পরাং মতিম্॥ ৬৬॥ তস্মৈ গোপকুমারায় প্রীতাস্তে সর্ব্বভূভুজঃ। বাসোহিরণ্যরত্নানি গোমহিষ্যাদিকং ধনম্॥ ৬৭॥ গজা নশ্বান্ রথান্ রৌপ্যাতপত্রযানপরিচ্ছদান্। দাসান্ দাসীরনেকাশ্চ দদুঃ শিবকৃপার্থিনঃ ৬৮॥ যে যে সর্ব্বেষু দেবেষু গোপাস্তিষ্ঠন্তি ভূরিশঃ। তেষাং তমেব রাজানং চক্রিরে সর্ব্বপার্থিবাঃ॥ ৬৯॥ অথাস্মিন্নন্তরে সর্ব্বৈস্ত্রিদশৈরভিপূজিতঃ। প্রাদুর্বভূব তেজস্বী হনুমান্ বানরেশ্বরঃ॥ ৭০॥ তস্যাভিগমনাদেব

পর্য্যঙ্কে শয়ানা, রত্নালঙ্কারদীপ্তাঙ্গী, দিব্যাম্বরপরিধায়িনী, দিব্যলক্ষণসম্পন্না,সাক্ষাৎ সুরবধূর ন্যায় বিরাজমানা স্বীয় মাতাকে সত্বর জাগরিত করিয়া আনন্দোৎফুল্ল-লোচনে বলিল,—মা! নিদ্রা পরিত্যাগ কর; দেখ কি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। মাতা পুত্র কর্ত্তৃক এইরূপে জাগরিতা হইয়া বিস্ময়সহকারে মুকুট-প্রভায় দীপিত হইয়া সসম্ভ্রমে ঐ সকল অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিল। সে আপনাকে অপূর্ব্ব দেখিল, বালককে অপূর্ব্ব দেখিল, আর দেখিল—অপূর্ব্ব ভবন। এই সকল দেখিয়া সে সুখে বিভোর হইয়া পড়িল। পুত্রমুখে সে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া গিরিজাপতির এই প্রসাদ রাজাকে জ্ঞাপন করিল,—যিনি নিরন্তর শিব-ভজনা করেন। রাজা নিয়ম সমাপ্ত করিয়া অবিলম্বে নিশাযোগে তথায় আগমন করিয়া গোপীপুত্রের তাদৃশ শিবতুষ্টি জন্য বিভব দর্শন করিলেন। তিনি হিরণ্ময় শিবস্থান দেখিলেন, মণিময় লিঙ্গ দেখিলেন, আর দেখিলেন—গোপবধূর মাণিক্যোজ্জ্বল ভবন। অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত নৃপতি এই সকল দর্শন করিয়া মুহূর্ত্তকাল বিস্মিত হইয়া রহিলেন। পরে পরমানন্দভরে প্রেমাশ্রু মোচন করিতে করিতে ঐ শিশুকে আলিঙ্গন করিলেন। অদ্ভুত শিব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে ও পৌরগণের সম্ভ্রমে ঐ রাত্রি ক্ষণকালের ন্যায় অতিবাহিত হইল। প্রভাতে যুদ্ধার্থী পুরাবরোধকারী রাজগণ চরমুখে ঐ অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ করিল এবং তাহারা সহসা বৈর পরিত্যাগ করিয়া চকিতের ন্যায় হইল। তাহারা অস্ত্র-শস্ত্র রাখিয়া রাজা চন্দ্রসেন হইতে অনুজ্ঞা লাভ করত সেই রমণীয়পুরীতে প্রবেশানন্তর মহাকালকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিল। পরে তাহারা সেই গোপবনিতার বাড়ী দেখিতে আসিল। ঐ নৃপগণ রাজা চন্দ্রসেন কর্ত্তৃক প্রত্যুদ্গত হইয়া ঐ গোপী-বনিতা-গৃহে পূজিত হইলেন। সকলেই মহামূল্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া বিস্ময়ে ও প্রীতিতে বিভোর হইলেন। তাঁহারা সকলেই গোপকুমারের প্রভাবে শিবালয় ও লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, দর্শন করিয়া শিবে পরম ভক্তিযুক্ত হইলেন। ৪৮—৬৬। সকল রাজাই ঐ গোপকুমারের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা শিবকৃপার্থী হইয়া ঐ গোপকুমারকে বস্ত্র, রত্ন, হিরণ্য, গো-মহিষাদি, ধন, গজ, অশ্ব, রথ, সুবর্ণময় ছত্র, যান, পরিচ্ছদ, দাস ও দাসী দান করিলেন এবং তাহাকে যেখানে যত গোপ আছে, ঐ গোপসকলের রাজা করিয়া দিলেন। এই সময় নিখিল দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বানরে-

রাজানো জাতসম্ভ্রমাঃ। প্রত্যুত্থায় নমশ্চক্রুর্ভক্তি-নম্রাত্মমূর্ত্তয়ঃ॥ ৭১॥ তেষাং মধ্যে সমাসীনঃ পূজিতঃ প্লবগেশ্বরঃ। গোপাত্মজং সমাশ্লিষ্য রাজ্ঞো বীক্ষ্যেদমব্রবীৎ॥ ৭২॥ সর্ব্বে শৃণুত ভদ্রং বো রাজানো যে চ দেহিনঃ। শিবপূজামৃতে নান্যা গতিরস্তি শরীরিণাম্॥ ৭৩॥ এষ গোপসুতো দিষ্ট্যা প্রদোষে মন্দবাসরে। অমন্ত্রেণাপি সম্পূজ্য শিবং শিবমবাপ্তবান্॥ ৭৪॥ মন্দবারে প্রদোষোঽয়ং দুর্লভঃ সর্ব্বদেহিনাম্। তত্রাপি দুর্লভতরঃ কৃষ্ণপক্ষে সমাগতে॥ ৭৫॥ এষ পুণ্যতমো লোকে গোপানাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ। অস্য বংশেঽষ্টমো ভাবী নন্দো নাম মহাযশাঃ। প্রাপ্স্যতে তস্য পুত্রত্বং কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়ম্॥ ৭৬ অদ্যপ্রভৃতি লোকেঽস্মিন্নেষ গোপাল-নন্দনঃ। নাম্না শ্রীকর ইত্যুচ্চৈর্লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি॥ ৭৭॥ সূত উবাচ। এবমুক্ত্বাঞ্জনী-সূনুস্তস্মৈ গোপকসূনবে। উপদিশ্য শিবাচার-তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ৭৮॥ তে চ সর্ব্বে মহীপালাঃ সংহৃষ্টাঃ প্রতিপূজিতাঃ। চন্দ্রসেনং সমামন্ত্র্য প্রতি-জগ্মুর্যথাগতম্॥ ৭৯॥ শ্রীকরোঽপি মহাতেজা উপ-দিষ্টো হনূমতা। ব্রাহ্মণৈঃ সহ ধর্ম্মজ্ঞশ্চক্রে শম্ভোঃ সমর্হণম্॥ ৮০॥ কালেন শ্রীকরঃ সোঽপি চন্দ্রসেনশ্চ ভূপতিঃ। সমারাধ্য শিবং ভক্ত্যা প্রাপতুঃ পরমং পরম্॥ ৮১॥ ইদং রহস্যং পরমং পবিত্রং যশস্করং পুণ্যমহর্দ্ধিবর্দ্ধনম্। আখ্যান-মাখ্যাতমঘৌঘনাশনং গৌরীশপাদাম্বুজভক্তিবর্দ্ধ-নম্॥ ৮২

ইতি শ্রীস্কান্দে গোপকুমারচরিতবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। যত্ত্বক্তং ভবতা সূত মহদাখ্যান-মদ্ভুতম্। শম্ভোর্ম্মাহাত্ম্যকথনমশেষাঘহরং পরম্॥১॥ ভূয়োঽপি শ্রোতুমিচ্ছামস্তদেব সুসমাহিতাঃ। প্রদোষে ভগবাঞ্ছম্ভুঃ পূজিতস্তু মহাত্মভিঃ॥ ২॥ সম্প্রযচ্ছতি কাং সিদ্ধিমেতন্নো ব্রূহি সুব্রত। শ্রুতমপ্যসকৃৎ সূত

শ্বর তেজস্বী হনূমান্ প্রাদুর্ভূত হইলেন। রাজগণ সম্ভ্রম-সহকারে তাঁহার অনুগমন করিয়া ভক্তি-নম্রাত্ম-মূর্ত্তিতে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। প্লবগেন্দ্র তাহাদের মধ্যে সমাসীন হইয়া পূজিত হইলেন এবং গোপাত্মজকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রাজ-গণকে বিলোকন-পুরঃসর তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে শরীরী রাজগণ! আপনারা এই হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন যে, শরীরীদিগের শিবপূজা ব্যতিরেকে আর অন্য গতি নাই। দেখ, এই গোপসুত শনিবারে প্রদোষ সময়ে বিনা মন্ত্রে শিবের পূজা করিয়া কেমন শ্রেয়োলাভ করিয়াছে। শনিবারের প্রদোষ সময় দেহিসকলের পক্ষে দুর্লভ। ইহার উপর কৃষ্ণপক্ষ হইলে তাহা আরও দুর্লভ হয়। ঐ বালকই পৃথিবীস্থ গোপকুলের পুণ্যতম কীর্ত্তিবর্দ্ধন হইবে। ইহারই বংশে মহাযশা অষ্টম নন্দ জন্মগ্রহণ করিবেন। স্বয়ং নারায়ণ ইহাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। এই গোপ-নন্দন অদ্য হইতে পৃথিবীতে শ্রীকর নামে খ্যাতিলাভ করিবে। সূত বলিলেন,—ঐ সকল কথা বলিয়া অঞ্জনা-নন্দন হনূমান্ গোপ-তনয়কে শিবাচার উপদেশ দিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। মহীপালগণও প্রতিপূজিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে রাজা চন্দ্রসেনের নিকট শিষ্টাচারিত্ব প্রদর্শন করিয়া যে যার আপন আপন রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। এদিকে মহাতেজা শ্রীকর হনূমান্ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ-গণের সহিত শম্ভুর আরাধনা করিতে লাগিল। শ্রীকর ও চন্দ্রসেন নরপতি ইহাঁরা উভয়েই ভক্তিপূর্ব্বক শিবারাধনা করিয়া কালে পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। এই পাপনাশন মহৈশ্বর্য্যপ্রদ গৌরীশ-পদাম্বুজ-ভক্তিবর্দ্ধন পরম পবিত্র গোপনীয় যশস্কর আখ্যান আখ্যাত হইল। ৬৭—৭২।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! আপনি যে আমাদিগকে অশেষ পাপনাশন মহাদেব-মাহাত্ম্য-রূপ অনির্ব্বচনীয় মহদাখ্যান বলিয়াছেন, তাহা আমরা সমাহিত হইয়া পুনরায় শুনিতে ইচ্ছা করি। ভগবান্ শম্ভু মহাত্মা ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক প্রদোষে পূজিত হইয়া কোন সিদ্ধি প্রদান করেন? হে সুব্রত! আপনি তাহা আমাদিগকে বলুন। হে সূত! এই সকল বিষয় ভূয়োভূয়ঃ শ্রবণ করিয়া

ভূয়স্তৃষ্ণা প্রবর্দ্ধতে ॥ ৩ ॥ সূত উবাচ। সাধু পৃষ্টং মহাপ্রাজ্ঞা ভবদ্ভির্লোকবিশ্রুতৈঃ। অতোহহং সম্প্রবক্ষ্যামি শিবপূজাফলং মহৎ ॥ ৪ ॥ ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ সায়ং প্রদোষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। তত্র পূজ্যো মহাদেবো নান্যো দেবঃ ফলার্থিভিঃ ॥ ৫ ॥ প্রদোষপূজামাহাত্ম্যং কো নু বর্ণয়িতুং ক্ষমঃ। যত্র সর্ব্বেঽপি বিবুধাস্তিষ্ঠন্তি গিরিশান্তিকে ॥ ৬ ॥ প্রদোষসময়ে দেবঃ কৈলাসে রজতালয়ে। করোতি নৃত্যং বিবুধৈরভিষ্টুতগুণোদয়ঃ ॥ ৭ ॥ অতঃ পূজা জপো হোমস্তৎকথাস্তদ্গুণস্তবঃ। কর্ত্তব্যো নিয়তং মর্ত্ত্যৈশ্চতুর্ব্বর্গফলার্থিভিঃ ॥৮॥ দারিদ্র্যতিমিরান্ধানাং মর্ত্ত্যানাং ভবভীরুণাম্। ভবসাগরমগ্নানাং প্লবোঽয়ং পারদর্শনঃ ॥ ৯ ॥ দুঃখশোকভয়ার্ত্তানাং ক্লেশনির্ব্বাণমিচ্ছতাম্। প্রদোষে পার্ব্বতীশস্য পূজনং মঙ্গলায়নম্ ॥ ১০ ॥ দুর্ব্বুদ্ধিরপি নীচোঽপি মন্দভাগ্যঃ শঠোঽপি বা। প্রদোষে পূজ্য দেবেশং বিপদ্ভ্যঃ স প্রমুচ্যতে ॥ ১১ ॥ শত্রুভির্হন্যমানোঽপি দশ্যমানোঽপি পন্নগৈঃ। শৈলৈরাক্রম্যমাণোঽপি পতিতোঽপি মহাম্বুধৌ ॥ ১২ ॥ আবিদ্ধকালদণ্ডোঽপি নানারোগহতোঽপি বা। ন বিনশ্যতি মর্ত্ত্যোঽসৌ প্রদোষে গিরিশার্চ্চনাৎ ॥ ১৩ ॥ দারিদ্র্যং মরণং দুঃখমৃণভারং নগোপমম্। সদ্যো বিধূয় সম্পদ্ভিঃ পূজ্যতে শিবপূজনাৎ ॥ ১৪ ॥ অত্র বক্ষ্যে মহাপুণ্যমিতিহাসং পুরাতনম্। যং শ্রুত্বা মনুজাঃ সর্ব্বে প্রয়ান্তি কৃতকৃত্যতাম্ ॥ ১৫ ॥ আসীদ্বিদর্ভবিষয়ে নাম্না সত্যরথো নৃপঃ। সর্ব্বধর্ম্মরতো ধীরঃ সুশীলঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥ ১৬ ॥ তস্য পালয়তো ভূমিং ধর্ম্মেণ মুনিপুঙ্গবাঃ। ব্যতীয়ায় মহান্ কালঃ সুখেনৈব মহামতেঃ ॥ ১৭ ॥ অথ তস্য মহীভর্ত্তুর্ব্বভূবুঃ শাল্বভূভুজঃ। শত্রবশ্চোদ্ধতবলা দুর্ম্মর্ষণপুরোগমাঃ ॥ ১৮ ॥ কদাচিদথ তে শাল্বাঃ সন্নদ্ধবহুসৈনিকাঃ। বিদর্ভনগরীং প্রাপ্য রুরুধুর্ব্বিজিগীষবঃ ॥ ১৯ ॥ দৃষ্ট্বা নিরুধ্যমানাং তাং বিদর্ভাধিপতিঃ পুরীম্। যোদ্ধুমভ্যায়যৌ তূর্ণং বলেন মহতাবৃতঃ ॥ ২০ ॥ তস্য তৈরভবদ্যুদ্ধং শাল্বৈরপি বলোদ্ধতৈঃ। পাতালে পন্নগেন্দ্রস্য গন্ধর্ব্বৈরিব দুর্ম্মদৈঃ ॥ ২১ ॥ বিদর্ভনৃপতিঃ সোঽথ কৃত্বা যুদ্ধং

আমাদের শ্রবণপিপাসা যেন বর্দ্ধিত হইতেছে। সূত বলিলেন,—হে লোকবিখ্যাত মহাপ্রাজ্ঞগণ! আপনারা উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন; আমিও আপনাদের প্রশ্নানুরূপ শিবপূজার মহৎ ফল বলিতেছি। ত্রয়োদশী তিথির সায়ং প্রদোষ সময়। ঐ সময়ে কামী ব্যক্তি মহাদেবেরই পূজা করিবেন; অন্য দেবতার নহে। প্রদোষপূজার মাহাত্ম্য কে বর্ণন করিতে সক্ষম হয়?—যে প্রদোষসময়ে নিখিল দেবতাই শিব-সন্নিধানে উপস্থিত থাকেন। প্রদোষসময়ে দেবদেব কৈলাসভূধরের রজতগৃহে দেবগণ কর্ত্তৃক পরিষ্টুত হইয়া নৃত্য করেন। অতএব চতুর্ব্বর্গফলার্থী মানবগণ ঐ সময়ে দেবদেবের জপ, হোম, পূজা, কথা, স্তবাদি সম্পন্ন করিবেন। এই দেবদেব দারিদ্র্য-তিমিরান্ধ ভবভীরু ভবসাগরমগ্ন মর্ত্ত্যবাসীদিগের পারপ্রদর্শনকারক প্লবস্বরূপ। দুঃখার্ত্ত, শোকার্ত্ত, ভয়ার্ত্ত এবং ক্লেশাপনয়েচ্ছুক ব্যক্তিগণের প্রদোষে পার্ব্বতীশ্বরের পূজা মঙ্গলদায়ক হয়। দুর্ব্বুদ্ধিই হউক, নীচই হউক, মন্দভাগ্যই হউক, শঠই হউক, সকলেরই প্রদোষে মহেশের পূজা করিয়া বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করা উচিত। মানব শত্রুকর্ত্তৃক হন্যমান হইলেও, সর্পকর্ত্তৃক দশ্যমান হইলেও, শৈলদ্বারা আক্রান্ত হইলেও, মহাসাগরে পতিত হইলেও, কালদণ্ডদ্বারা আবিদ্ধ হইলেও এবং নানা রোগ দ্বারা পীড়িত হইলেও, যদি প্রদোষে শিবপূজা করে, তাহা হইলে সে বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। শিবপূজাকারী মানবগণের মরণযন্ত্রণাদায়ক দারিদ্র্য ও গিরিভারসদৃশ ঋণভার সদ্যসদ্যই অপনীত হয়। এবিষয়ে একটী মহাপুণ্য পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি—যাহা শুনিয়া মানবগণ কৃতকৃত্যতা প্রাপ্ত হয়। ১—১৫। বিদর্ভনগরে সত্যরথ নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি সর্ব্বধর্ম্মরত, ধীর, সুশীল ও সত্যসঙ্গর ছিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তিনি ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিয়া অতিসুখে বহুকাল যাপন করিলেন। অনন্তর দুর্ম্মর্ষণপ্রমুখ উদ্ধত শাল্ব নরপতিগণ সেই মহীপালের শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। একদা জিগীষাপরায়ণ শাল্ব-নরপতিগণ বহুসৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে বিদর্ভনগরী আক্রমণ করিলেন। তাহা দেখিয়া বিদর্ভরাজ সত্বর অসংখ্য সৈন্যগণের সহিত পুরাক্রমণকারিগণের গতিরোধ করিলেন। পাতালে গন্ধর্ব্বগণের সহিত পন্নগেন্দ্রের যাদৃশ যুদ্ধ হইয়াছিল, বিদর্ভনগরে বলোদ্ধত শাল্বগণের সহিত তাঁহার সেইরূপই যুদ্ধ হইল। বিদর্ভনরপতি শাল্ববীরগণের সহিত

সুদারুণম্। প্রনষ্টোরুবলৈঃ শাল্বৈর্নিহতো রণমূর্দ্ধনি ॥ ২২ ॥ তস্মিন্ মহারথে বীরে নিহতে মন্ত্রিভিঃ সহ। দুদ্রুবুঃ সময়ে ভগ্না হতশেষাশ্চ সৈনিকাঃ ॥ ২৩ ॥ অথ যুদ্ধেঽভিবিরতে নদৎসু রিপুমন্ত্রিষু। নগর্য্যাং রুধ্যমানায়াং জাতে কোলাহলে রবে ॥ ২৪ ॥ তস্য সত্যরথস্যৈকা বিদর্ভাধিপতেঃ সতী। ভূরিশোকসমাবিষ্টা ক্বচিদ্‌যত্নাদ্বিনির্যযৌ ॥ ২৫ ॥ সা নিশাসময়ে যত্নাদন্তর্ব্বত্নী নৃপাঙ্গনা। নির্গতা শোকসন্তপ্তা প্রতীচীং প্রযযৌ দিশম্ ॥ ২৬ ॥ অথ প্রভাতে মার্গেণ গচ্ছন্তী শনকৈঃ সতী। অতীত্য দূরমধ্বানং দদর্শ বিমলং সরঃ ॥ ২৭ ॥ তত্রাগত্য বরারোহা তপ্তা তাপেন ভূয়সা। বিলসন্তং সরস্তীরে ছায়াবৃক্ষং সমাশ্রয়ৎ ॥ ২৮ ॥ তত্র দৈববশাদ্রাজ্ঞী বিজনে তরুকুট্টিমে। অসূত তনয়ং সাধ্বী মুহূর্ত্তে সদ্‌গুণান্বিতে ॥ ২৯ ॥ অথ সা রাজমহিষী পিপাসাভিহতা ভৃশম্। সরোঽবতীর্ণা চার্ব্বঙ্গী গ্রস্তা গ্রাহেণ ভূয়সা ॥ ৩০ ॥ জাতমাত্রঃ কুমারোঽপি বিনষ্টপিতৃমাতৃকঃ। রুরোদোচ্চৈঃ সরস্তীরে ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতোঽবলঃ ॥ ৩১ ॥ তস্মিন্নেবং ক্রন্দমানে জাতমাত্রে কুমারকে। কাচিদভ্যাযযৌ শীঘ্রং দিষ্ট্যা বিপ্রবরাঙ্গনা ॥ ৩২ ॥ সাপ্যেকহায়নং বালমুদ্বহন্তী নিজাত্মজম্। অধনা ভর্ত্তৃরহিতা যাচমানা গৃহেগৃহে ॥ ৩৩ ॥ একাত্মজা বন্ধুহীনা যাচঞামার্গবশঙ্গতা। উমা নাম দ্বিজসতী দদর্শ নৃপনন্দনম্ ॥৩৪॥ সা দৃষ্ট্বা রাজতনয়ং সূর্য্যবিম্বমিব চ্যুতম্। অনাথমেনং ক্রন্দন্তং চিন্তয়ামাস ভূরিশঃ ॥ ৩৫ ॥ অহো সুমহদাশ্চর্য্যমিদং দৃষ্টং ময়াধুনা। অচ্ছিন্ননাভিসূত্রোঽয়ং শিশুর্ম্মাতা ক্ব বা গতা ॥ ৩৬ ॥ পিতা নাস্তি ন চান্যোঽস্তি নাস্তি বন্ধুজনোঽপি বা। অনাথঃ কৃপণো বালঃ শেতে কেবলভূতলে ॥৩৭॥ এষ চাণ্ডালজো বাপি শূদ্রজো বৈশ্যজোঽপি বা। বিপ্রাত্মজো বা নৃপজো জ্ঞায়তে কথমর্ভকঃ ॥ ৩৮ ॥ শিশুমেনং সমুদ্ধৃত্য পুত্রাম্যোরসবদ্‌ধ্রুবম্। কিং ত্ববিজ্ঞাতকুলজং নোৎসহে স্প্রষ্টুমুত্তমম্ ॥ ৩৯ ইতি মীমাংসমানায়াং তস্যাং বিপ্রবরস্ত্রিয়াম্ ॥ ৪০

সুদারুণ যুদ্ধ করিয়া তাহাদের সৈন্যবল বিমর্দ্দিত করিলেও অবশেষে তিনি শাল্বগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া রণাঙ্গনে নিপতিত হইলেন। মন্ত্রিগণের সহিত মহারথী নরপতি, শাল্বরাজগণের সমরে নিধন প্রাপ্ত হইলে তৎপক্ষীয় অবশিষ্ট বীরগণ সসৈন্যে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। অনন্তর যুদ্ধ বিরত হইলে শত্রুসৈন্য-কোলাহলে নগর পরিপূর্ণ হইল। তখন বিদর্ভাধিপতি সত্যরথের এক সতী পত্নী শোকসন্তপ্ত-মানসে সুকৌশলে কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে পলায়ন করিলেন। রাজমহিষী ঐ সময় অন্তঃসত্বা ছিলেন। ঐ অবস্থাতেই তিনি রাত্রিকালে অতিযত্নে রাজপুরী হইতে নির্গতা হইয়া শোক-সন্তপ্ত-মানসে পশ্চিম দিকে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে তিনি বহু দূর অতিক্রম করার পর প্রভাতসময়ে এক বিমল সরোবর দর্শন করিলেন। সরোবরে উপস্থিত হইয়া ঐ বরারোহা প্রভূত সন্তাপে পরিতপ্তা হইয়া সরোবরতীরে এক ছায়াময় বৃক্ষ আশ্রয় করিলেন। ঐ সময় তিনি দৈববশে জনমানবশূন্য সেই তরুতলে শুভ মুহূর্ত্তে এক তনয় প্রসব করিলেন। প্রসববেদনায় অস্থির হইয়া রাজমহিষী অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হইলেন এবং জলগ্রহণ মানসে তিনি যেমন সরোবরে অবতরণ করিলেন, অমনি এক দুর্দ্দান্ত কুম্ভীর আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। জন্মমাত্র পিতৃমাতৃহীন ঐ কুমার তখন সরোবরতীরে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল এবং ক্রমে ক্ষুৎ-পিপাসার্দ্দিত ও নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। জন্মিয়া অবধি ঐ নিঃসহায় বালক ক্রন্দন করিতে থাকিলে তখন দৈববশে ঐ স্থানে এক ব্রাহ্মণপত্নী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারও সঙ্গে একটী একবৎসরবয়স্ক নিজের পুত্র রহিয়াছে। তিনি দীনা, ভর্ত্তৃহীনা ; গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার ঐ একমাত্র পুত্র ; তিনি ভিক্ষাচারিণী ; তাঁহার নাম উমা। তিনি সেই রোরুদ্যমান নৃপনন্দনকে দেখিতে পাইলেন। ১৬—৩৪। তিনি ভূপতিত সূর্য্যবিম্বের ন্যায় ঐ রোরুদ্যমান অনাথ নৃপনন্দনকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন ;—কি আশ্চর্য্য! এই শিশুর নাভিসংলগ্ন নাড়ী এখন পর্য্যন্ত ছিন্ন হয় নাই, আর ইহার মাতাই বা কোথায় গেল! এখানে ইহার পিতা নাই, অন্য বন্ধুজনও কেহ নাই! এই অসহায় দীন বালক কেবল এই ভূতলে পতিত রহিয়াছে! এই বালক চণ্ডালজাত, না শূদ্রজাত, না বৈশ্যজাত, না বিপ্রজাত, না নৃপজাত? ইহা কেমন করিয়া জানা যাইবে? এই শিশুকে আমি নিশ্চয়ই ঔরস পুত্রবৎ পালন করিব বটে ; কিন্তু ইহার কুল জানা নাই বলিয়া ইহাকে স্পর্শ করিতে সাহস হইতেছে না। বিপ্ররমণী এইরূপ বিতর্ক

কশ্চিৎ সমাযযৌ ভিক্ষুঃ সাক্ষাদ্দেবঃ শিবঃ স্বয়ম্। তামাহ ভিক্ষুবর্য্যোঽথ বিপ্রভামিনি মা খিদঃ॥ ৪১॥ রক্ষৈনং বালকং শুভ্রবিসৃজ্য হৃদি সংশয়ম্। অনেন পরমং শ্রেয়ঃ প্রাপ্স্যসে হ্যচিরাদিহ॥৪২॥ এতাবদুক্ত্বা ত্বরিতো ভিক্ষুঃ কারুণিকো যযৌ। অথ তস্মিন্ গতে ভিক্ষৌ বিশ্রব্ধা বিপ্রভামিনী॥ ৪৩॥ তমর্ভকং সমাদায় নিজমেব গৃহং যযৌ। ভিক্ষুবাক্যেণ বিশ্রব্ধা সা রাজতনয়ং সতী॥ ৪৪॥ আত্মপুত্রেণ সদৃশং কৃপয়া পর্য্যপোষয়ৎ। একচক্রাহ্বয়ে রম্যে গ্রামে কৃতনিকেতনা॥ ৪৫॥ স্বপুত্রং রাজপুত্রং চ ভিক্ষান্নেন ব্যবর্দ্ধয়ৎ। ব্রাহ্মণীতনয়শ্চৈব স রাজতনয়স্তথা॥ ৪৬॥ ব্রাহ্মণৈঃ কৃতসংস্কারো বরুধাতে সুপূজিতৌ। কৃতোপনয়নৌ কালে বালকৌ নিয়মে স্থিতৌ॥ ৪৭॥ ভিক্ষার্থং চেরতুস্তত্র মাত্রা সহ দিনে-দিনে। তাভ্যাং কদাচিদ্বালাভ্যাং সা বিপ্রবনিতা সহ॥ ৪৮॥ ভৈক্ষ্যং চরন্তী দৈবেন প্রবিষ্টা দেবতালয়ম্। তত্র বৃদ্ধৈঃ সমাকীর্ণে মুনিভির্দ্দেবতালয়ে॥ ৪৯॥ তৌ দৃষ্ট্বা বালকৌ ধীমান্ শাণ্ডিল্যো মুনিরব্রবীৎ। অহো দৈববলং চিত্রমহো কর্ম্ম দুরত্যয়ম্॥ ৫০॥ এষ বালোঽন্ত্যজননীং শ্রিতো ভৈক্ষ্যেণ জীবতি। ইমামেব দ্বিজবধূং প্রাপ্য মাতরমুত্তমাম্॥ ৫১॥ সহৈব দ্বিজপুত্রেণ দ্বিজভাবং সমাশ্রিতঃ। ইতি শ্রুত্বা মুনের্ব্বাক্যং শাণ্ডিল্যস্য দ্বিজাঙ্গনা॥ ৫২॥ সা প্রণম্য সভামধ্যে পর্য্যপৃচ্ছৎ সবিস্ময়া। ব্রহ্মন্নেষোঽর্ভকো নীতো ময়া ভিক্ষোর্গিরা গৃহম্॥ ৫৩॥ অবিজ্ঞাতকুলোঽদ্যাপি সুতবৎ পরিপোষ্যতে। কস্মিন্ কুলে প্রসূতোঽয়ং কা মাতা জনকোঽস্য কঃ॥ ৫৪॥ সর্ব্বং বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবতো জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ৫৫॥ ইতি পৃষ্টো মুনিঃ সোঽথ জ্ঞানদৃষ্টির্দ্বিজস্ত্রিয়া। আচখ্যৌ তস্য বালস্য জন্ম কর্ম্ম চ পৌর্ব্বিকম্॥ ৫৬॥ বিদর্ভরাজপুত্রত্বং তৎপিতুঃ সমরে মৃতিম্। তন্মাতুর্নক্রহরণং সাকল্যেন ন্যবেদয়ৎ॥ ৫৭॥ অথ সা বিস্মিতা নারী পুনঃ পপ্রচ্ছ তং মুনিম্। স রাজা সকলান্ ভোগান্ হিত্বা যুদ্ধে কথং মৃতঃ॥ ৫৮॥ দারিদ্র্যমস্য বালস্য কথং প্রাপ্তং মহামুনে। দারিদ্র্যং পুনরুদ্ধূয় কথং রাজ্যমবাপ্স্যতি॥ ৫৯॥ অস্যাপি

করিতেছেন, এমন সময়ে সাক্ষাৎ মহাদেবস্বরূপ এক ভিক্ষু ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; বলিলেন,—হে ভামিনি! তুমি ভাবিও না, নিঃসংশয়ে এই বালককে প্রতিপালন কর; এই বালককে প্রতিপালন করিলে অচিরাৎ তুমি এই সংসারে শ্রেয়োলাভ করিবে। এই কথা বলিয়া পরমকারুণিক ভিক্ষু সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণী আশ্বস্ত হইয়া নিঃসংশয়ে বালককে গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। ভিক্ষুবাক্যে সাধ্বী ব্রাহ্মণপত্নী বালককে নিজ পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। তিনি একচক্রানামক গ্রামে গৃহ প্রস্তুত করিয়া ঐ স্থানে বাস করত আত্মপুত্র ও রাজপুত্রকে লইয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ঐ বালকদ্বয় যথাবিধি সংস্কৃত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উপযুক্ত কালে বালকদ্বয় উপনীত হইয়া নিয়মাবলম্বনপূর্ব্বক মাতার সহিত ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিপ্রবনিতা বালকদ্বয়ের সহিত ঐরূপ ভিক্ষা করিতে করিতে একদিন দৈবাৎ এক দেবালয়ে গিয়া উপস্থিত হইল। ঐ দেবালয় বৃদ্ধ মুনিগণে পরিপূর্ণ। তাঁহাদের মধ্য হইতে শাণ্ডিল্যমুনি বালকদ্বয়কে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন;—অহো! দৈববলের কি বিচিত্রা গতি!—আর কর্ম্মই বা কিরূপ দুরত্যয়! এই বালক অন্ত্যজননী লাভ করিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন ধারণ করিতেছে। এ এই দ্বিজবধূকেই মাতৃরূপে প্রাপ্ত হইয়া এই দ্বিজপুত্রের সহিত বিচরণ করত দ্বিজভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। দ্বিজাঙ্গনা সভামধ্যে শাণ্ডিল্যমুনির এই কথা শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে প্রণতিপূর্ব্বক বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! আমি এক ভিক্ষুর বাক্যে এই বালককে আনিয়াছিলাম; আমি ইহার কুল অবগত নহি, কিন্তু ইহাকে বরাবর স্বীয়পুত্রসদৃশ পালন করিয়া আসিতেছি। এই বালক কোন্ কুলে প্রসূত হইয়াছে? এবং ইহার মাতা-পিতাই বা কে? ইহা আমি আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি; কারণ, আপনি জ্ঞানচক্ষু। ৩৫—৫৫। জ্ঞানচক্ষুমুনি দ্বিজপত্নী কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া ঐ বালকের প্রাক্তন জন্ম-কর্ম্ম—সমস্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—এই বালক বিদর্ভরাজপুত্র; সমরে ইহার পিতার মৃত্যু হয়। ইহার মাতাকে কুম্ভীরে গ্রাস করিয়াছে জানিবে। দ্বিজপত্নী মুনির কথায় বিস্মিত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সেই রাজা রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া কিজন্য সমরে প্রাণ বর্জন দিলেন! এই বালকই বা কেন দারিদ্র্যগ্রস্ত হইল? দারিদ্র্যাপগমে কিরূপে এ পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হইবে?

মম পুত্রস্তু ভিক্ষান্নেনৈব জীবতঃ। দারিদ্র্যশমনোপায়মুপদেষ্টুং ত্বমর্হসি ॥ ৬০ ॥ শাণ্ডিল্য উবাচ। অমুষ্য বালস্য পিতা স বিদর্ভমহীপতিঃ। পূর্ব্বজন্মনি পাণ্ড্যেশো বভূব নৃপসত্তমঃ ॥ ৬১ ॥ স রাজা সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ পালয়ন্ সকলাং মহীম্। প্রদোষসময়ে শম্ভুং কদাচিৎ প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৬২ ॥ তস্য পূজয়তো ভক্ত্যা দেবং ত্রিভুবনেশ্বরম্। আসীৎ কলকলারাবঃ সর্ব্বত্র নগরে মহান্ ॥ ৬৩ ॥ শ্রুত্বা তমুৎকটং শব্দং রাজা ত্যক্তশিবার্চ্চনঃ। নির্যযৌ রাজভবনান্নগরক্ষোভশঙ্কয়া ॥ ৬৪ ॥ এতস্মিন্নেব সময়ে তস্যামাত্যো মহাবলঃ। শত্রুং গৃহীত্বা সামন্তং রাজান্তিকমুপাগমৎ ॥ ৬৫ ॥ অমাত্যেন সমানীতং শত্রুং সামন্তমুদ্ধতম্। দৃষ্ট্বা ক্রোধেন নৃপতিঃ শিরশ্ছেদমকারয়ৎ ॥ ৬৬ ॥ স তথৈব মহীপালো বিসৃজ্য শিবপূজনম্। অসমাপ্তাত্মনিয়মশ্চকার নিশি ভোজনম্ ॥ ৬৭ ॥ তৎপুত্রোঽপি তথা চক্রে প্রদোষসময়ে শিবম্। অনর্চ্চয়িত্বা মূঢ়াত্মা ভুক্ত্বা সুষ্বাপ দুর্ম্মদঃ ॥ ৬৮ ॥ জন্মান্তরে স নৃপতির্বিদর্ভক্ষিতিপোঽভবৎ। শিবার্চ্চনান্তরায়েণ পরৈর্ভোগান্তরে হতঃ ॥ ৬৯ তৎপুত্রো যঃ পূর্ব্বভবে সোঽস্মিন্ জন্মনি তৎসুতঃ। ভূত্বা দারিদ্র্যমাপন্নঃ শিবপূজাব্যতিক্রমাৎ ॥ ৭০ ॥ অস্য মাতা পূর্ব্বভবে সপত্নীং ছদ্মনাহনৎ। তেন পাপেন মহতা গ্রাহেণাস্মিন্ ভবে হৃতা ॥ ৭১ ॥ এষা প্রবৃত্তিরেতেষাং ভবত্যৈ সমুদাহৃতা। অনর্চ্চিতশিবা মর্ত্ত্যাঃ প্রাপ্নুবন্তি দরিদ্রতাম্ ॥ ৭২ ॥ সত্যং ব্রবীমি পরলোকহিতং ব্রবীমি সারং ব্রবীম্যুপনিষদ্ধৃদয়ং ব্রবীমি। সংসারমুল্বণমসারমবাপ্য জন্তোঃ সারোযমীশ্বরপদাম্বুরুহস্য সেবা ॥ ৭৩ ॥ যে নার্চ্চয়ন্তি গিরিশং সময়ে প্রদোষে যে নার্চ্চিতং শিবমপি প্রণমন্তি চান্যে। এতৎ কথাং শ্রুতিপুটৈর্ন পিবন্তি মূঢ়াস্তে জন্মজন্মসু ভবন্তি নরা দরিদ্রাঃ ॥ ৭৪ ॥ যে বৈ প্রদোষসময়ে পরমেশ্বরস্য কুর্ব্বন্ত্যনন্যমনসোঽঙ্ঘ্রিসরোজপূজাম্। নিত্যং প্রবৃদ্ধধনধান্যকলত্রপুত্রসৌভাগ্যসম্পদধিকাস্ত ইহৈব লোকে ॥ ৭৫ ॥ কৈলাসশৈলভবনে ত্রিজগজ্জনিত্রীং গৌরীং নিবেশ্য কনকাঞ্চিতরত্নপীঠে। নৃত্যং বিধাতুমভিবাঞ্ছতি শূলপাণৌ দেবাঃ প্রদোষসময়েঽনুভজন্তি সর্ব্বে ॥৭৬॥

আমার পুত্র ক্রমাগত ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবনধারণ করিয়া আসিতেছে। আপনি দয়া করিয়া ইহার দারিদ্র্যখণ্ডনের উপায় বলিয়া দিন। শাণ্ডিল্য বলিলেন,—ঐ বালকের পিতা বিদর্ভরাজ পূর্ব্বজন্মে পাণ্ড্য নরপতি ছিলেন। ঐ রাজা সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও সমস্ত ধরার পালনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি কোন সময়ে প্রদোষকালে শম্ভুর পূজা করেন। তিনি শম্ভুর পূজা করিতেছেন, এমন সময়ে সমগ্র নগর ব্যাপিয়া মহান্ কলকল-ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। রাজা ঐ বিকট শব্দ শ্রবণ করিয়া শিবার্চ্চনা হইতে বিরত হইলেন এবং নগর-সংক্ষোভ-আশঙ্কায় রাজ-ভবন হইতে নির্গত হইলেন। এমন সময়ে তাঁহার মহাবল অমাত্য সামন্ত-শত্রুকে গ্রহণ করিয়া রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। রাজা অমাত্য কর্ত্তৃক বন্দীকৃত ঐ সামন্তশত্রুর শিরশ্ছেদ করিতে আদেশ দিলেন। ঐ মহীপাল তখন হইতে শিবপূজা পরিত্যাগ করিয়া নিয়ম সমাপ্ত না হইতেই রাত্রিকালে ভোজন করিলেন। তাঁহার পুত্রও আর প্রদোষকালে শিবপূজা করিলেন না। ঐ দুর্ম্মদ মূঢ়াত্মা দেবদেবের অর্চ্চনা না করিয়া ভোজন করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। পরে জন্মান্তরে ঐ নৃপতি বৈদর্ভরাজ হইয়াছিলেন। শিবার্চ্চনা রহিত করাতে তাহার ফলে শত্রুগণ উহাকে নিহত করে। আর তাহার যে পুত্র ছিল, এ জন্মে সে-ই ইহার পুত্ররূপে জন্মিয়াছে। এই বালকের মাতা পূর্ব্বজন্মে ছলাবলম্বনে সপত্নীকে নিহত করে। সেই মহাপাপের ফলে ঐ বালকের মাতা এই জন্মে কুম্ভীর কর্ত্তৃক কবলিত হইয়াছে। এই ত তোমার নিকট ইহাদের যথাবৃত্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। যে সকল মর্ত্ত্যবাসী শিবের অর্চ্চনা করে না, তাহারা নিশ্চিতই দারিদ্র্য লাভ করে। ৫৬—৭২। অসার সংসারপ্রাপ্ত জীবগণের ঈশ্বর-পদাম্বুজ-সেবাই একমাত্র সার; এই আমি সত্য, পরলোক-হিতকর, সার ও উপনিষদ্‌হৃদয়স্বরূপ বাক্য বলিলাম। যে ব্যক্তি প্রদোষকালে গিরিশের অর্চ্চনা বা প্রণাম করে না কিম্বা তাঁহার চরিত-কথা কাণে শোনে না, সেই মূঢ় ব্যক্তি জন্মে জন্মে দরিদ্র হয়। যে নর প্রদোষসময়ে অনন্যমনে পরমেশ্বরের পাদপদ্ম পূজা করে, এই সংসারে তাঁহার নিত্য ধন, ধান্য, পুত্র, কলত্র, সৌভাগ্য ও অতুল সম্পদ্ লাভ হয়। ভগবান্ শূলপাণি প্রদোষসময়ে তাঁহার কৈলাস-ভবনে কনকাঞ্চিত রত্নপীঠে জগজ্জননীকে উপবেশন করাইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে তখন দেবগণ সকলে

বাগ্দেবী ধৃতবল্লকী শতমখো বেণুং দধৎপদ্মজস্তালোন্নিদ্রকরো রমা ভগবতীগেয়প্রয়োগান্বিতা। বিষ্ণুঃ সান্দ্রমৃদঙ্গবাদনপটুর্দেবাঃ সমন্তাৎ স্থিতাঃ সেবন্তে তমনু প্রদোষসময়ে দেবং মৃড়ানীপতিম্॥ ৭৭॥ গন্ধর্ব্বযক্ষপতগোরগসিদ্ধসাধ্যা বিদ্যাধরামরবরাপ্সরসাংগণাশ্চ। যেঽন্যে ত্রিলোকনিলয়াঃ সহ ভূতবর্গাঃ প্রাপ্তে প্রদোষসময়ে হরপার্শ্বসংস্থাঃ॥ ৭৮॥ অতঃ প্রদোষে শিব এক এব পূজ্যোঽথ নান্যে হরিপদ্মজাদ্যাঃ। তস্মিন্ মহেশে বিধিনেজ্যমানে সর্ব্বে প্রসীদন্তি সুরাধিনাথাঃ॥ ৭৯॥ এষ তে তনয়ঃ পূর্ব্বজন্মনি ব্রাহ্মণোত্তমঃ। প্রতিগ্রহৈর্বয়ো নিন্যে ন যজ্ঞাদ্যৈঃ সুকর্ম্মভিঃ॥ ৮০॥ অতো দারিদ্র্যমাপন্নঃ পুত্রস্তে দ্বিজভামিনি। তদ্দোষপরিহারার্থং শরণং যাতু শঙ্করম্॥ ৮১॥

ইতি শ্রীস্কান্দে প্রদোষমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

ঐ স্থানে উপস্থিত হন। বাগ্দেবী বীণাবাদন করেন, ইন্দ্র বংশীবাদন করেন, ব্রহ্মা তাল প্রদান করেন, রমা ও ভগবতী গীত গান, বিষ্ণু মৃদঙ্গবাদন করেন এবং অপরাপর যাবতীয় দেবতা মৃড়ানীপতির সেবা করিয়া থাকেন। গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পতগ, উরগ, সিদ্ধ, সাধ্য, বিদ্যাধর, বরাপ্সরোগণ ও অপরাপর ত্রিজগৎবাসী নিখিল ভূতপ্রেতগণ সকলেই প্রদোষকালে দেবদেবের নিকট উপস্থিত থাকে। অতএব প্রদোষে একমাত্র দেবদেবই পূজনীয়; ব্রহ্মাদি দেবগণ পূজনীয় নহেন। বিধিপূর্ব্বক মহেশের পূজা করিলে সর্ব্বদেবতাই প্রসন্ন হন। তোমার এই তনয় পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণোত্তম ছিল। যজ্ঞাদি শুভ কর্ম্ম না করিয়া কেবলমাত্র প্রতিগ্রহ করিয়া কাল কাটাইয়াছে। হে দ্বিজভামিনি! সেইজন্যই তোমার পুত্র দারিদ্র্য প্রাপ্ত হইয়াছে। তুমি এই দোষক্ষালনের নিমিত্ত দেবদেবের শরণ লও। ৭৩—৮১।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ইত্যুক্তা মুনিনা সাধ্বী সা বিপ্রবনিতা পুনঃ। তং প্রণম্যাথ পপ্রচ্ছ শিবপূজাবিধেঃ ক্রমম্॥ ১॥ শাণ্ডিল্য উবাচ। পক্ষদ্বয়ে ত্রয়োদশ্যাং নিরাহারো ভবেৎ যদা। ঘটীত্রয়াদস্তময়াৎ পূর্ব্বং স্নানং সমাচরেৎ॥ ২॥ শুক্লাম্বরধরো ধীরো বাগ্যতো নিয়মান্বিতঃ। কৃতসন্ধ্যাজপবিধিঃ শিবপূজাং সমারভেৎ॥ ৩॥ দেবস্য পুরতঃ সম্যগুপলিপ্য নবাম্ভসা। বিধায় মণ্ডলং রম্যং ধৌতবস্ত্রাদিভির্বুধঃ॥ ৪॥ বিতানাদ্যৈরলঙ্কৃত্য ফলপুষ্পনবাঙ্কুরৈঃ। বিচিত্রপদ্মমুদ্ধৃত্য বর্ণপঞ্চকসংযুতম্॥ ৫॥ তত্রোপবিশ্য সুশুভে ভক্তিযুক্তঃ স্থিরাসনে। সম্যক্ সম্পাদিতাশেষপূজোপকরণঃ শুচিঃ॥ ৬॥ আগমোক্তেন মন্ত্রেণ পীঠমামন্ত্রয়েৎ সুধীঃ। ততঃ কৃত্বাত্মশুদ্ধিঞ্চ ভূতশুদ্ধ্যাদিকং ক্রমাৎ॥ ৭॥ প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা বীজবর্ণৈঃ সবিন্দুকৈঃ। মাতৃকা ন্যস্য বিধিবদ্ধ্যাত্বা তাং দেবতাং পরাম্॥ ৮॥ সমাপ্য মাতৃকা ভূয়ো ধ্যাত্বা চৈব পরং শিবম্। বামভাগে গুরুং নত্বা দক্ষিণে গণপং নমেৎ॥ ৯॥ অংসোরু-

সপ্তম অধ্যায়

সূত বলিলেন,—সাধ্বী বিপ্র-বনিতা মুনিকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিতা হইয়া পুনরায় তাঁহাকে শিবপূজাবিধির ক্রম জিজ্ঞাসা করিলেন। শাণ্ডিল্য বলিলেন,—উভয় পক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে নিরাহার থাকিয়া সূর্য্যাস্তগমনের তিন দণ্ড পূর্ব্বে স্নান করিয়া শুক্ল বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বাগ্যত ও বিনয়ান্বিত হইয়া সন্ধ্যা ও জপানুষ্ঠানের পর ধীরভাবে শিবপূজা আরম্ভ করিতে হয়। দেবদেবের সম্মুখভাগ, সদ্য-আনীত জল দ্বারা উপলিপ্ত করত ঐ স্থানে মনোহর মণ্ডল নির্ম্মাণ করিবে। ধৌত বস্ত্র বিতানাদি ও ফল পুষ্প নবাঙ্কুর দ্বারা ঐ মণ্ডল সুসজ্জিত করিবে। পরে তন্মধ্যে বর্ণপঞ্চক যুক্ত বিচিত্র পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহাতে উপবেশনপূর্ব্বক সমস্ত পূজোপকরণ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া শুচিভাবে আগমোক্ত মন্ত্রে পীঠদেবতার আমন্ত্রণ করিবে। অনন্তর যথাক্রমে আত্মশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, সবিন্দুক বীজমন্ত্র দ্বারা প্রাণায়ামত্রয়, মাতৃকান্যাস, মাতৃকাধ্যান, মাতৃকার পুনর্ধ্যান, পরম শিবের ধ্যান, বামভাগে গুরুনমস্কার ও দক্ষিণভাগে গণপতি নমস্কার করিবে। ১—৯। অতঃপর স্কন্ধ-

যুগ্মে ধর্ম্মাদীন্ স্তস্ত নাভৌ চ পার্শ্বয়োঃ। অধর্ম্মাদীননন্তাদীন্ হৃদি পীঠে মন্ত্রং ন্যসেৎ ॥ ১০ ॥ আধারশক্তিমারভ্য জ্ঞানাত্মানমনুক্রমাৎ। উক্তক্রমেণ বিন্যস্য হৃৎপদ্মে সাধুভাবিতে ॥ ১১ ॥ নবশক্তিময়ে রম্যে ধ্যায়েদ্দেবমুমাপতিম্। চন্দ্রকোটিপ্রতীকাশং ত্রিনেত্রং চন্দ্রশেখরম্ ॥ ১২ ॥ আপিঙ্গলজটাজূটং রত্নমৌলিবিরাজিতম্। নীলগ্রীবমুদারাঙ্গং নাগহারোপশোভিতম্ ॥ ১৩ ॥ বরদাভয়হস্তঞ্চ ধারিণঞ্চ পরশ্বধম্। দধানং নাগবলয়কেয়ূরাঙ্গদমুদ্রিকম্ ॥১৪॥ ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং রত্নসিংহাসনে স্থিতম্। ধ্যাত্বা তদ্বামভাগে চ চিন্তয়েদ্গিরিকন্যকাম্ ॥ ১৫ ॥ ভাস্বজ্জপাপ্রসূনাভামুদয়ার্কসমপ্রভাম্। বিদ্যুৎপুঞ্জনিভাং তন্বীং মনোনয়ননন্দিনীম্ ॥ ১৬ ॥ বালেন্দুশেখরাং স্নিগ্ধাং নীলকুঞ্চিতকুন্তলাম্। ভৃঙ্গসঙ্ঘাতরুচিরাং নীলালকবিরাজিতাম্ ॥ ১৭ ॥ মণিকুণ্ডলবিদ্যোতন্মুখমণ্ডলবিভ্রমাম্। নবকুঙ্কুমপঙ্কাঙ্ককপোলদলদর্পণাম্ ॥ ১৮ ॥ মধুরস্মিতবিভ্রাজদরুণাধরপল্লবাম্। কম্বুকণ্ঠীং শিবামুদ্যৎকুচপঙ্কজকুড্মলাম্ ॥ ১৯ ॥ পাশাঙ্কুশাভয়াভীষ্টবিলসৎসুচতুর্ভুজাম্। অনেকরত্নবিলসৎকঙ্কণাঙ্কিতমুদ্রিকাম্ ॥ ২০ ॥ বলিত্রয়েণ বিলসদ্ধেমকাঞ্চীগুণান্বিতাম্। রক্তমাল্যাম্বরধরাং দিব্যচন্দনচর্চ্চিতাম্ ॥ ২১ ॥ দিক্‌পালবনিতামৌলিসন্নতাঙ্ঘ্রিসরোরুহাম্। রত্নসিংহাসনারূঢ়াং সর্পরাজপরিচ্ছদাম্ ॥ ২২ ॥ এবং ধ্যাত্বা মহাদেবং দেবীঞ্চ গিরিকন্যকাম্। ন্যাসক্রমেণ সম্পূজ্য দেবং গন্ধাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥ ২৩ ॥ পঞ্চভির্ব্রহ্মভিঃ কুর্য্যাৎ প্রোক্তস্থানেষু বা হৃদি। পৃথক্ পুষ্পাঞ্জলিং দেহে মূলেন চ হৃদি ত্রিধা ॥ ২৪ ॥ পুনঃ স্বয়ং শিবো ভূত্বা মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ। ততঃ সম্পূজয়েদ্দেবং বাহ্যপীঠে পুনঃ ক্রমাৎ ॥ ২৫ ॥ সঙ্কল্পং প্রবদেত্তত্র পূজারম্ভে সমাহিতঃ। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা চিন্তয়েদ্ধৃদি শঙ্করম্ ॥ ২৬ ॥ ঋণপাতকদৌর্ভাগ্যদারিদ্র্যবিনিবৃত্তয়ে। অশেষাঘবিনাশায় প্রসীদ মম শঙ্কর ॥ ২৭ ॥ দুঃখশোকাগ্নিসন্তপ্তং সংসারভয়পীড়িতম্। বহুরোগাকুলং দীনং ত্রাহি মাং বৃষবাহন ॥ ২৮ ॥ আগচ্ছ দেবদেবেশ মহাদেবাভয়ঙ্কর। গৃহাণ সহ পার্ব্বত্যা তব পূজাং ময়া কৃতাম্ ॥ ২৯ ॥ ইতি

দ্বয়ে ও উরুদ্বয়ে ধর্ম্মাদি, মুখ, নাভি ও পার্শ্বদ্বয়ে অধর্ম্মাদি ও হৃদয়ে অনন্তাদি ন্যাস করিয়া হৃদয়পীঠে মন্ত্রন্যাস করিবে এবং সাধুভাবিত নবশক্তিময় ঐ রম্য হৃৎপদ্মে আধারশক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানাত্মা পর্য্যন্ত ক্রমানুসারে বিন্যাস করিয়া তাহাতে দেব উমাপতির এইরূপ ধ্যান করিবে,—তিনি কোটিচন্দ্রপ্রতিকাশ, ত্রিনেত্র, চন্দ্রশেখর, আপিঙ্গলজটাজূট, রত্নমৌলিবিরাজিত, নীলগ্রীব, উদারাঙ্গ, নাগ দ্বারা উপশোভিত, বরাভয়হস্ত,—পরশ্বধধারী, নাগনির্ম্মিত বলয়-কেয়ূরাঙ্গদধর, পরিহিতব্যাঘ্রচর্ম্ম ও রত্নসিংহাসনস্থ। আর তাঁহার বামভাগে গিরিকন্যাকে এইরূপ চিন্তা করিবে,—তিনি বিকসিত জবাকুসুমের ন্যায় আভাবিশিষ্টা, সদ্য উদিত অর্কের ন্যায় তাঁহার কান্তি, তিনি বিদ্যুৎপুঞ্জপ্রতীকাশা, তন্বী, মনো-নয়ন-নন্দিনী, বালেন্দুশেখরা, স্নিগ্ধা, নীল-কুঞ্চিত-কুন্তলা, ভৃঙ্গ-সংঘাত-রুচিরা, নীলালক-পরিশোভিতা; তাঁহার মুখমণ্ডলের বিভ্রম, মণি-কুণ্ডল দ্বারা বিদ্যোতিত হইতেছে, দর্পণসদৃশ তাঁহার কপোলস্থল, নবকুঙ্কুম-পঙ্কে অঙ্কিত; তাঁহার অরুণবর্ণ অধরপল্লব মৃদু-মধুর হাস্যে উদ্দীপিত; তিনি কম্বুকণ্ঠী, তিনি শিবা, তাঁহার কুচপঙ্কজ-কোরক উদ্ভিন্ন হইতেছে মাত্র, তাঁহার হস্ত চতুষ্টয় পাশাঙ্কুশ-বরাভয়ে সুশোভিত, বিবিধ রত্নখচিত কঙ্কণে তাঁহার হস্ত প্রদীপিত, তিনি ত্রিবলিবিলসিত কাঞ্চীদাম-সমন্বিতা, রক্তমাল্যাম্বরধরা, দিব্যচন্দন-চর্চ্চিতা, দিক্‌পাল-বনিতাগণ প্রণাম করিয়া করিয়া তাঁহার অঙ্ঘ্রি-সরোরুহ অবনমিত করিয়া দিয়াছেন, তিনি রত্নসিংহাসনারূঢ়া, ও সর্পরাজ-পরিচ্ছদা। এইরূপে দেব ও দেবীকে চিন্তা করিয়, ন্যাসক্রমে গন্ধাদি দ্বারা পূজনানন্তর পঞ্চব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা পূর্ব্বকথিত স্থানে ও হৃদয়ে পূজা করিয়া দেহে ও মূল মন্ত্র দ্বারা হৃদয়ে পৃথক্‌ভাবে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবে।১০—২৪। পুনরায় সাধক আপনাকে 'স্বয়ং শিব' মনে করিয়া মূল মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন। অনন্তর পুনরায় ক্রমানুসারে বাহ্য পীঠে দেবের পূজা করিবে। পূজারম্ভে সমাহিত হইয়া সঙ্কল্প করিবে। কৃতাঞ্জলিপুটে হৃদয়ে শঙ্করকে চিন্তা করিবে। হে শঙ্কর! ঋণ, পাতক, দুর্ভাগ্য, দারিদ্র্য এবং অশেষ পাপ বিনাশের নিমিত্ত তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে বৃষবাহন! আমি দুঃখ-শোকাগ্নিসন্তপ্ত, সংসারভয়-পীড়িত, বহুরোগাকুল, এবং দীন, তুমি আমাকে ত্রাণ কর। হে দেবদেবেশ! এস, হে মহাদেব! হে অভয়ঙ্কর! তুমি

সঙ্কল্প্য বিধিবদ্বাহ্যপূজাং সমাচরেৎ। গুরুং গণপতিঞ্চৈব যজেৎ সব্যাপসব্যয়োঃ॥ ৩০॥ ক্ষেত্রেশমীশকোণে তু যজেদ্বাস্তোষ্পতিং ক্রমাৎ। বাগ্দেবীঞ্চ যজেত্তত্র ততঃ কাত্যায়নীং যজেৎ॥ ৩১॥ ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চ নমোঽস্তকৈঃ। স্বরৈরীশাদিকোণেষু পীঠপাদানমুক্রমাৎ। আভ্যাং বিন্দুবিসর্গাভ্যামধর্ম্মাদীন্ প্রপূজয়েৎ॥ ৩২॥ সত্ত্বরূপৈশ্চতুর্দ্দিক্ষু মধ্যেঽনন্তং সতারকম্। সত্ত্বাদীংস্ত্রিগুণাংস্তত্ত্বরূপান্ পীঠেষু বিন্যসেৎ॥ ৩৩॥ অত উর্দ্ধচ্ছদে মায়াং সহ লক্ষ্ম্যা শিবেন চ॥ ৩৪॥ তদন্তে চাম্বুজং ভূয়ঃ সকলং মণ্ডলত্রয়ম্। পত্রকেসরকিঞ্জল্কব্যাপ্তং তারাক্ষরৈঃ ক্রমাৎ॥ ৩৫॥ পদ্মত্রয়ং তথাভ্যর্চ্চ্য মধ্যে মণ্ডলমাদরাৎ। বামাং জ্যেষ্ঠাঞ্চ রৌদ্রীঞ্চ ভাগাদ্যৈর্দিক্ষু পূজয়েৎ॥ ৩৬॥ বামাদ্যা নব শক্তীশ্চ নবস্বরযুতা যজেৎ। হৃদি বীজত্রয়াদ্যেন পীঠমন্ত্রেণ চার্চ্চয়েৎ॥ ৩৭॥ আবৃত্তৈঃ প্রথমাভৈশ্চ পঞ্চভির্মূর্ত্তিশক্তিভিঃ। ত্রিশক্তিমূর্ত্তিভিশ্চান্যৈর্নিধিদ্বয়সমন্বিতৈঃ॥ ৩৮॥ অনন্তাদ্যৈঃ পরীতাশ্চ মাতৃভিশ্চ বৃষাদিভিঃ। সিদ্ধিভিশ্চাণিমাদ্যাভিরিন্দ্রাদ্যৈশ্চ সহায়ুধৈঃ॥ ৩৯॥ বৃষভক্ষেত্রচণ্ডেশো দুর্গাশ্চ স্কন্দনন্দিনৌ। গণেশঃ সৈন্যপশ্চৈব স্বস্বলক্ষণলক্ষিতাঃ॥ ৪০॥ অণিমা মহিমা চৈব গরিমা লঘিমা তথা। ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমেব চ॥ ৪১॥ অষ্টৈশ্বর্য্যাণি চোক্তানি তেজোরূপাণি কেবলম্। পঞ্চভিত্র্যক্তিঃ পূর্ব্বং হৃল্লেখাদ্যাদিভিঃ ক্রমাৎ॥ ৪২॥ অষ্টৈকমাদ্যৈরিন্দ্রাদ্যৈঃ পূজোক্তা মুনিভিস্ত তৈঃ। উমাচণ্ডেশ্বরাদীংশ্চ পূজয়েদুত্তরাদিতঃ॥ ৪৩॥ এবমাবরণৈর্যুক্তং তেজোরূপং সদাশিবম্। উময়া সহিতং দেবমুপচারৈঃ প্রপূজয়েৎ॥ ৪৪॥ সুপ্রতিষ্ঠিতশঙ্খস্থ তীর্থৈঃ পঞ্চামৃতৈরপি। অভিষিচ্য মহাদেবং রুদ্রসূক্তৈঃ সমাহিতঃ॥ ৪৫॥ কল্পয়েদ্বিবিধৈর্মন্ত্রৈরাসনাদ্যুপচারকান্। আসনং কল্পয়েদ্ধৈমং দিব্যবস্ত্রসমন্বিতম্॥ ৪৬॥ অর্ঘ্যমষ্টগুণোপেতং পাদ্যং শুদ্ধোদকেন চ। তেনৈবাচমনং দদ্যান্মধুপর্কং মধূত্তরম্॥ ৪৭॥ পুনরাচমনং দত্ত্বা স্নানং মন্ত্রৈঃ প্রকল্পয়েৎ। উপবীতং তথা বাসো ভূষণানি নিবেদয়েৎ। গন্ধমষ্টাঙ্গসংযুক্তং সুপূতং বিনিবেদয়েৎ॥ ৪৮॥ ততশ্চ বিল্বমন্দারকহ্লারসরসীরুহম্। ধত্তূরকং কর্ণিকারং শণপুষ্পঞ্চ মল্লিকাম্॥ ৪৯॥ কুশাপামার্গতুলসীমাধবীচম্পকাদিকম্। বৃহতীকরবীরাণি যথালব্ধানি সাধকঃ॥ ৫০॥ নিবেদয়েৎ সুগন্ধীনি মাল্যানি

পার্ব্বতীর সহিত আসিয়া আমার কৃত পূজা গ্রহণ কর। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বাহ্যপূজা আরম্ভ করিবে। বামে গুরু ও দক্ষিণে গণপতির পূজা করিবে। এইরূপে ঈশানে ক্ষেত্রেশ, বাস্তোষ্পতি, বাগ্দেবী, কাত্যায়নী, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যকে যথাক্রমে 'নমোঽস্তু করিয়া পূজা করিবে। স্বর-দ্বারা ঈশানাদি কোণে যথাক্রমে পীঠদেবতাদিগের এবং বিন্দুবিসর্গযুক্ত অকারস্বর দ্বারা অধর্ম্মাদির পূজা করিবে। মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে সত্ত্বাদিরূপ ও মধ্যে সতারক অনন্তের ন্যাস করিবে। পীঠমধ্যে সত্ত্বাদি ত্রিগুণকে তত্ত্বরূপে বিন্যাস করিবে। পীঠের উর্দ্ধচ্ছদে লক্ষ্মী ও শিবের সহিত মায়া, তদন্তে অম্বুজ এবং তদন্তে সকল মণ্ডলত্রয় কল্পনা করিবে। ঐ মণ্ডলত্রয়ই পত্র-কেশর-কিঞ্জল্ক-ব্যাপ্ত পদ্মত্রয়। উহা, ক্রমিক তারাক্ষর সকল দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া মণ্ডলমধ্যে বামা, জ্যেষ্ঠা রৌদ্রীর ভাগ কল্পনা করিয়া পূজা করিবে। বামাদি নবশক্তিকে নব স্বরযুক্ত করিয়া পূজা করিবে। হৃদয়ে বীজত্রয়ের আদ্য পীঠমন্ত্রে উহাদের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। আবৃত্ত, প্রথমাক্ত পঞ্চ মূর্ত্তি শক্তিমাতৃক, নিধিদ্বয়সমন্বিত অন্য ত্রিশক্তিমূর্ত্তি মাতৃকা, অনন্তাদিপরিবৃতা মাতৃকা, বৃষাদি, অণিমাদি সিদ্ধি, আয়ুধসহ ইন্দ্রাদি, বৃষভক্ষেত্র, চণ্ড, দুর্গ, স্কন্দ, নন্দী, গণেশ, সৈন্যপ, অণিমা, লঘিমা, মহিমা, গরিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, প্রাপ্তি ও প্রাকাম্য—এই তেজোরূপ অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য, হৃল্লেখাদি পঞ্চ অঙ্গ, উমাদি, ইন্দ্রাদি, মুনিগণ ও উমাচণ্ডেশ্বরাদি আবরণযুক্ত তেজোরূপ সদাশিবের উমার সহিত পূজা করিবে। সুপ্রতিষ্ঠিত শঙ্খ ও তীর্থজল এবং পঞ্চামৃত দ্বারা রুদ্রসূক্ত মন্ত্রে মহাদেবের অভিষেক করিবে। ২৫—৪৫। বিবিধ মন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে আসনাদি প্রদান করিবে। হৈম আসন, দিব্য বস্ত্র, অষ্ট গুণোপেত অর্ঘ্য, পাদ্য, শুদ্ধোদক, আচমন, মধুযুক্ত মধুপর্ক, পুনরাচমন, স্নানীয়, উপবীত, ভূষণ, এবং অষ্টাঙ্গসংযুক্ত গন্ধ, দেবদেবকে নিবেদন করিবে। অনন্তর বিল্ব, মন্দার, কহ্লার, পদ্ম, ধুস্তূর, কর্ণিকার, শণপুষ্প, মল্লিকা, কুশ, অপামার্গ, তুলসী, মাধবী, চম্পক, বৃহতী, করবীর, কালাগুরুগন্ধ ধূপ, বিমল শুভ দীপ, এবং সুগন্ধি-

বিবিধানি চ। ধূপং কালাগুরুৎপন্নং দীপঞ্চ বিমলং শুভম্॥ ৫১॥ অথ পায়সনৈবেদ্যং সঘৃতং সোপদংশকম্। মোদকাপূপসংযুক্তং শর্করাগুড়সংযুতম্॥ ৫২॥ মধুনাক্তং দধিযুতং জলপানসমন্বিতম্। তেনৈব হবিষা বহ্নৌ জুহুয়ান্মন্ত্রভাবিতে॥ ৫৩॥ আগমোক্তেন বিধিনা গুরুবাক্যনিয়ন্ত্রিতঃ। নৈবেদ্যং শম্ভবে ভূয়ো দত্ত্বা তাম্বূলমুত্তমম্॥ ৫৪॥ ধূপং নীরাজনং রম্যং ছত্রং দর্পণমুত্তমম্। সমর্পয়িত্বা বিবিধমন্ত্রৈর্বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ॥ ৫৫॥ যদ্যশক্তঃ স্বয়ং নিঃস্বো যথাবিভবমর্চ্চয়েৎ। ভক্ত্যা দত্তেন গৌরীশঃ পুষ্পমাত্রেণ তুষ্যতি॥ ৫৬॥ অথাঙ্গভূতান্ সকলান্ গণেশাদীন্ প্রপূজয়েৎ। স্তবৈর্নানাবিধৈঃ স্তুত্বা সাষ্টাঙ্গং প্রণমেদ্বুধঃ॥ ৫৭॥ ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য বৃষচণ্ডেশ্বরাদিকান্। পূজাং সমর্প্য বিধিবৎ প্রার্থয়েদ্গিরিজাপতিম্॥ ৫৮॥ জয় দেব জগন্নাথ জয় শঙ্কর শাশ্বত। জয় সর্ব্ব সুরাধ্যক্ষ জয় সর্ব্বসুরার্চ্চিত॥ ৫৯॥ জয় সর্ব্বগুণাতীত জয় সর্ব্ববরপ্রদ। জয় নিত্য নিরাধার জয় বিশ্বম্ভরাব্যয়॥ ৬০॥ জয় বিশ্বৈকবেদ্যেশ জয় নাগেন্দ্রভূষণ। জয় গৌরীপতে শম্ভো জয় চন্দ্রার্দ্ধশেখর॥ ৬১॥ জয় কোট্যর্কসঙ্কাশ জয়ানন্তগুণাশ্রয়॥ ৬২॥ জয় রুদ্র বিরূপাক্ষ জয়াচিন্ত্য নিরঞ্জন। জয় নাথ সাগরোত্তারণ প্রভো॥ ৬৩॥ প্রসীদ মে মহাদেব সংসারার্ত্তস্য খিদ্যতঃ। সর্ব্বপাপভয়ং হৃত্বা রক্ষ মাং পরমেশ্বর॥ ৬৪॥ মহাদারিদ্র্যমগ্নস্য মহাপাপহতস্য চ। মহাশোকবিনষ্টস্য মহারোগাতুরস্য চ। কৃপাসিন্ধো জয় ভক্তার্ত্তিভঞ্জন। জয় দুস্তরসংসার-চ॥ ৬৫॥ ঋণভারপরীতস্য দহ্যমানস্য কর্ম্মভিঃ। গ্রহৈঃ প্রপীড্যমানস্য প্রসীদ মম শঙ্কর॥ ৬৬॥ দরিদ্রঃ প্রার্থয়েদেবং পূজান্তে গিরিজাপতিম্। অর্থাঢ্যো বাপি রাজা বা প্রার্থয়েদেবমীশ্বরম্॥ ৬৭॥ দীর্ঘমায়ুঃ সদারোগ্যং কোশবৃদ্ধির্বলোন্নতিঃ। মমাস্তু নিত্যমানন্দঃ প্রসাদাত্তব শঙ্কর॥ ৬৮॥ শত্রবঃ সঙ্ক্ষয়ং যান্তু প্রসীদন্তু মম গ্রহাঃ। নশ্যন্তু দস্যবো রাষ্ট্রে জনাঃ সন্তু নিরাপদঃ॥ ৬৯॥ দুর্ভিক্ষমারীসন্তাপাঃ শমং যান্তু মহীতলে। সর্ব্বশস্যসমৃদ্ধিশ্চ ভূয়াৎ সুখময়া দিশঃ॥ ৭০॥ এবমারাধয়েদ্দেবং প্রদোষে গিরিজাপতিম্। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাদ্দক্ষিণাভিশ্চ তোষয়েৎ॥ ৭১॥ সর্ব্বপাপক্ষয়করী সর্ব্বদারিদ্র্যনাশিনী। শিবপূজা ময়া খ্যাতা সর্ব্বাভীষ্টবরপ্রদা॥ ৭২॥ মহাপাতকসঙ্ঘাতমধিকং

মাল্য,—সাধক ব্যক্তি নিবেদন করিবেন। সঘৃত সোপদংশক মোদকাপূপসংযুক্ত শর্করা-গুড়সংযুক্ত দধিমধুযুক্ত, স-জলপান পায়স-নৈবেদ্যপ্রদান করিবে। পরে উক্ত বিধিক্রমেই গুরুবাক্যেনিয়ন্ত্রিত হইয়া আগমোক্তবিধানে মন্ত্রভাবিত বহ্নিতে হবি দ্বারা হোম করিবে। শম্ভুকে নৈবেদ্য দানের পর, তাম্বূল, ধূপ, নীরাজন, ছত্র, উত্তম দর্পণ, বিধিবৎ বৈদিক বা তান্ত্রিক মন্ত্রদ্বারা সমর্পণ করিবে। যদি সাধক নিঃস্ব হয়, তাহা হইলে যথাবিভব অর্চ্চনা করিবে। গৌরীশ ভক্তিদত্ত পুষ্পমাত্রেই তুষ্টিলাভ করেন। অতঃপর অঙ্গভূত গণেশাদির পূজা করিবে। পরে নানাবিধ স্তবে তুষ্ট করিয়া দেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিবে। অতঃপর বৃষ চণ্ডেশ্বরাদির পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করত পূজা সমাপনানন্তর গিরিজাপতির নিকট বিধিবৎ প্রার্থনা করিবে।—হে দেব, জগন্নাথ, শঙ্কর, শাশ্বত, সর্ব্বসুরাধ্যক্ষ, সর্ব্বসুরার্চ্চিত, সর্ব্বগুণাতীত, সর্ব্ব-বরপ্রদ, নিত্য, নিরাধার, বিশ্বম্ভর, অব্যয়, বিশ্বৈকবেদ্য ঈশ, নাগেন্দ্রভূষণ, গৌরীপতি, শম্ভু, চন্দ্রশেখর, কোট্যর্কসঙ্কাশ, অনন্তগুণাশ্রয়, রুদ্র, বিরূপাক্ষ, অচিন্ত্য, নিরঞ্জন, নাথ, কৃপাসিন্ধু, ভক্তার্ত্তিভঞ্জন, দুস্তরসংসার-সাগরোত্তারণ, প্রভু, মহাদেব! তুমি এই খেদযুক্ত সংসারার্ত্ত ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হও; তোমার পুনঃপুন জয় হউক। হে পরমেশ্বর! তুমি আমাদের সর্ব্বপাপভয় হরণ করিয়া রক্ষা কর। আমি মহাদারিদ্র্যগ্রস্ত, মহাপাপহত, মহাশোক-বিনষ্ট, মহারোগাতুর, ঋণভারক্লিষ্ট, কর্ম্মদহ্যমান ও গ্রহ-পীড্যমান, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। দরিদ্র ব্যক্তি পূজান্তে এইরূপ গিরিজাপতির নিকট প্রার্থনা করিবে। পূজক যদি রাজা বা আঢ্য হয়, তাহা হইলেও দেবের নিকট দীর্ঘায়ু, সদারোগ্য, কোষবৃদ্ধি ও বলোন্নতি, প্রার্থনা করিবে; বলিবে,—হে শঙ্কর! তোমার প্রসাদে আমার নিত্য আনন্দ হউক, শত্রুগণ ক্ষয় পাউক, গ্রহগণ প্রসন্ন হউক, রাষ্ট্রে দস্যুগণ নষ্ট হউক, জনগণ নিরাপদ হউক, দুর্ভিক্ষ, মারীভয়, সন্তাপ, এ সকল মহীতলে শমতা প্রাপ্ত হউক, সর্ব্বশস্যসমৃদ্ধি হউক, দিক্‌সকল সুখময় হউক। এই-প্রকার দেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রদোষে তাঁহার পূজা করিবে। পূজান্তে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। দক্ষিণাদিদ্বারা তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিবে।৪৫-৭২। এই

চোপপাতকম্। শিবদ্রব্যাপহরণাদন্যৎ সর্ব্বং নিবারয়েৎ॥ ৭৩॥ ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং পুরাণেষু স্মৃতিম্বপি। প্রায়শ্চিত্তানি দৃষ্টানি ন শিবদ্রব্যহারিণাম্॥ ৭৪॥ বহুনাত্র কিমুক্তেন শ্লোকার্দ্ধেন ব্রবীম্যহম্। ব্রহ্মহত্যাশতং বাপি শিবপূজা বিনাশয়েৎ॥ ৭৫॥ ময়া কথিতমেতত্তে প্রদোষে শিবপূজনম্। রহস্যং সর্ব্বজন্তূনামত্র নাস্ত্যেব সংশয়ঃ॥ ৭৬॥ এতাভ্যামপি বালাভ্যামেবং পূজা বিধীয়তাম্। অতঃ সংবৎসরাদেব পরাং সিদ্ধিমবাপ্স্যথ॥ ৭৭॥ ইতি শাণ্ডিল্যবচনমাকর্ণ্য দ্বিজভামিনী। তাভ্যাং তু সহ বালাভ্যাং প্রণনাম মুনেঃ পদম্॥৭৮॥ বিপ্রস্ত্র্যুবাচ। অহমদ্য কৃতার্থাস্মি তব দর্শনমাত্রতঃ। এতৌ কুমারৌ ভগবংস্ত্বামেব শরণং গতৌ॥ ৭৯॥ এষ মে তনয়ো ব্রহ্মন্ শুচিব্রত ইতীরিতঃ। এষ রাজসুতো নাম্না ধর্ম্মগুপ্তঃ কৃতো ময়া॥ ৮০॥ এতাবহঞ্চ ভগবন্ ভবচ্চরণকিঙ্করাঃ। সমুদ্ধরাস্মিন পতিতান্ ঘোরে দারিদ্র্যসাগরে॥ ৮১॥ ইতি প্রপন্নাং শরণং দ্বিজাঙ্গনামাশ্বাস্য বাক্যৈরমৃতোপমৈঃ। উপাদিদেশাথ তয়োঃ কুমারয়োর্ম্মুনিঃ শিবারাধনমন্ত্র বিদ্যাম্॥ ৮২॥ অথোপদিষ্টৌ মুনিনা কুমারৌ ব্রাহ্মণী চ সা। তং প্রণম্য সমামন্ত্র্য জগ্মুস্তে শিবমন্দিরাৎ॥ ৮৩॥ ততঃ প্রভৃতি তৌ বালৌ মুনিবর্য্যোপদেশতঃ। প্রদোষে পার্ব্বতীশস্য পূজাঞ্চক্রতুরঞ্জসা॥ ৮৪॥ এবং পূজয়তোর্দ্দেবং দ্বিজরাজকুমারয়োঃ। সুখেনৈব ব্যতীয়ায় তয়োর্ম্মাসচতুষ্টয়ম্॥ ৮৫॥ কদাচিদ্রাজপুত্রেণ বিনাসৌ দ্বিজনন্দনঃ। স্নাতুং গতো নদীতীরে চচার বহুলীলয়া॥৮৬॥ তত্র নির্ঝরনির্ঘাতনির্ভিন্নে বপ্রকুট্টিমে। নিধানকলশং স্থূলং প্রস্ফুরন্তং দদর্শ হ॥৮৭॥ তং দৃষ্ট্বা সহসাগত্য হর্ষকৌতুকবিহ্বলঃ। দৈবোপপন্নং মন্বানো গৃহীত্বা শিরসা যযৌ॥ ৮৮॥ সসম্ভ্রমং সমানীয় নিধায় কলশং বলাৎ। নিধায় ভবনস্যান্তে মাতরং সমভাষত॥ ৮৯॥ মাতর্ম্মাতরিমং পশ্য প্রসাদং গিরিজাপতেঃ। নিধানং কুম্ভরূপেণ দর্শিতং করুণাত্মনা॥ ৯০॥ অথ সা বিস্মিতা সাধ্বী সমাহূয় নৃপা-

---

মত্তক্ত সর্ব্বপাপক্ষয়কারী, সর্ব্বদারিদ্র্যনাশিনী সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদা শিবপূজা মহাপাতকসঙ্ঘাত ও উপপাতক, এবং শিবদ্রব্যাপহরণজন্য পাপ ব্যতীত অন্য সকল প্রকার পাপই নষ্ট করে। পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রহ্মহত্যাদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে; কিন্তু শিবদ্রব্যহরণের প্রায়শ্চিত্ত নাই। অধিক আর কি বলিব, শিবপূজা শতব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট করে। এই আমি তোমাকে প্রদোষে শিবপূজার কথা বলিলাম; ইহা সর্ব্বজন্তুর অনুষ্ঠেয়; এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তুমি এই বালকদ্বয়ের সহিত এইরূপে শিবপূজার অনুষ্ঠান কর। এরূপ করিলে তোমার সংবৎসরের মধ্যে সিদ্ধিলাভ ঘটিবে। দ্বিজভামিনী ভগবান্ শাণ্ডিল্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বালকদ্বয়ের সহিত তাঁহার পাদপদ্মে প্রণত হইলেন এবং বলিলেন,—আমি অদ্য আপনার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। হে ভগবন্! এই কুমারদ্বয় আপনার শরণাগত হইল। ব্রহ্মন্! এইটী আমার পুত্র, ইহার নাম শুচিব্রত। আর এইটী রাজসুত; ইহার নাম আমি ধর্ম্মগুপ্ত রাখিয়াছি। হে ভগবন্! এই বালকদ্বয় ও আমি, আমরা সকলেই আপনার চরণ-কিঙ্কর; আমরা ঘোর দারিদ্র্যসাগরে পতিত হইয়াছি; আপনি আমাদিগকে উদ্ধার করুন। দ্বিজাঙ্গনা এইরূপে তাঁহার শরণাগত হইলেন। তিনি তাঁহাকে অমৃতোপম বাক্যে আশ্বাসিত করিয়া তাঁহার কুমারদ্বয়কে শিবারাধনমন্ত্র-বিদ্যা প্রদান করিলেন। অনন্তর মুনি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট কুমারদ্বয় এবং ব্রাহ্মণী, ইহাঁরা সকলে মুনিকে প্রণাম ও যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া শিবমন্দির হইতে প্রস্থিত হইলেন। সেই হইতে ঐ বালকদ্বয় মুনিবরের উপদেশে প্রদোষে পার্ব্বতীনাথের পূজা করিতে লাগিল। এইভাবে দ্বিজকুমার ও রাজকুমারের চারিমাসকাল সুখে অতিবাহিত হইল। ৭২—৮০। একদা দ্বিজনন্দন রাজপুত্রকে সঙ্গে না লইয়া নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিল। সেখানে যাইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে নির্ঝরনির্ঘাত-নির্ভিন্ন বপ্রকুট্টিমে একটী অতি বৃহৎ নিধানকলসের কিয়দংশ স্ফুরিত হইতেছে দেখিতে পাইল। বালক হঠাৎ তদ্দর্শনে হৃষ্ট ও কৌতূহলাক্রান্ত-চিত্তে দৈবপ্রদত্ত বিবেচনা করত তাহা মস্তকে করিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিল। সসম্ভ্রমে বলপূর্ব্বক ঐ কলস বাড়ীতে আনিয়া তাহা গৃহাভ্যন্তরে রক্ষা করত মাতাকে বলিল,—মা, মা! দেখ, গিরিজাপতি আমাদিগকে দয়া করিয়াছেন! সেই করুণাময় এই কুম্ভরূপে তাঁহার নিধান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন। অনন্তর সাধ্বী দ্বিজপত্নী

ব্রজন্। স্বপুত্রং প্রতিনন্দ্যাহ মানয়ন্তী শিবার্চ্চনম্॥ ৯১॥ শৃণুতাং মে বচঃ পুত্রৌ নিধানকলশীমিমাম্। সমং বিভজ্য গৃহ্নীতং মম শাসনগৌরবাৎ॥ ৯২॥ ইতি মাতুর্বচঃ শ্রুত্বা তুতোষ দ্বিজনন্দনঃ। প্রত্যাহ রাজপুত্রস্তাং বিশ্রব্ধঃ শঙ্করার্চ্চনে॥ ৯৩॥ মাতস্তব সুতস্যৈব সুকৃতেন সমাগতম্। নাহং গ্রহীতুমিচ্ছামি বিভক্তং ধনসঞ্চয়ম্॥ ৯৪॥ আত্মনঃ সুকৃতালব্ধং স্বয়মেব ভুনক্ত্যসৌ। স এব ভগবানীশঃ করিষ্যতি কৃপাং ময়ি॥ ৯৫॥ এবমর্চ্চয়তোঃ শম্ভুং ভূয়োঽপি পরয়া মুদা। সংবৎসরো ব্যতীয়ায় তস্মিন্নেব গৃহে তয়োঃ॥ ৯৬॥ অথৈকদা রাজসূনুঃ সহ তেন দ্বিজন্মনা। বসন্তসময়ে প্রাপ্তে বিজহার বনান্তরে॥ ৯৭॥ অথ দূরং গতৌ কাপি বনে দ্বিজনৃপাত্মজৌ। গন্ধর্ব্বকন্যাঃ ক্রীড়ন্তীঃ শতশস্তাবপশ্যতাম্॥ ৯৮ তাঃ সর্ব্বাশ্চারুসর্ব্বাঙ্গ্যো বিহরন্ত্যো মনোহরম্। দৃষ্ট্বা দ্বিজাত্মজো দূরাদুবাচ নৃপনন্দনম্॥ ৯৯॥ ইতঃ পুরো ন গন্তব্যং বিহরন্ত্যগ্রতঃ স্ত্রিয়ঃ। স্ত্রীসন্নিধানং বিবুধাস্ত্যজন্তি বিমলাশয়াঃ॥ ১০০॥ এতাঃ কৈতবকারিণ্যো ঘনযৌবনদুর্ম্মদাঃ। মোহয়ন্ত্যো জনং দৃষ্ট্বা বাচানুনয়কোবিদাঃ॥ ১০১॥ অতঃ পরিত্যজেৎ স্ত্রীণাং সন্নিধিং সহভাষণম্। নিজধর্ম্মরতো, বিদ্বন্ ব্রহ্মচারী বিশেষতঃ॥ ২॥ অতোঽহং নোৎসহে গন্তুং ক্রীড়াস্থানং মৃগীদৃশাম্। ইত্যুক্ত্বা দ্বিজপুত্রস্তু নিবৃত্তো দূরতঃ স্থিতঃ॥ ১০৩॥ অথাসৌ রাজপুত্রস্তু কৌতুকাবিষ্টমানসঃ। তাসাং বিহারপদবীমেক এবাভয়ো যযৌ॥ ১০৪॥ তত্র গন্ধর্ব্বকন্যানাং মধ্যে ত্বেকা বরাননা। দৃষ্ট্বায়ান্তং রাজপুত্রং চিন্তয়ামাস চেতসা॥ ১০৫॥ অহো কোঽয়মুদারাঙ্গো যুবা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ। মত্তমাতঙ্গগমনো লাবণ্যামৃতবারিধিঃ॥ ১০৬॥ লীলালোলবিশালাক্ষো মধুরস্মিতপেশলঃ। মদনোপমরূপশ্রীঃ সুকুমারাঙ্গলক্ষণঃ॥ ১০৭॥ ইত্যাশ্চর্য্যযুতা বালা দূরাদ্দৃষ্ট্বা নৃপাত্মজম্। সর্ব্বাঃ সখীঃ সমালোক্য বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ১০৮॥ ইতোঽবিদূরে হে সখ্যো বনমস্ত্যেকমুত্তমম্। বিচিত্রচম্পকাশোকপুন্নাগবকুলৈর্যুতম্॥ ১০৯॥ তত্র গত্বা বনং

তাহা দেখিয়া রাজপুত্রকে ডাকিলেন, নিজ পুত্রকেও স্নেহসম্ভাষণ করিলেন এবং শিবপূজাকে বহুমান্য করিলেন। তিনি বলিলেন,—হে পুত্রদ্বয়! তোমরা উভয়ে আমার শাসন-গৌরব রক্ষা করিয়া এই নিধান-কলস বিভাগ করিয়া লও। দ্বিজনন্দন মাতার এই কথা শুনিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইল; কিন্তু রাজপুত্র শঙ্করার্চ্চনে বিশ্বস্ত হইয়া দ্বিজপত্নীকে বলিল,—মাতঃ! এই নিধান তোমারই পুত্রের; সে সুকৃতবলে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি ইহা ভাগ করিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। এই সুকৃত-লব্ধ নিধান সে স্বয়ংই ভোগ করুক। সেই ভগবানই আমায় কৃপা করিবেন। ঐ বালকদ্বয় এইরূপে শম্ভুর অর্চ্চনা করিতে থাকিলে, তাহাদের সম্বৎসরকাল সেই গৃহে অতিবাহিত হইল। অনন্তর কদাচিৎ বসন্তাগমে রাজপুত্র দ্বিজতনয়ের সহিত বনান্তরে বিচরণ করিতে যায়; বিচরণ করিতে করিতে ক্রমে তাহারা এক দূরবনে যাইয়া পড়ে। সেখানে যাইয়া দেখে যে, শত শত গন্ধর্ব-কন্যা ক্রীড়া করিতেছে। বলা বাহুল্য, ঐ গন্ধর্ব্বকন্যাগণ সকলেই চারুসর্ব্বাঙ্গী, সকলেই মনোহর ক্রীড়ায় রত। দ্বিজতনয় তাহা দেখিয়া দূর হইতে নৃপনন্দনকে বলিল,—এই স্থান হইতে আর বেশী-দূর অগ্রে যাওয়া হইবে না; ঐ দেখ, সম্মুখে স্ত্রীজাতি ক্রীড়া করিতেছে। বিমলাশয় পণ্ডিতগণ স্ত্রী-সন্নিধান পরিত্যাগ করিবেন। ইহারা নিবিড় যৌবনমদে মত্ত হইয়া নানাপ্রকার ছলনা করিয়া থাকে; এই অনুনয়-নিপুণাগণ দেখিবামাত্র মানবকে বাগ্-বিন্যাসে বশীভূত করিয়া ফেলে। অতএব দ্বিজধর্ম্মরত জন বিশেষতঃ ব্রহ্মচারী—স্ত্রীজাতির সন্নিধান ও সহভাষণ পরিত্যাগ করিবেন। এইজন্য আমি ঐ কুরঙ্গাক্ষীগণের সম্মুখে যাইতে উৎসাহ করিতেছি না। এই কথা বলিয়া দ্বিজপুত্র দূর হইতে নিবৃত্ত হইল। ৮৬—১০৩। কিন্তু ঐ রাজপুত্র কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া একাকীই নির্ভয়ে সেই মৃগশাবাক্ষীদিগের বিহারস্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। ঐ গন্ধর্ব্ব-কন্যাগণের মধ্যে এক বরাননা রাজপুত্রকে আসিতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিল,—অহো এই উদারাঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মত্তমাতঙ্গ-গমন, লাবণ্যামৃতবারিধি, লীলা-লোল-বিশালাক্ষ, মধুরস্মিত-পেশল, মদনোপম-রূপশ্রী, সুকুমারাঙ্গলক্ষণ—যুবা কে? গন্ধর্ব্ববালিকা দূর হইতে এইরূপ অপরূপ-রূপ নৃপাত্মজকে দেখিয়া সকল সখীকে ডাকিয়া বলিল,—অয়ি সখীগণ! এই স্থানের অনতিদূরে এক অত্যুত্তম বন আছে, ঐ বনে বিচিত্র চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, বকুল

সর্ব্বাঃ সর্ব্বীয় কুসুমোৎকরম্। ভবত্যঃ পুনরায়ান্ত তাবত্তিষ্ঠাম্যহং ত্বিহ ॥ ১১০ ॥ ইত্যাদিষ্টঃ সখীবর্গো জগাম বিপিনান্তরম্। সাপি গন্ধর্ব্বজা তস্থৌ ন্যস্ত-দৃষ্টির্নৃপাত্মজে॥ ১১১ ॥ তাং সমালোক্য তন্বঙ্গীং নবযৌবনশালিনীম্। বালাং স্বরূপ-সম্পত্ত্যা পরিভূততিলোত্তমাম্ ॥ ১১২ ॥ রাজ-পুত্রঃ সমাগম্য কৌতুকোৎফুল্ললোচনঃ। অবাপ দৈবযোগেন মদনস্য শরব্যথাম্ ॥ ১১৩ ॥ গন্ধর্ব্ব-তনয়া সাপি প্রাপ্তায় নৃপসূনবে। উত্থায় তরসা তস্মৈ প্রদদৌ পল্লবাসনম্ ॥ ১১৪ ॥ কৃতোপচার-মাসীনং তমাসাদ্য সুমধ্যমা। প্রপচ্ছ তদ্রূপ-গুণৈর্ধ্বস্তধৈর্য্যাকুলেন্দ্রিয়া ॥ ১১৫ ॥ কস্ত্বং কমল পত্রাক্ষ কস্মাদ্দেশাদিহাগতঃ। কস্য পুত্র ইতি প্রেম্ণা পৃষ্টঃ সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ॥ ১১৬ ॥ বিদর্ভ-রাজতনয়ং বিধ্বস্তপিতৃমাতৃকম্। শত্রুভিশ্চ হৃত-স্থানমাত্মানং পররাষ্ট্রগম্ ॥ ১১৭ ॥ সর্ব্বমাবেদ্য ভূয়স্তাং প্রপচ্ছ নৃপনন্দনঃ। কা ত্বং বামোরু কিং চাত্র কার্য্যং তে কস্য চাত্মজা ॥ ১১৮ ॥ কিমবধ্যায়সি হৃদা কিং বা বক্তুমিহেচ্ছসি। ইত্যুক্তা সা পুনঃ প্রাহ শৃণু রাজেন্দ্রসত্তম ॥ ১১৯ ॥ অস্ত্যেকো দ্রবিকো নাম গন্ধর্ব্বাণাং কলহমগ্রণীঃ। তস্যাস্মি তনয়া নাম্না চাংশুমতী স্মৃতা ॥ ১২০ ॥ ত্বামায়ান্তং বিলোক্যাহং ত্বৎসম্ভাষণলালসা। ত্যক্ত্বা সখীজনং সর্ব্বমেকৈ-বাস্মি মহামতে ॥ ১২১ ॥ সর্ব্বসঙ্গীতবিদ্যাসু ন মত্তোঽন্যাস্তি কাচন। মম যোগেন তুষ্যন্তি সর্ব্বা অপি সুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ১২২ ॥ সাহং সর্ব্বকলাভিজ্ঞা জ্ঞাতসর্ব্বজনেঙ্গিতা। তস্মাদমীপ্সিতং বেদ্মি ময়ি তে সঙ্গতং মনঃ ॥ ১২৩ ॥ তথা মমাপি চৌৎসুক্যং দৈবেন প্রতিপাদিতম। অবয়োঃ স্নেহভেদোঽত্র নাভিভূয়াদিতঃ পরম্ ॥ ১২৪ ॥ ইতি সম্ভাষ্য তেনাশু প্রেম্ণা গন্ধর্ব্বনন্দিনী। মুক্তাহারং দদৌ তস্মৈ স্বকুচান্তরভূষণম ॥ ১২৫ ॥ তমাদায়াদ্ভুতং হারং স তস্যাঃ প্রণয়াকুলঃ। গাঢ়হর্ষভরোৎসিক্তামিদমাহ নৃপাত্মজঃ ॥ ১২৬ ॥ সত্যমুক্তং ত্বয়া ভীরু তথাপ্যেকং বদাম্যহম্। ত্যক্তরাজ্যস্য নিঃস্বস্য কথং মে ভবসি প্রিয়া ॥ ১২৭ ॥ সা ত্বং পিতৃমতী বালা বিলজ্জ্য

প্রভৃতি বিবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত থাকে। তোমরা সকলে ঐ বনে গিয়া পুষ্পচয়ন করিয়া আন, আমি ততক্ষণ এই স্থানে অবস্থান করি। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সখীগণ তাহাই করিল। আর গন্ধর্ব্ব-রাজকন্যা নৃপাত্মজে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া রহিল। তখন স্বরূপ-সম্পত্তিতে পরিভূত-তিলোত্তমা নব যৌবন-শালিনী তন্বঙ্গী গন্ধর্ব্ববালাকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া কৌতুকোৎফুল্ল-লোচন রাজপুত্র সহসা স্মরশরে বিদ্ধ হইল। গন্ধর্ব্বতনয়াও অমনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সমাগত রাজপুত্রকে সত্বর পল্লবাসন প্রদান করিল। কৃতসৎকার সুখাসীন রাজপুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া সুমধ্যমা তাহার রূপ-গুণে বিলুপ্তধৈর্য্যা ও ব্যাকুলেন্দ্রিয়া হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কে তুমি? কমলপত্রাক্ষ। কোন্ দেশ হইতে এখানে আসিয়াছ? কাহার পুত্র তুমি? রাজপুত্র প্রেমভরে এইরূপ পৃষ্ট হইয়া সমস্তই নিবেদন করিল। বলিল,—সুন্দরি! তুমি আমাকে বিদর্ভরাজতনয়, মাতাপিতৃহীন, হৃতসর্ব্বস্ব, ও পররাষ্ট্রগত বলিয়া জান। নৃপনন্দন সর্ব্বতোভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া পুনরায় সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিল,—কে তুমি? বামোরু! কি এখানে কার্য্য তোমার? কার তুমি আত্মজা? মনে মনে তুমি কি ভাবিতেছ? কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছ কি? নৃপাত্মজ কর্ত্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া গন্ধর্ব্ব-কুমারী বলিল,—শ্রবণ কর, রাজকুমার!—দ্রবিক নামে এক গন্ধর্ব্বরাজ আছেন, আমি তাঁহারই কন্যা, নাম—অংশুমতী। আমি আপনাকে আসিতে দেখিয়া আপনার সম্ভাষণ করিব বলিয়া একান্ত উৎসুক হইয়া সখীজনকে পরিত্যাগ করিয়া একাকিনী এখানে রহিয়াছি। সর্ব্বপ্রকার সঙ্গীত-বিদ্যাতে আমার সদৃশী অন্য আর কেহ নাই। সকল সুরস্ত্রীগণই আমার সাহচর্য্যে তুষ্ট হন। আমি সর্ব্বকলাভিজ্ঞা এবং জ্ঞাত-সর্ব্বজনেঙ্গিতা। এজন্য আমি আপনার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছি। আমাতে যেমন আপনার মন সঙ্গত হইয়াছে। তেমনি আমারও ঔৎসুক্য, আপনার প্রীতি দৈবই প্রতি-পাদন করিয়াছেন। অদ্য হইতে আমাদের পর-স্পরের প্রীতি যেন কখনও খণ্ডিত না হয়।১০৪-১২৪। রাজপুত্রের সহিত এইরূপ সম্ভাষণের পর গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী স্বীয় কুচযুগল-মধ্যস্থ মুক্তাহার প্রেমভরে তাহার গলদেশে নিবেশিত করিল। নৃপাত্মজ ঐ অদ্ভুত মুক্তাহার লাভ করিয়া গন্ধর্ব্বনন্দিনীর প্রণয়ে আকুল হইয়া পড়িল এবং পরে হর্ষভরোৎ-সিক্তা ঐ কামিনীকে বলিল,—অয়ি ভীরু! তুমি যাহা বলিলে, সমস্তই সত্য; কিন্তু আমি যে নিঃস্ব, কিরূপে তুমি আমার প্রিয়া হইবে? আরও দেখ,

পিতৃশাসনম্। স্বচ্ছন্দাচরণং কর্ত্তুং মূঢ়েব কথমর্হসি॥ ১২৮॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা তং প্রত্যাহ শুচিস্মিতা। অস্তু নাম তথৈবাহং করিষ্যে পশ্য কৌতুকম্॥ ১২৯॥ গচ্ছ স্বভবনং কান্ত পরশ্বঃ প্রাতরেব তু। আগচ্ছ পুনরত্রৈব কার্য্যমস্তি চ নো মুষা॥ ১৩০॥ ইত্যুক্ত্বা তং নৃপসুতং সা সঙ্গতসখীজনা। অপাক্রামত চার্ব্বঙ্গী স চাপি নৃপনন্দনঃ॥ ১৩১॥ স সমভ্যেত্য হর্ষেণ দ্বিজপুত্রস্য সন্নিধিম্। সর্ব্বমাখ্যায় তেনৈব সার্দ্ধং স্বভবনং যযৌ॥ ১৩২॥ তাং চ বিপ্রসতীং ভূয়ো হর্ষয়িত্বা নৃপাত্মজঃ। পরশ্বো দ্বিজপুত্রেণ সার্দ্ধং তেন বনং যযৌ॥ ১৩৩॥ স তয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টং স্থানং প্রাপ্য নৃপাত্মজঃ। গন্ধর্ব্বরাজমদ্রাক্ষীৎ স্বদুহিত্রা সমন্বিতম্॥ ১৩৪॥ স গন্ধর্ব্বপতিঃ প্রাপ্তাবভিনন্দ্য কুমারকৌ। উপবেশ্যাসনে রম্যে রাজপুত্রমভাষত॥ ১৩৫॥ গন্ধর্ব উবাচ। রাজেন্দ্রপুত্র পূর্ব্বেদ্যুঃ কৈলাসং গতবানহম্। তত্রাপশ্যং মহাদেবং পার্ব্বত্যা সহিতং প্রভুম্॥১৩৬॥ আহূয় মাং স দেবেশঃ সর্ব্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্। সন্নিধাবাহ ভগবান্ করুণামৃতবারিধিঃ॥ ১৩৭॥ ধর্ম্মগুপ্তাহ্বয়ঃ কশ্চিদ্রাজপুত্রোঽস্তি ভূতলে। অকিঞ্চনো ভ্রষ্টরাজ্যো হৃতদেশশ্চ শত্রুভিঃ॥১৩৮॥ স বালো গুরুবাক্যেণ মদর্চ্চায়াং রতঃ সদা। অদ্য তৎপিতরঃ সর্ব্বে মাং প্রাপ্তাস্তৎপ্রভাবতঃ॥ ১৩৯॥ তস্য ত্বমপি সাহায্যং কুরু গন্ধর্ব্বসত্তম। অথাসৌ নিজরাজ্যস্থো হতশত্রুর্ভবিষ্যতি॥ ১৪০॥ ইত্যাজ্ঞপ্তো মহেশেন সম্প্রাপ্তো নিজমন্দিরম্। অনয়া মদ্দুহিত্রা চ বহুশোঽভ্যর্থিতস্তথা॥ ১৪১॥ জ্ঞাত্বেমং সকলং শম্ভোর্নিয়োগং করুণাত্মনঃ। আদায়েমাং দুহিতরং প্রাপ্তোঽস্মীদং বনান্তরম্॥ ১৪২॥ অত এনাং প্রযচ্ছামি কন্যামংশুমতীং তব। হত্বা শত্রূন্ স্বরাষ্ট্রে ত্বাং স্থাপয়ামি শিবাজ্ঞয়া॥ ১৪৩॥ ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্। দশবর্ষসহস্রান্তে গন্তাসি গিরিশালয়ম্॥১৪৪॥ তত্রাপি মম কন্যেয়ং ত্বামেব প্রতিপৎস্যতে। অনেনৈব স্বদেহেন দিব্যেন শিবসন্নিধৌ॥ ১৪৫॥ ইতি গন্ধর্ব-

তোমার পিতা বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তুমি বালিকা, পিতৃশাসন লঙ্ঘন করিয়া তুমি কি প্রকারে মুগ্ধার ন্যায় স্বেচ্ছাচরণ করিবে? রাজপুত্রের কথা শুনিয়া শুচিস্মিতা বালিকা বলিল,—তাহা হউক, আমি এক কৌতুক করিতেছি, তুমি দেখ। কান্ত! তুমি অদ্য বাড়ী যাও; পরশ্ব প্রাতঃকালে পুনরায় এইস্থানে আগমন করিবে। কার্য্য আছে, মিথ্যা মনে করিও না। নৃপনন্দনকে এই কথা বলিয়া বালিকা স্বীয় সখীগণের সহিত মিলিত হইল এবং অনতিবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিল। নৃপনন্দনও স্বস্থানে প্রস্থান করিল। নৃপনন্দন পথিমধ্যে দ্বিজকুমারের সহিত মিলিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল, এবং উভয়ে বাড়ী পৌছিল। পরে রাজকন্যানির্দ্দিষ্ট দিনে পুনরায় নৃপাত্মজ বিপ্রসতীর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া দ্বিজকুমারের সহিত রাজপুত্রীর পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল। তথায় উপস্থিত নৃপনন্দন গন্ধর্ব্বরাজপুত্রীর সহিত গন্ধর্ব্বরাজকে দর্শন করিল। তখন গন্ধর্ব্বরাজ সমুপস্থিত বালকদ্বয়কে অভিনন্দিত করিয়া রম্যাসনে উপবেশন করাইলেন। ক্ষণকাল পরে নৃপনন্দনকে বলিলেন,—রাজেন্দ্রপুত্র! আমি গতকল্য কৈলাসে গমন করিয়াছিলাম। সেখানে দেবী পার্ব্বতীর সহিত দেব শঙ্করকে দর্শন করিলাম। ভগবান্ করুণামৃত-বারিধি শঙ্কর আমায় আহ্বান করিয়া সর্ব্বদেবগণ সমক্ষে বলিলেন,—এই পৃথিবীতে ধর্ম্মগুপ্ত নামক এক রাজপুত্র আছে। সে অকিঞ্চন,—ভ্রষ্টরাজ্য, শত্রুগণ তাহার রাজত্ব অপহরণ করিয়াছে। ঐ বালক তাহার গুরুবাক্যে সর্ব্বদা আমার অর্চ্চনায় রত থাকে; অদ্য ঐ বালকের কর্ম্মপ্রভাবে তাহার পিতৃগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে গন্ধর্ব্বসত্তম! আপনি ঐ বালকের সাহায্য করুন। এরূপ করিলে ঐ বালক নিজশত্রু উন্মূলিত করিয়া আপনার হৃত রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হইবে। ভগবান্ মহেশ কর্ত্তৃক আমি এইরূপ আদিষ্ট হইয়া নিজ মন্দিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। আমার এই কন্যা তোমার বহু অভ্যর্থনা করিয়াছে; ঐ সমস্তই করুণাত্মা শম্ভুর নিয়োগ। ইহা আমি জানিতে পারিয়া এই আমার কন্যাকে সঙ্গে লইয়া এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছি; এবং এই অংশুমতী নাম্নী মদীয় প্রিয়তমা কন্যাকে তোমার করে সমর্পণ করিতেছি। আমি শঙ্করের আদেশে তোমার শত্রুগণকে নিহত করিয়া তোমাকে স্বরাজ্যে স্থাপন করিব। ১২৫—১৪৩। তুমি স্বীয় রাজধানীতে ইহার সহিত অভিলষিত ভোগ উপভোগ করত দশবর্ষসহস্রান্তে শিবপুরে গমন করিবে। সেখানেও আমার কন্যা এইরূপ অবিকলদেহে তোমাকে

রাজন্তমাভাষ্য নৃপনন্দনম্। তস্মিন্ বনে স্বদুহিতুঃ পাণিগ্রহমকারয়ৎ॥ ১৪৬॥ পারিবর্হমদাত্তস্মৈ রত্নভারান্মহোজ্জ্বলান্। চূড়ামণিং চন্দ্রনিভং মুক্তাহারাংশ্চ ভাস্বরান্॥ ১৪৭॥ দিব্যালঙ্কারবাসাংসি কার্ত্তস্বরপরিচ্ছদান্। গজানামযুতং ভূয়ো নিযুতং নীলবাজিনাম্॥ ১৪৮॥ স্যন্দনানাং সহস্রাণি সৌবর্ণানি মহান্তি চ। পুনরেকং রথং দিব্যং ধনুশ্চেন্দ্রায়ুধোপমম্॥ ১৪৯॥ অস্ত্রাণাঞ্চ সহস্রাণি তূণী চাক্ষয্যসায়কৌ। অভেদ্যং বর্ম্ম সৌবর্ণং শক্তিঞ্চ রিপুমর্দ্দিনীম্॥ ১৫০॥ দুহিতুঃ পরিচর্য্যার্থং দাসীপঞ্চসহস্রকম্। দদৌ প্রীতমনাস্তস্মৈ ধনানি বিবিধানি চ॥ ১৫১॥ গন্ধর্ব্বসৈন্যমত্যুগ্রং চতুরঙ্গসমন্বিতম্। পুনশ্চ তৎসহায়ার্থে গন্ধর্ব্বাধিপতির্দ্দদৌ॥ ১৫২॥ ইত্থং রাজেন্দ্রতনয়ঃ সম্প্রাপ্তঃ শ্রিয়মুত্তমাম্। অভীষ্টজায়াসহিতো মুমুদে নিজসম্পদা॥ ১৫৩॥ কারয়িত্বা স্বদুহিতুর্ব্বিবাহং সময়োচিতম্। যযৌ বিমানমারুহ্য গন্ধর্ব্বাধিপতির্দ্দিবম্॥ ১৫৪॥ ধর্ম্মগুপ্তঃ কৃতোদ্বাহঃ সহ গন্ধর্ব্বসেনয়া। পুনঃ স্বনগরং প্রাপ্য জঘান রিপুবাহিনীম্॥ ১৫৫॥ দুর্ম্মর্ষণং রণে হত্বা শক্ত্যা গন্ধর্ব্বসেনয়া। নিঃশেষিতারাতিবলঃ প্রবিবেশ নিজং পুরম্॥ ১৫৬॥ ততোঽভিষিক্তঃ সচিবৈর্ব্রাহ্মণৈশ্চ মহোত্তমৈঃ। রত্নসিংহাসনারূঢ়শ্চক্রে রাজ্যমকণ্টকম্॥ ১৫৭॥ যা বিপ্রবনিতা পূর্ব্বং তমপুষ্ণাৎ স্বপুত্রবৎ। সৈব মাতাভবত্তস্য স ভ্রাতা দ্বিজনন্দনঃ॥ ১৫৮॥ গন্ধর্ব্বতনয়া জায়া বিদর্ভনগরেশ্বরঃ। আরাধ্যদেবং গিরিশং ধর্ম্মগুপ্তো নৃপোঽভবৎ॥ ১৫৯॥ এবমন্যে সমারাধ্য প্রদোষে গিরিজাপতিম্। লভন্তেঽভীপ্সিতান্ কামান্ দেহান্তে তু পরাং গতিম্॥ ১৬০॥ সূত উবাচ। এতন্মহাব্রতং পুণ্যং প্রদোষে শঙ্করার্চ্চনম্। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যদেতৎ সাধনং পরম্॥ ১৬১॥ য এতচ্ছৃণুয়াৎ পুণ্যং মাহাত্ম্যং পরমাদ্ভুতম্। প্রদোষে শিবপূজান্তে কথয়েদ্বা সমাহিতঃ॥ ১৬২॥ ভবেন্ন তস্য দারিদ্র্যং জন্মান্তরশতেষ্বপি। জ্ঞানৈশ্বর্য্যসমাযুক্তঃ সোঽন্তে শিবপুরং ব্রজেৎ॥ ১৬৩॥ যে প্রাপ্য দুর্লভতরং মনুজাঃ শরীরং কুর্ব্বন্তি হন্ত পরমেশ্বরপাদপূজাম্। ধন্যাস্ত এব নিজপুণ্যজিতত্রিলোকাস্তেষাং পদাম্বুজরজো ভুবনং পুনাতি॥ ১৬৪॥

ইতি শ্রীস্কান্দে প্রদোষমহিমবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

প্রাপ্ত হইবে। গন্ধর্ব্বরাজ বনমধ্যে এইরূপে নৃপনন্দনকে সম্ভাষিত করিয়া রাজপুত্রের সহিত নিজ দুহিতার পাণিগ্রহণ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ জামাতাকে মহোজ্জ্বল রত্নভার, চন্দ্রনিভ চূড়ামণি, ভাস্বর মুক্তাহার, দিব্য অলঙ্কারসকল, কৌশেয় বসন, সুবর্ণখচিত পরিচ্ছদ, অযুত গজ, নিযুত নীলবাজী, সহস্র রথ ও অপরিমিত সুবর্ণ, এই সকল উপহার প্রদান করিলেন। আরও তিনি এক দিব্যরথ, ইন্দ্রায়ুধোপম ধনু, সহস্র অস্ত্র, তূণীর, অক্ষয় সায়ক, অভেদ্য সুবর্ণনির্ম্মিত বর্ম্ম, রিপুমর্দ্দিনী শক্তি, নিজ কন্যার পরিচর্য্যার নিমিত্ত পাঁচহাজার দাসী এবং বিবিধ ধন জামাতাকে প্রদান করিলেন। গন্ধর্ব্বপতি জামাতার রক্ষাকার্য্যের নিমিত্ত চতুরঙ্গবল-সমন্বিত অত্যুগ্র গন্ধর্ব্বসৈন্য প্রদান করিলেন। রাজপুত্র এইরূপে উত্তম শ্রী-লাভ করত অভিমত জায়ার সহিত নিজ সম্পদ উপভোগ করিয়া আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ যথাসময়ে স্বদুহিতার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া বিমানারোহণে স্বর্গে গমন করিলেন। ধর্ম্মগুপ্ত বিবাহকার্য্য সমাপনান্তে গন্ধর্ব্বসেনার সহিত স্বীয় নগর প্রাপ্ত হইয়া রিপুসাহায্যে শক্তি অস্ত্রে দুর্ম্মর্ষণকে রণে নিহত করিয়া অরাতিবল নিঃশেষিত করত নিজপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর মহোদয় ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া রত্নসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন এবং নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিতে লাগিলেন। যে বিপ্রবনিতা পূর্ব্বে রাজকুমারকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার মাতা ও দ্বিজকুমার তাঁহার ভ্রাতা হইল। শিবারাধনা করিয়া ধর্ম্মগুপ্ত রাজা বিদর্ভনগরেশ্বর ও গন্ধর্ব্বরাজতনয়া রাজ্ঞী বিদর্ভনগরেশ্বরী হইলেন। এইরূপ অপরাপর ব্যক্তিও প্রদোষে গিরিজাপতির আরাধনা করিয়া ঈপ্সিত কাম ও দেহান্তে শ্রেষ্ঠগতি লাভ করে। সূত বলিলেন,—এই পুণ্য মহাব্রত শঙ্করার্চ্চন প্রদোষকালে অনুষ্ঠিত হইলে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের সাধন হয়। এই পরমাদ্ভুত মাহাত্ম্য যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, এবং প্রদোষকালে শিবপূজান্তে সমাহিত হইয়া পাঠ করে, শতজন্মেও তাহার দারিদ্র্য ঘটে না; অধিকন্তু সে জ্ঞানৈশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া অন্তে শিবপুরে গমন করে। মানব-জন্ম

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। নিত্যানন্দময়ং শান্তং নির্ব্বিকল্পং নিরাময়ম্। শিবতত্ত্বমনাদ্যন্তং যে বিদুস্তে পরং গতাঃ॥ ১॥ বিরক্তাঃ কামভোগেভ্যো যে প্রকুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীম্। ভক্তিং পরাং শিবে ধীরাস্তেষাং মুক্তির্ন সংস্কৃতিঃ॥ ২॥ বিষয়ানভিসন্ধায় যে কুর্ব্বন্তি শিবে রতিম্। বিষয়ৈর্নাভিভূয়ন্তে ভুঞ্জানাস্তৎ-ফলান্যপি॥ ৩॥ যেন কেনাপি ভাবেন শিবভক্তি-যুতো নরঃ। ন বিনশ্যতি কালেন স যাতি পরমাং গতিম্॥ ৪॥ আরুরুক্ষুঃ পরং স্থানং বিষয়াসক্ত-মানসঃ। পূজয়েৎ কর্ম্মণা শম্ভুং ভোগান্তে শিব-মাপ্নুয়াৎ॥ ৫॥ অশক্তঃ কশ্চিদুৎস্রষ্টুং প্রায়ো বিষয়-বাসনাম্। অতঃ কর্ম্মময়ী পূজা কামধেনুঃ শরী-রিণাম্॥ ৬॥ মায়াময়েঽপি সংসারে যে বিহৃত্য চিরং সুখম্। মুক্তিমিচ্ছন্তি দেহান্তে তেষাং ধর্ম্মোঽয়-মীরিতঃ॥ ৭॥ শিবপূজা সদা লোকে হেতুঃ স্বর্গাপ-বর্গয়োঃ। সোমবারে বিশেষেণ প্রদোষাদিগুণান্বিতে॥ ৮॥ কেবলেনাপি যে কুর্য্যুঃ সোমবারে শিবার্চ্চনম্। ন তেষাং বিদ্যতে কিঞ্চিদিহামুত্র চ দুর্লভম্॥ ৯॥ উপোষিতঃ শুচির্ভূত্বা সোমবারে জিতেন্দ্রিয়ঃ। বৈদিকৈর্লৌকিকৈর্ব্বাপি বিধিবৎ পূজয়েচ্ছিবম্॥ ১০॥ ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা কন্যা বাপি সভর্ত্তৃকা। বিভ-র্ত্তৃকা বা সম্পূজ্য লভতে বরমীপ্সিতম্॥ ১১॥ অত্রাহং কথয়িষ্যামি কথাং শ্রোতৃমনোহরাম্। শ্রুত্বা মুক্তিং প্রয়াস্ত্যেব ভক্তির্ভবতি শাম্ভবী॥ ১২॥ আর্য্যাবর্ত্তে নৃপঃ কশ্চিদাসীদ্ধর্ম্মভৃতাং বরঃ। চিত্র-বর্ম্মেতি বিখ্যাতো ধর্ম্মরাজো দুরাত্মনাম্॥ ১৩॥ স গোপ্তা ধর্ম্মসেতূনাং শাস্তা দুস্পথগামিনাম্। যষ্টা সমস্তযজ্ঞানাং ত্রাতা শরণমিচ্ছতাম্॥ ১৪॥ কর্ত্তা সকলপুণ্যানাং দাতা সকলসম্পদাম্। জেতা সপত্ন-বৃন্দানাং ভক্তঃ শিবমুকুন্দয়োঃ॥ ১৫॥ সোঽনুকূলাসু পত্নীষু লব্ধা পুত্রান্ মহৌজসঃ। চিরেণ প্রার্থিতাং লেভে কন্যামেকাং বরাননাম্॥ ১৬॥ স লব্ধা তনয়াং দিষ্ট্যা হিমবানিব পার্ব্বতীম্। আত্মানং দেব-

---

সেই ব্যক্তি নিজপুণ্যে ত্রিলোক জয় করে এবং পদাম্বুজ-রজো দ্বারা ত্রিলোক পবিত্র করিয়া থাকে। ১৪৪—১৬৪।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—নিত্যানন্দময় শান্ত নির্ব্বিকল্প নিরাময় অনাদ্যন্ত শিব-তত্ত্ব যে ব্যক্তি বিদিত হয়, সে পরা গতি লাভ করে। যে মানব কাম-ভোগ হইতে বিরক্ত হইয়া শিবে অহৈতুকী ভক্তি স্থাপন করে, সেই ধীর ব্যক্তির মুক্তি অবশ্য-ম্ভাবিনী; এবিষয়ে সংশয় নাই। বিষয়ভোগ পরিহারপূর্ব্বক যে জন শিবে রতি করে, সে স্বানু-ষ্ঠিত কর্ম্মের ফল ভোগ করত বিষয় কর্ত্তৃক অভিভূত হয় না। যে কোন প্রকারে শিবভক্তি-পরায়ণ নর কদাপি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না; পরন্তু সে কালে পরম গতিলাভ করে। বিষয়াসক্তমানস নর যদি পরম স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে শম্ভুর পূজা করিবে; এরূপ করিলে সে ভোগান্তে শিবসাক্ষাৎকার লাভ করে। কোন কোন ব্যক্তি প্রায়ই বিষয়-কামনা পরিত্যাগ করিতে অক্ষম হয়, এজন্য শরীরীদিগের নিমিত্ত কামধেনুস্বরূপ এই কর্ম্মময়ী পূজা নির্দ্দিষ্ট হইল। যে ব্যক্তি এই মায়াময় সংসারে চিরকাল সুখে বিহার করিয়া দেহান্তে মুক্তি ইচ্ছা করে, তাহাদের জন্যই এই ধর্ম্ম কথিত হইল। ইহলোকে শিবপূজাই নিত্য স্বর্গাপবর্গের হেতু। প্রদোষাদি কালে অথবা কেবল সোমবারে যে ব্যক্তি শিবার্চ্চন করিবে, তাহার ইহকাল বা পরকালে কিছুই দুর্লভ থাকে না। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি গৃহস্থ, সভর্ত্তৃকা কন্যা, বা বিভর্ত্তৃকা কন্যা যে কেহ যদি সোমবারে উপবাসী থাকিয়া বৈদিক বা লৌকিক বিধানে বিধিবৎ শিবপূজা করে, তাহা হইলে ঈপ্সিত বর লাভ করিয়া থাকে। এবিষয়ে আমি একটী শ্রবণমধুর কথা কহিতেছি,—যাহা শুনিয়া মানব মুক্তি ও শাম্ভবী ভক্তি লাভ করিবে। ১—১২। আর্য্যাবর্ত্তে ধার্ম্মিকপ্রবর কোন এক রাজা ছিলেন; তাঁহার নাম ছিল চিত্রবর্ম্মা। তিনি দুরাত্মাদিগের যমস্বরূপ ছিলেন। সেই রাজা ধর্ম্ম-সেতুর গোপ্তা, কুপথগামীদিগের শাস্তা, সমস্ত যজ্ঞের যষ্টা, শরণৈষীদিগের ত্রাতা, সকল পুণ্যের কর্ত্তা, সকল সম্পদের দাতা, সপত্নবৃন্দের জেতা, ও শিব-মুকুন্দের ভক্ত, ছিলেন। তিনি অনুকূল পত্নীতে মহৌজস্ক বহু সন্তান লাভ করিয়া কিছু-কাল পরে প্রার্থনা করিয়া একটী বরাননা কন্যা লাভ করেন। তিনি হিমবানের পার্ব্বতীলাভের

সদৃশং মেনে পূর্ণমনোরথম্ ॥ ১৭॥ স একদা জাতক-লক্ষণজ্ঞানাহূয় সাধূন্ দ্বিজমুখ্যবৃন্দান্। কুতূহলে-নাভিনিবিষ্টচেতাঃ পপ্রচ্ছ কন্যাজননে ফলানি ॥১৮॥ অথ তত্রাব্রবীদেকো বহুজ্ঞো দ্বিজসত্তমঃ। এষা সীমন্তিনী নাম্না কন্যা তব মহীপতে ॥ ১৯ ॥ উমেব মাঙ্গল্যবতী দময়ন্তীব রূপিণী। ভারতীব কলাভিজ্ঞা লক্ষ্মীরিব মহাগুণা ॥ ২০ ॥ সুপ্রজা দেবমাতেব জান-কীব ধৃতব্রতা। রবিপ্রভেব সৎকান্তিশ্চন্দ্রিকেব মনো-রমা ॥ ২১ ॥ দশবর্ষসহস্রাণি সহ ভর্ত্রা প্রমোদতে। প্রসূয় তনয়ানষ্টৌ পরং সুখমবাপ্স্যতি ॥ ২২ ॥ ইত্যুক্তবন্তং নৃপতির্দ্ধনৈঃ সম্পূজ্য তং দ্বিজম্। অবাপ পরমাং প্রীতিং তদ্বাগমৃতসেবয়া ॥ ২৩ ॥ অথান্যোঽপি দ্বিজঃ প্রাহ ধৈর্য্যবানমিতদ্যুতিঃ। এষা চতুর্দ্দশে বর্ষে বৈধব্যং প্রতিপৎস্যতি ॥ ২৪ ॥ ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য বজ্রনির্ঘাতনিষ্ঠুরম্। মুহূর্ত্তম-তবদ্রাজা চিন্তাব্যাকুলমানসঃ ॥ ২৫ ॥ অথ সর্ব্বান্ সমুৎসৃজ্য ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবৎসলঃ। সর্ব্বং দৈবকৃতং মত্বা নিশ্চিন্তঃ পার্থিবোঽভবৎ ॥ ২৬ ॥ সাপি সীমন্তিনী বালা ক্রমেণ গতশৈশবা। বৈধব্যমাত্মনো ভাবি শুশ্রাবাত্মসখীমুখাৎ ॥ ২৭ ॥ পরং নির্ব্বেদ-মাপন্না চিন্তয়ামাস বালিকা। যজ্ঞবল্ক্যমুনেঃ পত্নীং মৈত্রেয়ীং পর্য্যপৃচ্ছত ॥ ২৮ ॥ মাতস্ত্বচ্চরণাম্ভোজং প্রপন্নাস্মি ভয়াকুলা। সৌভাগ্যবর্দ্ধনং কর্ম্ম মম শংসিতুমর্হসি ॥ ২৯ ॥ ইতি প্রপন্নাং নৃপতেঃ কন্যাং প্রাহ মুনেঃ সতী। শরণং ব্রজ তন্বঙ্গি পার্ব্বতীং শিবসংযুতাম্ ॥ ৩০ ॥ সোমবারে শিবং গৌরীং পূজয়স্ব সমাহিতা। উপোষিতা বা সুস্নাতা বিরজা-ম্বরধারিণী ॥ ৩১ ॥ যতবাগনিশ্চলমনাঃ পূজাং কৃত্বা যথোচিতাম্। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বাথ শিবং সম্যক্ প্রসাদয়েৎ ॥ ৩২ ॥ পাপক্ষয়োঽভিষেকেণ সাম্রাজ্যং পীঠপূজনাৎ। সৌভাগ্যমখিলং সৌখ্যং গন্ধ-মাল্যাক্ষতার্পণাৎ ॥ ৩৩ ॥ ধূপদানেন সৌগন্ধং কান্তির্দীপপ্রদানতঃ। নৈবেদ্যৈশ্চ মহাভোগো লক্ষ্মীস্তাম্বূলদানতঃ ॥ ৩৪ ॥ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চ নমস্কারপ্রদানতঃ। অষ্টৈশ্বর্য্যাদিসিদ্ধীনাং জপ এব হি কারণম্ ॥ ৩৫ ॥ হোমেন সর্ব্বকামানাং সমৃদ্ধি-

ন্যায় ঐ কন্যাটী লাভ করিয়া আপনাকে পূর্ণ-মনোরথ ও দেবসদৃশ মনে করিতেন। একদা তিনি জাতকলক্ষণজ্ঞ কতিপয় সজ্জন দ্বিজপুঙ্গবকে আহ্বান করিয়া কুতূহল বশত অভিনিবিষ্টচিত্তে কন্যাজন্মবিষয়ক ফলাফল জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের মধ্য হইতে এক দ্বিজ-সত্তম বলিলেন,—রাজন্! আপনার এই সীমন্তিনী-নাম্নী কন্যা উমার ন্যায় মঙ্গলময়ী, দময়ন্তীর ন্যায় প্রশংসিতরূপা, ভারতীর ন্যায় কলাভিজ্ঞা, লক্ষ্মীর ন্যায় গুণশালিনী, দেবমাতার ন্যায় সুপ্রজা, জানকীর ন্যায় ধৃতব্রতা, রবিপ্রভার ন্যায় কান্তি-শালিনী এবং চন্দ্রিকার ন্যায় মনোরমা। এই কন্যা দশসহস্র বর্ষকাল যাবৎ ভর্ত্তার সহিত প্রমোদিতা থাকিবে এবং আটটী কুমার প্রসব করিয়া অনুপম সুখ অনুভব করিবে। দ্বিজসত্তম এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, রাজা তখন তাঁহাকে প্রচুর ধন-দানে পূজা করিয়া তাঁহার বচনামৃতপানে পরম প্রীতিলাভ করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের মধ্য হইতে অপর আর এক অমিতদ্যুতি দ্বিজসত্তম ধীরভাবে বলিলেন,—রাজন্! এই কন্যা চতুর্দ্দশ-বর্ষ বয়সে বৈধব্য প্রাপ্ত হইবে। নৃপ তাঁহার বজ্র-নির্ঘাত-নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য চিন্তা-ব্যাকুলিত হইলেন। ক্ষণকাল পরেই তিনি তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া সমস্তই দৈবায়ত্ত মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ঐ বালিকা ক্রমশ শৈশব অতিক্রম করিয়া সখীমুখে তাহার ভাবী বৈধব্যের কথা শ্রবণ করিল। ইহা শুনিয়া বালিকা নির্ব্বিণ্নমনে চিন্তা করিতে লাগিল। সে একদিন যাজ্ঞবল্ক্যমুনির পত্নী দেবী মৈত্রেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিল,—মা! আমি আপনার চরণ-কমলে শরণ লইলাম, আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। আপনি আমায় সৌভাগ্যবর্দ্ধন কোন কর্ম্ম আদেশ করুন। তখন মুনিপত্নী, চরণপতিতা নৃপ-সুতাকে বলিলেন,—অয়ি তন্বঙ্গি! তুমি শিবসীমন্তিনী ভবানীর চরণে শরণ লও। সমাহিত হইয়া হর-গৌরীর পূজা কর। উপোষিতা, সুস্নাতা, বিরজা-ম্বরধারিণী, যতবাক্, ও অনন্যমনা হইয়া যথোচিত পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবার পর শিবকে সম্যক্ প্রসাদিত করিবে।১৩—৩২। শিবকে অভিষেক করিলে পাপক্ষয়, তাঁহার পীঠপূজা করিলে সাম্রাজ্য, গন্ধ-মাল্য ও অক্ষত প্রদান করিলে সৌভাগ্য ও অখিল সৌখ্য, ধূপদানে সৌগন্ধ্য, দীপ প্রদানে কান্তি, নৈবেদ্য প্রদানে মহাভোগ, তাম্বূলদানে লক্ষ্মী এবং নমস্কার প্রদানে ধর্ম্ম-কামার্থ-মোক্ষ লাভ হয়। অষ্টৈশ্বর্য্যাদি সিদ্ধিলাভের জপই একমাত্র কারণ এবং হোম হইতে সকল প্রকার কামের সমৃদ্ধি

রূপজায়তে। সর্ব্বেষামেব দেবানাং তুষ্টির্ব্রাহ্মণ-ভোজনাৎ॥ ৩৬॥ ইত্থমারাধ্য় শিবং সোমবারে শিবামপি। অত্যাপদমপি প্রাপ্তা নিস্তীর্ণাভিভবা ভবেঃ॥ ৩৭॥ ঘোরাদ্‌ঘোরং প্রপন্নাপি মহাক্লেশং ভয়ানকম্। শিবপূজাপ্রভাবেণ তরিষ্যসি মহদ্ভয়ম্॥ ৩৮॥ ইত্থং সীমন্তিনীং সম্যগনুশাস্য পুনঃ সতী। যযৌ সাপি বরারোহা রাজপুত্রী তথাকরোৎ॥ ৩৯॥ দময়ন্ত্যাং নলস্যাসীদিন্দ্রসেনাভিধঃ সুতঃ। তস্য চন্দ্রাঙ্গদো নাম পুত্রোঽভূচ্চন্দ্রসন্নিভঃ॥ ৪০॥ চিত্রবর্ম্মা নৃপশ্রেষ্ঠস্তমাহূয় নৃপাত্মজম্। কন্যাং সীমন্তিনীং তস্মৈ প্রাযচ্ছদ্‌গুর্ব্বনুজ্ঞয়া॥ ৪১॥ সোঽভূন্মহোৎ-সবস্তত্র তস্যা উদ্বাহকর্ম্মণি। যত্র সর্ব্বমহীপানাং সমবায়ো মহানভূৎ॥ ৪২॥ তস্যাঃ পাণিগ্রহং কালে কৃত্বা চন্দ্রাঙ্গদঃ কৃতী। উবাস কতিচিন্মাসাংস্তত্রৈব শ্বশুরালয়ে॥ ৪৩॥ একদা যমুনাং তর্ত্তুং স রাজ-তনয়ো বলী। আরুরোহ তরীং কৈশ্চিদ্বয়স্যৈঃ সহ লীলয়া॥ ৪৪॥ তস্মিংস্তরতি কালিন্দীং রাজপুত্রে বিধের্ব্বশাৎ। মমজ্জ সহ কৈবর্ত্তৈরাবর্ত্তাভিহতা তরী॥ ৪৫॥ হা হেতি শব্দঃ সুমহানাসীত্তস্যাস্তট-দ্বয়ে। পশ্যতাং সর্ব্বসৈন্যানাং প্রলাপো দিবম-স্পৃশৎ॥ ৪৬॥ মজ্জন্তো মন্ত্রিরে কেচিৎ কেচিদ্‌-গ্রাহোদরং গতাঃ। রাজপুত্রাদয়ঃ কেচিন্নাদৃশ্যন্ত মহাজলে॥ ৪৭॥ তদুপশ্রুত্য রাজাপি চিত্রবর্ম্মাতি-বিহ্বলঃ। যমুনায়াস্তটং প্রাপ্য বিচেষ্টঃ সমজায়ত॥ ৪৮॥ শ্রুত্বাথ রাজপত্ন্যশ্চ বভূবুর্গতচেতনাঃ। সা চ সীমন্তিনী শ্রুত্বা পপাপ ভুবি মূর্চ্ছিতা॥ ৪৯॥ তথান্যে মন্ত্রিমুখ্যাশ্চ নায়কাঃ সপুরোহিতাঃ। বিহ্বলাঃ শোকসন্তপ্তা বিলেপুর্মুক্তমূর্দ্ধজাঃ॥ ৫০॥ ইন্দ্রসেনোঽপি রাজেন্দ্রঃ পুত্রবার্ত্তাং সুদুঃখিতঃ। আকর্ণ্য সহ পত্নীভির্নষ্টসংজ্ঞঃ পপাত হ॥ ৫১॥ তন্মন্ত্রিণশ্চ তৎপৌরাস্তথা তদ্দেশবাসিনঃ। আবাল-বৃদ্ধবনিতাশ্চুক্রুশুঃ শোকবিহ্বলাঃ॥ ৫২॥ শোকাৎ কেচিদুরো জঘ্নুঃ শিরো জঘ্নুশ্চ কেচন। হা রাজ-পুত্র হা তাত কাসি কাসীতি বভ্রমুঃ॥ ৫৩॥ এবং শোকাকুলং দীনমিন্দ্রসেনমহীপতেঃ। নগরং সহসা

হয়। ব্রাহ্মণভোজন হইতে সকল দেবতারই তুষ্টি হয়। এই প্রকারে তুমি সোমবারে শিব ও শিবার আরাধনা কর। তুমি যদি অতিশয় আপদ্ প্রাপ্ত হইয়া থাক, তাহা হইলেও তাহা হইতে উদ্ধার লাভ করিবে। ঘোর হইতে ঘোর-তর ভয়ঙ্কর মহৎ ক্লেশপ্রাপ্ত হইলেও শিবপ্রভাবে মহৎ ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইবে। এইরূপে সতী সর্ব্বতোভাবে সীমন্তিনীকে অনুশাসন করিয়া প্রস্থিত হইলেন। তখন সেই বরারোহা রাজপুত্রীও সেই অনুসারে কার্য্য করিতে লাগিল। দময়ন্তীতে নলের ইন্দ্রসেনাভিধ সুত উৎপন্ন হয়। তাঁহার চন্দ্রাঙ্গদ নামে চন্দ্রসন্নিভ এক পুত্র হয়। নৃপশ্রেষ্ঠ চিত্রবর্ম্মা নৃপাত্মজ চন্দ্রাঙ্গদকে আহ্বান করিয়া গুরুর আদেশে তাহার করে কন্যা সীমন্তিনীকে প্রদান করেন। ঐ কন্যার সহিত চন্দ্রাঙ্গদের বিবাহ হওয়াতে সেইপুরে অত্যন্ত আনন্দ-উৎসব হইয়াছিল। সে বিবাহে সমস্ত মহীপালদিগের মহান্ সমবায় হইয়া-ছিল। বলী চন্দ্রাঙ্গদ উপযুক্ত কালে ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া কতিপয় মাস সেই শ্বশুরালয়েই বাস করিলেন। একদা ঐ রাজতনয় যমুনার পর-পারে যাইবার জন্য কতিপয় বয়স্যের সহিত লীলা সহকারে তরণীতে আরোহণ করিয়াছিলেন। দৈববশে তরী আবর্ত্তাভিহত হইলে কালিন্দী পার হইতেহইতে রাজপুত্র বিধিবশে নাবিকগণের সহিত নিমজ্জিত হন। তখন কালিন্দীর উভয়তটে সুমহান্ হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। দর্শনকারী সৈন্যগণের প্রলাপ গগন স্পর্শ করিল। জলমগ্ন ব্যক্তিগণের কেহ যমুনার অতল-তলে মিশাইয়া গেল; কেহ বা হাঙ্গরকুম্ভীরাদির উদরসাৎ হইল। অগাধজলমগ্ন রাজপুত্র প্রভৃতিকে একে-বারেই দেখিতে পাওয়া যাইল না। এতাদৃশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা চিত্রবর্ম্মা অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া যমুনাতটে আগমনপূর্ব্বক নষ্টচেষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। মহিষীও তাহা শ্রবণ করিয়া গতচেতনা হইলেন। সীমন্তিনীও তাহা শুনিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। অপরাপর মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজপুরোহিত প্রভৃতি সকলেই শোকসন্তপ্ত হইয়া মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৩৬—৫০। রাজেন্দ্র ইন্দ্রসেনও পুত্রের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহিষীর সহিত নষ্টসংজ্ঞ হইয়া পতিত হইলেন এবং তাঁহার মন্ত্রী, পৌরগণ, জনপদবাসিগণ—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই শোক-বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিল। শোকবশতঃ কেহ বক্ষে আঘাত করিতে লাগিল, কেহ শিরে আঘাত করিতে লাগিল, এবং কেহ কেহ "হা রাজপুত্র! হা তাত! তুমি কোথায় গেলে, তুমি কোথায় গেলে" এই বলিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপে ইন্দ্রসেন নরপতি

ক্ষুব্ধং চিত্রবর্ম্মপুরং তথা॥ ৫৪॥ অথ বৃদ্ধৈঃ সমাশ্বস্তশ্চিত্রবর্ম্মা মহীপতিঃ। শনৈর্নগরমাগত্য সান্ত্বয়ামাস চাত্মজাম্॥ ৫৫॥ স রাজাম্ভসি মগ্নস্য জামাতুস্তস্য বান্ধবৈঃ। আগতৈঃ কারয়ামাস সাকল্যাদৌর্দ্ধদেহিকম্॥ ৫৬॥ সা চ সীমন্তিনী সাধ্বী ভর্ত্তৃলোকমতিঃ সতী। পিত্রা নিষিদ্ধা স্নেহেন বৈধব্যং প্রত্যপদ্যত॥ ৫৭॥ মুনেঃ পত্ন্যোপদিষ্টং যৎ সোমবারব্রতং শুভম্। ন তত্যাজ শুভাচারা বৈধব্যং প্রাপ্তবত্যপি॥ ৫৮॥ এবং চতুর্দ্দশে বর্ষে দুঃখং প্রাপ্য সুদারুণম্। ধ্যায়ন্তী শিবপাদাব্জং বৎসরত্রয়মত্যগাৎ॥ ৫৯॥ পুত্রশোকাদিবোন্মত্তমিন্দ্রসেনং মহীপতিম্। প্রসহ্য তস্য দায়দাঃ সপ্তাঙ্গং জহ্রুরোজসা॥ ৬০॥ হৃতসিংহাসনঃ শূরৈর্দ্দায়াদৈঃ সোঽপ্রজো নৃপঃ। নিগৃহ্য কারাভবনে সপত্নীকো নিবেশিতঃ॥ ৬১॥ চন্দ্রাঙ্গদোঽপি তৎপুত্রো নিমগ্নো যমুনাজলে। অধোঽধোমজ্জমানোঽসৌ দদর্শোরগকামিনীঃ॥৬২॥ জলক্রীড়াসু সক্তাস্তা দৃষ্ট্বা রাজকুমারকম্। বিস্মিতাস্তমথো নিন্যুঃ পাতালং পন্নগালয়ম্॥ ৬৩॥ স নীয়মানস্তরসা পন্নগীভির্নৃপাত্মজঃ। তক্ষকস্য পুরং রম্যং বিবেশ পরমাদ্ভুতম্॥ ৬৪॥ সোঽপশ্যদ্রাজতনয়ো মহেন্দ্রভবনোপমম্। মহারত্নপরিভ্রাজন্ময়ূখপরিদীপিতম্॥ ৬৫॥ বজ্রবৈদূর্য্যপাচাদিপ্রাসাদশতসঙ্কুলম্। মাণিক্যগোপুরদ্বাঃ মুক্তাদামভিরুজ্জ্বলম্॥ ৬৬॥ চন্দ্রকান্তস্থলং রম্যং হেমদ্বারকপাটকম্। অনেকশতসাহস্রমণিদীপবিরাজিতম্॥ ৬৭॥ তত্রাপশ্যৎ সভামধ্যে নিষণ্ণং রত্নবিষ্টরে। তক্ষকং পন্নগাধীশং ফণানেকশতোজ্জ্বলম্॥ ৬৮॥ দিব্যাম্বরধরং দীপ্তং রত্নকুণ্ডলরাজিতম্। নানারত্নপরিক্ষিপ্তমুকুটদ্যুতিরঞ্জিতম্॥ ৬৯॥ ফণামণিময়ূখাঢ্যৈরসংখ্যৈঃ পন্নগোত্তমৈঃ। উপাসিতং প্রাঞ্জলিভিশ্চিত্ররত্নবিভূষিতৈঃ॥ ৭০॥ রূপযৌবনমাধুর্য্যবিলাসগতিশোভিনা। নাগকন্যাসহস্রেণ সমন্তাৎ পরিবারিতম্॥ ৭১॥ দিব্যাভরণদীপ্তাঙ্গং দিব্যচন্দনচর্চ্চিতম্। কালাগ্নিমিব দুর্দ্ধর্ষং তেজসাদিত্যসন্নিভম্॥ ৭২॥ দৃষ্ট্বা রাজসুতো ধীরঃ প্রণিপত্য সভাস্থলে। উত্থিতঃ প্রাঞ্জলিস্তস্য তেজসাক্ষিপ্তলোচনঃ॥ ৭৩॥ নাগরাজোঽপি তং দৃষ্ট্বা রাজপুত্রং মনোরমম্। কোঽয়ং কস্মাদিহায়াত ইতি পপ্রচ্ছ পন্নগীঃ॥ ৭৪॥ তা

ও চিত্রবর্ম্মা নরপতির নগর সহসা শোকাকুল, দীন ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। অনন্তর মহীপতি চিত্রবর্ম্মা বৃদ্ধগণকর্ত্তৃক আশ্বস্ত হইয়া ধীরে ধীরে নগরে আগমনপূর্ব্বক আত্মজাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। রাজা তখন জলমগ্ন জামাতা ও তদ্বান্ধবগণের আনীত শবদেহের একেবারেই ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সতী সাধ্বী সীমন্তিনী ভর্ত্তার অনুগমনে কৃতমতি হইয়াও পিতা কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় বৈধব্য অনুভব করিতে লাগিল। সীমন্তিনী বৈধব্য প্রাপ্ত হইয়াও মুনিপত্নী-উপদিষ্ট সোমবারব্রত পরিত্যাগ করে নাই। বালিকা চতুর্দ্দশবর্ষে ঐ সুদারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিল। শিবপাদাব্জ ধ্যান করিতে করিতে অদ্য তাহার বর্ষত্রয় অতীত হইল। এ দিকে ইন্দ্রসেন নরপতির দায়াদগণ পুত্রশোকে উন্মাদগ্রস্ত ইন্দ্রসেন নরপতিকে বলপ্রয়োগে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য হরণ করিয়া লইল। দায়াদগণ এইরূপে ইন্দ্রসেনের রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পত্নীর সহিত কারারুদ্ধ করিল। তাঁহার পুত্র চন্দ্রাঙ্গদ যমুনাজলে নিমগ্ন হইয়া ক্রমশ নিম্নের দিকে যাইতে যাইতে কতিপয় উরগ-কামিনীর দর্শন লাভ করেন। জলক্রীড়ারতা ঐ নাগকন্যাগণ রাজপুত্রকে যায়। ঐ নৃপাত্মজ পন্নগীগণ কর্ত্তৃক নীয়মান হইয়া তক্ষকের পরমাদ্ভুত রম্য পুরী দেখিতে পান। ঐ পুরী মহেন্দ্রভবনোপম, মহারত্ন-কিরণে প্রদীপ্ত, বজ্র-বৈদূর্য্যময় শত শত প্রাসাদে পরিপূর্ণ, তাহার গোপুর সকল মাণিক্যময়, মুক্তাদামোজ্জ্বল, চন্দ্রকান্তময় স্থলবিশিষ্ট, রম্য, হৈমদ্বারযুক্ত এবং অনেক শত সহস্র মণিপ্রদীপ তথায় প্রজ্বলিত। তত্রত্য সভামধ্যে রাজপুত্র পন্নগাধীশ তক্ষককে রত্নাসনে সমাসীন দেখিলেন। ঐ পন্নগাধীশ অনেক শত ফণা দ্বারা প্রজ্বলিত, দিব্যাম্বরধর, দীপ্ত, রত্নকুসুমযুত, নানা রত্নবিনিন্দী মুকুটের জ্যোতিতে রঞ্জিত, চিত্ররত্ন-বিভূষিত-ফণামণি-ময়ূখাঢ্য, অসংখ্য পন্নগোত্তমগণ কর্ত্তৃক উপাসিত, রূপ-যৌবনের মাধুর্য্য-বিলাসে শোভনগতি, সহস্র সহস্র নাগকন্যাগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবৃত, দিব্যাভরণদীপ্তাঙ্গ, দিব্যচন্দন-চর্চ্চিত, কালাগ্নির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ এবং তেজে আদিত্যসম।৫১—৭২। ধীর নৃপনন্দন সভাস্থলে এবম্প্রকার তক্ষককে দর্শনান্তে তাঁহার তেজে প্রতিহতদৃষ্টি হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে উত্থিত হইলেন। নাগরাজও তাঁহাকে এক মনোরম রাজ-

উচুর্যমুনাতোয়ে দৃষ্টোঽস্মাভির্যদৃচ্ছয়া। অজ্ঞাতকুলনামায়মানীতস্তব সন্নিধিম্ ॥ ৭৫॥ অথ পৃষ্টো রাজপুত্রস্তক্ষকেণ মহাত্মনা। কস্ত্বাসি তনয়ঃ কস্ত্বং কো দেশঃ কথমাগতঃ ॥ ৭৬॥ রাজপুত্রো বচঃ শ্রুত্বা তক্ষকং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৭৭॥ রাজপুত্র উবাচ। অস্তি ভূমণ্ডলে কশ্চিদ্দেশো নিষধসংজ্ঞকঃ। তস্যাধিপোঽভবদ্রাজা নলো নাম মহাযশাঃ। স পুণ্যকীর্ত্তিঃ ক্ষিতিপো দময়ন্তীপতিঃ শুভঃ ॥ ৭৮॥ তস্মাদপীন্দ্রসেনাখ্যস্তস্য পুত্রো মহাবলঃ। চন্দ্রাঙ্গদোঽস্মি নাম্নাহং নবোঢ়ঃ শ্বশুরালয়ে। বিহরন্ যমুনাতোয়ে নিমগ্নো দৈবচোদিতঃ ॥ ৭৯॥ এতাভিঃ পন্নগস্ত্রীভিরানীতোঽস্মি তবান্তিকম্। দৃষ্ট্বাহং তব পাদাব্জং পুণ্যৈর্জন্মান্তরার্জ্জিতৈঃ ॥ ৮০॥ অদ্য ধন্যোঽস্মি ধন্যোঽস্মি কৃতার্থৌ পিতরৌ মম। যৎপ্রেক্ষিতোঽহং কারুণ্যাত্ত্বয়া সম্ভাষিতোঽপি চ ॥ ৮১॥ সূত উবাচ। ইত্যুদারমসম্ভ্রান্তং বচঃ শ্রুত্বাতিপেশলম্। তক্ষকঃ পুনরৌৎসুক্যাদ্বভাষে রাজনন্দনম্ ॥ ৮২॥ তক্ষক উবাচ। ভো ভো নরেন্দ্রদায়াদ মা ভৈষীর্ধীরতাং ব্রজ। সর্ব্বদেবেষু কো দেবো যুস্মাভিঃ পূজ্যতে সদা ॥৮৩॥ রাজপুত্র উবাচ। যো দেবঃ সর্ব্বদেবেষু মহাদেব ইতি স্মৃতঃ। পূজ্যতে স হি বিশ্বাত্মা শিবোঽস্মাভিরুমাপতিঃ ॥ ৮৪॥ যস্য তেজোংশলেশেন রজসা চ প্রজাপতি। কৃতরূপোঽসৃজদ্বিশ্বং স নঃ পূজ্যো মহেশ্বরঃ ॥৮৫॥ যস্যাংশাৎ সাত্ত্বিকং দিব্যং বিভ্রদ্বিষ্ণুঃ সনাতনঃ। বিশ্বং বিভর্ত্তি ভূতাত্মা শিবোঽস্মাভিঃ স পূজ্যতে ॥ ৮৬॥ যস্মাৎশাত্তামসাজ্জাতো রুদ্রঃ কালাগ্নিসন্নিভঃ। বিশ্বমেতদ্ধরত্যন্তে স পূজ্যোঽস্মাভিরীশ্বরঃ ॥ ৮৭॥ যো বিধাতা বিধাতুশ্চ কারণস্যাপি কারণম্। তেজসাং পরমং তেজঃ স শিবো নঃ পরা গতিঃ ॥৮৮॥ যোঽন্তিকস্থোঽপি দূরস্থঃ পাপোপহতচেতসাম্। অপরিচ্ছেদ্যধামাসৌ শিবো নঃ পরমা গতিঃ ॥ ৮৯॥ যোঽগ্নৌ তিষ্ঠতি যো ভূমৌ যো বায়ৌ সলিলে চ যঃ। য আকাশে চ বিশ্বাত্মা স পূজ্যো নঃ সদাশিবঃ ॥৯০॥ যঃ সাক্ষী সর্ব্বভূতানাং য আত্মস্থো নিরঞ্জনঃ। যস্যেচ্ছাবশগো লোকঃ সোঽস্মাভিঃ পূজ্যতে শিবঃ ॥

এই বলিয়া পন্নগীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নাগরাজ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল,—আমরা যমুনাজলে যদৃচ্ছাবশে এই ইঁহাকে দর্শন করিয়াছি, ইহার নাম বা কুল আমরা অবগত নহি; এই অবস্থাতেই আমরা ইহাকে আপনার নিকটে আনয়ন করিয়াছি। অনন্তর মহাত্মা তক্ষক রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কাহার তনয়? কে তুমি? তোমার দেশ কোথায়? কি প্রকারে আগমন করিলে? রাজপুত্র তক্ষক কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন,—ভূমণ্ডলে নিষধ নামে কোন এক দেশ আছে। নল নামে এক মহাযশা ঐ দেশের রাজা ছিলেন। ঐ পুণ্যকীর্ত্তি ক্ষিতিপ দময়ন্তীর পতি। রাজা ইন্দ্রসেন তাঁহাদের পুত্র; আর আমি ইন্দ্রসেন নরপতির পুত্র। আমার নাম চিত্রাঙ্গদ। আমি নববিবাহে শ্বশুরালয়ে আসিয়া যমুনাজলে ক্রীড়া করিতে করিতে দৈববশে জলমগ্ন হই; তাহার পর এই পন্নগীগণ আমায় আপনার নিকটে আনয়ন করিল। আমি জন্মান্তরার্জ্জিত পুণ্যের ফলে আপনার পাদাব্জ দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। আমার মাতাপিতাও ধন্য হইলেন। কেন না, আমি অদ্য আপনাকর্ত্তৃক দৃষ্ট এবং সম্ভাষিত হইলাম। সূত বলিলেন,—তক্ষক এই প্রকার উদার অসম্ভ্রান্ত কোমল বাক্য শুনিয়া ঔৎসুক্য বশতঃ পুনরায় রাজনন্দনকে বলিলেন,—হে রাজকুমার! "মা ভৈষীঃ", ধৈর্য্য ধারণ কর। দেবগণের মধ্যে কোন্ দেবতাকে তোমরা সর্ব্বদা পূজা কর? রাজপুত্র বলিলেন,—যে দেব সকল দেবতার মধ্যে মহাদেব বলিয়া কথিত হন, আমরা সেই বিশ্বাত্মা শিব উমাপতির পূজা করিয়া থাকি। যাঁহার তেজের অংশলেশে প্রজাপতি রজোগুণ দ্বারা কৃতরূপ হইয়া এই বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, সেই মহেশ্বর আমাদের পূজ্য। যাঁহার অংশ হইতে সাত্ত্বিক দিব্য বপু ধারণ করিয়া সনাতন বিষ্ণু এই বিশ্ব প্রতিপালন করেন, সেই ভূতাত্মা শিব, আমাদের পূজ্য। যাঁহার তামস অংশ হইতে উৎপন্ন কালাগ্নি-সন্নিভ রুদ্র এই বিশ্ব সংহার করিয়া থাকেন, সেই ঈশ্বর আমাদিগের পূজ্য। যিনি বিধাতারও বিধাতা কারণেরও কারণ,এবং তেজেরও পরম তেজ, সেই শিব আমাদের পরা গতি। যিনি পাপোপহতচিত্তদিগের নিকটস্থ হইলেও দূরস্থ, এবং অপরিচ্ছেদ্যধামা, সেই শিব আমাদের পরমা গতি। যিনি অগ্নিতে আছেন,—ভূমিতে আছেন,—বায়ুতে আছেন,—সলিলে আছেন,—আকাশে আছেন,সেই বিশ্বাত্মা সদাশিব আমাদের পূজ্য। যিনি সর্ব্বভূতের সাক্ষী, যিনি আত্মস্থ, ও নিরঞ্জন, লোক সকল যাঁহার ইচ্ছাবশবর্ত্তী, সেই শিব আমাদের পূজ্য। যে

৯১॥ যমেকমাদ্যং পুরুষং পুরাণং বদন্তি ভিন্নং গুণবৈকৃতেন। ক্ষেত্রজ্ঞমেকেঽথ তুরীয়মন্তে কূটস্থমন্তে স শিবো গতির্নঃ॥ ৯২॥ যং নাস্পৃশংশ্চৈত্যমচিন্ত্যতত্ত্বং দুরন্তধামানমতৎস্বরূপম্। মনোবচোবৃত্তয় আত্মভাজং স এব পূজ্যঃ পরমঃ শিবো নঃ॥ ৯৩॥ যস্য প্রসাদং প্রতিলভ্য সন্তো বাঞ্ছন্তি নৈন্দ্রং পদমুজ্জ্বলং বা। নিস্তীর্ণকর্ম্মার্গলকালচক্রাশ্চরন্ত্যভীতাঃ স শিবো গতির্নঃ॥ ৯৪॥ যস্য স্মৃতিঃ সকলপাপরুজাং বিঘাতং সদ্যঃ করোত্যপি চ পুক্কসজন্মভাজাম্। যস্য স্বরূপমখিলং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যং তস্মৈ শিবায় সততং করবাম পূজাম্॥ ৯৫॥ যন্মূর্দ্ধ্নি লব্ধনিলয়া সুরলোকসিন্ধুর্যস্যাঙ্গগা ভগবতী জগদম্বিকা চ। যৎকুণ্ডলে ত্বহহ তক্ষকবাসুকী দ্বৌ সোঽস্মাকমেব গতিরর্দ্ধশশাঙ্কমৌলিঃ॥ ৯৬॥ জয়তি নিগমচূড়াগ্রেষু যস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মং জয়তি চ হৃদি নিত্যং যোগিনাং যস্য মূর্ত্তিঃ। জয়তি সকলতত্ত্বোদ্ভাসনং যস্য মূর্ত্তিঃ স বিজিতগুণসর্গঃ পূজ্যতেঽস্মাভিরীশঃ॥ ৯৭॥ সূত উবাচ। ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য তক্ষকঃ প্রীতমানসঃ। জাতভক্তির্ম্মহাদেবে রাজপুত্রমভাষত॥ ৯৮॥ তক্ষক উবাচ। পরিতুষ্টোঽস্মি ভদ্রং স্তাত্তব রাজেন্দ্রনন্দন। বালোঽপি যৎপরং তত্ত্বং বেৎসি শৈবং পরাৎপরম্॥ ৯৯॥ এষ রত্নময়ো লোক এতাশ্চারুদৃশোঽবলাঃ। এতে কল্পদ্রুমাঃ সর্ব্বে বাপ্যোঽমৃতরসাম্ভসঃ॥ ১০০॥ নাত্র মৃত্যুভয়ং ঘোরং ন জরারোগপীড়নম্। যথেষ্টং বিহরাত্রৈব ভুঙ্ক্ষ ভোগান্ যথোচিতান্॥১০১॥ ইত্যুক্তো নাগরাজেন স রাজেন্দ্রকুমারকঃ। প্রত্যুবাচ পরং প্রীত্যা কৃতাঞ্জলিরুদারধীঃ॥ ১০২॥ কৃতদারোঽস্ম্যহং কালে সুব্রতা গৃহিণী মম। শিবপূজাপরা নিত্যং পিতরাবেকপুত্রকৌ॥ ১০৩। তে ত্বদ্য মাং মৃতং মত্বা শোকেন মহতাবৃতাঃ। প্রায়ঃপ্রাণৈর্ব্বিযুজ্যন্তে দৈবাৎ প্রাণান্ বহন্তি বা॥১০৪॥ অতো ময়া বহুতিথং নাত্র স্থেয়ং কথঞ্চন। তমেব লোকং কৃপয়া মাং প্রাপয়িতুমর্হসি॥ ১০৫॥ ইত্যুক্তবন্তং নরদেবপুত্রং দিব্যৈর্ব্বরান্নৈঃ সুরপাদপোত্থৈঃ। আপ্যায়য়িত্বা বরগন্ধবাসঃস্রগ্রত্নদিব্যাভরণৈর্ব্বিচিত্রৈঃ॥ ১০৬॥ সন্তোষয়িত্বা বিবিধৈশ্চ ভোগৈঃ পুনর্ব্বভাষে ভুজগাধিরাজঃ। যদা যদা ত্বং স্মরসি ত্বদগ্রে তদা

একমাত্র আদ্য পুরাণ পুরুষকে গুণবিকৃতিবশে কেহ ক্ষেত্রজ্ঞ, কেহ তুরীয়, কেহ কূটস্থ, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া থাকে, সেই শিবই আমাদের গতি। জনগণের বাঙ্মনোবৃত্তি যে চৈত্য অচিন্ত্যতত্ত্ব দুরন্তধামা অতৎস্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেই আত্মস্বরূপ শিবই আমাদের পরম-পূজনীয়। যাঁহারা কর্ম্মার্গলরূপ কালচক্র হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, এবম্ভূত নির্ভীক সুধীগণ যাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া উজ্জ্বল ইন্দ্রপদও বাঞ্ছা করেন না; সেই শিবই আমাদের গতি। যাঁহার স্মৃতি চণ্ডালজাতিরও সকল প্রকার পাপ ও রোগের বিনাশ করে, যাঁহার স্বরূপ, নিখিল শ্রুতি অন্বেষণ করে, সেই শিবকে আমরা সতত পূজা করিয়া থাকি। যাঁহার মস্তকে সুরলোকসিন্ধু আশ্রয় লইয়াছেন, জগদম্বিকা ভগবতী যাঁহার অঙ্গস্থিতা, অহো! তক্ষক ও বাসুকি যাঁহার কুণ্ডলযুগল, সেই অর্দ্ধশশাঙ্কমৌলিই আমাদের গতি। যাঁহার পাদপদ্ম নিগমচূড়ার অগ্রে, যাঁহার মূর্ত্তি যোগি-হৃদয়ে বিরাজিত ও সকল তত্ত্বের উদ্ভাবক, সেই বিজিত-গুণসর্গ ঈশ, আমাদের পূজনীয়। সূত বলিলেন,—তক্ষক রাজকুমারের বাক্যে প্রীত হইয়া ঐ মহাদেবভক্তকে বলিলেন,—হে রাজেন্দ্রনন্দন! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি; যে হেতু তুমি বালক হইয়াও পরাৎপর পরম শৈব তত্ত্ব অবগত হইয়াছ। এই রত্নময় লোক, এই সকল চারুনয়না অবলা, এই সকল কল্পদ্রুম, অমৃতরসপূর্ণ এই বাপী; এখানে ঘোর মৃত্যুভয় নাই, জরা ও রোগের পীড়ন নাই, এই স্থানে তুমি যথেচ্ছ বিহার কর; যথোচিত ভোগ সকল উপভোগ কর। রাজকুমার নাগরাজ কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া উদার বাক্যে নাগরাজকে বলিলেন,—হে নাগরাজ! আমি যথাসময়ে বিবাহ করিয়াছি; আমার গৃহিণী সুব্রতা; সে নিত্যই শিবপূজাপরায়ণা। আর আমি মাতাপিতার একমাত্র পুত্র। তাঁহারা আমাকে মৃত মনে করিয়া মহৎ শোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; সম্ভবতঃ তাঁহারা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। দৈবাৎ যদি বাঁচিয়া থাকেন। অতএব এখানে আমার বহুকাল থাকা কোন ক্রমেই উচিত নহে। আপনি কৃপা করিয়া আমায় বাড়ী পৌঁছাইয়া দিন।৯১—১০৫। রাজপুত্র এরূপ বলিলে ভুজগরাজ সুরপাদপ-লব্ধ দিব্য অন্নশ্রেষ্ঠ গন্ধ, শ্রেষ্ঠ বাস, স্রক্, রত্ন ও দিব্য বিচিত্র আভরণ প্রভৃতি বিবিধ ভোগ্যবস্তু প্রদানে তাঁহাকে আপ্যায়িত ও তোষিত করিয়া পুনরায় বলিলেন,—যখন যখন তুমি আমাকে [illegible]

তদাবিক্রিয়তে গম্যেতি ॥ ১০৭ ॥ পুনশ্চ রাজপুত্রায় তক্ষকোঽশ্বঞ্চ কামগম্। নানাদ্বীপসমুদ্রেষু লোকেষু চ নিরর্গলম্ ॥ ১০৮ ॥ দত্তবান্ রত্নাভরণদিব্যাভরণবাসসাম্। বাহনায় দদাবেকং রাক্ষসং পন্নগেশ্বরঃ ॥ ১০৯ ॥ তৎসহায়ার্থমেকঞ্চ পন্নগেন্দ্রকুমারকম্। নিযুজ্য তক্ষকঃ প্রীত্যা গচ্ছেতি বিসসর্জ্জ তম্ ॥ ১১০ ॥ ইতি চন্দ্রাঙ্গদঃ সোঽথ সংগৃহ্য বিবিধং ধনম্। অশ্বং কামগমারুহ্য তাভ্যাং সহ বিনির্যযৌ ॥ ১১১ ॥ স মুহূর্ত্তাদিবোন্মজ্জ্য তস্মাদেব সরিজ্জলাৎ। বিজহার তটে রম্যে দিব্যমারুহ্য বাজিনম্ ॥ ১১২ ॥ অথাস্মিন্ সময়ে তন্বী সা চ সীমন্তিনী সতী। স্নাতুং সমাযযৌ তত্র সখীভিঃ পরিবারিতা ॥ ১১৩ ॥ সা দদর্শ নদীতীরে বিহরন্তং নৃপাত্মজম্। রক্ষসা নররূপেণ নাগপুত্রেণ চান্বিতম্ ॥ ১১৪ ॥ দিব্যরত্নসমাকীর্ণং দিব্যমাল্যাবতংসকম্। দেহেন দিব্যগন্ধেন ব্যাক্ষিপ্তদশযোজনম্ ॥ ১১৫ ॥ তমপূর্ব্বাকৃতিং বীক্ষ্য দিব্যাশ্বমধিসংস্থিতম্। জড়োন্ম-

তখন আমি তোমার অগ্রে উপস্থিত হইব। এই বলিয়া তিনি রাজপুত্রকে বাহনের নিমিত্ত এক কামগামী অশ্ব প্রদান করিলেন। ঐ অশ্ব নানা দ্বীপ, নানা সমুদ্র, ও নানা লোকে অপ্রতিহতগতি। পন্নগরাজ, প্রভূত দিব্য আভরণ,রত্ন ও বস্ত্রাদিও প্রদান করিলেন এবং তৎসমস্ত বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য একজন রাক্ষসকে, আর রাজপুত্রের সহায়তার নিমিত্ত একজন পন্নগরাজকুমারকেও তাঁহার সহিত প্রেরণ করিলেন। এই সকল প্রদান করিয়া নাগরাজ "তবে এখন এস" এই বলিয়া রাজপুত্রকে প্রীতিসহকারে বিদায় করিলেন। চন্দ্রাঙ্গদ তখন বিবিধ ধনরত্ন গ্রহণ করিয়া কামগামী যানারোহণে তাহাদের সহিত নাগপুরী হইতে নির্গত হইলেন। রাজপুত্র, ডুব দিয়ে ওঠার ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে সেই সরিজ্জল হইতে উত্থিত হইয়া দিব্য তুরগে আরোহণ করত রমণীয় সরিত্তটে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এহেন সময়ে সেই তন্বী সতী সীমন্তিনী স্নান করিতে আসিয়াছিল। সখীগণ তাহার সঙ্গে রহিয়াছে। সে নদীতীরে নৃপাত্মজকে বিচরণ করিতে দেখিল। আরও দেখিল—একটী নররূপী রাক্ষস ও একটী নাগপুত্র তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে। তিনি দিব্য রত্নরাজিত, তাঁহার মস্তকে মাল্যদাম বিজড়িত, তাঁহার দেহের দিব্যগন্ধে দশযোজন-পরিমিত স্থান আমোদিত করিয়াছে ; তাঁহার রূপ অপূর্ব্ব, তিনি দিব্য

অশ্বে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে এরূপ ত্তেব ভীতেব তস্থৌ তন্ন্যস্তলোচনা ॥ ১১৬ ॥ তাঞ্চ রাজেন্দ্রপুত্রোঽসৌ দৃষ্টপূর্ব্বামিতি স্মরন্। নির্ম্মুক্তকণ্ঠাভরণাং কণ্ঠসূত্রবিবর্জ্জিতাম্ ॥ ১১৭ ॥ অসংযোজিতধম্মিল্লমঙ্গরাগবিবর্জ্জিতাম্ ॥ ত্যক্তনীলাঞ্জনাপাঙ্গীং কৃশাঙ্গীং শোকদূষিতাম্ ॥ ১১৮ ॥ দৃষ্ট্বাবতীর্য্য তুরগাদুপবিষ্টঃ সরিত্তটে। তামাহূয় বরারোহামুপবেশ্যেদমব্রবীৎ ॥ ১১৯ ॥ কা ত্বং কস্য কলত্রং বা কস্যাসি তনয়া সতী। কিমিদং তেঽঙ্গনে বাল্যে দুঃসহং শোকলক্ষণম্ ॥ ১২০ ॥ ইতি স্নেহেন সম্পৃষ্টা সা বধূরশ্রুলোচনা। লজ্জিতা স্বয়মাখ্যাতুং তৎসখী সর্ব্বমব্রবীৎ ॥ ১২১ ॥ ইয়ং সীমন্তিনী নাম্না স্নুষা নিষধভূপতেঃ। চন্দ্রাঙ্গদস্য মহিষী তনয়া চিত্রবর্ম্মণঃ ॥ ১২২ ॥ অস্যাঃ পতির্দৈববযোগান্নিমগ্নোঽস্মিন্মহাজলে। তেনেয়ং প্রাপ্তবৈধব্যা বালা দুঃখেন শোষিতা ॥ ১২৩ ॥ এবং বর্ষত্রয়ং নীতং শোকেনাতিবলীয়সা। অদ্যেন্দুবারে সম্প্রাপ্তে স্নাতুমত্র সমাগতা ॥ ১২৪ ॥ শ্বশুরোঽস্যাশ্চ রাজেন্দ্রো

দেখিয়া বালিকা জড়ের ন্যায়, উন্মত্তার ন্যায়, ভীতার ন্যায় হইয়া তাঁহাতেই লোচন ন্যস্ত করিয়া রহিল। রাজপুত্র তাহাকে পূর্ব্বে কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। বালিকা কণ্ঠাভরণ উন্মোচন করিয়াছে। কণ্ঠসূত্র খুলিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কেশপাশ অসংযত। অঙ্গরাগ নাই, তাহার অপাঙ্গ নীলাঞ্জন-পরিশূন্য। অঙ্গ কৃশ হইয়াছে, শোকে তাহার লাবণ্য দূষিত করিয়াছে। এরূপ বালিকাকে দর্শন করিয়া রাজপুত্র অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক সরিত্তটে তাহাকে আহ্বান করিয়া নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—অয়ি সতি! কে তুমি কাহার কলত্র? কিজন্য তোমার এ বাল্যাবস্থায় দুঃসহ শোকলক্ষণ প্রকাশমান ?১০৬—১২০। বালিকা রাজপুত্রকর্ত্তৃক এইরূপ স্নেহপৃষ্টা হইলে তাহার লোচন অশ্রুপূর্ণ হইল ; লজ্জায় সে কথা কহিতে পারিল না। তাহার সখীসকলে বলিল,—এই বালিকার নাম সীমন্তিনী; ইনি নিষধরাজের স্নুষা—যুবরাজ চন্দ্রাঙ্গদের মহিষী,—রাজা চিত্রবর্ম্মার তনয়া। ইঁহার পতি দৈবযোগে এই যমুনাজলে নিমগ্ন হন। এজন্য রাজকুমারী বিধবা হইয়া দুঃখে শুষ্ক হইতেছেন। ইনি এই তীব্রশোকে তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করিলেন। অদ্য সোমবার দিনে ইনি এইখানে স্নান করিতে আসিয়াছেন। ইঁহার শ্বশুর একজন শ্রেষ্ঠ রাজা

হৃতরাজ্যশ্চ শত্রুভিঃ। বলাদ্‌গৃহীতো বদ্ধশ্চ সভার্য্যস্তদ্বশে স্থিতঃ॥ ১২৫॥ তথাপ্যেষা শুভাচারা সোমবারে মহেশ্বরম্। সাম্বিকং পরয়া ভক্ত্যা পূজয়ত্যমলাশয়া॥ ১২৬॥ সূত উবাচ। ইত্থং সখীমুখেনৈব সর্ব্বমাবেদ্য সুব্রতা। ততঃ সীমন্তিনী প্রাহ স্বয়মেব নৃপাত্মজম্॥ ১২৭॥ কস্ত্বং কন্দর্প-সঙ্কাশঃ কাবিমৌ তব পার্শ্বগৌ। দেবো নরেন্দ্রঃ সিদ্ধো বা গন্ধর্ব্বো বাথ কিন্নরঃ॥ ১২৮॥ কিমর্থং মম বৃত্তান্তং স্নেহবানিব পৃচ্ছসি। কিং মাং বেৎসি মহাবাহো দৃষ্টবান্ কিমু কুত্রচিৎ॥ ২৯। দৃষ্টপূর্ব্ব ইবাভাসি ময়া চ স্বজনো যথা। সর্ব্বং কথয় তত্ত্বেন সত্যসারা হি সাধবঃ॥ ১৩০॥ সূত উবাচ। এতাবদুক্ত্বা নরদেবপুত্রী সবাষ্পকণ্ঠং সুচিরং রুরোদ। মুমোহ ভূমৌ পতিতা সখীভির্ব্বৃতা ন কিঞ্চিৎ কথিতুং শশাক॥ ১৩১॥ শ্রুত্বা চন্দ্রাঙ্গদঃ সর্ব্বং প্রিয়ায়াঃ শোককারণম্। মুহূর্ত্তমভবত্তূষ্ণীং স্বয়ং শোকসমাকুলঃ॥ ১৩২॥ অথাশ্বাস্য প্রিয়াং তন্বীং বিবিধৈর্ব্বাক্যনৈপুণৈঃ। সিদ্ধা নাম বয়ং দেবাঃ কামগা ইতি সোঽব্রবীৎ॥ ১৩৩॥ ততো বলাদিবাকৃষ্য পাণিগ্রহণশঙ্কিতাম্। পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গীং তাং কর্ণে ত্বিদমব্রবীৎ॥ ১৩৪॥ ক্বাপি লোকে ময়া দৃষ্টস্তব ভর্ত্তা বরাননে। ত্বদ্‌ব্রতাচরণাৎ প্রীতঃ সদ্য এবাগমিষ্যতি॥ ১৩৫॥ অপনেষ্যতি তে শোকং দ্বিত্রৈরেব দিনৈর্ধ্রুবম্। এতচ্ছংসিতুমায়াতস্তব ভর্ত্তুঃ সখাপ্যহম্॥ ১৩৬॥ অত্র কার্য্যো ন সন্দেহঃ শপামি শিবপাদয়োঃ। তাবত্ত্বদ্ধৃদয়ে স্থেয়ং ন প্রকাশ্যঞ্চ কুত্রচিৎ॥ ১৩৭॥ সা তু তদ্বচনং শ্রুত্বা সুধাধারাশতাধিকম্। সম্ভ্রমোদ্‌ভ্রান্তনয়না তমেব মুহুরৈক্ষত॥ ১৩৮॥ প্রেমবন্ধানুগুণিতং বাক্যং চাহ রসায়নম্। বিভ্রমোদারসহিতং মধুরাপাঙ্গ-বীক্ষণম্॥ ১৩৯॥ স্বপাণিস্পর্শনোদ্ভিন্নপুলকাঞ্চিত-বিগ্রহম্। পূর্ব্বদৃষ্টানি চাঙ্গেষু লক্ষণানি স্বরাদিষু। বয়ঃপ্রমাণং বর্ণঞ্চ পরীক্ষ্য নমতর্কয়ৎ॥ ১৪০॥ এষ এব পতির্ম্মে স্যাদ্‌ধ্রুবং নান্যো ভবিষ্যতি। অস্মিন্নেব প্রসক্তং মে হৃদয়ং প্রেমকাতরম্॥ ১৪১॥ পরলোকাদহিয়াতঃ কথমেবংস্বরূপধৃক্। দুর্ভাগ্যায়াঃ

ছিলেন। তিনি শত্রু কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়াছিলেন। শত্রুগণ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহার ভার্য্যার সহিত বন্দী করিয়াছে। তথাপি এই শুভাচারা রাজবালা অম্বিকার সহিত মহেশ্বরের পূজা করেন। সূত বলিলেন—সুব্রতা সীমন্তিনী সখীমুখে সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিয়া স্বয়ং নৃপাত্মজকে জিজ্ঞাসা করেন,—আপনি কে? আপনার পার্শ্বচরদ্বয়ই বা কে? আপনি দেব, নরেন্দ্র, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, না কিন্নর? কিজন্য আপনি স্নেহপরবশ হইয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন? হে মহাবাহো! আপনি কি আমাকে জানেন? না কোথাও আমার মত কন্যা দেখিয়াছিলেন? আপনাকে যেন আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইতেছে; আপনাকে আত্মীয় বলিয়া মনে হইতেছে, আপনি আমাকে সত্য পরিচয় দিন; যে হেতু সাধুগণ সত্যসার। সূত বলিলেন,—রাজপুত্রী এই কথা বলিয়া বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে ভূমিতে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। সখীগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। চন্দ্রাঙ্গদ তখন প্রিয়ার শোক-কারণ অবগত হইয়া অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া পড়িলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল মৌনভাবে থাকিলেন। তিনি স্বীয় প্রিয়া তন্বীকে বিবিধ নিপুণ বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—আমরা সিদ্ধ-নামক কামগ দেবতা। অনন্তর রাজপুত্র সহসা তাহার হাত টানিয়া ধরিলেন; তাহাতে রাজকন্যা শঙ্কিতা হইলেন অথচ পুলকে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আকুল হইল; তদবস্থায় ঐ কন্যাকে রাজপুত্র কাণে কাণে বলিলেন,—অয়ি বরাননে! আমি কোন এক স্থানে তোমার ভর্ত্তাকে দেখিয়াছিলাম। তোমার ব্রতাচরণের বলে সদ্যই তিনি আসিবেন। আসিয়া—তিনি দুই তিন দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই তোমার শোকাপনয়ন করিবেন। আমি তোমার ভর্ত্তার সখা, তোমাকে এই কথা বলিবার জন্য আসিয়াছি; তুমি সন্দেহ করিও না। শিবচরণে দিব্য করিয়া বলিতেছি। যে কয়দিন তিনি না আসেন, সে কয়দিন তুমি একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। ১২১—১৩৭। রাজকুমারী তাঁহার শতসুধারাধিক কথা শুনিয়া সসম্ভ্রমোদ্‌ভ্রান্ত-নয়নে তাঁহাকে পুনঃপুনঃ দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন,—সেই আগন্তুক ব্যক্তি প্রেমবন্ধানুগুণিত, রসায়ন বাক্য বলিতেছেন; বিভ্রমোদার সহিত, মধুরাপাঙ্গবীক্ষণ করিতেছেন, তাঁহার পাণিস্পর্শে তদীয় গাত্রে পুলকোদ্গম হইয়াছে, তাঁহার গাত্রের লক্ষণ সকল দেখিয়া এবং স্বরাদি শুনিয়া বয়ঃপ্রমাণ এবং বর্ণ দেখিয়া বালিকা তর্ক করিয়াছিল—ইনিই আমার পতি, অন্য আর কেহ নহে; ইহাঁতেই আমার হৃদয় প্রেমকাতর হইয়াছে।

কথং মে স্বান্তর্ভুর্নষ্টস্য দর্শনম্॥ ১৪২॥ স্বপ্নোঽহয়ং কিমু ন স্বপ্নো ভ্রমোঽহয়ং কিং তু ন ভ্রমঃ। এষ ধূর্ত্তোঽথবা কশ্চিদ্ যক্ষো গন্ধর্ব এব বা॥ ১৪৩॥ মুনিপত্ন্যা যদুক্তং মে পরমাপদ্গতাপি চ। ব্রতমেতৎ কুরুষেতি তস্য বা ফলমেব বা॥ ১৪৪॥ যো বর্ষাযুতসৌভাগ্যং মমেত্যাহ দ্বিজোত্তমঃ। নূনং তস্য বচঃ সত্যং কো বিদ্যাদীশ্বরং বিনা॥ ১৪৫॥ নিমিত্তানি চ দৃশ্যন্তে মঙ্গলানি দিনে দিনে। প্রসন্নে পার্ব্বতীনাথে কিমসাধ্যং শরীরিণাম্॥ ১৪৬॥ ইত্থং বিমৃশ্য বহুধা তাং পুনর্মুক্তসংশয়াম্। লজ্জানম্রমুখীং কর্ণে শশংসাত্মপ্রয়োজনম্॥ ১৪৭॥ ইমং বৃত্তান্তমাখ্যাতুং তৎপিত্রোঃ শোকতপ্তয়োঃ। গচ্ছামঃ স্বস্তি তে ভদ্রে সদ্যঃ পতিমবাপ্স্যসি॥১৪৮॥ ইত্যুক্ত্বাশ্বং সমারুহ্য জগাম নৃপনন্দনঃ। তাভ্যাং সহ নিজং রাষ্ট্রং প্রত্যপদ্যত তৎক্ষণাৎ॥ ১৪৯॥ স পুরোপবনাভ্যাসে স্থিত্বা তং ফণিপুত্রকম্। বিসসর্জ্জাত্মদায়াদান্নৃপাসনগতান্ প্রতি॥ ১৫০॥ স গত্বোবাচ তান্ শীঘ্রমিন্দ্রসেনো বিমুচ্যতাম্। চন্দ্রাঙ্গদস্তস্য সুতঃ প্রাপ্তোঽহয়ং পন্নগালয়াৎ॥ ১৫১॥ নৃপাসনং বিমুঞ্চন্তু ভবন্তো ন বিচার্য্যতাম্। নো চেচ্চন্দ্রাঙ্গদস্যাশু বাণাঃ প্রাণান্ হরন্তি বঃ॥ ১৫২॥ স মগ্নো যমুনাতোয়ে গত্বা তক্ষকমন্দিরম্। লব্ধা চ তস্য সাহায্যং পুনর্লোকাদিহাগতঃ॥ ১৫৩॥ ইত্যাখ্যাতমশেষেণ তদ্বৃত্তান্তং নিশম্য তে। সাধুসাধ্বিতি সম্ভ্রান্তাঃ শশংসুঃ পরিপন্থিনঃ॥ ১৫৪॥ অথেন্দ্রসেনায় নিবেদ্য সত্বরং নষ্টস্য পুত্রস্য পুনঃ সমাগমম্। প্রসাদ্য তং প্রাপ্তনরেশ্বরাসনং দায়াদমুখ্যাস্ত ভয়ং প্রপেদিরে॥ ১৫৫॥ অথ পৌরজনাঃ সর্ব্বে পুরোদ্যানে নৃপাত্মজম্। দৃষ্ট্বা রাজ্ঞে দ্রুতং প্রোচুর্দ্দেভিরে চ মহাধনম্॥ ১৫৬॥ আকর্ণ্য পুত্রমায়ান্তং রাজানন্দজলাপ্লুতঃ। ন ব্যজানাদিমং লোকং রাজ্ঞী চ পরয়া মুদা॥ ১৫৭॥ অথ নাগরিকাঃ সর্ব্বে মন্ত্রিবৃদ্ধাঃ পুরোধসঃ। প্রত্যুদ্গম্য পরিষ্বজ্য

পরলোক হইতে কিপ্রকারে স্বরূপ ধারণ করিয়া ইনি এখানে আসিলেন? এই দুর্ভাগিনীর কি প্রকারে নষ্ট ভর্ত্তার দর্শন সম্ভবিতে পারে? তবে কি ইহা স্বপ্ন! না—স্বপ্নও নয়; তবে কি ইহা ভ্রম! না না ভ্রমও নয়; অথবা এ কোন ধূর্ত্ত যক্ষ অথবা গন্ধর্ব! মুনিপত্নী আমাকে যে পরমাদ্ভুত কথা বলিয়াছিলেন, পরমাপদ্‌গতা হইয়াও এই ব্রত করিবে। সেই ব্রতের বা ইহা ফল। এক দ্বিজসত্তম আমার অযুত বর্ষ সৌভাগ্য বলিষাছিলেন। নিশ্চিতই তাঁহারই বাক্য সত্য হইতেছে। ঈশ্বর ব্যতিরেকে ইহা কে জানে? দিন দিন মঙ্গল নিমিত্ত সকল দেখিতেছি। পার্ব্বতীনাথ প্রসন্ন হইলে মানবের সমস্তই সুলভ হয়? এইরূপ বহু বিকল্প করিয়া বালিকা সন্দেহদোলাধিরূঢ় হইলে রাজপুত্র তাহার কাণে কাণে বলিলেন। তখন বালিকা লজ্জাবনতমুখী হইল। তিনি বলিলেন,—আমি তদীয় শোকসন্তপ্ত মাতা-পিতাকে এই বৃত্তান্ত জানাইবার জন্য তাঁহাদের বাড়ী যাইব। হে কল্যাণি! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি সদ্যই পতি লাভ করিবে। বালিকাকে এই কথা বলিয়া রাজপুত্র অশ্বারোহণে সহচরদ্বয়ের সহিত নিজরাষ্ট্র উদ্দেশে যাত্রা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তথায় পৌছিলেন। তিনি নগরের উপবনসন্নিধানে অবস্থিত হইয়া প্রথমে ফণিপুত্রকে রাজসিংহাসনাধিরূঢ় জ্ঞাতিশত্রুগণের প্রতি প্রেরণ করিলেন। ফণিপুত্র সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—আপনারা রাজা ইন্দ্রসেনকে সত্বর মোচন করুন। তাঁহার পুত্র চন্দ্রাঙ্গদ পন্নগালয় হইতে সমাগত হইয়াছেন। রাজাসন পরিত্যাগ করুন, এ বিষয়ে আর ইতস্তত করিবেন না। এ বিষয়ে শৈথিল্য করিলে কুমার চন্দ্রাঙ্গদের বাণসমূহ সত্বর আপনাদের প্রাণ সংহার করিবে। কুমার চন্দ্রাঙ্গদ যমুনাজলে মগ্ন হইয়াছিলেন। ঐ অবস্থায় তিনি নাগরাজ তক্ষকের আলয়ে উপস্থিত হন। সেখানে গিয়া তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় তিনি এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। দায়াদগণ ফণিপুত্রের প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সাধু সাধু বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন এবং ইন্দ্রসেনকে সত্বর মৃত পুত্রের পুনরাগমন-সংবাদ দিয়া অধিকৃত সিংহাসন তাঁহাকে পুনরায় প্রত্যর্পণ করিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে দায়াদগণ ভীত ও ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন। অনন্তর পৌরগণ মিলিত হইয়া পুরোদ্যানে নৃপনন্দনকে দর্শন দিলেন এবং দ্রুতগতিতে আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন। রাজা আনন্দিত হইয়া তাহাদিগকে বহু ধন প্রদান করিলেন। মৃত পুত্রের পুনরাগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজা আনন্দাশ্রুধারায় নিমগ্ন হইলেন, আর রাজ্ঞী ব্রহ্মানন্দ লাভ করার ন্যায় আনন্দাতিশয্যে এই লোকের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অনন্তর নাগরিকগণ ও মন্ত্রিবৃদ্ধ পুরোধাগণ সকলে মিলিত হইয়া

ত্তমানিষ্যন্নৃপাস্তিকম্ ॥ ১৫৮ ॥ অথোৎসবেন মহতা প্রবিশ্য নিজমন্দিরম্। রাজপুত্রঃ স্বপিতরৌ ববন্দে বাষ্পমুৎসৃজন্॥ ১৫৯ ॥ তং পাদমূলে পতিতং স্বপুত্রং বিবেদ নাসৌ পৃথিবীপতিঃ ক্ষণম্। প্রবোধিতোঽমাত্যজনৈঃ কথঞ্চিদুত্থাপ্য ক্লিন্নেন হৃদালিলিঙ্গ ॥ ১৬০ ॥ ক্রমেণ মাতৃরভিবন্দ্য তাভিঃ প্রবর্দ্ধিতাশীঃ প্রণয়াকুলাভিঃ। আলিঙ্গিতঃ পৌরজনানশেষান্ সম্ভাবয়ামাস স রাজসূনুঃ ॥১৬১॥ তেষাং মধ্যে সমাসীনঃ স্ববৃত্তান্তমশেষতঃ। পিত্রে নিবেদয়ামাস তক্ষকস্য চ মিত্রতাম্॥ ১৬২ ॥ দত্তং ভুজঙ্গরাজেন রত্নাদিধনসঞ্চয়ম্। দিব্যং তদ্রাক্ষসানীতং পিত্রে সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ॥ ১৬৩ ॥ রাজপুত্রস্য চরিতং দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ বিহ্বলঃ। মেনে স্নুষায়াঃ সৌভাগ্যং মহেশারাধনার্জ্জিতম্ ॥ ১৬৪ ॥ সৌমাঙ্গল্যময়ীং বার্ত্তামিমাং নিষধভূপতিঃ। চারৈর্নিবেদয়ামাস চিত্রবর্ম্মমহীপতেঃ॥ ১৬৫ ॥ শ্রুত্বামৃতময়ীং বার্ত্তাং স সমুত্থায় সম্ভ্রমাৎ। তেভ্যো দত্ত্বা ধনং ভূরি ননর্ত্তানন্দবিহ্বলঃ॥ ১৬৬ ॥ অথাহূয় স্বতনয়াং পরিষ্বজ্যাশ্রুলোচনঃ। ভূষণৈর্ভূষয়ামাস ত্যক্তবৈধব্যলক্ষণাম্ ॥ ১৬৭ ॥ অথোৎসবো মহানাসীদ্রাষ্ট্রগ্রামপুরাদিষু। সীমন্তিন্যাঃ শুভাচারং শশংসুঃ সর্ব্বতো জনাঃ ॥ ১৬৮ ॥ চিত্রবর্ম্মাথ নৃপতিঃ সমাহূয়েন্দ্রসেনজম্। পুনর্ব্বিবাহবিধিনা সুতাং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥ ১৬৯ ॥ চন্দ্রাঙ্গদোঽপি রত্নাদ্যৈরানীতৈস্তক্ষকালয়াৎ। স্বাং পত্নীং ভূষয়াঞ্চক্রে মর্ত্ত্যানামতিদুর্লভৈঃ ॥ ১৭০ ॥ অঙ্গরাগেণ দিব্যেন তপ্তকাঞ্চনশোভিনা। শুশুভে সা সুগন্ধেন দশযোজনগামিনা ॥ ১৭১ ॥ অম্লানমালয়া শশ্বৎ পদ্মকিঞ্জল্কবর্ণয়া। কল্পদ্রুমোত্থয়া বালা ভূষিতা শুশুভে সতী ॥ ১৭২ ॥ এবং চন্দ্রাঙ্গদঃ পত্নীমবাপ্য সময়ে শুভে। যযৌ স্বনগরীং ভূয়ঃ শ্বশুরেণানুমোদিতঃ ॥১৭৩॥ ইন্দ্রসেনোঽপি রাজেন্দ্রো রাজ্যে স্থাপ্য নিজাত্মজম্। তপসা শিবমারাধ্য লেভে সংযমিনাং গতিম্ ॥ ১৭৪ ॥

নৃপনন্দনের নিকটে গমন করিয়া আলিঙ্গন করত তাঁহাকে নৃপসন্নিধানে আনয়ন করিলেন। অনন্তর রাজপুত্র মহাসমারোহে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অশ্রু মোচন করিতে করিতে মাতা-পিতার চরণ বন্দনা করিলেন। রাজপুত্র পিতার পাদমূলে পতিত হইলে রাজা তাঁহাকে স্বপুত্র বলিয়া ধারণা করিতে পারিলেন না। অনন্তর মন্ত্রিগণ রাজাকে বুঝাইয়া দিলে তখন কষ্টেস্থষ্টে উত্থিত হইয়া স্নেহযুক্ত হৃদয়ে কুমারকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে তিনি অপরাপর স্ত্রীজনের ও মাতার চরণবন্দনা করিলে তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে আশীর্ব্বাদে বর্দ্ধিত করিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া কুমার অসংখ্য পৌরজনকে প্রীতিসম্ভাষণ দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিলেন। রাজপুত্র তাঁহাদের নিকট সমাসীন হইয়া অশেষরূপে স্ববৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তক্ষকের সহিত তাঁহার মিত্রতা তিনি পিতার গোচর করিলেন। ভুজগরাজ রত্নাদি যাহা প্রদান করিয়াছিলেন,—যে সকল দ্রব্য তক্ষক-প্রেরিত রাক্ষস বহন করিয়া আনিয়াছিল, তৎসমস্তই পিতার নিকট নিবেদন করিলেন। তাঁহারা রাজপুত্রের চরিত্রের বিষয় দেখিয়া-শুনিয়া অতিশয় আনন্দবিহ্বল হইলেন। এই সমস্ত ঘটনাই পুত্রবধূর মহেশারাধনার্জ্জিত সৌভাগ্যের ফলে ঘটিয়াছে; এই রূপই তাঁহারা মনে করিলেন।১৫৮-১৬৪। রাজা চার দ্বারা পুত্রের আগমন-বার্ত্তা চিত্রবর্ম্মনরপতির নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজা চিত্রবর্ম্মা দূতমুখে এই মঙ্গলময়ী বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন এবং দূতকে প্রচুর ধন-রত্ন প্রদান করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় তনয়াকে আহ্বানপূর্ব্বক সাশ্রুলোচনে তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিলেন এবং বৈধব্য-চিহ্নসকল পরিত্যাগ করাইলেন। রাষ্ট্র, গ্রাম ও নগরে মহান্ উৎসব চলিতে লাগিল। সকলেই চতুর্দ্দিকে সীমন্তিনীর শুভ ব্রতাচরণের প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজা চিত্রবর্ম্মা ইন্দ্রসেনপুত্রকে আহ্বান করিয়া পুনর্বিবাহ-বিধিতে সুতাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। কুমার চন্দ্রাঙ্গদও নাগরাজভবন হইতে আনীত মর্ত্ত্যদুর্লভ বিবিধ রত্নে স্বীয় পত্নীকে ভূষিত করিলেন। রাজপুত্রী তপ্তকাঞ্চনশোভী দশযোজনগামী দিব্য সুগন্ধ অঙ্গরাগে শোভিত হইলেন। পদ্মকিঞ্জল্ক-বর্ণ কল্পদ্রুম-লভ্য অম্লান মাল্যদাম দ্বারা ভূষিতা হইয়া ঐ সতী শোভা পাইতে লাগিলেন। চন্দ্রাঙ্গদ শুভ সময়ে পত্নীকে প্রাপ্ত হইয়া শ্বশুরের অনুমতি লইয়া স্বীয় নগরে গমন করিলেন। নরপতি ইন্দ্রসেনও পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং তপস্যা দ্বারা শিবারাধনা

দশবর্ষসহস্রাণি সীমন্তিন্যা স্বভার্য্যয়া। সার্দ্ধং চন্দ্রাঙ্গদো রাজা বুভুজে বিষয়ান্ বহূন্॥ ১৭৫ ॥ প্রাসূত তনয়ানষ্টৌ কন্যামেকাং বরাননাম্। রেমে সীমন্তিনী ভর্ত্রা পূজয়ন্তী মহেশ্বরম্। দিনে দিনে চ সৌভাগ্যং প্রাপ্তং চৈবেন্দুবাসরাৎ॥ ১৭৬॥ সূত উবাচ। বিচিত্রমিদমাখ্যানং ময়া সমনুবর্ণিতম্। ভূয়োঽপি বক্ষ্যে মাহাত্ম্যং সোমবারব্রতোদিতম্ ॥১৭৭

ইতি শ্রীস্কান্দে সোমবারব্রতমহিমবর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। সাধু সাধু মহাভাগ ত্বয়া কথিতমুত্তমম্। আখ্যানং পুনরন্যচ্চ বিচিত্রং বক্তুমর্হসি ॥ ১॥ সূত উবাচ। বিদর্ভবিষয়ে পূর্ব্বমাসীদেকো দ্বিজোত্তমঃ। বেদমিত্র ইতি খ্যাতো বেদশাস্ত্রার্থবিৎ সুধীঃ ॥২॥ তস্যাসীদপরো বিপ্রঃ সখা সারস্বতাহ্বয়ঃ। তাবুভৌ পরমস্নিগ্ধাবেকদেশনিবাসিনৌ ॥ ৩ ॥ বেদমিত্রস্য পুত্রোঽভূৎ সুমেধা নাম সুব্রতঃ। সারস্বতস্য তনয়ঃ সোমবানিতি বিশ্রুতঃ ॥ ৪ ॥ উভৌ সবয়সৌ বালৌ সমবেষৌ সমস্থিতী। সমঞ্চ কৃতসংস্কারৌ সমবিদ্যৌ বভূবতুঃ ॥ ৫ ॥ সাঙ্গানধীত্য তৌ বেদাংস্তর্কব্যাকরণানি চ। ইতিহাসপুরাণানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি কৃৎস্নশঃ ॥ ৬ ॥ সর্ব্ববিদ্যাকুশলিনৌ বাল্য এব মনীষিণৌ। প্রহর্ষমতুলং পিত্রোর্দদতুঃ সকলৈর্গুণৈঃ ॥ ৭ ॥ তাবেকদা স্বতনয়ৌ তাবুভৌ ব্রাহ্মণোত্তমৌ। আহুয়াবোচতাং প্রীত্যা ষোড়শাব্দৌ শুভাকৃতী ॥ ৮ ॥ হে পুত্রকৌ যুবাং বাল্যে কৃতবিদ্যৌ সুবর্চ্চসৌ। বৈবাহিকোঽয়ং সময়ো বর্ত্ততে যুবয়োঃ সমম্ ॥ ৯ ॥ ইমং প্রসাদ্য রাজানং বিদর্ভেশং স্ববিদ্যয়া। ততঃ প্রাপ্য ধনং ভূরি কৃতোদ্বাহৌ ভবিষ্যথঃ ॥ ১০ ॥ এবমুক্তৌ সুতৌ তাভ্যাং তাবুভৌ দ্বিজনন্দনৌ। বিদর্ভরাজমাসাদ্য সমতোষয়তাং গুণৈঃ ॥ ১১ ॥ বিদ্যয়া পরিতুষ্টায় তস্মৈ দ্বিজকুমারকৌ। বিবাহার্থং কৃতোদ্যোগৌ ধনহীনাবশংসতাম্ ॥ ১২ ॥ তয়োরপি মতং জ্ঞাত্বা স

করত সংযমীদিগের গতিলাভ করিলেন। যুবরাজ চন্দ্রাঙ্গদ দশসহস্র বৎসর ভার্য্যা সীমন্তিনীর সহিত রাজ্যপালন করিয়া বহু বিষয় ভোগ করিলেন। সীমন্তিনী আটটী পুত্র ও একটী কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। সীমন্তিনী মহেশের পূজা করত ভর্ত্তার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন এবং সোমবার ব্রতের ফলে দিনে দিনে তদীয় সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সূত বলিলেন,—এই বিচিত্র উপাখ্যান আমি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিলাম। পুনরায় আমি সোমবারব্রতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। ১৬৫—১৭৭।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—সাধু সাধু মহাভাগ! আপনি উত্তম ব্রতবার্ত্তা কীর্ত্তন করিয়াছেন; ইদানীং অন্য এক বিচিত্র আখ্যান কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন,—বিদর্ভ জনপদে পূর্ব্বে এক দ্বিজোত্তম বাস করিতেন। তিনি বেদশাস্ত্রবিৎ বেদমিত্র নামে খ্যাত ছিলেন। সারস্বত নামে এক বিপ্র তাঁহার সখা ছিলেন। ইঁহারা উভয়ে পরস্পর পরম স্নেহাস্পদ ও একদেশবাসী ছিলেন। বেদমিত্রের সুমেধা নামে এক সুব্রত পুত্র হয়। আর সারস্বতের তনয় সোমবান্ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ঐ উভয় বালকই সমবয়স্ক, সমবেষ, সমবসতি, এককালীন কৃতসংস্কার এবং সমবিদ্য ছিলেন। ইহারা উভয়েই সাঙ্গ বেদ, তর্ক, ব্যাকরণ, ইতিহাস, পুরাণ, ও ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া বাল্যকালেই পণ্ডিতখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বিবিধ গুণ দ্বারা বালকদ্বয় আপন আপন পিতার আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। একদা বালকদ্বয়ের পিতৃদ্বয় ঐ শুভাকৃতি ষোড়শাব্দ বালকদ্বয়কে আহ্বান করিয়া প্রীতিভরে বলিলেন,—হে পুত্রদ্বয়! তোমরা সুশ্রী এবং বাল্যে বিদ্যাভ্যাস করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছ। এখন তোমাদের বিবাহ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা উভয়ে স্ব স্ব বিদ্যাবলে রাজাকে প্রসাদিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ধন গ্রহণ করত বিবাহকার্য্য সম্পাদন কর। ১—১০। উভয়ের পিতা কর্ত্তৃক উভয়ে এইরূপ অভিহিত হইয়া তাহারা স্ব স্ব গুণপরিচয় প্রদানে বিদর্ভরাজকে সন্তুষ্ট করিলেন। বিদ্যাপরিচয় দ্বারা রাজাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহারা যে ধনহীন এবং বিবাহার্থী, তাহা রাজার

বিদর্ভমহীপতিঃ। প্রহস্য কিঞ্চিৎ প্রোবাচ লোকতত্ত্ব-বিবিৎসয়া ॥ ১৩ ॥ আস্তে নিষধরাজস্য রাজ্ঞী সীমন্তিনী সতী। সোমবারে মহাদেবং পূজয়ত্যম্বিকাযুতম্ ॥১৪॥ তস্মিন্ দিনে সপত্নীকান্ দ্বিজাগ্র্যান্ বেদবিত্তমান্। সম্পূজ্য পরয়া ভক্ত্যা ধনং ভূরি দদাতি চ ॥ ১৫ ॥ অতোঽত্র যুবয়োরেকো নারীবিভ্রমবেষধৃক্। একস্তস্যাঃ পতির্ভূত্বা জায়েতাং বিপ্রদম্পতী ॥ ১৬ ॥ যুবাং বধূবরৌ ভূত্বা প্রাপ্য সীমন্তিনীগৃহম্। ভুক্ত্বা ভূরি ধনং লব্ধ্বা পুনর্যাতং মমান্তিকম্ ॥ ১৭ ॥ ইতি রাজ্ঞা সমাদিষ্টৌ ভীতৌ দ্বিজকুমারকৌ। প্রত্যূচতুরিদং কর্ম্ম কর্ত্তুং নৌ জায়তে ভয়ম্ ॥ ১৮॥ দেবতাসু গুরৌ পিত্রোস্তথা রাজকুলেষু চ। কৌটিল্যমাচরন্মোহাৎ সদ্যো নশ্যতি সান্বয়ঃ ॥১৯॥ কথমন্তর্গৃহং রাজ্ঞাং ছদ্মনা প্রবিশেৎ পুমান্। গোপ্যমানমপি চ্ছদ্ম কদাচিৎ খ্যাতিমেষ্যতি ॥ ২০ ॥ যে গুণাঃ সাধিতাঃ পূর্ব্বং শীলাচারশ্রুতাদিভিঃ। সদ্যস্তে নাশমায়ান্তি কৌটিল্যপথগামিনঃ ॥ ২১ ॥ পাপং নিন্দাং ভয়ং বৈরং চত্বার্য্যেতানি দেহিনাম্। ছদ্মমার্গপ্রপন্নানাং তিষ্ঠন্ত্যেব হি সর্ব্বদা ॥ ২২ ॥ অত আবাং শুভাচারৌ জাতৌ চ শুচিনাং কুলে। বৃত্তং ধূর্ত্তজনশ্লাঘ্যং নাশ্রয়াবঃ কদাচন ॥ ২৩ ॥ রাজোবাচ। দৈবতানাং গুরূণাং চ পিত্রোশ্চ পৃথিবীপতেঃ। শাসনস্যাপ্যলঙ্ঘ্যত্বাৎ প্রত্যাদেশো ন কর্হিচিৎ ॥২৪॥ এতৈর্যদ্যৎ সমাদিষ্টং শুভং বা যদি বাশুভম্। কর্ত্তব্যং নিয়তং ভীতৈরপ্রমত্তৈর্ব্বুভূষুভিঃ ॥ ২৫ ॥ অহো বয়ং হি রাজানঃ প্রজা যূয়ং হি সম্মতাঃ। রাজাজ্ঞয়া প্রবৃত্তানাং শ্রেয়ঃ স্যাদন্যথা ভয়ম্ ॥ ২৬ ॥ অতো মচ্ছাসনং কার্য্যং ভবদ্ভ্যামবিলম্বিতম্। ইত্যুক্তৌ নরদেবেন তৌ তথেত্যূচতুর্ভয়াৎ ॥ ২৭ ॥ সারস্বতস্য তনয়ং সামবন্তং নরাধিপঃ। স্ত্রীরূপধারিণং চক্রে বস্ত্রাকল্পাঞ্জনাদিভিঃ ॥ ২৮ ॥ স কৃত্রিমোত্থকলত্রভাবঃ প্রযুক্তকর্ণাভরণাঙ্গরাগঃ। স্নিগ্ধাঞ্জনাক্ষঃ স্পৃহণীয়রূপো বভূব সদ্যঃ প্রমদোত্তমাভঃ ॥ ২৯ ॥ তাবুভৌ দম্পতী ভূত্বা দ্বিজপুত্রৌ নৃপাজ্ঞয়া। জগ্মতুর্নৈষধং দেশং যত্রা তত্রা ভবস্থিতি ॥

গোচরীভূত করিলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বিদর্ভনরপতি লোকতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত হাসিতে হাসিতে একটী রহস্যব্যঞ্জক কথা বলিলেন যে, নিষধরাজের রাজ্ঞী সতী সীমন্তিনী সোমবারে অম্বিকার সহিত মহাদেবের পূজা করিয়া ঐ দিনে সস্ত্রীক দ্বিজাগ্রগণ্য বেদবিত্তম ব্রাহ্মণের অর্চ্চনাপূর্ব্বক পরমা ভক্তিসহকারে ভূরি ধনদান করেন। অতএব তোমাদের দুইজনের মধ্যে একজন নারীবেশ ধারণ করিবে; আর একজন পুরুষ সাজিয়া তাহার পতি হইবে। তাহা হইলেই তোমরা দ্বিজদম্পতি হইবে। এইরূপে বধূবর হইয়া তোমরা সোমবারে সীমন্তিনীগৃহে গমন করিবে। সেখানে উপস্থিত হইয়া ভোজনান্তে ভূরি ধন লাভ করিয়া পুনরায় আমার নিকট আগমন করিবে। রাজা এই কথা কহিলে দ্বিজকুমারদ্বয় বলিলেন,—এরূপ কর্ম্ম করিতে আমাদের মনে ভয় হইতেছে। ভয়ের কারণ এই যে, দেবতা, গুরু, মাতা, পিতা এবং রাজকুলে যে ব্যক্তি কুটিলতা আচরণ করে, সে সন্তানাদির সহিত নাশ প্রাপ্ত হয়। কি প্রকারে রাজার গৃহমধ্যে ছল অবলম্বনে পুরুষ প্রবেশ করিবে? প্রকাশ না করিলেও ছল একদিন না একদিন প্রকাশ হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে শীলাচার-শ্রুতাদি দ্বারা যে গুণ সাধন করিয়াছ, কুটিলতা অবলম্বনে তাহা সদ্যই বিনষ্ট হইবে। পাপ, নিন্দা, ভয় ও বৈর, এই চারিটী গুণ ছলমার্গপ্রপন্ন ব্যক্তির নিত্যই বর্ত্তমান। অতএব আমরা শুভাচার হইয়া ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ধূর্ত্তজন-সুলভ আচরণ কদাচ গ্রহণ করিব না। রাজা বলিলেন,—দেবতা, গুরু, মাতা, পিতা ও রাজাদিগের শাসন অলঙ্ঘ্য; ইহা প্রত্যাখ্যান করা উচিত নহে; ইঁহারা যাহা আদেশ করেন—শুভই হউক, আর অশুভই হউক, তাহা সভয়, অপ্রমত্ত ও স্থায়িত্বার্থী ব্যক্তির অবশ্যই পালনীয়। আমি রাজা, তোমরা প্রজা; রাজাজ্ঞা পালন করিলে মঙ্গল, অন্যথা অমঙ্গল; অতএব অবিলম্বে তোমাদের আমার আদেশ প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। রাজা এই কথা বলিলে, তাহারা ভয়ে তখন সম্মত হইলেন। ১১—২৭। নরাধিপ তখন সারস্বতের তনয়কে স্ত্রীজনোচিত বস্ত্র, বেশ ও অঞ্জনাদি দ্বারা স্ত্রীরূপ করিয়া দিলেন, তাহাতে তিনি তখন কৃত্রিমতা অবলম্বনপূর্ব্বক কলত্রভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কর্ণে কর্ণাভরণ ধারণ করিলেন, গাত্রে অঙ্গরাগ লেপন করিলেন; লোচনযুগলে স্নিগ্ধ অঞ্জন ধারণ করিলেন; এইরূপে তিনি ক্ষণকালের মধ্যে উত্তম প্রমদার ন্যায় স্পৃহণীয়রূপ হইলেন। দ্বিজপুত্রদ্বয় রাজাজ্ঞায় দম্পতি সাজিয়া

৩০ ॥ উপেত্য রাজসদনং সোমবারে দ্বিজোত্তমৈঃ। সপত্নীকৈঃ কৃতাতিথ্যৌ ধৌতপাদৌ বভূবতুঃ ॥ ৩১ ॥ সা রাজ্ঞী ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বানুপবিষ্টান্ বরাসনে। প্রত্যেকমর্চ্চয়াঞ্চক্রে সপত্নীকান্ দ্বিজোত্তমান ॥ ৩২ ॥ তৌ চ বিপ্রসুতৌ দৃষ্ট্বা প্রাপ্তৌ কৃতকদম্পতী। জ্ঞাত্বা কিঞ্চিদ্বিহস্যাথ মেনে গৌরীমহেশ্বরৌ ॥ ৩৩ ॥ আবাহ্য দ্বিজমুখ্যেষু দেবদেবং সদাশিবম্। পত্নীষ্বাবাহয়ামাস সা দেবীং জগদম্বিকাম্ ॥ ৩৪ ॥ গন্ধৈর্ম্মাল্যৈঃ সুরভিভির্ধূপৈর্নীরাজনৈরপি। অর্চ্চয়িত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠান্নমশ্চক্রে সমাহিতা ॥ ৩৫ ॥ হিরণ্ময়েষু পাত্রেষু পায়সং ঘৃতসংযুতম্। শর্করামধুসংযুক্তং শাকৈর্জুষ্টং মনোরমৈঃ ॥ ৩৬ ॥ গন্ধশাল্যোদনৈর্হৃদ্যৈর্ম্মোদকাপূপরাশিভিঃ। শষ্কুলীভিশ্চ সংযাবৈঃ কৃসরৈর্ম্মাষপক্বকৈঃ ॥ ৩৭ ॥ তথ ন্যৈরপ্যসংখ্যাতৈর্ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈর্মনোরমৈঃ। সুগন্ধৈঃ স্বাদুভিঃ সূপৈঃ পানীয়ৈরপি শীতলৈঃ ॥ ৩৮ ॥ ক্লিপ্তমন্নং দ্বিজাগ্র্যেভ্যঃ সা ভক্ত্যা পর্য্যবেবয়ৎ। দধ্যোদনং নিরুপমং নিবেদ্য সমতোষয়ৎ ॥ ৩৯ ॥ ভুক্তবৎসু দ্বিজাগ্র্যেষু স্বাচান্তেষু নৃপাঙ্গনা। প্রণম্য দত্ত্বা তাম্বূলং দক্ষিণাং চ যথার্হতঃ ॥ ৪০ ॥ ধেনূর্হিরণ্য-বাসাংসি রত্নস্রগ্‌ভূষণানি চ। দত্ত্বা ভূয়ো নমস্কৃত্য বিসসর্জ্জ দ্বিজোত্তমান্ ॥ ৪১ ॥ তয়োর্দ্বয়োর্ভূসুরবর্য্য-পুত্রয়োরেকস্তয়া হৈমবতীধিয়ার্চ্চিতঃ। একো মহাদেবধিয়াভিপূজিতঃ কৃতপ্রণামৌ যযতুস্তদাজ্ঞয়া ॥ ৪২ ॥ সা তু বিস্মৃতপুস্তাবা তস্মিন্নেব দ্বিজোত্তমে। জাতস্পৃহা মদোৎসিক্তা কন্দর্পবিবশাব্রবীৎ ॥ ৪৩ ॥ অয়ি নাথ বিশালাক্ষ সর্ব্বাবয়বসুন্দর। তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ব বা যাসি মাং ন পশ্যসি তে প্রিয়াম্ ॥ ৪৪ ॥ ইদমগ্রে বনং রম্যং সুপুষ্পিতমহাদ্রুমম্। অস্মিন্ বিহর্ত্তুমিচ্ছাসি ত্বয়া সহ যথাসুখম্ ॥ ৪৫ ॥ ইত্থং তয়োক্তমাকর্ণ্য পুরোহগচ্ছদ্দ্বিজাত্মজঃ। বিচিন্ত্য পরিহাসোক্তিং গচ্ছতি স্ম যথাপুরা ॥ ৪৬ ॥ পুনরপ্যাহ সা বালা তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ব যাস্যসি। হৃচ্ছয়সহস্মরাবেশাং পরিভোক্তুমুপেত্য মাম্ ॥ ৪৭ ॥ পরিষ্বজস্ব মাং কান্তাং পায়য়স্ব তবাধরম্। নাহং গন্তুং সমর্থাস্মি স্মরবাণপ্রপীড়িতা ॥ ৪৮ ॥ ইত্থমশ্রুতপূর্ব্বাং তাং নিশম্য পরিশঙ্কিতঃ। আয়ান্তীং পৃষ্ঠতো

"যাহা হয় তাহাই হউক" এই বলিয়া নিষধরাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা অপরাপর বহু সপত্নীক দ্বিজোত্তমগণের সহিত রাজভবনে গমন করিয়া কৃতাতিথ্য ও ধৌতপদ হইলেন। রাজ্ঞী বরাসনে উপবিষ্ট সপত্নীক ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে অর্চ্চনা করিলেন। কৃত্রিম দম্পতি-বেশধারী ঐ ব্রাহ্মণকুমারদ্বয়কে সমুপস্থিত দেখিয়া ও তাঁহাদের কৃত্রিমতা জানিয়া তিনি একটু হাসিলেন এবং উহাঁদিগকে হরগৌরীর ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন। মহিষী দ্বিজশ্রেষ্ঠগণে মহাদেবের এবং দ্বিজপত্নীগণে গৌরীর আবাহন করিয়া গন্ধ, মাল্য, সুরভি ধূপ, ও নীরাজনাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক সমাহিতভাবে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। হিরণ্ময় পাত্রসকলে পায়স, ঘৃত, শর্করা, মধু, শাক, সুগন্ধ শালি ওদন, মোদক, অপূপ, শষ্কুলী, সংযাব, মাষপক্ব কৃসর, অন্যান্য অসংখ্য ভক্ষ্যভোজ্য, মনোরম আজ্য, সুগন্ধ স্বাদু সূপ ও সুশীতল পানীয় সজ্জিত করিয়া তিনি দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। তিনি অনুপম দধ্যোদন ব্রাহ্মণদিগকে নিবেদনপূর্ব্বক তোষিত করিলেন। দ্বিজ সকল ভোজন করিয়া আচমন করিলে রাজ্ঞী তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক তাম্বূল, যথাযোগ্য দক্ষিণা, ধেনু, হিরণ্য, বস্ত্র, রত্ন, মাল্য ও ভূষণ, এই সকল দানান্তে পুনরায় প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। সেই দম্পতিবেশধারী ব্রাহ্মণতনয়দ্বয়ের মধ্যে একজনকে হৈমবতী মনে করিয়া আর একজনকে মহাদেব মনে করিয়া তিনি পূজা করিলেন। অতঃপর তাঁহারা সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে যিনি স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি মদোৎসিক্তা, জাতস্পৃহ ও কন্দর্পবিবশা হইলেন। বলিলেন,—অয়ি নাথ! অয়ি বিশালাক্ষ! অয়ি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর! দাঁড়াও দাঁড়াও, কোথায় যাইতেছ? আমি তোমার প্রিয়া; আমাকে তুমি দেখিতেছ না? ঐ দেখ সম্মুখে রমণীয় বন, মহাদ্রুম সকল সুপুষ্পিত হইয়াছে। আমি এইবনে তোমার সহিত সুখে বিহার করিতে ইচ্ছা করি। ২৮—৪৫। দ্বিজপুত্র তাহার এইরূপ উক্তি শুনিয়া পূর্ব্বে দম্পতি সাজিয়া রাজবাড়ীতে যাওয়ারূপ পরিহাসের কথা মনে করিয়া পূর্ব্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন। ঐ বামা তখন পুনরায় বলিল,—দাঁড়াও দাঁড়াও, যাচ্ছ কোথায়? আমি স্মরাবেশে অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছি, তুমি আমার নিকটে আসিয়া আমায় আলিঙ্গন কর; আমায় তোমার অধরসুধা পান করাও। আমি যে আর গমন করিতে পারিতেছি না, আমি স্মরবাণে অতিশয় পীড়িত হইয়াছি। দ্বিজপুত্র তখন কৃত্রিম

বীক্ষ্য সহসা বিস্ময়ং গতঃ ॥৪৯॥ কৈষা পদ্মপলাশাক্ষী পীনোন্নতপয়োধরা। কৃশোদরী বৃহচ্ছ্রোণী নবপল্লবকোমলা ॥ ৫০ ॥ স এব মে সখা কিন্নু জাত এব বরাঙ্গনা। পৃচ্ছাম্যেনমতঃ সর্ব্বমিতি সঞ্চিন্ত্য সোঽব্রবীৎ ॥ ৫১ ॥ কিমপূর্ব্ব ইবাভাসি সখে রূপগুণাদিভিঃ। অপূর্ব্বং ভাষসে বাক্যং কামিনীব সমাকুলা ॥ ৫২ ॥ যত্ত্বং বেদপুরাণজ্ঞো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ। সারস্বতাত্মজঃ শান্তঃ কথমেবং প্রভাষসে ॥ ৫৩ ॥ ইত্যুক্তা সা পুনঃ প্রাহ নাহমস্মি পুমান্ প্রভো। নাম্না সামবতী বালা তবাস্মি রতিদায়িনী ॥ ৫৪ ॥ যদি তে সংশয়ঃ কান্ত মমাঙ্গানি বিলোকয়। ইত্যুক্তঃ সহসা মার্গে রহস্যেনাং ব্যালোকয়ৎ ॥ ৫৫ ॥ তামকৃত্রিমধম্মিল্লাং জঘনস্তনশোভিনীম্। সুরূপাং বীক্ষ্য কামেন কিঞ্চিদ্ব্যাকুলতামগাৎ ॥ ৫৬ ॥ পুনঃ সংস্তভ্য যত্নেন চেতসো বিকৃতিং বুধঃ। মুহূর্ত্তং বিস্ময়াবিষ্টো ন কিঞ্চিৎ প্রত্যভাষত ॥ ৫৭ ॥ সামবত্যুবাচ। গতস্তে সংশয় কশ্চিত্তর্হ্যাগচ্ছ ভজস্ব মাম্। পশ্যেদং বিপিনং কান্ত পরস্ত্রীসুরতোচিতম্ ॥ ৫৮ ॥ সুমেধা উবাচ মৈবং কথয় মর্য্যাদাং মা হিংসীর্ম্মদমত্তবৎ। আবা বিজ্ঞাতশাস্ত্রার্থৌ ত্বমেবং ভাষসে কথম্ ॥ ৫৯ অধীতস্য চ শাস্ত্রস্য বিবেকস্য কুলস্য চ। কিমে সদৃশো ধর্ম্মো জারধর্ম্মনিষেবণম্ ॥ ৬০ ॥ ন ত্ব স্ত্রী পুরুষো বিদ্বান্ জানীহ্যাত্মানমাত্মনা। অয় স্বয়ংকৃতোঽনর্থ আবাভ্যাং যদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ ৬১ বঞ্চয়িত্বাত্মপিতরৌ ধূর্ত্তরাজানুশাসনাৎ। কৃত চানুচিতং কর্ম্ম তস্যৈতদ্ভুজ্যতে ফলম্ ॥ ৬২ ॥ সর্ব্ব ত্বনুচিতং কর্ম্ম নৃণাং শ্রেয়োবিনাশনম্। যত্ত্ব বিপ্রাত্মজো বিদ্বান্ গতঃ স্ত্রীত্বং বিগর্হিতম্ ॥ ৬৩ মার্গং ত্যক্ত্বা গতোঽরণ্যং নরো বিধ্যেত কণ্টকৈঃ বলাদ্ধিংস্যেত বা হিংস্রৈর্যদা ত্যক্তসমাগমঃ ॥ ৬৪ এবং বিবেকমাশ্রিত্য তুষ্ণীমেহি স্বয়ং গৃহম্ দেবদ্বিজপ্রসাদেন স্ত্রীত্বং তব বিলীয়তে ॥ ৬৫ অথবা দৈবযোগেন স্ত্রীত্বমেব ভবেত্তব। পিত্র

পত্নী—বন্ধুর অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্য শুনিয়া শঙ্কিত হইলেন। ঐভাবে পশ্চাৎ তাহাকে আসিতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনি মনে করিলেন,—এই পদ্ম-পলাশাক্ষী, পীনোন্নতপয়োধরা, কৃশোদরী, বৃহন্নিতম্বা, নব-পল্লব-কোমলা রমণী কে? সেই তো আমার সখা! কিন্তু এ এখন বরাঙ্গনা; ইহাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করি। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সখে! কি জন্য তুমি রূপগুণাদি দ্বারা অপূর্ব্বের ন্যায় লক্ষিত হইতেছ? তুমি কামাকুলা কামিনীর ন্যায় অপূর্ব্ব ভাষায় কথা কহিতেছ, তুমি বেদ-পুরাণজ্ঞ, ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় ও সারস্বতপুত্র; তুমি শান্ত; কি জন্য তুমি এরূপ প্রলাপ করিতেছ? সেই নারী দ্বিজপুত্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুনরায় কহিল,—প্রভো! আমি পুরুষ নই; আমার নাম সামবতী, আমি বালিকা;—আপনার রতিদায়িকা। হে কান্ত! যদি আপনার সংশয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার অঙ্গ সকল অবলোকন করুন। দ্বিজপুত্র এইরূপে অভিহিত হইয়া সহসা পথিমধ্যে নির্জ্জনে তাহাকে অবলোকন করিলেন এবং দেখিলেন যে, সে সত্যসত্যই অকৃত্রিম-ধম্মিল্লা, জঘনস্থলশোভিনী ও সুরূপা কামিনী হইয়াছে! তাহাকে এইরূপ দর্শন করিয়া দ্বিজপুত্র তখন কিঞ্চিৎ চিত্ত-বৈকল্য প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু পরক্ষণেই তিনি যত্নপূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করত বিস্ময়াপন্ন হইয়া মুহূর্ত্তকাল কিছুই বলিলেন না। সামবতী কহিল,—এখন তে তোমার সংশয় অপগত হইয়াছে; এখন এস, আমায় ভজনা কর। হে কান্ত! দেখ, কেমন বন! এ বন ঠিক পরস্ত্রী-সুরতোচিত হইয়াছে। সুমেধা বলিলেন,—এরূপ বলিও না, মদমত্ত হইয় মর্য্যাদা অতিক্রম করিও না। আমরা উভয়ে বিজ্ঞাতশাস্ত্রার্থ; তুমি কি জন্য এরূপ বলিতেছ? শাস্ত্র অধ্যয়ন করার, বিবেকের এবং বংশের কি এই সদৃশ ধর্ম্ম? ইহা যে জারধর্ম্ম। তুমি স্ত্রী নহ; তুমি পুরুষ; তুমি আপনা-আপনি আপনাকে স্মরণ কর। এই স্বয়ংকৃত অনর্থ আমাদেরই বিচেষ্টিত; আমরা আমাদের মাতা-পিতাকে বঞ্চনা করিয়া ধূর্ত্ত রাজার অনুশাসনে যে এই অনুচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি; তাহারই ফল ইদানীং ভোগ করিতেছি।৫৬-৬২। যাবতীয় অনুচিত কর্ম্মই মানবগণের শ্রেয়োবিঘাতক। তুমি বিপ্রাত্মজ ও বিদ্বান্ হইয়াও স্ত্রী হইলে—বস্তুতঃ পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া নর অরণ্যগত হইলে কণ্টক-বিদ্ধ হইয়াই থাকে এবং ত্যক্তসদাচার হইলেই হিংস্র কর্ত্তৃক হিংসিত হয়। অধুনা বিবেক অবলম্বন করত চুপি চুপি গৃহে এস। দেব-দ্বিজ-প্রসাদে স্ত্রীত্ব—তোমার বিলীন হইবে। অথবা হে বরবর্ণিনি! দৈবযোগে যদি তোমার

দত্তা ময়া সাকং রংস্যসে বরবর্ণিনি ॥ ৬৬ ॥ অহো চিত্রমহো দুঃখমহো পাপবলং মহৎ। অহো রাজ্ঞঃ প্রভাবোঽয়ং শিবারাধনসম্ভূতঃ ॥ ৬৭ ॥ ইত্যুক্তাপ্যসকৃত্তেন সা বধূরতিবিহ্বলা। বলেন তং সমালিঙ্গ্য চুচুম্বাধরপল্লবম্ ॥ ৬৮ ॥ ধর্ষিতোঽপি তয়া ধীরঃ সুমেধা নূতনস্ত্রিয়ম্। যত্নাদানীয় সদনং কৃৎস্নং তত্র ন্যবেদয়ৎ ॥ ৬৯ ॥ তদাকর্ণ্যাথ তৌ বিপ্রৌ কুপিতৌ শোকবিহ্বলৌ। তাভ্যাং সহ কুমারাভ্যাং বৈদর্ভান্তিকমীয়তুঃ ॥ ৭০ ॥ ততঃ সারস্বতঃ প্রাহ রাজানং ধূর্ত্তচেষ্টিতম্। রাজন্মমাত্মজং পশ্য তব শাসনযন্ত্রিতম্ ॥ ৭১ ॥ এতৌ তবাজ্ঞাবশগৌ চক্রতুঃ কর্ম্ম গর্হিতম্। মৎপুত্রস্তৎফলং ভুঙ্ক্তে স্ত্রীত্বং প্রাপ্য জুগুপ্সিতম্ ॥ ৭২ ॥ অদ্য মে সন্ততির্নষ্টা নিরাশাঃ পিতরো মম। নাপুত্রস্য হি লোকোঽস্তি লুপ্তপিণ্ডাদিসংস্কৃতেঃ ॥ ৭৩ ॥ শিখোপবীতমজিনং মৌঞ্জীং দণ্ডং কমণ্ডলুম্। ব্রহ্মচর্য্যোচিতং চিহ্নং বিহায়েমাং দশাং গতঃ ॥ ৭৪ ॥ ব্রহ্মসূত্রঞ্চ সাবিত্রীং স্নানং সন্ধ্যাং জপার্চ্চনম্। বিসৃজ্য স্ত্রীত্বমাপ্তোঽস্য কা গতির্ব্বদ পার্থিব ॥ ৭৫ ॥ ত্বয়া মে সন্ততির্নষ্টা নষ্টো বেদপথশ্চ মে। একাত্মজস্য মে রাজন্ কা গতির্ব্বদ শাশ্বতী ॥ ৭৬ ॥ ইতি সারস্বতেনোক্তং বাক্যমাকর্ণ্য ভূপতিঃ। সীমন্তিন্যাঃ প্রভাবেণ বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥ ৭৭ ॥ অথ সর্ব্বান্ সমাহূয় মহর্ষীনমিতদ্যুতীন্। প্রসাদ্য প্রার্থয়ামাস তস্য পুংস্ত্বং মহীপতিঃ ॥ ৭৮ ॥ তেঽব্রুবন্নথ পার্ব্বত্যাঃ শিবস্য চ সমীহিতম্। তদ্ভক্তানাঞ্চ মাহাত্ম্যং কোঽন্যথা কর্তুমীশ্বরঃ ॥ ৭৯ ॥ অথ রাজা ভরদ্বাজমাদায় মুনিপুঙ্গবম্। তাভ্যাং সহ দ্বিজাগ্র্যাভ্যাং তৎসুতাভ্যাং সমন্বিতঃ ॥ ৮০ ॥ অম্বিকাভবনং প্রাপ্য ভরদ্বাজোপদেশতঃ। তাং দেবীং নিয়মৈস্তীব্রৈরুপাস্তে স্ম মহানিশি ॥ ৮১ ॥ এবং ত্রিরাত্রং সুবিসৃষ্টভোজনঃ স পার্ব্বতীধ্যানরতো মহীপতিঃ। সম্যক্ প্রণামৈর্ব্বিবিধৈশ্চ সংস্তবৈর্গৌরীং প্রপন্নার্ত্তিহরামতোষয়ৎ ॥ ৮২ ॥ ততঃ প্রসন্না সা দেবী ভক্তস্য পৃথিবীপতেঃ। স্বরূপং দর্শয়ামাস চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৮৩ ॥ অথাহ গৌরী রাজানং

স্ত্রীত্ব থাকিয়াই যায়, তাহা হইলে তোমার পিতা কর্ত্তৃক প্রদত্তা হইয়া আমার সহিতই রমণ করিবে। অহো কি চিত্র! অহো কি দুঃখ! অহো কি মহৎ পাপ! অহো রাজার শিবারাধনাসম্ভূত অদ্ভুত প্রভাব! দ্বিজতনয় কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া ঐ বধূ স্মরাবেশে অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িল। বলপূর্ব্বক দ্বিজতনয়কে গ্রহণ করিয়া তাহার অধরপল্লবে চুম্বন করিল। দ্বিজপুত্র সুমেধা ঐ কামিনী কর্ত্তৃক ধর্ষিত হইয়াও যত্নপূর্ব্বক তাহাকে ভবনে আনয়ন করিলেন এবং তদ্বৃত্তান্ত সমস্তই গৃহে নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া উহাদের পিতৃদ্বয় অত্যন্ত কুপিত ও শোক-বিহ্বল হইয়া পুত্রদ্বয়ের সহিত বিদর্ভ-রাজধানীতে গমন করিলেন। অনন্তর সারস্বত, রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া ধূর্ত্তচেষ্টিত রাজাকে বলিলেন,—রাজন্! এই দেখ, আমার তনয় তোমার শাসনে কিরূপ হইয়াছে, ইহারা তোমার শাসনে গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছে। আমার পুত্র জুগুপ্সিত স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছে। অদ্য আমার পুত্র নষ্ট হইল; আমার পিতৃলোকগণ নিরাশ হইলেন। লুপ্ত-পিণ্ডাদি-সংস্কার অপুত্র ব্যক্তির অবস্থিতির জন্য কোন লোক নাই। শিখা, উপবীত, অজিন, মৌঞ্জী, দণ্ড, কমণ্ডলু এবং ব্রহ্মচর্য্যোচিত চিহ্ন সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া আমার পুত্র এইরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্র, সাবিত্রী, স্নান, সন্ধ্যা ও জপার্চ্চন বিসর্জ্জন দিয়া স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে! ইহার কি গতি হইবে? হে পার্থিব! তুমি তাহা বলিয়া দাও। তুমি আমার পুত্র নষ্ট করিলে, আমার বেদপথ নষ্ট হইল; একপুত্র আমি, হে রাজন্! আমার কি গতি হইবে, তাহা তুমি বলিয়া দাও। ভূপতি তখন সারস্বতের বাক্য শ্রবণে সীমন্তিনীর প্রভাব বুঝিতে পারিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর মহীপতি নিখিল মুনিবৃন্দকে আহ্বান করিয়া তাহার পুংস্ত্ব প্রার্থনা করিলেন। মুনিগণ বলিলেন,—হর-পার্ব্বতীর চেষ্টিত এবং তদ্ভক্তের মাহাত্ম্য কে অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে? ৬৩-৭৯। অনন্তর রাজা মুনিশার্দ্দুল ভরদ্বাজকে আহ্বান করিয়া তাঁহার উপদেশে সমাগত দ্বিজদ্বয় ও তাঁহাদের পুত্রদ্বয়ের সহিত মুনিপুঙ্গবসমভিব্যাহারে অম্বিকা-ভবনে উপস্থিত হইয়া মহানিশাতে তাঁহার উপাসনা করিলেন। মহীপতি এইরূপে অনশনে তিন দিন দেবীর ধ্যানে চিত্ত নিবেশিত করিয়া প্রণাম ও স্তব দ্বারা প্রপন্নার্ত্তিহরা দেবীকে তোষিত করিলেন। অনন্তর দেবী ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া চন্দ্রকোটি-সমপ্রভ তাঁহার স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন এবং বলিলেন,—হে রাজন্! তোমার

কিং তে ব্রূহি সমীহিতম্। সোহপ্যাহ পুংস্ত্বমেতস্য কৃপয়া দীয়তামিতি ॥ ৮৪ ॥ ভূয়োহপ্যাহ মহাদেবী মদ্ভক্তৈঃ কর্ম্ম যৎকৃতম্। শক্যতে নান্যথা কর্ত্তুং বর্ষাযুতশতৈরপি ॥ ৮৫ ॥ রাজোবাচ। একাত্মজোঽপি বিপ্রোঽয়ং কর্ম্মণা নষ্টসন্ততিঃ। কথং সুখং প্রপদ্যেত বিনা পুত্রেণ তাদৃশঃ ॥ ৮৬ ॥ দেব্যুবাচ। তস্যান্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি সুতোত্তমঃ। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নো দীর্ঘায়ুরমলাশয়ঃ। ৮৭ ॥ এষা সামবতী নাম সুতা তস্য দ্বিজন্মনঃ। ভূত্বা সুমেধসঃ পত্নী কামভোগেন যুজ্যতাম্ ॥ ৮৮ ॥ ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতা দেবী তে চ রাজপুরোগমাঃ। গতাঃ স্বং স্বং গৃহং সর্ব্বে চক্রুস্তচ্ছাসনে স্থিতিম্ ॥ ৮৯ ॥ সোঽপি সারস্বতো বিপ্রঃ পুত্রং পূর্ব্বসুতোত্তমম্। লেভে দেব্যাঃ প্রসাদেন হ্যচিরাদেব কালতঃ ॥৯০॥ তাঞ্চ সামবতীং কন্যাং দদৌ তস্মৈ সুমেধসে। তৌ দম্পতী চিরং কালং বুভুজাতে পরং সুখম্ ॥ ৯১ ॥ সূত উবাচ। ইত্যেষ শিবভক্তায়াঃ সীমন্তিন্যা নৃপস্ত্রিয়াঃ। প্রভাবঃ কথিতঃ শম্ভোর্মাহাত্ম্যমপি বর্ণিতম্ ॥ ৯২ ॥ ভূয়োপি শিবভক্তানাং প্রভাবং বিস্ময়াবহম্। সমাসাদ্বর্ণয়িষ্যামি শ্রোতৃণাং মঙ্গলায়নম্ ॥ ৯৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সীমন্তিন্যাঃ প্রভাববর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়।

সূত উবাচ। বিচিত্রং শিবনির্ম্মাণং বিচিত্রং শিবচেষ্টিতম্। বিচিত্রং শিবমাহাত্ম্যং বিচিত্রং শিবভাষিতম্ ॥ ১ ॥ বিচিত্রং শিবভক্তানাং চরিতং পাপনাশনম্। স্বর্গাপবর্গয়োঃ সত্যং সাধনং তদ্‌ব্রবীম্যহম্ ॥২॥ অবন্তীবিষয়ে কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণো মন্দরাহ্বয়ঃ। বভূব বিষয়ারামঃ স্ত্রীজিতো ধনসংগ্রহী ॥ ৩ ॥ সন্ধ্যাস্নানপরিত্যক্তো গন্ধমাল্যাম্বরপ্রিয়ঃ। কুস্ত্রীসক্তঃ কুমার্গস্থো যথা পূর্ব্বমজামিলঃ ॥ ৪ ॥ স বেশ্যাং পিঙ্গলাং নাম রমমাণো দিবানিশিম্। তস্যা এব গৃহে নিত্যমাসীদবিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥ কদাচিৎ সদনে তস্যাস্তস্মিন্নিবসতি দ্বিজে। ঋষভো নাম ধর্ম্মাত্মা শিবযোগী সমাযযৌ ॥ ৬ ॥ তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য

অভিলষিত কি? তাহা বল। রাজা বলিলেন,—আপনি কৃপাপূর্ব্বক ইহার পুংস্ত্ব প্রদান করুন। মহাদেবী পুনরায় বলিলেন,—আমার ভক্ত যে কার্য্য করিয়াছে, শত অযুত বর্ষেও তাহার অন্যথা করিতে আমার সাধ্য নাই। রাজা বলিলেন,—এই বিপ্র একপুত্র; কর্ম্মবশে ইঁহার সন্ততি নষ্ট হইয়াছে; ইনি পুত্র ব্যতিরেকে কি প্রকারে সুখী হইবেন? দেবী বলিলেন,—আমার প্রসাদে দ্বিজপুঙ্গবের অন্য এক উত্তম পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। ঐ পুত্র বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন, দীর্ঘায়ু ও অমলাশয় হইবে। আর এই সামবতী ঐ দ্বিজের সুতা হইয়াই রহিল। এই সামবতী সুমেধার পত্নী হইয়া কামভোগে নিযুক্ত হইবে। এই কথা বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা নিজাবাসে গেলেন এবং দ্বিজগণ সকলে আপন আপন গৃহে গমন করিয়া রাজশাসনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সারস্বত বিপ্র দেবীর প্রসাদে অচির কালের মধ্যেই পূর্ব্বসুতানুরূপ উত্তম সুত লাভ করিলেন। আর যে পুত্রটী স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সুমেধার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। ঐ দম্পতি সুখভোগ করিতে লাগিল। সূত বলিলেন,—এই আমি শিবভক্তা সীমন্তিনীর প্রভাব এবং শম্ভুমাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম। পুনরায় শ্রোতৃমঙ্গলাবহ বিস্ময়জনক শিবভক্ত-প্রভাব সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি। ৮০—৯৩।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—বিচিত্র শিব-নির্ম্মাণ, বিচিত্র শিবচেষ্টিত, বিচিত্র শিবমাহাত্ম্য, বিচিত্র শিবভাষিত এবং বিচিত্র শিবভক্তদিগের স্বর্গাপবর্গসাধন যে পাপনাশন সত্যচরিত, তাহাই বলিতেছি। অবন্তীনগরে মন্দরনামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। সে বিষয়প্রিয়, স্ত্রীজিত, ধনসংগ্রহী, সন্ধ্যা-স্নানবর্জ্জিত, গন্ধ-মাল্যাম্বরপ্রিয়, কুক্রিয়াসক্ত ও অজামিলের ন্যায় কুমার্গনিরত ছিল। সে পিঙ্গলানাম্নী এক বেশ্যায় অনবরত নিরত থাকিত। সে এতাদৃশ ইন্দ্রিয়পরাধীন ছিল যে, নিত্যই ঐ বেশ্যার বাড়ীতে সে বাস করিত। একদা ঐ বিপ্র সেই বেশ্যালয়ে উপস্থিত থাকিতে থাকিতেই ঋষভনামক এক ধার্ম্মিক শিবযোগী ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে

মত্বা স্বং পুণ্যমূৰ্জ্জিতম্। সা বেশ্যা স চ বিপ্রশ্চ পৰ্য্যপুজয়তামুভৌ॥ ৭॥ তমারোপ্য মহাপীঠে কম্বলাম্বরসস্তৃতে। প্রক্ষাল্য চরণৌ ভক্ত্যা তজ্জলং দধতুঃ শিরঃ॥ ৮॥ স্বাগতাৰ্ঘ্যনমস্কারৈর্গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ। উপচারৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য ভোজয়ামাসতুর্মুদা॥ ৯॥ তং ভুক্তবন্তমাচান্তং পৰ্য্যঙ্কে সুখসংস্তরে। উপবেশ্য মুদা যুক্তৌ তাম্বুলং প্রত্যযচ্ছতাম্॥ ১০॥ পাদসংবাহনং ভক্ত্যা কুৰ্ব্বন্তৌ দৈবচোদিতৌ। কল্পয়িত্বা তু শুশ্রূষাং প্রীণয়ামাসতুশ্চিরম্॥ ১১॥ এবং সমৰ্চ্চিতস্তাভ্যাং শিবযোগী মহাদ্যুতিঃ। অতিবাহ্য নিশামেকাং যযৌ প্রাতস্তদাদৃতঃ॥ ১২॥ এবং কালে গতপ্রায়ে স বিপ্রো নিধনং গতঃ। সা চ বেশ্যা মৃতা কালে যযৌ কৰ্ম্মাৰ্জ্জিতাং গতিম্॥ ১৩॥ স বিপ্রঃ কৰ্ম্মণা নীতো দশার্ণধরণীপতেঃ। বজ্রবাহুকুটুম্বিন্যাঃ সুমত্যা গর্ভমাশ্রিতঃ॥ ১৪॥ তাং জ্যেষ্ঠপত্নীং নৃপতের্গর্ভসম্পদমাশ্রিতাম্। অবেক্ষ্য তস্যৈ গরলং সপত্ন্যশ্ছদ্মনা দদুঃ॥ ১৫॥ সা ভুক্ত্বা গরলং ঘোরং ন মৃতা দৈবযোগতঃ। ক্লেশমেব পরং প্রাপ মরণাদতিদুঃসহম্॥ ১৬॥ অথ কালে সমায়াতে পুত্ৰমেকমজীজনৎ। ক্লেশেন মহতা সাধ্বী পীড়িতা বরবর্ণিনী॥ ১৭॥ স নির্দ্দশো রাজপুত্রঃ স্পৃষ্টপূৰ্ব্বো গরেণ যৎ। তেনাবাপ মহাক্লেশং ক্রন্দমানো দিবানিশম্॥ ১৮॥ তস্য বালস্য মাতা চ সর্ব্বাঙ্গব্রণপীড়িতা। বভূবতুরতিক্লিষ্টৌ গরযোগপ্রভাবতঃ॥ ১৯॥ তৌ রাজ্ঞা চ সমানীতৌ বৈদ্যৈশ্চ কৃতভেষজৌ। ন স্বাস্থ্যমাপতুর্যত্নৈরনেকৈর্যোজিতৈরপি॥ ২০॥ ন রাত্রৌ লভতে নিদ্রাং সা রাজ্ঞী বিপুলব্যথা। স্বপুত্রস্য চ দুঃখেন দুঃখিতা নিতরাং কৃশা॥ ২১॥ নীত্বৈবং কতিচিন্মাসান্ স রাজা মাতৃপুত্রকৌ। জীবন্তৌ চ মৃতপ্রায়ৌ বিলোক্যাত্মন্যচিন্তয়ৎ॥ ২২॥ এতৌ মে গৃহিণীপুত্রৌ নিরয়াদাগতাবিহ। অশ্রান্তরোগৌ ক্রন্দন্তৌ নিদ্রাভঙ্গবিধায়িনৌ॥ ২৩॥ অত্রোপায়ং করিষ্যামি পাপয়োৰ্ব্বমেতয়োঃ। মৰ্ত্তুং বা জীবিতুং বাপি ন ক্ষমৌ পাপভোগিনৌ॥ ২৪॥ ইত্থং বিনিশ্চিত্য চ

সমাগত দেখিয়া নিজের পুণ্যবল মনে করিয়া ঐ বেশ্যা ও বিপ্র, উভয়েই তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। তাঁহাকে দিব্য আসনে উপবেশন করাইয়া চরণযুগল ধৌত করিয়া দিয়া তজ্জল মস্তকে ধারণ করিল এবং স্বাগত, অর্ঘ্য, নমস্কার, গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতাদি উপচার দ্বারা অর্চ্চনাপূৰ্ব্বক তাঁহাকে ভোজন করাইল। অনন্তর ঐ ভুক্ত, আচান্ত অভ্যাগতকে সুখসংস্তর পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করাইয়া হৃষ্টচিত্তে উভয়ে তাঁহাকে তাম্বুল প্রদান করিল। তাহারা দেবপ্রেরিত হইয়া তাঁহার পাদসংবাহন করিতে লাগিল এবং যথোচিত শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাকে প্রীত করিল। মহাদ্যুতি শিবযোগী তাহাদের কর্তৃক এইরূপ অভ্যর্থিত হইয়া এক নিশামাত্র অতিবাহিত করিলেন এবং প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূৰ্ব্বক তাহাদের দ্বারা পূজিত হইয়া তিনি গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে সেই বিপ্র নিধনপ্রাপ্ত হইল। সেই বেশ্যাও জীবনান্তে স্বীয় কৰ্ম্মোচিত গতি লাভ করিল। ঐ বিপ্র স্বকৰ্ম্মফলে নীত হইয়া দশার্ণাধিপতি বজ্রবাহুর জ্যেষ্ঠা মহিষী সুমতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল। নৃপতির জ্যেষ্ঠা পত্নীকে আপন্নসত্ত্বা দেখিয়া সপত্নীগণ ছলাবলম্বনপূৰ্ব্বক তাঁহাকে বিষ প্রদান করিল। মহিষী বিষপান করিয়া দৈবযোগে প্রাণে মরিলেন না; কিন্তু মরণের অধিক দুঃসহ ক্লেশ অনুভব করিলেন। অনন্তর কালপ্রাপ্ত হইলে তিনি একটী কুমার প্রসব করিলেন। প্রসবজনিত মহাক্লেশে মহিষী অত্যন্ত পীড়িতা হইলেন। প্রসূত রাজপুত্রও পূৰ্ব্বে গরল-স্পৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মহাক্লেশে অহর্নিশ ক্রন্দন করিতে লাগিল। প্রসূত কুমারের মাতাও গরল-দোষবশতঃ ব্রণ-পীড়িত-সৰ্ব্বাঙ্গী হইয়া অতিশয় ক্লেশানুভব করিতে লাগিলেন। রাজা কুমার ওমহিষীকে ভদবস্থ অবলোকন করিয়া বৈদ্যদ্বারা চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। বহু চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়া যত্নসহকারে শুশ্রূষা করিলেও মহিষী বা কুমার, কেহই স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিলেন না।১—২০। রাজ্ঞী বিষম ব্যথায় রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন না এবং পুত্রের দুঃখে দুঃখিতা হইয়া অত্যন্ত কৃশ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এইরূপে উৎকণ্ঠায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া রাজা প্রসূতি ও পুত্রকে জীবন্মৃতবৎ দর্শন করত মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমার এই গৃহিণী ও পুত্র নিরয় হইতে প্রত্যাগতের ন্যায় অশ্রান্তভাবে রোগ ভোগ করিতেছে; এবং অহর্নিশ ক্রন্দন করিয়া আমার নিদ্রার ব্যাঘাত করিতেছে; অতএব এই পাপদ্বয়ের প্রতিবিধান করা সৰ্ব্বতোভাবে উচিত

ভূমিপালঃ সক্তঃ সপত্নীষু তদাত্মজেষু। আহূয় সূতং নিজদারপুত্রৌ নির্ব্বাপয়ামাস রথেন দূরম্॥ ২৫॥ তৌ সূতেন পরিত্যক্তৌ কুত্রচিদ্বিজনে বনে। অবাপতুঃ পরাং পীড়াং ক্ষুত্তৃড্ভ্যাং ভৃশবিহ্বলৌ॥ ২৬॥ সোদ্বহন্তী নিজং বালং নিপতন্তী পদে পদে। নিশ্বসন্তী নিজং কর্ম্ম নিন্দন্তী চকিতা ভৃশম্॥ ২৭॥ ক্বচিৎ কণ্টকভিন্নাঙ্গী মুক্তকেশী ভয়াতুরা। ক্বচিদ্‌-ব্যাঘ্ররবৈর্ভীতা ক্বচিদ্ব্যালৈরনুদ্রুতা॥ ২৮॥ ভর্ৎস্য-মানা পিশাচৈশ্চ বেতালৈর্ব্রহ্মরাক্ষসৈঃ। মহাগুল্মেষু ধাবন্তী ভিন্নপাদা ক্ষুরাশ্মভিঃ॥ ২৯॥ সৈবং ঘোরে মহারণ্যে ভ্রমন্তী নৃপগেহিনী। দৈবাৎ প্রাপ্তা বণিঙ্মার্গং গোবাজিনরসেবিতম্॥ ৩০॥ গচ্ছন্তী তেন মার্গেণ সুদূরমতিযত্নতঃ। দদর্শ বৈশ্যনগরং

হইতেছে। পাপভোগী ব্যক্তি না প্রাণ পরিত্যাগ, না জীবন ধারণ, ইহার কোনটাতেই সমর্থ হয় না। ভূমিপাল এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাঁহার অন্য পত্নী ও তাঁহাদের পুত্রগণে আসক্ত হইলেন। তিনি এক সারথিকে আদেশ দিয়া নিজ পীড়িত পত্নী ও পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিলেন। তাঁহারা মাতা-পুত্রে সপত্নী-সুতকর্ত্তৃক বিজন বনে পরিত্যক্ত হইয়া ক্ষুৎ-পিপাসায় বিহ্বল হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ উপভোগ করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞী তখন নিজেই শিশু তনয়কে ক্রোড়ে লইয়া চলিতে চলিতে পদে পদে পতিত হইতে লাগিলেন; দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; এবং চকিতা হইয়া নিজ কর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। কোথাও তিনি ভীত হইয়া দ্রুত গমন করিলে কণ্টকে তাঁহার গাত্র ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল; এবং কেশপাশ আলুলায়িত হইয়া গেল। এইরূপে যাইতে যাইতে কোথাও তিনি ব্যাঘ্রের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শুনিয়া ভয় পাইতে লাগিলেন; কোথাও ব্যালগণকর্ত্তৃক অনুদ্রুত হইতে লাগিলেন; কোথাও পিশাচগণ তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল; কোন স্থানে বেতাল ও ব্রহ্ম-রাক্ষসগণ তাঁহাকে বিকটরূপে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল; তখন তিনি অতিশয় ভয় পাইয়া দ্রুত গমন করায় কোথাও তাঁহার চরণযুগল উচ্চাবচ উপলখণ্ডে বাধিয়া যাইতে লাগিল, কোথাও বা লতাগুল্মে জড়াইয়া যাইতে লাগিল। নৃপগেহিনী ঐ ঘোর মহারণ্যে ঐরূপে বিচরণ করিতে করিতে দৈবাৎ এক গো-বাজি-নর-সঙ্কুল পথ দেখিতে

বহুস্ত্রীনরসেবিতম্॥ ৩১॥ তস্য গোপ্তা মহাবৈশ্যো নগরস্য মহাজনঃ। অস্তি পদ্মাকরো নাম রাজরাজ ইবাপরঃ॥ ৩২॥ তস্য, বৈশ্যপতেঃ কাচিদ্‌গৃহদাসী নৃপাঙ্গনাম্। অয়ান্তীং দূরতো দৃষ্ট্বা তদন্তিক-মুপাযযৌ॥ ৩৩॥ সা দাসী নৃপতেঃ কান্তাং সপুত্রাং ভৃশপীড়িতাম্। স্বয়ং বিদিতবৃত্তান্তা স্বামিনে প্রত্যদর্শয়ৎ॥ ৩৪॥ স তাং দৃষ্ট্বা বিশাং নাথো রুজার্ত্তাং ক্লিষ্টপুত্রকাম্। নীত্বা রহসি সুব্যক্তং তদ্‌বৃত্তান্তমপৃচ্ছত॥ ৩৫॥ তয়া নিবেদিতাশেষ-বৃত্তান্তঃ স বণিক্‌পতিঃ। অহো কষ্টমিতি জ্ঞাত্বা নিশশ্বাস মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ৩৬॥ তামন্তিকে স্বগেহস্য সন্নিবেশ্য রহোগৃহে। বাসোঽন্নপানশয়নৈর্ম্মাতৃসাম্যম-পূজয়ৎ॥ ৩৭॥ তস্মিন্ গৃহে নৃপবধূর্নিবসন্তী সুর-ক্ষিতা। ব্রণযক্ষ্মাদিরোগাণাং ন শান্তিং প্রত্যপদ্যত॥ ৩৮॥ ততো দিনৈঃ কতিপয়ৈঃ স বালো ব্রণপীড়িতঃ। বিলঙ্ঘিতভিষক্মন্ত্রো মমার চ বিধের্ব্বশাৎ॥ ৩৯॥ মৃতে স্বতনয়ে রাজ্ঞী শোকেন মহতাবৃতা। মূর্চ্ছিতা

পাইলেন। ঐ পথে তিনি সুদূর গমন করিলে বহু-নর-নারী-সেবিত এক বৈশ্যনগর দর্শন করিলেন। দ্বিতীয় রাজরাজের ন্যায় পদ্মাকরনামক এক নগরমহাজন মহাবৈশ্য ঐ নগরের অধীশ্বর। ঐ বণিক্‌পতির কোন এক গৃহদাসী নৃপাঙ্গনাকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। ঐ দাসী সপুত্রা রাজমহিষীকে অত্যন্ত পীড়িত দেখিয়া স্বয়ং বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বৈশ্য-রাজসমীপে তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়া সাক্ষাৎ করাইল। বণিক্‌পতি ঐ ক্লিষ্টপুত্রা পীড়িতা নৃপাঙ্গনকে দর্শন করিয়া নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া তাঁহাকে ব্যক্তভাবে তাঁহার সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজ্ঞী অশেষরূপে পরিচয় প্রদান করিলে বণিক্‌পতি বৃত্তান্ত অবগত হইয়া "আহা কি কষ্টই না ভোগ করিতেছে" এই বলিয়া মুহুর্ম্মুহু নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। ২১—৩৭। তিনি তাঁহাকে তাঁহার নিজের প্রকোষ্ঠের সন্নিকটেই একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে থাকিবার স্থান দিলেন। তিনি তাঁহাকে বাস, অন্ন, ও শয্যাদি প্রদান করিয়া স্বীয় মাতৃনির্ব্বিশেষে পূজা করিতে লাগিলেন। সেই গৃহে বাস করিয়া তিনি সুরক্ষিতা হইলেও ব্রণ-যক্ষ্মাদিরোগ হইতে শান্তিলাভ করিতে পারি-লেন না। অনন্তর কিয়ৎদিনের মধ্যে ব্রণপীড়িত ঐ বালক ভিষক্‌সব লঙ্ঘন করিয়া বিধিবশে মৃত্যুগ্রস্ত হইলে রাজ্ঞী প্রিয় পুত্রবিয়োগে

চাপতত্ভূমৌ গজভগ্নেব বল্লরী॥ ৪০॥ দৈবাৎ সংজ্ঞামবাপ্যাথ বাষ্পক্লিন্নপয়োধরা। সান্ত্বিতাপি বণিক্‌স্ত্রীভির্বিললাপ সুদুঃখিতা॥ ৪১॥ হা তাত তাত হা পুত্র হা মম প্রাণরক্ষক। হা রাজকুল-পূর্ণেন্দো হা মমানন্দবর্দ্ধন॥ ৪২॥ ইমামনাথাং কৃপণাং স্বৎপ্রাণাং ত্যক্তবান্ধবাম্। মাতরস্তে পরিত্যজ্য ক্ব যাতোঽসি নৃপাত্মজ॥ ৪৩॥ ইত্যেভি-রুদিতৈর্ব্বাক্যৈঃ শোকচিন্তাবিবর্দ্ধকৈঃ। বিলপন্তীং মৃতাপত্যাং কো নু সান্ত্বয়িতুং ক্ষমঃ॥ ৪৪॥ এতস্মিন্ সময়ে তস্যা দুঃখশোকচিকিৎসকঃ। ঋষভঃ পূর্ব্ব-মাখ্যাতঃ শিবযোগী সমাযযৌ॥ ৪৫॥ স যোগী বৈশ্যনাথেন সার্ঘ্যহস্তেন পূজিতঃ। তস্যাঃ সকাশম-গমচ্ছোচন্ত্যা ইদমব্রবীৎ॥ ৪৬॥ ঋষভ উবাচ। অকস্মাৎ কিমহো বৎসে রোরবীষি বিমূঢ়ধীঃ। কো জাতঃ কতমো লোকে কো মৃতো বদ সাম্প্রতম্॥ ৪৭॥ অমী দেহাদয়ো ভাবাস্তোয়ফেনসধর্ম্মকাঃ। ক্বচিদ্ভ্রান্তিঃ ক্বচিচ্ছান্তিঃ স্থিতির্ভবতি বা পুনঃ॥ ৪৮॥ অতোঽস্মিন ফেনসদৃশে দেহে পঞ্চত্বমাগতে। শোকস্থানবকাশত্বান্ন শোচন্তি বিপশ্চিতঃ॥ ৪৯॥ গুণৈর্ভূতানি সৃজ্যন্তে ভ্রাম্যন্তে নিজকর্ম্মভিঃ। কালেনাথ বিকৃষ্যন্তে বাসনায়াঞ্চ শেরতে॥ ৫০॥ মায়য়োৎপত্তিমায়ান্তি গুণাঃ সত্ত্বাদয়স্ত্রয়ঃ। তৈরেব দেহা জায়ন্তে জাতাস্তল্লক্ষণাশ্রয়াঃ॥ ৫১॥ দেবত্বং যাতি সত্ত্বেন রজসা চ মনুষ্যতাম্। তির্য্যক্ত্বং তমসা জন্তুর্ব্বাসনানুগতোঽবশঃ॥ ৫২॥ সংসারে বর্ত্তমানেঽস্মিন্ জন্তুঃ কর্ম্মানুবন্ধনাৎ। দুর্ব্বিভাব্যাং গতিং যাতি সুখদুঃখময়ীং মুহুঃ॥ ৫৩॥ অপি কল্পায়ুষাং তেষাং দেবানান্তু বিপর্য্যয়ঃ। অনেকাময়-বদ্ধানাং কা কথা নরদেহিনাম্॥ ৫৪॥ কেচিদ্বদন্তি দেহস্য কালমেব হি কারণম্। কর্ম্ম কেচিদ্‌গুণান কেচিদ্দেহঃ সাধারণো হ্যয়ম্॥ ৫৫॥ কালকর্ম্ম-গুণাধানং পঞ্চাত্মকমিদং বপুঃ। জাতং দৃষ্ট্বা ন হৃষ্যন্তি ন শোচন্তি মৃতং বুধাঃ॥ ৫৬॥ অব্যক্তে জায়তে জন্তুরব্যক্তে চ প্রলীয়তে। মধ্যে ব্যক্ত-বদাভাতি জলবুদ্বুদসন্নিভঃ॥ ৫৭॥ যদা গর্ভগতো দেহী বিনাশঃ কল্পিতস্তদা। দৈবাজ্জীবতি বা জাতো

মহাশোকে আকুল হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন এবং গজভগ্না বল্লরীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। পরে দৈবাৎ তিনি সংজ্ঞালাভ করিয়া বাষ্পক্লিন্ন-পয়োধরা হইলেন। বণিক্‌স্ত্রীগণ সান্ত্বনা করিলেও তিনি এই বলিয়া অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন,—হা তাত! তাত! হা পুত্র! হা আমার প্রাণরক্ষক! হা রাজকুল-পূর্ণেন্দো! হা আমার আনন্দবর্দ্ধন! এই অনাথা, কৃপণা, স্বৎপ্রাণা, ত্যক্তবান্ধবা—তোমার দুঃখিনী মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় গেলে? এইরূপ শোকচিন্তাবর্দ্ধক রোদনধ্বনি সহকারে বিলাপকারিণী মৃতপুত্রা রমণীকে কে সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারে? এই সময়ে তাঁহার দুঃখ-শোকের প্রতিবিধানকারী ঋষভনামক শিব-যোগী ঐ স্থানে সমাগত হইলেন। ঐ যোগী বৈশ্যনাথ কর্ত্তৃক অর্ঘ্যহস্তে পূজিত হইয়া ঐ শোকা-কুলা নৃপাঙ্গনার সমীপে আগমনপূর্ব্বক এইকথা বলিলেন,—হে বৎসে! তুমি কেন অকস্মাৎ অতি-শয় রোদন করিতেছ? এই লোকে যে জন্মে, সে-ই বা কে, মৃতই বা কে?—তাহা তুমি সম্প্রতি বল। এই দেহাদিভাব তোয়-ফেনসদৃশ; ইহা কখন প্রকাশ পায়; কখন অপ্রকাশ হয়, আবার কখন ইহার স্থিতি দেখা যায়। অতএব এই জলবিম্বসদৃশ দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে শোকের কারণ না থাকায় পণ্ডিতগণ শোক করেন না। গুণ হইতে ভূত সকল সৃষ্ট হয়, হইয়া নিজ কর্ম্ম দ্বারা ইতস্তত ভ্রামিত হয়। অনন্তর কাল কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয় এবং বাসনার আশ্রয় লয়। সত্ত্বাদি গুণত্রয় মায়া দ্বারা উৎপন্ন হয়। আর ঐ গুণ হইতে তল্লক্ষণাশ্রিত হইয়া দেহ জন্মে। সত্ত্ব হইতে দেব, রজঃ হইতে মনুষ্য এবং তম হইতে তির্য্যক্ জাতি উৎপন্ন হয়। জীবগণ বাসনার অনুগত ও বশীভূত হইয়া থাকে। এই বর্ত্তমান সংসারে জীব মুহুর্মুহু কর্ম্মবন্ধন বশতঃ সুখদুঃখময়ী দুর্ব্বিভাব্য গতি লাভ করে। কল্পায়ুঃ দেবতাগণেরও যখন বিপর্য্যয় সুনিশ্চিত, তখন রোগসঙ্কুল নরদেহীর কথা আর কি বলিব? কেহ কেহ কালকে, কেহ কেহ গুণকে, এবং কেহ কেহ কর্ম্মকেই দেহের কারণ বলিয়া থাকেন। এই দেহ সর্ব্বপ্রাণীরই সাধারণ জানিবে। ৩৮—৫৫। কাল-কর্ম্ম-গুণ-জনিত এই দেহ পঞ্চাত্মক (পঞ্চভূত-জাত)। ইহাকে জাত বা মৃত দেখিয়া পণ্ডিত-গণ হর্ষ বা শোক করেন না। জীবগণ অব্যক্ত (প্রকৃতি) হইতেই জন্মে, এবং অব্যক্তেই বিলীন হয়। এই জন্ম-মরণের মধ্যাবস্থায় কেবল জল-বুদ্বুদ-সন্নিভ জীব ব্যক্তবৎ আভাত হয়। দেহী যখন গর্ভগত হয়, তখনই তাহার বিনাশ কল্পিত হইয়া থাকে।

ম্রিয়তে সহসৈব বা ॥ ৫৮ ॥ গর্ভস্থা এব নশ্যন্তি জাতমাত্রাস্তথাপরে কচিদ্যুবানো নশ্যন্তি ম্রিয়ন্তে কেহপি বার্দ্ধকে। ॥ ৫৯ ॥ যাদৃশং প্রাক্তনং কর্ম্ম তাদৃশং বিন্দতে, বপুঃ। ভুঙ্‌ক্তে তদনুরূপাণি সুখদুঃখানি বৈ হ্যসৌ ॥ ৬০ ॥ মায়ানুভাবেরিতয়োঃ পিত্রোঃ সুরতসম্ভ্রমাৎ। দেহ উৎপদ্যতে কোহপি পুংযোষিৎক্লীবলক্ষণঃ ॥ ৬১ ॥ আয়ুঃ সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ পুণ্যং পাপং শ্রুতং ধনম্। ললাটে লিখিতং ধাত্রা বহন্ জন্তুঃ প্রজায়তে ॥ ৬২ ॥ কর্ম্মণামবিলঙ্ঘ্যত্বাৎ কালস্যাপ্যনতিক্রমাৎ। অনিত্যত্বাচ্চ ভাবানাং ন শোকং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৬৩ ॥ ক স্বপ্নে নিয়তং স্থৈর্য্যমিন্দ্রজালে ক সত্যতা। ক নিত্যতা শরন্মেঘে ক শশ্বত্বং কলেবরে ॥ ৬৪ ॥ তব জন্মান্যতীতানি শতকোট্যযুতানি চ। অজানন্ত্যাঃ পরং তত্ত্বং সম্প্রাপ্তোহয়ং মহাভ্রমঃ ॥ ৬৫ ॥ কস্যকস্যাসি তনয়া জননী কস্য কস্য বা। কস্যকস্যাসি গৃহিণী ভবকোটিষু বর্ত্তিনী ॥ ৬৬ ॥ পঞ্চভূতাত্মকো দেহস্ত্বগসৃঙ্‌মাংসবন্ধনঃ। মেদোমজ্জাস্থিনিচিতো বিণ্মূত্রশ্লেষ্মভাজনম্ ॥ ৬৭ ॥ শরীরান্তরমপ্যেতন্নিজদেহোদ্ভবং মলম্। মত্বা স্বতনয়ং মূঢ়ে মা শোকং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৬৮ ॥ যদি নাম জনঃ কশ্চিন্মৃত্যুং তরতি যত্নতঃ। কথং তর্হি বিপদোরন্ সর্ব্বে পূর্ব্বে বিপশ্চিতঃ ॥ ৬৯ ॥ তপসা বিদ্যয়া বুদ্ধ্যা মন্ত্রৌষধিরসায়নৈঃ। অতিযাতি পরং মৃত্যুং ন কশ্চিদপি পণ্ডিতঃ ॥ ৭০ ॥ একস্যাদ্য মৃতির্জন্তোঃ শ্বশ্চান্যস্য বরাননে। তস্মাদনিত্যাবয়বে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৭১ ॥ নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কিং সুখং বদ দেহিনাম্। ব্যাঘ্রে পুরঃস্থিতে গ্রাসঃ পশূনাং কিং নু রোচতে ॥ ৭২ ॥ অতো জন্ম জরাং জেতুং যদীচ্ছসি বরাননে। শরণং ব্রজ সর্ব্বেশং মৃত্যুঞ্জয়মুমাপতিম্ ॥ ৭৩ ॥ তাবন্মৃত্যুভয়ং ঘোরং তাবজ্জন্মজরাভয়ম্। যাবন্নো যাতি শরণং দেহী শিবপদাম্বুজম্ ॥ ৭৪ ॥ অনুভূয়েহ দুঃখানি সংসারে ভৃশদারুণে। মনো যদা বিযুজ্যেত তদা ধ্যেয়ো মহেশ্বরঃ ॥ ৭৫ ॥ মনসা পিবতঃ পুংসঃ শিবধ্যান-

---

জীব দৈবাৎ জীবিত থাকে মাত্র; কখন বা জাত হইয়াই মৃত হয়, কখন বা সহসাই মৃত হয়; কোন কোন জীব গর্ভাবস্থায় এবং কোন কোন জীব জাতমাত্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ যৌবনাবস্থায় এবং বার্দ্ধক্যেও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীবগণ প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে দেহের স্থায়িত্ব লাভ করিয়া তদনুরূপই সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। মায়ানুভাবপ্রেরিত মাতাপিতার সুরতসংযোগবশত স্ত্রী-পুরুষ-ক্লীব-চিহ্নযুক্ত দেহ উৎপন্ন হয়। আয়ু, সুখ, দুঃখ, পুণ্য, পাপ, শ্রুত, ও ধন—এসকল বিধাতা ললাটে লিখিয়া দেন; জীব তাহা বহন করে। কর্ম্মের অলঙ্ঘ্যত্বহেতু, কালের অনতিক্রম্যত্বহেতু এবং ভাবপদার্থ সকলের অনিত্যত্বহেতু ইহাতে তোমার শোক করা উচিত নহে। দেখ, যেমন স্বপ্নের নিয়ত স্থৈর্য্য নাই, ইন্দ্রজালের সত্যতা নাই এবং শরন্মেঘের নিত্যতা নাই, তদ্রূপ শরীরেরও নিত্যতা নাই। হয়ত তোমার শতকোটি অযুত জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহা তোমার স্মরণ নাই বলিয়াই তুমি শরীরে নিত্যতাবিষয়ক ভ্রম প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি কোটি কোটি বার জন্ম গ্রহণ করিয়া কাহার কাহার তনয়া কাহার কাহার জননী এবং কাহার কাহারই বা গৃহিণী হইয়াছিলে,—ইহা তুমি জানিতে পার না বলিয়াই দেহে তোমার নিত্যত্ব জ্ঞান জন্মিয়াছে। এই দেহ পঞ্চভূতাত্মক; ইহা ত্বক্ অসৃক্ ও মাংসময়, মেদো-মজ্জা-অস্থি-নিচিত ও বিণ্মূত্র-শ্লেষ্মার ভাজন। অয়ি মূঢ়ে! তনয় তোমার শরীরান্তরিত হইলেও ইহাকে তুমি নিজ দেহোৎপন্ন মল বলিয়াই মনে কর, ইহার জন্য শোক করিও না। যদি কোন জন যত্ন করিয়া মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইত, তাহা হইলে পূর্ব্ব মনীষিগণ কদাপি জীবন বিসর্জ্জন দিতেন না। তপ, বিদ্যা, বুদ্ধি, মন্ত্র, ওষধি ও রসায়নাদি দ্বারা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তিও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন না। অদ্য এক জনের মৃত্যু হইতেছে, আবার কল্য আর এক জনের মৃত্যু ঘটিবে। অতএব হে বরাননে! তুমি অনিত্য দেহের নিমিত্ত শোক করিও না। মৃত্যু যখন জীবের নিত্য সন্নিহিত, তখন আর তাহাদের কি সুখ হইতে পারে? দেখ, ব্যাঘ্র যদি সম্মুখে থাকে, তাহা হইলে পশুদের গ্রাস কি কখন তাহাদের রুচি উৎপাদন করে? ৫৬—৭২। হে বরাননে! তুমি যদি জন্ম ও জরা জয় করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তুমি মৃত্যুঞ্জয় উমাপতির শরণ লও। দেহী যাবৎকাল শিবপদাম্বুজে শরণ না লয়, তাবৎকাল পর্য্যন্তই তাহার জন্ম, জরা ও মৃত্যুভয় বিদ্যমান থাকে। এই অতি দারুণ সংসারে দুঃখ অনুভব করিয়া মন যখন বিরক্ত হয়, তখনই মহে-

স্বসামৃতম্। তৃষ্ণা ন জায়েত সংসারবিষয়াসবে ॥ ৭৬ ॥ বিমুক্তং সর্ব্বসঙ্গৈশ্চ মনো বৈরাগ্যযন্ত্রিতম্। যদা শিবপদে মগ্নং তদা নাস্তি পুনর্ভবঃ ॥ ৭৭ ॥ তস্মাদিদং মনো ভদ্রে শিবধ্যানৈকসাধনম্। শোকমোহসমাবিষ্টং মা কুরুষ শিবং ভজ ॥ ৭৮ ॥ সূত উবাচ। ইত্থং সান্ত্বনয়ং রাজ্ঞী বোধিতা শিবযোগিনা। প্রত্যাচষ্ট গুরোস্তস্য প্রণম্য চরণাম্বুজম্ ॥ ৭৯ ॥ রাজ্ঞ্যুবাচ। ভগবন্ মৃতপুত্রায়াস্ত্যক্তায়াঃ প্রিয়বন্ধুভিঃ। মহারোগাতুরায়া মে কা গতির্ম্মরণং বিনা ॥ ৮০ ॥ অতোহহং মর্ত্তুমিচ্ছামি সহৈব শিশুনামুনা। কৃতার্থাহং যদদ্য ত্বামপশ্যং মরণোন্মুখী ॥ ৮১ ॥ সূত উবাচ। ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা শিবযোগী দয়ানিধিঃ। পূর্ব্বোপকারং সংস্মৃত্য মৃতস্যান্তিকমাযযৌ ॥ ৮২ ॥ স তদা ভস্ম সংগৃহ্য শিবমন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্। বিদীর্ণে তন্মুখে ক্ষিপ্ত্বা মৃতং প্রাণৈরযোজয়ৎ ॥ ৮৩ ॥ স বালঃ সঙ্গতঃ প্রাণৈঃ শনৈরুন্মীল্য লোচনে। প্রাপ্তপূর্ব্বেন্দ্রিয়বলো রুরোদ স্তন্যকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৮৪ ॥ মৃতস্য পুনরুত্থানং বীক্ষ্য বালস্য বিস্মিতাঃ। জনা মুমুদিরে সর্ব্বে নগরেষু পুরোগমাঃ ॥ ৮৫ ॥ অথানন্দভরা রাজ্ঞী বিহ্বলোন্মত্তলোচনা। জগ্রাহ তনয়ং শীঘ্রং বাষ্পব্যাকুললোচনা ॥ ৮৬ ॥ উপগুহ্য তদা তন্বী পরমানন্দনির্বৃতা। ন বেদাত্মানমন্যং বা সুষুপ্তেব পরিশ্রমাৎ ॥ ৮৭ ॥ পুনশ্চ ঋষভো যোগী তয়োর্ম্মাতৃকুমারয়োঃ। বিষব্রণযুতং দেহং ভস্মনৈব পরামৃশৎ ॥ ৮৮ ॥ তৌ চ তদ্ভস্মনা স্পৃষ্টৌ প্রাপ্তদিব্যকলেবরৌ। দেবানাং সদৃশং রূপং দধতুঃ কান্তিভূষিতম্ ॥ ৮৯ ॥ সম্প্রাপ্তে ত্রিদিবৈশ্বর্য্যে যৎ সুখং পুণ্যকর্ম্মণাম্। তস্মাচ্ছতগুণং প্রাপ সা রাজ্ঞী সুখমুত্তমম্ ॥ ৯০ ॥ তাং পাদয়োর্নিপতিতামৃষভঃ প্রেমবিহ্বলঃ। উত্থাপ্যাশ্বাসয়ামাস দুঃখৈর্ম্মুক্তামুবাচ হ ॥ ৯১ ॥ অয়ি বৎসে মহারাজ্ঞি জীব ত্বং শাশ্বতীঃ সমাঃ। যাবজ্জীবসি লোকেঽস্মিন্ন তাবৎ প্রাপ্স্যসে জরাম্ ॥ ৯২ ॥ এষ তে তনয়ঃ সাধ্বি ভদ্রায়ুরিতি নামতঃ। খ্যাতিং যাস্যতি লোকেষু নিজং রাজ্যমবাপ্স্যতি ॥ ৯৩ ॥ অস্য বৈশ্যস্য সদনে তাবত্তিষ্ঠ শুচিস্মিতে। যাবদেষ

শ্বরের ধ্যান করা কর্ত্তব্য। যে পুরুষ মন দ্বারা শিবধ্যানরূপ অমৃতরস পান করে, তাহার আর পুনরায় সংসার-বিষয়াসবে তৃষ্ণা জন্মে না। মন যখন সর্ব্বসঙ্গবিমুক্ত ও বৈরাগ্য-যন্ত্রিত হইয়া শিব-পদে মগ্ন হয়, তখন আর পুনরায় জন্ম হয় না। হে ভদ্রে! অতএব তুমি তোমার মনকে শোক-মোহ-সমাবিষ্ট করিও না। শিবধ্যানৈক-নিরত করিয়া শিব-আরাধনা কর। সূত বলিলেন,—রাজ্ঞী শিব-যোগী কর্ত্তৃক এই প্রকার সানুনয়ে বোধিত হইয়া গুরুর পাদপদ্মযুগলে প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভগবন্! আমার পুত্র মৃত হইয়াছে, প্রিয়-বন্ধুজন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছে, আমি রুগ্না—এ অবস্থায় মৃত্যু ব্যতীত আর আমার গতি কি? এই জন্যই আমি এই শিশুর সহিত জীবন বিসর্জ্জন দিতে ইচ্ছা করিতেছি। আমি যে মরণোন্মুখী হইয়া আপনার দর্শন লাভ করিলাম, ইহাতেই কৃতার্থা হইলাম। সূত বলিলেন,—দয়ানিধি শিব-যোগী তখন রাজ্ঞীর পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া সেই মৃত শিশুর নিকট আগমন করিলেন, আসিয়া—শিবমন্ত্রাভিমন্ত্রিত ভস্ম গ্রহণ করিয়া ঐ মৃত শিশুর মুখে নিক্ষেপ করত তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন। ঐ বালক তখন প্রাণ প্রাপ্ত হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিল এবং ইন্দ্রিয়বল প্রাপ্ত হইয়া স্তন্য পান করিবার জন্য রোদন করিয়া উঠিল। সমাগত নাগরিকগণ মৃত বালককে পুনরুজ্জীবিত করিতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত ও অতিশয় আমোদপ্রাপ্ত হইল। অনন্তর বাষ্প-ব্যাকুললোচনা রাজ্ঞী আনন্দভরে বিহ্বলোন্মত্তলোচনে বালককে গ্রহণ করিলেন। তখন ঐ তন্বী রাজ্ঞী আনন্দিতচিত্তে বালককে আলিঙ্গন করিয়া—তিনিই বা কে? আর অন্যই বা কে? কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না; পরন্তু পরিশ্রমান্তে নিদ্রিতার ন্যায় হইলেন। তখন ঋষভনামক শিবযোগী পুনরায় সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম স্পর্শ করাইয়া তাঁহাদের মাতাপুত্রের সমুদয় গাত্রব্রণ উপশমিত করিলেন। ভস্মস্পর্শে গাত্রব্রণ উপশমিত হইলে তাঁহারা দিব্য দেহ ধারণ করিয়া দেবতা-দিগের ন্যায় সৌন্দর্য্যসম্পন্নরূপ ধারণ করিলেন। পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিগণ স্বর্গৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া যেরূপ সুখলাভ করেন, রাজ্ঞী তখন তদপেক্ষাও অধিক সুখলাভ করিয়াছিলেন। ঋষভ তখন পাদপতিত দুঃখিত রাজ্ঞীকে সস্নেহে উত্থাপিত ও আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন,—অয়ি বৎসে রাজ্ঞি! তুমি অনন্ত-কাল জীবিতা হও। তুমি এই লোকে যাবৎজীবিত থাকিবে, তাবৎ তোমাকে জরা উপভোগ করিতে হইবে না। তোমার এই পুত্র ভদ্রায়ু নামে বিখ্যাত হইয়া নিজরাজ্য প্রাপ্ত হইবে। অয়ি শুচিস্মিতে!

কুমারস্তে প্রাপ্তবিদ্যো ভবিষ্যতি ॥২৪॥ সূত উবাচ। ইতিতাম্বৃষভো যোগী তঞ্চ রাজকুমারকম্। সঞ্জীব্য ভস্মবীর্য্যেণ যযৌ দেশান্ যথেপ্সিতান্ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভদ্রায়ুপাখ্যানে ঋষভযোগিনা ভদ্রায়ু-জীবনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। পিঙ্গলা নাম যা বেশ্যা ময়া পূর্ব্বমুদাহৃতা। শিবভক্তার্চ্চনাৎ পুণ্যাত্ত্যক্তা পূর্ব্বকলেবরম্ ॥ ১ ॥ চন্দ্রাঙ্গদস্য সা ভূয়ঃ সীমন্তিন্যামজায়ত। রূপৌদার্য্যগুণোপেতা নাম্না বৈ কীর্ত্তিমালিনী ॥ ২ ॥ ভদ্রায়ুরপি তত্রৈব রাজপুত্রো বণিক্পতেঃ। ববৃধে সদনে ভানুঃ শুচাবিব মহাতপাঃ ॥ ৩ ॥ তস্যাপি বৈশ্যনাথস্য কুমারস্ত্বেক উত্তমঃ। স নাম্না সুনয়ঃ প্রোক্তো রাজসূনোঃ সখাভবৎ ॥ ৪ ॥ তাবুভৌ পরমস্নিগ্ধৌ রাজবৈশ্যকুমারকৌ। চিত্রক্রীড়াবুদারাঙ্গৌ রত্নাভরণমণ্ডিতৌ ॥ ৫ ॥ তস্য রাজকুমারস্য ব্রাহ্মণৈঃ সঃ বণিক্পতিঃ। সংস্কারান্ কারয়ামাস স্বপুত্রস্যাপি বিস্তরাৎ ॥ ৬ ॥ কালে কৃতোপনয়নৌ গুরুশুশ্রূষণে রতৌ। চক্রতুঃ সর্ব্ববিদ্যানাং সংগ্রহং বিনয়ান্বিতৌ ॥ ৭ ॥ অথ রাজকুমারস্য প্রাপ্তে ষোড়শহায়নে। স এব ঋষভো যোগী তস্য বেশ্মন্যুপাযযৌ ॥ ৮ ॥ সা রাজ্ঞী স কুমারশ্চ শিবযোগিনমাগতম্। মুহুর্ম্মুহুঃ প্রণম্যোভৌ পূজয়ামাসতুর্মুদা ॥ ৯ ॥ তাভ্যাঞ্চ পূজিতঃ সোঽথ যোগীশো হৃষ্টমানসঃ। তং রাজপুত্রমুদ্দিশ্য বভাষে করুণার্দ্রধীঃ ॥ ১০ ॥ শিবযোগ্যুবাচ। কচ্চিত্তে কুশলং তাত ত্বন্মাতুশ্চাপ্যনাময়ম্। কচ্চিত্ত্বং সর্ব্ববিদ্যানামকার্ষীশ্চ প্রতিগ্রহম্ ॥ ১১ ॥ কচ্চিদ্গুরূণাং সততং শুশ্রূষাতৎপরো ভবান্। কচ্চিৎ স্মরসি মাং তাত তব প্রাণপ্রদং গুরুম্ ॥ ১২ ॥ এবং বদতি যোগীশে রাজ্ঞী সা বিনয়ান্বিতা। স্বপুত্রং পাদয়োস্তস্য নিপাত্যৈনমভাবত ॥ ১৩ ॥ এষ পুত্রস্তব গুরো ত্বমস্য প্রাণদঃ পিতা। এষ শিষ্যস্ত সংগ্রাহ্যো ভবতা করুণাত্মনা ॥ ১৪ ॥ অতো বন্ধুভিরুৎসৃষ্টমনাথং পরিপালয়। অস্মৈ সম্যক্ সতাং মার্গমুপদেষ্টুং ত্বমর্হসি ॥ ১৫ ॥ ইতি প্রসাদিতো রাজ্ঞ্যা শিবযোগী

যাবৎ তোমার পুত্র কৃতবিদ্য না হয়, তাবৎ তুমি এই বৈশ্যভবনে বাস কর। সূত বলিলেন, শিবযোগী ঋষভ ভস্মপ্রভাবে রাজ্ঞীকে নিরাময় ও বালককে পুনর্জীবিত করিয়া অভিলষিত দেশে গমন করিলেন। ৭৩—৯৫।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—পূর্ব্বে আমি যে পিঙ্গলানাম্নী বেশ্যার কথা বলিয়াছিলাম, ঐ বেশ্যা শিবভক্তের অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বকলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক চন্দ্রাঙ্গদমহিষী সীমন্তিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। এই জন্মে ইহার নাম হয় কীর্ত্তিমালিনী এবং এ উদার রূপ-গুণে বিভূষিতা হয়। এদিকে পুনর্জীবিত রাজপুত্র বণিক্‌সদনে নিদাঘকালীন সূর্য্যের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এই সময় বণিক্‌পতিরও এক উত্তম কুমার জন্মগ্রহণ করে। ঐ পুত্রের নাম সুনয়; সুনয় রাজপুত্রের সখা হইল। ঐ বালকদ্বয় রত্নাভরণমণ্ডিত হইয়া পরমস্নেহ সহকারে বিচিত্র ক্রীড়া করিতে লাগিল। বণিক্‌পতি ব্রাহ্মণদ্বারা রাজকুমারের ও দ্বিজপুত্রের যথাবিধি সংস্কারকার্য্য নির্ব্বাহ করাইলেন। ঐ বালকদ্বয় যথাবিধি সংস্কৃত হইয়া গুরুশুশ্রূষায় রত হইল এবং বিনয়ান্বিত হইয়া তাহারা সর্ব্ববিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিল। কালে রাজকুমার ষোড়শবর্ষে উপনীত হইলে একদা সেই ঋষভনামক শিবযোগী তাহাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র রাজ্ঞী ও বালক উভয়েই বার বার প্রণাম করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। তাঁহাদের দ্বারা সম্মানিত ও হৃষ্ট হইয়া শিবযোগী করুণার্দ্রহৃদয়ে রাজপুত্র-উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন,—হে তাত! তোমার কুশল ত? তোমার মাতা ভাল আছেন ত? তুমি বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছ ত? তুমি সর্ব্বদা গুরুজনের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাক ত? আমি তোমার প্রাণদান করিয়াছি, তুমি আমাকে স্মরণ কর ত?১-১২। যোগিবর এইরূপ প্রশ্ন করিলে বিনয়ান্বিতা রাজ্ঞী তখন স্বীয়পুত্রকে তাঁহার পদযুগলে রক্ষা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে গুরো! এই পুত্র আপনারই; যে হেতু আপনি ইহার প্রাণদাতা—পিতা। আপনি করুণা করিয়া ইহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন। আপনি এই

মহামতিঃ। তস্মৈ রাজকুমারায় সন্মার্গমুপদিষ্টবান্॥ ১৬॥ ঋষভ উবাচ। শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু প্রোক্তো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। বর্ণাশ্রমানুরূপেণ নিষেব্যঃ সর্ব্বদা জনৈঃ॥ ১৭॥ ভজ বৎস সতাং মার্গং সদেব চরিতং চর। ন দেবাজ্ঞাং বিলঙ্ঘেথা মা কার্যীর্দেবহেলনম্॥ ১৮॥ গোদেবগুরুবিপ্রেষু ভক্তিমান্ ভব সর্ব্বদা। চাণ্ডালমপি সম্প্রাপ্তং সদা সম্ভাবয়াতিথিম্॥ ১৯॥ সত্যং ন ত্যজ সর্ব্বত্র প্রাপ্তেঽপি প্রাণসঙ্কটে। গোব্রাহ্মণানাং রক্ষার্থমসত্যং ত্বং বদ কচিৎ॥ ২॥ পরস্বেষু পরস্ত্রীষু দেবব্রাহ্মণবস্তুষু। তৃষ্ণাং ত্যজ মহাবাহো দুর্লভেষ্বপি বস্তুষু॥ ২১॥ সৎকথায়াং সদাচারে সদ্‌ব্রতে চ সদাগমে। ধর্ম্মাদিসংগ্রহে নিত্যং তৃষ্ণাং কুরু মহামতে॥ ২২॥ স্নানে জপে চ হোমে চ স্বাধ্যায়ে পিতৃতর্পণে। গোদেবাতিথিপূজাসু নিরালস্যো ভবানঘ॥ ২৩॥ ক্রোধং দ্বেষং ভয়ং শাঠ্যং পৈশুন্যমসদাগ্রহম্। কৌটিল্যং দম্ভমুদ্বেগং যত্নেন পরিবর্জ্জয়॥ ২৪॥ ক্ষাত্রধর্ম্মরতোঽপি ত্বং বৃথা হিংসাং পরিত্যজ। শুষ্কবৈরং বৃথালাপং পরনিন্দাঞ্চ বর্জ্জয়॥ ২৫॥ মৃগয়াদ্যূতপানেষু স্ত্রীষু স্ত্রীবিজিতেষু চ। অত্যাহারমতিক্রোধমতিনিদ্রামতিশ্রমম্॥ ২৬॥ অত্যালাপমতিক্রীড়াং সর্ব্বদা পরিবর্জ্জয়॥ ২৭॥ অতিবিদ্যামতিশ্রদ্ধামতিপুণ্যমতিস্মৃতিম্। অত্যুৎসাহমতিখ্যাতিমতিধৈর্য্যঞ্চ সাধয়॥ ২৮॥ সকামো নিজদারেষু সক্রোধো নিজশত্রুষু। সলোভঃ পুণ্যনিচয়ে সাভ্যসূয়ো হ্যধর্ম্মিষু॥ ২৯॥ সদ্বেষো ভব পাষণ্ডে সরাগঃ সজ্জনেষু চ। দুর্ব্বোধো ভব দুর্ম্মন্ত্রে বধিরঃ পিশুনোক্তিষু॥ ৩০॥ ধূর্ত্তং চণ্ডং শঠং ক্রূরং কিতবং চপলং খলম্। পতিতং নাস্তিকং জিহ্মং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়॥ ৩১॥ আত্মপ্রশংসাং মা কার্যীঃ পরিজ্ঞাতেঙ্গিতো ভব। নে সর্ব্বকুটুম্বে চ নাত্যাসক্তঃ সদা ভব॥৩২॥ পত্ন্যাঃ পতিব্রতায়াশ্চ জনন্যাঃ শ্বশুরস্য চ। সতাং গুরোশ্চ বচনে বিশ্বাসং কুরু সর্ব্বদা॥ ৩৩॥ আত্মরক্ষাপরো নিত্যমপ্রমত্তো দৃঢ়ব্রতঃ। বিশ্বাসং নৈব কুর্ব্বীথাঃ স্বভৃত্যেষ্বপি কুত্রচিৎ॥ ৩৪॥ বিশ্বস্তং মা বধীঃ

বন্ধুপরিত্যক্ত অনাথ বালককে প্রতিপালন করুন। আপনিই ইহাঁকে সৎমার্গ উপদেশ দিবার যোগ্যপাত্র। মহামতি শিবযোগী রাজ্ঞীকর্ত্তৃক এইরূপে প্রসাদিত হইয়া বালককে সন্মার্গ উপদেশ প্রদান করিলেন; তিনি বলিলেন,—শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে সনাতন ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। ঐধর্ম্ম বর্ণাশ্রমানুক্রমে জনগণের সর্ব্বদা পালনীয়। হে বৎস! তুমি সন্মার্গ ভজনা কর; সৎচরিত আচরণ কর; দেবাজ্ঞা লঙ্ঘন করিও না; দেবতার প্রতি কদাচ অবহেলা করিও না; গো, ব্রাহ্মণ, দেব ও গুরুর প্রতি সর্ব্বদা ভক্তিমান্ থাকিবে। সমাগত অতিথি চণ্ডাল হইলেও সর্ব্বদা তাঁহার সৎকার করিবে; প্রাণসংশয় ঘটনা ঘটিলেও কদাচ মিথ্যা বলিবে না; কিন্তু গো-ব্রাহ্মণের রক্ষার নিমিত্ত যদি কদাচিৎ মিথ্যা বলিতে হয়, তাহা বলিবে। পরধন, পরস্ত্রী এবং দেব-ব্রাহ্মণদ্রব্য এ সকল দুর্ল্লভ হইলেও ইহাতে কদাচ লোভ করিও না। হে সুবুদ্ধে! তুমি সর্ব্বদা সৎকথা, সদাচার, সদ্‌ব্রত, সদাগম ও ধর্ম্মাদিসংগ্রহ বিষয়ে যত্নবান্ হইবে। হে অনঘ! তুমি স্নান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ, গো-দেব ও অতিথিপূজায় সর্ব্বদা আলস্য পরিত্যাগ করিবে; ক্রোধ, দ্বেষ, ভয়, শাঠ্য, পৈশুন্য, অসৎসেবা, কুটিলতা, দম্ভ, ও উদ্বেগ, এ সকল যত্নপূর্ব্বক-বর্জ্জন করিবে। তুমি ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বৃথা হিংসা করিবে না; শুষ্ক-বৈর, বৃথালাপ ও পরনিন্দা এ সকলে সর্ব্বদা অবজ্ঞা করিবে, মৃগয়া, দ্যূত, পান, স্ত্রী ও স্ত্রীবিজিত জনে আসক্ত হইবে না; অতিভোজন, অতি ক্রোধ, অতি নিদ্রা, অতিশ্রম, অত্যালাপ ও অতিক্রীড়া সর্ব্বদা পরিহার করিবে এবং অতিবিদ্যা অতিশ্রদ্ধা, অতিপুণ্য, অতিস্মৃতি, অত্যুৎসাহ, অতি খ্যাতি ও অতিধৈর্য্য সাধন করিবে। তুমি নিজ পত্নীতে সকাম হইবে; নিজ শত্রুর প্রতি ক্রোধ দেখাইবে; পুণ্যার্জ্জনে লুব্ধ হইবে; অধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করিবে; পাষণ্ড ব্যক্তিকে দ্বেষ করিবে; সজ্জনে অনুরাগী হইবে; কুমন্ত্রণা গ্রহণ কারবে না; খলের উক্তি শ্রবণ করিবে না এবং ধূর্ত্ত, চণ্ড, শঠ, ক্রূর, কিতব, চপল, খল, পতিত, নাস্তিক ও কুটিল, এ সকল ব্যক্তিকে দূর হইতে পরিহার করিবে। ১৩—৩১। তুমি কদাচ আত্মপ্রশংসা করিবে না; ইঙ্গিতজ্ঞ হইবে; ধন ও কুটুম্বজনে অত্যাসক্ত হইবে না; পতিব্রতা পত্নী, জননী, শ্বশুর, সজ্জন ও গুরুবচনে সর্ব্বদা বিশ্বাস করিবে; নিত্য আত্মরক্ষা-পরায়ণ হইবে; নিত্য অপ্রমত্ত থাকিবে; দৃঢ়ব্রত হইবে; নিজ ভৃত্য হইলেও কদাচ তাহার প্রতি বিশ্বাস করিবে

কিঞ্চিদপি চৌরং মহামতে। অপাপেষু ন শঙ্কেথাঃ সত্যান্ন চলিতো ভব ॥ ৩৫ ॥ অনাথং কৃপণং বৃদ্ধং স্ত্রিয়ং বালং নিরাগসম্। পরিরক্ষ ধনৈঃ প্রাণৈর্ব্বুদ্ধ্যা শক্ত্যা বলেন চ ॥ ৩৬ ॥ অপি শত্রুং বধস্থার্হং মা বধীঃ শরণাগতম্। অপ্যপাত্রং সুপাত্রং বা নীচো বাপি মহত্তমঃ ॥ ৩৭ ॥ যো বা কো বাপি যাচেত তস্মৈ দেহি শিরোঽপি চ। অপি যত্নেন মহতা কীর্ত্তিমেব সদার্জ্জয় ॥ ৩৮ ॥ রাজ্ঞাং চ বিদুষাং চৈব কীর্ত্তিরেব হি ভূষণম্। সৎকীর্ত্তি-প্রভবা লক্ষ্মীঃ পুণ্যং সৎকীর্ত্তিসম্ভবম্ ॥ ৩৯ ॥ সৎকীর্ত্ত্যা রাজতে. লোকশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রিকয়া যথা। গজাশ্বহেমনিচয়ং রত্নরাশিং নগোপমম্ ॥ ৪০ ॥ অকীর্ত্ত্যোপহতং সর্ব্বং তৃণবন্মুঞ্চ সত্বরম্। মাতুঃ কোপং পিতুঃ কোপং গুরোঃ কোপং ধনব্যয়ম্ ॥ ৪১ ॥ পুত্রাণামপরাধং চ ব্রাহ্মণানাং ক্ষমস্ব ভোঃ। যথা দ্বিজপ্রসাদঃ স্যাত্তথা তেষাং হিতং চর ॥ ৪২ ॥ রাজানং সঙ্কটে মগ্নমুদ্ধরেয়ুর্দ্বিজোত্তমাঃ। আয়ুর্যশো বলং সৌখ্যং ধনং পুণ্যং প্রজোন্নতিঃ ॥ ৪৩ ॥

না; চোর হইলেও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কদাচ বধ করিবে না; অপাপ কর্ম্মে শঙ্কিত হইবে না; সত্য হইতে বিচলিত হইবে না এবং অনাথ, কৃপণ, বৃদ্ধ, স্ত্রী, বালক ও নিরাপরাধ ব্যক্তিকে ধন, প্রাণ, বুদ্ধি, শক্তি ও বল দ্বারা সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। বধার্হ শত্রুও যদি শরণাগত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বধ করিবে না; অপাত্র হউক, সুপাত্র হউক, নীচ হউক, মহৎ হউক, যে কেহ হউক না কেন, যদি সে প্রার্থনা করে, তবে স্বীয় মস্তক প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। অধিক আর কি বলিব? অতীব যত্ন সহকারে সর্ব্বদা যশ উপার্জ্জন করিবে। কীর্ত্তিই রাজা এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের অলঙ্কারস্বরূপ। সৎকীর্ত্তি হইতেই লক্ষ্মী লাভ হয়। পুণ্য সৎকীর্ত্তিসম্ভূত। চন্দ্রিকায় চন্দ্রের ন্যায় সৎকীর্ত্তি দ্বারা লোক দীপ্তি পাইয়া থাকে। গজ, অশ্ব, হেমনিচয় ও পর্ব্বতোপম রত্ন-রাশি, এ সমুদয়ই অকীর্ত্তি দ্বারা উপহত হইলে সত্বর তৃণবৎ পরিহার করিয়ব। মাতা,পিতা ও গুরুর কোপ, ধনব্যয়, পুত্র ও ব্রাহ্মণগণের অপরাধ সর্ব্বদা ক্ষমা করিবে। যাহাতে দ্বিজগণ প্রসন্ন হন, সেই-রূপে তাঁহাদের হিতাচরণ করিবে। দ্বিজোত্তমগণ সঙ্কটাপন্ন রাজাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। আয়ু, যশ, বল, সৌখ্য, ধন, পুণ্য ও প্রজাবৃদ্ধি,

কর্ম্মণা যেন জায়েত তৎসেব্যং ভবতা সদা। দেশং কালং চ শক্তিং চ কার্য্যং চাকার্য্যমেব চ ॥ ৪৪ ॥ সম্যগ্‌বিচার্য্য যত্নেন কুরু কার্য্যং চ সর্ব্বদা। ন কুর্য্যাঃ কস্যচিদ্বাধাং পরবাধাং নিবারয় ॥ ৪৫ ॥ চোরান্ দুষ্টাংশ্চ বাধেথাঃ সুনীত্যা শক্তিমত্তয়া। স্নানে জপে চ হোমে চ দৈবে পিত্র্যে চ কর্ম্মণি ॥ ৪৬ ॥ অত্বরো ভব নিদ্রায়াং ভোজনে ভব সত্বরঃ ॥ ৪৭ ॥ দাক্ষিণ্যযুক্তমশঠং সত্যং জনমনোহরম্ অল্পাক্ষরমনন্তার্থং বাক্যং ব্রূহি মহামতে। অভীতো ভব সর্ব্বত্র বিপক্ষেষু বিপৎসু চ ॥ ৪৮ ॥ ভীতো ভব ব্রহ্মকুলে ন পাপে গুরুশাসনে। জ্ঞাতিবন্ধুষু বিপ্রেষু ভার্য্যাসু তনয়েষু চ ॥ ৪৯ ॥ সমভাবেন বর্ত্তেথাস্তথা ভোজনপঙ্‌ক্তিষু। সতাং হিতোপদেশেষু তথা পুণ্যকথাসু চ ॥ ৫০ ॥ বিদ্যাগোষ্ঠীষু ধর্ম্ম্যাসু কচিন্মা ভূঃ পরাঙ্মুখঃ। শুচৌ পুণ্যজলস্থানে প্রখ্যাতে ব্রহ্মসঙ্কুলে ॥ ৫১ ॥ মহাদেশে শিবময়ে বস্তব্যং ভবতা সদা। কুলটাশ্চ গণিকা যত্র যত্র তিষ্ঠতি কামুকঃ ॥ ৫২ ॥ দুর্দ্দেশে নীচসম্বাধে কদাচিদপি মা বস। একমেবাশ্রিতোঽপি ত্বং শিবং ত্রিভুবনেশ্বরম্ ॥

যে কর্ম্ম দ্বারা হয়, তাহা তোমার সর্ব্বদা আচরণীয়। দেশ, কাল, শক্তি ও কার্য্য এ সকল সম্যক্ বিচার না করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না। কদাচ কাহাকেও বাধা প্রদান করিবে না এবং পরবাধা নিবারণ করিবে; চোর ও দুষ্টগণকে যথাশক্তি সুনীতি অবলম্বনে বাধা প্রদান করিবে। স্নান, জপ, হোম ও দৈব পিত্র্য কর্ম্মে ত্বরা অবলম্বন করিবে না অর্থাৎ ধীর—সুস্থিরভাবে করিবে; নিদ্রা ও ভোজনে সত্বর হইবে অর্থাৎ অধিকক্ষণ ধরিয়া আহার করিবে না—নিদ্রা যাইবে না।৩২—৪৭। দাক্ষিণ্যযুক্ত,সরল, সত্য, জন-মনোহর ও অল্পাক্ষর অথচ অনন্তার্থ বাক্য বলিবে; শত্রুবিষয়ে ও বিপদে ভীত হইও না; পাপী ব্যক্তিকে গুরুতররূপে শাসন করিতে ভয় করিও না; কিন্তু ব্রাহ্মণকুলে ভয় রাখিয়া কার্য্য করিবে; জ্ঞাতি, বন্ধু, বিপ্র, ভার্য্যা, তনয় ও পঙ্‌ক্তি-ভোজন বিষয়ে সমভাবাপন্ন হইবে; সাধুগণের হিতোপদেশে, পুণ্যকথায় ও ধর্ম্মসঙ্গত বিদ্যাগোষ্ঠীতে কদাচ পরাঙ্মুখ হইও না; শুচি, পুণ্যতোয়-হ্রদ-নদাদি-সন্নিহিত, প্রখ্যাত, মঙ্গলময় ব্রাহ্মণবহুল মহাদেশে বাস করিবে; কুলটা গণিকা-গণ, কামুক ও নীচসংসর্গ-দূষিত স্থানে কদাচ বাস করিবে না; এবং একমাত্র ত্রিভুবনেশ্বর শিবের

৫৩॥ সর্ব্বান্ দেবানুপাসীথাস্তদ্দিনানি চ মানয়ন্। সদা শুচিঃ সদা দক্ষঃ সদা শান্তঃ সদা স্থিরঃ॥ ৫৪॥ সদা বিজিতষড়্বর্গঃ সদৈকান্তো ভবানঘ। বিপ্রান্ বেদবিদঃ শান্তান্ যতীংশ্চ নিয়তোজ্জ্বলান্॥ ৫৫॥ পুণ্যবৃক্ষান্ পুণ্যনদীঃ পুণ্যতীর্থং মহৎসরঃ। ধেনুং চ বৃষভং রত্নং যুবতীং চ পতিব্রতাম্॥ ৫৬॥ আত্মনো গৃহদেবাংশ্চ সহসৈব নমস্কুরু। উত্থায় সময়ে ব্রাহ্মে হ্যাচাম্য বিমলাশয়ঃ॥ ৫৭॥ নমস্কৃত্যাত্মগুরবে ধ্যাত্বা দেবমুমাপতিম্। নারায়ণঞ্চ লক্ষ্মীশং ব্রহ্মাণঞ্চ বিনায়কম্॥ ৫৮॥ স্কন্দং কাত্যায়নীং দেবীং মহালক্ষ্মীং সরস্বতীম্। ইন্দ্রাদীনথ লোকেশান্ পুণ্যশ্লোকানৃষীনপি॥ ৫৯॥ চিন্তয়িত্বাথ মার্ত্তণ্ডমুদ্যন্তং প্রণমেৎ সদা। গন্ধং পুষ্পঞ্চ তাম্বূলং শাকং পক্বফলাদিকম্॥ ৬০॥ শিবায় দত্ত্বোপভুঙ্ক্ষ্ব ভক্ষ্যং ভোজ্যং প্রিয়ং নবম্। যদ্দত্তং যৎকৃতং জপ্তং যৎস্নাতং যদ্ধুতং স্মৃতম্॥ ৬১॥ যচ্চ তপ্তং তরঃ সর্ব্বং তচ্ছিবায় নিবেদয়ণ। ভুঞ্জানশ্চ পঠন্ বাপি শয়ানো বিহরন্নপি। পশ্যন্ শৃণ্বন্ বদন্ গৃহ্ণন্ শিবমেবানুচিন্তয়॥ ৬২॥ রুদ্রাক্ষকঙ্কণলসৎকরদণ্ডযুগ্মো ভালান্তরালধৃতভস্মসিতত্রিপুণ্ড্রঃ। পঞ্চাক্ষরং পরিপঠন্ পরমন্ত্ররাজং ধ্যায়ন্ সদা পশুপতেশ্চরণং রমেথাঃ॥ ৬৩॥ ইতি সংক্ষেপতো বৎস কথিতো ধর্ম্মসংগ্রহঃ॥ অন্যেষু চ পুরাণেষু বিস্তরেণ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৬৪॥ অথাপরং সর্ব্বপুরাণগুহ্যং নিঃশেষপাপৌঘহরং পবিত্রম্। জয়প্রদং সর্ব্ববিপদ্বিমোচনং বক্ষ্যামি শৈবং কবচং হিতায় তে॥ ৬৫॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভদ্রায়ুং প্রতি ঋষভোপদেশবর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষভ উবাচ। নমস্কৃত্য মহাদেবং বিশ্বব্যাপিনমীশ্বরম্। বক্ষ্যে শিবময়ং বর্ম্ম সর্ব্বরক্ষাকরং নৃণাম্॥ ১॥ শুচৌ দেশে সমাসীনো যথাবৎ কল্পিতাসনঃ। জিতেন্দ্রিয়ো জিতপ্রাণশ্চিন্তয়েচ্ছিবমব্যয়ম্॥ ২॥ হৃৎপুণ্ডরীকান্তরসন্নিবিষ্টং স্বতেজসা ব্যাপ্তনভোঽবকাশম্। অতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্মমনন্তমাদ্যং

উপাসনা করিলেও তুমি নির্দ্দিষ্ট দিনে সকল দেবতারই উপাসনা করিবে। হে অনঘ! তুমি সর্ব্বদা শুচি, দক্ষ, শান্ত, স্থির, বিজিতষড়্বর্গ ও ঐকান্তিক হইবে। বেদবিৎ, শান্ত, যতি, নিয়তোজ্জ্বল বিপ্র, পুণ্য বৃক্ষ, পুণ্য নদী, পুণ্যতীর্থ, মহৎসর, ধেনু, বৃষভ, রত্ন, যুবতী, পতিব্রতা ও আপনার গৃহদেবতাদিগকে নিত্য নমস্কার করিবে; ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিমলাশয় হইয়া আচমন করিবে, তদনন্তর আত্মগুরুকে নমস্কার করিয়া দেব উমাপতিকে ধ্যান করিবে; পরে নারায়ণ, লক্ষ্মীশ, ব্রহ্মা, বিনায়ক, স্কন্দ, কাত্যায়নী, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, ইন্দ্রাদি লোকপাল, পুণ্যশ্লোক ঋষিগণ ও উদিত আদিত্যকে ধ্যান করিয়া নিত্য নমস্কার করিবে; গন্ধ, পুষ্প, তাম্বুল, শাক, পক্ব ফলাদি ও যাহা কিছু নূতন প্রিয় ভক্ষ্য-ভোজ্য, তৎসমস্তই শিবকে দান করিয়া উপভোগ করিবে; দান বল,—কর্ম্ম বল,—জপ বল,—স্নান বল,—হোম বল,—ধ্যান বল,—তপ বল,—যাহা কিছু করিবে, তৎসমস্তই শিবে সমর্পণ করিবে। কি ভোজন,—কি অধ্যয়না,—কি শয়ন,—কি বিহরণ,—কি দর্শন,—কি শ্রবণ,—কি কথন,—কি গ্রহণ,—ইত্যাদি সকল অবস্থাতেই শিবকে চিন্তা করিবে; ভুজযুগলকে রুদ্রাক্ষকঙ্কণে উল্লসিত করিবে; ভালান্তরালে ভস্মের সিত ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে এবং পঞ্চাক্ষর মন্ত্ররাজ জপ করিয়া ও পশুপতির চরণ ধ্যান করিয়া সর্ব্বদা আনন্দিত থাকিবে। বৎস! এই আমি সংক্ষেপে তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলাম, এরূপ ধর্ম্মোপদেশ অন্যান্য পুরাণান্তরেও কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতঃপর আমি তোমাকে এক সর্ব্বপুরাণগুহ্য পাপহর পবিত্র জয়প্রদ সর্ব্ববিপদ্বিমোচন শিবকবচ বলিব। ৪৮—৬৫।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

ঋষভ বলিলেন,—আমি বিশ্বব্যাপী ঈশ্বর মহাদেবকে নমস্কার করিয়া নরগণের সর্ব্বরক্ষাকর এক শিবময় শিবকবচ বলিতেছি। পবিত্র স্থানে যথাবিধি আসন কল্পনা করিয়া তাহাতে উপবেশনপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় ও জিতপ্রাণ হইয়া অব্যয় শিবকে এইরূপ চিন্তা করিবে; যথা—তিনি হৃৎপদ্মের মধ্যস্থানে অবস্থান করিতেছেন; তিনি স্বীয় জ্যোতিতে নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত; তিনি ইন্দ্রিয়ের

ধ্যায়েৎ পরমানন্দময়ং মহেশম্ ॥ ৩ ॥ ধ্যানবধূতাখিল-কর্ম্মবন্ধশ্চিরং চিদানন্দনিমগ্নচেতাঃ। ষড়ক্ষরন্যাস-সমাহিতাত্মা শৈবেন কুর্য্যাৎ কবচেন রক্ষাম্ ॥ ৪ ॥ মাং পাতু দেবোঽখিলদেবতাত্মা সংসারকূপে পতিতং গভীরে। তন্নাম দিব্যং বরমন্ত্রমূলং ধুনোতু মে সর্ব্বমঘং হৃদিস্থম্ ॥ ৫ ॥ সর্ব্বত্র মাং রক্ষতু বিশ্বমূর্ত্তি-র্জ্যোতির্ম্ময়ানন্দঘনশ্চিদাত্মা। অণোরণীয়ানুরুশক্তি-রেকঃ স ঈশ্বরঃ পাতু ভয়াদশেষাৎ ॥ ৬ ॥ যো ভূস্বরূপেণ বিভর্ত্তি বিশ্বং পায়াৎ স ভূমের্গিরিশোঽষ্ট-মূর্ত্তিঃ। যোঽপাং স্বরূপেণ নৃণাং করোতি সঞ্জীবনং সোঽবতু মাং জলেভ্যঃ ॥ ৭ ॥ কল্পাবসানে ভুবনানি দগ্ধ্বা সর্ব্বাণি যো নৃত্যতি ভূরিলীলঃ। স কালরুদ্রো-ঽবতু মাং দবাগ্নের্ব্বাত্যাদিভীতেরখিলাচ্চ তাপাৎ ॥ ৮ ॥ প্রদীপ্তবিদ্যুৎকনকাবভাসো বিদ্যাবরাভীতি-কুঠারপাণিঃ। চতুর্ম্মুখস্তৎপুরুষস্ত্রিনেত্রঃ প্রাচ্যাং স্থিতং রক্ষতু মামজস্রম্ ॥ ৯ ॥ কুঠারবেদাঙ্কুশপাশশূল-কপালঢক্কাক্ষগুণান্ দধানঃ। চতুর্ম্মুখো নীলরুচি-স্ত্রিনেত্রঃ পায়াদঘোরো দিশি দক্ষিণস্যাম্ ॥ ১০ ॥ কুন্দেন্দুশঙ্খস্ফটিকাবভাসো বেদাক্ষমালাবরদাভয়াঙ্কঃ। ত্র্যক্ষশ্চতুর্ব্বক্ত্র উরুপ্রভাবঃ সদ্যোঽধিজাতোঽবতু মাং প্রতীচ্যাম্ ॥ ১১ ॥ বরাক্ষমালাভয়টঙ্কহস্তঃ সরোজ-কিঞ্জল্কসমানবর্ণঃ। ত্রিলোচনশ্চারুচতুর্ম্মুখো মাং পায়াদুদীচ্যাং দিশি বামদেবঃ ॥ ১২ ॥ বেদাভয়ে-ষ্টাঙ্কুশটঙ্কপাশকপালঢক্কাক্ষকশূলপাণিঃ। সিতদ্যুতিঃ পঞ্চমুখোঽবতান্মামীশান ঊর্দ্ধং পরমপ্রকাশঃ ॥ ১৩ ॥ মূর্দ্ধানমব্যান্মম চন্দ্রমৌলির্ভালং মমাব্যাদথ ভালনেত্রঃ। নেত্রে মমাব্যাদ্ভগনেত্রহারী নাসাং সদা রক্ষতু বিশ্বনাথঃ ॥ ১৪ ॥ পায়াচ্ছ্রুতী মে শ্রুতিগীতকীর্ত্তিঃ কপোলমব্যাৎ সততং কপালী। বক্ত্রং সদা রক্ষতু পঞ্চবক্ত্রো জিহ্বাং সদা রক্ষতু বেদজিহ্বঃ ॥ ১৫ ॥ কণ্ঠং গিরীশোঽবতু নীলকণ্ঠঃ পাণিদ্বয়ং পাতু পিনাকপাণিঃ। দোর্ম্মূলমব্যান্মম ধর্ম্মবাহুর্ব্বক্ষঃস্থলং দক্ষমখান্তকোঽব্যাৎ ॥ ১৬ ॥ মমোদরং পাতু গিরীন্দ্রধন্বা মধ্যং মমাব্যান্মদনান্ত-কারী। হেরম্বতাতো মম পাতু নাভিং পায়াৎ কটীং ধূর্জ্জটিরীশ্বরো মে ॥ ১৭ ॥ উরুদ্বয়ং পাতু কুবের-মিত্রো জানুদ্বয়ং মে জগদীশ্বরোঽব্যাৎ। জঙ্ঘা-যুগং পুঙ্গবকেতুরব্যাৎ পাদৌ মমাব্যাৎ সুরবন্দ্য-

---

বিষয়ীভূত নহেন; তিনি আদিপুরুষ এবং পরমানন্দ-ময়। মানব ষড়ক্ষরন্যাসে আত্মা সমাহিত করিলে, তাহার নিখিল কর্ম্মবন্ধ ছিন্ন হয় এবং চিত্ত চিদানন্দে নিমগ্ন হয়। এইরূপ অবস্থায় সে শৈব কবচ দ্বারা বক্ষ্যমাণ প্রকারে আত্মরক্ষা করিবে; যথা—আমি গভীর সংসারকূপে পতিত হইয়াছি; অখিল দেব-তাত্মা দেব আমায় রক্ষা করুন এবং উত্তম মন্ত্রমূল-স্বরূপ তাঁহার সুদিব্য নাম আমার হৃদ্গত কলুষরাশি বিনষ্ট করুক। বিশ্বমূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় আনন্দঘন চিদাত্মা অণু হইতেও অণীয়ান্; উরুশক্তি সেই এক-মাত্র ঈশ্বর মহাভয় হইতে আমায় রক্ষা করুন। যিনি ভূরূপে এই বিশ্ব ধারণ করিতেছেন, সেই অষ্টমূর্ত্তি গিরিশ ভূমি হইতে আমায় রক্ষা করুন। যিনি জলরূপে জীবগণের জীবন দান করেন, তিনি জল হইতে আমায় রক্ষা করুন। যিনি কল্পাবসানে নিখিল ভুবন দগ্ধ করিয়া আনন্দে নৃত্য করেন, সেই কালরুদ্র আমায় দাবাগ্নি, বাত্যাদি ও অখিল তাপ হইতে রক্ষা করুন। প্রদীপ্ত বিদ্যুৎ ও কনকের ন্যায় যাঁহার কান্তি, বিদ্যা বর অভয় ও কুঠার যাঁহার করকমলে বিরাজিত, যিনি চতুর্ম্মুখ, তৎপুরুষ ও ত্রিনেত্র, তিনি প্রাচীদিকে থাকিয়া আমায় নিরন্তর রক্ষা করুন। যিনি কুঠার, বেদ, অঙ্কুশ, পাস, শূল, কপাল, ঢক্কা ও অক্ষগুণ ধারণ করিয়া আছেন; যিনি চতুর্ম্মুখ, নীলরুচি ত্রিনেত্র ও অঘোর, তিনি দক্ষিণ দিকে থাকিয়া আমায় রক্ষা করুন। কুন্দ ইন্দু ও স্ফটিকস্তম্ভের ন্যায় যাঁহার কান্তি; বেদ, অক্ষমালা, বর ও অভয় যাঁহার অঙ্কে বিরাজিত, যিনি ত্র্যক্ষ চতু-র্ব্বক্ত্র ও সদ্য অধিজাত, তিনি পশ্চিম দিকে থাকিয়া আমায় রক্ষা করুন। যাঁহার হস্তে বর, অক্ষমালা, অভয় ও টঙ্ক বিরাজিত, যাঁহার বর্ণ সরোজকিঞ্জল্কের ন্যায়, যিনি ত্রিলোচন, চতুর্ম্মুখ ও বামদেব; তিনি আমার উত্তর দিকে রক্ষা করুন। বেদ, অভয়, ইষ্ট, অঙ্কুশ, টঙ্ক, পাশ, কপাল, ঢক্কা অক্ষ ও শূল যাঁহার হস্তে বিরাজিত, যিনি সিতদ্যুতি, পঞ্চমুখ, ঈশান ও পরমপ্রকাশ, তিনি আমায় রক্ষা করুন।১—১৩। চন্দ্রমৌলি আমার মস্তক, ভালনেত্র ভাল, ভগনেত্রহারী নেত্র, বিশ্বনাথ নাসা, শ্রুতিগীত-কীর্ত্তি শ্রুতি, কপালী কপোল, পঞ্চবক্ত্র বক্ত্র, বেদ-জিহ্ব জিহ্বা, গিরিশ কণ্ঠ, নীলকণ্ঠ পাণিদ্বয়, ধর্ম্মবাহু হস্তমূল, দক্ষযজ্ঞবিধ্বংসী বক্ষস্থল, গিরীন্দ্রধন্বা উদর, মদনান্তকারী মধ্যদেশ, হেরম্বতাত নাভি, ধূর্জ্জটি কটি, কুবেরমিত্র উরুদ্বয়, জগদীশ্বর জানুদ্বয়, পুঙ্গবকেতু জঙ্ঘাযুগল এবং সুরবন্দ্যপাদ আমার

পাদঃ ॥ ১৮ ॥ মহেশ্বরঃ পাতু দিনাদিযামে মাং মধ্যযামেঽবতু বামদেবঃ। ত্রিয়ম্বকঃ পাতু তৃতীয়-যামে বৃষধ্বজঃ পাতু দিনান্ত্যযামে ॥ ১৯ ॥ পায়ান্নিশাদৌ শশিশেখরো মাং গঙ্গাধরো রক্ষতু মাং নিশীথে। গৌরীপতিঃ পাতু নিশাবসানে মৃত্যুঞ্জয়ো রক্ষতু সর্ব্বকালম্ ॥ ২০ ॥ অন্তঃস্থিতং রক্ষতু শঙ্করো মাং স্থাণুঃ সদা পাতু বহিঃস্থিতং মাম্। তদন্তরে পাতু পতিঃ পশূনাং সদা শিবো রক্ষতু মাং সমন্তাৎ ॥ ২১ ॥ তিষ্ঠন্তমব্যাদ্ভুবনৈকনাথঃ পায়াদ্‌ব্রজন্তং প্রমথাধিনাথঃ। বেদান্তবেদ্যোঽবতু মাং নিষণ্ণং মামব্যয়ঃ পাতু শিবঃ শয়ানম্ ॥ ২২ ॥ মার্গেষু মাং রক্ষতু নীলকণ্ঠঃ শৈলাদিদুর্গেষু পুরত্রয়ারিঃ। অরণ্যবাসাদি-মহাপ্রবাসে পায়ান্মৃগব্যাধ উদারশক্তিঃ ॥ ২৩ ॥ কল্পান্তকাটোপপটুপ্রকোপঃ স্ফুটাট্টহাসোচ্চলিতাণ্ড-কোশঃ। ঘোরারিসেনার্ণবদুর্নিবার-মহাভয়াদ্রক্ষতু বীরভদ্রঃ ॥ ২৪ ॥ পত্ত্যশ্বমাতঙ্গঘটাবরূথ-সহস্র-লক্ষাযুতকোটিভীষণম্। অক্ষৌহিণীনাং শতমাততায়িনাং ছিন্দ্যান্মৃড়ো ঘোরকুঠারধারয়া ॥ ২৫ ॥ নিহন্তু দস্যূন্ প্রলয়ানলার্চ্চির্জ্জ্বলত্ত্রিশূলং ত্রিপুরান্তকস্য। শার্দ্দূলসিংহর্ক্ষবৃকাদিহিংস্রান্ সন্ত্রাসয়ত্বীশ-ধনুঃ পিনাকম্ ॥ ২৬ ॥ দুঃস্বপ্নদুঃশকুনদুর্গতিদৌর্ম্মনস্য-দুর্ভিক্ষদুর্ব্ব্যসনদুঃসহদুর্য্যশাংসি। উৎপাততাপ-বিষভীতিমসদ্‌গ্রহার্ত্তিব্যাধীংশ্চ নাশয়তু মে জগতা-মধীশঃ ॥ ২৭ ॥ ওঁ নমো ভগবতে সদাশিবায় সকল-তত্ত্বাত্মকায় সকলতত্ত্ববিহারায় সকললোকৈককর্ত্রে সকললোকৈকভর্ত্রে সকললোকৈকহর্ত্রে সকললোকৈক-গুরবে সকললোকৈকসাক্ষিণে সকলনিগমগুহ্যায় সকলবরপ্রদায় সকলদুরিতার্ত্তিভঞ্জনায় সকলজগদ-ভয়ঙ্করায় সকললোকৈকশঙ্করায় শশাঙ্কশেখরায় শাশ্বতনিজাভাসায় নির্গুণায় নিরুপমায় নীরূপায় নিরাভাসায় নিরাময়ায় নিষ্প্রপঞ্চায় নিষ্কলঙ্কায় নির্দ্ব-ন্দ্বায় নিঃসঙ্গায় নির্ম্মলায় নির্গমায় নিত্যরূপবিভবায় নিরুপমবিভবায় নিরাধারায় নিত্যশুদ্ধবুদ্ধপরিপূর্ণ-সচ্চিদানন্দাদ্বয়ায় পরমশান্তপ্রকাশতেজোরূপায় জয় জয় মহারুদ্র মহারৌদ্র ভদ্রাবতার দুঃখদাবদারণ মহাভৈরব কালভৈরব কল্পান্তভৈরব কপালমালা-ধরখট্বাঙ্গখড়্গচর্ম্মপাশাঙ্কুশডমরুশূলচাপবাণগদাশক্তি-ভিন্দিপালতোমরমুষলমুদ্গরপট্টিশপরশুপরিঘভুশুণ্ডী-

পাদযুগল রক্ষা করুন। মহেশ্বর আমায় দিনাদি-যামে রক্ষা করুন; বামদেব মধ্যযামে, ত্র্যম্বক তৃতীয়-যামে, বৃষধ্বজ দিনান্ত্যযামে, শশিশেখর নিশামুখে, গঙ্গাধর নিশীথে, গৌরীপতি নিশাবসানে এবং মৃত্যুঞ্জয় আমায় সর্ব্বকালে রক্ষা করুন। শঙ্কর আমায় অন্তস্থিত অবস্থায় রক্ষা করুন, স্থাণু বহিঃস্থিত অবস্থায়, পশুপতি তাহা হইতে অন্তরে এবং সদা-শিব আমায় সর্ব্বদিকে রক্ষা করুন। ভুবনৈকনাথ আমায় দণ্ডায়মান অবস্থায়, প্রমথাধিনাথ আমায় গমন অবস্থায়, বেদান্তবেদ্য উপবেশনাবস্থায় এবং শিব আমায় শয়ন অবস্থায়, রক্ষা করুন। নীলকণ্ঠ আমায় মার্গে রক্ষা করুন। ত্রিপুরারি আমায় দুর্গে রক্ষা করুন। উদারশক্তি মৃগব্যাধ আমায় অরণ্যবাসাদি মহাপ্রবাসে রক্ষা করুন। যাঁহার প্রকোপ, কল্পান্ত-ব্যাপারে পটু, যাঁহার বিকট অট্টহাস্যে অণ্ডকটাহ উচ্চলিত, সেই বীরভদ্র আমায় অর্ণবসদৃশ ভয়ানক অরিসেনাজনিত দুর্নিবার মহাভয় হইতে রক্ষা করুন। ভগবান্ মৃড় ঘোর কুঠারধারায় আমার আততায়ীদিগের সহস্র-লক্ষাযুতকোটিসংখ্যক পদাতি, অশ্ব মাতঙ্গ ও রথ-সঙ্কুল অতিভীষণ শত অক্ষৌহিণী সেনা ছেদনকরুন। ত্রিপুরান্তকের প্রলয়ানলের জ্বালাবৎ প্রজ্বলিত ত্রিশূল আমার দস্যুদলকে নিহত করুক। আর তাঁহার ধনু—শার্দ্দূল, সিংহ, ঋক্ষ ও বৃক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদিগকে ত্রাসিত করুক। জগদীশ্বর আমার দুঃস্বপ্ন, দুঃশকুন, দুর্গতি, দৌর্ম্মনস্য, দুর্ভিক্ষ, দুর্ব্যসন, দুঃসহ দুর্যশ, উৎপাত, তাপ, বিষভীতি, অসদ্‌-গ্রহার্ত্তি ও ব্যাধি নাশ করুন। ১৪—২৭। ভগবান্, সদাশিব, সকলতত্ত্বাত্মা, সকল তত্ত্ববিহারী, সকল লোকৈককর্ত্তা, সকল লোকৈকভর্ত্তা, সকল লোকৈক-হর্ত্তা, সকল লোকৈকগুরু, সকল লোকৈকসাক্ষী, সকল নিগমগুহ্য, সকল বরপ্রদ, সকল দুরিতার্ত্তি-নাশন, নিখিল ভুবনাভয়দাতা, সকল লোকৈক-শঙ্কর, শশাঙ্কশেখর, শাশ্বত-নিজাভাস, নির্গুণ, নিরু-পম, নীরূপ, নিরাভাস, নিরাময়, নিষ্প্রপঞ্চ, নিষ্কলঙ্ক, নির্দ্বন্দ্ব, নিসঙ্গ, নির্ম্মল, নির্গম, নিত্যরূপ, নিত্যবিভব, নিরুপমবিভব, নিরাধার, নিত্যশুদ্ধ, বুদ্ধ, পরিপূর্ণ, সচ্চিদানন্দ, অদ্বয়, পরমশান্তপ্রকাশ ও তেজো-রূপকে নমস্কার। হে মহারুদ্র, মহারৌদ্র, ভদ্রাব-তার, দুঃখ-দাব-দারণ, মহাভৈরব, কালভৈরব, কল্পান্তভৈরব, কপাল-মালাধর, খট্বাঙ্গ খড়্গ চর্ম্ম পাশ অঙ্কুশ ডমরু শূল চাপ বাণ গদা শক্তি ভিন্দিপাল তোমর মুষল মুদ্গর পট্টিশ পরশু

শতঘ্নীচক্রাদ্যায়ুধভীষণকরসহস্র মুখদংষ্ট্রাকরাল বিকটাট্টহাসবিস্ফারিতব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল নাগেন্দ্রকুণ্ডল নাগেন্দ্রহার নাগেন্দ্রবলয় নাগেন্দ্রচর্ম্মধর মৃত্যুঞ্জয় ত্র্যম্বক ত্রিপুরান্তক বিরূপাক্ষ বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ বৃষভবাহন বিষভূষণ বিশ্বতোমুখ সর্ব্বতোমুখ সর্ব্বতো রক্ষরক্ষ মাং জ্বলজ্বল মহামৃত্যুভয়মপমৃত্যুভয়ং নাশয়নাশয় রোগভয়মুৎসাদয়োৎসাদয় বিষসর্পভয়ং শময় শময় চোরভয়ং মারয় মারয় মম শত্রূনুচ্চাটয়োচ্চাটয় শূলেন বিদারয় বিদারয় কুঠারেণ ভিন্ধি ভিন্ধি খড়্গেন ছিন্ধি ছিন্ধি খট্বাঙ্গেন বিপোথয় বিপোথয় মুষলেন নিষ্পেষয় নিষ্পেষয় বাণৈঃ সন্তাড়য় সন্তাড়য় রক্ষাংসি ভীষয় ভীষয় ভূতানি বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় কুষ্মাণ্ডবেতালমারীগণব্রহ্মরাক্ষসান্ সন্ত্রাসয় সন্ত্রাসয় মমাভয়ং কুরুকুরু বিত্রস্তং মামাশ্বাসয়াশ্বাসয় নরকভয়ান্মামুদ্ধারয়োদ্ধারয় সঞ্জীবয় সঞ্জীবয় ক্ষুতৃড্ভ্যাং মামাপ্যায়য়াপ্যায়য় ; দুঃখাতুরং মামানন্দয়ানন্দয়. শিবকচচেন মামাচ্ছাদয়াচ্ছাদয় ত্র্যম্বক সদাশিব নমস্তে নমস্তে নমস্তে। ঋষভ উবাচ। ইত্যেতৎ কবচং শৈবং বরদং ব্যহৃতং ময়া। সর্ব্ববাধাপ্রশমনং রহস্যং সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ২৮ ॥ যঃ সদা ধারয়েন্মর্ত্ত্যঃ শৈবং কবচমুত্তমম্। ন তস্য জায়তে ক্বাপি ভয়ং শম্ভোরনুগ্রহাৎ ॥ ২৯ ॥ ক্ষীণায়ুর্মৃত্যুমাপন্নো মহারোগহতোঽপি বা। সদ্যঃ সুখমবাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুশ্চ বিন্দতি ॥ ৩০ ॥ সর্ব্বদারিদ্র্যশমনং সৌমঙ্গল্যবিবর্দ্ধনম্। যো ধত্তে কবচং শৈবং স দেবৈরপি পূজ্যতে ॥ ৩১ ॥ মহাপাতকসঙ্ঘাতৈর্মুচ্যতে চোপপাতকৈঃ। দেহান্তে শিবমাপ্নোতি শিববর্ম্মানুভাবতঃ ॥ ৩২ ॥ ত্বমপি শ্রদ্ধয়া বৎস শৈবং কবচমুত্তমম্। ধারয়স্ব ময়া দত্তং সদ্যঃ শ্রেয়ো হ্যবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥ সূত উবাচ। ইত্যুক্ত্বা ঋষভো যোগী তস্মৈ পার্থিবসূনবে। দদৌ শঙ্খং মহারাবং খড়্গং চারিনিষূদনম্ ॥ ৩৪ ॥ পুনশ্চ ভস্ম সম্মন্ত্র্য তদঙ্গং সর্ব্বতোঽস্পৃশৎ। গজানাং ষট্সহস্রস্য দ্বিগুণং চ বলং দদৌ ॥ ৩৫ ॥ ভস্মপ্রভাবাৎ সম্প্রাপ্য বলৈ-

---

পরিঘ ভুশুণ্ডী শতঘ্নী ও চক্রাদি আয়ুধ দ্বারা ভীষণ-কর-সহস্র, মুখদংষ্ট্রাকরাল, বিকট-অট্টহাস্য দ্বারা বিস্ফারিত-ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল, নাগেন্দ্রকুণ্ডল, নাগেন্দ্রহার, নাগেন্দ্রবলয়, নাগেন্দ্রচর্ম্মধর, মৃত্যুঞ্জয়, ত্র্যম্বক, ত্রিপুরান্তক, বিরূপাক্ষ, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, বৃষভবাহন, বিধুভূষণ, ও বিশ্বতোমুখ, তোমার জয় হউক,—তোমার জয় হউক। তুমি আমাকে রক্ষা কর,—রক্ষা কর ; আমার মহামৃত্যুভয় দাহ কর—দাহ কর ; অপমৃত্যুভয় নাশ কর—নাশ কর ; রোগ-ভয় উৎসাদন কর—উৎসাদন কর ; সর্প-বিষ ভয় উপশমিত কর—উপশমিত কর ; চোরভয় নাশ কর—নাশ কর ; আমার শত্রুদিগকে উচ্চাটিত কর—উচ্চাটিত কর ; শূল দ্বারা বিদারণ কর—বিদারণ কর ; কুঠার দ্বারা ভেদ কর—ভেদ কর ; খড়্গ দ্বারা ছেদ কর—ছেদ কর ; খট্বাঙ্গ দ্বারা পোথিত কর—পোথিত কর ; মুষল দ্বারা নিষ্পেষণ কর—নিষ্পেষণ কর এবং বাণ দ্বারা বিদ্ধ কর—বিদ্ধ কর। তুমি আমার হিংসক রাক্ষসদিগকে ভয় দেখাও—ভয় দেখাও ; ভূতগণকে বিদ্রাবিত কর—বিদ্রাবিত কর ; কুষ্মাণ্ড, বেতাল, মারীগণ ও ব্রহ্মরাক্ষসগণকে সন্ত্রাসিত কর—সন্ত্রাসিত কর ; আমায় অভয় কর—অভয় কর ; বিত্রস্ত আমাকে আশ্বাসিত কর—আশ্বাসিত কর ; নরকভয় হইতে আমাকে উদ্ধার কর—উদ্ধার কর ; সঞ্জীবিত কর—সঞ্জীবিত কর ; ক্ষুধা-তৃষ্ণা হইতে আমাকে আপ্যায়িত কর—আপ্যায়িত কর ; ক্ষুধাতুর আমাকে আনন্দিত কর—আনন্দিত কর ; শিবকবচ দ্বারা আমাকে আচ্ছাদন কর—আচ্ছাদন কর ; হে ত্র্যম্বক! হে সদাশিব! তোমাকে নমস্কার! নমস্কার! নমস্কার!!! ঋষভ বলিলেন,—এই আমি বরদ শিব-কবচ প্রকাশ করিলাম। এই কবচ সর্ব্ব বাধা-প্রশমন, এবং সর্ব্বদেহীর পরম গুহ্য। যে মানব এই উত্তম শৈব কবচ সর্ব্বদা ধারণ করে, শম্ভুর অনুগ্রহে তাহার কুত্রাপি ভয় হয় না। ক্ষীণায়ু, মুমূর্ষু, অথবা মহাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিও এই কবচ-প্রভাবে সদ্য সুখ ও দীর্ঘায়ু লাভ করে। সর্ব্ব-দারিদ্র্যশমন মঙ্গলবিবর্দ্ধন এই শৈব কবচ যে ধারণ করে, সে দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হয় ; মহাপাতকসমূহ হইতে মুক্তি লাভ করে, এবং এই কবচপ্রভাবে দেহান্তে শিবকে প্রাপ্ত হয়। বৎস! তুমিও মৎপ্রদত্ত এই শৈব কবচ ধারণ কর তোমার মঙ্গল হইবে। সূত বলিলেন,—এই কথা বলিয়া ঋষভ যোগী নৃপনন্দনকে মহারাব শঙ্খ ও অরিনিষূদন খড়্গ প্রদান করিলেন। পুনরায় ভস্ম অভিমন্ত্রিত করিয়া বালকের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন এবং তাহাকে দ্বাদশসহস্র গজ ও

ঐর্য্যধৃতিস্মৃতিঃ। স রাজপুত্রঃ শুশুভে শরদর্ক ইব শ্রিয়া ॥ ৩৬॥ তমাহ প্রাঞ্জলিং ভূয়ঃ স যোগী রাজনন্দনম্। এষ খড়্গো ময়া দত্তস্তপোমন্ত্রানুভাবতঃ ॥ ৩৭ ॥ শিতধারমিমং খড়্গং যস্মৈ দর্শয়সি স্ফুটম্। স সদ্যো ম্রিয়তে শত্রুঃ সাক্ষান্মৃত্যুরপি স্বয়ম্ ॥ ৩৮॥ অস্য শঙ্খস্য নির্হ্রাদং যে শৃণ্বন্তি তবাহিতাঃ। তে মূর্চ্ছিতাঃ পতিষ্যন্তি ত্যক্তশস্ত্রা বিচেতনাঃ ॥ ৩৯ ॥ খড়্গশঙ্খাবিমৌ দিব্যৌ পরসৈন্যবিনাশিনৌ। আত্মসৈন্যস্বপক্ষাণাং শৌর্য্যতেজোবিবর্দ্ধনৌ ॥ ৪০ ॥ এতয়োশ্চ প্রভাবেন শৈবেন কবচেন চ। দ্বিষট্‌সহস্রনাগানাং বলেন মহতাপি চ ॥ ৪১ ॥ ভস্মধারণসামর্থ্যাচ্ছত্রুসৈন্যং বিজেষ্যসি। প্রাপ্য সিংহাসনং পৈত্র্যং গোপ্তাসি পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৪২ ॥ ইতি ভদ্রায়ুষং সম্যগনুশাস্য সমাতৃকম্। তাভ্যাং সম্পূজিতঃ সোঽথ যোগী স্বৈরগতির্যযৌ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভদ্রায়ুপাখ্যানে শিবকবচকথনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ইহার দ্বিগুণ সৈন্য প্রদান করিলেন। রাজকুমার ভস্মপ্রভাবে বল, ঐশ্বর্য্য, ধৃতি, ও স্মৃতি লাভ করিয়া শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যোগী প্রাঞ্জলি রাজনন্দনকে পুনরায় বলিলেন,—আমি তপ ও মন্ত্রপ্রভাবে তোমাকে এই খড়্গ প্রদান করিলাম; তুমি এই শিতধার খড়্গ যাহাকে দর্শন করাইবে, সে সদ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এই খড়্গ সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ। তোমার শত্রুগণ যদি এই শঙ্খের নির্হ্রাদ শ্রবণ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইবে। এই যে দিব্য শঙ্খ ও খড়্গ, ইহা পরসৈন্যবিনাশী এবং আত্মসৈন্য ও স্বপক্ষীয়দিগের শৌর্য্য-বীর্য্য-বর্দ্ধক। ইহাদের ও শৈব কবচের প্রভাবে এবং ভস্মধারণ সামর্থ্যবশতঃ দ্বিষট্‌সহস্র নাগবলের সহিত তুমি শত্রুসৈন্য জয় করিবে। তুমি পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়া এই পৃথিবী পালন করিবে। যোগী সমাতৃক ভদ্রায়ুকে এই সকল কথা বলিয়া তাহাদের নিকট পূজিত হইয়া তথা হইতে যথেচ্ছ গমন করিলেন। ২৮—৪৩।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। দশার্ণাধিপতেস্তস্য বজ্রবাহোর্মহাভুজঃ। বভূব শত্রুর্বলবান্ রাজা মগধরাট্ ততঃ ॥ ১ ॥ স বৈ হেমরথো নাম বাহুশালী রণোৎকটঃ। বলেন মহতাবৃত্য দশার্ণং ত্বরুধদ্বলী ॥ ২ ॥ চমূপাস্তস্য দুর্দ্ধর্ষাঃ প্রাপ্য দেশং দশার্ণকম্। বালুম্পন্ বসুরত্নানি গৃহাণি দদহুঃ পরে ॥ ৩ ॥ কেচিদ্ধনানি জগৃহুঃ কেচিদ্বালান্ স্ত্রিয়োঽপরে। গোধনান্যপরেঽগৃহ্ণন্ কেচিদ্ধান্যপরিচ্ছদান্। কেচিদারামশস্যানি গৃহোদ্যানান্যনাশয়ন্ ॥ ৪ ॥ এবং বিনাশ্য তদ্রাজ্যং স্ত্রীগোধনজিঘৃক্ষবঃ। আবৃত্য তস্য নগরীং বজ্রবাহোস্তু মাগধঃ ॥ ৫ ॥ এবং পর্য্যাকুলং বীক্ষ্য রাজা নগরমেব চ। যুদ্ধায় নির্জগামাশু বজ্রবাহুঃ সসৈনিকঃ ॥ ৬ ॥ বজ্রবাহুশ্চ ভূপালস্তথা মন্ত্রিপুরঃসরাঃ। যুযুধুর্মাগধৈঃ সার্দ্ধং নিজঘ্নুঃ শত্রুবাহিনীম্ ॥ ৭ ॥ বজ্রবাহুর্মহেষ্বাসো দংশিতো রথমাস্থিতঃ। বিকিরন্ বাণবর্ষাণি চকার কদনং মহৎ ॥ ৮ ॥ দশার্ণরাজং যুধ্যন্তং দৃষ্ট্বা

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—মহাভুজ বলবান্ মগধরাজ দশার্ণাধিপতি বজ্রবাহুর শত্রু হন। মগধরাজের নাম হেমরথ; ইনি মহাভুজ ও রণোৎকট ছিলেন। একদা ইনি মহৎ বল-পরিবৃত হইয়া দশার্ণ আক্রমণ করেন। ইহাঁর দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতিগণ কেহ কেহ দশার্ণপ্রাপ্ত হইয়া তত্রত্য ধনিকগৃহ লুণ্ঠন ও কেহ কেহ নগরস্থ গৃহ সকল দাহ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ধন, কেহ কেহ বালক, কেহ কেহ স্ত্রী, কেহ কেহ গোধন, কেহ কেহ ধান্য-পরিচ্ছদ এবং কেহ কেহ আরাম-শস্য, আত্মসাৎ করিলেন। আর কেহ কেহ গৃহোদ্যান সকল বিধ্বস্ত করিলেন। মগধ-সেনাপতিগণ সকলে এইরূপে দশার্ণরাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া স্ত্রী-গোধন-লাভেচ্ছায় দশার্ণাধিপতি বজ্রবাহুর নগরী অবরুদ্ধ করিয়া থাকিলেন। দশার্ণরাজ তখন নগরী শত্রুকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ ও পর্য্যাকুল দর্শন করিয়া যুদ্ধনিমিত্ত সসৈন্যে নির্গত হইলেন। রাজা বজ্রবাহু এবং সসৈন্য মন্ত্রিগণ মগধ-বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। মহেষ্বাস বজ্রবাহু রথস্থিত হইয়া বাণবর্ষণ দ্বারা শত্রুগণের দারুণ পীড়ন করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধে স্বদুঃসহম্ । তমেব তরসা বব্রুঃ সর্ব্বে মাগধসৈনিকাঃ ॥ ৯ ॥ কৃত্বা তু সুচিরং যুদ্ধং মাগধা দৃঢ়বিক্রমাঃ । তৎসৈন্যং নাশয়ামাসুর্লেভিরে চ জয়শ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥ কেচিত্তস্য রথং জঘ্নুঃ কেচিত্তদ্ধনুরাচ্ছিনন্ । সূতং তস্য জঘানৈকস্বপরঃ খড়্গমাচ্ছিনৎ ॥ ১১ ॥ সচ্ছিন্নখড়্গাধন্বানং বিরথং হতসারথিম্ । বলাদ্‌গৃহীত্বা বলিনো ববন্ধুর্নৃপতিং রুষা ॥ ১২ ॥ তস্য মন্ত্রিগণং সর্ব্বং তৎসৈন্যং চ বিজিত্য তে । মাগধাস্তস্য নগরীং বিবিশুর্জয়কাশিনঃ ॥ ১৩ ॥ অশ্বান্নরান্ গজানুষ্ট্রান্ পশূংশ্চৈব ধনানি চ । জগৃহুর্যুবতীঃ সর্ব্বাশ্চার্ব্বঙ্গীশ্চৈব কন্যকাঃ ॥ ১৪ ॥ রাজ্ঞো ববন্ধুর্মহিষীর্দাসীশ্চৈব সহস্রশঃ । কোষং চ রত্নসম্পূর্ণং জহ্রুস্তেহপ্যাততায়িনঃ ॥ ১৫ ॥ এবং বিনাশ্য নগরীং হৃত্বা স্ত্রীগোধনাদিকম্ । বজ্রবাহুং বলাদ্বদ্ধা রথে স্থাপ্য বিনির্যযুঃ ॥ ১৬ ॥ এবং কোলাহলে জাতে রাষ্ট্রনাশে চ দারুণে । রাজপুত্রোহথ ভদ্রায়ুস্তদ্বার্ত্তামশৃণোদ্বলী ॥ ১৭ ॥ পিতরং শক্রনির্ব্বদ্ধং পিতৃপত্নীস্তথা হৃতাঃ । নষ্টং দশার্ণরাষ্ট্রং চ শ্রুত্বা চুক্রোশ সিংহবৎ ॥ ১৮ ॥ স খড়্গশস্ত্রাবাদায় বৈশ্যপুত্রসহায়বান্ । দংশিতো হয়মারুহ্য কুমারো বিজিগীষয়া ॥ ১৯ ॥ জবেনাগত্য তং দেশং মাগধৈরভিপূরিতম্ । দহ্যমানং ক্রন্দমানং হৃতস্ত্রীসুতগোধনম্ ॥ ২০ ॥ দৃষ্ট্বা রাজজনং সর্ব্বং রাজ্যং শূন্যং ভয়াকুলম্ । ক্রোধাধ্মাতমনাস্তূর্ণং প্রবিশ্য রিপুবাহিনীম্ । আকর্ণাকৃষ্টকোদণ্ডো ববর্ষ শরসন্ততীঃ ॥ ২১ ॥ তে হন্যমানা রিপবো রাজপুত্রেণ সায়কৈঃ । তমভিক্রত্য বেগেন শরৈর্বিব্যধুরুল্বণৈঃ ॥ ২২ ॥ হন্যমানোহস্ত্রপূগেণ রিপুভির্যুদ্ধদুর্ম্মদৈঃ । ন চচাল রণে ধীরঃ শিববর্ম্মাভিরক্ষিতঃ ॥ ২৩ ॥ সোহস্ত্রবর্ষং প্রসহ্যাশু প্রবিশ্য গজলীলয়া । জঘানাশু রথান্নাগান্ পদাতীনপি ভূরিশঃ ॥ ২৪ ॥ তত্রৈকং রথিনং হত্বা সম্বৃতং নৃপনন্দনঃ । তমেব রথমাস্থায় বৈশ্যনন্দনসারথিঃ ।

মগধসৈনিকগণ দশার্ণরাজকে দুঃসহ যুদ্ধ করিতে দেখিয়া সবেগে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। সুচিরকাল যুদ্ধ করিয়া দৃঢ়বিক্রম মগধ-সৈন্যগণ তোমার সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করিয়া জয়শ্রী লাভ করিবে। এই বলিয়া মগধসৈন্যগণের কতিপয় তাঁহার রথে প্রহার করিতে লাগিল। কতিপয় তাঁহার ধনু ছেদন করিয়া ফেলিল; ইতিমধ্যে একজন তাঁহার সারথিকে নিহত করিল; অপর আর এক সৈনিক তাঁহার খড়্গ কাটিয়া ফেলিল; তখন ছিন্নধন্বা ছিন্নখড়্গ বিরথ হতসারথি নৃপতিকে বলবান্ মগধসৈন্যগণ অতিক্রোধে বলপূর্ব্বক বন্দী করিল। তাহারা রাজা বজ্রবাহুর মন্ত্রিগণ ও হতাবশিষ্ট সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া জয়োল্লাসে নগরে প্রবেশ করিল এবং রাজকীয় অশ্ব, গজ, নর, উষ্ট্র, অন্যান্য পশু, বিবিধ ধনরত্ন, অন্তঃপুরচারিণী যুবতীগণ, চারুহাসিনী কন্যকাগণ, রাজমহিষীগণ, সহস্র সহস্র দাসী, এবং রত্নপূর্ণ কোষ, এই সমুদয়ই গ্রহণ করিল। শত্রুসৈন্যগণ এইরূপে নগরী বিধ্বংসন, স্ত্রী-গোধনাদি হরণ, ও বলপূর্ব্বক বজ্রবাহুকে বন্ধন করিয়া রথে স্থাপনপূর্ব্বক তথা হইতে যাত্রা করিল। এইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইলে নগর দারুণ কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। তখন রাজপুত্র ভদ্রায়ু ঐ বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন যে, পিতা শত্রুহস্তে বন্দী এবং তাঁহার অপরাপর মহিষীগণ অপহৃতা হইয়াছেন; দশার্ণরাজ্য উৎসাদিত হইয়াছে! এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তখন রাজকুমার বিজিগীষায় উত্তেজিত হইয়া খড়্গচক্র গ্রহণপূর্ব্বক বৈশ্যপুত্র সমভিব্যাহারে রথারোহণে যাত্রা করিলেন। তিনি অতিবেগে আসিয়া ঐ শত্রুলুণ্ঠিত নগরে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন,—নগর মাগধসৈন্যে পরিপূরিত রহিয়াছে; কোন অংশে দাউ দাউ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে; চতুর্দ্দিক্ হইতে ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইতেছে, কাহারও স্ত্রী অপহৃত হইয়াছে; কাহার সুত অপহৃত হইয়াছে; এবং কাহারও বা গোধন অপহৃত হইয়াছে। রাজপরিবার ও রাজ্য, এ সমস্তই শূন্য হইয়াছে; সমস্তই ভয়াকুল হইয়াছে। এই সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাধ্মাতমনে সত্বর রিপুবাহিনী মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক আকর্ণাকৃষ্ট-কোদণ্ড কুমার শর-সন্ততি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।১—২১। রাজপুত্রকর্ত্তৃক নিশিতসায়কে অভিহন্যমান হইয়া শত্রুসৈন্যগণ অতিবেগে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল এবং তীব্র শরবর্ষণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধদুর্ম্মদ রিপুকুল কর্ত্তৃক তিনি অসংখ্য অস্ত্রে হন্যমান হইয়াও শিববর্ম্ম-প্রভাবে রণে বিচলিত হইলেন না। তিনি বলপূর্ব্বক অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিয়া গজের ন্যায় অবলীলাক্রমে শত্রুমধ্যে প্রবেশ করিয়া সত্বর ভূরি ভূরি রথ, গজ ও পদাদিগণকে নিহত করিলেন এবং এক সম্বৃত রথীকে নিহত

বিচচার রণে বীরঃ সিংহো মৃগকুলং যথা ॥ ২৫ ॥ অথ সর্ব্বে সুসংরব্ধাঃ শূরাঃ প্রোদ্যতকার্ম্মুকাঃ। অভিসক্রন্তমেবৈকং চমূপাং বলশালিনঃ ॥ ২৬ ॥ তেষামাপততামগ্রে খড়্গমুদ্যম্য দারুণম্। ভুজদবযৌ মহাবীরান্ দর্শয়ন্নিব পৌরুষম্ ॥ ২৭ ॥ করালান্তক-জিহ্বাভং তস্য খড়্গং মহোজ্জ্বলম্। দৃষ্ট্বৈব সহসা মম্রুশ্চমূপাস্তৎপ্রভাবতঃ ॥ ২৮ ॥ যে যে পশ্যন্তি তং খড়্গং প্রস্ফুরন্তং রণাঙ্গনে। তে সর্ব্বে নিধনং জগ্মুর্বজ্রং প্রাপ্যেব কীটকঃ ॥ ২৯ ॥ অথাসৌ সর্ব্বসৈন্যানাং বিনাশায় মহাভুজঃ। শঙ্খং দধ্মৌ মহারাবং পূরয়ন্নিব রোদসী ॥ ৩০ ॥ তেন শঙ্খ-নিনাদেন বিষাক্তেনৈব ভূয়সা। শ্রুতমাত্রেণ রিপবো মূর্চ্ছিতাঃ পতিতা ভুবি ॥ ৩১ ॥ যেঽশ্বপৃষ্ঠে রথে যে চ যে চ দন্তিষু সংস্থিতাঃ। তে বিসংজ্ঞাঃ ক্ষণাৎ পেতুঃ শঙ্খনাদহতৌজসঃ ॥ ৩২ ॥ তান্ ভূমৌ পতিতান্ সর্ব্বান্নষ্টসংজ্ঞান্নিরায়ুধান্। বিগণয্য শবপ্রায়ান্নাবধীদ্ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ ॥ ৩৩ ॥ আত্মনঃ পিতরং বদ্ধং মোচয়িত্বা রণাজিরে। তৎপত্নীঃ শত্রু-বশগাঃ সর্ব্বাঃ সদ্যো ব্যমোচয়ৎ ॥ ৩৪ ॥ পত্নীশ্চ মন্ত্রিমুখ্যাণাং তথান্যেষাং পুরৌকসাম্। স্ত্রিয়ো বালাংশ্চ কন্যাশ্চ গোধনাদীন্ত-নেকশঃ ॥ ৩৫ ॥ মোচয়িত্বা, রিপুভয়াত্তমাথা-সয়দাকুলঃ। অথারিসৈন্যেষু চরংস্তেষাং জগ্রাহ যোষিতঃ ॥ ৩৬ ॥ মরুন্মনোজবানশ্বান্মাতঙ্গান্ গিরি-সন্নিভান্। স্যন্দনানি চ রৌক্মাণি দাসীশ্চ রুচিরা-ননাঃ ॥ ৩৭ ॥ সর্ব্বমাহৃত্য বেগেন গৃহীত্বা তদ্ধনং বহু। মাগধেশং হেমরথং নির্ব্ববন্ধ পরা-জিতম্ ॥ ৩৮ ॥ তন্মন্ত্রিণশ্চ ভূপাংশ্চ তত্র মুখ্যাংশ্চ নায়কান্। গৃহীত্বা তরসা বদ্ধ্বা পুরীং প্রাবেশয়দ্-দ্রুতম্ ॥ ৩৯ ॥ পূর্ব্বং যে সময়ে ভগ্না বিদ্রুতাঃ সর্ব্বতোদিশম্। তে মন্ত্রিমুখ্যা বিশ্বস্তা নায়কাশ্চ সমাযযুঃ ॥ ৪০ ॥ কুমারবিক্রমং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে বিস্মিত-মানসাঃ। তং মেনিরে সুরশ্রেষ্ঠং কারণাদাগতং ভুবম্ ॥ ৪১ ॥ অহো নঃ সুমহাভাগ্যমহো নস্তপসঃ ফলম্। কেনাপ্যনেন বীরেণ মৃতাঃ সঞ্জীবিতাঃ খলু ॥ ৪২ ॥ এষ কিং যোগসিদ্ধো বা তপঃসিদ্ধো-

---

করিয়া সেই রথে আরোহণ করিলেন। বৈশ্যনন্দন সারথ্য করিতে লাগিল। তিনি মৃগদলে সিংহের ন্যায় রণে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন উদ্যত-কার্ম্মুক শূরগণ একমাত্র তাঁহারই প্রতি সকলেই ধাবিত হইল। আক্রমণকারী সৈনিকদিগের মধ্যে দারুণ খড়্গ উদ্যত করিয়া যেন মহাবীরগণকে পৌরুষ দেখাইবার নিমিত্তই তিনি তাঁহাদের প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন তাঁহার মহোজ্জ্বল খড়্গ করাল অন্তকজিহ্বার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহাকে তথাবিধ দর্শনে তাঁহার প্রভাবে সহসা নৃপতিগণ—যাঁহারা যাঁহারা রণাঙ্গনে সেই খড়্গ প্রস্ফুরিত হইতে দেখিয়াছিল, তাহারা সকলেই বজ্রদর্শনে কীটের ন্যায় নিধন প্রাপ্ত হইল। অনন্তর ঐ মহাভুজ সর্ব্বসৈন্য-সংহার-নিমিত্ত পৃথিবী পূরণ করিয়া মহারাব শঙ্খ নাদিত করিলেন। সেই বিষাক্তের ন্যায় ভয়ানক শঙ্খ-নিনাদ শ্রুত-মাত্রে রিপুকুল মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কি অশ্বারোহী সৈন্য, কি নাগারোহী সৈন্য, সকলেই শঙ্খনাদ শ্রবণে ক্ষণকাল মধ্যে হতবল ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পতিত হইল। শত্রু সৈন্যগণকে ভূ-পতিত নষ্টসংজ্ঞ ও নিরায়ুধ অবলোকন করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ কুমার তাহাদিগকে নিহত না করিয়া উপেক্ষা করিলেন। তিনি তখন রণাঙ্গনে পিতাকে বন্ধনোন্মুক্ত করিয়া শত্রুবশগামিনী তৎপত্নীগণকে সদ্য উন্মুক্ত করিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি মন্ত্রী ও পুরবাসিগণের স্ত্রী, বালক, কন্যা ও বহু গোধন সকল রিপুহস্ত হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে আশ্বাসিত করত শত্রুসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে তাহাদিগের যোষিৎ, বায়ুবেগী ও মনোজব তুরঙ্গ, গিরিসন্নিভ মাতঙ্গ, সুবর্ণময় রথ, রুচিরাননা দাসী, ও অন্যান্য বহু রিপুসম্পত্তি ক্ষিপ্রতার সহিত গ্রহণপূর্ব্বক পরাজিত সরথ মগধেশকে বন্ধন করিলেন। অপিচ তিনি মগধেশ্বরের মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারী রাজগণ ও মুখ্য মুখ্য সেনানায়ক-গণকে বন্ধন করিয়া সত্বর পুরমধ্যে প্রবেশ করাইলেন।২২—২৯। পূর্ব্ব সময়ে যে সকল মন্ত্রী ও সেনানায়ক পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া দিক্‌বিদিকে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহারা সকলে প্রত্যাগমন করিলেন এবং কুমারের অদ্ভুত বিক্রম দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহারা কুমারকে, কোন কারণবশতঃ ভূতলাগত সুরশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা আরও মনে করিলেন,—অহো আমাদের মহাভাগ্য! অহো আমাদের উপস্যার ফল! কে—এই বীর মৃতব্যক্তিগণকে সঞ্জীবিত করিলেন! ইনি কি যোগসিদ্ধ না তপঃসিদ্ধ দেবত

হুৰ্ধবামরঃ। অমানুষমিদং কর্ম্ম যদনেন কৃতং মহৎ ॥ ৪৩ ॥ নূনমস্য ভবেন্মাতা সা গৌরীতি শিবঃ পিতা। অক্ষৌহিণীনাং নবকং জিগায়ানন্তশক্তিধৃক্ ॥ ৪৪ ॥ ইত্যাশ্চর্য্যযুতৈস্তুষ্টৈঃ প্রশংসদ্ভিঃ পরস্পরম্। পৃষ্টো-হমাত্যজনৈনাসাবাত্মানং প্রাহ তত্ত্বতঃ ॥ ৪৫ ॥ সমাগতং স্বপিতরং বিস্ময়াহ্লাদবিপ্লুতম্। মুঞ্চন্ত-মানন্দজলং ববন্দে প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৪৬ ॥ স রাজা নিজপুত্রেণ প্রণয়াদভিবন্দিতঃ। আশ্লিষ্য গাঢ়ং তরসা বভাষে প্রেমকাতরঃ ॥ ৪৭ ॥ কস্ত্বং দেবো মনুষ্যো বা গন্ধর্ব্বো বা মহামতে। কা মাতা জনকঃ কো বা কো দেশস্তব নাম কিম্ ॥ ৪৮ ॥ কস্মান্নঃ শত্রুভির্ব্বদ্ধান্ মৃতানিব হতৌজসঃ। কারুণ্যাদিহ সম্প্রাপ্য সপত্নীকান্মুমোচ যঃ ॥ ৪৯ ॥ কুতো লব্ধমিদং শৌর্য্যং ধৈর্য্যং তেজো বলোন্নতিঃ। জিগীষ-সীব লোকাংস্ত্রীন্ সদেবাসুরমানুষান্ ॥ ৫০ ॥ অপি জন্মসহস্রেণ ভবানৃণ্যং মহৌজসঃ। কর্ত্তুং নাহং সমর্থোহস্মি সহৈভির্দ্দারবান্ধবৈঃ ॥ ৫১ ॥ ইমান্ পুত্রানিমাঃ পত্নীরিদং রাজ্যমিদং পুরম্। সর্ব্বং বিহায় মচ্চিত্তং ত্বয্যেব প্রেমবন্ধনম্ ॥ ৫২ ॥ সর্ব্বং কথয় মে তাত মৎপ্রাণপরিরক্ষক। এতাসাং মম পত্নীনাং ত্বদধীনং হি জীবিতম্ ॥ ৫৩ ॥ সূত উবাচ। ইতি পৃষ্টঃ স ভদ্রায়ুঃ স্বপিত্রা তমভাষত। এষ বৈশ্যসুতো রাজন্ সুনয়ো নাম মৎসখা ॥ ৫৪ ॥ অহমস্য গৃহে রম্যে বসামি সহমাতৃকঃ। ভদ্রায়ুর্নাম মদ্বৃত্তং পশ্চাদ্বিজ্ঞাপয়ামি তে ॥ ৫৫ ॥ পুরং প্রবিশ ভদ্রং তে সদারঃ সসুহৃজ্জনঃ। ত্যক্ত্বা ভয়মরাতিভ্যো বিহরস্ব যথাসুখম্ ॥ ৫৬ ॥ মৈতান্মুঞ্চ রিপূংস্তাবদ্যাবদা-গমনং মম। অহমদ্য গমিষ্যামি শীঘ্রমাত্মনিবেশনম্ ॥ ৫৭ ॥ ইত্যুক্ত্বা নৃপমামন্ত্র্য ভদ্রায়ুর্নৃপনন্দনঃ। আজগাম স্বভবনং মাত্রে সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৫৮ ॥ সাপি হৃষ্টা স্বতনয়ং পরিরেভেহশ্রুলোচনা। স চ বৈশ্যপতিঃ প্রেম্ণা পরিষজ্যাভ্যপূজয়ৎ ॥ ৫৯ ॥ বজ্রবাহুশ্চ রাজেন্দ্রঃ প্রবিষ্টো নিজমন্দিরম্। স্ত্রীপুত্রা-মাত্যসহিতঃ প্রহর্ষমতুলং যযৌ ॥ ৬০ ॥ তস্যাং নিশায়াং ব্যুষ্টায়ামৃষভো যোগিনাং বরঃ। চন্দ্রাঙ্গদং সমাগত্য সীমন্তিন্যাঃ পতিং নৃপম্ ॥ ৬১ ॥ ভদ্রায়ুষঃ

তাহা না হইলেই বা ইনি এই অমানুষ মহৎ কর্ম্ম করিবেন কিরূপে! নিশ্চয়ই ইঁহার মাতা গৌরী এবং পিতা শিব হইবেন! যে হেতু ইনি অনন্ত-শক্তি,—নয় অক্ষৌহিণী সেনা জয় করিয়াছেন! তাঁহারা এইরূপ আশ্চর্য্যান্বিত ও হৃষ্ট হইয়া পরস্পর রাজপুত্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদিগকে যথাযথ আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। অতঃপর ভক্তি-গদ্গদ চিত্তে বিস্ময়াহ্লাদবিপ্লুত আনন্দাশ্রু-মোচন-কারী স্বীয় পিতার চরণ বন্দনা করিলেন। রাজাও পুত্র কর্ত্তৃক ভক্তিসহকারে অভিবন্দিত হইয়া সস্নেহে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন,—হে মহামতে! তুমি কে?—দেব, মনুষ্য বা গন্ধর্ব্ব? তোমার মাতা কে? পিতা কে? দেশ কোথায়? নাম কি? কি জন্য তুমি শত্রুবদ্ধ মৃতকল্প হতবল সপত্নীক—আমাদিগকে করুণা করিয়া উদ্ধার করিলে? তুমি এরূপ শৌর্য্যবীর্য্য ও বলোন্নতি কোথায় লাভ করিলে? তুমি যেন সদেবাসুর-মানুষ ত্রিলোক জয় করিতে উদ্যত হইয়াছ! আমি দার ও বন্ধুগণের সহিত সহস্র জন্মেও তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। এই পুত্রগণ, এই পত্নীগণ এবং এই রাজ্য ও পুর পরিত্যাগ করিয়া আমার চিত্ত কেবল তোমাতেই প্রেমপ্রবণ হইতেছে। হে তাত! হে আমার প্রাণরক্ষক! তুমি তোমার সমস্ত পরিচয় আমায় প্রদান কর। এই আমার পত্নীদিগের জীবনও তোমার অধীন হইয়াছে। ৪০-৫৩। সূত বলিলেন,—ভদ্রায়ু স্বীয় পিতা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে রাজন্! ইনি বৈশ্যপুত্র সুনয়নামক আমার সখা। আমি ইহাদের গৃহে মাতার সহিত বাস করি। আমার নাম ভদ্রায়ু; আমি পশ্চাৎ আপনাকে আমার পরিচয় প্রদান করিব। হে রাজন্! অধুনা আপনি অরাতিভয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সুহৃজ্জনের সহিত সপত্নীক পুরপ্রবেশ করিয়া সুখে বিহার করুন। আমি যাবৎ না প্রত্যাবর্ত্তন করি, তাবৎ এই বন্দী রিপুদিগকে মোচন করিবেন না। অদ্য আমি শীঘ্রই মদীয় ভবনে গমন করিব। নৃপনন্দন ভদ্রায়ু এই প্রকারে পিতাকে আমন্ত্রিত করত স্বভবনে প্রত্যাগমন করিয়া মাতার নিকট সর্ব্ব বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মাতা হৃষ্ট হইয়া তখন অশ্রুপূর্ণলোচনে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। বৈশ্যপতি রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া সম্মানিত করিলেন। এদিকে রাজেন্দ্র বজ্রবাহু নিজমন্দিরে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীপুত্রামাত্যের সহিত অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাত্রি প্রভাতে মহাযোগী ঋষভ সীমন্তিনীপতি চন্দ্রাঙ্গদের

সমুৎপত্তিং তস্য কর্ম্মাপ্যমানুষম্। আবেদ্য রহসি প্রেম্ণা স্বৎসুতাং কীর্ত্তিমালিনীম্॥ ৬২॥ ভদ্রায়ুষে প্রযচ্ছেতি বোধয়িত্বা চ নৈষধম্। ঋষভো নির্জ্জগামাথ দেশকালার্থতত্ত্ববিৎ॥ ৬৩॥ অথ চন্দ্রাঙ্গদো রাজা মুহূর্ত্তে মঙ্গলোচিতে। ভদ্রায়ুষং সমাহূয় প্রায়চ্ছৎ কীর্ত্তিমালিনীম্॥ ৬৪॥ কৃতোদ্বাহঃ স রাজেন্দ্রতনয়ঃ সহ ভার্য্যয়া। হেমাসনস্থঃ শুশুভে রোহিণ্যেব নিশাকরঃ॥ ৬৫॥ বজ্রবাহুং তৎপিতরং সমাহূয় স নৈষধঃ। পুরং প্রবেশ্য সামাত্যঃ প্রত্যুদ্গম্যাভ্যপূজয়ৎ॥ ৬৬॥ তত্রাপশ্যৎ কৃতোদ্বাহং ভদ্রায়ুষমরিন্দমম্। পাদয়োঃ পতিতং প্রেম্ণা হর্ষাত্তং পরিষস্বজে॥ ৬৭॥ এষ মে প্রাণদো বীর এষ শত্রুনিষূদনঃ। অথাপ্যজ্ঞাতবংশোহয়ং মযানন্তপরাক্রমঃ॥ ৬৮॥ এষ তে নৃপ জামাতা চন্দ্রাঙ্গদ মহাবলঃ। অস্য বংশমথোৎপত্তিং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ৬৯॥ ইত্থং দশার্ণরাজেন প্রার্থিতো নিষধাধিপঃ। বিবিক্ত উপসঙ্গম্য প্রহসন্নিদমব্রবীৎ॥ ৭০॥ এষ তে তনয়ো রাজন্ শৈশবে রোগপীড়িতঃ। ত্বয়া বনে পরিত্যক্তঃ সহ মাত্রা রুজার্ত্তয়া॥ ৭১॥ পরিভ্রমন্তী বিপিনে সা নারী শিশুনামুনা। দৈবাদ্বৈশ্যগৃহং প্রাপ্তা তেন বৈশ্যেন রক্ষিতা॥ ৭২॥ অথাসৌ বহুরোগার্ত্তো মৃতস্তত্র কুমারকঃ। কেনাপি যোগিরাজেন মৃতঃ সঞ্জীবিতঃ পুনঃ॥ ৭৩॥ ঋষভাখ্যস্য তস্যৈব প্রভাবাচ্ছিবযোগিনঃ। রূপং চ দেবসদৃশং প্রাপ্তৌ মাতৃকুমারকৌ॥ ৭৪॥ তেন দত্তেন খড়্গেন শঙ্খেন রিপুঘাতিনা। জিগায় সমরে শত্রূঞ্ছিববর্ম্মাভিরক্ষিতঃ॥ ৭৫॥ দ্বিষট্‌সহস্রনাগানাং বলমেকো বিভর্ত্ত্যসৌ। সর্ব্ববিদ্যাসু নিষ্ণাতো মম জামাতৃতাং গতঃ॥ ৭৬॥ অত এনং সমাদায় মাতরং চাস্য সুব্রতাম্। গচ্ছস্ব নগরীং রাজন্ প্রাপ্স্যসি শ্রেয় উত্তমম্॥ ৭৭॥ ইতি চন্দ্রাঙ্গদঃ সর্ব্বমাখ্যায়ান্তর্গৃহে স্থিতাম্। তস্যাগ্র-পত্নীমাহূয় দর্শয়ামাস ভূষিতম্॥ ৭৮॥ ইত্যাদি সর্ব্বমাকর্ণ্য দৃষ্ট্বা চ স মহীপতিঃ। ব্রীড়িতো নিতরাং মৌঢ্যাৎ

সমীপে উপস্থিত হইয়া কুমার ভদ্রায়ুর উৎপত্তি-বিবরণ ও তাহার অমানুষিক কর্ম্মের কথা তাঁহাদিগকে নিবেদন করিলেন এবং নৃপকুমারের সহিত তাঁহার সুতা কীর্ত্তিমালিনীর বিবাহ দিবার জন্য তাঁহাদিগকে বলিলেন। পরে দেশকালার্থতত্ত্ববিৎ ঋষভ ঐ কথা তাঁহাদিগকে বলিয়া স্বয়ং তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজা চন্দ্রাঙ্গদ ভদ্রায়ুকে আমন্ত্রিত করিয়া শুভ লগ্নে স্বীয় সুতা কীর্ত্তিমালিনীকে তাঁহার করে সমর্পণ করিলেন। কৃতোদ্বাহ রাজকুমার ভার্য্যার সহিত হৈম আসনে আসীন হইয়া রোহিণীর সহিত চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইলেন। তখন রাজা চন্দ্রাঙ্গদ তাঁহার জামাতার পিতা বজ্রবাহুকে আহ্বানপূর্ব্বক স্বীয় অমাত্যগণের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে স্বীয় পুরে প্রেরণ করাইলেন এবং যথাযথ সম্মান করিলেন। রাজা বজ্রবাহু তখন কৃতোদ্বাহ ভদ্রায়ুকে দর্শন করিলেন। তিনি ভদ্রায়ুকে ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণে পতিত হইতে দেখিয়া সানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি বলিলেন,—এই আমার প্রাণদ বীর; এই আমার শত্রুনিসূদন; অথচ এই অনন্তপরাক্রম ব্যক্তির বংশ আমি জানি না। হে রাজন্ চন্দ্রাঙ্গদ! এই তোমার জামাতা মহাবল। আমি ইহার বংশ ও উৎপত্তিবিবরণ তত্ত্বতঃ শুনিতে ইচ্ছা করি। নষধাধিপ, দশার্ণাধিপতি কর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া তাঁহাকে নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—হে রাজন্! এই বালক আপনার পুত্র; এ শৈশবে পীড়িত ছিল। আপনি তখন ইহাকে ইহার পীড়িতা মাতার সহিত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহার মাতা ইহাকে লইয়া বিজন বনে ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবাৎ কোন বৈশ্যগৃহে উপস্থিত হন এবং বৈশ্য ঐ অবস্থায় ইহাদিগকে পালন করেন। ঐ বৈশ্যের ভবনেই আপনার এই পুত্র মৃত হয়। তখন কোন যোগিরাজ ঐ মৃত পুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ঋষভনামক শিবযোগীর প্রসাদে মাতার সহিত ঐ শিশু দেবসদৃশ রূপ লাভ করে। আপনার পুত্র শিববর্ম্ম দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া শিবযোগিদত্ত রিপুঘাতী খড়্গ ও শঙ্খ দ্বারা সমরে শত্রুদিগকে জয় করে। এই বালক দ্বাদশ সহস্র নাগের বল ধারণ করে। এই বালকই আমার সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ জামাতা। হে রাজন্! এখন আপনি আপনার পুত্রকে লইয়া ইহার সুব্রতা মাতার সহিত রাজধানীতে গমন করুন। আপনার মঙ্গল হইবে। ৫৪-৭৭। রাজা চন্দ্রাঙ্গদ সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়া অন্তঃপুরস্থিতা তাঁহার ভূষিতা পত্নীকে সন্নিধানে উপস্থাপিত করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মহীপতি নিজের মূর্খতা বশত অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া স্বকৃত কর্ম্মের

স্বকৃতং কর্ম্ম গর্হয়ন্ ॥ ৭৯ ॥ প্রাপ্তশ্চ পরমানন্দং তয়োর্দর্শনকৌতুকাৎ। পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গস্তাবুভৌ পরিষস্বজে ॥ ৮০ ॥ এবং নিষধরাজেন পূজিতশ্চাভিনন্দিতঃ। স ভোজয়িত্বা তং সম্যক্ স্বয়ং চ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥ ৮১ ॥ তামাত্মনোঽগ্রমহিষীং পুত্রং তমপি তাং স্নুষাম্। আদায় সপরীবারো বজ্রবাহুঃ পুরীং যযৌ ॥ ৮২ ॥ স সম্ভ্রমেণ মহতা ভদ্রায়ুঃ পিতৃমন্দিরম্। সম্প্রাপ্য পরমানন্দং চক্রে সর্ব্বপুরৌকসাম্ ॥ ৮৩ ॥ কালেন দিবমারূঢ়ে পিতরি প্রাপ্তযৌবনঃ। ভদ্রায়ুঃ পৃথিবীং সর্ব্বাং শশাসাদ্ভুতবিক্রমঃ ॥ ৮৪ ॥ মাগধেশং হেমরথং মোচয়ামাস বন্ধনাৎ। সন্ধায় মৈত্রীং পরমাং ব্রহ্মর্ষীণাঞ্চ সন্নিধৌ ॥ ৮৫ ॥ ইত্থং ত্রিলোকমহিতাং শিবযোগিপূজাং কৃত্বা পুরাতনভবেঽপি স রাজসূনুঃ। নিস্তীর্য্য দুঃসহবিপদ্গণমাপ্তরাজ্যশ্চন্দ্রাঙ্গদস্য সুতয়া সহ সাধু রেমে ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভদ্রায়ুবিবাহকথনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। প্রাপ্তসিংহাসনো বীরো ভদ্রায়ুঃ স মহীপতিঃ। প্রবিবেশ বনং রম্যং কদাচিদ্ভার্য্যয়া সহ ॥ ১ ॥ তস্মিন্ বিকসিতাশোকপ্রসূননবপল্লবে। প্রোৎফুল্লমল্লিকাখণ্ডকূজদ্ভ্রমরসঙ্কুলে ॥ ২ ॥ নবকেসরসৌরভ্যবদ্ধরাগিজনোৎসবে। সদ্যঃকোরকিতাশোকতমালগহনান্তরে ॥ ৩ ॥ প্রসূনপ্রকরানম্রমাধবীবনমণ্ডপে। প্রবালকুসুমোদ্দ্যোতচূতশাখিভিরঞ্জিতে। পুন্নাগবনবিভ্রান্তপুংস্কোকিলবিরাবিণি। বসন্তসময়ে রম্যে বিজহার স্ত্রিয়া সহ ॥ ৫ ॥ অথাবিদূরে ক্রোশন্তৌ ধাবন্তৌ দ্বিজদম্পতী। অন্বীয়মানৌ ব্যাঘ্রেণ দদর্শ নৃপসত্তমঃ ॥ ৬ ॥ পাহি পাহি মহারাজ হা রাজন্ করুণানিধে। এষ ধাবতি শার্দ্দূলো জগ্ধুমাবাং মহারয়ঃ ॥ ৭ ॥ এষ পর্ব্বতসঙ্কাশঃ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করঃ। যাবন্ন খাদতি প্রাপ্য তাবন্নৌ রক্ষ ভূপতে ॥ ৯ ॥ ইত্থমাক্রন্দিতং শ্রুত্বা স রাজা ধনুরাদদে। তাবদাগত্য শার্দ্দূলো

নিন্দা করিতে করিতে পত্নী-পুত্রের দর্শন-জনিত পরমানন্দে পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গে উভয়কেই আলিঙ্গন করিলেন। বজ্রবাহু নিষধরাজকর্ত্তৃক এইরূপ সম্মানিত ও অভিনন্দিত হইয়া বৈবাহিককে ভোজন করাইয়া এবং স্বয়ং অমাত্যগণের সহিত ভোজন করিয়া আপনার জ্যেষ্ঠা মহিষী, পুত্র, ও পুত্রবধূকে লইয়া সপরিবারে স্বীয় নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন সেই ভদ্রায়ু সম্ভ্রমের সহিত পিতৃমন্দির প্রাপ্ত হইয়া নগরবাসিগনের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন : কালে পিতা স্বর্গগমন করিলে যৌবন প্রাপ্ত হইয়া অদ্ভুতবিক্রম ভদ্রায়ু সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি ব্রহ্মর্ষিগণের সমক্ষে মগধেশ হৈমরথের সহিত মৈত্রীস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্ধনমোচন করিয়া দিলেন। রাজপুত্র এইরূপে শিবযোগীর উপদিষ্ট ত্রিলোকপূজিত শিবপূজা করিয়া দুঃসহ বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া চন্দ্রাঙ্গদ-সুতার সহিত সুখে রাজ্যভোগ ও রমণ করিতে লাগিলেন। ৭৮—৮৬।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—প্রাপ্তসিংহাসন বীর মহীপতি ভদ্রায়ু একদা ভার্য্যার সহিত রম্যবনে প্রবেশ করেন। ঐ বনে অশোকের প্রসূন ও নবপল্লব প্রস্ফুটিত হইয়াছে; প্রোৎফুল্ল মল্লিকাখণ্ডে ভ্রমরকুল কূজন করিতেছে; তত্রত্য নবকেশর-সৌরভে কামী জনের উৎসব বৃদ্ধি পাইতেছে; সদ্যঃ কোরকিত অশোক ও তমালে বনান্তর গহন করিয়া তুলিয়াছে; তথায় মাধবীবনের মণ্ডপগুলি প্রসূনপ্রকরে আনম্র হইয়াছে; চূতশাখিগণের প্রবালকুসুম উদ্দ্যোতিত হইতেছে এবং তত্রত্য পুংস্কোকিলগণ কূজন করিতে করিতে পুন্নাগবনের ইতস্তত উড্ডীন হইতেছে। রাজা রমণীয় বসন্তকালে ঐ বনে প্রিয়ার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। এক সময় তিনি অনতিদূরে ব্যাঘ্রতাড়িত দ্বিজদম্পতিকে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে প্রাণভয়ে দৌড়িতে দেখিলেন। তিনি শুনিলেন,—তাঁহারা বলিতেছেন,—হে করুণানিধি মহারাজ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন; শার্দ্দূল আমাদিগের পশ্চাৎ অতিবেগে ধাবিত হইয়াছে। এই পর্ব্বতসঙ্কাশ, সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর শার্দ্দূল আমাদিগকে খাইয়া ফেলিতে না-ফেলিতে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। ১—৯। রাজা বিপ্রদম্পতির এইরূপ করুণ উক্তি

মধ্যে জগ্রাহ তাং বধূম্ ॥ ৯ ॥ হা নাথ নাথ হা কান্ত হা শম্ভো জগতঃ পতেঃ। ইতি রোরুয়মাণাং তাং যাবজ্জগ্রাহ ভীষণঃ ॥ ১০ ॥ তাবৎস রাজা নিশিতৈর্ভল্লৈর্ব্যাঘ্রমতাড়য়ৎ। ন চ তৈর্বিব্যথে কিঞ্চিদ্গিরীন্দ্র ইব বৃষ্টিভিঃ ॥ ১১ ॥ স শার্দ্দুলো মহাসত্ত্বো রাজ্ঞোঽগ্রেঽব্যথঃ। বলাদাকৃষ্য তাং নারীমপাক্রামত সত্বরঃ ॥ ১২ ॥ ব্যাঘ্রেণাপহৃতাং পত্নীং বীক্ষ্য বিপ্রোঽতিদুঃখিতঃ। রুরোদ হা প্রিয়ে বালে হা কান্তে হা পতিব্রতে ॥ ১৩ ॥ একং মামিহ সন্ত্যজ্য কথং লোকান্তরং গতা। প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়াং ত্যক্ত্বা কথং জীবিতুমুৎসহে ॥ ১৪ ॥ রাজন্ ক্ব তে মহাস্ত্রাণি ক্ব তে শ্লাঘ্যং মহদ্ধনুঃ। ক্ব তে দ্বাদশসাহস্রমহানাগাতিগং বলম্ ॥ ১৫ ॥ কিং তে শঙ্খেন খড্গেন কিং তে মন্ত্রাস্ত্রবিদ্যয়া। কিঞ্চ তেন প্রযত্নেন কিং প্রভাবেণ ভূয়সা ॥ ১৬ ॥ তৎসর্ব্বং বিফলং জাতং যচ্চান্যত্ত্বয়ি তিষ্ঠতি। যত্ত্বং বনৌকসং জন্তুং নিবারয়িতুমক্ষমঃ ॥ ১৭ ॥ ক্ষাত্রস্তায়ং পরো ধর্ম্মঃ ক্ষতাদ্যৎপরিরক্ষণম্। তস্মাৎ কুলোচিতে ধর্ম্মে নষ্টে ত্বজ্জীবিতেন কিম্ ॥ ১৮ ॥ আর্ত্তানাং শরণার্ত্তানাং ত্রাণং কুর্ব্বন্তি পার্থিবাঃ। প্রাণৈরর্থৈশ্চ ধর্ম্মজ্ঞাস্তদ্বিহীনা মৃতোপমাঃ ॥ ১৯ ॥ ধনিনাং দানহীনানাং গার্হস্থ্যাদ্ভিক্ষুতা বরা। আর্ত্তত্রাণবিহীনানাং জীবিতান্মরণং বরম্ ॥ ২০ ॥ বরং বিষাদনং রাজ্ঞো বরমগ্নৌ প্রবেশনম্। অনাথানাং প্রপন্নানাং কৃপণানামরক্ষণাৎ ॥ ২১ ॥ ইত্থং বিলপিতং তস্য স্ববীর্য্যস্য চ গর্হণম্। নিশম্য নৃপতিঃ শোকাদাত্মন্যেবমচিন্তয়ৎ ॥ ২২ ॥ অহো মে পৌরুষং নষ্টমদ্য দৈববিপর্য্যয়াৎ। অদ্য কীর্ত্তিশ্চ মে নষ্টা পাতকং প্রাপ্তমুৎকটম্ ॥ ২৩ ॥ ধর্ম্মঃ কালোচিতো নষ্টো মন্দভাগ্যস্য দুর্ম্মতেঃ। নূনং মে সম্পদো রাজ্যমায়ুষ্যং ক্ষয়মেষ্যতি ॥ ২৪ ॥ অপুংসাং সম্পদো ভোগাঃ পুত্রদারধনানি চ। দৈবেন ক্ষণমুদ্যন্তি ক্ষণাদস্তং ব্রজন্তি চ ॥ ২৫ ॥ অত এনং দ্বিজন্মানং হতদারং শুচার্দ্দিতম্। গতশোকং করিষ্যামি দত্বা

শ্রবণ করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন। এমন সময় ভয়ঙ্কর হিংস্রশার্দ্দুল সহসা আপতিত হইয়া বিপ্রবধূর মধ্যদেশে ধারণ করিল। বিপ্রবধূ তখন মধ্যদেশে ধৃত হইয়া "হা নাথ! হা নাথ! হা কান্ত! হা কান্ত! হা শম্ভো! হা জগৎপতে!" এই বলিয়া অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিল। ঐ ভীষণ ব্যাঘ্র যখন রোরুয়মাণা বিপ্রবধূকে আয়ত্ত করিল, তখন রাজা এক নিশিত ভল্লদ্বারা তাহাকে তাড়িত করেন, কিন্তু শার্দ্দুল তাহাতে বৃষ্টিপাতে গিরীন্দ্রের ন্যায় কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইল না। ঐ মহাসত্ত্ব শার্দ্দুল রাজার অগ্রে ব্যথিত না হইয়া বিপ্রবধূকে লইয়া অতিবেগে পলায়ন করিল। বিপ্র তখন পত্নীকে ব্যাঘ্রকর্তৃক নীয়মানা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং এই বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন—হা প্রিয়ে বালে! হা কান্তে! হা পতিব্রতে! আমাকে একক পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে লোকান্তর গমন করিলে? আমি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে জীবিত থাকিব? পরে রাজার প্রতি বলিলেন—রাজন্! তোমার মহাস্ত্রই বা কোথায় গেল? মহাধনুই বা কোথায় গেল? কোথায়ই বা তোমার দ্বাদশসহস্রাধিক মহানাগাতিশায়ী বল? তোমার শঙ্খ, খড়্গ বা মন্ত্রাস্ত্রবিদ্যাতেই বা কি করিল? তোমার প্রযত্নেই বা কি হইল? প্রভাবেই বা কি হইল? সে সকল এবং অন্যান্য যাহা কিছু প্রযত্ন, সমস্তই তো তোমার বিনষ্ট হইল! তুমি একটা বন্য জন্তুকে নিহত করিতে সমর্থ হইলে না। ক্ষত হইতে যে পরিরক্ষণ করে, তাহারই নাম ক্ষত্রিয়। অতএব কুলোচিত ধর্ম্ম নষ্ট হইলে জীবনেই বা তোমার প্রয়োজন কি? ধর্ম্মজ্ঞ পার্থিবগণ প্রাণ ও অর্থব্যয়েও আর্ত্ত ও শরণাগত জনের ত্রাণ করিবে। আর আর্ত্তত্রাণপরাঙ্মুখ ক্ষত্রিয় মৃতোপম। দানহীন ধনীদিগের গার্হস্থ্যাশ্রমাদের নিকট ভিক্ষা করাই শ্রেয়স্কর। আর্ত্তত্রাণে অক্ষম ব্যক্তিগণের বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরাই ভাল। অনাথ, প্রপন্ন ও কৃপণদিগের রক্ষা না করা অপেক্ষা রাজাদিগের বিষভক্ষণ ও অগ্নিপ্রবেশ শ্রেয়স্কর। ১০—২১। নৃপতি তখন স্বনিন্দা ও ব্রাহ্মণের এইরূপ বিলাপ শ্রবণ করিয়া শোকাতুর ও চিন্তিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—অহো! দৈববিপর্য্যয়হেতু অদ্য আমার পৌরুষ নষ্ট হইল; কীর্ত্তি নষ্ট হইল এবং আমি উৎকট পাতক প্রাপ্ত হইলাম। এই মন্দভাগ্য দুর্ম্মতির কালোচিত ধর্ম্ম নষ্ট হইল! নিশ্চয়ই আমার সম্পদ্, রাজ্য ও পরমায়ু ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে! অপ্রশংসিত পুরুষদিগের সম্পদ্, ভোগ, পুত্র, দার, ধন, এ সকল দৈবাৎ ক্ষণে উদয় প্রাপ্ত হয়, এবং ক্ষণে অস্তমিত হইয়া যায়। অতএব প্রিয়প্রাণ ব্যয়

প্রাণানপি প্রিয়ান ॥ ২৬ ॥ ইতি নিশ্চিত্য মনসা ভদ্রায়ুর্নৃপসত্তমঃ। পতিত্বা পাদয়োস্তস্য বভাষে পরিসান্ত্বয়ন্ ॥ ২৭ ॥ কৃপাং কুরু ময়ি ব্রহ্মন্ ক্ষত্রবন্ধৌ হতৌজসি। শোকং ত্যজ মহাবুদ্ধে দাস্যাম্যর্থং তবেপ্সিতম্ ॥ ২৮ ॥ ইদং রাজ্যমিয়ং রাজ্ঞী মমেদং চ কলেবরম্। ত্বধীনমিদং সর্ব্বং কিং তেঽভিলষিতং বদ ॥ ২৯ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। কিমাদর্শেন চান্ধস্য কিং গৃহৈর্ভৈক্ষ্যজীবিনঃ। কিং পুস্তকেন মূর্খস্য হস্ত্রীকস্য ধনেন কিম্ ॥ ৩০ ॥ অতোঽহং গতপত্নীকো ভুক্তভোগো ন কর্হিচিৎ। ইমাং তবাগ্রমহিষীং কামার্থং দীয়তাং মম ॥ ৩১ ॥ রাজোবাচ। ব্রহ্মন্ কিমেষ ধর্মস্তে কিমেতদ্গুরুশাসনম্। অস্বর্গ্যমযশস্যং চ পরদারাভিমর্ষণম্ ॥ ৩২ ॥ দাতারঃ সন্তি বিত্তস্য রাজ্যস্য গজবাজিনাম্। আত্মদেহস্য বা কাপি ন কলত্রস্য কর্হিচিৎ ॥ ৩৩ ॥ পরদারোপভোগেন যৎপাপং সমুপার্জ্জিতম্। ন তৎক্ষালয়িতুং শক্যং প্রায়শ্চিত্তশতৈরপি ॥ ৩৪ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। অপি ব্রহ্মবধং ঘোরমপি মদ্যনিষেবণম্। তপসা নাশয়িষ্যামি কিং পুনঃ পারদারিকম্। তস্মাৎ প্রযচ্ছ মে ভার্য্যামিমাং ত্বং ধ্রুবমন্যথা ॥ ৩৫ ॥ অরক্ষণাত্তয়ার্ত্তানাং গন্তাসি নিরয়ং ধ্রুবম্। ইতি বিপ্রগিরা ভীতশ্চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ। অরক্ষণান্মহৎ পাপং পত্নীদানং ততো বরম্ ॥ ৩৬ ॥ অতঃ পত্নীং দ্বিজাগ্র্যায় দত্ত্বা নির্মুক্তকিল্বিষঃ। সদ্যো বহ্নিং প্রবেক্ষ্যামি কীর্ত্তিশ্চ নিহিতা ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥ ইতি নিশ্চিত্য মনসা সমুজ্জ্বাল্য হুতাশনম্। তং ব্রাহ্মণং সমাহূয় দদৌ পত্নীং সোদকাম্ ॥ ৩৮ ॥ স্বয়ং স্নাতঃ শুচির্ভূত্বা প্রণম্য বিবুধেশ্বরান্। তমগ্নিং দ্বিঃ পরিক্রম্য শিবং দধ্যৌ সমাহিতঃ ॥ ৩৯ ॥ তমথাগ্নৌ পতিষ্যন্তং স্বপদাসক্তচেতসম্। প্রত্যাদৃষ্ঠত বিশ্বেশঃ প্রাদুর্ভূতো জগৎপতিঃ ॥ ৪০ ॥ তমীশ্বরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং পিনাকিনং চন্দ্রকলাবতংসম্। আলম্বিতাপিঙ্গজটাকলাপং মধ্যাহ্নতং ভাস্করকোটিতেজসম্ ॥ ৪১ ॥ মৃণালগৌরং গজচর্ম্মবাসসং গঙ্গাতরঙ্গোক্ষিতমৌলিদেশম্। নাগেন্দ্রহারাবলিকঙ্কণোর্ম্মিকা-

করিয়াও আমি এই হতদার শোকাতুর ব্রাহ্মণের শোকাপনোদন করি। নৃপসত্তম ভদ্রায়ু মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করত ব্রাহ্মণের পাদযুগলে পতিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি এই হতবল ক্ষত্রবন্ধুকে কৃপা করুন। হে ধীমন্! আপনি শোক পরিত্যাগ করুন, আমি আপনাকে আপনার ইচ্ছামত অর্থ প্রদান করিব। এই রাজ্য, এই রাজ্ঞী, এই আমার কলেবর, এ সমস্তই আপনার অধীন; ইহার মধ্যে কোন্‌টী আপনার অভিলষিত, তাহা আপনি বলুন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—দেখ, যেমন অন্ধের দর্পণ, ভিক্ষাজীবীর গৃহ, মূর্খের পুস্তক, অস্ত্রীক ব্যক্তিরও ধন তেমনি। সুতরাং সে ধন লইয়া কি করিবে? আমি মৃতপত্নীক, পত্নীর সহিত কদাচ উপযুক্ত ভোগ্য ভোগ করি নাই; অতএব তুমি আমায় তোমার এই মহিষীকে কামোপভোগার্থ প্রদান কর। রাজা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এ কি আপনার ধর্ম্ম! এ কি আপনার অস্বর্গ্য অযশস্য পরদারাভিমর্শনরূপ গুরুতর আদেশ! ধনের দাতা আছে; এবং রাজ্য, গজ, বাজী, ও আত্মদেহ, এ সকলেরই দাতা আছে; কিন্তু কলত্রদাতা কোথাও নাই। পরদার উপভোগে যে পাপ হয় না। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ঘোর ব্রহ্মহত্যা এবং মদ্যনিষেবণ, এ সকলও আমি যখন তপঃপ্রভাবে নাশ করিতে পারি, তখন আর পারদারিক পাপের কথা কি বলিব? অতএব তুমি তোমার এই ভার্য্যাকে প্রদান কর। অন্যথা ভয়ার্ত্তের অরক্ষণহেতু তুমি নিশ্চিতই নিরয়ে গমন করিবে। পার্থিব ব্রাহ্মণের ঐরূপ বাক্যে ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অরক্ষণ মহৎ পাপ; পত্নীদান তো তাহা অপেক্ষা ভাল; অতএব দ্বিজশ্রেষ্ঠকে পত্নীদান করত নিষ্পাপ হইয়া সদ্য বহ্নিপ্রবেশ করিব; ইহাতে কীর্ত্তিস্থাপনও করা হইবে। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া উদকত্যাগের সহিত পত্নীকে তাঁহার করে দান করিলেন। পরে স্বয়ং স্নান ও শুচি হইয়া দেবগণকে প্রণামপূর্ব্বক অগ্নিকে দুইবার প্রদক্ষিণ করিয়া সমাহিতভাবে শিবকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বপদাসক্তচেতা নৃপকে অগ্নিমধ্যে পতিত হইতে নিবারণ করিবার জন্য বিশ্বেশ্বর স্বয়ং সেই স্থানে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন নৃপতি সম্মুখে মহেশকে এইরূপ দর্শন করিলেন,—তিনি ঈশ্বর, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনেত্র, পিনাকী, চন্দ্রকলাবতংস, আপিঙ্গজট, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যতেজা, মৃণালগৌর,

কিরীটকোট্যঙ্গদকুণ্ডলোজ্জ্বলম্ ॥ ৪২ ॥ ত্রিশূলখট্বাঙ্গকুঠারচর্ম্মমৃগাভয়েষ্টার্থপিনাকহস্তম্। বৃষোপরিস্থং শিতিকণ্ঠমীশং প্রোদ্ভূতমগ্রে নৃপতির্দদর্শ ॥ ৪৩ ॥ অথাম্বরাদ্ দ্রুতং পেতুর্দিব্যাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ। প্রণেদুর্দ্দেবতূর্য্যাণি দেবাশ্চ ননৃতুর্জ্জগুঃ ॥৪৪॥ তত্রাজগ্মুর্নারদাদ্যাঃ সনকাদ্যাঃ সুরর্ষয়ঃ। ইন্দ্রাদয়শ্চ লোকেশাস্তথা ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ ॥ ৪৫ ॥ তেষাং মধ্যে সমাসীনো মহাদেবঃ সহোময়া। ববর্ষ করুণাসারং ভক্তিনম্রে মহীপতৌ ॥ ৪৬ ॥ তদ্দর্শনানন্দবিজৃম্ভিতাশয়ঃ প্রবৃদ্ধবাষ্পাম্বুপরিপ্লুতাঙ্গঃ। প্রহৃষ্টরোমা গদ্গদাক্ষরং তুষ্টাব গীর্ভির্মুকুলীকৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪৭ ॥ রাজোবাচ। নতোঽস্ম্যহং দেবমনাথমব্যয়ং প্রধানমব্যক্তগুণং মহান্তম্। অকারণং কারণকারণং পরং শিবং চিদানন্দময়ং প্রশান্তম্ ॥ ৪৮ ॥ ত্বং বিশ্বসাক্ষী জগতোঽস্য কর্ত্তা বিরূঢ়ধামা হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। অতো বিচিন্বন্তি বিধৌ বিপশ্চিতো যোগৈরনেকৈঃ কৃতচিত্তরোধৈঃ ॥ ৪৯ ॥ একাত্মতাং ভাবয়তাং ত্বমেকো নানাধিয়াং ত্বমনেকরূপঃ। অতীন্দ্রিয়ঃ সাক্ষ্যুদয়াস্তবিভ্রমং মনঃপথাৎ সংহ্রিয়তে পদস্তে ॥ ৫০ ॥ তং ত্বা দুরাপং বচসো ধিয়শ্চ ব্যপেতমোহং পরমাত্মরূপম্। গুণৈকনিষ্ঠাঃ প্রকৃতৌ বিলীনাঃ কথং বপুঃ স্তোতুমলং গিরো মে ॥ ৫১ ॥ তথাপি ভক্ত্যাশ্রয়তামুপেযুস্তবাঙ্‌ঘ্রিপদ্মং প্রণতার্ত্তিভঞ্জনম্। সুঘোরসংসারদবাগ্নিপীড়িতো ভজামি নিত্যং ভবভীতিশান্তয়ে ॥ ৫২ ॥ নমস্তে দেবদেবায় মহাদেবায় শম্ভবে। নমস্ত্রিমূর্ত্তিরূপায় স্বর্গস্থিত্যন্তকারিণে ॥৫৩॥ নমো বিশ্বাদিরূপায় বিশ্বপ্রথমসাক্ষিণে। নমঃ সন্মাত্রতত্ত্বায় বোধানন্দঘনায় চ ॥ ৫৪ ॥ সর্ব্বক্ষেত্রনিবাসায় ক্ষেত্রভিন্নাত্মশক্তয়ে। অশক্তায় নমস্তুভ্যং শক্ত্যাভাসায় ভূয়সে ॥ ৫৫ ॥ নিরাভাসায় নিত্যায় সত্যজ্ঞানান্তরাত্মনে। বিশুদ্ধায় বিদূরায় বিমুক্তাশেষকর্ম্মণে ॥ ৫৬ ॥ নমো বেদান্তবেদ্যায় বেদমূলনিবাসিনে। নমো বিবিক্তচেষ্টায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে ॥ ৫৭ ॥ নমঃ কল্যাণবীর্য্যায় কল্যাণফলদায়িনে। নমোঽনন্তায় মহতে শান্তায় শিবরূপিণে ॥ ৫৮ ॥ অঘোরায় সুঘোরায় ঘোরাঘৌঘবিদারিণে। ভর্গায় ভববীজানাং ভঞ্জনায় গরীয়সে। নমো

তাঁহার উজ্জ্বল হারাবলী, কঙ্কণ, উর্ম্মিকা, কিরীটকোটি, অঙ্গদ ও কুণ্ডল হইয়াছে; তাঁহার হস্তে ত্রিশূল, খট্বাঙ্গ, কুঠার, মৃগচর্ম্ম, অভয় ও ইষ্টার্থ বিরাজিত, তিনি বৃষোপরিস্থ, শিতিকণ্ঠ ও ঈশ। অনন্তর এ হেন মহেশের আবির্ভাবে অম্বর হইতে দিব্য কুসুমবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। দেবতূর্য্য বাদিত হইল; দেবগণ গীত গাহিতে ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে নারদাদি ও সনকাদি সুরর্ষি, ইন্দ্রাদি লোকপাল ও ব্রহ্মর্ষিগণ আগমন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যস্থানে উমার সহিত মহাদেব সমাসীন হইয়া ভক্তিনম্র মহীপতির প্রতি করুণাসার বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দর্শনজনিত আনন্দে নৃপতির আশয় বিজৃম্ভিত হইল; বাষ্পাম্বু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সমুদয় শরীর প্লাবিত করিল; তাঁহার রোমহর্ষ হইল; তিনি গদ্‌গদাক্ষরে কৃতাঞ্জলিপুটে এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন,—হে নাথশ্রেষ্ঠ, অব্যয় দেব! আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি প্রধান, অব্যক্তগুণ, মহান, অকারণ, কারণকারণ, শিব, চিদানন্দময় ও প্রশান্ত। তুমি বিশ্বসাক্ষী, জগৎকর্ত্তা, বিরূঢ়ধামা ও হৃদিস্থিত; এই জন্যই পণ্ডিতগণ কৃতচিত্তরোধ অনেক যোগ দ্বারা তোমার অর্চ্চনা করেন। যাহারা একাত্মতা ভাবনা করে, তাহাদের সম্বন্ধে তুমি এক, যাহারা তোমাকে নানা মনে করে, তুমি তাহাদের নিকট অনেকরূপ; অতীন্দ্রিয়, সাক্ষী, উদয়াস্ত-বিভ্রম, তোমার পদ মনের পথ হইতে সংযত হইয়া থাকে। তুমি বাক্য ও বুদ্ধির দুরাপ, ব্যপেতমোহ ও পরমাত্মরূপী। গুণৈকনিষ্ঠ, প্রকৃতিবিলীনা আমার বাণী কি প্রকারে তোমার বপুকে স্তব করিতে পারে? তথাপি আমার বাক্য তোমার প্রণতার্ত্তিভঞ্জন অঙ্‌ঘ্রিপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করুক। আমি সুঘোর সংসারদাবাগ্নিদ্বারা পীড়িত হইয়া ভবভীতি-শান্তির নিমিত্ত নিত্য তোমার পাদপদ্ম ভজনা করিতেছি। ২২—৫২। হে দেবদেব, মহাদেব, শম্ভো! তোমাকে নমস্কার। হে ত্রিমূর্ত্তিরূপ, সর্গ-স্থিত্যন্তকারিন্! তোমাকে নমস্কার! হে বিশ্বাদিরূপ, বিশ্বপ্রথমসাক্ষী সন্মাত্রতত্ত্ব। তোমাকে নমস্কার! হে বোধানন্দঘন, সর্ব্বক্ষেত্রনিবাস, ক্ষেত্রাভিন্নাত্মশক্তি, অশক্ত, শক্ত্যাভাস, ভূমন্, নিরাভাস, নিত্য সত্যজ্ঞানান্তরাত্মা, বিশুদ্ধ, বিদূর, অশেষকর্ম্ম, নির্ম্মুক্ত, বেদান্তবেদ্য, বেদমূলনিবাসী, বিবিক্তচেষ্ট, নিবৃত্তগুণবৃত্তি, কল্যাণবীজ, কল্যাণফলদায়ী, অনন্ত, মহৎ, শান্ত, শিবরূপ, অঘোর, সুঘোর, ঘোরাঘৌঘবিদারী, ভর্গ, ভববীজভঞ্জন, গরীয়ান্,

বিধ্বস্তমোহায় বিশদাত্মগুণায় চ ॥ ৫৯ ॥ পাহি মাং জগতাং নাথ পাহি শঙ্কর শাশ্বত। পাহি রুদ্র বিরূপাক্ষ পাহি মৃত্যুঞ্জয়াব্যয় ॥ ৬০ ॥ শম্ভো শশাঙ্ককৃতশেখর শান্তমূর্ত্তে গৌরীশ গোপতিনিশাপ-হুতাশনেত্র। গঙ্গাধরান্ধকবিদারণ পুণ্যকীর্ত্তে ভূতেশ ভূধরনিবাস সদা নমস্তে ॥ ৬১ ॥ সূত উবাচ। এবং স্তুতঃ স ভগবান্ রাজ্ঞা দেবো মহেশ্বরঃ। প্রসন্নঃ সহ পার্ব্বত্যা প্রত্যুবাচ দয়ানিধিঃ ॥ ৬২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। রাজংস্তে পরিতুষ্টোঽস্মি ভক্ত্যা পুণ্যস্তবেন চ। অনন্যচেতা যো নিত্যং সদা মাং পর্য্যপূজয়ঃ ॥ ৬৩ ॥ তব ভাবপরীক্ষার্থং দ্বিজো ভূত্বাহমাগতঃ। ব্যাঘ্রেণ যা পরিগ্রস্তা সৈষা দেবী গিরীন্দ্রজা ॥ ৬৪ ॥ ব্যাঘ্রো মায়াময়ো যস্তে শরৈরক্ষতবিগ্রহঃ। ধীরতাং দ্রষ্টুকামস্তে পত্নীং যাচিতবানহম্ ॥ ৬৫ ॥ অস্যাশ্চ কীর্ত্তিমালিন্যাস্তব ভক্ত্যা চ মানদ। তুষ্টোঽহং সম্প্রযচ্ছামি বরং বরয় দুর্লভম্ ॥ ৬৬ ॥ রাজোবাচ। এষ এব বরো দেব যত্ত্বান্ পরমেশ্বরঃ। ভবতাপ-পরীতস্য মম প্রত্যক্ষতাং গতঃ ॥ ৬৭ ॥ নান্যং বরং বৃণে দেব ভবতো বরদর্ষভাৎ। অহঞ্চ সেয়ং সা রাজ্ঞী মম মাতা চ মৎপিতা ॥ ৬৮ ॥ বৈশ্যঃ পদ্মাকরো নাম তৎপুত্রঃ সুনয়াভিধঃ। সর্ব্বানেতান্মহাদেব সদা ত্বৎপার্শ্বগান্ কুরু ॥ ৬৯ ॥ সূত উবাচ। অথ রাজ্ঞী মহাভাগা প্রণতা কীর্ত্তিমালিনী। ভক্ত্যা প্রসাদ্য গিরিশং যযাচে বরমুত্তমম্ ॥ ৭০ ॥ রাজ্ঞ্যুবাচ। চন্দ্রাঙ্গদো মম পিতা মাতা সীমন্তিনী চ মে। তয়োর্যাচে মহাদেব ত্বৎপার্শ্বে সন্নিধিং সদা ॥ ৭১ ॥ এবমস্ত্বিতি গৌরীশঃ প্রসন্নো ভক্তবৎসলঃ। তয়োঃ কামবরং দত্ত্বা ক্ষণাদন্তর্হিতোঽভবৎ ॥ ৭২ ॥ সোঽপি রাজা সুহৃদ্ভিঃ সার্দ্ধং প্রসাদং প্রাপ্য শূলিনঃ। সহিতঃ কীর্ত্তি-মালিন্যা বুভুজে বিষয়ান্ প্রিয়ান্ ॥ ৭৩ ॥ কৃত্বা বর্ষাযুতং রাজ্যমব্যাহতবলোন্নতিঃ। রাজ্যং পুত্রেষু বিন্যস্য ভেজে শম্ভোঃ পরং পদম্ ॥ ৭৪ ॥ চন্দ্রাঙ্গদোঽপি রাজেন্দ্রো রাজ্ঞী সীমন্তিনী চ সা। ভক্ত্যা সম্পূজ্য গিরিশং জগ্মতুঃ শাম্ভবং পদম্ ॥ ৭৫ ॥ এতৎ পবিত্রমঘনাশকরং বিচিত্রং শম্ভোর্গুণানুকথনং

বিধ্বস্তমোহ, ও বিশদাত্মগুণ! তোমাকে বারম্বার নমস্কার। হে জগন্নাথ, শাশ্বত, শঙ্কর, বিরূপাক্ষ, মৃত্যুঞ্জয়, অব্যয়, শম্ভু, শশাঙ্ক-কৃতশেখর, শান্ত-মূর্ত্তি, গৌরীশ, গোপতি-নিশাপ-হুতাশনেত্র, গঙ্গাধর, অন্ধকবিদারণ, পুণ্যকীর্ত্তি, ভূতেশ, ও ভূধরনিবাস! তোমাকে নমস্কার, তুমি আমা-দিগকে পালন কর। সূত বলিলেন,—শঙ্কর রাজা কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া পার্ব্বতীর সহিত প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—হে রাজন্! আমি তোমার ভক্তি ও পুণ্য স্তব দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি অনন্যচেতা হইয়া আমার পূজা কর। হে রাজন্! আমি তোমার ভক্তি পরীক্ষার নিমিত্ত দ্বিজ হইয়া এখানে আসিয়াছি। আর যাঁহাকে ব্যাঘ্রে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, তিনি দেবী গিরী-ন্দ্রজা। আর ব্যাঘ্র মায়াময়—যাহাকে তুমি শর দ্বারা বিদ্ধ করিতে পার নাই। তোমার ধীরতা পরীক্ষা করিবার জন্য আমি তোমার পত্নীকে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। হে রাজন্! আমি এই কীর্ত্তিমালিনীর ও তোমার ভক্তিতে যথেষ্ট প্রীত হইয়াছি, তোমাকে বর প্রদান করিব; তুমি আমার নিকট দুর্লভ বর প্রার্থনা কর। রাজা বলিলেন,—হে দেব! আপনি যে এই ভবতাপতপ্ত ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন; ইহাই আমার পরম বর। আমি আপনার নিকট আর অন্য বর প্রার্থনা করি না। হে দেব! আমি আমার সেই রাজ্ঞী, মাতা, পিতা, পদ্মাকরনামক বৈশ্য এবং সুনয় নামক তৎপুত্র, এই সকলকে আপনার পার্শ্বচর করিয়া লউন। সূত বলিলেন,—অনন্তর রাজ্ঞী কীর্ত্তিমালিনী প্রণতা হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক গিরিশকে প্রসাদিত করিয়া তাঁহার নিকট উত্তম বর প্রার্থনা করিলেন; তিনি বলিলেন,—হে মহাদেব! চন্দ্রাঙ্গদ আমার পিতা, এবং সীমন্তিনী আমার মাতা; আমি আপ-নার নিকট ইহাঁদের ভবৎসান্নিধ্য প্রার্থনা করি। ভক্ত-বৎসল গৌরীশ প্রসন্ন হইয়া 'এবমস্তু' বাক্যে তাঁহাদের উভয়কে কামবর প্রদান করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। রাজাও সুহৃ-গণের সহিত শূলীর প্রসাদ লাভ করিয়া কীর্ত্তি-মালিনী সমভিব্যাহারে বিবিধ ভোগ উপভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি অযুতবর্ষকাল অব্যাহত-বলে রাজ্য করিয়া অবশেষে পুত্রে রাজ্যধুর ন্যস্ত করত শম্ভুর পরমপদ ভজনা করিলেন। এইরূপে রাজা চন্দ্রাঙ্গদ ও রাজ্ঞী সীমন্তিনী ভক্তিপূর্ব্বক গিরিশের পূজা করিয়া উভয়েই শাম্ভব পদ অধিকার করিলেন। এই পবিত্র অঘনাশকর বিচিত্র শম্ভু-

পরমং রহস্যম্। যঃ শ্রাবয়েদ্বুধজনান্ প্রযতঃ পঠেদ্বা সম্প্রাপ্য ভোগবিভবং শিবমেতি সোঽন্তে॥ ৭৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভদ্রায়ুশিবপ্রসাদকথনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। ঋষভস্যানুভাবোঽয়ং বর্ণিতঃ শিবযোগিনঃ। অথান্যস্যাপি বক্ষ্যামি প্রভাবং শিবযোগিনঃ॥ ১॥ ভস্মনশ্চাপি মাহাত্ম্যং বর্ণয়ামি সমাসতঃ। কৃতকৃত্যা ভবিষ্যন্তি যচ্ছ্রুত্বা পাপিনো জনাঃ॥ ২॥ অস্ত্যেকো বামদেবাখ্যঃ শিবযোগী মহাতপাঃ। নির্দ্বন্দ্বো নির্গুণঃ শান্তো নিঃসঙ্গঃ সমদর্শনঃ॥ ৩॥ আত্মারামো জিতক্রোধো গৃহদার-বিবর্জ্জিতঃ। অতর্কিতগতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো নিষ্পরিগ্রহঃ॥ ৪॥ ভস্মোদ্ধূলিতসর্বাঙ্গো জটামণ্ডলমণ্ডিতঃ। বল্কলাজিনসংবীতো ভিক্ষামাত্রপরিগ্রহঃ॥ ৫॥ স একদা চরল্লোঁকে সর্বানুগ্রহতৎপরঃ। ক্রৌঞ্চারণ্যং মহাঘোরং প্রবিবেশ যদৃচ্ছয়া॥ ৬॥ তস্মিন্নির্ম্মনুজে-ঽরণ্যে তিষ্ঠত্যেকোঽতিভীষণঃ। ক্ষুত্তৃষাকুলিতো নিত্যং যঃ কশ্চিদ্ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥ ৭॥ তং প্রবিষ্টং শিবাত্মানং স দৃষ্ট্বা ব্রহ্মরাক্ষসঃ। অভিদুদ্রাব বেগেন জন্তুং ক্ষুৎপরিপীড়িতঃ॥ ৮॥ ব্যাত্তাননং মহাকায়ং ভীমদংষ্ট্রং ভয়ানকম্। তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য যোগীশো ন চচাল সঃ॥ ৯॥ অথাভিক্রম্য তরসা স ঘোরো বনগোচরঃ। দোর্ভ্যাং নিষ্পীড্য জগ্রাহ নিকম্পং শিবযোগিনম্॥ ১০॥ তদঙ্গস্পর্শনাদেব সদ্যো বিধ্বস্তকিল্বিষঃ। স ব্রহ্মরাক্ষসো ঘোরো বিষণ্ণঃ স্মৃতিমাযযৌ॥ ১১॥ যথা চিন্তামণিং স্পৃষ্ট্বা লোহং কাঞ্চনতাং ব্রজেৎ। যথা জম্বুনদীং প্রাপ্য মৃত্তিকা স্বর্ণতাং ব্রজেৎ॥ ১২॥ যথা মানসমভ্যেত্য বায়সা যান্তি হংসতাম্। যথামৃতং সকৃৎপীত্বা নরো দেবত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ১৩॥ তথৈব হি মহাত্মানো দর্শনস্পর্শনাদিভিঃ। সদ্যঃ পুনন্তঃ যোগেতান সৎসঙ্গো দুর্লভো হ্যতঃ॥ ১৪॥ যঃ পূর্ব্বং ক্ষুৎপিপাসার্ত্তো ঘোরাত্মা বিপিনেচরঃ। স সদ্য-স্তৃপ্তিমায়াতঃ পূর্ণানন্দো বভূব হ॥ ১৫॥ তদ্গাত্র-লগ্নসিতভস্মকণানুবিদ্ধঃ সদ্যো বিধূতঘনপাপতমঃ-স্বভাবঃ। সম্প্রাপ্তপূর্ব্বভবসংস্মৃতিরুগ্রকার্য্যস্তৎ-

---

গুণানুকীর্ত্তন, যে ব্যক্তি পণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে শ্রবণ করায় বা স্বয়ং পাঠ করে, সে ইহলোকে ভোগ-বিভব উপভোগ করিয়া অন্তে শিবত্ব লাভ করে।৫৩—৭৬।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—শিবযোগী ঋষভের বিভব বর্ণন করা হইল; অতঃপর অন্য এক শিবযোগী ও ভস্মের মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি,—যাহা শুনিয়া পাপিগণ কৃতকৃত্য হইবে। বামদেব নামে এক মহাতপা শিবযোগী ছিলেন। তিনি নির্দ্বন্দ্ব, নির্গুণ, শান্ত, নিঃসঙ্গ, সমদর্শন, আত্মারাম, জিতক্রোধ, গৃহদার-বিবর্জ্জিত, অতর্কিতগতি, মৌনী, সন্তুষ্ট, নিষ্পরিগ্রহ, ভস্মোদ্ধূলিতসর্বাঙ্গ, জটামণ্ডলমণ্ডিত, বল্কলাজিন-সংবীত ও ভিক্ষামাত্রপরিগ্রহ। তিনি একদা বিচরণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাবশে ক্রৌঞ্চা-রণ্যে প্রবেশ করেন; ঐ জন-মানব-সমাগম-শূন্য অরণ্যে অতিভীষণ এক ক্ষুত্তৃষাকুলিত ব্রহ্মরাক্ষস নিত্যবাস করিত। ঐ ক্ষুৎক্ষাম ব্রহ্মরাক্ষস শিবযো-গীকে অরণ্যপ্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত অতিবেগে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। যোগী ব্যাত্তানন মহাকায় ভীমদংষ্ট্র ভয়ঙ্কর ঐ নৃশংস ঘোর বনবাসী রাক্ষস তাঁহার নিকটে পতিত হইয়া তাঁহাকে বিশাল বাহুদ্বারা নিষ্পীড়ন করত গ্রহণ করিল; শিবযোগী কিন্তু তখনও অটল অচল। এদিকে শিবযোগীর পুণ্যময় অঙ্গ-সংস্পর্শে ব্রহ্মরাক্ষস সদাই বিগতকল্মষ হওয়ায় তাহার মনে পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল এবং তাহার ফলে সে অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। যেমন চিন্তামণিস্পর্শে লৌহ কাঞ্চন হয়, জম্বুনদী পাইয়া মৃত্তিকা সুবর্ণ হয়, মানসসরোবর পাইয়া বায়স হংস হয়, এবং একবারমাত্র অমৃতপানে মানব দেবতা হয়, তেমনি মহাত্মা ব্যক্তির একবারমাত্র দর্শন বা স্পর্শনে পাপীও পুণ্যময় হইয়া যায়; অতএব সৎসংসর্গই জগতের দুর্লভ পদার্থ।১—১৪। দেখুন, যে ক্ষণকাল পূর্ব্বে ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত ভয়ঙ্কর ব্রহ্মরাক্ষস ছিল, সে সৎসঙ্গবশতঃ সদ্যই তৃপ্তিলাভ করিয়া পূর্ণানন্দময় হইল। শিবযোগীর গাত্র-লগ্ন ভস্মকণা-স্পর্শে ঐ ব্রহ্মরাক্ষসের পাপস্বভাব বিদূরিত হইল। সে পূর্ব্বজন্মের সংস্মৃতি লাভ করিয়া তখন শিব-

পাদপদ্মযুগলে প্রণতো বভাষে॥ ১৬॥ রাক্ষস উবাচ। প্রসীদ মে মহাযোগিন্ প্রসীদ করুণানিধে। প্রসীদ ভবতপ্তানামানন্দামৃতবারিধে॥ ১৭॥ কাহং পাপমতির্ঘোরঃ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করঃ। ক তে মহানুভাবস্য দর্শনং করুণাত্মনঃ॥ ১৮॥ উদ্ধরোদ্ধর মাং ঘোরে পতিতং দুঃখসাগরে। তব সন্নিধিমাত্রেণ মহানন্দোঽভিবর্দ্ধতে॥ ১৯॥ বামদেব উবাচ। কস্ত্বং বনেচরো ঘোরো রাক্ষসোঽত্র কিমাস্থিতঃ। কথমেতাং মহাঘোরাং কষ্টাং গতিমবাপ্তবান॥ ২০॥ রাক্ষস উবাচ। রাক্ষসোঽহমিতঃ পূর্ব্বং পঞ্চবিংশতিমে ভবে। গোপ্তা যবনরাষ্ট্রস্য দুর্জ্জয়ো নাম বীর্য্যবান্॥ ২১। সোঽহং দুরাত্মা পাপীয়ান্ স্বৈরচারী মদোৎকটঃ। দণ্ডধারী দুরাচারঃ প্রচণ্ডো নির্ঘৃণঃ খলঃ॥২২॥ যুবা বহুকলত্রোঽপি॥ কামাসক্তোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ। ইমাং পাপীয়সীং চেষ্টাং পুনরেকাং গতোঽস্ম্যহম্। ১৩॥ প্রত্যহং নূতনামন্যাং নারীং ভোক্তুমনাঃ সদা। আহৃতাঃ সর্ব্বদেশেভ্যো নার্য্যো ভৃত্যৈর্ম্মদাজ্ঞয়া। ২৪॥ ভুক্তা ভুক্তা পরিত্যক্তামেকামেকাং দিনেদিনে। অন্তর্গৃহেষু সংস্থাপ্য পুনরন্যাঃ স্ত্রিয়ো ধৃতাঃ॥ ২৫॥ এবং স্বরাষ্ট্রাৎ পররাষ্ট্রতশ্চ দেশাকরগ্রামপুরব্রজেভ্যঃ। আহৃত্য নার্য্যো রমিতা দিনেদিনে ভুক্তা পুনঃ কাপি ন ভুজ্যতে ময়া॥ ২৬॥ অথান্যৈশ্চ ন ভুজ্যন্তে ময়া ভুক্তাস্তথা স্ত্রিয়ঃ। অন্তর্গৃহেষু নিহিতাঃ শোচন্তে চ দিবানিশম্॥ ২৭॥ ব্রহ্মবিট্ক্ষত্রশূদ্রাণাং যদা নার্য্যো ময়া হৃতাঃ। মম রাজ্যে স্থিতা বিপ্রাঃ সহ দারৈঃ প্রদুদ্রুবুঃ॥ ২৮॥ সভর্তৃকাশ্চ কন্যাশ্চ বিধবাশ্চ রজস্বলাঃ। আহৃত্য নার্য্যো রমিতা ময়া কামহতাত্মনা। ২৯॥ ত্রিশতং দ্বিজনারীণাং রাজস্ত্রীণাং চতুঃশতম্। ষট্শতং বৈশ্যনারীণাং সহস্রং শূদ্রযোষিতাম্॥ ৩০॥ শতং চাণ্ডালনারীণাং পুলিন্দীনাং সহস্রকম্। শৈলূষীণাং পঞ্চশতং রজকীনাং চতুঃশতম্॥ ৩১॥ অসংখ্যা বারমুখ্যাশ্চ ময়া ভুক্তা দুরাত্মনা। তথাপি মম কামস্য ন তৃপ্তিঃ সমজায়ত॥৩২॥ এবং দুর্ব্বিষয়াসক্তং

যোগীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—হে মহাযোগিন্ হে আনন্দামৃতবারিধে! হে করুণানিধে! আপনি প্রসন্ন হউন। এই নৃশংস ভবতপ্তের প্রতি প্রসন্ন হউন। সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর ঘোর পাপমতি আমিই বা কোথায়? আর পরমকারুণিক মহানুভাব আপনার দর্শনলাভই বা কোথায়! হে দেব! এই ঘোর দুঃখসাগরে পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করুন, উদ্ধার করুন। আপনার সন্নিধি মাত্রে আমার মহানন্দ বর্দ্ধিত হইয়াছে। বামদেব বলিলেন,—রে বনচর ভয়ঙ্কর রাক্ষস! তুই কে? কি নিমিত্ত এখানে আছিস্? কিজন্যই বা তুই এই কষ্টকর দশা প্রাপ্ত হইয়াছিস্? রাক্ষস বলিল,—আমি রাক্ষস; ইতিপূর্ব্বে আমার পঞ্চবিংশ জন্মে আমি যবনরাজ্যের শাসনকর্ত্তা ছিলাম। আমার নাম ছিল,—দুর্জ্জয়। আমি অত্যন্ত বলশালী ছিলাম। সেই পাপাত্মা আমি, অত্যন্ত দুরাত্মা, পাপীয়ান্, স্বৈরচারী, মদোৎকট, দণ্ডধারী, দুরাচার, প্রচণ্ড, নির্ঘৃণ ও অতিশয় খল ছিলাম। যৌবন অবস্থায় আমার বহু কলত্র ছিল। আমি অত্যন্ত অজিতেন্দ্রিয় ও কামাসক্ত ছিলাম। ইহার উপর আর একটী পাপকরী চেষ্টা আমার ছিল, তাহা এই যে, আমার প্রত্যহই নূতন নূতন রমণী ভোগ করিতে ইচ্ছা হইত। সেই অনুসারে আমি ভৃত্যগণ দ্বারা দেশবিদেশ হইতে নিত্য নূতন কামিনী আহরণ করাইতাম। আমি একএকটী কামিনীকে এক একদিন ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করিতাম। তাহারা আমার অন্তঃপুরে থাকিত; কিন্তু আমি নিত্য নূতন কামিনী গ্রহণ করিতাম। এইরূপে আমি স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, দেশ, আকর, গ্রাম, পুর ও ব্রজ হইতে নিত্য নূতন রমণী আহরণ করাইয়া রমণ করিতাম। আমি ভুক্তা কামিনীকে পুনরায় আর ভোগ করিতাম না এবং অপর কেহও আমার উপভুক্তা কামিনীগণকে ভোগ করিতে পাইত না। কামিনীগণ অন্তঃপুরগত হইয়া দিবানিশি শোক করিত। ১৫—২৭। আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—বিচার না করিয়াই যখন কামিনীকে আহরণ করিতে লাগিলাম, তখন ব্রাহ্মণগণ—দারকন্যা-পুত্র আমার রাজ্য হইতে পলায়ন করিলেন। সভর্তৃকা, কন্যা, বিধবা ও রজস্বলা, এ সকল বিচার না করিয়াই আমি কামোপহতচিত্তে তাহাদিগকে রমণ করিতাম। আমি তিনশত দ্বিজনারী, চারিশত রাজস্ত্রী, ছয়শত বৈশ্যনারী, সহস্র শূদ্রস্ত্রী, শত চণ্ডালনারী, সহস্র পুলিন্দনারী, পাঁচশত শৈলূষী চারিশত রজকী, আর অসংখ্য মুখ্য বারনারী উপভোগ করিয়াছিলাম; তথাপি আমার কাম-

মত্তং পানরতং সদা। যৌবনেঽপি মহারোগা বিবিশু-র্যক্ষ্মকাদয়ঃ ॥৩৩॥ রোগার্দ্দিতোঽনপত্যশ্চ শত্রুভিশ্চাপি পীড়িতঃ। ত্যক্তোঽমাত্যৈশ্চ ভৃত্যৈশ্চ মৃতোঽহং স্বেন কর্ম্মণা ॥ ৩৪ ॥ আয়ুর্বিনশ্যত্যযশো বিবর্দ্ধতে ভাগ্যং ক্ষয়ং যাত্যতিদুর্গতিং ব্রজেৎ। স্বর্গাচ্চ্যবন্তে পিতরঃ পুরাতনা ধর্ম্মব্যপেতস্য নরস্য নিশ্চিতম্ ॥ ৩৫ ॥ অথাহং কিঙ্করৈর্যাম্যৈর্নীতো বৈবস্বতালয়ম্। ততোঽহং নরকে ঘোরে তৎকুণ্ডে বিনিপাতিতঃ ॥ ৩৬ ॥ তত্রাহং নরকে ঘোরে বর্ষাণামযুতত্রয়ম্। রেতঃ পিবন্ পীড্যমানো হ্যবসং যমকিঙ্করৈঃ ॥ ৩৭ ॥ ততঃ পাপাবশেষেণ পিশাচো নির্জ্জনে বনে। সহস্র-শিশ্নঃ সঞ্জাতো নিত্যং ক্ষুত্তৃষয়াকুলঃ ॥ ৩৮ ॥ পৈশাচীং গতিমাশ্রিত্য নীতং দিব্যং শরচ্ছতম্। দ্বিতীয়েঽহং ভবে জাতো ব্যাঘ্রঃ প্রাণিভয়ঙ্করঃ ॥ ৩৯ ॥ তৃতীয়েঽজগরো ঘোরশ্চতুর্থেঽহং ভবে বৃকঃ। পঞ্চমে বিড়্বরাহশ্চ ষষ্ঠেঽহং কৃকলাসকঃ ॥ ৪০ ॥ সপ্তমেঽহং সারমেয়ঃ শৃগালশ্চাষ্টমে ভবে। নবমে গবয়ো ভীমো মৃগোঽহং দশমে ভবে ॥ ৪১ ॥ একাদশে মর্কটশ্চ গৃধ্রোঽহং দ্বাদশে ভবে। ত্রয়োদশেঽহং নকুলো বায়সশ্চ চতুর্দ্দশে ॥ ৪২ ॥ অচ্ছভল্লঃ পঞ্চদশে ষোড়শে বনকুক্কুটঃ। গর্দ্দভোঽহং সপ্তদশে মার্জ্জারোঽষ্টাদশে ভবে ॥ ৪৩ ॥ একোন-বিংশে মণ্ডূকঃ কূর্ম্মো বিংশতিমে ভবে। এক-বিংশে ভবে মৎস্যো দ্বাবিংশে মূষকোঽভবম্ ॥ ৪৪ ॥ উলূকোঽহং ত্রয়োবিংশে চতুর্ব্বিংশে বনদ্বিপঃ। পঞ্চবিংশে ভবে চাস্মিঞ্জাতোঽহং ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ৪৫ ॥ ক্ষুৎপরীতো নিরাহারো বসাম্যত্র মহাবনে। ইদানী-মাগতং দৃষ্ট্বা ভবন্তং জগ্ধুমুৎসুকঃ। ত্বদ্দেহস্পর্শ-মাত্রেণ জাতা পূর্ব্বভবস্মৃতিঃ ॥ ৪৬ ॥ গতজন্মসহস্রাণি স্মরাম্যদ্য ত্বদন্তিকে। নির্ব্বেদশ্চ পরো জাতঃ প্রসন্নং হৃদয়ঞ্চ মে ॥ ৪৭ ॥ ঈদৃশোঽয়ং প্রভাবস্তে কথং লব্ধো মহামতে। তপসা বাপি তীব্রেণ কিমু তীর্থনিষেবণাৎ ॥ ৪৮ ॥ যোগেন দেবশক্ত্যা বা মন্ত্রৈর্ব্বানন্তশক্তিভিঃ। তত্ত্বতো ব্রূহি ভগবংস্ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৪৯ ॥ বামদেব উবাচ। এষ মদ্গাত্রলগ্নস্য প্রভাবো ভস্মনো মহান্। যৎসম্পর্কা-

লালসা নিবৃত্ত হয় নাই। আমি এইরূপ দুর্বিষয়া-সক্ত, মত্ত ও পানরত ছিলাম। ইহার ফলে মহারোগ যক্ষ্মা যৌবনকালেই আমার শরীরে প্রবেশ করিল। আমি রোগার্দ্দিত, অনপত্য ও শত্রু কর্ত্তৃক তাড়িত হইলাম। আমত্যগণ ও ভৃত্য গণ আমায় পরিত্যাগ করিল। আমি নিজ কর্ম্মদোষেই প্রাণ হারাইলাম। ধর্ম্মপথভ্রষ্ট নরের আয়ু বিনষ্ট হয়; অযশ বিবর্দ্ধিত হয়, ভাগ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, দুর্গতি লাভ ঘটে, এবং পূর্ব্ব পিতৃলোক-গণ স্বর্গ হইতে পতিত হন। জীবনান্তে আমি যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক যমালয়ে নীত হইলাম। যমদূতগণ আমায় ঘোর নরককুণ্ডে পাতিত করিল। ঐ অবস্থায় আমি তিন অযুত বৎসর অতিবাহিত করি। নরকবাসকালে আমি রেত ভোজন করিতাম, নির্দ্দয় যমকিঙ্করগণ ভীষণরূপে প্রহার করিত। এইরূপে আমি নরককুণ্ডে কালাতিপাত করি। অনন্তর আমার পাপাবসান হইলে আমি নির্জ্জন বনে পিশাচ হইয়া জন্মগ্রহণ করি। আমার সহস্রটী পুরুষাঙ্গ হয়। আমি নিত্য ক্ষুৎপিপাসায় কাতর থাকি। ঐ পিশাচ-যোনিতে শতবর্ষ অতিবাহিত করি। আমি দ্বিতীয় জন্মে প্রাণিভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র, তৃতীয়ে ঘোর অজগর, চতুর্থে বৃক, পঞ্চমে বিড়্বরাহ, ষষ্ঠে কৃকলাসক, সপ্তমে সারমেয়, অষ্টমে শৃগাল, নবমে গবয়, দশমে ভয়ঙ্কর মৃগ, একাদশে মর্কট, দ্বাদশে গৃধ্র, ত্রয়োদশে নকুল, চতুর্দ্দশে বায়স, পঞ্চদশে অচ্ছভল্ল, ষোড়শে বনকুক্কুট, সপ্তদশে গর্দ্দভ, অষ্টাদশে মার্জ্জার, উনবিংশে মণ্ডূক, বিংশে কূর্ম্ম, একবিংশে মৎস্য, দ্বাবিংশে মূষিক, ত্রয়োবিংশে উলূক, চতুর্ব্বিংশে বনদ্বিপ, এবং পঞ্চবিংশ জন্মে আমি ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া জন্মিয়াছি। আমি ক্ষুৎ-পিপাসা-কুলিত হইয়া নিরাহারে এই মহাবনে বাস করিতেছি। ইদানীং আমি আপনাকে আসিতে দেখিয়া আপনাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়া-ছিলাম। কিন্তু আপনার দেহস্পর্শে আমার পূর্ব্ব-জন্ম-স্মৃতি হইল। এই আপনার সাক্ষাতে আমার গত সহস্র জন্ম স্মরণ হইল। গত জন্ম সকল স্মরণ হওয়ায় আমার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে। আমার হৃদয় প্রসন্ন হইল। ঈদৃশ প্রভাব আপনি কি প্রকারে লাভ করিলেন? হে মহামতে! আপনি ইহা তীব্র তপস্যায়—না তীর্থসেবায়—না যোগ দ্বারা—না দৈবশক্তি দ্বারা—না অনন্তশক্তি মন্ত্র দ্বারা—কি প্রকারে লাভ করিলেন, তাহা বলুন? আমি আপনার শরণাগত হইলাম। ২৮-৪৯। বামদেব বলিলেন,—ইহা আমার গাত্র-লগ্ন ভস্মের ফল

ত্বমোবৃত্তেস্তবেয়ং মতিরুত্তমা॥ ৫০॥ কো বেদ ভস্মসামর্থ্যং মহাদেবাদৃতে পরঃ। দুর্ব্বিভাব্যং যথা শম্ভোর্মাহাত্ম্যং ভস্মনস্তথা॥ ৫১॥ পুরা ভবাদৃশঃ কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণো ধর্ম্মবর্জ্জিতঃ। দ্রাবিড়েষু স্থিতো মূঢ়ঃ কর্ম্মণা শূদ্রতাং গতঃ॥ ৫২॥ চৌর্য্যবৃত্তির্নৈকৃতিকো বৃষলীরতিলালসঃ। কদাচিজ্জারতাং প্রাপ্তঃ শূদ্রেণ নিহতো নিশি॥ ৫৩॥ তচ্ছবস্তু বহির্গ্রামাৎ ক্ষিপ্তস্য প্রেতকর্ম্মণঃ। চচার সারমেয়োঽঙ্গে ভস্মপাদো যদৃচ্ছয়া॥ ৫৪॥ অথ তং নরকে ঘোরে পতিতং শিবকিঙ্করাঃ। নিন্যুর্বিমানমারোপ্য প্রসহ্য যমকিঙ্করান্॥ ৫৫॥ শিবদূতান্ সমভ্যেত্য যমোঽপি পরিপৃষ্টবান্। মহাপাতককর্ত্তারং কথমেনং নিনীষথ॥ ৫৬॥ অথোচুঃ শিবদূতাস্তে পশ্যাস্য শববিগ্রহম্। বক্ষোললাটদোর্মূলান্যঙ্কিতানি সুভস্মনা॥ ৫৭॥ অত এনং সমানেতুমাগতাঃ শিবশাসনাৎ। নাস্মান্নিষেদ্ধুং শক্তোঽসি মাস্তত্র তব সংশয়ঃ॥ ৫৮॥ ইত্যাভাষ্য যমং শম্ভোর্দূতাস্তং ব্রাহ্মণং ততঃ। পশ্যতাং সর্ব্বলোকানাং নিন্যুর্লোকমনাময়ম্॥ ৫৯॥ তস্মাদশেষপাপানাং সদ্যঃ সংশোধনং পরম্। শম্ভোর্বিভূষণং ভস্ম সুতরং ধ্রিয়তে ময়া॥ ৬০॥ ইত্থং নিশম্য মাহাত্ম্যং ভস্মনো ব্রহ্মরাক্ষসঃ। বিস্তরেণ পুনঃ শ্রোতুমৌৎকণ্ঠ্যাদিত্যভাষত॥ ৬১॥ সাধুসাধু মহাযোগিন্ ধন্যোঽস্মি তব দর্শনাৎ। মাং বিমোচয় ধর্ম্মাত্মন্ ঘোরাদস্মাৎ কুজন্মনঃ॥ ৬২॥ কিঞ্চিদস্তীহ মে ভাতি ময়া পুণ্যং পুরাকৃতম্। অতোঽহং ত্বৎপ্রসাদেন মুক্তোঽস্ম্যদ্য দ্বিজোত্তম॥ ৬৩॥ একস্মৈ শিবভক্তায় তস্মিন্ পার্থিবজন্মনি। ভূমির্বৃত্তিকরী দত্তা শস্যারামান্বিতা ময়া॥ ৬৪॥ যমেনাপি তদৈবোক্তং পঞ্চবিংশতিমে ভবে। কস্যচিদ্যোগিনঃ সঙ্গান্মোক্ষ্যসে সংসৃতেরিতি॥ ৬৫॥ তদদ্য ফলিতং পুণ্যং যৎকিঞ্চিৎ প্রাগ্‌ভবার্জ্জিতম্। অতো নির্ম্মনুজারণ্যে সম্প্রাপ্তস্তব সঙ্গমঃ॥ ৬৬॥ অতো মাং ঘোরপাপ্মানং সংসরন্তং কুজন্মনি। সমুদ্ধর কৃপাসিন্ধো দত্ত্বা ভস্ম সমন্ত্রকম্॥ ৬৭॥ কথং

এই ভস্ম-সম্পর্কেই তোমার উত্তমা মতি জন্মিয়াছে। মহাদেব ব্যতীত অন্য আর কে এই ভস্মের মহিমা বুঝিতে সমর্থ? মহাদেবের মাহাত্ম্য যেমন দুর্ব্বিভাব্য, এই ভস্মেরও তেমনি। পূর্ব্বে তোমার মত কোন এক ধর্ম্মবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নিবাস দ্রাবিড়ে; তিনি মূর্খ ছিলেন। কর্ম্মবলে তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং বৃষলীতে তাঁহার লালসা ছিল,—অত্যধিক। একদিন রাত্রিতে তিনি উপপতিরূপে ধৃত হইয়া শূদ্রকর্ত্তৃক নিহত হন। পরে তাঁহার শবদেহ গ্রামবহির্ভাগে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ নিক্ষিপ্ত শবদেহের উপর সারমেয় সকল ভস্মমাখা-পায়ে যদৃচ্ছায় বিচরণ করে। অনন্তর যমকিঙ্করগণ তাঁহাকে লইতে আসিলে শিবকিঙ্করগণ তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক হটাইয়া দিয়া তাঁহাকে বিমানে আরোহণ করাইয়া শিবপুরে লইয়া যাইতে লাগিল। ঐ সময় যম স্বয়ং শিবদূতদিগকে জিজ্ঞাসা করেন,—এ ব্যক্তি মহাপাপ করিয়াছে; কি জন্য ইহাকে লইয়া যাইতেছ? তখন শিবদূতগণ বলিল,—ইহার শিবের ন্যায় দেহ দর্শন কর। ঐ দেখ,—ইহার বক্ষ, ললাট, ও হস্তমূল, ভস্মদ্বারা অঙ্কিত রহিয়াছে; এই জন্যই আমরা শঙ্করাদেশে ইহাকে লইতে আসিয়াছি। তুমি আমাদিগকে নিষেধ করিও না। এ বিষয়ে তোমার সংশয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই।৫০—৫৮। যমকে এই কথা বলিয়া শিবদূতগণ ব্রাহ্মণকে অনাময় লোকে লইয়া গেল। লোক সকল তাহা দেখিতে লাগিল। শম্ভুর ভূষণ ভস্ম অশেষ পাপের সংশোধক; এই জন্যই আমি ইহা ধারণ করিয়াছি। ব্রহ্মরাক্ষস এইরূপ ভস্মমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় বিস্তৃতরূপে শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া এই কথা বলিল,—সাধু সাধু মহাযোগিন্! আমি আপনার দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হইলাম। হে ধর্ম্মাত্মন্! আপনি আমাকে এই দারুণ কুৎসিতযোনি হইতে উদ্ধার করুন। আমার পূর্ব্বকৃত পুণ্য কিছু আছে বলিয়া মনে হইতেছে; কারণ, আমি আপনার প্রসাদে মুক্ত হইলাম। পূর্ব্বে পার্থিব-জন্মে আমি এক শিবভক্তকে শস্যারামান্বিতা ভূমি দান করিয়াছিলাম। তখন যম, আমাকে বলিয়াছিলেন,—পঞ্চবিংশ জন্মে তুমি এক শিবযোগীর সংসর্গ লাভ করিবে। তাঁহার সঙ্গবশত তুমি সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিবে। আজ আমার সেই পূর্ব্বজন্মের পুণ্য ফলিল। এই জন্যই আমি এই জন-শূন্য অরণ্যে আপনার দর্শন লাভ করিয়াছি। আমি ঘোর পাপী; কুযোনিতে ভ্রমণ করিতেছি। হে কৃপাসিন্ধো! সমন্ত্রক ভস্ম প্রদান করিয়া আপনি

ধার্য্যমিদং ভস্ম কো মন্ত্রঃ কো বিধিঃ শুভঃ। কঃ কালঃ কশ্চ বা দেশঃ সর্ব্বং কথয় মে গুরো॥ ৬৮॥ ভবাদৃশা মহাত্মানঃ সদা লোকহিতে রতাঃ। নাত্মনো হিতমিচ্ছন্তি কল্পবৃক্ষসধর্ম্মিণঃ ॥ ৬৯ ॥ সূত উবাচ। ইত্যুক্তস্তেন যোগীশো ঘোরেণ বনচারিণা। ভূয়োঽপি ভস্মমাহাত্ম্যং বর্ণয়ামাস তত্ত্ববিৎ॥ ৭০॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভস্মমাহাত্ম্যকথনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। শৃণুধ্বং মুনয়ঃ শ্রেষ্ঠা বামদেবস্ত ভাষিতম্॥ ১॥ বামদেব উবাচ। পুরা মন্দরশৈলেন্দ্রে নানাধাতুবিচিত্রিতে। নানাসত্ত্বসমাকীর্ণে নানাদ্রুমলতাকুলে॥ ২॥ কালাগ্নিরুদ্রো ভগবান্ রুদ্রার্চ্চিৰ্বিশ্ববন্দিতঃ। সমাসসাদ ভূতেশঃ স্বেচ্ছয়া পরমেশ্বরঃ॥ ৩॥ সমন্তাৎ সমুপাতিষ্ঠন রুদ্রাণাং শতকোটয়ঃ। তেষাং মধ্যে সমাসীনো দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ॥ ৪॥ তত্রাগচ্ছৎ সুরশ্রেষ্ঠো দেবৈঃ সহ পুরন্দরঃ। তথাগ্নির্বরুণো বায়ুর্যমো বৈবস্বতস্তথা॥ ৫॥ গন্ধর্ব্বাশ্চিত্রসেনাদ্যাঃ খেচরাঃ পন্নগাদয়ঃ। বিদ্যাধরাঃ কিম্পুরুষাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ গুহ্যকাঃ॥ ৬॥ ব্রহ্মর্ষয়ো বসিষ্ঠাদ্যা নারদাদ্যাঃ সুরর্ষয়ঃ। পিতরশ্চ মহাত্মানো দক্ষাদ্যাশ্চ প্রজেশ্বরাঃ॥ ৭॥ উর্ব্বশ্যাদ্যাশ্চাপ্সরসশ্চণ্ডিকাদ্যাশ্চ মাতরঃ। আদিত্যা বসবো দস্রৌ বিশ্বেদেবা মহৌজসঃ॥ ৮॥ অথান্যে ভূতপতয়ো লোকসংহরণে ক্ষমাঃ। মহাকালশ্চ নন্দীং চ তথা বৈ শঙ্খপালকৌ॥ ৯॥ বীরভদ্রো মহাতেজাঃ শঙ্কুকর্ণো মহাবলঃ। ঘণ্টাকর্ণশ্চ দুর্দ্ধর্ষো মণিভদ্রো বৃকোদরঃ॥ ১০॥ কুণ্ডোদরশ্চ বিকটস্তথা কুম্ভোদরো বলী। মন্দোদরঃ কর্ণধারঃ কেতুর্ভৃঙ্গীরিটিস্তথা॥ ১১॥ ভূতনাথাস্তথান্যে চ মহাকায়া মহৌজসঃ। কৃষ্ণবর্ণাস্তথা শ্বেতাঃ কেচিন্মণ্ডুকসপ্রভাঃ॥ ১২॥ হরিতা ধূসরা ধূম্রাঃ কর্ব্বুরাঃ পীতলোহিতাঃ। চিত্রবর্ণা বিচিত্রাঙ্গাশ্চিত্রলীলা মদোৎকটাঃ॥ ১৩॥ নানায়ুধোদ্যতকরা নানাবাহনভূষণাঃ। কেচিদ্ব্যাঘ্রমুখাঃ কেচিৎ শূকরাস্যা মৃগাননাঃ॥ ১৪॥ কেচিচ্চ নক্রবদনাঃ সারমেয়মুখাঃ পরে। শৃগালবদনাশ্চান্য উষ্ট্রাভবদনাঃ

আমায় উদ্ধার করুন। এই ভস্ম কিরূপে ধারণ করিতে হয়? ইহা ধারণের মন্ত্র বা বিধি কি? কোন্ সময়ে, বা কোন্ দেশে ইহা ধারণ করিতে হয়? হে গুরো! এই সকল আমায় আপনি বলুন। আপনাদের মত মহাত্মগণ সর্ব্বদাই লোকহিতে নিরত। আপনারা আত্মহিত ইচ্ছা করেন না। আপনারা কল্পবৃক্ষস্বরূপ। সূত বলিলেন,—যোগীশ্বর, ঐ ঘোর বনচারিকর্তৃক অভিহিত হইয়া পুনরায় ভস্মমাহাত্ম্য বলিতে লাগিলেন।৫৯—৭০।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

ষোড়শ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা বামদেব-ভাষিত শ্রবণ করুন। বামদেব বলিলেন,—পূর্ব্বে একদা বিশ্ববন্দিত পরমেশ্বর শঙ্কর নানাধাতুবিচিত্র, নানা সত্ত্ব-সমাকীর্ণ, নানা দ্রুম-লতাকুল, মন্দরশৈলেন্দ্রে যদৃচ্ছাক্রমে বাস করেন। শত শত রুদ্র তখন তাঁহার চতুর্দ্দিকে থাকিয়া স্তব করেন। দেবদেব ত্রিলোচন তাঁহাদের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।১—৪। ঐ স্থানে দেব পুরন্দর সুরগণের সহিত আগমন করিলেন এবং অগ্নি, বরুণ, বায়ু, বৈবস্বত যম, চিত্রসেনাদি গন্ধর্ব্ব, খেচর, পন্নগ, বিদ্যাধর, কিম্পুরুষ, সিদ্ধ, সাধ্য, গুহ্যক, বসিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, নারদাদি সুরর্ষি, মহাত্মা পিতৃগণ, দক্ষাদি প্রজেশ্বর, উর্ব্বশ্যাদি অপ্সরা, চণ্ডিকাদি মাতৃকা, আদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমারযুগল, মহৌজা বিশ্বদেবগণ, অন্যান্য ভূতপতি, মহাকাল, নন্দী, শঙ্খ, পালক, মহাতেজা বীরভদ্র, মহাবল শঙ্কুকর্ণ, ঘণ্টাকর্ণ, দুর্দ্ধর্ষ মণিভদ্র, বৃকোদর, কুণ্ডোদর, বিকটর, বলী কুণ্ডোদর, মন্দোদর, কর্ণধার, কেতু, ভৃঙ্গীরিটি, অন্যান্য মহাকায়, মহৌজা, গণেশ্বর, কতিপয় কৃষ্ণবর্ণ, কতিপয় শ্বেতবর্ণ, কতিপয় মণ্ডুকপ্রভ, কতিপয় হরিতবর্ণ, কতিপয় ধূসরবর্ণ, কতিপয় ধূম্রবর্ণ, কতিপয় কর্ব্বুরবর্ণ, কতিপয় পীতলোহিতবর্ণ, কতিপয় চিত্রবর্ণ, কতিপয় বিচিত্রাঙ্গ, কতিপয় চিত্রলীল, কতিপয় মদোৎকট, কতিপয় নানায়ুধকর, কতিপয় নানাবাহনভূষণ, কতিপয় ব্যাঘ্রমুখ, কতিপয় মৃগমুখ, কতিপয় নক্রবদন, কতিপয় কুক্কুরমুখ, কতিপয়

পরে ॥১৫॥ কেচিচ্ছরভভেরুণ্ডসিংহাশ্বোষ্ট্রবকাননাঃ। একবক্ত্রা দ্বিবক্ত্রাশ্চ ত্রিমুখাশ্চৈব নির্মুখাঃ ॥ ১৬॥ একহস্তাস্ত্রিহস্তাশ্চ পঞ্চহস্তাস্ত্বহস্তকাঃ। অপাদা বহুপাদাশ্চ বহুকর্ণৈককর্ণকাঃ ॥ ১৭ ॥ একনেত্রাশ্চতুর্নেত্রা দীর্ঘাঃ কেচন বামনাঃ। সমন্তাৎ পরিবার্য্যেশং ভূতনাথমুপাসতে ॥ ১৮॥ অথাগচ্ছন্মহাতেজা মুনীনাং প্রবরঃ সুধীঃ। সনৎকুমারো ধর্ম্মাত্মা তং দ্রষ্টুং জগদীশ্বরম্॥ ১৯॥ তং দেবদেবং বিশ্বেশং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্। মহাপ্রলয়সঙ্ক্ষুব্ধসপ্তার্ণবস্বনস্বনম্ ॥ ২০ ॥ সংবর্ত্তাগ্নিসমাটোপং জটামণ্ডলশোভিতম্।. অক্ষীণভালনয়নং জ্বালাম্লানমুখশ্রিয়ম্ ॥ ২১ ॥ প্রদীপ্তচূড়ামণিনা শশিখণ্ডেন শোভিতম্। তক্ষকং বামকর্ণেন দক্ষিণেন চ বাসুকিম্ ॥২২॥ বিভ্রাণং কুণ্ডলযুগং নীলরত্নমহাহনুম্। নীলগ্রীবং মহাবাহুং নাগহারবিরাজিতম্॥ ২৩ ॥ ফণিরাজপরিভ্রাজৎকঙ্কণাঙ্গদমুদ্রিকম্। অনন্তফণসাহস্রমণিরঞ্জিতমেখলম্ ॥ ২৪॥ ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং ঘণ্টাদর্পণভূষিতম্। কর্কোটকমহাপদ্মধৃতরাষ্ট্রধনঞ্জয়ৈঃ ॥ ২৫॥ কূজন্নূপুরসজ্যুষ্টপাদপদ্মবিরাজিতম্। প্রাসতোমরখট্টাঙ্গশূলটঙ্কধনুর্দ্ধরম্ ॥ ২৬ ॥ অপ্রধৃষ্যমনির্দ্দেশ্যমচিন্ত্যাকারমীশ্বরম্। রত্নসিংহাসনারূঢ়ং প্রণনাম মহামুনিঃ ॥২৭॥ তং ভক্তিভারোচ্ছসিতান্তরাত্মা সংস্তূয় বাগ্ভিঃ শ্রুতিসম্মিতাভিঃ। কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্রয়নম্রকন্ধরঃ পপ্রচ্ছ ধর্ম্মানখিলাঞ্ছুভপ্রদান্ ॥ ২৮ ॥ যান্ যানপৃচ্ছত মুনিস্তাংস্তান্ ধর্ম্মানশেষতঃ। প্রোবাচ ভগবান্ রুদ্রো ভূয়ো মুনিরপৃচ্ছত ॥ ২৯ ॥ সনৎকুমার উবাচ। শ্রুতাস্তে ভগবান্ ধর্ম্মাস্ত্বন্মুখান্মুক্তিহেতবঃ। যৈর্দ্ধৃতপাপা মনুজাস্তরিষ্যন্তি ভবার্ণবম্॥ ৩০॥ অথাপরং বিভো ধর্ম্মমল্পায়াসং মহাফলম্। ব্রূহি কারুণ্যতো মহ্যং সদ্যো মুক্তিপ্রদং নৃণাম্॥ ৩১॥ অভ্যাসবহুলা ধর্ম্মাঃ শাস্ত্রদৃষ্টাঃ সহস্রশঃ। সম্যক্‌সংসেবিতাঃ কালাৎ সিদ্ধিং যচ্ছন্তি বা ন বা॥ ৩২॥ অতো লোকহিতং গুহ্যং ভুক্তিমুক্ত্যোশ্চ সাধনম্। ধর্ম্মং বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥ ৩৩ ॥ শ্রীরুদ্র উবাচ। সর্ব্বেষামপি ধর্ম্মাণামুত্তমং শ্রুতিচোদিতম্। রহস্যং সর্ব্বজন্তূনাং যত্ত্রিপুণ্ড্রস্য ধারণম্ ॥৩৪॥ সনৎকমার উবাচ। ত্রিপুণ্ড্রস্য বিধিং ব্রূহি ভগবন্ জগতাং পতে। তত্ত্বতো জ্ঞাতুমিচ্ছামি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর॥ ৩৫॥ কতি স্থানানি কিং দ্রব্যং কা শক্তিঃ কা চ দেবতা।

শৃগালবদন, কতিপয় উষ্ট্রবদন, কতিপয় শরভ, ভেরুণ্ড, সিংহ, উষ্ট্র ও বকমুখ, কতিপয় একবক্ত্র, দ্বিবক্ত্র, ত্রিবক্ত্র, এবং কতিপয় নির্বক্ত্র। কতিপয় একহস্ত, ত্রিহস্ত, পঞ্চহস্ত এবং কতিপয় নির্হস্ত। কতিপয় অপাদ, কতিপয় বহুপাদ, কতিপয় বহুকর্ণ, কতিপয় এককর্ণ, কতিপয় একনেত্র, কতিপয় চতুর্নেত্র, কেহ দীর্ঘ এবং কেহ হ্রস্ব, ইহারা সকলে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ভূতনাথের উপাসনা করিতে লাগিল। অনন্তর মহাতেজা মুনিপ্রবর সুধী সনৎকুমার দেবদেবকে দর্শন করিয়া নমস্কার করিলেন। তিনি বিশ্বেশ্বর কোটিসূর্য্যসমপ্রভ, মহাপ্রলয়ে সংক্ষুব্ধ সপ্ত অর্ণবের ন্যায় ভয়ঙ্কর রবকারী, সম্বর্ত্তাগ্নি-সদৃশ জটামণ্ডলশোভিত,. অক্ষীণভাল-নয়ন, জ্বালাম্লানমুখকান্তি, শশিখণ্ড-মণ্ডিত; তাঁহার দক্ষিণ কর্ণে তক্ষক ও বামকর্ণে বাসুকি বিরাজিত, তিনি কুণ্ডলযুগধারী, নীল-রত্ন-মহাহনু, নীলগ্রীব, মহাবাহু, নাগহারধারী; ফণিরাজ তাঁহার কঙ্কণাঙ্গদ, তাঁহার মেখলা অনন্তফণি মণি-সহস্র রঞ্জিত; তিনি প্রাস, তোমর, খট্টাঙ্গ, শূল, টঙ্ক, ও ধনুর্দ্ধর, অপ্রধৃষ্য, অনির্দ্দেশ্য; অচিন্ত্যাকার, ঈশ্বর, ও রত্নসিংহাসনারূঢ়। সনৎকুমার শ্রুতিসম্মিত বাক্যে ভক্তিভরে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিয়া অবনত-মস্তকে তাঁহাকে অখিল শুভপ্রদ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন ।৫—২৮। । মুনি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবান্‌সেই সেই ধর্ম্মই তাঁহাকে অশেষরূপে বিজ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! আমি ভবদীয় মুখবিনিঃসৃত মুক্তিহেতুভূত ধর্ম্মসকল শ্রবণ করিলাম—যাঁহার প্রভাবে মানবগণ বিগতপাপ হইয়া ভবার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইবে। হে বিভো! অতঃপর আপনি আমায় অল্পায়াস-সাধ্য অথচ মহাফল, মুক্তিপ্রদ ধর্ম্ম করুণা করিয়া বলুন। ধর্ম্ম সকল অভ্যাস-সাপেক্ষ সহস্র সহস্র শাস্ত্রে নিহিত। উহা বহুকাল সেবিত হইলেও সিদ্ধি প্রদান করিবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং ভুক্তি-মুক্তি-সাধন লোকহিতকর এক গুহ্য ধর্ম্ম আমি আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি। রুদ্র বলিলেন,—অতিরহস্য শ্রুতি-কথিত ত্রিপুণ্ড্র-ধারণরূপ এক উত্তম ধর্ম্ম আছে। সনৎকুমার বলিলেন,—হে ভগবন্ জগৎপতে! আপনি ত্রিপুণ্ড্র-ধারণের বিধি কীর্ত্তন করুন। হে মহেশ্বর! আমি উহা তত্ত্বতঃ জানিতে

কিং প্রমাণং চ কঃ কর্ত্তা কো মন্ত্রস্তস্য কিং ফলম্ ॥ ৩৬ ॥ এতৎসর্ব্বমশেষেণ ত্রিপুণ্ড্রস্য চ লক্ষণম্। ব্রূহি মে জগতাং নাথ লোকানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ৩৫ ॥ শ্রীরুদ্র উবাচ। আগ্নেয়মুচ্যতে ভস্ম দগ্ধগোময়সম্ভবম্। তদেব দ্রব্যমিত্যুক্তং ত্রিপুণ্ড্রস্য মহামুনে ॥ ৩৮ ॥ সদ্যোজাতাদিভির্ব্রাহ্মমন্ত্রৈশ্চ পঞ্চভিঃ। পরিগৃহ্যাগ্নিরিত্যাদিমন্ত্রৈর্ভস্মাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৩৯ ॥ মানস্তোকেতি সম্মৃজ্য শিরো লিম্পেচ্চ ত্র্যম্বকম্। ত্রিয়ায়ুষাদিভির্মন্ত্রৈর্ললাটে চ ভুজদ্বয়ে। স্কন্ধে চ লেপয়েদ্‌ভস্ম সজলং মন্ত্রভাবিতম্ ॥ ৪০ ॥ তিস্রো রেখা ভবন্ত্যেষু স্থানেষু মুনিপুঙ্গব। ভ্রুবোর্ম্মধ্যং সমারভ্য যাবদন্তো ভ্রুবোর্ভবেৎ ॥ ৪১ ॥ মধ্যমানামিকাঙ্গুল্যোর্ম্মধ্যে তু প্রতিলোমতঃ। অঙ্গুষ্ঠেন কৃতা রেখা ত্রিপুণ্ড্রস্যাভিধীয়তে ॥ ৪২ ॥ তিসৃণামপি রেখাণাং প্রত্যেকং নব দেবতাঃ। অকারো গার্হপত্যশ্চ ঋগ্‌ভূর্লোকো রজস্তথা ॥ ৪৩ ॥ আত্মা চৈব ক্রিয়াশক্তিঃ প্রাতঃসবনমেব চ। মহাদেবস্তু রেখায়াঃ প্রথমায়াস্তু দেবতা ॥ ৪৪ ॥ উকারো দক্ষিণাগ্নিশ্চ নভঃ সত্ত্বং যজুস্তথা। মধ্যন্দিনঞ্চ সবনমিচ্ছাশক্ত্যন্তরাত্মকৌ ॥ ৪৫ ॥ মহেশ্বরশ্চ রেখায়া দ্বিতীয়ায়াশ্চ দেবতা। মকারাহবনীয়ৌ চ পরমাত্মা তমো দিবঃ ॥ ৪৬ ॥ জ্ঞানশক্তিঃ সামবেদস্তৃতীয়সবনং তথা। শিবশ্চেতি তৃতীয়ায়া রেখায়াশ্চাধিদেবতা ॥ ৪৭ ॥ এতা নিত্যং নমস্কৃত্য ত্রিপুণ্ড্রং ধারয়েৎ সুধীঃ। মহেশ্বরব্রতমিদং সর্ব্ববেদেষু কীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৮ ॥ মুক্তিকামৈর্নরৈঃ সেব্যং পুনস্তেষাং ন সম্ভবঃ। ত্রিপুণ্ড্রং কুরুতে যস্তু ভস্মনা বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৯ ॥ ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বনস্থো যতিরেব বা। মহাপাতকসঙ্ঘাতৈর্ম্মুচ্যতে চোপপাতকৈঃ ॥ ৫০ ॥ তথান্যৈঃ ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রস্ত্রীগোহত্যাদিপাতকৈঃ বীরহত্যাশ্বহত্যাভ্যাং মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥ অমন্ত্রেণাপি যঃ কুর্য্যাদজ্ঞাত্বা মহিমোন্নতিম্। ত্রিপুণ্ড্রং ভালপটলে মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৫২ ॥ পরদ্রব্যাপহরণং পরদারাভিমর্ষণম্। পরনিন্দা পরক্ষেত্রহরণং পরপীড়নম্ ॥ শস্যারামাদিহরণং গৃহদাহাদিকর্ম্ম চ। অসত্যবাদং পৈশুন্যং পারুষ্যং বেদবিক্রয়ঃ। কূটসাক্ষ্যং ব্রত-

---

ইচ্ছা করি। আপনি ত্রিপুণ্ড্রধারণের স্থান, দ্রব্য, শক্তি, দেবতা, প্রমাণ, কর্ত্তা, মন্ত্র ও ফল এই সমস্ত অশেষরূপে কীর্ত্তন করুন। শ্রীরুদ্র বলিলেন,—দগ্ধ গোময়সম্ভূত যে অগ্নি-সম্পাদ্য পদার্থ, তাহাই ভস্ম। উহাই ত্রিপুণ্ড্রের দ্রব্য। সদ্যোজাতাদি ব্রহ্মময় মন্ত্রপঞ্চক দ্বারা এবং "পরিগৃহ্যাগ্নি—" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ভস্ম অভিমন্ত্রিত করিবে। "মানস্তোক—" ইত্যাদি মন্ত্রে ত্র্যম্বককে ভস্ম নিবেদন অভিমন্ত্রিত করিয়া শিরোদেশ লেপন করিবে। "ত্রিয়ায়ুষা"—ইত্যাদি মন্ত্রে ললাটে, ভুজদ্বয়ে, ও স্কন্ধে মন্ত্রভাবিত সজল ভস্ম লেপন করিবে। হে। মুনিপুঙ্গব! এই সকল স্থানে তিনটী করিয়া রেখা করিতে হইবে। ভ্রূযুগলের মধ্যদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া উহার অন্ত পর্য্যন্ত স্থানে মধ্যমা, ও অনামিকার মধ্যস্থানে প্রতিলোমভাবে অঙ্গুষ্ঠ যোগ করিয়া ত্রিপুণ্ড্ররেখা করিবে; ইহাকেই ত্রিপুণ্ড্ররেখা কহে। ত্রিপুণ্ড্ররেখার প্রত্যেক রেখাটীতে নয়টী করিয়া দেবতা আছেন; যথা—অকার, গার্হপত্য, ঋক্‌বেদ, ভূলোক, রজোগুণ, আত্মা, ক্রিয়াশক্তি, প্রাতঃকাল ও মহাদেব, ইহাঁরা প্রথম রেখার দেবতা। উকার, দক্ষিণাগ্নি, নভঃ, সত্ত্ব, যজুঃ, মাধ্যন্দিন-সবন, ইচ্ছাশক্তি, অন্তরাত্মা ও মহেশ্বর, ইহাঁরা হইলেন,—দ্বিতীয় রেখার এবং মকার, আহবনীয়াগ্নি, পরমাত্মা, তমঃ, স্বর্গ, জ্ঞানশক্তি, সামবেদ, তৃতীয়সবন ও শিব, ইহাঁরা হইলেন,—তৃতীয় রেখার দেবতা। সুধী ব্যক্তিগণ ত্রিপুণ্ড্রধারণের সময় এই সকল দেবতাকে নিত্য নমস্কার করিবেন। ইহা মাহেশ্বরব্রতস্বরূপ, সকল বেদেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। মুক্তিকামী নর ইহার সেবা করিবেন। এরূপ করিলে পুনরায় আর উৎপত্তি হয় না। কি ব্রহ্মচারী,—কি গৃহস্থ—কি বনস্থ—কি যতি—যে কেহ বিধিপূর্ব্বক ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন, তিনি মহাপাতক, উপপাতক, অন্যান্য পাতক, ক্ষত্র, বিট্, শূদ্র, স্ত্রী ও গোহত্যাদি পাতক, বীরহত্যা ও অশ্বহত্যাদি-জনিত পাতক হইতে নিঃসংশয় মুক্তি লাভ করিবেন।২৯—৫১। ত্রিপুণ্ড্রধারণের ফল, মাহাত্ম্য ও মন্ত্র না জানিয়াও যদি ত্রিপুণ্ড্রধারণ করা যায়, তাহা হইলেও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। পরদ্রব্যাপহরণ, পরদারাভিগমন, পরনিন্দা, পরক্ষেত্রহরণ, পরপীড়া, শস্য ও আরামহরণ, গৃহদাহাদি কর্ম্ম, অসত্যবাদ, পৈশুন্য, পারুষ্য, বেদবিক্রয়, কূটসাক্ষ্য, ব্রতত্যাগ,

ত্যাগঃ কৈতবং নীচসেবনম্॥ ৫৪॥ গোভূহিরণ্য-মহিষীতিলকম্বলবাসসাম্। অন্নধান্যজলাদীনাং নীচেভ্যশ্চ পরিগ্রহঃ॥ ৫৫॥ দাসীবেশ্যাভুজঙ্গেষু বৃষলীষু নটীষু চ। রজস্বলাসু কন্যাসু বিধবাসু চ সঙ্গমঃ॥ ৫৬॥ মাংসচর্ম্মরসাদীনাং লবণস্য চ বিক্রয়ঃ। এবমাদীন্যসংখ্যানি পাপানি বিবিধানি চ॥ ৫৭॥ সদ্য এব বিনশ্যন্তি ত্রিপুণ্ড্রস্য চ ধারণাৎ। শিবদ্রব্যাপহরণং শিবনিন্দা চ কুত্রচিৎ॥ ৫৮॥ নিন্দা চ শিবভক্তানাং প্রায়শ্চিত্তৈর্ন শুধ্যতি। রুদ্রাক্ষা যস্য গাত্রেষু ললাটে চ ত্রিপুণ্ড্রকম্॥ ৫৯॥ স চাণ্ডালোঽপি সম্পূজ্যঃ সর্ব্ববর্ণোত্তমো ভবেৎ। যানি তীর্থানি লোকেঽস্মিন্ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতশ্চ যাঃ॥ ৬০॥ স্নাতো ভবতি সর্ব্বত্র ললাটে যস্ত্রিপুণ্ড্রধৃক্। সপ্তকোটি-মহামন্ত্রাঃ পঞ্চাক্ষরপুরঃসরাঃ॥ ৬১॥ তথান্যে কোটিশো মন্ত্রাঃ শৈবাঃ কৈবল্যহেতবঃ। তে সর্ব্বে তেন জপ্তাঃ স্যুর্যো বিভর্ত্তি ত্রিপুণ্ড্রকম্॥ ৬২॥ সহস্রং পূর্ব্বজাতানাং সহস্রঞ্চ জনিষ্যতাম্। স্ববংশজানাং মর্ত্ত্যানামুদ্ধরেদ্‌যস্ত্রিপুণ্ড্রধৃক্॥ ৬৩॥ ইহ ভুক্ত্বাখিলান্ ভোগান্ দীর্ঘায়ুর্ব্যাধিবর্জ্জিতঃ। জীবিতান্তে চ মরণং সুখেনৈব প্রপদ্যতে॥ ৬৪॥ অষ্টৈশ্বর্য্যগুণোপেতং প্রাপ্য দিব্যং বপুঃ শুভম্। দিব্যং বিমানমারুহ্য দিব্যস্ত্রীশতসেবিতঃ॥ ৬৫॥ বিদ্যাধরাণাং সিদ্ধানাং গন্ধর্ব্বাণাং মহৌজসাম্। ইন্দ্রাদিলোকপালানাং লোকেষু চ যথাক্রমম্॥ ৬৬॥ ভুক্ত্বা ভোগান্ সুবিপুলান্ প্রজেশানাং পুরেষু চ। ব্রহ্মণঃ পদমাসাদ্য তত্র কল্পশতং রমেৎ॥ ৬৭॥ বিষ্ণোর্লোকে চ রমতে যাবদ্‌ব্রহ্মশতত্রয়ম্॥ ৬৮॥ শিবলোকং ততঃ প্রাপ্য রমতে কালমক্ষয়ম্। শিবসাযুজ্যমাপ্নোতি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥ ৬৯॥ সর্ব্বোপনিষদাং সারং সমালোচ্য মুমুর্মুহুঃ। ইদমেব হি নির্ণীতং পরং শ্রেয়স্ত্রিপুণ্ড্রকম্॥ ৭০॥ এতৎ ত্রিপুণ্ড্রমাহাত্ম্যং সমাসাৎ কথিতং ময়া। রহস্যং সর্ব্বভূতানাং গোপনীয়মিদং ত্বয়া॥ ৭১॥ ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ রুদ্রস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। সনৎকুমারোঽপি মুনির্জ্জগাম ব্রহ্মণঃ পদম্॥ ৭২॥ তবাপি ভস্মসম্পর্কাৎ সঞ্জাতা বিমলা মতিঃ। ত্বমপি শ্রদ্ধয়া পুণ্যং ধারয়স্ব ত্রিপুণ্ড্রকম্॥ ৭৩॥ সূত উবাচ। ইত্যুক্ত্বা বামদেবস্তু শিবযোগী মহাতপাঃ। অভিমন্ত্র্য দদৌ

কৈতব, নীচসেবা, গো, ভূ, হিরণ্য, মহিষী, তিল, কম্বল, বস্ত্র, অন্ন, ধান্য ও নীচ হইতে জলাদির পরিগ্রহ, দাসী, বেশ্যা, ভুজঙ্গ, বৃষলী, নটী, রজস্বলা, কন্যা, ও বিধবার সহিত সঙ্গম, মাংস চর্ম্ম রসাদি ও লবণ বিক্রয়, এই সমস্ত দুষ্কর্ম্ম-জনিত পাপও ত্রিপুণ্ড্রধারণে সদ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে। শিবদ্রব্যাপহরণ, শিবনিন্দা ও শিবভক্ত-নিন্দা, এতজ্জনিত পাপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ক্ষয় পায় না। যাহার গাত্রে রুদ্রাক্ষ এবং ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক, সে ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও পূজনীয়; কেননা, সে ঐ কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বোত্তম হয়। এই লোকে যে সমস্ত তীর্থ ও গঙ্গাদি নদী আছে,—ত্রিপুণ্ড্র-ধারী ব্যক্তির ঐ সমস্ত তীর্থে স্নান করার ফল হয়। পঞ্চাক্ষর আদি করিয়া সপ্তকোটী শৈব মহামন্ত্র আছে। তাহা ছাড়া আরও কোটি কোটি কৈবল্যহেতু শৈব মন্ত্র আছে,—যে ব্যক্তি ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করে, তাহার ঐ সকল মন্ত্র জপ করার ফল লাভ হয়। ত্রিপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি নিজ কুলজাত সহস্র ব্যক্তিকে এবং ভাবী সহস্র ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া থাকে। অপিচ সে দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়া ব্যাধিবর্জ্জিত শরীরে ইহলোকে অখিল ভোগ উপভোগ করত জীবনান্তে সুখে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ত্রিপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ করে; দিব্য শুভ বপু লাভ করে; দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া দিব্য স্ত্রীশতপরিবৃত হইয়া বিদ্যাধর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, প্রজেশ ও ইন্দ্রাদি লোকপালদিগের লোকে যথাক্রমে বিবিধ ভোগ উপভোগ করত ব্রহ্মপদ লাভ করে,—করিয়া ঐ ব্রহ্মপদে কল্পশতকাল রমণ করে; অতঃপর বিষ্ণুলোকে যাবৎ ব্রহ্মশতত্রয় কাল এবং শিবলোকে অনন্তকাল ক্রীড়া করে। অনন্তর শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া পুনরায় আর জন্ম গ্রহণ করে না।৫২—৬৯। বার বার উপনিষৎসমূহের সার সমালোচনা করিয়া-করিয়া এই ত্রিপুণ্ড্রক-ধারণ-বিধিটী পরম সাররূপে নির্ণীত করা হইয়াছে। ত্রিপুণ্ড্রমাহাত্ম্য আমি অতি সংক্ষেপেই বলিলাম। ইহা সর্ব্বভূতের রহস্য। আপনি ইহা অতি গোপনে রাখিবেন। এই কথা বলিয়া ভগবান্ রুদ্র সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন। মুনি সনৎকুমারও ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলেন। তোমারও ভস্মসম্পর্কে বিমলা মতি হইয়াছে। তুমিও শ্রদ্ধা সহকারে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ কর। সূত বলিলেন,—মহাতপা শিবযোগী বামদেব এই কথা বলিয়া ভস্ম

ভস্ম ঘোরায় ব্রহ্মরক্ষসে। ৭৪। তেনাসো ভাল-পটলে চক্রে তির্য্যক্ ত্রিপুণ্ড্রকম্। ব্রহ্মরাক্ষসতাং সদ্যো জহৌ তস্যানুভাবতঃ। ৭৫। স বভৌ সূর্য্যসঙ্কাশস্তেজোমণ্ডলমণ্ডিতঃ। দিব্যাবয়বরূপশ্চ দিব্যমাল্যাম্বরোজ্জ্বলঃ। ৭৬। ভক্ত্যা প্রদক্ষিণীকৃত্য তং গুরুং শিবযোগিনম্। দিব্যং বিমানমারুহ্য পুণ্যলোকান্ জগাম সঃ। ৭৭। বামদেবো মহাযোগী দত্ত্বা তস্মৈ পরাং গতিম্। চচার লোকে গূঢ়াত্মা সাক্ষাদিব শিবঃ স্বয়ম্। ৭৮। য এতত্তস্মমাহাত্ম্যং ত্রিপুণ্ড্রং শৃণুয়ান্নরঃ। শ্রাবয়েদ্বা পঠেদ্বাপি স হি যাতি পরাং গতিম্। ৭৯। কথয়তি শিবকীর্ত্তিং সংসৃতে-র্মুক্তিহেতুং প্রণমতি শিবযোগিধ্যেয়মীশাঙ্ঘ্রিপদ্মম্। রচয়তি শিবভক্তোদ্ভাসি ভালে ত্রিপুণ্ড্রং ন পুনরিহ জনন্যা গর্ভবাসং ভজেৎ সঃ। ৮০।

ইতি শ্রীস্কান্দে ভস্মমাহাত্ম্যকথনং নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ। ১৬।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞৈর্গুরুভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ। নৃণাং কৃতোপদেশানাং সদ্যঃ সিদ্ধির্হি জায়তে। ১। অথান্ত্যজনসামান্যৈর্গুরুভির্নীতিকোবিদৈঃ। নৃণাং কৃতোপদেশানাং সিদ্ধির্ভবতি কীদৃশী। ২। সূত উবাচ। শ্রদ্ধৈব সর্ব্বধর্ম্মস্য চাতীব হিতকারিণী। শ্রদ্ধয়ৈব নৃণাং সিদ্ধির্জায়তে লোকয়োর্দ্বয়োঃ। ৩। শ্রদ্ধয়া ভজতঃ পুংসঃ শিলাপি ফলদায়িনী। মূর্খোঽপি পূজিতো ভক্ত্যা গুরুর্ভবতি সিদ্ধিদঃ। ৪। শ্রদ্ধয়া পঠিতো মন্ত্রস্ত্ববদ্ধোঽপি ফলপ্রদঃ। শ্রদ্ধয়া পূজিতো দেবো নীচস্যাপি ফলপ্রদঃ। ৫। অশ্রদ্ধয়া কৃতা পূজা দানং যজ্ঞস্তপো ব্রতম্। সর্ব্বং নিষ্ফলতাং যাতি পুষ্পং বন্ধ্যতরোরিব। ৬। সর্ব্বত্র সংশয়াবিষ্টঃ শ্রদ্ধাহীনোঽতিচঞ্চলঃ। পরমার্থাৎ পরিভ্রষ্টঃ সংসৃতের্ন হি মুচ্যতে। ৭। মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি

অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই ভয়ঙ্কর ব্রহ্মরাক্ষসকে প্রদান করিলেন। ঐ ভস্ম দ্বারা ব্রহ্মরাক্ষস ললাট-পট্টে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করেন। ত্রিপুণ্ড্রধারণের প্রভাবে সদ্যই তাহার ব্রহ্মরাক্ষসত্ব অপনীত হইল। তখন ঐ ব্রহ্মরাক্ষস সূর্য্যসঙ্কাশ তেজোমণ্ডলমণ্ডিত, দিব্যাবয়ব, দিব্যরূপ, দিব্য মাল্যাম্বরধর ও উজ্জ্বল হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক গুরু শিবযোগীকে প্রদক্ষিণ করত দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক পুণ্য লোক সকলে গমন করিল। মহাযোগী বামদেবও তখন ব্রহ্ম-রাক্ষসকে পরা গতি প্রদান করিয়া গূঢ়ভাবে সাক্ষাৎ শিবের ন্যায় এই জগতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যে নর এই ত্রিপুণ্ড্রমাহাত্ম্য শ্রবণ করে, শুনায়, বা পাঠ করে, সে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সংসারমুক্তিহেতু শিবকীর্ত্তি কীর্ত্তন করে, শিবযোগিধ্যেয় ঈশানপাদপদ্মে প্রণাম করে, এবং শিবভক্তোদ্ভাসী ত্রিপুণ্ড্র ললাটে ধারণ করে,তাহাকে আর জননীজঠরে বাস করিতে হয় না। ৭০—৮০।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মবাদী গুরুগণকর্ত্তৃক উপদিষ্ট মানবগণের সিদ্ধি লাভ হয়, ইহা সত্য বটে; কিন্তু অন্ত্যজন সামান্য নীতিজ্ঞ (বিষয়ী) গুরুগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মানবগণের সিদ্ধি লাভ হয় কি প্রকারে? সূত বলিলেন, —শ্রদ্ধাই সকল ধর্ম্মের অতীব হিতকারিণী। শ্রদ্ধা-হেতুই নরগণের উভয়লৌকিকী সিদ্ধি জন্মে। মানব যদি শ্রদ্ধা সহকারে ভজনা করে, তাহা হইলে শিলাও তাহার প্রতি ফলদায়িনী হয়। গুরু মূর্খ হইলেও যদি ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করা হয়, তাহা হইলে তিনিই সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। মন্ত্র যদি শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করা হয়, তাহা হইলে ঐ মন্ত্রের অর্থ না জানিলেও উহা ফলপ্রদ হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করিলে দেবতা নীচ ব্যক্তিকেও ফল প্রদান করেন। পূজা, দান, যজ্ঞ, তপ, ব্রত, এ সকল যদি অশ্রদ্ধার সহিত করা হয়, তাহা হইলে এই সকল অনুষ্ঠান বন্ধ্য তরুর পুষ্পের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সকল কর্ম্মেই সংশয়াপন্ন শ্রদ্ধাহীন ও অতিচঞ্চল হয়, সেই ব্যক্তি পরমার্থ-পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। অপিচ তাহার কদাচ সংসারনিবৃত্তি হয় না। ১—৭। মন্ত্র, তীর্থ, দ্বিজ, দেবতা, দৈবজ্ঞ, ভেষজ, গুরু, এই

তাদৃশী ॥ ৮ ॥ অতো ভাবময়ং বিশ্বং পুণ্যং পাপং চ ভাবতঃ। তে উভে ভাবহীনস্য ন ভবেতাং কদাচন ॥৯॥ অত্রেদং পরমাশ্চর্য্যমাখ্যানমনুবর্ণ্যতে। অশ্রদ্ধা সর্ব্বমর্ত্ত্যানাং যেন সদ্যো নিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥ আসীৎ পাঞ্চালরাজস্য সিংহকেতুরিতি শ্রুতঃ। পুত্রঃ সর্ব্বগুণোপেতঃ ক্ষাত্রধর্ম্মরতঃ সদা ॥ ১১ ॥ স একদা কতিপয়ৈর্ভৃত্যৈর্যুক্তো মহাবলঃ। জগাম মৃগয়াহেতোর্ব্বহুসত্ত্বান্বিতং বনম্ ॥ ১২ ॥ তদ্‌ভৃত্যঃ শবরঃ কশ্চিদ্বিচরন্ মৃগয়াং বনে। দদর্শ জীর্ণং স্ফুটিতং পতিতং দেবতালয়ম্ ॥ ১৩ ॥ তত্রাপশ্যদ্ভিন্নপীঠং পতিতং স্থণ্ডিলোপরি। শিবলিঙ্গমৃজুং সূক্ষ্মং মূর্ত্তং ভাগ্যমিবাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥ স সমাদায় বেগেন পূর্ব্বকর্ম্মপ্রচোদিতঃ। তস্মৈ সন্দর্শয়ামাস রাজপুত্রায় ধীমতে ॥ ১৫ ॥ পশ্যেদং রুচিরং লিঙ্গং ময়া দৃষ্টমিহ প্রভো। তদেতৎ পূজয়িষ্যামি যথাবিভবমাদরাৎ ॥ ১৬ ॥ অস্য পূজাবিধিং ব্রূহি যথা দেবো মহেশ্বরঃ। অমন্ত্রজ্ঞৈশ্চ মন্ত্রজ্ঞৈঃ প্রীতো ভবতি পূজিতঃ ॥ ১৭ ॥ ইতি তেন নিষাদেন পৃষ্টঃ পার্থিবনন্দনঃ। প্রত্যুবাচ প্রহস্যেনং স্মরহাসবিচক্ষণঃ ॥ ১৮ ॥ সঙ্কল্পেন সদা কুর্য্যাদভিষেকং নবাম্ভসা। উপবেশ্যাসনে শুদ্ধে শুভৈর্গন্ধাক্ষতৈর্নবৈঃ। বস্ত্রৈঃ পত্রৈশ্চ কুসুমৈর্ধূপৈর্দীপৈশ্চ পূজয়েৎ। ১৯ ॥ চিতাভস্মোপহারং চ প্রথমং পরিকল্পয়েৎ। আত্মোপভোগ্যেনান্নেন নৈবেদ্যং কল্পয়েদ্‌বুধঃ। ২০ ॥ পুনশ্চ ধূপদীপাদীনুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ নৃত্যবাদিত্রগীতাদীন্ যথাবৎ পরিকল্পয়েৎ ॥২১॥ নমস্কৃত্বা তু বিধিবৎ প্রসাদং ধারয়েদ্‌বুধঃ। এষ সাধারণঃ প্রোক্তঃ শিবপূজাবিধিস্তব ॥২২॥ চিতাভস্মোপহারেণ সদ্যস্তুষ্যতি শঙ্করঃ ॥ ২৩ ॥ সূত উবাচ পরিহাসরসেনেত্থং শাসিতঃ স্বামিনামুনা। স চণ্ডকাখ্যঃ শবরো মূর্দ্ধ্না জগ্রাহ তদ্বচঃ ॥ ২৪ ॥ ততঃ স্বভবনং প্রাপ্য লিঙ্গমূর্ত্তিং মহেশ্বরম্। প্রত্যহং পূজয়ামাস চিতাভস্মোপহারকৃৎ ॥ ২৫ ॥ যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ং বস্তু গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিকম্। নিবেদ্য শম্ভবে নিত্যমুপাযুঙ্‌ক্তে ততঃ স্বয়ম্ ॥ ২৬ ॥ এবং মহেশ্বরং ভক্ত্যা সহ পত্ন্যাভ্যপূজয়ৎ। শবরঃ সুখমাসাদ্য নিনায় কতিচিৎ সমাঃ ॥ ২৭ ॥ একদা শিবপূজার্থে

সকলের যেটীতে যেরূপ ভাবনা করিবে, সেইটী সেইরূপই ফল প্রদান করিবে। এই বিশ্ব ভাবময়। পাপ ও পুণ্য এ দুটী ভাব হইতেই উৎপন্ন হয়; সুতরাং ভাবহীন ব্যক্তির পাপপুণ্য নাই। এ বিষয়ের এক পরমাশ্চর্য্য আখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি। যাহাতে সমস্ত মর্ত্ত্যগণের অশ্রদ্ধা সদ্য নিবর্ত্তিত হইবে। পাঞ্চালরাজের সিংহকেতু নামে এক পুত্র ছিলেন। ঐ পুত্রটী সর্ব্বগুণোপেত এবং সদা ক্ষাত্র ধর্ম্মে রত ছিলেন। ঐ মহাবল রাজপুত্র একদা কতিপয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ বহুসত্ত্বসমাকুল অরণ্যে গমন করিলেন। তাঁহার এক শবর ভৃত্য বনে মৃগ অন্বেষণ করিতে করিতে এক জীর্ণ স্ফুটিত দেবালয় দেখিতে পাইল। সে ঐ দেবালয়ে যেন নিজের ভাগ্যের ন্যায়ই এক ভগ্নপীঠ ঋজু সূক্ষ্ম মূর্ত্ত শিবলিঙ্গ স্থণ্ডিলোপরি পতিত অবলোকন করিল। শবর তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে ঐ শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া রাজপুত্রকে তাহা দেখাইল এবং বলিল,—হে প্রভো! মনোহর শিবলিঙ্গ দর্শন করুন। ইহা ঐ স্থানে দেখিতে পাইলাম। আমার যথাবিভব দান করিয়া সাদরে ইহাকে আমি পূজা করিব। আপনি ইহার তাদৃশ পূজাবিধি বলুন;—মন্ত্র জানিয়া কি মন্ত্র না জানিয়া—যেরূপে পূজা করিলে দেব মহেশ্বর প্রীত হন। নিষাদ রাজপুত্রকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে উপহাসবিচক্ষণ রাজপুত্র হাসিয়া বলিলেন,—সঙ্কল্প করিয়া—নবজলে অভিষেক করিয়া—শুদ্ধ আসনে উপবেশিত করিয়া শুভ নব গন্ধ, অক্ষত, বস্ত্র পত্র, কুসুম, ধূপ, দীপ, এই সকল দ্বারা পূজা করিতে হয়; প্রথমত চিতাভস্ম আহরণ করিতে হয়; আত্মোপভোগ্য অন্নদ্বারা নৈবেদ্য কল্পনা করিতে হয়; ধূপ, দীপাদি উপচার উদ্‌যোগ করিতে হয়; এবং নৃত্য, গীত, বাদিত্রাদির যথাবৎ অনুষ্ঠান করিতে হয়। পরে যথাবিধি নমস্কার করিয়া প্রসাদ ভক্ষণ করিতে হয়। এই আমি তোমাকে সাধারণ শিবপূজাবিধি বলিলাম। চিতাভস্ম উপহার দিলে শঙ্কর সদ্যই তুষ্টি লাভ করেন। ৮—২৩। সূত বলিলেন,—ঐ শবরের নাম চণ্ডক। চণ্ডক পরিহাসরসে স্বামিকর্ত্তৃক এইরূপ শাসিত হইয়া তাঁহার ঐ বাক্য শিরোধার্য্য করিল। সে স্বভবনে গমন করিয়া লিঙ্গমূর্ত্তি মহেশ্বরের প্রত্যহ পূজা করিতে লাগিল। চিতাভস্ম মহাদেবকে উপহার দিতে লাগিল। যাহা নিজের প্রিয় বস্তু এবং অপর গন্ধ পুষ্পাক্ষতাদি সকলই শম্ভুকে নিবেদন করিয়া স্বয়ং প্রসাদ ভক্ষণ করিতে লাগিল। সে পত্নীর সহিত এইরূপে শম্ভুর পূজা করিতে লাগিল। এইরূপে কতিপয়

প্রবৃত্তঃ শবরোত্তমঃ। ন দদর্শ চিতাভস্ম পাত্রে পুরিতমণ্বপি ॥ ২৮ ॥ অথাসৌ ত্বরিতো দূরমন্বিষ্যন্ পরিতো ভ্রমন্। ন লব্ধবাংশ্চিতাভস্ম শ্রান্তো গৃহমগাৎ পুনঃ ॥ ২৯ ॥ তত আহূয় পত্নীং স্বাং শবরো বাক্যমব্রবীৎ। ন লব্ধং মে চিতাভস্ম কিং করোমি বদ প্রিয়ে ॥ ৩০ ॥ শিবপূজান্তরায়ো মে জাতোঽদ্য বত পাপ্মনঃ। পূজাং বিনা ক্ষণমপি নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥ ৩১ ॥ উপায়ং নাত্র পশ্যামি পূজোপকরণে হতে। ন গুরোশ্চ বিহন্যেত শাসনং সকলার্থদম্ ॥ ৩২ ॥ ইতি ব্যাকুলিতং দৃষ্ট্বা ভর্ত্তারং শবরাঙ্গনা। প্রত্যভাষত মা ভৈস্ত্বমুপায়ং প্রবদামি তে ॥ ৩৩ ॥ ইদমেব গৃহং দগ্ধ্বা বহুকালোপবৃংহিতম্। অহমগ্নিং প্রবেক্ষ্যামি চিতাভস্ম ভবেত্ততঃ ॥ ৩৪ ॥ শবর উবাচ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং দেহঃ পরমসাধনম্। কথং ত্যজসি তং দেহং সুখার্হং নবযৌবনম্ ॥ ৩৫ অধুনা ত্বনপত্যা ত্বমভুক্তবিষয়াসবা। ভোগযোগ্যমিমং দেহং কথং দগ্ধুমিহেচ্ছসি ॥ ৩৬ ॥ শবর্য্যুবাচ। এতাবদেব সাফল্যং জীবিতস্য চ জন্মনঃ। পরার্থে যস্ত্যজেৎ প্রাণান্ শিবার্থে কিমুত স্বয়ম্ ॥ ৩৭ ॥ কিং নু তপ্তং তপো ঘোরং কিং বা দত্তং ময়া পুরা। কিং বার্চ্চনং কৃতং শম্ভোঃ পূর্ব্বজন্মশতান্তরে ॥ ৩৮ ॥ কিং বা পুণ্যং মম পিতুঃ কা বা মাতুঃ কৃতার্থতা। যচ্ছিবার্থে সমিদ্ধেঽগ্নৌ ত্যজাম্যেতৎ কলেবরম্ ॥ ৩৯ ॥ ইত্থং স্থিরাং মতিং দৃষ্ট্বা তস্যা ভক্তিঞ্চ শঙ্করে। তথেতি দৃঢ়সঙ্কল্পঃ শবরঃ প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৪০ ॥ সা ভর্ত্তারমনুপ্রাপ্য স্নাত্বা শুচিরলঙ্কৃতা। গৃহমাদীপ্য তং বহ্নিং ভক্ত্যা চক্রে প্রদক্ষিণম্ ॥ ৪১ ॥ নমস্কৃত্বাত্মগুরবে ধ্যাত্বা হৃদি সদাশিবম্। অগ্নিপ্রবেশাভিমুখী কৃতাঞ্জলিরিদং জগৌ ॥ ৪২ ॥ শবর্য্যুবাচ। পুষ্পাণি সন্তু তব দেব মমেন্দ্রিয়াণি ধূপোঽগুরুর্ব্বপুরিদং হৃদয়ং প্রদীপঃ। প্রাণা হবীংষি করণানি তবাক্ষতাশ্চ পূজাফলং ব্রজতু সাম্প্রতমেব জীবঃ ॥ ৪৩ ॥ বাঞ্ছামি নাহমপি

বৎসর শবর সুখে যাপন করিল। একদা শবর শিবপূজায় প্রবৃত্ত হইয়া পাত্রে রক্ষিত অণুপরিমিত চিতাভস্মও দেখিতে পাইল না। অনন্তর সে ত্বরা সহকারে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিন্তু কুত্রাপি চিতাভস্ম পাইল না; সুতরাং শ্রান্ত হইয়া গৃহে আগমন করিল। গৃহে আগমন করিয়া সে পত্নীকে বলিল,—চিতাভস্ম দেখিতে পাইলাম না; এখন কি করি, তাহা বল। অদ্য এই পাপাত্মার শিবপূজায় বিঘ্ন উপস্থিত হইল। শিবপূজা ব্যতিরেকে আমি ক্ষণকাল জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। পূজায় উপকরণ নষ্ট হইল, এবিষয়ে আমি কি উপায় অবলম্বন করি? আমি সকলার্থপ্রদ গুরুবাক্য কদাচ লঙ্ঘন করিতে পারিব না। তখন শবরাঙ্গনা ভর্ত্তাকে এইরূপ ব্যাকুলিত দেখিয়া বলিল,—প্রভো! তোমার ভয় নাই, আমি তোমাকে উপায় বলিয়া দিতেছি,—এই আমাদের বহুকালের সুরক্ষিত গৃহে আগুন লাগাইয়া দাও; আর আমি ঐ আগুনে পুড়িয়া মরি। তাহা হইলেই চিতা-ভস্ম হইবে। শবর বলিল,—দেখ প্রিয়ে! দেহ ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের সাধন। কেন তুমি দেহ ত্যাগ করিবে? তোমার এই সুখের সময়—নবযৌবন। এখনও তোমার সন্তানাদি হয় নাই; এখন তুমি বিষয়-আসব সম্যক্ উপভোগ কর নাই। তোমার এই ভোগযোগ্য দেহ, কি জন্য তুমি দাহ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? শবরী বলিল,—আমার জন্ম ও জীবনের সাফল্য এই যে, যে পরার্থে জীবন ত্যাগ করিত, সে শিবার্থে জীবন ত্যাগ করিতেছে। আমি এমন কি ঘোর তপস্যা করিয়াছিলাম?—এমন কি দান করিয়াছিলাম?—অথবা আমি কি পূর্ব্ব শত জন্মে শম্ভুর পূজা করিয়াছিলাম? আমার পিতাই বা কি এমন পুণ্য করিয়াছিলেন? এবং মাতাই বা কি এমন পুণ্য করিয়াছিলেন?—যাহার ফলে আমি সমিদ্ধ অগ্নিতে শিবের নিমিত্ত দেহত্যাগ করিব? শবর, প্রিয়ার এইরূপ স্থিরা বুদ্ধি ও শঙ্করে দৃঢ়া ভক্তি দেখিয়া 'তাহাই হউক' এই বলিয়া তাহার বাক্যে অনুমোদন করিল।২৪—৪০। শবর-পত্নী তখন জন্মের মত ভর্ত্তাকে আলিঙ্গন করত স্নানান্তে শুচি হইয়া অলঙ্কৃতা হইল। তাহার পর সে গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রজ্বলিত গৃহ প্রদক্ষিণ করিল। আপনার গুরুগণকে নমস্কার করিল এবং সদাশিবকে হৃদয়ে ধ্যান করত অগ্নি-অভিমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে সে বলিল,—হে দেব! আমার ইন্দ্রিয়গণ আপনার পূজার পুষ্প হউক, আমার শরীর আপনার অগুরু ও ধূপ হউক, আমার হৃদয় আপনার প্রদীপ হউক, প্রাণ ঘৃত হউক, ইন্দ্রিয়নিচয় অক্ষত হউক এবং আমার জীব আপনার পূজা-ফল

সর্ব্বধনাধিপত্যং ন স্বর্গভূমিমচলাং ন পদং বিধাতুঃ। ভূয়ো ভবামি যদি জন্মনি জন্মনি স্যাং ত্বৎপাদ-পঙ্কজলসন্মকরন্দভৃঙ্গী ॥ ৪৪ ॥ জন্মানি সন্তু মম দেব শতাধিকানি মায়া ন মে বিশতু চিত্তমবোধহেতুঃ। কিঞ্চিৎ ক্ষণার্দ্ধমপি তে চরণারবিন্দান্নাপৈতু মে হৃদয়মীশ নমো নমস্তে ॥ ৪৫ ॥ ইতি প্রসাদ্য দেবেশং শবরী দৃঢ়নিশ্চয়া। বিবেশ জ্বলিতং বহ্নিং ভস্মসাদভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৪৬ ॥ শবরোঽপি চ তদ্‌ভস্ম যত্নেন পরিগৃহ্য সঃ। চক্রে দগ্ধগৃহোপান্তে শিবপূজাং সমাহিতঃ ॥ ৪৬ ॥ অথ সস্মার পূজান্তে প্রসাদ-গ্রহণোচিতাম্। দয়িতাং নিত্যমায়ান্তীং প্রাঞ্জলিং বিনয়ান্বিতাম্ ॥ ৪৮ ॥ স্মৃতমাত্রাং তদাপশ্যদাগতাং পৃষ্ঠতঃ স্থিতাম্। পূর্ব্বেণাবয়বেনৈব ভক্তিনম্রাং শুচিস্মিতাম্ ॥ ৪৯ ॥ তাং বীক্ষ্য শবরঃ পত্নীং পূর্ব্ববৎ প্রাঞ্জলিং স্থিতাম্। ভস্মাবশেষিতগৃহং যথাপূর্ব্বমবস্থিতম্ ॥ ৫০ ॥ অগ্নির্দ্দহতি তেজোভিঃ সূর্য্যো দহতি রশ্মিভিঃ। রাজা দহতি দণ্ডেন ব্রাহ্মণো মনসা দহেৎ ॥ ৫১ ॥ কিমহং স্বপ্ন আহোস্বিৎ কিং বা মায়া ভ্রমাত্মিকা। ইতি বিস্ময়সম্ভ্রান্তস্তাং ভূয়ঃ পর্য্যপৃচ্ছত ॥ ৫২ ॥ অপি ত্বঞ্চ কথং প্রাপ্তা ভস্মভূতাসি পাবকে। দগ্ধঞ্চ ভবনং ভূয়ঃ কথং পূর্ব্ববদাস্থিতম্ ॥ ৫৩ ॥ শবর্য্যুবাচ। যদা গৃহং সমুদ্দীপ্য প্রবিষ্টাহং হুতাশনে। তদাত্মানং ন জানামি ন পশ্যামি হুতাশনম্ ॥ ৫৪ ॥ ন তাপলেশোঽপ্যাসীন্মে প্রবিষ্টায়া ইবোদকম্। সুষুপ্তেব ক্ষণার্দ্ধেন প্রবুদ্ধাস্মি পুনঃ ক্ষণাৎ ॥ ৫৫ ॥ তাবত্তবনমদ্রাক্ষমদগ্ধমিব সুস্থিতম্। অধুনা দেবপূজান্তে প্রসাদং লব্ধুমাগতা ॥ ৫৬ ॥ এবং পরস্পরং প্রেম্ণা দম্পত্যোর্ভাবমাণয়োঃ। প্রাদুরাসীত্তয়োরগ্রে বিমানং দিব্যমদ্ভুতম্ ॥ ৫৭ ॥ তস্মিন্ বিমানে শতচন্দ্রভাস্বরে চত্বার ঈশানুচরাঃ পুরঃসরাঃ। হস্তে গৃহীত্বাথ নিষাদদম্পতী আরোপয়ামাসুরমুক্তবিগ্রহৌ ॥ ৫৮ ॥ তয়োর্নিষাদদম্পত্যোস্তৎক্ষণাদেব তদ্বপুঃ। শিবদূতকরস্পর্শাত্তৎসারূপ্যম-

লাভ করুক। হে দেব! আমি ধনাধিপত্য প্রার্থনা করি না, স্বর্গ-ভূমি কামনা করি না, বিধাতার পদ প্রার্থনা করি না, প্রার্থনা করি এই যে, আমাকে যদি জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন আমি আপনার পাদারবিন্দের মকরন্দ-ভৃঙ্গী হই। হে দেব! আমার যদি শতাধিক জন্ম হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যেন অবিদ্যা-হেতু মায়া আমাতে প্রবেশ না করে। হে ঈশ! যেন ক্ষণকালের জন্যও আমার মন আপনার চরণারবিন্দ হইতে অপসৃত না হয়, আপনাকে নমস্কার। শবরী এইরূপে দেবদেবকে প্রসাদিত করিয়া জ্বলিত বহ্নিতে প্রবেশ করত ভস্মসাৎ হইয়া গেল। এদিকে শবর তখন যত্ন সহকারে ঐ ভস্ম গ্রহণ করিয়া ঐ দগ্ধ গৃহেরই একপাশে উপবেশন করিয়া সমাহিতভাবে শিবপূজা করিতে লাগিল। পূজান্তে প্রসাদ গ্রহণের সময় শবরের প্রিয়াকে মনে পড়িল। তাহার প্রিয়া পূজার শেষে প্রতিদিন সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রসাদ লইতে যাইত। প্রিয়াকে স্মরণ করিবামাত্র সে তাহার পশ্চাৎদিকে চাহিয়া দেখিল,—তাহার ভক্তিনম্রা, শুচিস্মিতা প্রিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মানা রহিয়াছে এবং ভস্মাবশেষিত গৃহও পূর্ব্ববৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। অগ্নি তেজ দ্বারা, সূর্য্য রশ্মি দ্বারা, রাজা দণ্ড দ্বারা এবং ব্রাহ্মণ মন দ্বারা দগ্ধ করেন। এ কি স্বপ্ন! না ভ্রমাত্মিকা মায়া! এইরূপ বিস্ময়াপন্ন ও সম্ভ্রান্ত হইয়া শবর তাহার পশ্চাৎস্থিতা স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি পাবকে ভস্মীভূত হইয়াছিলে, কিরূপে এখানে আগমন করিলে? এই গৃহ দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিরূপে আবার পূর্ব্ববৎ হইল? শবরী বলিল,—আমি যখন গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করি, তখন আমি আত্মহারা হইয়াছিলাম; আমি অগ্নিও দেখিতে পাই নাই; আমার শরীরে জলে অবগাহন করার মত একটু মাত্রও তাপ লাগে নাই; আমি যেন ক্ষণকালের জন্য নিদ্রিত ছিলাম; আবার ক্ষণকাল পরে জাগরিত হইলাম। আমি যেমন জাগরিত হইলাম, অমনি দেখিলাম যেমনকার গৃহ, তেমনি রহিয়াছে এখন আমি যেমন প্রতিদিন প্রসাদ লইতে আসি সেইরূপ প্রসাদ লইতে আসিলাম।৪১—৫৬। তাহার পতি-পত্নীতে প্রেমভরে এইরূপ পরস্পর আলাপ করিতেছে, এমন সময় তাহাদের অগ্রে দিব্য অত্যাশ্চর্য্য এক বিমান প্রাদুর্ভূত হইল। শত চন্দ্রভাস্বর ঐ দিব্য বিমান হইতে চারিজন ঈশানুচর অবতরণ করিয়া ঐ নিষাদ-দম্পতির হস্ত ধারণ করিয়া জীবিতাবস্থাতেই তাহাদিগকে বিমানে আরোহণ করাইল। তখন শিবদূত

বাপ হ ॥ ৫৯ ॥ তস্মাচ্ছ্রদ্ধৈব সর্ব্বেষু বিধেয়া পুণ্য-কর্ম্মসু । নীচোঽপি শবরঃ প্রাপ শ্রদ্ধয়া যোগিনাং গতিম্ ॥ ৬০ ॥ কিং জন্মনা সকলবর্ণজনোত্তমেন কিং বিদ্যয়া সকলশাস্ত্রবিচারবত্যা । যস্যাস্তি চেতসি সদা পরমেশভক্তিঃ কোঽন্যস্ততস্ত্রিভুবনে পুরুষোঽস্তি ধন্যঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ভস্মমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ । অথাহং সম্প্রবক্ষ্যামি সর্ব্ব-ধর্ম্মোত্তমোত্তমম্ । উমামহেশ্বরং নাম ব্রতং সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিদম্ ॥ ১ ॥ আনর্ত্তসম্ভবঃ কশ্চিন্নাম্না বেদরথো দ্বিজঃ । কলত্রপুত্রসম্পন্নো বিদ্বানুত্তমবংশজঃ ॥ ২ ॥ তস্যৈবংবর্ত্তমানস্য ব্রাহ্মণস্য গৃহাশ্রমে । বভূব শারদা নাম কন্যা কমললোচনা ॥ ৩ ॥ তাং রূপ-লক্ষণোপেতাং বালাং দ্বাদশহায়নাম্ । যযাচে পদ্ম-নাভাখ্যো মৃতদারশ্চ স দ্বিজঃ ॥ ৪ ॥ মহাধনস্য শান্তস্য সদা রাজসখস্য চ । যাচ্ঞাভঙ্গভয়াত্তস্য তাং কন্যাং প্রদদৌ পিতা ॥ ৫ ॥ মধ্যাহ্নিনে কৃতো-দ্বাহঃ স বিপ্রঃ শ্বশুরালয়ে । সন্ধ্যামুপাসিতুং সায়ং সরস্তটমুপাযযৌ ॥ ৬ ॥ উপাস্য সন্ধ্যাং বিধিবৎ প্রত্যাগচ্ছংস্তমোবৃতে । মার্গে দষ্টো ভুজঙ্গেন মমার নিজকর্ম্মণা ॥ ৭ ॥ তস্মিন্ মৃতে কৃতোদ্বাহে সহসা তস্য বান্ধবাঃ । চুক্রুশুঃ শোকসন্তপ্তৌ শ্বশুরাবস্য কন্যকা ॥৮॥ নির্হৃত্য তং বন্ধুজনা জগ্মুঃ স্বং স্বং নিবে-শনম্ । শারদা প্রাপ্তবৈধব্যা পিতুরেবালয়ে স্থিতা ॥ ৯ ॥ ভৃতাচ্ছাদনভোজ্যেন ভর্ত্রা বিরহিতা সতী । নিনায় কতিচিন্মাসান্ সা বালা পিতৃমন্দিরে ॥ ১০ ॥ একদা নৈধ্রুবো নাম কশ্চিদ্‌বৃদ্ধতরো মুনিঃ । অন্ধঃ শিষ্যকরগ্রাহী তন্মন্দিরমুপাযযৌ ॥ ১১ ॥ তস্মিন্ বৃদ্ধে গৃহং প্রাপ্তে কাপি যাতেষু বন্ধুষু । সাক্ষা-দিবাত্মনো দৈবং সা বালা সমুপাগমৎ ॥ ১২ ॥ স্বাগতং তে মহাভাগ পীঠেঽস্মিন্নুপবিশ্যতাম্ । নমস্তে মুনিনাথায় প্রিয়ং তে করবাণি কিম্ ॥ ১৩ ॥ ইত্যুক্তা

করস্পর্শে নিষাদ-দম্পতি তাহাদের সারূপ্য লাভ করিল। অতএব সর্ব্ব পুণ্য কর্ম্মেই শ্রদ্ধা বিধেয়। দেখ,—নীচ শবর জাতিও শ্রদ্ধায় যোগিগণের গতি লাভ করিল। সকল বর্ণোত্তম হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া—আর সর্ব্বশাস্ত্র বিচারবতী বিদ্যা লাভ করিয়াই বা প্রয়োজন কি?—যাহার চিত্তে সর্ব্বদা পরমেশ-ভক্তি বিরাজ করে, তাহা হইতে অন্য কে আর ধন্য পুরুষ জগতে আছে? ৫৭—৬৬।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অনন্তর আমি সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদ সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তম উমা-মহেশ্বরনামক ব্রত বলিতেছি।—আনর্ত্ত দেশে দেবরথনামক এক দ্বিজ বাস করিতেন। তিনি পুত্র-কলত্রসম্পন্ন, বিদ্বান্ ও উত্তম বংশজাত ছিলেন। সংসারধর্ম্ম পালন করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার এক কন্যা জন্মে। কন্যাটীর নাম শারদা। কন্যাটীর নেত্রদ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত ছিল। পদ্মনাভ-নামক এক মৃতদার দ্বিজ এইরূপ লক্ষণাক্রান্তা দ্বাদশ-বর্ষদেশীয়া বালিকাকে পত্নীত্বে প্রার্থনা করেন। কন্যার পিতা সেই মহাধন শান্ত রাজসখ দ্বিজের প্রার্থনা ভঙ্গ করা যুক্তিসঙ্গত নয় বিবেচনা করিয়া কন্যাটী তাঁহাকে দান করিলেন। কৃতোদ্বাহ ঐ বিপ্র শ্বশুরালয়ে থাকিয়া একদা সন্ধ্যা-উপাসনার নিমিত্ত সায়ংকালে সরযূতীরে গমন করেন। তিনি যথাবিধি সন্ধ্যা উপাসনা সমাধা করিয়া প্রত্যাগমনকালীন অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে আসিতে আসিতে এক ভুজঙ্গদষ্ট হইয়া নিজ কর্ম্মদোষে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। নবপরিণীত ঐ দ্বিজ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার বান্ধবগণ, শ্বশুর শাশুড়ী ও নবোঢ়া কন্যা মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে বন্ধুগণ তাঁহার সৎকার করিয়া স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন। শারদা বৈধব্য-প্রাপ্ত হইয়া পিত্রালয়েই অবস্থান করিতে লাগিল। ভর্তৃবিযুক্তা শারদার পিতৃভবনেই কতিপয় মাস অতিবাহিত হইল।১—১০। একদা নৈধ্রুবনামক এক অন্ধ বৃদ্ধ মুনি শিষ্যের হস্ত ধারণ করিয়া তাহাদের গৃহে আগমন করিলেন। ঐ বৃদ্ধ যখন তাহাদের গৃহে আগমন করিলেন, তখন শারদার বান্ধবগণ কোথাও গমন করিয়াছিল। এই সময় শারদা সাক্ষাৎ আত্ম-দেবতার ন্যায় ঐ বৃদ্ধকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিল এবং স্বাগতপ্রশ্নে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—মহাভাগ! এই আসনে উপবেশন

ভক্তিমার্গ্গায় কৃত্বা পাদাবনেজনম্। বীজয়িত্বা পরিশ্রান্তং তং মুনিং পর্য্যতোষয়ৎ॥ ১৪॥ শ্রান্তং পীঠে সমাবেশ্য কৃত্বাভ্যঙ্গং স্বপাণিনা। কৃতস্নানঞ্চ বিধিবৎকৃতদেবার্চ্চনং মুনিম্॥ ১৫॥ সুখাসনোপবিষ্টং তং ধূপমাল্যানুলেপনৈঃ। অর্চ্চয়িত্বা বরান্নেন ভোজয়ামাস সাদরম্॥ ১৬॥ ভুক্ত্বা চ সম্যক্‌শনকৈ-স্তৃপ্তশ্চানন্দনির্ভরঃ। চকারান্ধমুনিস্তস্যৈ সুপ্রীতঃ পরমাশিষম্॥ ১৭॥ বিহৃত্য ভর্ত্রা সহসা চ তেন লব্ধা সুতং সর্ব্বগুণৈর্ব্বরিষ্ঠম্। কীর্ত্তিঞ্চ লোকে মহতীমবাপ্য প্রসাদযোগ্যা ভব দেবতানাম্॥ ১৮॥ ইত্যভিব্যাহৃতং তেন মুনিনা গদতস্ফুরা। নিশম্য বিস্মিতা বালা প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১৯॥ ব্রহ্মং-স্তদ্বচনং সত্যং কদাচিন্ন মৃষা ভবেৎ। তদেতন্মন্দভাগ্যায়াঃ কথমেতৎ ফলিষ্যতি॥ ২০॥ শিলাগ্রামিব সদ্‌বৃষ্টিঃ শুনক্যামিব সৎক্রিয়া। বিফলা মন্দভাগ্যায়ামাশীর্ব্রহ্মবিদামপি॥ ২১॥ সৈষাহং বিধবা ব্রহ্মন্ দুষ্কর্ম্মফলভাগিনী। ত্বদাশীর্ব্বচনস্যাস্য কথং যাস্যামি পাত্রতাম্॥ ২২॥ মুনিরুবাচ। ত্বামনালক্ষ্য যৎ প্রোক্তমন্ধেনাপি ময়াধুনা। তদেতৎ সাধয়িষ্যামি কুরু মচ্ছাসনং শুভে॥ ২৩॥ উমামহেশ্বরং নাম ব্রতং যদি চরিষ্যসি। তেন ব্রতানুভাবেন সদ্যঃ শ্রেয়োঽনুভোক্ষ্যসে॥ ২৪॥ শারদোবাচ। ত্বয়োপদিষ্টং যত্নেন চরিষ্যাম্যপি দুশ্চরম্। তদ্‌ব্রতং ব্রূহি মে ব্রহ্মন্ বিধানং বদ বিস্তরাৎ॥ ২৫॥ মুনিরুবাচ। চৈত্রে বা মার্গশীর্ষে বা শুক্লপক্ষে শুভে দিনে। ব্রতারম্ভং প্রকুর্ব্বীত যথাবদ্‌গুর্ব্বনুজ্ঞয়া॥ ২৬॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যামুভয়োরপি পর্ব্বণোঃ। সঙ্কল্পং বিধিবৎ কৃত্বা প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ॥ ২৭॥ সন্তর্প্য পিতৃদেবাদীন গত্বা স্বভবনং প্রতি। মণ্ডপং রচয়েদ্দিব্যং বিতানাদ্যৈরলঙ্কৃতম্॥ ২৮॥ ফলপল্লবপুষ্পাদ্যৈস্তোরণৈশ্চ সমন্বিতম্। পঞ্চবর্ণৈশ্চ তন্মধ্যে রজোভিঃ পদ্মমুদ্ধরেৎ॥ ২৯॥ চতুর্দ্দশদলৈর্ব্বাহ্যে দ্বাবিংশদ্ভিস্তদন্তরে। তদন্তরে ষোড়শভিরষ্টভিশ্চ তদন্তরে॥ ৩০॥ এবং পদ্মং সমুদ্ধৃত্য পঞ্চবর্ণৈর্ম্মনোরমম্। চতুরস্রং তত কুর্য্যাদন্তর্বর্ত্তুলমুত্তমম্॥ ৩১॥ ব্রীহিতণ্ডুলরাশিঞ্চ তন্মধ্যে চ

করুন। আপনাকে নমস্কার। আমি কি প্রিয় অনুষ্ঠান করিব? তাহা বলুন। এই কথা বলিয়া বালিকা অন্ধের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া ব্যজন করিতে লাগিল। এইরূপে পরিশ্রান্ত মুনিকে পরিতুষ্ট করিয়া পীঠোপরি উপবেশন করাইল এবং তাঁহাকে স্বহস্তে তৈল মাখাইয়া দিয়া স্নান করাইল। স্নানান্তে মুনি দেবার্চ্চনাদি কর্ম্ম সমাধা করিয়া সুখাসনে উপবিষ্ট হইলে বালিকা তখন ধূপ-মাল্যানুলেপন দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া উত্তম অন্ন দ্বারা সাদরে ভোজন করাইল। তিনি তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া আনন্দনির্ভরে বালিকাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, বালিকে! তুমি ভর্ত্তার সহিত বিহার করিয়া সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র লাভ কর এবং এই লোকে মহতী কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়া দেবতাগণের প্রসাদযোগ্যা হও। অন্ধমুনি এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিলে, তাহা শুনিয়া বালিকা বিস্ময় সহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল,—হে ব্রহ্মন্! আপনার বাক্য সত্য, কদাচ মিথ্যা হইতে পারে না; কিন্তু এই মন্দভাগ্যার তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? শিলাগ্রে সদ্‌বৃষ্টির ন্যায় এবং শুনকীতে সৎক্রিয়ার ন্যায় এই মন্দভাগ্যার ব্রহ্মচিৎ মুনির আশীর্ব্বাক্যও বিফল হইল। ব্রহ্মন্! আমি বিধবা দুষ্কর্ম্মফলভাগিনী। আপনার আশীর্ব্বাদবাক্যের আমি যোগ্য পাত্র নহি। মুনি বলিলেন,—হে শুভে! আমি অন্ধ; আ তোমাকে না দেখিতে পাইয়া যখন এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়াছি, তখন যে কোন প্রকারে হউক, আমি আমার কথা সত্য করিবই করিব। তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন কর। তুমি যদি উমামহেশ্বর ব্রত আচরণ কর, তাহা হইলে ঐ ব্রতপ্রভাবে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবেই হইবে। ১১—২৪। শারদা তখন বলিল,—আপনি যত্ন সহকারে উপদেশ দিন, আমি দুষ্কর হইলেও তাহা পালন করিব। ঐ ব্রত আমাকে বিস্তৃতরূপে বলুন। মুনি তখন বলিলেন,—চৈত্র বা মার্গশীর্ষ মাসে শুক্লপক্ষে শুভদিনে যথোক্ত গুরু আজ্ঞায় ব্রতারম্ভ করিবে। অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী এই উভয় পর্ব্বদিনে বিধিবৎ সঙ্কল্প করিয়া প্রাতঃস্নান করিবে এবং পিতৃদেবতাদিগকে তর্পিত করিয়া স্বভবনে গমন করিবে। দিব্য মণ্ডপ রচনা করিবে। ঐ মণ্ডপ বিতানাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে; ফল, পল্লব, ও পুষ্পাদি দ্বারা মণ্ডপ তোরণসমন্বিত করিবে; পঞ্চ বর্ণ দ্বারা ঐ মণ্ডপমধ্যে পদ্ম নির্ম্মাণ করিবে। ঐ পদ্মের বহিঃপ্রদেশে চতুর্দ্দশ, অভ্যন্তরে দ্বাবিংশ, তাহারও অভ্যন্তরে ষোড়শ, এবং তদন্তরে অষ্টদল নির্ম্মাণ করিবে। পঞ্চ বর্ণ দ্বারা এইরূপ পদ্ম নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে চতুরস্র অন্তর্ব্বর্ত্তুল

সকূর্চ্চকম্। কূর্চ্চোপরি সুসংস্থাপ্য কলশং বারিপূরিতম্ ॥ ৩২ ॥ কলশোপরি বিন্যস্য বস্ত্রং বর্ণসমন্বিতম্। তস্যোপরিষ্টাৎ সৌবর্ণ্যৌ প্রতিমে শিবয়োঃ শুভে। নিধায় পূজয়েদ্ভক্ত্যা যথাবিভববিস্তরম্ ॥ ৩৩ ॥ পঞ্চামৃতৈস্তু সংস্নাপ্য তথা শুদ্ধোদকেন চ। রুদ্রৈকাদশকং জপ্ত্বা পঞ্চাক্ষরশতাষ্টকম্ ॥ ৩৪ ॥ অভিমন্ত্র্য পুনঃ স্থাপ্য পীঠমধ্যে তথার্চ্চয়েৎ। স্বয়ং শুভ্রাসনাসীনো ধৌতশুক্লাম্বরঃ সুধীঃ ॥ ৩৫ ॥ পীঠমামন্ত্র্য মন্ত্রেণ প্রাণায়ামান্ সমাচরেৎ। সঙ্কল্পং প্রবদেত্তত্র শিবাগ্রে বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ৩৬ ॥ যানি পাপানি ঘোরাণি জন্মান্তরশতেষু মে। তেষাং সর্ব্ব বিনাশায় শিবপূজাং সমারভে ॥ ৩৭ ॥ সৌভাগ্যবিজয়ারোগ্যধর্ম্মৈশ্বর্য্যাভিবৃদ্ধয়ে। স্বর্গাপবর্গসিদ্ধ্যর্থং করিষ্যে শিবপূজনম্ ॥ ৩৮ ॥ ইতি সঙ্কল্পমুচ্চার্য্য যথাবৎ সুসমাহিতঃ। অঙ্গন্যাসং ততঃ কৃত্বা ধ্যায়েদীশং চ পার্ব্বতীম্ ॥ ৩৯ ॥ কুন্দেন্দুধবলাকারং নাগাভরণভূষিতম্। বরদাভয়হস্তং চ বিভ্রাণং পরশুং মৃগম্ ॥ ৪০ ॥ সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং জগদানন্দকারণম্। জাহ্নবীজলসম্পর্কাদ্দীর্ঘপিঙ্গজটাধরম্ ॥ ৪১ ॥ উরগেন্দ্রফণোদ্ভূতমহামুকুটমণ্ডিতম্। শীতাংশুখণ্ডবিলসৎকোটীরাঙ্গদভূষণম্ ॥ ৪২ ॥ উন্মীলন্তালনয়নং তথা সূর্য্যেন্দুলোচনম্। নীলকণ্ঠং চতুর্ব্বাহুং গজেন্দ্রাজিনবাসসম্। রত্নসিংহাসনারূঢ়ং নাগাভরণভূষিতম্ ॥ ৪৩ ॥ দেবীং চ দিব্যবসনাং বালসূর্য্যাযুতদ্যুতিম্ ॥ ৪৪ ॥ বালবেষাং চ তন্বঙ্গীং বালশীতাংশুশেখরাম্। পাশাঙ্কুশবরাভীতিং বিভ্রতীং চ চতুর্ভুজাম্ ॥ ৪৫ ॥ প্রসাদসুমুখীমম্বাং লীলারসবিহারিণীম্। লসৎকুরবকাশোকপুন্নাগনবচম্পকৈঃ ॥ ৪৬ ॥ কৃতাবতংসামুৎফুল্লমল্লিকোৎকলিতালকাম্। কাঞ্চীকলাপপর্য্যস্তজঘনাভোগশালিনীম্ ॥ ৪৭ ॥ উদারকিঙ্কিণীশ্রেণীনূপুরাঢ্যপদদ্বয়াম্। গণ্ডমণ্ডলসংসক্তরত্নকুণ্ডলশোভিতাম্ ॥ ৪৮ ॥ বিম্বাধরান্তরক্তাংশুলসদ্দশনকুড্মলাম্। মহার্হরত্নগ্রৈবেয়তারহারবিরাজিতাম্ ॥ ৪৯ ॥ নবমাণিক্যরুচিরকঙ্কণাঙ্গদমুদ্রিকাম্। রক্তাংশুকপরীধানাং রত্নমাল্যানুলেপনাম্ ॥ ৫০ ॥ উদ্যৎপীনকুচদ্বন্দ্বনিন্দিতাম্ভোজকুড্মলাম্। লীলালোলাসিতাপাঙ্গীং ভক্তানুগ্রহদায়িনীম্ ॥ ৫১ ॥ এবং ধ্যাত্বা তু হৃৎপদ্মে জগতঃ

করিবে; তন্মধ্যে সকূর্চ্চক ব্রীহিতণ্ডুলরাশি ন্যস্ত করিবে; কূর্চ্চোপরি জলপরিপূরিত কলশ স্থাপিত করিবে; কলশোপরি বর্ণসমন্বিত বস্ত্র বিন্যাস করিবে; তাহার উপরে শিব-শিবার সুবর্ণপ্রতিমা রক্ষা করিবে; অনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিভব তাঁহাদের পূজা করিবে; এবং পঞ্চামৃত ও শুদ্ধোদক দ্বারা স্নান করাইবে; তদনন্তর পঞ্চাক্ষর মন্ত্র শতাষ্টক সংখ্য এবং রুদ্রৈকাদশক জপ করিয়া অভিমন্ত্রণপূর্ব্বক পুনরায় প্রতিমা স্থাপন করত পীঠমধ্যে পূজা করিবে। শুভাসনাসীন ধৌতশুক্লাম্বর সুধী পীঠদেবতার আমন্ত্রণপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিবে। অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে শিবের অগ্রে এইরূপ সঙ্কল্পমন্ত্র পাঠ করিবে,—আমি শত জন্মান্তরে যে যে পাপ করিয়াছি তৎসমস্ত পাপবিনাশের নিমিত্ত, সৌভাগ্য, বিজয়, আরোগ্য, ধর্ম্ম, ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্ত ও স্বর্গাপবর্গসিদ্ধ্যর্থ, শিবপূজা আরম্ভ করিতেছি। এইরূপ সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিয়া যথাবৎ সমাহিতভাবে অঙ্গন্যাস করিয়া হরপার্ব্বতীর ধ্যান করিবে; তদ্‌যথা—হর কুন্দ ও ইন্দুর ন্যায় ধবলাকার, নাগভরণভূষিত, বরদাভয়হস্ত, হস্তে তাঁহার পরশু ও মৃগ, তিনি সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশ, জগদানন্দকারণ, জাহ্নবীজলসম্পর্ক হেতু তাহার দীর্ঘ দীর্ঘ জটাসমূহ পিঙ্গলবর্ণ, উরগেন্দ্রফণোদ্ভূত মণি দ্বারা তাঁহার মহামুকুট ভূষিত; শীতাংশুখণ্ড দ্বারা তাঁহার ভূষণসমূহ উদ্দীপিত; তিনি ললাটনয়ন উন্মীলন করিয়া আছেন, তিনি সূর্য্যেন্দুলোচন নীলকণ্ঠ, চতুর্ব্বাহু, গজেন্দ্রাজিনবাসা, রত্নসিংহাসনারূঢ়, ও নানাভরণভূষিত। ২৫—৪৩। দেবীও দিব্যবসনা অযুত বালসূর্য্যের ন্যায় কান্তিবিশিষ্টা, বালবেশা, তন্বঙ্গী বালশীতাংশুশেখরা পাশাঙ্কুশ ও বরাভয়ধারিণী, চতুর্ভুজা, প্রসাদ-সুমুখী, অম্বা, লীলারসবিহারিণী; তিনি বিকসিত কুরবক অশোক পুন্নাগ, ও নবচম্পক দ্বারা কৃতাবতংসা; তিনি উৎফুল্ল মল্লিকা দ্বারা উৎকলিতালকা, তাঁহার জঘনাভোগ কাঞ্চীকলাপাচিত, উদার কিঙ্কিণীশ্রেণী ও নূপুর দ্বারা তাঁহার চরণযুগল পরিশোভিত, রত্নকুণ্ডল দ্বারা তাঁহার গণ্ডমণ্ডল সুপ্রভ, তাঁহার দন্তপঙ্ক্তি বিম্বাধরের অংশুজালে উদ্ভাসিত, মহার্হরত্ননির্ম্মিত গ্রৈবেয়, তার ও হার দ্বারা তিনি অলঙ্কৃত; নব মাণিক্য-রুচির কঙ্কণাঙ্গদদ্বারা তিনি মণ্ডিত, তিনি রক্তবস্ত্রপরিধানা, রক্তমাল্যানুলেপনা; তাঁহার অভ্যুত্থিত কুচদ্বন্দ্ব অম্ভোজ-কোরককে নিন্দা করিতেছে; তিনি লীলা-চঞ্চল অসিত অপাঙ্গ-

পিতরৌ শিবৌ। জপ্ত্বা তদাত্মকং মন্ত্রং তদন্তে বহিরর্চ্চয়েৎ ॥ ৫২ ॥ আবাহ্য প্রতিমাযুগ্মে কল্পয়েদাসনাদিকম্। অর্ঘ্যং চ দদ্যাচ্ছিবয়োর্মন্ত্রেণানেন মন্ত্রবিৎ ॥ ৫৩ ॥ নমস্তে পার্ব্বতীনাথ ত্রৈলোক্যবরদর্ষভ। ত্র্যম্বকেশ মহাদেব গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তু তে ॥ ৫৪ ॥ নমস্তে দেবদেবেশি প্রপন্নভয়হারিণি। অম্বিকে বরদে দেবি গৃহাণার্ঘ্যং শিবপ্রিয়ে ॥ ৫৫ ॥ ইতি ত্রিবারমুচ্চার্য্য দদ্যাদর্ঘ্যং সমাহিতঃ। গন্ধপুষ্পাক্ষতান্ সম্যগ্ধূপদীপান্ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৫৬ ॥ নৈবেদ্যং পায়সান্নেন ঘৃতাক্তং পরিকল্পয়েৎ। জুহুয়ান্মূলমন্ত্রেণ হবিরেষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ৫৭ ॥ তত উদ্বাস্য নৈবেদ্যং ধূপনীরাজনাদিকম্। কৃত্বা নিবেদ্য তাম্বূলং নমস্কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ৫৮ ॥ অথাভ্যর্চ্চ্যোপচারেণ ভোজয়েদ্বিপ্রদম্পতী ॥ ৫৯ ॥ এবং সায়ন্তনীং পূজাং কৃত্বা বিপ্রানুমোদিতঃ। ভুঞ্জীত বাগ্যতো রাত্রৌ হবিষ্যং ক্ষীরভাবিতম্ ॥ ৬০ ॥ এবং সংবৎসরং কুর্য্যাদ্ব্রতং পক্ষদ্বয়ে বুধঃ। ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে ব্রতোদ্যাপনমাচরেৎ ॥ ৬১ ॥ শতরুদ্রাভিজপ্তেন স্নাপয়েৎ প্রতিমে জলৈঃ। আগমোক্তেন মন্ত্রেণ সম্পূজ্য গিরিজাশিবৌ ॥ ৬২ ॥ সবস্ত্রং সসুবর্ণঞ্চ কলশং প্রতিমান্বিতম্। দদ্যাচার্য্যায় মহতে সদাচাররতায় চ। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা যথাশক্ত্যাভিপূজ্য চ ॥ ৬৩ ॥ দদ্যাচ্চ দক্ষিণাং তেভ্যো গোহিরণ্যাম্বরাদিকম্। ভুঞ্জীত তদনুজ্ঞাতঃ সহেষ্টজনবন্ধুভিঃ ॥ ৬৪ ॥ এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা ব্রতং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। ত্রিঃসপ্তকুলমুদ্ধৃত্য ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্ ॥ ৬৫ ॥ ইন্দ্রাদিলোকপালানাং স্থানেষু রমতে ধ্রুবম্। ব্রহ্মলোকে চ রমতে বিষ্ণুলোকে চ শাশ্বতে ॥ ৬৬ ॥ শিবলোকমথ প্রাপ্য তত্র কল্পশতং পুনঃ। ভুক্ত্বা ভোগান্ সুবিপুলাঞ্ছিবমেব প্রপদ্যতে ॥ ৬৭ ॥ মহাব্রতমিদং প্রোক্তং ত্বমপি শ্রদ্ধয়া চর। অত্যন্তদুর্লভং বাপি লপ্স্যসে চ মনোরথম্ ॥ ৬৮ ॥ ইত্যাদিষ্টা মুনীন্দ্রেণ সা বালা মুদিতা ভৃশম্। প্রত্যগ্রহীৎ সুবিশ্রব্ধা তদ্বাক্যং সুমনোহরম্ ॥ ৬৯ ॥ অথ তস্যাঃ সমায়াতাঃ পিতৃমাতৃসহোদরাঃ। তং মুনিং সুখমাসীনং

বিশিষ্টা ও ভক্তানুগ্রহদায়িনী। জগতের মাতাপিতাকে হৃদয়ে এইরূপ ধ্যান করিয়া তদাত্মক মন্ত্র জপান্তে বাহ্যপূজা করিবে। প্রতিমাদ্বয়ের আবাহন করিয়া আসনাদি কল্পনা করিবে। মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি এই মন্ত্রে শিবকে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন; যথা—হে পার্ব্বতীনাথ, ত্রৈলোক্যবরদর্ষভ, ত্র্যম্বক, ঈশ, মহাদেব! তোমাকে নমস্কার; তুমি আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর। হে দেবদেবেশি, প্রপন্নভয়হারিণি, অম্বিকে, বরদে, দেবি, শিবপ্রিয়ে! তুমি আমার অর্ঘ্যগ্রহণ কর। এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া সমাহিতভাবে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। গন্ধ-পুষ্পাক্ষত ও ধূপ দীপ নৈবেদ্য এ সকল সম্যক্ কল্পনা করিবে। পায়স, অন্ন ও নৈবেদ্য এ সকল ঘৃতাক্ত করিয়া নিবেদন করিবে। মূলমন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিবে। অনন্তর নৈবেদ্যাদি অপসারিত করিয়া ধূপাদিদ্বারা নীরাজন করিবে। পরে তাম্বূল নিবেদন করিয়া দিয়া সমাহিতভাবে নমস্কার করিবে। অনন্তর উপচারাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বিপ্রদম্পতিকে ভোজন করাইবে। বিপ্রানুমোদিত হইয়া এইরূপে সায়ংকালে পূজা করিয়া রাত্রিকালে বাগ্যত হইয়া ক্ষীরযুক্ত হবিষ্য ভোজন করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি সংবৎসর ব্যাপিয়া পক্ষে পক্ষে এইরূপে ব্রত করিবে। পরে সম্বৎসর পূর্ণ হইলে ব্রত উদ্‌যাপন করিবে। শতরুদ্রিয় জপ করিয়া জলদ্বারা প্রতিমাদ্বয়কে স্নান করাইবে। আগমোক্ত মন্ত্রে হর-গৌরীর পূজা করিবে। প্রতিমান্বিত সসুবর্ণ-সহস্র কলস সদাচার-রত আচার্য্যকে দান করিয়া যথাশক্তি পূজা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণদিগকে গো, হিরণ্য ও বস্ত্রাদি দক্ষিণা দিবে। পরে ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ইষ্ট বন্ধুজনের সহিত ভোজন করিবে। ॥৪৪-৬৪॥ যে মানব এইরূপে এই ত্রৈলোক্য-পূজিত ব্রত করে, সে একবিংশতি কুল উদ্ধার করিয়া বিবিধ ঈপ্সিত উপভোগ করত ইন্দ্রাদি লোকপালের সমীপে ক্রীড়া করিয়া থাকে; আপচ সে ব্রহ্মলোক বিষ্ণুলোক ও শিবলোকে কল্পশতকাল রমণ করে। এইরূপে সে ভোগ সকল উপভোগ করিয়া শিবত্ব লাভ করে। এই মহাব্রত আমা কর্ত্তৃক কথিত হইল। তুমি ইহা ভক্তিপূর্ব্বক আচরণ কর। অত্যন্ত দুর্ল্লভ হইলেও তুমি ইহার প্রভাবে মনোরথ লাভ করিবে। মুনীন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ঐ বালা আনন্দিত হইল। সে সুবিশ্বস্তভাবে তাঁহার বাক্য গ্রহণ করিল। অনন্তর তাহার পিতা, মাতা ও সহোদরগণ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। ঐ মুনিকে তাঁহারা কৃতভোজন ও

দদৃশুঃ কৃতভোজনম্ ॥ ৭০ ॥ সহসাগত্য তে সর্ব্বে নমশ্চক্রুর্ম্মহাত্মনে। প্রসীদ নঃ প্রসীদেতি গৃণন্তঃ পর্য্যপূজয়ন্ ॥ ৭১ ॥ শ্রুত্বা চ তে তয়া সাধ্ব্যা পূজিতং পরমং মুনিম্। অনুগ্রহং ব্রতং তস্যৈ শ্রুত্বা হর্ষং পরং যযুঃ ॥ ৭২ ॥ তে কৃতাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে তমূচুর্ম্মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ৭৩ ॥ অদ্য ধন্যা বয়ং সর্ব্বে তবাগমনমাত্রতঃ। পাবিতং নঃ কুলং সর্ব্বং গৃহং চ সকলীকৃতম্ ॥ ৭৪ ॥ ইয়ং চ শারদা নাম কন্যা বৈধব্যমাগতা। কেনাপি কর্ম্মযোগেণ দুর্ব্বিলঙ্ঘ্যেন ভূয়সা ॥ ৭৫ ॥ সৈষাদ্য তব পাদাব্জং প্রপন্না শরণং সতী। ইমাং সমুদ্ধরাসহ্যাৎ সুঘোরাদ্দুঃখসাগরাৎ ॥ ৭৬ ॥ ত্বয়াপি তাবদত্রৈব স্থাতব্যং নো গৃহান্তিকে। অস্মদ্‌গৃহমঠেঽপ্যস্মিন্ স্নানপূজাজপোচিতে ॥ ৭৭ ॥ এষা বালাপি ভগবন্ কুর্ব্বন্তী ত্বৎপদার্চ্চনম্। ব্রতং ত্বৎসন্নিধাবেব চরিষ্যতি মহামুনে ॥ ৭৮ ॥ যাবৎ সমাপ্তিমায়াতি ব্রতমস্যাস্তদন্তিকে। উষিত্বা তাবদত্রৈব কৃতার্থান্ কুরু নো গুরো ॥ ৭৯ ॥ এবমভ্যর্থিতঃ সর্ব্বৈস্তস্যা ভ্রাতৃজনাদিভিঃ। তথেতি স মুনিশ্রেষ্ঠস্তত্রোবাস মঠে শুভে ॥ ৮০ ॥ সাপি তেনোপদিষ্টেন মার্গেণ গিরিজাশিবৌ। অর্চ্চয়ন্তী ব্রতং সম্যক্ চচার বিমলা সতী ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে উমামহেশ্বরব্রতাচরণং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং মহাব্রতং তস্যাশ্চরন্ত্যা গুরুসন্নিধৌ। সংবৎসরো ব্যতীয়ায় নিয়মাসক্তচেতসঃ ॥ ১ ॥ সংবৎসরান্তে সা বালা তত্রৈব পিতৃমন্দিরে। চকোরোদ্যাপনং সম্যগ্‌বিপ্রভোজনপূর্ব্বকম্ ॥ ২ ॥ দত্ত্বা চ দক্ষিণাং তেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো যথার্হতঃ। বিসৃজ্য তাননমস্কৃত্য পিতৃভ্যামভিনন্দিতা ॥ ৩ ॥ উপোষিতা স্বয়ং তস্মিন্ দিনে নিয়মমাশ্রিতা। জজাপ পরমং মন্ত্রমুপদিষ্টং মহাত্মনা ॥ ৪ ॥ অথ প্রদোষসময়ে প্রাপ্তে সম্পূজ্য শঙ্করম্। তস্মিন্ গৃহান্তিকমঠে গুরোস্তস্য চ সন্নিধৌ ॥ ৫ ॥ জপার্চ্চনরতা সাধ্বী ধ্যায়ন্তী পরমেশ্বরম্। তস্মিন্ জাগরণে

সুখাসীন দর্শন করিলেন। তাঁহারা আসিয়া অগ্রে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন, এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা তাঁহার পূজা করিলেন। শারদা মুনিকে পূজা করিয়াছেন এবং মুনি তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া ব্রত প্রদান করিয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিপুঙ্গবকে বলিলেন,—অদ্য আমরা আপনার আগমনমাত্রেই ধন্য হইলাম। আপনি আমাদের কুল ও গৃহ এ সকল পবিত্র ও সফল করিলেন। এই শারদানাম্নী কন্যা আমার কোন দুরতিক্রম্য কর্ম্মের ফলে বিধবা হইয়াছে। আমার এই সতী কন্যা অদ্য আপনার শরণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাকে আপনি সুঘোর দুঃখ-সাগর হইতে উদ্ধার করুন। আপনি আমাদের এই গৃহের নিকটে স্নান-পূজা-জপোচিত গৃহমঠে অবস্থান করুন। হে ভগবন্! এই বালিকা আপনার পাদার্চ্চন করিবে। হে মহামুনে! ব্রতোদ্যাপন কালপর্য্যন্ত এই বালা আপনারই নিকট ব্রতাচরণ করিবে। হে গুরো! আপনি আমাদের এইখানে থাকিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। মুনি তাঁহাদিগের দ্বারা এইরূপ অভ্যর্থিত হইয়া 'তথাস্তু' বাক্যে তাঁহাদেরই শুভ-মঠে বাস করিলেন। ঐ বালিকাও তখন মুনির নিকটে থাকিয়া তাঁহার উপদেশমত হর-গৌরীর অর্চ্চনা করিয়া সম্যক্ ব্রতাচরণ করিতে লাগিল। ৬৫—৮১।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—গুরু-সন্নিধানে ব্রতাচরণ করিতে করিতে ঐ বালিকার এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। বালিকা বৎসরান্তে পিতৃগৃহেই ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া সম্যক্‌রূপে ব্রতোদ্যাপন করিল। সে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দানে বিদায় দিয়া মাতাপিতাকে অভিনন্দিত করিল এবং স্বয়ং ঐ দিন উপবাসী থাকিয়া নিয়মাবলম্বনে মুনি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এক পরম মন্ত্র জপ করিতে লাগিল। বালিকা প্রদোষসময়ে শঙ্করের পূজা করিয়া গৃহসমীপস্থ মঠে গুরুসান্নিধানে জপার্চ্চনে রত হইল। রাত্রিকালে জাগরণ করিয়া পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতে লাগিল। ঐ

রাত্রাবুপবিষ্টা শিবান্তিকে ॥ ৬ ॥ তস্যাং রাত্রৌ তথা সার্দ্ধং স মুনির্জগদম্বিকাম্। জপধ্যানতপোভিশ্চ তোষয়ামাস পার্ব্বতীম্ ॥ ৭ ॥ তস্যাশ্চ ভক্ত্যা ব্রতভাবিতায়া মুনেস্তপোযোগসমাধিনা চ। তুষ্টা ভবানী জগদেকমাতা প্রাদুর্ব্বভূবাকৃতসান্দ্রমূর্ত্তিঃ ॥ ৮ ॥ প্রাদুর্ভূতা যদা গৌরী তয়োরগ্রে জগন্ময়ী। অন্ধোঽপি তৎক্ষণাদেব মুনিঃ প্রাপ দৃশোর্দ্বয়ম্ ॥ ৯ ॥ তাং বীক্ষ্য জগতাং ধাত্রীমাবির্ভূতাং পুরঃস্থিতাম্। নিপেততুস্তৎপদয়োঃ স মুনিঃ সা চ কন্যকা ॥ ১০ ॥ তৌ ভক্তিভাবোচ্ছুসিতামলাশয়াবানন্দবাষ্পোক্ষিতসর্ব্বগাত্রৌ। উত্থাপ্য দেবী কৃপয়া পরিপ্লুতা প্রেম্ণা বভাষে মৃদুবল্গুভাষিণী ॥ ১১ ॥ দেব্যুবাচ। প্রীতাস্মি তে মুনিশ্রেষ্ঠ বৎসে প্রীতাস্মি তেঽনঘে। কিং বা দদাম্যভিমতং দেবানামপি দুর্লভম্ ॥ ১২ ॥ মুনিরুবাচ। এষা তু শারদা নাম কন্যা তু গতভর্তৃকা। ময়া প্রতিশ্রুতং চাস্যৈ তুষ্টেন গতচক্ষুষা ॥ ১৩ ॥ সহ ভর্ত্রা চিরং কালং বিহৃত্য সুতমুত্তমম্। লভস্বেতি ময়া প্রোক্তং সত্যং কুরু নমোঽস্তু তে ॥ ১৪ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। এষা পূর্ব্বভবে বালা দ্রাবিড়স্য দ্বিজন্মনঃ। আসীদ্দ্বিতীয়া দয়িতা ভামিনী নাম বিশ্রুতা ॥ ১৫ ॥ সা ভর্ত্তৃপ্রেয়সী নিত্যং রূপমাধুর্য্যপেশলা। ভর্ত্তারং বশমানিন্যে রূপবশ্যাদিকৈস্তবৈঃ ॥ ১৬ ॥ অস্যাং চাসক্তহৃদয়ঃ স বিপ্রো মোহযন্ত্রিতঃ। কদাচিদপি নৈবাগাজ্জ্যেষ্ঠপত্নীং পতিব্রতাম্ ॥ ১৭ ॥ অনভ্যাগমনাদ্ভর্ত্তুঃ সা নারী পুত্রবর্জ্জিতা। সদা শোকেন সন্তপ্তা কালেন নিধনং গতা ॥ ১৮ ॥ অস্যা গৃহসমীপস্থো যঃ কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণো যুবা। ইমাং বীক্ষ্যাথ চার্ব্বঙ্গীং কামার্ত্তঃ করমগ্রহীৎ ॥ ১৯ ॥ অনয়া রোষতাম্রাক্ষ্যা স বিপ্রস্তু নিবারিতঃ। ইমাং স্মরন্ দিবানক্তং নিধনং প্রত্যপদ্যত ॥ ২০ ॥ এষা সম্মোহ্য ভর্ত্তারং জ্যেষ্ঠপত্ন্যাং পরাঙ্মুখম্। চকার তেন পাপেন ভবেঽস্মিন্ বিধবাভবৎ ॥ ২১ ॥ যাঃ কুর্ব্বন্তি স্ত্রিয়ো লোকে জায়াপত্যোশ্চ বিপ্রিয়ম্। তাসাং কৌমারবৈধব্যমেকবিংশতিজন্মসু ॥ ২২ ॥ যদেতয়া পূর্ব্বভবে মৎপূজা মহতী কৃতা। তেন পুণ্যেন তৎপাপং নষ্টং সর্ব্বং তদৈব হি ॥ ২৩ ॥ যো বিপ্রো বিরহার্ত্তঃ সন্ মৃতঃ কামবিমোহিতঃ। সোঽস্যাঃ পাণিগ্রহং কৃত্বা ভবেঽস্মিন্নিধনং গতঃ ॥ ২৪ ॥ প্রাগ্-

রাত্রিতে মুনি শারদার সহিত জপ, ধ্যান ও তপ করিয়া জগদম্বাকে প্রসন্ন করিলেন; ব্রতাচারিণী শারদার তপস্যায় ও মুনির তপো-যোগ-সমাধি দ্বারা জগন্মাতা ভবানী তুষ্ট হইয়া আবির্ভূতা হইলেন। জগন্ময়ী গৌরী মুনি ও শারদার অগ্রে যখন সাক্ষাদ্ভূতা হইলেন, তখন অন্ধ মুনি তৎক্ষণাৎ চক্ষুষ্মান্ হইলেন। জগদম্বাকে সাক্ষাদ্ভূতা দেখিয়া মুনি ও শারদা, উভয়েই তাঁহার শ্রীচরণমূলে পতিত হইলেন। তাহাদিগকে ভক্তিভাব গদ্‌গদ, অমলাশয় ও আনন্দবারি-পরিপ্লুত দর্শন করিয়া ভক্ত বৎসলা জগদম্বা করুণাবিষ্ট মৃদু-মধুর বাক্যে তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন।—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আর অয়ি বৎসে শারদে! আমি প্রীত হইয়াছি; কোন্ দেব-দুর্লভ অভিলষিত আমি তোমাদিগকে প্রদান করিব, তাহা বল? মুনি বলিলেন,—এই শারদানাম্নী কন্যা বিধবা। আমি তুষ্ট হইয়া অন্ধত্ব বশতঃ বিধবা জানিতে না পারিয়া ইহাকে বর দিয়াছিলাম যে, তুমি সুচিরকাল ভর্ত্তার সহিত বিহার করিয়া উত্তম পুত্র লাভ কর। হে দেবি! আপনি আমার এই বাক্য সত্য করুন; আপনাকে নমস্কার। দেবী বলিলেন,—এই বালিকা পূর্ব্বজন্মে জনৈক দ্রাবিড়দেশীয় দ্বিজের দ্বিতীয়া দয়িতা ছিল। ইহার নাম ছিল,—ভামিনী। এ ছল-চাতুরী ও রূপ-মাধুরীতে ভর্ত্তাকে বশে রাখিয়া তাহার অত্যন্ত প্রেয়সী হইয়াছিল। এই ভামিনীর ভর্ত্তা ইহার কুহকে মুগ্ধ হইয়া ইহারই প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছিল; কদাচিৎ তাহার পতিব্রতা জ্যেষ্ঠা পত্নীর নিকট গমন করিত না। স্বামিসঙ্গ-বিরহিতা হওয়ায় তাহার পুত্রাদি জন্মে নাই। সে সর্ব্বদা শোক-সন্তপ্তা থাকিয়া কালে নিধন প্রাপ্ত হয়। ১—১৮। ইহাদের গৃহসমীপস্থ এক ব্রাহ্মণ যুবা ভামিনীকে মনোহরাকৃতি দর্শন করিয়া কামার্ত্তহৃদয়ে তাহার কর গ্রহণ করে। তাহাতে ভামিনী রোষ-কষায়িত-লোচনে ঐ বিপ্রযুবাকে নিবারিত করে। অনন্তর ভামিনী লোকান্তরিত হইলে ব্রাহ্মণযুবাও দিবারাত্র তাহাকে স্মরণ করিয়া করিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়। এই শারদা নিজ স্বামীকে জ্যেষ্ঠ পত্নী হইতে পরাঙ্মুখ করিয়াছিল বলিয়া সেই পাপে বিধবা হইয়াছে। যে স্ত্রী জায়া-পতির অপ্রিয়াচরণ করে, সে একবিংশতি জন্ম কৌমার-বৈধব্য লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এই বালিকা আমার মহতী পূজা করিয়াছে বলিয়া সেই পুণ্যপ্রভাবে ইহার পূর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হইয়াছে। যে বিপ্রযুবা কামবিমোহিত ও বিরহার্ত্ত

জন্মপতিরেতস্যাঃ পাণ্ড্যরাষ্ট্রেষু সোঽধুনা। জাতো বিপ্রবরঃ শ্রীমান্ সদারঃ সপরিচ্ছদঃ॥ ২৫॥ তেন ভর্ত্রা প্রতিনিশং সৈষা প্রেমণাভিসঙ্গতা। স্বপ্নে রতিসুখং যাতু শ্রেষ্ঠং জাগরণাদপি॥ ২৬॥ ষষ্ট্যুত্তরত্রিশতযোজনদূরসংস্থো দেশাদিতো দ্বিজবরঃ স চ কর্ম্মগত্যা। এনাং বধূং প্রতিনিশং মনসোঽভিরামাং স্বপ্নেষু পশ্যতি চিরং রতিমাদধানঃ॥ ২৭॥ সৈষা বৈ স্বপ্নসঙ্গত্যা পত্যুঃ প্রতিনিশং সতী। কালেন লপ্স্যতে পুত্রং বেদবেদাঙ্গপারগম্॥ ২৮॥ এতস্যাঃ তনয়ং জাতমাত্মনশ্চিরসঙ্গমাৎ। সোঽপি বিপ্রোঽনিশং স্বপ্নে দ্রক্ষ্যতি প্রেমভাবিতম্॥ ২৯॥ অনয়ারাধিতা পূর্ব্বে ভবে সাহং মহামুনে। অস্যৈব বরদানায় প্রাদুর্ভূতাস্মি সাম্প্রতম্॥ ৩০॥ সূত উবাচ। অথোবাচ মহাদেবী তাং বালাং প্রতি সাদরম্। অয়ি বৎসে মহাভাগে শৃণু মে পরমং বচঃ॥ ৩১॥ যদা কদাপি ভর্ত্তারং ক্বাপি দেশে পুরাতনম্। দ্রক্ষ্যসি স্বপ্নদৃষ্টং প্রাক্ জ্ঞাস্যসে ত্বং বিচক্ষণা॥ ৩২॥ ত্বাং দ্রক্ষ্যতি স বিপ্রোঽপি স্তনয়াং স্বপ্নলক্ষণাম্। তদা পরস্পরালাপো যুবয়োঃ সম্ভবিষ্যতি॥ ৩৩॥ তদা স্বতনয়ং ভদ্রে তস্মৈ দেহি বহুশ্রুতম্। ফলমস্য ব্রতস্যাগ্র্যং তস্য হস্তে সমর্পয়॥ ৩৪॥ ততঃ প্রভৃতি তস্যৈব বশে তিষ্ঠ সুমধ্যমে। যুবয়োর্দ্দৈহিকঃ সঙ্গো মা ভূৎ স্বপ্নরতাদৃতে॥ ৩৫॥ কালাৎ পঞ্চত্বমাপন্নে তস্মিন্ ব্রাহ্মণসত্তমে। অগ্নিং প্রবিশ্য তেনৈব সহ যাস্যসি মৎপদম্॥ ৩৬॥ পুত্রস্তে ভবিতা সুভ্রু সর্ব্বলোকমনোরমঃ। সম্পদশ্চ ভবিষ্যন্তি প্রাপ্স্যতে পরমং পদম্॥ ৩৭॥ সূত উবাচ। ইত্যুক্ত্বা ত্রিজগন্মাতা দত্ত্বা তস্যৈ মনোরথম্। তয়োঃ সম্পশ্যতোরেব ক্ষণেনাদর্শনং গতা॥ ৩৮॥ সাপি বালা বরং লব্ধা পার্ব্বত্যাঃ করুণানিধেঃ। অবাপ পরমানন্দং পূজয়ামাস তং গুরুম্॥ ৩৯॥ তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং স মুনির্লব্ধলোচনঃ। তস্যাঃ পিত্রোশ্চ তৎসর্ব্বং রহস্যাচষ্ট ধর্ম্মবিৎ॥ ৪০॥ অথ সর্ব্বাননুপামন্ত্র্য শারদাঞ্চ যশস্বিনাম্। বিধায়ানুগ্রহং তেষাং যযৌ স্বৈরগতির্মুনিঃ॥ ৪১॥ এবং দিনেষু গচ্ছৎসু সা বালা চ প্রতিক্ষণম্। ভর্ত্তুঃ সমাগমং লেভে স্বপ্নে সুখবিবর্দ্ধনম্॥ ৪২॥ গৌর্য্যা বর-

---

হইয়া মরিয়াছিল, সেই এই জন্মে ইহার পাণিগ্রহণ করিয়া নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার যে পূর্ব্বজন্মের পতি ছিল, সে অধুনা পাণ্ড্যদেশে পূর্ব্বজন্মের জ্যেষ্ঠা পত্নীর সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এ প্রতিরাত্রি সেই ভর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রেমালিঙ্গিত হইয়া স্বপ্নে রতি-সুখ লাভ করিবে; ইহা জাগরণাবস্থার রতি-সুখ হইতেও অধিক সুখদায়ক হইবে। সেই দ্বিজবর কর্ম্মগতি অনুসারে এইস্থান হইতে তিনশত ষাট যোজন দূরে অবস্থান করিতেছে। সে এই মনোভিরামা বধূকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া রতি-সুখ অনুভব করে। এই সুন্দরী প্রতিরাত্র স্বামিসঙ্গম হইতেই কালে বেদ-বেদাঙ্গপারগ পুত্রলাভ করিবে। সেই বিপ্রও তাঁহার সঙ্গম বশত ইহাতে যে পুত্র জন্মিয়াছে, তাহা স্বপ্নে প্রতিরাত্র অবলোকন করিবে। হে মুনে! এই বালিকা পূর্ব্বে আমার আরাধনা করিয়াছিল, এজন্য আমি সম্প্রতি ইহাকে বর প্রদান করিবার নিমিত্ত এখানে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। সূত বলিলেন,—অনন্তর দেবী বালিকাকে বলিলেন, —অয়ি বৎসে! আমার বাক্য শ্রবণ কর,—তুমি যে কোন সময়ে, কোন স্থানে না-কোন স্থানে তোমার পূর্ব্বজন্মের স্বামীকে দেখিতে পাইবে, তুমি বিচক্ষণা; সুতরাং রূপানুসারে তুমি তাহাকে দেখিয়া বলিতে পারিবে। তোমার পূর্ব্বজন্মের ভর্ত্তাও তোমাকে স্বপ্নদর্শন অনুসারে দেখিয়া চিনিতে পারিবে। ঐ সময় তোমাদের পরস্পর আলাপ হইবে। তুমি ব্রত-ফলস্বরূপ তোমার পুত্রকে তোমার স্বামীর হস্তে অর্পণ করিবে। অয়ি সুমধ্যমে! তুমি ঐ সময় হইতে আর তাহার সঙ্গ-পরিত্যাগ করিও না। তোমাদের স্বপ্ন-সুরত ব্যতীত দৈহিক রতি হইবে না। কালে তোমার স্বামী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার সহিত চিতারোহণ করিয়া মদীয় লোকে গমন করিবে। তোমার পুত্র, সর্ব্বলোক-মনোরম হইবে। তাহার বহু সম্পদ হইবে এবং সে পরমপদ লাভ করিবে। ১৯—৩৭। সূত বলিলেন,—সেই ত্রিজগন্মাতা বালিকার মনোরথ পূরণ করিয়া মুনি ও বালিকার সমক্ষে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। বালিকাও তখন করুণাময়ীর নিকট বর লাভ করিয়া পরমানন্দে গুরুর পূজা করিল। ঐদিন রাত্রি প্রভাত হইলে মুনি চক্ষু লাভ করিয়া বালিকার মাতাপিতাকে সমুদয় রহস্য বিজ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর মুনি শারদা ও অপুরাপর সকলকে সম্বর্দ্ধিত এবং অনুগৃহীত করিয়া যথেচ্ছ গমন করিলেন। শারদা প্রতিদিন ক্ষণে ক্ষণে স্বপ্নে পতিসঙ্গম-সুখ লাভ করিতে লাগিল এবং ক্রমে

প্রদানেন শারদা বিশদব্রতা। দধার গর্ভং স্বপ্নেঽপি ভর্ত্তুঃ সঙ্গানুভাবতঃ॥ ৪৩॥ তাং শ্রুত্বা ভর্ত্তৃরহিতাং শারদাং গর্ভিণীং সতীম্। সর্ব্বে ধিগিতি প্রোচুস্তাং জারিণীতি জগুর্জ্জনাঃ ॥৪৪॥ সম্পরেতস্য তদ্ভর্ত্তুর্যে জাতিকুলবান্ধবাঃ। তাং বার্ত্তাং দুঃসহাং শ্রুত্বা যযুস্তৎপিতৃমন্দিরম্॥ ৪৫॥ অথ সর্ব্বে সমায়াতা গ্রামবৃদ্ধাশ্চ পণ্ডিতাঃ। সমাজং চক্রিরে তত্র কুলবৃদ্ধৈঃ সমন্বিতম্॥ ৪৬॥ অন্তর্ব্বত্নীং সমাহূয় শারদাং বিনতাননাম্। অতর্জ্জয়ন্ সুসংক্রুদ্ধাঃ কেচিদাসন্ পরাঙ্মুখাঃ॥ ৪৭॥ অয়ি জারিণি দুর্ব্বুদ্ধে কিমেতত্তে বিচেষ্টিতম্। অস্মৎকুলে সুদুষ্কীর্ত্তিং কৃতবত্যসি বালিশে॥ ৪৮॥ ইতি সন্তর্জ্জয়ন্তস্তে গ্রামবৃদ্ধা মনীষিণঃ। সর্ব্বে সম্মন্ত্রয়ামাসুঃ কিং কুর্ম্ম ইতিভাষিণঃ॥ ৪৯॥ তত্রোচুঃ কেচ বৃদ্ধাস্তাং বালাং প্রতি বিনির্দ্দয়াঃ। এষা পাপমতির্ব্বালা কুলদ্বয়বিনাশিনী॥ ৫০॥ কৃত্বাস্যাঃ কেশবপনং ছিত্বা কর্ণৌ চ নাসিকাম্। নির্ব্বাস্যতাং বহির্গ্রামাৎ পরিত্যজ্য স্বগোত্রতঃ॥ ৫১॥ ইতি সর্ব্বে সমালোচ্য তাং তথা কর্ত্তুমুদ্যতাঃ। অথান্তরিক্ষে সম্ভূতা শুশ্রুবে বাগগোচরা॥ ৫২॥ অনয়া ন কৃতং পাপং ন চৈব কুলদূষণম্। ব্রতভঙ্গো ন চৈতস্যাঃ সুচরিত্রেয়মঙ্গনা॥ ৫৩॥ ইতঃ পরমিমাং নারীং জারিণীতি বদন্তি যে। তেষাং দোষবিমূঢ়ানাং সদ্যো জিহ্বা বিদীর্য্যতে॥ ৫৪॥ ইত্যন্তরিক্ষে জনিতাং বাণীং শ্রুত্বাশরীরিণীম্। সর্ব্বে প্রজহৃষুস্তস্যা জননীজনকাদয়ঃ॥ ৫৫॥ ততঃ সসম্ভ্রমাঃ সর্ব্বে গ্রামবৃদ্ধাঃ সভাজনাঃ। মুহূর্ত্তং মৌনমালম্ব্য ভীতাস্তস্থুরধোমুখাঃ॥ ৫৬॥ তত্র কেচিদবিশ্বস্তা মিথ্যাবাণীত্যবাদিষুঃ। তেষাং জিহ্বা দ্বিধা ভিন্না ববমুস্তে কৃমীন্ ক্ষণাৎ॥ ৫৭॥ ততঃ সম্পূজয়ামাসুস্তাং বালাং জ্ঞাতিবান্ধবাঃ। বান্ধবাশ্চ স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাঃ শশংসুঃ সাধুসাধ্বিতি॥ ৫৮॥ মুমুচুঃ কেচিদানন্দবাষ্পবিন্দূন্ কুলোত্তমাঃ। কুলস্ত্রিয়ঃ প্রমুদিতাস্তামুদ্দিশ্য সমাশ্বসন্॥ ৫৯॥ অথ তত্রাপরে প্রোচুর্দ্দৈবো বদতি নানৃতম্। কথমেষাং দধৌ গর্ভং শীলায় চলিতা

ঐ সঙ্গমের ফলে গর্ভ ধারণ করিল। সতী বিধবা শারদার গর্ভ হইয়াছে শুনিয়া লোকে তাহাকে উপপতি-রতা বলিয়া ধিক্ ধিক্ করিতে লাগিল। শারদার বর্ত্তমান জন্মের মৃত স্বামীর বান্ধবগণ জনশ্রুতিতে ঐ দুঃসহ কথা শুনিয়া তাহার পিতৃগৃহে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর ক্রমে বৃদ্ধ পণ্ডিতগণ কুলবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত সমবেত হইয়া সভা করিলেন। সভ্যগণ শারদাকে আহ্বান করিলেন। শারদা আনতবদনে সভায় উপস্থিত হইল। কোন কোন সভ্য ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ অবজ্ঞা করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি-পাতও করিলেন না। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন,—রে জারিণি, দুর্ব্বুদ্ধে! এই কি তোর কর্ম্ম! বালিকে! তুই আমাদের কুলে কলঙ্ক আরোপ করিলি! গ্রামবৃদ্ধ মনীষিগণ এইরূপ তর্জ্জন করিয়া অনন্তর কি করা কর্ত্তব্য এই বলিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্যে কতিপয় বৃদ্ধ, বলিতে লাগিলেন,—এই পাপমতি বালা উভয় কুল বিনাশ করিয়াছে। অতএব ইহার কেশমুণ্ডন ও নাসিকাচ্ছেদনপূর্ব্বক ইহাকে কুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া গ্রাম-বহির্ভাগে নির্ব্বাসিত করা হউক।" এই বলিয়া তাহাকে নির্ব্বাসিত করিতে উদ্যত হইলে, তখন অন্তরিক্ষে এইরূপ এক অশরীরিণী বাণী শ্রুত হইল যে, এই বালিকা কোনরূপ পাপ বা কুলদোষ উৎপাদন করে নাই। ইহার ব্রতভঙ্গ হয় নাই। এই বালিকা সুচরিত্রা। ইহার পর এই বালিকাকে যে ব্যক্তি জারিণী বলিবে, সদ্যই সেই মূর্খের জিহ্বা পতিত হইবে। এইরূপ অশরীরিণী বাণী শ্রবণ করিয়া বালিকার জনক জননী ও অপরাপর সকলে হৃষ্ট হইলেন। গ্রামবৃদ্ধগণ অশরীরিণী বাণী শুনিয়া সকলে সসম্ভ্রমে মুহূর্ত্তকাল মৌনাবলম্বন করিয়া ভয়ে অধোমুখে অবস্থান করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাস না করিয়া বলিতে লাগিলেন,—এই দৈববাণী মিথ্যা। যাঁহারা বলিলেন,—তাঁহাদের জিহ্বা তৎক্ষণাৎ দ্বিখণ্ডিত হইল এবং তাঁহারা কৃমি বমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর জ্ঞাতি-বান্ধবগণ বালিকার পূজা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ স্ত্রী বান্ধবগণ বালিকাকে সাধু সাধু বলিয়া ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। কোন কোন কুলশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আনন্দবাষ্পবিন্দু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। স্ত্রীগণ বালিকার উদ্দেশে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন,—ঐ আকাশবাণী দেবতার বাণী বটে, ইহা মিথ্যা নহে। এ যদি নিশ্চয়ই সৎস্বভাব হইতে বিচলিত হয় নাই, তাহা হইলে গর্ভধারণ করিল কি

ধ্রুবম্॥ ৬০॥ ইতি সর্ব্বান্ সভ্যজনান্ সংশয়াবিষ্টচেতসঃ। বিলোক্য বৃদ্ধস্তত্রৈকো সর্ব্বজ্ঞো লোকতত্ত্ববিৎ॥ ৬১॥ মায়াময়মিদং বিশ্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ। কিং ভাব্যং কিমভাব্যং বা সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণাত্মকে॥ ৬২॥ অনিরূপ্যমভূতার্থং মায়য়া জায়তে স্ফুটম্। ঈশ্বরস্য বশে মায়া তস্য কো বেদ চেষ্টিতম্॥ ৬৩॥ যুগকেতোশ্চ রাজর্ষেঃ শুক্রং নিপতিতং জলে। সশুক্রং তজ্জলং পীত্বা বেশ্যা গর্ভং দধৌ কিল॥ ৬৪॥ মুনের্বিভাণ্ডকস্যাপি শুক্রং পীত্বা সহাম্ভসা। হরিণী গর্ভিণী ভূত্বা ঋষ্যশৃঙ্গমসূয়ত॥ ৬৫॥ সুরাষ্ট্রস্য তথা রাজ্ঞঃ করং স্পৃষ্ট্বা মৃগাঙ্গনা। তৎক্ষণাদ্গর্ভিণী ভূত্বা মুনিং প্রাসূত তাপসম্॥ ৬৬॥ তথা সত্যবতী নারী শফরীগর্ভসম্ভবা। তথৈব মহিষীগর্ভো জাতশ্চ মহিষাসুরঃ॥ ৬৭॥ তথা সন্তি পুরা নার্য্যঃ কারুণ্যাদ্গর্ভসম্ভবাঃ। তথাহি বসুদেবেন রোহিণ্যাস্তনয়োঽভবৎ॥ ৬৮॥ দেবতানাং মহর্ষীণাং শাপেন চ বরেণ চ। অযুক্তমপি যৎকর্ম্ম যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬৯॥ সাম্বস্য জঠরাজ্জাতং মুষলং মুনিশাপতঃ। যুবনাশ্বস্য গর্ভোঽভূন্মুনীনাং মন্ত্রগৌরবাৎ॥ ৭০॥ নূনমেষাপি কল্যাণী মহর্ষেঃ পাদসেবনাৎ। মহাব্রতানুভাবাচ্চ ধত্তে গর্ভমনিন্দিতা॥ ৭১॥ অস্মিন্নর্থে রহস্যেনাং সত্যং পৃচ্ছন্তু যোষিতঃ। ততো নিবৃত্তসন্দেহো ভবিষ্যতি মহাজনঃ॥ ৭২॥ ততস্তদ্বচনাদেব তামপৃচ্ছন্ স্ত্রিয়ো মিথঃ। তাভ্যঃ শশংস তৎসর্ব্বং সা স্ববৃত্তং মহাদ্ভুতম্॥ ৭৩॥ বিজ্ঞানন্তস্ততঃ সর্ব্বে মানয়িত্বা চ তাং সতীম্। মোদমানাঃ প্রশংসন্তঃ প্রযযুঃ স্বং স্বমালয়ম্॥ ৭৪॥ অথ কালে শুভে প্রাপ্তে শারদা বিমলাশয়া। অসূত তনয়ং বালা বালার্কসমতেজসম্॥ ৭৫॥ স কুমারো মহোদারলক্ষণঃ কমলেক্ষণঃ। অবাপ্য মহতীং বিদ্যাং বাল্য এব মহামতিঃ॥ ৭৬॥ অথোপনীতো গুরুণা কালে লোকমনোরমঃ। স শারদেয় এবেতি লোকে খ্যাতিমবাপ হ॥ ৭৭॥ ঋগ্বেদমষ্টমে বর্ষে নবমে যজুষাং গণম্। দশমে সামবেদঞ্চ লীলয়াধ্যগমৎ সুধীঃ॥ ৭৮॥ অথ ত্রিলোকমহিতে সম্প্রাপ্তে শিবপর্ব্বণি। গোকর্ণং প্রযযুঃ সর্ব্বে জনাঃ সর্ব্বনিবাসিনঃ॥ ৭৯॥ শারদাপি স্বপুত্রেণ গোকর্ণং প্রযযৌ সতী॥

রূপে? কতিপয় ব্যক্তিকে এইরূপ সংশয়পন্ন দেখিয়া এক লোকতত্ত্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞ বৃদ্ধ বলিলেন,—এই যে বিশ্ব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ইহা কেবল মায়াময়। এই ক্ষণাত্মক সংসারে কি ঘটিবে, কি না ঘটিবে, ইহা নিরূপণ করা যায় না। যাহা কদাপি নাই, তাহাও মায়ার দ্বারা স্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। মায়া ঈশ্বরের অধীন; সুতরাং ঈশ্বরের চেষ্টিত কে বুঝিতে পারে? দেখ, জলে রাজর্ষি যুগকেতুর শুক্র পতিত হয়; জলের সহিত সেই শুক্র পান করিয়া এক বেশ্যা গর্ভ ধারণ করে। এক হরিণী জলের সহিত বিভাণ্ডক মুনির শুক্র পান করিয়া গর্ভ ধারণপূর্ব্বক ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রসব করিয়াছিল। এক মৃগাঙ্গনা সুরাষ্ট্র রাজার করস্পর্শ মাত্র গর্ভধারণ করিয়া এক তাপস মুনিকে প্রসব করে। সত্যবতী শফরীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। মহিষাসুর মহিষীর উদরে জন্মে। পূর্ব্বে অনেকানেক নারী এইরূপ দেব-মুনি প্রভৃতির করুণায় গর্ভধারণ করিয়াছে। বসুদেব হইতে রোহিণীর তনয় জন্মে। দেবতা ও মহর্ষিগণের শাপ ও বরপ্রভাবে অযুক্ত কর্ম্মও যুক্ত হইতে পারে; ইহাতে কোন সংশয় নাই। দেখ, মুনির শাপে শাম্বের জঠরে মুষল জন্মিয়াছিল; মুনিমন্ত্রের গৌরবে যুবনাশ্বের গর্ভ হইয়াছিল। এইরূপ এই কন্যাও নিশ্চয়ই কোন মুনির পাদসেবা করিয়া এবং মহাব্রতানুভাব বশতঃ গর্ভধারণ করিয়াছে। একথা সত্য কি মিথ্যা তাহা নারীগণ ইহাকে জিজ্ঞাসা করুক। তাহা হইলেই লোকসকলের সন্দেহ নিরাস হইবে। অনন্তর বৃদ্ধের বচনানুসারে স্ত্রীলোকগণ বালিকাকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিল, সে তাহাদিগকে মহাদ্ভুত স্ববৃত্তান্ত সমস্ত বলিল; তাহার পর সমস্ত লোক তাহাকে সতী বলিয়া জানিতে পারিয়া আনন্দে তাহার প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব ভবনে গমন করিল।৬৮—৭৪। কালে বালা শারদা বালার্কসন্নিভ এক পুত্র প্রসব করিল। ঐ কুমার মহোদারলক্ষণাক্রান্ত ও কমলাক্ষ হইল। বাল্যকালেই সে মহতী বিদ্যা লাভ করিয়া অত্যন্ত জ্ঞানবান্ হইয়া উঠিল। উপযুক্ত কালে তাহার উপনয়নসংস্কার সম্পাদিত হইল। 'শারদেয়' বলিয়া সে লোকে প্রসিদ্ধ হইল। সে অষ্টমবর্ষে ঋগ্বেদ, নবমবর্ষে যজুঃ ও দশমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে অবলীলাক্রমে সামবেদ অধ্যয়ন করিল। এক সময় শিবচতুর্দ্দশীর পর্ব্ব উপস্থিত হইলে লোক সকল তদ্দর্শনমানসে গোকর্ণে গমন করিতে লাগিল। সতী শারদাও স্বীয় পুত্রের সহিত গোকর্ণে

। তস্যাপশ্যৎ সমায়াতং সদা স্বপ্নেষু লক্ষিতম্। পূর্ব্বজন্মনি ভর্ত্তারং দ্বিজবন্ধুজনাবৃতম্ ॥ ৮১ ॥ তং দৃষ্ট্বা প্রেমনির্ভিন্না পুলকাঞ্চিতবিগ্রহা। নিরুদ্ধবাষ্পপ্রসরা তস্থৌ ন্তম্ভস্তলোচনা ॥ ৮২ ॥ স চ বিপ্রোঽপি তাং দৃষ্ট্বা রূপলক্ষণলক্ষিতাম্। স্বপ্নে সদা ভুজ্যমানামাত্মনো রতিদায়িনীম্ ॥ ৮৩ ॥ তং কুমারমপি স্বপ্নে দৃষ্ট্বা চাত্মশরীরজম্। বিলোক্য বিস্ময়াবিষ্টস্তদন্তিকমুপাযযৌ ॥ ৮৪ ॥ ভদ্রে ত্বাং প্রষ্টুমিচ্ছামি যৎকিঞ্চিন্মনসি স্থিতম্। ইতি প্রথমমাভাষ্য রহঃ স্থানং নিনায় তাম্ ॥ ৮৫ ॥ কা ত্বং কথয় বামোরু কস্য ভার্য্যাসি সুব্রতে। কো দেশঃ কস্য বা পুত্রী কিন্নামেত্যব্রবীচ্চ তাম্ ॥ ৮৬ ॥ ইতি তেন সমাপৃষ্টা সা নারী বাষ্পলোচনা। ব্যাজহারাত্মনো বৃত্তং বাল্যে বৈধব্যকারণম্ ॥ ৮৭ ॥ ৮৭ ॥ পুনঃ পপ্রচ্ছ তাং বালাং পুত্রঃ কস্যায়মুত্তমঃ। কথং ধৃতো বা জঠরে বালোঽয়ং চন্দ্রসন্নিভঃ ॥ ৮৮ ॥ শারদোবাচ। এষ মে তনয়ঃ স্বামিন্ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ। শারদেয় ইতি প্রোক্তো মম নাম্নৈব কল্পিতঃ ॥ ৮৯ ॥ ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা বিহস্য ব্রাহ্মণোত্তমঃ। প্রোবাচ কষ্টাৎ কষ্টং হি চরিতং তব ভামিনি ॥ ৯০ পাণিগ্রহণমাত্রস্তে কৃত্বা ভর্ত্তা মৃতঃ কিল। কথং চায়ং সুতো জাতস্তস্য কারণমুচ্যতাম্ ॥ ৯১ ॥ ইতি তেনোদিতাং বাণীমাকর্ণ্যাতীব লজ্জিতা। ক্ষণং চাশ্রুমুখী ভূত্বা ধৈর্য্যাদিথমভাষত ॥ ৯২ ॥ শারদোবাচ। তদলং পরিহাসোক্ত্যা ত্বং মাং বেৎসি মহামতে। ত্বামহং বেদ্মি চার্থেঽস্মিন্ প্রমাণং মন আবয়োঃ ॥ ৯৩ ॥ ইত্যুক্ত্বা সর্ব্বমাবেদ্য দেব্যা দত্তং বরাদিকম্। ব্রতস্যার্দ্ধং কুমারং তং দদৌ তস্মৈ গুতব্রতম্ ॥ ৯৪ ॥ সোঽপি প্রমুদিতো বিপ্রঃ কুমারং প্রতিগৃহ্য তম্। পিত্রোরনুমতেনৈব তাং নিনায় নিজালয়ম্ ॥ ৯৫ ॥ সাপি স্থিত্বা বহুন্মাসাংস্তস্য বিপ্রস্য মন্দিরে। তস্মিন্ কালবশং প্রাপ্তে প্রবিশ্যাগ্নিং তমন্বগাৎ ॥ ৯৬ ॥ ততস্তৌ দম্পতী ভূত্বা বিমানং দিব্যমাস্থিতৌ। দিব্যভোগসমাযুক্তৌ জগ্মতুঃ শিবমন্দিরম্ ॥ ৯৭ ॥ ইত্যেতৎ পুণ্যমাখ্যানং ময়া সমনুবর্ণিতম্। পঠতাং শৃণ্বতাং সম্যগ্ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥ ৯৮ ॥ আয়ুরারোগ্য-

---

গমন করিল। সেখানে গিয়া সে স্বপ্নদর্শনানুযায়ী লক্ষণাক্রান্ত নিজ পূর্ব্বজন্মের ভর্ত্তাকে বন্ধুজন-পরিবেষ্টিত অবস্থায় দর্শন করিল। তখন শারদা প্রেমনির্ভিন্ন ও পুলকাঞ্চিত দেহে বাষ্পবারি নিরোধপূর্ব্বক একদৃষ্টে তাঁহাকেই নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই বিপ্রও তখন স্বপ্নাবস্থায় রতিদায়িনী ভুজ্যমানা রূপলক্ষণলক্ষিতা শারদাকেও তথাবিধ স্বপ্নদর্শন-পরিচিত আত্মজকে দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাহাদের নিকট গমন করিলেন এবং বলিলেন,—ভদ্রে! আমি তোমার নিকট আমার মনোগত প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি। প্রথমতঃ এই কথা বলিয়া তিনি শারদাকে নির্জ্জন স্থানে লইয়া গেলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বামোরু! তুমি কে বল? তুমি কাহার ভার্য্যা? কোথা দেশ? কাহার পুত্রী? কি নাম? বালিকা এইরূপ পৃষ্ট হইয়া গলদশ্রুলোচনে নিজের বাল-বৈধব্যের বিষয় বর্ণন করিল। দ্বিজ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই দর্শনীয়াকৃতি পুত্রটী কাহার? এই চন্দ্রসন্নিভ বালককে তুমি কি প্রকারে উদরে ধারণ করিলে? শারদা তখন বলিলেন,—এটী আমার পুত্র; এ সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছে। আমার নামে নাম দিয়া ইহার 'শারদেয়' নাম করণ করা হইয়াছে। শারদার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন,—হে ভামিনি তোমার চরিত্র ক্লেশময় দেখিতেছি; তোমার ভর্ত্তা পাণিগ্রহণ মাত্র করিয়া মরিয়াছেন। কিরূপে তোমার এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিল? ইহার কারণ তুমি বল ৭৫—৯১। তাঁহার এইবাক্যে শারদা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া অশ্রুমোচন করিতে-করিতে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বলিল,—হে মহামতে! আপনি আর আমায় পরিহাস করিবেন না। আপনিও আমায় জানিতেছেন আমিও আপনাকে জানিতেছি। এ বিষয়ে আমাদের মনই প্রমাণ। এই কথা বলিয়া শারদা দেবীপ্রদত্ত বরের কথা নিবেদন করিল এবং ব্রতফলস্বরূপ স্বীয় কুমারকে তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। তিনিও প্রমোদিত হইয়া গ্রহণ করিলেন এবং মাতা-পিতার অনুমতি লইয়া শারদাকে স্বীয়ালয়ে লইয়া গেলেন। শারদা বহুকাল যাবৎ তথায় বাস করিলে কালে তাঁহার স্বামী কালের বশতাপন্ন হইলেন। তখন শারদা অগ্নিপ্রবেশে তাঁহার অনুগমন করিল। অনন্তর ঐ দম্পতি দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দিব্য ভোগসমাযুক্ত হইয়া শিবমন্দিরে গমন করিলেন। এই আমি পুণ্যাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। ইহা পাঠক ও শ্রাবকদিগের ভুক্তি-মুক্তি প্রদায়ক, আয়ু,

সম্পত্তিধনধান্তবিবর্দ্ধনম্। স্ত্রীণাং মঙ্গলসৌভাগ্য-সন্তানসুখসাধনম্ ॥ ৯৯ ॥ এতন্মাহাত্ম্যানমঘৌঘ-নাশনং গৌরীমহেশব্রতপূর্ণ্যকীর্ত্তনম্। ভক্ত্যা সকৃদ্যঃ শৃণুয়াচ্চ কীর্ত্তয়েদ্ভুক্ত্বা স ভোগান্ পদমেতি শাশ্বতম্ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শারদাখ্যানবর্ণনং নামৈকোন-বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। অথ রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্যং বর্ণয়ামি সমাসতঃ। সর্ব্বপাপক্ষয়করং শৃণুতাং পঠতামপি ॥ ১ ॥ অভক্তো বাপি ভক্তো বা নীচো নীচতরোঽপি বা। রুদ্রাক্ষান্ ধারয়েদ্যস্তু মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥২॥ রুদ্রাক্ষধারণং পুণ্যং কেন বা সদৃশং ভবেৎ। মহাব্রতমিদং প্রাহুর্মুনয়স্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩ ॥ সহস্রং ধারয়েদ্যস্তু রুদ্রাক্ষাণাং ধৃতব্রতঃ। তং নমন্তি সুরাঃ সর্ব্বে যথা রুদ্রস্তথৈব সঃ ॥ ৪ ॥ অভাবে তু সহস্রস্য বাহ্বোঃ ষোড়শ ষোড়শ। একং শিখায়াং করয়োর্দ্বাদশ দ্বাদশৈব হি ॥ ৫ ॥ দ্বাত্রিংশৎকণ্ঠদেশে তু চত্বারিংশত্তু মস্তকে। একৈকং কর্ণয়োঃ

আরোগ্য, ধন, ধান্য ও সম্পত্তিবর্দ্ধক, এবং স্ত্রীগণের মঙ্গল-সৌভাগ্যসন্তান ও সুখের সাধন। এই পাপনাশক গৌরীমহেশ-ব্রত যে ব্যক্তি পাঠ, শ্রবণ ও ভক্তিপূর্ব্বক কীর্ত্তন করে, সে শাশ্বত পদ লাভ করিয়া থাকে। ৯২—১০০।

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯।

বিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—শ্রাবক ও পাঠকদিগের সর্ব্ব-পাপক্ষয়কর রুদ্রাক্ষ-মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অভক্ত, ভক্ত, নীচ, নীচতর যে কোন ব্যক্তি রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে সর্ব্বপাতক হইতে মুক্তিলাভ করে। এই পবিত্র রুদ্রাক্ষধারণ কর্ম্ম অনুপম। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ ইহাকে মহাব্রত বলিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সহস্র রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, দেবগণও তাহাকে প্রণাম করিয়া থাকেন। সে রুদ্রতুল্য হয়। অভাব পক্ষে বাহুদ্বয়ে ষোলটী ষোলটী, শিখায় একটী, করদ্বয়ে দ্বাদশটী দ্বাদশটী,

ষট্ ষট্ বক্ষস্যষ্টোত্তরংশতম্। যো ধারয়তি রুদ্রাক্ষান্ রুদ্রবৎসোঽপি পূজ্যতে ॥৬॥ মুক্তাপ্রবালস্ফটিকরৌপ্য-বৈদূর্য্যকাঞ্চনৈঃ। সমেতান্ ধারয়েদ্যস্তু রুদ্রাক্ষান্ স শিবো ভবেৎ ॥ ৭ ॥ কেবলানপি রুদ্রাক্ষান্ যথালাভং বিভর্ত্তি যঃ। তং ন স্পৃশন্তি পাপানি তমাংসীব বিভাবসুম্ ॥ ৮ ॥ রুদ্রাক্ষমালয়া জপ্তো মন্ত্রোঽনন্ত-ফলপ্রদঃ। অরুদ্রাক্ষো জপঃ পুংসাং তাবন্মাত্রফল-প্রদঃ ॥ ৯ ॥ যস্যাঙ্গে নাস্তি রুদ্রাক্ষ একোঽপি বহু-পুণ্যদঃ। তস্য জন্ম নিরর্থং স্যাত্ত্রিপুণ্ড্ররহিতং যদি ॥ ১০ ॥ রুদ্রাক্ষং মস্তকে বদ্ধা শিরঃস্নানং করোতি যঃ। গঙ্গাস্নানফলং তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥ রুদ্রাক্ষং পূজয়েদ্যস্তু বিনা তোয়াভিষেচনম্। যৎফলং লিঙ্গপূজায়াস্তদেবাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ১২ ॥ একবক্ত্রাঃ পঞ্চবক্ত্রা একাদশমুখাঃ পরে। চতুর্দ্দশ-মুখাঃ কেচিদ্রুদ্রাক্ষা লোকপূজিতাঃ ॥ ১৩ ॥ ভক্ত্যা সম্পূজিতো নিত্যং রুদ্রাক্ষঃ শঙ্করাত্মকঃ। দরিদ্রং বাপি কুরুতে রাজরাজশ্রিয়ান্বিতম্ ॥ ১৪ ॥ অত্রেদং পুণ্যমাখ্যানং বর্ণয়ন্তি মনীষিণঃ। মহাপাপক্ষয়করং শ্রবণাৎ কীর্ত্তনাদপি ॥ ১৫ । রাজা কাশ্মীরদেশস্য

কণ্ঠদেশে বত্রিশটী, মস্তকে চল্লিশটী, কর্ণদ্বয়ে ছয়টি ছয়টী, এবং বক্ষে অষ্টোত্তর শতটী রুদ্রাক্ষ যে ব্যক্তি ধারণ করে, সে রুদ্রবৎ পূজিত হয়। যে ব্যক্তি মুক্তা, প্রবাল, স্ফটিক, রৌপ্য, বৈদূর্য্য ও কাঞ্চনের সহিত রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, সে শিব হয়। তমোরাশি যেমন বিভাবসুকে স্পর্শ করিতে পারে না, তেমনি যে ব্যক্তি যথালাভ কেবল রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, পাপ-রাশিও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। রুদ্রাক্ষ-মালা দ্বারা জপ্ত মন্ত্র অনন্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে। মানবগণের রুদ্রাক্ষবিহীন জপ, কেবল জপমাত্র-সার। বহুপুণ্যদায়ক একটীমাত্র রুদ্রাক্ষ যাহার অঙ্গে নাই, এবং যে ত্রিপুণ্ড্রহীন, তাহার জন্ম নিরর্থক। যে মানব মস্তকে রুদ্রাক্ষ বন্ধন করিয়া শিরঃস্নান করে, তাহার গঙ্গাস্নানের ফল হয়, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তোয়াভিষেচন ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি রুদ্রাক্ষ পূজা করে, সে নিশ্চিতই শিবলিঙ্গ-পূজার ফল লাভ করিয়া থাকে। একমুখ, পঞ্চমুখ, একাদশমুখ ও চতুর্দ্দশ মুখ, এই সকল রুদ্রাক্ষই লোক কর্তৃক পূজিত হয়। শঙ্করাত্মক রুদ্রাক্ষ ভক্তিপূর্ব্বক পূজিত হইলে দরিদ্রকে রাজ-রাজশ্রীসমন্বিত করে। মনীষিগণ এবিষয়ে এক আখ্যান কীর্ত্তন করেন। ঐ আখ্যান শ্রবণ করিলে মহাপাপ ক্ষয় পাইয়া থাকে।

রুদ্রসেন ইতি শ্রুতঃ। তস্য পুত্রোঽভবদ্ধীমান্ সুধর্ম্মা নাম বীর্য্যবান্॥ ১৬॥ তস্যামাত্যসুতঃ কশ্চিত্তারকো নাম সদ্গুণঃ। বভূব রাজপুত্রস্য সখা পরমশোভনঃ॥ ১৭॥ তাবুভৌ পরমস্নিগ্ধৌ কুমারৌ রূপসুন্দরৌ। বিদ্যাভ্যাসপরৌ বাল্যে সহ ক্রীড়াং প্রচক্রতুঃ॥ ১৮॥ তৌ সদা সর্ব্বগাত্রেষু রুদ্রাক্ষকৃতভূষণৌ। বিচেরতুরুদারাঙ্গৌ সততং ভস্মধারিণৌ॥ ১৯॥ হারকেয়ূরকটককুণ্ডলাদিবিভূষণম্। হেমরত্নময়ং ত্যক্ত্বা রুদ্রাক্ষান্ দধতুশ্চ তৌ॥ ২০॥ রুদ্রাক্ষমালিনৌ নিত্যং রুদ্রাক্ষকরকঙ্কণৌ। রুদ্রাক্ষকণ্ঠাভরণৌ সদা রুদ্রাক্ষকুণ্ডলৌ॥ ২১॥ হেমরত্নাদ্যলঙ্কারে লোষ্টপাষাণদর্শনৌ। বোধ্যমানাবপি জনৈর্ন রুদ্রাক্ষান্ ব্যমুঞ্চতাম্॥ ২২॥ তস্য কাশ্মীররাজস্য গৃহং প্রাপ্তো যদৃচ্ছয়া। পরাশরো মুনিবরঃ সাক্ষাদিব পিতামহঃ॥ ২৩॥ তমর্চ্চয়িত্বা বিধিবদ্রাজা ধর্ম্মভৃতাং বরঃ। পপ্রচ্ছ সুখমাসীনং ত্রিকালজ্ঞং মহামুনিম্॥ ২৪॥ রাজোবাচ। ভগবন্মেব পুত্রো মে সোঽপি মন্ত্রিসুতশ্চ মে। রুদ্রাক্ষধারিণৌ নিত্যং রত্নাভরণনিঃস্পৃহৌ॥ ২৫॥ শাস্যমানাবপি সদা রত্নাকল্পপরিগ্রহে। বিলঙ্ঘিতাস্মদ্বচনৌ রুদ্রাক্ষেষেব তৎপরৌ॥ ২৬॥ নোপদিষ্টাবিমৌ বালৌ কদাচিদপি কেনচিৎ। এষা স্বাভাবিকী বৃত্তিঃ কথমাসীৎ কুমারয়োঃ॥ ২৭॥ পরাশর উবাচ। শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি তব পুত্রস্য ধীমতঃ। যথা সুং মন্ত্রিপুত্রস্য প্রাগ্বৃত্তং বিস্ময়াবহম্॥২৮॥ নন্দিগ্রামে পুরা কাচিন্মহানন্দেতি বিশ্রুতা। বভূব বারবনিতা শৃঙ্গারললিতাকৃতিঃ॥ ২৯॥ ছত্রং পূর্ণেন্দুসঙ্কাশং সানং স্বর্ণবিরাজিতম্। চামরাণি সুদণ্ডানি পাদুকে চ হিরণ্ময়ে॥৩০॥ অম্বরাণি বিচিত্রাণি মহার্হাণি হ্যমস্তি চ। চন্দ্ররশ্মিনিভাঃ শয্যাঃ পর্য্যঙ্কাশ্চ হিরণ্ময়াঃ॥ ৩১॥ গাবো মহিষ্যঃ শতশো দাসাশ্চ শতশস্তথা॥ ৩২॥ সর্ব্বাভরণদীপ্তাঙ্গ্যো দাস্যশ্চ নবযৌবনাঃ। ভূষণানি পরার্দ্ধ্যাণি নবরত্নোজ্জ্বলানি চ॥ ৩৩॥ গন্ধকুঙ্কুমকস্তূরীকর্পূরাগুরুলেপনম্। চিত্রমাল্যাবতংসশ্চ যথেষ্টং মৃষ্টভোজনম্॥ ৩৪॥ নানাচিত্রবিতানাঢ্যং নানাধান্যময়ং গৃহম্। বহুরত্নসহস্রাঢ্যং কোটিসংখ্যাধিকং ধনম্॥ ৩৫॥ এবং বিভবসম্পন্না বেশ্যা কামবিহারিণী। শিবপূজারতা নিত্যং সত্যধর্ম্মপরায়ণা॥ ৩৬॥ সদাশিবকথাসক্তা শিবনামকথোৎ-

---

১-১৫। ভদ্রসেন নামে প্রসিদ্ধ কাশ্মীরদেশীয় এক জনরাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম—সুধর্ম্মা। রাজার অমাত্যতনয়ের নাম ছিল,—তারক। ঐ তারক রাজপুত্রের সখা ছিল। ঐ কুমারদ্বয় সুন্দর এবং তাহারা পরস্পর সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল। উহারা বাল্যে একত্র বিদ্যাভ্যাস ও ক্রীড়া করিত এবং উহারা সর্ব্বদা সর্ব্বগাত্রে রুদ্রাক্ষমালা, ও ভস্ম ধারণ করিয়া বিচরণ করিত। তাহারা হার, কেয়ূর, কটক-কুণ্ডলাদি হেম-রত্নময় ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া রুদ্রাক্ষই ধারণ করিতে লাগিল। তাহারা সর্ব্বদা রুদ্রাক্ষের মালা পরিত; রুদ্রাক্ষের কঙ্কণ ধারণ করিত এবং সর্ব্বদাই রুদ্রাক্ষদ্বারা কণ্ঠাভরণ ও কুণ্ডল করিত। তাহারা হেম-রত্নের অলঙ্কারকে লোষ্টবৎ দর্শন করিত। লোকে বলিলেও তাহারা রুদ্রাক্ষ পরিত্যাগ করিত না। একদা সাক্ষাৎ পিতামহের ন্যায় ভগবান্ পরাশর মুনি কাশ্মীররাজের ভবনে উপস্থিত হন। ধার্ম্মিকচূড়ামণি নৃপ তাঁহার বিধিবৎ অর্চ্চনা করেন। পরে ঐ ত্রিকালজ্ঞ মুনি সুখাসীন হইলে নৃপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! মদীয় পুত্র এবং মদীয় সচিবপুত্র, ইহারা নিত্যই রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, রত্নাভরণে ইহাদের একেবারেই স্পৃহা নাই। রত্নাদি অলঙ্কারে ভূষিত হইবার জন্য তাহাদিগকে শাসন করিলে, তাহারা সে শাসন উপেক্ষা করিয়া থাকে। রুদ্রাক্ষেই তাহারা অত্যন্ত আসক্ত। কেহ কখন তাহাদিগকে রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন নাই; কিন্তু তথাপি তাহাদের এরূপ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইল কেন? ভগবান্ পরাশর বলিলেন,—হে রাজন্! আপনার পুত্র এবং আপনার মন্ত্রিপুত্রের পূর্ব্বজন্মের বিস্ময়াবহ কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন,—পূর্ব্বে নন্দিগ্রামে মহানন্দা নামে এক শৃঙ্গারললিতাকৃতি বারবনিতা বাস করিত। তাহার পূর্ণেন্দুসঙ্কাশ ছত্র, সুবর্ণ-রাজি-রাজিত যান, সুদণ্ড চামর, হিরণ্ময় পাদুকা, উজ্জ্বল মহার্হ বিচিত্র অম্বর, চন্দ্ররশ্মিনিভা শয্যা, হিরণ্ময় পর্য্যঙ্ক, শত শত গো মহিষ, শত শত দাস, শত শত সর্ব্বাভরণভূষিতা নবযৌবনা দাসী, নব-রত্নের ন্যায় উজ্জ্বল পরার্দ্ধসংখ্যক ভূষণ, গন্ধ কুঙ্কুম কস্তূরী কর্পূর ও অগুরুর লেপন, চিত্রমাল্য, বিচিত্র কর্ণাভরণ, যথেষ্ট মিষ্ট ভোজ্য, বিচিত্র বিতানাঢ্য বহু রত্নসহস্রাঢ্য ধান্যময় গৃহ, এবং কোটিসংখ্যাধিক ধন ছিল। ঐ কাম বিহারিণী বেশ্যা এইরূপ বিভবসম্পন্না, ছিল।১৬-৩৫। নিত্য শিবপূজারতা, সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণা,

শুকা। শিবভক্তাজ্‌য্রবনতা শিবভক্তিরতানিশম্ ॥ ৩৭ ॥ বিনোদহেতোঃ সা বেশ্যা নাট্যমণ্ডপমধ্যতঃ। রুদ্রাক্ষৈর্ভূষয়িত্বৈকং মর্কটং চৈব কুক্কুটম্ ॥ ৩৮ ॥ করতালৈশ্চ গীতৈশ্চ সদা নর্ত্তয়তি স্বয়ম্। পুনশ্চ বিহসন্ত্যৈচ্চঃ সখীভিঃ পরিবারিতা ॥ ৩৯ ॥ রুদ্রাক্ষৈঃ কৃতকেয়ূরকর্ণাভরণভূষণঃ। মর্কটঃ শিক্ষয়া তস্যাঃ সদা নৃত্যতি বালবৎ ॥ ৪০ ॥ শিখায়াং বদ্ধ-রুদ্রাক্ষঃ কুক্কুটঃ কপিনা সহ। চিরং নৃত্যতি নৃত্যজ্ঞঃ পশ্যতাং চিত্রমাবহন্ ॥ ৪১ ॥ একদা ভবনং তস্যাঃ কশ্চিদ্বৈশ্যঃ শিবব্রতী। আজগাম সরুদ্রাক্ষস্ত্রিপুণ্ড্রী নির্ম্মমঃ কৃতী ॥ ৪২ ॥ স বিভ্রদ্ভস্ম বিশদে প্রকোষ্ঠে করকঙ্কণম্। মহারত্নপরিস্তীর্ণং জ্বলন্তং তরুণার্কবৎ ॥ ৪৩ ॥ তমাগতং সা গণিকা সম্পূজ্য পরয়া মুদা। তৎপ্রকোষ্ঠগতং বীক্ষ্য কঙ্কণং প্রাহ বিস্মিতা ॥ ৪৪ ॥ মহারত্নময়ঃ সোঽয়ং কঙ্কণস্ত্বৎকরে স্থিতঃ। মনো হরতি মে সাধো দিব্যস্ত্রীভূষণোচিতঃ ॥ ৪৫ ॥ ইতি তাং বররত্নাঢ্যে সস্পৃহাং করভূষণে। বীক্ষ্যোদার-মতির্বৈশ্যঃ সস্মিতং সমভাষত ॥ ৪৬ ॥ বৈশ্য উবাচ। অস্মিন্ রত্নবরে দিব্যে যদি তে সস্পৃহং মনঃ। তমেবাদৎস্ব সুপ্রীতা মৌল্যমস্য দদাসি কিম্ ॥ ৪৭ ॥ বেশ্যোবাচ। বয়ন্তু স্বৈরচারিণ্যো বেশ্যাস্তু ন পতিব্রতাঃ। অস্মৎকুলোচিতো ধর্ম্মো ব্যভিচারো ন সংশয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ যদ্যেতদ্রত্নখচিতং দদাসি করভূষণম্। দিনত্রয়মহোরাত্রং তব পত্নী ভবাম্যহম্। ৪৯ ॥ বৈশ্য উবাচ। তথাস্তু যদি তে সত্যং বচনং বরবল্লভে। দদামি রত্নবলয়ং ত্রিরাত্রং ভব মদ্বধূঃ ॥ ৫০ ॥ এতস্মিন্ ব্যবহারে তু প্রমাণং শশিভাস্করৌ। ত্রিবারং সত্যমিত্যুক্ত্বা হৃদয়ং মে স্পৃশ প্রিয়ে ॥ ৫১ ॥ বেশ্যোবাচ। দিনত্রয়মহোরাত্রং পত্নী ভূত্বা তব প্রভো। সহ ধর্ম্মং চরামীতি সা তদ্ধৃদয়মস্পৃশৎ ॥ ৫২ ॥ অথ তস্যৈ স বৈশ্যস্তু প্রদদৌ রত্নকঙ্কণম্। লিঙ্গং রত্নময়ঞ্চাস্যা হস্তে দত্ত্বেদমব্রবীৎ ॥ ৫৩ ॥ ইদং রত্নময়ং শৈবং লিঙ্গং মৎপ্রাণসন্নিভম্। রক্ষণীয়ং ত্বয়া কান্তে তস্য হানির্মৃতির্ম্মম। ৫৪ ॥ এবমস্ত্বিতি সা কান্তা লিঙ্গমাদায় রত্নজম্। নাট্যমণ্ডপিকাস্তম্ভে

শিবকথাসক্তা, শিবকথা-পরায়ণা শিবভক্তপদপ্রণতা এবং শিবভক্তি-প্রিয়া ছিল। এই বারবিলাসিনী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এক বানর ও এক কুক্কুটকে রুদ্রাক্ষমালায় বিভূষিত করত নাট্যমণ্ডপে করতালি দিয়া নিত্য নাচাইত এবং সখীগণপরিবৃত হইয়া হাস্য করিত। মর্কটটী রুদ্রাক্ষদ্বারা কেয়ূর ও কর্ণা-ভরণ করিয়া তাহার শিক্ষায় প্রতিদিন বালকবৎ নৃত্য করিত। কুক্কুটটীও শিখায় রুদ্রাক্ষ বন্ধন করিয়া মর্কটের সহিত নৃত্য করিত। ঐ মর্কট ও কুক্কুর সুচিরকাল নৃত্য করিয়া দর্শকমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করিত। একদা এক শিবভক্ত বৈশ্য ঐ বার-বিলাসিনীর গৃহে আগমন করিলেন। ঐ বৈশ্যও রুদ্রাক্ষ-ত্রিপুণ্ড্রধারী নিরহঙ্কার এবং কৃতী ছিলেন। তিনি সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম ও তাঁহার বিশদ প্রকোষ্ঠে বর কঙ্কণ ধারণ করিয়াছিলেন। গণিকা রত্ন-পরিব্যাপ্ত জ্বলন্ত তরুণার্কের ন্যায় ঐ বৈশ্যকে আগমন করিতে দেখিয়া পরমাহ্লাদ সহকারে তাঁহার পূজা করিল এবং তাঁহার প্রকোষ্ঠ-কঙ্কণ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল,—হে সাধো! আপনার হস্তস্থিত কঙ্কণ আমার মন হরণ করিয়াছে। উহা দিব্যস্ত্রীজনের ভূষণোচিত। বৈশ্য তাহার বররত্নাঢ্য কঙ্কণে গণিকাকে একান্ত লোলুপা দেখিয়া, সস্মিতবদনে বলিল,—তোমার যদি এই বররত্নময় কঙ্কণে একান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি প্রীতচিত্তে ইহা গ্রহণ কর। কিন্তু তুমি ইহার কি মূল্য দিবে, তাহা বল? গণিকা বলিল,—আমরা স্বেচ্ছাচারিণী, পতিব্রতা নহি। আমাদের কুলোচিত ধর্ম্ম—ব্যভিচার, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। এই রত্নখচিত করভূষণ যদি তুমি আমায় প্রদান কর, তাহা হইলে আমি তিনদিনের জন্য তোমার পত্নী হইব। বৈশ্য বলিল,—'তথাস্তু'। যদি তুমি ইহা সত্য বলিতেছ, তাহা হইলে, রত্নবলয় প্রদান করিতেছি। তুমি ত্রিরাত্র আমার বধূ হইও। আমাদের এই কার্য্যে চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী রহিলেন। তুমি ত্রিসত্য করিয়া আমার হৃদয় স্পর্শ কর ।৩৬-৬১। গণিকা বলিল,—হে প্রভো! আমি তিনদিন অহোরাত্র তোমার পত্নী হইয়া সহধর্ম্মাচরণ করিব। এই বলিয়া সে তাহার হৃদয় স্পর্শ করিল। বৈশ্য তখন তাহার হস্তে রত্নকঙ্কণ প্রদান করিল। এবং ঐ সঙ্গে একটী রত্নময় লিঙ্গও তাহার হাতে দিল; দিয়া বলিল,—এই রত্নময় শৈবলিঙ্গ আমার প্রাণস্বরূপ, ইহা তুমি অতি যত্নসহকারে রক্ষা করিবে। লিঙ্গটী কোন-রূপে নষ্ট হইলে আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিবে। 'এবমস্তু' বলিয়া গণিকা ঐ রত্নময় লিঙ্গ গ্রহণ করিল এবং তাহা নাট্যমণ্ডপের স্তম্ভোপরি

নিধায় প্রাবিশদ্ গৃহম্॥ ৫৫॥ সা তেন সঙ্গতা রাত্রৌ বৈশ্যেন বিটধর্ম্মিণা। সুখং সুষাপ পর্য্যঙ্কে মৃদুতল্পোপশোভিতে॥ ৫৬॥ ততো নিশীথসময়ে নাট্যমণ্ডপিকান্তরে। অকস্মাদুত্থিতো বহ্নিস্তমেব সহসাবৃণোৎ॥ ৫৭॥ মণ্ডপে দহ্যমানে তু সহসোত্থায় সম্ভ্রমাৎ। সা বেশ্যা মর্কটং তত্র মোচয়ামাস বন্ধনাৎ॥ ৫৮॥ স মর্কটো মুক্তবন্ধঃ কুক্কুটেন সহামুনা। ভীতো দূরং প্রদুদ্রাব বিধূয়াগ্নিকণান্ বহূন্॥ ৫৯॥ স্তম্ভেন সহ নির্দ্দগ্ধং তল্লিঙ্গং শকলীকৃতম্। দৃষ্ট্বা বেশ্যা চ বৈশ্যশ্চ দুরন্তং দুঃখমাপতুঃ॥ ৬০॥ দৃষ্ট্বা প্রাণসমং লিঙ্গং দগ্ধং বৈশ্যপতিস্তথা। স্বয়মপ্যাপ্ত-নির্ব্বেদো মরণায় মতিং দধৌ॥ ৬১॥ নির্ব্বেদা-ন্বিতরাং খেদাদ্বৈশ্যস্তামাহ দুঃখিতাম্। শিবলিঙ্গে তু নির্ভিন্নে নাহং জীবিতুমুৎসহে॥ ৬২॥ চিতাং কারয় মে ভদ্রে তব ভৃত্যৈর্ব্বলাধিকৈঃ। শিবে মনঃ সমাবেশ্য প্রবিশামি হুতাশনম্॥ ৬৩॥ যদি ব্রহ্মেন্দ্র-বিষ্ণ্বাদ্যা বারয়েয়ুঃ সমেত্য মাম্। তথাপ্যস্মিন্ ক্ষণে ধীরঃ প্রবিশ্যাগ্নিং ত্যজাম্যসূন্॥ ৬৪॥ তমেবং

তুলিয়া রাখিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। পরে যামিনীযোগে যখন কোমল শয্যাপরিশোভিত পর্য্যঙ্কোপরি বিটধর্ম্মী বৈশ্যকর্ত্তৃক সঙ্গতা হইয়া গণিকা সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল; তখন নিশীথসময়ে নাট্যমণ্ডপের অভ্যন্তর হইতে অকস্মাৎ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তাহা ব্যাপিয়া ফেলিল। মণ্ডপ দগ্ধ হইতে থাকিলে ঐ সহসা নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া গণিকা সসম্ভ্রমে নাট্যমণ্ডপস্থ কুক্কুট ও বানরটীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিল। বন্ধনমুক্ত হইবামাত্র তাহারা বহু বহ্নিকণা গাত্র হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। এদিকে স্তম্ভরক্ষিত লিঙ্গটী তখন দগ্ধ হইয়া স্ফুটিত হইয়া পড়িয়া গেল। তদ্দর্শনে বেশ্যা ও বৈশ্য অতিশয় দুঃখিত হইল। বৈশ্য তখন প্রাণোপম লিঙ্গকে ভস্মীভূত দর্শনে নির্ব্বিণ্নহৃদয়ে মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া দুঃখিতা গণিকাকে বলিল,—প্রিয়ে! আমার প্রাণসম লিঙ্গ দগ্ধ হইয়া নির্ভিন্ন হইল; অতএব আমি আর জীবন ধারণ করিব না। ভদ্রে! তোমার ভৃত্যদিগের দ্বারা আমার চিতা নির্ম্মাণ করাইয়া দাও, আমি শিবে মনঃসমাধান-পূর্ব্বক হুতাশনে প্রবেশ করি। যদি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং ইন্দ্রও আসিয়া আমায় নিবারণ করেন, তথাপি আমি নিবৃত্ত হইব না, অগ্নিপ্রবেশ করিয়া

দৃঢ়বন্ধং সা বিজ্ঞায় বহুদুঃখিতা। স্বভৃত্যৈঃ কারয়ামাস চিতাং স্বনগরাদ্বহিঃ॥ ৬৫॥ ততঃ স বৈশ্যঃ শিবভক্তিপূতঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য সমিদ্ধমগ্নিম্। বিবেশ পশ্যৎসু জনেষু ধীরঃ সা চানুতাপং যুবতী প্রপেদে॥ ৬৬॥ অথ সা দুঃখিতা নারী স্মৃত্বা ধর্ম্মং সুনির্ম্মলম্। সর্ব্বান্ বন্ধূন্ সমীক্ষ্যৈবং বভাষে করুণং বচঃ॥ ৬৭॥ রত্নকঙ্কণ-মাদায় ময়া সত্যমুদাহৃতম্। দিনত্রয়মহং পত্নী বৈশ্যস্যামুষ্য সম্মতা॥ ৬৮॥ কর্ম্মণা মৎকৃতেনায়ং মৃতো বৈশ্যঃ শিবব্রতী। তস্মাদহং প্রবেক্ষ্যামি সহানেন হুতাশনম্। সধর্ম্মচারিণীত্যুক্তং সত্যমেতদ্ধি পশ্যথ॥ ৬৯॥ সত্যেন প্রীতিমায়ান্তি দেবাস্ত্রি-ভুবনেশ্বরাঃ॥ সত্যাসক্তিঃ পরো ধর্ম্মঃ সত্যে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৭০॥ সত্যেন স্বর্গমোক্ষৌ চ নাসত্যেন পরা গতিঃ। তস্মাৎ সত্যং সমাশ্রিত্য প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্॥ ৭১॥ ইতি সা দৃঢ়নির্ব্বন্ধা বার্য্যমাণাপি বন্ধুভিঃ। সত্যলোপভয়ান্নারী প্রাণাং-

জীবন বিসর্জ্জন দিব। বৈশ্যকে জীবন বিসর্জ্জনে এইরূপ কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া গণিকা যারপর নাই দুঃখিত হইল এবং ভৃত্যগণদ্বারা নগরবহির্ভাগে চিতা নির্ম্মাণ করাইয়া দিল। শিবভক্তিপূত বৈশ্য তখন প্রজ্বলিত চিতার সমিদ্ধ অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া অবিচলিতভাবে তাহাতে প্রবেশ করিল। জনগণ তদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। যুবতী গণিকা অনুতাপ করিতে লাগিল। সে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সুনির্ম্মল ধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক আত্মীয় স্বজনকে ডাকিয়া করুণস্বরে বলিল,—রত্নকঙ্কণগ্রহণ করিয়া আমি বৈশ্যের নিকট এই বলিয়া সত্য করিয়া-ছিলাম যে, আমি তিনদিনের জন্য তোমার পত্নী হইব। সেই বৈশ্য এখন আমার কর্ম্মের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অতএব ইহার সহিত আমি বহ্নিপ্রবেশ করিব। এরূপ করিলে আমায় সকলে বৈশ্যের সধর্ম্মচারিণী বলিবে এবং আমাকেও সত্যভ্রষ্ট হইতে হইবে না। দেখ, সত্যদ্বারাই দেবগণ ত্রিভুবনের ঈশ্বর হইয়া প্রীতিলাভ করিতে-ছেন। সত্যাসক্তিই পরম ধর্ম্ম, এবং সত্যেই সকল প্রতিষ্ঠিত। সত্য হইতেই স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ হয়; আর অসত্য হইতেই অধোগতি হয়। অতএব আমি সত্যাবলম্বন করিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিব। ৫২—৭১। তাহার বন্ধুগণ তাহাকে ভূয়োভূয় নিবারণ করিলেও সে সত্যভঙ্গভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ

চক্রুং মনো দধে। ৭২। সর্ব্বস্বং শিবভক্তেভ্যো দত্ত্বা ধ্যাত্বা সদাশিবম্। তমগ্নিং ত্রিঃ পরিক্রম্য প্রবেশাভিমুখী স্থিতা। ৭৩। তাং পতন্তীং সমিদ্ধেঽগ্নৌ স্বপদার্পিতমানসাম্। বারয়ামাস বিশ্বাত্মা প্রাদুর্ভূতঃ শিবঃ স্বয়ম্। ৭৪। সা তং বিলোক্যাখিলদেবদেবং ত্রিলোচনং চন্দ্রকলাবতংসম্। শশাঙ্কসূর্য্যানলকোটিভাসং স্তব্ধেব ভীতেব তথৈব তস্থৌ। ৭৫। তাং বিহ্বলাং পরিত্রস্তাং বেপমানাং জড়ীকৃতাম্। সমাশ্বাস্য গলদ্বাষ্পাং করে গৃহ্যাব্রবীদ্বচঃ। ৭৬। শিব উবাচ। সত্যং ধর্ম্মঞ্চ তে ধৈর্য্যং ভক্তিঞ্চ ময়ি নিশ্চলাম্। নিরীক্ষিতুং ত্বৎসকাশং বৈশ্যো ভূত্বাহমাগতঃ। ৭৭। মায়য়াগ্নিং সমুত্থাপ্য দগ্ধবান্নাট্যমণ্ডপম্। দগ্ধং কৃত্বা রত্নলিঙ্গং প্রবিষ্টোঽস্মি হুতাশনম্। ৭৮। বেশ্যাঃ কৈতবকারিণ্যঃ স্বৈরিণ্যো জনবঞ্চকাঃ। সা ত্বং সত্যমনুস্মৃত্য প্রবিষ্টাগ্নিং ময়া সহ। ৭৯। অতস্তে সম্প্রদাস্যামি ভোগাংস্ত্রিদশদুর্লভান্। আয়ুশ্চ পরমং দীর্ঘমারোগ্যঞ্চ প্রজোন্নতিম্। যদ্যদিচ্ছসি সুশ্রোণি তত্তদেব দদামি তে। ৮০। সূত উবাচ। ইতি ব্রুবতি গৌরীশে সা বেশ্যা প্রত্যভাষত। ৮১। বেশ্যোবাচ। ন মে বাঞ্ছাস্তি ভোগেষু ভূমৌ স্বর্গে রসাতলে। তব পাদাম্বুজস্পর্শাদন্যৎ কিঞ্চিন্ন বৈ বৃণে। ৮২। এতে ভৃত্যাশ্চ দাস্যশ্চ যে চান্যে মম বান্ধবাঃ। সর্ব্বে ত্বদর্চ্চনপরাস্ত্বয়ি সন্ন্যস্তবৃত্তয়ঃ। ৮৩। সর্ব্বানেতান্ময়া সার্দ্ধং নীত্বা তব পরং পদম্। পুনর্জ্জন্মভয়ং ঘোরং বিমোচয় নমোঽস্তু তে। ৮৪। তথেতি তস্যা বচনং প্রতিনন্দ্য মহেশ্বরঃ। তান্ সর্ব্বাংশ্চ তয়া সার্দ্ধং নিনায় পরমং পদম্। ৮৫। পরাশর উবাচ। নাট্যমণ্ডপিকাদাহে যৌ দ্বয়ং বিক্রতৌ পুরা। তত্রাবশিষ্টৌ তাবেব কুক্কুটো মর্কটস্তথা। ৮৬। কালেন নিধনং যাতো যস্তস্যা নাট্যমর্কটঃ। সোঽভূত্তব কুমারোঽসৌ কুক্কুটো মন্ত্রিণঃ সুতঃ। ৮৭। রুদ্রাক্ষধারণোদ্ভূতাৎ পুণ্যাৎ পূর্ব্বভবার্জ্জিতাৎ। কুলে মহতি সঞ্জাতৌ বর্ত্তেতে বালকাবিমৌ। ৮৮। পূর্ব্বাভ্যাসেন রুদ্রাক্ষান্ দধাতে শুদ্ধমানসৌ। অস্মিন্ জন্মনি তং লোকং শিবং সম্পূজ্য যাস্যতঃ।

পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইল। গণিকা সর্ব্বস্ব শিবভক্তকে দান করার পর সদাশিবকে মনে মনে ধ্যান করত সেই অগ্নি প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশোন্মুখী হইয়া অবস্থান করিল এবং ক্ষণকাল পরে সে সমিদ্ধ অগ্নিতে পতিত হইবে, এমন সময়ে বিশ্বাত্মা শম্ভু স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বপদার্পিতমানসা ঐ গণিকাকে নিবারণ করিলেন। গণিকা তখন অখিল-দেব, চন্দ্রকলাবতংস, কোটি শশাঙ্ক-সূর্য্যানলপ্রভ, ত্রিলোচনকে দর্শনপূর্ব্বক স্তম্ভিতা ও ভীতার ন্যায় হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ভগবান্ শম্ভু তখন তাহাকে বিহ্বলা, ত্রস্তা, বেপমানা, জড়ীভূতা, ও গলদশ্রু অবলোকন করত আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং তাহার করগ্রহণ করিয়া বলিলেন,—তোমার সত্য, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য ও আমার প্রতি অচলা ভক্তি নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্তই আমি বৈশ্যরূপে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমিই মায়াপ্রভাবে অগ্নি উত্থাপিত করিয়া তোমার নাট্যমণ্ডপ দগ্ধ করিয়াছিলাম। আমিই রত্নলিঙ্গ দগ্ধ করিয়া হুতাশনে প্রবেশ করিয়াছিলাম। বেশ্যাগণ ছলকারিণী, স্বেচ্ছাচারিণী এবং জনবঞ্চকী হয়; কিন্তু তুমি সত্যানুসরণ করিয়া আমার সহিত অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছ। অতএব আমি তোমাকে দেব-দুর্লভ ভোগ সকল প্রদান করিব। দীর্ঘায়ু, আরোগ্য ও প্রজোৎপত্তি যাহা তুমি কামনা কর, আমি তাহাই তোমাকে দিব। সূত বলিলেন,—পার্ব্বতীপতি গণিকার প্রতি এইরূপ বাক্য বলিলে গণিকা তাঁহাকে বলিল,—আমার স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে কুত্রাপি বাসনা নাই। আমি আপনার পাদস্পর্শ ব্যতীত অন্য আর কিছুই ইচ্ছা করি না। আমার এই ভৃত্য, দাসী ও অপরাপর বান্ধব সকলে আপনার অর্চ্চনা পরায়ণ হইয়াছে, এবং সকলেই আপনাতে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। হে দেব! আপনি এই সকলকে আমার সহিত আপনার শ্রীচরণে স্থান দিয়া ঘোর পুনর্জ্জন্ম-ভয় হইতে মুক্ত করুন; আপনাকে নমস্কার। ভগবান্ মহেশ্বর 'তথাস্তু' বাক্যে তাঁহার বাক্য অভিনন্দিত করিয়া তাহাদের সকলকেই পরমপদে নীত করিলেন। ৭২—৮৫। পরাশর বলিলেন,—রাজন্! ঐ গণিকার নাট্যমণ্ডপিকা-দাহকালীন দগ্ধাবশিষ্ট যে কুক্কুট ও মর্কট পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল, কালবশে নিধনপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত রুদ্রাক্ষধারণজনিত কর্ম্মফলে আপনার এই মহৎ কুলে ঐ বালকদ্বয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই নাট্যমর্কট আপনার পুত্র এবং সেই কুক্কুট মন্ত্রি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহারা পূর্ব্বজন্মাভ্যাস বশতঃ শুদ্ধমনে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিতেছে। ইহারা এই জন্মে শিবপূজা করিয়া শিবলোকে গমন করিবে। যেরূপে এই বালকদ্বয়ের

এষা প্রবৃত্তিস্তনয়োর্বালয়োঃ সমুদাহৃতা। কথা চ শিবভক্তায়া কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৯০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রুদ্রাক্ষমহিমবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং ব্রহ্মর্ষিণা প্রোক্তাং বাণীং পীযূষসন্নিভাম্। আকর্ণ্য মুদিতো রাজা প্রাঞ্জলিঃ পুনরব্রবীৎ ॥ ১ ॥ রাজোবাচ। অহো সৎসঙ্গমঃ পুংসামশেষাঘপ্রশোধনঃ। কামক্রোধনিহন্তা চ ইষ্টদোগ্ধা জনস্য হি ॥ ২ ॥ মম মায়াতমো নষ্টং জ্ঞানদৃষ্টিঃ প্রকাশিতা। তব দর্শনমাত্রেণ প্রায়োঽহমমরোত্তমঃ ॥ ৩ ॥ শ্রুতঞ্চ পূর্ব্বচরিতং বালয়োঃ সম্যগেতয়োঃ। ভবিষ্যদপি পৃচ্ছামি মৎপুত্রাচরণং মুনে ॥ ৪ ॥ অস্যায়ুঃ কতি বর্ষাণি ভাগ্যং বদ চ কীদৃশম্। বিদ্যা কীর্ত্তিশ্চ শক্তিশ্চ শ্রদ্ধা ভক্তিশ্চ কীদৃশী ॥ ৫ ॥ এতৎ সর্ব্বমশেষেণ মুনে ত্বং বক্তুমর্হসি। তব শিষ্যোঽস্মি ভৃত্যোঽস্মি শরণং ত্বাং গতোঽস্ম্যহম্ ॥ ৬ ॥ পরাশর উবাচ। অত্রাবাচ্যং হি যৎকিঞ্চিৎ কথং শক্নোমি শংসিতুম্। যচ্ছ্রুত্বা ধৃতিমন্তোঽপি বিষাদং প্রাপ্নুয়ুর্জনাঃ ॥ ৭ ॥ তথাপি নির্ব্ব্যলীকেন ভাবেন পরিপৃচ্ছতঃ। অবাচ্যমপি বক্ষ্যামি তব স্নেহান্মহীপতে ॥ ৮ ॥ অমুষ্য ত্বৎকুমারস্য বর্ষাণি দ্বাদশাত্যয়ুঃ। ইতঃ পরং প্রপদ্যেত সপ্তমে দিবসে মৃতিম্ ॥ ৯ ॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা কালকূটমিবোদিতম্। মূর্চ্ছিতঃ সহসা ভূমৌ পতিতো নৃপতিঃ শুচা ॥ ১০ ॥ তমুত্থাপ্য সমাশ্বাস্য স মুনিঃ করুণার্দ্রধীঃ। উবাচ মা ভৈর্নৃপতে পুনর্বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ১১ ॥ সর্গাৎ পুরা নিরালোকং যদেকং নিষ্কলং পরম্। চিদানন্দময়ং জ্যোতিঃ স আদ্যঃ কেবলঃ শিবঃ ॥ ১২ ॥ স এবাদৌ রজোরূপং সৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণমাত্মনা। সৃষ্টিকর্ম্মনিযুক্তায় তস্মৈ বেদাংশ্চ দত্তবান্ ॥ ১৩ ॥ পুনশ্চ দত্তবানীশ আত্মতত্ত্বৈকসংগ্রহম্। সর্ব্বোপনিষদাং সারং রুদ্রাধ্যায়ঞ্চ দত্তবান্ ॥ ১৪ ॥ যদেকমব্যয়ং সাক্ষাদ্ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্। শিবাত্মকং পরং তত্ত্বং রুদ্রাধ্যায়ে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥ স আত্মভূঃ স্বজন্বিশ্বং চতুর্ভি-

---

এইরূপ প্রবৃত্তি হইল, তাহা এবং শিব-ভক্তকথা কথিত হইল, অপর আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন? ৮৬—৯০।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

একবিংশ অধ্যায়

সূত বলিলেন,—রাজা ব্রহ্মর্ষির পীযূষ-পূরিত বাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি পুটে বলিলেন,—অহো! সৎসঙ্গ, জনগণের অশেষ-পাপনাশক, কামক্রোধনিহন্তা ও ইষ্টদায়ক। হে মুনে! আমার মায়াতম' বিনষ্ট হইয়া জ্ঞানালোক প্রকাশিত হইয়াছে। আমি আপনার দর্শনমাত্রেই যেন অমরোত্তম হইয়াছি। হে মুনে! আমি আমার পুত্রদ্বয়ের পূর্ব্বচরিত জ্ঞাত হইলাম; কিন্তু ইদানীং মৎপুত্রের ভবিষ্য চরিত শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি ইহার আয়ু, ভাগ্য, বিদ্যা, কীর্ত্তি, শক্তি, শ্রদ্ধা, ও ভক্তি কি প্রকার তাহা বলুন। আমি আপনার শিষ্য ও ভৃত্যস্বরূপ; আমি আপনার শরণ লইলাম। পরাশর বলিলেন,—এ বিষয়ের কিঞ্চিদপি বক্তব্য নহে, অতএব কি প্রকারে ইহা বলিব? ধৃতিমান্ ব্যক্তিও ইহা শুনিয়া বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তথাপি আমি স্নেহবশত ঐ সকল অনাখ্যেয় হইলেও বলিতেছি। হে মহীপতে! আপনার পুত্রের যেমন দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইবে; অমনি সে সপ্ত দিবসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। মুনির এইরূপ কালকূটোপম বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক নৃপতি সহসা শোকে অধীর হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন এবং অবিলম্বে ভূতলে পতিত হইলেন। মুনি তখন করুণার্দ্রহৃদয়ে তাঁহাকে সমাশ্বাসিত করিয়া উত্থাপিত করিলেন এবং বলিলেন,—হে নৃপতে! শোক করিবেন না, আমি আপনার হিতকর বাক্য বলিতেছি। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন নিরালোক অবস্থা হয়, তখন যে এক নিষ্কল পরম চিদানন্দ জ্যোতিঃ অবস্থান করেন; তিনিই আদ্য কেবল শিব। তিনিই আদি সৃষ্টিকালে রজোরূপ ব্রহ্মাকে স্বীয় দেহ হইতে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে সৃষ্টিকার্য্যে নিয়োগ পূর্ব্বক বেদপ্রদান করেন। ১—১৩। পুনরায় তিনি তাঁহাকে আত্মতত্ত্বৈকসংগ্রহ সর্ব্বোপনিষদের সার রুদ্রাধ্যায় প্রদান করেন। ঐ রুদ্রাধ্যায়ে একমাত্র অব্যয়

র্বদনৈর্বিরাট্‌। সসর্জ্জ বেদাংশ্চতুরো লোকানাং স্থিতিহেতবে॥ ১৬ ॥ তত্রায়ং যজুষাং মধ্যে ব্রহ্মণো দক্ষিণামুখাৎ। অশেষোপনিষৎসারো রুদ্রাধ্যায়ঃ সমুদ্গতঃ॥ ১৭॥ স এব মুনিভিঃ সর্ব্বৈর্মরীচ্যত্রিপুরোগমৈঃ। সহ দেবৈর্ধৃতস্তেভ্যস্তচ্ছিষ্যা জগৃহুশ্চ তম্॥ ১৮॥ তচ্ছিষ্যশিষ্যৈস্তৎপুত্রৈস্তৎপুত্রৈশ্চ ক্রমাগতৈঃ। ধৃতো রুদ্রাত্মকঃ সোঽয়ং বেদসারঃ প্রসাদিতঃ॥ ১৯॥ এষ এব পরো মন্ত্র এষ এব পরং তপঃ। রুদ্রাধ্যায়জপঃ পুংসাং পরং কৈবল্যসাধনম্॥ ২০॥ মহাপাতকিনঃ প্রোক্তা উপপাতকিনশ্চ যে। রুদ্রাধ্যায়জপাৎ সদ্যস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ২১॥ ভূয়োঽপি ব্রহ্মণা সৃষ্টাঃ সদসন্মিশ্রযোনয়ঃ। দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদ্যাস্ততঃ সম্পূরিতং জগৎ॥ ২২॥ তেষাং কর্ম্মাণি সৃষ্টানি স্বজন্মানুগুণানি চ। লোকাস্তেষু প্রবর্ত্তন্তে ভুঞ্জতে চৈব তৎফলম্॥ ২৩॥ লোকসৃষ্টিপ্রবাহার্থং স্বয়মেব প্রজাপতিঃ। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সসর্জ্জাগ্রেস্ববক্ষঃপৃষ্ঠভাগতঃ॥ ২৪ ॥ ধর্ম্মমেবানুতিষ্ঠন্তঃ পুণ্যং বিন্দন্তি তৎফলম্। অধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্তস্তে পাপফলভোগিনঃ॥ ২৫॥ পুণ্যকর্ম্মফলং স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। তয়োর্দ্বাবধিপৌ ধাত্রা কৃতৌ শতমখান্তকৌ॥ ২৬॥ কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মদমানাদয়ঃ পরে। অধর্ম্মস্য সুতা আসন্ সর্ব্বে নরকনায়কাঃ॥ ২৭॥ গুরুতল্পঃ সুরাপানং তথান্যঃ পুল্কসীগমঃ। কামস্য তনয়া হ্যেতে প্রধানাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ২৮॥ ক্রোধাৎ পিতৃবধো জাতস্তথা মাতৃবধঃ পরঃ। ব্রহ্মহত্যা চ কন্যৈকা ক্রোধস্য তনয়া অমী॥ ২৯॥ দেবস্বহরণঞ্চৈব ব্রহ্মস্বহরণস্তথা। স্বর্ণস্তেয় ইতি হ্যেতে লোভস্য তনয়াঃ স্মৃতাঃ॥ ৩০॥ এতানাহূয় চাণ্ডালান্ যমঃ পাতকনায়কান্। নরকস্য বিবৃদ্ধ্যর্থমাধিপত্যং চকার হ॥ ৩১॥ তে যমেন সমাদিষ্টা নব পাতকনায়কাঃ। তে সর্ব্বে সঙ্গতা ভূয়ো ঘোরাঃ পাতকনায়কাঃ॥ ৩২॥ নরকান্ পালয়ামাসুঃ স্বভৃত্যৈশ্চোপপাতকৈঃ। রুদ্রাধ্যায়ে ভুবি প্রাপ্তে সাক্ষাৎ কৈবল্যসাধনে॥৩৩॥ ভীতাঃ প্রদুদ্রুবুঃ সর্ব্বে তেঽমী পাতকনায়কাঃ। যমং বিজ্ঞাপয়ামাসুঃ সহান্যৈরুপপাতকৈঃ॥ ৩৪ ॥ জয় দেব মহারাজ বয়ং হি তব কিঙ্করাঃ। নরকস্য বিবৃদ্ধ্যর্থং সাধিকারাঃ কৃতাস্ত্বয়া॥ ৩৫ ॥ অধুনা

সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্যোতি সনাতন শিবাত্মক পরম তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে! আত্মভূ বিশ্ব সৃজন করিতে করিতে লোকহিতের জন্ত তাঁহার চারি মুখে চারি বেদ সৃজন করিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার দক্ষিণ-মুখ-নিঃসৃত যজুর্ব্বেদ হইতে অশেষ উপনিষৎসার এই রুদ্রাধ্যায় সমুৎপন্ন হইল। এই রুদ্রাধ্যায় মরীচ্যত্রিপ্রমুখ মুনিগণ দেবগণের সহিত ধারণ করেন। তাহার পর তাঁহাদের শিষ্যগণ তৎপরে তৎশিষ্য, তৎশিষ্য, তৎপুত্র, তৎপুত্র এই ক্রমে সেই বেদসার রুদ্রাত্মক রুদ্রাধ্যায় ধৃত হইয়া আসিতেছে। এই রুদ্রাধ্যায়ই পরম মন্ত্র, পরম তপ, পরম জপ, ও কৈবল্যসাধন। যাহারা মহাপাতকী, বা উপপাতকী, তাহারা রুদ্রাধ্যায় জপ করিয়া পরা গতি লাভ করিয়া থাকে। পুনরায় বিধাতা দেব, তির্য্যক্, মনুষ্যাদি বিবিধ সদসৎ মিশ্র যোনি সৃজন করিলেন। তাহাতেই এই জগৎ পরিপূর্ণ হইল। বিধাতা জন্মানুরূপ তাহাদের কর্ম্মও সৃজন করিয়াছেন। লোক সকল ঐ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয় এবং তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে। স্বয়ং প্রজাপতি লোকসৃষ্টিপ্রবাহের নিমিত্ত নিজের বক্ষ ও পৃষ্ঠভাগ হইতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সৃজন করিয়াছেন। ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম-ফল পুণ্য লাভ করিয়া থাকেন; আর অধর্ম্মাচারী ব্যক্তিগণ অধর্ম্মের ফল পাপ ভোগ করিয়া থাকে। পুণ্যকর্ম্মের ফল স্বর্গ; আর অপুণ্য কর্ম্মের ফল নরক। বিধাতা দেবরাজ ও প্রেতরাজকে এতদ্দুয়ের অধিপতি করিয়াছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মান প্রভৃতি অধর্ম্মের পুত্র ও নরকের প্রাপক। গুরুতল্পগমন, সুরাপান, ও পুল্কসীগমন, ইহারা কামের তনয়। ক্রোধ হইতে পিতৃবধ ও মাতৃবধ জন্মিয়া থাকে। ব্রহ্মহত্যা ক্রোধের কন্যা; এই সকল ক্রোধ-সন্তান। দেবস্বহরণ, ব্রহ্মস্বহরণ, স্বর্ণস্তেয়, ইহারা লোভ-তনয়। যম এই সকল পাতকনায়ক চণ্ডালদিগকে আহ্বান করিয়া ইহাদের উপর আধিপত্য করেন। ১৪—৩১। এই ঘোর নবসংখ্যক পাতক-নায়ক সমবেত হইয়া স্বভৃত্য উপপাতকদিগের সহিত যমাদেশে নরক পালন করিয়া থাকে। সাক্ষাৎ কৈবল্যসাধন রুদ্রাধ্যায় মর্ত্ত্যলোকে প্রকাশিত হইলে উপপাতকগণের সহিত ইহারা সভয়ে পলায়ন করিয়া যম-সন্নিধানে গিয়া নিবেদন করিল,—হে মহারাজ! আপনার জয় হোক। আমরা আপনার কিঙ্কর। নরক-বৃদ্ধির

বর্ত্তিতুং লোকে ন শক্তাঃ স্মো বয়ং প্রভো। রুদ্রাধ্যায়াম্বুভাবেন নির্দ্দগ্ধাশ্চৈব বিদ্রুতাঃ॥ ৩৬॥ গ্রামে গ্রামে নদীকূলে পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ। রুদ্রজাপ্যে তু পর্য্যাপ্তে কথং লোকে চরেমহি॥৩৭॥ প্রায়শ্চিত্ত-সহস্রং বৈ গণয়ামো ন কিঞ্চন। রুদ্রজাপ্যাক্ষরাণ্যেব সোঢ়ুং বত ন শক্নুমঃ॥ ৩৮॥ মহাপাতকমুখ্যানা-মস্মাকং লোকঘাতিনাম্। রুদ্রজাপ্যং ভয়ং ঘোরং রুদ্রজাপ্যং মহদ্বিষম্॥ ৩৯॥ অতো দুর্ব্বিষহং ঘোরমস্মাকং ব্যসনং মহৎ। রুদ্রজাপ্যেন সম্প্রাপ্ত-মপনেতুং ত্বমর্হসি॥ ৪০॥ ইতি বিজ্ঞাপিতঃ সাক্ষাদ্যমঃ পাতকনায়কৈঃ। ব্রহ্মণোঽন্তিকমাসাদ্য তস্মৈ সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ॥ ৪১॥ দেবদেব জগন্নাথ ত্বামেব শরণং গতঃ। ত্বয়া নিযুক্তো মর্ত্ত্যানাং নিগ্রহে পাপকারিণাম্॥ ৪২॥ অধুনা পাপিনো মর্ত্ত্যা ন সন্তি পৃথিবীতলে। রুদ্রাধ্যায়েন নিহতং পাতকানাং মহৎ কুলম্॥৪৩॥ পাতকানাং কুলে নষ্টে নরকাঃ শূন্যতাং গতাঃ। নরকে শূন্যতাং যাতে মম রাজ্যং হি নিষ্ফলম্॥ ৪৪॥ তস্মাত্ত্বয়ৈব ভগবন্নুপায়ং পরিচিন্ত্যতাম্। যথা মে ন বিহন্যেত স্বামিত্বং মর্ত্ত্যদেহিনাম্॥ ৪৫॥ ইতি বিজ্ঞাপিতো ধাতা যমেন পরিখিদ্যতা। রুদ্রজাপ্যবিঘাতার্থমুপায়ং পর্য্য-কল্পয়ৎ॥ ৪৬॥ অশ্রদ্ধাঞ্চৈব দুর্ম্মেধামবিদ্যায়াঃ সুতে উভে। শ্রদ্ধামেধাবিঘাতিন্যৌ মর্ত্ত্যেষু পর্য্যচোদয়ৎ॥৪৭॥ তাভ্যাং বিমোহিতে লোকে রুদ্রাধ্যায়পরাঙ্মুখে। যমঃ স্বস্থানমাসাদ্য কৃতার্থ ইব সোঽভবৎ॥ ৪৮॥ পূর্ব্বজন্মকৃতৈঃ পাপৈর্জায়ন্তেঽল্পায়ুষো জনাঃ। তানি পাপানি নশ্যন্তি রুদ্রং জপতাং নৃণাম্॥ ৪৯॥ ক্ষীণেষু সর্ব্বপাপেষু দীর্ঘমায়ুর্বলং ধৃতিঃ। আরোগ্যং জ্ঞানমৈশ্বর্য্যং বর্দ্ধতে সর্ব্বদেহিনাম্॥ ৫০॥ রুদ্রা-ধ্যায়েন যে দেবং স্নাপয়ন্তি মহেশ্বরম্। তজ্জলৈঃ কুর্ব্বতঃ স্নানং তে মৃত্যুং সন্তরন্তি চ॥ ৫১॥ রুদ্রা-ধ্যায়াভিজপ্তেন স্নানং কুর্ব্বন্তি যেঽম্ভসা। তেষাং তেষাং মৃত্যুভয়ং নাস্তি শিবলোকে মহীয়তে॥ ৫২॥ শতরুদ্রাভিষেকেণ শতায়ুর্জায়তে নরঃ। অশেষ-পাপনির্ম্মুক্তঃ শিবস্য দয়িতো ভবেৎ॥ ৫৩॥ এবং

নিমিত্ত আপনি আমাদিগকে অধিকার প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমরা অধুনা আর জীব-লোকে তিষ্ঠিতে পারিতেছি না। আমরা রুদ্রা-ধ্যায়ের প্রভাবে দগ্ধ হইয়া পলায়নপরায়ণ হই-য়াছি। গ্রামে গ্রামে নদীকূলে পুণ্যায়তন সকলে পর্য্যাপ্তরূপে রুদ্রাধ্যায় পঠিত হইতেছে; আমরা আর কিরূপে জীবলোকে বিচরণ করি? আমরা সহস্র প্রায়শ্চিত্তকেও গণনা করি না; কিন্তু রুদ্রা-ধ্যায়ের একটী অক্ষর সহ্য করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা লোকঘাতী, মহাপাতক-মুখ্য রুদ্রাধ্যায় আমাদের মহৎ ভয় ও মহাশত্রু। এই রুদ্রাধ্যায় হইতে আমাদের ঘোর দুর্ব্বিষহ ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। আপনি আমাদের এই ব্যসন অপনয়ন করুন। পাতক-নায়কগণ কর্ত্তৃক এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া যম ব্রহ্মসমীপে গমন-পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন,—হে দেবদেব জগন্নাথ! আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। আপনি আমাকে পাপী মর্ত্ত্যবাসীদিগের নিগ্রহের নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু অধুনা আর পৃথিবীতলে পাপী নাই। রুদ্রাধ্যায় দ্বারা পাতকদিগের মহৎ কুল বিনষ্ট হইয়াছে। পাতকদিগের কুল নষ্ট হওয়ায় নরক শূন্য হইয়াছে। সুতরাং আমার রাজ্য বিড়ম্বনাময় হইয়া উঠিয়াছে! হে দেব! যাহাতে মর্ত্ত্যবাসীদিগের উপর আমার প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, এরূপ উপায় করিয়া দিন। যম দুঃখিত হইয়া বিধাতাকে এইরূপ জানাইলে তিনি রুদ্রাধ্যায়-বিঘাতের নিমিত্ত এক উপায় কল্পনা করিলেন,—তিনি অশ্রদ্ধা ও দুর্ম্মেধাকে সৃজন করি-লেন। ইহারা দুইজন অবিদ্যার কন্যা ও শ্রদ্ধা-মেধা-বিঘাতিনী। বিধাতা ইহাদিগকে মর্ত্ত্যধামে প্রেরণ করিলেন। তাহারা জীবলোকে আগমন করিয়া লোকসকলকে বিমোহিত করিল। তাহার ফলে জনগণ আর রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিল না। যম কৃতার্থ হইয়া আবার স্বস্থান অধিকার করিলেন। পূর্ব্বজন্ম-কৃত পাপের ফলে জনগণ অল্পায়ু হইয়া থাকে। রুদ্রাধ্যায় জপ করিলে সেই সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। পাপ ক্ষয় হইলেই দেহিগণের দীর্ঘায়ু, বল, ধৃতি, আরোগ্য, জ্ঞান, ও ঐশ্বর্য্য বৰ্দ্ধিত হয়।৩২—৫০। যাহারা রুদ্রা-ধ্যায় পাঠ করিয়া মহেশ্বরকে স্নান করায় এবং ঐ জলে স্বয়ং স্নান করে তাহারা মৃত্যুর হাত হইতে এড়াইতে পারে; যাহারা রুদ্রাধ্যায় জপ করিয়া স্নান করে, তাহা-দের মৃত্যুভয় থাকে না। তাহারা শিবলোকে পূজিত হয়। শতরুদ্রিয় পাঠে অভিষিক্ত হইলে মানব শতায়ু হয় এবং অশেষ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শিবপ্রিয় হইয়া থাকে। হে রাজন্!

রুদ্রাবৃত্তস্নানং করোতু তব পুত্রকঃ। দশবর্ষসহস্রাণি মোদতে ভুবি শক্রবৎ ॥ ৫৪ ॥ অব্যাহতবলৈশ্বর্য্যো হতশত্রুর্নিরাময়ঃ। নির্ধুতাখিলপাপৌঘঃ শাস্তা রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৫৫ ॥ বিপ্রা বেদবিদঃ শান্তাঃ কৃতিনঃ শংসিতব্রতাঃ। জ্ঞানযজ্ঞতপোনিষ্ঠাঃ শিবভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ৫৬ ॥ রুদ্রাধ্যায়জপং সম্যক্কুর্ব্বন্তু বিমলাশয়াঃ। তেষাং জপানুভাবেন সদ্যঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৫৭ ॥ ইত্যুক্তবন্তং নৃপতির্ম্মহামুনিং, তমেব বব্রে প্রথমং ক্রিয়াগুরুম্। অথাপরাংস্ত্যক্তধনাশয়ান্মুনীনাবাহয়ামাস সহস্রশঃ ক্ষণাৎ ॥ ৫৮ ॥ তে বিপ্রাঃ শান্তমনসঃ সহস্রপরিসম্মিতাঃ। কলসানাং শতং স্থাপ্য পুণ্যবৃক্ষরসৈর্যুতম্ ॥ ৫৯ ॥ রুদ্রাধ্যায়েন সংস্থাপ্য তমুর্ব্বীপতিপুত্রকম্। বিধিবৎ স্নাপয়ামাসুঃ সম্প্রাপ্তে সপ্তমে দিনে ॥ ৬০ ॥ স্নাপ্যমানো মুনিজনৈঃ স রাজন্তকুমারকঃ। অকস্মাদেব সন্ত্রস্তঃ ক্ষণং মূর্চ্ছামবাপ হ ॥ ৬১ ॥ সহসৈব প্রবুদ্ধোঽসৌ মুনিভিঃ কৃতরক্ষণঃ। প্রোবাচ কশ্চিৎপুরুষো দণ্ডহস্তঃ সমাগতঃ ॥৬২॥ মাং প্রহর্ত্তুং কৃতমতির্ভীমদণ্ডো ভয়ানকঃ। সোঽপি চাষ্টৈর্মহাবীরৈঃ পুরুষৈরভিতাড়িতঃ ॥ ৬৩ বদ্ধা পাশেন মহতা দূরং নীত ইবাভবৎ। এতাবদহমদ্রাক্ষং ভবদ্ভিঃ কৃতরক্ষণঃ ॥ ৬৪ ॥ ইত্যুক্তবন্তং নৃপতেস্তনুজং দ্বিজসত্তমাঃ। আশীর্ভিঃ পূজয়ামাসুর্ভয়ং রাজ্ঞে ন্যবেদয়ন্ ॥ ৬৫ ॥ অথ সর্ব্বানৃষীন্ শ্রেষ্ঠান্ দক্ষিণাভির্নৃপোত্তমঃ। পূজয়িত্বা বরান্নেন ভোজয়িত্বা চ ভক্তিতঃ ॥ প্রতিগৃহ্যাশিষস্তেষাং মুনীনাং ব্রহ্মবাদিনাম্। ভক্ত্যা বন্ধুজনৈঃ সার্দ্ধং সভায়াং সমুপাবিশৎ ॥ ৬৭ ॥ তস্মিন্ সমাগমে বীরে মুনিভিঃ সহ পার্থিবে। আজগাম মহাযোগী দেবর্ষির্নারদঃ স্বয়ম্ ॥৬৮॥ তমাগতং প্রেক্ষ্য গুরুং মুনীনাং সার্দ্ধং সদস্যৈরখিলৈর্ম্মুনীন্দ্রৈঃ। প্রণম্য ভক্ত্যা বিনিবেশ্য পীঠে কৃতোপচারং নৃপতির্ব্বভাষে ॥ ৬৯ ॥ রাজোবাচ। দৃষ্টং কিমস্তি তে ব্রহ্মংস্ত্রিলোক্যাং কিঞ্চিদদ্ভুতম্। তন্নো ব্রূহি বয়ং সর্ব্বে ত্বদ্বাক্যামৃতলালসাঃ ॥ ৭০ ॥ নারদ উবাচ। অদ্য চিত্রং মহদ্দৃষ্টং ব্যোম্নোঽবতরতা ময়া। তচ্ছৃণুষ্ব মহারাজ সহৈভির্ম্মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ ৭১ ॥ অদ্য মৃত্যুরিহায়াতো নিহন্তুং তব পুত্রকম্। দণ্ডহস্তো দুরাধর্ষো

তোমার পুত্র শতরুদ্রিয়াভিমন্ত্রিতজলে স্নান করুক, তাহা হইলে এ শক্রের ন্যায় দশবর্ষসহস্র ভূতলে সানন্দে বাস করিতে পরিবে; উহার বল ও ঐশ্বর্য্য অব্যাহত হইবে; শত্রু নাশ হইবে; সে অরোগী হইবে; তাঁহার অখিল পাপ বিনষ্ট হইবে এবং সে নিষ্কণ্টকে রাজ শাসন করিবে। বেদবিৎ, শান্ত, কৃতী, সংশিতব্রত, জ্ঞান-যজ্ঞ-তপোনিষ্ঠ ও শিবভক্তি-পরায়ণ বিমলাশয় বিপ্রগণ সম্যক্‌রূপে রুদ্রাধ্যায় পাঠ করুন। তাঁহারা পাঠ করিলেই আপনার পুত্রের শ্রেয়োলাভ হইবে। মুনি এই কথা বলিলে নৃপতি প্রথমতঃ তাঁহাকেই ক্রিয়াগুরুরূপে বরণ করিলেন। পরে তিনি ত্যক্ত-ধনাশয় সহস্র মুনিকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক আনয়ন করিলেন। ঐ সহস্র-সংখ্যক শান্তচিত্ত মুনি শত কলস স্থাপনপূর্ব্বক তাহা পুণ্য বৃক্ষ-রসে পূরিত করত রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিতে করিতে ঐ জলে নরপতির পুত্রকে তাহার মৃত্যুর নির্দ্দিষ্ট দিনে স্নান করাইতে লাগিলেন। তাঁহারা স্নান করাইতেছেন, এমন সময়ে রাজকুমার অকস্মাৎ সন্ত্রস্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন এবং মুনিগণ তাঁহাকে রক্ষা করিতে থাকিলে তিনি সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, যেন এক ভীমদণ্ড ভয়ানক পুরুষ আমার নিকটে আসিয়া আমাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইতেছিলেন, এমন সময় কতিপয় মহাবীর পুরুষ আসিয়া ঐ দণ্ডহস্ত বিকট পুরুষকে তাড়িত করিল এবং পাশ দ্বারা তাহাকে বন্ধন করিয়া দূরে লইয়া গেল। আমি এইরূপ দর্শন করিলাম। ভাগ্যে আপনারা আমায় রক্ষা করিতেছেন! রাজপুত্র এই কথা বলিলে দ্বিজসত্তমগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বচন দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিয়া রাজপুত্রের ভয়ের কথা রাজাকে নিবেদন করিলেন। নৃপসত্তম ঋষিশ্রেষ্ঠ-গণকে যথোচিত দক্ষিণা দান করিয়া তাঁহাদের যথাবিধি পূজা করিলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট অন্নাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে ভোজন করাইলেন। তিনি ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মবাদী মুনিগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বন্ধুবর্গের সহিত সভামধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। মুনিগণ-পরিবেষ্টিত পার্থিব সভামণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন, ইত্যবসরে মহাযোগী দেবর্ষি নারদ তথায় আগমন করিলেন। তাঁহাকে সমাগত দর্শন করিয়া নৃপতি,—মুনিগণ ও অপরাপর সদস্যগণের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে যথাযথ প্রণিপাতপূর্ব্বক উপযুক্ত আসন প্রদান করত জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেব! আপনি ত্রৈলোক্যে কি অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিয়াছেন, তাহা বলুন, আমরা আপনার বাক্যামৃত পান করিবার জন্য নিতান্ত লুব্ধ হইয়াছি। ৫১—৭০। নারদ বলিলেন, অদ্য আমি আকাশপথে অবতরণ করিতে করিতে এক অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিলাম। আপনারা তাহা

লোকমুদ্বাধয়ন্ সদা॥ ৭২॥ ঈশ্বরোঽপি বিদিত্বৈনং স্বৎপুত্রং হন্তুমাগতম্। সহৈব পার্ষদৈঃ কশ্চিদ্বীরভদ্রমচোদয়ৎ॥ ৭৩॥ স আগত্য হঠান্মৃত্যুং ত্বৎপুত্রং হন্তুমাগতম্। গৃহীত্বা সুদৃঢ়ং বদ্ধা দণ্ডেনাভ্যহনক্রুধা॥ ৭৪॥ তং নীয়মানং জগদীশসন্নিধিং শীঘ্রং বিদিত্বা ভগবান্ যমঃ স্বয়ম্। কৃতাঞ্জলির্দেব জয়েত্যুদীরয়ন্ প্রণম্য মূর্দ্ধ্না নিজগাদ শূলিনম্॥ ৭৫॥ যম উবাচ। দেবদেব মহারুদ্র বীরভদ্র নমোঽস্তু তে। নিরাগসি কথং মৃত্যৌ কোপস্তব সমুত্থিতঃ॥ ৭৬॥ নিজকর্ম্মানুবন্ধেন রাজপুত্রং গতায়ুষম্! প্রহর্ত্তুমুদ্যতে মৃত্যৌ কোঽপরাধো বদ প্রভো॥ ৭৭॥ বীরভদ্র উবাচ। দশবর্ষসহস্রায়ুঃ স রাজতনয়ঃ কথম্। বিপত্তিমস্তমায়াতি রুদ্রস্নানহতাশুভঃ॥ ৭৮॥ অস্তি চেত্তব সন্দেহো মদ্বাক্যেঽপ্যনিবারিতে। চিত্রগুপ্তং সমাহূয় প্রষ্টব্যোঽদ্যৈব মা চিরম্॥ ৭৯॥ নারদ উবাচ। অথাহূতশ্চিত্রগুপ্তো যমেন সহসাগতঃ। আয়ুঃপ্রমাণং ত্বৎসূনোঃ পরিপৃষ্টঃ স চাব্রবীৎ॥ ৮০॥ দ্বাদশাব্দঞ্চ তস্যায়ুরিত্যুক্তাথ বিমৃশ্য চ পুনর্লেখ্যগতং প্রাহ সং বর্ষাযুতজীবিতম্॥ ৮১॥ অথ ভীতো যমো রাজা বীরভদ্রং প্রণম্য চ। কথঞ্চিন্মোচয়ামাস মৃত্যুং দুর্ব্বারবন্ধনাৎ॥ ৮২॥ বীরভদ্রেণ মুক্তোঽথ যমোঽগান্নিজমন্দিরম্। বীরভদ্রশ্চ কৈলাসমহং প্রাপ্তস্তবান্তিকম্॥ ৮৩॥ অতস্তব কুমারোঽয়ং রুদ্রজাপ্যানুভাবতঃ। মৃত্যোর্ভয়ং সমুত্তীর্য্য সুখী জাতোঽযুতং সমাঃ॥ ৮৪॥ ইত্যুক্ত্বা নৃপমামন্ত্র্য নারদে ত্রিদিবং গতে। বিপ্রাঃ সর্ব্বে প্রমুদিতাঃ স্বং স্বং জগ্মুরথাশ্রমম্॥ ৮৫॥ ইত্থং কাশ্মীরনৃপতী রুদ্রাধ্যায়প্রভাবতঃ। নিস্তীর্য্যাশেষদুঃখানি কৃতার্থোঽভূৎ সপুত্রকঃ॥ ৮৬॥ যে কীর্ত্তয়ন্তি মনুজাঃ পরমেশ্বরস্য মাহাত্ম্যমেতদথ কর্ণপুটৈঃ পিবন্তি তে জন্মকোটিকৃতপাপগণৈর্ব্বিমুক্তাঃ শান্তাঃ প্রয়ান্তি পরমং পদমিন্দুমৌলেঃ॥ ৮৭॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রুদ্রাধ্যায়মহিমবর্ণনং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

শ্রবণ করুন। অদ্য দণ্ডহস্ত দুরাধর্ষ সদালোকপীড়ক যম আপনার পুত্রকে নিহত করিবার জন্য এই স্থানে আগমন করিয়াছিল। দেবদেব ঈশ্বর তাহা জানিতে পারিয়া কতিপয় পারিষদের সহিত বীরভদ্রকে প্রেরণ করেন। বীরভদ্র আসিয়াই মৃত্যুকে আপনার পুত্রের প্রতি প্রহারোদ্যত দেখিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন-পূর্ব্বক সক্রোধে দণ্ড দ্বারা প্রহার করিতে করিতে তাহাকে জগদীশ মহাদেবের নিকট ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া ভগবান্ যম স্বয়ং আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে "দেব! জয় জয়" ইত্যাদি বাক্যে বীরভদ্রের স্তব করত মস্তক দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন,—হে দেবদেব মহারুদ্র বীরভদ্র! আপনাকে নমস্কার। হে দেব! এই নিরপরাধ মৃত্যুর উপর কিজন্য আপনি কোপ করিলেন? এ নিজের কর্ম্মানুরোধে গতায়ু রাজপুত্রকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এর অপরাধ কি প্রভো! তাহা বলুন। বীরভদ্র বলিলেন,—সেই রাজপুত্র রুদ্রাধ্যায় জপ দ্বারা স্নাপিত হওয়ায় তাঁহার পরমায়ু হইয়াছে,—দশ সহস্র বৎসর। এ সময় তাঁহার এ বিপদ্ কেন? আমার বাক্যে যদি তোমার সন্দেহ হয়, তাহা হইলে তুমি অবিলম্বে চিত্রগুপ্তকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর। নারদ বলিলেন,—তৎক্ষণাৎ যম চিত্রগুপ্তকে আহ্বান করিলেন, চিত্রগুপ্ত আসিলেন। যম তাঁহাকে রাজপুত্রের পরমায়ু কত, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। চিত্রগুপ্ত প্রথমত দ্বাদশ বৎসর বলিয়া তার পর বিশেষ বিবেচনার সহিত পুস্তকের লেখা পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক বলিলেন, রাজপুত্রের পরমায়ু অযুত বৎসর। তখন যমরাজ ভীত হইয়া বীরভদ্রকে প্রণাম-পূর্ব্বক বহু অনুনয়বিনয়ে মৃত্যুকে তাঁহার দুর্ব্বার বন্ধন হইতে মোচিত করিলেন। মৃত্যু মুক্ত হইল। যম নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। বীরভদ্র কৈলাসে গেলেন। আর আমি এই আপনার এখানে আসিতেছি। ফলতঃ আপনার পুত্র রুদ্রাধ্যায় জপের ফলে মৃত্যু-কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অযুতবর্ষ পরমায়ু লাভ করিয়াছে। এই কথা বলিয়া দেবর্ষি নারদ ত্রিদিবধামে গমন করিলেন। এদিকে বিপ্রগণও বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব আশ্রমে উপনীত হইলেন। কাশ্মীর নৃপতি এইরূপে রুদ্রাধ্যায়মাহাত্ম্যে অশেষ দুঃখ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া পুত্রের সহিত কৃতার্থ হইলেন। যে সকল মানব পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও কর্ণে শ্রবণ করে, তাহারা কোটিজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। এবং শিবতমঃ পন্থাঃ শিবেনৈব প্রদর্শিতঃ। নৃণাং সংসৃতিবদ্ধানাং সদ্যো মুক্তিকরঃ পরঃ॥ ১॥ অথ দুর্মেধসাং পুংসাং বেদেষ্বনধিকারিণাম্। স্ত্রীণাং দ্বিজাতিবন্ধূনাং সর্ব্বেষাঞ্চ শরীরিণাম্॥ ২॥ এষ সাধারণঃ পন্থাঃ সাক্ষাৎ কৈবল্যসাধনঃ। মহামুনিজনৈঃ সেব্যো দেবৈরপি সুপূজিতঃ॥ ৩॥ যৎকথাশ্রবণং শম্ভোঃ সংসারভয়নাশনম্। সদ্যোমুক্তিকরং শ্লাঘ্যং পবিত্রং সর্ব্বদেহিনাম্॥ ৪॥ অজ্ঞানতিমিরান্ধানাং দীপোঽয়ং জ্ঞানসিদ্ধিদঃ। ভবরোগনিবদ্ধানাং সুসেব্যং পরমৌষধম্॥ ৫॥ মহাপাতকশৈলানাং বজ্রঘাতসুদারুণম্। ভর্জ্জনং কর্ম্মবীজানাং সাধনং সর্ব্বসম্পদাম্॥ ৬॥ যে শৃণ্বন্তি সদা শম্ভোঃ কথাং ভুবনপাবনীম্। তে বৈ মনুষ্যা লোকেঽস্মিন্ রুদ্রা এব ন সংশয়ঃ॥ ৭॥ শৃণ্বতাং শূলিনো গাথাং তথা কীর্ত্তয়তাং সতাম্। তেষাং পাদরজাংস্যেব তীর্থানি মুনয়ো জগুঃ॥ ৮॥ তস্মাদ্বিঃশ্রেয়সং গন্তুং যেঽভিবাঞ্ছন্তি দেহিনঃ। তে শৃণ্বন্তু সদা ভক্ত্যা শৈবীং পৌরাণিকীং কথাম্॥ ৯॥ যদ্যশক্তঃ সদা শ্রোতুং কথাং পৌরাণিকীং নরঃ। মুহূর্ত্তং বাপি শৃণুয়ান্নিয়তাত্মা দিনেদিনে॥ ১০॥ অথ প্রতিদিনং শ্রোতুমশক্তো যদি মানবঃ। পুণ্যমাসেষু বা পুণ্যে দিনে পুণ্যতিথিষ্বপি॥ ১১॥ যঃ শৃণোতি কথাং রম্যাং পুরাণৈঃ সমুদীরিতাম্। স নিস্তরতি সংসারং দগ্ধ্বা কর্ম্মমহাটবীম্॥ ১২॥ মুহূর্ত্তং বা তদর্দ্ধং বা ক্ষণং বা পাবনীং কথাম্। যে শৃণ্বন্তি সদা ভক্ত্যা ন তেষামস্তি দুর্গতিঃ॥ ১৩॥ যৎ ফলং সর্ব্বযজ্ঞেষু সর্ব্বদানেষু যৎ ফলম্। সকৃৎ পুরাণশ্রবণাত্তৎ ফলং বিন্দতে নরঃ॥ ১৪॥ কলৌ যুগে বিশেষেণ পুরাণশ্রবণাদৃতে। নাস্তি ধর্ম্মঃ পরঃ পুংসাং নাস্তি মুক্তিপথঃ পরঃ॥ ১৫॥ পুরাণশ্রবণাচ্ছম্ভোর্নাস্তি সংকীর্ত্তনং পরম্। অত এব মনুষ্যাণাং কল্পদ্রুমমহাফলম্॥ ১৬॥ কলৌ হীনায়ুষো মর্ত্ত্যা দুর্ব্বলাঃ শ্রমপীড়িতাঃ। দুর্মেধসো দুঃখভাজো ধর্ম্মাচারবিবর্জ্জিতাঃ॥ ১৭॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য কৃপয়া ভগবান্ বাদরায়ণঃ। হিতায় তেষাং বিদধে পুরাণাখ্যং সুধারসম্॥ ১৮॥

লাভ করিয়া অন্তে চন্দ্রমৌলির পদ লাভ করিয়া থাকে। ৭১—৮৭।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—অদ্য মানবগণের সংসার-বন্ধ-নাশক এই শিবতম পন্থা শিবই প্রদর্শন করিয়াছেন। দুর্মেধা ব্যক্তি; বেদে অনধিকারী ব্যক্তি, স্ত্রীলোক, অধম দ্বিজাতি ও সাধারণ শরীরীদিগের পক্ষে এই রুদ্রাধ্যায় সাক্ষাৎ কৈবল্য-সাধন পন্থা। মহামুনিগণ ইহার সেবা করিয়া থাকেন। দেবগণ ইহার পূজা করেন। এই শম্ভু-বিষয়িণী কথা, সংসারভয়নাশিনী, সদ্যো মুক্তিকরী, শ্লাঘ্যা এবং সর্ব্বদেহীর পাবনী। ইহা অজ্ঞানতিমিরান্ধদিগের জ্ঞান-সিদ্ধি-দায়ক দীপস্বরূপ, ভবরোগরুগ্ন জনগণের সুসেব্য পরমৌষধস্বরূপ, মহাপাতকশৈলের সুদারুণ বজ্রাঘাতস্বরূপ, কর্ম্ম-বীজের ভর্জ্জনপাত্রস্বরূপ, এবং সর্ব্বসম্পদের সাধনস্বরূপ। যাহারা এই পরম পাবনী শম্ভুকথা শ্রবণ করে, তাহারা এই লোকে রুদ্রের ন্যায় বিরাজ করে, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। যাহারা শম্ভুগাথা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করে, তাহাদের পদরজ তীর্থস্বরূপ, ইহা মুনিগণ বলেন। যে সকল দেহী মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক পৌরাণিকী শৈবী কথা শ্রবণ করিবেন। যদি সর্ব্বদা শ্রবণ করিতে অশক্ত হন, তাহা হইলে প্রতিদিন মুহূর্ত্ত মাত্র শ্রবণ করিবেন। যদি প্রতিদিন শ্রবণ করিতে অশক্ত হন, তাহা হইলে পুণ্য মাসে, পুণ্য দিনে অথবা পুণ্য তিথিতে শ্রবণ করিবেন। যে মানব পুরাণকথিত এই কথা শ্রবণ করে, সে কর্ম্মাটবী দগ্ধ করত সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করে। মুহূর্ত্তকাল তদর্দ্ধকাল বা ক্ষণ মাত্র কাল এই পাবনী কথা শ্রবণ করিলে তাহার কদাচ দুর্গতি হয় না। সর্ব্বযজ্ঞে যে ফল, সর্ব্বদানে যে ফল, একবার মাত্র পুরাণ শ্রবণ করিলে মানব সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ কলিযুগে পুরাণ শ্রবণ ব্যতীত পুরুষের আর অন্য ধর্ম্ম বা অন্য মুক্তিপথ নাই। পুরাণ শ্রবণ ব্যতীত আর উৎকৃষ্ট শম্ভুগুণ-কীর্ত্তন নাই। অতএব ইহা মনুষ্যগণের কল্পদ্রুমবৎ মহৎ ফলদায়ক। ১—১৬। কলিকালে মর্ত্ত্যগণ ক্ষীণায়ু, দুর্ব্বল, শ্রমকাতর, দুর্মেধা, দুঃখভাগী ও ধর্ম্মাচারবিবর্জ্জিত হইবে। ইহা ভাবিয়াই ভগবান্ বাদরায়ণ কৃপাপরতন্ত্র হইয়া

পিবন্নেবামৃতং যত্নাদেতৎ স্যাদজরামরঃ। শম্ভোঃ কথামৃতং কুর্য্যাৎ কুলমেবাজরামরম্ ॥ ১৯ ॥ বালো যুবা দরিদ্রো বা বৃদ্ধো বা দুর্ব্বলোঽপি বা। পুরাণজ্ঞঃ সদা বন্দ্যঃ পূজ্যশ্চ সুকৃতার্থিভিঃ ॥ ২০ ॥ নীচবুদ্ধিং ন কুর্ব্বীত পুরাণজ্ঞে কদাচন। যস্য বক্ত্রাম্বুজাদ্বাণী কামধেনুঃ শরীরিণাম্ ॥ ২১ ॥ গুরবঃ সন্তি লোকেষু জন্মতো গুণতস্তথা। তেষামপি চ সর্ব্বেষাং পুরাণজ্ঞঃ পরো গুরুঃ ॥ ২২ ॥ ভবকোটিসহস্রেষু ভূত্বাভূত্বাবসীদতি। যো দদাত্যপুনর্বৃত্তিং কোঽন্যস্তস্মাৎ পরো গুরুঃ ॥২৩॥ পুরাণজ্ঞঃ শুচির্দান্তঃ শান্তো বিজিতমৎসরঃ। সাধুঃ কারুণ্যবান্ বাগ্মী বদেৎ পুণ্যকথাং সুধীঃ ॥ ২৪ ॥ ব্যাসাসনং সমারূঢ়ো সদা পৌরাণিকো দ্বিজঃ। অসমাপ্তপ্রসঙ্গশ্চ নমস্কুর্য্যান্ন কস্যচিৎ ॥ ২৫ ॥ যে ধূর্ত্তা যে চ দুর্বৃত্তা যে চান্যে বিজিগীষবঃ। তেষাং কুটিলবৃত্তীনামগ্রে নৈব বদেৎ কথাম্ ॥ ২৬ ॥ ন দুর্জ্জনসমাকীর্ণে ন শূদ্রশ্বাপদাবৃতে। দেশে ন দ্যূতসদনে বদেৎ পুণ্যকথাং সুধীঃ ॥ ২৭ ॥ সদ্‌গ্রামে সুজনাকীর্ণে সুক্ষেত্রে দেবতালয়ে। পুণ্যে নদনদীতীরে বদেৎ পুণ্যকথাং সুধীঃ ॥ ২৮ ॥ শিবভক্তিসমাযুক্তা নান্যকার্য্যেষু লালসাঃ। বাগ্‌যতাঃ শুভ্রবোঽব্যগ্রাঃ শ্রোতারঃ পুণ্যভাগিনঃ ॥ ২৯ ॥ অভক্ত্যা যে কথাং পুণ্যাং শৃণ্বন্তি মনুজাধমাঃ। তেষাং পুণ্যফলং নাস্তি দুঃখং স্যাজ্জন্মজন্মনি ॥ ৩০ ॥ পুরাণং যে ত্বসম্পূজ্য তাম্বূলাদ্যৈরুপায়নৈঃ। শৃণ্বন্তি চ কথাং ভক্ত্যা দরিদ্রাঃ স্যুর্ন পাপিনঃ ॥ ৩১ ॥ কথায়াং কীর্ত্ত্যমানায়াং যে গচ্ছন্ত্যন্যতো নরাঃ। ভোগান্তরে প্রণশ্যন্তি তেষাং দারাশ্চ সম্পদঃ ॥ ৩২ ॥ সোষ্ণীষমস্তকা যে চ কথাং শৃণ্বন্তি পাবনীম্। তে বালকাঃ প্রজায়ন্তে পাপিনো মনুজাধমাঃ ॥ ৩৩ ॥ তাম্বূলং ভক্ষয়ন্তো যে কথাং শৃণ্বন্তি পাবনীম্। স্ববিষ্ঠাং খাদয়ন্ত্যেতান্নরকে যমকিঙ্করাঃ ॥ ৩৪ ॥ যে চ তুঙ্গাসনারূঢ়াঃ কথাং শৃণ্বন্তি দাম্ভিকাঃ। অক্ষয়ান্ নরকান্ ভুক্ত্বা তে ভবন্ত্যেব বায়সাঃ ॥ ৩৫ ॥ যে চ বীরাসনারূঢ়া যে চ মঞ্চকসংস্থিতাঃ। শৃণ্বন্তি সৎকথাং তে বৈ ভবন্ত্যনৃজুপাদপাঃ ॥ ৩৬ ॥

জনহিতকামনায় পুরাণনামক সুধারস সৃজন করিয়াছেন। জনগণ যত্নপূর্ব্বক এই শম্ভুকথাময় পুরাণামৃত পান করিয়া আপনাকে ও আপনার কুলকে অজরামর করিবে। পুরাণজ্ঞ ব্যক্তি যুবা, বৃদ্ধ, দরিদ্র, বা দুর্ব্বল হইলেও সে সুকৃতার্থী ব্যক্তিগণের বন্দনীয় ও পূজনীয়। পুরাণজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি কদাচ নীচবুদ্ধি করিবে না। পুরাণজ্ঞ ব্যক্তির মুখপদ্মনিঃসৃত বাণী শরীরীদিগের কামধেনুস্বরূপ। এই জীবলোকে বংশানুসারে ও গুণানুসারেই গুরু হইয়া থাকে। কিন্তু পুরাণজ্ঞ ব্যক্তি এ সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গুরু। মানব সহস্র-কোটিবার জন্ম গ্রহণ করিয়া অবসন্ন হয়; পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে অপুনর্বৃত্ত প্রদান করিয়া থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে পুরাণজ্ঞ হইতে আর অন্য শ্রেষ্ঠ গুরু কে আছে? পুরাণজ্ঞ ব্যক্তি শুচি, দান্ত, শান্ত, বিজিতমৎসর, সাধু, কারুণ্যবাক্, বাগ্মী, সুধী এবং পুণ্য কথার প্রচারক হইয়া থাকেন। পৌরাণিক দ্বিজ ব্যাসাসনে আরোহণ করিয়া আরব্ধ প্রসঙ্গের অসমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত কাহাকেও নমস্কার করিবেন না। ধূর্ত্ত, দুর্ব্বৃত্ত, ও বিজিগীষু, এই সকল কুটিলবৃত্তি ব্যক্তিগণের অগ্রে পুরাণপ্রস্তাব করিতে নাই। দুর্জ্জনসমাকীর্ণ স্থানে, শূদ্র ও শ্বাপদসমাকুল স্থানে, দ্যূতসদনে, পুরাণজ্ঞ ব্যক্তি পুণ্য কথা বলিবেন না। সৎগ্রাম, সজ্জনাকীর্ণ স্থান, সুক্ষেত্র, দেবতালয় ও পুণ্য নদনদীতীর, এই সমুদয় স্থানে পুরাণজ্ঞ ব্যক্তি পুণ্যকথা বলিবেন। শিবভক্তিসমাযুক্ত, অনন্যমনা, বাগ্‌যত, অবধির, ও অব্যগ্র শ্রোতাগণই পুণ্যভাগী হন। যাহারা অশ্রদ্ধা সহকারে পুণ্যকথা শ্রবণ করে, তাহারা পুণ্যভাগী হয় না; পরন্তু জন্মজন্ম দুঃখভাগী হয়। যাহারা তাম্বূলাদি উপায়ন দ্বারা পুরাণের পূজা না করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক কথা শ্রবণ করে, তাহারা দরিদ্র হয়; কিন্তু পাপী হয় না। পুরাণকথা কীর্ত্তিত হইতেছে, এমন সময় যদি কোন শ্রোতা অন্যত্র গমন করে, তাহা হইলে ভোগ সমাপ্ত না হইতে হইতে তাহার দারা ও সম্পদ্ বিনষ্ট হয়। যে জন সোষ্ণীষ মস্তকে পুরাণকথা শ্রবণ করে, সেই মনুজাধম বক হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যাহারা পান খাইতে খাইতে পুরাণকথা শ্রবণ করে, যমকিঙ্করগণ তাহাদিগকে নরকে পাতিত করিয়া তাহাদেরই বিষ্ঠা তাহাদিগকে ভোজন করায়। যাহারা দাম্ভিকতা প্রযুক্ত উচ্চাসনে উপবেশনপূর্ব্বক কথা শ্রবণ করে, তাহারা অনন্ত কাল নরকভোগের পর বায়স হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যাহারা বীরাসনারূঢ় হইয়া এবং মঞ্চস্থ হইয়া কথা শ্রবণ করে, তাহারা বক্রপাদপ হইয়া জন্মে।

অসন্তৃপ্য শৃণ্বন্তো বিষবৃক্ষা ভবন্তি তে। কথাং শয়ানাঃ শৃণ্বন্তো ভবন্ত্যজগরা নরাঃ ॥ ৩৭ ॥ যঃ শৃণোতি কথাং বক্তুঃ সমানাসনমাশ্রিতঃ। গুরুতল্পসমং পাপং সম্প্রাপ্য নরকং ব্রজেৎ ॥ ৩৮ ॥ যে নিন্দন্তি পুরাণজ্ঞং কথাং বা পাপহারিণীম্। তে বৈ জন্মশতং মর্ত্ত্যাঃ শুনকাঃ সম্ভবন্তি চ ॥ ৩৯ ॥ কথায়াং বর্ত্তমানায়াং যে বদন্তি নরাধমাঃ। তে গর্দ্দভাঃ প্রজায়ন্তে কৃকলাসাস্ততঃ পরম্ ॥ ৪০ ॥ কদাচিদপি যে পুণ্যাং ন শৃণ্বন্তি কথাং নরাঃ। তে ভুক্তা নরকান্ ঘোরান্ ভবন্তি বনশূকরাঃ ॥ ৪১ ॥ যে কথামনুমোদন্তে কীর্ত্ত্যমানাং নরোত্তমাঃ। অশৃণ্বন্তোঽপি তে যান্তি শাশ্বতং পরমং পদম্ ॥ ৪২ ॥ কথায়াং কীর্ত্ত্যমানায়াং বিঘ্নং কুর্ব্বন্তি যে শঠাঃ। কোট্যব্দান্ নরকান্ ভুক্তা ভবন্তি গ্রামশূকরাঃ ॥৪৩॥ যে শ্রাবয়ন্তি মনুজান্ পুণ্যাং পৌরাণিকীং কথাম্। কল্পকোটিশতং সাগ্রং তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥৪৪॥ আসনার্থং প্রযচ্ছন্তি পুরাণজ্ঞস্য যে নরাঃ। কম্বলাজিনবাসাংসি মঞ্চং ফলকমেব চ ॥ ৪৫ ॥ স্বর্গলোকং সমাসাদ্য ভুক্তা ভোগান্ যথেপ্সিতান্। স্থিত্বা ব্রহ্মাদিলোকেষু পদং যান্তি নিরাময়ম্ ॥ ৪৬ ॥ পুরাণজ্ঞস্য যচ্ছন্তি যে সূত্রবসনং নবম্। ভোগিনো জ্ঞানসম্পন্নাস্তে ভবন্তি ভবে ভবে ॥ ৪৭ ॥ যে মহাপাতকৈর্যুক্তা উপপাতকিনশ্চ যে। পুরাণশ্রবণাদেব তে যান্তি পরমং পদম্ ॥ ৪৮ ॥ অত্র বক্ষ্যে মহাপুণ্যমিতিহাসং দ্বিজোত্তমাঃ। শৃণুতাং সর্ব্বপাপঘ্নং বিচিত্রং সুমনোহরম্ ॥ ৪৯ ॥ দক্ষিণাপথমধ্যে বৈ গ্রামো বাষ্কলসংজ্ঞিতঃ। তত্র সন্তি জনাঃ সর্ব্বে মূঢ়াঃ কর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৫০ ॥ ন তত্র ব্রাহ্মণাচারাঃ শ্রুতিস্মৃতিপরাঙ্মুখাঃ। জপস্বাধ্যায়রহিতাঃ পরস্ত্রীবিষয়াতুরাঃ ॥ ৫১ ॥ কৃষীবলাঃ শস্ত্রধরা নির্দ্দেবা জিহ্মবৃত্তয়ঃ। ন জানন্তি পরং ধর্ম্মং জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণম্ ॥ ৫২ ॥ স্ত্রিয়শ্চ পাপনিরতাঃ স্বৈরিণ্যঃ কামলালসাঃ। দুর্ব্বুদ্ধয়ঃ কুটিলগাঃ সদ্ব্রতাচারবর্জ্জিতাঃ ॥ ৫৩ ॥ তত্রৈকো বিদুরো নাম দুরাত্মা ব্রাহ্মণাধমঃ। আসীদ্বেশ্যাপতির্যোঽসৌ সদারোঽপি কুমার্গগঃ ॥ ৫৪ ॥ স্বপত্নীং বন্দুলাং নাম হিত্বা প্রতিনিশং তথা। বেশ্যাভবনমাসাদ্য রমতে স্মরপীড়িতঃ ॥ ৫৫ ॥ সাপি তস্যাঙ্গনা রাত্রৌ বিযুক্তা নবযৌবনা। অস-

যাহারা প্রণাম না করিয়া কথা শ্রবণ করে, তাহারা বিষবৃক্ষ হয়। শয়ন করিয়া কথা শ্রবণ করিলে অজগর হয়। কথকের সমাসনভাগী হইয়া কথা শ্রবণ করিলে গুরুতল্পগমনের পাপভাগী হইয়া নরকে গমন করিয়া থাকে। যাহারা পুরাণজ্ঞ ব্যক্তি হইয়াও পাপহারিণী কথার নিন্দা করে, তাহারা শত জন্ম কুকুর হয়। কথা চলিতে থাকিলে যাহারা তাহা না শুনিয়া কথা কয়, তাহারা গর্দ্দভ হইয়া জন্মে; পরে কৃকলাস হয়। যাহারা কখনও পুণ্য কথা শ্রবণ না করে, তাহারা ঘোর নরক সকল ভোগ করার পর বন্য শূকর হইয়া জন্মিয়া থাকে। যাহারা না শুনিয়াও কথার অনুমোদন করে, তাহারা নরোত্তম এবং অন্তে পরমপদের অধিকারী হয়। কথা কথিত হইতেছে, এমন সময় যদি বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহা হইলে সে কোটিবৎসর নরক ভোগ করিয়া পরে গ্রাম্যশূকর হইয়া জন্মে। যাহারা পুণ্যা পৌরাণিকী কথা মানবগণকে শ্রবণ করায়, তাহারা সাগ্র কল্পকোটি-শতকাল ব্রহ্মপদে অবস্থান করে। যে সকল নর পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিকে আসনার্থ কম্বল, অজিন, বাস, মঞ্চ ও ফলক দান করে, সে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া যথেপ্সিত ভোগ উপভোগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে বাস করার পর নিরাময় লোক লাভ করিয়া থাকে। যাহারা পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিকে নব সূত্র ও বসন প্রদান করে, তাহারা জন্মে জন্মে ভোগী ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহারা মহাপাতকী ও উপপাতকী, তাহারা পুরাণ শ্রবণ করিলে, পরমপদ লাভ করিয়া থাকে। হে দ্বিজসত্তমগণ! এবিষয়ে এক সর্ব্বপাপঘ্ন মনোহর বিচিত্র মহাপুণ্য ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ৩৭—৪৯। দক্ষিণাপথ মধ্যে বাষ্কল নামে এক গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের সকলেই মূর্খ এবং নিষ্কর্ম্মা। সেখানে ব্রাহ্মণাচার নাই, ব্রাহ্মণগণ শ্রুতি-স্মৃতি-পরাঙ্মুখ এবং জপ-স্বাধ্যায়রহিত। সকলেই পরস্ত্রী-বিষয়াতুর, কৃষিজীবী, শস্ত্রধর, বেদরহিত ও জিহ্মবৃত্তি। সেখানকার কেহই জ্ঞান-বৈরাগ্য-লক্ষণ পরম ধর্ম্ম অবগত নহে। তত্রত্য স্ত্রীলোকগণ পাপনিরতা, স্বেচ্ছাচারিণী, কামাতুরা, দুর্ব্বুদ্ধি, কুটিলগামিনী ও সদ্ব্রতাচার-বর্জ্জিতা। এই গ্রামে বিদুর নামে এক ব্রাহ্মণাধম বাস করিত। এই হতভাগ্য পত্নী বিদ্যমান থাকিতেও বেশ্যাসক্ত ছিল। ব্রাহ্মণের পত্নীর নাম ছিল বন্দুলা। ব্রাহ্মণ নিদ্রিতাবস্থায় বন্দুলাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিরাত্র বেশ্যালয়ে গমন করত স্মরাবেশে বেশ্যার সহিত

হন্তী স্মরাবেশং রেমে জারেণ সঙ্গতা। ৫৬। তাং কদাচিদ্দুরাচারাং জারেণ সহ সঙ্গতাম্। দৃষ্ট্বা তস্যাঃ পতিঃ ক্রোধাদভিদুদ্রাব সত্বরঃ। ৫৭। জারে পলায়িতে পত্নীং গৃহীত্বা স দুরাশয়ঃ। সন্তাড্য মুষ্টিবন্ধেন মুহুর্মুহুরতাড়য়ৎ। ৫৮। সা নারী পীড়িতা ভর্ত্রা কুপিতা প্রাহ নির্ভয়া। ভবান্ প্রতিনিশং বেশ্যাং রমতে কা গতির্মম। ৫৯। অহং রূপবতী যোষা নবযৌবনশালিনী। কথং সহিষ্যে কামার্ত্তা তব সঙ্গতিবর্জ্জিতা। ৬০। ইত্যুক্তঃ স তয়া তস্যা প্রোবাচ ব্রাহ্মণাধমঃ। যুক্তমেব ত্বয়োক্তং হি তস্মাদ্বক্ষ্যামি তে হিতম্। ৬১। জারেভ্যো ধনমাকৃষ্য তেভ্যো দেহি পরাং রতিম্। তদ্ধনং দেহি মে সর্ব্বং পণ্যস্ত্রীণাং দদামি তৎ। ৬২। এবং সম্পূর্য্যতে কামো মমাপি চ বরাননে। তথেতি ভর্ত্তৃ বচনং প্রতিজগ্রাহ সা বধূঃ। ৬৩। এবং তয়োস্তু দম্পত্যোর্দুরাচার প্রবৃত্তয়োঃ। কালেন

রমণ করিত। তাহার নবযৌবনা পত্নীও স্মরবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অগত্যা উপপতির সহিত রমণ করিত। দৈবাৎ একদিন তাহার পতি-ব্রাহ্মণ ঐ দুশ্চারিণীকে উপপতির সহিত রমণ করিতে দেখিয়া ক্রোধে ঐ উপপতির প্রতি ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে সে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। পরে ব্রাহ্মণ নিজ পত্নীকে গ্রহণ করিয়া মুষ্টিযোগে গুরুতররূপে প্রহার দিল। তখন তাহার পত্নী অত্যন্ত প্রহৃত হইয়া সকোপে নির্ভয়ে বলিল,—তুমি প্রতিরাত্র বেশ্যালয়ে গমন করিবে, তা আমার গতি হইবে কি? আমি রূপবতী স্ত্রীলোক,—রূপ-যৌবনশালিনী; কামার্ত্তা হইয়া আমি তোমার মিলন ব্যতিরেকে কি প্রকারে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারি? পত্নী এইরূপ বলিলে তখন ব্রাহ্মণ বলিল,—তুমি ঠিক কথা বলিয়াছ বটে; কিন্তু তথাপি আমি তোমায় একটি হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর,—তুমি উপপতিদিগের নিকট হইতে ধন আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে পরা রতি প্রদান করিবে। ঐ ধন আমাকে দিবে, আমি তাহা বারবিলাসিনীদিগকে দিব। 'অয়ি বরাননে! এরূপ করিলে তোমারও কামনা পূর্ণ হইবে, আর আমারও কামনা পূর্ণ হইবে।' তখন ব্রাহ্মণ-বধূ বিনা আপত্তিতে ভর্ত্তৃবাক্য শিরোধার্য্য করিল। দুরাচার-প্রবৃত্ত দম্পতির মধ্যে দুরাচার এইভাবে চলিতে থাকিলে

নিধনং প্রাপ্তঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ। ৬৪। মৃতে ভর্ত্তরি সা নারী পুত্রৈঃ সহ নিজালয়ে। উবাস সুচিরং কালং কিঞ্চিদুৎক্রান্তযৌবনা। ৬৫। একদা দৈবযোগেন সম্প্রাপ্তে পুণ্যপর্ব্বণি। সা নারী বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং গোকর্ণং ক্ষেত্রমাযযৌ। ৬৬। তত্র তীর্থজলে স্নাত্বা কস্মিংশ্চিদ্দেবতালয়ে। শুশ্রাব দেবমুখ্যানাং পুণ্যাং পৌরাণিকীং কথাম্। ৬৭। যোষিতাং জারসক্তানাং নরকে যমকিঙ্করাঃ। সন্তপ্তলোহপরিঘং ক্ষিপন্তি স্মরমন্দিরে। ৬৮। ইতি পৌরাণিকেনোক্তাং সা শ্রুত্বা ধর্ম্মসংহিতাম্। তমুবাচ রহস্যেবা ভীতা ব্রাহ্মণপুঙ্গবম্। ৬৯। ব্রহ্মন্ পাপমজানন্ত্যা ময়াচরিতমুল্বণম্। যৌবনে কামচারেণ কৌটিল্যেন প্রবর্ত্তিতম্। ৭০। ইদং ত্বদ্বচনং শ্রুত্বা পুরাণার্থবিজৃম্ভিতম্। ভীতির্মে মহতী জাতা শরীরং বেপতে মুহুঃ। ৭১। ধিঙ্মাং দুরিন্দ্রিয়াসক্তাং পাপাং স্মরবিমোহিতাম্। অল্পস্য যৎ সুখস্যার্থে ঘোরাং যাস্যামি দুর্গতিম্। ৭২। কথং পশ্যামি মরণে যমদূতান্ ভয়ঙ্করান্। কথং পাশৈর্বলাৎ কণ্ঠে বধ্যমানা ধৃতিং লভে। ৭৩। কথং

ক্রমশ ঐ বেশ্যাপতি ব্রাহ্মণ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ভর্ত্তা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত পাইলে আর ঐ নারীরও যৌবনকাল কিঞ্চিৎ পরিমাণে অতিক্রান্ত হইলে সে তাহার পুত্রগণের সহিত কিছুকাল গৃহে বাস করিল। এক সময় দৈবযোগে পুণ্যপর্ব্ব উপস্থিত হইলে ঐ নারী তাহার বন্ধুগণের সহিত গোকর্ণ ক্ষেত্রে গমন করিল। তীর্থে গমন করিয়া সে তীর্থজলে স্নানানন্তর এক দেবালয়ে এইরূপ পুণ্যা পৌরাণিকী কথা শ্রবণ করিল যে, যমকিঙ্কর-গণ উপপতিরতা নারীদিগের স্মর-মন্দিরে সন্তপ্ত লৌহমুদ্গর নিক্ষেপ করে। ৫০—৬৮। ইহা শ্রবণ করিয়া সে নির্জ্জনে পৌরাণিককে আহ্বান করিয়া বলিল,—হে ব্রহ্মন্! আমি না জানিয়া যৌবনে সরলতা পরিত্যাগপূর্ব্বক যথেচ্ছাচার অবলম্বনে সতীধর্ম্ম-বিগর্হিত অতি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, ইদানীং পুরাণার্থ-যুক্ত আপনার বাক্য শ্রবণ করি-বার পর আমার মহতী ভীতি জন্মিয়াছে; মুহুর্মুহু আমার শরীর কম্পিত হইতেছে। আমি পাপিনী, যে হেতু আমি স্মরবিমোহিত হইয়া কুৎসিত ইন্দ্রিয়-সুখে আসক্ত হইয়াছিলাম। আমি ক্ষণিক সুখের নিমিত্ত ঘোর দুর্গতি প্রাপ্ত হইব; আমাকে ধিক্। কিরূপে আমি জীবনান্তে ভয়ঙ্কর যমদূতগণকে দর্শন

সহিষ্যে নরকে খণ্ডশো দেহকৃন্তনম্। পুনঃ কথং পতিষ্যামি সন্তপ্তা ক্ষারকর্দ্দমে॥ ৭৪ ॥ কথঞ্চ যোনিলক্ষেষু ক্রিমিকীটখগাদিষু। পরিভ্রমামি দুঃখৌঘাৎ পীড্যমানা নিরন্তরম্॥ ৭৫ ॥ কথঞ্চ রোচতে মহ্যমদ্যপ্রভৃতি ভোজনম্। রাত্রৌ কথঞ্চ সেবিষ্যে নিদ্রাং দুঃখপরিপ্লুতা॥ ৭৬ ॥ হাহা হতাস্মি দগ্ধাস্মি বিদীর্ণহৃদয়াস্মি চ। হা বিধে মাং মহাপাপে দত্বা বুদ্ধিমপাতয়ঃ॥৭৭॥ পতন্তস্তুঙ্গশৈলাগ্রাচ্ছূলাক্রান্তস্য দেহিনঃ। যদ্দুঃখং জায়তে ঘোরং তস্মাৎ কোটিগুণং মম॥ ৭৮॥ অশ্বমেধাযুতং কৃত্বা গঙ্গাং স্নাত্বা শতং সমাঃ। ন শুদ্ধির্জ্জায়তে প্রায়ো মৎপাপস্য গরীয়সঃ॥ ৭৯ ॥ কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কং বা শরণমাশ্রয়ে। কো বা মাং ত্রায়তে লোকে পতন্তীং নরকার্ণবে॥ ৮০ ত্বমেব মে গুরুর্ব্রহ্মংস্ত্বং মাতা ত্বং পিতাসি চ। উদ্ধরোদ্ধর মাং দীনাং ত্বামেব শরণং গতাম্॥ ৮১॥ ইতি তাং জাতনির্ব্বেদাং পতিতাং চরণদ্বয়ে। উত্থাপ্য কৃপয়া ধীমান্ বভাষে দ্বিজপুঙ্গবঃ॥৮২॥

ব্রাহ্মণ উবাচ। দিষ্ট্যা কালে প্রবুদ্ধাসি শ্রুত্বেমাং মহতীং কথাম্। মা ভৈষীস্তব বক্ষ্যামি গতিং চৈব সুখাবহাম্॥ ৮৩॥ সৎকথাশ্রবণাদেব জাতা তে মতিরীদৃশী। ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং পশ্চাত্তাপো মহানভূৎ॥ ৮৪॥ পশ্চাত্তাপো হি সর্ব্বেষামঘানাং নিষ্কৃতিঃ পরা। তেনৈব কুরুতে সদ্যঃ প্রায়শ্চিত্তং সুধীর্নরঃ॥ ৮৫॥ প্রায়শ্চিত্তানি সর্ব্বাণি কৃত্বা চ বিধিবৎ পুনঃ। অপশ্চাত্তাপিনো মর্ত্ত্যা ন যান্তি গতিমুত্তমাম্॥ ৮৬॥ সৎকথাশ্রবনান্নিত্যং সংযাতি পরমাং গতিম্। পুণ্যক্ষেত্রনিবাসাচ্চ চিত্তশুদ্ধিঃ প্রজায়তে॥ ৮৭॥ যথা সৎকথয়া নিত্যং সংযাতি পরমাং গতিম্। তথান্যৈঃ সদ্ব্রতৈর্জ্জপ্তৈর্ন ভবেন্মতি-রুত্তমা॥ ৮৮ ॥ যথা মুহুঃ শোধ্যমানো দর্পণো নির্ম্মলো ভবেৎ। তথা সৎকথয়া চেতো বিশুদ্ধিং পরমাং ব্রজেৎ॥ ৮৯॥ বিশুদ্ধে চেতসি নৃণাং ধ্যানং সিধ্যত্যুমাপতেঃ। ধ্যানেন সর্ব্বং মলিনং মনোবাক্কায়-সম্ভূতম্॥ ৯০॥ সদ্যো বিধূয় কৃতিনো যান্তি শম্ভোঃ পরং পদম্। অতঃ সন্ন্যস্তপুণ্যানাং সৎকথা সাধনং পরম্॥ ৯১॥ কথয়া সিধ্যতি ধ্যানং ধ্যানাৎ কৈবল্য-মুত্তমম্। অসিদ্ধপরমধ্যানঃ কথামেতাং শৃণোতি

করিব। তাহারা যখন বলপূর্ব্বক আমার কণ্ঠে রজ্জু বন্ধন করিবে, আমি তখন কিরূপে তাহা সহ্য করিব। তাহারা আমার এই দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদনপূর্ব্বক উত্তপ্ত ক্ষার কর্দ্দমে পাতিত করিবে, ইহা আমি কিরূপে সহ্য করিব। কিরূপে আমি নিরন্তর দারুণ দুঃখে নিপীড়িত হইয়া কৃমি-কীট-খগাদি লক্ষযোনিতে ভ্রমণ করিব! অদ্য হইতে কিরূপে আমার ভোজনে রুচি হইবে? কিরূপেই বা আমি রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইব! হায় আমি মলা'ম! আমি দগ্ধ হইলাম! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল! হা বিধে! তুমিই ত আমার বুদ্ধি দিয়া মহাপাপে পাতিত করিয়াছ। শূলা-ক্রান্ত দেহী তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ হইতে পতিত হইলে তাহার যে দুঃখ হয়, আমার তাহা হইতেও কোটি-গুণ অধিক দুঃখ হইতেছে। অযুত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া এবং শত বৎসর গঙ্গাস্নান করিয়াও আমার এই গুরুতর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। আমি এখন কি করি, কোথায় যাই, কাহার শরণ লই? আমি নরকার্ণবে পতিত হইয়াছি। কে আমায় পরিত্রাণ করিবে? হে ব্রহ্মন্! আপনিই আমার গুরু, আপনিই আমার মাতা এবং আপ-নিই আমার পিতা। আপনি এ দীনাকে উদ্ধার করুন, উদ্ধার করুন। আমি আপনার শরণ লই-লাম। দ্বিজপুঙ্গব তখন চরণে পতিতা জাত-

নির্ব্বেদা নারীকে কৃপাপূর্ব্বক উত্থাপিত করিয়া বলি-লেন,—ভাগ্যে তুমি আমার এই মহতী কথা শুনিয়া সময় থাকিতে চৈতন্য লাভ করিয়াছ। তোমার ভয় নাই; আমি তোমাকে শুভাবহ উপদেশ বলিয়া দিতেছি। সৎকথা শ্রবণে তোমার এইরূপ মতি জন্মিয়াছে। ইন্দ্রিয়ার্থে তোমার বৈরাগ্য ও পশ্চাত্তাপ জন্মিয়াছে। পশ্চাত্তাপই সর্ব্ববিধ পাপনাশের মূল। পশ্চাত্তাপ হইলেই সুধী ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করেন। অপশ্চাত্তাপী ব্যক্তি বিধিবৎ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও শুদ্ধিলাভ করিতে পারে না। নিত্য সৎকথা শ্রবণে পরমগতি লাভ হইয়া থাকে। পুণ্যক্ষেত্রে বাস করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়। সৎকথা শ্রবণে যেমন পরমগতি হয়, সদ্ব্রতা-নুষ্ঠানে সেরূপ হয় না। যেমন মুহুর্ম্মুহুঃ শোধ্যমান হইয়া দর্পণ নির্ম্মল হয়, তদ্রূপ নিত্য সৎকথা শ্রবণে চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়া থাকে।৬৯—৮৯। নরগণ বিশুদ্ধচিত্তে উমাপতির ধ্যানসিদ্ধিলাভ করে। কৃতী ব্যক্তিগণ ধ্যান দ্বারা মনো-বাক্-কায়-সম্ভূত মলিনতা ক্ষালন-পূর্ব্বক শম্ভুর পরম পদে গমন করেন। সংন্যস্ত-পুণ্য ব্যক্তিদিগের সৎকথাই পরম সাধন। সৎ-কথা দ্বারাই ধ্যান সিদ্ধ হয় এবং ধ্যান হইতে

যঃ। সোঽহন্যজন্মনি সম্প্রাপ্য ধ্যানং যাতি পরাং গতিম্॥ ৯২॥ নামোচ্চারণমাত্রেণ জপ্ত্বা মন্ত্রমজামিলঃ। পশ্চাত্তাপসমাযুক্তস্ত্ববাপ পরমাং গতিম্॥ ৯৩॥ সর্ব্বেষাং শ্রেয়সাং বীজং সৎকথাশ্রবণং নৃণাম্। যস্তদ্বিহীনঃ স পশুঃ কথং মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥ ৯৪। অতস্ত্বমপি সর্ব্বেভ্যো বিষয়েভ্যো নিবৃত্তধীঃ। ভক্তিং পরাং সমাধায় সৎকথাং শৃণু সর্ব্বদা। শৃণ্বন্ত্যাঃ সৎকথাং নিত্যং চেতস্তে শুদ্ধিমেষ্যতি॥ ৯৫॥ তেন ধ্যায়সি বিশ্বেশং ততো মুক্তিমবাপ্স্যসি। ধ্যায়তঃ শিবপাদাব্জং মুক্তিরেকেন জন্মনা॥ ৯৬॥ ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্। ইত্যুক্তা তেন বিপ্রেণ সা নারী বাষ্পসঙ্কুলা॥ ৯৭॥ পতিত্বা পাদয়োস্তস্য কৃতার্থাস্মীত্যভাষত। তস্মিন্নেব মহাক্ষেত্রে তস্মাদেব দ্বিজোত্তমাৎ॥ ৯৮॥ শুশ্রাব সৎকথাং সাধ্বীং কৈবল্যফলদায়িনীম্। স উবাচ দ্বিজস্তস্যৈ কথাং বৈরাগ্যবৃংহিতাম্॥ ৯৯॥ যাং শ্রুত্বা মনুজঃ সদ্যস্ত্যজেদ্বিষয়বাসনাম্। তস্যাশ্চিত্তং যথা শুদ্ধং বৈরাগ্যরসগং যথা॥ ১০০॥ তথোবাচ দ্বিজঃ শৈবীং কথাং ভক্তিসমন্বিতাম্। যথা যথা মনস্তস্যাঃ প্রসাদমধিগচ্ছতি। তথা তথা শনৈঃ শম্ভোর্ধ্যানযোগমুপাদিশৎ॥ ১০১॥ শনৈঃ শনৈর্ধ্বস্তরজস্তমোমলং বিমুক্তসর্ব্বেন্দ্রিয়ভোগবিগ্রহম্ বিশুদ্ধতত্ত্বং হৃদয়ং দ্বিজস্ত্রিয়া বিবেশ বিশ্বেশ্বররূপচিন্তনম্॥ ১০২॥ ইত্থং সদ্গুরুমাশ্রিত্য সা নারী প্রাপ্তসন্মতিঃ। দধ্যৌ মুহুর্মুহুঃ শম্ভোশ্চিদানন্দময়ং বপুঃ॥ ১০৩॥ নিত্যং তীর্থজলে স্নাত্বা জটাবল্কলধারিণী। ভস্মোদ্ধূলিতসর্ব্বাঙ্গী রুদ্রাক্ষকৃতভূষণা। ১০৪॥ শিবনামজপাসক্তা বাগ্‌যতা মিতভোজনা। বদ্ধপদ্মাসনাব্যগ্রা সৎকথাশ্রবণোৎসুকা॥ ১০৫॥ গুরুশুশ্রূষণরতা ত্যক্তাপত্যসুহৃজ্জনা। গুরূপদিষ্টযোগেন শিবমেবমতোষয়ৎ॥ ১০৬॥ বিশ্বেশ বিশ্ববিলয়স্থিতিজন্মহেতো বিশ্বৈকবন্দ্য শিব শাশ্বত বিশ্বরূপ। বিধ্বস্তকালবিপরীতগুণাবভাস শ্রীমন্মহেশ ময়ি ধেহি কৃপাকটাক্ষম্॥ ১০৭॥ শম্ভো শশাঙ্ককৃতশেখর শান্তমূর্ত্তে গঙ্গাধরামরবরার্চ্চিতপাদপদ্ম। নাগেন্দ্রভূষণ নগেন্দ্রনিকেতনেশ ভক্তার্ত্তিহন্ময়ি নিধেহি কৃপাকটাক্ষম্॥ ১০৮॥ শ্রীবিশ্বনাথ করুণাকর শূলপাণে

উত্তম কৈবল্য লাভ হয়। ধ্যানাসিদ্ধ ব্যক্তি সৎকথা শ্রবণ করিলে পরজন্মে ধ্যান লাভ করিয়া পরমগতি লাভ করে। অজামিল কেবল নামোচ্চারণমাত্র মন্ত্র জপ করিয়া পশ্চাত্তাপের ফলে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সৎকথাশ্রবণ মানবগণের সকল প্রকার মঙ্গলের মূল। যে মানব সৎকথা-বিহীন, সে কিপ্রকারে বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবে? অতএব তুমি সর্ব্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরম ভক্তিসহকারে সর্ব্বদা সৎকথা শ্রবণ কর। ইহাতে তোমার চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে। অধুনা তুমি বিশ্বেশ্বরের ধ্যান করিয়া মুক্তি লাভ কর। শিবপাদপদ্ম ধ্যান করিলে এক জন্মেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে সংশয় নাই। আমি ইহা সত্য বলিলাম। বিপ্রবর এই কথা বলিলে ঐ নারী অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহার পাদ-পদ্মে পতিত হইয়া বলিল,—আমি কৃতার্থ হইলাম। এই বলিয়া সে ঐ মহাক্ষেত্রে ঐ দ্বিজোত্তমের নিকট কৈবল্যদায়িনী সৎকথা শ্রবণ করিতে লাগিল। ঐ কথা শ্রবণ করিয়া মানবগণ সদ্য বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয়। যাহাতে ঐ নারীর চিত্ত বিশুদ্ধ ও বৈরাগ্যরসযুক্ত হয়, সেই ভাবে, ঐ দ্বিজ ভক্তিদায়িনী শিবকথা কহিতে লাগিলেন। যেরূপ উপদেশে তাহার মন প্রসন্ন হয়, তিনি সেইভাবেই তাহাকে শম্ভুর ধ্যানযোগ উপদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমশ বিশ্বেশ্বর-রূপ চিন্তা ঐ নারীর হৃদয় অধিকার করিল। রজ ও তমোগুণের মলিনতা এবং ইন্দ্রিয়ভোগবাসনা তখন তাহার হৃদয় হইতে অপসারিত হইত। সে সদ্গুরু লাভ করিয়া সন্মতি প্রাপ্ত হইল এবং নিরন্তর শম্ভুর চিদানন্দময় বপু ধ্যান করিতে লাগিল।৯০—১০৩। এইরূপে সে নিত্য তীর্থজলে স্নান, জটাবল্কল ধারণ, সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন, রুদ্রাক্ষ ধারণ, শিবনাম জপ, বাক্যসংযমন, মিতভোজন, পদ্মাসনে উপবেশন, সৎকথা শ্রবণ, গুরুশুশ্রূষা ও অপত্যাদি সুহৃদ্বর্গপরিত্যাগ, এই সকল করিয়া গুরূপদেশানুসারে এই বলিয়া কেবল শিবকেই সন্তুষ্ট করিতে থাকিল,—হে বিশ্বেশ! হে বিশ্বের সৃষ্টি—স্থিতি-প্রলয়হেতো! হে বিশ্বৈকবন্দ্য, শিব, শাশ্বত, বিশ্বরূপ, বিধ্বস্তকাল, বিপরীতগুণাবভাস, শ্রীমন্মহেশ! আপনি আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করুন। হে শম্ভো, শশাঙ্ককৃতশেখর, শান্তমূর্ত্তে, গঙ্গাধর, অমরার্চ্চিত-পাদপদ্ম, নাগেন্দ্র-ভূষণ, নগেন্দ্রনিকেতন, ভক্তার্ত্তিহর! আপনি আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ

ভূতেশ ভর্গ ভুবনত্রয়গীতকীর্ত্তে। শ্রীনীলকণ্ঠ মদনান্তক বিশ্বমূর্ত্তে গৌরীপতে ময়ি নিধেহি কৃপাকটাক্ষম্॥ ১০৯॥ ইত্থং প্রতিদিনং ভক্ত্যা প্রার্থয়ন্তী মহেশ্বরম্। শৃণ্বন্তী সৎকথাং সম্যক্ কর্ম্মবন্ধং সমাচ্ছিনৎ॥ ১১০॥ অথ কালেন সা নারী সমুৎসৃজ্য কলেবরম্। মহেশানুচরৈর্নীতা সম্প্রাপ্তা শিবমন্দিরম্॥ ১১১॥ তত্র দেবৈর্হরগৌরীদেবং সেব্যমানং সহোময়া। গণেশনন্দিভৃঙ্গ্যাদ্যৈর্বীরভদ্রেশ্বরাদিভিঃ॥ ১২॥ উপাস্যমানং গৌরীশং কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্। ত্রিলোচনং পঞ্চমুখং নীলগ্রীবং সদাশিবম্॥ ১৩॥ বামাঙ্কে বিভ্রতং গৌরীং বিদ্যুচ্চন্দ্রসমপ্রভাম্। দৃষ্ট্বা সসম্ভ্রমং নারী সা প্রণম্য পুনঃপুনঃ॥ ১১৪॥ আনন্দাশ্রুজলোৎসিক্তা রোমহর্ষসমাকুলা। সম্মানিতা করুণয়া পার্ব্বত্যা শঙ্করেণ চ॥ ১১৫॥ তস্মিঁল্লোকে পরানন্দঘনজ্যোতিষি শাশ্বতে। লব্ধা নিবাসমচলং লেভে সুখমনাহতম্॥ ১১৬॥ সা কদাচিদুমাং দেবীমুপসৃত্য প্রণম্য চ। পর্য্যপৃচ্ছত মে ভর্ত্তা কাং গতিং গতবানিতি॥ ১১৭॥ তামুবাচ মহাদেবী সা তে ভর্ত্তা দুরাশয়ঃ। ভুক্ত্বা নরকদুঃখানি বিন্ধ্যে জাতঃ পিশাচকঃ॥ ১৮॥ পুনঃ প্রপচ্ছ সা নারী দেবীং ত্রিভুবনেশ্বরীম্। কেনোপায়েন মে ভর্ত্তা সদ্গতিং প্রাপ্নুয়াদিতি॥ ১৯॥ দেব্যুবাচ। সোঽস্মৎকথাং মহাপুণ্যাং কদাচিচ্ছৃণুয়াদ্যদি। নিস্তীর্য্য দুর্গতিং সর্ব্বামিমং লোকং প্রয়াস্যতি॥ ১২০॥ ইতি গৌর্য্যা বচঃ শ্রুত্বা সা নারী বিহিতাঞ্জলিঃ। প্রার্থয়ামাস তাং দেবীং ভর্ত্তুঃ পাপবিশোধনে॥ ২২১॥ তয়া মুহুঃ প্রার্থ্যমানা পার্ব্বতী করুণাযুতা। তুম্বুরুং নাম গন্ধর্ব্বমাহূয়েদমথাব্রবীৎ॥ ১২২॥ তুম্বুরো গচ্ছ ভদ্রং তে বিন্ধ্যশৈলং সহানয়া। আস্তে পিশাচকস্তত্র যোঽস্যাঃ পতিরসন্মতিঃ॥ ১২৩॥ তস্যাগ্রে পরমাং পুণ্যাং কথামস্মদ্গুণৈর্যুতাম্। আখ্যায় দুর্গতের্মুক্তং তমানয় শিবান্তিকম্॥ ১২৪॥ ইতি দেব্যা সমাদিষ্টস্তম্বুরুস্তাং প্রণম্য চ। তয়া সহ বিমানেন বিন্ধ্যাদ্রিং সহসা যযৌ॥ ১২৫॥ তত্রাপশ্যন্মহাকায়ং রক্তনেত্রং মহাহনুম্। প্রহসন্তং রুদন্তঞ্চ বল্গন্তঞ্চ পিশাচকম্॥

পাত করুন। হে শ্রীবিশ্বনাথ, করুণাকর, শূলপাণে, ভূতেশ, ভর্গ, ভুবনত্রয়গীতকীর্ত্তি, শ্রীনীলকণ্ঠ, মদনান্তক, বিশ্বমূর্ত্তে, গৌরীপতে! আপনি আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ পাত করুন! ঐ নারী প্রতিদিন এইরূপ মহেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া সৎকথা শ্রবণপূর্ব্বক কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিল। অনন্তর কালপ্রাপ্ত হইলে শিবদূতগণ তাহাকে শিবলোকে লইয়া গেল। সে শিবলোকে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, দেবগণ হরগৌরীর সেবা করিতেছেন এবং গণেশ ও নন্দী ভৃঙ্গী বীরভদ্র প্রভৃতি গণপতিগণ তাঁহাদের উপাসনা করিতেছে। তিনি কোটিসূর্য্যসমপ্রভ, ত্রিলোচন, পঞ্চমুখ, নীলগ্রীব ও সদাশিব; তাঁহার বামাঙ্কে বিদ্যুৎ ও চন্দ্রপ্রভার ন্যায় গৌরী বিরাজ করিতেছেন। ঐ নারী তাঁহাদের এই মনোহর রূপ দর্শন করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণামপূর্ব্বক আনন্দাশ্রুজলে অভিষিক্তা ও রোমহর্ষসমাকুলা হইল। পার্ব্বতী ও শঙ্কর করুণা করিয়া তাহাকে সম্মানিত করিলেন। সে পরমানন্দ-ঘন-জ্যোতি ঐ শাশ্বত লোকে অক্ষয় বসতি লাভ করিয়া অসীম সুখ অনুভব করিতে করিতে লাগিল। একদিন ঐ নারী দেবী পার্ব্বতীর নিকটে গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল,—হে দেবি! আমার ভর্ত্তা কোন্ গতি লাভ করিয়াছেন? তখন দেবী তাহাকে বলিলেন,—তোমার দুরাশয় ভর্ত্তা নরকদুঃখ ভোগ করিয়া বিন্ধ্যাচলে পিশাচ হইয়া জন্মিয়াছে। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—হে দেবি! কি উপায়ে আমার ভর্ত্তা সদ্গতি লাভ করিবে? দেবী বলিলেন,—সে যদি কদাচিৎ আমার পুণ্যকথা শ্রবণ করে, তাহা হইলে দুর্গতি হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া এই লোকে আগমন করিবে! ঐ নারী তখন গৌরীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পতির পাপশুদ্ধি প্রার্থনা করিল। দেবী পার্ব্বতী বারম্বার তৎকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া করুণার্দ্রচিত্তে তুম্বুরুনামক গন্ধর্ব্বকে ডাকিয়া কহিলেন,—তুম্বুরো! তুমি ইহার সহিত বিন্ধ্যাচলে গমন কর। সেখানে ইহার পতি পিশাচ হইয়া কাল-ক্ষেপণ করিতেছে, তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তুমি তাহাকে আমার পুণ্যাখ্যান শ্রবণ করাইবে। আমার পুণ্য কথা শ্রবণে সে দুর্গতি হইতে মুক্তি লাভ করিবে। মুক্তিলাভ করিলে পর তুমি তাহাকে শিবলোকে আনয়ন করিবে।১০৪-১২৪ দেবী এইরূপ আদেশ করিলে তুম্বুরু ঐ নারীর সহিত বিমানবরে আরোহণপূর্ব্বক সহসা বিন্ধ্যাদ্রিতে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, ঐ পিশাচ মহাকায়, রক্তনেত্র ও মহাহনু। সে

১২৬॥ বলাদ্‌গৃহীত্বা তং পার্শ্বৈর্বদ্ধা বৈ সন্নিবেশ্য চ। তুম্বুরুর্বল্লকীহস্তো জগৌ গৌরীপতেঃ কথাম্॥ ১২৭॥ স পিশাচো মহাপুণ্যাং কথাং শ্রুত্বা পুরদ্বিষঃ। বিধূয় কলুষং সর্ব্বং সপ্তাহাৎ প্রাপ সংস্মৃতিম্॥ ১২৮॥ স পৈশাচং বপুস্ত্যক্ত্বা স্বরূপং দিব্যমাপ্য চ। জগৌ স্বয়মপি শ্রীমচ্চরিতং পার্ব্বতীপতেঃ॥১২৯॥ বিমানমারুহ্য স দিব্যরূপধৃক্ সতুম্বুরুঃ পার্শ্বগতঃ স্বকান্তয়া। গায়ন্মহেশস্য গুণান্ মনোরমান্ জগাম কৈবল্যপদং সনাতনম্॥ ১৩০॥ সূত উবাচ। ইত্যেতৎ কথিতং পুণ্যমাখ্যানং দুরিতাপহম্। মহেশ্বরপ্রীতিকরং নির্ম্মলজ্ঞানসাধনম্॥১৩১॥ য ইদং শৃণুয়ান্মর্ত্ত্যঃ কীর্ত্তয়েদ্বা সমাহিতঃ। শম্ভোর্গুণানুকথনং বিচিত্রং পাপনাশনম্॥১৩২॥ পরমানন্দজনকং ভবরোগমহৌষধম্। ভুক্তেহ বিবিধান্ ভোগান্ মুক্তো যাতি পরাং গতিম্॥ ১৩৩॥

যূয়ং খলু মহাভাগাঃ কৃতার্থা মুনিসত্তমাঃ। যে সেবন্তে সদা শম্ভোঃ কথামৃতরসং নবম্॥ ১৩৪॥ তে জন্মভাজঃ খলু জীবলোকে যেষাং মনো ধ্যায়তি বিশ্বনাথম্। বাণী গুণান্ স্তৌতি কথাং শৃণোতি শ্রোত্রদ্বয়ং তে ভবমুত্তরন্তি॥ ১৩৫॥ বিবিধগুণবিভেদৈর্নিত্যমস্পৃষ্টরূপং জগতি চ বহিরন্তর্ব্বা সমানং মহিম্না। স্বমহসি বিহরন্তং বাঙ্মনোবৃত্তিদূরং পরমশিবমনন্তানন্দসান্দ্রং প্রপদ্যে॥ ১৩৬॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং তৃতীয়ে ব্রহ্মখণ্ডউত্তরখণ্ডে পুরাণমহিমবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

ক্ষণে হাসিতেছে, ক্ষণে কান্দিতেছে এবং ক্ষণে লম্ফ প্রদান করিতেছে। তুম্বুরু তাহাকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করত উপবেশন করাইয়া বীণা সংযোগে গৌরীপতির মাহাত্ম্য গান করিতে লাগিলেন। ঐ পিশাচ গৌরীপতির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সপ্তাহ মধ্যে পূর্ব্বস্মৃতি প্রাপ্ত হইল। অনন্তর সে পৈশাচ বপু পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বরূপ লাভ করত স্বয়ংই পার্ব্বতীপতির মাহাত্ম্য গান করিতে লাগিল। ইহার ফলে সে দিব্য রূপ ধারণপূর্ব্বক বিমানবরে আরোহণ করত স্বীয় কান্তার সহিত মনোরম হরগুণ গান করিতে করিতে সনাতন কৈবল্য পদ প্রাপ্ত হইল। ঐ সময় তুম্বুরু তাহাদের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। সূত বলিলেন,—এই আমি আপনাদের নিকট দুরিতাপহ মহেশ্বরপ্রীতিপ্রদ নির্ম্মল জ্ঞানসাধন পুণ্যাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। যে মানব এই বিচিত্রপাপনাশন পরমানন্দদায়ক ভবরোগমহৌষধ হরগুণানুকীর্ত্তন সমাহিতভাবে শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, সে ইহলোকে বিবিধ ভোগ উপভোগ করত মুক্তি লাভ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মহাভাগ মুনিসত্তমগণ! আপনারা কৃতার্থ হইয়াছেন; কারণ,—আপনারা শম্ভুর মনোভিরাম কথামৃত পান করিয়াছেন। যাহাদের মন সর্ব্বদা বিশ্বনাথের ধ্যান করে, বাণী গুণস্তুতি করে এবং শ্রুতিযুগল মাহাত্ম্যকথা শ্রবণ করে, তাহাদিগকেই প্রকৃত জীবলোকে জাত বলা যায় এবং তাহারাই সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। আমার ইচ্ছা যে, বিবিধ গুণবিভেদ যাঁহার রূপকে স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি জগতের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র সমভাবে স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, যিনি স্বীয় জ্যোতিতে বিহারশীল, বাক্যমনের অগোচর ও অনন্ত আনন্দসান্দ্র পরম শিব, তাঁহাকে প্রাপ্ত হই। ১২৫—১৩৬।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

সমাপ্তমিদমুত্তরখণ্ডম্। ৩—৩।

সমাপ্তশ্চেদং ব্রহ্মখণ্ডম্। ৩।